অধ্যা-১, ৩-৫০, ১৩৩৫-১৩৩৬

গৌড়ীয়

পরমার্থ এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি অপরা বিদ্যার সমালোচক

পরমাহিত্যপরিষদের সাপ্তাহিক পত্র

সপ্তম বর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

(১৩৩৫ ভাদ্র হইতে মাঘ ১৩৩৫)

সঙ্ঘপতি

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ

সসঙ্ঘ সম্পাদক

শ্রীসুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি, এ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস যন্ত্রে

শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী পরবিদ্যাভূষণ বি, এ

কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪২

গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ-সূচী

সপ্তম বর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

১ম—২৫শ সংখ্যা

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পৃষ্ঠাঙ্ক
নববর্ষ	১।১
শ্রীগৌড়ীয়-প্রশস্তি (পদ্য)	১।৩
শ্রীচৈতন্যের দান	১।৬, ২।৫, ৩।৪, ৪।৪
সাময়িক প্রসঙ্গ	১।৮, ৯।১, ৮।১, ৯।১, ১০।১, ১১।১, ১৫।১, ১৭।১, ১৭।১
বিরক্ত অবধূত নহে	১।১০
আমি 'এই' নই, আমি 'সেই'	১।১১
বেদান্তদর্শন (শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত)	১।১৩
প্রচার-প্রসঙ্গ	১।১৪, ২।১৫, ১০।১৬, ২৩।১৬
মহাপ্রচার বিবরণ	১।১৫
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের চতুর্থ সংস্করণ	১।১৫
অর্থের সদ্ব্যবহার	১।১৬
খানেশ্বরের তারের সংবাদ	১।১৬
শ্রীল পরমহংসঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক ২।১, ৪।১, ৯।৪, ২১।১, ২৩।৪, ২৪।২	
ব্যবসাদারের কপটতা	২।৭, ৪।৭, ৪।১১, ১২।১৩, ২১।১০
মাদ্রাজের সংবাদ	২।১১
নিমন্ত্রণ-পত্র (গৌড়ীয় মঠের উৎসবোপলক্ষে)	৪।১২
হংস-জাতির ইতিহাস	২।১৩, ৪।১
শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব	৩।১
প্রাপ্তপত্র [শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ রায়]	৩।৭
ঐ উত্তর	৩।৮
অনধিকার-চর্চ্চা	৩।৯, ৪।১০, ৫।৪, ৮।৮, ১০।১৩, ১৩।১৪, ২২।৯, ২৩।১১
এলবার্ট হলে বিরাট সভা (শ্রীচৈতন্যের দান)	৩।১৩
মন্দারের সংবাদ	৩।১৬
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শন সম্বন্ধে)	৪।১৪
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (জপ এবং কীর্ত্তনে প্রভেদ কি ? মহামন্ত্র জপ্য কি কীর্ত্তনীয় ? গৃহী বৈষ্ণবের পক্ষে অসংখ্যাত-কীর্ত্তনে কি	

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পৃষ্ঠাঙ্ক
বাধা আছে ? 'অন্ন' শব্দের অর্থ কি ? একাদশী তিথিতে অন্নবোধে কোন্ কোন্ বস্তু পরিত্যাজ্য ? কৃষ্ণনাম ও নিতাইচৈতন্য নাম-গ্রহণ সম্বন্ধে অপরাধের বিচার)	৪।৭
নিবেদন (প্রশ্নকারিগণের সম্বন্ধে)	৫।১১
মহোৎসব-প্রসঙ্গ	৫।১৫, ৬।১৫, ২।১৩
শ্রীগুরু-তত্ত্ব	৬।২, ২১।৫
প্রকৃত জগদ্বন্ধু (শ্রে, বি, ভিন্ন জীবনী)	৬।৫
ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস-গ্রহণ	৬।১৬
শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী	৭।১, ৮।৪, ৯।৬, ১০।৮, ১১।৪, ১৩।৭, ১৪।৬
শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব	৭।৬, ৯।১৪
শ্রদ্ধাঞ্জলি (পদ্য)	৭।১৪
সেবা সমর্পণ	৭।১৫
গ্রন্থ-প্রচার	৭।১৬
শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির-ভিত্তি-সংস্থাপন	৮।১৩
প্রাপ্তপত্র [শ্রীকিকি চাঁদ বিদ্যাবিশারদ ও শ্রীবাবুলাল রায়]	৯।৯
"স্থান" নহে "স্বার্থ" [শ্রে, বি, দত্ত]	৯।১২
অবন্তী-নগরীতে প্রভুপাদ	১০।৪, ১১।১০
ভাস্করের রাহু (পদ্য)	১০।১২
বৈষ্ণব-স্মৃতিবিধানে শ্রাদ্ধ	১০।১৬
শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীচৈতন্যদেব [শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস অধিকারী]	১১।১২
নিমন্ত্রণ-পত্র (হাওড়া গৌড়ীয় মঠের উৎসবোপলক্ষে)	১১।১৬
কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগ	১২।১
বিবিধ প্রসঙ্গ	১২।৫
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	১২।১২, ১৩।১০
শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে মহা-মহোৎসব	১২।১৬
আসাম-প্রদেশে শ্রীল প্রভুপাদ	১৩।১, ১৪।১, ১৫।৪, ১৬।৭, ১৮।১২

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
অভিনন্দন-পত্র	১৩।১৬
কুরুক্ষেত্র-সূর্য্যোপরাগে প্রভুপাদ	১৪।৮, ১৪।১০, ১৭।৬, ১৮।১, ১৯।১, ২০।৪
বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ	১৪।১৫
কুরুক্ষেত্রের সংবাদ (নিজস্ব)	১৪।১৬
ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ	১৫।১৪
নির্য্যাণ-সংবাদ (শ্রীপাদ হৃদয়ানন্দ দাসাধিকারী)	১৫।১৬
মন্ত্র-সংস্কার	১৬।৩
জীবসেবা ও জীবে-দয়া	১৬।১২
আমার দুর্দ্দৈব—দেশভ্রমণ-কাম [ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরীপাদ লিখিত]	১৬।১৫
শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে অন্নকূট-মহোৎসব	১৬।১৬
প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ - ("জয় নিতাই-গৌর রাধে শ্যাম, জপ হরেকৃষ্ণ হরে রাম" এই ছড়া-কীর্ত্তনে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের ফল না পাওয়ার কারণ কি ? অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রান্তর্গত 'স্বাহা' পদের স্থলে 'নমঃ' শব্দ ব্যবহার করিয়া মন্ত্র-প্রদান করিলে মন্ত্রের অঙ্গহীনতা বা উহা অশাস্ত্রীয় হয় কি না ? শূদ্র বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিলে বেদপাঠ ও প্রণব-স্বাহা আদি উচ্চারণের অধিকারী হয় কি না ? রক্তকরবীপুষ্প ও বিল্বপত্র শ্রীবিষ্ণুপূজায় ব্যবহৃত হইতে পারে কি না ?	১৭।১১, ১৮।১৫
শ্রীবিনোদবাণীর শ্রীমূর্ত্তির প্রকট-মহামহোৎসব	১৭।১৫
শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠের যুগলমিলন-মহোৎসব	১৭।১৫
ভক্তি-প্রচারে দান	১৭।১৬
শ্রীনৈমিষারণ্যের সংবাদ	১৭।১৬
নির্য্যাণ (শ্রীল ত্রিবিক্রম পুরুষোত্তম দাস অধিকারী)	১৭।১৬
কৃপা কি চাই ?	১৮।৬
খোঁজামিল	১৮।৯
শুদ্ধ শ্রাদ্ধ	১৮।১৬
ধর্ম্ম-বিষয়ক শিক্ষা [শ্রীযুক্ত বহুবর দাস অধিকারী এম, এ, বি, এল]	১৯।৮
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠও স্বাহা, স্বধা এবং প্রণবোচ্চারণে অধিকারী কিনা ?)	১৯।১৩, ২০।১৩
(Gaudiya Math at Naimisaranya)	১৯।১৬
অভক্ত সমাজে যুগান্তর	২০।১
ভোগ ও ভক্তি	২০।৯
প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ (বেদ ঈশ্বরোক্ত হইলে তাহাকে অপৌরুষেয় বলে কেন ? পৌরুষেয় হইলে কি কি দোষ হয় ? বেদের নিত্যতা সম্বন্ধে কি কি যুক্তি আছে ? "তপস্তেপানাৎ মমো বেদা অজায়ন্ত" এই শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা বেদের প্রাকৃতত্ব বুঝা যায় কিনা ? একই বেদ বিভিন্ন চারি নামে অভিহিত হয় কেন ? চারি বেদ হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে তিন বেদ বলিয়া উক্ত হইল কেন ? ভগবানের মধুকৈটভ-বধ করিয়া ব্রহ্মাকে বেদ অর্পণ করার তাৎপর্য্য কি ? বেদ কেন, কখন ও কাহার দ্বারা লিপিবদ্ধ হয় ? শ্রুতি ও উপনিষদ কাহার উক্ত ? মহর্লোক প্রভৃতি ঊর্দ্ধতনলোকে দিবা-রাত্রি কিরূপ হয় ? ব্যাসদেব বেদান্ত কেন করেন ?)	২০।১৪
নৈমিষারণ্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠ [শ্রীঅবিনীকুমার বসু, বেরিষ্টার]	২০।১৬
লাটের সহিত সাক্ষাৎকার	২১।১৬
Gaudiya math at Lucknow	২১।১৬
শ্রীঅযোধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ	২২।১
একখানি পত্র	২২।৬
আলাহাবাদীয় শঙ্করদেব	২২।১২
Swami Bon	২২।১৬
নির্য্যাণ সংবাদ (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস পর্ব্বত মহারাজ)	২২।১৬
সমবায়মূলক জগৎ	২৩।১
আমার দুর্দ্দৈব—"প্রয়াগ" [ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরীপাদ লিখিত]	২৩।৩
প্রাপ্ত-পত্র [দেওয়ালিরাম, কুরুক্ষেত্র সংস্কার সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক]	২৩।১২
নির্য্যাণ-সংবাদ (প্রহ্লাদচন্দ্র পড়াই)	২৩।১৬
শ্রীমথুরামণ্ডলে শ্রীল প্রভুপাদ	২৪।১
অর্থ [শ্রীপাদ হৃদয়ানন্দ দাস অধিকারী]	২৪।৪
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণসেবায় তাৎপর্য্য কি ? বৈষ্ণবের বিবাহ ও শ্রাদ্ধ কি নিয়মে হইবে এবং তাহার অশৌচ কত দিন ? "কৃষ্ণসংসার" কাহাকে বলে ? একাদশী বাসরে মহাপ্রসাদ সেবনের বাধা আছে কি না ?)	২৪।১৩

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক	প্রবন্ধ	বিষয়-পত্রাঙ্ক
নির্ব্বাণ (হেরম্বমোহন রায় চৌধুরী, বালিয়াটী)	২৫।১৬	কৃষকের চাকরী ও মায়ার চাকরী	২৫।৬
বর্ষান্তশেষে বিজয়ি	২৫।১	ইন্দ্রপ্রস্থ, ব্রহ্মাবর্ত্ত ও আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীল প্রভুপাদ	২৫।১১

শ্রীযোগপীঠে মহামহোৎসব

আগামী ৯ই ফাল্গুন ২১শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১২ই ফাল্গুন ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে চারি দিবস কাল নামযজ্ঞ, হরিকথা, ইষ্টগোষ্ঠী এবং সুললিত মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন গান হইবে। সজ্জনগণ সবান্ধবে এই মহোৎসবে যোগদান করুন্।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গৌড়ীয়

পরমার্থ-বিদ্যা এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি অপরা অর্থ-বিদ্যার সমালোচক

পরমাহিত্যপরিষদের সাপ্তাহিক পত্র

৭ম বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

(১৩৩৫ মাঘ হইতে ১৩৩৬ শ্রাবণ)

—:০:—

সম্পাদক

শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ-গোস্বামী

সহকারী-সম্পাদক

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

—•—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

P29493

শ্রীগৌরাব্দ ১৪৩

গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ-সূচী

সপ্তমবর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

২৬শ—৩০শ সংখ্যা

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
সাময়িক-প্রসঙ্গ	২৬।১, ২৭।১, ২৮।১, ৩৪।১, ৪২।১, ৪৮।১
শ্রীল প্রভুপাদ ও মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ	২৬।৪, ৩৩।১২
শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক	২৬।৬
শিবং শৈলে প্রভুপাদ	২৬।১২
অপস্বার্থ	২৬।১৪
ঠাকুর-প্রসঙ্গ	২৬।১৬, ৩৪।১৬, ৩৮।১৬, ৪৩।১৬, ৪৭।১৬, ৪৯।১৬
বিবাহ (শ্রীউমানাথ ভক্তনিধি)	২৬।১৬
সুনীতি ও দুর্নীতি	২৭।৪
অনধিকার-চর্চ্চা	২৭।৬, ৩৪।১৩, ৩৬।৭, ৩৭।৮
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (শ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতের চরণে তুলসী অর্পণ বিধি কি না? অনর্থ-নিবৃত্তির পূর্ব্বে শ্রীমূর্ত্তির স্নানাদি বা তৎসমীপে অন্নাদি নিবেদন সম্ভব কি না? গৌরমন্ত্র শাস্ত্রে কোথায় আছে? শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটের পূর্ব্বে বা পরে গৌরমন্ত্রের প্রচলন ছিল কি না? কোন্ কোন্ আচার্য্য গৌরমন্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন? উপনয়ন-সংস্কারাদি দ্বারা দীক্ষা গ্রহণ-বিধি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল কি না? বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক উপনয়ন-সংস্কার প্রদানের প্রমাণ কোথায়? ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না?)	২৭।৮
দুর্দ্দৈবের কথা শুনতে চাই না	২৭।১৪
[শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরীপাদ লিখিত]	
শ্রীশ্রীবিকুপ্রিয়া-জন্মোৎসব ও বিরহ-মহোৎসব	২৭।১৯
শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য	২৮।৩
কৃষ্ণতত্ত্ব	২৮।৯
শ্রীধাম-বিচার	২৮।১১
একায়নশ্রুতি ও তদ্বিধান	২৮।১৩
প্রতীচ্যে কার্ত্তি-সম্প্রচার	২৮।১৫
নিমন্ত্রণ পত্র (শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব ও নবদ্বীপ-পরিক্রমা সম্বন্ধে)	২৮।১৬
প্রণতিপত্রমিদম্ (সংস্কৃত)	২৯।১
ভক্তিকুসুমাঞ্জলিঃ (সংস্কৃত)	২৯।২
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিপঞ্চকম্ (সংস্কৃত)	২৯।৩
"বন-কুসুমাঞ্জলি" (পদ্য)	২৯।৩
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি	২৯।৪
[শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল]	
আচার্য্য-আরতি	২৯।৮
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি মহারাজ।	
শ্রীশ্রীচরণকমলেষু (আসামী ভাষায়)	৩০।২৪
ভক্তিগীতি-কুসুমাঞ্জলি (উড়িয়া)	৩০।২৬
[পণ্ডিত শ্রীশ্রীধর কাব্যব্যাকরণতীর্থ, বেদান্তোপাধ্যায়]	
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি (উড়িয়া)	৩০।২৭
[শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়]	
বিজ্ঞপ্তি	৩০।২৯
পঞ্চরাত্র	৩০।৩১
শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা	৩০।৩২
কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুর	৩০।৩২
শ্রীধাম-পরিক্রমায় আগমন (পদ্য)	৩১।১
[শ্রীধাম ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ]	
দীপ-নির্দ্দর্শন	৩১।২, ৩২।৮
ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের শ্রীমায়াপুরের জন্মোৎসব-সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন	৩১।১৬
শ্রীশ্রীগৌর-জন্মলীলা	৩২।১
তত্ত্বসার	৩২।১৬
পরিক্রমা ও মহামহোৎসব	৩৩।১
শ্রীধামপ্রচারিণী সভার অধিবেশন-বিবরণী (৪৪৩ গৌরাব্দ)	৩৩।৬, ৩৪।৫, ৩৫।৪
শ্রীএকায়ন মঠ প্রতিষ্ঠা (কৃষ্ণনগর)	৩৩।১৩
শ্রীরামগোবিন্দ "বেদান্ত-কুসুম" উপাধি প্রদান	৩৩।১৬
পরলোকে (শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী)	৩৩।১৬

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
শ্রীধাম-সেবার আনুকূল্য	৩৪।১৩
পত্রবরণ পত্র (রায় সাহেব পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পরমিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাচ্য মহোদয়ের শ্রীনামব্রহ্মচারিণী সভার সম্পাদকের পত্রগ্রহণ সম্বন্ধে)	৩৪।১৩
'কীর্ত্তনবাস' ধ্বনী	৩৪।১৪
দিল্লীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠ	৩৪।১৫
ব্রাহ্মণ-পাড়া গণপ্রাশ্রম	৩৪।১৫
শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ	৩৪।১৬
শ্রীএকায়ন মঠ (কৃষ্ণনগর রামগোপাল টাউনহলে শ্রীল প্রভুপাদ ও বন মহারাজের বক্তৃতা)	৩৪।১৬
নির্য্যাণ (শ্রীপাদ গৌরগোপাল দাস)	৩৪।১৬
"বুঝিয়াও বুঝিব না"	৫৪।১
বারাকপুরে হরিকথা প্রচার	৩৪।১৫
কলিকাতায় প্রচার	৩৫।১৬
শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাণাধ-মূলের কার্য্যবিবরণ	৩।১৬, ৩৬।১৬
বিলং শৈলে শ্রীল প্রভুপাদ	৩৬।১
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	৩৬।৬
শ্রীএকায়নমঠ (শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে শ্রীপাদ তীর্থমহারাজের ভাগবত-ব্যাখ্যা ও শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের একায়নমঠ সম্বন্ধে বক্তৃতা)	৩৬।১১
শ্রীগৌরধামে ব্রতভজনানন্দী বিরক্ত বৈষ্ণব	৩৬।১৩
শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা (প্রতিনিধির পত্র) [আনন্দবাজার, ২৩শে চৈত্র ১৩৩৫ হইতে উদ্ধৃত]	৩৬।১৪
পরিক্রমা-প্রসঙ্গ (বাঙ্গালার কথা সোমবার ১৮ই চৈত্র, ১৩৩৫ হইতে উদ্ধৃত)	৩৬।১৫
Sri Chaitanya Anniversary (Amrita Bazar Patrika, April 5, 1929.)	৩৬।১৫
বৈষ্ণবমতে শ্রাদ্ধ (শ্রীযুক্ত আচার্য্যদাস বেদশর্ম্মা মহাশয়ের পত্নী)	৩৬।১৬
গোয়ালপাড়ায় প্রভুপাদ	৩৭।১, ৪০।৮
প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ (ব্রাহ্মণেতর গৃহীবৈষ্ণবগণের বাৎসরিক পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ আমার কি পক্ষান্ন দ্বারা হইতে পারে? বৈষ্ণবের পত্নী প্রভৃতি শক্তির আরাধনায় ও তৎপ্রসাদ-গ্রহণে অপরাধ হয় কি না? ব্রাহ্মণেতর গৃহীবৈষ্ণব গৃহে শ্রীশালগ্রাম স্থাপন করিয়া আতপতণ্ডুল, চিপিটক বা পায়স-পক্কান্ন ভোগ দিতে পারেন কি না? পুরাণ ঘৃতাদি-ভোগ বিষ্ণুর নিকট করিতে পারা যায় কি না? বিষ্ণুমন্ত্রের দীক্ষিত ব্রাহ্মণ দ্বারা বিষ্ণুপূজার কার্য্যাদি করাইতে পারা যায় কি না? ভাগবত পাঠী ও শ্রবণেচ্ছু—এই উভয়ের মধ্যে দক্ষিণা আদান প্রদানে কিছু দোষ হয় কি না? প্রসাদ ও মহাপ্রসাদ কাহাকে বলে এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ বৈষ্ণবগণের সেব্য কি না? মহাপ্রসাদ জাতিনির্ব্বিশেষে একত্র সেবনীয় কি না?	৩৭।৯
"মালসা-ভোগ"	৫৭।১৪
মেঠো বৈরাগীর বৈরাগ্য	৩৭।১৪
নিমন্ত্রণ পত্র ((ঐতাগবতজনানন্দ প্রভুর বিরহ মহোৎসব উপলক্ষে)	৩৭।১৬
গুরি চিত্র	৩৭।১৬
শ্রীনীলাচল-প্রসঙ্গ	৩৮।১
জড়াভিনিবেশ আসে কেন?	৩৮।৪, ৫১।১১
প্রতিবাদ (শ্রীঅরুণ দত্ত কর্ত্তৃক দীনেশ সেনের প্রতিবাদ)	৩৮।১০, ৩৯।৮
নিমন্ত্রণ পত্র (শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের মহোৎসব)	৩৮।১৬
শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে মহোৎসব (দৈনিক বসুমতী ও 'বঙ্গবাণী' ২৮শে বৈশাখ ১৩৩৬, ১১ই মে ১৯২৯	৩৮।১৬
নির্য্যাণ (শ্রীযুক্ত মণিমোহন দাস অধিকারী)	৩৮।১৬
শ্রীচন্দনযাত্রার প্রভুপাদ	৩৯।১
প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ (মহাভারত, ভাগবত ও হরিবংশে রাধার নাম নাই কেন? "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"—কল্পিত ছড়া কোথায় পাইল?)	৩৯।১১
শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহোৎসব	৩৯।১৬
চিরুলিয়া ও চুমুরকোণা মঠে মহোৎসব	৩৯।১৬
নীলাচলে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ	৪০।১, ৪১।৯, ৪৩।১২, ৪৮।১০
তীর্থ পাণ্ডরপুর	৪০।৬
মাণিকাভাদর	৪০।১১
বৈষ্ণব-স্মৃতি	৪০।১২

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচনা	
["ভক্তজীবনী" নামক গ্রন্থের] (দিনাজপুরের রায়বি	
বাহাদুরের রায়সাহেব রায়গোবিন্দ রায় বাহাদুরের জীবনী)	৪০।১৪
ভাগবত পাঠশালা (নৈমিষারণ্য পরমহংস মঠে)	৪০।১৫
নিবেদন (শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস বাবাজী)	৪০।১৬
ব্রহ্মগিরি	৪১।১
শ্রীআলোচনাম-মন্দির-সংস্কার	৪১।৬
প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত	৪১।১০
ঘুণড়ীতে শ্রীল প্রভুপাদ	৪২।৩, ৪৩।৮, ৪৪।৯, ৪৫।৮
মহান্ত স্বপতন	৪২।৭
পিছলদা	৪২।৯
[পণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপ ভাগবতীর্থ বিদ্যাসাগর, বি,এ]	
সেনরাজগণ ও লীলাবসান	৪২।১১
শ্রীভক্তিবল্লভ	৪২।১২
প্রাপ্তপত্র (শ্রীসতীপ্রসন্ন মজুমদার সাবজজ, মুর্শিদাবাদ)	৪২।১৬
শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর	৪২।১৬
শ্রীরামানন্দ স্বামী	৪৩।১
বোষ্টম পার্লামেণ্ট	৪৩।১৪
শ্রীস্নানযাত্রা	৪৪।১
নবদ্বীপ প্রসঙ্গ	৪৪।৩
আমি ভাবি না	৪৪।১১, ৪৫।১৩
শ্রীগৌড়ীয়মঠ নির্ম্মাণ	৪৪।১৫
শ্রীরাসকেলি মহোৎসব	৪৪।১৬
[শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাসী গোস্বামী প্রেরিত-তারের অনুবাদ]	
দিল্লীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠ	৪৪।১৬
শ্রীকুরুক্ষেত্র	৪৫।১
"শান্তি-জিজ্ঞাসা"	৪৫।৭
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-দশকম্	৪৬।১
সুমেরু তিথি	৪৬।২

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
স্নানযাত্রা ও অনবসরে প্রভুপাদ	৪৬।৫
সাময়িক-সংবাদ	৪৭।১
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	৪৭।৮
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (ভাগবতী দীক্ষাবিধানে নীচবর্ণ লোক	
বৈষ্ণব হইলে উচ্চবর্ণোদ্ভূত বৈষ্ণবগণ তাঁহার সহিত একত্রে	
ভোজনাদি করেন না কেন? কোন উচ্চবর্ণোদ্ভূত মহিলা	
নীচবর্ণের পুরুষের সহিত অবৈধ ব্যবহারে দোষী হইয়া	
দীক্ষাগ্রহণান্তর ভাগবত প্রণামাদি করিলে সমাজের গ্রহণীয়	
হইতে পারেন কিনা? দীক্ষা গ্রহণ বা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে	
দোষমুক্ত হয় কি? কিরূপে দীক্ষা গ্রহণ বা নামযজ্ঞ করা	
উচিত? দোষমুক্তির জন্য চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক	
হইলে তাহার বিধি কি?	৪৭।১১
সুমেরু-তিথি-পালনোৎসব	৪৭।১২ ৪৮।১২
অলৌকিক ভক্তচরিত্র	৪৮।৭
তত্ত্বিদ্‌মাতা (কেতেলকলেজে বনমহারাজের বক্তৃতা)	৪৮।১৬
আলবার্টহলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বক্তৃতার বিজ্ঞাপন	৪৮।১৯, ৪৯।১৭
সাময়িক সংবাদ	৪৯।১
পরিশিষ্ট	৪৯।১২
নিমন্ত্রণপত্র (শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-সম্বন্ধে)	৪৯।১২
শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে মহোৎসব	৪৯।১৪
শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে বিরাট সভা	৪৯।১৬
বর্ষশেষে নিবেদ	৫০।১
বিভিন্ন মতবাদ খণ্ডন	৫০।২-৯
বিবিধ বিষয়	৫০।৯-১৬
প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভের সূচী	৫০।১৭-২০
প্রাপ্ত-পত্রের সূচী	৫০।২১-২৬
সমালোচনার সূচী	৫০।২৬-২৮
প্রভুপাদ-সম্বন্ধীয়	৫০।২৯-৩২
বৈষ্ণব-জীবনী স্থান-বর্ণনা	৫০।৩২

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়া

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে
শ্রীরূপ-গোস্বামী
যথা যুক্তং
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
শ্রীরূপ-গোস্বামী
মধ্য-লীলা
বিষয়ের সহিত যুক্ত হয়।

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৩৫, ১১ই আগষ্ট, ১৯২৮ | ১ম সংখ্যা

নববর্ষ

গৌড়ীয় আজ সপ্তমবর্ষের প্রথমদিনে পদার্পণ করিল। সাধারণতঃ পঞ্চমবর্ষ অতিক্রান্ত হইলেই শিশুর বিগত হইয়া পৌগণ্ডাবস্থা লাভ হয়। সুতরাং সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রম বিশিষ্ট সমৃদ্ধ শিশুকে আক্রমণের পরিবর্ত্তে সকলেই ভবিষ্যতে এই উদীয়মান ভাবি কৃতিপুরুষের অকপটপ্রতিভার আদরই করিবেন। আমরা নানোপান হইতে বড়্‌বর্ষীয় শিশুর গুণ-গানে আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেছি। প্রতিযোগি-সূত্রে গ্রাম্য-বার্ত্তাবহ-গুলি বৃথা বিতর্ক উপস্থাপনের মানসে এবং পোগণ্ডের সম্পত্তি-অবৈধভাবে অধিকার-মানসে যে-সকল অভিসন্ধি-মূলা চেষ্টা দেখাইতেছেন, ভগবদিচ্ছার প্রতিকূল হওয়ায় সেই সকল চক্রান্ত নিষ্ফলতায় পর্য্যবসিত হইতেছে। সাধারণ পোগণ্ডকে আধ্যক্ষিক অভিভাবকগণ স্ব-স্ব-সীমাবদ্ধ বলের দ্বারা সংরক্ষণ করেন, কিন্তু গৌড়ীয়ের উপাস্য শ্রীগৌর-সুন্দর সাধারণ মায়া-বদ্ধ-জীবের সকলেরই অভিভাবক হওয়ায় তাঁহার নিজের ward (পাল্য) গৌড়ীয়কে অতি যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। গৌড়ীয়ের বিরোধিসম্প্রদায় গ্রাম্যবর্ত্তাবহের স্কন্ধে চড়িয়া কখনও বা তাহাকে অন্য প্রচারিত সাম্প্রদায়িক বিচারের প্রচারক সাময়িক পত্রসামান্য-জ্ঞানে তাহার প্রতি অযথা কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া সজ্জনসমাজে আপনাদের গুপ্ত দুরভি-সন্ধি-পুষ্ট ভাবসমূহের উদ্ঘাটন করিয়া সর্ব্বতোভাবে নিন্দিতই হইতেছেন। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু বহুজীবের প্রযোজক কর্ত্তা হইয়া গ্রাম্যবার্ত্তাবহগুলিকে ত্রিপুষ্টুপের ছান্দে সাযোজ্য-কর্তৃত্বে স্থাপন করিতেছেন। সেই প্রযোজক শ্রীচৈতন্যদেব নিজজন গৌড়ীয়কে প্রতিভান্বিত করিয়া প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ গ্রাম্যবার্ত্তাবহ-গুলিকে নবর্ষের পথেই অগ্রগামী করাইতেছেন।

বিষয়ভোগনত সম্পাদকগণ বয়োধর্ম্মের প্রগল্‌ভতায় আত্মবিস্মৃত হইয়া সজ্জননিন্দারূপ অপরাধে শীঘ্র শীঘ্র শ্মশানের পথে গমন করিবার প্রাতিস্বিক চেষ্টা করিতেছেন। তবে গ্রাম্যবার্ত্তাবহ পত্রগুলির পাঠকসম্প্রদায় তাঁহাদের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিলেই পাঠকহীন-অবস্থায় উহারা যে রাজ্যে গমন করিতেছে সেই স্থানকে অপ্রীতিজনকজ্ঞানে ত্যাগের বিষয় মনে করিলেও উহারা মবিষ্য আবার সেই স্থানই গুলজার করিবেন। তথায় পাপপরায়ণ বহুযাত্রী কাম-ক্রোধাদির দাস্য করিতে করিতে উপনীত হইয়া যমের নিকট নানাপ্রকার তিরস্কারমুখে পুরস্কার পাইতেছে। ন্যায়-অন্যায়ের বিচারক যমরাজ গৌড়ীয়ের উজ্জাসন এবং ন্যায়-অন্যায়-রাজ্যের উন্নতাংশে নিত্যাধিষ্ঠিত গৌড়ীয়বিগ্রহকে পূজা করিয়া গৌড়ীয়ের বিরোধিগণকে নানাপ্রকার কুম্ভে

স্নান করাইয়া তাহাদের অর্জ্জিত বৈষ্ণবাপরাধের ফল প্রদান করিবেন।

সম্প্রতি তাহারা ইহলোকে থাকাকালে নিজ নিজ কুক্রিয়ার ফল পাইয়াও ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান আছে। বিগত ছয় বৎসরের গৌড়ীয়ের চরিত্র আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, আধ্যক্ষিকজ্ঞানপ্রসূত গ্রাম্যবার্ত্তা-বহগুলি স্ব-স্ব-রুচির তাণ্ডব নৃত্য দেখাইবার কালে তদনুকূলে যাহারা সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছে, তাহারাও সকলেই মায়া-মরীচিকা-লাভে স্ব-স্ব-দুর্বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হয় নাই। আর গৌড়ীয় তারস্বরে মহাজনের পথ অবলম্বন পূর্ব্বক জগজ্জীবের কল্যাণ-কামনার উচ্চারণ করিয়াছেন।

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাঙ্ঘ্রিপান্তে॥"

যেসকল সাময়িক গ্রাম্যবার্ত্তাবহ দুর্গন্ধময় ভূতাকাশে বাস্তব্য স্থাপন করিয়াছে, কুদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া পূর্ণসুখময় বিশ্বকে নিজেদের ভোগের আয়তন মনে করিয়াছে, ভগবানকে মুখভিযুক্ত কুসুম ও চন্দনাদি দ্বারা পূজা অথবা তাঁহার প্রতিভূ-সজ্জনগণকে গন্ধমাল্যদ্বারা সেবা করিবার পরিবর্ত্তে সেই সকল গন্ধমালা-চন্দনাদি স্ব-স্ব-অঙ্গেই লেপন করিয়া ভগবন্নির্ম্মাল্য-ধারী গৌড়ীয়কে গন্ধহীন বলিয়া সুগন্ধদেবি-জনগণকে গৌড়ীয়ের সঙ্গতি বর্জ্জিত করিবার উদ্দেশে তাহাদের অপবাদ রচ্ছ করিয়াছে, নিজেরা উদর-ভরণে ব্যস্ত হইয়া এবং নিজ-নিজ-ইন্দ্রিয়তর্পণকারি-ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে হরিসেবা-বিমুখ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় বিবরণাস্বাদনে পত্র-বর্দ্ধন-চেষ্টায় প্রবলবন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, এবং আপনাদিগকে দুর্বল সহায়হীন জানিয়া কৃত্রিম প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য মিথ্যা চীৎকার করিয়া গৌড়ীয়ের জগদ্বস্তুসিদ্ধিমূলের আস্বাদন ব্যাপারকে নিজেদের অন্তর ইন্দ্রিয়তোষণবৃত্তির সমান মনে করিয়াছে, গ্রীষ্মে শৈত্য-লাভের ও শীতে স্বল্পোষ্ণ-সুখভোগের আশায় অবস্থিত হইতে গিয়া ভগবানের সুশীতল পাদসন্নিধান-কার্য্যে সম্পূর্ণ উদাসীন ও বিমনস্ক হইবার প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিয়া নিজেদের ন্যায় জগতের লোকগুলিকেও বিচারে দগ্ধ করিবার প্রস্তাবনা করিয়াছে, আমরা তারস্বরে বলিতেছি যে, সেই গ্রাম্যবার্ত্তাবহগুলির সহিত 'গৌড়ীয়' সমশ্রেণীস্থ নহেন।

লোকের অন্যাবার্থ সাময়িকপত্রের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াও ঐ সকল গ্রাম্যবার্ত্তাবহ তারবাহীর কুবিচার শোষনাতি-প্রায়ে আমাদেরই মধ্যে একজন হইয়া কুকর্ম্মবীরের অপেক্ষা সৎকর্ম্মবীরত্বের শ্রেষ্ঠতা এবং সৎকর্ম্মবীরাপেক্ষা জ্ঞানবীরের শ্রেষ্ঠতা এবং জ্ঞানবীরাপেক্ষা বিনয়নম্রতা-বিভূষিত ভক্তের শ্রেষ্ঠতা জগতের আধ্যক্ষিকগণকে অতি জোর-গলায় সর্ব্বতো-ভাবে জানাইয়া দিয়াছেন—এই পোষণাবস্থিত গৌড়ীয়।

গৌরভক্তবৃন্দ-সম্প্রদায় অত্রোদ্দেশ প্রকাশ উপলক্ষ্যমাত্র—যাহারা গৌড়ীয়ের বিচারে 'অপ-সম্প্রদায়'-নামে প্রসিদ্ধ তাহাদিগের আন্তর ও বাহ্য মলিনতা-দূরীকরণার্থ গৌড়ীয়ের ষড়্বর্ষব্যাপী অবিনিময়ে—কেবল শ্রদ্ধামাত্র-মূল্যে ঔষধ-প্রদানে জীব-জগৎ যে কি পরিমাণে লাভবান হইয়াছেন, তাহা বিচার করিলেই তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে, গ্রাম্যবার্ত্তাবহগুলি মনোধর্ম্মবীজীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নশ্বর অভিজ্ঞতার মুখপাত্র হইয়া গৌড়ীয়ের ন্যায় সুষ্ঠুভাবে স্ব-স্ব আসনের প্রতীক্ষারের জন্য ঔষধি-স্বরূপে গ্রহণ করেন নাই। যাহারা গ্রাম্যবার্ত্তার তারবাহিগণের প্রসর ঘুরে পরিস্রব করিয়া মধুমক্ষিকার ন্যায় সারগ্রহণার্থ প্রণাবেশী মক্ষিকার পদ্মাদু-সরণ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করিয়াছেন, তাঁহারাই গৌড়ীয়ের আহরিত-কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। গৌড়ীয় সারগ্রাহিগণের পত্র-সাহিত্য-প্রচারে উদ্যম। অন্যান্য গ্রাম্য-বার্ত্তাবহগুলি সাহিত্যের ভার বহন করিয়া যত্র-তত্র যাহে প্রসর হওয়ায় অগত্যা-বৈদুষ্যের মহিমা—যাহা গৌড়ীয়ের উচ্চ চীৎকারের একমাত্র ধ্বনি, তাহা লাভ না করিয়া নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুঠারাঘাত করিতেছেন। গৌড়ীয় অবজ্ঞানের সেবোন্মুখে তেজনীতিপরায়ণ গ্রাম্যবার্ত্তাবহ-তারবাহিদিগের নিকট সারগ্রাহি-নামে খ্যাতি লাভ করিয়া-ছেন। বস্তুতঃ গৌরভক্তের চক্ষুস্বরূপ নিত্য গ্রাম্যবার্ত্তা-পরাঙ্মুখ শুদ্ধগণের উদার নৃত্য—নিত্যকাল অকিঞ্চিৎকর ও অভিজ্ঞের লক্ষ্য বলিয়া পরিত্যাজ্য। বর্ত্তমান-বর্ষেও জীবের নিত্যকল্যাণ-নিয়ন্ত্রণকারিণী নিত্য-বৈকুণ্ঠবাণী লইয়া বৈকুণ্ঠ-দূত সপ্তাহে একদিন বৈকুণ্ঠবৃত্তের আদরকারীর শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া আমার মস্তকে, বক্ষে, হস্তে, স্কন্ধে সার-

গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্থাপন করিবেন। যাঁহারা কোন কারণে গৌড়ীয়ের আদর করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, তাঁহাদের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে না পারিয়া গৌড়ীয় তাঁহাদের বন্ধভাগ্য-খাতের মধ্যে অনুরূপ সরস্বতী-জল আনিয়া দিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়-প্রশস্তি

বন্দি তোমায় হে বৈকুণ্ঠ-দূত !
শ্রীগৌরসেবক গৌড়ীয় !
চির-বঞ্চিত বিমুখ বিশ্বে
বিতরিছ কৃপা অমিয় ॥
গৌর-জনের বন্ধু-প্রবর
(তুমি) নিত্য-কল্যাণ-খনি।
ঘন অন্ধকার-যবনিকা ঠেলি'
জ্ঞানালোক দিলে আনি' ॥
কর-ধর্ম্মহীন অকিঞ্চনী
গোলক-বারতা-পত্র।
গোলোক-পতির নাম-গুণ-গানে
(তব) সুধাময় প্রতি ছত্র ॥
প্রচার তোমার নিরস্ত-কৈতব
আত্মার-গাথা সত্য।
মায়ার কুহক-মুগ্ধ ভুবনে
বিতরিছ নিধি নিত্য ॥
আচার তোমার ভাগবত-নীতি
গুরুকৃষ্ণপ্রীতিময়।
সেবা-অনুকূল করিয়া গ্রহণ
ত্যজ' প্রতিকূলচয় ॥
যুক্ত-বৈরাগ্য-মণ্ডিত হিয়া
কাম—সে তো হরি-প্রীতি।
উজল আননে কৃষ্ণ-গুণ-গাথা
গাহিয়া ফিরিছ নিতি ॥
তমসাবৃতা গভীরা রজনী
নিখিল পরাণী সুপ্ত।
বাঁশরী কোন্ মোহন গানে
ক'রে দেছে জাগ সুপ্ত ॥
যুগ-যুগান্ত নিশাছে বহিয়া
না টুটিছে ঘুম-ঘোর।
ঘুমের গীতিকা শিয়রে গাহিছে
মায়াবিনী যাদুকর ॥
স্বপন-আবেশ না যায় টুটিয়া
(তাই) ঘোলাইছে ঘোলনায়।
চির-বিস্মৃতির বস্ত্র পড়িয়া
কর ধূলাইছে গায় ॥
এমত সময়ে বৈকুণ্ঠ হ'তে
(তুমি) আসিলে বিধুর দূত।
মরণ-আহত সুপ্ত পুরীকে
করিবারে জাগ্রত ॥
কলহ-গম্ভীর আহ্বান তব
নবীন চেতন-বাণী।
কত দুয়ার বিশ্বভবনে
কিরিতেছে ওর হানি' ॥
"ওগো পুরবাসি ! বিশ্বপুরের
দুয়ারে থেকো না আর।
কর ভাগরণ সুপ্তিমগন
নেল গো ভবপার ॥
তুমি যে হরির নিত্য-দাস, জীব !
শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রভু।
নিজপ্রভু ভুলি' চিরকাল হায়
নিদ্রা সাজে কি কভু ?
পতিত-পাবন কৃপা-পারাবার
শ্রীহরি—দীনের বন্ধু।
চরণে কমলে লইলে শরণ
তরিবে এ ভবসিন্ধু ॥
এস, উঠ এস মায়া-ঘোর হ'তে
অমৃত-সন্তান তোরা।
নিজ প্রাপ্যধন করিয়া গ্রহণ
হও হে আত্মহারা।"
দুখ-রজনীর ভ্রুকুটি নাশিয়া
যেন নবোদিত সূর্য্য।
কলির কলুষ-কালিমা নাশিতে
সমুদিত তুমি আর্য্য ॥

বন্দি তোমায় ওহে বদান্য,
চির-ভাস্বরমূর্ত্তি !
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন মূর্ত্ত-প্রকাশ
পরা-বিদ্যার শুভ-কীর্ত্তি !
তুমি ভক্তির মন্দাকিনী-ধারা
আনিলে শ্রীনাম-বন্যা।
কৃপার প্লাবন প্রবাহে তোমার
(আজি) মরুসমা ধরা ধন্যা।
বঞ্চিত নিদ্রিত বিশ্ব-জগতে
দিলে যে অমৃতধন।
মৃত্যু-পথের ত্রাস পথিকে
করিলে জীবন দান।
হরিসেবা-হীন ব্যর্থ জীবন—
'মৃত্যু' তাহারি নাম।
প্রাণীর ধর্ম—প্রাণপতি-সেবা
(তুমি) প্রচারিছ শুভ-ধাম !
মুখে মোরা ভজে, হৃদিভরা বিষ
কপটী যতেক জন।
তোমার উদয়ে তরাসে পলায়
হিয়া কাঁপে ঘন ঘন।
অপ্রাকৃত সত্য চির স্বপ্রকাশ
নাশিছে আঁধাররাশি।
কলির নৃত্য চলিবে না আর
নিভে গেছে তার হাসি।
(আজি) অবনী ভরিয়া জয় জয় ধ্বনি
জয় জয় তব গৌড়ীয় !
পতিতে তরাতে আসিলে ধরতে
সাথে ল'য়ে তব অমিয়।

অনৈক গৌড়ীয়-সেবা-ভিখারী,
ঢাকা।

শ্রীচৈতন্যের দান

[২০শে শ্রাবণ, রবিবার (১৩৩৪) তারিখে আলবার্ট হলের বিরাট্ সভায় বক্তৃতা ; সভাপতি—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম. এ, বি, এল, বারিষ্টার]

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব বন্ধনমুখে আমার বক্তব্য এই যে, মাননীয় সভাপতি, সুধীবৃন্দ ও সজ্জনমণ্ডলি ! অদ্য আপনাদের আহ্বানে ও আকর্ষণে আমার ন্যায় একটা মৃত ব্যক্তিকেও দাঁড়া দিতে হইয়াছে—মৃতের হৃদয়েও প্রাণসঞ্চার হইয়াছে। চৈতন্যহীন ব্যক্তিই মৃত, চেতনতার চিহ্ন—বাণী ; যেমন, কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য আমরা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি,—তাহার কি জবাব বন্ধ হইয়াছে ? জবাব-বন্ধ হওয়াটাই মরণের লক্ষণ। তাই বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন,—

"প্রাণ আছে তার, সে হেতু প্রচার।"

মৃত প্রাণ পাইয়া অন্তরে চেতনতার স্পন্দন অনুভব করিয়া চেতনতার মূল্য—কারণ-চেতনের মহা-বদান্যতার কথা বলিতে দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু যে-প্রতীকে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—যে যন্ত্রে চেতনতার সুর সাধা হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য।

ইহা বক্তৃতার পূর্ব্বে বক্তার চিরপ্রথানুযায়ী ব্যবহারিক দীনতার ভণিতা নহে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য কথা। বয়স, অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বাগ্মিতা, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, সর্ব্ববিষয়ে হীন হইলেও চেতনতার অপার্থিব বৈদ্যুতিক-শক্তি আজ মৃতকে গতিমান করাইয়াছে।

এই অচৈতন্য-বিশ্বে যাঁহারা চেতনতার বার্ত্তা বিলাইতে আসেন, তাঁহারা বলেন,—চেতন-রাজ্যের কথা এই জড়-জগতের বয়স, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা প্রভৃতি পার্থিব শক্তিদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। আমাদের সকলের আদিজনক ব্রহ্মার এত বয়স যে, তাঁহার পরমায়ুর এক দিবসের ভিতরে মানবীয় সহস্র মহাযুগ যুগসন্ধি একসপ্ততি-যুগাত্মক চতুর্দ্দশ মন্বন্তর বিলীন হইয়া যাইতেছে। এইরূপ বয়স লাভ করিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহার কোটি অংশের এক অংশও কোন সুদীর্ঘজীবী মানুষ বা জাতি কোনকালে সংগ্রহ করিতে পারিবে না।

আমরা একটী মস্তকের ভিতরে দুইটী চক্ষু, দুইটী কর্ণ, দুইটী নাসা-ছিদ্র, একটী জিহ্বা, ত্বক্ ও বুদ্ধিদ্বারা জড়ের আংশিক অভিজ্ঞতা সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিতেছি; ইহাই আমাদের অভিজ্ঞতা সংগ্রহের সম্বল। কিন্তু ব্রহ্মার চারিটী শির, কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার সহস্রশীর্ষ, লক্ষ শির, কোটি কোটি মস্তক পর্য্যন্ত আছে। কাজেই তাঁহাদের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, বয়স, কুল, শীল, ঐশ্বর্য্যের নিকট চতুর্মুখ ব্রহ্মার স্থূল একটীমাত্র শীর্ষদেশ ক্ষুদ্র মনুষ্যের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা কতটুকু, তাহা বোধ হয় নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে কোন একটী ছাত্রও মৈরাশিক গণিতপাতে দেখিয়া লইতে পারে। সেই সকল ব্রহ্মারও ত্রিপাদবিভূতি চেতন-রাজ্যের কথা বলিতে মোহ উপস্থিত হয়। ব্রহ্মা বলেন,—

"জানন্ত এব জানন্তু কিমধিকেন ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা ব্রহ্মার দর্প চূর্ণিত হইলে ব্রহ্মা কৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন,—'যাঁহারা বলেন, আমরা ভগবত্তত্ত্ব জানি, তাঁহারা জানুন, কিন্তু আমি এইরূপ অতি-প্রজ্ঞা প্রকাশ করিতে চাহি না। প্রভো! আমি এইমাত্র বলি যে, আপনার বৈভব—আমার কায়, মন ও বাক্যের অগোচর"।

কাজেই এই জড়ের অভিজ্ঞতা লইয়া চেতন-রাজ্যের কথা বলিবার নিরর্থক লোভ ও ব্যর্থ দাবী আমাদের যেন না হয়।

চেতন-রাজ্যের কথা দূরে থাকুক, জড়-রাজ্যেও অভিজ্ঞতার প্রণালী প্রতিমুহূর্ত্তে পিচ্ছিলতার পথে প্রধাবিত, অসম্পূর্ণ ও অনেক সময়ে সত্য-নির্ণয়ে অসমর্থ। অভিজ্ঞতার দূত পূর্ব্বে বলিয়াছিল,—পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে সূর্য্য পরিভ্রমণ করে; পরে বলিল,—সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে; পরে আবার কি বলিবে, জানি না। গণিতশাস্ত্রের মত অভ্রান্ত-বিজ্ঞান আর জড় জগতে নাই, কিন্তু মহা-মনীষী ইউক্লিডের মতও ডাঃ আইন্‌ষ্টাইনের পরবর্ত্তী গবেষণার দ্বারা আক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়; হয় ত পরবর্ত্তিকালে আবার একজন মনীষী এই সংশোধিত মতকেও নাকচ করিয়া দিতে পারেন। এইরূপ অভিজ্ঞতার প্রণালী লইয়া ক্রমশঃ সংশোধিত হইতে হইতে সত্যে পৌঁছিবার যে প্রয়াস, তাহা বড়ই বিপজ্জনক। এই অনন্ত কাল-সাগর হইতে কোন্ সময়ে কোন্ অপ্রত্যাশিতভাবে প্রবল বাত্যা উঠিয়া আমাদের অভিজ্ঞতার কল-কৌশলে সাগর-সৈকতে রচিত, সহস্রবার সংস্কৃত সুরম্য সৌধশ্রেণীকে উৎপাটিত করিয়া দিবে, তাহার স্থিরতা নাই।

আজ আমার মত একটী মৃত মনুষ্য সদিৎ পাইয়া যে আপনাদের সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা অভিজ্ঞতা, প্রবীণতা বা পাণ্ডিত্যে বলে নহে। শ্রীচৈতন্যরূপ মহা-হিমালয় হইতে গুরুপাদপদ্মরূপ গোমুখীর মধ্য দিয়া যে শ্রৌত-গাঙ্গী-সুরধুনীর উন্মত্ত উদার প্লাবন প্রবাহিত হইয়াছে, তাহারই একটী কণা শান্তিবারির মত কোন্ সৌভাগ্যক্রমে আমার কর্ণাঞ্জলিতে আসিয়া পড়ায় আর মৃতের পুনর্জীবন-লাভ হইয়াছে; সেই বল সঞ্চয় করিয়া আজ দুর্ব্বল পায়ে দাঁড়াইবার সাহস করিয়াছি।

চৈতন্যের দানে আমাদের প্রয়োজন কি?

—এই প্রশ্নটী অনেকের হৃদয়ে ব্যক্ত বা অব্যক্ত সুরে ধ্বনিত হইতে পারে। এই প্রত্যক্ষ প্রকৃতির দান—এই প্রকৃতির দান-শালার আবার কত অসংখ্য বিভাগ—এক একটী বিভাগের আবার কত উপ-বিভাগ—তাহার আবার কত শাখা-প্রশাখা! উহার যে কোন একটীতে মানুষ জন্মপূর্ণ হইয়া যাইতে পারে—যে কোন একটীর কল-কারখানা দেখিয়া মানুষের মাথা ঘুরিয়া যায়। এই আমাদের শস্য-শ্যামলা, নদ-নদী-সাগর-মেখলা পৃথিবী, তার উপরে নীল মখমলের জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রাতপ দিগ্‌বধূগণ বুকের সাথে সংলগ্ন করিয়া দিতেছে—এই অরণ্যানী জনক-জননীসুলভ স্নেহ-দয়া লইয়া অনুক্ষণ কতভাবে কতই না দান করিতেছে! এই আকাশ, জল, বাতাস, আলোর ভালবাসা ও দান, স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী-জন্মভূমির, শুভানুধ্যায়ী জনক, বন্ধু, বান্ধব, অধিক কি, এখানকার পশু, পক্ষী, কৃমি, কীট, তৃণ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি এক এক জনের এত দান যে, মানুষ তাহা মস্তিষ্কের গহ্বরে চিন্তাদ্বারাও ধারণ করিতে পারে না। মহা-দানশীলা প্রকৃতির এই প্রত্যক্ষ দান-ভাণ্ডারের দ্বারে আসিয়া অন্য দানের কথা শুনিয়া লাভ কি?

প্রশ্নের সমাধান

মানুষ যখন এই প্রকৃতির ভূরিদান লাভ করিয়াও পূর্ণ হইতে পারে না—শান্তি লাভ করিতে পারে না, তখনই

অচৈতন্য প্রকৃতির দানের পরও মহা-চৈতন্যের যে আর এক মহা-মহিম দান আছে, তাহার জিজ্ঞাসা করে। পূর্ব-মীমাংসার ধ্বনিকা উঠাইয়া তখন উত্তর-মীমাংসা-সুর-সুন্দরীর শোভা সন্দর্শন করে।

ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিচালনা-ক্রমে যে ফলোদয় হয়, তাহাই 'বিলাস'। সেই বিলাসই-চেতনের সহজধর্ম, ওড়ীয় ভূমিকায় বিলাসে তৃপ্তি নাই, সেখানে অভাব-বোধ নব-নবোন্মেষে চমৎকারিতার বিকাশ করিয়া দিতেছে। ওড়ীয় ভোগময় বিলাসের পরিবর্তে তৎপরিহার-বৃত্তি 'বিরাগ'ও আমাদের ধর্ম নহে। আমরা কোন্ সময়ে বিরাগ চাই?—যখন ক্ষণভঙ্গুর জড়াশ্রিত বিলাসকে আমাদের ইচ্ছামত অধিক-ক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না, কিম্বা বিলাসাতিশয্য যখন আমাদের তাহাতে বিরক্তি জন্মাইয়া দেয়। বিলাসের প্রতি এইরূপ সাময়িক ক্রোধ আমাদের বিলাসাসক্তিই প্রমাণিত করিতেছে। কিন্তু কাণের পল্লা পায়ে পরার ন্যায় এই বিকৃত জগতে আমরা বিলাসকে বিকৃত করিয়াই ফেলিয়াছি। চিদ্‌বিলাসই চেতনের অবিকৃত-স্বভাব; চিদ্‌বিলাসে যে অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-রস বর্তমান, তাহা অমৃতের অনুধন্ত উৎস আবিষ্কার করে।

এই চেতনের সহজ বিলাস-ধর্ম যখন বিকৃত হইয়া—নানা কৃত্রিম বেশ ধারণ করিয়াছিল, সেইকালে শ্রীচৈতন্য এক অপূর্ব অনর্পিতচর চিদ্‌বিলাসরসের পরিপূর্ণ আকরস্বরূপে জগতে আবির্ভূত হইয়া মহাবদান্যতা খুলিয়া দিলেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বের বিকৃত জড়ভোগময় বিলাস-চেষ্টার চিত্র তদানীন্তন সমাজে খুব জমকাল ও রঙীন হইয়া প্রতিফলিত হইয়াছিল। (১) বর্ণাশ্রমে, (২) বিদ্যাচর্চায়, (৩) অর্থনীতিতে, (৪) রাজ-নীতিতে, (৫) দর্শনে, (৬) শিল্পে, (৭) আচারে ও (৮) ধর্মে, এই বিকৃত জড়বিলাস-চেষ্টার তামসী প্রতিমূর্তি অঙ্কিত হইয়াছিল।

(১) বর্ণাশ্রম

মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র সেন-শিবানন্দাত্মজ শ্রীকবিকর্ণপুর মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে বর্ণ ও আশ্রমের অবস্থা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"যত্রে কর্ম্মনি কেবলং কৃতধিয়ঃ সূত্রৈকচিহ্না দ্বিজাঃ
সংজ্ঞামাত্রবিশেষিতা গুরুসুরো বৈরাজ বৌদ্ধা ইব।
শূদ্রাঃ পণ্ডিতমানিনো গুরুতরা ধর্ম্মোপদেশোৎসুকা
বর্ণানাং গতিরীদৃশেব কলিনা হা হন্ত সম্পাদিতা॥"

দ্বিজগণ উপনয়নাদি-দ্বারা ব্রাহ্মণত্বে নির্দিষ্ট না হইয়া কেবল সূত্রমাত্র চিহ্ন ধারণ করিয়া প্রতিগ্রহরূপ ষষ্ঠ কর্মে ব্যাপৃতচিত্ত হইয়া পড়িয়াছেন,—বিরাট্ পুরুষের বাহু হইতে নির্গত বলিয়া প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ রাজনীতির সুষ্ঠু পরি-চালনার দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হইয়া কেবল নামে মাত্র মহারাজ খেতাবে বিভূষিত,—বৈশ্যগণ বৌদ্ধপ্রায় অর্হৎ-নামে অভিহিত হইয়া পড়িয়াছে, আর শূদ্রসকল অজ্ঞান-দম্ভ শোকার্তিযুত হইয়া ব্রহ্মবৃত্তির প্রতিকূলে পণ্ডিতাভিমান করিয়া শূদ্র-ধর্ম্মোপদেশের জন্য ব্যগ্র হইয়াছে,—হায়! কলির দ্বারাই বর্ণের এইরূপ অবস্থা সম্পাদিত হইয়াছে।

তদানীন্তন আশ্রমীর অবস্থা শ্রীবৎসকবিকর্ণপুর এই রূপ দেখাইয়াছেন,—

"বিবাহাযোগ্যত্বাদিহ কতিচিদাত্তাশ্রমভুজো
গৃহস্থাঃ স্ত্রীপুত্রোদরভরণমাত্রব্যসনিনঃ।
অহো বানপ্রস্থা শ্রবণপথমাত্রপ্রণয়িনঃ
পরিব্রাজো বেশৈঃ পরমুপহরন্তে পরিচয়ম্॥"

কেহ কেহ বিবাহে অক্ষমতা-নিবন্ধন ব্রহ্মচারী অভিমান করিতেছে, গৃহস্থগণ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুগণের প্রতি যথোচিত কর্তব্যপালনে বিমুখ হইয়া স্ত্রী-পুত্র এবং উদরভরণ-মাত্রেই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, বানপ্রস্থগণের কেবল নাম-মাত্র শোনা যাইতেছে, আর পরিব্রাজকাভিমানিগণ বেশ-দ্বারা আপনাদের পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন।

বাঙ্গালার আদিকবি ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন ও তৎপরবর্তী লেখক শ্রীকবিরাজ-গোস্বামী হরিনদী গ্রামের দুর্জন ব্রাহ্মণ, গোপাল চক্রবর্তী, ব্রহ্মবন্ধু রামচন্দ্র খাঁ প্রভৃতির চিত্র অঙ্কন করিয়া পরমার্থবিদ্বেষী তদানীন্তন বর্ণগুরু-ক্রবগণের অবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ সময়েও শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার আগমনের পূর্ব-ঘোষণা করিবার জন্য অদ্বৈতাচার্যাদি দ্বারা নিয়মিত বৈষ্ণব-সমাজকে নবীয়ার পাঠাইয়াছিলেন। সেই আচার্যবর্য পারমার্থিকগণের বৈষ-বর্ণাশ্রমের আদর্শ প্রদর্শন-কল্পে বর্ণাশ্রমের সেই বিপন্ন অবস্থায়ও স্বীয় পিতৃ-পুরুষের ব্রাহ্মণত্ব আধ্যক্ষিকগণের নিকট যবনকুলোদ্ভূত বলিয়া পরিচিত হরিদাসকে প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ণাশ্রমের সেই বিকৃত অবস্থাও ক্রমশঃ অবতীর্ণ

মধুসূদন আচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বাসুদেবসার্ব্বভৌম ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের আনুগত্য করিয়াছিলেন।

(২) বিদ্যাচর্চ্চা

বিদ্যা-চর্চ্চা তৎকালে ভারবাহিত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছিল ; যিনি যতদূর ভারবাহী, তিনি ততদূর পণ্ডিত,—যিনি যত অধিক কল্পনা-নিপুণ, তিনি তত বিদ্বান্ ; কল্পনাই—শাস্ত্র, কদর্থই শাস্ত্রের ভাষ্য—পরস্পর দার্ষ্টিকতা-স্পর্দ্ধাই বিদ্যা-লাভের গৌরব বলিয়া বিবেচিত হইত ! ন্যায়ের কচ্‌কচিতে—কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় 'ঘটপটিয়া মূর্খতা'তেই বিদ্যার গৌরব প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রীকবিকর্ণপুর এই চিত্র এইরূপ অঙ্কন করিয়াছেন,—

"অন্যাপাস্ত উপাধি-জাত্যনুমিতি-ব্যাপ্ত্যাদি-শব্দাবলে-
র্দগ্ধাস্তত্র সুধে-মুক্ত-ভগবদ্বার্ত্তাপ্রসঙ্গা অমী।
যে ত্বাবিষ্কৃতকল্পনাকুশলিনস্তে তত্র বিদ্বত্তমাঃ
স্বীয়ং কল্পনমেব শাস্ত্রমিতি যে জানন্তি তে তার্কিকাঃ॥"

এই সকল তার্কিকগণ জন্মকালাবধি কেবল জাতি, অনুমিতি, উপাধি, ব্যাপ্তি প্রভৃতি শব্দের আলাপ করি-তেছে, ইহাদের ভগবৎকথা-প্রসঙ্গ সুদূর-পরাহত হইয়াছে ; যিনি যত অধিক কল্পনা-নিপুণ, তিনি তত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হইতেন, ইঁহারা স্বীয় কল্পনাকেই শাস্ত্র বলিয়া মনে করিতেন।

কিন্তু এরূপ সময়েও পরবিদ্যাপতি শ্রীচৈতন্যদেব 'বিদ্যা' শব্দের বিষদ্বৃত্তি অর্থাৎ পরাবিদ্যা-রূপিণী-ভক্তি এবং বিদ্যা-বধূজীবন কৃষ্ণকীর্ত্তনের চর্চ্চা অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাসাদি ভক্ত-গণের মধ্যে প্রকট করাইয়া তদ্দ্বারা স্বীয় ভবিষ্যদাবির্ভাবের মহা-আয়োজন করাইয়াছিলেন। অদ্বৈত-সভায় ভাগবত-পরবিদ্যার চর্চ্চা হইত।

(৩) সাহিত্য

তৎকালে গোপীচাঁদ, মহীপাল, ভোগীপালের গীত, মনসার গান, শীতলা-মঙ্গল, মঙ্গলচণ্ডী-বিষহরির পাঁচালি, শিবের ছড়া প্রভৃতি গ্রাম্যসাহিত্য প্রচারিত ছিল। মহাভারত, রামায়ণের গীতগুলি প্রাকৃত সাহিত্যেরই ন্যায় আমোদ-প্রমোদের উপযোগি করিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং তাহাতে অস্বাভাবিক-ভাবের কল্পনা-প্রসূত নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও অসামঞ্জস্যই কবিত্ব-পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-দেব এইরূপ দুর্দ্দিনেও নব-বসন্তের অনুরূপ প্রভাতের প্রাক্কালে বিকশকীর অস্পষ্ট কাকলির ন্যায় মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলীতে গূঢ়ভাবে তাঁহার আগমনী-গীতি গান করিবার জন্য গৌড়পুরে শ্রীজয়দেব সরস্বতীর আবির্ভাব করাইয়াছিলেন, তদুপরি গানের দ্বারা 'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'—এই কৃষ্ণবিরহের গীতি গান করাইয়া আপন শুভ বিরহের ভবিষ্যদ্বার্ত্তা পূর্ব্বেই ঘোষণা করাইয়া-ছিলেন। ঈশ্বরপুরীপাদের দ্বারা 'কৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন। শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের টীকায় ছিত্তের সহিত বর্ত্তমান 'সহিত' বা দ্বীপাৎ আপ্ সংযুক্ত করিয়া সহিতা এবং তদুত্তর 'ক্ত' প্রত্যয়যোগে সাহিত্য—যাহা পরম-হিত অর্থাৎ শ্রেয়ঃ সেই ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদ্য বাক্যই 'সাহিত্য'রূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) অর্থনীতি

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বিকৃত বিলাস চেষ্টায়ই অর্থনীতি নিযুক্ত হইয়াছিল ; তাহার চিত্র ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ অঙ্কন করিয়াছেন,—

'ধন-দুষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥
দম্ভ করি' বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়।
এইমত জগতের ব্যর্থকাল যায়॥'

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পুতুল-বিবাহ, পুত্র-কন্যার বিবাহ কিম্বা দম্ভ করিয়া বিষহরির পূজায় অর্থ ব্যয় করা কিম্বা অর্থের প্রতি সাময়িক ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া পুত্তলিবিবাহপ্রধানকারি-সম্প্রদায়ের নিকট বাহাদুরী লওয়াই অর্থনীতিজ্ঞগণের বিচার ছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর মহারাজ প্রতাপরুদ্র, বঙ্গুরায় প্রেষ্ঠি-সম্প্রদায়, সেন-শিবানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের অর্থনীতি পরমার্থ-নীতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল ; অধিক কি, নির্ধন শ্রীধরের খোড়-কলা-বেচা গুলি পর্য্যন্ত জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া মহাপ্রভু পরমার্থ-নীতি জানাইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ

(নদীয়া-প্রকাশ ২১শে শ্রাবণ ১৩৩৫ হইতে উদ্ধৃত)

গীতায় তিনটী বিভিন্ন পথের কথা উল্লিখিত আছে—'কর্ম্ম', 'জ্ঞান' ও 'ভক্তি'। শ্রীমায়াপুরচন্দ্র ভক্তিপথের একমাত্র সর্ব্বোৎকর্ষ ও সাধনপর্য্যায়ের সর্ব্বোত্তমত্ব প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমায়াপুরই ভক্তিপথের সৃষ্টিনির্দ্দেশকারী শ্রীগৌরাঙ্গের অবস্থান। হেজন্য ভক্তি-সাম্রাজ্যের সকল অধিবাসীরই নিকট সেই গোকুল-মহাবন অন্যান্য ধামের বিচারে সর্ব্বোপরি।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়বর শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—বৈকুণ্ঠ হইতেও মধুপুরী (মথুরা) ভগবদাবির্ভাবের জন্য তারতম্য-বিচারে উৎকৃষ্ট। শ্রীযোগপীঠ বা শ্রীযোগমায়াপুর-পীঠ দিব্যধামের অন্তঃস্থলে। যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ বা যোগপীঠ মায়াপুর আশ্রয় করিয়াছেন।

যাঁহারা শ্রীযোগপীঠ মায়াপুর দর্শন করিবার যোগ্যতা লাভ করেন নাই, তাঁহারা আধ্যক্ষিকজ্ঞানী ও অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট। কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশাই তাঁহাদের একমাত্র আরাধ্য। তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ধান না করিয়া প্রেয়ঃপন্থী হইয়া প্রতিহত-ইন্দ্রিয়গণের অবলম্বনে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তির প্রতি উদাসীন।

শ্রীযোগপীঠ মায়াপুরে 'শ্রীনামপ্রচারিণী সভা' বলিয়া একটী সভা আছে। তাহার দুইটী বিভাগে 'বহিরঙ্গ' ও 'অন্তরঙ্গ' ভেদ আছে—যাহাকে ইংরেজীতে 'Exoteric' or 'Esoteric' side বলা যায়। বহিরঙ্গ বিচারাবলম্বনে সাধারণ জনগণের সহিত সেই সভার সংস্রব আছে এবং সেই সেই কার্য্য-পরিচালনকল্পে কয়েকজন সভ্য সম্পূর্ণ আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন।

মহামায়া কৃপা করিয়া স্বীয় স্বরূপ-প্রদর্শনকালে আপনাকে যোগমায়া বলিয়া প্রদর্শন করিলেই মায়াবদ্ধ জীবগণের মুমুক্ষু উদ্বুদ্ধ হয়। জীবন্মুক্ত পুরুষগণ শ্রীহরিনাম আশ্রয় করিয়া বাহ্যজ্ঞান-প্রমত্ত জনগণের চেষ্টা হইতে পৃথক্ থাকেন। তাঁহারা পৃথক্ থাকিতে ইচ্ছা করিলেও কর্ম্মফলভোগী কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিত-সম্প্রদায় তাঁহাদের সেবার ব্যাঘাত উপস্থিত করে।

সম্প্রতি যোগপীঠ-শ্রীমায়াপুরের হস্তান্তর-সূত্রে যে দুর্ব্বলা চেষ্টা মৎসর-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনভিজ্ঞ জনগণকে সত্য হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য সৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে পঞ্চরাত্র-বিরোধবাদের অবতারসমূহ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের কু-নাট্য বা 'কুটিনাটি'-রূপ আবর্জ্জনার নীরাজন-কল্পেই শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রত্যহ বিপথগামি-জনগণকে পঞ্চ-রাত্র-বিরোধ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—পাঞ্চভৌতিক অর্জ্জনপথ শ্রীমন্নাম-বস্তু-কল্পিত নামভজন একই বস্তুকে লক্ষ্য করে। শ্রীনাম-ভজনের পথিকগণের ক্লেশবিমোচনের জন্য 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র যে মহান্ উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে বঙ্গভাষার পাঠকগণের অনেকদিন লাগিবে। নদীয়া-প্রকাশ অল্পকাল প্রত্যহ যাবৎ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পাঞ্চরাত্র-বিরোধবাদিগণের অকল্যাণ-নাশকল্পে যোগ-মায়া-রচিত পুরপীঠ-প্রদর্শন কার্য্য অর্জ্জন-বিরোধী, শ্রীধাম-বিরোধিজনগণের দুর্গতি মোচনকার্য্যে নদীয়া-প্রকাশ নিযুক্ত থাকায় তজ্জন্যবৈভবে অনভিজ্ঞ জনগণের সহিত 'নদীয়া-প্রকাশের' মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। 'অনর্থযুক্ত' ও 'অনর্থ-মুক্ত' এই অবস্থাদ্বয় ভেদে ব্যবহার-ভেদ অপরিহার্য্য।

গৌড়ীয়-পত্র শ্রীমৌড়ীয়মঠ হইতেই প্রচারিত হন। যাহাদের চিত্তবৃত্তি শ্রীগৌরসুন্দরের গৌরাঙ্গ্য হইতে পার্থক্য লাভ করিয়া হুদেন সাহ প্রভৃতি বিষয়িগণের রাজ্যে অবস্থানই যাহা করেন, তাঁহারা এইরূপ প্রপঞ্চে অবস্থানকালেও প্রাপঞ্চিক-বিচারমুক্ততায় আবদ্ধ না হইয়া অন্তরঙ্গ ভগবৎ-

দেবায় অগ্রসর হইতে পারেন। গৌড়ীয়পত্র তাঁহাদের গৌরসেবার সাহায্য করিতেছেন।

গৌড়ীয়ের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীচৈতন্যদেবের দানের কথা জগতে আলোচনা করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি তিনটী বক্তৃতা-মুখে শ্রীচৈতন্য-কথা সময়োপযোগিভাবে সাধারণের নিকট নিবেদন করিতেছেন। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রীমদ জীবের স্বরূপাবস্থানের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়া হরিকীর্ত্তনে বাধা দেয়, কিন্তু বৈষ্ণবঠাকুরগণ মুক্ত পুরুষ বলিয়া তাঁহাদিগকে ঐ বদ্ধভাবগুলি বাধা দিতে পারে না।

বিষ্ণুকথা-গান ব্যতীত বৈষ্ণবঠাকুরদিগের দাস-সূত্রে আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই। কিন্তু সেই বিষ্ণুকথাতেই আমরা অনেকে উদাসীন বলিয়া আমাদের আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য হরিকথা-কীর্ত্তনই ভব-মহাদাবাগ্নির জ্বালাময়ী অশান্তি নিবারণের একমাত্র উপায় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। হঠাৎ অভক্তগণ শান্তি মীমাংসা করিতে গিয়া যে মুক্তিকে ও ভুক্তিকে ফলরূপে গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হন, তাহা যে মায়ারই দুইপ্রকার মরীচিকা,—ইহা কীর্ত্তন করিয়াই পরদুঃখ-কাতর বৈষ্ণবঠাকুরের দাসগণ অনবহিতকে সাবধান করেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণ কৃত্রক পাঠক নহেন, বংশমর্য্যাদা-কীত প্রতিষ্ঠাশাপরায়ণ নহেন, তাঁহারা বৈষ্ণব পরমহংসের পরমোচ্চ-পদবী স্বয়ং অবৈধভাবে গ্রহণ করিয়া আপনাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিমান করেন না, পরন্তু ভাগবতকথিত তৃণাদপি সুনীচ-ধর্ম্মেই অবস্থিত।

তাঁহাদের অসামান্য গৌরবিহিত হরিকীর্ত্তন শক্তি ভূতাকাশ ভেদ করিয়া জীবের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে দেখিয়া দেবগণ কুসুমবর্ষণাভিপ্রায়ে প্রবলভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। আবার অদেবগণের চেষ্টাও একেবারে লক্ষিত হইতেছে না,—এরূপ নহে। তাঁহাদের অপরিসীম সহিষ্ণুতা-গুণ কএক বর্ষ হইতেই বহুসম্পন্নজনগণের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। তাঁহারা সাধারণ আধ্যক্ষিক জ্ঞান সংগ্রহ করিবার পর আজ কএক বর্ষ অবধি জীবজগতের দুঃখ-অপনোদন-কল্পে অহর্নিশ সচেষ্ট আছেন।

নিজেদের আচরণে যাঁহারা সুষ্ঠুভাবে অবস্থিত হইয়া মুখরজগৎকে তাহাদের আত্মহিংসা বা আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করিতে বিশেষ যত্ন করেন, তাঁহাদের মুখেই শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন। তাঁহাদের মুখনিঃসৃত নিজেদের বাস্তবমঙ্গল-প্রদ হরিকথা আমাদের ভোগপ্রবণ কর্ণ ইতর-কথা শ্রুতির শ্রবণ পরিত্যাগ করিয়া যদি শুনিতে পায়, তাহা হইলে এই-রূপ সুযোগ পরিত্যাগ করা আমাদের কখনই উচিত নয়, বরং জগতের অন্যান্য কার্য্য কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিয়া আমরণকাল বৈষ্ণবঠাকুরগণের নিরপেক্ষ কথা শ্রবণ করিলেই আমাদের ন্যায় জীবের অনর্থনিবৃত্তি হয়।

গৌড়ীয়মঠের নিষ্কপট সেবকগণ বাহ্যাভ্যন্তরীণ উভয়-চেষ্টা-দ্বারাই নিষ্কপটভাবে হরিসেবা করিতেছেন। তাঁহাদের আদর্শচরিত্র জীবমাত্রেরই পরম লোভনীয়। তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে জীবের অন্তরস্থিত মলিনতা বিদূরিত হয়,—প্রপঞ্চাগত চক্ষুর অবৈধ প্রয়োগ বাধিত হয়। শ্রীচৈতন্য-দর্শনে ও শ্রীচৈতন্যমঠ-দর্শনে জীবমাত্রেরই প্রবল ভগবৎ-সেবনস্পৃহা স্বভাবতঃ জাগ্রত হয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠের অলৌকিক ব্যবহার-সন্দর্শনে বিষয়ভোগের স্পৃহা ও বৃথা-তর্কৈষণা চিরতরে নিবৃত্ত হয়;—ইহা সঙ্কীর্ণ অতিরঞ্জিত কথা নহে, পরন্তু নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু নিষ্কপট মহদ্ব্যক্তি-গণের প্রাণের কথা।

গৌড়ীয়ের পাঠকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, গৌড়ীয়-মঠ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের যে বিরাট্ তৃতীয় সংস্করণ পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তৎকালে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষিত হওয়ায় সম্প্রতি চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বৈদেশিক মিশনারীগণের প্রচুর ধন-ভাণ্ডার যেরূপ তাঁহাদের প্রচার-কার্য্যের সহায়, গৌড়ীয়-ভাণ্ডার সেরূপ প্রাকৃত-দ্রব্যে অধিকভাবে পরিপূর্ণ নহে, পরন্তু অতুল অক্ষয় ঐশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের ঐকান্তিক হরিজন-প্রবৃত্তিই মানব-জগতের শ্রদ্ধা ও নিরুপাধি-প্রেম অর্জ্জনের একমাত্র সম্বল। সুতরাং মৎসরসম্প্রদায়ের হিংসা-পাত্ররূপে গৌড়ীয়মঠকে আমরা দেখিতে চাহিনা।

গৌড়ীয় মঠের বিরোধী মৎসরসম্প্রদায় যখনই গৌড়ীয়-মঠকে প্রেমচক্ষে দর্শন করিবেন, তখনই তাঁহারা গৌর-সুন্দরের ঐকান্তিক ভক্তগণের লোকাতীত চরিত্র দেখিয়া সংসার-প্রমত্তজনগণ হইতে তাঁহাদের একটু বৈলক্ষণ্য উপলব্ধি করিবেন। মঠসেবকগণ সর্ব্বদাই মানব-জাতির হিতকার্য্যে সকল চেষ্টা নিযুক্ত করিয়াছেন,—দেখিতে পাইবেন। তাঁহারা কামক্রোধাদি ষড়রিপুর বশবর্ত্তিতা ও তাহাদের সেবা পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভক্তের স্বরূপগত সেবার সকল ব্যবহার ও অনুষ্ঠানই করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীরামানুজাচার্য্যের বেদান্তভাষ্য, শ্রীমধ্বের গীতা-ভাষ্য, শ্রীপ্রবোধানন্দের চৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক, শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর ভক্তিসন্দর্ভ, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের গীতা-টীকা, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের গীতা-ভাষ্য ও প্রমেয়রত্নাবলী, মহাপ্রভুর শিক্ষা, চৈতন্য-শিক্ষামৃত, হরিনামচিন্তামণি ও বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং Life and Precepts of Mahaprabhu, Vaishnavism: Real & Apparent প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থনিচয় বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক-বৃন্দকে সাংসারিক অভিমান হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য প্রচার করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহারা 'দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য' বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ শ্রীবাদিরাজস্বামি-প্রণীত 'যুক্তিমল্লিকা' নাম্নী অপূর্ব্ব পুস্তিকা বঙ্গানুবাদ সহিত প্রকাশ করিতেছেন। ঐ পঞ্চাধ্যায়ী পুস্তিকার 'গুণসৌরভ' নামক অধ্যায় শীঘ্রই সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইবে।

'গুণসৌরভ' সংগ্রহ করিতে হইলে বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু পাঠকগণের ২৲ দুই টাকা আনুকূল্য করিতে হইবে। এই দুই টাকা ভিক্ষা দিলে তাঁহারা যে রত্ন লাভ করিবেন, তাহাতে তাঁহাদের মন ও বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়া শান্তি লাভ করিবে।

গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের কেহই কৃষ্ণেতর সংসার-পোষণক্ষেত্রে উদরম্ভরূপে উৎসাহান্বিত নহেন। তাঁহারা জগতের মঙ্গলকামী হইয়া জীবের অবৈধ চেষ্টার গতি পরিবর্ত্তন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সহস্র সহস্র কু-বিচার প্রবলবেগেও তাঁহাদের স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। জাগতিক প্রলোভনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহারা বিষয়িগণের বিষয়োচিত স্ত্রীপুত্রাদির কথা, বুধগণের শাস্ত্র-প্রবাদ, যোগীন্দ্র-গণের বায়ুনিরোধন-ক্লেশ, তপস্বিগণের তপস্যা, যতিগণের বেদান্ত-জ্ঞানাভ্যাস-নিয়ম প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের সংগ্রহে দিনাতি-পাত করেন না।

তবে তাঁহারা কি করেন?—ইহা জানিবার কৌতূহল-বৃত্তির জন্যই মানবজাতির সহিত সম্বন্ধস্থাপন করিতে তাঁহারা উদ্‌গ্রীব আছেন। তাঁহারা মানবজাতির নাস্তিকতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার পক্ষপাতী নহেন। আমরা তজ্জন্যই বলি যে, সকল ছাড়িয়া হরিসেবনকার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুরগণই যত্ন করিয়া থাকেন। সুতরাং অবশিষ্ট লোকের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে না পারিয়া আমরা দুঃখিত আছি।

জীবকুল আমাদের এই সকল কাতর উক্তিতে ক্ষণকালের জন্য কর্ণপাত করিবেন কি? আমরা সংসারের কোন বৃত্তিকে বহুমানন করিয়া বৃত্তিজীবিমাত্রেরই কেবল ব্যস্ত নহি। আমাদের স্থূলশরীর ও সূক্ষ্ম মানসদেহ যেন ভগবৎসেবার প্রতিকূল কোন কার্য্যের আবাহন না করে,—আপনাদের সকলের নিকটেই আমাদের এই ভিক্ষা।

বিরক্ত জঘন্য নহে

যাঁহারা জড়রাজ্যে স্বল্পকালস্থায়ি-ভোগের আশায় প্রমত্ত, তাঁহাদিগকে 'আসক্ত' বলা যায়। কোন কোন সমাজে এই জড়াসক্তির বড়ই আদর। আসক্তির বাহাদুরী লইয়া কে কত ছিলিম 'ইন্দ্রাসন' পান করিতে পারেন, তাহার প্রতিযোগিতা তাঁহাদের নিকট বড়ই আদরের বিষয়। কাহার ঘোড়া কতদূর কত শীঘ্র সময়ে দৌড়াইতে পারে,—সে-বিষয়ে প্রতিযোগিতায় কেহ কেহ বা অত্যন্ত মত্ত!

সাংসারিক জনগণ সংসারভোগে কে কতদূর প্রমত্ত হইতে পারে, স্ত্রীপুত্রাদির কথায় কে কত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রতিযোগিতা-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত চঞ্চল জীবগণ যেরূপ ক্ষণস্থায়ী ভাব পোষণ করেন, তদপেক্ষা

অধিকতর বুদ্ধিমন্ত জনগণ তাদৃশ বালচাপল্যে ব্যস্ত নহেন। তাঁহারা—ধীর, এবং প্রবুদ্ধ পুরুষগণের উদ্ধামবৃত্তিসমূহের নিরপেক্ষ দ্রষ্টা। পক্ষান্তরে জড়াসক্তি-রহিত পুরুষগণ দুর্লভ হওয়ায় উহাদের সহিত তাঁহাদের মতভেদ বর্ত্তমান।

জড়াসক্তি-প্রবৃত্তি ভ্রান্তভাবে পরিচালিত হইবার উদ্দেশে যেসকল স্মৃতিবিধান ধর্ম্মশাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে, তাহার অনুসৃত জনগণ পরমার্থীর প্রতি বিদ্বেষ। মানুষের রুচি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় পরমার্থে বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য জড়াভি-নিবিষ্টমার্ত্তগণেরই আরাধ্য, কিন্তু তাহাদের চেষ্টার ফলতঃ বীরপ্রকৃতি নিবৃত্ত পুরুষগণ নিরপেক্ষভাবে দর্শন করেন।

সম্প্রতি 'বঙ্গবাণী' নামক একখানি সাময়িক পত্রের জনৈক লেখক নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া তাঁহার পত্রান্তরে বৈরাগিগণের বিচার সম্বন্ধে কয়েকবার অশ্রদ্ধার ভাব উল্লেখ করিয়া স্বপক্ষ-সমর্থনে ব্যস্ত হইয়াছেন। লেখকের মতে এবং সম্পাদকের অনুমোদনে জানা যায় যে, তাঁহারা উভয়েই সনাতন-ধর্ম্মের অনুগামী। তাঁহারা চতুর্থাশ্রমের প্রতি যেরূপ অবজ্ঞা-সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের সম্মার্জ্জিত-রুচির অধিক পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহারা বলিতে পারেন,—'আমরা জড়াভিনিবিষ্ট মার্ত্তগণের পক্ষিল, সুতরাং জড়াতীত পারমার্থিকবিচারপর-জনগণের আদর করিতে পারি না।'

আদর করিতে না পারা এবং অনাদর করিবার জন্য অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা—এক নহে। যে বৈরাগ্যকে ধর্ম্মকর্ম্মের চরম ফল বলিয়া সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র নির্দ্দেশ করেন, তাহার অবজ্ঞা বা সেই পরমার্থিগণের প্রতি বিদ্রূপসূচক বাক্য বক্তার ধৈর্য্যচ্যুতিকে লক্ষ্য করায়। বৈরাগিগণ জুগুপ্সা-রতির পাত্র,—একথা কোন বিজ্ঞমার্ত্তই বলিতে পারেন না। ভগবানের শ্রীমুখ হইতে যে গৃহস্থাশ্রম প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে অবস্থানকালে তুর্য্যাশ্রমস্থিত আচার ও বিচারের প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া জুগুপ্সা-বুদ্ধিতে অবস্থান সজ্জনসমাজ কখনই আদর করেন না।

সুতরাং বৈরাগ্য ও বৈরাগ্যবৃত্তিতে অবস্থিত চতুর্থাশ্রমি-গণ বিরাট্ পুরুষের শীর্ষ-দেশোৎপন্ন হওয়ায় তাঁহাদের বৃত্তিতে জুগুপ্সা-রতির আরোপ করিয়া হৃষনাবস্থিত সামাজিক লেখকের লেখনীকে আমরা আদর করিতে পারিলাম না। সমাজপুরুষের শীর্ষদেশেই বিরক্তগণ অবস্থিত; তাঁহাদের ধর্ম্ম অধস্ত নহে, যেহেতু অধস্তের ধর্ম্ম হইতেই তাঁহাদের 'বিরাগ'।

আমি 'এই' নই, আমি 'সেই'

এবংবিৎ বলেন,—আমি 'ইদং'; যেহেতু 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। আমি জড়বিচারে উন্মত্ত হইয়া পূর্ণচেতনের আরোপ-দ্বারা আপনাকে 'ব্রহ্ম' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া 'অহং', ও 'ইদং' এর ভেদের সংমিশ্রণে একাকার করিয়া ফেলি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 'ইদং' বলিতে যে পারিভাষিক জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা 'অহং'-শব্দের বা 'অস্মৎ'-শব্দের সহিত 'এক' নহে। বেদমুখ ব্যাকরণাঙ্গে লিঙ্গনির্ণয়ে চেতন-লিঙ্গের সহিত অচিৎলিঙ্গের ভেদ বা বৈশিষ্ট্য কল্পিত হয়। যিনি স্বয়ং চিদ্বস্তুসংস্থিত হইয়া বলিতে পারেন 'আমি', তাঁহার চেতনের বৃত্তিতে 'আমি' ব্যতীত 'তুমি ও তিনি'র চিদ্বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হয়। কিন্তু অচিৎলিঙ্গপ্রকরণে 'আমি' বলিবার স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম লক্ষিত না হওয়ায় তাহার চেতন-ধর্ম্মের পরিচয়াভাব-হেতু অচিৎপর্য্যায়ে সেই গুলি পরিগণিত হয়। 'ইদং'শব্দ চিৎপ্রকরণের অন্তর্গত নহে,—এরূপ ভাব বুঝাইবার জন্যই তাদৃশ চিদ্বৈচিত্র্যের প্রাকট্য।

জড়জগতে জড়তা ও গতিশীলতা,—এই দুই প্রকার ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হয়। পরমাণুবাদী বলেন,—জড় পরমাণু স্থূলজড়ের হেতু, আবার কেহ কেহ বলেন,—গতিশীল বিদ্যুৎকণ জড়-পরমাণুর হেতু। যখন তাহারা ইচ্ছা-শক্তির পরিচালনা করিতে স্বীয় নৈসর্গিক বৃত্তি প্রদর্শন করেনা, তখনই তাহা-দিগকে 'জড়' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। যেখানে ইচ্ছা-শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়, সেখানে যে বল অচিতের স্থাপনে বা বিনাশে বলবান্ হয়, তাহার একটীকে 'অচিদ্বল' এবং অপরটীকে 'চিদ্বল' বলা হয়।

জ্ঞানশক্তির অবলম্বনেই ইচ্ছা-শক্তি ও অনুভাবিনীশক্তি এই শক্তিদ্বয় কার্য্য করিতে সমর্থ। এজন্যই অন্বয়জ্ঞানের

অন্তর্যুক্ত ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে চিদ্‌বৈচিত্র্যে চিদ্‌বিলাসের নিত্যাবস্থান। জড়জগতে অন্বয়জ্ঞানের ইচ্ছা-শক্তি ক্রিয়মাণ হইয়া যে উপাদানে প্রপঞ্চের কার্য্যাদির অবতারণা করে, উহা তাঁহার 'প্রকৃতি' বা কার্য্যের কারণরূপে 'প্রধান' সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। তজ্জন্যই অন্বয়জ্ঞানের ইচ্ছা-শক্তি-প্রসূত প্রপঞ্চের উপাদানত্বে কেহ কেহ অন্বয়জ্ঞানের প্রকৃতিকে অন্বয়জ্ঞান হইতে বাস্তবিক-বিচারে পৃথক্‌বস্তু বলিয়া নিরূপণ করেন, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এই প্রপঞ্চের 'নিমিত্ত' ও 'উপাদান' কারণ, উভয়ই জ্ঞানশক্তি ও তাহার ক্রিয়া-মুখে ইচ্ছা-শক্তিরই কার্য্য। আবার আধ্যক্ষিকজ্ঞানের উপাদান-নিরূপণে যে প্রকৃতির ধারণা হয় তাহাকে জ্ঞান-শক্তির সহিত অভিন্ন মনে করিলে জ্ঞানস্বরূপের আলোচনায় প্রমার পরিবর্ত্তে ভ্রমের উদয় হয়। জীব যখন চেতনবৃত্তি লইয়া স্বীয় স্থূলশরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তিনি যে 'ইদং'এর ধারণা করেন, সেই ধারণায় যে বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, তাহা তাঁহাকেই স্বীয় পূর্ণাস্তিত্বে স্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করেন। তখনই তিনি জানেন যে, আত্মার ইচ্ছা-শক্তির পরিচালনক্রমে প্রাপঞ্চিক ভূমিকা ইদং-শব্দ-বাচ্য। উহার সহিত তাঁহার স্বরূপগত নিত্যসার্থক্য আছে বলিয়াই মধ্যে মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা-শক্তি-পরিচালনে বাধা উপস্থিত হয়। সেই বাধাটী কে দেয়?—তাহা আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার জ্ঞান-স্বরূপের ইচ্ছার সহিত অজ্ঞানস্বরূপের ইচ্ছার পরস্পর সংঘর্ষক্রমে বাধা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যেখানে ইচ্ছা-দ্বয়ের পরস্পর প্রতিকূল সম্বন্ধ, সেখানে অবস্তুতা, ভেদজ্ঞা, অনুপাদেয়তা, বৈষম্য প্রভৃতি ইচ্ছা-পরিচালনে বাধা-স্বরূপে উপস্থাপিত হয়।

জ্ঞানেরই ইচ্ছা-শক্তি ও অনুভাবিনী শক্তি অন্বয়জ্ঞান-স্বরূপের নিকট প্রপঞ্চে বাধা প্রাপ্ত হইয়া অভিযোগ উপস্থিত করিলে 'জ্ঞানস্বরূপ ইচ্ছা ও জ্ঞেয় অনুভূতিকে' সুষ্ঠুভাবে যথা-স্থানে নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা করেন। এই প্রপঞ্চে অবস্থান-কালে ইচ্ছা-শক্তি জ্ঞেয়বিচারে প্রতিহত হইলে উভয়ের সামঞ্জস্য-নিরূপণ-কার্য্যে পূর্ণ অন্বয়জ্ঞানের অভিমুখে যাত্রা করেন। তখনই অণুচিৎ জীব জ্ঞানস্বরূপ পূর্ণতাভিমুখে ইচ্ছা ও জ্ঞেয়-শক্তি-বিচার স্থাপনাভিপ্রায়ে বলেন,—'আমি ইহা নই' 'আমি তাহাই' অর্থাৎ আমি তখন নিজস্বরূপের শুদ্ধনিত্যপরিচয়ে অবস্থিত। এই সময়ে দুর্দ্দৈব-বশতঃ জ্ঞানস্বরূপ স্বীয় ইচ্ছা ও জ্ঞেয়ানুভব আনন্দ-বৃত্তি সঙ্কোচ করিবার অভিপ্রায়ে জড়জগতের ত্রিপুটী-বিনাশ-কামনায় তমোগুণে আক্রান্ত হয়। তখনই অণুচিৎ জীব 'আমি এই নই, আমি সেই' বলিতে গিয়া অহঙ্কার-বশে অপূর্ণ হইয়া তমো-ভাবকে পূর্ণ অন্বয়জ্ঞানবিচারে স্থাপনপূর্ব্বক 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বিচার-বিবর্ত্তে পতিত হইয়া আত্মহারা হয়। পূর্ণজ্ঞানের মূর্ত্তাবতার শ্রীগুরুদেব তৎকালে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় প্রাকট্য সাধন করিয়া তাহার অণুচিৎএর ইচ্ছা-বৃত্তির দুর্দ্দমনীয় তমোভাব বা অজ্ঞান বিনাশ করিয়া আনন্দময় পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের উদ্দেশ বলিয়া দেন। শ্রীগুরুদেবের সহিত পূর্ণাদয়-জ্ঞানের বিষয়াশ্রয়গত বৈশিষ্ট্য থাকায় ঔদার্য্যের প্রকাশ-ভেদে ভেদরাজ্যের অমঙ্গল আনয়ন করিবার পরিবর্ত্তে পরমকল্যাণময় কৃষ্ণাকর্ষণ প্রদর্শন করিতে গিয়া নিজ-সঙ্কর্ষণতা প্রদর্শন করেন এবং কৃষ্ণাকৃষ্ট হওয়ায় অণুচিৎ-এর একমাত্র নিজবৃত্তি জানাইয়া দেন। তখন জীব বলেন, —'আমি এই জড় নই, আমি সেই,'—কৃষ্ণাকৃষ্ট সঙ্কর্ষণ শক্তির পরমাণু জীবশক্তি—অচিৎ জড়শক্তির প্রকাশ-ভেদ নই। ইদংবস্তু তদ্‌বস্তুর সেবা-বঞ্চিত ব্যাপার বিশেষের ধারণা নহে, সুতরাং ইদংবস্তুতে যে 'আমার ভোগ্য-জ্ঞান' জড়ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে আগত হইয়াছে, উহা অনাবৃত হওয়ায় তাহাতে কৃষ্ণাকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং 'আমি ইদং নই, আমি সেই বস্তুর শক্তি'। আমি সেই পূর্ণবস্তু যদি হইতাম, তাহা হইলে 'ইদং' জড়ের সহিত আমার সম্বন্ধ হইত না। সুতরাং আমি সেই চিৎ, 'ইদং' নই এবং এই 'ইদং' সেই বস্তুর পৃথক্‌কারিণী হইতে জাত হইয়া বিরুদ্ধশক্তি ধর্ম্মবিশেষ লাভ করিয়া আমাকে তাহার অন্তর্গত জানাইবার জন্য স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আমার নিত্য ইচ্ছাকে বাধা দিয়াছে, সুতরাং আমি এই পরিচ্ছিন্ন বহুভেদ-ভাবের অনুবিধার মধ্যে অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছি না। যখন আমি—সেই চিৎ, ইহা নই, তখন আমার ইচ্ছাশক্তি জ্ঞেয়ানুভব আনন্দলাভে কেন বাধাপ্রাপ্ত হইবে? সুতরাং আমার এই জগৎ নহে, এই প্রাপঞ্চিক শরীর নহে, এই প্রাপঞ্চিক শরীর সহ চিদাভাস বৃত্তিতে যে মানসিক ইচ্ছা আমিত্বের সহিত

সহিত পাঞ্জাব-প্রদেশের অন্তর্গত অম্বালা-কেণ্টনমেণ্ট-সহরে হিন্দী, উর্দ্দু ও ইংরেজী ভাষায় সর্ব্বসাধারণের নিকট শ্রীগৌর-প্রচারিত শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়া সম্প্রতি নৈমিষারণ্যে শুভবিজয় করিয়াছেন।

আলালনাথে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্বগিরি মহারাজ জয়িপাড়া, আলালনাথ, পুরী প্রভৃতি স্থানে বহু সুকৃতিশালী ভদ্রমহোদয়ের ভবনে ও নানাসভায় শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের যথার্থ তাৎপর্য্য পাঠ, ব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদি করিয়া সম্প্রতি কটক-নগরে ভগবৎকথা প্রচার করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ মেদিনীপুর জেলাস্থিত গোপালচক ও রঘুনাথবাড়ি প্রভৃতি গ্রামে বহু সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির নিকট শাস্ত্রপাঠ ও হরিকথা কীর্ত্তনমুখে প্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে সদাচারসম্মত শুদ্ধভক্তিপথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি হাওড়া ও হুগলি-জেলায় সর্ব্বসাধারণের নিকট ভগবৎকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

———

মহাপ্রচার-বিবরণ

ভারতবর্ষের শিক্ষিতব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, কলিকাতাস্থিত গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ কায়মনোবাক্যে শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত সকলকথা মানবজাতির নিকট প্রচার করিতে যত্ন করিতেছেন। তাঁহারা মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সাময়িক পত্রের প্রকাশকার্য্য অবলম্বন করিয়া শিক্ষিতসমাজের নিকট শ্রীচৈতন্য-মহিমা প্রচার করিতেছেন। সাধারণ লোকের নিকট অথবা যে-সকল শিক্ষিতব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের কথায় অধিক প্রবিষ্ট হন নাই, অথবা তাহাতে প্রবেশ করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের নিকট শাস্ত্র-পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতার জন্য বহুপ্রচারক অহর্নিশ যাপন করিতেছেন। ভারতের বিভিন্নস্থানে অর্চ্চন ও কীর্ত্তনের কেন্দ্রস্বরূপ মঠাদিস্থাপন এবং শ্রীচৈতন্যকথা-প্রচারোদ্দেশে জীবনোৎসর্গকারী আচার্য্যগণের ও প্রচারক মঠসেবকগণের আশ্রয়স্বরূপ মঠমন্দির-সেবকবর্গ প্রভৃতি সাধারণের সাহায্যে নির্ম্মিত হইতেছে। বিবাদ-প্রিয় কলিযুগ পরস্পরপ্রীতিসৌহার্দ্দস্থাপনের জন্য শ্রীভগবানই যে একমাত্র সকলের আশ্রয়, ইহা সাধারণ-লোক সকলসময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু তাহা বুঝিলেই জীবের সকল দুঃখ দূর হয়।

বঙ্গ-ভাষাভিজ্ঞ শিক্ষিতসমাজের সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বহু বর্ষ পূর্ব্বে গৌড়ীয় মঠ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটী সুবিরাট্ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের নিকট শ্রীচৈতন্যকথা আলোচনা করিবার আবশ্যকতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। গ্রন্থসমূহ যাহাতে সকললোকের সহজপ্রাপ্য হয়, এজন্য নাম-মাত্র ভিক্ষায় বিনিময়ে প্রকাশকগণ শিক্ষিত সমাজের সেবা করিয়াছেন। তাঁহারা ভগবৎসেবার অনুকূল অনেকগুলি ভক্তিশাস্ত্র সরল ও বিস্তৃতব্যাখ্যা-সহ প্রচার করিবার সহায়তা করিয়াছেন। সকল শিক্ষিতসমাজই সামান্য ভিক্ষা-দানে এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লাভ করিয়া নিঃস্বার্থ ভোগত্যাগী নিষ্কপট নিষ্কাম প্রচারকগণকে উৎসাহিত করিয়াছেন। গ্রন্থকারের ভাব ও ভাষা হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য সেই বিরাট্ সংস্করণে দুইটী ভাষ্য উহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। মূল বৃহৎ গ্রন্থের উদ্ধৃত প্রাচীন প্রমাণাবলীর এবং কঠিন দার্শনিক সিদ্ধান্তরাজির বোধের জন্য প্রচুর ব্যাখ্যা সংস্কৃত শ্লোকাবলীর বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় যাবতীয় দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও আলঙ্কারিক পরিভাষা-সমূহের বিস্তৃত অর্থ উহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এরূপ তথ্য-সম্বলিত কোন গ্রন্থ ভারতবর্ষে আর কোথাও প্রকাশিত হইয়াছে কিনা, সাধারণের বিদিত নাই। পূর্ব্বসংস্করণে গ্রন্থপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একমাসের মধ্যেই সমগ্র গ্রন্থ নিঃশেষিত হওয়ায় শিক্ষিতসমাজ ঐ গ্রন্থ-রাজকে যে কিরূপ আদর করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জানা যায়।

———

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের চতুর্থ সংস্করণ

প্রায় বর্ষদ্বয় অতীত হইল, তৃতীয় সংস্করণের নির্দ্ধারিত ভিক্ষা ১০৲ টাকার স্থলে সুযোগমত অনেকেই উহা ৫৲ ভিক্ষা দিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এবারেও সেই সম্পূর্ণগ্রন্থের কিয়দংশ পরিবর্দ্ধিত হইয়া ও ঐরূপ সামান্য ভিক্ষাতেই প্রদত্ত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। গতবারে

যাঁহারা প্রথমমুখে ঐ গ্রন্থ সংগ্রহ করেন নাই, তাঁহাদের অনেকেই সেই সুযোগ পরিত্যাগ করায় গ্রন্থাগারে বঞ্চিত হইয়া পরিশেষে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন।

চতুর্থসংস্করণের বৈশিষ্ট্য-বর্ণনে একটু বলা যাইতে পারে যে, এই বিপুলায়তন গ্রন্থের মূলশ্লোকগুলি বৃদ্ধগণের দর্শনোপযোগি বৃহদক্ষরে মুদ্রিত হইতেছে। বহুদিন রহিলে গ্রন্থখানি যাহাতে নষ্ট না হয়, তজ্জন্য এবারও অতি উত্তম কাগজে মুদ্রিত হইতেছে। লোকের জ্ঞাতব্য বাখ্যা, তথ্য ও নানাবিধ সূচীতে এই সংস্করণের মূল্যবৃদ্ধি হেতু হওয়া কর্ত্তব্য, তাহার তুলনায় এতদ্দেশে এরূপ সুলভ উৎকৃষ্ট সংস্করণ হয় নাই বলিয়া শব্দস্কন্ধে উচ্চৈঃস্বরে গীত হইতে পারে। গ্রন্থের বিপুল আয়তনের কথা আলোচনা করিলে পাঠক জানিতে পারিবেন যে, মূলগ্রন্থ ভাস্কর-সহ ১০৯৬ পৃষ্ঠা ক্রাউন কোয়ার্টো আকারে মুদ্রিত হইয়াছে এবং ২৫০ পৃষ্ঠার উপর ঐ আকারেরই সূচী উহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা ও সর্ব্ববাদিসম্মত বহুলপ্রচার অনেক ঈর্ষা-পরায়ণ প্রকাশকগণের মাৎসর্য্যের উদয় করাইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও আমরা এই গ্রন্থের সহস্র সহস্র প্রশংসা-পত্র স্থানাভাবে মুদ্রন করিতে অসমর্থ হইলাম।

ভারতের নানাস্থলে এবং সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এই গ্রন্থের প্রভূত আদর হইয়াছে। গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশ-ব্যয় আলোচনা করিলে মনে হয় যে, পৃষ্টীয় মিশনারীগণের বিপুল ভাণ্ডারের ন্যায় বুঝি, মঠসেবকগণের ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত বিপুল অর্থ সঞ্চিত আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটনা তাহা নহে। শুদ্ধভক্তগণের কেবল ঐকান্তিক ধর্ম্মপ্রচার-ইচ্ছাকেই তাহার কারণরূপে নির্দ্দেশ করা যায়। সূচীপত্রের দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, এরূপভাবের নিদর্শন অদ্যাপি কোন গ্রন্থেরই হয় নাই। বেদ্ধশীয়র ও বাইবেল ব্যতীত এরূপ ধরণে কোন গ্রন্থের অনুশীলন হইয়াছে কিনা, আমাদের জানা নাই। ইহা অশিক্ষিতজনের রচিত ভ্রম-পরিপূর্ণ ইতিহাস-সঙ্কলন বা ক্রয়িকল মাত্র নহে। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গসাহিত্যের গুরুত্ব হইয়াও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের তৃতীয় সংস্করণকে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দেশ না করিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রচারের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে পারেন নাই। সুষ্ঠুভাবে বিদ্যোৎসাহিতার অকৃত্রিম সুহৃদ্‌বৃন্দ অনভিজ্ঞ অর্ব্বাচীনের লিখিত বঙ্গসাহিত্যকে আদর করিলেও সঙ্কীর্ণ-শিক্ষাই তারতম্য-নির্দ্দেশে রচনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে অসমর্থ,—এ কথা বিষয়ওলীর বিচার করা কর্ত্তব্য।

এই গ্রন্থরাজের চতুর্থ সংস্করণে তৃতীয় সংস্করণের যাবতীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট হ' আছেই, তদ্ব্যতীত ইহা আরও পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হওয়ায় বিশ্বের সমগ্র বিষয়ওলী এইবার ইহা পরম-সমাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থাগারের সম্পূর্ণতা সাধন করিবেন। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া-অফিস ও ব্রিটিশ-মিউজিয়ামের গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থ পরম উৎকণ্ঠার সহিত গৃহীত হইয়া সংরক্ষিত আছে, কিন্তু গৃহস্বামের সমীপবর্ত্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বোধ করি ইহার আদরের অভাব, তজ্জন্য প্রকৃত বিষয়ওলীর সহৃদয়-সমাদরই আমরা বহুমানন করিতেছি।

অর্থের সদ্ব্যবহার

'তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।'

শ্রীগুরুদেবের এই বাক্যে দৃঢ়প্রদ্ধব্যক্তিরই স্বার্থগতি শ্রীগোবিন্দের সেবা-লাভ হইয়া থাকে।

স্বনামধন্য পরলোকগত জষ্টিস্ স্যর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে, টি, সি, এস্, আই মহোদয়ের সুযোগ্যা ধর্ম্মপ্রাণা পত্নী শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী দেবী (বিখ্যাত লেডি চ্যাটার্জ্জি) প্রাচীন-নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে সেবিত শ্রীগৌরবিনোদ-মাধব গৌড়ীয় শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ-কল্পে তিন সহস্র মুদ্রা দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বহু সদ্‌গুণে বিভূষিতা দেবী মহোদয়া শ্রীক্ষেত্রবাসিনী হইয়া কৃপণন, অনাথাদিগের শিক্ষা ও বালবৃদ্ধী 'শ্রীগোবিন্দ আশ্রম' এবং অন্যান্য বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সৎ-কর্ম্মোন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছেন। এক্ষণে পারমার্থিক-গণের সেবার দ্বারা তিনি সুদুর্লভা ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিলেন।

বারিপদা-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস আমাদের নাথে ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে মহাপ্রভুর সেবার জন্য যথেষ্ট ধান্য-ভূমি প্রদান করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

থানেশ্বরের তারের সংবাদ নিজস্ব

Lala Sadhuram Lala Madhoram Lala Indersan & Lala Raghu Bardayal Just made a gift of more than 4 bighas of land on the Bank of Kurukshetra tank near Gitabhawan to our Mission for Vyas Gaudiya Math. 10-8-28

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারিণী সভার মুখপত্র।

শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠ হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে সমাসীন ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুগ্রহাশ্রিত ও তদাশ্রিত ভক্তবৃন্দের সাহায্যে প্রতি মাস।

শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠ হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে সমাসীন ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুগ্রহাশ্রিত ও তদাশ্রিত ভক্তবৃন্দের সাহায্যে প্রতি মাস।

৭মখণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ৯ই ভাদ্র, ১৩৩৫, ২৫শে আগষ্ট, ১৯২৮ | ৩য় সংখ্যা

শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব

আগামী ১১ই ভাদ্র সোমবার হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে মাসাধিকব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত প্রকটোৎসব আরম্ভ হইবে। কলিকালের অজ্ঞানান্ধ লোকদিগকে দিব্যালোক প্রদান করিবার জন্য সনাতন-পুরাণ-সূর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের উদয় হইয়াছে।

"কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ।"

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ সন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভাবের হেতু এইরূপভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"বং খলু পুরাণজাতমাবির্ভাবা, ব্রহ্মসূত্রক প্রণীয়াপ্যপরিস্ফুটেন তেন ভগবতা নিজ-সূত্রাণামকৃত্রিম-ভাষ্যভূতং সমাধি-লব্ধমাবির্ভাবিতম্। বস্মিন্নেব সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ো বৃত্ততে। সর্ব্ববেদার্থলক্ষণাং গায়ত্রীমধিকৃত্য প্রবর্ত্তিতত্বাৎ।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস নিখিল পুরাণ-ইতিহাস প্রকাশ এবং ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াও যখন আত্মার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না, তখন ঐরূপ চিত্ত-প্রসাদের অভাবের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া সমাধিস্থ হইলে শ্রীব্যাস সমাধিতে নিজ সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্ত হইয়া তাহা প্রচার করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে নিখিলশাস্ত্রের সমন্বয় দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ এই যে, যাহা হইতে সকল বেদার্থ সূচিত হইয়াছে, সেই বেদমাতা গায়ত্রীর আশ্রয়েই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃত্তি। 'অকৃত্রিম ভাষ্যভূত' এই বিশেষণে শ্রীমদ্ভাগবত লক্ষিত হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্য প্রামাণ্য প্রমাণিত এবং শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবানের নিশ্বিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। 'ভূত'-শব্দের অর্থ—সদৃশ, শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য না বলিয়া 'ভাষ্য-সদৃশ' বলিবার একটী কারণ আছে। ভাষ্য সূত্রের পরে রচিত হইয়া থাকে এবং তাহা কোন পুরুষবিশেষদ্বারা রচিত হয়, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত প্রাগ্‌বৈকল্পযুগে বিরাজিত বলিয়া 'পুরাণ' অর্থাৎ সনাতন; ব্রহ্মসূত্র রচিত হইবারও পূর্ব্বে অনাদি কাল হইতে এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ নিত্য, অপৌরুষেয় ভাষ্যরূপে বিরাজিত আছেন। শ্রীমদ্ভাগবত কোন জীববিশেষের রচিত নহে, তাহা অপৌরুষেয় ও অনাদিকাল হইতে বিরাজিত। সূর্য্য কোন কালবিশেষে উদিত হন বলিয়া সূর্য্যকে যেরূপ আধুনিক বলা যায় না, তদ্রূপ কলিকালে শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ-সূর্য্য বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য জনসমাজে প্রচারার্থ ব্যাসদেবের নিদ্রা ভঙ্গকালে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীল জীবপাদ সন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"গায়ত্রে ৮;—পূর্ণঃ দ্বাদশলক্ষণঃ। অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ। পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদ-সংযুতঃ। গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥" ইতি। ব্রহ্মসূত্রাণামর্থ

স্বেষামকৃত্রিম-ভাষ্যভূত ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বং সূক্ষ্মরূপেন মনস্যাবির্ভূতম্ তদেব সংক্ষিপ্য সূত্ররূপেন পুনঃ প্রকটিতম্, পশ্চাদ্বিস্তীর্ণরূপেন সাক্ষাৎ শ্রীমদ্ভাগবতমিতি। তস্মাত্তদ্ব্যাখ্যাভূতে স্বতঃসিদ্ধে তস্মিন্ সত্যাধুনিকানন্তরস্বেষাং স্বকপোল-কল্পিতঃ তদনুগতমেবাদরণীয়মিতি গম্যতে।"

গরুড় পুরাণেও উল্লেখ আছে, শ্রীমদ্ভাগবত অতিশয় পূর্ণ। ব্রহ্মসূত্রের অর্থ এবং মহাভারতের তাৎপর্য্য ইহাতে বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে। ইহা গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ। বেদের তাৎপর্য্যও ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। বেদসমূহের মধ্যে যেমন সামবেদ শ্রেষ্ঠ, পুরাণ অর্থাৎ সনাতন-শাস্ত্রের মধ্যেও সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত প্রধান। সাক্ষাৎ ভগবানের দ্বারা কথিত হওয়ায় এই গ্রন্থ 'শ্রীভাগবত' নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ দ্বাদশস্কন্ধযুক্ত, শতবিচ্ছেদ-সংযুক্ত, এবং অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক (৩২ সংখ্যক অক্ষরে এক শ্লোক, এইরূপ গণনায় ১৮,০০০ শ্লোক) দৃষ্ট হয়। ইহা ব্রহ্মসূত্রসমূহের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমে সমাধিস্থ শ্রীব্যাসের বিশুদ্ধচিত্তে সূক্ষ্মরূপে আবির্ভূত হন, তাহাই তিনি সংক্ষেপ করিয়া সূত্রাকারে প্রকাশিত করেন, তাহার পর তাহা হইতেই বিস্তৃতরূপে সাক্ষাৎ ভাগবত জগতে প্রচারিত হন। সুতরাং ব্রহ্মসূত্রের স্বতঃসিদ্ধ ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত থাকিতে আধুনিক অপর ভাষ্যকারগণের স্বকপোল-কল্পিত ভাষ্যগুলি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকূল হইলেই আদর করা কর্ত্তব্য, নতুবা নহে।

শ্রীপদ্মপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতকে অধোক্ষজ-শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমঙ্গল মূর্ত্তিমান শাব্দিক অবতাররূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"পাদৌ দ্বাদশকৌ প্রথমদ্বিতীয়ৌ তৃতীয়রুদ্ধৌ কথিতৌ বুধৈস্তু।
নাভিস্তথা পঞ্চম এব স্কন্ধো ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথাংসৌ॥
কণ্ঠস্তু রাজন্নবমো বদীয়ো মুখারবিন্দং দশমঃ প্রভূষ্ণুঃ।
একাদশো ব্রহ্ম ললাটপট্টং শিরোপি তু দ্বাদশ এব ভাতি॥
তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং মুহিতাবতারম্।
অপার-সংসার-সমুদ্র-সেতুং ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্॥"

আমি সেই আদিদেব, করুণানিধান, তমালবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের নবলবর শাব্দিক অবতার, অপার-সংসার-সাগর উত্তরণের সেতু-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে ভজনা করি। এই গ্রন্থাবতারের দ্বাদশটী স্কন্ধ পরিপূর্ণবিজ্ঞানবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশটী অঙ্গস্বরূপ। ইহারা সকলেই পূর্ণ। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ পুরুষোত্তমের পাদযুগল স্বরূপ, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ—উরুদ্বয়, পঞ্চম-স্কন্ধ—নাভিদেশ, ষষ্ঠ স্কন্ধ—বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধ—বাহুযুগল, নবম স্কন্ধ—কণ্ঠ, দশম স্কন্ধ—প্রভুর মুখপদ্ম স্বরূপ, একাদশ স্কন্ধ—ললাটদেশ এবং দ্বাদশস্কন্ধ—মস্তক স্বরূপ।

গৌর-নিত্যানন্দ গৌড়দেশের পূর্ব্বশৈলে সূর্য্যচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়া জীবের চিত্ত-গুহার অন্ধকার বিনাশপূর্ব্বক বিবিধ ভাগবতের সহিত জীবের সাক্ষাৎ করাইয়াছেন—

"এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥"

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ—

"দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥"

শ্রীমন্মধ্বপ্রভু ভাগবতপায়ী দেবানন্দ পণ্ডিতের শিক্ষাচ্ছলে আমাদিগকে এই কথা জানাইয়াছেন,—

"দুই, মোর ভক্ত আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে তার নাশ ভাগবতে॥"

শ্রীচৈতন্যলীলায় বেদব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনও বলিয়াছেন,—

"দুই স্থানে 'ভাগবত' নাম তুলি যান্ত।
গ্রন্থ-ভাগবত আর ভক্ত-কৃপা-পাত্র॥"

ভাদ্রমাসে এই উভয়বিধ ভাগবতের আবির্ভাব আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। শ্রীমদ্ভাগবতে ও মৎস্যপুরাণে প্রৌষ্ঠপদী অর্থাৎ ভাদ্র-সম্বন্ধিনী পূর্ণিমা-তিথিতে হেমসিংহাসনারূঢ় শ্রীমদ্ভাগবত-দানের মহাফল কথিত হইয়াছে, কেন না ভাদ্রমাসের পূর্ণিমাতিথিতেই মহামুনিবেদব্যাস ভাগবতশাস্ত্র সমাপন করিয়াছিলেন—

"প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং হেমসিংহসমন্বিতম্।
দদাতি যো ভাগবতং স যাতি পরমাং গতিম্॥
রাজন্তে তাবদজ্ঞানি পুরাণানি সতাং গণে।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রুতেঃস্তবসাগরম্।
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥
নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥
ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং যথা কাশী হ্যনুত্তমা।
তথা পুরাণবৃত্তানাং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ম্
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতম্
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

দেবর্ষি নারদ কলিকালে সর্ব্বত্র ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ও অসারতা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"কুকর্মচরণাৎসারঃ সর্ব্বতো নির্গতোঽধুনা।
পদার্থাঃ সংস্থিতা ভূমৌ বীজহীনাস্তরা যথা॥
বিপ্রৈর্ভাগবতী বার্ত্তা গেহে গেহে জনে জনে।
কারিতাং ধনলোভেন কথাসারস্ততো গতঃ॥
অন্যাভিলাষিকর্ম্মাণো নাস্তিকা দাম্ভিকা জনাঃ।
তেঽপি তিষ্ঠন্তি তীর্থেষু তীর্থসারস্ততো গতঃ॥
কামক্রোধমহালোভতৃষ্ণাব্যাকুলচেতসঃ।
তেঽপি তিষ্ঠন্তি তপসি তপঃসারস্ততো গতঃ॥
মনঃশুদ্ধ্যন্নয়াল্লোভাদ্ভক্তাৎ পাষণ্ডসংশ্রয়াৎ।
শাস্ত্রানভ্যসনাচ্চৈব ধ্যানযোগফলং গতম্॥
পণ্ডিতাস্তু ফলত্রেণ ভ্রমন্তে মহিষা ইব।
পুত্রোৎপাদনদক্ষাস্তে স্যুর্দক্ষা যুক্তিসাধনে॥
ন হি বৈষ্ণবতা ক্বাপি সম্প্রদায়পুরঃসরম্।
এবং প্রণয়তাং প্রাপ্তো বস্তুসারঃ স্থলে স্থলে॥"

(পদ্মপুরাণ উঃ খঃ ৬৩ অঃ)

শ্রীনারদ কহিলেন,—অধুনা (কলিকালে) কুকর্ম্মের আচরণ-হেতু বস্তু-সমূহ বীজহীনতুষের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে সারহীন হইয়া পৃথিবীতে রহিয়াছে। বিপ্রগণ ধনলোভে গৃহে-গৃহে, জনে-জনে ভাগবতী কথা কীর্ত্তন করিলেও সেই কথা শ্রবণ করিয়া কাহারও মঙ্গল হইতেছে না। কারণ ধন-বিনিময়ে হরিকথা-কীর্ত্তনের অভিনয় করায় হরিকথার সার অন্তর্হিত হইয়াছে, বাহ্য আকার মাত্র পুষ্ট হইতেছে। তীর্থসমূহে অভিনয় উগ্র আড়ম্বরযুক্ত কর্ম্মিগণ, নাস্তিকগণ, দাম্ভিকগণ বাস করায় তীর্থসার গত হইয়াছে অর্থাৎ তীর্থগণ যে নিষ্কিঞ্চন-সাধুসঙ্গ এবং সাধুসঙ্গে শুদ্ধ ভগবদ্ভজন, তাহা আর নাই। কাম, ক্রোধ, মহা লোভ, অসদ্ভুষ্ণায় ব্যাকুলচিত্ত ব্যক্তিগণও তপস্যায় অবস্থিত হওয়ায় তপস্যার সার বিগত হইয়াছে। মনকে নিগ্রহ না করিয়া লোভ, দম্ভ, পাষণ্ডজনের সংসর্গ এবং সৎশাস্ত্রের অনভ্যাস-হেতু বাহ্যে ধ্যানস্থ হইয়াও লোক-সমূহ ধ্যান-যোগের ফলপ্রাপ্ত হইতেছে না। পণ্ডিতাভিমানিগণ মহিষের ন্যায় ত্রীর সহিত বাস করিতেছে, তাহারা পুত্রোৎপাদনে দক্ষ ও যুক্তিসাধনে অনিপুণ হইয়া পড়িয়াছে, কোথায়ও সৎসম্প্রদায়সেবাকারিণী বৈষ্ণবতা নাই; এইরূপভাবে স্থলে স্থলে বস্তুসার বিনষ্ট হইয়াছে।

দেবর্ষি নারদের এই কলিদোষসূচক বাক্যের ঔর্দ্ধ্বদেহিক সনৎকুমারগণ পরব্যোম-নির্গতা ভগবদ্বাণীর উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, এরূপ অবস্থায় শুদ্ধ ভাগবতগণ যদি পুনরায় শুকমুখনির্গত শ্রীমদ্ভাগবত-ধ্বনি জগতে প্রচার করেন, তাহা হইলেই এই সকল কলিদোষ সিংহের নাদশ্রবণে বৃককুলের পলায়নের ন্যায় বিদূরিত হইবে,—

"প্রলয়ং হি গমিষ্যন্তি শ্রীমদ্ভাগবতধ্বনৌ।
কলিদোষ ইমে সর্ব্বে সিংহশব্দাদ্বৃকা ইব॥"

(পদ্মপুরাণ উঃ খঃ ৬৩ অঃ)

ভাগবতগণই ভাগবতের প্রচার করিতে পারেন। ভাগবতগণ নিষ্কপট ও নির্ম্মৎসর। ভাগবতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষাভিসন্ধিরূপ কোন প্রকার কৈতবের অবসর নাই, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের আদিম শ্লোক তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভাগবতের আচার্য্য জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামিপাদও ভাবার্থদীপিকায় ইহাই বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাসারে শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং" শ্লোকে এই কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন, সুতরাং রূপানুগগণই ভাগবত; তাঁহারা ভাগবত প্রচার করেন, সকলকে ভাগবত করেন। তাঁহাদের অন্যাভিলাষ নাই, নির্ব্বেদ-জ্ঞানানুসন্ধিৎসা নাই, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মাগ্রহ নাই, অষ্টাঙ্গযোগাদি খণ্ডযোগে আসক্তি নাই, কিম্বা তাঁহাদের প্রতিকূল অনুশীলনও নাই। তাঁহাদের চিত্ত ভাগবতসেবাভিলাষে পরিপূর্ণ, ভাগবতের অধ্যয়নে আসক্ত, সর্ব্বেন্দ্রিয় ভাগবত-তোষণপর কর্ম্মে নিযুক্ত, মন ভাগবতীয় যোগে নিবিষ্ট, তাঁহারা ভাগবতের অনুকূল অনুশীলনে রতিবিশিষ্ট।

ভাদ্রমাস কর্ম্মজড়গণের বিচারে অশুভ বলিয়া বিবেচিত হইলেও এই ভাদ্রমাস ভাগবতগণের বিচারে পরম পুণ্যমাস। এই ভাদ্রমাসে ভাগবতের প্রতিপাদ্য পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের

আবির্ভাব হইয়াছে, এই ভাদ্রমাসেই নিখিলজীবের সহিত কৃষ্ণের মিলনকারী, কৃষ্ণের সন্ধান প্রদানকারী, সন্ধিনীশক্তির ঈশ্বর, বলপ্রকাশকারী বলদেবপ্রভু কৃষ্ণাগ্রজরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই ভাদ্রমাসেই পূর্ণশক্তিমদ্‌বিগ্রহের পূর্ণা-শক্তিস্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণীর আবির্ভাব হইয়াছে, এই ভাদ্র-মাসেই রাধারাণীর কায়ব্যূহস্বরূপা অষ্টসখীর প্রধানা শ্রীললিতা সখীর আবির্ভাব হইয়াছে, এই ভাদ্রমাসেই নিখিল জীবের প্রভু শ্রীল জীবপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই ভাদ্র-মাসেই বর্ত্তমান গুরুভক্তি-ভাগীরথী-প্রবাহের ভগীরথ ভক্তি-বিনোদ প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছে; সুতরাং এই পুণ্য অবসরে শুদ্ধ ভাগবতগণ ভাগবত-প্রকটোৎসবের বিপুল আয়োজন করিয়াছেন। এই ভাগবতোৎসব ভুবনমঙ্গল বিতরণের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, এই ভাগবতোৎসব ভূম্নি-ভাগবতগণের মহাদান বিঘোষিত করিবার জন্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই ভাগবতোৎসবে বিশ্ব-শান্তির নিদান—সর্ব্ব সমস্যার মীমাংসা—সর্ব্বধর্ম্মের মহাচিৎসমন্বয় —সর্ব্বদর্শন—সর্ব্ববিজ্ঞান—সর্ব্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা—সর্ব্ব স্বাধীনতা—সাম্য ও মৈত্রীর মহাবীজমন্ত্র অনুস্যূত রহিয়াছে। এই ভাগবতোৎসবে বিশ্ব-মানবের—বিশ্ব-চেতনের—বিশ্ব-বৈকুণ্ঠের মহামিলন হইবে—যে মিলন দু'দিনের নহে—যে মিলন ব্রহ্মার পরমায়ু পর্য্যন্ত নহে—কল্পান্তে মহাপ্রলয়ের পরেও যে মিলন মহামহিমায় বিরাজিত থাকে, সেই মহা-মিলনের মহাসূত্র রচনা করিবার জন্য এই ভাগবতোৎসবের প্রস্তাবনা।

এস ভাই এস, তোমরা এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে যে যেখানে দাঁড়াইয়া আছ—যে যত সাগর-সৈকতে অভিজ্ঞানের উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছ—যে যত মহা-মনীষার অনুবীক্ষণ, ভূবীক্ষণযন্ত্রে পৃথিবীর ধূলিকণা—আকাশের তিমিরকণা গণনা করিয়া ফেলিয়াছ—যে যত জীবনে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, দণ্ডিত, ব্যথিত হইয়াছ—যে যত সুখের মরুতে আলেয়ার আলোক দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছ—যে যত বিশ্বের দুঃখে কাতর—বিশ্বের শান্তি-সমস্যার উপায় চিন্তায় বিভ্রান্ত-উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছ, এস এস, একবার ভাগবতোৎসবে প্রাণ খুলিয়া—সমস্ত বোঝা নামাইয়া যোগদান কর, দেখিবে তোমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান—তোমাদের অনুসন্ধানের পরশপাথর- তোমাদের জ্ঞানের চরমসীমা—তোমাদের আসক্তির পরমবস্তু—তোমাদের পূর্ণস্বাধীনতা—তোমাদের পূর্ণস্বরাজ—তোমাদের পূর্ণস্বভাব—তোমাদের পূর্ণসৌন্দর্য্য—তোমাদের পূর্ণশান্তির উৎস সেখানে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর—পূর্ণতর হইতে পূর্ণতম—পূর্ণতম হইতেও নবনবায়মান পূর্ণতম হইয়া বিরাজমান। কথায় নয়—কাজে, ভাষায় নয়—বাস্তব সত্যে, ভাণায় নয়—প্রাপ্তিতে, কল্পনায় নয়—অনুভবে অকিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রগুচ্ছেন্দ্রিয়তর্পণপরতার সীমা অতিক্রম করিয়া পূর্ণতমা স্বাধীনতা-লক্ষ্মী উন্মুক্তমাল্যবন্ধনের পূর্ণসৌন্দর্য্য-সাম্রাজ্য-সিংহাসনে তোমাদের জন্য অভিষিক্ত রহিয়াছেন; তাই আবার বলিতেছি, বিশ্বশান্তির—প্রকৃত বাস্তব বিশ্বশান্তির এই অযাচিত ডাকে সাড়া দেও। আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি; এই ভাগবতোৎসবের উদ্বোধন-গীতি আগামী ১১ই ভাদ্র হইতে সুরু হইবে।

শ্রীচৈতন্যের দান

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ২য় সংখ্যার পর]

(৮) আচার

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জগৎ সদাচারশূন্য ছিল। কলির প্রথম সন্ধ্যায়ই ভবিষ্যৎ অনাচারসমূহ পরিলক্ষিত হইতেছিল। ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাষায় আমরা দেখিতে পাই—

কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার॥

কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অনাচারের চিত্র এইরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন—

"ন শৌচং নো সত্যং ন চ শমদমৌ নাপি নিয়মো
ন শান্তির্নাক্ষান্তিঃ শিব শিব ন মৈত্রী ন চ দয়া।
অহো নে নির্য্যাণপ্রণিহিতমহো২মী কিল জনৈঃ
কিমুন্মূলীভূতা বিদধতি কিমজ্ঞাতবলতিম্॥

জগতে আর শৌচ নাই, সত্য নাই, শমদম, নিয়মাদি কিছুই নাই; ক্ষমা, ক্ষান্তি, দয়া প্রভৃতি কোথায় অন্তর্হিত

হইল? অহো! তাহারা কি মানবগণের দ্বারা উন্মূলিত হইয়া অজ্ঞাতবাস করিতেছে?

পারমার্থিক সদাচারের পরিবর্তে "মাকড় মারিলে যোকড় হয়"—এইরূপ নীতিপুষ্ট কর্মজড়াচার প্রবৃত্তিরই প্রাবল্য পরিলক্ষিত হইত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার একটী সুন্দরদৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গৌড়ের অধিকারী সুবুদ্ধিরায়ের অধীনে হুসেন খাঁ সৈয়দ পূর্ব্বে চাকুরী করিতেন। সুবুদ্ধিরায় একটী দীঘি খনন করাইবার কালে হুসেন খাঁর উপর উহার তত্ত্বাবধানের ভার দেন। হুসেন খাঁ তাঁহার কার্য্যে কিঞ্চিৎ অবহেলা করিলে সুবুদ্ধি রায় হুসেন খাঁকে চাবুক মারিয়া শাসন করেন। ভাগ্যের পরিবর্ত্তনে হুসেন খাঁ যখন গৌড়ের অধীশ্বর হইলেন, তখন হুসেন সাহ্ বেগম স্বামীর অঙ্গে প্রহারের চিহ্ন দেখিতে পাইয়া স্বামীকে উহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সুবুদ্ধিরায়কে হত্যা করিতে বলিলেন। হুসেন সা সীয় পূর্ব্ব মনিবের হত্যাকার্য্য অত্যন্ত বিগর্হিত মনে করিয়া বেগমের অনুরোধে সুবুদ্ধিরায়ের জাতি নষ্ট করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং স্বীয় জলপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করিয়া সুবুদ্ধিরায়ের মুখে নিক্ষেপ করিলেন। সুবুদ্ধিরায় এইরূপ ভাবে অপমানিত ও মুসলমানের জলস্পর্শে জাতিভ্রষ্ট হইয়া স্বীয় শুদ্ধির জন্য বারাণসীতে ভট্টাচার্য্য স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের নিকট ব্যবস্থা লইতে আসিলেন। কাশীর স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ নানামনে নানা ব্যবস্থা প্রদান করিলেন। পণ্ডিতগণের কেহ কেহ সুবুদ্ধিরায়কে তপ্ত ঘৃত ভোজন করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা দিলেন। পণ্ডিতগণের এইরূপ বিভিন্ন মতভেদ শ্রবণ করিয়া সুবুদ্ধিরায়ের মনে সংশয় উপস্থিত হইল। এমন সময় সৌভাগ্যক্রমে শ্রীচৈতন্যদেব বারাণসী আগমন করিলেন। সুবুদ্ধিরায় শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে চৈতন্যদেব কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের ব্যবস্থিত ঐরূপ ঘাবতীয় শুদ্ধির বিধান পরিত্যাগ করিয়া সুবুদ্ধিরায়কে বৃন্দাবন যাইতে বলিলেন এবং তথায় একান্তভাবে কৃষ্ণনামাশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থান করিতে আদেশ দিলেন—

"এক 'নামাভাসে' তোমার পাপদোষ যাবে।
আর 'নাম' লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণ নাম লইতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১৯১-১৯৩)

এই ঘটনায় আমরা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সমাজের আচারের অবস্থা ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠোন-প্রণালির সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের মত উদারধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। শ্রীচৈতন্যদেব কোন প্রকার তমোধর্ম্মকে প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাচ্ছলে আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

"দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম—পাতক কারণ।
সুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণ প্রেমধন॥
নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত—হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ)

বর্ত্তমান যুগের একটী বিরাট সমস্যা—যাহা শুদ্ধি আন্দোলনরূপে বিকৃত ও অনৈষ্ঠভাবে বর্ত্তমান সমাজে প্রচারিত হইয়া অমীমাংসিত রহিয়াছে উপরি-উক্ত শুদ্ধি-কামী সুবুদ্ধিরায় ও শ্রীচৈতন্যের ব্যবহার দৃষ্টান্তে কি তাহার পূর্ণ সমাধান হয় নাই? যখন বৈষ্ণব প্রতিমূর্ত্তি ঠাকুর হরিদাস জগতে হরিকীর্ত্তনকারীর বৈষ্ণব আদর্শ শিক্ষা দিবার জন্য নিজকে 'অস্পৃশ্য', 'নীচ' ও 'পরম পামর' বলিয়া জানাইয়াছিলেন, তখন শ্রীচৈতন্য ঠাকুর হরিদাসকে কি উত্তর দিয়াছিলেন?

প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্রধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞতপোদান॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসী হইতে তুমি পরমপাবন॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১১ শ)

নিখিল বিশ্বটি তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত শ্রৌত-পন্থায় শুদ্ধ হরিনামপ্রচারকারী পুরুষে নিত্য কাল অবস্থিত। ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী হইতেও হরিকীর্ত্তনকারী পরম পাবন। সমস্ত বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্‌রাজি নিয়ত যাঁহার পাদপদ্ম আবৃত্তি করেন, সেই শ্রীনাম যাঁহার জিহ্বাগ্রে বর্ত্তমান, তিনি নিরন্তর বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন, প্রতি মুহূর্ত্তে সর্ব্বতীর্থ-স্নানের শুচিতা প্রাপ্ত হইতেছেন এবং নিখিল যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের ফল তাঁহাতে নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সমাজ এই ভাগবতীয় সদাচারের দিব্য আলোক হইতে বঞ্চিত থাকিয়া অন্ধতমো রাজ্যে প্রবিষ্ট ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া সকল জীবকে বলিলেন, তোমরা অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিষ্কিঞ্চন ভাগবতজনের আশ্রয়ে হরিনামের আচার ও প্রচার কর।

শ্রীচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট আচার এই—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ)

(৯) ধর্ম্ম

শ্রীচৈতন্যের দান বর্ষণের পূর্ব্বে জগৎ পারমার্থিক ধর্ম্মের দুর্দ্দিনে প্রপীড়িত হইতেছিল। বাংলায় ত' তখন "পারমার্থিক ধর্ম্ম" বলিয়া সাধারণের মধ্যে কোন জিনিষেরই অস্তিত্ব ছিল না। ব্যবহারই পরমার্থের সিংহাসন অধিকার করিয়া সকলকে কর্ম্মের নাগর-দোলায় চড়াইয়া জন্ম জন্মান্তর ঘুরাইবার ব্যবস্থা করিতেছিল। ভারতের অন্যান্য স্থানে যে কিছু ধর্ম্মের আলোচনা ছিল তাহাও প্রবল অসদ্ধর্ম্ম-মতবাদ-সমূহের সহিত সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইয়া শুদ্ধতা সংরক্ষণে অসমর্থ হইয়াছিল। আচার্য্য আনন্দতীর্থ এবং শ্রীরামানুজ দাক্ষিণাত্যে যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী অবস্তন রাধানগরীশাখায় প্রবাহিত হইলে তাহাতে কথঞ্চিৎ মায়াবাদের গন্ধ—যাঁহার বিরুদ্ধে একদিন সম্রাট সেনিক প্রবল যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই মায়াবাদও অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করিয়াছিল। রামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদ-প্রচারক দেবতনু বিষ্ণুস্বামী যে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন তাহাও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সহিত সংঘর্ষণে বিশুদ্ধাদ্বৈত-বাদ-রাহুগ্রাস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিষ্ণুস্বামীর সর্ব্বজ্ঞসূক্ত বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদের বিলম্বিতস্বরূপ বেদান্ত-ভাষ্য কালক্রমে বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদের ভাষ্যস্বরূপে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব-আচার্য্য শ্রীধর ও লক্ষ্মীধরকে "বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী" বলিয়া প্রচার করিবারও যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল। আচার্য্য শ্রীবৎসপূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বমতে শুদ্ধাদ্বৈত-বাদাবলম্বনে যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও তত্ত্ববাদী-শাখায় কিঞ্চিৎ অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল। ধর্ম্মক্ষেত্র-ভারতবর্ষে ধর্ম্মের এইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা তখনকার বাংলার ধর্ম্মের অবস্থার চিত্র শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকারের তুলিকায় এইরূপ অঙ্কিত দেখিতে পাই—

"ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
যে বা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাঁহারাও না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব।
শাস্ত্র পঢ়াইয়া সব এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কারো না করে কখন॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ' 'পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয়॥
গীতা-ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ-নাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণু-ভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য-মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য-কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥

সমাজ তখন কিরূপ পরমার্থশূন্য ছিল তাহার আরও চিত্র চৈতন্য-ভাগবতকার অঙ্কিত করিয়াছেন। নিজেরা পরমার্থ যাজন করা দূরে থাকুক, কোন পারমার্থিক পরমার্থের

যাজন করিলে তাঁহাকে নানাবিধভাবে বাধা প্রদান, তাঁহার প্রতি কটূক্তি, অত্যাচার, বলপ্রয়োগ, এমন কি, বিধর্ম-রাজশক্তি দ্বারা তাঁহাকে দমন করিবার চেষ্টা হইত—

কিছু নাহি জানে লোক ধনপুত্র আশে।
সকল পাষণ্ডী মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে॥
চাহি তাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে।
নিশা শেষে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বলে হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥
মহা-তীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার॥
কেহ বলে এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে॥
এ বামুনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রামে করিবেক বল॥

তাৎকালিক সমাজ উচ্চকীর্ত্তনের প্রতিপক্ষে বিশেষ-ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কীর্ত্তনকারী পারমার্থিক বৈষ্ণব স্মার্ত্তসমাজের উপহাস ও নির্য্যাতনের পাত্র ছিলেন; ইহার চিত্র ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন—

সব দিকে বিষ্ণুভক্তিশূন্য সর্ব্বজন।
উদ্দেশ না জানে কেহ কেন সংকীর্ত্তন॥
কোথায় নাহিক বিষ্ণু-ভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস॥
আপনা আপনি সব সাধুগণ মেলি।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণ-নাম দিয়া করতালি॥
তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে।
পাষণ্ডী পাষণ্ডী মেলি বান্ধিয়াই মরে॥

উচ্চ-কীর্ত্তন-ফলে দেশে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ এবং দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইবে—এইরূপ আশঙ্কা তাৎকালিক সামাজিকগণ করিতেন—

এ বামুনগুলা দ্বারা করিবেক নাশ।
ইহা সবা হৈতে হ'বে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥
এ বামনগুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবক কীর্ত্তন করি' নানা ছল পাতে॥
সোণাঞির শয়ন বলিয়া চারিমাস।
ইহাতে কি ঘুচায় ডাকিতে বড় ডাক॥
নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞী।
দুর্ভিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাই॥
কেহ বলে যদি যাক কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥

কীর্ত্তন সার্ব্বকালিক কৃত্য বলিয়া গণিত হইত না। কোন বিশেষব্যাপারে ব্যবসায়িক গতানুগতিকরীতি-অনুসারে ক্বচিৎ কোন স্থানে বিবিধকাম্যকর্ম্মের অঙ্গভূতরূপে উচ্চ-কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইত মাত্র—

কেহ বলে, একাদশী নিশি জাগরণ।
করিবে গোবিন্দ নাম করি' উচ্চারণ॥
প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কাষ।
এইরূপে বলে যত মধ্যস্থ সমাজ॥

তাৎকালিক সামাজিকগণ উচ্চ-কীর্ত্তন ও নৃত্যাদিকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেন না। জ্ঞান-যোগ পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় কীর্ত্তননৃত্যাদিতে ভাবকেলি দেখান একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইত। ঠাকুর বৃন্দাবন তাহা বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন,—

শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস।
কেহ বলে সব পেট পুষিবার আশ॥
কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
উদ্ধতের প্রায় নৃত্য কোন্ ব্যবহার॥
কেহ বলে কতরূপ পড়িল ভাগবত।
নাচিব কাঁদিব হেন না দেখিল পথ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত চাবি ভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাহি যাই ভাই ভোজন করিয়া॥
ধীরে ধীরে কৃষ্ণ বলিলে কি পুণ্য নহে।
নাচিলে গাইলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে॥

——— (ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত পত্র

শ্রীহরিঃ শরণম্

সবিনয় সসম্মান নিবেদন—

আমি গৌড়ীয়-পত্রের গ্রাহক ও অতি আদর ও সম্মানের সহিত উক্ত পত্র পাঠ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হই। এতদ্বিষয়ে নিবেদন,—আমাকে গৌড়ীয়ের পুরাতন সংখ্যা

যতগুলি পারেন, অনুগ্রহ করিয়া ডিঃপিতে পাঠাইলে বাধিত হইব।

দ্বিতীয় নিবেদন,—বঙ্গবাণীতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার ৩ ৪ মতগুলির প্রতিবাদ গৌড়ীয়-পত্রে করা প্রয়োজন।

বিনীত নিবেদন—

শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ রায় (এম্, এ)

১৪।৮।২৮ প্রাগ্ (লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়)।

বর্ত্তমান ঠিকানা—Edge Hill, Shillong

উত্তর

সবিনয় সসম্মান নিবেদনম্—

আপনার ১৪ই আগষ্টের কৃপা-পত্র পাঠ করিয়া জানিত হইলাম। মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় যে বিষয়ে জীবনব্যাপী পরিশ্রম করিয়াছেন, সেই সকল উপাদান ও অধিকারদ্বারা তিনি কখনই শ্রীচৈতন্যদেবের ধারণা করিতে পারিবেন না। আধ্যক্ষিকসম্প্রদায়ে দীর্ঘকাল অবস্থান করায় তর্করত্ন মহাশয়ের ধারণায় শ্রীচৈতন্যের অপ্রাকৃত শব্দ প্রবিষ্ট হইতে বাধা পাইয়াছে। মানবমাত্রেই যে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত—এরূপ নহে। জড় প্রস্তর যেমন শ্রীচৈতন্যের দাসগণের ভাব্য ভাব প্রকৃতি ধারণা করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ আবার সাধারণ প্রাণিজগৎ জড় প্রস্তর হইতে প্রপঞ্চে কিছু কিছু অধিকভাবে চৈতন্যবিশিষ্ট বলিয়া পরিচয়প্রদানকারী। যদিও তর্করত্নমহাশয়ের কুটুম্ব মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত তর্কভূষণ মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় সাধারণ লোককে কতকটা প্রবেশ করাইবার যত্ন করিয়াছেন, তর্করত্ন মহাশয়ের সেই সত্যকথা গ্রহণ করিবার অধিকারাভাবে তাঁহার শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে ধারণার অতীব দরিদ্রতা পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি যে অন্ধের লোক, সেই অন্ধকালে অবস্থানকালে তাঁহার নিসর্গোচিত চেষ্টা-সমূহ কয়েকদিন পূর্ব্বে স্বর্গীয় কালী প্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের তাক হৈঠকখানায় জানা গিয়াছে। তিনি সকল শাস্ত্রই পাঠ করিয়াছেন ও তাহাদের অনুবাদাদিও করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষায় বলিতে গেলে "সাক্ষাৎ অন্যোক্ষজ ভগবদবতার মহাচিত্তাবিগ্রহ" শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে তাঁহার প্রবেশদ্বার রুদ্ধ থাকায় তিনি কোন দিনই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের যোগ্য পাঠক হইতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যভাগবত বিশেষ পরিশ্রমসহকারে পাঠ করিলে তর্করত্নমহাশয় জানিতে পারিতেন যে, তাঁহার চৈতন্যধর্ম্মের বক্তা হইবার প্রগল্‌ভতা প্রকৃত বিদ্যাবত্তার দুর্ভিক্ষ আনয়ন করিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় তর্করত্ন মহাশয় বড় তর্কশাস্ত্রে প্রবীণ বহুযত্ন শাখাবল্গী, সুতরাং একান্ত দুঃসঙ্গতিতে অবস্থিত আমরা আমাদের অবস্তন চতুর্বর্ণস্থিত জনগণের জড়াভিনিবেশ উপশম করিবার অবসর চেষ্টা করিব। গৌড়ীয়ে তাঁহার যাবতীয় বিচার-ভ্রান্তি ও সত্যগ্রহণে অসমর্থতা যথারীতি প্রকাশিত ও সমালোচিত হইবে। যেরূপ গৌরনাগরী-মতবাদ প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ প্রভৃতি অপধর্ম্ম সনাতন-গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের দোহাই দিয়া জগজ্জাল উপস্থিত করিয়াছে, তদ্রূপ নিয়াধিকারী অজ্ঞান কর্ম্মজিজ্ঞাসুগণের জন্য যে-সকল তামস ও তামস স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বিবিধ স্বার্ত্তমতবাদ নিবদ্ধ হইয়াছে, উহাদের অধিকার ও গণ্ডী অতিক্রম করিয়া শ্রৌত প্রচারিত করিতে চাহিলে জগতে ধর্ম্মের নামে অজ্ঞান উপস্থিত হয় এবং ভগবানের উপর কলঙ্ক আরোপ করিবার অবৈধ দুঃসাহসিকতা উপস্থিত হয়। সেইসকল মতবাদ ও অনধিকার-চর্চ্চা অপসারণ করা—গৌড়ীয়ের একটী প্রধান কার্য্য, যেহেতু তাহাদের অপসরণকার্য্য শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি মহামহোপাধ্যায় তর্করত্ন মহাশয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের লিখিত—"যাবাবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ নিন্দক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম। সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল। সেই বঙ্গ তা'সবারে ছুঁইতে নারিল"—এই সকল অপবিত্রদলের কোন না কোন একটীর শ্রেণীভুক্ত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার লেখনী হইতে এতাদৃশ ভ্রম-অবগত হইয়া তাঁহার বিগত দৃষ্টির বর্ষ-বয়ঃক্রমজনিত অসমর্থতা আমরা দেখিতাম না।

আপনারা ভগবদ্ভক্তের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট, সুতরাং আপনাদের সেবক-সূত্রে সর্ব্বতোভাবে আজ্ঞা-পালনে যত্নবান্ হইব।

আপনার পত্রের ন্যায় অন্যান্য পত্রে আমরা তর্করত্ন মহাশয়ের মতবাদের তীব্র সমালোচনার নিমিত্ত অনুরুদ্ধ

হইয়াছি। সুতরাং তর্কপন্থায় তর্করত্নমহাশয়ের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

সতত-শুভানুধ্যায়ী
শ্রীঅতুলচন্দ্র বেদশর্ম্মা
(শ্রীগৌড়ীয়পত্রের সম্পাদন সঙ্ঘপতি)

অনধিকার-চর্চ্চা

বিগত ২৬শে শ্রাবণ তারিখের বঙ্গবাসী-নামক সাময়িকপত্রে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-মহাশয় 'শ্রীচৈতন্যধর্ম্ম'-শীর্ষক কিঞ্চিদধিক এক স্তম্ভব্যাপী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তর্করত্ন-মহাশয় শ্রৌতপথের বিচার ছাড়িয়া তর্কপথাশ্রয়ে ধর্ম্মনিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তর্কপথটী আধ্যক্ষিক-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার ধর্ম্ম শ্রৌতপথ ব্যতীত অন্য কোন আধ্যক্ষিক তর্কের আবাহন করেন নাই।

তর্করত্ন মহাশয় প্রবন্ধ-প্রারম্ভে অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, 'শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্ কি ভক্ত, সে বিচার করিব না।' কিন্তু লেখকের পরবর্ত্তী চিত্তবৃত্তি তাঁহার প্রারম্ভিক-প্রস্তাবটি কিরূপভাবে রক্ষা করিয়াছে, তাহার বিচারের ভার তাঁহাকেই দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি সিদ্ধান্ত ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। তাহা এই,—(১) শ্রীচৈতন্যদেবের নিজ-স্বীকারোক্তি হইতে জানা যায় যে, তিনি 'ভক্ত' ছিলেন, 'বিষ্ণু' ছিলেন না। (২) শ্রীচৈতন্যদেব মহাজনের পন্থ ও গুরুদেবের আচরণের অনুসরণ করেন নাই। (৩) শ্রীচৈতন্যদেব ব্রাহ্মণগৃহ ব্যতীত অন্যত্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না। (৪) শ্রীচৈতন্যদেব শবদেহের পাদোদক পান করেন নাই। (৫) শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম মানিতে হইলে সন্ন্যাস অনাবশ্যক। (৬) সন্ন্যাসের সমর্থন না করিয়া সন্ন্যাসের নিষেধ-সমর্থনই চৈতন্যাশ্রিতের কর্ত্তব্য।

তর্কাশ্রিত বিচার-সাগরের রত্ন-মহাশয় যখন স্বয়ং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, তখন যাঁহারা তাঁহার সমকক্ষ নহেন, তাঁহাদিগকে তিনি আধ্যক্ষিকবিচার বলে স্বমতে-আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন,—এরূপ আশা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবকে ঘট পট-জাতীয় জড়বিশ্বাশ্রিত নাস্তিকাভিমানী বদ্ধজীববিশেষ জ্ঞানকরায় তাঁহাকে তর্করত্নমহাশয় নিজ-জড়-বিচারের অন্তর্গত বস্তুবিশেষ মনে করিয়া ফেলিয়াছেন। "বঙ্গবাসীর" পণ্ডিত-মণ্ডলীর পণ্ডিতগণের অন্যতম বলিয়া আপনাকে জ্ঞান এবং বৃদ্ধবয়সে রাজবত্ম পণ্ডিত-সম্মান-লাভে আপনাকে যথেষ্ট যোগ্য ব্যক্তি মনে করিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে তাঁহার 'ঘটপটিয়া' বিচারের অধীন একটা আসামী জানিয়াছেন। তাঁহার তর্কবিধি তাঁহাকে ঐরূপ ত্রিগুণাবর্ণগতজ্ঞানে আবদ্ধ করিয়াছে। বঙ্গবাসীর প্রকাশিত বিবিধ গ্রন্থের সম্পাদক-সূত্রে তাঁহার প্রাপঞ্চিক অভিমান তাঁহাকে তর্কপথে নিয়োজিত করিয়া যেখানে উপস্থিত করাইয়াছে, সে স্থানটীও তর্কাবর্গত রাজ্য বলিয়া আমরা তাঁহারই ন্যায় তর্কপথ অবলম্বন করিতে পারি এবং তর্কের বিস্তার করিয়া তাঁহার আধ্যক্ষিকজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা প্রদর্শন করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারি,—এ কথাও তিনি জানেন। তবে তিনি স্বীয় স্তাবকগণের নিকট শ্রীচৈতন্যধর্ম্মের একজন বিস্তৃতম অধ্যাপক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার বাসনা-মূলে যে-সকল কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা তাঁহারই সমস্ত-পদ্ধতিতে তর্কহত হইলে ব্যক্তিগত অবান্তর উদ্দেশ্যের সফলতায় ব্যাঘাত করিবে। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ মায়া-বদ্ধজীবের তর্কহত বিচার যে পরস্পর বিরুদ্ধবান, ইহা জানিয়াও তার্কিকের কল্প চেষ্টা অবলম্বন করিয়া তর্করত্ন মহাশয়ের ন্যায় প্রবীণ পণ্ডিত ব্যক্তির জীবনসন্ধ্যায় মতবাদ স্থাপন করিবার জন্য প্রবিষ্ট না হইলেই ভাল হইত। তর্কের ঔদ্ধত্য প্রবীণে শোভা পায় না,—ইহা পদে-পদে লক্ষ্য করিয়াও তিনি শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের আলোচনা করিতে গিয়া যেরূপভাবে পথভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাহা তাঁহার এই পরিণত বয়সের উপযোগী নহে,—একথা তিনি স্বয়ংই স্বীকার করিবেন।

যাঁহারা প্রপঞ্চের ধ্বংসবস্তুকে অচিন্ত্য জ্ঞান করিয়া বস্তুর স্বরূপ-নির্ণয়ে বিবর্ত্তবাধাক্রান্ত হইয়া ব্যস্ত হন, তাঁহারা শব্দের অভিধাবৃত্তির আশ্রয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী গ্রহণ করিতে অসমর্থ। শ্রীচৈতন্যচরিত্র আলোচনা পূর্ব্বক মায়া-বদ্ধ অচিচ্ছিদ্র আবৃত-চিদাভাস অপরাজীবের সহিত শ্রীচৈতন্যের সমন্বয়-প্রয়াসে কোন বিচারশাস্ত্রনিপুণ ব্যক্তি অগ্রসর হন না। মায়াবদ্ধ জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম

উপাধিদ্বয়-সংযুক্ত প্রতীতি বর্ত্তমান থাকায় তাহারা অজ্ঞাভিনিবেশযুক্ত, কর্ম্মাবৃত, জ্ঞানাবৃত, যোগাবৃত, তপস্যাবৃত অনুশীলনদ্বারা বাস্তব-বস্তুর অনুসন্ধান করিতে পরাঙ্মুখ হন। তার্কিক ঘটপটবিচার নিপুণ কোবিদাভিমানী শব্দের অজহল্লক্ষণা-বৃত্তি আশ্রয় করিয়া যে শ্রুতির অনুশীলন করেন, সেই শ্রুতিবচনগুলি তার্কিককে কুতার্কিকের পথদ্বারা দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট করায়। তত্ত্বাদ্বৈতবাদী সেই সকল জড়মিশ্র বিচারকে আধ্যক্ষিক জানিয়া বিচারককে প্রাপঞ্চিক জড়বুদ্ধিবিশিষ্টজ্ঞানে প্রত্যাখ্যান একজন বৃত্তাকুলচিত্তে মনে করেন। যদি তর্করত্ন মহাশয় একটু ধ্রুব স্বীকার করিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধিত শ্রীচৈতন্যের বিদ্যা-বিলাসের কথা আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের উচ্চারিত শব্দসমূহ প্রাপঞ্চিক মানবজ্ঞানের কিঞ্চিদ্বৈতবৈভবগর্ভ বৃত্তাকারদ্বিত অচিৎ স্থূলাকারে আবদ্ধ মায়িকশব্দমাত্র নহে। শ্রীচৈতন্যচরিত আলোচনা করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, মায়িক শব্দ ও বৈকুণ্ঠশব্দের পরস্পরের মধ্যে যে বিভেদ বর্ত্তমান, তাহা মায়া-বদ্ধ জীবের অর্থানর্থবিবেকের সাহায্যকারী।

জড়পিণ্ডাশ্রিত দেহে যে দেহি-বিষয়ক প্রণয়-নামে কথিত বৃত্তির উদয় হয়, তাহা মায়িক প্রণয়-মাত্র। তাদৃশ প্রণয় আশ্রয়ে যে-সকল প্রমাণ-প্রমেয়-বিষয়ক ব্যাপারের অভিনয় প্রদর্শিত হয়, তাহাতে বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে বৈদান্তিক-ক্রবগণ চারিটি মহাবাক্যের সাহায্যে অদ্বয় কেবলাদ্বৈত-বাদের আবাহন করেন। অহংগ্রহোপাসক আধ্যক্ষিকগণের সদ্ভাবে সোঽহং-জ্ঞানে প্রপঞ্চাবরণে নির্দ্দেশপূর্ব্বক অতদ্বিরসন-কার্য্যে জড়ীয় অধ্যারোপ-বাদের সাহায্যে যে বিচার-দৃঢ়তা প্রদর্শিত হয় তাহা শ্রীলক্ষ্মণসেনিকের যৌবায়ন-বৃত্তির নিন্দার স্বরূপ শ্রীগাথা বিদূষিত হইয়াছে। এমন কি, অদ্যদিন পূর্ব্বে মুহূর্ত্ত-নামক নিরয়ানন্দ মতাশ্রিত পণ্ডিতের 'পরপক্ষ গিরিবজ্র' প্রবন্ধে অচিন্মিশ্র চিন্মাত্রবাদের তর্কনয় অপ্রতিষ্ঠান ভূমিভাবে প্রবাদিত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠশব্দের বিষয়বৃত্তিবৃত্তি—শব্দের অজহল্লক্ষণার দ্যোতক নহে। তর্কশাস্ত্রের অংশবিশেষে শব্দের কএক-প্রকার বৃত্তি কথিত আছে। শ্রুতির সাবকাশা ও নিরবকাশা-বৃত্তিদ্বয় লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা শ্রুতিমন্ত্রের অজহল্লক্ষণা-বৃত্তিমাত্র অবলম্বন করেন, তাঁহারা বৈকুণ্ঠবস্তু-নিরূপণে বিফলমনোরথ হন। প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধগণের অনুসরণে তর্করত্ন মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখিতে গিয়া যে অজ্ঞ তুলাটবার ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অজ্ঞগণের বুদ্ধিভেদোৎপাদনকারি। তাদৃশ বিচারে অবস্থানকালে বক্তৃবর্গ ও শ্রোতৃবর্গ, উভয়েই শ্রীচৈতন্যের বৈকুণ্ঠবর্ণনা-ভাবে কুণ্ঠা-যুক্ত মায়িক আধ্যক্ষিক জ্ঞানে রুদ্ধ হন। বৈকুণ্ঠবিচারে পারঙ্গত জনগণ অনভিজ্ঞ কর্ম্মঠগণের কীর্ত্তিত বাক্য অনভিজ্ঞ-সমাজের জন্যই কথিত জানিয়া তাদৃশ বিচারের দুর্ব্বলতাই লক্ষ্য করেন।

তর্করত্ন মহাশয় কৃষ্ণভাবৃতী বা বিদ্যারণ্যের পঞ্চদশী-গ্রন্থের আলোচনায় নিপুণতা লাভ করিয়া যখন তাহার বঙ্গানুবাদ কার্য্যে অবতরণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি কেবলাদ্বৈতবাদ ও শক্তিপরিণাম-বাদের মধ্যে যে বিচারভেদ আছে, তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর পাইয়াছেন। তিনি অবশ্যই দুই পাঁচ শতবার বারাণসী-ক্ষেত্রে শত শত ব্রহ্ম-সন্ন্যাসীর মুখে তত্ত্বাস্তিবাদন ও অপরের অভিবাদনমুখে "ওঁ নমো ভগবতে নারায়ণায়" বলিয়া কেবলাদ্বৈতবাদীর বিশ্বাস-রূপ ভ্রান্তি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। তর্করত্ন মহাশয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদি সপ্তম, মধ্য ষষ্ঠ ও মধ্য পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ প্রভৃতি পাঠ কালে বোধ হয় অন্ততঃ এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব অহংগ্রহোপাসক কেবলাদ্বৈত-পন্থী নহেন। সুতরাং যাহাতে বিবর্ত্তবাদী কেবলাদ্বৈত ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার ব্যবহারিক শরীর ও 'ইদং' জগৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে সমন্বয়তা-সূত্রে নারায়ণ অভিমান করিয়া থাকেন, সেইরূপ দুর্ব্বুদ্ধির প্রশ্রয় কেনই বা শ্রীচৈতন্য-দেব প্রদান করিবেন? শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং নারায়ণ হইয়াও লোক-প্রচারিণী-শিক্ষা-লীলায় জীবকে মায়াবাদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বিবর্ত্তবুদ্ধি করিয়া চৈতন্যদেবকে তর্করত্ন মহাশয় তাঁহারই ন্যায় মর্ত্ত্যজীব মনে করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব ব্রহ্মসন্ন্যাসি-গণের ভ্রান্তি এবং তর্করত্ন মহাশয়ের ন্যায় চিৎকণ জীবগণকে মায়াবাদদুষ্ট ব্রহ্মকল্পনারূপ বিবর্ত্ত-বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই বলিয়াছেন,—

"প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', ইহা না কহিবা।
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা॥

সন্ন্যাসী—চিৎকণ-জীব, কিরণ-কণ-সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ'॥
যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'
সেইত 'পাষণ্ডী' হয়, ডুবে তারে যম॥
(চৈঃ চঃ ম ৮।১১—১১৫)

তর্করত্ন মহাশয় প্রভৃতি বিবর্ত্ত-বাদী জীব-তত্ত্বের জন্য মহাপ্রভু যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তর্করত্ন মহাশয় সেই চিত্তকর উপদেশটী গ্রহণ করিলেন না, অর্থাৎ পাষণ্ডমতবাদ পরিত্যাগ করিলেন না, কিন্তু চৈতন্যের অস্ত্র লইয়া চৈতন্যের সচ্চিদানন্দ অঙ্গ বিদ্ধ করিবার প্রয়াস করিলেন—নারায়ণকে জীবতত্ত্ব বলিয়া প্রচার করিতে উদ্যত হইলেন, আর নিজে জীবতত্ত্ব হইয়া আপনাকে ব্রহ্মকল্পনা করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হইতে উদ্ধার করিলেন না—ইহাই দৈবীমায়ার মহীয়সী শক্তি। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং নারায়ণ হইয়াও আচার্য্যোচিত লীলায় জীবকে নারায়ণ-দাস্য-শিক্ষা দিবার জন্যই ঐরূপ অভিনয় করিয়াছিলেন। তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া তর্করত্ন মহাশয় এই সামান্যকথাটী বুঝিতে পারেন নাই দেখিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যবিষয়ে আমাদের আশা তরলা অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিমুখ-বিমোহিনী মহামায়ার অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তিও উপলব্ধি হইতেছে।

তর্করত্ন মহাশয় কি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠকালে—"আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখায় সবারে" শ্রীচৈতন্যদেবের এই উক্তিটি পরিত্যাগ করিয়া চরিতামৃত পাঠ করিয়াছিলেন? শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং নারায়ণ হইয়াও জীব-শিক্ষাকল্পে তর্করত্ন মহাশয় প্রভৃতি সমগ্রজীবকুলের আচরণীয় যে শিক্ষা আচার করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তর্করত্ন-মহাশয় গ্রহণ করিতে না পারায় কি চৈতন্যদেব জীবতত্ত্ব হইয়া যাইবেন। এইরূপ অনুমান জড়তর্কশাস্ত্রের অন্তর্গত হইলেও কোন সুধীব্যক্তি ইহা স্বীকার করিবেন না।

তর্করত্নমহাশয়ের প্রবন্ধের বাহ্য ভাষা দেখিয়া মনে হয়, তিনি যেন চৈতন্যের বাক্যকে বড়ই শ্রদ্ধা করেন এবং চৈতন্যকে সত্যবাদী বলিয়া জানেন; কাজেই সত্যবাদী চৈতন্যদেব যখন নিজকে জীব বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তখন তাঁহার সেই বাক্যে বিশ্বাস না করিলে চৈতন্যদেবকে মিথ্যাবাদী বলিতে হয়। এখানে জিজ্ঞাস্য, তর্করত্নমহাশয় কি তাঁহার মনের সেবাগত মত যেখানে সেখানে চৈতন্যদেবের চরণে অপরাধ করিতে পারিবেন, কেবল সেই সকল কথাগুলিকে নিজের বিকৃত ভ্রান্তধারণায় বাছিয়া লইয়া চৈতন্যদেবের অন্য কথাগুলিকে পরিত্যাগ করিবেন? চৈতন্যদেবের কথা বিশ্বাস করিলে তাঁহার সবগুলিকেই বিশ্বাস করিতে হইবে, অর্দ্ধকুক্কুট-ন্যায়াবলম্বনে তাঁহার এক কথা বিকৃতধারণায় গ্রহণ করিব, আর আমার মতসার মত নহে বলিয়া বাকীগুলি গ্রহণ করিব না—এইরূপ অন্যায়-ন্যায় পণ্ডিতাভিমানীতে শোভা পায় না। চৈতন্য-দেব নিজমুখে আরও যে সকল কথা বলিয়াছেন; তাহা তর্করত্ন মহাশয় কোন্ সাহসে পরিত্যাগ করিলেন? সেই কথাগুলি ভাল করিয়া শুনুন,—

প্রভু কহে আমা পূজ আমি দিব বর।
গঙ্গা দুর্গা বাণী মোর মহেশ কিঙ্কর॥
আমি যজ্ঞবরাহ সকল-বেদসার।
আমি সে করিনু পূর্ব্বে পৃথিবী উদ্ধার॥
• • •
শুইয়া আছিনু ক্ষীরসাগর ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ হইল নাড়ার হুঙ্কারে॥
কাহারে পূজিল করিল কাহার ধ্যান।
যাহারে পূজয় তারে দেখ বিদ্যমান॥
• • •
তোর উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে নাড়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইনু সর্ব্বপরিবারে॥
সাধু উদ্ধারিনু দুষ্ট বিনাশিনু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই পড় মোর স্তব॥"

মহাপ্রভুর কথা বিশ্বাস করিলে এই কথাগুলিও বিশ্বাস করিতে হইবে।

যদি তর্করত্নমহাশয় চৈতন্যদেব যাহা বলিয়াছেন, সেই কথানুসারে তাঁহাকে ভগবান্ না বলিয়া ভক্ত বা জীব বলিতে চান, তাহা হইলে—"তুক মোরে ভূর্ষ দেখি' করিল শাসন।" (চৈঃ চঃ আ ৭ম), "আমি বালক সন্ন্যাসী ভাল-মন্দ নাহি জানি।" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ), "প্রভু কহে মায়াবাদী শ্রমিত' সন্ন্যাসী। ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি॥" (চৈঃ চঃ ম ৮ম), প্রভু কহেন কৃষ্ণকথা আমি

নাহি জানি। সবে রামানন্দ জানে তাঁর মুখে শুনি।" (চৈঃ চঃ অ ৪ম), অথবা মাধবেন্দ্রপুরীর পরিত্যক্ত শিষ্য রামচন্দ্রপুরীর প্রতি মহাপ্রভুর বাক্য—"প্রভু কহে অন্য বাসক মুই শিষ্য তোমার। মোরে শিক্ষা দেহ এই ভাগ্য আমার॥" (চৈঃ চঃ অ) প্রভৃতি মহাপ্রভুর অসংখ্য বাক্য কিম্বা শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর বাক্য—"নীচ-জাতি মুই নীচ সঙ্গে জন্ম মোর।" বা কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বাক্য—"জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ। পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥ মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষয়। মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥" (চৈঃ চঃ অ ৪ম)—এই সকল বাক্য শুনিয়া সত্যবাদী মহাপ্রভুকে পণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয় এক জন মূর্খ, অজ্ঞ, বালক, ভক্তি-তত্ত্বে জ্ঞানহীন, মায়াবাদী প্রভৃতি অবশ্যই বিচার করিবেন। তর্করত্ন মহাশয় তখন চৈতন্যদেবকে যে ভক্ত বলিয়া মৌখিক সম্মান দিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার বিচারানুসারে দেওয়া যাইতে পারে না; কারণ চৈতন্যদেব আপনাকে 'মায়াবাদী' ও 'ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানহীন' বলিয়াছেন। তর্করত্ন মহাশয়ের বিচারাবলম্বন করিলে চৈতন্যদেবকে জিজ্ঞাসাপটও বলিতে হয়; কারণ তিনি রামচন্দ্রপুরীর বাক্যে জিজ্ঞাসাকোচ করিয়াছিলেন। আর কর্ণটিব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ সনাতন গোস্বামীপ্রভুকে নীচজাতি ও নীচবংশীয় বলিতে হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে তর্করত্ন মহাশয়ের বিচারে জগাই মাধাই হইতেও পাপিষ্ঠ, পুরীষের কীট প্রভৃতি বলিতে হয়! অধিক কি, তর্করত্নমহাশয়ের বিচারাবলম্বন করিলে কেহ যদি কবিরাজ গোস্বামীর নাম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পাপে নিমগ্ন হইতে হয়! অহো! আমাদের ন্যায় পণ্ডিতাভিমানী মূর্খ, বৃদ্ধাভিমানী বালক, ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞানাভিমানী নাস্তিক, আভিজাত্যাভিমানী নীচজাতি, উত্তমপদে আরূঢ় বা পুণ্যসঞ্চয়ের অভিমানে মত্ত পাপিষ্ঠ ও পুরীষের কীট হইতেও লঘিষ্ঠ ব্যক্তিগণের শিক্ষার জন্য চৌদ্দভুবনের গুরু, সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর, ব্রহ্মশিবাদি-দেবতার নিত্য আরাধ্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহারই অভিন্নবিগ্রহ নিজ-জন শ্রীসনাতন গোস্বামী বা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা মায়াহত কলিহত আমরা গ্রহণ না করিয়া ভগবান্‌কে —জীব, নিখিল দেবতার আরাধ্য বৈকুণ্ঠজগতে—ক্ষুদ্র, নীচ মনে করিতেছি! ধিক্ আমাদের পাণ্ডিত্যাভিমানে!—আমাদের জড়তায়। এই জন্যই কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু বলিয়াছেন,—

এ সব না মানে যেই পণ্ডিত সকল।
তা সবার বিদ্যা-পাঠ কেবল-কোলাহল॥
এ সব না মানে যেবা করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণকৃপা নাহি তারে, নাহি তা'র গতি॥
পূর্বে যেন জরাসন্ধ আদি রাজগণ।
বেদধর্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে তারে দৈত্য করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥
যেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্বোত্তম হইলেও তারে অসুরে গণন॥
(চৈঃ চঃ আ ৮ম)

শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগময় ভগবদবতার; তাই তিনি "মামেকং শরণং ব্রজ" "ন্যমেব যে প্রপদ্যন্তে" প্রভৃতি বাক্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপ সাক্ষাৎ বাক্যে অনেক জীব কৃষ্ণকে আত্মভজনের বিজ্ঞাপনপ্রচারকারী মনে করিয়া তাঁহার ভজন হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল; সেই জন্য কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মহাবদান্য চৈতন্যাবতারে বিপ্রলম্ভবিগ্রহরূপে কৃষ্ণ-ভজনানুসন্ধান শিক্ষা দিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। অনন্তোদয়া-দয়ানিধি শ্রীচৈতন্যের এই দয়া বিচার না করিয়া যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে অন্য বিচারে প্রবিষ্ট হয়, তাহাদের মত বঞ্চিত আর কেহ নাই।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীপ্রভু যখন স্বয়ং মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে কলিযুগাবতারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

"—অন্যাবতার শাস্ত্র দ্বারা জানি।
কলিতে অবতার তৈছে শাস্ত্রদ্বারা মানি॥
অবতার নাহি কহে—'আমি অবতার'।
মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার॥
(চৈঃ চঃ ম ২০শ)

ইহা হইতেও কি তর্করত্ন মহাশয় বুঝিতে পারিতেছেন না যে, স্বয়ং ভগবদবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব 'অবতার নাহি কহে—আমি অবতার'—এই স্বমুখোদগীর্ণ ন্যায়ানুসারে নিজকে ভগবান্ বলিয়া পরিচয় দেন নাই?

শ্রীচৈতন্য প্রচ্ছন্ন-অবতারী। শ্রীচৈতন্যের কৃপায় তর্ক-তর্কশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ইহা একদিন বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছেন,—

"তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥"

ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥"
"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

ভাগবতের ৭ম স্কন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজের বাক্য—"ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বং" তুমি কলিযুগে ছন্ন অর্থাৎ অঙ্গকান্তি দ্বারা আচ্ছাদিত থাক বলিয়া 'ত্রিযুগ' নামে অভিহিত হইয়া থাক, একাদশ স্কন্ধে—"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" পুরাণান্তরে—"অহমেব কচিদ্ব্রহ্মন্! নিত্যঃ প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ। ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥" মহাভারতের—"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥" প্রভৃতি অগণ্য বাক্য প্রচ্ছন্ন-অবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথা তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন। অধিকন্তু তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রকটপ্রভাব ও অনর্পিতচরী-প্রেম-দান যাহাদের জড়তার আবরণের নিকট প্রবেশ করিল না, সেই সকল বঞ্চিত দুর্ভাগা ব্যক্তিগণের কথা আর কি বলিব? তাহারা বঞ্চিত!—বঞ্চিত!—বঞ্চিত!—

কবিরাজ গোস্বামী সত্য সত্যই বলিয়াছেন,—

"ভাগবত, ভারতশাস্ত্র, আগম, পুরাণ।
চৈতন্য কৃষ্ণ-অবতার-প্রকট প্রমাণ॥
প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট-প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভাব॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ॥
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥
আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥
অসুর স্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে॥"
(চৈঃ চঃ আ ৪র্থ পঃ)

(ক্রমশঃ)

এলবার্ট হলে বিরাট সভা

শ্রীচৈতন্যের দান

গত ১৯শে আগষ্ট রবিবার এলবার্ট হলে গৌড়ীয় মঠের তত্ত্বাবধানে যে বিরাট জনসভা হইয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, গুজরাটী, মাদ্রাজী, হিন্দু, মুসলমান, পার্শী প্রভৃতি বহু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক একত্র সমবেত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অপূর্ব্ব দানের কথা অতি-নিবদ্ধভাবে ও আগ্রহসহকারে শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের অনুজ্ঞায় "শ্রীচৈতন্যদেবের দান" সম্বন্ধে তৃতীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রসিদ্ধ জননেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীলপ্রভুপাদ সভা-প্রাঙ্গণের অব্যবহিত পরেই বিরাট সভায় প্রবেশ করিলে সভাপতি-সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া প্রভুপাদকে অভিবাদনাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করেন। মিঃ ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জি, সতীশচন্দ্র বসু, হরিদাস হালদার, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দীননাথ দত্ত, প্রফেসার সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, চারুচন্দ্র বসু, এ, সি বসু, এস্, পি রায়, আই, বি, দত্ত, নবেন্দ্রনাথ শেঠ, পূর্ণবিহারী হালদার, আবদুল্লা বৈরাগ, আই, এল কুম্বাজি প্রমুখ বহুগণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। দুইটী কীর্ত্তন গানের পর বক্তৃতা হয়। বক্তৃতাটী পরে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে। বক্তার বক্তৃতার পর অভিভাষণ-প্রদান-মুখে সভাপতি মহোদয় বলেন,—

সভাপতির অভিভাষণ

আপনারা এই সভায় আমাকে সভাপতির পদে বরণ করে' অপরাধী করেছেন। এই বক্তার মুখে গত বারে মহাপ্রভুর দান সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। সে সমস্ত দর্শন ও আধ্যাত্মিক-তত্ত্বের কথা তিনি অতি বিশদ,

প্রাঞ্জল ও বিস্তৃতভাবে আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করেছেন। সে সব বিষয়ের টীকা-টিপ্পনী করার আমার কোন সামর্থ্য নাই; তবে আপনারা যদি একটা কৈফিয়ৎ চান যে, আমি কেন সভাপতির ভার গ্রহণ করেছি, তবে আমি বলি যে, গৌড়ীয়মঠের কাছে আমার একটা আব্দার জানাবার আছে। মঠের যে সমস্ত ধার্ম্মিক লোক জগতের কল্যাণ কামনা করেন, তাঁদিগের নিকট আমার কিছু বলবার আছে। যাঁরা কোনদিন শাস্ত্র-পথের পথিক হয় নি, যাঁরা কুপ্রবৃত্তির তাড়নায়—ইন্দ্রিয়ের অত্যাচারে প্রপীড়িত—সিনে কথায় যাঁদিগকে 'পাপী' বলে থাকে, সেইপ্রকার ব্যক্তিগণ এইরূপ ধর্ম্মসভায় সমালোচনা করিতে অনুপযুক্ত। ইহাদের পূর্ব্ব মহাজন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জগতের কল্যাণের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করেছেন। আমি আজ ইহাদের চরণপ্রান্তে উপনীত হ'য়ে আত্মকল্যাণ-লাভের চেষ্টায় আছি। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে বাংলার যে দুরবস্থার কথা বক্তা বর্ণন করলেন, বর্ত্তমানকালে আবার সেইরূপ সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। তার মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্য আমি বাল্যকাল থেকে অনেক চেষ্টা করছি, কিন্তু তা'তে সফলতা লাভ করতে পারি নি। আমি পোড়া ব্রাহ্মণের ছেলে। তখনকার সমাজের দুর্নীতি-দর্শনে বাধ্য কাশীতে চ'লে যান। আমি কত ব্রাহ্মণের—কত শিক্ষিত—কত পণ্ডিত ও আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তির—কত রাজনৈতিকের পাণ্ডিত্য দেখেছি, সর্ব্বোপরি আমার নিজের পাণ্ডিত্য অনুভব করেছি, তাই আজ আকুল হয়ে বেড়াচ্ছি—কিসে আমার উদ্ধার হয়। সেদিন আমি একটা সমাজ-সংস্কারের দলে সভাপতি হয়ে দেখেছি, লোকে যা' মুখে বলে, তা' কার্য্যে পরিণত করে না। আমি তাদের বলি—"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্।" এতকাল এদেশের যা' অনুষ্ঠান লোকে মেনে আসছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও যে অনুষ্ঠানের প্রশংসা করে গেছেন, তোমরা সেগুলাকে কেন করে নড়াচাড়া করো না।' যাক্, সে সব কথা বলব না। যদি এঁদের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা হয়, তবে দেখা যাবে, কি ভাবে বাংলার উদ্ধার করা যায়। দেশে আজকাল স্বরাজ ও স্বাধীনতার হাওয়া বইছে। লোকে তার জন্য ক্ষেপে উঠেছে—কেন ক্ষেপেছে জানি না—তবে ক্ষেপেছে ইহা ঠিক। এখন স্বরাজ বলতে লোকে যা' বুঝে, আজ তার আলোচনা হ'লে, এর দশ গুণ লোক জমত। এই স্বরাজ এবং স্বাধীনতা দেশের সকল শিক্ষিত লোকই সমর্থন ক'রেছেন। কিন্তু মহাপ্রভু যে সত্যিকার স্বরাজ ও স্বাধীনতার কথা বলেছেন, আমি ৫০বৎসর কর্ম্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার জোরে Challenge করছি—সেই সব লোকে প্রতিবাদ করুক। স্বাধীনতা কা'কে বলে? স্ব+অধীনতা, সামান্য বালক-বুদ্ধিতেও ইহা বুঝতে পারা যায় যে, 'স্ব' মানে—আপনার। যে স্বাধীনতার নেশা আজকাল মানুষের মনের উপর তুফানকভাবে আক্রমণ করেছে, তা'রা কি জানে—'স্ব' কাহাকে বলে? 'স্ব' মানে—কি ইন্দ্রিয়, না প্রকৃতি, না বাসনা, না স্বার্থ, না সৃষ্টির প্রারম্ভ-থেকে বড় বড় মুনি-ঋষিগণ যা' খুঁজে পান নাই, তাই? যা'রা বহিঃক্ষেত্রে স্বাধীনতা পাবার জন্য, যুদ্ধ করে হউক, যেমন করে হউক, উঠে প'ড়ে লেগেছে, মহাপ্রভু তা'দিগের বাস্তব স্বাধীনতার উপায়স্বরূপ বলেছেন—'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা'। তা'রা কিন্তু এই 'স্ব'টাকে ভুলে গিয়ে তা'র ধারণায় একটা মিথ্যা স্বাধীনতার জন্য মেতে আছে। আমি বাল্যকাল থেকে এই বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত, দেশের কল্যাণের জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। আর পণ্ডশ্রমে, মিছে যন্ত্রণায়, বিদ্বেষ-হিংসায় আক্রান্ত হ'য়ে সময় অতিপাত করবার ইচ্ছা নাই। তাই এঁদের শরণাগত হয়েছি। (প্রফুল্লদাসের প্রতি) আপনারা বাংলার প্রকৃত স্বাধীনতা চেনেন। বাংলার যিনি ভাগ্য-বিধাতা—বাংলার যিনি চেতন, সেই চৈতন্য-মহাপ্রভুর কথা আজ আপনারা হাটে-বাজারে, ক্লাবে, মিটিংএ, বৈঠকে, শিক্ষিত-সমাজে ছড়িয়ে দিয়ে আবার বাংলাকে স্বাধীন করুন—বাংলাকে কৃতার্থ করুন। আজ আমি এঁদের কাছে একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম,—স্বাধীনতার অর্থ—ভগবানের দাসত্ব। যাঁ'রা বড় স্বাধীন—পৃথিবীতে যাঁ'রা মানুষ, তাঁ'রা বড় বড় দাস। তাই বলি, ওহে দাসত্ব-ভয়! আজ যে তুমি সবাইকে এক করতে চাও, তুমি যে চণ্ডালে, ব্রাহ্মণে, শূদ্রে ভেদজ্ঞান কর না, তুমি কি এই স্বাধীনতার অর্থ জান? 'স্বাধীনতা'-অর্থ-দাস, কার দাস?—না, ভগবদ্দাস। এই যুক্তি-বিচার যাঁর আছে—মনীষা যাঁর আছে—Common Sense যাঁ'র আছে, তিনি বলবেন,—আমি যদি বড় দাস হই, তবেই যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করব। নিউটন বলেছিলেন,—

আদি জ্ঞানসাগরের পারে দাঁড়িয়ে উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ কর্চ্ছি। পরিপূর্ণ জ্ঞানই ভগবান্, "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

খণ্ডখণ্ডভাবে খুঁজিয়া পূর্ণজ্ঞানলাভ হয় না। আমি যেমন বিচার নিয়ে স্বাধীনতা খুঁজেছি,—যেমন ব্রাহ্মণথে গিয়ে স্বাধীনতা খুঁজেছি, তা'তে সত্যিকার পথ পাইনি। যাঁরা বিদ্বান্—মহামহা-পণ্ডিত, তাঁরাও বলেছেন,—আমরা কি পরাধীনতার কার্য্যই না করে গেলাম! ডারউইন্ বলেছেন,—রেড্ডিলের কাঠ কেটে'—পাখী-পোকার ডানা কেটে' আমি জগৎকে কি শিখালাম? বানরের কোথা থেকে দয়া-জ্ঞান এল, তা' বুঝ্তে পারলাম না; এ সব কিছু বুঝাতে না পেরে' বাইবেল-খানা বুকে চেপে' ধরে' বলেছিলেন,—Royal Book of the Jews মহাপুরুষের আগমন আমাদের মত জ্ঞান-গর্ব্বিত ব্যক্তির জন্য। সত্যযুগ থেকে আলোচনা ক'রে দেখুন, সকলেই বল্ছে 'অভাব'—কেহই নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে। মানুষ পেছনের দিকটাই দেখে। প্রধান কথা হচ্ছে—স্বাধীনতা। শ্রেয়ঃ আর প্রেয়ঃ—এই দুইটী পথ। প্রেয়কে ত্যাগ করে' শ্রেয়কে অবলম্বন কর্ত্তে হবে, সেইটাই স্বাধীনতা।

এই যে নাসিকার হাওয়া চল্ছে, পাঁচ মিনিট যার অভাবে প্রাণ বেরিয়ে যায়, এ বায়ুটা কি আমার পৈতৃক? এটা কে দিয়েছে? ডারউইন, না নিউটন্? আমি কি নিয়ে এসেছি,—মাতৃগর্ভের রক্তবিন্দু? কোন্ পাষণ্ডী বল্বে,—এই জল, এই হাওয়া আমার পৈতৃক? আমি যদি যথার্থ Rational হ'তে চাই, তা'হলে প্রকৃত ভক্ত হ'তে হবে—কৃতজ্ঞ হ'তে হবে। ইহা Solve কর্বে কে? —কেউ না। সেইজন্য নেপোলিয়ন ইজিপ্টে গিয়ে Sphinx এর ছবি দেখে' ব'লে গেছেন—কেও পার্বে না। তাই রজনীসেন গেয়েছেন—(ওরে) "ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে, দেখি—সে কটা 'কেন'র জবাব দিতে?"

মহাপ্রভু যে লীলা দেখিয়ে গেছেন, ও রকম জীবন জগতে কেউ কখনও দেখায় নাই। ঐ রকম জীবন আপনার ভাষায় বল্তে গেলে মানুষ যে জিনিষের জন্য পাগল হয়। এমন একটা জিনিষের জন্য—যা' স্ত্রী নয়, পুত্র নয়, অর্থ নয়। মহাপ্রভু নীলাচলের পথে 'হা নাথ! হা কৃষ্ণ! হা গোপীজনবল্লভ'! ব'লে কেঁদে বেড়িয়েছিলেন। That is a phenomenon which calls our explanation. আমরা চাকুরীর জন্য উমেদারীতে কত সাহেবের—কত দারবানের গলাধাক্কা খাই। মহাপ্রভু কি জন্য গম্ভীরাতে মুখ ঘর্ষণ ক'রে স্বেদ-কম্প-পুলকাদিই করেছিলেন? তাহার বিজ্ঞান কি কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কর্ত্তে পার্বে? কবিরাজ গোস্বামী কি মিথ্যাবাদী? যিনি এত বড় দার্শনিক—যিনি কতবড় স্থৈর্য্য ও বিনয়ের মূর্ত্তি, তিনি কি মিছে কথা লিখে গেছেন? কি জন্য মহাপ্রভু জলে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়েছেন?. সার্ব্বভৌমের পাদপদ্ম সেবে' সেই বালক কি করেছিলেন? ওগো Research scholars! আর research কর, তোমাদের studyতে কি একবার সন্ধান মেলেনা যে, ঐ বালক সার্ব্বভৌমের কাছ থেকে কি নিয়ে এলেন? সেই কালে মুসলমান-অত্যাচারে মহাপ্রভুর কি প্রচণ্ড শক্তিটাই দেখা যায়। মুসলমান শাসনকর্ত্তা উন্মত্ত হয়ে গেল যাঁর জন্য! আমরা কি মহাপ্রভুর সেই চিত্র একবার চিন্তা করি? সন্ন্যাসী হ'য়ে বৃন্দাবনের দিকে ছুটলেন, এমন ভুলে গেছেন যে, নিত্যানন্দ পথ ভুলিয়ে তাঁকে শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে নিয়ে গেলেন। বাঙ্গালি! তুমি কিসের স্বাধীনতা চিনেছ? তুমি মহাপ্রভুর কথা জাননা, তুমি কি মুমুক্ষু? তোমার কি ground আছে? থাক্ কথা বেড়ে যাচ্ছে, যে দুঃখের বুক বুকের ভেতর আছে, যদি সব ঢেলে' দি, তবে সারা রাত্রিতেও তা' শেষ হবে না। বোধ দেখালে কিছু হবে না—সমালোচনা কর্লে কিছু হবে না। আজ দেশের এরূপ দুর্দ্দশা না হ'লে আমরা গৌড়ীয়মঠকে জগতে দেখ্তে পেতুম না। এরূপ প্রকৃত স্বাধীনতা মন্ত্রেও আজ জগৎ দীক্ষিত হ'তে পারত না। মহাপ্রভু নাম এনেছেন। পণ্ডিত বক্তা-মহোদয় সাধুভাবে বল্লেন, আর —আমি মূর্খ হ'য়ে আমার কথায় বল্ছি যে, মহাপ্রভু নাম এনেছেন। ঐ যে, যে তিনি—যে সাম্নে পড়ছে, তা'কেই বল্ছেন,—'কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল।' তিনি আমার মত কত অভাজনকে নামপ্রেম দিয়েছেন। Constitutional history সব উড়িয়ে দিয়ে বল্ব—'কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ বল,—বল হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে। হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে॥' অজ্ঞানে,

সন্তানে, যেখানে সেখানে কৃষ্ণ বল। ঐ নাম ছাড়া আর যে কিছুই নাই। বক্তা বলেছেন,—বেটা উপায়, সেটাই উপেয়, নাম করতে করতে হরিদাস প্রেমাশ্রুর হয়ে পড়েছিলেন—প্রলোভন তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারে নি। 'নাম'ই সব। যাঁকে দেখতে পাই না, তাঁকে কেবল ডাকা ছাড়া আর কিছুতেই পাবার উপায় নেই। আজ গৌড়ীয়মঠ এই কথা জগৎকে জানাতে উদ্যত হয়েছেন, এঁরা এক একজন সত্য-সত্যই গুরু হওয়ার যোগ্য। আজ সকলে গৌড়ীয়মঠের পরমাত্মে আর্ত্তি-সহকারে উপস্থিত হও—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা নিয়ে উপস্থিত হও। সেজন্য আমি প্রার্থনা করি—এঁদের কাছে সেবা প্রার্থনা করি। আজ আমি কাতরভাবে—দীনভাবে বলছি,—আপনারা আমায় শক্তি দিন, যাতে আমি চৈতন্যের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ কর্ত্তে পারি।"

সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক দৈন্যভরে বিরাট সভায় শ্রীপ্রভুপাদের নিকট সশ্রদ্ধতি আর্ত্তি নিবেদন করিয়া নিষ্কপটভাবে শান্তি যাচ্ঞা করেন। তাঁহার দৈন্য ও বৈষ্ণবাচার্য্যের প্রতি নিষ্কপট শ্রদ্ধা ও ভক্তিময়ী উক্তি সভাস্থ সকলকেই বিমুগ্ধ করিয়াছিল। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অন্তর্শতাব্দীর অভিজ্ঞতার কথা সরলভাবে ব্যক্ত করিয়া জননেতৃত্বে জনমণ্ডলীর মঙ্গল যে একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের দান গ্রহণ করিলেই সাধিত হইবে, ইহা উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করেন। তিনি আরও বলেন যে, চৈতন্য-দেবের এই কথা বিশুদ্ধভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের দ্বারা প্রচারিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যের দানগ্রহণ করিতে হইলে অন্যাভিলাষ-রহিত শ্রীচৈতন্যের নিজজনগণের চরণাশ্রয় ব্যতীত গত্যন্তর নাই। প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় ক্রন্দন করিতে করিতে যখন সভামধ্যে নিজের অতীত জীবনের কাহিনী বর্ণন করিয়া প্রভুপাদের সম্মুখে করযোড়ে চৈতন্যের দান যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, তখন অতি কঠিন-হৃদয়ও মুহূর্ত্তের জন্য বিগলিত হইয়াছিল। আমরাও সেইদিন প্রবীণ পণ্ডিত মহাশয়ের দৈন্য, বিনয়, আর্জ্জব ও ব্রাহ্মণতা দেখিয়া গৌরসুন্দরের নিজজনগণের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবার অবসর পাইয়াছিলাম। সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান ও সঙ্কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

মন্দারের সংবাদ

শ্রীচৈতন্যচরণচিহ্ন-সংস্থাপন-সেবায় নিযুক্ত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিভাকরপ্রভু মন্দারপর্ব্বত হইতে আমাদিগকে গত ইং ১৮।৮।২৮ তারিখে পত্রযোগে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন,—

"অদ্য আমরা মন্দার 'পর্ব্বত' দর্শনে গিয়াছিলাম, ঐ পর্ব্বত বাঁওসি-গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত, উহা নবদ্বীপের জমিদারের অন্তর্গত। উহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে যাইতে হইলে আন্দাজ দুই মাইল পথ পাদদেশ হইতে অতিক্রম করিতে হয়। ঐ শৃঙ্গোপরি দুইটী মন্দির আছে, তন্মধ্যে বড়টীতে বহুপূর্ব্বে শ্রীশ্রীমধুসূদন জীউ থাকিতেন এবং ছোটটী কিছু-দিন পূর্ব্বে জৈনগণ প্রস্তুত করিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, জৈনগণ বড় মন্দিরটীও হস্তগত করিয়াছে ও মেরামত করিবার জন্য তালাবদ্ধ করিয়াছে। ঐ পর্ব্বতের মধ্যদেশে একটী গুহার ভিতর শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ-মান এবং তৎসন্নিকটে মধুনামক দৈত্যের একটী সুবৃহৎ প্রস্তরময় মস্তক পর্ব্বতাঙ্গে খোদিত আছে। তাহার পার্শ্বে একটী ঝরণা আছে,—যাহা 'আকাশগঙ্গা'-নামে প্রসিদ্ধা। পর্ব্বতের নিম্নভাগে অর্থাৎ পাদদেশে একটী গুপ্তমন্দির আছে। প্রবাদ,—কোন কালে শ্রীশ্রীমধুসূদনজীউকে পূর্ব্বোক্ত উচ্চ-শৃঙ্গ হইতে নামাইয়া এই মন্দিরে রক্ষা করা হইয়াছিল, কারণ স্পষ্ট জানিতে পারিলাম না। অতঃপর কালাপাহাড়ের উৎপাতকালে শ্রীশ্রীমধুসূদনজীউকে বাঁওসি-গ্রামে আনা হইয়াছিল। এই বাঁওসি গ্রাম—জেলা ওয়ে-ষ্টেশন হইতে ২।৩ ফার্লং দূরে অবস্থিত। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় শীঘ্রই মন্দারে শ্রীচৈতন্যচরণ-চিহ্ন সংস্থাপিত এবং শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইবে। কার্য্য কিছু অগ্রসর হইয়াছে। নিবেদন ইতি"

নিজস্ব সংবাদ-দাতার তার—

Thakur Laljit Singh Taluqdar of Ramkot, Sitapur has subscribed Rupees Five hundred for Nimsar Bhagabat Pathsala.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার ১৬ই ভাদ্র, ১৩৩৫, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীল পরমহংস-ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—নির্ম্মাচটি, মানভূম

কাল—২৫শে মার্চ্চ ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার সম্বন্ধে

প্রত্যুম্নমিশ্রের যেমন রায়রামানন্দের চরিত্র দেখে' ভুল হচ্ছিল, সেরূপ অনেকের ভুল হচ্ছে—নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতার বলে গৌড়ীয়মঠের প্রচার বুঝ্‌তে গিয়ে। যেহেতু কতকগুলি লোক 'ধর্ম্মবীর' নাম নিয়ে ইঃ বেঙ্গলের মাথা খেয়ে দিয়েছে, সেজন্য আমাদের শত শত গ্যালন রক্ত নষ্ট কর্ত্তে হচ্ছে, তথাপি প্রকৃত সত্যি কথা খুব কম লোকই ধর্‌তে পাচ্ছে। সত্যি কথা বহু লোক নেয় না,—এটা চিরন্তন সত্য, কারণ সত্যি কথা 'প্রেয়ঃ' নহে, তাহা 'শ্রেয়ঃ'—

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ
সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥"

অর্থাৎ, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুইটীই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তিগণ ঐ দুইটীর তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া একটী—মুক্তির কারণ, অপরটী—বন্ধনের কারণ—এইরূপ বিচার করেন। তাঁহারা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে বরণ করেন, আর বিবেকহীন মন্দব্যক্তিগণ যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ,—এতদুভয়াত্মক প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করেন।

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
শ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥"

অর্থাৎ, এই শ্রেয়ের কথা শুনিবার লোক বহু পাওয়া যায় না, দুই চারজন পাওয়া গেলেও তাহা শুনিয়াও অনেকেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। আর শ্রেয়ো-বিষয়ের তত্ত্ববিৎ ও নিপুণ বক্তা অতীব দুর্ল্লভ। আবার যদিও এইরূপ দুর্ল্লভ উপদেষ্টা কদাচিৎ অবতীর্ণ হন, কিন্তু আচার্য্যের অনুগত শ্রোতা আরও দুর্ল্লভ।

জগতের লোকগুলি অবিদ্যার সাগরে হাবুডুবু খেয়ে আপনাদিগকে পণ্ডিত 'সব বুঝ্‌দার' মনে কর্চ্ছে। কপটতার আচ্ছন্ন হ'য়ে কেবল সংসারে ওঠা-নামা কর্চ্ছে; এই সকল অন্ধের দ্বারা চালিত হ'য়ে জগতের সমস্ত অন্ধ-সমাজ খানায় ডোবার পড়ে মর্‌ছে,—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

গৌড়ীয়ে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর যে দুইটী Motto আছে—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"
"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

—এ'র মানে সংস্কৃতপাঠীর দাখ-ছয়া একজনও বুঝ্‌তে পারে না—বাঙ্গলা ক'রে দিলেও তা'র মানে বোঝে না। যে দিন মানে বুঝ্‌বে, সে দিন বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, তা'রা এতকাল যা'কে 'ধর্ম্ম' ব'লে মনে ক'রেছে—যা'কে ত্যাগ, তপস্যা ব'লে মনে করেছে—যা'কে জ্ঞান, বৈরাগ্য, মুক্তি ব'লে কল্পনা করেছে,—তা'রা এতকাল যত চেষ্টা করেছে—দুনিয়ার কাছে যত বাহাদুরী দেখিয়েছে, সব ভুল করেছে—বৃথা সময় নষ্ট ক'রেছে মাত্র।

যে নিরপেক্ষ নয়, সেরূপ অনন্তকোটি বক্তা নরকে চ'লে যা'বে; কিন্তু নির্ভীক হ'য়ে যে নিরপেক্ষ সত্যকথা বলা হচ্ছে, শত-শত-জন্ম-পরেও—শত-শত যুগ-পরেও কেউ না কেউ ইহার নিগূঢ় সত্য বুঝ্‌তে পার্‌বে। কষ্টার্জ্জিত শতসহস্র গ্যালন রক্ত বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত একটী লোককে সত্যকথা বোঝান যায় না—'সাধুত্ব' কাহাকে বলে, শিক্ষকগণ ত' শেখাতে পারেন না।

শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ যে-ধর্ম্মের প্রচার ক'রেছিলেন, প্রেয়ঃপন্থী সমাজ তা'কে বিকৃত ক'রে কিরূপ ক'রে ফেলেছে! শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা—গোস্বামিগণের শিক্ষা—শ্রীনিবাসাদি আচার্য্য প্রভুদ্বয়ের শিক্ষা আজ অতল জলধিগর্ভে নিমজ্জিত হ'য়েছে। আচার্য্যের কাজটা এখন ব্যবসাদারীতে পরিণত হ'য়েছে—গুরুর নাম নিয়ে শিষ্যের গোলামী অর্জ্জন—বেত্তাকে মন্ত্র দিচ্ছে। প্রত্যেক বিলাসী ধনীর বেত্তা আছে, ফলীপতি গুরুক্রবগণের দ্বারা নিজ নিজ বেত্তাদিগকে মন্ত্র দিচ্ছে—ব্যবসাদার গুরুক্রবের ব্যবসায় ক্ষতি হ'বে জেনে এহেন অবৈধ অধর্ম্ম আপত্তি কর্‌বার উপায় নেই—ধনীর হুকুম তামিল না কর্‌লে তা'রা গুরুকে নাকাচ্ ক'রে দেবে। কতকগুলি লোক নির্জ্জনে বসে' বসে' ঘণ্টা বাজাচ্ছে—কেউ বা সিদ্ধি বৃদ্ধি কর্চ্ছে। ওরূপ মুখার পলায়নে বা ছুঁচোর কীর্ত্তনে কোন মঙ্গল হবে না। আর একটা ভাষায় বল্‌তে গেলে ওসব চেষ্টা—ধর্ম্ম নয়, দালালী বা বদ্‌মায়েসীর প্রলোভন। ধরার নাম ক'রে অপস্বার্থপর মানুষ যে কাজ কর্চ্ছে, যদি স্পষ্ট-ভাষায় বলা যায়, তবে তা' ছাড়া আর কিছুই নয়। মাছ যেমন বড়শীর লোভে, গরু যেমন ব্যাধের বাঁশী শুনে' নিহত হয়, আপাত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আশায় মনুষ্যজাতিও সেরূপ নরকের পথে যাচ্ছে। তা'দের অপকার্য্যে এগোবার চেষ্টায় বাধা দেওয়াই গৌড়ীয় মঠের একটা কার্য্য।

আমরা এক একজনের শত দু'শ গ্যালন রক্ত ব্যয় কর্‌তে প্রস্তুত আছি—যদি একটী লোকেরও সত্যিকথা শুন্‌বার কাণ হয়। গৌড়ীয়মঠের নিঃস্বার্থ দয়াশীল প্রত্যেক লোক এই মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির চিৎশক্তির-পুষ্টির জন্যে দু'শ গ্যালন রক্ত দান করাইয়া ব্যয় কর্‌বার জন্য প্রস্তুত থাকুক। সাধু সাধু বদমায়েস লোক সরল-প্রকৃতি হিতাহিত-বোধহীন ধনীর নিকট গিয়ে ধনীদের নরকপথে পাতিত কর্চ্ছে; গৌড়ীয় মঠ সেরূপ হিংসার কার্য্য কখনও করেন না, বা প্রশ্রয় দেন না।

সত্য বস্তুর প্রকৃত আলোচনাকে আমরা অনেক-সময় অপ্রাসঙ্গিক মনে করি—আমরা ধর্‌তে পারি না ব'লে। আমি অন্যমনস্ক ব'লে—আমি মৎসরী ব'লে—আমি ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব'লে আচার্য্যের গতি কথা কখনও অপ্রাসঙ্গিক নহে।

গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ Mental speculationists নহেন, তাঁ'রা মনের ধর্ম্মে চালিত ন'ন। এই পাজি মন—এই বদ্‌মাইশ মনের কাম-ক্রোধাদির দাস্ত কর্‌বার খুব রুচি; জগৎকে কাম-ক্রোধাদির দাস্তে নিযুক্ত কর্‌বার জন্যে পাজি মনের উপদেষ্টার বেশ-গ্রহণ।

অনন্তকোটি জীব আনন্দ-কৈশোর বিষ্ণু-বিমুখ হ'য়ে অনন্তকোটি-ভাবে ঈশ্বর-বিদ্বেষ কর্‌বার জন্যে এই কয়েদ-খানায়—এই মহামায়ার দুর্গে এসে পড়েছে; এদের মধ্য-থেকে একটা লোককে যদি বাঁচাতে পার, তা'হলে অনন্তকোটি হাসপাতাল করা অপেক্ষা তাহাতে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হ'বে। বাস্তবিক সত্যি সত্যি দয়া—অযথোচিত-দয়া—দু' পাঁচ দিনের দয়া নহে—একদিনের জন্যে ক্ষুধা-নিবারণের দয়া নহে, প্রকৃত নিত্য, পরম চরম সত্যিকার দয়া—যাহা শ্রীচৈতন্যদেব বিতরণ করেছেন। আমি অজীর্ণ-রোগী একটা ডাক্তারকে ডেকে আন্‌লুম, এনেই বল্‌ছি,—আমার জন্যে পোলাও কালিয়া ব্যবস্থা করুন', ডাক্তার আমার রুচি অনুসারে

আমার শ্রেয়ঃ ব্যবস্থা ক'রে দর্শনী নিয়ে চ'লে গেলেন, এরূপ লোককে ডাক্তার বলা যায় না। flatterer (তোষামোদকারী) গুরু নহে—প্রচারক নহে। যা'রা popular হবার জন্য—কাণা হতে কয়বার জন্য যা'রা জনমত অর্থাৎ জগতের অনন্তকোটি রোগীকুলের রুচি বা প্রেয়ের মতে মত দিয়ে চল্‌ছেন, সে সকল লোক গুরুানুধ্যায়ী নহেন—গুরুানুধ্যায়ীর বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী; সে-সকল লোকের কথা শুনবো না। ডাক্তারকে ডাকলাম—আমার ব্যাধির চিকিৎসা কর্ত্তে, তাঁকে যদি আমি dictate (হুকুম তামিল করিবার আদেশ) করি, তা'হলে ডাক্তার ডাকা হলো না,—তাঁবেদার ডেকে নিজের পায়েই নিজে কুড়ুল মারা হলো মাত্র। লোক-দেখানো ডাক্তার ডেকে ডাক্তারকে দিয়ে রোগের কুপথ্য ব্যবস্থা করার চেষ্টা হলো। যাঁরা সত্যি সত্যি ডাক্তার, তাঁ'রা রোগীর dictate (অনুজ্ঞা) অনুসারে চলেন না, আর যা'রা চতুর লোক-ঠকান ডাক্তার—দর্শনীই যা'দের কাম্যবস্তু, তা'রা রোগীর ভবিষ্যৎ ভাল'র দিকে না চেয়ে নিজের পকেটটাই দেখে। আমাদের মনের মত না হ'লে যা'কে বরখাস্ত কর্ত্তে পারি, কিম্বা যা'কে দিয়ে আমার বদ্‌মাইশ দুষ্টবুদ্ধির সমর্থন করিয়ে নিতে পারি, তা'কে 'আচার্য্য' বা 'গুরু' বলা যায় না। একজন চার-বছরের শিশু যদি ব্রাহ্মণ্য-রসের-কথা বুঝতে চায়, কিম্বা সাত-বছরের বালক যদি সেক্‌সপিয়রের কবিতার কাব্যরস বুঝ্‌তে চায়, আমরা তা'র কথা শুনে' অধিক লাভবান্ হই না। জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করে' নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারতে পারে—নিজের ছাগলকে মুখের দিকটা রাখ দিয়ে পেছনের দিকটাও কাট্‌তে পারে।

আমি ভারতবর্ষের অধিবাসী কাজেই অনিত্য অভিমানে ভারতবর্ষের interest দেখা আমার কর্ত্তব্য'; আবার আমি যদি বিদেশে জন্মগ্রহণ করি, তা'হলে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধ হ'লেও বৈদেশিক interest দেখাটাই আমার কর্ত্তব্য হয়। শ্রীচৈতন্য বা শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত লক্ষ-চেতন ভক্তগণের ঐরূপ দেশগত, কালগত, পাত্রগত অচৈতন্যপ্রসূত ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা নাই; তাঁ'রা দেশের যে উপকার করেন—তাঁ'রা দেশ-ভক্তির যে আদর্শ দেখান, তাতে এক-জনের পরিণামে লক্ষ-প্রসবকারী সাময়িক উপকার, আর একজনের অপকার বা হিংসা হয় না। সেই উপকারের ফল—সেই দেশ-সেবার ফল—সবত্র দেশ, সবত্র পাত্র ও সমস্ত কাল প্রাপ্ত হ'তে পারে; এটা গল্পের কথা নহে—এটা সব চেয়ে বড় সত্যিকথা।

একটা বিস্তৃত নদীর পারে ব'সে' কয়েকজন গুলিখোর গুলি খাচ্ছিল। গুলিখোরদের টিকে ধরাবার আবশ্যক হ'য়ে উঠ্‌ল, ওপারে একটা নৌকোয় আলো জ্বল্‌ছিল। গুলিখোরের মধ্যে একজন হাত বাড়িয়ে এপারে ব'সেই ওপারের নৌকোর প্রদীপের আগুনে টিকে ধরা'তে যত্ন কর্‌ল। টিকে ধর্‌ছে না দেখে' আর এক গুলিখোর প্রথম গুলিখোরের হাত হ'তে টিকেটা কেড়ে নিয়ে আর একটু দূরে হাত এগিয়ে ধর্‌ল। জগতের অভিজ্ঞতাবাদি-দলেরও ঠিক এইরূপ গুলিখোরের মত প্রয়াস! মাঝে এক মাইল, বেড় মাইল নদী, কিন্তু এপারে ব'সে' ওপারের আলোয় টিকে ধরা'তে চায়। জগতের বিজ্ঞ-বুদ্ধি নিয়ে বিরজা-নদীর পর-পারের আলোককে স্পর্শ কর্‌তে চায়! আর এক অভিজ্ঞতা-বাদী এসে বল্লে,—তোমার অভিজ্ঞতার হাতটা আর একটু এগিয়ে ধর, অভিজ্ঞতার হাত বৈকুণ্ঠের-আলোক ছুঁতে—পারে না; অভিজ্ঞতার হাত অতদূর প্রসারিত হ'তে পারে না; তাই অনেক সময় এই অভিজ্ঞতা-বাদিদের খুব শ্রম-শ্রান্ত হ'য়ে নির্ব্বিশেষবাদী হ'য়ে পড়্‌তে হয়—series expand কর্‌তে গিয়ে to infinity বলে' হাঁপ ছাড়্‌তে হয়।

নশ্বর কর্ম্ম-চেষ্টাপরায়ণগণের মত এইজগতে নিষ্কোষ নেই, তা'দিগকে 'নেতা' মনে করে যা'রা দৌড়চ্ছে, তা'রা মরীচিকায় কোনদিনই জল পাবে না। কর্ম্মবীরের প্রস্তাবিত উপকারটা লোকে কতদিন পাবে? কে পাবে? কোন্ স্থানে পাবে?—এসব কথা একবারও চিন্তা না ক'রে শতকরা প্রায় শতজনই ভুল পথে ধাবিত হচ্ছে। একমাত্র শ্রীচৈতন্য-বিগ্রহের সেবা যাঁ'দের চেতনে কিঞ্চিন্মাত্রও উন্মেষিত হ'য়েছে, তাঁ'রাই ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, ইন্দ্রাদি দেবতার আধিকারিক পদবী তৃচ্ছ জ্ঞান করেন—মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করেন। মুক্তি ও মুক্তিকে প্রতিরোধ করার নামই ভক্তি। চৈতন্যদাসগণ মুক্তি-মুক্তির ভিখারী নহেন—তাঁ'রা কপট নহেন। অহো! অচৈতন্য-দাসগণই আজ জগতে 'চৈতন্যদাস' ব'লে গণিত হচ্ছে! তা'দিগকে যদি 'ভক্ত' ব'লে আমরা মনে করি, তা'হলে আমাদের মত নির্ব্বোধ লোক আর কে আছে? চৈতন্যচন্দ্রের চরণে

পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানের নামে কুণ্ঠারাঘাত কাজে জগতের ৯৯'৯' লোক। জগতের শতকরা প্রায় একশতজনই ঐরূপ। ঐরূপ লোকের ভ্রম অপনোদন করাই সর্ব্বাপেক্ষা দরার কার্য্য। সেটা প্রেয়ঃপন্থা,—প্রেয়ঃপন্থা নহে—সেটা Flattery নয়—মূর্খ লোককে 'পণ্ডিত' ব'লে সার্টিফিকেট্ দেওয়া নয়। চৈতন্যদেবের প্রত্যেক ক্রিয়ায় বর্ত্তমান ভোগপর নির্ব্বুদ্ধিতার কোন সমর্থন নাই।

মিশ্রিত্ থেকে নৈমিষারণ্যে আস্‌বার পথে Rev. Stanley Jones সাহেবের সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা হোলো। তাঁকে Kennedy সাহেবের কথা বল্‌লাম। Kennedy সাহেব তাঁ'র Chaitanya Movement বইয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম কিরূপ বিকৃতভাবে বর্ণন করেছেন! Kennedy সাহেব শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মকে খ্রীষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা কম-নৈতিক ব'লে মনে করেন। আমি Rev. Stanley Jones সাহেবকে বল্‌লুম যে, বর্ত্তমান প্রচারিত খৃষ্টধর্ম্মও নৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে—যদি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণ নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত চৈতন্য-দাসের নিকট চৈতন্যচরিত আলোচনা করেন।

মানুষের কাণে চৈতন্যদেবের একটী কথাও যাচ্ছে না; চৈতন্যদেবকে নিজের মনগড়া-মত এঁকে—অখণ্ড-চৈতন্যকে—অন্বয়জ্ঞানকে 'আমার গৌরাঙ্গ,' 'তোমার গৌরাঙ্গ,' 'ভূত-প্রেতবাদীর গৌরাঙ্গ', 'ইন্দ্রিয়তর্পণকারীর গৌরাঙ্গ' 'আউল-বাউল-কর্ত্তাভজা- কিশোরীভজা-নেড়া- নেড়ী- সখীভেকী-নব-রসিকের গৌরাঙ্গ' 'প্রাকৃত-সহজিয়ার গৌরাঙ্গ' 'নাগরীর গৌরাঙ্গ' 'অন্যাভিলাষীর গৌরাঙ্গ' 'কর্ম্মি-জ্ঞানী-যোগীর গৌরাঙ্গ' 'মার্ক্সের গৌরাঙ্গ' প্রভৃতি করা কি ক'রে হোচ্ছে। এগুলো—সবই ব্যক্তিবিশেষের মনগড়া পৌত্তলিকতা। সাধুসঙ্গের বিশুদ্ধচিত্তে প্রেমানন্দস্ফূর্ত্তি-ভক্তিবিলোচনে যে অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয়, তাহাই কৃষ্ণের বাস্তবস্বরূপ। তা' পরিত্যাগ ক'রে মানুষের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-কামনার জড়-কল্পনায় যে-সকল কৃষ্ণের (?) মূর্ত্তি আঁকা হয়, যেমন—রবিবর্ম্মার কৃষ্ণ, কলিকাতার আর্ট-স্কুলের কৃষ্ণ, বাঙ্গালার কৃষ্ণ, বোম্বাইর অঙ্কিত কৃষ্ণ, জার্ম্মেণীর চিত্রিত কৃষ্ণ, সেগুলি যেমন সবই মনগড়া পুতুল সেরূপ 'আমার গৌরাঙ্গ', 'তোমার গৌরাঙ্গ', 'সহজিয়াদের গৌরাঙ্গ', 'মার্ক্সের গৌরাঙ্গ,' 'নাগরীর গৌরাঙ্গ',—সবই পুতুল; সব মায়া—সব অচৈতন্য। গৌরাঙ্গ পুতুল নহেন, তিনি পূর্ণচৈতন্য—স্বয়ং ভগবান্,বহুজীবের মনগড়া পুতুল না হওয়াতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। তিনি বিশ্বের কোন অচৈতন্য জীবের দ্বারা নিয়মিত হন না। অচৈতন্যজীব শ্রীচৈতন্যকে অচেতন-মনোধর্ম্মের কারখানায় অচেতনের ছাঁচে ঢালিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পুতুল-রূপে ইচ্ছামত পিটিয়া গড়িয়া লইতে পারে না। চৈতন্য-দেবকে লোকে এমন করে এঁকেছে যে, চৈতন্যদেবের চরণানুচর বল্‌তে গিয়ে আমাদিগকেও লজ্জায় পাত্র ক'রে ফেলেছে। আমাদের এমনই পোড়া কপাল যে, শ্রীচৈতন্য-দেবের আবির্ভাবের পর আমাদের দেশে আবার নানা বিকৃত মতবাদ প্রচারিত হোল! আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের সনাতনী কথা শুন্‌বার স্থান করিনি ব'লে আমাদের দেশে নবীন-মতের সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে। শ্রীচৈতন্য বাংলার দ্বারে-দ্বারে অধাচকে সকলকে চেতনোন্মুখ কর্‌বার জন্য হরিদাস ও নিত্যানন্দকে প্রেরণা করেছিলেন। আমরা যে নিত্য হরিদাস—চেতনের নিত্য সহজ-ধর্ম্ম যে হরিদাস্য—হরিদাসই যে নিত্যানন্দ দান করতে পারে—যাতে খণ্ড, অনিত্য আনন্দের তৃষ্ণা আর থাকে না—যা'তে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা-লাভ হয়, আমরা চৈতন্যদেবের সেই কথায় উদাসীন হ'য়ে—আমাদের ঘরের অমূল্য নিধি ছেড়ে বাইরে কাচ অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছি।

আমরা বেতের আধুনি-সদৃশ কর্ণিকাও নিয়ে ভগবদ্ভক্তের কার্য্য-কলাপের সমালোচনা কর্‌তে যাই! আমরা মনে করি,—'আয় চাঁদ, আয় চাঁদ, আমার বাদুমণির কপালে টিপ্ দিয়ে যারে চাঁদ'—এইরূপ ছেলে-ভুলানো ছড়ার ন্যায় বুঝি ভগবদ্ভক্তির কথা। বহু নিষ্কপট ও সদর্থ লোকের সঞ্চিত বহু প্যালন রক্ত—গৌড়ীয়পত্র ও গৌড়ীয়মঠ। বাহুদর্শনে অন্য লোক হইতে Suck up-করা—ভগবানের সেবায় জন্য উৎসর্গীকৃত রক্ত। তথাপি লোকে শ্রীচৈতন্যের কথা একান্ত-ভাবে শুনুক—বুঝুক—আর নিজেদের সত্যিকার মঙ্গল গ্রহণ করুক। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যের দান

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যার পর)

উচ্চকীর্ত্তনের বিরোধী নদীয়ার লোকসমূহ কীর্ত্তনের বিরুদ্ধে এইরূপ যুক্তি প্রদান করিতেন,—

আমি ব্রহ্ম আমাতেই বসে নিরঞ্জন।
দাস প্রভু কেন বা করয়ে কি কারণ॥
সংসারী সকল ভুলে মাতিয়া থাইতে।
ডাকিয়া বলেন 'হরি' লোক জানাইতে॥
এতদার ঘর দ্বার কেলাই ভাঙ্গিয়া।
এই যুক্তি করে সব নদীয়া মিলিয়া॥

তৎকালিক সামাজিকগণের কিরূপ ব্যবহার-মত্ততা এবং ধর্ম্মের ধারণা ছিল, তাহার চিত্র শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তুলিকায় অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা মনে করিতেন, এই দুনিয়ায় যাহারা সোণা ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া বেড়াইতে পারেন, দশবিশ জন যাহাদের অগ্র পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ ব্যক্তিগণই মহা-পুণ্যবান ও ধার্ম্মিক। যে ধর্ম্মাচরণে দারিদ্র্য-দুঃখ বা দুর্ভিক্ষ বিদূরিত না হয়, তাহা ধর্ম্মের মধ্যেই গণ্য নহে। উচ্চ কীর্ত্তনে ভগবানের শান্তিভঙ্গ হয়, কাজেই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া জগতে দুর্ভিক্ষাদি প্রেরণ করিয়া থাকেন,—

জগৎ প্রবৃত্ত ধনপুত্রবিদ্যারসে।
দেখিলে বৈষ্ণবমাত্র সবে উপহাসে॥
আর্য্যা তর্জ্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।
যতি নতী তপস্বীও যাইবে বলিয়া॥
তারে বলি ভক্তি যে যোগা ঘোড়া চড়ে।
দশ বিশ জন যার আগে পাছে রড়ে॥
এত যে গোসাঞি তারে করহ ক্রন্দন।
তবুত দারিদ্র্য-দুঃখ না হয় খণ্ডন॥
ঘন ঘন হরি হরি বলি ছাড় ডাক।
ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক॥

অধিক কি, শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নবদ্বীপে যখন সর্ব্বকালিক, সার্ব্বদেশীন ও সার্ব্বত্রিক সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তখন নিমাই পণ্ডিতকে নবদ্বীপের সামাজিকগণ সমাজ-শাসনের দ্বারা সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিতে অসমর্থ হইয়া বিধর্ম্মী কাজীর সাহায্যে নিমাইকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন! নিমাইর বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগ ছিল—নিমাই উচ্চ কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া তাহাদের শান্তি ভঙ্গ করিয়া থাকেন। রাত্রিকালে তাহাদের বিলাস-সুখ ও নিদ্রার ব্যাঘাত করেন। মঙ্গল-চণ্ডী-বিষহরির পূজাদি যে রাত্রি জাগরণ ও নৃত্যগীত-বাদ্যাদি হইয়া থাকে, সেই শুভে সামাজিকগণ অংশীদার থাকায় তাহাতে শান্তি ভঙ্গের কোন অবসর নাই, কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণের সুখ হওয়ায় তাহা সামাজিকগণের অসুখের কারণ হইত। বিশেষতঃ নিমাই গয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিজ নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক আপনাকে 'গৌরহরি' বলিয়া জানাইলেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রভাবে নীচ ব্যক্তিও মহোচ্চপদবীতে সংস্থাপিত হইলেন। তাহাতে মাত্র সামাজিকগণের বিচারে হিন্দুধর্ম্ম আক্রান্ত হইল। স্মার্ত্তগণ বলিতে লাগিলেন, ভগবানের নাম—'মহাদন্ত' সকললোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য নষ্ট হইয়া যায়; কাজেই তাহারা সমাজ ও হিন্দুধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা হইয়া বিধর্ম্মী কাজির নিকট নিমাইর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন,—

——হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি, জাগরণ।
তাঁকে নৃত্য, গীত বাদ্য—যোগ্য আচরণ॥
পূর্ব্বে তাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥
উচ্চ করি' গায় গীত, দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
না জানি, কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে, গায়।
হাসে, কান্দে, পড়ে, উঠে, গড়াগড়ি যায়॥
নগরিয়া পাগল কৈল সদা সংকীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, করি জাগরণ॥
'নিমাঞি' নাম ছাড়ি এবে বোলায় 'গৌরহরি'।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি'॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
ওই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥
হিন্দুশাস্ত্রে 'ঈশ্বর'-নাম—মহাদন্ত জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সব তোমার ধন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন॥

তাৎকালিক স্মার্ত্ত-সমাজ উচ্চকীর্ত্তনের কিরূপ বিরোধী ছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত হরিনদী গ্রামের দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

লিখিত হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের সভায় গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্রাহ্মণকুলের ঠাকুর হরিদাসের প্রতি ব্যবহারে বিশেষ লক্ষ্য করিতে পারি, অধিক কি, পণ্ডিত শ্রীবক্রেশ্বর পর্য্যন্ত নীলাচলে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট উচ্চকীর্ত্তনের বিরুদ্ধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"পতিব্রতা হঞা পতির নাম নাহি লয়।
যে যমরা কৃষ্ণের নাম লহ কোন ধর্ম্ম হয়॥"

ইহার উত্তর শ্রীচৈতন্যদেব বল্লভভট্টকে এইরূপভাবে দিয়াছিলেন,—

—তুমি না জানহ 'ধর্ম্মাধর্ম্ম'।
স্বামী আজ্ঞা পালে,—এই পতিব্রতা ধর্ম্ম॥
পতির আজ্ঞা,—নিরন্তর তাঁর নাম লইতে।
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে॥
অতএব নাম লয়, নামের 'ফল' পায়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে 'প্রেম' উপজয়॥

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ধর্ম্ম-জগতের অবস্থা কবিকর্ণপুর গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে বিশেষভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা ধর্ম্মজগতের এই সকল চিত্র দেখিতে পাই,—

"চিন্মাত্রা নির্ব্বিশেষাশ্চিত্পরিরহিতা নির্ব্বিকল্পা নিরীহা
ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাচা শিব শিব ভগবদ্বিগ্রহে বদ্ধবৈরাঃ।
হেয়ত্বী শ্রৌতপ্রসিদ্ধানহহ ভগবতোঽচিন্ত্যশক্ত্যাদ্যশেষান্
প্রত্যাখ্যাতো বিশেষানিহ বহতি রতিং হন্ত তেভ্যো
নমোঽস্তু॥"

যাহারা চিন্মাত্র, নির্ব্বিশেষ, চিচ্ছক্তিরহিত, নির্ব্বিকল্প, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মই আমি—ইহা বাক্যের দ্বারা উচ্চারণ করিতেছেন। ইহারা ভগবদ্বিগ্রহে বদ্ধবৈর। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ তাঁহার নিত্য অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা অশেষ বিশেষ-বিশিষ্ট, ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ হইলেও ইহাঁরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেছেন।

কেহ বা রাজযোগ, হঠ-যোগাদি সাধনার নানাপ্রকার কসরৎ দেখাইয়া আপনাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেন। ধর্ম্মের নামে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহার্থ মর্কট-বৈরাগ্যের বহুচিত্র দেখিতে পাওয়া যাইত—

"জিহ্বাগ্রেণ ললাটচন্দ্রজসুধা-শুদ্ধাধরোধে মহ-
দ্ধ্যানাঃ বাঞ্ছতো নিমীল্য নয়নে বদ্ধাসনং যাস্যতঃ।
অস্যোপাত্তনবীতটস্য কিমহং তস্যঃ সমাধেরভূৎ অহো
শ্রুতং পানীয়াহরণপ্রবৃত্ত-তরুণীশঙ্খধ্বনাকর্ণনৈঃ॥
তদ্বিস্মৃত্য তরণায় কেবলং নাটয়ে হস্ত॥"

অহো, এই ব্যক্তি নদীতীরে আসিয়া নয়নদ্বয় নিমীলন-পূর্ব্বক বদ্ধাসনে ধ্যান করিতে করিতে জিহ্বাগ্রভাগ দ্বারা ললাটস্থ চন্দ্র-নিঃসৃত অমৃতকরণের পথটী রুদ্ধ করিয়া স্বীয় ধ্যান-যোগ-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু হঠাৎ ইহার সমাধিভঙ্গ হইল কেন? ওঃ! বুঝিলাম জলাহরণে প্রবৃত্তা এক তরুণীরমণীর হস্তস্থিত শঙ্খ বলয়-ধ্বনি-শ্রবণেই ইহার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত। অতএব ইহার এই ধ্যান-চেষ্টা কেবলমাত্র বিশ্বোদর-পূরণার্থ অভিনয় মাত্র।

আবার দক্ষিণভারতেও ধর্ম্মের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহার আভাস কবিকর্ণপুর গোস্বামী এইরূপ প্রদান করিয়াছেন—

'অহো কপিলকণাদপতঞ্জলিগৌতমিবিষত-কোবিদা এতে-
ঽন্যোন্যং বিবদন্তে। ভগবন্তং ন কেঽপি জানন্তি। ... অহো দক্ষিণস্যাং দিশি পণ্ডিতোঽস্মি—ধর্ম্মী আর্হতসৌগত-কাপালিকাঃ প্রচণ্ডা হি পাষণ্ডাঃ। এতে পাণ্ডপতা অপি হতাস্মুখো মাং হনিষ্যন্তি।"

অহো, এই যে কপিল-কণাদ-পতঞ্জলি-গৌতমি প্রভৃতি আধ্যাত্মিকবাদিগণের মতনিপুণ ব্যক্তিগণ, ইহারাও পরস্পর বিবাদরত, কেহই ভগবত্তত্ত্ব জানে না। ... অহো, এই যে দক্ষিণভারতে আসিয়া পড়িলাম, এস্থানেও বৈন, বৌদ্ধ, কাপালিকাদি প্রচণ্ড পাষণ্ডিগণ বর্ত্তমান। আর এই যে পাশুপতগণ, ইহারা নির্ম্মূলিতপ্রায় (স্বল্পাবশিষ্ট) হইয়াও আমাকে বধ করিবে, দেখিতেছি।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

দক্ষিণদেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী, পাষণ্ডী অপার॥

ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে তাৎকালিক তীর্থযাত্রার আদর ছিল, তাহাতে ধার্ম্মিকতা পরিবর্দ্ধিত হইত। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে ধার্ম্মিক বৈষয়িক সন্ন্যাসিগণের চিত্র শ্রীকবিকর্ণপুর এইরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন—

"গঙ্গাদ্বার-গয়া-প্রয়াগ-মথুরা-বারাণসী-পুষ্কর
শ্রীরঙ্গোত্তরকোশলা-বদরিকা-সেতু-প্রভাসাদিকান্।

অস্মদৈব পরিক্রমৈরিদানীন্তীর্থাবলীং পর্য্যটদ্ভিরস্মাভিঃ
কতি বা শতানি গমিতান্যমুষ্মিন্ বেত্তু কঃ" ॥

আমি গঙ্গা, হরিদ্বার, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বারাণসী, পুষ্কর, শ্রীরঙ্গ, অযোধ্যা, বদরিকা, সেতুবন্ধ ও প্রভাসাদি সমস্ত তীর্থ প্রতিবৎসর তিন চারিবার করিয়া পর্য্যটন করিতে করিতে এ পর্য্যন্ত কত শত বৎসর কাটাইলাম,—আমাদিগের ন্যায় মহাজনকে কে জানিতে পারে ?

তদানীন্তন ধার্ম্মিকাভিমানী তপস্বিগণের একটী চিত্র চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এইরূপ অঙ্কিত হইয়াছে—

"হুং হুং হুমিতি তীব্রনিষ্ঠুরগিরা দৃষ্ট্যাপাস্তিক্রুরয়া
দূরোৎসারিতলোক এষ চরণাবুৎক্ষিপ্য দূরং ক্ষিপন্।
মৃৎপালিপ্তললাটদোস্তটগলগ্রীবোদরোরাঃ কুটৈ-
র্দীব্যৎপাণিতলঃ দমেতি তনুমান্ দম্ভঃ কিমাহো স্বয়ঃ" ॥

এ ব্যক্তি বারংবার হুঙ্কারধ্বনিরূপ তীব্রনিষ্ঠুরবচনে ও ক্রূরদৃষ্টিপাতে সমুপস্থিত লোকসকলকে দূরীকৃত ও নিজপদদ্বয় বারংবার উৎক্ষেপণ করিতেছে, ললাট, বাহুতট, স্কন্ধদেশ, গ্রীবা, উদর ও বক্ষঃস্থলে মৃত্তিকালিপ্ত ও করতলে কুশ-শোভিত হইয়া ইনি যেন মূর্ত্তিমান্ দম্ভের ন্যায় এদিকে আসিতেছেন।

ব্যবসাদারের কপটতা

(২)

ভাই অধর্ম্মের ব্যবসাদার, তোমার ন্যায় শুষ্কশ্রাদ্ধি-অধর্ম্মের বিক্রেতা অধর্ম্মের ব্যবসা করিবার জন্য নিরীহ ক্রেতাগণের নিকট ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি-বিশিষ্ট, দ্রুতসঙ্গত্যাগে উৎসাহী, শুদ্ধভাগবতধর্ম্মের চেতনময় প্রচারককে নিন্দক জানিয়া তাহাকে ব্যবসাদার বলিয়া যে ব্যবসাদারী করিতেছ, তাহা ধরিয়া ফেলিতে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেশী দূর দৌড়িতে হইবে না। তাই স্বল্পবুদ্ধি জড়ের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-লোভি ব্যবসাদার, তোমার পরনিন্দা করাটা ঘুচাইয়া নাক দেখান যায়। তোমার সরলতার অভাবকে তুমি যে কৌশল বলিয়া 'জিজে-বেড়াল' সাজিতেছ, তুমি যে অত ভাল মানুষ নও, তাহা সকলেই জানে। অক্ষেন্দ্রিয়ের ক্ষণিক সুখলাভেচ্ছায় তুমি কেমন তোমার পোষাকী ধর্ম্মটীকে নিন্দাবিশূন্য-ভাবে করিয়া লোকের নিকট দোকান দিয়াছ, তাহা বঞ্চিত-সম্প্রদায় বুঝিতে না পারিলেও যে কোন ভাল লোক তোমায় দুনিয়াদারি বুঝিয়া ফেলিবে। তাই ব্যবসাদার তুমি অত্যন্ত অমেধ্য ঘৃণিত পূতিগন্ধময়-বাস্তু-দ্রব্যজ্ঞানে বিষ্ঠা-ভোজী শূকরের বসা-মজ্জাকে অভিনব উপাদেয় খাদ্যরূপে Great Eastern Hotelএর টেবিলের উপরিস্থিত উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যজ্ঞানে তাহার অনুকরণক্রমে বাজে রাবিস্ মালকে প্রশংসা করিতে গিয়া সভ্যের যে অপলাপ কর, তাহা তোমার পক্ষে উচিত নহে। তাই ব্যবসাদার, তোমার কপটতার দোকানে যে তোমার শিক্ষকগণকে পরনিন্দা-ব্যবসায়ী বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চালাকিপণ্য সাজাইয়াছ, সেই চালে তুমি কিন্তু তোমার ঘৃণিত কৌশলকে খাঁটি বলিয়া চালাইতে পারিবে না।

ভাই ব্যবসাদার, তোমার ভেজাল প্রত্যেক ব্যক্তিই ধরিয়া ফেলিবে তোমার ব্যবসার License বাহাতে না থাকে, তাহার জন্য যে সকল চেষ্টা তাহা কি পরনিন্দা ? মাতাপিতা পুত্রের দুশ্চরিত্রতা সংশোধনের জন্য যে সকল উপদেশ দেন, গুরু-সূত্রে কপটশিষ্যের সাধুতার আবরণে যে সকল ঘৃণিতব্যবসায় তোমাদের চলিতেছে, তাহা কি পরনিন্দা, তোমার জঘন্যটীকে নির্ম্মল করিবার জন্য ঐ উপদেশ তোমার শিক্ষক, গুরু, হিতৈষিগণ কি বলিতে পারিবে না ? তুমি উহাকে পরনিন্দা-ব্যবসা বলিয়া লোক ঠকাইতে গেলে সেই ব্যবসাটা পণ্যদ্রব্যের উপর নহে, কিন্তু পণ্যদ্রব্যের পরিবর্ত্তে প্রতারণাকেই পণ্যদ্রব্যরূপে স্থাপন ব্যবসা। উহা সাধারণ বৈশ্যের ব্যবসায়ের তুলনায় সর্ব্বতোভাবে নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত। শুল্কব্যবসাদার বণিক্ তোমার মত অধর্ম্মের ব্যবসাকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলন করেন না, কিন্তু তুমি নরকে যাইবার জন্য ভাকা বোকা সাজিয়া ব্যবসা' চালাইতে চাও, সাধারণ বৈশ্যও তোমার গন্তব্য স্থানে গমন না করিয়া ধর্ম্মপ্রভাবে উন্নত-লোকই লাভ করে। শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য লঙ্ঘন করিয়া তুমি অধর্ম্মকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া চালাইতে চাও, তোমাকে এই পাপপ্রবৃত্তিমূলা ব্যবসা হইতে উন্নত করিবার জন্য যেই যত্ন করিবেন, তাহাকেই তুমি পরনিন্দা-কারী ব্যবসাদার বলিবে। তাই অধর্ম্মের ব্যবসাদার, তোমার কৈতব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোক চোখে আঙ্গুল দিয়া বিচারকগণকে দেখাইয়া সাবধান করিয়াছে। সুতরাং পাঠকবৃন্দের সকলেই অধর্ম্মের ব্যবসার বাগ্‌জাল-বিস্তারকে

আদর করিবেন না। দেবলের ধর্ম্ম, ভূতকের ধর্ম্ম, দেবজীবী, মন্ত্রজীবী প্রভৃতি হওয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে, উহা পতিত অধার্ম্মিকের ব্যবসায়,—এ কথা বলিলে কি পর-নিন্দা হয়?

ভাই ব্যবসাদার, তুমি পণ্ডিতের সজ্জায়, মন্ত্রব্রাহ্ম গুরুর সজ্জায়, শিক্ষাদাতা ভাগবতপাঠকের সজ্জায়, হরিকীর্ত্তন-কারীর সজ্জায়, সুর তাল লয় মান প্রভৃতি দেখাইয়া যে ব্যবসায় ফাঁদিয়াছ, তাহা দূর করিবার জন্য যদি শাস্ত্রিহাপক-সম্প্রদায় তোমাদিগের চরিত্র পবিত্র করিবার সদুপদেশ দেন, তাহা হইলে তোমরা তাঁহাদিগকে পরনিন্দাকারী বলিয়া তোমারই ন্যায় ব্যবসাদার সাজাইবার যে চেষ্টা কর, তাহা কি তোমার শয়তানী নহে?

ভাই ব্যবসাদার, দেখ, কত নাস্তিকী পরদারাপহরণ-মানসে, পরদ্রব্যাপহরণ-মানসে ধর্ম্মের আবরণে কালনেমি সাজিয়া যে সকল অধর্ম্ম করিতে ঘর করেন, তাহা ধরাইয়া দেওয়াই কি তোমার বিচারে পরনিন্দা-ব্যবসা? ভাই ব্যবসাদার, আমি এরূপ তোমাকে বুঝিয়াছি তুমি শ্রীমদ্-ভাগবতের মহা-বিরোধী, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের কপট বিরোধী, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অধর্ম্ম করিতে বেশ দৃঢ়ব্রত,। শ্রীমদ্-ভাগবতের বিদ্বেষী করিতে গিয়া তুমি কৃষ্ণাপেক্ষা গৌর বড়, গৌরকে লম্পট-শিরোমণি প্রভৃতি বলিবার দুষ্টতা করিতেছ —দুষ্টতামাত্র নহে গৌরকে ভোগ করিতে চাহিতেছ— গৌরের চরণে অপরাধ করিতেছ, আর শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিরোধ করিতে গিয়া হরিদাস-বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া নরকে গমন করিতেছ, গৌরকে 'নাগর' বলিয়া অপরূপে মজিতেছ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিরোধ করিতে গিয়া সিদ্ধান্ত-বিরোধ করিয়া ফেলিতেছ—'নাম', 'নামাভাস' ও নামাপরাধের বিচার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরূপের "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ", শ্রীরঘুনাথের কবিরাজ গোস্বামীর বাক্য—"কোটী-জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন" "কৃষ্ণ-নাম করে অপরাধের বিচার" প্রভৃতি সাধন-সতর্কতার রজপথকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ব্রজের পথে গমন করিবার দুঃসাহস করিতেছ। তোমাদিগকে এই সকল বিপদ হইতে যাঁহারা রক্ষা করিতে যাইবেন, যে সকল চিকিৎসক তোমাদের রোগ বিনাশে যত্নবান্ হইবেন, তুমি সে সকল বৈদ্যগণকে 'পর-নিন্দক' বলিয়া নরকপ্রাপ্তী বৈদ্যক-নিন্দা করিয়া বৈদ্যবিনাশের কৌশল আবিষ্কার করিবে? তুমি এখনও এত বড় চতুর হও নাই। জানিও "যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর"— আর তোমার চতুরতা কাকের ন্যায় বিষ্ঠা-ভোজনে।

ভাই ব্যবসাদার, তুমি নিজের মত অপরকেও ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহাশূন্য বলিয়া মনে কর। নিজের মত অপরকেও অক্ষেন্দ্রিয়তর্পণ-পর মনে কর। তোমার বিচারে সকলেই তোমার মত পাপী ব্যবসাদার, পুণ্যের ব্যবসা কাহারও দ্বারা সম্ভব নহে, সুতরাং পুণ্যের ব্যবসায়ীরা পাপীর চরিত্রসংশোধনের জন্য যে সকল উপদেশ দেন, তাহা নিন্দকের ধর্ম্ম বলিয়া যে তোমার মগজে ঢুকিয়াছে, তাহাতে তুমি ব্যস্ত হইয়া লোককে সতর্ক করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি মহাগ্রন্থগুলিকে পরনিন্দা-ব্যবসায় পণ্যদ্রব্যরূপে স্থাপন করিয়া অধর্ম্মযুদ্ধে প্রস্তুত হইয়াছ! কপটব্যবসাদারের ক্ষত্রিয়োচিত বুদ্ধবৃত্তি শোভা পায় না। ছি! যাঁহারা পরমার্থের সেবায় ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে তোমার কপটতাপূর্ণ সমরাভিযান যখন হইয়া চন্দ্রস্পর্শের নিমিত্ত হস্তপ্রসারণ মাত্র—সর্ষপ হইয়া হিমালয় পর্ব্বতের সাম্যলাভপ্রয়াসমাত্র, গোষ্পদের জলকণ হইয়া সপ্তসমুদ্রাপেক্ষা নিজকে অধিক বহু মনে করার ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থোপদিষ্ট শ্রীগৌর-শিক্ষার বিরুদ্ধে ঐরূপ চেষ্টা হইতে আমি তোমাকে এখনও নিবৃত্ত হইতে উপদেশ করিতেছি।

ভাই অধর্ম্মের ব্যবসাদার 'তোমার কনক—তোমের কনক,' 'তোমার কামিনী—নরকবাসিনী' 'তোমার প্রতিষ্ঠা —শূকরের বিষ্ঠা' এই সকল প্রবীণ মহাজনের উক্তি তোমার চক্ষুমনকে শোষণ করিবার জন্য নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে যে সকল সাধু তাহাদের মনকে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-মুক্ত করিয়া উপদেশসমূহদ্বারা সনাতনীয়ান-স্নিগ্ধ-সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা কি পরনিন্দা-পরায়ণ, সেই সাধুর বৃত্তি কি পরনিন্দা? যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে পুনরায় উর্ব্বরীর বিরহে অধীর হইবার কালে দুঃসঙ্গত্যাগের উপদেশ, সৎসঙ্গ-গ্রহণের উপদেশ, সাধুর বাক্যে কপটতা-ব্যবসায়ীর হৃদয়গহ্বরে আচ্ছাদিত অক্ষেন্দ্রিয়-তর্পণপরতার অধর্ম্মগহ্বরে বলিদানোদ্দেশে সাধুর উক্তিকে সাধুতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত না? যদি জগতের সকল কল্যাণাকাঙ্ক্ষী

কপটব্যবসার কাপটা ধরাইয়া না দিত, তাহা হইলে জগৎ হইতে ভাগবত ধর্ম উঠিয়া যাইত, তাহা হইলে তাই প্রাকৃত-সহজিয়া ব্যবসাদার, তোমার বড়ই দুঃখ হইত। তুমি সেই দুঃখটুকু পাইবার জন্য কতই না কপটতা করিতেছ! শ্রীসনাতন গোস্বামী যে-কালে পর্ব্বতপথে শ্রীগৌরদর্শন-মানসে যাইতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে ছিল—ঈশান ভৃত্য। তাহার সঙ্গে ছিল—সাতটী মোহর। দস্যুগণ কপটতা-ব্যবসা দ্বারা সনাতনকে বিশেষ ধন্য করায়, নিত্যসিদ্ধ গুরুতুল্য কৃষ্ণভক্ত সনাতন বন্ধুগণেরই কপটতা ধরিয়া ফেলিয়া ছিলেন। তোমার মুখে অসতের প্রশংসা ব্যবসাটা কি আমরা সনাতনের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরিয়া ফেলিতে পারিব না মনে করিয়াছ? নিষ্কাইঞ্চনগণের গর্হিত কার্য্যের প্রশংসা করা তোমার ন্যায় কপটব্যবসাদারের প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় হইতে পারে। তুমি কুকুট-সেবী যথেচ্ছা-চারী ধনীর নিকট তাহাকে 'গৌরভক্ত' বানাইয়া পর-প্রশংসা-রূপ কপটতার আশ্রয়ে যে কার্য্য হাসিল করিতে পার, তাহা খুলিয়া বলিয়া দিলে উহা সাধুগণের পরনিন্দা-ব্যবসার অন্তর্গত হইয়া পড়ে। এই ত তোমার কৌশল—ভারিচুরি। তুমি ইন্দ্রিয়তর্পণমানসে গৃহব্রতসমাজের গৃহমেধি-যজ্ঞের কাষ্ঠ যোগাইবার জন্য যে গৃহিগৌরাঙ্গমন্ত্রের প্রচলন করিয়াছ বা যে সকল ভিন্ন ভিন্ন দোকান পাতিয়াছ, তাহা বিকুণ্ঠস্তুতি নহে। তুমি পরনিন্দা ভালই বল, আর পরনিন্দা ব্যবসা ভাল নয়ই বল, তোমার ধর্ম্মের গ্লানিরূপ অধর্ম্মকে গ্লানি বলিবার পরিবর্ত্তে ধর্ম্মসংস্থাপন বলিয়া চালান শ্রীগৌর-সুন্দর কখনই আদর করেন না।

তাই ব্যবসাদার, তোমার প্রাকৃতসহজিয়া স্মার্ত্ত-দাদার অনুজসূত্রে যে সকল উপদেশ পাইয়াছ, তাহা ছাড়িয়া দিয়া অল্পসময়ের জন্য তোমার সাজা দাদাকে শিক্ষক বলিয়া গ্রহণ করিলে তোমার কুশিক্ষা সমূহের প্রতি আদর কমিয়া যাইবে এবং তুমিও তেরপ্রকার বিদ্ধ-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিবার নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিবে না। তাই অধর্ম্মের ব্যবসাদার—"পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ। বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্" এই ভাগবতবাণীর বিরুদ্ধে তোমার কপটতা যিনি ধরিয়া ফেলিতে যাইবেন তাঁহাকে তুমি পরনিন্দা-ব্যবসায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। ইহাই কি তোমার গুরুবর্গ শিক্ষা দিয়াছেন! তাই ব্যবসায়ী তুমি সত্যযুগের হংসজাতির আচরণীয় চরিসেবা ছাড়িয়া গুণ-কর্ম্ম-বিভাগক্রমে দুই একায়নপথ পরিত্যাগ করিয়াছ সেই জন্যই গৃহব্রতধর্ম্ম তোমাকে কৃষ্ণব্রত হইতে দেয় নাই—তোমাকে বৃন্দাবনবাস করাইবার পরিবর্ত্তে বৈষম্যধর্ম্মে স্থাপিত করিয়া পরদার ও পরদ্রব্য-হরণ, মাধবেন্দ্রপুরীয় যোগ্য প্রতিষ্ঠাপহরণকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে। তাই তুমি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশক ব্যাসকে, শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখককে, সমগ্র সাধু গুরু বৈষ্ণবসজ্জনগণকে, যথার্থ সমগ্র গোস্বামিবর্গকে তোমারই ন্যায় কপট দূষিত ব্যবসাদার মনে করিয়া তোমার সহিত পার্থক্য স্থাপনকারীকে পরনিন্দা-ব্যবসায়ী বলিয়া স্থাপন করিতেছ। যেকালে শ্রীগৌরসুন্দর নদীয়ার ইন্দ্রিয়তর্পণপর বৈষ্ণববিদ্বেষিগণকে সমাদর করিয়া তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে না পারিয়া দুর্ব্বাসাপ্রমাত্তি-যানের লীলা প্রদর্শন করিলেন, তৎকালে তোমার ন্যায় কত অনুচাননামী গৌরসুন্দরকে পরনিন্দা-ব্যবসায়ী ধারণা করিল। তুমি কি ঐ বণিগ্‌গুরুগণের শিষ্যত্বে আজ আমার সত্যের অপলাপ-মানসে বৃন্দাবন হইতে কপটব্যবসাদারী চালাইতে থাকিবেন?

তাই ধর্ম্মের গ্লানিকারক কপট ব্যবসাদার, তোমার মনোরঞ্জন করাইয়া ত' জড়েন্দ্রিয় তর্পণের ভূমিকা? তাহাতে তো কোনদিন রাধাগোবিন্দের বিহার নাই। তাই তোমার সাধুগুরুবৈষ্ণব-নিন্দার ভাঁজ, নিরপেক্ষের বেশে অথ বকাদি অষ্টাদশ সাধুপ্রতিম কপটের অনুসরণ-লীলা নিষ্কপট-গণ আদর করিতে পারেন না বলিয়াই কি তাঁহারা তোমার সৃষ্ট অভিধানে 'পরনিন্দক'? তুমি এই লোক-ঠকানে ব্যবসা অবলম্বন করিয়া তোমার জড়েন্দ্রিয় তর্পণ করিবে, আর তোমার রোগের ঔষধি দিয়া যাঁহারা তোমাকে ভাল করিতে যাইবে, সেই মহাবদান্যগণকে তোমার নিন্দাকারী বলিয়া তোমারই ন্যায় অধর্ম্মের ব্যবসায় বলিয়ার ঠিক করিবে—ইহা তোমাতেই শোভা পায়।

তাই ব্যবসাদার, বৈষ্ণব নিন্দা করিলে নিশ্চয়ই জেনো তোমার অধোগতি হইবেই হইবে, এখনও সময় আছে—তুমি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া জড়েন্দ্রিয় তর্পণচেষ্টা ছাড়িয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি ক্ষুদ্র পুরুষার্থসিদ্ধির প্রলোভনে মুগ্ধ না হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিতে শিক্ষা কর। গৌরনাগরী প্রবৃত্তির ছলনায় ইহলোকে পরলোকে গৌরকৃষ্ণের

স্বার্থের অপহারকস্থলে কাতুক হইও না। কামদেবের উপাসনা কর। তাহা হইলেই তোমার কাতুকতা প্রবৃত্তি দূরীকৃত হইয়া সাধুগণের অবকাশে বিচরণ করিবার বিঘ্ন নাশ করিবে। শ্রীকৃষ্ণ গৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীনাম, শ্রীমন্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীকীর্ত্তন শ্রীউপদেশামৃতের প্রচার পরনিন্দা ব্যবসা নহে, আর তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি তোমাকে বৈষ্ণবের প্রায় বিষ্ঠাবিষ্ঠাগর্ত্তের কীটকে আদর্শ জানাইয়া তোমার মঙ্গলসাধনে ব্যর করিতে পারে। ভাই ব্যবসাদার তোমার কি মনে পড়ে না?—যে দিন বিষয় গর্ত্তের কীড়ারূপ আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করিয়া স্বরূপের রঘু নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দরকে দেখিতে চলিয়াছেন; সেই সকল গুলিও তোমার সত্তাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার যোগ্যতা হইতেছে না কেন?

ভাই অর্থের ব্যবসাদার, তোমার মধ্যে যদি কপটতা না থাকিত, তাহা হইলে তুমি ও' গোস্বামীর চরণ আশ্রয় করিয়া স্বয়ং নিকাইয়নগণকে গুরু পিতা বন্ধু আত্মীয়-স্বজন বলিয়া আপ্‌টাইয়া ধরিতে না! তুমি যদি নিমেষমাত্রকাল বৃন্দাবনে বাস করিবার ইচ্ছা করিতে, নিমেষমাত্রকাল 'তৃণের আমি' বলিয়া আপনাকে নির্দ্দেশ করিতে পারিতে, তাহা হইলে আজ কি তোমাকে ধর্ম্মের গ্লানিকারক বলিয়া পরিচয় দিতে হইত! কপটগণের ভিতরে লজ্জাকার, সেবা-প্রবৃত্তি আদৌ নাই। কেবল ভোগপ্রবৃত্তিই আছে—এ কথা বলিয়া দুর্ব্বলগণকে সাবধান করিতে গিয়া সাধু শাস্ত্র ও গুরুগণ কখনই কপট ব্যবসাদারের ন্যায় ব্যবসায়ী শব্দ-বাচ্য হইতে পারেন না। সাধুবাক্যে ধর্ম্মের গ্লানিকারক মুখেই বাক্য তাহার মনোব্যাসঙ্গের বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ কপটতাপূর্ণ সাহিত্য জগতে অজ্ঞান আনয়ন করিবে। 'আমার ভোগপূর্ণবস্তুকে কেবল ভোগবুদ্ধিপূর্ণ এবং ভোগের ইন্ধন যোগাইতে যাহারা স্বতঃ পরতঃ প্রবৃত্ত নহে, তাহারাই পরনিন্দাপরায়ণ এইরূপ কপট ব্যবসাদারের নিকট হইতে তাহারা শিক্ষানবিশ ব্যবসাদারী শিখিয়া লইতে পারে বটে, কিন্তু যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয়, তখনই ভগবান্ সত্যস্বরূপে মায়াবদ্ধজীবের দুর্ভোগপুষ্ট অসত্তিমির অপসারিত করেন।

ভাই ব্যবসাদার, তোমাকে আর কি বলিব! তুমি আত্মরক্ষক। তুমি নিজের মাথা যখন নিজেই খাইয়াছ বলিয়া জগতের সকলের মাথা চর্ব্বণ করিও না। তোমার বিচার-বুদ্ধি বৈধাবৈধ শ্রীলোকের অঞ্চলে আবদ্ধ আছে। মুহূর্ত্তের জন্য যদি বিদ্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া সৌভাগ্য পাইবার ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে সম্বন্ধযোগ্য তুমি সত্বাই সাধুগণের কৃপাপ্রেষণাক্রমে বরেণ্য হইতে, তখন তোমার প্রকৃত মঙ্গল হইত এবং পরনিন্দাস্বরূপ বুঝিতে পারিতে।

অনধিকার-চর্চ্চা

[২]

ভট্টপল্লীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় 'শ্রীচৈতন্যধর্ম্ম-নির্ণয়' প্রবন্ধে যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই করিয়াছি। আরও একটি প্রবন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত ধারণার বিষয়ে সমালোচনা করিবার আশা পোষণ করিতেছি। বলা বাহুল্য, তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার মতবাদ প্রচারের উদ্দেশে মুখ্যভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার নিজ অনাস্থা এবং তাদৃশ ব্যবহারের উপযোগিতা-বর্ণন মুখে যে সকল বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি শ্রীচৈতন্যপ্রচারিত-ধর্ম্মের প্রতিপক্ষ অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্যে শ্রদ্ধা-যুক্ত জনগণের মতি পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়াস করিতেছেন। অন্যান্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কথা আলোচনা করিতে হইলে তাদৃশ সমালোচকের নিকট নিরপেক্ষতা বা জগতের কোন মঙ্গল আশা করা যায় না। অপরার্থের পোষণ-কল্পে যে সকল অপ্রিয়ভাষণ ও অভিসন্ধিমূলে বিচারছলনায় যে সত্যপক্ষদূষণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা আমরা আদর করিতে পারি না।

তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—'শ্রীচৈতন্যের সম্প্রদায়-বহির্ভূত ব্যক্তি তাঁহাকে যে ভক্ত বলিয়া মনে করে, তাহা তাঁহারই উপদেশ ও আচরণের অনুসরণমাত্র।' শ্রীচৈতন্যের সম্প্রদায়কে তটস্থ বিচারকগণ দুই প্রকার ভাষায় অভিহিত করিতে পারেন। একপ্রকার দর্শনে তাঁহার সম্প্রদায় সত্তো অবস্থিত, অপরপ্রকার সম্প্রদায় বলিতে পারেন,—শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম অসত্তো বা মিথ্য-সত্তো অবস্থিত। তর্করত্ন

মহাশয়ের ভাষার অতিব্যক্ত তর্কসমূহ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, তিনি শেষোক্ত দর্শনের একনিষ্ঠ ভাবক। যদি তিনি শ্রীচৈতন্য-ধর্মে অবিমিশ্র সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্য হইতে বহির্ভূত হইয়া তাঁহার জড়তায় রুচি আছে বলিয়া প্রকাশ করিতেন না। জীবের শ্রীচৈতন্যোদয়ে জাড্য-পরিপূর্ণ হইয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণাশ্রয় লাভ ঘটে। তাহাক্রমে যাঁহাদের বিকৃত-রুচিবশে বৈকারিকজগতের গতানুগতিক ন্যায় অবলম্বনে শ্রীচৈতন্য-বহির্ভূত জড়াভিনিবিষ্ট সম্প্রদায় বলিয়া আত্মজ্ঞান হয়, তাঁহারা অনাত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যসেবা হইতে বঞ্চিত হন। **শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায় বহির্ভূত** এই কথাটি-দ্বারা তর্করত্ন মহাশয় বৈকারিক বিচারবলে ব্রহ্মসংহিতা-কথিত শম্ভু-তত্ত্বে বিষ্ণুশক্তির উপলব্ধি করিয়াছেন। তর্করত্নমহাশয় যখন বহুশাস্ত্র আলোড়ন করিয়াছেন, তখন তিনি অবশ্যই জানেন যে, বিষ্ণুবস্তু বিষ্ণুমায়া-শক্তি দ্বারা বিকৃতদর্শনে কখনই পরিদৃষ্ট হন না। যখনই সেই একমাত্র অধিতীয় বিষ্ণুবস্তুর ধারণা বিষ্ণুর নিত্য স্বতঃকর্তৃত্ব হইতে ভেদবিচারে লক্ষিত হয় তখনই বিষ্ণুদর্শনে জড়বিশেষ বা দ্রষ্টার ভ্রান্তির আরোপ করা হয়। 'আমরা বিকারবাদাবলম্বনে মায়াবদ্ধজীবের ভ্রান্তপ্রতীতিতে যে শম্ভুতা পর্যবেক্ষণ করি তাহা দুগ্ধের বিকারজন্য দধির উদাহরণে অবস্থিত। ব্রহ্মসংহিতায় প্রবিষ্ট হইয়া অনুশীলন করিলে গোবিন্দস্বরূপবিষয়ে তর্করত্ন মহাশয়ের ভ্রান্তি অপনোদিত হইতে পারিত। সেই শ্লোকটি এই—

"ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
য়ঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

শ্রীচৈতন্যের 'সম্প্রদায় বহির্ভূত ব্যক্তি' বলিতে আমরা যে শেষোক্ত দার্শনিকগণকে লক্ষ্য করি, তাঁহারা শ্রীচৈতন্য-বিমুখ অবিদ্যাশ্রিত নিত্য সত্য হইতে মায়া-তাড়িত হইয়া বিক্ষিপ্ত ও আবক্ষিপ্ত জ্ঞানে আচ্ছাদিত। প্রতি পদে পদে সত্য হইতে বিচ্যুতিক্রমে বিবর্তবাদই তাঁহাদের অবলম্বনীয় মেরুদণ্ড। নিরন্তকুহক সত্য হইতে পতিত বিবর্তবাদাশ্রিত চৈতন্যবিমুখ মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক বিবিধ নিগড়ে আবদ্ধ। চৈতন্যসম্প্রদায়বহির্ভূতজনগণ অষ্টপাশবদ্ধ বলিয়া সেইরূপ জড়প্রবণ জীবগণের মঙ্গলের জন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের সপরিকরে প্রপঞ্চে অবতরণ, তজ্জন্যই পরম মুক্ত নিত্যস্তিধেশধৃক্ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেন,—

"প্রদায়িত-মহাপ্রেম-পীযূষ-রস-সাগরে।
চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ॥"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র উদিত হইয়া মহাভাব-পীযূষ-রসসাগর বর্দ্ধন করিলে যে ব্যক্তি 'দীন' অর্থাৎ সেই প্রেমামৃতপানে বঞ্চিত রহিল, সে যথার্থই 'দীন' অর্থাৎ পরম দুর্ভাগা।

"অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন বিদুঃ সর্বশাস্ত্রজ্ঞা ভ্রাম্যন্তি তে কথাঃ॥"

নিখিলশাস্ত্রবিদ্ ব্যক্তিগণও যদি চৈতন্যচন্দ্রকে 'স্বয়ং ভগবান্' বলিয়া না জানেন, তবে তাঁহারা অচিদ্ধগতেই গতাগতি করিয়া থাকেন।

তাদৃশ সম্প্রদায়-বহির্ভূত ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তদুপদেশে মুক্ত-পরমহংস মহাপুরুষ আশ্রমোচিত ত্রিদণ্ডি-বেষে অবস্থিত হইয়াও চৈতন্য-বহির্ভূত অসাম্প্রদায়িক-ক্রব সঙ্কীর্ণসাম্প্রদায়িককে বিনীত ভাবে বলেন,—

"ধত্তে বিষাণ ত্রিণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্-
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তজনগণ অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-দার্শনিকগণের প্রাকৃত সম্প্রদায় মূর্ত্ত নিরন্তকুহকসত্য শ্রীচৈতন্যবিগ্রহের আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোন প্রকার জড়ের অভিনিবেশ লইয়া বিকৃতভাবে প্রপঞ্চে অবস্থানকে মানবজাতির অমঙ্গলের কারণ বলিয়া মনে করেন। সমাজের অমঙ্গলপ্রার্থিজনগণ যে সকল নিজ নিজ সঙ্কীর্ণবিচার লইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের মহাবদান্য ধর্ম্ম বুঝিবার শক্তি অর্জ্জন করেন না, তাঁহারাই শ্রীচৈতন্য-দার্শনিকগণের শেষোক্ত প্রাকৃত-সাহজিক ত্রয়োদশ প্রকার অপধর্মাশ্রিত জনগণের অন্যতম। এইরূপ চৈতন্য-সম্প্রদায় বহির্ভূত ব্যক্তি চৈতন্যদেবকে অনুগ্রহ করিয়া যে "কৃষ্ণচন্দ্র" বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহাতে বাহিরের দিকে সম্মানের ছলনা থাকিলেও

নৈসর্গিক বিরুদ্ধবিচারসমূহ আগ্নেয়গিরির ন্যায় তাহাদিগের আত্মাকে নির্দ্বহন করে। চৈতন্যসম্প্রদায় বহির্ভূত অবিবেচক সমাজ শ্রীচৈতন্যদেবকে 'ভক্ত' শব্দে অভিহিত করুন আর নাই করুন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। অজ্ঞ মূর্খ সম্প্রদায় যদি প্রকৃত-পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যকে মূর্খতা বলিয়া জানে, তাহা হইলে পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের হ্রাস হয় না, পরন্তু মূর্খের মূর্খতা পুষ্ট হওয়ায় তিনি তাঁহার প্রচলিত মুদ্রা-দ্বারাই মহত্তর ভূগণকের ন্যায় বঞ্চিত হন।

জনমতই ঈশ্বরের মত'—এইরূপ কিম্বদন্তী তর্কহত জীবগণ স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু শ্রৌতপথের পথিক শ্রীচৈতন্যাশ্রিতজনগণ উহা আদৌ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। জনমত প্রথার প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেকজনের প্রকাশবন্ধনে বিজড়িত হইলেও, প্রাকৃতরাজ্যের অতীত প্রদেশে প্রাকৃতরাজ্যের সেই হেয় পরিচ্ছিন্ন অনুপাদের বিধিসমূহ অকূলে আবদ্ধ করিয়াও যাইতে হইবে,—একথা কখনও বিচারসঙ্গত নহে। প্রদীপালোক ব্যতীত অন্ধকারে কোন বস্তু দৃষ্ট হয় না বলিয়া অমিতপ্রভা-সম্পন্ন সূর্য্যোদয়ের পরও প্রদীপের আবশ্যকতা লইয়া যাহারা মাথামাথি করেন, সেরূপ ব্যক্তিগণের বিচার-চাতুর্য্য আমরা অধিক আদর করিতে পারি না।

কোন সময় একজন মাঝি গুণ টানিতেছিল। নদীর তীরে অনেক কাঁটাবন ও স্থানে স্থানে পাঁক ও গর্ত্ত থাকায় মাঝি ভাবিতে লাগিল, যদি বহু অর্থাগম হয়, তাহা হইলে সে সমস্ত নদীর তীরে লেপ ও বালিস বিছাইয়া দিবে, তাহা হইলে গুণ টানিবার কালে আর তাহার পায়ে কোন কষ্ট বোধ হইবে না। এইরূপ বিচার-নিপুণ মূর্খ মাঝি কিন্তু বোঝে নাই যে, যদি সমস্ত নদীতীরে লেপ ও বালিস বিছাইয়া দিবার মত অর্থই লাভ হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর গুণ টানিতে হইবে না। এই মাঝির ন্যায় বিচারের মহিমা, মুক্তরাজ্যে অধিক বলিয়া গৃহীত না হওয়ায় আমরাও নিয়ত-কুহক পরম সত্য হইতে বিচ্যুত সম্প্রদায়বহির্ভূতব্যক্তিগণের শ্রীচৈতন্যদেবকে কৃপা-পূর্ব্বক 'ভক্ত' অভিধানে অভিহিত করার বিচারের পক্ষপাতী নহি। শ্রীচৈতন্য-সেবাহীনজনগণের সঙ্কীর্ণধারণায় 'ভক্ত' শব্দের অনুভূতি কখনই শ্রীচৈতন্যভক্তের ভক্ত শব্দের সহিত এক হইতে পারে না। আমরা এই সকল কারণে তর্কগ্রস্ত মহাশয়কে অধিক বয়সে শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্ম আলোচনায় প্রবৃত্ত দেখিয়া তিনি কোন্ বস্তু দেখিতে কিরূপ দেখিয়া ফেলেন, তদ্বিষয়ে আশঙ্কিত হইতেছি। কিছুদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম—তাঁহারই প্রায় ব্যক্তিগণ বেদান্তে 'শাঙ্করের মতবাদ' আরোপে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। অবশ্য সেরূপ রুচি বেদধর্ম্মের কখনই অনুকূল হইতে পারে না। কপণতাগ্রস্তজনগণ কামনামুখে স্ব স্ব বিচারে বেদের 'সংহিতা' অংশের দেবস্তুতি-মন্ত্রসমূহের যে সকল অপব্যবহার করিয়াছিলেন, তৎফলে তাদৃশ কর্ম্মকাণ্ডকে গর্হণ করিবার উদ্দেশে 'ঔর্ত্তরি' 'তুর্ক্করি' প্রভৃতি উক্তিতে, চার্ব্বাক ঔলুক্য প্রভৃতি, সৌগত বৈভাষিক অর্হৎ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদিগণ আধ্যক্ষিক জ্ঞানকুশল কর্ম্মকাণ্ডকে কতই না আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু সত্যযুগের প্রারম্ভ হইতে নিয়ন্তৃকুহক-বাস্তবসত্যাশ্রিত শ্রীচৈতন্যদাসগণ বিষ্ণুভক্তি বিচ্যুত হইয়া নানাপ্রকার কাম-চাকচিক্যের স্রোতে ভাসিয়া যান নাই। তাঁহারা নিত্যকাল কামদেব ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্যসেবকসূত্রে শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত।

শ্রীচৈতন্যের নিষ্কপট-বাস্তবসত্যে অবস্থিত জনগণের বহির্ভূত সম্প্রদায় কখনই শ্রীচৈতন্যের উপদেশ শ্রবণ করিতে সমর্থ হন না। অধোক্ষজ সেবা বর্জ্জিত আধ্যক্ষিক জ্ঞান শ্রীচৈতন্যের বাস্তববস্তু কীর্ত্তনাত্মক শব্দের তাৎপর্য্যগ্রহণে সর্ব্বথাই বিমুখ। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ-লোভ কোন মুহূর্ত্তের জন্যই শ্রীচৈতন্য-বাণী শুনিতে অবসর দেয় না। সুতরাং তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের উপদেশ অনুসরণ করিতে অসমর্থ। মধুপূর্ণ কাচপাত্রের বহিঃস্থিত মক্ষিকা আবদ্ধ মধুভাণ্ডের উপর বসিয়াছে বলিয়াই যে কাচভাণ্ডাভ্যন্তরস্থ সুরক্ষিত মধুপান করিয়া ফেলিয়াছে অনুমান, তাহার যেমন মূল্য নাই, তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধ-তিমিরাশ্রিত নিমীলিত চক্ষু শ্রীচৈতন্যের চরিতামৃতাদি গ্রন্থের পাতা দর্শন করিয়াছে বলিয়া যোগমায়ার দ্বারা সুরক্ষিত শ্রীচৈতন্যচরিতসুধা ও তদুপদেশামৃত স্পর্শ করিয়াছেন এরূপ অনুমানও সম্পূর্ণ মূল্যহীন।

"উল্টা বুঝলি রাম" এই লৌকিক ন্যায়াবলম্বনে তাহাদের বিচার বহির্ম্মুখী হওয়ায় তাহারা ভক্তিরাজ্য হইতে বিপরীত দিকে গমন করেন। "বাক্যৈর্দ্বিগ্ভ্রান্তং বস্তু কথমৈক্যমবাপ্নুয়াৎ" প্রভৃতি বিচারানুসারে সৎ-

সম্প্রদায়বহির্ভূত তৃতীয়াশ্রমে বিচরণশীল প্রাপঞ্চিক অভ্রান্তিনিবিষ্ট আধ্যক্ষিকজনগণ শ্রীচৈতন্যের উপদেশের নিত্যত্ব দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়াই ভবঘুরে হইয়া থাকেন। তৎকালে "ভবাপবর্গো ভ্রমতাং" শ্লোক আলোচনা না করিলে তাহাদের ভগবানের উপদেশ ও আচরণের অনুসরণ সম্ভবপর হয় না। প্রতি পদেপদেই তাহাদের ভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। কোন সময় জনৈক অধ্যাপক বীয় অদ্বৈতবাদীর নিকট ভোজনান্তে মুখশুদ্ধি চাহিলে অদ্বৈতবাদী শঙ্কের বহির্দেশ ছাড়াইয়া সারাংশ দিতে হয় বিবেচনায় অধ্যাপককে সযত্নে হরিতকীর ত্বগ্‌গুলি ছাড়াইয়া উহার বীজটী প্রদান করিলেন। তখন অধ্যাপক বলিলেন যে, হরিতকীর ত্বকই প্রয়োজনীয়বস্তু বীজ পরিত্যাজ্যাংশ। অন্য সময় অধ্যাপক সেই অদ্বৈতবাদীর নিকট মুখশুদ্ধি চাহিলে অধ্যাপকের পূর্ব্ব উপদেশ ও শিক্ষানুসারে বুদ্ধিমান ছাত্রটী এলাচীর বীজগুলি অপসারিত করিয়া অধ্যাপকের সেবার্থ কেবল এলাচীর খোসাগুলি আনিয়া উপস্থিত করিলেন। এই শ্রেণীর ভ্রান্তি চৈতন্যহীন সম্প্রদায়ে অনিবার্য্য বলিয়া তাহাদের নিকট শ্রীচৈতন্যের পরস্পর আচারগুলি বিরুদ্ধমান বলিয়া প্রতীত হয়। বিষয়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে প্রবেশ না করিলে এইরূপ ভ্রান্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

তর্করত্ন মহাশয় সাংসারিক অভিজ্ঞতা যথেষ্ট লাভ করিয়াছেন, সত্য, কিন্তু তাঁহার তাদৃশী অভিজ্ঞতা ও আধ্যক্ষিক শাস্ত্রবিচার লইয়া শ্রীচৈতন্যধর্ম্ম আলোচনা করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অধিকারোচিত কার্য্য যে হয় নাই—ইহা তিনি স্বয়ং বুঝিতে পারিতেছেন। "আপোশানং কর্ম্মতুরু"—এই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া শ্রীচৈতন্যের উপদেশ ও আচরণ দেখিতে গেলে প্রতি পদে পদেই যে বিষম ভ্রান্তি আসিয়া আচ্ছাদন করে তাহার প্রতি প্রমাণও তর্করত্ন মহাশয়ের অবিদিত নাই। তিনি শ্বেতাশ্বতরের

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

মন্ত্রটী অনেকবার আলোচনা করিয়াও আমাদিগকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়েই শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়বহির্ভূত ব্যক্তির আসন অসত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরিবর্ত্তে সত্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ভেঙ্গাল চালাইবার নীতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

উপদেশের অনুকরণ ও আচরণের অনুসরণ এবং ঐ দুই ক্রিয়ার অনুকরণ এক নহে। যদি তাহা হইত, তবে শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশক্রমে জীবের আত্মস্বরূপপরিচয়ে তাঁহার রচিত শ্লোকটী তর্করত্নমহাশয়ের স্মৃতিপটে উদিত হইত—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রঃ
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥"

যিনি উপদেশ শ্রবণ করেন এবং সেই উপদেশের অনুসরণ করেন, তিনি উপদেশের কতক অংশ অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়াবলম্বনে পরিত্যাগ করিবেন কেন?—ইহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। উহা প্রীতিপূর্ব্বক সতত্বরক্ত সেবার অভাব নয় কি? বুদ্ধিযোগদাতের প্রভাবক্রমে প্রভুভোগ পিপাসা ভগবৎ-কৃপা-লাভে বঞ্চনা করে না কি? যদি তাঁহাদের প্রতি ভগবানের কৃপা হইত, তাহা হইলে তাঁহারা বাস্তবসত্যের নিকট যাইতে পারিতেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ ও আচরণ অনুসরণ করিতে পারিতেন।

জীবের স্বরূপে অর্থাৎ জীবাত্মার নিত্যকাল কৃষ্ণসেবা অনুস্যূত, তাহা বর্জ্জিত হইয়া জীবাত্মার অস্তিত্ব শ্রীচৈতন্যদেবের বাস্তবসত্যপ্রচারে উদ্ঘাটিত হয় নাই। বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম কর্ম্মকাণ্ডরত ভোগিসম্প্রদায়ের আদর্শ। তাহাও আবার দুই ভাগে বিভক্ত—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন যে, সৃষ্ট সমাজ 'বৈদ' ও অবৈদ-ভেদে বর্ণও আশ্রমের আকার পরিবর্ত্তন করায়। শ্রীচৈতন্যদেব মধ্যযুগীয় কতিপয় বৈষ্ণবাচার্য্যের ভগবৎসেবোন্মুখসমাজের বর্ণাশ্রমবিচারকে 'বৈববর্ণাশ্রম' এবং তৎপ্রতিকূল বিচারকে অবৈব-বর্ণাশ্রম বিধি বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। যাহারা অবৈব বর্ণাশ্রম বিধিতে প্রমত্ত, তাহাদিগের সহিত বৈববর্ণাশ্রমিগণের ভেদ আছে। বৈববর্ণাশ্রমে একায়ন-অস্মিত্ব বহুয়নশাখিগণের গৃহ্য ও শ্রৌতসূত্রাদির সহিত পার্থক্য সত্যযুগ হইতে স্থাপিত আছে। বৈববর্ণাশ্রমিগণের সহিত অবৈব বর্ণাশ্রমিগণের মতভেদ আপস্তম্বাক্রমুনির লেখনীতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। চিরদিনই বিষ্ণুসেবক ও বিষ্ণুমায়া-

সেবকগণের মধ্যে মতভেদ বর্ত্তমান। মায়াবাদ বিচার ও তদনুগৃহীত কর্ম্মকাণ্ড এবং তদ্বিপরীত বৌদ্ধ-জৈনাদির কর্ম্মকাণ্ডনিবারণকারী বিচারসমূহই বিষ্ণুমায়া-সেবকগণের বিচার, তর্কস্থল মহাশয় কেবল মাত্র কর্ম্মকাণ্ড ভোগপর-বিচার গ্রহণ করায়, অধোক্ষজ-সেবকগণের ভাষা এক বুদ্ধিতে অন্য প্রকার বুঝিয়া লইয়াছেন। হরিকথায় দুর্ভিক্ষ এবং হরিজনগণের বৈষ্ণবস্মৃতিবিধানের বর্ত্তমান দারিদ্র্যই এই জন্য অপরাধ করিতেছে, আয়ুষ্মান্ তর্কস্থল মহাশয়ের তাহাতে কোন দোষ নাই। যেরূপ বিষ্ণুসেবা-বঞ্চিত সম্প্রদায় চূড়াকাশজাত শব্দের অন্তর্গত বৃত্তি আশ্রয় পূর্ব্বক কৃষ্ণের সেবাভিলাষমূলে কর্ম্মজ্ঞান যোগাদির আবরণ প্রভৃতি বিদ্বজ্জাবদমূহের সংগ্রহতৎপর হইয়া কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনের পরিবর্ত্তে শ্রীচৈতন্যের প্রতি-কূল অনুশীলনে নিযুক্ত হইয়াছেন তদ্রূপ অবস্থায় ভক্তিশব্দের পরিভাষা শ্রীচৈতন্যদেবের দার্শনিকসম্প্রদায়ের বিচারপ্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিপরীতদিকে অবস্থিত।

ক্রমশঃ

প্রশ্নোত্তরস্তম্ভ

বৈষ্ণবচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত-পুরঃসর নিবেদনমিদম্—

আমি শ্রীসত্বের ৪০৬৬ নং গ্রাহক। ইতঃপূর্ব্বে শুদ্ধা-ভক্তি সম্বন্ধে কোন বিষয়ই কিছুমাত্র জ্ঞাত ছিলাম না। আপনাদের অনুগ্রহে শ্রীপত্রপাঠে যাহা কিছু অবগত হইয়াছি মাত্র। কিন্তু অনেক বিষয়ে এখনও মনে নানা-প্রকার সন্দেহের উদয় হয়। অনেক সময়ে শ্রীপত্র কৃপা-পূর্ব্বক সেই সকল সন্দেহের অনেক বিষয় সমাধান করিয়া দিতেছেন। ৪১শ সংখ্যা শ্রীপত্র গতকল্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার ১১শ পৃষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণসখা পাণ্ডবগণের কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে অনেক বিষয় জানিতে পারিলাম।

কাশীদাসী মহাভারতে দেখিতেছি যে, যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শন হইয়াছে, উহা মূল সংস্কৃত-মহাভারতে আছে কিনা, তাহা জানি না। যদি সংস্কৃত মহাভারতে ঐ বিষয় থাকে, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের একান্ত অনুগত পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন হইবার কারণ কি? যদি সংস্কৃত মহাভারতে না থাকে, তবে কি উহা কাশীরামদাসের স্ব-কপোল-কল্পিত? অথবা, পুরাণান্তর হইতে উহা প্রক্ষিপ্ত?—সে বিষয় শ্রীপত্রে প্রকাশ করিয়া আমার এবং আমার ন্যায় যাঁহারা ঐ বিষয়ে সন্দিগ্ধ আছেন, তাঁহাদের সন্দেহের নিরসন করুন। শ্রীচরণে নিবেদনমিতি। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীপতিতপাবন অধিকারী
ভবানীপুর, পোঃ চন্দনপুর।

উত্তর

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শনাভিনয়ের প্রণেতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল সংস্কৃত-মহাভারতের স্বর্গারোহণ-পর্ব্বের ২য় অধ্যায়ে আছে। যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শনাভিনয়ে একটী বিশেষ তাৎপর্য্য ও মহতী শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বা পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়। ভগবদ্ভক্তের উপমানস্বরূপ ভক্তরাজ-প্রহ্লাদ হইতেও শাস্ত্রে পাণ্ডবগণের শ্রেষ্ঠতা সূচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের প্রিয়, সুহৃদ, মাতুলেয়, আত্মা, পূজ্য, বচনানুবর্ত্তী এবং উপদেশকরূপে নিত্যকাল বর্ত্তমান। পাণ্ডবগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যভক্ত; সুতরাং পাণ্ডবাগ্রণী যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শন অসম্ভব।

যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শনাভিনয়-লীলা-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ মায়াবাদ নিরাস করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধস্থলে যখন দ্রোণাচার্য্য তৎপুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যুর পর অস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, তখন পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামা নিহত হইবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিলেন। পাণ্ডব-সখার ইচ্ছা—কোন-প্রকারে দ্রোণকে অস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে জয়ী করান, তাই তিনি ঐপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিলেন। কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণ জানিলেন যে, দ্রোণ একমাত্র সত্য-সত্যবাদী ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্ঠিরের বাক্য ব্যতীত অন্য কাহারও বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না, তখন শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে"—ইহা দ্রোণা-চার্য্যের সমীপে বলিবার জন্য আদেশ করিলেন। ধর্ম্মরাজ শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ-সত্ত্বেও সত্য হইতে ভ্রষ্ট

হইবার ভয়ে "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে"—ইহা বলিলেন না। তখন পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণ আর এক অদ্ভুত কৌশল খেলিলেন। ভীমসেনের দ্বারা দুর্য্যোধনের পক্ষীয় অশ্বত্থামা-নামে একটী বৃহৎকায় হস্তীকে গদা-প্রহারে হত্যা করাইলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন যে, এখন আর 'অশ্বত্থামা হত'—এই কথা বলিলে তাঁহাকে সত্যের অপলাপ করিতে হইবে না। কারণ, সত্য সত্যই দুর্য্যোধনের পক্ষীয় অশ্বত্থামা-নামে একটী হস্তী নিহত হইয়াছে। মহা-সত্যবাদী যুধিষ্ঠির কৌশলক্রমে সত্যের অপলাপ করাও অন্যায় বলিয়া মনে করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে "অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ"—ইহা বলিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের "অশ্বত্থামা হতঃ"—এই বাক্যটী উচ্চারিত হইবার অব্যবহিত পরই "ইতি গজঃ"—শব্দদ্বয়-উচ্চারণকালে বিপুল-শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কাজেই "ইতি গজঃ"—এই শব্দ-দুইটী আর দ্রোণাচার্য্য শুনিতে পাইলেন না। অশ্বত্থামা নামক তাঁহার পুত্রই হত হইয়াছে মনে করিয়া দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। পরম-স্বতন্ত্র পরাৎপর পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছারূপা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি বা সাক্ষাৎ আদেশ পরিপালন বা পূর্ত্তিই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত সেবা। যাহারা ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে আপেক্ষিক বিচারে দুর্নীতি-পুষ্ট বা অসত্য মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়, তাহারা স্বার্ত্ত। শ্রীকৃষ্ণ পরম-সত্যস্বরূপ, তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশ বা তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছা পূরণ করাই সত্যপালনের পরাকাষ্ঠা। বাহ্য-নৈতিকবিচারে শ্রীকৃষ্ণের আচরণ পরম-দুর্নীতিপুষ্ট বলিয়া মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ কৌশলক্রমে কেনই বা সত্যের অপলাপ করিবার জন্য অশ্বত্থামার মৃত্যুর সংবাদ ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্ঠিরের দ্বারা প্রচার করাইতে চাহিলেন? আবার ভীমসেনের দ্বারা অশ্বত্থামা-নামক একটী হস্তীকে হত্যা করাইয়া কপটতা-ক্রমে যুধিষ্ঠিরের দ্বারা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার অসত্য মৃত্যুসংবাদই বা কেন দ্রোণাচার্য্যকে জানাইতে চাহিলেন? যুধিষ্ঠির সত্যকথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু কৌশলী শ্রীকৃষ্ণ সেই সত্যের অপলাপ করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরের "ইতি গজঃ" শব্দের উচ্চারণকালে দ্রোণাচার্য্যকে উহা শুনিতে না দিবার জন্যই উচ্চশঙ্খ-ধ্বনি করিলেন!—ইহা কি সত্য-স্বরূপ ভগবানের কার্য? স্বার্ত্তগণ তথা-কথিত জড়ীয় নৈতিক-বিচারে আবদ্ধ, অসারগ্রাহী ব্যক্তিগণের মস্তিষ্কে শ্রীকৃষ্ণের এতবড় সত্যপ্রচারের আদর্শ প্রবিষ্ট হইবে না। অভক্তি-নীতি অপেক্ষা ভক্তি-নীতি অবশ্যকোটি-গুণে শ্রেষ্ঠ, ভক্তি-নীতির নামই পরমসত্য। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণ এবং তিনি পাণ্ডব-সখা। ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুরাগ, ভগবানের প্রতি ভক্তের অনুরাগ,—এই উভয়পক্ষীয় অনুরাগের নামই ভক্তিনীতি, তাহাই পরম সত্য। এই শিক্ষা-প্রচারার্থই পরম-সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এত কাণ্ড করিলেন। নিজজন পাণ্ডবগণের প্রতি বীর অনুরাগ প্রদর্শনার্থই নৈতিক-বিচারে যাহা অসত্য, কপটতা, তাহা ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্ঠিরকে করিতে বলিলেন; আবার, তাঁহারই লীলাক্রমে ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্ঠির পরম-স্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আদেশও বাহ্য নৈতিক-সত্য মিথ্যার বিচার আনয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করিতে চাহিলেন না। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বার্ত্তগণের বিচার ও গতি প্রদর্শন করিলেন। স্বার্ত্তগণ বাহ্য দেহ ও মনের বিচারে আসক্ত, তাঁহারা ভক্তি-নীতির কথা বোঝেন না, তাই তাঁহারা জাগতিক সত্যবাদীর অভিনয়কারী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আদেশ—শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছা—শ্রীকৃষ্ণের নিরঙ্কুশ অভিপ্রায়—শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ অর্থাৎ ভক্তিনীতিকে উল্লঙ্ঘন করেন বলিয়া জাগতিক সকল-সত্য-পালনের ফলে নরক দর্শন করিয়া থাকেন অর্থাৎ পরমসত্যস্বরূপা শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত জগতের বিচারে কল্পিত সত্যে যাহার যতই নিষ্ঠা থাকুক না কেন, সেই জাগতিক সত্য বা নীতি কোনকালেই নির্দ্দোষ ও নিশ্ছিদ্র নহে। দ্বৈতধর্ম্মযুক্ত জগতে কেবল সত্য নাই, তাই কেহ যদি যুধিষ্ঠিরের ভগবদ্ভক্তির আদর্শের অনুসরণ ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র বাহ্য-বিচারে যুধিষ্ঠিরের আদর্শ সত্যবাদিতাও গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই সকল-সত্য আপন করিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই সকল-সত্য পালন করিয়াও তাঁহাকে নরক দর্শন করিতে হইবে।* কিন্তু বাহ্য-বিচারে যাহা অসত্য বা দুর্নীতি-পুষ্ট বলিয়া মনে হয়, তাহাও যদি ভগবানের সেবা অর্থাৎ তাঁহারই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকল্পে সাধিত

---

* চতুর্বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥
(শ্রীচরিতামৃতে মহাপ্রভুর বাক্য)

হয়, তাহা হইলে তাহাই পরম-সত্য। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে শাস্ত্রীয়-বচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং তদ্ভাবপ্রভাবতঃ॥
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তথাভূতৈঃ কৃতো হরে।
নিঃশেষ-ধর্ম্মকর্ত্রা যাপ্যতক্তো নরকে হরে॥"

ভগবান্ বলিতেছেন,—বাহ্যবিচারে যাহা 'পাপ' বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাও যদি আমার জন্য কৃত হয়, তাহা হইলে তাহাই 'ধর্ম্ম' বলিয়া পরিগণিত হইবে, আর আমাকে অনাদর করিয়া ধর্ম্মও যদি কৃত হয়, তাহা হইলে আমার প্রভাবে সেই 'ধর্ম্ম'ই 'পাপ'রূপে পর্য্যবসিত হইবে।

হে হরে! তোমার অভক্তজনের কৃত ধর্ম্মও পাপরূপে পরিণত হয়। নিঃশেষ অর্থাৎ যাবতীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-কারীও যদি তোমাতে অনুরাগবিহীন হয়, তাহা হইলে সেইরূপ অভক্ত নরকে গমন করে।

এতৎপ্রসঙ্গে গীতার "অপি চেৎ সুদুরাচারো" (৯।৩০) প্রভৃতি শ্লোক, ভাগবতের "আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্" (ভাঃ ১১।৩২), "যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি" (ভাঃ ৪।২৯।৬৯) প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরমসত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আজ্ঞা হইতে বাহ্য-বিচারের সত্যকে বড় মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালন করিতে কুণ্ঠিত হইবার অভিনয় দেখাইয়াছিলেন বলিয়া যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শনাভিনয়ের প্রসঙ্গ লোক-শিক্ষার্থ মহাভারতে গ্রথিত হইয়াছে। কোনকালেই যুধিষ্ঠিরের বস্তুতঃ নরক-দর্শন হয় নাই বা হইতে পারে না। যুধিষ্ঠির স্বর্গে ইন্দ্রমায়া-রচিত নরক-দর্শনের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন, ইহা মহাভারতের স্বর্গা-রোহণ-পর্ব্বে তৃতীয়-অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে,—

"শ্বপাকেনৈব তত্যে রাজন্ ধর্ম্মিষ্ঠো নরকস্তব।
ন চ তে ভ্রাতরঃ পার্থ নরকার্হা বিশাম্পতে।
মায়ৈষা দেবরাজেন মৎকৃতেন প্রযোজিতা॥"

ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন,—"হে রাজন্! আপনাকে ছলক্রমে নরক দর্শন করান হইয়াছে।" হে পৃথুনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির! আপনার ভ্রাতৃগণও কদাপি নরকগমনের যোগ্য নহেন। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রযোজিতা মায়া-দ্বারাই আপনার ছল-নরক দর্শন হইয়াছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ মহাভারত তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের ৩২শ অধ্যায়ে (১০৮-১০৯ শ্লোকে) লিখিয়াছেন—

"শক্রোঽপ্যুবাচৈনমহং ত্বয়া তে
প্রদর্শিতঃ স্বোপ-কৃতে মৃষা গিরঃ।
কৃষ্ণ প্রিয়ং তে কথিতং ন চাতি-
বিস্রম্ভ আসীত্তব কৃষ্ণ-বাক্যে।
ন ত্বাজ্ঞয়া বাসুদেবস্য কিঞ্চিৎ
পাপং ভবেৎ সর্ব্ববিদর্চ্চিতোঽপি॥"

তাৎপর্য্য এই যে, যুধিষ্ঠির স্বর্গে যে নরকদর্শনের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা নরক নহে, কারণ, স্বর্গে নরকের অবস্থান নাই, উহা ইন্দ্রজালের ন্যায় ইন্দ্রমায়া-সৃষ্ট নরকমাত্র। ইহা দ্বারা ভগবান্ জানাইলেন যে, জগতের ভগবদ্বস্তুবিহীন সত্যবাদি-সম্প্রদায় নিশ্ছিদ্র সত্য বলিতে পারেন না, অনেকসময় অজ্ঞাতসারে ও সহজ-কপটতা-ক্রমে তাঁহাদের বাক্য অসত্য হইয়া পড়ে এবং সেই অসত্যের জন্য তাঁহাদিগকে নরকদর্শন করিতে হয়। যাঁহাদের পরাৎপর পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে বিশ্রম্ভ নাই—যাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, আপাতিক খণ্ডবিচারে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইলেও বাসুদেবের আজ্ঞায় কিঞ্চিৎ পাপও স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত নহেন,—স্মার্ত্তমাত্র। তাঁহারা বাহ্যে সত্যবাদী হইলেও তাঁহাদের নরক-দর্শন হইয়া থাকে; কারণ, তাঁহারা পরম বাস্তবসত্য শ্রীকৃষ্ণের সেবা পরিত্যাগ করিয়া খণ্ড সকল-সত্যে অত্যাগ্রহবিশিষ্ট,—ইহাই শ্রীমহাভারতোল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদ যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শনাভিনয়ের তাৎপর্য্য।

গৌড়ীয়-গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

১। এতদ্দ্বারা গ্রাহকবর্গকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যখন কোন পত্রাদি লিখিবেন, অনুগ্রহ করিয়া "গ্রাহকনম্বর" লিখিতে ভুলিবেন না এবং নূতন গ্রাহক হইতে হইলে 'নূতন' এই কথাটি লিখিবেন।

২। গৌড়ীয়ের ৬ষ্ঠ বর্ষ শেষ হইয়াছে। অতএব যাঁহাদের ভিক্ষা বাকী আছে তাঁহারা যেন দয়া করিয়া তাহা সত্বর গৌড়ীয় অফিসে পাঠাইয়া দেন। গৌড়ীয়-কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৩৩৫, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ | ৫ম সংখ্যা

হংসজাতির ইতিহাস

শ্রীমদ্ভাগবত যে চতুর্বিংশতি লীলাবতারের কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে দশমলীলাবতার ভগবান্ হংস। এই হংসের কথা দ্বিতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে ঊনবিংশ শ্লোকে উল্লিখিত আছে। শ্রীহংসদেবই জীবের স্বরূপ-বিষয়ক আলোকপ্রদান-কল্পে সমুদ্ধ-প্রেমের সহিত ভক্তি-লক্ষণ যোগ নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন। সেই লীলাবতার নারদ যে হংসগীত শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীব্যাসদেবকে ভগবৎপ্রসঙ্গ জানিয়া উপদেশ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ হংসগীতেরই বিবৃতি। এই জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের পরমপ্রিয় শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ নিজানুগত সম্প্রদায়ে সেই হংসগীতেরই উপদেশকে 'উপদেশামৃত' বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যাশ্রিত শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায় হংসগীতের তাৎপর্য্য লইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের অনুশীলন করিয়া থাকেন বলিয়াই তাঁহারা রূপানুগ-নামে প্রসিদ্ধ। গৌড়ীয় মাত্রেই শ্রীরূপানুগ। শ্রীরূপানুগত্য পরিত্যাগ করিয়া যাহাদিগের গৌড়ীয়-বৈষ্ণবানুগত্যাভিমান, তাহারা হংসজাতির বিরোধী।

শ্রীরূপপাদ স্বীয় ভাগবতামৃত-গ্রন্থে ভাগবত-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বতন-গুরু ভগবান্ হংসের কথা বলিতে গিয়া এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

"শক্তোঽখিলবিবেকেঽহং ক্ষীরনীরবিভাগবৎ।
ইতি যন্নাম্নঃ প্রাজ্ঞহংসো বাক্তিং ভলাল্লগঃ ৪"

ভগবান্ হংস অখিল বিবেকের অধিকারী বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। বিবেক-ব্যাপারটী ক্ষীরনীর-বিভাগ-ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। হংসজাতির ও সৎসঙ্গে আসক্তিই প্রকৃত বিবেকের উদাহরণ। যিনি ভগবান্ হংসের উপদেশ গ্রহণ করিয়া ক্ষীরোদকের সহিত লবণোদকের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে অসমর্থ, তাঁহার আস্বাদন শক্তিতে বিবেকের অভাব।

হংস-ভগবানের উপদেশমত হংসজাতি জানিয়াছেন যে, ভক্তরত্নাকরের সহিত ক্ষীরোদকের সমধর্ম্মপ্রয়াসি-জনগণের আত্মানাত্মবিবেকের অভাব বর্ত্তমান। ক্ষীর উদক আছে। কিন্তু সেই উদক তিক্ত, প্রপঞ্চস্থিত নীরকেও 'উদক' বলা যায়। ক্ষীরোদক ও প্রাকৃত নীরমধ্যে ভেদ নাই—এরূপ উক্তি প্রপঞ্চে অবস্থানকালে বদ্ধজীবের অন্বয়জ্ঞানবিবেকে বিবর্ত্ত-ভ্রান্তির উদাহরণ। শ্রীহংস-ভগবান্ জল হইতে প্রকাশিত হইলেন—এই অবতারবাদ বুঝিতে গিয়া অনেকের ভ্রান্তি হয়।

অবতরণ-বাদ বা অবরোহ-বাদাশ্রয়ে অধোক্ষজবস্তু অনিরুদ্ধদেব ক্ষীরোদ-সমুদ্র হইতে হংসরূপে উদিত হইয়া ভগবদ্বিভিন্নাংশ জীবকে স্বীয় স্বাংশ জ্ঞানের উপদেশ

করেন এবং চিৎপ্রকৃতি পরা-প্রকৃতি অপরা প্রকৃতির বিচার ভিন্ন—এই তত্ত্বশক্তির বিবেক প্রদান করেন। ভগবান্ হংস নিত্যকালই বিবেকী, সুতরাং তিনি জল হইতে নির্গত হইয়া রাজহংসরূপে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া শ্রীগুরুদেবের কার্য্য করিয়াছেন এবং আপনাকে অখিল-বিবেকশক্তিযুক্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

যাঁহাদের নিকট তিনি অখিলবিবেকবান্ বলিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, সেই হংসজাতি তাঁহাকে "রাজ-হংস" রূপ লীলাবতার জানেন। জড় নীর ও চিন্ময় নীর-বর্ণনে লোক-বোধ্য ভাষার কাল্পনীরভেদ-ন্যায় প্রপঞ্চে আগত হংসাদিকে বলিয়াই জড়াভেদ-বাদ বা বিদ্যাবৈভবাদ যে দোষযুক্ত ইহা বুঝিতে কাহারও বাকী নাই। অসৎ-পুরুষগুরু শ্রীমদ্ধরমুনি তত্ত্ববাদশাখার প্রবর্ত্তক-সূত্রে মায়া-বাদিগণের ভ্রান্তবিশ্বাস-সংশ্লিষ্ট তথা-কথিত হংসকে আত্মার-পূর্ব্ববিচারে 'গুরু' বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

মায়াবাদীর পূর্ব্বতন গুরু যে হংস, সেই হংস—কাল্পনিক ও সন্ধানকযোগীন্দ্র-কথিত ঈশ্বরাবতার হইলেও উহার নিত্যস্বভাবে তাদৃশ হংসপ্রতীতিকে শ্রীমধ্বমুনি বহুমানন করেন নাই। তাঁহাদিগের হংস অখিলবিবেকে পারঙ্গত মূর্ত্তবিগ্রহ নহেন। তিনি নির্ব্বিশিষ্ট অবিবেকী ও বিবেকি-গণের সমন্বয়কারী নির্ব্বিবেকী মাত্র। নির্ব্বিবেকী হইয়া যদি বিবেকবান্-পরিচয়ে ক্ষীরনীরভেদ করিতে যান, তাহা হইলে তাঁহার তাদৃশ কার্য্য জগন্মিথ্যাত্ব-বাদে অলীক, অসৎ ও মধ্যারোপক্রমে তাৎকালিক মিথ্যা-প্রতীতিবিশিষ্ট ত্রিবিধ বিভাগে লক্ষিত হয়।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুকে শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধজ্ঞানবিষয়কবিচারে শ্রীগৌরসুন্দরের নির্দ্দিষ্ট বস্তুর ব্যাখ্যা বলিয়াছিলেন—এই প্রভুদ্বয়ের নিকট হইতে সাধু হইবার অভিপ্রায়ে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপ্রভু তাঁহাদের প্রীতি উৎপাদন করিবার নিমিত্তই শ্রীমদ্ভাগবতের হংসসূত্রের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। সেই সকল ইঙ্গিত অবলম্বনে শ্রীরূপপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ শিক্ষা শ্রীজীবপ্রভু ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন যে, তৃতীয় মন্বন্তরাবতারে শ্রীহংস ভগবানের নাকট)।

হংসজাতির উপাস্য রাজহংস বিষ্ণু। সাত্বত, ভাগবত, বৈষ্ণব, বৈখানস, বালখিল্য, কেশপ, পাঞ্চরাত্র পরমার্ষি ইত্যাদি দ্বাদশ সংজ্ঞা হংসজাতির নামান্তর। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, তাঁহাদিগকেই 'পরমহংস' বলা যায়। নির্ব্বিশেষবাদগুরু শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য হংসভগবানকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের নির্ব্বিশেষবিচারে গুরুশিষ্যজ্ঞান কালক্ষোভ্য বলিয়া শ্রীআনন্দতীর্থের পূর্ব্বগুরু হংসভগবান্ সমলীলা-সম্পন্ন নহেন।

বুদ্ধবৈষ্ণব বলেন,—হংস লীলাবতার আদিগুরু ভগবান্ বিষ্ণু। শ্রীশঙ্কর বলেন,—গুরু ও শিষ্য-তত্ত্বে ব্যবহারিক-বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু পারমার্থিক নির্ব্বিশেষভাব বিদ্যমান, তজ্জন্য সবিশেষ ব্রহ্ম তাঁহার বিচার-মতে কালক্ষোভ্য। এই জন্যই শ্রীভাগবত বলেন—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

এই রাজহংসপ্রীতিই ব্রহ্মা চতুঃশ্লোকী-প্রণয়নে লাভ করিয়াছেন। আনন্দতীর্থ মধ্বপাদ স্বীয় গুরুপরম্পরায় হংসরূপী বিষ্ণুর সাক্ষাদ্ধরণত্বে ব্রহ্মাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কেবলাদ্বৈতবাদী বিদ্ধবিষ্ণুভক্ত বলিয়া নিত্য চিন্ময়-সবিশেষ বিষ্ণুর অনন্ত প্রকাশের অন্যতম জড়নির্ব্বিশিষ্ট সমন্বয়বাদী আবাধিক-জ্ঞানোত্থ প্রত্যর্থের কদর্থীকরণে ব্যাপৃত। অখিল বেদার্থবিৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণবদেবকে না জানিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-হীন হইলেই জড়নির্ব্বিশেষরূপ দুর্গতির উদয় হয়। মায়াবাদে আরূঢ়ব্যক্তিই সবিশেষ বিষ্ণু-তত্ত্বে অপরাধী হইয়া পড়েন। সেই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমায়া-বিচারূপ গয়াসুরের মস্তকে শ্রীগদাধরপাদপদ্ম স্থাপিত আছে। হংসজাতির সনাতনধর্ম্ম আত্মবিদ্‌গণের প্রাকৃত বিচার হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য গৌরসুন্দর ঐ তত্ত্বের প্রচার করিয়াছেন।

হংসজাতি চিরদিনই শ্রীনারায়ণের উপাসক-সূত্রে বর্ত্তমান। তাঁহাদিগের বিচার প্রতিহত করিবার প্রয়াস দুর্দ্দিবেক্ষিগণের মধ্যে দেখা গেলেও তাঁহারা কোনদিনই হংসজাতির একায়ন-স্কন্ধ বেদের বিপর্য্যয় করিয়া বহুায়ন-শাখার বহুীশ্বরানুগত্য আরোপিত করিতে পারেন নাই। মায়াবদ্ধ জীবগণের যোগ্যতানুসারে যে নশ্বর বহুত্বের কল্পনা হইয়াছে ঐগুলি চিন্নিমুখতা-মাত্র। সেই জন্যই বিচার-মার্গে কর্ম্মকাণ্ডের হন্তারকের উদয়-ক্ষেত্র। সেই বেদবিরোধীর মত আংশিক ভাবে কেবলাদ্বৈত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবিচারে কতকটা বাধা প্রাপ্ত হইয়া গয় প্রভৃতি অসুর নিহত হইয়াছিল।

ভগবৎপাদপদ্ম সেবা-বিচার-বিরোধিজনগণের শীর্ষদেশে অবস্থিত হইয়া তাহার প্রবলতা সাধন করিতে যেন না। বিচার-জনিত প্রাকৃত মলের অপসারণ-কার্য্যে ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্যগণ যেরূপ প্রণালীতে একায়ন পাঞ্চরাত্রিক বিচার প্রবর্ত্তন করিবেন এবং বৈদিক শুদ্ধমত-রূপ শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা করিবেন, সেই রীতি-প্রদর্শন-লীলাভিনয়-মুখে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-প্রাকট্যের বাহ্য কারণ। বিষ্ণুর আবেশাবতার বুদ্ধদেব, ঔলুক্য, বার্হস্পত্য চার্ব্বাকাদির যথেচ্ছাচার এবং কর্ম্মকাণ্ডের অপব্যবহার-নিবারণ-কল্পে নৈমিত্তিক অবতার-রূপে জগতে হিত সাধন করিয়াছিলেন।

মায়াবদ্ধ জীব অত্যন্ত দ্রুতবেগে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানসাহায্যে অক্ষোক্ষিরতর্পণে প্রবৃত্ত হওয়ায়, তাহাদের আধ্যক্ষিক-বিচার-দোষ-নিরসন-কল্পে জগতের হিতকারক ব্রহ্মণ্য-দেবের আবেশাবতার উদিত হইয়াছিলেন। বিষ্ণুর অবতার রূপে তাঁহার পৃথিবীর ভারহরণ-লীলা প্রদর্শন করিবার অব্যবহিতপরেই তাঁহার বিচারসমূহ সুষ্ঠুভাবে ধারণা করিতে অসমর্থতানিবন্ধন অনুগত-জনগণের মধ্যে পুনরায় বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় আদিবিষ্ণুস্বামী "সর্ব্বজ্ঞসূক্ত" নামে ব্যাসসূত্রের আদি ভাষ্য রচনা করেন। ইহার অনুবাদে 'নিম্বারেণ' নামক শিবস্বামি-সম্প্রদায়ের অনুবাদও দেখা যায়। বিষ্ণুস্বামীর পাঞ্চরাত্রিক একায়নবিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত উপাস্য-বিষ্ণুতত্ত্বকে ভগবদ্বর্গত মনে করায় নিম্বারেণগণের আবির্ভাব হইয়াছিল।

শৈব বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শন ও শ্রীকণ্ঠাদি মতবাদি ভাষ্যকার-গণের অনুবাদে যে সাম্বতপঞ্চরাত্রসমূহ বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইলে বিপুল গবেষণা আবশ্যক। উহা বিগত-কালের তিমিরে আচ্ছাদিত থাকায় অতি পাশুপাদির গিরিশৃঙ্গ তাহাকে প্রোথিত করিয়াছে। সর্ব্বজ্ঞমুনির বিকৃতকল্পনার সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনিকৃত 'সংক্ষেপ-শারীরক' প্রভৃতির অনুবাদ বিচারকসম্প্রদায়কে একদিন প্রকৃত আলোকে আনয়ন করিবে।

বেদবিরোধি-আচার্য্যকুলের অনুবাদে বেদানুগ আচার্য্য-কুল সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-নামে খ্যাতি লাভ করেন। তাহার পূর্ব্বে একায়ন-স্কন্ধী ঋষিগণ ও বহ্বায়নবাদী ঋষিকুল অপ্রতিহতভাবে স্ব-স্ব-বেদানুগ পন্থতিতে অবস্থিত ছিলেন। আম্নায়বিপর্য্যয়সংঘটন-ফলে বিরোধিকুলের নেতৃবর্গ আচার্য্যসংজ্ঞায় অভিহিত হওয়ায় বেদানুগ সম্প্র-দায়ও তাহাদিগের প্রতিরোধ-মূলে আচার্য্যত্ব গ্রহণ করেন। ভাবী বিভিন্ন আচার্য্যকুলের মতবাদসমূহের নিরসন-কল্পে ও শ্রুতিমূলগণের পরস্পর বিবদমানত্বের সুযোগ-গ্রহণে উৎপন্ন সম্প্রদায়সমূহের সৎপথপ্রদর্শনের নিমিত্ত যে সূত্র পূর্ব্বকালে গ্রথিত হইয়াছিল, তাহারই ভাষ্যকাররূপে মধ্যযুগীয় আচার্য্য-সম্প্রদায়কে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীগৌরসুন্দর সেই সকল বিভিন্ন আচার্য্যসমূহের বিবদমান মতগুলির একটি অভূতপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বা সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই সমন্বয়-প্রদর্শনে আমরা অনেক-গুলি স্বল্পভাবের মীমাংসা লক্ষ্য করিয়া ধন্য হই। হংস-জাতির একায়নস্কন্ধ-বিস্তার বহ্বায়নবিচারপ্রণালীর পরস্পর বিবাদের প্রশমন করিয়া শান্তি প্রদান করে। চারিযুগ ধরিয়া একায়ন পাঞ্চরাত্রিক ভাগবত-বিচার প্রবর্ত্তিত আছে, তবে কালে কালে বিরোধিমতবাদিগণ যে সকল অভিনব কথা উত্থাপন করিয়া নিজ নিজ বিচার-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, ঐগুলির নিরসন-কল্পে যে সকল

প্রাসঙ্গিক কথার বিস্তৃতি দেখা যায়—উহাও আরোহবাদীর তর্কানুগত্য নহে।

শ্রৌতক্রম তর্কপন্থী অনেক সময়ে একায়নক্ষত্রিয়গণের পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত-মত প্রচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে পঞ্চরাত্র ও ভাগবত হংসজাতির সনাতনবিচারের কোন হানিজনক কার্য্য করিতে পারে নাই। তবে সময় সময় ভগবদ্বৈমুখ্য প্রবল হওয়ায় সেই হংসজাতি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকতা-অবলম্বনে যে বিভক্ত বর্ণাশ্রমের আবাহন করেন, তাহার মীমাংসাও আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে লক্ষ্য করিয়া থাকি। হংসজাতির অধস্তন-সূত্রে যাবতীয় বর্ণবিভাগে, যাবতীয় আশ্রমবিভাগে, পরস্পর অন্যান্য কারণে বৈষম্য থাকিলেও "সর্ব্বেষাং মহুপাসনম্" এই মূলমন্ত্র ত্যাগ হয় নাই, ইহাই একায়ন-পন্থা।

হংসজাতি—ব্রহ্মনিষ্ঠ; হংসাধস্তনগণ—তর্কনিষ্ঠ। হংস-জাতি—বিবাদমুক্ত, অব্যভিচারী, ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিবিশিষ্ট, ঐকান্তিক আর তদধস্তনগণ বিবদমান ও বহুত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে অনুপাদেয়তা বা অপ্রাপ্তির আবাহনকারী। তাদৃশ পরস্পর বিবদমান হইয়া বহুয়ননাথা অবলম্বনে বহুয়নগণ যে বহুপ্রকার উপাস্যবিচারে তর্ক উপস্থিত করেন, সেই তর্কসমূহের সমাধানপ্রয়াস-কল্পে বিষ্ণুর অবতার-বিরোধী আরোহবাদিসম্প্রদায় নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্মবস্তুকে একায়ন-ব্রহ্মরূপে স্থাপন করিতে গিয়া রাজস ও তামস পঞ্চরাত্র এবং ভাগবত-বিষেষ-বাদে বাদ্য-বাদ রচনা করেন। তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে হংসজাতির একমাত্র ধর্ম্ম ভগবদুপাসনা হইতে পরিবর্জ্জিত।

অনধিকার-চর্চ্চা

[৩]

ভট্টপল্লীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর আদেশ ও উপদেশ অনুসারে শ্রীচৈতন্যভক্তগণের মধ্যে এবং আনুষঙ্গিক শ্রীচৈতন্য-চরিত আলোচনা না করায় অনুচ্চে প্রবেশাধিকার পাইতে পারেন কি না, তাহা সুধীগণের বিচার্য্যবিষয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ)

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী কি জন্য গোবর্দ্ধন গিরিরাজের উপর উঠিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং কেনই বা শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীল পুরীপাদের আনুগত্যাভিমাননীলা প্রদর্শন করিয়াও ভক্তগণকে গোবর্দ্ধন-গিরিরাজের উপর উঠিতে নিষেধ করেন, আধ্যক্ষিকজ্ঞানে তাহার আলোচনা করিতে গেলে প্রতি পদে পদে বিবর্ত্তগ্রস্ত হইতে হইবে। সেবকের সেবাবস্তুর মর্য্যাদা লঙ্ঘন প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। এই জন্য আদর্শ-সেবকোত্তম-লোক-শিক্ষক-লীলাবিলাসকারী ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব ভোগ-বুদ্ধিতাড়িত জীবগণের শিক্ষাকল্পে স্বয়ং আচরণ করিয়া গোবর্দ্ধন-গিরিরাজের উপরে আরোহণ করিবার নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগিরিরাজ তর্কপন্থাবলম্বীগণের আধ্যক্ষিক বিচারান্তর্গত প্রস্তরখণ্ডমাত্র নহেন। গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন। তাঁহার প্রত্যেক উপলখণ্ড "গিরিরাজ"শব্দে কথিত হয়। তাহা 'উপল' নহে, 'খণ্ড'ও নহে। তাহা এক একটী পূর্ণ কৃষ্ণ। গোবর্দ্ধন-গিরিরাজ ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের মাধ্যাহ্নিক বিহারক্ষেত্র। তজ্জন্য লোকশিক্ষক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মর্য্যাদাবিচারে গোবর্দ্ধন-গিরিরাজের উপরে আরোহণের লীলা দেখান নাই। প্রাচীন তর্করত্নমহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেব যখন গরুড়-স্তম্ভের নিকট হইতে শ্রীজগন্নাথদর্শন করিতেছিলেন, সেই সময় এক উড়িয়া স্ত্রীলোক গরুড়ের উপর আরোহণ এবং শ্রীচৈতন্যদেবের স্কন্ধে পদার্পণপূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথ দর্শন করেন। সেবক গোবিন্দ উড়িয়া-স্ত্রীলোকটিকে সাবধান দিতে চাহিলে শ্রীচৈতন্যদেব সেই উড়িয়া স্ত্রীর ভগবৎসেবাচেষ্টার অনুমোদন ও প্রশংসা করিয়াছিলেন। তর্করত্নমহাশয়ের বিচারে বিচার করিতে গেলে শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা ঐরূপ অনুমোদন ও প্রশংসা অত্যন্ত বিগর্হিত কার্য্য বলিয়াই প্রমাণিত হইবে। কারণ গোবর্দ্ধন যেরূপ "হরিদাসবর্য্য", শ্রীকৃষ্ণের বিহার-ভূমিকা গরুড়ও তদ্রূপ নিত্য হরিদাস এবং ভগবদ্ বিষ্ণুই বাহন। বিশেষতঃ সামাজিক মর্য্যাদাপর বিচারেও এক জন ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসীর স্কন্ধে স্ত্রীলোকের আরোহণ বিশেষ

অন্যায় কার্য্য। যে গৌরসুন্দর স্ত্রী-দর্শনকে বিষভক্ষণ হইতেও অপাধু বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, যিনি অন্য স্থলে গোবিন্দকে বলিয়াছিলেন,—"গোবিন্দ আজি রাখিলা জীবন। স্ত্রী-পরশ হইলে আমার হইত মরণ॥" কিন্তু এস্থলে তিনিই আবার গোবিন্দকে নিবারণ করিয়া স্ত্রীলোকের গরুড়ের উপর আরোহণ ও ব্রহ্মশঙ্করাদীর স্কন্ধে পদ স্থাপন অনুমোদনপূর্ব্বক বলিলেন কেন?—

"অরে ভাগ্যবতী এই বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আমি আমার না হয়॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪।৩০)

ইহার সুন্দর মীমাংসা শ্রীচৈতন্যের সেবক গোবিন্দ একদিন গম্ভীরার দ্বারে বিশ্রামসুখে শায়িত শ্রীচৈতন্যদেবকে তৎ-সেবাসুখতাৎপর্য্যার্থ উত্থাপন করিয়া এবং মহাপ্রসাদে সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্ব ও তদীয় বুদ্ধি থাকিলেও স্বাভাবিক নিজ-সম্বন্ধ-হেতু আত্মেন্দ্রিয়-শ্রীবিগ্রহাপসারণ মহাপ্রভুর নিদ্রাভঙ্গ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা অর্থাৎ নিজপ্রয়োজনার্থ গমনকালে গৌর-সেবার্থ আগমনের উপায় অবলম্বন না করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জানাইয়াছেন,—

গোবিন্দ কহে, আমার 'সেবা' সে 'নিয়ম'।
অপরাধ হউক কিংবা নরকে গমন॥
'সেবা' লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ডর মানি॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০।৯৫-৯৬)

গোবিন্দ যেরূপ গৌরকৈঙ্কর্য্য-তর্পণেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়াই অর্থাৎ মহাপ্রভুর পাদসম্বাহনাদি সেবা করিবার জন্যই মহাপ্রভুকে উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া অর্থাৎ নিজ ভোজনের জন্য পূর্ব্বদিবি অবলম্বন করেন নাই, সেইরূপ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুও শ্রীগোপাল-দেবের সেবার জন্যই গোবর্দ্ধনে আরোহণ করিয়া শ্রীবিগ্রহাদি স্থাপন করিয়াছিলেন। আর ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ন্যায় ভোগবুদ্ধিপরায়ণ জীবগণকে শিক্ষাদানকল্পে—পাছে আমরা সেবার নাম করিয়া আত্মেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে যাইয়া ভগবানের চরণে অপরাধ করিয়া বসি—এই জন্য মর্য্যাদা-বিচারে গোবর্দ্ধন-গিরিরাজের উপর আরোহণ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। প্রাপঞ্চিকবুদ্ধি এই ঘটনার তাৎপর্য্য-গ্রহণে অসমর্থ হওয়ায় কি শ্রীচৈতন্যদেবের একজন সাধক জীব-বিশেষ হইয়া যাইবেন? তাহা কখনই নহে। প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, গোলোক-বৈকুণ্ঠের পরাৎপর-প্রভু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবকে কখনই জীবতত্ত্বে স্থাপিত করিতে পারিবে না। বরং ইহা দ্বারা "ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা," অন্তর্য্যামিপরমাত্মার অংশী, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ংরূপ ভগবান্ গৌরসুন্দরের মহাবদান্যতা-লীলারই ভিত্তিস্থ ঘোষিত হইবে।

জগন্নাথ-মন্দিরে কোন গৌড়ীয়-ভক্তের শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপ্রকালন-পূর্ব্বক জলপান এবং তাহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের ক্রোধপ্রকাশ-লীলার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া মহামহোপাধ্যায় তর্করত্ন মহাশয় প্রমাণ করিতে চান যে শ্রীচৈতন্যদেব জীবতত্ত্ব ছিলেন বলিয়াই ঈশ্বরের সম্বন্ধে ভক্তের দ্বারা তাঁহার পাদধৌতিরূপ অনাচার নিষেধ করিয়াছিলেন। যদিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই লীলার মীমাংসা আচার্য্যবর্য্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু প্রদান করিয়াছেন, তথাপি তর্করত্ন মহাশয় সেই মহা-মহোপাধ্যায় জগদ্গুরু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর উপদেশ ও সিদ্ধান্ত অনুচানমানিভাক্রমে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু মহাপ্রভুর গৌড়ীয় ভক্তের প্রতি ক্রোধ-লীলার কারণ জানাইয়াছেন,—

"যদ্যপি গোসাঞি তারে হইয়াছে সন্তোষ।
ধর্ম্মসংস্থাপন লাগি' বাহিরে মহারোষ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১২।১২৪)

জগদ্গুরু আচার্য্যের লীলা প্রদর্শক পরাৎপরপুরুষ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর অনর্থযুক্ত সাধকজীবকে সেবাপরাধবর্জ্জন-শিক্ষা-দানকল্পে ঐ লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণাভিমানী, আচার্য্যাভিমানী, ভজনমার্গের অধিকারী গুরুক্রবগণ শিষ্যক্রবগণের মস্তকে পদসংস্থাপনে সর্ব্বদা ব্যগ্র, যে সকল অমুক গুরুক্রবগণ তাঁহাদের যোগ্য শিষ্যক্রবগণের দ্বারা পদধৌতি প্রভৃতি করাইবার জন্য ব্যস্ত এবং স্থানাস্থান না মানিয়া ভগবন্মন্দিরেও সেইরূপ অবৈধ কার্য্যের প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত, সেই সকল অনর্থযুক্ত-ব্যক্তিগণকে সেবাপরাধ হইতে সতর্ক করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দরের এই শিক্ষা-লীলার অবতারণা। ইহা তর্করত্ন ধারণা করিতে না পারিলেই যে, 'ভগবান্' 'জীব' হইয়া যাইবেন, এইরূপ 'ভার' ভারতবর্ষের মত স্থানে আবিষ্কৃত হওয়া ভারতের কলঙ্কের কথা।

অথবা সেই পরমেশ্বর-সেবার অবর্ণনীয়া শক্তির বেগ বৃদ্ধি কি অলৌকিক সম্প্রদায়—আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়—চৈতন্য-বহির্ভূত সম্প্রদায়—মায়ার অষ্টপাশবদ্ধ সম্প্রদায়—প্রাকৃত-বিষয়ভোগোন্মত্ত ইন্দ্রিয়তর্পণরত সম্প্রদায় ধারণ করিতে সমর্থ হইবে! সুতরাং গোবিন্দের মূর্ত্তিরা আধ্যক্ষিক-জ্ঞানমত্ত চতুর্দ্দশ-ভুবনবাসী দেব-নরাদির অপরুষ্ট বার্হ-বিচারের অতীত উন্নত শিখরে অবস্থিত। গোবিন্দের প্রসাদ গ্রহণ করিবার কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে দেখিয়াও তিনি কেন প্রসাদ-সেবনার্থ গমন করিতেছেন না, শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বারা এতদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীগোবিন্দ যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, সেই উত্তরটি আলোচিত হইয়া থাকিলে প্রভুর পূর্ব্বমহাজনের আচরিত পন্থায় কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রতিগ্রহ-বিধির প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা তর্করত্নমহাশয় বুঝিতে পারিতেন।

আজ্ঞাহৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

(ভাঃ ১১।১১।৩২

ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি ভগবান্ যাহা 'ধর্ম্ম' বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার গুণদোষ বিচারপূর্ব্বক সেই সকল ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধু।

স গুরুরাজ্ঞামাদায় তার্ক্ষ্যেণ পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং বিষহ্যং।
প্রত্যগৃহীৎপ্রণতপ্রশাসনং তদাজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া॥

(রঘুবংশ ১৪।৫৩)

পিতৃ আজ্ঞায় পরশুরাম কর্ত্তৃক তন্মাতা (রেণুকা) শস্ত্রের ন্যায় নিহতা হইয়াছিলেন, ইহা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে-হেতু গুরুবর্গের আজ্ঞা—অবিচারণীয়া।

নির্ব্বিচারং গুরোরাজ্ঞা যদ্যা কার্য্যা মহাফলঃ।
প্রেয়ো হ্যেবং ভবত্যাশু মম চৈব বিশেষতঃ॥

(রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ২২শ সর্গ, ৯ম শ্লোক)

মহাত্মা গুরুদেবের আজ্ঞা আমার নির্ব্বিচারপূর্ব্বকই অনুষ্ঠেয়; ইহাতে আপনার শ্রেয়ঃ আছে, বিশেষতঃ আমারও শ্রেয়ঃ আছে।

ভার-বহন-প্রবৃত্তিক্রমে যদি আমরা শাস্ত্র ও মহাজনের আচরণের সারগ্রহণে বাধা প্রদান করি; তাহা হইলে এই ভারবহন কচি কোন দিনই যাইবে না। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অধিকারানুসারে স্ফূর্ত্তিলাভ করে। সত্যযুগে যে কালে জীবের বহুল অধিকার ছিল, তখন ভগবদ্ধ্যান প্রবর্ত্তিত ছিল। ধারণাক্রমে ত্রেতায় যজ্ঞবিধি ও তদানুষঙ্গিক যূপ ও স্রোতবিধিসমূহ ব্যাখ্যাপ্রয়োগ-মুখে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, পুনরায় দ্বাপরে সত্য-যুগের একায়ন-পদ্ধতি অর্চ্চনের সহিত সেই ধ্যান ও যজনক্রিয়ার বিকাশ করিয়াছিল। এক্ষণে সম্প্রতি বিবাদযুগ উপস্থিত। ইতোমধ্যে কতই না বেদ-বিমুখ বিচারক-সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়া যান-বিতণ্ডা উপস্থাপিত করিয়াছে ও করিতেছে। সুতরাং দেশ-কাল-পাত্রোচিত বিচারের সহিত অগ্রসর না হইয়া যাহারা চলন্তবাণীস্থানে গ্রাম-বিশেষের নির্দ্দেশ-জ্ঞান অবলম্বন পূর্ব্বক ছিদ্র কল্পনা করিবেন, তাহা কখনই সত্যে স্থাপিত হইবে না। জঙ্গম-জগৎ কখনই নিত্য স্থির-জগৎ নহে; সুতরাং দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্ত্তনে শাস্ত্রার্থ-দর্শনে কুণ্ঠতা থাকিলে আমরা সেই সকল শাস্ত্র-বিচারকগণকে বৈকুণ্ঠ দর্শন-বিমুখ, মায়া-বদ্ধ, কর্ম্মকাণ্ড ও নির্ব্ভেদ জ্ঞান-কাণ্ডরত পরাক্-পথের পথিকবিশেষ জানিয়া তাঁহাদিগের সুবুদ্ধিযোগের জন্য কৃষ্ণের নিকট আবেদন ছাড়া আর কি করিতে পারি? সুবুদ্ধি-যোগ লাভ হইবার পর তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীরাধাবেন্দ্রপুরীপাদ সেবোন্মুখ হইয়া গোবর্দ্ধন-গিরি-রাজের ভগবদ্-অর্চ্চা স্থাপন করিয়াছেন আর শ্রীগৌর-সুন্দর তদীয় অনুগত-জনগণের মঙ্গল বিধানের জন্য গোবর্দ্ধন-গিরিরাজকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চারূপে বিচার করিবার বুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে উপদেশ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, যেরূপ বর্ত্তমানকালে শাস্ত্রের বৈধ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া গণ্ডকী ও গোমতীশিলা-সমূহ সুষ্ঠুভাবে ভগবদর্চ্চা বলিয়া বিচারিত হয়, গৌরসুন্দর মর্য্যাদা-পথের উপাস্য গণ্ডকী এবং গোমতীশিলা অপেক্ষাও অনুরাগ-পথের পথিক-গণের পরমাদরের সেব্য-বিগ্রহ গোবর্দ্ধন-উপলখণ্ডের রোহ-তুলসী-মঞ্জরীদ্বারা শুদ্ধ-সাত্ত্বিক সেবার কথা জানাইয়াছেন। যদি কোনদিন কোন মুক্ত জীবাত্মা তটস্থ হইয়া রসবিচারের তারতম্য-নির্ণয়ের জন্য শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রয়ে বিশ্রম্ভ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই সার্ব্বভৌমত্রয়ের আলোচনায় প্রবিষ্ট হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি জানিতে পারিবেন যে, শ্রীরাধবেন্দ্রপুরীপাদের অনুসরণে এবং তাঁহার সেবা-তাৎপর্য্যের

অবিরোধেই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার সেবকগণকে উপদেশ করিয়াছেন এবং স্বীয় আচরণ অনুসরণ করিবার সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন। শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ পূর্ব্ব মহাজনাচরিত প্রথাক্রমে ব্রাহ্মণ-সেবক গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে তথাকথিত শূদ্র-সেবক-গ্রহণের বিচার-প্রণালী দ্বারা আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-প্রসূত ভ্রমের বাধা দিয়াছেন, আবার মূর্খ লোকগুলির কালিদহে মৎস্য-হত্যারূপ আলিয়াকে কৃষ্ণ-জ্ঞানরূপ ব্রাহ্মির পুনঃপুনোদ্দীপনকল্পে সেই ঈশ্বরপুরীপাদই হংস-জাতীয় গোবিন্দকে স্বয়ংরূপে গ্রহণ করিয়া হংস-গীতের পুনঃ-প্রবর্ত্তনমুখে মাধবেন্দ্রানুগতা ও আচার্য্য মর্য্যাদাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রশ্নোত্তরস্তম্ভ

পরমভাগবত গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয়,

আমার সন্দেহ-ভঞ্জন-নিমিত্ত নিম্নলিখিত কতিপয় প্রশ্ন পাঠাইলাম, তাহার উত্তরদানে বাধিত করিবেন। আশা করি, ঐ সকল উত্তর আপনার 'গৌড়ীয়' পত্রে প্রকাশ করিয়া আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন।

১। জপ এবং কীর্ত্তনে প্রভেদ কি?

২। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর ("হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি) জপ্য কি কীর্ত্তনীয়, প্রমাণ-সহ উত্তর আবশ্যক।

৩। আমাদের পক্ষে (গৃহীবৈষ্ণবের পক্ষে) অনন্যভক্তি-কীর্ত্তনে কি বাধা আছে?

৪। "অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি পাপানি হরিবাসরে" উক্ত পয়ারে 'অন্নম্' শব্দের অর্থ কি? 'অন্ন' শব্দে কেবল তণ্ডুল হইতে উৎপন্ন বস্তুই বুঝায় কি না? একাদশী তিথিতে কোন্ কোন্ বস্তু অন্নবোধে পরিত্যাজ্য?

৫। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ৮ম পঃ "কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার। ০ ০ নিতাইচৈতন্য নামে নাহি এ সব বিচার।" প্রথম পয়ারের অর্থ যদি এই হয় যে, কৃষ্ণনাম নিতে নিতে যদি আমার অপ্রকার সাত্ত্বিকভাবের উদয় না হয়, তবে বুঝিতে হইবে আমার অপরাধ আছে, ঠাকুরের কৃপা আমার প্রতি হয় নাই। তখন আমার কর্ত্তব্য কি? দ্বিতীয় পয়ারের অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলেও মনে হয় শ্রীশ্রীনিতাইচৈতন্য প্রভুদ্বয়ের নাম কীর্ত্তন করিতে কোনপ্রকার অপরাধের বিচার করে না। পাপীতাপী সকলেই অবাধে যথাতথা, সময় অসময়, শুচি-অশুচি অবস্থায় নাম নিতে পারে, তাহাতে তাঁহারা নাম-কারীর প্রতি করুণা করিয়াই থাকেন। বাস্তবিক ইহাই অর্থ কিনা? শাস্ত্রীয় প্রমাণাদিসহ এই অধমকে উপর্য্যুক্ত পয়ার দুইটীর ব্যাখ্যা প্রদানে কৃতার্থ করিবেন। ইতি।

গৌরশক্তিবশম্বদ

শ্রীনারায়ণচরণ শর্ম্মা-গোস্বামী মোক্তার

ময়মনসিংহ

৮ই আষাঢ় ১৩০৫ সাল।

উত্তর

১। মন্ত্রস্য সুখমুচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে।
ওষ্ঠ-স্পন্দন-মাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্॥
নাম-লীলা-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্।
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

মন্ত্রের অত্যন্ত লঘু উচ্চারণই 'জপ' বলিয়া অভিহিত হয়। ওষ্ঠ-স্পন্দন-মাত্রই কীর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহা জপ হইতে শ্রেষ্ঠ। অধোক্ষজ-ভগবানের নাম-গুণ ও লীলাদি উচ্চৈঃস্বরে কথনকেই কীর্ত্তন বলে।

২। তারক-ব্রহ্মনাম জপ্য ও 'কীর্ত্তনীয়' উভয়ই। কলিকালে মানবের চিত্ত সতত বিক্ষিপ্ত থাকায় শাস্ত্রে জপ হইতে কীর্ত্তনেরই শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্র বলিতেছেন,—(পদ্মপুরাণ উঃ খঃ ৭২ অধ্যায়)

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥

ধ্যান ও জপের দ্বারা সত্যযুগে, যজ্ঞদ্বারা ত্রেতা-যুগে এবং অর্চ্চনা দ্বারা দ্বাপরযুগে যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে তাহা হরিনাম-কীর্ত্তন-দ্বারা ই লব্ধ হইয়া থাকে।

মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় নহে কেবল মাত্র জপ্য,—ইহা এক-প্রকার পাষণ্ড-মার্ত্তবাদ। কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু তাহা উল্লেখ করিয়াছেন (চৈঃ চঃ আদি ১৭শ)—

"হেন কালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল।
আসি কহে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি॥
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই।

উচ্চ করি গায় গীত যেন বজ্রধ্বনি।
মৃদঙ্গ করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড়বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর-নাম—মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বার্য্য হয় হানি॥"

সংকীর্ত্তন-বিরোধী গৌর-নিত্যানন্দের আবির্ভাবের পূর্ব্বে স্মার্ত্তগণ সকলেই উচ্চকীর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন। "শ্রীচৈতন্যের দান" শীর্ষক প্রবন্ধে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বের ধর্ম্মের অবস্থা-বর্ণনে তাহা শ্রীমুখে বিবৃত হইয়াছে। নবদ্বীপ গ্রামের স্মার্ত্তব্রাহ্মণ, হিরণ্য গোবর্দ্ধনের সভায় গোপাল চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্রাহ্মণক্রব উচ্চ নামকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস যে সকল যুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন এবং সেই স্মার্ত্ত-পাষণ্ড-মতখণ্ডায় যে বৈষ্ণব হইয়াছিল তাহা—শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকগণ সকলেই জানেন। সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবের গুরুদেব শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে-কৃষ্ণেতি-বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ॥

শ্রীচৈতন্যের শ্রীমুখনিঃসৃত 'হরেকৃষ্ণ' প্রভৃতি বর্ণপরম্পরা অর্থাৎ ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর তারকব্রহ্ম নাম যাহা শ্রীকৃষ্ণের সম্বোধক সেই নামাবলী জগজ্জনকে প্রেমপ্রবাহে নিমজ্জন করিতে করিতে সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত হউন। বিস্তার-বাহুল্য-ভয়ে আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত হইল না।

৩। নির্গুণ আত্মাই শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। গৃহী বা অগৃহী-মূঢ়রূপ জড় উপাধি হরিনাম গ্রহণ করিতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখোদ্গীর্ণ 'নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ' শ্লোক হইতে জানা যায় জীবাত্মা অহংমমভাববর্জ্জিত সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত হরিদাস; সেই নির্গুণ হরিদাসই হরিনাম গ্রহণ করিতে পারেন। উপাধিযুক্ত ভোগোন্মুখ বা ত্যাগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে শ্রীহরির অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণলীলা কখনই প্রকাশিত হয় না। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ" শ্লোকে ইহাই ভারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন।

যাহাদের নামে স্বাভাবিকী রুচি ও নিষ্ঠা হয় নাই, তাহাদের নিরপরাধকারে হরিনাম গ্রহণ করাই মঙ্গল-বিধি। স্বাভাবিকী নামধ্যানে সদ্য-রুচি উৎপন্ন হইলে বিধির আবশ্যক করে না। কিন্তু তৎপূর্ব্বে নিরপরাধকারে অর্থাৎ সংখ্যা রাখিয়া হরিনাম গ্রহণ না করিলে বিস্মৃতিতা ও ক্রমে উদাসীনতা আসিয়া পড়ে। তবে শ্রীহরিনাম সকল সময়ই গ্রহণ করা যায়, দেশ কালাদির নিয়মের অপেক্ষা করে না। (হঃ ভঃ বিঃ ১১বিঃ ২০২)

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নামি লুব্ধক॥

৪। 'অন্নম্' বলিতে অন্নতুল্য যোগ্যং অন্নম্। ভোজ্য সামগ্রী মাত্রেই—অন্ন। হরিবাসরে কোনও প্রকার ভোজ্য-সামগ্রী গ্রহণই বিধি নহে। নিতান্ত অসমর্থের পক্ষে অনুকল্পের ব্যবস্থা কিন্তু ভোজনের বিধান নহে। শস্যাদি অন্নপর্য্যায়ে সাধারণতঃ। অন্ন নামে গৃহীত হয়। সব্য ফল-মূলাদি অনুকল্পকে কেহ কেহ অন্ন বলেন না।

"পয়োমূলফলৈর্ব্বাপি ন নির্ব্বহিশিকো ভবেৎ"
(হঃ ভঃ বিঃ ১২শ বিঃ)

অর্থাৎ বালক, বৃদ্ধ ও অসমর্থ ব্যক্তি দুগ্ধ ও ফলমূল সেবনপূর্ব্বক দিনাতিপাত করিবে, তথাপি একাদশীবর্জ্জিত হইবে না। মহাভারত উদ্যোগপর্ব্বের বাক্যানুসারেও "আপো মূলং ফলং পয়ঃ হবিঃ"—জল, ফল, মূল, দুগ্ধ, ঘৃত—এই সকল ব্রতবিনাশক বস্তু নহে বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

৫। সকল সময় বাহ্য অশ্রু পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের আকারকেই অপরাধশূন্যাবস্থা বা চিত্তদ্রবতার লক্ষণ বলা যায় না। কবিরাজ গোস্বামী "কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার" এই নিরূপিত পয়ারের সমর্থন-শ্লোকরূপে ভাগবতের 'তবস্মরাম্' শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য ও সারার্থবর্ষিণী টীকা আলোচনা করিলে জানা যায় যে যদিও চিত্তদ্রবতার বাহ্য লক্ষণ অশ্রু ও পুলক তথাপি ঐ অশ্রুপুলকাদি সকল সময়েই যে চিত্ত-দ্রবতার প্রকাশক হইবে তাহা বলা যায় না। কারণ শ্রীল-রূপগোস্বামি-পাদ বলেন যে, কতকগুলি লোক স্বভাবতঃ স্নিগ্ধিদাত্মকফল। তাহাদের ভাবপ্রবণতা বা হৃদয় দৌর্ব্বল্য-মূলে কৃত্রিম অশ্রুপুলকাদি কখনও ভাবের লক্ষণ নহে।

অধিকন্তু দেখা যায় যে অতি গম্ভীর মহাপুরুষের হরিনামের দ্বারা চিত্ত সম্পূর্ণ দ্রব হইলেও তাঁহাদিগের বাহিরে অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিকবিকারসমূহ অনেক সময় দেখা যায় না। অতএব বাহিরে অশ্রুপুলকাদিদর্শনেও যে হৃদয় বিকৃত না হয়, তাহাই পাষাণসদৃশ কঠিন। যাঁহাদের ভাবের অঙ্কুর মাত্রও হইয়াছে সেই সকল সুকৃতে (১) ক্ষান্তি অর্থাৎ মহারাজ পরীক্ষিতের ন্যায় সর্বপাপঘ্নত্বাবস্থা লাভ হওয়ায় ক্ষোভের কারণ উপস্থিত-সত্ত্বেও চিত্ত-বিকারের অভাব, (২) অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে ভগবৎ সেবাসুকাবস্থা, (৩) বিরক্তি অর্থাৎ রাজর্ষি ভরতের ন্যায় ত্যক্তাজ্য স্ত্রীপুত্রসুহৃদ্-রাজ্য প্রভৃতিকেও কৃষ্ণের সেবা লাভের মলবৎ পরিত্যাগ, (৪) মানশূন্যতা অর্থাৎ মহারাজ ভগীরথের ন্যায় শত্রুমিত্র-ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-দর্শন-রহিত হইয়া সকলকে কৃষ্ণদাস বা গুরুরূপে দর্শন, (৫) আশাবন্ধ, (৬) সদুৎকণ্ঠা (৭) নামগানে সদারুচি, (৮) ভগবানের গুণকীর্তনে আসক্তি (৯) ভগবানের বসতি স্থানে অর্থাৎ ভক্তভগবানের সহিত অবস্থানে প্রীতি। বুভুক্ষু কর্ম্মী, মুমুক্ষু যোগী ও জ্ঞানিগণের মধ্যে যদি কখনও অশ্রু-পুলকাদির বাহ্যলক্ষণ দৃষ্ট হয় তথাপি উহাকে অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার বলা যাইবে না। ইহাই শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগ ৩য় লহরীতে ও শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর সারার্থদর্শিনীতে বলিয়াছেন।

সাধুসঙ্গব্যতীত কখনও শ্রীনাম উদিত হন না। যাঁহারা নামতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেব বা গুরুবৈষ্ণবনিষ্ঠ সাধুর উপদেশ গ্রহণ না করিয়া অজামিলের দৃষ্টান্তের ছলনায় নামতত্ত্ববিদ্ সাধু বা গুরুর উপদেশ ব্যতীত নামগ্রহণ করিলেও সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয় মনে করেন, শ্রীচক্রবর্ত্তীঠাকুর তাঁহাদিগকে সাধুনিন্দাকারী নামাপরাধী বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন, যথা সারার্থদর্শিনীতে—"নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃশেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ।" ইতি প্রমাণদৃষ্ট্যা অজামিলাদিদৃষ্টান্তেন চ কিং বে গুরুকরণশ্রমেণ নামকীর্ত্তনাদিভিরেব যে ভগবৎপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতীতি মন্যমানস্য তস্যাপরাধাদেব ভগবন্তং ন প্রাপ্নোতি; কিন্তু তস্যিন্নেব জন্মনি জন্মান্তরে বা তদপরাধক্ষয়ে সতি শ্রীগুরুচরণাশ্রিত এব প্রাপ্নোতীতি। —শ্রীকৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র-দীক্ষা অন্য সৎকার্য্য কিংবা অন্যপুরশ্চরণ প্রভৃতির কিছুমাত্র অপেক্ষা করেন না এবং রসনাস্পর্শমাত্রই ফলদান করেন"—এই প্রমাণ-দর্শনে অজামিলাদির দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া 'আমার গুরু-করণ-রূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি? কেবল নামকীর্ত্তনাদি দ্বারাই ত' আমার ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে (হইতে পারে)' এইরূপ যে ব্যক্তি মনে করে, সে ব্যক্তি গুর্ব্ববজ্ঞা-লক্ষণময় মহাপরাধ-হেতু ভগবানকে কোনদিনই প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু সেই জন্মেই কিংবা পরজন্মেই সেই অপরাধক্ষয়ের পর শ্রীগুরুর চরণাশ্রিত হইলেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।

'আমার কর্ত্তব্য কি'—এই প্রশ্নের বিচারে আমরা উপরি উক্ত প্রমাণ ও যুক্তি হইতে দেখিতে পাই যে, সর্ব্বাগ্রে আমাদের নামাপরাধনির্ম্মুক্ত, নাইষ্ঠিক, নামতত্ত্ববিদ্ একায়নশ্রুতী মহাভাগবত সদ্গুরুর পাদপদ্মাশ্রয় কর্ত্তব্য। নামতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুচরণে প্রপত্তি ও সেবোন্মুখতা লাভ হইলেই আমাদের জিহ্বায় স্বপ্রকাশ শ্রীনাম-সুধা স্বয়ং উদিত হন। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদও ইহাই বলিয়াছেন—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১০৯)

অতএব শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণলীলাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবস্তু হইতে পারে না। জীব যখন সেবোন্মুখ হয় অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ কাম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি অনুসন্ধান করেন, তখনই তাঁহার সেবোন্মুখ জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে ভগবানের নামরূপগুণ-লীলাদি স্বয়ংই স্ফূর্ত্তি পান।

পদ্মপুরাণে নামাপরাধের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, নামতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেব (১) সাধুনিন্দা করেন না, অর্থাৎ অসাধুকে 'সাধু' আর প্রকৃত সাধুকে 'অসাধু' বলেন না। তিনি কৃষ্ণকে পরমপুরুষ জানেন বলিয়া (২) দেবতান্তরে স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধি করেন না। তিনি (৩) নামতত্ত্ববিদ্ গুরুকে প্রাকৃত ও মর্ত্যবুদ্ধিমূলে অসূয়া, যথা তাঁহাতে কোনপ্রকার জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি করিবার আদর্শ প্রচার করেন না। তিনি (৪) অপৌরুষেয় শ্রৌত-বাণীর নিন্দা করেন না, তিনি (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি মনে করেন না (৬) মায়াবাদিগণের ন্যায় ভগবন্নামরূপগুণলীলাকে কাল্পনিক মনে করেন না। (৭) নামাভাসেই যখন জীবের সাধ্যাতিরিক্ত পাপ হরণ করিবার

শক্তি আছে, তখন নামের বলে পাপাচরণ করিয়া নামের দ্বারা দেনা শোধ দেওয়া যাউক্ এইরূপ আদর্শ বা শিক্ষাও তিনি প্রচার করেন না। অর্থাৎ নামাচার্য্য নামব্যবসায়ী, মন্ত্রব্যবসায়ী, কীর্ত্তনব্যবসায়ী, ভাগবতব্যবসায়ী নামাপরাধী বলিয়া নহেন। (৮) তিনি ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগযজ্ঞাদি পুণ্যকার্য্যের সহিত নামকীর্ত্তনের সমন্বয়বুদ্ধি করেন না। তিনি (৯) অর্থলোভে শ্রদ্ধাহীন বা নামশ্রবণে-বিমুখ ব্যক্তিকে নামোপদেশ প্রভৃতি প্রদান করেন না। তিনি (১০) দেহে 'আমি ও আমার' বুদ্ধি করিয়া আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার স্ত্রী এইরূপ বুদ্ধির সহিত শ্রীনামগ্রহণ-প্রবণে প্রীতি বা আদর প্রদর্শন করেন না। আমাদের এইরূপ শ্রীনামতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয়পূর্ব্বক সেবোন্মুখতার সহিত শ্রীনাম প্রভুর অনুশীলন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণই কর্ত্তব্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"সাধুকৃপা, নাম বিনা, প্রেম না জন্মায়।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য় ২৬৪)

শ্রীমন্মহাপ্রভু অঘোষকে বলিয়াছেন,—

"সাঙ্কেতিক সঙ্গে তোমার কলুষ হৈল ক্ষয়।
কলুষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণ নাম লয়॥
অপরাধ নাহি তব লও কৃষ্ণ নাম।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ)

এই মত তা' সবার ক্ষমি অপরাধ।
সবাকারে কৃষ্ণনামে করিল প্রসাদ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৭ম)

এই সকল প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, অপরাধনির্ম্মুক্ত না হইলে শ্রীনাম উদিত হন না। দেহ, দ্রবিণ, জনতা লোভ ও পাষণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে নাম শীঘ্র ফলজনক হয় না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—

"কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

কৃতঘ্ন ব্যক্তি যেরূপ আপন অবস্থা বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ নামাপরাধি-প্রাকৃতসহজিয়াসম্প্রদায়ও শাস্ত্রের এই সূক্ষ্মবিচার ধরিতে পারেন না। ইহা তাঁহাদের দুর্দ্দৈব। নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র সাধ্য ও সাধন পরম দুর্লভ-সুলভ শ্রীনাম, যাহা গোলোক হইতে আনয়ন করিয়া গৌর-নিত্যানন্দ ভূলোকে বিতরণ করিয়াছেন, সেই পরম দুর্দ্দুর্লভ সহজ বস্তুটী নামাপরাধি-সম্প্রদায় স্বীয় দুর্ব্বুদ্ধিতার বশবর্ত্তী হইয়া হেলায় হারাইতে বসিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, আমরা নামাপরাধ রক্ষা করিয়া গায়ের জোরে নামভজন-পরায়ণ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইব। কপাল মন্দ হইলে এইরূপ বুদ্ধিই হয়।

"চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার। নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥" এই পয়ারের তাৎপর্য্য এইরূপ—গৌরনিত্যানন্দের নিকট কৃষ্ণবিমুখ সাধক কৃষ্ণোন্মুখ হইবার জন্য গমন করেন; আর সাধনসিদ্ধ অনর্থমুক্ত কৃষ্ণোন্মুখের উচ্চার্য্য কৃষ্ণনাম অনর্থযুক্তাবস্থায় কখনই কৃষ্ণপ্রেমরূপ ফল প্রদান করেন না। গৌরনিত্যানন্দ অনর্থযুক্ত জীবেরও সেবা বহু হওয়ায় তাঁহাদের সেবা ভাগ্যহীন-জীবের যোগ্যতায় কৃষ্ণসেবা হইতে অধিকতর প্রয়োজনীয়। সাধক শিক্ষার অপ্রাপ্তিতে সিদ্ধাভিমানে কৃষ্ণনামের সেবা করিতে উদ্যত হইলে তাহার অনর্থই আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু নিতাই গৌরের ভজনে সিদ্ধাভিমানের ছলনা না রাখিয়া অনর্থযুক্তাবস্থায়ও জগদ্গুরু লীলাভিনয়কারী শিক্ষকবরের নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহারা অনর্থযুক্ত জীবগণকে অনর্থমুক্ত করাইয়া তাঁহাদের স্বরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশের স্বরূপ উপলব্ধি করান। কৃষ্ণনাম ও গৌরনাম উভয়ই নামীর সহিত অভিন্ন। কৃষ্ণকে গৌর অপেক্ষা লঘু বা সঙ্কীর্ণ বলিয়া জানিলে উহাকে অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রয়োজন-বিচারে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নাম গ্রহণোপযোগিতা অধিকতর। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ উদার এবং ঔদার্য্যের অন্তরালে মধুর। কৃষ্ণের উদারতা কেবল মুক্ত, সিদ্ধ ও আশ্রিত জনগণের উপর। গৌর-নিত্যানন্দের ঔদার্য্যস্রোতে অনর্থযুক্ত অপরাধী জীব ভোগময় অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৌরকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেন। কংস প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন করায় সাযুজ্যরূপা নির্ব্বিশেষগতি লাভ করিয়াছিলেন—কৃষ্ণপ্রেমে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনামগ্রহণের ফল যে কৃষ্ণপ্রেমলাভ কংসের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই, পরন্তু অপরাধী দৈত্যগণের যোগ্য গতি পাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পরমোদার্য্যময় শ্রীচৈতন্যাবতার নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে নির্ব্বিশেষ-গতি-প্রাপ্ত কংসকে আকর্ষণ করিয়া চাঁদ কাজি-রূপে প্রকাশিত করিলেন। উদ্দেশ্য গৌর নামের মাহাত্ম্য

প্রচার। চাঁদ কাজি যখন মহাপ্রভুকে "গৌরহরি" বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন অপরাধ ক্ষয় হইল। অপরাধ ক্ষয় হইলে কাজি কৃষ্ণনামগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। কৃষ্ণনাম করিবার ফলে কাজির প্রেম হইল। এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বাক্য সার্থক করিলেন,—

"চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার।
স্বয়ং ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥"

নিবেদন

যাঁহারা শ্রীপত্রে প্রশ্ন করেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের কয়েকটী নিবেদন এই—

১। প্রশ্নকারিগণ দয়া করিয়া আমাদিগকে একটুকু অবকাশ ও সময় প্রদান করিবেন; কারণ গৌড়ীয়-কার্য্যালয়ে পূর্ব্ব হইতেই এত অধিক প্রশ্ন পঞ্জিত রহিয়াছে যে, ক্রমান্বয়ে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে কিঞ্চিৎ সময় আবশ্যক। প্রত্যেক প্রশ্নকারী মহাশয়েরই এইজন্য একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করা উচিত। আমরা ক্রমান্বয়ে সকলের প্রশ্নেরই যথা-সাধ্য উত্তর প্রদান করিব।

২। অনেক-সময় গৌড়ীয়ে যে-সকল প্রশ্নের সদুত্তর ও মীমাংসা বহুবার প্রদত্ত হইয়াছে, অনেকে সেইরূপ প্রশ্নও পুনঃ পুনঃ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কৃপা-পূর্ব্বক গৌড়ীয়ের পূর্ব্বপ্রকাশিত সেই সকল সংখ্যাগুলি দেখিলেই তাঁহাদের প্রশ্নের সদুত্তর পাইতে পারেন।

৩। অনেকে অনেক প্রকার অসঙ্গত ও বৃথা-প্রশ্ন করিয়া থাকেন। যে সকল প্রশ্নের দ্বারা আত্মকল্যাণ ও পরকল্যাণ-লাভ হয়, সেইরূপ প্রশ্নের উত্তর বাঞ্ছনীয়।

৪। অনেক-সময় কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত প্রশ্ন —যাহা দ্বারা অন্য কোন পাঠক লাভবান্ হইতে পারেন না —এরূপ প্রশ্নের উত্তর শ্রীপত্রে প্রকাশিত করিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করা হয়; কিন্তু ঐরূপ ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর সেই ব্যক্তিবিশেষ পত্রের দ্বারাই জানিয়া লইতে পারেন।

৫। অনেক-সময় পারমার্থিক-শ্রীপত্র-গৌড়ীয়ে অনেকে সামান্য ব্যবহারিক প্রশ্নাদিরও উত্তর প্রার্থনা করেন, সে-সকল প্রশ্নের উত্তর কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-সমাজে জিজ্ঞাস্য।

প্রশ্নকারিমহোদয়গণ কৃপা-পূর্ব্বক এই কয়েকটী বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রশ্ন করিলে প্রশ্নকর্ত্তা, বক্তা ও শ্রোতা —এই ত্রিবিধ ব্যক্তিরই সন্তোষ ও উপকার হইতে পারে।

ব্যবসাদারের কপটতা

ভাই. অধর্ম্মের ব্যবসাদার, তুমি বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে যে সকল গ্লানিময় পণ্যদ্রব্য লইয়া ওদ্ধর্ম্মে গ্লানি আনয়ন করিয়াছ, তাহার মধ্যে আত্মপ্রবোধকেও একটি পণ্যদ্রব্যরূপে আনিয়াছ। ভাই অধর্ম্মের বণিক্, তোমার আত্মা এখন কপটতা-জালের বিস্তারক উর্ণনাভমাত্র। তোমার আত্ম-প্রতীতিতে জড়ের বিচরণ-ভূমিকায় বাস করায়, শ্রীমদ্ভাগবতের লেখককে আত্মপ্রবোধ-ব্যবসায়ী বলিয়া যে বৈষ্ণবনিন্দা করিয়াছ, তজ্জন্য তোমার যে প্রায়শ্চিত্ত তাহা কাশীর অধ্যাপক মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ভাই অধর্ম্মের দোকানদার, তোমার গ্লানিময় ধর্ম্মযাজন তোমার আত্মস্বরূপকে বঞ্চনা করায়, আত্মমর্য্যাদা-বিহীন হইয়া পড়ায়, তোমার মহৎ-দুর্গতি ঘটিয়াছে। তুমি আত্মাকে কলুষিত করিয়া কপট অধর্ম্মপণ্যের বণিক্ বলিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, এবং জগৎকে তোমারই ন্যায় জানিয়াছ। চাণক্য-নীতিটুকু তোমার আলোচনার বিষয় হইলেও এরূপ গ্লানিজনক পণ্য লইয়া তুমি অধর্ম্মের ব্যবসায় করিতে না। তোমার মনে পড়ে না কি সেই নীতিবিদের কথা— "আত্মবন্মন্যতে জগৎ"? তুমি অধর্ম্মের বণিক্—তুমি যেমন তোমার অধর্ম্মকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া ভ্রমে পতিত হও, অন্যান্যকে 'আত্মা' মনে করিয়া দুর্গতি-গর্ত্তে পতিত হও, আত্মপ্রতিষ্ঠগণ সেরূপ পতিত হন না।

ভাই গ্লানিকারক, তোমার বর্ত্তমান আত্মপ্রতীতিকে শ্রীমদ্ভাগবত গোখর বলিয়াছেন আর কাশীর পণ্ডিত মহাশয় সেই গোখর-শব্দের অর্থ 'গরুও বটে, গাধাও বটে' বলিয়াছেন। ভাই অধর্ম্মের ব্যবসাদার, তোমার আত্ম-প্রতীতি শ্লাঘনীয় নয়, উহা প্রাপঞ্চিক জড়ের ইন্দ্রিয়-পরতা-

মাত্র বলিয়া ভেদ ও ভুক্তিপা-বস্তির বিষয়। সেই জন্য তোমার মত পড়ুয়াকে যে সকল অধম-অধ্যাপক গুরুত্ব জানাইয়াছেন, তাহাতে আত্মস্নাঘা-ব্যবসায়টী তোমার মতে নিন্দনীয়। তাই অধর্মের ব্যবসায়ার, তুমি যদি তোমার আত্মস্বরূপকে বিষয়বিষ্ঠার মক্ষিকা, এবং বিষয়-বিষ্ঠার নিত্য অবস্থিতিকেই তোমার আত্মার ধর্ম বলিয়া জানিয়া থাক, তাহা হইলে কাশীর পণ্ডিতের পূর্বোক্ত "গরুও বটে, গাধাও বটে"—এই ব্যাখ্যাটি তোমার উপর পতিত হওয়ায়, তুমি পণ্ডিতমহাশয়ের নিন্দা ত' করিবেই, তা' ছাড়া সেইটুকুতে আবদ্ধ না থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের আত্মস্নাঘাকে তোমার মত ব্যবসায়ারী জানিয়া নিন্দা করিয়া বসিবে। তোমার প্রকৃত শিক্ষক তোমাকে সত্য উপদেশ দিবার জন্য তাঁহার আত্মবিদ্‌গুরুর নিকট হইতে আত্মার যে স্বরূপ জানিয়াছেন, সেই স্বরূপই একমাত্র শ্লাঘনীয়,—এ কথা বলিলে তোমার অধর্মশিক্ষক বেনিয়া গুরুর নিকট হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছ, তাহাতে তুমি কাশীর পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যাখ্যা আত্মস্নাঘা ব্যবসায়েরই অন্তর্গত বলিয়া স্থাপন করিবে।

তাই অধর্মপণ্যদ্রব্যের বণিক্, তোমার আত্মপ্রতীতিতে তুমি বৃদ্ধ বৈষ্ণব বাবুর অবতার, যজ্ঞাঙ্গুলীর অবতার, ভীমসেনের অবতারের আত্মস্নাঘার বিচারকে যখন Go to hell করিয়াছ, তখন 'সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ"—এই বিচারানুসারে তুমি কপট যথেচ্ছাচারী বলিয়া মান্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রিত ভক্তভাগবতগণ পরমাত্মা হংসের শিষ্যত্বে জীবাত্মা হংসরূপে রাজহংসের উপদেশই গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং নিজের শ্রেষ্ঠতাকে গর্হণ করেন না। যাহাদের অস্মিতায় প্রতীতি বিষয়বিষ্ঠার মক্ষিকায় আবদ্ধ, তাহারা পাকরাত্রিক ও ভাগবতগণকে তাহাদিগেরই ন্যায় বৈষ্ণবের প্রায় বিষ্ণুরূপে দর্শন করিয়া 'গোপাল-ঠাকুরের শালুক চিনিবার' ন্যায় বিপথগামী হয়। পঙ্ককে শালুক মনে করারূপ লৌকিক ন্যায় অবলম্বন করিয়া তোমার মত ব্যবসায়ারগণ যখন ইন্দ্রিয়তর্পণপরতায় ডুবিয়া যায়, তখনই তাঁহারা অধোক্ষজসেবকগণকে তোমার মত ভোগি-স্বরূপ কল্পনা করিয়া বিষয়বিষ্ঠা-রূপ পণ্য দ্রব্যের বাহক মনে করে। বিষ্ঠার বাহকদিগকে বিষ্ঠাত্যাগকারিগণ অন্তত জানিয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে স্পর্শদোষের বিচার করেন। আত্মবিদ্‌গণ যখন এই স্পর্শ-দোষের বিচার করিয়া থাকেন, তখনই তাঁহারা তাঁহাদের গুরুদেবকথিত শ্রৌতপথে কীর্ত্তন করিতে থাকেন। তাই অধর্মের ব্যবসায়ার, তুমি কি কূপণ-শব্দের অর্থ জান? ভিস্তিওয়ালার চামড়ার ভাণ্ডকে 'মসক্' বলে। সেই চামড়ার ভিতর জল, ঘি, তৈল প্রভৃতি নানাবিধ তরলপদার্থ সংরক্ষিত হইয়া থাকে। হঠাৎ তোমার নিজের মত বাহিরের লোককে দেখা—চামড়ার থলেকে থলের ভিতরের জিনিষ বলিয়া মনে করা উচিত নয়, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন। যাহারা বাহিরের জিনিষগুলিকে অনাত্মবস্তু না জানিয়া কূপশব্দে কূপের ভিতরের চেতনময়বস্তুর সহিত এক করিয়া দেখিয়া ফেলে, তাহাদিগকে ধর্মকগণের মধ্যে 'গরু' বলিলেও হয়, 'গাধা' বলিলেও হয়—এ কথা কাশীর পণ্ডিত মহাশয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তাই অধর্মের ব্যবসায়ার, তুমি 'অনূচানমানী' কাহাকে বলে, জান? এ কথাটী তোমার নির্দ্দিষ্ট নিন্দকসম্প্রদায়ের ভাষা, তবে ভাষাটী আজ কালকার নয়। ওটী শ্রুতি-পারম্পর্য্যক্রমে আগত নিত্য অপৌরুষেয় রাজ্যের ভাষা। তুমি তোমার তর্কপথে অধর্ম পণ্যদ্রব্যের বেপেশিরি করিতে গিয়া বলিয়া বসিবে যে, ইহাও আত্মস্নাঘা-ব্যবসা। প্রপঞ্চস্থিত পুরুষগণ যে অপৌরুষের বাণী উচ্চারণ করেন, তাহা তবের হাটের পণ্যদ্রব্য না হইলেও ইহা অপৌরুষের আত্মস্নাঘাসূচক পণ্যদ্রব্যরূপে প্রপঞ্চে আগত। তুমি যদি কখনও অক্ষের ভোক্তা ও অক্ষকে ভোগ্য বলিয়া জ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া বাস্তবসত্য ধরিয়া করিবার জন্য অপ্রাপঞ্চিক বিশিষ্টাদ্বৈতের নিকট আগত হও, সেখানে শ্রদ্ধা-মূলা প্রদান করিলেই অনূচানমানী' শব্দের অর্থ তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে। অনূচানমানীকে আত্মবিদ্ হইবার উপদেশ দিতে গেলেই গুরুর কার্য্য করা হয়। উহা তোমার মতে আত্মস্নাঘা-ব্যবসা নামে অভিহিত। যদি নিকোলা-টেস্‌লা সত্যের বক্তা হইয়া জগতে বৈদ্যুতিক বেতার সংবাদ-প্রচারের বাহকের মূলপুরুষ না হইতেন, তাহা হইলে আত্মস্নাঘা ব্যবসায়-বঞ্চিত বৃন্দাবনবাসি-ক্রব তাহাকে নিন্দারোপ করিবেন জানিয়া নির্জ্জন ভজন করিতেন, তাহা হইলে আর আজ বৈদ্যুতিক বেতার-সংবাদের ফল জগতে পাইত না। তাই ব্যবসায়ার, তুমি যদি টাইকো-ব্রেহিকে নির্য্যাতন করিবার

উত্তোলী না হইতে, তাহা হইলে সে বেচারা প্রাণ ধারণ করিয়া তোমার আত্মরাধা-ব্যবসায়িত্বের বাধা হইত।

তুমি কি জিঘাতুক-শব্দের অর্থ জান? নিদানবিৎ বলেন,—ধাতুহীন হইলে আত্মপ্রতীতি থাকে না। সেই কারণই জিঘাতুক। তুমি যদি একটু চৈতন্যচরিতামৃত পড়িয়া থাকিতে, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের বিদ্যা-বিলাস-লীলার অন্তে 'ধাতু থাকা' ও 'ছাড়া' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ কতকটা বুঝিতে পারিতে, ও অনাত্মবস্তুকে ধাতুজ্ঞান করিতে বিরত হইতে। এখন দেখ দেখি ভাই অধর্ম্ম ব্যবসার বেগে! তোমার দৃষ্টিগোচরগতের অনাত্মবস্তুগই বস্তুতঃ আত্মা নহে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক-মহাশয় আত্মরাধার প্রতিষ্ঠিত হইয়া জিঘাতুক মতকে আত্মজ্ঞান করিতে অজ্ঞগণকে সাবধান করায় তিনি যে আত্মরাধ-দোষে দুষ্ট হইয়াছেন, তাহার বিচারক কি তুমি? মেটে হাঁড় প্রস্তরনির্ম্মিত হাঁড়ের নিকট ঠোকাঠুকি করিতে গেলে কাহার কি পরিণতি তাহা নির্ব্বোধও বুঝিতে পারে বলিয়াই হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানপণ্ডিতমহাশয়ের শাস্ত্রব্যাখ্যানপ্রয়াস তাহাতে তোমার বিচারে আত্মরাধা নাই। পরন্তু আত্মরাধা-সম্পন্ন আত্মবিদের পরিচয় আছে।

তুমি বেগে, প্রকৃত গুরু আশ্রয় কর নাই বলিয়া বেগে-গুরুর আশ্রয়ে যেসকল অধর্ম্ম শিখিয়াছ, সেই বাজরা লইয়া ভবের হাটে ইন্দ্রিয়তর্পণ-পর সেবা-বিমুখ বঞ্চক ও বঞ্চিতসম্প্রদায়ের নিকট বেচা-কেনা করিয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তুমি কখনও অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা-নামক বস্তুটিকা লাভ করিবে না। কামুকগণ সমগ্র জগৎকে তাহাদিগেরই ন্যায় কামের বিক্রেতা বা ক্রেতা কামিনীর দোকান বলিয়াই জানে। তুমি যদি সদ্গুরু আশ্রয় করিয়া থাকিতে, তাহা হইলে তোমাকে অধর্ম্মের বেগেগিরির কড়াড়িতে লোকপ্রতারণাকার্য্য করিতে হইত না। তুমি সোজা-সুজি সংসারের মায়া ছাড়িয়া দিয়া বৈধাবৈধ স্ত্রীর অঞ্চলে আবদ্ধ তোমার পাণিদ্বয়কে মুক্ত করিতে সমর্থ হইতে। তোমার প্রিয়তম পুত্র-নামক ভাবি-বণিক্‌কে অধর্ম্মের ব্যবসাসূত্রে তোমার অধর্ম্মসমূহের উত্তরাধিকারী করাইতে না।

তাই অধর্ম্মের বেগে, তোমার এমন দিন কবে হবে যেদিন তুমি তোমার ন্যায় অবৈধ্য তোমার আত্মা-পেক্ষাও গরীয়সী ভার্য্যাকে তোমার পূজ্য-জ্ঞানে বস্তুতঃ ভগবৎসেবিকা জানিতে পারিবে। তোমার বক্ষ-স্থলে আপনাকে 'জনক', পুত্রকে 'পাল্য' বুদ্ধি করিয়া কুক্কোদ্ভিই ক্ষীর-দ্বারা জীবন রক্ষা করিবার ধৃষ্টতা করিতে পারিবে,—সেই দিনই তুমি প্রকৃতপক্ষে তোমার নিজকে নিজে চিনিতে পারিবে—তখন সাধুগণের পশ্চাদ্ভাগে সাধনের ন্যায় কবে বিগৃদ্ধিগণের অধিবাসিগণের বিরক্তি উৎপাদন করিবে না।

তাই অধর্ম্মের বেগে, তোমার কবে আত্মস্বরূপের জ্ঞান হইবে?—যেদিন সমস্ত জগতের অচিৎপরমাণুর ভিতরে কৃষ্ণতত্ত্ব দেখিতে পাইবে? তোমার বর্ত্তমান অচিৎপরমাণু-গঠিত শরীরটীর মধ্যে আত্মবস্তুর প্রতীতিতে কার্পণ্যপ্রতীতির উদয় হইবে—সেদিন তুমি বুঝিবে যে, আত্মা-শব্দের অর্থ বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন প্রকার। 'প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচন' যেপ্রকার আত্মদর্শন করে, বিষয় বিষ্ঠা-দুর্গন্ধ প্রভৃত মক্ষিকার আত্মপ্রাপ্তি যেরূপ বস্তুতে আত্মদর্শন করে না। সুতরাং তোমার ধৃতরাষ্ট্রের ভীমার্জ্জুনের ন্যায় বিচারপ্রণালীতে কার্য্য করিতে গিয়া যে দুর্ব্বাসনা বাসের অট্টিলা, তাহা তোমাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে, তাহা তুমি একটু বক্ষে হস্ত রাখিয়া চিন্তা করিও।

অনিত্য স্ত্রীপুত্রপ্রতীতি আত্মার ধর্ম্ম নহে বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তনকারীকে তুমি নির্জ্জনে একা পাইলেই একাদশ স্কন্ধের ত্রয়োবিংশাধ্যায় কবিত হিক্কুর ন্যায় নির্য্যাতন করিয়া বলিবে এবং সেই ভিক্ষু তাহা হজম করিবে, সত্য; কিন্তু ত্রিদণ্ডিভিক্ষুসমাজের পক্ষ হইতে দুর্জ্জনেরিতবাক্য-সমূহ যেরূপ সাধুগণের বিষয়-মন ধ্বংস করে, তাহার উদাহরণ শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে গান করিবে।

তাই অধর্ম্মের দোকানদার, তোমার মত অধম প্রচারের জন্য অনাত্ম-প্রতীতিতে আত্ম-রাধা-সম্পন্ন গৌড়ীয়, গুরু-পাদপদ্মাশ্রিত গৌড়ীয়, গুরু-নিন্দাকারীর দুর্জ্জিহ্ব দলন-করে অধর্ম্মের বেগেগিরি আশ্রয় করে নাই—ইহা জানিতে পারিলেই তোমার দিব্যজ্ঞানের উদয় হইবে। তাই অধর্ম্মের বেনিয়া, তুমি প্রাকৃতসহজিয়া প্রভৃতি ভেকধারী অধর্ম্ম পথের পথিকদিগকে আত্মবিৎ জানিয়া অনর্থকে পণ্য বলিয়া বরণ করিয়াছ। তাহা কি তুমি ছাড়িয়া দিতে পার না?

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গান কি তোমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই? তাহাতে সাধকজীবনের অনর্থযুক্ত আত্ম-প্রতীতিতে যে দোষ স্পর্শ করে, তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য মহাজন গাহিয়াছেন—

"কৃপা কর বৈষ্ণব-ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হ'বে দূর॥
আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥
ওহে মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে নির্জ্জনের ঘরে,
তা'র হরিনাম কেবল কৈতব॥
অঙ্গের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
প্রতিষ্ঠাশা-তরু জড়মায়া-নরু
না পেল রাবণ বুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাতে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে নষ্টিবে গৌরব॥
হরিজনদ্বেষ প্রতিষ্ঠাশা-ক্লেশ
কর কেন তবে তাহার গৌরব।
বৈষ্ণবের পাছে প্রতিষ্ঠাশা আছে
তা'ত কভু নহে অনিত্য বৈভব॥
সে হরি সম্বন্ধ শূকরমাংসগন্ধ
তাহা কভু নয় জড়ের বৈভব।
প্রতিষ্ঠা চণ্ডালি নির্জ্জনতা আলি
উভয়ে জানিহ মায়িক গৌরব॥
কীর্ত্তন ছাড়িব প্রতিষ্ঠা মাখিব
কি কাজ চুড়িয়া তাদৃশ গৌরব।
মাধবেন্দ্রপুরী ভাব ঘরে চুরি
না করিল কভু সবাই জানিব॥
তোমার প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
তার সহ সম কভু না মানিব।
মৎসরতা-বশে তুমি জড়-রসে
মজেছো ছাড়িয়া কীর্ত্তন-গৌরব॥

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্যোপাসক যেরূপ অনন্তিক্ষ জ্যোতির্ব্বিম্বের ন্যায় পৃথিবীকে স্থির-মানমন্দির জানিয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পর্য্যটনকেই অভ্রান্ত মানিতেন, অনভিজ্ঞ আত্মবিদ্গণ সেই-প্রকার অদ্বৈতবাদ, অদ্বয়বাদ, অধ্যারোপবাদ প্রভৃতি ত্রিবিধ বিবর্ত্তাশ্রয়ে অচিদ্ভ্রমতের অধিষ্ঠানকল্পনাপ্রভাব বিনাশ করিয়া-বিদ্ধ কেবলাদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যায় মায়াবাদের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা তুমি অবশ্যই আত্মশ্লাঘা-ব্যবসায়ের অন্তর্গত বলিতে পার। কিন্তু কৌরব, বিশ্বকসেন, গরুড়, হনুমান্ প্রভৃতির সেবকাভিমান কখনই দোষের বস্তু নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের "গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" এই উক্তির শিক্ষা কখনই দোষের বিষয় নহে। আপ্-বধ্যারুমুনির লিখিত "ভক্তভৃত্য-ভৃত্যপরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ" প্রভৃতি বিচার কখনই দোষের বিষয় নহে। কিন্তু তোমার ন্যায় জড়ীয় পিতৃমাতৃ দেশমাতার ভক্তবর জড়েন্দ্রিয়তর্পণ-সার বিচারকের অন্তিতার যে আত্মপ্রতীতি, উহা অনর্থযুক্ত। অনর্থযুক্ত প্রতীতিতেই আত্মশ্লাঘা অবস্থিত।

কোন সময় অনৈকা মাতা তাঁহার পুত্রকে জ্যামিতি পড়িবারকালে "Let A B C be a triangle" উচ্চারণ করিতে দেখিয়া পুত্রকে বলিয়াছিলেন,—"ওরে। তোকে অত পয়সা খরচ ক'রে উঁচু ক্লাস পর্য্যন্ত পড়ালুম আর তুই শেষে এণ্ট্রেন্স ক্লাসে উঠেও শিশুকালের A B C D পড়্ছিস্, তুই নিশ্চয়ই এতদিন আলস্য ক'রে সময় কাটিয়েছিস্। তোর জন্য আমার সব অর্থ ব্যয় বৃথা হ'ল।" তাই গহলিয়া ব্যবসাদার। তোমার যুক্তিও ঐ নিরক্ষর স্ত্রীলোকের মত। তোমার শুভানুধ্যানও ঐ স্ত্রীলোকের মত। তুমি মনে করিতেছ, বৈষ্ণবগণ কেন দুঃসঙ্গত্যাগের কথা বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিবেন! কেনই বা শ্রীগুরুচরণাশ্রিত বাস্তবসত্যের কথা তারস্বরে কীর্ত্তন করিবেন! তোমার ন্যায় কপট, মহাভাগবত বা উত্তমাধিকারী সাজিবার জন্য আঁকু পাঁকু ভাব দেখাইয়া কেন না বা অনাত্মশ্লাঘা কপটতা পরিত্যাগ করিবেন।

তাই, অনাত্মশ্লাঘার দোকানদার, তাই আঁকু পাঁকু ভাব-দেখানো প্রচ্ছন্ন-শ্লাঘাকারী কপট ব্যবসাদারের তাই ভোগি-কর্ম্মী ও নির্ব্বিশেষবাদি-ত্যাগীর পায়ের কুইবল, প্রাকৃত সহজিয়া, গৃহব্রত, গৌরনাগরী, মর্কট-বৈরাগী, বৃন্দাবনবাসি-

ক্রব ব্যবসায়ী! তুমি আমার অর্থ না জানায় আত্মশ্লাঘার তাৎপর্য্য বুঝিতে পার নাই। তাই তোমার মতে শ্রীমদ্ভাগবত অনাত্মশ্লাঘা নিবারণ করিয়াছেন বলিয়া বড়ই আত্মশ্লাঘী। ভাগবতপাঠ যুক্তিতে নিপুণ, দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ উত্তমাধিকারী ভক্তভাগবতগণ তাঁহাদের বাস্তবসত্যপ্রতীতি তারস্বরে ঘোষণা করেন বলিয়া তোমার অনাত্ম-প্রহিতে তুমি যে তীব্রযাতনা অনুভব কর, তাহার ফলস্বরূপ প্রলাপ বকিতে বকিতে বাস্তবসত্যপ্রচারকারী দৃঢ়-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ভাগবত বৈষ্ণবগণকে 'আত্মশ্লাঘাকারী' বলিয়া থাক। ভাই! কপট ব্যবসায়ার, পরমসত্যে প্রতিষ্ঠিত দৃঢ়শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ভাগবতগণ তোমার মত অনাত্মশ্লাঘী গরু ও গাধার পদতাড়িত কুটবল নহেন যে, যে যাহা বলিবে তাহাতেই কপট আঁকু-পাকু ভাব দেখাইয়া মুকুন্দের আদর্শ প্রদর্শনদ্বারা মহাপ্রভুর নিন্দিত 'চিজ্জড় সংসর্গ' করিয়া লইবে, আর জগতের কাছে অনাত্মশ্লাঘা অর্জ্জন করিবার জন্য পিপাসিত থাকিবে। ভাগবতগণ ঐ অনাত্মশ্লাঘাকে সূকরীবিষ্ঠাজ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহারা এক-নিষ্ঠ, অধোক্ষজানুশীলনী, ঐকান্তিক, অব্যভিচারী, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিবিশিষ্ট, পরম সত্যের উপাসক, একায়নবর্ত্মী। তাই তাঁহাদের আত্মশ্লাঘা আছে। তাই তাঁহারা তোমার মত নির্ব্বিশেষবাদী বা কুপমণ্ডূকবাদী তোপীর পায়ের কুটবল হন না—তাঁহারা একায়নবর্ত্মী গুরুদেবের—ছান্দোগ্য শ্রুতি-কথিত একায়নপন্থার বিরুদ্ধে কোনযুক্তি আছে বা থাকিতে পারে এইরূপ বিচার আশঙ্কা করিয়া সংশয়াত্মা তোমার মত অনাত্মশ্লাঘী হন না। ওরে কপট ব্যবসায়ার অনাত্মশ্লাঘি! তোমার মতে মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতের ন্যায় ভাগবতের মহাধ্যাপককে—"এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার', ভাগবতের অর্থ কিছুই না জানে" বলিয়াছিলেন বলিয়া আত্মশ্লাঘী! তোমার মতে মহাপ্রভু শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধ আছে বলিয়া স্বীয় জননীকে প্রেমদান না করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া আত্মশ্লাঘী! তোমার মত মহাপ্রভু মুকুন্দকে 'বড় ও আঠিয়া বেটা' বলিয়াছিলেন বলিয়া আত্মশ্লাঘী! তোমার মতে ঠাকুর বৃন্দাবন "প্রেম লাগি মাঙ্গো ভার পিরের উপরে" বলিয়াছিলেন বলিয়া আত্মশ্লাঘী। তুমি মনে কর ঠাকুর বৃন্দাবন যদি ঐরূপ না বলিয়া স্বয়ংগুরু নিত্যানন্দকে তোমাদের উদরপোষণের বস্তুরূপে পরিণত করিবার প্রশ্রয় দিতেন, তাহা হইলে অনাত্মশ্লাঘী কপটব্যবসায়ার তোমার নিকট হইতে প্রশংসাপত্র (বা অনাত্মশ্লাঘা) খরিদ করিতে পারিতেন। তোমার ন্যায় অনাত্মশ্লাঘিগণের এরূপ বিষবুদ্ধি চিরকালই রহিয়াছে। নবদ্বীপে একদিন পাষণ্ড পড়ুয়াগণ তোমারই ন্যায় মহাপ্রভুকে মহাদাম্ভিক, মহাত্ম-শ্লাঘীরূপে দেখিয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতের প্রতিছত্রে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। যখন মহাপ্রভু 'ঠেঙ্গা' লইয়া পড়ুয়া ব্রাহ্মণ মারিতে গিয়াছিলেন, তখন পড়ুয়াগণও মহাপ্রভুকে আত্মশ্লাঘী বলিয়াছিলেন—

> কেহ বলে ভাল ত' বৈষ্ণব মনে মোরে।
> ব্রাহ্মণ মারিতে আইলেন মহাকোপে॥
> হেন সব পড়িলাম কালি তার সনে।
> আজি কিঁহ "গোপাক্ষি" বা হইল কেমনে॥

পড়ুয়াগণ ভগবান শ্রীচৈতন্যের নিন্দা করিয়াছিলেন; তাঁহারা কপট ছিলেন না। তাই ধর্ম্মের বেনিয়া! তুমি কিন্তু অধম পড়ুয়াগণ হইতেও অধম। তোমার কিন্তু নিস্তার নাই। শ্রীচৈতন্যের নিন্দাপরাধ শ্রীচৈতন্যের নামের দ্বারা দূর হইতে পারে। কিন্তু তুমি শ্রীচৈতন্যভক্ত ভাগবতের নিন্দাকারী ব্যবসায়ার আর কপট মহাজিয়া। তোমার ঐ যে আঁকু-পাকু দেখান, 'তৃণাদপি সুনীচতা' প্রদর্শনের ছলনারূপ বাঘরাম্বি তা'র মত অনাত্মশ্লাঘা,—কপটাত্মশ্লাঘা,—কপট ঘৃণা আত্মশ্লাঘা—কপট বেণেগিরি তোমাকে কোনকালেই নরকের ব্যবসাদারী হইতে উদ্ধার করিবে না।

হে দৃঢ় অক্ষেন্দ্রিয়তর্পণরত বৃন্দাবনবাসিক্রব বণিক! তুমি শ্রৌতপথের আশ্রিত না হওয়ায় ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিকগণের দীক্ষাবিধানপ্রণালীতে যে অন্তর প্রতি পূজা করিবার বিধানকার্য্য আছে, এবং কৃষ্ণভক্তিক্রিয়ার যে আত্মশ্লাঘা বর্ত্তমান, তাহার উপদেশকারীকে ভূলোকপৃষ্ঠ হইতে অপসারণ করিবার যে উৎকট দুশ্চেষ্টা, তোমার ন্যায় বিড়ালের তাদৃশ কৃষ্ণ বৈষ্ণবের উপদাহের বিষয়। তুমি তোমার ন্যায় গুরুকেও অসৎ ও মর্ত্ত্য জানিয়া যে সকল গ্লানি ধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছ, তাহার নীরাজনকার্য্যই তাঁহারা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে দুরভিসন্ধিমূলে আক্রমণ করিবার ব্যবসায় তোমার ভক্তি অপেক্ষা অভক্তির প্রতি দৌল্যই প্রকাশ করে। তাই অধর্ম্মের বেণে, তোমাকে ব্যবসায়ের কূটবুদ্ধি ফাঁক করিয়া দেওয়ার চটিও না। কপটতা করিয়াও একটু লজ্জিষ্ণু হইও।

মহোৎসব-প্রসঙ্গ

গত ১২ই ভাদ্র শ্রীএকাদশী দিবস হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক শ্রীমদ্ভাগবত-মহা-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ফুলনযাত্রা-মহোৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ১২ই ভাদ্র শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর অন্তর্ধান-মহা-মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই বহতী সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পরমহংসঠাকুর শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে বক্তৃতামুখে অনেক কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। গৌড়ীয়ের পাঠকগণ যথাকালে সেই অমৃতের কিয়দংশ পাইতে পারিবেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী

গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজও সেইদিন শ্রীলরূপ-গোস্বামীপ্রভুর সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘা বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার অন্তে আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর সুললিত-কীর্ত্তনে সভাস্থল মুখরিত হইয়াছিল। তদনন্তর সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

গত ১৪ই ভাদ্র শ্রীবলদেবের আবির্ভাব-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটী বিরাট্‌সভা আহূত হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত ভক্তমণ্ডলী, স্থানীয় আহূত সভ্যমণ্ডলী, বহু বিদ্বজ্জন, বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত, বৈষ্ণব, গোস্বামী সেই মহা-সভা বিমণ্ডিত করিয়াছিলেন। মঠের বহিঃপ্রাঙ্গণ, অলিন্দ, শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ জগমোহন, নাটমন্দির, আসন, প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ, সভামণ্ডপ, সোপানাবলী কোথাও তিল-ধারণের স্থান ছিল না। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পরমহংসঠাকুর বিদগ্ধমণ্ডলীর নিকট অপরাহ্ণ সার্দ্ধ পঞ্চ ঘটিকা হইতে সার্দ্ধ দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত অনর্গল শ্রীবলদেব-প্রভুর কথা কীর্ত্তন করিয়া আমাদের ন্যায় অনর্থযুক্ত হৃদৌর্ব্বল্যগ্রস্ত জীবের হৃদয়ে বলাধান করেন। পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও সেইদিন বহু প্রশ্নমুখে শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের নিকট বহু হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সমাগত জনমণ্ডলীকে কীর্ত্তনমুখে নানাবিধ ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

মহা-নগর-সঙ্কীর্ত্তন

গত ১৭ই ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহা-মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠ হইতে একটী বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন বহির্গত হয়। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পরমহংসঠাকুর পাষণ্ডদলনবানা-নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ সঙ্কীর্ত্তন-সেনাপতিরূপে শ্রীহস্তে বিজয়-পতাকা ধারণপূর্ব্বক অগ্রণী হইয়া গমন করিতে থাকিলে তাঁহার পদাঙ্কানুসরণে ত্রিদণ্ডি-সেনাগণ কৃষ্ণকীর্ত্তন অস্ত্রধারণপূর্ব্বক জয়হঙ্কার করিতে করিতে মহা-নগরীর চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকেন। অগণিত লোকসংখ্যা হস্তে বিভিন্নবর্ণের পতাকা, মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা প্রভৃতি সঙ্কীর্ত্তন-সহায়ক উপকরণসমূহ গ্রহণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে কীর্ত্তন-নৃত্য করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে থাকেন। কর্ণকোলাহলময় মহানগরী সঙ্কীর্ত্তনের কৃষ্ণকোলাহল শ্রবণ করিয়া কিছু কালের জন্যও ইতর-কোলাহল হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীনামধ্বনি শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। কেহ কেহ বা বিপণি পরিত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ বা ইতরকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, কেহ বা কৃষ্ণেতর কার্য্যে শ্রমযোগ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কীর্ত্তনের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া হাল্‌সীবাগান্, সার্কুলার রোড, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শুকিয়া ষ্ট্রীট হইয়া সার্কুলার রোড দিয়া পুনরায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কলেজ-স্কোয়ারের নিকট যখন "পাষণ্ডদলন-বানা নিত্যানন্দ রায়। আচার্য্য-হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায়॥ সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥ সেইত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার। সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার॥"—এই কীর্ত্তনটী মহোচ্চ-নাদে অদ্ভুত উদ্দণ্ড-নৃত্যের সহিত গীত হইয়াছিল এবং বহুল জনতা সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে যোগদান করিয়া সেই কীর্ত্তন-নৃত্যে আকাশ, ভূতল কম্পিত, প্লাবিত ও মুখরিত করিয়াছিলেন, তখন মনে হইল, বোধ হয় পাষণ্ডদলন-বানা আচার্য্যের হুঙ্কারে কলি-কলুষ, পাপ-পাষণ্ডী আর থাকিবে না। সে কি এক অদ্ভুত দৃশ্য! অনির্ব্বচনীয়, অবর্ণনীয় গোলোকের শোভা ভূলোকে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সাক্ষাৎ দর্শন ছাড়া আর অপরের অনুভবের বিষয় নহে। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া কত লোক তাহাদের বৈদ্যুতিক যানের গতিরুদ্ধ করিয়া, কেহ বা মুক্তপ্রগ্রহ অশ্বের গতি সম্বরণ করিয়া, কেহ বা বিচক্র হইতে অবতরণ করিয়া এই অপূর্ব্ব-দৃশ্য দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ নগর-সঙ্কীর্ত্তনের মুদ্রিত পত্রসমূহ বিতরণ করিতেছিলেন। জয়-জয়ধ্বনিতে, 'হরিবোল'-রবে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতেছিল; পথিমধ্যে কেহ বা পুষ্প-বর্ষণ করিতেছিলেন, কেহ বা পরমহংসঠাকুরের শ্রীচরণে পুষ্পমালা প্রদান করিতেছিলেন, কেহ বা মহানগরীর বিবিধ-যান-বহুল পথে সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত হইয়া শ্রীল পরমহংসঠাকুরের চরণরেণু গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কেহ বা শ্রীল পরমহংসঠাকুরের অসীমাত্ম কৃপাদানের কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে বন্ধুজনকে ঠাকুরের পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন, কেহ বা শ্রীচরণরেণু স্পর্শ করিবার জন্য দূর হইতে ছুটিয়া আসিতেছিলেন—এইরূপ অপূর্ব্ব-দৃশ্যের মধ্যে শ্রীগৌরনামের ধ্বজা লইয়া শ্রীলপরমহংসঠাকুর ত্রিদণ্ডী ও ভক্তসৈন্যগণসঙ্গে মহানগরীতে সঙ্কীর্ত্তন-অস্ত্রদ্বারা সকলের হৃদয় বিজয়-পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছিলেন। আগামী ৯ই ও ১৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার দিবসদ্বয়ও পুনরায় মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন বহির্গত হইবেন।

বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন

তারিখ :—৯ই সেপ্টেম্বর, রবিবার

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায়

পথ—

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বহির্গত হইয়া রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, আর, জি, কর রোড, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, আপার-চিৎপুর রোড, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, বর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট, নিমতলা ষ্ট্রীট, চিৎপুর রোড, বিডন ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গ্রে ষ্ট্রীট, আপার সার্কুলার রোড, হাল্‌সীবাগান্ দিয়া পুনরায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

সর্ব্ব সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৩০শে ভাদ্র, ১৩৩৫, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় শ্রীচৈতন্যচরণ-চিহ্ন-সংস্থাপন-সেবায় নিযুক্ত পরমভাগবত শ্রীপাদ ভক্তিগুণাকরপ্রভু পুনঃপুনঃ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রেরণ করিয়াছেন,—"পুনঃপুনঃ নদী দুইটী স্থানে প্রসিদ্ধা। একটী—ই, আই, আর, মেন্ লাইনের পাটনা-মোকামা হইতে পাটনা-গয়া-ব্রাঞ্চ লাইনের পুনঃপুনঃ ষ্টেশনের নিকট এবং অপরটী—ই, আই, আর, এ্যাণ্ডকর্ড-লাইনে 'পামারগঞ্জ' ষ্টেশনের নিকট প্রবহমানা। পূর্ব্বপ্রদেশ হইতে সমাগত যাত্রিগণ প্রথমোক্ত পুনঃপুনঃ ষ্টেশনে এবং পশ্চিমদেশ হইতে সমাগত যাত্রিগণ পামারগঞ্জ ষ্টেশনে অবতরণ করেন।"

মহাপ্রভু প্রথমোক্ত পুনঃপুনঃ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানেই নীল দেব-চর্ম্ভ পুতপদাঙ্ক অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এই গৌরপদাঙ্ক-পূত স্থানে অচিরেই গৌর-মনোভীষ্ট-প্রচারক গৌর-জন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের প্রযত্নে, শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভুর আন্তরিক গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবা-চেষ্টায় এবং বন্ধুবর সজ্জন-প্রিয় পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহোদয়, তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণা সহধর্ম্মিণী ও ধর্ম্মপ্রাণ ভাবাভার আনুকূল্যে মন্দার, পুনঃপুনঃ ও কানাইর নাটশালার ত্রিস্থবহেশাদিবিজয়ী শ্রীচৈতন্যচরণ-চিহ্ন বা পাদপীঠ সংস্থাপিত হইতেছেন।

মন্দারের স্থানও সংগৃহীত হইয়াছে। মন্দারে যেস্থানে শ্রীশ্রীমধুসূদনজীর প্রাচীন মন্দির অবস্থিত ছিল এবং যেস্থানে শ্রীমন্মধ্বপ্রভু তত্তবিজয় করিয়া শ্রীমধুসূদন-দর্শন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, গৌর-পদরজোভিষিক্ত সেই স্থানেই শ্রীগৌর-পাদপীঠ ও তদুপরি শ্রীমন্দির সংস্থাপনের যত্ন হইতেছে।

কানাইর নাটশালার অপর নাম 'রাজমহল'। এই স্থান এককালে বহু রাজ-প্রাসাদে পূর্ণ ছিল, এখনও সেখানে ইহার প্রচুর ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। স্থানীয় অনুসন্ধানে আরও জানা গিয়াছে যে, মুসলমানরাজত্ব-কালে ঐস্থানে বহু অশ্বের শনি ছিল, এখন সে সমস্তই নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীপত্রের ২য় সংখ্যায় আমরা 'মালদহের সংবাদ'-শীর্ষক-পত্রের উত্তরে জানাইয়াছি যে, শ্রীরামকেলিতে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ যত শীঘ্র হয় অবশ্যই সংস্থাপিত হইবেন। মালদহের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ গোস্বামী এম, এ, বি, এল মহাশয় তাঁহার ১৮।৮।২৮ তারিখের ২য় পত্রে লিখিয়াছেন,—"যত শীঘ্র সম্ভব শ্রীরামকেলিতে শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপীঠ যাহাতে সংস্থাপিত হয়, তজ্জন্য শুদ্ধভক্তগণ যত্ন করিবেন"—এই সংবাদপাঠে এতই শুদ্ধ আনন্দ অনুভব করিতেছি যে, মনে হইতেছে স্থানীয় সংবাদপত্র ও 'অমৃতবাজার' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে আপনাদের সঙ্কল্পটী প্রকাশিত করিয়া

বৈষ্ণবগণকে আনন্দের অংশ প্রদান করি। আপনারা constructive work যতটা করিতেছেন, তাহা বোধ হয় অন্য কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বর্ত্তমানে করিতেছেন না।"

শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিপ্রপাকর মহোদয় ধামবাস হইতে শ্রীরামকেলির পাদপীঠ-সংস্থাপন বিষয়ে আমাদিগকে নিম্নলিখিত যে সংবাদটী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া সকলেই সুখী হইবেন—"মানভূমনিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ জমিদার পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ পড়াই মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়-পত্রে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের শ্রীরাম-কেলিতে গৌর-পাদপীঠ স্থাপনের সঙ্কল্প পাঠ করিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের অনুগতো শ্রীরামকেলিধামে শ্রীচৈতন্যচরণচিহ্ন এবং তদুপরি একটী শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের নির্দ্দিষ্ট আনুকূল্য বহন করিতে সানন্দে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। শীঘ্রই শ্রীরাম-কেলিতে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ-সংস্থাপন-কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিবে।"

শ্রীবৃন্দাবনের সংবাদ হইতে শুনা যায় যে, শ্রীগোবিন্দজীর সেবায়েৎ (?) অনৈক 'গোস্বামী' উপাধিধারী মহাশয়ের অনুরোধনে নাকি শ্রীগোবিন্দজীর জমিদারীর মধ্যে বৃন্দাবন-সহরে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী 'কসাইখানা' প্রস্তুত করিয়া মাংস বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদি কথা সত্য হয়, তাহা হইলে গোবিন্দজীর সেবায়েৎ গোসাইজীর কসাই-গিরির প্রশ্রয় দেওয়া ধর্ম্ম ত' দূরের কথা, উহা কোন্ নীতি-অনুমোদিত পন্থা?

নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটী-সহর কুলিয়ায়ও মৎস্য-মাংসভোজী অনাচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় নানাপ্রকার উৎপাতের সৃষ্টি হইয়াছে, এই সকলই কি ধামবাসিগণের ভজনের ফল, না ইহারই নাম ধামবাস? এই সকল সত্য কথা বলিলেই তত্ত্বদ্বেষে দোষি-সম্প্রদায়ের নিকট "গৌড়ীয়ের" অপ্রিয় হইতে হয়।

শ্রীশ্রীল রূপপাদ-প্রণীত অভিধেয়-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দের সেবার ফল, শ্রীবৃন্দাবন-নবদ্বীপধাম-বাসের ফল, 'আচার্য্য' 'গোস্বামী' নাম-ধারণের পরিণাম যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে সেরূপ ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের কথা কে শুনিবে? যাঁহারা এ সকল বিষয়ের বিচারকে 'কুতর্ক', 'সমালোচনা', 'নিন্দা', 'আক্রমণ' প্রভৃতি বলিয়া থাকেন, তাঁহারা এইরূপ ধর্ম্মের বাণিজ্য লইয়া পরকালে কোন্ রাজ্যে নীত হইবেন, তাহা বোধ হয় ভাবিবার সময় পান না; আর যাঁহারা ভাবিতে চাহেন বা সাধারণকে তাহা হইতে সাবধান করিতে চাহেন, তাঁহাদিগেরও মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে ত্রুটী করেন না। এরূপ বৈষ্ণব-বিনাশ-চেষ্টার ফলে দিন দিন যে জগন্নাশকারী দুর্দ্দমনীয় রোগের প্রসারতা লাভ হইতেছে, তাহা দেখিয়াই কলি "জিতং জিতং" বলিয়া করতালি বাজাইয়া নৃত্য করিতেছে। বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ "গৌড়ীয়" কলির এইরূপ তাণ্ডব-নৃত্যের প্রশ্রয় দিতে চাহেন না।

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

(১)

জগতের বিভিন্ন মনোধর্ম্মি-সমাজ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে নানা-প্রকার বাগ্-বিতণ্ডা, মতামত, সমালোচনা ও অনধিকার চর্চ্চা করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। গ্রাম্য-সাহিত্যিকগণ, ঘষা-তথা কবিগণ, তথাকথিত ধার্ম্মনিকগণ, ঘটপটিয়া তার্কিক-গণ, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ বক্তৃগণ, চিজ্জড়-সমন্বয়-কারিগণ, নির্ব্বিশেষবাদিগণ, অভক্তি-নীতিবাদিগণ, বিরাট-রূপের উপাসকগণ, মর্য্যাদা-মার্গের পথিকগণ, প্রাকৃত-সহজিয়াগণ তাঁহাদের বিভিন্ন ধারণায় শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া কেহ বা ভ্রান্ত, কেহ বা বঞ্চিত, কেহ বা উৎপথে পতিত হইয়াছেন। এই জন্যই প্রমাণ-চূড়ামণি, সর্ব্ববেদান্ত-সার শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বপ্রথমে সেই পরম বাস্তব-সত্য শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বকে "মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মাদি সুরিগণও যে তত্ত্ব-নিরূপণে মোহিত হন,—এই বাক্যে বন্দনা করিয়াছেন। ভাগবত এই জন্যই জানাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ—"অধোক্ষজ" —অতিমর্ত্য অর্থাৎ তাহা তৃতীয়মানের (third dimension এর) কোনও বস্তু নহে। জগতের লোক বুদ্ধি, বিবেচনা, বিচার, তর্ক, অনুমান প্রভৃতি দ্বারা তৃতীয়মানের বস্তু পর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারেন, কিন্তু বিষ্ণুতত্ত্ব চতুর্থমানের বস্তু বা তুরীয়। সেই বিষ্ণুতত্ত্বেরও সর্ব্ব-শীর্ষ-প্রদেশে কৃষ্ণতত্ত্ববিরাজিত। বামন হইয়া চন্দ্র স্পর্শ করা

সম্ভব হইতে পারে, পৃথিবীর সমস্ত ধূলিকণা, আকাশের সমস্ত হিম-কণা এক একটী করিয়া গণনা করা সম্ভব হইতে পারে, চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইতে পারে, বিরাটের ধারণা, ধ্যান সম্ভব হইতে পারে, এমন কি, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দৃষ্ট আচরণ দ্বারা বিরজা ব্রহ্মলোকের পরপারে নারায়ণ-ধামে চতুর্ভুজত্ব-লাভও সম্ভব হইতে পারে, তথাপি অসমোর্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের অভিজ্ঞান ইহ জগতের অধিতায় সম্ভব নহে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার তত্ত্ব তিনি নিজে না জানাইলে জীব তাহা আপন চেষ্টায় কখনও উপলব্ধি করিতে পারে না। আবার শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার তত্ত্ব অযোগ্য-জীব জানিতে পারে না। দ্বাপর যুগের সন্ধ্যাংশে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার নিজ পরিজনগণের সহিতই প্রকট-বিহার করিয়াছিলেন। সেই লীলা-পুরুষোত্তমের অচিন্ত্য-লীলা তাঁহার নিজ-জনের সহিতই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—অযোগ্য-জীবের তাহাতে কোন অধিকার ছিল না; কিন্তু সেই কৃষ্ণ যখন আবার কলিযুগে মহা-ঔদার্য্য অবতারের লীলা প্রকট করিয়া শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন,—কৃষ্ণের কথা কৃষ্ণ স্বয়ং আপামর সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য কৃষ্ণভক্তের সঙ্গায় আগমন করিলেন, তখনই অযোগ্য-জীবের যোগ্যতা-লাভে কৃষ্ণতত্ত্ব ধারণার বিষয় হইল। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে তাঁহার যে নিজতত্ত্বের কথা নিজে জানাইয়াছেন, তাহা ছাড়া জগতের অন্য কোন জীবের—অন্য কোন বিপরীত শাস্ত্রের—অন্য কোন বিরুদ্ধ বিচারের কথা যথার্থ কৃষ্ণতত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিবে না। সেই কৃষ্ণ স্বয়ং পরম ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে তাঁহার নিজ-কথা নিজে যেরূপ জানাইয়াছেন, আমরা তাহারই কিয়দংশ আলোচনা করিব।

যাঁহারা তৃতীয়মানের (third dimension) পাণ্ডিত্য লইয়া আপনাদিগকে "পণ্ডিত" বা শাস্ত্রধীতী মনে করেন, তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণের কথা বেদে নাই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেন,—(গীতা ১৫।১৫)

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো"

সকল বেদের জ্ঞাতব্য-বিষয়—আমিই।

শ্রীকৃষ্ণের এই স্পষ্টোক্তিতেও যদি দুর্ম্মেধা জীব অমনোযোগী ও উদাসীন হইলে শ্রীকৃষ্ণ আবার কৃষ্ণতত্ত্ববিদের সঙ্গায় আসিয়া বলেন,—

"গৌণ মুখ্যবৃত্তি কিবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৪৬)

বেদ, ভাগবত, উপনিষদ্, আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে নাহি যাঁর সম॥
(চৈঃ চঃ আদি ২।৩৫)

এখন আমরা কাহার কথা প্রামাণিক মনে করিব? স্বয়ং কৃষ্ণের কথা—না আমাদের ন্যায় কৃষ্ণ-মায়ায় বশীভূত, তাড়িত, লাঞ্ছিত, তৃতীয়মানের রাজ্যে পতিত, কারাগারে নিক্ষিপ্ত দিবান্ধ অপ্রামাণিকের কথা? কয়েদী ত' সম্রাটের অন্তঃপুরে—অন্তঃপুরের মধ্যস্থিত সুগোপ্য কেলি-প্রকোষ্ঠ কোন দিনই দেখে নাই, সে ত' তাহা হইতে ঘুরে ঘুরে—কতঘুরে—কত নীচে—কোন্ অন্ধকার গর্ত্তে পাতিত,—বঞ্চিত; সে বাহিরের বাহিরে থাকিয়া কি করিয়া ঘরের নিভৃত দেশের কথা জানিবে? তাহার শাসনের জন্য—তাহার দণ্ডের জন্য—তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা-নিবারণের জন্য তাহার নিকট বা তাহার সমশীল ব্যক্তিগণের নিকট যে আইন-কানুন ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাতে কেনই বা সম্রাটের অন্তঃপুরের নিভৃত-প্রদেশের রহঃকথা প্রচারিত হইবে?

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার নিজের তত্ত্ব নিজে জানাইয়াছেন। তিনি শ্রীসনাতন-শিক্ষায় স্বয়ং বক্তা ও সনাতনকে শ্রোতা করিয়া আপন সনাতন-তত্ত্ব জানাইয়াছেন। এখানে কৃষ্ণ—স্বয়ং বক্তা, আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুবুদ্ধিমান্ কৃষ্ণভক্ত—শ্রোতা; এখানে কৃষ্ণভক্ত—প্রশ্নকর্ত্তা, কৃষ্ণ—উত্তরদাতা। আবার শ্রীরামানন্দ-শিক্ষায় কৃষ্ণ এই রীতি উল্টাইয়াছেন। সেখানে কৃষ্ণ স্বয়ং—শ্রোতা, আর কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ রামানন্দ—কৃষ্ণতত্ত্বের বক্তা; অর্থাৎ কৃষ্ণ—প্রশ্নকর্ত্তা, কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ ভক্ত—বক্তা। ইহাতেও যদি দুর্ব্বুদ্ধি লোকের প্রত্যয় না হয়, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীসনাতনকে যে নিজ-তত্ত্ব বলিয়াছেন, কৃষ্ণভক্তরূপে কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীরামানন্দের নিকট হইতে যে কৃষ্ণতত্ত্ব শ্রবণ করিবার লীলা দেখাইয়াছেন, সেই কৃষ্ণ-তত্ত্বই প্রত্যক্ষ শ্রুতি-প্রমাণের দ্বারা সুদৃঢ় করিবার জন্য পয়স্বিনী ও কৃষ্ণবেণা তীর হইতে 'ব্রহ্ম-সংহিতা' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' নামক কৃষ্ণতত্ত্ব ও কৃষ্ণ-ভজন-

বিষয়ক সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের সংগ্রহ করিয়া জগতে দুরধিগম্য শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণভজন সুলভ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভু শ্রীসনাতন-গোস্বামী-প্রভুদ্বারা শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে, শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুদ্বারা লঘুভাগবতামৃতগ্রন্থে, শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুদ্বারা সন্দর্ভ-সমূহে এই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব প্রচার করাইয়াছেন।

সকলেই সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণের দাস এবং তাঁহার উপাসক। যাঁহারা এই কথা যতটা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহারা ততটা মুক্ত বা স্বাধীন। যাঁহারা ইহা যতটা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা ততটা অমুক্ত বা পরাধীন। এ কথা গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণও স্বয়ং বলিয়াছেন, (গীঃ ৯।২৪)—

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রীসনাতন-শিক্ষায় আর একভাবায় জানাইয়াছেন,—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।

অন্যত্র—

কেহ মানে, কেহ না মানে সবে তাঁর দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ॥

জীবমাত্রেই যখন কৃষ্ণের নিত্যদাস, তখন কৃষ্ণোপাসনা প্রত্যেক জীবেরই নিত্য-ধর্ম্ম। কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমে জীব নিত্য-স্বভাব হইতে বিচ্যুত ও বিরূপপ্রস্ত হইলেও নিত্যধর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করে না; তবে ভাগ বিকৃতস্বভাবে বিকৃতভাবে বিপরীত গতিতে দৃষ্ট হয়। যিনি যতটা স্বভাবের পথে আছেন, তিনি সেই পরিমাণে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। প্রত্যেককেই কৃষ্ণোপাসনা করিতে হইতেছে, তবে যিনি স্বভাবের পথের বিপরীতদিকে চলিয়াছেন, তিনি অবিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণের উপাসনা করিতেছেন; আর যিনি যতটা স্বভাবের ঠিক পথে চলিয়াছেন, তিনি ততটা বিধিপূর্ব্বক উপাসনা করিয়া ক্রমে ঐকান্তিক, অব্যভিচারী, অন্যজ্ঞানাবশূন্য, একায়নগতী ভাগবতস্বভাবস্থ-লাভ এবং বিধির পূর্ণ-পরাকাষ্ঠা অনুরাগ বা প্রেমা লাভ করিতেছেন। স্বভাবের পূর্ণতম-রাজ্যে আবার যে "অবিধি" তাহাই বিধির পরিপূর্ণতাৎপর্য্যময়তা ও চরিতার্থতা। গীতায় অর্জ্জুন-শিক্ষায় শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়াছেন, (গীঃ ৯।২৩)—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যে সকল ভক্ত অন্য দেবতারও অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাও অবিধিপূর্ব্বক (মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা, অতত্ত্বে পুনরাবর্ত্তনে—শ্রীধর) অর্থাৎ যাহা দ্বারা নিত্যকালের মুক্তি বা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হয়, সেই বিধি পরিত্যাগ করিয়া আমারই পূজা করিয়া থাকেন।

জগতে কৃষ্ণোপাসক ব্যতীত আর অন্য কোন উপাসক থাকিতে পারে না; বিধির সহিতই হউক, আর অবিধির সহিতই হউক, সকলেই কৃষ্ণকে চাহেন। কারণ কৃষ্ণই প্রত্যেক চেতনবস্তুর প্রাণ, আকর্ষক ও আনন্দ-দায়ক—

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"
(মঃ ভাঃ উঃ পঃ ৭১ অ ৪র্থ শ্লোক)

কৃষ্-ধাতু—ভূ অর্থাৎ আকর্ষকসত্তাবাচক; ণ-শব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দ-বাচক। কৃষ্-ধাতুতে ণ-প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের ঐক্যে 'কৃষ্ণ'-শব্দে পরমব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ঐ যে ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের "স্বয়ং কৃষ্ণ স্বতং পিবেৎ" মন্ত্রের উপাসক চার্ব্বাক, ঐ যে চীনদেশের চার্ব্বাকের সহোদর মুহুন্‌বের ইয়াংচু, ঐ যে গ্রীকদেশের সুসিপস্, ঐ যে মধ্য এশিয়া খণ্ডের সর্ডেনেপ্যাস্, ঐ যে রোমদেশের লুক্রিসিয়স্, ঐ যে ভান হলবাক্ ইঁহারা কি চা'ন—কি অনুসন্ধান করেন? ঐ আকর্ষক-সত্তা, ঐ নির্বৃতি বা আনন্দ—তাঁহারা অবৈষ্ণবভাবে ঐ কৃষ্ণকেই চান—অবিধি-পূর্ব্বক কৃষ্ণেরই উপাসনা করেন। ঐ মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক বৌদ্ধ, ঐ অর্হৎ, ঐ রসেশ্বর, ঐ প্রত্যভিজ্ঞ, ঐ পাণিনি, ঐ নকুলীশপাশুপত কি চান?—কাহার উপাসনা করেন! সেই আকর্ষক-সত্তা, আর সেই নির্বৃতি; সকলেরই তাহাই লক্ষিতব্য বস্তু—সকলেই কৃষ্ণের উপাসক। কিন্তু তাঁহাদের উপাসনা অবিধিপূর্ব্বক বলিয়া—তাঁহারা কৃষ্ণমাত্রকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন বলিয়া—"ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে"—তাঁহাদের স্বাধীনতা লাভ হয় না—তাঁহারা স্বরাজ পান না।

ঐ যে মহর্ষি কণভুক্ তণ্ডুল-কণা ভক্ষণ করিয়া, ভূ-সত্তার বিশ্লেষণ করিতে করিতে পরমাণুকেই সত্তা বা তাঁহার পরি-

তাহার "বিশেষ" বলিয়া নিবৃত্তির কল্পনা করিয়াছিলেন, ঐ যে গৌতম বা আধুনিক-কালের গঙ্গেশ উপাধ্যায় ঘট-পট, ব্যাপ্য-ব্যাপক, উপপত্তি-অনুপলব্ধি প্রভৃতি বিচারে আকৃষ্ট হইয়া আপনা ভুলিয়াছিলেন, ঐ যে জৈমিনী "চোদনা-লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" সূত্র রচনা করিয়া মর-পুরে অমরাবতীর নন্দন-কাননের পারিজাত-সৌরভের অসদ্ভাব দেখাইয়াছিলেন, ঐ যে সাংখ্য, ঐ যে ঈশ্বর-কৃষ্ণাচার্য্য ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির স্থান নেশার লোক মাতাইয়াছিলেন, ঐ যে পাতঞ্জের সিদ্ধত্রয় পতঞ্জলি সম্প্রজ্ঞাত-অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, বিভূতি, কৈবল্য কত কি কল্পনা করিয়া লোকসংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইঁহারা সকলে কি চান?—কাহারই বা উপাসনা করেন? সকলেই ঐ আকর্ষক-সত্ত্ব ও নিবৃত্তির অনুসন্ধান করেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা গীতায় ভাষায় বলিতে গেলে, অবিধিপূর্ব্বক উপাসনা।

ঐ প্লেটো, আরিষ্টটল, ডিডেরো, লাপেট্রি, কোমত, মিল, লুইস্, পেন, কারলাইল, বেনথাম, কোম, হলিয়ক, ব্রাড্‌লা, ফেরিন, টিণ্ডাল, বুকনর, মাণেস্কোট, হিরাক্লিটাস্, এম্পেডক্লিস্, এনাক্সেগোরাস্, প্লটিনাস্, প্রক্লাস্, অগাষ্টিন, বেকন, হব্‌স্, ডেকার্টস্ স্পিনজা, এডাম্‌স্মিথ্, ষ্টিউয়ার্ট, হেমিল্টন, অণ্টোয়ার, ডিজেরট্, ক্যাণ্ট, হেগেল্, গ্রীন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণই বা কাহার অনুসন্ধান প্রয়াস করিয়াছেন? কাহার উপাসনা করিতে চাহিতেছেন? ঐ আকর্ষক সত্ত্ব-সম্মিলিত আনন্দের অনুসন্ধানই সকলের মূল বিষয়। কিন্তু মরুর মাঝে পিপাসিত পান্থ যেরূপ উপযুক্ত পথপ্রদর্শকের অভাবে শ্রদ্ধা ও আকুলতা-সহকারে জলের আরাধনা করিয়াও মরীচিকারূপ আকর্ষক-সত্ত্বার আকর্ষণে ছুটিতে ছুটিতে শ্রান্ত হইয়া পড়ে—পিপাসা শান্তি করিতে পারে না, অথবা তাপসী অনাবিলায় পথভ্রান্ত পথিক যেরূপ আলেয়ার আলোক দেখিয়া রাজধানীর মহাদীপ-জ্ঞানে উহার আকর্ষণে ছুটিতে থাকে, কিন্তু নিবৃত্তি পায় না, অথবা কোন সময়ে বৃন্দাবনে কালিন্দহদে নৌকোপরি জালিয়াকে বেউটি জালিয়া মৎস্য মারিতে দেখিয়া সাধারণ লোক যেমন জালিয়াকে 'কৃষ্ণ' মনে করিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু সেই সময় সেই বৃন্দাবনে সাক্ষাৎ মহা-বদান্য কৃষ্ণ অবতীর্ণ থাকিলেও তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, সেইরূপ যাহাদের কৃষ্ণে বিবর্ত্তজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, যাহারা কৃষ্ণমায়ায় ছলনায় পড়িয়া কৃষ্ণ-মায়াকেই 'কৃষ্ণ' বলিয়া মনে করিতেছে, তাহাদের যাবতীয় চেষ্টা, অনুসন্ধান, গবেষণা, উপপত্তি, উপাসনা সকলই অবিধি-পূর্ব্বক কৃষ্ণোপাসনা।

প্রকৃত জগদ্বন্ধু

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"দানমেকং কলৌ যুগে"—কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম্ম। এই 'দান' শব্দের অর্থ অনেক লোক অনেক প্রকারে বুঝিয়া থাকেন। অজ্ঞ-জন, সাধারণ-জন, বিজ্ঞ-জন ও সুবিজ্ঞ-জনভেদে 'দান' শব্দের সহজ অর্থ বিভিন্নরূপে গৃহীত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় (১৭শ অধ্যায়) শ্রীঅর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ত্রিবিধ অধিকারীর দান-বিষয়ে ত্রিবিধ-তাৎপর্য্য-উপলব্ধির কথা জানাইয়াছেন,—

উপকারক ব্যক্তির প্রত্যুপকার-মানসে নহে, কিন্তু কেবল দাতব্যমাত্রবোধে যে উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে, দান করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক দান (গীঃ ১৭।২০); প্রত্যুপকার-কামনায় কিম্বা স্বর্গাদি ফলকামনায় মনঃকষ্ট সহ্য করিয়া যে দান করা যায়, তাহা রাজস দান (গীঃ ১৭।২১); আর দেশ, কাল, পাত্রাদির বিচার না করিয়া যে কোন দেশে, যে কোন কালে, যে কোন পাত্রে অসৎকার ও অবজ্ঞার সহিত যে দান করা যায়, তাহা তামস দান" (গীঃ ১৭।২২)।

গীতোক্ত ঐ ত্রিবিধদানই ত্রিগুণের অন্তর্গত। বিজ্ঞ, সাধারণ ও অজ্ঞ—এই ত্রিবিধশ্রেণী যথাক্রমে উপরি-উক্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই ত্রিবিধ দানের পক্ষপাতী। 'দান' অর্থে—ত্যাগ বা বৈরাগ্য। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—ত্রিগুণান্তর্গত এই ত্রিবিধ দানের দাতা, প্রতিগ্রহীতা, শ্রদ্ধাদেয়, ধর্ম্মযুক্ত, দেশ ও কাল—এই ষড়্‌বিধ দানাঙ্গই ত্রিগুণের অন্তর্গত বলিয়া সেই দান—ত্যাগ—বৈরাগ্য নশ্বর, কষ্ট ও অযুক্ত।

কিন্তু যে মহানুভবশালী পুরুষ দাতা-শিরোমণি শ্রীচৈতন্যদেবের মহামহা-বদান্য ভূরিদ নিজজনের নিকট

হইতে দিব্যচক্ষুদান প্রাপ্ত হন, তিনি অজ্ঞ, সাধারণ বা বিজ্ঞ—এই ত্রিবিধ কোন শ্রেণীরই অন্তর্গত নহেন। দিব্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত হওয়ায় তিনি সুবিজ্ঞ। সুবিজ্ঞগণের দানের প্রকার কূর্মপুরাণে এইরূপভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং দানমুচ্যতে।
চতুর্থং বিমলং প্রোক্তং সর্ব্বদানোত্তমোত্তমম্॥
অকস্মাদনি যৎকিঞ্চিদীয়তেঽনুপকারিণে।
অনুদ্দিশ্য ফলং তৎস্যাদ্ ব্রাহ্মণায় চ নিত্যকম্॥
যত্তু পাপোপশান্ত্যর্থং দীয়তে বিদুষাং করে।
নৈমিত্তিকং তদুদ্দিষ্টং দানং সদ্ভিরুদাহৃতম্॥
অপত্যবিত্তলৈশ্বর্য্যস্বর্গার্থং যৎ প্রদীয়তে।
দানং তৎ কাম্যমাখ্যাতমৃষিভির্ধর্ম্মচিন্তকৈঃ॥
যদীশ্বরপ্রীণনার্থং ব্রহ্মবিৎসু প্রদীয়তে।
চেতসা ধর্ম্মযুক্তেন দানং তদ্বিমলং শিবম্॥

শাস্ত্রে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য—এই ত্রিবিধদানের কথা উক্ত হইয়াছে। চতুর্থ অর্থাৎ তুরীয় বা ত্রিগুণের অতীত দান "বিমলদান" নামে কথিত; তাহা শ্রেষ্ঠ দান হইতেও শ্রেষ্ঠতম। প্রত্যুপকার ও ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ব্রাহ্মণাদিকে যে দান, তাহাই, নিত্যদান নামে কথিত; পাপের উপশান্তির জন্য বিদ্বদ্‌গণের হস্তে যে দান করা হয়, তাহাই নৈমিত্তিক দান; পুত্র-সৌভাগ্যাদি লাভ, বিজয়, ঐশ্বর্য্য, স্বর্গ বা ধর্ম্মাদিলাভের জন্য যে দান করা হয়, ঋষিগণ তাহাকেই কাম্যদান বলিয়া থাকেন। আর একমাত্র পরমেশ্বরের প্রীতি-তাৎপর্য্যে ব্রহ্মবিদ্‌গণের হস্তে ধর্ম্মযুক্তচিত্তে যে দান করা হয়, তাহাই শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় এবং বিমল দান।

ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে চিরকালই দানের মহিমা বিঘোষিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষে দানবিষয়ের নিবন্ধগ্রন্থের অভাব নাই। কমলাকরের 'দানকমলাকর', রঘুনন্দনের 'দান-কল্পতরু', অনন্তদেবের 'দান-কৌস্তুভ', অভয়রামের 'দান-চন্দ্রিকা', গোবিন্দানন্দের 'দান-কৌমুদী', দিবাকরের 'দান-দিনকর', ভবদেবের 'দানধর্ম্ম-প্রক্রিয়া', অনন্তভট্টের 'দান-পারিজাত', রত্নাকরের 'দান-পদ্ধিকা', নীলকণ্ঠের 'দান-ময়ূখ', রাঘবভট্টের 'দান-পদ্ধতি', ব্রজরাজের 'দানমঞ্জরী', দয়ারামের 'দানপ্রদীপ', মিত্রমিশ্রের 'দানপ্রকাশ', রাজভট্টের 'দান-রত্নাকর', কুবেরনন্দের 'দান-তাপবত্ত', মদন সিংহের 'দানবিবেকোদ্যত', দিবাকরের 'দান-সংক্ষেপচন্দ্রিকা' অনন্তভট্ট, কামদেব ও বল্লালসেনের 'দানসাগর' প্রভৃতি দানবিষয়ে বহু নিবন্ধগ্রন্থ প্রচারিত রহিয়াছে। ঐ সকল দান-নিবন্ধগ্রন্থের বিধানানুসারে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য অথবা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক দানের প্রতিই বিজ্ঞ, সাধারণ ও অজ্ঞজনের রুচি দেখা যায়। জগতে ভুবনমঙ্গল বিমলদানের কথা কীর্ত্তন করিবার প্রতিনিধি বড়ই বিরল। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানতৎপর জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগী, বিকটতপস্বী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ঐ প্রথমোক্ত ত্রিবিধদানের ফলশ্রুতিই জগতে ঘোষণা করিয়াছেন ও করিতেছেন। একমাত্র অমন্দোদয়-নিধি শ্রীচৈতন্যের প্রতিভূ মহামহাবদান্য, পরদুঃখ-দুঃখী মহাজনগণই ভুবনমঙ্গল বিমল মহাদানের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

হেমাদ্রির দানখণ্ডে পুরাণদানের প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত-দানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং কাল-নির্ণয়-প্রকরণে—"কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে॥" (ভাঃ ১১।৫।৩৬)—"গুণজ্ঞ সারগ্রাহী আর্য্যপুরুষগণ কলিকে এই জন্যই 'ধন্য' বলিয়া থাকেন, যেহেতু একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারাই কলিকালে সর্ব্বস্বার্থ লাভ হয়" উল্লেখ করিয়া দানখণ্ডে প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণকীর্ত্তন-রূপ মহাদানকেই সর্ব্বোত্তমোত্তম ভুবনমঙ্গল মহাদান বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন।

অশেষ-দোষনিধি কলির একটীমাত্র মহদ্‌গুণ এই যে, এই যুগে কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতেই জীব পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন এবং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—এই ত্রিবিধযুগে যে প্রয়োজন লাভ হইত, এমন কি যে পরম প্রয়োজন সেই তিনযুগেও তত্তদ্ যুগোচিত সাধনের দ্বারা লাভ হইতে পারে নাই, কিন্তু কলিকালে একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারাই যাহা আপামর সর্ব্বসাধারণের লাভ হয়, অনর্পিতচর-প্রেম-প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেই মহা-দান যদি আপামর সকলকে—অযাচককে—দেশ বিদেশে—পৃথিবীর সর্ব্বত্র—বিশ্বের সর্ব্বত্র—সর্ব্বকালে দান করিবার ব্যবস্থা করা যায় এবং সেই শ্রীচৈতন্যের মহাদান-বিতরণ-কারী অজস্রধারায় মহাদান-যজ্ঞে যদি কোন মহানুভবিপাণী তাঁহার দান-সৌণ্ডতা বিস্তার করেন, তাহা হইলে সেই দানসৌণ্ডের দানধর্ম্ম কত অগণিত গুণিতভাবে শ্রেষ্ঠ, তাহা অনন্তদেব ছাড়া আর কে বর্ণন

করিতে পারেন? সেই দানই প্রকৃত সুদমমঙ্গল-দান··· সুবিমল-দান—শুদ্ধসাত্ত্বিকদান। সেই দানই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ঊর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষ, অধস্তন পরপুরুষ এবং বর্ত্তমান সর্ব্বপুরুষকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করিতে পারে; সেই দানের দাতা, প্রতিগ্রহীতা, শ্রদ্ধাদেয়, ধর্ম্মসূক্ত, দেশ ও কাল সকলই ত্রিগুণের অতীত শুদ্ধ-সত্ত্ব।

শাস্ত্র বলেন,—পাত্র দেখিয়া দান করিবে, অপাত্রে দান করা অনুচিত। জগতে অসংখ্যদানের পাত্র আছেন, কিন্তু সেই সকল পাত্র বাহ্য সাধারণ বিচারে যতই উপযুক্ত বা সর্ব্বোত্তম হউন না কেন, তাঁহারা সুবিজ্ঞজনের বিচারে 'পাত্র' শব্দের সহজ অর্থে (বিদ্বদ্রুচিতে) 'পাত্র' নামের যোগ্য নহেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলেন,—"পতনাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ পাত্রং তস্মাৎ প্রকীর্ত্তিতে"—পতন হইতে রক্ষা করেন বলিয়া পুরুষবিশেষ 'পাত্র' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

'অজ্ঞাতিলাষী' প্রতিমুহূর্ত্তেই ইতস্ততঃ পতিত, বিক্ষিপ্ত ও বিচ্যুত; সুতরাং অজ্ঞাতিলাষী কখনও দানের পাত্র হইতে পারে না। কারণ যে নিজেই আপনাকে পতন হইতে রক্ষা করিতে পারে না, সে কি করিয়া অপরকে পতন হইতে রক্ষা করিবে? এক অন্ধ কি আর এক অন্ধকে পতন হইতে রক্ষা করিতে পারে? 'কর্ম্মী'ও কখনও 'পাত্র' হইতে পারেন না, কারণ কর্ম্মীর আরাধ্য বা প্রয়োজনীয় যে স্বর্গাদি লোক, তাহা হইতে পতনাদি ভয় প্রসিদ্ধ, কাজেই কর্ম্মীকে দানের পাত্র জ্ঞান করিলে 'পাত্র' শব্দের ধারণায় ভুল হয়। নির্ভেদজ্ঞানীর পতনের কথা "পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ," "জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ," "জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্ম্মাপি স ভবেৎ ব্রহ্মরাক্ষসঃ" প্রভৃতি প্রমাণে বহুধা শ্রুত হইয়া থাকে, সুতরাং নির্ভেদজ্ঞানীও দানের প্রকৃত পাত্র হইতে পারেন না। যোগিগণের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বিশ্বামিত্রাদি মহাযোগিগণ, তপস্বিগণের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সৌভরি প্রভৃতি মহাতপাগণেরই যখন পতন দৃষ্ট হয়, তখন তাঁহারা কি করিয়া অপরকে পতন হইতে ত্রাণ করিবেন? কাজেই যোগী, তপস্বিগণও দানের প্রকৃত পাত্র হইতে পারেন না।

কর্ম্মি-সম্প্রদায় বিচার করেন,—লৌকিক, বৈদিক, ব্যবহারিক গুরু, পুরোহিত প্রভৃতি দানের পাত্র; কিন্তু "ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্"—এই ভাগবতীয় ন্যায়ানুসারে—যে সকল গুরু, পুরোহিত প্রভৃতি নামধারিগণ পতন হইতে ত্রাণ করিতে পারেন না, তাঁহারাও দানের পাত্র-পদবাচ্য নহেন। মহারাজ বলি ঐরূপ তথাকথিত গুরুকে পুরোহিতকে দানের পাত্র-রূপে গ্রহণ করিবার আদর্শ না দেখাইয়া ত্রিবিক্রম-বিষ্ণুকেই দানের একমাত্র পাত্র বিচার করিয়াছিলেন। অনেকে তথাকথিত স্বজনবর্গকে দানের যথার্থ পাত্র মনে করেন, কিন্তু যে স্বজনবর্গ পতন হইতে ত্রাণ করিতে পারেন না, তাঁহারাই বা কি করিয়া দানের পাত্র হইতে পারেন? এই জন্যই মহাত্মা বিভীষণ স্বজন-ত্রাবণকে পাত্ররূপে বিবেচনা করিতে পারেন নাই; ভগবান্ শ্রীরাম-চন্দ্রকেই একমাত্র 'পাত্র'-বিচার করিয়া তাঁহারই পূজায় সর্ব্বস্ব ডালি দিয়াছিলেন। সাধারণতঃ মাতা, পিতা, দেবতা ও পতিকে আমরা দানের পাত্র মনে করিয়া থাকি। কিন্তু ভাগবত বলেন, ইঁহারা যদি আমাদিগকে পতন হইতে ত্রাণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে ইঁহারাও প্রকৃত পাত্র-পদবাচ্য নহেন। এই বিচারে প্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুকে 'পাত্র' জ্ঞান করিতে না পারিয়া নৃসিংহ-বিষ্ণুকে পাত্রজ্ঞানে তাঁহার পাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে সমর্পণ করিয়াছিলেন, এমন কি উহার ফলস্বরূপে কোন প্রকার প্রতিদান চাহেন নাই। প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন,—"যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্" ভরত এই বিচারে মাতা কৈকেয়ীকে পাত্ররূপে গ্রহণ করিতে না পারিয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মকেই একমাত্র পাত্র বিচার করিয়া তাঁহাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন। বাস্তিক ব্রাহ্মণপত্নীগণ যজ্ঞ-নিপুণ মহাপুণ্যশালী পরমারাধ্য পতিগণকে এই বিচারে দানের পাত্ররূপে গ্রহণ করিতে না পারিয়া সর্ব্বযজ্ঞ-ভোক্তা কৃষ্ণকেই একমাত্র দান-পাত্র জানিয়া তথাকথিত পতিগণের অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া কৃষ্ণ-বলদেবকে দান করিয়া-ছিলেন। মহারাজ খট্বাঙ্গ জীবনের শেষমুহূর্ত্তে এই বিচারেই ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পাত্ররূপে গ্রহণ না করিয়া সর্ব্বদেব-দেব পরাৎপর বিষ্ণুকেই একমাত্র পাত্রজ্ঞান পূর্ব্বক বিষ্ণু-পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব অঞ্জলি দিয়াছিলেন। সুতরাং অজ্ঞাতিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী বা ব্যবহারিক লৌকিক গুরু, পুরোহিত, আত্মীয়-স্বজন, পিতা, মাতা, পতি, দেবতা যদি পতন হইতে রক্ষা করিতে না পারেন,

তাহা হইলে তাঁহারাও প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে 'পাত্র' শব্দবাচ্য হইতে পারেন না।

"তাবকাঃ কচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ"—একমাত্র বাসুদেবের ভক্তগণই বাসুদেবে সুদৃঢ় প্রীতিযুক্ত, বলিয়া কখনই স্থানভ্রষ্ট হন না—এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় ন্যায়ানুসারে অচ্যুতাশ্রিত ভক্তগণই পতনরহিত তাঁহারা পুরুষমাত্রকেই ত্রাণ করিতে পারেন; সুতরাং তাঁহারাই যথার্থ দানের পাত্র। বাসুদেবের ভক্তগণের মধ্যে আবার মহাভাগবতোত্তম পরম পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবই দানের একমাত্র পাত্র। তিনি গুরুক্রব বা পুরোহিতক্রবগণের ন্যায় দক্ষিণাপন্থী কর্ম্মমার্গের উপদেষ্টা নহেন। তিনি শিষ্যের দান গ্রহণ করিয়া ভোগী বা ত্যাগী কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-গুরুর ন্যায় চিন্তিদাস-কৃষ্ণ হইতে বিচ্যুত হইয়া নিজ-বিলাস-চরিতার্থতায় শিষ্যের দান হজম করেন না। মহাভাগবতোত্তম শ্রীগুরুদেব জীবের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া সেই সর্ব্বস্ব সর্ব্ব-স্ব-কৃষ্ণপাদপদ্মে বলি দেন অর্থাৎ শিষ্যের আসক্তির যাহা কিছু সর্ব্বস্ব, তাহা সমস্ত ত্যাগ করাইয়া শিষ্যের পূর্ণ-উন্মুক্ত, অবকাশযুক্ত নির্ম্মল আধার-রূপ শুদ্ধসত্ত্বে পূর্ণবিত্ত বাসুদেবকে আবির্ভূত করান।

এরূপ দানের দাতা ও প্রতিগ্রহীতা জগতে বড়ই সুদুর্লভ। কলিকালে দানই যখন একমাত্র ধর্ম্ম, আবার কৃষ্ণকীর্ত্তনই একমাত্র সাধ্য, সাধন, গতি, বর্ম্ম বা প্রয়োজন, তখন কৃষ্ণকীর্ত্তনের আনুকূল্যে যে দান, সেই দানের মহত্ত্ব অনন্তদেবও সহস্রমুখে বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যের দান বিতরণের জন্য শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ যে সকল দানশালা খুলিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠ সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্ররূপে কলির রাজ্য কলিকাতায় পদ্মপত্রস্থ জল অথবা দেহমধ্যে দেহি-জীবাত্মা ও পরমাত্মার অবস্থানের ন্যায় অসংশ্লিষ্টভাবে বিরাজিত থাকিয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনদ্বারা কলির সর্ব্বদোষ হরণপূর্ব্বক নিত্যের দ্বারে দ্বারে পরমার্থ বিতরণ করিতেছেন। যেখানে যত ঋণগ্রস্ত, যেখানে যত দেউলিয়া ব্যক্তি রহিয়াছে, যেখানে যত কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-বিমুখতারূপ জরার আক্রমণে আক্রান্ত অবসাদগ্রস্ত মানব রহিয়াছে, যেখানে যত পথহারা পথিক, যেখানে যত গৃহহারা পরিজন, যেখানে যত দারিদ্র্যে, দৈন্যে, রোগে, শোকে, তাপে জর্জ্জরিত—ক্লান্ত জীব রহিয়াছে, সকলের কাছে—বিশ্বমানবের দুয়ারে আজ এই দান শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বিতরিত হইতেছে। এই দান—শ্রীচৈতন্যের দান—যুগোচিত, কালোচিত, সর্ব্বদেশপাত্রোচিত কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-দান।

এই দানের মহাদানশালার প্রধানকেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্থিতি-সংস্থাপনকল্পে যে এক মহা উদার, যে এক মহাবিজ্ঞ, যে এক মহাসুবুদ্ধি, যে এক মহাগুণজ্ঞ, যে এক মহাসার-গ্রাহী, গুরুকৃপায় মহাদিব্যজ্ঞান-লব্ধ পুরুষের চেতনের বৃত্তি বিকসিত হইয়াছে, সেই মহাত্মার নাম বাংলা দেশের অনেকেই—নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠার্থী হইতে মহা-বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত ছাত্র, অধ্যাপকমণ্ডলি পর্য্যন্ত অর্থাৎ সরস্বতীর সেবক-সম্প্রদায়ের সকলেই জানেন। বাংলায় বোধ হয় এমন খুব কম গ্রাম, নগর বা জনপদ আছে, যেখানকার শিক্ষার্থী, অধ্যাপক ও পণ্ডিতমণ্ডলী সুপ্রসিদ্ধ "জে, বি, ডি, মার্কা" কালি ব্যবহার না করিয়াছেন। বাংলার বাহিরেও সরস্বতী-সেবক-সম্প্রদায় ঐ সুপ্রসিদ্ধ "জে, বি, ডি" মার্কা কালি অত্যন্ত আদরের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সুপ্রসিদ্ধ "জে, বি, ডি"-ই আমাদের প্রশংসিত মহা-প্রাণ শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্ত।

মহাত্মা জগবন্ধু বরিশাল বানরীপাড়া-নিবাসী পরলোক-গত মঙ্গলদাস দত্ত বণিক্ মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র। জগবন্ধু বাংলা ১২৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্বগ্রামস্থ বিদ্যালয়ে তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যা লাভ করিয়া একদিন বানরীপাড়া হইতে ৮ ক্রোশ দূরে রামসিদ্ধিনামক গ্রামে মাসীমাতার গৃহে যাইবার কালে কর্ণে ব্যাপ্টা বাতাস লাগায় সেই দিন হইতে জগবন্ধু সাংসারিক গোলমাল শুনিবার উপযোগী কর্ণে কিছু কম শুনিতে থাকেন। সেই সময় হইতে তাঁহার হরিভক্তির অন্তরায়জনক পড়াশুনাও বন্ধ হয়। ১৬ বৎসর বয়সে স্বগ্রামে অতি ক্ষুদ্র একটী মনোহারী দোকান খুলিয়া বসেন। অর্থাভাব-নিবন্ধন প্রকাশ্য ক্রেতা-বিক্রেতা-গণের সহিত সমস্ত ব্যবহার করিতে হওয়ায় এবং শ্রবণ-শক্তির অপটুতা-নিবন্ধন পদে পদে অসুবিধা ভোগ করায় জগবন্ধুর হৃদয়ে বড়ই দুঃখ হয়। সেই দুঃখে তিনি দুইবার অহিফেন সেবন করিয়া প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করেন। বৈষ্ণগণ অনেক চেষ্টায় জগবন্ধুকে দুইবারই রক্ষা করেন। দেশে আত্মীয়-স্বজনের নিকট থাকিলে তাঁহার মঙ্গল হইবে না বিবেচনা

করিয়া জগবন্ধু যখন যাইবার সময় করিয়া ১৫৲ চৌদ্দটাকা মাত্র পাথেয় লইয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসেন। কলিকাতায় আসিয়া উচ্চ কর্ম্ম-কোলাহলময় রাজধানীর বিশৃঙ্খল কোলাহল তাঁহার কর্ণে স্বদেশের ক্রেতা-বিক্রেতাগণের শব্দেরই ন্যায় অবোধ্য বিবেচিত হওয়ায় তিনি জগতের সর্ব্ব কোলাহলেরই অসারবত্তার বিচার করিয়া প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প পরিহার করেন। রাজধানী কলিকাতায় তাঁহার মত সম্বলহীনের স্নান ও রাত্রিকালে বিশ্রামের শয্যা—রাজধানীর ফুট-পাথ, পানীয় ও আহার্য্য গঙ্গার জল ও দুই এক পয়সার ছোলাভাজা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু ধৈর্য্য, তিতিক্ষা ও সর্ব্বোপরি তাঁহার সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ হইতে রক্ষা করিয়া কোন্ এক অদূর অজানা মহত্তো মহীয়ান্ উদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিল।

জগবন্ধু যখন প্রথম কলিকাতায় আসেন, তখন কলিকাতায় জার্ম্মেন-সিল্‌ভারের প্রথম প্রচলন হয়। জার্ম্মেন সিল্‌ভারের পাত্র দেখিয়া জগবন্ধু বিচার করেন যে, যদি ইহা দ্বারা অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়া দেশে চালান দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার দেশের দরিদ্র লোকও অলঙ্কার পরিধানের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারেন। এই বিচারে তিনি কলিকাতায় হিন্দুস্থানী স্বর্ণকার (সোনার) দ্বারা জার্ম্মেন-সিল্‌ভারের গহণা প্রস্তুত করাইয়া দেশে চালান দিতে থাকেন। সেই কারবারে জগবন্ধু অত্যল্পকাল মধ্যেই বিশ পঁচিশ হাজার টাকা লাভ করেন। নিঃসম্বল হইতে স্বীয় সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি, স্বাবলম্বন ও সহিষ্ণুতাফলে জগবন্ধু সেই কালে পঁচিশ হাজার টাকার অধিকারী হন। কলিকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম ছিল, কিন্তু জগবন্ধু কোনও যানের অপেক্ষা না করিয়া পদব্রজে চেৎলার হাট, হাবড়ার হাট করিতেন; পাঁচ ছ' পয়সা ব্যয় করিয়া যানে আরোহণ করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন। স্ব-হস্তে এক সন্ধ্যা ভাতে ভাত পাক করিয়া দুইবার ভোজন করিতেন, প্রায়ই দুই তিন দিন অন্তর অন্ন খাওয়া ভাগ্যে ঘটিত; কোনও দিন বা কেবলমাত্র চিঁড়ে খাইয়া থাকিতেন। এইরূপ শারীরিক কষ্ট ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সম্পূর্ণ নিজ উপার্জ্জন-ক্ষমতায় নিঃসম্বল হইতে জগবন্ধু কয়েক সহস্র মুদ্রার অধিকারী হইলেন।

ঐ সময় চিৎপুরে কোন বিপণি-গৃহে রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া জগবন্ধু সেই রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি গৃহে লইয়া আসেন এবং গন্ধর্ব্ব-রীতিতে প্রায় সপ্ত-সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া রাধাকৃষ্ণের বিবাহ দেন। হ্যারিসন্ রোডে মাসিক ৬৲ টাকা ভাড়ায় কোন একজন মাড়োয়ারীর বাড়ীর একটী ঘর ভাড়া লন, কিন্তু সেই মাড়োয়ারী মহাজন বা মাংসাশী বাঙ্গালীকে গৃহে অবস্থান করিতে আপত্তি করিলে জগবন্ধু সেই দিন হইতে চিরতরে মৎস্য, মাংস ত্যাগ করেন। তখন জগবন্ধুর বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। ২০ বৎসর বয়সের সময় জগবন্ধু সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রিক-দ্রব্য-গ্রহণেচ্ছায় আতপ-তণ্ডুল ব্যবহার করিতে থাকেন এবং তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হন। হরিদ্বারে দরিদ্র কাঠুরিয়াগণকে শুষ্ক-কাষ্ঠ বিচ্ছিন্ন করিয়া আলানি-কাষ্ঠরূপে বিক্রয় করিতে দেখিয়া জগবন্ধু সর্ব্ব প্রকার সজীব বৃক্ষ-লতা ছেদন পরিবর্জ্জন করেন এবং দেশে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক নিজ গৃহের চিড়িয়াখানার পশুপক্ষীগুলিকে ছাড়িয়া দেন ও পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরা বন্ধ করান।

অতঃপর জগবন্ধু কলিকাতায় আসিয়া কাঠের কৌটাতে জে, বি, ডি মার্কা দিয়া কালির প্রচলন করেন। এই সময় বিলাত হইতে তিনি বিবিধ মাল আমদানী করিতে থাকেন। সুগন্ধি তৈল প্রভৃতিও এই সময় আবিষ্কার করেন। চিনাবাজারে মাসিক ১৪৲ টাকা ভাড়ায় একটী দোকান ঘর ভাড়া করেন এবং জে, বি, দত্ত কার্ম্ম নাম দিয়া সেই দোকান খোলেন; বর্ত্তমানে তিনি সেই দোকানেরই ভাড়া মাসিক ১৪৲ টাকা স্থানে ২০০৲ দুইশত টাকা হিসাবে দিতেছেন। স্বোপার্জ্জিত অর্থ হইতে প্রায় ৬০,০০০৲ ষাট্‌হাজার টাকা ব্যয় করিয়া পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও মাতার শ্রাদ্ধাধিকার্য্য সম্পন্ন করেন এবং দেশের রাস্তা, পোল, ঘাট ও নিজের বাড়ীঘরের উন্নতি করেন। ১৩২০ সালে গঙ্গাতীরে বাস ও নিত্য গঙ্গাস্নান মানসে গঙ্গার তট-প্রদেশে একটী ভূমি ক্রয় করেন এবং তদুপরি অট্টালিকা-নির্ম্মাণ ও অন্যত্র বাগানবাড়ী প্রস্তুত করান। ১৩২১ সালে জগবন্ধু শ্রাদ্ধশ্রাদ্ধ উপলক্ষে স্বদেশে গমন করেন। সেই সময় তাঁহার পদদেশ ভগ্ন হওয়ায় অতস্থান বিষাক্ত হইয়া পড়ে। ডাক্তারগণ একবাক্যে তাঁহার পা কাটিয়া ফেলিতে ব্যবস্থা দেন, এবং বলেন পা কাটিয়া না ফেলিলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দূষিতরসে আক্রান্ত হইয়া অচিরে তাঁহার জীবন নষ্ট করিবে।

কিন্তু জগবন্ধু জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানকে ডাকিতে থাকেন। সেই সময় একদিন দুইজন বৈষ্ণব অপ্রত্যাশিত ভাবে জগবন্ধুর গৃহদ্বারে উপস্থিত হন এবং জগবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। দ্বারোয়ান ও কর্ম্মচারীবৃন্দ জগবন্ধুকে দুইজন সৌম্যমূর্ত্তি বৈষ্ণবের আগমন-বার্ত্তা জানাইলে জগবন্ধু বৈষ্ণবদ্বয়কে স্বীয় গৃহের উপরে আহ্বান করেন।

জগবন্ধু পূর্ব্বে একজন ঘোর শাক্ত ছিলেন, তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজায় তাঁহার চিত্ত আসক্ত ছিল। বিষ্ণু-আরাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আর বৈষ্ণব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম—ইহা তিনি প্রচলিত তথাকথিত বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণবগণের আচার-প্রচার দেখিয়া কল্পনায়ও ভাবিতে পারেন নাই। তিনি প্রচলিত যে তথাকথিত বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবধর্ম্ম দেখিয়াছিলেন, তাহাতে মনে করিয়াছিলেন, 'বৈষ্ণব' নামধারী মাত্রেই কপট, বাহ্যে বৈষ্ণবের বেষ গ্রহণপূর্ব্বক ভিতরে ব্যভিচারী লম্পট, অত্যন্ত অপস্বার্থপর, অলস, কুকর্ম্মে রত, ঘৃণিত ব্যবসায়ী, তৃণাদপি সুনীচের নামে কপট দাম্ভিক এবং অশেষ দোষের আকর। একবার রামচন্দ্রপুর কাঁকড়ার মাঠে সাধুটীলার কোন এক বেষধারী ঘোষিৎপ্রিয় বৈরাগী জগবন্ধুকে নাকি ভুলাইয়া লইয়া গিয়া জগবন্ধুর কিছু অর্থ অপচয় করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই বেষধারীর ব্যবহার ও কপটতা দেখিয়া, তিনি তাদৃশ বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি সুখী হইতে পারেন নাই।

যাহা হউক, তাঁহার বিপদ্‌কালে যখন তিনি দেখিলেন, তাঁহার গৃহের দ্বারে দুইজন সৌম্যমূর্ত্তি বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত, তখন তিনি অন্তরের কোন এক প্রেরণা-বশতঃ বৈষ্ণবদ্বয়ের নিকট আর্ত্তি ক্রন্দন করিতে করিতে নিজ দুঃখ জানাইলেন। পাঠক! এই বৈষ্ণবদ্বয় কাহারা বুঝিতে পারিয়াছেন কি? ইঁহারা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের দুইজন অনুগত কিঙ্কর শ্রীগুরুর আদেশে মহানগরীর দ্বারে দ্বারে অযাচিতভাবে হরিকথা প্রচার করিতেছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের ঐ আর্ত্তবন্ধু বৈষ্ণবদ্বয় আর্ত্ত জগবন্ধুকে অভয়প্রদান করিয়া বলিলেন,—আপনার কোন চিন্তা নাই, অচিরেই আপনি সুস্থ হইবেন, শ্রীভগবানের নাম করুন। ইহা বলিয়া তাঁহারা জগবন্ধুর হস্তে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিরচিত একখানা 'বৈষবধর্ম্ম' প্রদান করিলেন এবং সেই গ্রন্থখানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে বলিলেন। জগবন্ধু সেই গ্রন্থের নির্দ্দিষ্ট ভিক্ষাস্বরূপ ২৲ দুইটী টাকা প্রদান করিলেন। জগবন্ধু বাবুর আত্মপুত্র কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বৈষ্ণবেরা আবার মানুষ! তাহাদের আবার বই! উহা পড়িয়া বৃথা টাকা ও সময় নষ্ট করার মত মূর্খতা আর নাই।"

আত্মপুত্রের কথায় জগবন্ধু অন্তরে দুঃখিত হইলেও বিচলিত হইলেন না। "বৈষবধর্ম্ম" পাঠ করিয়া তিনি ক্রমশঃ পরম শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতে থাকিলেন। চেতনের স্বাস্থ্যলাভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহের ব্যাধিও হ্রাস হইতে থাকিল। 'বৈষবধর্ম্ম' পাঠ করিয়া জগবন্ধু বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিলেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবগণের সঙ্গলাভ ও তাঁহাদের নিকট হরিকথা শুনিবার জন্য তাঁহার চিত্ত ক্রমশঃ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ক্রমে তিনি বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রৌতবাণী শুনিতে শুনিতে চেতনের অধিকতর স্বাস্থ্যলাভ করিতে থাকিলেন। গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত 'ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-তারতম্য', 'সাধনপথ', 'প্রেমবিবর্ত্ত', 'শরণাগতি', 'কল্যাণকল্পতরু' এবং গৌড়ীয় মঠের বহু গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রসমূহ পাঠ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে অনুভপূর্ব্ব শান্তির উৎস প্রবাহিত হইতে লাগিল। জগবন্ধু এতদিন জানিতেন, কর্ম্মকাণ্ডের প্রবর্ত্তক ও প্রচারকগণই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকর্ত্তা। কালী, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রুদ্র, শিব, জড় সকলই সমান। তেত্রিশ কোটি দেবতার তত্ত্ব ও স্বরূপতত্ত্বে কোন পার্থক্য নাই। বৈষ্ণবগণ কেবল গোঁড়ামী করিয়া ইহা স্বীকার করেন না। কত দিন গিয়াছে—কত রাত্রি গিয়াছে, গৌড়ীয় মঠের অহৈতুক-কৃপাময় ভক্তদাস বৈষ্ণবগণ জগবন্ধুকে সদ্‌যুক্তি ও সদ্‌বিচারের দ্বারা ভগবদ্ভক্তি ও শুদ্ধ বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা জানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু লৌকিক, লৌকিক, গতানুগতিক বিশ্বাস এবং মনোধর্ম্মপ্রসূত যুক্তি-তর্ক এক কালে জগবন্ধুকে সেই সকল সত্যকথা বুঝিয়াও বুঝিতে দেয় নাই। তথাপি অহৈতুক-কৃপাময় বৈষ্ণবগণ জগবন্ধুর বুদ্ধির মূর্ত্তীকৃতা ও একনিষ্ঠতারূপ দুইটী মহদ্‌গুণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করাইয়াছেন।

জগবন্ধু নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, ঐ সকল ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া সেই সময় তিনি মহা-

ভাগবতোত্তম সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয়-গ্রহণের অত্যাবশ্যকতা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিলেও গৌড়ীয়মঠের সংযত আচার ব্যবহার, কলিসহচর যাবতীয় বস্তুর সঙ্গ পরিত্যাগ, এমন কি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, লৌকিক গুরুজন ভগবদ্বিমুখ ও কৃষ্ণজনের প্রতিকূল হইলে অসৎসঙ্গজ্ঞানে তাঁহাদেরও সম্পর্ক ত্যাগ প্রভৃতি কঠোর নিয়ম পালন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে বিচার করিয়া দুর্বলতাবশতঃ "যেরূপ আছি, সেরূপ থাকাই ভাল" মনে করিতেন। জগবন্ধু আরও বলিয়াছেন যে, তিনি পূর্ব্বে লৌকিক গুরুর নিকট সস্ত্রীক লৌকিকী দীক্ষা গ্রহণ করেন কিন্তু গৌড়ীয় মঠের আচারবান্ বৈষ্ণবগণের মুখে নিরপেক্ষ শ্রেয়ঃকথা শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, যে লৌকিক গুরুগণ গতানুগতিক দীক্ষা-দানের অভিনয় করেন, তাঁহারাও তাৎকালিক বাহ্য জগবন্ধুর ন্যায়ই অন্ধ, বিষয়ী, অমেধ্য-গর্ত্তে পতিত, মায়ামোহে জর্জ্জরিত, ত্রিতাপে তপ্ত, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের বণিক্ মাত্র। কিন্তু তথাপি গতানুগতিক জুজুর ভয় জগবন্ধুর হৃদয়ে মাঝে মাঝে দুর্বলতা আনিয়া সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ে বাধা দিতে ছিল। তবে তাঁহার কনিষ্ঠা সহধর্ম্মিণী পূর্ব্ব হইতেই ভক্তি-প্রবণা ছিলেন। তিনি গৌড়ীয়মঠের সত্যকথা উপলব্ধি করিতে পারিয়া লৌকিক ও লৌকিক বিষয়ান্ধ ধর্ম্মধ্বজিক্ গুরুত্রবকে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে ত্যাগ করিয়া বিধিপূর্ব্বক বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর নিকট হইতে শ্রীনাম-মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ইহা দেখিয়া জগবন্ধুরও হৃদয়ে বলের সঞ্চার হইল।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জগবন্ধু শ্রীগৌড়ীয় মঠের আহ্বানে রথ-যাত্রার সময় শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব দেখিবার জন্য পুরীধামে গমন করিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইলেন। সেই সময় তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে অকৃত্রিম রুচি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মহাত্মা জগবন্ধু বলেন যে, তিনি যখন দেখিতে পাইলেন যে গৌড়ীয়মঠের বৈষ্ণবগণ স্নানকালে, ভোজনকালে এমন কি শৌচে যাইবার পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত হরিকথা-কীর্ত্তন হইতে বিরত হন না, তখন তিনি ইঁহাদের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকিলেন এবং প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, ইঁহারা নিশ্চয়ই একমাত্র শুদ্ধ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন—যাহা মহাপ্রভুর দান, তাহাই বিতরণ করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

মহাত্মা জগবন্ধু বলেন, তিনি যখন আরও দেখিলেন যে, জগন্নাথযাত্রীর মধ্যে সকলেই স্বতন্ত্র হইয়া মনের খেয়ালমত জগন্নাথ দর্শন করিবার অভিনয় করিয়া থাকেন, কেহ বা জগন্নাথ দেখিবার পূর্ব্বে বা পরে স্বপ্রাণসম ও স্বসুহৃদ্ দেহ-সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনের জন্য কাপড়, ঘটী, বাটী, খেলনা প্রভৃতি ক্রয়কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়েন, কিন্তু গৌড়ীয়মঠের ভক্তগণের উক্তিতে জানিলেন যে, নিজের চেষ্টায় জগন্নাথের দর্শন হয় না—জগন্নাথ দেখিতে গিয়া পুঁথির মাঝা দেখিয়া ফেলিতে হয়—একমাত্র প্রেমাঞ্জনরঞ্জিতনিরবচ্ছিন্নচক্ষুসম্পন্ন গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যেই শ্রীজগন্নাথ দর্শন হয়, তখন তাঁহার (জগবন্ধুর) গৌড়ীয় মঠের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-কীর্ত্তনকারি-বৈষ্ণবগণের প্রতি আরও শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল। তিনি নিজে নিজে জগন্নাথ-দর্শনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অনুগামী হইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিলেন।

জগবন্ধু বাবুর দুই পত্নী; কনিষ্ঠা সহধর্ম্মিণী পূর্ব্বেই সদাচার ও হরিনামগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নী বলিয়াছিলেন যে, তিনি মৎস্যত্যাগ বা গলদেশে স্বর্ণহারের স্থানে তুলসীর মালা ও অঙ্গে তিলকধারণরূপ কদর্য্যকার্য্য কখনও করিতে পারিবেন না। কিন্তু পুরীধামে নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার চিত্তও পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি স্বেচ্ছায়ই কণ্ঠে শ্রীতুলসীমালা ধারণ করিলেন এবং ক্রমে শ্রীনামগ্রহণ ও মহাপ্রসাদ-সেবনই জীবনের চির-ব্রত করিলেন। পুরীধাম হইতে আসিয়া জগবন্ধু শ্রীগৌড়ীয় মঠে আচার্য্যের কৃপা লাভ করিলেন। তিনি তাপাদি সংস্কারে সংস্কৃত হইলেন। তৃতীয় সংস্কার-স্বরূপ তাঁহার নাম হইল শ্রীজগবন্ধু দাস অধিকারী। পূর্ব্বেই তিনি অমেধ্যাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এখন অন্নপর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন, কেবল একবেলা ভগবৎপ্রসাদস্বরূপ দুগ্ধ ও ফলমূল মাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রাত্রি ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিনাম গ্রহণ করিতে থাকিলেন।

জগবন্ধুর ইচ্ছা হইল, তাঁহার দেশে যেখানে ছাগ, মহিষ বলি ও মায়াশক্তির উপাসনাই পরমধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই স্থানে একবার শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের দ্বারা সুবিমল বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করান। তিনি অত্যন্ত আর্ত্তির

সহিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠ রক্ষক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুকে এই কথা জানাইলে পরবর্ত্তী পূজাবকাশে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠের ৩৮ জন ভক্তের সহিত বরিশাল বানরীপাড়ায় জগদ্বন্ধুর ভবনে শুভবিজয় করিলেন। বানরীপাড়ায় মহাত্মা জগদ্বন্ধুর উদ্‌যোগে একটী বিরাট-সভার অধিবেশন হইল; বরিশাল সহর ও তদন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামের বহু বহু গণ্য, মান্য, সম্ভ্রান্ত, কুলীন, পণ্ডিত, ধনী, জ্ঞানী, কর্ম্মী দলে দলে আসিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিলেন। তখন বানরীপাড়ায় কীর্ত্তনের বন্যা ছুটিল, বিরাট্ মহাধন্মোৎসব হইতে থাকিল; সহস্র সহস্র লোক গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে আসিয়া প্রসাদ সেবন করিলেন এবং অনেকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-কালেও প্রসাদ লইয়া যাইতে থাকিলেন। কৃষ্ণবাহ্য প্রবল থাকায় শুদ্ধ-সাত্ত্বিক বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা সেই সময় অনেকে তাৎপর্য্যে ধরিতে পারিলেন না। মহাত্মা জগদ্বন্ধু বলেন যে, এখন বানরী-পাড়া ও বরিশালের অনেক লোক তাঁহার নিকট অনুশোচনা করিয়া বলেন,—"অহো! আমাদের গ্রামে তখন এমন এক মহাপুরুষ আসিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার কথা ধরিতে পারি নাই, আমরা ভুল বুঝিয়া তাঁহার চরণে যে অপরাধ করিয়াছি, তিনি কি কৃপা করিয়া তাহা ক্ষমা করিবেন ও পুনরায় দর্শন দিবেন? জগদ্বন্ধু দাস সত্যসত্যই জগতের দুঃখে দুঃখিত জগদ্বন্ধুকেই 'গুরু' করিয়াছেন।"

জগদ্বন্ধু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের দর্শন লাভ ও মূর্ত্তভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর শ্রীমুখবিগলিত ভক্তিসিদ্ধান্ত-কথামৃত শ্রবণ করিতে করিতে কতবার বলিয়াছেন,—

"জগৎ নিস্তারিলে তুমি—সেহ অল্প কার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি—এ শক্তি আশ্চর্য্য॥
কর্ম্মকাণ্ডে দড় আমি, বৈহে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥"

শ্রীগুরু-কৃপায় উদ্ভাসিত হওয়ায় স্বল্প-শিক্ষিত জগদ্বন্ধু মহা-মহা জ্ঞানী, মহা-মহা পণ্ডিত, মহা-মহা বিচারক কর্ম্ম-কাণ্ডিয়গণের জড়তা বিচারের দ্বারা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। জাগতিক শ্রেষ্ঠ বিচারকগণও ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচারে তাঁহার নিকট পরাস্ত হইলেন। জগদ্বন্ধুর কিন্তু ইহাতে আত্মশ্লাঘা আসিল না; তিনি দু'বাহু তুলিয়া কোটি-কণ্ঠে শুদ্ধভক্তির মহিমাই গান করিতে লাগিলেন। যেদিন শুদ্ধভক্তিসত্ত্বে প্রবাহ করিলেন, সেই দিন হইতেই বিষ্ণুমায়া দত্তা শক্তির পূজা—মনসা-গঙ্গেশ্বরী-মাকাল-ষেটু প্রভৃতি তেত্রিশকোটী দেবতার কাল্পনামূলা পূজা বন্ধ হইল। "সর্ব্ব-দেবেশ্বরো হরিঃ"—"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ"—এই ভাগবতীয় বিচারে তিনি শুদ্ধ-সাত্ত্বিকভাবে একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা আরম্ভ করিলেন। অর্থকামিগণের আরাধ্য সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজার পরিবর্ত্তে পরমার্থিগণের আরাধ্য ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন নৃসিংহদেবের পূজা আরম্ভ হইল। গৃহের ত্রি-সীমানায় অমেধ্যাদি কোন প্রকার বস্তু যাহাতে না আসে, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। গৃহে গুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ-গিরিধারীর সেবা প্রতিষ্ঠিত হইল।

শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধুদাস অধিকারী মহাশয় (গুরু-প্রদত্ত নাম) গুরুকৃপা লাভের পর পরমার্থধনে যেরূপ অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তদ্রূপ তাঁহার আর্থিক উন্নতিও বর্দ্ধিত হইতে থাকিল। দেহাবসানোদ্দেশের যাত্রাস্থলে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল-ভাবে তিনি যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি আজ যাবদর্থী হইয়া কেবল লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অধিকারী হইলেন এরূপ নহে, শুদ্ধভক্তিধনেরও সন্ধান পাইলেন। শাস্ত্রে শুনা যায়,—"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ" (ভাঃ ১০। ৮৮।৮)—ভগবান্ বলেন, যাঁহাকে আমি অনুগ্রহ করি শীঘ্রই তাঁহার ব্যবহারিক ধনজনাদি হরণ করিয়া থাকি; কিন্তু জগদ্বন্ধু অধিকারী মহাশয়ে ঐরূপ শাস্ত্রোক্তির বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাঁহার ধন-বৃদ্ধি যে পরমার্থেরই উদ্দেশক, তাহা তখনও সকলে বুঝিতে পারেন নাই। কোন্ মহান্ উদ্দেশ্যের জন্য—কোন্ মহা-পূজার ডালির জন্য—কোন্ মহাযজ্ঞের সম্ভার সংগ্রহের জন্য পরমার্থের সহিত জগদ্বন্ধুর অর্থও দ্রুত-গতিতে বৃদ্ধি হইতেছিল, তাহা তৎকালে অনেকেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে জগদ্বন্ধু অধিকারী মহাশয়ের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে পূর্ণ পরমার্থের অধিকারী করিবার জন্যই বোধ হয় তাঁহার অর্থের এরূপ বৃদ্ধি করিতেছিলেন। আমরা বদ্ধ জীব, কার্য্যের দ্বারা কারণ অনুমান করিতে পারি মাত্র।

যে জগদ্বন্ধু অধিকারী মহাশয় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া—সত্য সত্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে অর্থ সঞ্চয়

করিয়াছিলেন, গুরু-কৃপা প্রাপ্ত হইবার পর মুহূর্ত্ত হইতে যে অর্থ ভক্তসেবায় বর্দ্ধিত হইতেছিল, যে অর্থকে তিনি তাঁহার দেহ-গেহ-স্ত্রীপুত্র-পরিজন এমন কি প্রাণ হইতেও অধিকতর আসক্তির বস্তু বলিয়া একদিন আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, যিনি নিজ-মুখে বলিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট তাঁহার স্বোপার্জ্জিত এক একটী কপর্দ্দক নিজ শরীরের শত গ্যালন রক্ত হইতেও অধিকতর প্রিয়—অধিক আসক্তির বস্তু এবং তাহা হওয়াও খুব স্বাভাবিক, আজ পরম কৃপাময়—পতিত-পাবন বৈকুণ্ঠাকুরগণের—আজ ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর উপাসকগণের অহৈতুকী কৃপা ফলে জগদ্বন্ধু সেই আসক্তিকে বিষ্ণুপাদের পাদপদ্মে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করি, বলি মহারাজের ন্যায় মহাপ্রাণ জগদ্বন্ধু অধিকারী মহাশয়ও অচিরেই বিষ্ণুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব বলি দিবার বল লাভ করিবেন।

জগদ্বন্ধু অধিকারী মহাশয় শুদ্ধ-কীর্ত্তন-প্রচারকেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণকল্পে বর্ত্তমানে **একলক্ষ পঁচিশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা** দান করিয়েছেন। এই মহাদান-শৌণ্ড, মহাপ্রাণ, মহাকীর্ত্তি, মহাত্যাগ দান জগতের অন্যান্য দানের সহিত তুলনা হয় না। জগতে অনেকে অন্যাভিলাষিতা প্রভৃতির জন্য অসংখ্য মুদ্রা দান করিয়াছেন; কর্ম্ম, নির্ব্বেদ-জ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ, তপস্যা প্রভৃতি অভক্তি-প্রচার ও প্রসারের জন্য বহু বহু লোক অসংখ্য অর্থ দান করিয়াছেন, সেইরূপ দানে হরিসেবাবিমুখ লোকমাত্রেরই স্বাভাবিকী রুচি আছে। কিন্তু অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদি-দ্বারা অনাবৃত শুদ্ধভক্তি প্রচারের জন্য দান জগতে অত্যন্ত বিরল।

অর্থশালিব্যক্তিগণ বিদ্ধভক্তি বা কর্ম্মমিশ্রভক্তির অনুশীলনার্থ তীর্থাদিতে বহু বিষ্ণু-মন্দিরাদি করিয়াছেন। বৃন্দাবনে জয়পুরের রাজা জগৎসিংহের পাটরাণী আনন্দ কুমারী দেবীর মন্দির, বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজ কীর্ত্তিচাঁদ বাহাদুরের রাণী রাজরাজেশ্বরী দেবীর নির্ম্মিত মন্দির, লালাবাবুর মন্দির, গোয়ালিওরের মহারাজা জিয়াজি সিন্ধিয়া মহোদয়ের মন্দির, টীকারি রাণীর মন্দির, সাজাহানপুরের দেওয়ানের মন্দির, মহারাণী স্বর্ণময়ীর মন্দির প্রভৃতি বহু বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে।

আবার মহারাজ অনঙ্গভীম শ্রীপুরুষোত্তমের মন্দির নির্ম্মাণকল্পে অসংখ্য মুদ্রা দান করিয়াছিলেন, শ্রীপৃথ্বীরাজাধিরাজবংশ শ্রীমানসিংহ শ্রীবৃন্দাবনের গোবিন্দদেবের মন্দির নির্ম্মাণকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী শ্রীগোপালদেবের আবির্ভাব করিলে গোবর্দ্ধনে মথুরার শেঠগণ বহু অর্থ ব্যয়ে মন্দিরাদি-নির্ম্মাণ ও পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, শ্রীচরিতামৃতের বাক্যানুসারে জানা যায়, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী—"নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইলা। বস্ত্র, মকর, কুণ্ডলাদি 'ভূষণ' করি' দিলা॥" (অ ১৩।১৩১), শ্রীগুণানন্দ শ্রীবৃন্দাবনের অধিষের মদন-মোহনজীর মন্দির, রাজা রামসিংহ শ্রীগোপীনাথজীর মন্দির নির্ম্মাণকার্য্যে বহু অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন, সবাই জয়সিংহ ২য়, জয়পুরে শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দির-নির্ম্মাণে বহু অর্থ দান করিয়াছেন।

শ্রীবিগ্রহাদিসেবার জন্য শ্রীমন্দিরাদি-নির্ম্মাণকল্পে শুদ্ধ বৈষ্ণবগুরুবর্গকে অর্থদান শুদ্ধভক্তির অনুকূল বটে; কিন্তু কলিতে যে একমাত্র কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিরই মুখ্যতা এবং কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, সেই কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনরূপ একমাত্র যুগধর্ম্ম বা সঙ্কীর্ত্তনপিতা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদন্বয়স্বরূপ গুরু-বৈষ্ণবের মনোঽভীষ্টপ্রচারের জন্য কলিযুগে যে দানধর্ম্ম তাহার আদর্শ আমাদের প্রপঞ্চিত জগদ্বন্ধু অধিকারী মহাশয় এই কৃষ্ণকীর্ত্তনবিমুখ বিবাদযুগে প্রদর্শন করিলেন। শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চনাদিদ্বারা অর্চ্চনকারী বা দর্শনকারীর ভাবী মঙ্গল হইতে পারে, তাহাও আবার শুদ্ধবৈষ্ণবগণের মুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণে উদাসীন হইয়া সাধিত হইলে অর্চ্চনকারীকে প্রাকৃত অধিকার হইতে উন্নত করিতে বিলম্ব করে, এমন কি তৎফলে কখনও কখনও বৈষ্ণবে অবজ্ঞা আসিয়া আমাদিগকে কনিষ্ঠাধিকার হইতেও পাতিত করিয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবমুখবিগলিত কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণানুশীলনে অতি শীঘ্র যাবতীয় অশুভ বিদূরিত হয়—হৃদয়ে চেতন-বৃত্তির উদ্বোধন হয়—শ্রবণকারী ও কীর্ত্তনকারী মাত্রেরই পরমোপকার সাধিত হয়—কেবল মানব নহে সমগ্রজীবকুলের পরমমঙ্গল বিহিত হয়। সেই ভুবনমঙ্গল কীর্ত্তনপ্রচারের কেন্দ্রপ্রতিষ্ঠার জন্য যে দান, সে দানের সহিত ত' অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যাদি প্রচারার্থ দানের তুলনাই হইতে পারে না, এমন কি অর্চ্চনাদি ভক্তিপ্রচারের জন্য যে দান, সেই দান অপেক্ষাও কীর্ত্তন-

যজ্ঞের জন্য দান অধিকতর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তাহাই শ্রেষ্ঠতমদান —তাহার তুলনা নাই।

কলিকালে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বদোষহারক ও সর্ব্বধর্ম্মের শীর্ষোপরি অবস্থান করিলেও—কলিযুগাবতারী গৌলোক হইতে ভূলোকে এই মহাদান আনিয়া স্বয়ং বিতরণ করিলেও আজ আবার জগতের সর্ব্বত্র ভীষণ শুষ্ককীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। এই কৃষ্ণকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ—এই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার প্রবলবন্যা—এই কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিমুখতার জড়তা—এই কীর্ত্তনের পরম মহিয়সী শক্তিতে অবিশ্বাসরূপ মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপনিবারণে যিনি সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার দানের একটী কপর্দ্দক কোটি কোটি কর্ম্মীর হাস-পাতাল-নির্ম্মাণ, কোটি কোটি বন্যা-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তি-গণের প্রতি সাহায্য-সেবা, কোটি কোটি কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগী-তপস্বীর আশ্রম-মঠ-মন্দির-নির্ম্মাণ, কোটি কোটি কর্ম্মীর লৌকিক, বৈদিক গুরু ও স্বজনবর্গের প্রতি দান, কোটি কোটি পান্থশালা-নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন, অশ্বত্থবৃক্ষস্থাপন, কোটি কোটি রাজসূয়যজ্ঞ—অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান, মঠ-মন্দির-দেবালয়প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়োজিত অপরিমিত অর্থ হইতেও অতুলনীয় গুণিতগুণে সমধিক। কারণ—

"কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী দণ্ডে তারে যম॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৩য়)

জগদ্বন্ধু সত্যসত্যই সুমেধা জগদ্বন্ধু—জগদ্বন্ধু সত্যসত্যই প্রকৃত জগদ্বন্ধু—জগদ্বন্ধু সত্যসত্যই মহাবদান্য জগদ্বন্ধু; কারণ মহাত্মা জগদ্বন্ধু শুদ্ধ-কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-প্রচারের উদ্দেশ্যে দানকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া ধারণা করিতে পারিয়াছেন—যাহা এই ভণ্ডাবর্ত্তগত জগতের কোটি কোটি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, মহাকর্ম্মী, মহাজ্ঞানী, মহাযোগী, মহাত্মা, দেশবন্ধু প্রভৃতি নামধারিগণও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না—

"সেইত সুমেধা, আর সুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হইতে কৃষ্ণ-নাম-যজ্ঞ সার॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৩য়)

জগদ্বন্ধু প্রকৃত জগদ্বন্ধুর কার্য্য করিলেন; এ জগতে ক্ষুধাতুরের একবেলার ক্ষুধা নিবারণের জন্য অর্থ দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, গৃহ-হীনকে গৃহদান, রোগীর শুশ্রূষা, পীড়িতের সেবা লৌকিক প্রথানুসারে গতানুগতিক ভাবে অনেকেই করিয়া থাকেন। সেই দানের দাতা, গ্রহীতা ও দানকার্য্য সকলই নশ্বর ও অনিত্যের মধ্য-প্রসবকারী। কিন্তু শাশ্বত, নিত্য আত্মার নিত্য-কল্যাণের জন্য—আত্মার নিত্যধর্ম্ম-কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রচার করিয়া সমস্ত জগতের আর্ত্তির মূল নির্ম্মূলিত করিবার জন্য যে পরদুঃখদুঃখী পরম সত্যোপাসক বৈষ্ণবগণের প্রাণ কাঁদিয়াছে, তাঁহাদের মনোভীষ্টের আনুকূল্য করাই প্রকৃত জগদ্বন্ধুর কার্য্য। জগদ্বন্ধু নশ্বর স্বদেশবন্ধু মাত্র নহেন, তিনি সকল দেশের, সকল কালের, সকল পাত্রের বন্ধু—প্রকৃত জগদ্বন্ধু—জগতে গৌর-কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রচারের বন্ধু।

জগদ্বন্ধু বদান্যমাত্র নহেন, তিনি মহাবদান্য; কারণ তিনি জগতে ভুবনমঙ্গল কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ মহাদান-প্রচারের সহায়কারী।

আমরা আংশিকভাবে মহাত্মা জগদ্বন্ধুর জীবনী প্রকাশ করিলাম। গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় তাঁহার চেতন-বৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁহার আদর্শ জীবন হইতে আরও অনেক অমূল্য দান পাইতে পারিব, বিশ্বাস করি।

উপসংহারে একটী কথা না বলিলে জগদ্বন্ধুর মাহাত্ম্য-গানের অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইবে এবং মহাত্মা জগদ্বন্ধুরও পূর্ণ পরিতৃপ্তি হইবে না; সেই কথাটী এই—মহাত্মা জগদ্বন্ধুর প্রতি গুরুসেবক বৈষ্ণববৃন্দের অহৈতুকীকৃপা। পরমবিরক্ত **শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ দাস বাবাজী** মহারাজই সর্ব্ব-প্রথমে জগদ্বন্ধুর ভবনে গুরু-আজ্ঞায় গমন করিয়া তাঁহার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত যাবতীয় সেবকবৃন্দের প্রাণস্বরূপ, শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক, গুরু-দেবতাত্মা, মহামহা-বদান্য, পরদুঃখদুঃখী, কৃপাবতার, পতিত-পাবন আচার্য্যত্রিক **শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ** প্রভুর অহৈতুক, অপরিসীম কৃপাবর্ষণফলেই শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু অধিকারী মহাশয় আজ এরূপ দেব-দুর্লভ গুরুগৌরাঙ্গসেবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। অতএব জগদ্বন্ধু যে তাঁহাদের নিকট চির-ঋণে আবদ্ধ এবং সর্ব্বস্ব দ্বারা গুরু-সেবার ফলেই যে একমাত্র সেই ঋণের লাঘবতা হইতে পারে, এই বিচার সুবুদ্ধি জগদ্বন্ধুর হৃদয়ে নিশ্চয়ই নিত্যকাল প্রকাশিত থাকিবে।

জয় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর জয়!
জয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের জয়!!
জয় শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের জয়!!!
জয় সর্ব্বোপরি পতিতপাবন বৈষ্ণবগণের জয়!!!!

মহোৎসব-প্রসঙ্গ

গত ২১শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার একটী বিশেষ সভার অধিবেশনে বক্তৃতামুখে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব আলোচিত হয়। ২২শে ভাদ্র শুক্রবার জন্মাষ্টমী উৎসবোপলক্ষে অহোরাত্র শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পারায়ণ, কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কৃষ্ণ-জন্ম-লীলা-পাঠ, অভিষেক-মহোৎসব, শৃঙ্গার-মহোৎসব ও সঙ্কীর্ত্তন-আরাত্রিক-মহোৎসব প্রভৃতি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস-ঠাকুর অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও মঠস্থ সেবকগণ সকলেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ, মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন, পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ঈশানচন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিবিপ্রব, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ দাসাধিকারী শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিপ্রিয়, শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মচারী সাধিকারানন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধকীর্ত্তনকারিগণ অহোরাত্র কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

২৩শে ভাদ্র শনিবার শ্রীনন্দোৎসবোপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহাশয়ের উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তনের পর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পরমহংস-ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের নন্দনন্দনত্ব সম্বন্ধে এক মহোচ্চ-দার্শনিকসিদ্ধান্তময়ী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা আরম্ভ হইবামাত্রই শ্রীগৌড়ীয় মঠ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সমগ্র মঠে কোথায়ও তিলধারণের স্থান না থাকায় মঠের বহিঃপ্রাঙ্গণে ও রাজকীয়পথে শত শত লোক স্থান গ্রহণ করেন। বহু মটোর যান, বহু অশ্ব যান, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রাজ-পথের বহু দূর পর্য্যন্ত শোভা পাইতে থাকে। স্থানীয় বহু গণ্যমান্য পণ্ডিত ব্যক্তি সভায় যোগদান করেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম, এ সরস্বতী, জমিদার শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক, শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মিত্র এম, এল সি, অধ্যাপক রজনীকান্ত দে, ডাঃ ইন্দুভূষণ বসু এম, ডি, জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত মাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরালাল শ্রাবর লাল, শ্রীনিবাস ডালমিয়া প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য ভদ্র-লোক এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক পরে প্রকাশিত হইবে। শ্রীল পরমহংস-ঠাকুরের বক্তৃতার পর বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ নন্দোৎসব সম্বন্ধে একটী সুললিতা বক্তৃতা করেন।

মহানগর-সংকীর্ত্তন

গত ২৪শে ভাদ্র রবিবার শ্রীনন্দোৎসব-উপলক্ষে মহা-নগরীর সর্ব্বত্র মহানন্দবিতরণার্থ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস-ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে এক মহানগর সঙ্কীর্ত্তন বহির্গত হয়। পাষণ্ডদলনকারী আচার্য্য-বর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্কীর্ত্তন-সেনাপতিরূপে অগ্রণী হইয়া শ্রীমন্তে বিজয়-বৈজয়ন্তী ধারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে ত্রিদণ্ডী, ব্রহ্মচারী ও ভক্ত সেনাগণ মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা, শৃঙ্গ, পতাকা, গৌড়ীয়-নামাঙ্কিত নিশান এবং সেবোন্মুখ-জিহ্বায় গৌরকৃষ্ণ নামরূপ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সঙ্কীর্ত্তন-সেনাপতির পশ্চাতে সজ্জিত হইয়া উঠিলেন। আচার্য্যত্রিক প্রভুর অভিলাষানুসারে সেই সময় একটী আলোকচিত্র গৃহীত হইল। সঙ্কীর্ত্তনের সজ্জার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের চতুর্দ্দিক ঘন-ঘটায় সাজিয়া উঠিল। নগর-সঙ্কীর্ত্তন বহির্গত হইল বটে, কিন্তু সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি ভেদ করিয়া মেঘ-গর্জ্জন-ধ্বনি সকলের হৃদয়ে বিভীষিকার সঞ্চার করিল। আকাশে মেঘাড়ম্বর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, মধ্যে মধ্যে পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় দুই এক ফোঁটা বৃষ্টিও কাহারও কাহারও উপর পতিত হইল। সেইদিন শ্রীনগর-সঙ্কীর্ত্তন রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট্, আর, জি, কর রোড্, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, বাগবাজার ষ্ট্রীট্, অপার চিৎপুর রোড্, শোভাবাজার ষ্ট্রীট্, দর্জ্জিহাটা ষ্ট্রীট্, বিনতলা ষ্ট্রীট্, চিৎপুর রোড্ বিডন ষ্ট্রীট্, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, গ্রে ষ্ট্রীট্, অপার সারকুলার রোড্ ও হাল্‌সীবাগান হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কথা ছিল। বিশেষতঃ বাগ্‌বাজারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে ভূমি সংগৃহীত হইয়াছে, ভূমি-প্রদাতা মহাত্মা জগবন্ধু দাসাধিকারী মহাশয় সেইদিন সেই ভূমিতে সপার্ষদ প্রভুপাদকে মহানগর-সঙ্কীর্ত্তনের সহিত লইয়া গিয়া ভূমিমধ্যে প্রভুপাদের পদার্পণ ও প্রভুপাদের পাদপদ্মে ভূমিসমর্পণ-পত্র-দান যাহা করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে ঘন-ঘটায় আচ্ছন্ন হইল দেখিয়া ভক্তগণ সকলেই চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। বর্ষণ আরম্ভ হইলে এরূপ বিরাট নগরসঙ্কীর্ত্তনের জনতার কষ্টের সীমা থাকিবে না এবং সঙ্কীর্ত্তনের বিবিধ উপকরণাদিও জলস্পর্শে বিগতশ্রী হইবে ভাবিয়া সকলেই বিশেষ ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন। সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ ক্রমশঃ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ অতিক্রম করিয়া বাগ্‌বাজার ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিলেন। বাগ্‌বাজারে শ্রীগৌড়ীয় মঠের উন্মুক্ত ভূমি, সেখানে কোন আশ্রয় স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; যে যেখানে আশ্রয় লওয়া যাইবে। এদিকে বাগ্‌বাজারে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই মেঘ আরও আড়ম্বর করিয়া সাজিয়া উঠিল—চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, বিদ্যুৎ চমকিতে থাকিল, মাঝে মাঝে গর্জ্জনধ্বনি কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। অনেকেই ভাবিয়া আকুল হইলেন, আজ বুঝি আর নগর-

সঙ্কীর্ত্তন হইবে না, গৌড়ীয়মঠের অঙ্গিনেও প্রভুপাদের পদার্পণ হইবে না। সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ মাথায় বিপুল মেঘাড়ম্বর লইয়া গৌড়ীয়মঠের উত্তুঙ্গ বিস্তৃতভূমিতে উপস্থিত হইলেন। জগদ্বন্ধু অধিকারী মহাশয় ছিন্নকদলীর ন্যায় প্রভুপাদের পাদপদ্মে পতিত হইয়া গঙ্গাজল-কুতবাসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম এবং প্রভুপাদের সহিত মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘকে অভ্যর্থনা করিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই মহাত্মা জগদ্বন্ধু শ্রীগৌড়ীয়মঠের উত্তুঙ্গভূমিতে শ্রীল প্রভুপাদের জন্য বিচিত্র মখমল-মণ্ডিত উচ্চ আসন ও পাদসংস্থাপনপীঠ রচনা করিয়া রৌপ্য-পাত্রে পুষ্পচন্দন-মালিকা প্রভৃতি সেবোপকরণ লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রভুপাদ মহানগর-সঙ্কীর্ত্তনের সহিত সেই ভূমিতে উপস্থিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলে, অসংখ্য বৈষ্ণবগণের সম্মুখে মহা-সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে স-চন্দন-পুষ্প-মালিকার সহিত শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ভূমি-সমর্পণ-পত্র দান করিলেন। চতুর্দ্দিকে মহা জয়ধ্বনি হইতে থাকিল। সঙ্কীর্ত্তনের উচ্চ কলরব গগন-ভূতল আচ্ছন্ন করিল। চতুর্দ্দিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিয়া এই অত্যদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। শ্রীল প্রভুপাদকে কেন্দ্রস্থ করিয়া উদ্দণ্ড-সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্যের সহিত ভক্তগণ নওণী আকারে পরিক্রমা করিতে থাকিলেন। আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ ব্রজবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর আদেশে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় সময়োপযোগী একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

এবার দেখিতে দেখিতে আকাশের ঘনঘটা কোথায় বিলীন হইয়া গেল, আকাশ নির্ম্মল হইল, দিগ্‌বধূগণ হাসিয়া উঠিল—সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। একি ব্যাপার!—ইহা দেখিয়া সকলের হৃদয়াকাশ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। আচার্য্যত্রিক প্রভুর ইচ্ছায় সেই সময় একটী আলোকচিত্রও গৃহীত হইল। আচার্য্য শ্রীপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক ও বিষ্ণুপাদ ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-বিরচিত দুইটী কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীজগদ্বন্ধুকে প্রসাদী মাল্য-চন্দন পরাইয়া দিলেন এবং হরিকথা কীর্ত্তনমুখে বলিলেন যে, কলিতে দানই একমাত্র পরমধর্ম্ম; জগতে অন্নাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতির জন্য অনেকেই দান করেন, কিন্তু সেই সকল দান জগতের অমঙ্গলের-দরা প্রসব করে না। কিন্তু যিনি শ্রীগৌরসুন্দরের মনোভীষ্ট একমাত্র কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্মপ্রচারের আনুকূল্য-কল্পে নিজ আসক্তির বস্তু দান করেন—যিনি সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে দান করেন, সেই দান অক্ষয়ী ও অক্ষয়—সেই ত্যাগ ও বৈরাগ্যই পরমযুক্ত এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দান বা ত্যাগ সকলই অযুক্ত ও বদ্ধ। কৃষ্ণকীর্ত্তনের জন্য সর্ব্বস্বদানই জীবের নিত্যধর্ম্ম; এই সর্ব্বস্ব সমর্পণ না করিলে সর্ব্বস্ব কৃষ্ণপাদপদ্ম পাওয়া যায় না। সর্ব্বস্বসমর্পণে যিনি যতটুকু পশ্চাৎপদ, তাঁহার ততটুকু অনর্থ আছে, আর সর্ব্বস্বপ্রদানে যিনি যতটুকু উন্মুখ হইয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণ পরমার্থ লাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণই যাবতীয় বস্তুর একমাত্র মালিক, আমরা কৃষ্ণের দাসানুদাস-সূত্রে কৃষ্ণের বস্তু কৃষ্ণের কাছে পৌঁছিয়া দিতে পারি মাত্র; কৃষ্ণই ভোক্তা, জীব কোন বস্তুর ভোক্তা হইতে পারে না।

মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূমি হইতে বাগ-বাজার ষ্ট্রীট অতিক্রম করিয়া অপার চিৎপুর রোডে আসিয়া পড়িলেন। সেখানে আসিয়া দেখা গেল ভূতল জলসিক্ত ও জলাকীর্ণ, মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইয়া গিয়াছে; এত বৃষ্টিপাত হইয়াছে যে রাস্তার উপর জল জমিয়া যাওয়ায় অনেকস্থানে লোকের চলাচল পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল এবং ট্রাম বন্ধ ছিল। কিন্তু সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ কিছুমাত্র বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, এমন কি যখন বাগবাজারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূমিতে মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, তখন আলোকচিত্র পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়াছে। বিরাট-সঙ্কীর্ত্তনের জনতা এবং পতাকা প্রভৃতি ঐরূপ অবিশ্রান্ত মুষলধারে বৃষ্টিপাতে জলসিক্ত হইয়াছে কি না জানিবার জন্য এবং যানাদির আশ্রয় প্রদান করিবার জন্য কয়েকজন বৈষ্ণব অনুসন্ধান করিতে করিতে সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘের নিকট আসিয়া পড়িলেন; কিন্তু তাঁহারা সকলেই শুনিয়া ও দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘে মোটেই বৃষ্টিপাত হয় নাই। জানা গেল, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন যে যে স্থান অতিক্রম করিয়া আসিতেছিলেন, ইন্দ্রদেব সেই সেই পরিত্যক্ত স্থানগুলিতে ভক্তভক্তগণের হরিকথামৃতবর্ষণের অনুগমনে বৃষ্টিবর্ষণ করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন-সেনাপতি আচার্য্য ঠাকুরের এইরূপ মহৈশ্বর্য্য-প্রদর্শন-লীলা দেখিয়া অনেকের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত প্রসিদ্ধ ঘটনাটীর উদ্দীপনা হইল এবং অনেকে ইহাকে গৌরজনকর্ত্তৃক প্রদর্শিত গৌরসুন্দরের ঐশ্বর্য্যপ্রদর্শনের দ্বিতীয়াভিনয় স্থির করিলেন,—

"কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইলা যেখগণ।
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ১৭।৮৯)

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতগণের অন্যতম সুধিজ, সবিজ্ঞ, বৈরাগ্যবান্ নিষ্কপট, গুরুসেবক শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু-ভক্তি-রত্নাকর প্রভু গত ২৮শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের কৃপা-প্রসাদ-স্বরূপ ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণ পূর্ব্বক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী **শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী**-নামে খ্যাত হইয়াছেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর, রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন বহির্গত হইবে

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়া

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-মঠ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ-পরিচালিত।

আপাতিকতত্ত্বা বৃত্ত্যা ভবিনয়বিবক্ষনঃ।
মনুষ্যুক্তিঃ পরিত্যাজ্যো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে
শ্রীরূপ-শেবায় যাবা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৬ই আশ্বিন ১৩৩৫, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ | ৭ম সংখ্যা

শ্রীল রঘুনাথ-দাস-গোস্বামী

(১)

রঘুনাথের 'বৈরাগ্য' কি ?

অদ্য শ্রীল রঘুনাথ-দাস-গোস্বামী প্রভু ও তদীশ্বরী গোবিন্দানন্দিনী শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণীর আবির্ভাব-বাসর। শ্রীল দাস-গোস্বামীপ্রভুর নামোচ্চারণমাত্রেই দুইটী বিষয় হৃদয়ে স্ফূর্তি হয়—যাহা দর্শনে তাঁহার অভিমর্ত্য বৈরাগ্য-বিবেক, আর অন্তর্দর্শনে তাঁহার রাধা-দাস্য। সারগ্রাহিগণ বৈরাগ্য-বিবেক ও রাধা-দাস্যকে দুইটী পৃথগ্ বৃত্তি মনে করেন না। রাধা-দাস্যের অপর নামই 'বৈরাগ্য'; তবে অজ্ঞরুচিতে বৈরাগ্যের যে অপ্রাকৃত ধারণা, সে ধারণার সহিত রূপানুগগণের 'বৈরাগ্য'-শব্দের সুবিশুদ্ধরুচির বিশেষ পার্থক্য আছে। রূপানুগ-গণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-জ্ঞানকালে জানেন, রাধা-দাস্যই বৈরাগ্য-পরাকাষ্ঠা অথবা একমাত্র বৈরাগ্য-বিবেক। অবশ্য এ কথাটী সকলে ধারণা করিতে পারিবেন না; কারণ ইহা মুক্তরাজ্যের চরম-কথা।

জগতের অন্য কোথাও বৈরাগ্য নাই—চিরস্মরণীয়-কীর্ত্তি দাতাকর্ণ বা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় কর্ম্মীর বৈরাগ্য নাই—"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ", "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" মন্ত্রের উপাসক নির্ভেদ-জ্ঞানীর বৈরাগ্য নাই—হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গে ধ্যানস্থ নগ্ন মূর্ত্তি, বায়ুভক্ষণকারী যোগীর বৈরাগ্য নাই—হেঁট-মুণ্ড, ঊর্দ্ধবাহু, পঞ্চতপা, বিকট তপস্বিগণের বৈরাগ্য নাই—এমন কি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের ভজনের জন্য কঙ্কাল-মাত্র-সার মহা-তপস্বী, মৌনব্রতধারী বাল্মিকী মুনি, দণ্ডকারণ্যবাসী ফলমূলভোজী সংযতাত্মা ঋষিগণ, পরমাত্ম-ভজনশীল বালখিল্য ঋষিগণ, সনকাদি মুনিগণ, যুগ-যুগান্তরসাধনকারী ব্রহ্মাদি তপস্বিগণেরও বৈরাগ্যের পূর্ণতা নাই। বৈরাগ্য-বিদ্যা একমাত্র কৃষ্ণ-বিলাসিনী রাধার অনুচরীগণেই—একমাত্র শ্রীরূপানুগ গণেই বিরাজিত। 'বৈরাগ্যবিদ্যা' স্বয়ং মহাভাবস্বরূপা শ্রীমতী। মহাভাবই—বৈরাগ্য, অধিরূঢ়-মহাভাবই—বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তই—বৈরাগ্য-চিন্তামণি, বিপ্রলম্ভই বৈরাগ্যের পরিভাষা!

অনেকে অজ্ঞতাক্রমে শ্রীল দাস-গোস্বামীপ্রভুর বৈরাগ্যের সহিত কপিলাবাক্যের সিদ্ধার্থের বৈরাগ্যের তুলনা করেন করুন, কেহ বা দাস-গোস্বামীর বৈরাগ্যের সহিত শঙ্করাচার্য্যের বৈরাগ্যের তুলনা করেন করুন, কিন্তু 'বৈরাগ্য'-শব্দের অজ্ঞরুচি, সাধারণরুচি, এমন কি বিজ্ঞরুচি পর্য্যন্ত যাহা নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ, শ্রীল দাস-গোস্বামীপ্রভু সেইরূপ অকিঞ্চিৎকর, অমুক্ত, খণ্ড বৈরাগ্য-বিভূতির অধিকারী মাত্র নহেন। তিনি সুবিশুদ্ধ শ্রীস্বরূপ-রূপের নির্দ্দিষ্ট বৈরাগ্য-বিদ্যার যে রূঢ়ি, তাহারই পূর্ণ অধিকারী। মহাভাবস্থা বৈরাগ্যবিদ্যা বার্ষভানবীই শ্রীল দাস-গোস্বামীপ্রভুর আরাধ্যা ঈশ্বরী, তিনি সেই বৈরাগ্যবিদ্যা-ময়, তাঁহার অন্তর-বাহির মহাভাবস্বরূপা-বার্ষভানবী-ময়। তাই আজ আমরা শ্রীল দাস-গোস্বামী প্রভুর চরিত্র

আলোচনা-দ্বারাই একাধারে শ্রীল দাস-গোস্বামীর ও তদীশ্বরী শ্রীমতী বার্ষভানবীর যুগপৎ চরিত্র অনুশীলনের ফল পাইতে পারিব।

শ্রীল দাস-গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য-বিদ্যানুরাগ তাঁহার "স্বনিয়ম-দশকে"র দুই একটী শ্লোক হইতে অধিকারী পাঠকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন,—

"ব্রজাতে রাধেতি স্ফুটরতিরসাদিক্ত-জনয়া-
হৃনয়া সাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেমনিবিতঃ।
পরং প্রকাশ্যোচ্চৈরনকমনে তজ্জলমধে।
দুধা পীত্বা পথ্যক্ষিরমপি চ বহ্যামি প্রতিদিনম্।"

এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যিনি প্রেমনিবিত হইয়া "রাধা" এই স্ফূর্তিময়ী অভিধানিক্তজনের সহিত প্রেমরসে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, আমি তাঁহার চরণদ্বয় প্রকাশনপূর্ব্বক সেই পুত-পাথোধক দানকে পান করিয়া প্রতিদিন নিয়ত শিরে ধারণ করি।

"অনাদ্যুদ্যোগী তামপি মুনিগণৈর্বৈদিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তমাম্।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী ধার্ম্মিকতয়া
তদভার্দে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্।"

বীণাবাদক নারদাদি মুনিগণ ও নিগম যাঁহার গান করেন, সেই গোবিন্দ-প্রিয়তমা প্রবীণা গান্ধর্ব্বা শ্রীরাধাকে অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক ধার্ম্মিকতাবশতঃ যে সকল কপটী কেবলমাত্র গোবিন্দের ভজনা করে, তাহাদিগের অপবিত্র সমীপদেশে আমি ক্ষণমাত্রও গমন করি না—ইহাই আমার ব্রত।

বৈরাগ্য-বপু শ্রীল দাস-গোস্বামীপ্রভু "বিলাপকুসুমাঞ্জলি"তে যে বৈরাগ্য-বিচার-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই বৈরাগ্য-বিচার-বারিধির গভীরতা শ্রীরূপানুগ-গণই অনুভব করিতে পারেন,—

"আশাভৈরবভগ্নধৈর্য্যনিধয়ে কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বদ্দৃক্ কৃপাং যদি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈ ব্রজে ন চ বরোরু বকারিণাপি॥"

হে শ্রীমতি! হে মহীশ্বরী বার্ষভানবি! আমি এতদিন আশা-প্রভৃতির অসুর-সিন্ধুতে অতি কষ্টে কালাতিপাত করিলাম, ইহা নিশ্চয় জানিও। এখনও তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তবে এ দেহ প্রাণ, ব্রজবাস, অধিক কি বক-শত্রু শ্রীকৃষ্ণেও আমার কাজ নাই।

এরূপ বৈরাগ্যবিবেক নৃলোকে হয় না। এ কথা শ্রীরূপানুগ ব্যতীত অন্য কেহ বুঝিবে না—জগতের লোক বুঝিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বৈরাগ্য-বিদ্যাই শ্রীমতী রাধিকা। বৈরাগ্য-বিবেকে নিজ ভোগ-সুখ-সম্পর্ক-লেশও নাই; কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যের নামই বৈরাগ্য, তাহার পরিপূর্ণতা শ্রীমতী রাধিকায়—

"কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা'-নাম পুরাণে বাখানে।
কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।

শ্রীল দাস-গোস্বামী-প্রভু অন্তরে বাহিরে এই বৈরাগ্য-বিদ্যেশ্বরীর সেবায় জীবন-যাপন করিয়াছেন, তাই তাঁহার বৈরাগ্যের তুলনা চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ডে, বৈকুণ্ঠে, এমন কি যাবতীয় পর্য্যন্ত মিলে না। তিনি বৃন্দাবনেশ্বরী বৈরাগ্যবিদ্যার দ্বিতীয় বপু।

জগতের লোক যে রঘুনাথ দাস-গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্যের প্রশংসা করেন—তাঁহাদের ক্ষুদ্র সসীম-দৃষ্টিতে দাস-গোস্বামী প্রভুর যে বৈরাগ্যটুকু দর্শন করেন, সেইরূপ আংশিক, অসম্পূর্ণ একদেশী খণ্ড-বৈরাগ্য-বিকৃতি দাস-গোস্বামীপ্রভুর সেবার জন্য মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া তৎপশ্চাতে সময়-প্রতীক্ষা করিতে থাকিলেও তাঁহার সেবাধিকার পান না। জগতের ভোগী ও ত্যাগী সম্প্রদায় যাহাকে "বৈরাগ্য" বলেন, অসম্পূর্ণ বা ঐশ্বর্য্য-দৃষ্টিতে যেরূপ বৈরাগ্য-বিকৃতি শ্রীল দাস-গোস্বামীর পাদপদ্মে সংবদ্ধ দেখিতে পাওয়া গেলেও ঐরূপ বৈরাগ্য পরা বৈরাগ্য-বিদ্যারই খণ্ড প্রতিফলন মাত্র। দাস-গোস্বামীপ্রভুর পর-বৈরাগ্য-বিদ্যা-বারিধি শ্রীরাধাকুণ্ডে নিত্য স্নাত—দাস-গোস্বামী প্রভু বৈরাগ্যরসামৃতসিন্ধুতে নিত্য অভিষিক্ত—বৈরাগ্য-বিপ্রলম্ভে নিত্য বিভাবিত। দাস-গোস্বামী-প্রভু মহাভাবস্বরূপা বৈরাগ্য-বিলাস বিদ্যা বার্ষভানবীর বপুর্দ্বয়।

রঘুনাথের আবির্ভাব

হুগলী জেলার অন্তর্গত ই, আই, আর লাইনে 'ত্রিবেণী' ষ্টেশনের সন্নিহিত সরস্বতী নদীর তটে অবস্থিত সপ্তগ্রাম এককালে বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বন্দর ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন

বিশিষ্ট নগর ছিল। এই নগরের অন্তঃপাতী শ্রীকৃষ্ণপুর-গ্রামে বিষ্ণুসেবা-বর্দ্ধিষ্ণু সমাজের প্রাকৃত দর্শনে শৌক্রকায়স্থ-কুলোদ্ভূত হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাস নামক জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদর বিপুলসম্পত্তির অধীশ্বররূপে বাস করিতেন। ইহাদের বংশগত উপাধি বিশেষরূপে জানা না গেলেও ইঁহারা যে মহাসম্ভ্রান্ত ছিলেন, তাহা জানা যায়। ইঁহাদের রাজপ্রদত্ত উপাধি 'মজুমদার' ছিল। ইঁহাদের বাৎসরিক খাজানা আদায় বার লক্ষ মুদ্রা ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে নবদ্বীপ সমৃদ্ধনগর থাকিলেও উহা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের আশ্রিত, বিদ্যানুশীলনরত ব্রাহ্মণগণেরই বাসস্থল ছিল মাত্র। সেই শুদ্ধ বিপ্রগণ হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের প্রতিপাল্য থাকিয়া তাঁহাদেরই প্রদত্ত অর্থ, ভূমি ও প্রাণাদি দ্বারা অধ্যাপনা ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহাদের অসাধারণ মর্য্যাদা ছিল এবং দান-বিষয়ে তাঁহারা মুক্তহস্ত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত ইঁহাদের অনুগত-ব্রাহ্মণত্ব ছিল; এইজন্য মহাপ্রভু ইঁহাদিগকে 'আজা' বা মাতামহ বলিয়া ডাকিতেন। মিশ্রপুরন্দরকেও ইঁহারা পূর্ব্বে অনেক সেবানুকূল্য করিয়াছিলেন, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকেও ইঁহারা যথেষ্ট সেবা ও শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। যদিও ইঁহারা ব্রাহ্মণের সহায়ক ছিলেন, তথাপি মহাপ্রভু ইঁহাদিগের বিষয়াসক্তি দেখিয়া ইঁহাদিগকে 'বৈষ্ণবপ্রায়' বলিয়াছেন অর্থাৎ ইঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব নহেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জাগতিক জাতিকুলের নিরর্থকতা ও বৈষ্ণবের আবির্ভাবের সহিত শৌক্র বা যৌন-সম্বন্ধের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা জানাইবার জন্য যে হিরণ্য-গোবর্দ্ধন দাসকে "বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া", "শুদ্ধবৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায়" প্রভৃতি বলিয়াছেন, তাঁহাদেরই গৃহে বিষয়-বৈরাগ্যের আদর্শ-প্রতিমূর্ত্তি বৈষ্ণব-সম্রাট্ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপ্রভু আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। স্বতঃ-প্রকাশ সূর্য্য পূর্ব্বদিকে আবির্ভূত হয় বলিয়া পূর্ব্বদিক যেরূপ সূর্য্যের জননী নহে, সেইরূপ বৈষ্ণব-সূর্য্য কোন বিশেষ কুলে বা বিশেষ গৃহে আবির্ভূত হইলেও সেই কুল বা পুরুষবিশেষ বৈষ্ণবের কারণ বা জনক নহেন। আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দায় হিরণ্য মজুমদারের কনিষ্ঠ সহোদর গোবর্দ্ধন মজুমদারের গৃহে শ্রীল রঘুনাথ দাসের আবির্ভাব হয়। কায়স্থ ও বিষয়ী গোবর্দ্ধনের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রভুবর দাস-গোস্বামী-রঘুনাথকে কায়স্থ বা বিষয়ী কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণাধিজাতির অন্তর্গত মনে করিলে স্ব-প্রকাশসূর্য্যকে পূর্ব্বদিকের পুত্র বা নৃসিংহদেবকে স্তম্ভ-পুত্র কিম্বা শ্রীরোরদেবকে ব্রহ্মনাসারন্ধ্র-পুত্র, জলপুত্র এবং বিষ্ঠাভোজি-শূকর-জাতিবিচার করিবার ভ্রমে প্রবিষ্ট হইতে হয়। শাস্ত্র এইরূপ বিবর্ত্তবিলাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঐরূপ মহাস্ত্রম বিচারকে "তীব্রাদপি তীব্রতর অমার্জ্জনীয় অপরাধ" বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও সেই আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। যাঁহার "বাপ জেঠা বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়" তিনিই আবার মহাপ্রভুর বিচারে আচার্য্য-শিরোমণি গোস্বামী—নিখিল ব্রাহ্মণের উপদেষ্টা। ইহা হইতেই জানা যায়, মহাপ্রভু শৌক্র বা যৌন-বিচার অবলম্বন করেন নাই, তিনি শুদ্ধ-বিচার অবলম্বন করিয়াছেন—"বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া"-প্রভৃতিকে 'গোস্বামী' বলেন নাই, অথবা গোস্বামীর শৌক্র (?) পুত্রকে 'গোস্বামী' বলেন নাই। তিনি রঘুনাথে ব্রাহ্মণাধীন কায়স্থবুদ্ধির আদর্শ প্রদর্শন করিলে রঘুনাথকে নিখিল ব্রাহ্মণগণের গুরু-আচার্য্য-উপদেষ্টা-স্বরূপ গোস্বামি-পদে অভিষিক্ত করিতেন না।

বাল্যে রঘুনাথের সাধুসঙ্গ

হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের পুরোহিত বলরাম আচার্য্য হিরণ্য গোবর্দ্ধনের গৃহের অনতিদূরে চাঁদপুর নামক গ্রামে বাস করিতেন। বলরাম আচার্য্য, নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের কৃপাপাত্র ছিলেন। ঠাকুর হরিদাস কোন সময় বলরাম আচার্য্যের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক নিরন্তর নাম-কীর্ত্তনানুশীলন করিতেছিলেন। সেই সময় বালক রঘুনাথ পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের গৃহে অধ্যয়ন করিতেন। অধ্যয়নার্থ আগমন-কালে রঘুনাথ প্রত্যহ হরিদাস ঠাকুরের দর্শন ও সঙ্গ লাভ করিয়া ঠাকুরের কৃপাভাজন হইলেন। বলরাম আচার্য্য প্রকৃতই পুত্রের হিতকারী 'পুরোহিত' ছিলেন। তিনি নামাচার্য্য হরিদাসের প্রতি জাতিবুদ্ধি করিবার পরিবর্ত্তে 'অপ্রাকৃত গুরু'-বুদ্ধি করিতেন, তাই নিজ গৃহে রাখিয়া প্রাণের সাধে ঠাকুরের সঙ্গ ও সেবা করিয়াছিলেন। একদিন সোপাল চক্রবর্ত্তী নামক কোন এক কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তাবলম্বী ব্রাহ্মণ-ক্রব নামাচার্য্য হরিদাসকে হিরণ্য-

গোবর্দ্ধনের সভায় অপমান করিলে বলাই পুরোহিত সেই "ঘটশটিয়া মূর্খ" ব্রাহ্মণ-ক্রবকে যথেষ্ট তিরস্কার ও ব্রাহ্মণ-সভার মন্ত্রণাদারের দ্বারা গোপাল চক্রবর্ত্তীকে চিরতরে বহিষ্কৃত করাইয়াছিলেন। হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের গুরু, পুরোহিত শ্রীযদুনন্দন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-বিরোধী, অদ্বৈত-সন্তানক্রব, কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের পাষণ্ড-বিচারের প্রতিকূলে শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেই 'স্বয়ং ভগবান্' এবং বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত-বুদ্ধি পোষণ করিতেন। তিনি শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের অশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন।

রঘুনাথের পলায়ন চেষ্টা

নিত্যসিদ্ধ গৌরজন রঘুনাথ যে মুহূর্ত্তে গৌরসুন্দরের নাম শুনিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই গৌরাঙ্গ-চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। রঘুনাথের এই আত্মসমর্পণ নূতন বা সর্ব্বপ্রথম নহে; তিনি নিত্যকাল গৌরাঙ্গচরণে প্রণত। গৌরাঙ্গের নিত্যলীলায় অপরাজীবকে গৌরাঙ্গচরণে আত্মসমর্পণ শিক্ষা দিবার জন্য নিত্যকাল তিনি এই প্রকার আত্মসমর্পণের লীলা আবিষ্কার করেন। যেদিন হইতে রঘুনাথ মহাপ্রভুর কথা শুনিলেন, সেইদিন হইতেই তাঁহার নিত্যসিদ্ধ অনুরাগানল তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। গৃহ, দ্বার, হস্তী, অশ্ব, রথ, নিখিল ঐশ্বর্য্য, অন্যান্য সকলই তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিল; বিপ্রলম্ভরসের নীলাচলে লীলাকারী বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ প্রভুর বিরহে উন্মত্ত হইয়া রঘুনাথ নীলাদ্রি যাইবার জন্য গৃহ হইতে পলায়নের চেষ্টা করিলেন। গোবর্দ্ধন মজুমদার কয়েকবার পলায়নপর রঘুনাথকে পথ হইতে বাঁধিয়া আনিয়া গৃহে রাখিলেন। রঘুনাথ যাহাতে আর পলাইতে না পারেন তদভিপ্রায়ে গোবর্দ্ধনদাস সর্ব্বসময় পুত্রের নিকট পাঁচ জন প্রহরী এবং পুত্রের সান্ত্বনা প্রদান ও সেবাদি করিবার জন্য চারিজন সেবক ও দুইজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিলেন।

রঘুনাথের নিত্যসিদ্ধ-বৈরাগ্য

রঘুনাথ নিত্যসিদ্ধ বৈরাগ্য-ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই পুত্রের বহির্ম্মুখ-সংসারে উদাসীনতা ও মহাভাগবত-বৈষ্ণব-সঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া বিষয়াসক্ত পিতা মাতা একমাত্র সন্তান ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভাবী অধিকারী রঘুনাথকে সংসার-পঙ্কজে পঙ্কলিপ্ত করিবার আশায় একটী পরম রূপলাবণ্যবতী, অপরা তুল্যা সুলক্ষণা কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ দিলেন। উত্তম বসন-ভূষণ, অগুরু-চন্দনাদি যেরূপ ভুবনমনোহর পুরুষের তৃপ্তি-বিধানে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরাতুল্যা ভার্য্যা প্রভৃতি ও বিপ্রলম্ভ-বৈরাগ্যানলে অনুক্ষণ দগ্ধচিত্ত রঘুনাথের তৃপ্তি আনিতে পারিল না।

শান্তিপুরে মহাপ্রভুর আগমন

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলা প্রকাশপূর্ব্বক শান্তিপুর হইয়া নীলাচলে গমন করিলেন। দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমনোদ্যোগের লীলা প্রকাশ করিয়া নীলাচল হইতে কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত বিজয় এবং বৃন্দাবন-গমনের চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভুর শান্তিপুরে এই দ্বিতীয়বার আগমন। রঘুনাথ যখন শুনিলেন, তাঁহার প্রাণের আরাধ্যবস্তু গৌরসুন্দর শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে আসিয়াছেন, তখন পিতার নিকট নিবেদন করিয়া বলিলেন,—'আমাকে প্রভুর চরণদর্শনার্থ শান্তিপুর-গমনে আজ্ঞা দান করুন, অন্যথা আমার প্রাণ থাকিবে না।" গোবর্দ্ধনদাস অপরা বহু প্রহরী, লোকজন ও দ্রব্যাদি সহ পুত্রকে শান্তিপুরে পাঠাইলেন এবং অতি শীঘ্র ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া দিলেন। রঘুনাথ—বিরহ-ব্যাকুল রঘুনাথ পাগলের মত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া সাগরগামিনী জাহ্নবীর ন্যায় শ্রীচৈতন্যচরণ-সাগরে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন। প্রভু রঘুনাথকে পদরজঃ প্রদান করিয়া কৃপা করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য গোবর্দ্ধনদাসের সম্বন্ধে স্নেহময় হইয়া রঘুকে মহাপ্রভুর সদ্য-প্রসাদ ও উচ্ছিষ্ট-পাত্র প্রদান পূর্ব্বক রঘুর প্রতি যথেষ্ট কৃপাবর্ষণ করিলেন। রঘু শান্তিপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে সপ্তদিবসকাল অবস্থান করিয়া, অহোরাত্র নিজ মনোব্যথা প্রভুর চরণে জানাইয়া বলিলেন,—'প্রভো, আমি কেমন করিয়া বিষয়ী পিতার নিযুক্ত প্রহরীগণের হস্ত হইতে মুক্তি পাইব? প্রভো, কেমন করিয়া নীলাচলে আপনার পাদপদ্ম-সন্নিধানে অবস্থান করিতে পারিব?' সর্ব্বান্তর্য্যামী মহাপ্রভু—নিত্যসিদ্ধ প্রভুকুলের প্রভু মহাপ্রভু জানিতেন যে,—নিত্যসিদ্ধ প্রভু রঘুনাথ তাঁহার নিত্য-কিঙ্কর—রঘুনাথ কৃষ্ণ-বিরহে—বিপ্রলম্ভবারিধিতে নিত্য অভিষিক্ত; তথাপি জগতে

অযুক্ত, অস্থির, কৃত্রিম, কপট, অস্থায়ী, খণ্ড, 'লোক-দেখান', তথাকথিত বৈরাগ্য প্রদর্শনের বিকট ও ব্যর্থ অভিনয় হইতে লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নিত্যসিদ্ধ যুক্তবৈরাগ্যবান্, বৈরাগ্যবপু রঘুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
কর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহে লোকব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

মহাপ্রভুর এই উপদেশ-রত্নটী রত্নের মধ্যে কৌস্তুভ-মণি। ইহা সাধন-যানের যাত্রিগণের ভবসংসার-সাগরের অন্তঃস্থিত মহা-সতর্কালোক-স্তম্ভস্বরূপ। যাঁহারা সত্য সত্য ভজন-রাজ্যে নামিয়াছেন, তাঁহারা এই উপদেশের প্রতিবর্ণের গুরুত্ব কত অধিক, তাহা অনুভব করিতে পারিবেন। প্রত্যেক সাধক-জীবনের হৃদয়ফলকে মহাপ্রভুর এই কয়েকটী কথা আদর্শ নীতিবাক্যরূপে হিরক-অক্ষিত করিয়া রাখা উচিত। এই উপদেশবাক্য হইতে একটুকু বিচলিত হইলেই আমাদিগকে হয় 'ভোগী', না হয় 'কপট-ত্যাগী', না হয় 'প্রাকৃত-সহজিয়া' হইয়া পড়িতে হইবে।

মহাপ্রভু রঘুনাথকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, প্রভু যখন বৃন্দাবন দর্শনপূর্ব্বক নীলাচলে আসিয়া অবস্থান করিবেন, সেই সময় রঘু কোন ছলে নীলাচলে আসিয়া প্রভুর নিকট অবস্থান করিতে পারিবেন। কৃষ্ণের সেবার জন্য যাঁহার আর্ত্তি, তাঁহাকে কেহ রাখিতে পারে না, তাঁহার জন্য কৃষ্ণই সকল সুযোগ করিয়া দেন। যাঁহাদের কৃষ্ণ-ভজনের প্রকৃত আর্ত্তি নাই, লোক-দেখান অভিনয় মাত্র আছে, কৃষ্ণ-মায়া তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করেন। ইহা বলিয়া মহাপ্রভু রঘুনাথকে বিদায় দিলেন।

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন

রঘুনাথ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাহ্য-বৈরাগ্যের অভিনয় সকলই পরিত্যাগ করিলেন। বাহ্যে বিষয়াসক্তির অভিনয় দেখাইয়া মাতা পিতাকে বঞ্চনাপূর্ব্বক অন্তরে কৃষ্ণ-ভজনের বিপুল বৈরাগ্যে অধিষ্ঠিত থাকিলেন। বাহ্য-দৃষ্টিসম্পন্ন বিষয়ী পিতা মাতা রঘুনাথের বাহ্য-চেষ্টা দেখিয়া এবং অন্তর-চেষ্টার প্রবেশ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ থাকিয়া পুত্র তাঁহাদেরই ন্যায় "পুনর্মূষিকো ভব"-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছেন, বিচারপূর্ব্বক আনন্দিত হইলেন। সুতরাং রঘুনাথের প্রতি প্রহরী-বেষ্টনাদির শিথিলতা করিলেন।

এই প্রকারে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে একদা রঘুনাথ শুনিতে পাইলেন যে, মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা শুনিয়াই রঘুনাথ মহাপ্রভুর নিকট যাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু বৈষয়িক কোন দুর্ঘটনাবশতঃ তাঁহাকে আরও একবৎসর গৃহে অবস্থান করিতে হইল। ঘটনাটী এই,—পূর্ব্বে এক মুসলমান সপ্তগ্রামের অধিকারী ছিলেন, পরে হিরণ্যদাস তাঁহাকে অধিকার-চ্যুত করায় সেই মোসলেম চৌধুরী হিরণ্যদাসের প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন এবং নবাবের উজিরের সাহায্যে সপ্তগ্রাম অধিকার করিয়া হিরণ্য-গোবর্দ্ধনকে বন্ধন করিবার চেষ্টা করিলেন। হিরণ্য-গোবর্দ্ধন পলাইয়া গেলেন। মোসলেম চৌধুরী রঘুনাথকে বন্ধন করিলেন এবং বন্দী রঘুনাথকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন ও ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, যে যদি রঘুনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠ-তাত ও পিতাকে শীঘ্র আনয়ন না করেন, তাহা হইলে তাঁহার যথেষ্ট যাতনা ভোগ করিতে হইবে; কিন্তু মোসলেম চৌধুরী নির্দ্দয়-হৃদয় হইলেও রঘুনাথের মুখ-দর্শনে তাঁহার উপর কঠোর অবিচার করিতে পারিলেন না। কৃষ্ণভজন-পরায়ণ, সুচতুর রঘুনাথ মোসলেম চৌধুরীকে মানদান করিয়া মধুর বাক্যে তাঁহার রোষ-শান্তি করিলেন। মোসলেমের হৃদয় এতদূর আর্দ্র হইল যে, তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া রঘুনাথের প্রতি স্নেহ-কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক অশ্রু নির্গত হইতে থাকিল। মোসলেম চৌধুরী উজিরকে জানাইয়া রঘুনাথের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। রঘুনাথও জ্যেষ্ঠতাত হিরণ্য মজুমদারের সহিত মোসলেম চৌধুরীর মিলন করাইলেন।

গৌরকৃষ্ণ-বিরহোন্মত্ত রঘুনাথ

রঘুনাথ এইবার মুক্ত হইয়াই নীলাচলে প্রভুর নিকট পলাইয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। একদিন রাত্রিকালে শয্যা হইতে উঠিয়া একাকী রঘুনাথ নীলাচলের পথে পলাইয়া যাইতেছিলেন, গোবর্দ্ধন দাস তাঁহাকে বহুদূর হইতে ধরিয়া গৃহে লইয়া আসিলেন। কিন্তু ধরিয়া আনিলে কি হয়, রঘুনাথ

যে কৃষ্ণ-বিরহ-বাতুল হইয়াছেন। সুযোগ পাইয়া রঘুনাথ আবার পলাইলেন—পুনঃ পুনঃ পলাইয়া যাইতে লাগিলেন। যতবার পলাইয়া যান, ধনাঢ্য পিতা একমাত্র পুত্রকে যথেষ্ট লোকজন দ্বারা ততবারই ধরিয়া আনান। অবশেষে গোবর্দ্ধন-পত্নী পুত্রকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য পতির নিকট জানাইলেন। গোবর্দ্ধন দাস পুত্রের প্রেমোন্মাদ বুঝিতে পারিয়া পত্নীকে বলিলেন,—

"ঐশ্বর্য্য—ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী—অপ্সরা সম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যাঁর মন॥
দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবা কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইহারে।
চৈতন্যপ্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে?"

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য]

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগ-বরায় তে॥

স্বরূপবংশাবতংস—ভক্তিবিনোদ

মাধ্বগৌড়ীয়ের ঈশ্বর শ্রীরামোদর-স্বরূপের শ্রীগৌর-কৃপা-মহিমা-কীর্ত্তন-সরস্বতী হইতে অমন্দোদয়-দয়া-শ্রীচৈতন্য-দয়ানিধির ভক্তিবিনোদ-দয়াদ্রতারূপে ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব; সুতরাং শ্রীচৈতন্যের বংশে মাধ্বগৌড়ীয়ের ঈশ্বর স্বরূপের আধারে ভক্তিবিনোদের জন্ম। মাধ্বগৌড়ীয়ের প্রভু শ্রীস্বরূপ-দামোদর ভক্তিসিদ্ধান্তের মূল পুরুষ। 'ভক্তি' অর্থে—অকিঞ্চনা শুদ্ধ-বিদ্যা—পরা বিদ্যা—শুদ্ধা সরস্বতী। সেই ভক্তির বিনোদ—প্রীতিবর্দ্ধন—সৌন্দর্য্য-বিকাশ—ঔজ্জ্বল্য-প্রকটন—বিলাস-বিবর্দ্ধন—প্রচারোল্লাস বর্ত্তমানযুগে মূল-সূত্রধার-রূপে যিনি সম্পাদন করিয়াছেন, তিনিই আমাদের ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ। তাঁহারই আবির্ভাব তিথির পূজা করিতে আজ আমাদের অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস।

সচ্চিদানন্দ—ভক্তিবিনোদ

ভক্তিবিনোদ সচ্চিদানন্দ-লীলাময়-বিগ্রহ-শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আধারাভিন্ন-বিগ্রহ। শ্রীচৈতন্যই তাঁহার সত্তা অথবা তাঁহার সমস্ত সত্তা শ্রীচৈতন্য-সেবাময়—তিনি শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীচৈতন্যাত্মা। শ্রীচৈতন্যই তাঁহার চেতন অথবা তাঁহার চেতন শ্রীচৈতন্য-তন্ময়; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সহিৎ ব্যতীত ইতর জ্ঞান, আংশিক জ্ঞান বা অসম্যগ্ জ্ঞান তাঁহার চেতন অধিকার করে নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই তাঁহার আনন্দ অথবা মহাপ্রেম-রসপ্রদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেই তাঁহার আনন্দ—পরমরূপ-চমৎকার-মাধুর্য্য-মর্য্যাদা, প্রেমোল্লাসানোদ, চিত্তার্পিতোল্লাস, রসদ, সংবিদ; অমন্দোদয়-দয়ার সিন্ধু সচ্চিদানন্দ-লীলাময়-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের শক্তিবিনোদা-দয়ার অবতার অথবা রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপের অভিন্ন-বিগ্রহ গোবিন্দানন্দিনী মহাভাবময়ী আহ্লাদিনীর প্রকাশময়ী কায়ব্যূহরূপি বলিয়া তাঁহার নাম সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ।

গৌরশক্তিস্বরূপ—ভক্তিবিনোদ

শ্রীচরিতামৃতকার বলিয়াছেন,—

"কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা তাঁর নহে প্রবর্ত্তন॥" (চৈঃ চঃ অ ৭।১১)

গৌরস্বরূপশক্তি ব্যতীত বিবাদযুগে বিশ্বের সর্ব্বত্র গৌরনাম, গৌররূপ, গৌরগুণ, গৌর-লীলা, গৌর-পরিকর-বৈশিষ্ট্য, গৌরধাম প্রভৃতি প্রচারিত হইতে পারে না। ভক্তিবিনোদে ঐ সকল প্রত্যক্ষ প্রকট-প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিবিনোদের অখিল-চেষ্টা, অখিল প্রতিষ্ঠা, নিখিল নিষ্ঠা গৌর-নাম-ধাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর বৈশিষ্ট্য প্রচার-প্রমোদেই নিযুক্ত হইয়াছিল।

রূপানুগবর—ভক্তিবিনোদ

মহাপ্রভুর প্রেমস্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, সহজাভিন্নরূপ, নিজানুরূপ, স্ববিলাসরূপ, একরূপ শ্রীরূপ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর মূলপুরুষরূপে যে অন্যাভিলাষিতশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-তপস্যাদি-দ্বারা অনাবৃত, সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত ও তৎপর-নির্ম্মলানুকূলময় হইয়া আনুকূল্যে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে, কৃষ্ণানুশীলনের কথা বলিয়াছেন, সেই কৃষ্ণানুশীলন গোস্বামি-

গণের অপ্রকট এবং শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দাদি আচার্য্যের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ হইতে বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল। রূপানুগ বিশ্বনাথ ও তদনুগ বলদেব যে সকল শুদ্ধভক্তির কথা পরবর্ত্তিকালে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও কলির প্রাবল্যে অন্তর্হিত বা স্থানে স্থানে বিকৃতভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। রূপানুগ ভজনের নামে নানাপ্রকার প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ জগজ্জাল উপস্থিত করিয়াছিল। বর্ত্তমানযুগে একমাত্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদই রূপানুগ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী জগতে পুনঃ প্রকট করিয়া প্রচার করেন। যাঁহারা দাম্ভিকতা বশতঃ এ কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত, তাঁহারাও নিরপেক্ষ এবং নির্ম্মৎসর হইয়া বিচার করিলে বর্ণে বর্ণে ইহার পরম-সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট বর্ত্তমান জগৎ বিশ্বমানব এই জন্য চির-ঋণী। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীরূপানুগত্বের নামে কখনও কুরূপানুগত্ব বা চিচ্ছড়-সমন্বয়-বাদের বিন্দুমাত্র পক্ষাবলম্বন করেন নাই; কিন্তু অদ্যতন তথাকথিত ও আনুকরণিক গৌরধর্ম্মপ্রচারকগণের জীবন, আচরণ ও দামান্য সেবনী নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া দেখুন, তাঁহাদের মনোমুখ—আচার-প্রচার এক নহে, তাঁহারা মুখে রূপানুগ বলিয়া পরিচয় দিয়া অপস্বার্থের খাতিরে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানীর পক্ষসমর্থনকারী—তাঁহাদের পদেপদে সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাস-দোষ। ইহা হওয়াও স্বাভাবিক, কারণ তাঁহারা সিদ্ধান্ত-সম্রাট্ স্বরূপের বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই; তাঁহারা বিরূপের বংশকেই বহু মানন করিয়াছেন। রূপানুগ-ভজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জীবনকে পূর্ণভাবে মণ্ডিত করিয়াছিল, রূপানুগ-শুদ্ধভক্তিই তাঁহার নিখিল চরিত্রকে সহজভাবে কুসুমিত ও সৌরভান্বিত করিয়াছিল, সেই স্বাভাবিক সৌরভ বিতরণের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব। তাঁহার শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী নিখিল কুরূপ ও বিরূপের অনুগত বিভিন্ন বিদ্ধ ও ছল মনোধর্ম্মের ছেদন-কার্য্যেই চিরকাল নিযুক্ত হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রূপানুগত্ব সাধারণকে বলিয়া বুঝাইবার বস্তু নহে, প্রকৃত রূপানুগই সেই রূপানুগবরের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন।

ভক্তি-ভাগীরথীর ভগীরথ—ভক্তিবিনোদ

শ্রীভক্তিমার্গ যখন কলির প্রাবল্যে কোটিকল্পের জন্য রুদ্ধ হইয়াছিল—শুদ্ধভক্তিলতা যখন অদৃশ্য পরগাছা-দ্বারা আবৃত হইয়া লোকের বিরক্তি উৎপাদন করিতেছিল অর্থাৎ সাধারণ কোমলশ্রদ্ধ জীব যখন ছলভক্তি, মিশ্রা ভক্তি, সিদ্ধ-ভক্তি, অভক্তি, অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম, জ্ঞান, তপস্যাকেই 'ভক্তি' বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছিল এবং ভক্তিলতা কোটি-কণ্টকাকীর্ণ হওয়ায় লোক যখন ভক্তির অস্তিত্বে ও শক্তিতে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিল, ভক্তির নামে 'লাম্পট্য, ব্যভিচার', ভক্তির নামে 'অবৈধ-রমণপ্রবৃত্তি', ভক্তি-বিকারের নামে 'কৃত্রিম লম্ফ ঝম্ফ', ভক্তির নামে 'স্বেচ্ছ মনোধর্ম্ম' ভবের হাটে মনোহারী দোকান পাতিয়া বসিয়াছিল, তখন অমন্দোদয়-দয়া-শ্রীচৈতন্য-রূপাকর হইতে ভক্তি-বিনোদ-রূপালঙ্করীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ-স্বরূপ এক মহানিধি জগতে আবির্ভূত হইলেন। এই মহানিধিকে সকলে চিনিতে পারেন নাই, চিনিয়াছিলেন—সার্ব্বভৌম জগন্নাথ—চিনিয়াছিলেন ভক্তিবিনোদের অন্তিম-স্বয়ং নিত্য-সুহৃদ অবধূতকুল-চূড়ামণি—শ্রীগৌরকিশোর; আর চিনিয়াছিলেন—তাঁহাদের নিকপট অনুগবর—তিনিই চিনিয়া কীর্ত্তন-মুখে জগৎকে চিনাইয়াছেন। নীতিহীন-নিরীশ্বরতা, নৈতিক-নিরীশ্বরতা, সেবক-কর্ম্মজড়তা, মিথ্যাচার, দাম্ভিকতা, বিড়াল-ব্রত, বকব্রত, নির্ব্বিশেষবাদ, বহুশ্বরবাদ প্রভৃতি বহির্ম্মুখতা-বহ্নিতে বিশ্ব যখন তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল—বিশ্বমানব ধ্বংসের পথে চলিয়াছিল, তখন ভক্তিবিনোদ যেন ভগীরথের ন্যায় ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-গোমুখী-দ্বারে প্রবাহিতা ভক্তি-গঙ্গাকে অমৃত-প্রবাহে প্রবাহিত করিয়া বিশ্বকে সেই শুদ্ধভক্তি-কীর্ত্তন-মন্দাকিনী দ্বারা সঞ্জীবিত, স্নিগ্ধ ও অভিষিক্ত করিলেন। ইহা গল্পের কথা নয়—বাক্য-বৈখরী নয়—অর্থবাদ নয়, প্রত্যক্ষ সত্য কথা। এমন একদিন আসিবে—যেদিন সকলেই মৎসরতা পরিহার করিয়া ইহা একবাক্যে স্বীকার করিবেন।

নাম-চিন্তামণির জহুরী—ভক্তিবিনোদ

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—কৃষ্ণ-নাম-চিন্তামণি। এই নাম-চিন্তামণিই অনায়াসে ভব-মহা-দাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ-কারী, চিত্ত-দর্পণ-পরিমার্জ্জনকারী, শ্রেয়ঃ-কুমুদ-বিধু-জ্যোৎস্না-প্রকাশকারী, বিশুদ্ধ-বিদ্যাবধূ-জীবাতু-রূপী, আনন্দ-পয়োনিধিবর্দ্ধনকৌস্তি, প্রতিপদে পীযূষ-স্বাদ-দানকারী ও সর্ব্বাত্ম-স্নপনকারী। এই নাম-চিন্তামণি নিখিল শ্রুতিমৌলি-রত্নমালার প্রভা-দ্বারা নিরন্তর নীরাজিত হইতে

ছেন। এই নাম-চিন্তামণি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ও গোকুল-মহোৎসবস্বরূপ। নাম-চিন্তামণি নিখিল বিশ্বের—বিশ্বাতীত ধামের একমাত্র সাধন ও সাধ্যস্বরূপ; কিন্তু এইরূপ মহা-সম্পত্তিকেও শুক্তিতে রজতভ্রান্তির ন্যায় বিবর্ত্তজ্ঞানে পতিত হইয়া—কাচ-মণিকে 'চিন্তামণি' কল্পনা করিয়া—ইতরযোনিগত, অমুক্তকুল-প্রেম, অপর-অক্ষরাকৃতিকে মুক্তকুলের উপাস্যমান, পরব্যোমাবতীর্ণ, মুনিমুক্ত-প্রেম পরমাক্ষরাকৃতির সহিত বাহ্য-আকার-সাম্য-দর্শনে এক মনে করিয়া যখন মর্কটের ন্যায় মুক্তা-ফল অপেক্ষা বহুলোককেই অধিকতর প্রেয়ো বিধায়ে ভ্রান্ত লোকসকল মুক্তা-মণিকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছিল, সেই দুর্দ্দিনে কপট অর্দ্ধ-মণিগণের কাচ-মণিসাহায্যে লোকপ্রবঞ্চনা-বিবর্ত্ত হইতে সুকৃতিমান জনগণকে রক্ষা করিবার জন্য নাম-চিন্তামণির জহুরী ভক্তিবিনোদ হরিনাম-চিন্তামণি-গ্রন্থে আসল-নকল, নাম-নামাপরাধ অতি বিশ্লেষণ-সহকারে জানাইয়া দিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই দানটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় দান। গোস্বামিগণ, আচার্য্যগণ গ্রন্থিতে এই সকল কথা জানাইলেও অসারগ্রাহী, অবিদ্বদ্-প্রতীতি-ব্যক্তিগণ তাহা ধরিয়া উঠিতে না পারিয়া একমাত্র সাধ্য ও সাধন-সম্পত্তিকে হেলায় হারাইতে বসিয়াছিল; কিন্তু জহুরী ভক্তিবিনোদ এমন বিশ্লেষণ করিয়া সুকৃতিশালী ক্রেতার নিকট চিন্তামণি ও কাচ-মণির পার্থক্য ধরাইয়া দিলেন যে, অপস্বার্থান্বেষী প্রবঞ্চক মেকিবাদ-বিক্রেতাগণ বিপদ্ গণিতে থাকিলেন এবং সাধারণ লোকে যাহাতে চিন্তামণি ও কাচ-মণির পার্থক্য না ধরিতে পারে, তজ্জন্য সকলে মিলিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে দুর্ভাগা ব্যক্তিগণ ঠকিলেন, সৌভাগ্যবন্তগণ বাহ্য আকার-সাদৃশ্যে না ভুলিয়া জহুরীর অপূর্ব্ববিশ্লেষণ হইতে কাচ ও চিন্তামণির পার্থক্য বুঝিতে পারিয়া চিন্তামণিকে সেবোন্মুখতা-রূপ স্বর্ণ-সম্পুটে সংস্থাপন পূর্ব্বক অনুক্ষণ কীর্ত্তনমুখে তাঁহার আরতি করিতে থাকিলেন।

শ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জক—ভক্তিবিনোদ

"নদীয়া-গোদ্রুমে নিত্যানন্দ-মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ॥"

—গান গাহিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রদ্ধাবান্ জীবের নিকট নিতাই চাঁদের আনা ষোলোকের ওজন ধরে ধরে অযাচকে বিতরণ করিয়াছিলেন। নিতাইর নামের হাটে যে সকল প্রবঞ্চক মেকি চালাইবার জন্য মেকি জিনিষ লইয়া অধর্ম্মের ব্যবসা পাতিয়াছিলেন, নিতাই-করিবর-প্রীবাস প্রভাবমুগ্ধে—লোভ-মুগ্ধে যে নাম-চিন্তামণি—কৃষ্ণসম-ভাবিতা-মতি বিতরণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে ঠকগণ যখন কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে কাচ ও কাচপুকার ব্যবসা পাতিয়া বসিয়াছিল, নিত্যানন্দের অভিন্নতনু ভক্তিবিনোদ তখন "শ্রীনামহট্টের কাণ্ডারী" পরিচয়ে আপনাকে পরিচিত করাইয়া এক অপ্রাকৃত-লীলায় প্রাকট্য সাধন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু যেরূপ স্বগণসহ শুক্তিতা-মার্জ্জন-লীলা প্রকাশ করিয়া 'নির্ম্মল বিমল-নির্ম্মুক্ত শুদ্ধ-সত্ত্বই—জগন্নাথের বসতিস্থল' জানাইয়াছিলেন, সেইরূপ ঠাকুর ভক্তিবিনোদও স্বগণসহ শ্রীনামহট্টের মার্জ্জন লীলা প্রকাশ করিয়া—

"অসৎসঙ্গে তাই-কৃষ্ণনাম বাহি হয়।
অক্ষর বাহিরায় বটে নাম তবু নয়॥
• • •
কপট ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয়।
• • •
অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

—ইত্যাদি প্রভুবাক্যানুসারে শ্রীনামহট্ট হইতে যাবতীয় আবর্জ্জনা, মেকি, ভেজাল, পচা, অসার বস্তুগুলিকে মার্জ্জনী-দ্বারা দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক শ্রীনাম-প্রভুর যজ্ঞস্থলীবিলাসের জন্য শুদ্ধ-সত্ত্ব, সেবোন্মুখ, নির্ম্মল বিমুক্ত প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিলেও তিনি শ্রীনামহট্টপরিমার্জ্জন-সেবার জন্য যে অপ্রাকৃত-মার্জ্জনী তাঁহারই উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে প্রদান করিয়াছেন, সেই শত-সংস্রমুখী মার্জ্জনীর শতসহস্র-মুখ-সূত্রে আজ শতসহস্র সেবোন্মুখ-জিহ্বা তাঁহারই অনুগমনে ছলন-বর্জ্জন ও সৎসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

শ্রীচৈতন্য-মনোহীষ্ট-স্থাপক—ভক্তিবিনোদ

শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীবাদি গোস্বামিবর্গ তুলনে শ্রীচৈতন্য-মনোহীষ্ট-স্থাপনের পক্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল প্রবর্ত্তকবর্গ বিভাবার্থ অর্থের গ্রন্থ প্রচার, শ্রীনামের আচার-প্রচার, মুপ্ত-তীর্থ উদ্ধার, দেশে দেশে কীর্ত্তন-প্রচার প্রভৃতি কার্য্য-দ্বারা

গোস্বামিবর্গ ভূতলে শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট স্থাপন করিয়াছেন। আমরা ঠাকুর ভক্তিবিনোদেও পূর্ণ-মাত্রায় সেই সকল আচার-প্রচার-প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। তাঁহার শতাধিক গ্রন্থের প্রত্যেকটী গোস্বামি-সিদ্ধান্ত-পরোক্তির নবনীতস্বরূপ—অমন্দোদয়-দয়ানিধি শ্রীচৈতন্য-বাক্তিরির মহানিধিস্বরূপ—সিদ্ধান্তখনির হীরকস্বরূপ—বিচার-বিশ্লেষণ-বিটপী-বৃন্দের মধ্যে মলয়জ চন্দন-সারস্বরূপ—ভগবামৃতসিন্ধুর চিন্ঘনকন্দস্বরূপ। শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণ যেরূপ বিধৎপ্রতীতিবলে মাথুর-মণ্ডলের লুপ্ত কৃষ্ণলীলাস্থলীসমূহ উদ্ধার করিয়াছিলেন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদও সেইরূপ বিধৎপ্রতীতির সাহায্যে শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের লুপ্ত গৌরলীলাস্থলীসমূহ উদ্ধার করিয়া অদ্বৈতত্ত্ব-বিধে চৈতন্য সঞ্চার করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে স্বীয় আচারের সহিত কীর্ত্তন-প্রচার করিয়া কীর্ত্তন-মূর্ত্তিক-প্রপীড়িত দেশে নিত্য সুভিক্ষের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন। জগতের ক্লেশ নিবারণের জন্য অনেকে অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াও আর্ত্তির মূল বিনাশ করিতে পারেন নাই—দুঃখ-দারিদ্র্য-দৈন্যকে চিরনির্ব্বাসিত করিতে পারেন নাই—অনন্ত জীবনের অনন্ত ক্লেশ, অনন্ত আর্ত্তি হইতে ত্রাণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু জগতের তথাকথিত সকল প্রচারকের আদর্শের নিকট যাহা সম্পূর্ণ অভিনব আদর্শ, সেই শুদ্ধ-কীর্ত্তন-প্রচার দ্বারা ভক্তিবিনোদ বিনু অনায়াসে, হেলায় যাবতীয় ভবদাব-নিবৃত্তি ও পরম সবিলাস-নির্বৃতির সন্ধান প্রদান করিয়াছেন।

বিশ্ব-প্রচার-প্রমোদ—ভক্তিবিনোদ

শুধু বাংলার নয়—শুধু ভারতে নয়, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রত্যেক চেতনের নিত্য, শাশ্বত, সনাতনধর্ম যে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম বা জৈবধর্ম, তাহা জগতে—বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্গীর্ণা বাণীর সার্থকতা করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

বিশ্বপ্রচার-প্রমোদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

"ভারতবর্ষের কতিপয় মানবকে উদ্ধার করিবার জন্য যে শ্রীচৈতন্যের অবতার, এমত নয়। কিন্তু জগতের সর্ব্ব-প্রদেশে নিত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীব সকলকে উদ্ধার করাই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। শ্রীচৈতন্যের অবিতর্ক্য আজ্ঞা যে সত্বরই কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জগতে যতপ্রকার ধর্ম্ম আছে, সে সমস্তই পরিপক্কা-বস্থায় এক নামসঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম হইয়া পড়িবে—ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া বোধ হয়। যে সকল ধর্ম্ম পাশ্চাত্য প্রদেশে ও অন্যত্রও পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে সকল ধর্ম্ম যে থাকিবে না, তাহার আর কথা কি? পরমেশ্বর একরস ও সর্ব্বদা চিন্ময় স্বরূপপ্রাপ্ত। তিনি সর্ব্বদোষহীন ও সর্ব্বগুণের আকর। জীব সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্ময় বস্তু। জড়জগতে

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর

জীবের ঈশানুশীলনই নিত্যধর্ম্ম। পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ গুণগণের কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব স্থাপনই বিশুদ্ধধর্ম্ম। ক্রমশঃ সংস্থাপিত ধর্ম্মসকলের ভেদাংশ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায়-বিশেষের ভজনভেদ ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন সকল বর্ণ, সকল জাতি, সকল দেশের মনুষ্য একত্রিত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সহকারে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নামসঙ্কীর্ত্তন সহজেই করিয়া থাকিবেন। তখন কেহ কাহাকেও ব্রাহ্মণেতর চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যভিমানে মুগ্ধ হইয়া জীবসমূহের সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না। তখন হরিদাস প্রেম-রসের কলসী লইয়া শ্রীবাসের মুখে ঢালিতে থাকিবেন এবং শ্রীবাস হরিদাসের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া হা চৈতন্য! হা

নিত্যানন্দ! বলিয়া সহজেই নৃত্য করিবেন। এবম্বিধ অদ্বিতীয় শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ পরমধর্ম্ম অচিরেই জগতে প্রচারিত হইবে। অহো! যে দিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জর্ম্মাণে, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় তদ্দেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষ সকল নিশান, ডঙ্কা, খোল, করতালাদি লইয়া মুহুর্ম্মুহু নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নামোল্লেখপূর্ব্বক হরিনাম-কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সে দিন কবে হইবে! আহা! যে দিন বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষ সকল এক দিক হইতে জয় শ্রীশচীনন্দনকি জয়—এইরূপ ধ্বনি করত প্রধাবিত হইয়া অপরদিকে অন্যদেশীয় ভক্তবৃন্দের সাংত আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব সম্বর্দ্ধন করিবেন, সে দিন কবে হইবে! যে দিন তাঁহারা বলিবেন,—হে আর্য্য ভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেমসূত্রে চৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, সে দিন কবে হইবে! যে-দিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণব-প্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে ও সমুদ্রে নদীগণের ন্যায়, সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত-বৈষ্ণবধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সে দিন কবে হইবে!"

ভক্তিবিনোদ বিভুর এই বিশ্ব-প্রচার-প্রমোদাভিলাষ তাঁহারই কায়ব্যূহগণ পূর্ণ করিতেছেন। বিশ্বের সর্ব্বত্র গৌর-কীর্ত্তন-প্রচারের আয়োজন হইতেছে।

যুগাচার্য্য—ভক্তিবিনোদ

অনর্থময় বিবাদযুগে অদ্বৈত-সম্প্রদায়েরই প্রাবল্য—মনোধর্ম্মেরই প্রচার—প্রেমেরই অধিকতর আদর লক্ষিত হয়—ইহা যুগোচিত; তাই বর্ত্তমানে রাস্তায়, ঘাটে যুগাচার্য্যের অভাব নাই—জগদ্গুরুর অভাব নাই—আনুকরণিক চক্রবিপ্রের অভাব নাই—অবতারের অভাব নাই। বর্ত্তমান যুগ—কলিযুগ, সুতরাং যাঁহারা যুগাচার্য্য সাজিতেছেন, তাঁহাদের আচার-প্রচার-প্রণালী প্রত্যক্ষ করিলে নিরপেক্ষ সুধীব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন—জানিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের আচার যুগোচিত অর্থাৎ কলিকালোচিত বটে—পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে যে স্থান-পঞ্চক প্রদান করিয়াছিলেন, সেই স্থান-পঞ্চকেই তাঁহাদের আচরণ বিচরণ। আর ইঁহাদের প্রচারও যুগোচিত, কেন না কলিকালে জীব দেহসর্ব্বস্ব; স্থূল-সূক্ষ্ম দেহকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল ধর্ম্মের কথা, সেই সকল ধর্ম্মের গ্রাহক জগতের বহির্ম্মুখ-সম্প্রদায়ের সকলেই। কাজেই দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের অনুশীলন ও বিস্তারে যাঁহারা অধিকতর প্রশ্রয় দিতে পারেন, কলিযুগের লোকসংখ্যার ভোটে তাঁহারাই "যুগাচার্য্য" বলিয়া স্থাপিত হইবেন। তাই চিদ্ধর্ম্ম-সম্বন্ধের ধর্ম্ম কলিযুগে যুগধর্ম্ম বলিয়া গণিত—শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম, নিত্য, শাশ্বত, সনাতন চৈতন্যের ধর্ম্ম—আত্মার ধর্ম্ম কলির অদ্বৈত-সমাজের নিকট "যুগধর্ম্ম" বলিয়া গৃহীত হয় না। কিন্তু শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ একবাক্যে বলেন, —কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র যুগধর্ম্ম—অন্য ধর্ম্ম কলির ধর্ম্ম—যুগধর্ম্ম নহে।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"
"গার্চ্য নাগি' 'হরের্নাম'-উক্তি তিন বার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ আদি কর্ম্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তা'র নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব'-কার॥"

শাস্ত্রানুসারে—সদ্যুক্তি অনুসারে—ন্যায়ানুসারে বিচার করিলে বর্ত্তমান যুগে অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপাদি-নিরপেক্ষ গৌরকৃষ্ণ-নামরূপ অদ্বিতীয় যুগধর্ম্ম যিনি প্রচার করিয়াছেন, যিনি অন্যাভিলাষিতা-কর্ম্ম-জ্ঞানাদির বিন্দুমাত্রও পক্ষাবলম্বন করেন নাই, তিনিই একমাত্র যুগাচার্য্য, এতদ্ব্যতীত অন্যপ্রকার প্রচার-চেষ্টা কলিধর্ম্মপ্রচারপ্রচেষ্টা মাত্র। আমরা ঠাকুর ভক্তিবিনোদকেই বর্ত্তমানযুগে অনাবৃত গৌরকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-প্রচারের মূলপুরুষরূপে দেখিতে পাই। তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—যুগাচার্য্য।

গৌরধামোদ্ধারক—ভক্তিবিনোদ

গৌরাবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুর কলির অনাচার দেখিয়া আপনাকে বহুদিন গোপন রাখিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেরণায়, নিষ্কিঞ্চন গৌরজন মহাজনগণের অনুপ্রেরণা, আদেশ ও নির্দ্দেশে ঠাকুর ভক্তিবিনোদই এই যুগে যোগমায়া-সমাবৃত গৌরজন্মভূমি পুনরুদ্ধার করেন। গৌরজন্মভূমির উদ্ধার হইলেও সেই অপ্রাকৃত ধাম-চিন্তামণি আপনাকে বহির্ম্মুখ বঞ্চনাকামী লোকগণের নিকট আচ্ছাদিত রাখিয়া গৌড়ে ব্রজভূমিবাসের সৌভাগ্য হইতে দুষ্কৃতিগণকে বঞ্চিত করিবার জন্য উহাদের হৃদয়ে মৎসরতা, সংশয়, বণিগ্‌বৃত্তি ও বঞ্চনাবৃত্তি জাগাইয়া দিলেন। গৌর-

জন গোস্বামিগণ, শ্রীচৈতন্যচরিত-লেখক কবিরাজ-গোস্বামী প্রভৃতি মহাকবিগণ এবং পরবর্ত্তিকালের গৌর-পার্ষদ ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাস, বিশ্বনাথ, বলদেব প্রভৃতি আচার্য্যগণ বহু বহু শাস্ত্র রচনা করিলেও—ব্রজমণ্ডলের পরিচয়, মথুরা-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বর্ণন করিলেও পরম-করুণাবতার শ্রীগৌরধামের বিষয়ে ন্যূনাধিক মৌন ছিলেন; কারণ অন্তর্যামি-সূত্রে তাঁহারা জানিতেন, ভবিষ্যতে মৎসর, অন্যাভিলাষী, বঞ্চিত বহির্মুখ-সম্প্রদায় পরমৌদার্য্যাবতার শ্রীমায়াপুরধামের অবমাননা করিবে। কিন্তু মহামহা-বদান্য পরমহংসচূড়ামণি মূলাচার্য্য ভক্তিবিনোদ গৌরনামরূপ-গুণ-লীলা-পরিকর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পরমৌদার্য্যাবতার গৌরধামকেও প্রচার করিবার জন্য অনুপ্রেরিত হইয়া যোগমায়া-সমাবৃত সেই ধাম আবিষ্কার করিলেন। সূর্য্য আবিষ্কৃত হইলেও যেরূপ উলূকগণ তাহা দেখিতে পায় না, মহাগঙ্গাস্নান আবিষ্কৃত হইলেও যেরূপ শাখামৃগের নিকট তাহা বরীকল হইতেও অপ্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ মৎসর ঘর্কট-সম্প্রদায় এবং বিনাশগ্রস্ত, সংশয়াত্মা দুষ্কৃতিগণের নিকটও গৌরজন্মভূমির প্রভাব অসহ্য হইল। কিন্তু সুকৃতিমন্তব্যক্তিগণ সেই আত্মনিবেদনার্থ অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির পীঠস্বরূপ নবদ্বীপ-পরিক্রমণ করিতে থাকিলেন। অহো! গৌরজনঠাকুরের এই করুণা-প্লাবন অমৃত-প্রবাহে বহিয়া গেলেও দুষ্কৃতিগণ দূরে থাকিয়া ছুটিল!—

"সেই সব মহাদস্যু যাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা' সবারে ছুঁইতে নারিল॥"

দৈব-বর্ণাশ্রম-সংস্থাপন-মানস—ভক্তিবিনোদ

শ্রীগৌরসুন্দরের মনোভীষ্টপ্রচারক একান্তবন্ধু ভক্তি-বিনোদ জগতের বিষ্ণুসেবা-বিচ্যুত বহুজন-সাধি-সম্প্রদায়কে নিতান্ত-বহির্মুখতারূপ অনৈতিক নিরীশ্বরবাদ ও নৈতিক-নিরীশ্বরবাদ হইতে সর্ব্বপ্রথমে উদ্ধার করিয়া কিঞ্চিৎ ঈশোন্মুখ করিবার জন্য বিজ্ঞান-সম্মত শ্রীপ্রভুর নিগূঢ় উদ্দেশ কার্য্যতঃ পরিণত করার জ্ঞানে স্বভাবগত ও অবস্থাগত অধিকার বা ভক্তির অত্যন্ত অনুকূল দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতি-ষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। রামানন্দ-সংবাদে আমরা ইহারই ইঙ্গিত পাই, আর্ষ্যঋষিগণও ভারতবর্ষে এইরূপ বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতেই বিশাল মানব-সমাজকে শৃঙ্খলিত করিবার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভগবৎপ্রভুর নাম করিয়া জীবাধমের প্রদর্শনকারী বর্ত্তমানের তথাকথিত বর্ণাশ্রম কবির ভাষায় বলিতে গেলে "শঙ্খ-মাত্র-বিশেষিত" বা "শ্রবণপথমাত্র-প্রণয়ী" অর্থাৎ 'বর্ণাশ্রম' কেবল কথাটী শুনিতে পাওয়া যায়, বর্ণাশ্রম বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই—একথা বর্ত্তমানের চিন্তাশীল পুরুষগণ—মনীষিগণও সময় সময় কতকটা বুঝিতে পারিতেছেন। কাশীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় তর্কচূড়ামণিও এ বিষয়ে কতকটা ইঙ্গিত বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাঁহারা বর্ণাশ্রমের অস্থি-পঞ্জরাবশিষ্ট বাহ্য আকারকে "বর্ণাশ্রম" "বর্ণাশ্রম" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, তাঁহাদের সেই কাণের কাছের বধিরব বালকের চিত্তেও বিভীষিকা উৎপাদনে অসমর্থ। ভারতবর্ষ চিরকালই বৈজ্ঞানিক-শাসনে অনুশাসিত—ভারতবর্ষ বিজ্ঞানের দেশ; বিজ্ঞান-বহির্ভূত-প্রণালী ভারতবর্ষে চিরকাল বিগর্হিত হইয়াছে। ভারতের প্রধান ইতিহাস, ভারতের বেদ—মহাভারত, ভারতের বেদান্তসার—শ্রীমদ্ভাগবত ডিণ্ডিমবাক্যে এই বিজ্ঞান-সম্মত বর্ণাশ্রমের বাণী ঘোষণা করিয়াছেন—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ"
(ম: ভা: শা: প:)

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্"
(ভা: ৭ম স্ক:)

—প্রভৃতি অসংখ্যপ্রমাণ বিজ্ঞান-সম্মত দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মেরই পোষকতা করিতেছে। একান্তবন্ধী স্বামিপাদ "লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেন," শ্রীচৈতন্যের সেনাপতি শ্রীরূপ-সনাতনের সেনা শ্রীল জীব-প্রভু ভক্তি-সন্দর্ভে, দুর্গমসঙ্গমনীতে, সংহিতাটীকায় ঐ কথাই ঘোষণা করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বর্ত্তমানযুগে তাহা বিশেষভাবে জানাইয়াছেন। বর্ত্তমানযুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যে কথা অসম্পূর্ণভাবে আলোচনা ও উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন মূলাচার্য্য ভক্তিবিনোদ বহুবৎসরপূর্ব্বে সে কথা পূর্ণভাবে অনুশীলন ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞান-সম্মত বর্ণ ও আশ্রম-বিভাগ কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা তিনি "কৃষ্ণসংহিতা," "শিক্ষামৃত," "তত্ত্বসূত্র," "বৈষ্ণবধর্ম্ম," "সজ্জনতোষণী" প্রভৃতি বিবিধগ্রন্থে ও সাময়িক

পত্রে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার লেখনী হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করিতেছি,—

বিজ্ঞানসম্মত-বর্ণাশ্রম

"বিজ্ঞান সংকারে যাঁহারা বিষয় বিভাগ করিতে সমর্থ, সেই চিন্তাশীল পুরুষগণ স্বভাবকে চারিপ্রকার বলিয়াছেন, যথা—১। ব্রহ্মস্বভাব, ২। ক্ষত্রস্বভাব, ৩। বৈশ্যস্বভাব, ৪। শূদ্রস্বভাব।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধরহিত, ন্যায়াচরণবিরত, সর্ব্বদা কলহপ্রিয়, নিতান্ত স্বার্থপর, উদরসর্ব্বস্ব, বিবাহবিধিশূন্য ব্যক্তিদিগের স্বভাব অন্ত্যজ। সেই স্বভাব পরিত্যাগ না করিলে, নরস্বভাব হয় না, অতএব নরস্বভাব চারিপ্রকার মাত্র।

স্বভাব হইতে প্রবৃত্তি বা গুণ এবং তদনুযায়ী কর্ম্ম স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। স্বভাব-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে গেলে সে কর্ম্ম সুষ্ঠু ও ফলদ হয় না। স্বভাবেরই কোন অংশকে ইংরাজী ভাষায় জিনিয়াস (genius) বলে। পরিপক্ক স্বভাব পরিবর্ত্তন করা সহজ নয়। অতএব স্বভাবানুযায়ী কর্ম্মকরতঃ জীবন-নির্ব্বাহ ও পরমার্থচেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। এই ভারত প্রদেশে মানবগণ প্রাক্তক চারিটী স্বভাব হইতে চারিটী বর্ণলাভ করিয়াছেন। বর্ণবিভাগ দ্বারা সমাজে অবস্থিতি করিলে সামাজিক ক্রিয়া সকল স্বভাবতঃ ফলবতী হইয়া উঠে এবং জগতের সম্যক্ মঙ্গল হয়। যে সমাজে বর্ণবিভাগ-বিধি অবলম্বিত হইয়াছে, সে সমাজের ভিত্তি-মূল বিজ্ঞানমূলিত এবং সে সমাজ সপ্তমানবজাতির পূজনীয়।

পাশ্চাত্য দেশের সহিত তুলনা

কেহ কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে পারেন যে, যখন ইউরোপখণ্ডের মানবগণ বর্ণবিধান স্বীকার না করিয়াও সর্ব্বদা বৃহৎকর্ম্মা ও অন্যদেশে মাননীয় হইয়াছেন, তখন বর্ণবিধান স্বীকার করার বাস্তবিক প্রয়োজন নাই। এ সন্দেহ নিরর্থক; যেহেতু ইউরোপীয় জাতিসমূহ অত্যন্ত নবীন ও আধুনিক। নবীনজাতীয় মানবগণ প্রায়ই অধিক বলবান্ ও সাহসী হয়। সেই বল ও সাহসক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতির নিকট অনেক সংগৃহীত বিদ্যা, বিজ্ঞান ও কৌশল প্রাপ্ত হইয়া জগতে এত প্রকার কার্য্য করিতেছে। জাতি ক্রমশঃ প্রবীণ হইলে বিজ্ঞান-জনিত সমাজ অভাবে অতি শীঘ্র পতন হইবে। ভারতীয় আর্য্যজাতির মধ্যে বর্ণবিধান থাকায় বার্দ্ধক্য অবস্থাতেও জাতিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। রোমানজাতি ও গ্রীকজাতি কোন সময় আধুনিক ইউরোপীয়জাতি অপেক্ষাও বলবান্ ও বীর্য্যবান্ ছিল। তাহাদের আজকাল কি অবস্থা? তাহারা জাতিলক্ষণরহিত হইয়া অন্যান্য আধুনিক জাতির ধর্ম্ম ও লক্ষণকে স্বীকারপূর্ব্বক বিভিন্নরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে, এমন কি তাহারা আর নিজদেশীয় বীরপুরুষদিগের গৌরবের অভিমান করে না। অল্পদেশে আর্য্যজাতি রোমান ও গ্রীকজাতি অপেক্ষা কত অধিক পুরাতন হইয়াও ভারতের পূর্ব্ব বীরপুরুষদিগের অভিমান রাখে কেন? কেবল বর্ণাশ্রমবিধান বলবান্ থাকায়, তাহাদের জাতিলক্ষণ যায় নাই। ম্লেচ্ছজিত রাণা এখনও রামচন্দ্রের বংশজাত বীর বলিয়া আপনাকে জানিয়া থাকে। জাতির বার্দ্ধক্য-দশায় ভারতবাসিগণ যতই পতিত হউক না কেন, যে পর্য্যন্ত বর্ণবিধান প্রচলিত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তাহারা আর্য্য বই অনার্য্য হইবে না। ইউরোপীয় রোমান প্রভৃতি আর্য্যবংশীয় লোকেরা ধান্ ও তাওাল প্রভৃতি অন্যান্য জাতির সহিত মিলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপীয় জাতিদিগের বর্ত্তমান সমাজ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সমাজে যতটুকু সৌন্দর্য্য আছে, তাহাও স্বভাবজনিত বর্ণধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছে।

পাশ্চাত্যদেশে অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক বর্ণধর্ম্ম

ইউরোপে যে ব্যক্তি বণিক্‌স্বভাব, সে বাণিজ্যই ভালবাসে ও বাণিজ্যদ্বারা উন্নতিসাধন করিতেছে। যে ব্যক্তি ক্ষত্রস্বভাব, সে "মিলিটরী লাইন" বা সৈনিকক্রিয়া অবলম্বন করে। যাহারা শূদ্রস্বভাব, তাহারা অধীন হইয়া সামান্য সেবাকার্য্য ভালবাসে। বস্তুতঃ বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে অবলম্বিত না হইলে কোন সমাজই চলে না। বিবাহাদিক্রিয়াতেও বর্ণসম্বন্ধ উচ্চ নীচ অবস্থা ও স্বভাব পরীক্ষিত হয়। বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত হইয়া ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের সমাজ সংস্থাপিত করিলেও ঐ ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকরূপে সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় নাই। সভ্যতা ও জ্ঞান ইউরোপে যত উন্নত হইবে, বর্ণধর্ম্ম ততই সম্পূর্ণ হইতে থাকিবে। সকল ব্যাপারেই দুই প্রকার প্রণালী আছে অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী। যে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই ব্যাপার অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চলিতে থাকে; যেমত যে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে জলযানসকল প্রস্তুত

পত্রে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার লেখনী হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করিতেছি,—

বিজ্ঞানসম্মত-বর্ণাশ্রম

"বিজ্ঞান সংকারে যাঁহারা বিষয় বিভাগ করিতে সমর্থ, সেই চিন্তাশীল পুরুষগণ স্বভাবকে চারিপ্রকার বলিয়াছেন, যথা—১। ব্রহ্মস্বভাব, ২। ক্ষত্রস্বভাব, ৩। বৈশ্যস্বভাব, ৪। শূদ্রস্বভাব।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধরহিত, ন্যায়াচরণবিরত, সর্ব্বদা কলহপ্রিয়, নিতান্ত স্বার্থপর, উদরপরত্ব, বিবাহবিধিবিমুক্ত ব্যক্তিদিগের স্বভাব অন্ত্যজ। সেই স্বভাব পরিত্যাগ না করিলে, নরস্বভাব হয় না, অতএব নরস্বভাব চারিপ্রকার মাত্র।

স্বভাব হইতে প্রবৃত্তি বা গুণ এবং তদনুযায়ী কর্ম্ম স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। স্বভাব-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে গেলে সে কর্ম্ম সুষ্ঠু ও ফলদ হয় না। স্বভাবেরই কোন আশ্রয়কে ইংরাজী ভাষায় জিনিয়াস (genius) বলে। পরিপক্ক স্বভাব পরিবর্ত্তন করা সহজ নয়। অতএব স্বভাবানুযায়ী কর্ম্মকরতঃ জীবন-নির্ব্বাহ ও পরমার্থচেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। এই ভারত প্রদেশে মানবগণ প্রাক্তক চারিটী স্বভাব হইতে চারিটী বর্ণলাভ করিয়াছেন। বর্ণবিভাগ দ্বারা সমাজে অবস্থিতি করিলে সামাজিক ক্রিয়া সকল স্বভাবতঃ ফলবতী হইয়া উঠে এবং জগতের সমাক্ মঙ্গল হয়। যে সমাজে বর্ণবিভাগ-বিধি অবলম্বিত হইয়াছে, সে সমাজের ভিত্তি-মূল বিজ্ঞানসম্মত এবং সে সমাজ সর্ব্বমানবজাতির পূজনীয়।

পাশ্চাত্য দেশের সহিত তুলনা

কেহ কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে পারেন যে, যখন ইউরোপখণ্ডের মানবগণ বর্ণবিধান স্বীকার না করিয়াও সর্ব্বদা বৃহৎকর্ম্মা ও অগ্রদেশে মাননীয় হইয়াছেন, তখন বর্ণবিধান স্বীকার করার বাস্তবিক প্রয়োজন নাই। এ সন্দেহ নিরর্থক; যেহেতু ইউরোপীয় জাতিসমূহ অত্যন্ত নবীন ও আধুনিক। নবীনজাতীয় মানবসকল প্রায়ই অধিক বলবান্ ও সাহসী হয়। সেই বলও সাহসক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতির নিকট অনেক সংগৃহীত বিদ্যা, বিজ্ঞান ও কৌশল প্রাপ্ত হইয়া জগতে এত প্রকার কার্য্য করিতেছে। জাতি ক্রমশঃ প্রবীণ হইলে বিজ্ঞান-জনিত সমাজ অভাবে অতি শীঘ্র পতন হইবে। ভারতীয় আর্য্যজাতির মধ্যে বর্ণবিধান থাকায় বার্দ্ধক্য অবস্থাতেও জাতিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। রোমানজাতি ও গ্রীকজাতি কোন সময় আধুনিক ইউরোপীয়জাতি অপেক্ষাও বলবান্ ও বীর্য্যবান্ ছিল। তাহাদের আজকাল কি অবস্থা? তাহারা জাতিলক্ষণরহিত হইয়া অন্যান্য আধুনিক জাতির ধর্ম্ম ও লক্ষণকে স্বীকারপূর্ব্বক ভিন্নরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে, এখন কি তাহারা আর নিজদেশীয় বীরপুরুষদিগের গৌরবের অভিমান করে না। অল্পদেশে আর্য্যজাতি রোমান ও গ্রীকজাতি অপেক্ষা কত অধিক পুরাতন হইয়াও ভারতের পূর্ব্ব বীরপুরুষদিগের অভিমান রাখে কেন? কেবল বর্ণাশ্রমবিধান বলবান্ থাকায়, তাহাদের জাতিলক্ষণ যায় নাই। রেজপুতের রাণা এখনও রামচন্দ্রের বংশজাত বীর বলিয়া আপনাকে জানিয়া থাকে। জাতির বার্দ্ধক্য-দশায় ভারতবাসিগণ যতই পতিত হউক না কেন, যে পর্য্যন্ত বর্ণবিধান প্রচলিত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তাহারা আর্য্য বই অনার্য্য হইবে না। ইউরোপীয় রোমান প্রভৃতি আর্য্যবংশীয় লোকেরা হান্ ও তাতার প্রভৃতি অন্যান্য জাতির সহিত মিলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপীয় জাতিদিগের বর্ত্তমান সমাজ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সমাজে যতটুকু সৌন্দর্য্য আছে, তাহাও স্বভাবজনিত বর্ণধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছে।

পাশ্চাত্যদেশে অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক বর্ণধর্ম্ম

ইউরোপে যে ব্যক্তি বণিক্‌স্বভাব, সে বাণিজ্যই ভালবাসে ও বাণিজ্যদ্বারা উন্নতিসাধন করিতেছে। যে ব্যক্তি ক্ষত্রস্বভাব, সে "মিলিটরী লাইন" বা সৈনিকক্রিয়া অবলম্বন করে। যাহারা শূদ্রস্বভাব, তাহারা অধীন হইয়া সামান্য সেবাকার্য্য ভালবাসে। বস্তুতঃ বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে অবলম্বিত না হইলে কোন সমাজই চলে না। বিবাহাদিক্রিয়াতেও বর্ণসঙ্কর উচ্চ নীচ অবস্থা ও স্বভাব পরীক্ষিত হয়। বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত হইয়া ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের সমাজ সংস্থাপিত করিলেও ঐ ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকরূপে সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় নাই। সভ্যতা ও জ্ঞান ইউরোপে যত উন্নত হইবে, বর্ণধর্ম্ম ততই সম্পূর্ণ হইতে থাকিবে। সকল ব্যাপারেই দুই প্রকার প্রণালী আছে অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী। যে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই ব্যাপার অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চলিতে থাকে; যেমত যে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে জলযানসকল প্রস্তুত

ঘটিয়াছে এমত নয়, কিন্তু অবৈধ-বর্ণবিধানক্রমেই উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। যিনি সর্ব্বজীবের ও সর্ব্ববিধির নিয়ন্তা ও সর্ব্ব অমঙ্গল হইতে মঙ্গল সংস্থাপনকরণে সমর্থ, সেই একমাত্র পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেই কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন।"

আশানুরোধ

বিজ্ঞান-সম্মত বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে যুগাচার্য্য ভক্তিবিনোদের সুদূরদর্শিতা ও ভবিষ্যদ্বাণী সর্ব্বতোভাবে সার্থক ও সাফল্য-মণ্ডিত হইবার অনুকূল লক্ষণসমূহ বর্ত্তমানযুগে ভারতের ভাগ্যাকাশে দৃষ্ট হইতেছে।

অনন্ত-অগাধ-অচিন্ত্য-চরিত্র—ভক্তিবিনোদ

অমৃতোদধি-দয়া-গঙ্গোত্রী—শ্রীচৈতন্য-রত্নাকর-প্লাবন ভক্তিবিনোদের অসংখ্যগুণ,—

"আমি—অতি ক্ষুদ্র জীব, পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী॥
তৈছে আমি এককণ ছুঁইনু লীলায়।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥"

অনর্থযুক্ত ক্ষুদ্র জীব আমরা রূপানুগবর ভক্তিবিনোদ প্রভুর অন্তরঙ্গ পরিচয় কি করিয়া জানিব? তাই আমাদের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র অধিকারানুযায়ী—যতদূর বুদ্ধির গতি ততটুকু মাত্র ভক্তিবিনোদপ্রভুর পরিচয় প্রদান করিলাম। অনন্তদেব ভক্তিবিনোদপ্রভুর কথা বলিবেন। কারণ,—

"আকাশ—অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষীগণ।
যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ॥
ঐছে বিনোদ-চরিতে নাহি ওর-পার।
ক্ষুদ্র জীব কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি, ততেক বর্ণিনু।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক-কণ ছুঁইনু॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নবতিতম প্রকটবাসরে
জনৈক অযোগ্য সেবকের
শ্রদ্ধাঞ্জলি

যখন ভুবন হইল মগন ভীষণ গহন অন্ধকারে,
ক্লান্ত মানব বরিল নিদ্রা অর্গল হানি' রুদ্ধ দ্বারে;
কর্ণধরবে ডাকিল পেচক তিন্তিড়ী শাখে বসিয়া হর্ষে,
অকল্যাণের বারতা ঘোষণা করে ক্ষুব্ধ ভারতবর্ষে;
পরব্যোম হ'তে নামিয়া তখন এসেছিলে তুমি শঙ্খ হস্তে
ভীরুত্ব দম ভাঙ্গিতে জগৎ ভকতিবিনোদ নমো নমস্তে।

আঁধার গগনে ঘেরিল অলদ লুপ্ত হইল তারকা চন্দ্র,
কালের বন্যা বহিল প্রবল গর্জ্জে অশনি গভীর মন্দ্র;
আর্ত্ত অবনী সভয়ে চাহিল চরমবন্ধু বিধাতা পানে,
কোথা দয়াময় করুণো রক্ষা অশোক অভয় চরণ দানে।
পরব্যোম হ'তে বিধাতৃ-আদেশে আসিলে উজল শঙ্খ হস্তে,
শঙ্কা হরিয়া দিলে আশ্বাস ভকতিবিনোদ নমো নমস্তে।

শঙ্খ তোমার উঠিল বাজিয়া প্রতিধ্বনি উঠে ভুবনময়,
স্তব্ধ হইল সব অকল্যাণ নাশিল অনর্থ অবিদ্যাস্ত্রে।
পুলকে চাহিয়া-হেরিল ধরণী রুদ্ধ দুয়ার করিয়া মুক্ত,
কেটে গেছে মেঘ নাহি দুর্য্যোগ নৈশ-আঁধার হ'য়েছে লুপ্ত।
মানবের দুখে ভকতিবিনোদ কেঁদেছে যখন তোমার হিয়া,
চিন্তা কি বৃথা তরিবে তোমায় অভয় চরণ বক্ষে নিয়া॥

কহিলে জীবেরে কোটিসূর্য্যসম ব্রহ্মাণ্ড উজলি' শ্রীনাম রাজে,
এই বেলা লও তাঁহার আশ্রয় মত্ত থেকোনা তুচ্ছ কাজে,
অনর্থ অজ্ঞান মেঘ কুজ্ঝটিকা অসৎ তৃষ্ণা যাইবে দূরে
নামের প্রভাবে হৃদয় আসনে শ্রীহরি-চরণ-কমল ফুরে।
দশ অপরাধ মুক্ত হইয়া শুদ্ধ শ্রীনাম উদিত হবে
ঠাকুর বিনোদ কৃপায় যখন 'নাম চিন্তামণি' প্রকট ভবে।

'বৈষ্ণবধর্ম্ম' করি নিরূপণ ছলধর্ম্ম হ'তে করিলে রক্ষা,
জগতের যত উপধর্ম্ম সনে শাস্ত্র-অস্ত্রে করিলে কক্ষা।
সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন তিনিই আরাধ্য গাও-গায়,
নানা দেবদেবী পূজার লেচন মূল ত্যজি' যেন শাখায় ধায়।
ভোগমত্ত জীব মায়ামুগ্ধ হ'য়ে গিয়াছিল তার স্বরূপ ভুলে'
'জীব কৃষ্ণদাস' জানায়ে তাহারে নরক হইতে লইলে তুলে।

চৈতন্যের দান কলিহত জীব কি সাধন বলে করিবে ভিক্ষা
সে 'সাধন পথ' করি সঙ্কলন মূর্খ অন্ধে দিয়াছ শিক্ষা।

'শরণাগতি'র মধুর ছন্দে সাধনার ক্রম ক'রলে গান,
'অমৃত-প্রবাহ-ভাষ্য' রচিয়া-চরিতামৃত' করালে পান।
চক্ষু থাকিতে অন্ধ যাহারা হ'য়েছিল হায় বিষয়-বিষে
দয়াল ঠাকুর তোমার কৃপায় তাহারাও আজ পাইল দিশে।

নানা মতবাদ করিয়া নিরাস স্থাপিলে গীতার প্রকৃত ব্যাখ্যা,
কর্ম্মী জ্ঞানীর বিবাদ ঘুচাল ভাঙ্গ 'রসিক-রঞ্জনাখ্যা'।
দুর্জ্জন কত সজ্জন হ'ল 'সজ্জন-তোষণী' করিয়া স্পর্শ,
শুদ্ধ ভক্ত সমাজে উঠিল প্রেমের উল্লাস বিপুল হর্ষ।

বৈষ্ণব-ঠাকুর ধরার সাগর করুণার তব নাহিক শেষ,
যে সব অধম অপরাধী জীব পায় যেন তব কৃপার লেশ।
বিশ্ববৈষ্ণব-সভায়াগ স্থাপি' শুদ্ধভক্তি প্রচার লাগি',
দেশ-বিদেশে বেড়াইলে ছুটে জগত জনের শ্রদ্ধা মাগি';

শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ সতেজ প্রচার করিলে বিপুল শ্রমে,
অধিকার ভেদে সাধনপ্রণালী উপদেশ দিলে বিধানক্রমে;
বহির্ম্মুখ জীবে প্রকৃতই দয়া করিয়াছ সারা জীবন দিয়া
যুক্ত-বৈরাগ্য শিখায়েছ নরে ঠাকুর। স্বয়ংই আচরিয়া।

নদীয়া-নাগের আবির্ভাব-ধাম অজ্ঞতার মাঝে হইলে গুপ্ত,
শুদ্ধ সমাজে তুমিই জানালে গঙ্গা-গর্ভে হয়নি লুপ্ত।
ভক্ত কাজীর সমাধি নিকটে প্রাচীন বল্লালদীঘির পাশে
অমর তুলসীকানন-বেষ্টিত গৌর-যোগপীঠ এখনো আছে।

ঠাকুরের কৃপা যাও দেখে এস সন্দেহ তব হইবে দূর,
প্রত্যক্ষাদি দশবিধ প্রমাণের ভাণ্ডার সেথা আছে প্রচুর।
শুদ্ধ হরিকথা প্রচারের তরে জগতে তোমারে পাঠাল বিধি,
কে পারে গাহিতে তোমার মহিমা তুমি যে অশেষ গুণের নিধি।

'নবদ্বীপ-ধাম মাহাত্ম্য' জানায়ে 'নবীন-শতক' করিলে গান,
'ধাম পরিক্রমা' পড়িয়া লক্ষ নরনারী হ'ল পুণ্যবান্।
ভারতের প্রতি নগরে নগরে প্রচারিত আজ তোমার শিক্ষা,
জ্ঞানী ব্রহ্মচারী কত শত শত সেবার মন্ত্রে লইছে দীক্ষা;

সর্ব্বস্ব সঁপিয়া শ্রীগুরু-চরণে সেবার আদর্শ স্থাপিছে ভবে,
শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী পৃথিবী ব্যাপিয়া প্রচার হবে।
লক্ষ কণ্ঠে উঠে আজ ধ্বনি জয় জয় ভক্তিবিনোদ গুরু।
আমি এ প্রকট বাসরে তোমার এ অধম শুধু চাহিয়া রহ॥

সেবাসমর্পণ

ঢাকা জেলার অন্তর্গত, মানিকগঞ্জ মহকুমার অধীন বালিয়াটী গ্রাম। এই গ্রাম এককালে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্র ছিল বলিয়া শ্রুত হয়। এই গ্রামের অধিবাসিবৃন্দ অধিকাংশই বংশ-পরম্পরায় বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রামের জমিদারগণ বংশ-পারম্পর্য্য-বিশ্বাসানুসারে মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণবাচার্য্য এবং প্রামর্শ প্রচারের অভাবে মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের সন্ধান হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। বঙ্গের, সর্ব্বত্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের যে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা হইয়াছে, বঙ্গের বিশিষ্টস্থানী বালিয়াটীও সেই অবস্থাই বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ব্যবসায়ী অব্যাচারী গুরুব্রুবগণ অর্থের লোভে জনকুবের শিষ্যগণকে সদাচারের উপদেশ দিতে ভীত ও কুণ্ঠিত থাকিয়া অন্ধ-অপস্বার্থ-পূরণের চেষ্টাই করিতেন; কিন্তু বালিয়াটী গ্রামের অধিবাসিগণের বিশেষতঃ সত্যকথায় শ্রদ্ধাযুক্ত শ্রীযুক্ত রাইমোহন রেবতীমোহন রায়চৌধুরী জমিদারদ্বয়ের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বহু ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিফলে শ্রীরামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দ স্থানীয় জমিদারগণের আন্তরিক আহ্বানে বালিয়াটীগ্রামে কয়েকবার শুভবিজয় করিয়া বক্তৃতা, পাঠ, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, দ্বারে দ্বারে হরিকথাপ্রচার, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করেন। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী জ্ঞানী ও প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ দুষ্কৃতিফলে ও বিপুলভোগবুদ্ধিক্রমে সেই সকল অদ্বৈতব সত্যকথা শ্রবণ করিতে না পারিলেও ভক্তপিপাসু মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাইমোহন ও রেবতীমোহন রায়চৌধুরী মহাশয়দ্বয় এবং তাঁহাদের স্বজনবর্গের অনেকে ঐ সকল সত্য কথা শ্রবণে উন্মুখ হন এবং অশেষ বাধা-বিপত্তি ও গতানুগতিক লৌকিক বিশ্বাসরূপ কণ্টক পরিহার করিয়া সত্য কথা শ্রবণ করিতে থাকেন। বাংলা ১৩০৩ সনের কার্ত্তিকমাসে উক্ত জমিদারদ্বয় এবং বালিয়াটী-অধিবাসিবৃন্দের বিপুল আগ্রহে শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ ও তথায় শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গ

ও শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন। ধনকুবের জমিদারগণ প্রায় (দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা ১২০০০৲) ব্যয়ে একটী রমণীয় স্থানে শ্রীমন্দির ও সিংহদ্বারাদি নির্ম্মাণ করান। শ্রীধামনবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তগণের দ্বারা সেবা ও শুদ্ধভক্তিপ্রচারোদ্দেশে শ্রীসদাইগৌরাঙ্গ মঠ এবং সেবা পরিচালনের জন্য মাসিক ২৫৲ আয়ের সম্পত্তি শ্রীচৈতন্যমঠের ট্রাষ্টিগণের নামে প্রদান করিলেন। মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাই মোহন চৌধুরী ও মহাত্মা শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন রায়চৌধুরী জমিদারদ্বয়ের ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের চরণে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহাদের পরিবারবর্গের অনেকেই সদাচার গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীনাম আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহারা স্বগ্রামে সত্যকথা প্রচারের চেষ্টা দেখাইলেন—ইহা অতি উত্তম; আশা করি তাঁহাদের ন্যায় ভক্তিমান্ ধনকুবেরের বদান্যতায় ভারত এবং ভারতের বহির্ভূত পাশ্চাত্যদেশেও মহাপ্রভুর কথা প্রচারে বিস্তারিত হইবে। কারণ তাঁহারা মনঃশিক্ষার উপদেশ শুনিয়াছেন,—

"তোমার কনক তোমের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।"

গ্রন্থ-প্রচার

শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিরাট্ ২য় সংস্করণের আদিখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল বোল্ড অক্ষরে, সুন্দর কাগজে সংস্কৃত-শ্লোকাংশের অন্বয় ও অনুবাদের সহিত সূত্রখণ্ড ও আদিখণ্ড ছাপা শেষ হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিরাট্ ৪র্থ সংস্করণের আদি ও অন্ত্যলীলা ছাপা শেষ হইয়াছে।

শ্রীমায়াপুর পরিষদ্পীঠ হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সম্পাদিত শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামিপাদ-বিরচিত প্রকাণ্ড **শ্রীশ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ**-গ্রন্থের অতি সুলভ সংস্করণ প্রাপ্ত হইয়া সানন্দে শ্রীবৃন্দাবন-শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে ব্রজবিনোদবিদ্যালয়ের মুখ্যাধ্যাপক মহাশয় লিখিয়াছেন,—

আপনার প্রেরিত ৭ খানা শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ পাইয়া অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিলাম। এই ব্যাকরণে বীন-পাঠার্থীদিগের যে কত উপকার হইবে ও হইতেছে, তাহা বলিতে পারি না! গ্রন্থখানি অল্পমূল্যে অমূল্যরত্ন। তাই আজ পুনরায় প্রার্থনা করিতেছি যে, ৭ খানা ব্যাকরণ ভিঃপিঃ-যোগে সত্বর পাঠাইবেন। ২১।৮।২৮।

মুখ্যাধ্যাপক—শ্রীগৌরচন্দ্র শর্ম্মা ব্যাকরণতীর্থ।
ব্রজবিনোদ-বিদ্যালয়, রাধাকুণ্ড, মথুরা।

আগামী ১০ই আশ্বিন, ২৬শে সেপ্টেম্বর, বুধবার

শ্রীবামন-দ্বাদশী, শ্রীহরির পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন ও শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-তিথি-বাসরে

প্রাতঃকাল ৭—৮ ঘটিকা-মধ্যে

মহাত্মা শ্রীনবদ্বীপ প্রবন্ত বাগবাজার ১৮নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীটস্থ ভূমিতে

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-

ঠাকুর-কর্ত্তৃক

সঙ্কীর্ত্তন-মুখে

শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির-ভিত্তি-সংস্থাপন

এবং তদুপলক্ষে

বক্তৃতা, পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ভক্তসম্মেলন ও আনন্দোৎসব হইবে

সর্ব্ব-সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-সম্পাদক শুদ্ধভক্তির বিরোধী অনভিজ্ঞ জন-সাধারণের আদৃত ভেক প্রকার বিশ্ব-সম্প্রদায়ের অন্যতম সাম্প্রদায়িক রুচিসম্পন্ন বলিয়া তাঁহার সেইরূপ প্রীতির চক্ষু নাই। কপটতা ও বাহ্য-ভদ্রতার খাতিরে তিনি যে সকল কথা বলেন, সেই সকল কথা 'গেঁতোর হাসি' লৌকিক ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। শুদ্ধভক্তি উহাকে বিষময় জানিয়া এই শ্রেণীর লোকের চিন্তা-স্রোত হইতে বহু যোজন দূরে অবস্থান করেন।

গৌড়ীয়ের উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রীতি-সাধন, ভগবৎভক্তি-জনের প্রীতি-সাধন; আর বিষ্ণুপ্রিয়াগৌরাঙ্গ পত্রের উদ্দেশ্য—অনর্থযুক্ত, ভক্তিবিদ্বেষী, অন্যাভিলাষি-পাঁচমিশাল সম্প্রদায়ের প্রীতি-সাধন, তাহাতে ভগবান্ ও ভক্তগণ প্রীত হউন বা না হউন, তদ্বিষয়ে তিনি আদৌ মনোযোগ প্রদান করিতে প্রস্তুত নহেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের প্রকৃত সেবক গৌড়ীয়ভক্তগণ তাঁহাদের উপাস্য-বস্তুর সেবায় সর্ব্বদা তৎপর। তাহাতে তাঁহাদের যতই অসুবিধা হউক না কেন, সে বিষয়ে তাঁহারা উদাসীন আছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের সেবক ত্রুব অনর্থযুক্ত সম্প্রদায়ের মুখপত্র বহির্ম্মুখ লোকসঙ্ঘের প্রীতি অর্থাৎ প্রেয়ঃ কামিগণের প্রেয়োবিধান করিয়া নিজ নিজ অমঙ্গল-সাধনোদ্দেশে যে শুদ্ধভক্তির বিরোধ-চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহা গৌড়ীয় কোন দিন আদর করিতে পারেন না।

গৌড়ীয়

শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচারার্থ প্রতিষ্ঠিত।

নিত্য সত্যধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাকল্পে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তপূর্ণ মাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনার্থ পুস্তক কলিকাতা ১নং বিডন্ স্ট্রীটে শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট পাঠাইতে হইবে।

'গৌড়ীয়' বলিয়া আগে হয় কুল।

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৩ই আশ্বিন ১৩৩৫, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ | ৮ম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বিগত ভাদ্রসংখ্যার 'বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ' নামক সাময়িক পত্রিকার সমালোচনা-শীর্ষক প্রবন্ধে সম্পাদক মহাশয় 'গৌড়ীয়' সম্বন্ধে কিছু অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—'গৌড়ীয় একমাত্র সাপ্তাহিক শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকা—প্রতিসপ্তাহে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। শাস্ত্র-বিচার-নৈপুণ্যে গৌড়ীয় অদ্বিতীয়। ইহার নিরপেক্ষ ও নির্ভীক সমালোচনা-ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের মঙ্গলই হইবে—এই আশা আমরা করি।' তাহার পরবর্ত্তী সমালোচনায় প্রকাশ পাইয়াছে যে,—'সর্ব্বজন-প্রিয় গৌড়ীয়কে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অনেকে শ্রীতির চক্ষে দেখেন না; তাহার কারণ এই যে, উক্ত পত্রিকাখানিতে পক্ষান্তরের প্রতি তীব্র সমালোচনা স্থান লাভ করে।'

সম্পাদকের এই মন্তব্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, উক্ত পত্রিকা-সম্পাদক-মহাশয় বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর সহিত ঐক্যমত সংস্থাপন পূর্ব্বক যে ভ্রান্ত-ধারণায় গৌড়ীয়-পত্রকে শ্রীতির চক্ষে দর্শন করিতে গিয়া চক্ষুষ্মান্ হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার শুভানুধ্যায়িগণ আমরা-নিবৃত্তির যত্ন করিলে তাঁহার সেই অভাব পূর্ত্তিলাভ করিবে।

বলা বাহুল্য 'গৌড়ীয়' বৈষ্ণবের অত্যন্ত আদরের বস্তু। যেহেতু বিষ্ণু 'সর্ব্ব' শব্দে বিদগ্ধচিদ্বৃত্তিতে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার জনগণ অর্থাৎ শুদ্ধভক্ত সম্প্রদায় গৌড়ীয়কে অত্যন্ত আদরের সহিত সেবা করিয়া থাকেন।

গৌড়ভোগি-সম্প্রদায়ের অবরা সাক্ষের মতবাদীর সেবা-চেষ্টায় তলনা হইতে দূরে থাকিয়া—দুঃসঙ্গ-বর্জিত হইয়া অকপটসাধুর সঙ্গ ও নিরপেক্ষ-ভজনকথির কথা প্রচারের দ্বারাই 'বিষ্ণুপ্রিয়া নামের সেবা' "গৌড়ীয়"—শ্রীগুরুপাদপদ্মগণের নিকট হইতে এইরূপ উপদেশ পাইয়াছেন। তাহাতে অনর্থযুক্ত-সম্প্রদায় "গৌড়ীয়ের" বন্ধুর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া "গৌড়ীয়"কে যে প্রতারণা করিতে আসেন, তাহাতে "গৌড়ীয়" শ্রীগুরুপাদপদ্ম-স্মরণে কোন দিনই বিমুখ বা বিপথগামী হইবেন না, এই দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করেন।

'গৌড়ীয়' অন্যান্য বিদ্ধ-সম্প্রদায়ের কোন পরামর্শকে সম্মানন করিয়া 'সর্বজন' গৌরভক্তগণের উপদেশ অগ্রাহ্য পূর্বক স্বাধীন বলে মিশিবার আশা করেন না। বিদ্ধ-সম্প্রদায়ের স্বকল্পিত কাপটগুলি ব্রাহ্মণাবৈষ্ণবগণের অভিপ্রায়ে 'গৌর', 'বিষ্ণুপ্রিয়া' প্রভৃতি অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠনামের উপর কপটতা মাখাইয়া সত্য ও বিশ্বার বৈশিষ্ট্যের বিলোপ সাধন করিবার যে কচি প্রদর্শন করেন, তাহা সজ্জন-সেবকগণ কখনই অনুমোদন করেন না।

ভোগী ও ত্যাগীকুল তাহাদের নিজ নিজ অনর্থার্থে বদ্ধপরী হইয়া যে সকল প্রস্তাবিত বিষয়-সমূহে নিযুক্ত হন, তদ্রূপভাবে আত্মহত্যা করিবার বা আত্মরক্ষার প্রস্তাবিত হইবার ইচ্ছা গৌড়ীয়ের কোনদিন নাই। তিনি কখনই অনর্থের—অসত্যের মতসমর্থনে আত্ম-নিয়োগ করেন না। তিনি শ্রেয়ঃপথের পথিক; শ্রেয়ঃ পথের অনুসন্ধিৎসার জন্য ভোগি ও ত্যাগিসম্প্রদায়গণকে তাহাদের অকর্মণ্যতা বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত। যাহাতে শ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্বেষণকারী, অপ্রাকৃতিতা সেবা হয়, তাহার বিপরীত অনুশীলন করিবার জন্য গৌড়ীয়ের কোনপ্রকার সহানুভূতি নাই।

যাহারা বিভিন্ন উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া মনে করেন যে, কপটতা আশ্রয়পূর্বক সর্বসাধারণ-কপট-সম্প্রদায়ের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিয়া অনর্থযুক্তীয় অকৃত্রিমতার প্রতিষ্ঠিত হইব এবং অনর্থযুক্ত ব্যক্তির শ্রীবিগ্রহ হইয়া পূর্বাচার্যগণের অনুসরণ পদ্ধতিকে—নিষ্কপট নিরপেক্ষতা—অহৈতুকতাকে কলাচারি প্রদান পূর্বক মুখরবের দ্বারা আত্মার্থী-সভায় অভিষিক্ত হইয়া ভক্তিপথ হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হইব—সেই সকল শ্রেয়ঃপন্থী-লোকের বিচারে গৌড়ীয়ের আদর নাই। অনর্থযুক্ত ভেদ প্রকার বিদ্ধ-সম্প্রদায়কে আদর করিতে না পারায় এবং তাহাদিগের জন্য হাসপাতাল-চিকিৎসালয় উন্মুক্ত রাখায় গৌড়ীয়ের কোন দোষ হয় নাই।

বিদ্ধ-সম্প্রদায়ের রাজধানীর মহাজনের পথেও ভ্রম অবস্থান করে এবং "গৌড়ীয়"ও সেইরূপ ভ্রান্ত—অনর্থযুক্ত ভোগী ও ত্যাগি সম্প্রদায়ের এইরূপ রাজধানীর রুচি কোনদিনই প্রশ্রয় দিবেন না। "গৌড়ীয়" জানেন যে, 'সর্বজন' শব্দের অর্থ—অনর্থযুক্ত লোকসমষ্টি নহে। অনর্থযুক্ত-সম্প্রদায় "সর্বসাধারণ" নামে অভিহিত হইয়া যে অবৈধ রুচির পরিচয় দেন, সেই রুচি কখনও "গৌড়ীয়ের" তরুবর্গ অনুমোদন করেন নাই। তিনি বিদ্ধ-সম্প্রদায়ের রাজধানীর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইতে ইচ্ছা করেন না।

ভেদপ্রকার ভক্তিবিরোধী অপসম্প্রদায় গৌর-ভজনের পরিচয় দিউক্ বা না দিউক্, তাহাতে "গৌড়ীয়" কোন দিন আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। যেহেতু তাহা মহাজনের পথের বিরুদ্ধ দিকে ক্রমপথিকে ধাবমান। অনর্থযুক্ত চক্ষুর জগতে ভগবানকে অনর্থযুক্ত মনে হয়, ভক্তগণের বিশুদ্ধ ভক্তি-চেষ্টাকেও অনর্থযুক্ত মনে হয়, মহাপ্রভুর বা শ্রীবিগ্রহ গৌরাঙ্গীর ভক্তগণের পতিত হইতেও পতিত্ব কল্পিত হয়, মনে হয়। কিন্তু তাদৃশ মনে হওয়াই অনর্থপোষণের মূল ও ভগবদ্বিমুখতা মাত্র, অপর ভাষায় উহাই অভক্তি—যাহা গৌড়ীয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে।

সর্বসাধারণকে ভোগ দিয়া গৌরসেবা-ছলনায় প্রলুব্ধ করাইতে যাহারা কৃতসঙ্কল্প, তাঁহারা অচিরেই নিজের কৃত্রিম-গৌরভক্তি ঘাড়াইয়া ফেলিবেন—তদ্ভগৌরভক্তির আবেদন টুকুও হারাইবেন। ইহাকেই বলে বিষ্ণু-বৈষ্ণবনিন্দা—তাহার ফল ভীষণতম। অভক্তি পক্ষপাতী, অনর্থার্থের 'ভক্ত'নামধারী অভক্ত-সম্প্রদায়ের প্রয়োচনায়, প্রলোভনে "গৌড়ীয়" শ্রীগুরুপাদপদ্ম ত্যাগ করিবেন না। পরন্তু পরোপকার ব্রতী "গৌড়ীয়" সর্বসাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষায় তাহাদিগের অনর্থযুক্ত রাজধানীর তীব্রতরেই ব্যবস্থা করিবেন। শ্রীগৌরসেবা করিতে আসিয়া কেহ মরে, কেহ তরে।

অজ্ঞাতসারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরিত্রাণ করিয়া যাহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে দোষ করিবার জন্য যায়, এরূপ লোকের সহিত গৌড়ীয় কোনদিনই একমত হইতে পারেন না। একজন—বিষয়বিগ্রহ পাইয়া ভগবানকে আশ্রয় রোধে ভোগী বা ত্যাগী, অপর জন—ভোগমুক্ত হইয়া নিত্য অবসর হইতে আত্মরক্ষার জন্য শুষ্কত্যাগপরায়ণ। একজন—দুঃসঙ্গ, চার পয়সার লোভে অমূল্য আত্মবস্তু-বিক্রয়ে অসমর্থ হইয়া ভগবিমুখ ও ভাগবতের ব্যবসায় নিরত থাকিয়া সাংসারিক অর্জ্জিত বিত্তে সাময়িক অভাবনিবৃত্তির জন্য লোভ-সাগ্রহ, ভগবৎ-কথা অর্থার্জ্জন এবং কৃষ্ণসেবা-বিমুখ হইবার উদ্দেশে বিভেদ্রিয়তর্পণে সেই সকল অর্থের ব্যয়কৃপণ অথবা কৃষ্ণের ন্যায় সেই সকল দুর্বিষহ দুর্বিষহজনের অনর্থযুক্ত অসদ্ব্যবহারের কৃষ্ণসেবা-বিমুখের উদ্দেশে সহ্যকারী—সহচর। কিন্তু শুদ্ধভক্ত "গৌড়ীয়" এইরূপ অসৎ ব্যাপারের প্রশ্রয়দাতা না হইয়া প্রাকৃতিক সকলপ্রকারেই কৃষ্ণসেবোন্মুখতার সুযোগ করিয়া দিবার জন্য যত্নশীল।

"গৌড়ীয়" অনর্থযুক্ত অসদ্ব্যবহারের অনুমোদন করেন না, কিন্তু তাহাদিগের অনর্থনিবৃত্তির উপায়ের জন্য শাস্ত্রতাৎপর্য্য-ব্যাখ্যামুখে, সাময়িকপত্র, পাঠকক্ষমুখে প্রচারক। "গৌড়ীয়" জগতের ব্যক্তিগণকে জগতের সকল ব্যবহারিক ভাবে কৃষ্ণ-সেবা-সুখ-তাৎপর্য্য দেখাইয়া দিয়া তাহাদিগের অধিক উন্নতি-তর্পণ প্রভৃতি হইতে পরিত্রাণ করান।

গ্রাম্যবার্ত্তা-বহন বা গ্রাম্যবার্ত্তা-বহনের অতিবিশিষ্টতম এবং অতিসেবাপর কৃষ্ণসেবা-বিমুখ, কর্ম্মি-জ্ঞানি অন্যাভিলাষী বিভাজক-সম্প্রদায়ের ভাবগুলি গৌড়ীয়ের সহিত সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ মনে করিয়াই তাহাদের গৌড়ীয়-বিমুখতা অবলম্বন আনয়ন করে। কৃষ্ণের সেবা ও বিভেন্দ্রিয়ের সেবা—এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য অবগাহিত করিবার জন্য মাটিয়া-বুদ্ধি গ্রাম্যবার্ত্তাবহগণ ও তাহাদের বিভাজক গৌড়ভোগী ও গৌরত্যাগি-সম্প্রদায় যে সকল ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হইয়া স্বরূপতঃ মানবজন্মকে অতেন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যয় করিতে চাহেন অর্থাৎ গৌড়ভোগী হইতে চাহেন, তাহাদের সেই সকল ভ্রান্তির সহিত "গৌড়ীয়ের" নিত্য বিরোধ আছে।

যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের নিরপেক্ষ সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন, "গৌড়ীয়" তত্ত্ব-বৈষ্ণব-জ্ঞানে তাঁহাদের একান্ত সেবা-গতীর আর কিছু করেন না। আর যে সকল ব্যক্তি গৌরসুন্দরের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, অজ্ঞান ও প্রচ্ছন্ন-ভাবে গৌরভক্তির অঙ্গ উঠাইয়া ভোগী ও ত্যাগি-সম্প্রদায়ের উদরম্ভরণ ও ইন্দ্রিয়-বিপাশা-পূরণের পালায় করেন, তাহাদিগের নিকট আদর পাইবার জন্য অথবা নিজ সর্ব্বনাশ আনয়ন করিবার জন্য "গৌড়ীয়ের" কোন দিনই কোন চেষ্টা হইতে পারে না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুবৃত্তি মূর্খের আলোচ্যগ্রন্থ নহে, কৃষ্ণ সম্পর্কিত আত্মারা বস্তু নহেন, শ্রীগৌরসুন্দর জীবের জিহ্বোপরোপস্থ-স্পর্শ্য বুদ্ধির বিষয় নহেন। এই সকল কথা না বুঝিয়া যাহারা ভেদপ্রধান বিভ-সম্প্রদায়ের ভক্তি-বিরোধী মতসমূহ পোষণ করিবার জন্য লোলুপিত, তাহাদিগকে "গৌড়ীয়" দূর হইতে সম্মান প্রদর্শন করেন। তাহাদের সকল সদ্গুণ অচিরেই বিনষ্ট হইবে, ইহা পূর্ব্ব হইতেই "গৌড়ীয়" বুঝিতে পারেন। তাহাদের সম্পর্কে অসদাচারসমূহের মহিমা-কীর্ত্তনের সুযোগ দিয়া এবং তদ্ভক্তির স্থানে-স্থানে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-নরোত্তমগণকে ও তাঁহাদের নিত্য সেবক "গৌড়ীয়কে" লোকচক্ষে গর্হণ করাইয়া বিভ-সম্প্রদায় যে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন, সেই পাণ্ডিত্য কৃষ্ণ-বিমুখ-সমাজে আদরের বস্তু হইতে পারে, কিন্তু উহাদের ভাবি অমঙ্গল লক্ষ করিয়া কৃষ্ণোন্মুখজনগণ অনায়াসে তাহাদের প্রার্থনীয় কপট-সভ্যতামূলে তাহাদিগকেও প্রশংসা করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তাদৃশ প্রশংসা উহাদিগের নিকট বিদ্রূপের অপেক্ষা অধিক অপকারক—এই কথা শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদের প্রাণ করিয়াছেন।

একটু তলাইয়া বুঝিতে পারিলে ভেদপ্রধান বিভ-সম্প্রদায়ের ভাবপ্রকাশকারী মুখপত্রসমূহ নিজ নিজ অমঙ্গলের পথে দ্রুতগতি সঙ্কোচ করিয়া গৌড়ীয়েরই অনুগমন করিবেন —আমরা আশা করি। "গৌড়ীয়ই" একমাত্র বিদ্বদ্ভক্তির সর্ব্বস্ব সংরক্ষণ (Copy-right reserved) করিয়াছেন, অন্য তাহার কেহ অনুকরণ করিতে গেলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যার পর]

পানিহাটিতে রঘুনাথ

পতিতপাবন নিত্যানন্দপ্রভু যখন পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে প্রেমের প্লাবন প্রবাহিত করিয়া স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা সকলকে প্রেম-বারিতে অভিষিক্ত করিতেছিলেন, সেই সময় রঘুনাথ পিতার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক পানিহাটী-গ্রামে উপস্থিত হইলেন। রঘুনাথ পানিহাটীতে পৌঁছিয়া দেখেন, প্রভু নিত্যানন্দ সুরধুনীতীরে একটী বৃক্ষমূলে পীঠোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং নিম্নে বহু ভক্ত প্রভুকে বেষ্টন করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রমত্ত আছেন। রঘুনাথ নিত্যানন্দকে কিছু দূর হইতে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলেন, একজন সেবক নিত্যানন্দ প্রভুকে রঘুনাথের কথা জানাইলে নিত্যানন্দ তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজন রঘুনাথকে স্নেহমাখা-ডাকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"———চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোরে করিমু দণ্ডন॥"

নিত্যানন্দ রঘুনাথকে নিকটে টানিয়া আনিয়া রঘুর মস্তকে স্বীয় কোটিচন্দ্রসুশীতল পদকমল স্থাপন করিলেন এবং স্বগণকে দধি-চিঁড়া-মহোৎসবে পরিতৃপ্ত করাইবার জন্য রঘুনাথকে আদেশ করিলেন। নিত্যানন্দ স্বয়ং ব্রজবধূর বিরহী গোবর্দ্ধন দাসের অর্থ স্বগণের ভোজনের জন্য রঘু-নাথের নিকট যাচ্ঞা করিয়া পানিহাটীতে চিঁড়া-দধি-মহা-মহোৎসবের বিপুল আয়োজন করিবার আদর্শ অর্থাৎ দণ্ড-মহোৎসব-লীলা-দ্বারা জানাইলেন, নিত্যানন্দগণ বা শুদ্ধ-ভক্তের সেবাদ্বারাই অর্থশালী তোগী বিষয়ীর বিত্তশাঠ্যরূপ অনর্থনাশ ও নিত্যমঙ্গলোদয় হইয়া থাকে। সেই মহোৎসবে স্বগণসহ নিত্যানন্দ প্রভু ধ্যানযোগে মহাপ্রভুকে পানিহাটীতে আনয়ন করিয়া রঘুনাথদাসের চিঁড়াদধি-মহোৎসব স্বীকার করিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে নিত্যানন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় রঘুনাথ নিতাই চাঁদের নিকট আসিয়া চৈতন্যচরণপ্রাপ্তির জন্য আর্ত্তি জানাইয়া বলিলেন,—

"তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অযত্নেও পায়॥"

রঘুনাথ জানাইলেন, নিত্যানন্দ-ভক্ত-প্রসাদ ব্যতীত কেহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লাভ করিতে পারেন না। নিত্যানন্দ রঘুনাথের চৈতন্যলাভে অসামান্য ব্যাকুলতা দেখিয়া রঘুকে কৃপাশীর্ব্বাদ করিবার জন্য নিজ ভক্তবৃন্দগণকে অনুরোধ করিলেন এবং স্বয়ং রঘুনাথকে নিকটে ডাকিয়া রঘুর মস্তকে পদার্পণপূর্ব্বক বলিলেন রঘু, মহাপ্রভু তোমাকে আত্মসাৎ করিবার জন্য অলক্ষ্যে চিঁড়া-দধি-মহোৎসবে আনিয়াছিলেন, সুতরাং তোমার সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়াছে। মহাপ্রভু তোমাকে স্বরূপের হস্তে প্রদান করিয়া নিজ অন্তরঙ্গ ভৃত্যরূপে শ্রীচরণে স্থান দিবেন।

রঘুনাথ রাঘব পণ্ডিতের সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর ভাণ্ডারীর হস্তে স্বর্ণতাল ও শতমুদ্রা প্রণামীস্বরূপ প্রদান করিলেন এবং নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট ঐ বিষয় আপাততঃ গোপন রাখিতে বলিলেন। রাঘব পণ্ডিত রঘুনাথকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া শ্রীবিগ্রহ প্রণাম ও প্রসাদী মালা-চন্দনাদি দ্বারা রঘুকে অভিষিক্ত করিলেন। পথের জন্য রঘুনাথের সহিত অনেক প্রসাদ দিলেন। রঘুনাথ নিত্যানন্দ প্রভুর মহান্ত-ভৃত্য ও আশ্রিতবর্গকে অভিনন্দনপত্র এবং প্রণামী প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়া সবিনয়ে রাঘব পণ্ডিতের নিকট এক শত মুদ্রা ও দুই তোলা সোণা স্থাপন করিলেন। নিত্যানন্দের কৃপাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া রঘুনাথ রাঘব পণ্ডিতকে প্রণামপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রঘুনাথ আর গৃহের অন্তঃপুরে যান না, রাত্রিকালে বহির্দ্দেশস্থ দুর্গা-মণ্ডপেই শয়ন করেন। প্রহরিগণ দিবারাত্র সতর্ক থাকিয়া রঘুনাথের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে, যাহাতে রঘুনাথ আর পলাইয়া যাইতে না পারেন

ক্রমে বর্ষাকাল আসিয়া পড়িল, গৌড়দেশের ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য পুরী যাত্রা করিলেন, কিন্তু রঘুনাথ প্রকাশ্যভাবে গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত গমন করিতে পারিলেন না। প্রহরিগণ কড়া পাহারা

দিতেছে, আর কোনপ্রকারে পলাইয়া গিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেও গোবর্দ্ধন দাসের ভৃত্যগণ রঘুনাথকে সেখান হইতে ধরিয়া আনিবে।

চিরতরে পলায়ন

কিরূপে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইতে পারিবেন, রঘুনাথের দিবানিশি এই চিন্তা—আহার-নিদ্রা বা অন্য চিন্তা কিছুই নাই। একদিন রঘুনাথ বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে শয়ন করিয়া আছেন; শেষরাত্রে গুরুপুরোহিত যদুনন্দনাচার্য্য মণ্ডপের অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, রঘুনাথ আচার্য্যকে দেখিতে পাইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। যদুনন্দন আচার্য্যের এরূপ অপ্রত্যাশিত সময়ে আসিবার কারণ এই যে, যদুনন্দনের এক শিষ্য আচার্য্যের গৃহদেবতার নিত্য-সেবা করিতেন, সেই শিষ্যটী চাপল্যবশতঃ অর্চ্চন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ায়, যদুনন্দন সেই শিষ্যকে প্রাতরাহ্নিক সম্পাদনার্থ অনুরোধের জন্য রঘুনাথকে সঙ্গে গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন। রঘুনাথ গুরুর অনুগমন করিয়া গুরু-গৃহাভিমুখে চলিলেন। কতদূর গিয়া গুরুদেবকে কহিলেন, —"প্রভো, আপনি ঘরে যান, আমি অর্চ্চককে পাঠাইয়া দিতেছি।" রঘুনাথ এই ছলে গুরুর নিকট গমনের আজ্ঞা লইয়া গমনে সেই পূজারীকে পাঠাইয়া দিলেন এবং তৎপরে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া অতি দ্রুতবেগে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে থাকিলেন। শেষরাত্রে প্রহরীরা সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা রঘুনাথের পলায়নের কথা কিছুই জানিতে পারিল না। রঘুনাথ শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের চরণ স্মরণ করিতে করিতে দ্রুত হইবার আশঙ্কায় পথ ছাড়িয়া বনে বনে উপপথ ধরিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিতে লাগিলেন। সারাদিনে পনর ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আসিলেন। সন্ধ্যায় এক গোপ-গৃহে কিছু দুগ্ধ পান করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত-দেহে গোপের বাথানে পড়িয়া রহিলেন।

এদিকে পরদিন প্রাতে গোবর্দ্ধনের গৃহে রঘুনাথের অদর্শনে মহা-কোলাহল উঠিল। গোবর্দ্ধন দাস মনে করিলেন, রঘুনাথ নিশ্চয়ই পুরী-যাত্রী গৌড়ভক্তগণের সহিত নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। শিবানন্দ সেন গৌড়দেশ হইতে যাত্রী লইয়া নীলাচলে যাইতেন, সুতরাং তৎসহ রঘুনাথের অবস্থান অনুমান করিয়া গোবর্দ্ধন দাস রঘুনাথকে গৃহে পাঠাইয়া দিবার মর্ম্মে শ্রীশিবানন্দ সেনের নিকট এক অনুরোধ-পত্রের সহিত দশজন লোক পাঠাইলেন। সেই সকল লোক ঝাঁকড়া নামক স্থানে পুরী-যাত্রী বৈষ্ণবগণের সাক্ষাৎ পাইল। রঘুনাথের সঙ্গে মোটেই দেখা হয় নাই, শিবানন্দ সেন এই কথা জানাইলে গোবর্দ্ধন দাসের প্রেরিত সকল লোকই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রঘুনাথের মাতাপিতা বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

এদিকে প্রভু-প্রেমে আত্মহারা রঘুনাথ প্রভু-চরণ-লাভের জন্য প্রশস্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া উপপথ ও বিভিন্ন কুগ্রামের মধ্যদিয়া চলিতে লাগিলেন। সারাদিন উপবাসী—ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ নাই, রৌদ্র-বৃষ্টি জ্ঞান নাই, রঘুনাথ নিরন্তর চলিতেছেন—সমস্ত চিত্ত চৈতন্য-চরণ-প্রাপ্তির জন্য তৃষ্ণাতুর। পথে রঘুনাথ কোন দিন বা কিছু চর্ব্বণ করিয়া থাকেন, কোন দিন বা সারাদিন উপবাসের পর কিছু দুগ্ধ পান করেন, কোন দিন বা কোন অতিথি-বৎসল, করুণ-হৃদয় সুকৃতিশালী মহাত্মার অনুরোধে কিছু রন্ধন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন; এইরূপভাবে বাদশ দিনে শ্রীপুরুষোত্তমে উপনীত হইলেন। পথে রঘুনাথের তিনদিন মাত্র অন্নভোজন হইয়াছিল।

নীলাচলে রঘুনাথ

রঘুনাথ নীলাচলে উপস্থিত হইয়া দেখেন, তাঁহার প্রাণপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীস্বরূপাদি ভক্তগণের সহিত উপবিষ্ট আছেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহা ১৪৩৯ শকাব্দা। রঘুনাথ দূরে থাকিয়া ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাত করিলেন। মুকুন্দ রঘুনাথের আগমন-বার্ত্তা প্রভুকে নিবেদন করিলে প্রভু রঘুনাথকে নিকটে ডাকিলেন। রঘুনাথ তাঁহার কৃপার অন্ন,—নিতাধাম জন—জীবনের জীবাতু-স্বরূপ প্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শ করিলেন। প্রভু উঠিয়া রঘুনাথকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। রঘুনাথ ক্রমে ক্রমে স্বরূপাদি ভক্তগণের চরণ বন্দনা করিলে রঘুনাথের প্রতি প্রভুর কৃপা দর্শন করিয়া সকলেই রঘুনাথকে আলিঙ্গন দান করিলেন। নিত্যসিদ্ধ নিজ জন রঘুনাথের গৃহত্যাগ উপলক্ষ করিয়া মহাপ্রভু অনর্থযুক্ত ভক্তি-সাধক জীবকে শিক্ষা দান করিলেন,—

"প্রভু কহে—কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমারে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে॥"

এদিকে ঐকান্তিক গৌর-কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ রঘুনাথ মনে মনে ভাবিলেন ———"কৃষ্ণ নাহি জানি।

তব কৃপা কাড়িল আমা,—এই আমি মানি।"

মহাপ্রভুর ব্যবহার ও শিক্ষা

মহাপ্রভু রঘুনাথকে দেখিয়া ভক্তগণের নিকট 'হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের চরিত্র বর্ণন করিতে থাকিলেন এবং বলিলেন যে, যদিও হিরণ্য-গোবর্দ্ধন ব্রাহ্মণে যথেষ্ট শ্রদ্ধাযুক্ত ও ব্রাহ্মণের প্রতি প্রচুর বদান্য, তথাপি ঐরূপ দেহাত্ম-বুদ্ধি-প্রসূত অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানমিশ্র অথচ অপ্রতিকূল বিষ্ণু-বৈষ্ণব-আনুগত্যাভাস বা লৌকিক শ্রদ্ধা শুদ্ধভক্তি নহে, উহা কনিষ্ঠাধিকার মাত্র। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন—

"যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
'শুদ্ধবৈষ্ণব' নহে, 'বৈষ্ণবের প্রায়'।
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায়, যা'তে হয় ভব-বন্ধ।
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলা তোমা।
কহন না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা॥"

যে মহাপ্রভু একদিন তপনমিশ্র-নন্দন শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে "বৃদ্ধ মাতা-পিতার যাই' করহ সেবন" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।১১৩)—এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, আর তিনিই আবার শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর প্রতি ব্রাহ্মণকন্যার পিতা, মাতা ও সুশীলা ভার্য্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণানুসন্ধানের আদর্শকে কৃষ্ণকৃপার মহিমা বলিয়া স্থাপন করিলেন কেন? পুত্রের কাছে তাঁহার সম্মাননীয়, পূজনীয় পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতকে 'বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া' বলা প্রাকৃত নীতিবাদীর চক্ষেও নিন্দনীয়; কিন্তু মহাপ্রভু এ আদর্শ দেখাইলেন কেন? আর পতিপ্রাণা ভার্য্যার প্রাণে নিরতিশয় কষ্ট প্রদান করিয়া রঘুনাথের গৃহত্যাগকেই বা মহাপ্রভু অনুমোদন করিলেন কেন?

মহাপ্রভু তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদভক্ত রঘুনাথের দ্বারা আমাদের ন্যায় অনর্থযুক্ত জীবকে অনেক শিক্ষা দিয়াছেন। যাঁহারা মাতা-পিতার সদাচার, দেব-দ্বিজে ভক্তি, দান-ধ্যান, পুণ্যকর্ম্ম প্রভৃতির দোহাই দিয়া বিষয়াসক্ত মাতা-পিতার সেবার ছলে বিষয়ভোগকেই 'কৃষ্ণসেবা' বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করিতে চাহেন, অথবা ভার্য্যার কান্নে মুগ্ধ হইয়া ভার্য্যার ভক্তির কল্পনা করেন এবং ঐরূপ কল্পিতা ও আরোহিতর্পণময়ী মিথ্যা ভক্তিতে ভার্য্যাকে অবস্থিত করিয়া ভার্য্যার অকূল-বৃক্ষ হইয়া পড়েন, সেই সকল অনর্থযুক্ত কপটভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্যই নিত্য-সিদ্ধ নিজজন রঘুনাথের প্রতি মহাপ্রভুর এই সকল উপদেশ। রঘুনাথ ভট্টকে বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবা করিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুর উপদেশ-প্রদান—বিষয়াসক্ত, অন্যাভিলাষযুক্ত বা বৈষ্ণব-প্রায় মাতা-পিতার সেবা-শিক্ষা-প্রচার নহে। তপনমিশ্র মহাপ্রভুর একান্ত দাস ছিলেন, তিনি মহাভাগবত, তপনমিশ্রের সহধর্ম্মিণীও মহাপ্রভুতে ঐকান্তিক-ভক্তিবিশিষ্টা; মহাপ্রভুর কাশী অবস্থানকালে তাঁহারা সকলেই সর্ব্বপ্রযত্নে মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছিলেন; তাঁহারা নিত্যকাল মহাপ্রভুর সেবা করেন। তাঁহারা শ্রীল রঘুনাথ দাস প্রভুবরের মাতৃপিতৃনাম-ধারিগণের ন্যায় পুত্রে ভোগবুদ্ধিকারী, বিষয়াসক্ত বা বৈষ্ণবের প্রায় নহেন। তপনমিশ্র সপরিবারে—মহাপ্রভুর নিত্যভক্ত—মহাভাগবত। সুতরাং শ্রীরঘুনাথ ভট্টের প্রতি মাতা-পিতার সেবার জন্য আদেশ—গৌরভক্ত, মহাভাগবত-বৈষ্ণব-সেবার ফলে গৌরচরণসেবালাভের আদর্শ জগতে স্থাপন। মহাপ্রভুকথনের দ্বারা কারণ জানাইয়াছেন। বহির্ম্মুখ বা ছলভক্ত জগতে ভক্তাভাস মাতা-পিতার সেবার নামে বিষয়-ভোগ-প্রবৃত্তির অনুশীলন ফলে—"জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী", "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা" প্রভৃতি লৌকিক-নীতিবাক্য আচরণফলে স্বর্গাদি পুণ্যময় অনিত্য কুৎসিত-ভোগ লাভ করিতে পারে। কিন্তু মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে সেরূপ শিক্ষা দেন নাই। মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্ট প্রভুর দ্বারা মাতা-পিতার সেবার ফলে অধিকতর বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং মাতা-পিতার শ্রীধাম প্রাপ্তির পর বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভুর আদর্শ দ্বারা মহাপ্রভু অভক্তিনীতিবাদিগণকে জানাইলেন,—

"কাম ত্যজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।
দেব-ঋষি পিত্রাদিকের ঋণু নহে ধনী॥"

"স্বরূপের রঘু"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথকে নিজ দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীল স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সেইদিন হইতে রঘুনাথ দাস 'স্বরূপের রঘু' বলিয়া খ্যাত হইলেন। অতঃপর ভক্ত-

বৎসল মহাপ্রভু নিজ সেবক গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, —'গোবিন্দ! রঘুনাথ পথে অনাহারে, অনিদ্রায় কাটাইয়াছে, সুতরাং তুমি ভাল করিয়া তাহার সন্তর্পণ কর'। মহাপ্রভু রঘুনাথকে সমুদ্র-স্নান করিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনান্তে প্রসাদ-সেবনের জন্য বলিলেন। রঘুনাথ মহাপ্রভুর ভক্তগণের সহিত একে একে মিলিত হইলেন। রঘুনাথ সমুদ্র-স্নানপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে গোবিন্দ রঘুনাথকে মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রদান করিলেন; রঘুনাথ আনন্দিত হইয়া সেই মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

রঘুনাথের বৈরাগ্য

এইরূপে রঘুনাথ পাঁচদিন শ্রীল স্বরূপদামোদরের নিকট অবস্থান ও মহাপ্রভুর অবশেষ-পাত্র পাইলেন। ষষ্ঠ দিবস হইতে রঘুনাথ রাত্রিতে প্রসাদার্থিরূপে সিংহদ্বারে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে নিষ্কিঞ্চন বিরক্ত ভক্তগণ এইরূপ সারাদিন নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকেন। যদি কেহ কিছু প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাহাতে ভিক্ষা নির্ব্বাহন করেন, নতুবা উপবাসী থাকেন, কাহারও নিকট কিছু চাহেন না।

মহাপ্রভুর উপদেশ

গোবিন্দ মহাপ্রভুর নিকট বলিলেন, "রঘুনাথ এখানে আর প্রসাদ পান না, রাত্রিকালে সিংহদ্বারে অযাচক-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন।" মহাপ্রভু নিত্যসিদ্ধ বৈরাগ্যবপু রঘুনাথকে লক্ষ্য করিয়া জগতের অনর্থযুক্ত সাধকজীবকে শিক্ষা দানকল্পে বলিলেন,—রঘুনাথ উত্তম কার্য্য করিয়াছে, প্রকৃত বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরণ করিতেছে। বৈরাগী অনুক্ষণ নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিবেন, নিজের জীবন-যাত্রার জন্য পরাপেক্ষা করিবেন না। যে পরাপেক্ষা করে, তাহার ভজন-সিদ্ধি হয় না; কৃষ্ণ তাহাকে উপেক্ষা করেন। বৈরাগী ভজন পরিপাকের জন্য দেহরক্ষাকল্পে যথাযথ ভিক্ষা করিবেন। বৈরাগী হইয়া জিহ্বা-লম্পট হইলে তাহার পরমার্থ লাভ হয় না, সে চতুর্ব্বিধ প্রাকৃত রসের দাস হইয়া পড়ে। স্বাধীন-ভাব-রহিতে সামগ্রীর সন্নিধানে যে দাস সর্ব্বাদি চতুর্ব্বিধ অপ্রাকৃত রস, সেই পরম প্রয়োজন আর প্রাপ্ত হইতে পারে না। বৈরাগীর কৃত্য —নিরন্তর নাম-সঙ্কীর্ত্তন। ভজনার্থ জীবনধারণের জন্য শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ ব্যতীত কোন প্রকার ইন্দ্রিয়-লাম্পট্যের কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া বৈরাগীর কর্ত্তব্য নহে। জিহ্বার লালসায় যে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, সেইরূপ নিষ্প্রোদরপরায়ণ ব্যক্তি কখনও কৃষ্ণের সন্ধান পায় না।

আর একদিন রঘুনাথ ত্যক্ত-গৃহ-সাধকের মঙ্গলের জন্য আপনাকে সেইরূপ সাধক-জীব অভিমান করিয়া শ্রীস্বরূপ-দামোদরের নিকট নিজ কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘুনাথ সম্ভ্রমবশতঃ অথবা প্রকৃত ভক্তি-পন্থার অনুসরণ-লীলা প্রকাশার্থ স্বয়ং মহাপ্রভুর কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন না, স্বরূপ ও গোবিন্দের দ্বারা অর্থাৎ মহাপ্রভুর সেবকের আনুগত্যে মহাপ্রভুর নিকট পত্রিকাদি জানাইতেন। শ্রীল স্বরূপ-দামোদর মহাপ্রভুর নিকট রঘুনাথের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—প্রভো! আপনার শ্রীমুখে রঘুনাথ তাঁহার কর্ত্তব্য শ্রবণ করিতে চাহিতেছেন।" স্বরূপের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রঘুনাথকে বলিলেন,—"আমি ত' দামোদর-স্বরূপকেই তোমার উপদেষ্টা করিয়া দিয়াছি, তুমি ইঁহারই নিকট সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শিক্ষা কর। আমিও যত কথা না জানি, দামোদর-স্বরূপ তাহা সকলই জানেন।" এই বাক্য-ভঙ্গী-দ্বারা মহাপ্রভু জানাইয়াছিলেন, মাধ্ব-গৌড়ীয়ের নিত্যপ্রভু বা গুরু-শ্রীদামোদরস্বরূপই সমগ্র সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আচার্য্য। মহাপ্রভু রঘুনাথকে বলিলেন,— "তথাপি, যদি আমার আজ্ঞায় তোমার শ্রদ্ধা হয়, তবে তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।" মহাপ্রভু রাগানুগা-ভক্তি-ধারীর আচার উপদেশমুখে কহিলেন,—

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না বলিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানি-মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥"
"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

প্রভুর শ্রীমুখ হইতে রঘুনাথ এই উপদেশামৃত কর্ণাঞ্জলি-পুটে পান করিলেন এবং ছত্রবর্ণ সম্পুটে ধারণপূর্ব্বক মহাপ্রভুর চরণে দাণ্ডাঙ্গে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে কৃপালিঙ্গন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে শ্রীল স্বরূপের হস্তে

সমর্পণ করিলেন। রঘুনাথ স্বরূপের আনুগত্যে একান্তভাবে গৌর-কৃষ্ণের অন্তরঙ্গসেবা করিতে লাগিলেন।

নীলাচলে গৌড়ীয়-ভক্তগণ

দেখিতে দেখিতে প্রাকৃতিক বর্ষার সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়াকাশের অগ্রাহ্য ভক্ত-জলদ-শ্রেণী প্রতি বর্ষের ন্যায় এবারও রথযাত্রার পূর্ব্বে নীলাচলে সমাগত হইয়া শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মসরসীকর স্পর্শ করিলেন। ভক্তবাৎসল্য-বারিধি, বিপ্রলম্ভরসসাগর শ্রীচৈতন্যদয়ানিধি ভক্তগণকে লইয়া অভিচা-মার্জ্জন, বন্য-ভোজন-মহোৎসব এবং রথাগ্রে অদ্ভুত নর্ত্তন-কীর্ত্তন-লীলা প্রকাশ করিলেন। রঘুনাথ ভক্ত ও ভগবানের এই সকল অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। ভক্ত-গণের সহিত রঘুনাথের মিলন হইল, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু রঘুনাথের উপর উৎকৃপা বর্ষণ করিলেন। অনুরোধ-পত্রীসহ গোবর্দ্ধনদাসের রঘুনাথের অন্বেষণার্থ লোক-প্রেরণ এবং রঘুনাথকে না পাইয়া কাঁকরাগ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন প্রভৃতি বিষয় শ্রীল শিবানন্দ সেন শ্রীরঘুনাথের কর্ণগোচর করিলেন।

শ্রীশিবানন্দ কর্ত্তৃক রঘুনাথের প্রশংসা

চাতুর্ম্মাস্যের পর গৌড়ীয় ভক্তগণ যখন পুরী হইতে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন তাহা জানিতে পারিয়া গোবর্দ্ধন দাস নীলাচল-প্রত্যাবৃত্ত শিবানন্দ সেনের নিকট রঘুনাথের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লোক পাঠাইলেন। শ্রীল শিবানন্দ সেন গোবর্দ্ধন-দাসের প্রেরিত লোকের নিকট রঘুনাথের তাৎকালিক বৈরাগ্য ও বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—

> ——তেঁহো হয় প্রভুর স্থানে।
> পরম বিখ্যাত তেঁহো কেবা নাহি জানে॥
> স্বরূপের স্থানে তাঁরে কৈলাহেন সমর্পণ।
> প্রভুর ভক্তগণের তেঁহো হয় প্রাণসম॥
> রাত্রিদিন করে তেঁহো নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
> ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ॥
> পরম বৈরাগ্য তাঁর, নাহি কন্থা পরিধান।
> যৈছে তৈছে আহার করি' রাখয়ে পরাণ॥
> দণ্ডচারি রাত্রি গেলে 'পুষ্পাঞ্জলি' দেখিয়া।
> সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া॥
> কেহ যদি দেয়, তবে করয়ে ভক্ষণ।
> কভু উপবাস, কভু করয়ে চর্ব্বণ॥"

প্রেরিত লোক শিবানন্দ সেনের নিকট হইতে রঘুনাথের এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া গোবর্দ্ধন দাসের নিকট যথাযথ ঐ সকল কথা বর্ণন করিলেন। রঘুনাথের কৃষ্ণভজনের অন্তরায় ভোগ-ত্যাগের কথা শুনিয়া কৃষ্ণভোগ্য ভক্তকে নিজ-ভোগ্য-পুত্র-বুদ্ধিকারী সপত্নীক গোবর্দ্ধন দাস অতীব দুঃখিত হইলেন। (ক্রমশঃ)

অনধিকার-চর্চ্চা

(৪)

ভট্টপল্লীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় অতিশয় যুক্তিবিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের লীলা-আলোচনার যে ব্রাহ্মির আবাহন করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, 'শ্রীচৈতন্যদেব ব্রাহ্মণগৃহ ব্যতীত অন্যত্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না।' তর্করত্ন মহাশয়ের আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে ঐতিহাসিকগণের আদায়ী শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশঙ্কর-সম্প্র-দায়ের অন্যতম দশনামি-সন্ন্যাসীর অন্যতম। এই দশনামি সম্প্রদায়ের প্রচলিত বিধিবলী অনুসারে যে সকল কথা তর্করত্ন মহাশয় জানিয়াছেন, তাহাতে ইহাই প্রকাশিত হয় যে, শৌক্র-বিপ্রকুল-পরিচয়ে উদ্ভূত ব্রাহ্মণের গৃহে পাচিত দ্রব্য-গ্রহণ ব্যতীত তাঁহারা অন্যান্যকুলপরিচয়ে পরিচিত গৃহ হইতে অন্নাদি গ্রহণ করেন না। শ্রীশঙ্করাচার্য্য দশনামি-সন্ন্যাসিগণের বিধিপালনের দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবে সেই সাম্প্রদায়িক বিধি হইতে বিচ্যুত হইবার লীলা শ্রীচৈতন্যদেব কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার আলোচনা-বিমুখ হইয়া বাহ্যদর্শনের শ্রীচৈতন্যানুগীত ক্রিয়াকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে গেলে কোন্ অভিসন্ধিমূলে তাহাকে চেষ্টা, তাহা ঢাকিয়া রাখিতে পারা যায় না। তর্ক-শাস্ত্রের আশ্রয়ে সত্য লোপ করিবার মানসে আমরা অনেক স্থলে আমাদের স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাতজনক কথাগুলি গোপন রাখিয়া

আমাদের অভিসন্ধির সফলতা-সাধনের উদ্দেশে কিয়দংশ প্রদর্শনপূর্ব্বক অপরাংশ অব্যক্ত রাখি। 'ইহা চোর নহেন'—এই লিপিপাঠকালে 'ইহা চোর' পর্য্যন্ত বলিয়া 'নহেন' শব্দটি আবরণ করিয়া রাখিলে লিপির তাৎপর্য্য জগৎকে জানান হয় না, পরন্তু তাহার বিপরীতভাব গোপন করিয়া অসত্যতা জয় হয় মাত্র।

অসুরগণের মোহনের জন্য দেবগণ তাঁহাদের গুণসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যে সমাজ বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই সামাজিকগণের বংশে ছাতুখোলাপরিচয়ে পরিচিতজনগণ ব্যবহারিক কার্য্যসম্পাদনের জন্য যে-সকল দ্রব্যের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, ঐগুলি ধ্বংস করিবার প্রয়াস শ্রীচৈতন্যদেবের আচরণমধ্যে প্রদর্শিত হইলে বৈষ্ণব-সমাজ সেগুলির আদর করিলেন না। সামাজিকবিধি-লঙ্ঘন করিলে যে বিশৃঙ্খলতার উদয় হয় এবং নানাবিধ সামাজিক অমঙ্গল আসিয়া পড়ে, তদ্বিষয়ে নীতিরহিত-জনগণ ব্যতীত সকল সাধুপ্রাজ্ঞই অনুমোদন করেন। শ্রীচৈতন্য-দেব যদি সামাজিকবিধির লঙ্ঘন করিবার জন্য অজ্ঞ অধিকারিগণকে বিশৃঙ্খলতা শিক্ষা দিতেন ও বিধি-বহির্ভূত কার্য্য করিতে অনুমোদন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সমাচরিত কার্য্য বৈষ্ণব-সমাজ কখনই অনুমোদন করিতেন না। বিশেষতঃ, প্রতিকূল অসুরসমাজ তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের স্বভাবোচিত কুকর্ম্ম প্রকৃতির পোষকরূপে বৈষ্ণব-সমাজের আচার্য্যকে তাহাদের শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইত। শ্রীচৈতন্যদেবের লীলায় মহা-বদান্য-স্বভাবই প্রোদ্ভাসিত হইয়াছে। তিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা জগতে আপামর সাধারণ সকলকেই অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব-সমাজে যে-কালে তৎপ্রতিকূল অবৈষ্ণবপ্রবৃত্তি ন্যূনাধিক প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা অপসারণ করিতে হংসজাতীয় একায়ন-মতস্থাপনকারী শ্রীচৈতন্যদেব সমাজের মঙ্গল-বিধানের বিরোধী ছিলেন না। এই জন্য পশুশিক্ষোপযোগী শাসনপ্রণালী অবলম্বন না করিয়া শিশুশিক্ষোপযোগি অনুকূলবিধান-প্রবর্ত্তনমুখে যেরূপ আচরণ দেখাইয়াছেন, সেরূপ আচরণ তৎ-কালোপযোগি ছিল। কিন্তু দেশকালপাত্র-ভেদে সেই 'শিশু-শিক্ষা' 'বর্ণপরিচয়' 'প্রথমভাগে'র পর দ্বিতীয় তৃতীয় ভাগ-ক্রমে যুক্ত বর্ণবিন্যাস, বর্ণদ্বারা চিহ্নিত শব্দবোধ তাৎপর্য্য-জ্ঞান প্রভৃতি অনভিজ্ঞ সামাজিক শিশুগণ ক্রমপথে তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। শ্রীচৈতন্যদেব কোন্ কার্য্য কি জন্য করেন, তাহা তাঁহার অনুগতজনগণ যেরূপ ধারণা করিতে পারেন, বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত আধ্যক্ষিকগণ তাঁহাদের ভ্রান্ত-বিচারে সেইরূপ বাস্তব সত্যে উপনীত হইতে সমর্থ হন না। শ্রীচৈতন্যদেব পশুশিক্ষা-বিধানে কোন প্রকার শাসনবিধিদ্বারা অপরাধ উপস্থিত করিবার প্রস্তাবনা করেন নাই। তিনি ভারবাহীদিগকে তাহাদের পূর্ব্বোচিত বিচার ব্যবহার-প্রণালীতে কোন বাধা দিবার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে আত্ম-ধর্ম্মে শিক্ষিত হইবার জন্যই উপদেশ দিয়াছিলেন।

মানবজাতি শিক্ষকসূত্রে পারিপার্শ্বিকগণকে দুই প্রকারে শিক্ষা দিয়া থাকেন। মানবের মধ্যে যাহারা অশিক্ষিত, তাহাদিগের অনভিজ্ঞতামোচনকল্পে অনভিজ্ঞোচিত ব্যব-হারিক প্রথা ও ভাষার সাহায্যে তাহাদের অজ্ঞান নিরাস করিবার ব্যবস্থা করেন। পশুগণের মানবোচিত চেতন-লাভের জন্য তাহাদিগকে মূকভাবে প্রহারাদিদ্বারা মানবের সেবা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বন্য অশ্ব-গো-মহিষাদি উহাদের নিজ নিজকামনার পরিতৃপ্তির উদ্দেশে যে পাশব-বৃত্তি-বিধান নৈসর্গিকভাবে পালন করে, তাহাতে উহাদের অপ্রজন্মামানবের সেবা শিক্ষা দিতে গেলে উহারা কিছুতেই সেবা-ধর্ম্ম শিখিতে চাহে না,—নিজস্বতন্ত্রতা-বশে আপনা-দিগকে বৃথা জ্ঞানে আত্মধর্ম্ম-সেবায় নিযুক্ত হয় না। বৈষ্ণ-বৃত্তি প্রত্যেক পশুর আত্মবিচার মধ্যে অবস্থান করে বলিয়া তাহারা বিবেকবান্ মানবগুরুর অনুগমনে বৈমুখ্য প্রদর্শন করে। তখন তাহাদিগকে মানবগণ স্বীয় সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য যে সকল নূতনবিধি প্রবর্ত্তন করিতে অভিলাষ করেন। তাহাতে তাহাদের সেবা-বিমুখধর্ম্মবশতঃ রুচি দেখা যায় না বটে, কিন্তু কিছুদিন বিধিবাধ্য হইয়া থেকে সেবানীতি-বিষয়ে রুচি প্রদর্শন করে।

শ্রীগৌরসুন্দর কর্ম্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও যথেচ্ছনিরর্থবাদ কৈতবযুক্ত বলিয়া জীবকে নিষ্কপট হইবার উপদেশ দিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার কথিত বিধিভক্তি ও রাগসেবায় অনুবর্ত্তন নিরপেক্ষভাবে শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, পশুজনোচিত শিক্ষায় রুচির অভাবে বিধি প্রবর্ত্তিত আছে। ভগবানের সেবা-বিধি ও মায়াপ্রসূত ঈশসেবা-বিমুখ নিরেন্দ্রিয় তর্পণপর বিধিগুলি—পরস্পর পৃথক্। ঈশোন্মুখ-স্বভাব নরগণের বিধিতে অস্ফুট ভগবৎসেবা লক্ষিত হয় কিন্তু ঈশ-

বিমুখ কামুকগণের ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা-মূলক সামাজিক-বিধিতে নিত্যহরিসেবা-পরধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে উল্লঙ্ঘিত আছে, দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যদেব সেবা-রুচি-বিশিষ্টজনগণকে শিশুশিক্ষা-বিধিতে তাহাদের চৈতন্যোদয় করাইয়াছেন, আর যাহারা তাদৃশ বিধিগ্রহণে অযোগ্য, তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনভিজ্ঞ কর্ম্মি-সম্প্রদায় সৎকর্ম্মনিপুণতার রুচিবিশিষ্ট, সেই জন্য কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণাচারের প্রতিকূলে স্বীয় আচরণে কোন চেষ্টা দেখাইবার কোন প্রয়োজন মনে করেন না। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি পোগণ্ডোচিত শিক্ষা, যুবোচিত শিক্ষা, প্রৌঢ়োচিত শিক্ষার বিরোধী ছিলেন,—এরূপ নহে।

তর্করত্ন মহাশয় যদি ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে শিশুজনোচিত শিক্ষায় শ্রীচৈতন্যদেবের গুণগ্রহণের নিষ্কপট পক্ষপাতী হন, তাহা হইলে আমাদের আশা তিনি অচিরেই তর্কভূষণ মহাশয়ের কথিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকার্থ অবগত হইতে পারিবেন। আমরাও একদিন তর্করত্ন মহাশয়কে শ্রীমদ্ভাগবতের অদ্ভুতক পাঠকরূপে শ্রীহরিকথায় নিযুক্ত দেখিতে পাইব। শ্রীচৈতন্যদেব—মহাবদান্য, সুতরাং তিনি কেন তর্করত্ন মহাশয়ের ন্যায় অবৈষ্ণবপর-স্মৃতিকুশল বৈদিকাখ্য ব্রাহ্মণগৃহের অন্নগ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণগৃহমাত্রেরই অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন,—এই কথাটি বিশেষ ধীরভাবে তিনি আলোচনা করিবেন। শ্রীচৈতন্যদেব কাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন এবং কোনপ্রকারে ব্রাহ্মণের গৃহে কিপ্রকার অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার একটু আলোচনায় যদি তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবৃত্তি থাকিত, তাহা হইলে তিনি অনভিজ্ঞসমাজকে আরও অধিক অন্ধকারে লইয়া যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেন না।

শ্রীচৈতন্যদেব 'আগমপ্রামাণ্য'-নামক একখানি পাঞ্চরাত্রিক বিধি মহিমা-প্রচার-বিষয়ক গ্রন্থের প্রতিকূলে কোন মত প্রকাশ করেন নাই। পঞ্চরাত্রের অনুমোদনকল্পে শ্রীভাগবতসম্প্রদায়ের সহিত পাঞ্চরাত্রিকগণের উপাসনা-বিষয়ে মতভেদ নাই বলিয়াছেন—

"শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় 'প্রেমা' উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥
অন্য-বাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি' জ্ঞানকর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই কথা কয়॥"

শ্রীচৈতন্যদেব যেরূপ আচার ও ভজনবিষয়ে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার অনেক নিরপেক্ষ বৈকুণ্ঠপার্ষদ স্বয়ং আচরণে ও ক্রিয়ামুদ্রায় আমাদের ন্যায় সৌভাগ্যবন্ত জনগণের নিদর্শন-সূচিকা রাখিয়া গিয়াছেন। যখন যখনই অনভিজ্ঞজনের অভিসন্ধিমূলে প্রবৃত্তিতাড়নায় বৈষ্ণবাচার, বৈষ্ণবস্মৃতি, বৈষ্ণববিচার লঙ্ঘন করিবার প্রবৃত্তি হইবে তখন তখনই শ্রীচৈতন্যদেবের সাঙ্গোপাঙ্গার পার্ষদগণ কীর্ত্তনমুখে শুদ্ধভক্তিসন্ধিগুলির অকর্ম্মণ্যতা গান করিতে থাকিবেন।

তর্করত্ন মহাশয় বঙ্গবাসী অফিস হইতে শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকাসহ যে শ্রীমদ্ ভাগবতগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ৭ম স্ক ১০অঃ ৩২ শ্লোকের শ্রীধর-টীকার প্রুফ্ সংশোধনকালে তিনি শ্রীজীবগোস্বামি-প্রতিপাদিত বৈষ্ণবের বর্ণ-বিচার-ধারা উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবেন না। বিশেষতঃ, 'যন্নামধেয়'-শ্লোকের 'দুর্গমসঙ্গমনী'টীকা-পাঠে অবৈষ্ণবস্মার্ত্তগণের যে ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়, তন্নিরসনকল্পে পাঞ্চরাত্রিকবিধান-ব্যতীত বৈদিক-ব্রাহ্মণতার সুষ্ঠুতা নাই—একথা শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীসনাতনের প্রতি বৈষ্ণবস্মৃতি লিখিবার আজ্ঞাদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। যন্নামধেয় শ্লোকের দুর্গমসঙ্গমনী টীকা পাঠ করিলেই তর্করত্ন মহাশয়ের ন্যায় ভাষা-কুশল ব্যক্তির হৃদ্দেশে "যত্র যল্লক্ষণং" শ্লোকটির বিচার প্রবলতা লাভ করিবে। আবার, নীলকণ্ঠটীকাসহ শ্রীমহাভারতের সম্পাদন-কালে প্রুফ দেখিবার সময় তিনি অনুশাসনপর্ব্বে লিখিত পাঞ্চরাত্রিকবিধানক্রমে দীক্ষা-প্রণালীতে ইতরকুলোদ্ভূত জনগণের লাক্ষণিক বর্ণবিচারে সংস্কার-বিধির আদেশ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এই একায়নস্কন্ধিগণের কথা সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে উল্লিখিত আছে, দেখিতে পাইবেন। তাহাতেও তাঁহার সন্দেহ হইলে 'কাশ্মীর আম্নায়,' 'আগম-প্রামাণ্য' প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণগৃহের স্বরূপ-নির্ণয়ে অভিজ্ঞ করাইবে। আর নারদপঞ্চরাত্রপ্রভৃতি গ্রন্থালোচনা করিলে "স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ। বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ প্রভৃতি শ্লোকার্থ জানিতে পারিবেন।

বৌদ্ধ-বিপ্লবে, জৈন-বিবর্ত্তে, গজেন্দ্রাসুরের আগমনে,

শঙ্করদেবের অভিধানে যে বিভিন্ন গৃহ ও শ্রৌতসূত্রের ব্যবহারিক বিপ্লব সংসাধিত হইয়াছিল, তাহারফলে তথা-কথিত সামাজিক নিয়মচ্যুতির অষ্টচত্বারিংশৎ-সংস্কারসম্পন্ন-বর্ণাভিমানে ব্রাহ্মণতা আবদ্ধ নহে বলিয়াই তুর্গাশ্রমের বিকৃত সংঘটন-কালে শ্রীশঙ্করদেবের দশনামি-সন্ন্যাসীর পূর্ব্বপ্রথার পুনঃ সংগঠন মাত্র। ত্রিদণ্ডি আদি শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের অষ্টোত্তর-শতনামীর সন্ন্যাসপদ্ধতি, শিক্ষাগুরু শিবস্বামিসম্প্রদায়ের সহিত বিবাদমূলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পঞ্চোপাসকের সমন্বয়কারী নির্ব্বিশিষ্টপ্রচারকের হস্তে দশনামীর অধীনে যে সমাজ ভারতে অধিষ্ঠিত ছিল, তাহার মধ্যে প্রদেশবিশেষে বিভিন্ন ব্রাহ্মণের পরিচয় দেখা যায়। অত্রিমুনির কথিত দশপ্রকার ব্রাহ্মণ, এবং মাগধ, জ্যোতির্ব্বিদ্, শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ, গৌড়-সারস্বত, কর্ণাট, শিবাল্লী, কন্যাব, গুর্জ্জর, মাথুর, কাশ্মীর, চট্টল, নাগর, সাম্বত সাতশতী, ষাষতী, রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, মধ্যশ্রেণি, উৎকল, সনোড়িয়া, কনোজিয়া, গৌড়ীয়া, মৈথিলী, আসামী, মণিপুরী, নেপালী ব্রাহ্মণাদি শৌক্র ও বৃত্ত-ভেদে বিভিন্ন বর্ণসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া বর্ত্তমান ছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতের লেখকগণ শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন্ কোন্ ব্রাহ্মণের গৃহে অন্নগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করেন নাই, তবে বর্ণনমুখে স্বর্ণকার-জাতির জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহ তৎকালে অভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ-গৃহ বলিয়া পরিচিত ছিল—লিখিয়াছেন। তর্করত্ন মহাশয়ের শাস্ত্রীয়কের ষষ্ঠপাদ আলোচনা থাকিলে আমরা তাঁহাকে বুঝাইতে পারিব যে, বিভিন্ন জাত্যুৎপন্ন শিবদীক্ষায় দীক্ষিতজনগণ যে প্রচুর পরিমাণে ব্রাহ্মণ-সমাজ পুষ্ট করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য সূত্রার্থের অভাব হয় নাই। তবে শ্রীচৈতন্যদেব যাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, তাঁহার রীতি তত্ত্বসাগর-নামক স্মৃতিনিবন্ধে উল্লিখিত আছে। যাঁহারা বৈধ-পদ্ধতিতে দীক্ষাবিধান লাভ করেন সেই একাদনস্থলী হংসজাতির ব্রাহ্মণতা বিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের বা তাঁহার অনুগত দাসজনের কোন আপত্তি নাই উহা বৃত্তব্রাহ্মণতার ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত।

শৌক্রবিচারপর পদ্ধতি কোন কোন দেশে রাজশাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও আচার্য্যাসনে প্রতিষ্ঠিত বৃত্ত-ব্রাহ্মণতা কোনদিনই নষ্ট হইতে পারে নাই। ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ যে ব্রাহ্মণতা স্বীকার করেন, সেইরূপ বিচারের আনুগত্য পরিত্যাগ করায় ভারতে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিবার ইতিহাস শুনা যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজবিধানে যে সকল গ্রন্থ ধর্ম্মশাস্ত্র-নামে আধ্যক্ষিক বিচারপ্রিয়জনগণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার অবৈধ-বিচার বিধিসমূহ সর্ব্বত্র প্রচলিত থাকিতে পারে না। পুরাণ সকল, প্রাচীন ইতিহাসসমূহের আলোচনা করিলেই জানিতে পারা যায় যে, বর্ণবিচারে শৌক্রপদ্ধতি বৃত্তপ্রথা হইতেই সাধারণ অনভিজ্ঞবিধিরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব এই সামাজিকবিপ্লব হইতে পারমার্থিকজীবকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য হরিভক্তিবিলাস-নামক স্মৃতিগ্রন্থের মধ্যে শ্রীসনাতন-গোস্বামি-দ্বারা কতগুলি বচন উদ্ধার করাইয়াছেন, তদনন্তর স্মৃতিনিবন্ধের অবতারণা করাইয়াছেন। সুতরাং এই সকল কএকবর্ষকাল আলোচনা করিলে অবৈষ্ণবপর স্মৃতিনিবন্ধকার কমলাকর, রঘুনন্দন প্রভৃতির একদেশ দৃষ্ট কর্ম্মনৈপুণ্য-মুখে বর্ণসংজ্ঞা উদার-দর্শনে পরিলক্ষিত হইবার সুযোগ ঘটিবে।

নির্ব্বিশেষবাদি পঞ্চোপাসক, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের অভাব বলিয়া সেরূপ ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রীচৈতন্যদেব কোনদিনই অন্ন গ্রহণ করেন নাই। আর শ্রীরামানন্দ প্রভৃতি অনুরাগপথের পথিকগণকে তিনি পাঞ্চরাত্রিকদীক্ষায় দীক্ষিত একাদনস্থলিব্রাহ্মণবোধে বলিয়া গ্রহণ করেন নাই,—এ কথা সত্য; তজ্জন্যই শ্রীগৌর-প্রভু দুর্গমসঙ্গমনীতে 'বন্নাম্নেয়' শ্লোকের টীকা এবং ভক্তিসন্দর্ভে বৈধীভক্তি-যাজনপর-সম্প্রদায়ের অধিকার-প্রসঙ্গবর্ণনে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তর্করত্নমহাশয় পাঞ্চরাত্রিকবিধানের স্মৃতিশাস্ত্র বা বৈষ্ণব স্মৃতির আলোচনা করিলেই এ সকল কথা বুঝিতে পারিতেন। তাহাতেও বিষয়বিচারভ্রম উপস্থিত হইলে তিনি 'যুক্তিমল্লিকা' প্রভৃতি লৌকিকবিচারশাস্ত্রে সাত্ত্বত, রাজস ও তামস-স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতির তারতম্য বুঝিতে পারিবেন।

শাস্ত্রের তারবহণ ও সারগ্রহণভেদে হংসশিক্ষ-সম্প্রদায়ে আধ্যক্ষিক ও অধোক্ষজবিচারপ্রণালীদ্বয় উদ্ভূত হইয়াছে। একটির অপরের সহিত মিল নাই। একজন —তর্করত্নমহাশয়ের ন্যায় আরোহবাদী, অপরজন বাস্তব সত্যের অবলম্বনে শ্রৌত-অবরোহপথাবলম্বী। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি মুখেমাত্র আত্মার মানিয়া কার্য্যকালে শ্রৌতপথের

বিরোধ করিয়া অদ্বৈত-স্মৃতির পক্ষপাতী। যে স্থলে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত-মতের বিবাদ উপস্থিত হয়, সেই স্থলে শ্রৌত পথই গ্রাহ্য—এ বিচারটী যাঁহারা পরিহার করেন, তাঁহারাই আরোহবাদাবলম্বনে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া উহার তর্পণ-মূলে হৃষীকেশের সেবায় নিত্যকালের জন্য বঞ্চিত হন। অতএব শ্রীচৈতন্যদেব উদিত-চেতন-জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অবরোহবাদ বা "রাবণের সিঁড়ি বাঁধার ন্যায়" আদর করেন নাই। এজন্যই শ্রীচৈতন্যের অনুগত দাসগণ বলেন—

"মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম॥"

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমবন্যায় ভাসিয়া যাইতে পারেন নাই। যদি ভাসিতে পারিতেন, তাহা হইলে রত্নাকরের একায়নস্কন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সনাতনধর্ম্ম কাহাকে বলে, বুঝিতে পারিতেন।

বৌদ্ধাদি-বিপ্লবে যে মুখে-মানা বৈদিকসম্প্রদায় বেদার্থ-সংগ্রহে বিমুখ হইয়া চৈতন্যবিমুখতা লাভ করিয়াও শ্রীরামাদিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মায়াবাদের আবাহনক্রমে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত বৈদিকব্রাহ্মণগণের সহিত মতভেদ স্থাপন করিয়াছেন,—তাহার অতিসন্ধি উদারহৃদয় বৈদিকগণ শ্রীচৈতন্যপ্রেমবন্যার কণা লাভ করিয়া তাঁহাদের গৃহ হইতে বা গৃহস্থ বিচার হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় বুঝিতে পারিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়বহির্ভূত বৈদিক ব্রাহ্মণ ও শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ান্তর্গত একায়নস্কন্ধী বৈদিক, উভয়ের মধ্যে যে ভেদ আছে, তাহা তর্করত্ন মহাশয় আলোচনা করিলেই তাঁহাকে চৈতন্যধর্ম্ম আলোচনা করিতে গিয়া একদেশ-বিচারক্রমে চৈতন্যদেবকে স্বপ্রেণীস্থ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইত না। শ্রীচৈতন্যদেব তথা-কথিত অদ্বৈত বর্ণাশ্রমস্থিত বিচার ছাড়িবার উদ্দেশেই সন্ন্যাসগ্রহণাভিনয় করিয়াছিলেন এবং সন্ন্যাসপরিহার করিয়া যে বর্ণাশ্রমাতিরিক্ত একায়নপদ্ধতিতে বিষ্ণুসেবা করিতে হয় সেই পাঞ্চরাত্রাচারে অবস্থিত থাকাই সামাজিকজীবের চরম কল্যাণ বা পরম মঙ্গল,—ইহাই জানাইয়াছেন। বোধ করি, শ্রীচৈতন্যদেবের 'নাহং বিপ্রঃ' শ্লোকটী মনে না পড়ায় তর্করত্নমহাশয়ের বিষ্ণুসেবা-শ্রদ্ধা-হীন ইন্দ্রিয়তর্পণ-তৎপর অনভিজ্ঞসমাজের জন্য ব্রাহ্মণেতর গৃহে শ্রীচৈতন্যদেবের নিমন্ত্রণগ্রহণে অনুমোদন ছিল না বলিবার প্রয়াস।

আমরা এই সকল প্রবন্ধে অনভিজ্ঞ শাস্ত্রদর্শনে বিমুখ ভারবাহিজনসঙ্ঘকে কোন কথা বলিতেছি না, পরন্তু তাহাদের পরিচালকসম্প্রদায়কে বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ জানিয়া তাঁহাদের জন্যই বিনীতভাবে এই সকল নৈবেদ্য আহরণ করিলাম। তাঁহারা সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জাত হইয়া বেদশাস্ত্রে উন্মুখ কেবলমাত্র "যোড়শবর্ষীয়া বিদ্যো বেদম্" প্রভৃতি মানবীয় ধর্ম্মশাসন হইতে ভিন্নপথে গমনশীল নহেন বলিয়া, ভূতক নহেন বলিয়া, বেতন নহেন বলিয়াই শ্রীচৈতন্যদেবের সারগ্রহণপ্রথার অনুসরণে অপ্রিয় সত্যগুলির অবতারণা করিলাম।

তর্করত্ন মহাশয় অবশ্যই জানেন যে, অশেষ স্মৃতি-শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ 'সৎক্রিয়া সারদীপিকা'-গ্রন্থের উত্তরভাগ 'সংস্কার দীপিকা'-গ্রন্থকে শ্রীরামোপাসক ব্রাহ্মণগণ বৈদিকধারাবলম্বনে বিভিন্ন বর্ণোৎপন্নজাতিকে 'রামার্চ্চন পদ্ধতি' মতে দীক্ষামন্ত্রবিধান করিয়া ব্রাহ্মণত্বে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে রাঢ়দেশে বহু রামাবৎ ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন জাতিতে উৎপত্তি লাভ করিয়া রাঢ়ীশ্রেণীর গৃহে ও বারেন্দ্র শ্রেণীর গৃহে আদান-প্রদানাদি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ও আছেন। নানাস্থানে দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য বৈদিক-গণের মধ্যে শ্রীরামমন্ত্রে দীক্ষিতজনগণের বৈদিক-ব্রাহ্মণতা-বিষয়ে সাময়িক ঐতিহ্যমাত্র স্বর্ণাক্ষরে ভাগবতের নবম স্কন্ধীয় প্রমাণসমূহেরই পোষকতা করিবে। মাহিষ্য-জাতীয় বিপ্রেতর বর্ণের সহিত সন্ধিবিগ্রহ-কার্য্যে নিযুক্ত বৃত্তিজীবি-গণের সঙ্কল্পে বণিগ্ বৃত্তির সাহায্য শ্রীচৈতন্যদেবের বর্ণবিচারে অনুমোদন লাভ করে নাই।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির-ভিত্তি-সংস্থাপন

গত ১০ই আশ্বিন ২৬শে সেপ্টেম্বর বুধবার শ্রীবামন-দ্বাদশী, শ্রীহরির পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন ও শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-তিথি-বাসরে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিকের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কৃষ্ণকীর্ত্তন-কোলাহল দিগ্বিদিক্ মুখরিত করিয়া সকলের প্রাণে সুধা-সঞ্জীবনী-লহরী প্রবাহিত করিলে মঠ-রক্ষক আচার্য্যাত্মিক প্রভু সঙ্কীর্ত্তন-সেনাগণকে 'সাধু' 'সাধু' রবে প্রমত্ত করিয়া তুলিলেন। অরুণোদয়-কীর্ত্তন গানের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে অরুণোদয় হইল। সঙ্কীর্ত্তন-সেনাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ মহোজ্জ্বল মহাজ্যোতিষ্কের ন্যায় স্বীয় সমুজ্জ্বল-প্রভায় সকলের চেতন-বৃত্তি আলোকিত করিয়া সঙ্কীর্ত্তনমধ্যে অবতীর্ণ হইলে সহস্রকণ্ঠবিনিঃসৃত জয়-গৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনি ও হরি-গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিল। ঘন ঘন মঙ্গল শঙ্খধ্বনি হইতে থাকিল। সেই শঙ্খরব মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা ও শৃঙ্গ রবের সহিত মিলিত হইয়া এক মহা ঐকতানের মহা-মাধুরী সৃষ্টি করিল। ত্রিদণ্ডী গোস্বামিগণ সঙ্কীর্ত্তন-সেনারূপে মহাকীর্ত্তনরঙ্গ চতুর্দ্দিকে বিতরণপূর্ব্বক সকলের হৃদয় বিভোর করিতে করিতে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীট, আর, জি, কর রোড, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইয়া বাগবাজারে প্রবেশ করিলেন। পথে কোন কোন গৃহস্থভক্ত তাঁহাদের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন সঙ্ঘ-মধ্যে পুষ্পবৃষ্টি করিতে থাকিলেন। পূর্ব্বদিনের মত বাগবাজারে সঙ্কীর্ত্তন প্রবিষ্ট হইবামাত্র আকাশ ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। মহা-প্রাণ শ্রীজগদ্বন্ধু দাস অধিকারী মহাশয়ের প্রদত্ত কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীটস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের' বিস্তৃত ভূমির সন্নিহিত স্থানে সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রাণ জগদ্বন্ধু অধিকারী মহাশয় ভূলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

সেই মহাপুণ্যবাসরে প্রাতঃকাল ৭ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকার মধ্যে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভূমিপরিগ্রহ, শ্রীমন্দিরভিত্তিসংস্থাপন, মঠমূলারম্ভ এবং তদুপলক্ষে ভগবৎকথাকীর্ত্তন ও আনন্দোৎসবের নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল। পুষ্প-পত্র-মালা-বিভূষিত নয়নাভিরাম তোরণ, তোরণের শীর্ষদেশে রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত 'বাগতম্' বাণী উড্ডীয়মান বিজয়-বৈজয়ন্তীসহ সকলের নয়ন-পথবর্ত্তিনী হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ ভূমিতে সজ্জনসঙ্ঘকে অভ্যর্থনা করিতেছিল। তোরণের নিম্নভাগে চূতকিসলয়-নারিকেল-সংযুক্ত পূর্ণকুম্ভ ও নানা-প্রকার মাঙ্গলিক দ্রব্যসম্ভার সকলের চিত্ত-প্রফুল্লতা বর্দ্ধন করিতেছিল। বিস্তৃত ভূমিতে নানা বিচিত্রবর্ণের পতাকা ও পুষ্পপত্র সুশোভিত মহামণ্ডপ রচিত হইয়াছিল। তাহার একদিকে শ্রীল প্রভুপাদের জন্য মখমল-মণ্ডিত উচ্চ উপবেশন-পীঠ, সম্মুখে বিচিত্রবর্ণের উপবন-কুসুম-কিসলয়-শুশ্রূষিত নয়নাভিরাম পুষ্পগুচ্ছ শোভা পাইতেছিল, আর একদিকে মহা-হোমানল সঙ্কীর্ত্তন-বাহিক অগ্নিবর্ণ্যগণের মুখ-নিঃসৃত 'স্বাহা' 'স্বধা' রব ও হৈয়ঙ্গবী দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া মাঙ্গলিক মহানুষ্ঠানের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ হোমাগ্নির সম্মুখে উপবিষ্ট থাকিয়া সকলের হৃদয়ে সঙ্কীর্ত্তন-সরস্বতীর স্ফূর্ত্তি করিয়া দিতেছিলেন। সঙ্কীর্ত্তনসঙ্ঘ শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিস্তীর্ণ ভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া ধ্বজধ্বনী ও মণ্ডপ পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। এদিকে মঙ্গল-মুহূর্ত্ত উপস্থিত দেখিয়া আচার্য্যাত্মিক প্রভুর অনুজ্ঞায় মহাপ্রাণ শ্রীজগদ্বন্ধু দাস অধিকারী মহাশয় রৌপ্য-নির্ম্মিত কুদ্দনী আনয়ন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেই কুদ্দনী দ্বারা শ্রীমন্দিরের নির্দ্দিষ্ট স্থানটী বাহুত্রয় খনন করিলে একে একে ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ভক্তবৃন্দ সকলেই সেই স্থান খনিত্রসহযোগে খনন করিতে থাকিলেন। চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণকীর্ত্তনকলরব বিপুল হইতে বিপুলতর হইয়া উঠিল। আকাশে যে ঘন-ঘটা সাজিয়া উঠিয়াছিল এবং মেঘ-গর্জ্জন-ধ্বনিতে সকলের মনে নিরাশায় সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা এখন অন্যপ্রকার ধারণ করিল; আকাশ নির্ম্মল হইল—সজ্জনগণ বলিতে লাগিলেন, দেবতাগণ ভক্তগণকে রৌদ্রতাপ হইতে নিবারণ করিবার জন্যই বারিবাহগণ সুশীতল ছত্র ধারণপূর্ব্বক ভক্তসেবা করিয়াছেন। কিন্তু বৃষ্টিপাতদ্বারা তাঁহাদের সেবার বিঘ্ন করেন নাই, আর বজ্রনির্ঘোষ দ্বারা ত্রিলোক কম্পিত করিয়া মঙ্গল-শঙ্খধ্বনি করিয়াছেন এবং সেই ছলে শ্রীগৌড়ীয় মঠ

প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার বার্ত্তা ভূলোক-দ্যুলোকে বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করিয়াছেন। সকলেই সেই ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহারা ইহার অলৌকিকত্ব কেবলমাত্র তাহার সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না।

এদিকে সঙ্কীর্ত্তনমুখে ভূমি-খনন কার্য্য সমাপ্ত হইলে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট মহাপ্রাণ শ্রীভগবদ্ধাম-অধিকারী স্বর্ণের রৌপ্যপাত্রে শিলান্যাস, ইষ্টকপ্রতিষ্ঠা, ও শ্রীমন্দির গর্ভাধানের উপকরণসমূহ লইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্কীর্ত্তনমুখে শিলান্যাস করিলেন। নবনিধি, মহামাণিক্য, স্বর্ণাদিধাতু, চাতকিসলসংযুক্ত সর্ব্ব-তীর্থবারিপূর্ণ পূর্ণকুম্ভের সহিত বৈষ্ণবস্মৃতিমাত্র শ্রীহরিভক্তি-বিলাস ও শ্রীসংক্রিয়াসারদীপিকার ব্যবস্থিত বাবতীয় মাঙ্গলিক দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া শ্রীমন্দির-গর্ভাধান করিলেন। চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ-কোলাহল উত্থিত হইল, "জয় জয়" রবে ত্রিলোক মুখরিত হইল, বজ্রনির্ঘোষরবে দ্যুলোকবাসী দেবতাগণ সেই জয়ধ্বনির সহিত বজ্রশঙ্খধ্বনি সম্মিলিত করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরভিত্তি-সংস্থাপন-বার্ত্তা বিঘোষিত করিলেন—শ্রীগৌড়ীয়মঠই যে,

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিবেন, তাহা বজ্র-নির্ঘোষে ত্রিলোকে জানাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে পুষ্প-বৃষ্টির ন্যায় মাত্র মুহূর্ত্তকাল মধুর মুক্তাবিন্দুবারিধারা বর্ষিত হইল। এই পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা দেবতা-গণ আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন। এদিকে একটী আলোকচিত্র গৃহীত হইল।

অতঃপরান্তরে বিদ্বদ্গুণীমণ্ডিত মহাসভার সেই দিনকার মহাপ্রতিষ্ঠানের কথা বক্তৃতামুখে আলোচিত হইল। বর্ত্তমান শুষ্কভক্তি-ভাগীরথী আনয়নের মূল পুরুষ ভক্তি-বিনোদ প্রভুর মনোভীষ্ট আজ পরিপূর্ণতার পথে পদার্পণ করিয়াছে। বিশ্বপ্রচারপ্রমোদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বড় সাধ ছিল, গৌরদেশের সর্ব্বপ্রধান নগর ও রাজধানী কলিকাতায় বিশ্বম্ভরের সাম্রাজ্য-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া কলি-কলুষ বিদূরিত এবং তৎসঙ্গে বিশ্বমানব-সঙ্কীর্ত্তনী মহানগরী হইতে বিশ্বের সর্ব্বত্র বিশ্বম্ভরের বাণী প্রচারিত হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার সজ্জনতোষণীপত্রিকার কলিকাতাবাসিগণকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন,—

"হে কলিকাতা-মহানগর-নিবাসি ভাই সকল! তোমরা ধন্য; তোমরা যেখানে বাস করিতেছ, সেই কলিকাতার একাংশ বলিলেও হয়, বরাহনগরগ্রাম। যেখানে গৌর-লীলা, সে স্থান সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবন। হে কলিকাতাবাসি ভক্তগণ! কবে আমরা একত্রে শ্যামমঞ্জরীর চিন্ময়কুঞ্জে কৃষ্ণকীর্ত্তনে মত্ত হইব? আমরা আঁচলের অর্থ ছাড়িয়া স্বর্ণান্বেষণে দেশ বিদেশে বেড়াই—ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য। আমরা শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের অমূল্য কথা কেন ভুলিয়া যাই? তিনি লিখিয়াছেন,—"এ গৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজপুরে বাস।" ভাই সব! এই কথাটীতে তাৎপর্য্য-সমুদ্র আছে। একটু প্রণিধান-পূর্ব্বক বিবেচনা কর। ব্রজপুরী প্রকট ও অপ্রকটরূপে নিত্যলীলাধাম। কৃষ্ণ যখন গৌরাঙ্গ হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজধামকে এই গৌড়দেশে আনিলেন। যেখানে যে রসের যে ভক্তের সহিত সেই শচীনন্দন কৃষ্ণের যে লীলা হইয়াছে, সেই স্থানটীই ব্রজখণ্ড অর্থাৎ সেই লীলা-পীঠ। সমস্তই চিন্ময়। গৌড়মণ্ডল যে এক সংলগ্নভূমি, তাহা নয়, বাহে অসংলগ্নরূপে রহিয়াছে। বোলক্রোশ নবদ্বীপ প্রভুর বাল্য-লীলাস্থান। ব্রজের মধ্যে যে বৃন্দাবন, তাহাই অখণ্ডভাবে নব দ্বীপে নবদ্বীপ। মধ্যে শ্রীগোকুল শ্রীমায়াপুর। সখীদিগের পৃথক্ পৃথক্ কুঞ্জ সেই সেই স্থানে—যথায় সেই সেই সখীর সেবা শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবরাহ-নগর গৌড়মণ্ডলের সেই অংশ, যেখানে শ্যামমঞ্জরীর কুঞ্জে শ্রীগৌরাঙ্গরূপী রাধাকৃষ্ণের সেবা হয়।"

আজ 'আমাদের কুঞ্জবা'র কৃপায় সঙ্কীর্ত্তন-সরস্বতীর আশ্রয়ে সঙ্কীর্ত্তনমুখে সেই শ্রীগৌরাঙ্গরূপী-রাধাকৃষ্ণের চেতনময়ী সেবার প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভিত্তি সংস্থাপিত হইল। আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অতুলনীয় নিষ্কপট সেবা-বৃত্তির ফলে আজ এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি-সংস্থাপন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের আদিম ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, আচার্য্যাত্মিক প্রভুই সর্ব্বপ্রথমে কৃষ্ণশক্তি অনুপ্রাণিত হইয়া অকৃত্রিম-সেবাবৃত্তির সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের যে বীজ বপন করিয়া-ছিলেন—যে প্রথম শিলান্যাস করিয়াছিলেন, তাহাই আজ

মহামরমহীরুহে ও মহাবিপুল-সৌধে পরিণত হইতে চলিয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির-প্রতিষ্ঠা জগতের অন্যাভিলাষী কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগি-সম্প্রদায়ের মঠমন্দির-আশ্রম-সম্মিলনী-সেবা-সদন-সদালাপ সভা, সাঙ্ঘ্য-সমিতি প্রভৃতি সংস্থাপনের ন্যায় নহে। তামসিক-বৃত্তিধারী জড়লোকের মঠ-মন্দির দেখিয়া যে সকল কবি-সাহিত্যিকের হৃদয়ে বেদনা-বীণা বাজিয়া উঠে—যাঁহারা বলেন, —

ভজন-পূজন-সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পড়ে।
রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে ?

তাঁহাদের বাক্যের সার্থকতা তাঁহাদের উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষের জড়তাময় জড়দেবালয়ের উপরেই পর্য্যবসিত। অন্যান্য তামসিকগণের নিকট কিঞ্চিৎ রজোভাবের উন্মেষ শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়, আবার রজোভাব হইতে মিশ্রসত্ত্বের শ্রেষ্ঠতা জগতে ত্রিগুণাবর্গত জীবের বিচারের উপলব্ধির বিষয় হয়; কিন্তু ত্রিগুণের বিচার অতিক্রম করিয়া—বিরজা-ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া যে বৈকুণ্ঠ-বৈষ্ণবধর্ম্ম—যে চেতনের ধর্ম্ম, সেই চেতনের ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য—প্রত্যেক জীবকে চেতন করিবার জন্য—প্রত্যেক জীবকে পূর্ণচেতনের সিংহাসন-স্বরূপ চেতনময় মন্দির করিবার জন্য—বিশ্ব-মানবকে বিশ্বম্ভরের—গুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর চেতনময় মন্দির বলিয়া উপলব্ধি করাইবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শ্রীমন্দিরভিত্তি-সংস্থাপন। কাজেই জগতে যে সকল অচিন্মন্দির অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের অনুশীলন-ক্ষেত্র কিম্বা স্থূল ও সূক্ষ্মাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিরপেক্ষ চিন্মাত্রাবস্থান বা অচিন্মাত্রাবস্থানের অনুশীলন-স্থান প্রকাশিত হইয়াছেও হইতেছে, সেই সকল চেতন-বিঘাতক অথচ আপাত-দৃষ্টিতে বিবর্ত্তজ্ঞানে পরোপকারক প্রতিষ্ঠানের আকারের সঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ পার্থক্য আছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বিশ্বমানবকে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত "গৌড়ীয় মঠ" করিবার জন্যই আজ মহানগরীতে মঠমূলারম্ভ করিলেন।

আজ যে শুভ-মুহূর্ত্তে—মহাপূর্ণিমাবাসরে এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি সংস্থাপিত হইল, সেই মহাতিথির সহিত এ মহা-প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সম্পর্ক আছে। আজ শ্রীহরির পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন-দিবস। জগতের বহির্ম্মুখতায় শ্রীহরির নিদ্রিতাবস্থা লক্ষিত হয়। তাহাই নিরীশ্বর অনৈতিকবাদ, নিরীশ্বর-নীতিবাদ অথবা তাহার স্বার্থবাদ। নিরীশ্বর নীতিবাদিগণ বলেন,—

"গোসাঞির শয়ন বরিষা চারিমাস।
ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় চাক ?
নিদ্রাভঙ্গ হৈলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিবে দেশে ইথে দ্বিধা নাই॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬শ অঃ ২৭৮-২৭৯)

জগৎ এই নিরীশ্বর নীতিবাদে সমাচ্ছন্ন, কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিরোধ চেষ্টাই এখনকার স্বাভাবিক বৃত্তি। সকল দুর্ভিক্ষের মূল কারণ কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষের কথা এখনকার লোকের সহজে উপলব্ধির বিষয় হয় না। তাঁহারা প্রাকৃতিক দুর্ভিক্ষকেই প্রত্যক্ষ করেন, কিন্তু শ্রীহরি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নিত্য অস্তিত্বের কথা জানাইয়া যেন। এই সময়ে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনও লক্ষিত হয়। আজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভিত্তি এই শুভ মুহূর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিরীশ্বর নীতিবাদি-সম্প্রদায়কে জানাইতেছেন যে, ধর্ম্ম-রাজ্য—বিশ্ব পরিবর্ত্তনতার পথে পদার্পণ করিল—আজ বিশ্বাকাশে মহাযুগান্তর—অভক্ত-সমাজে মহা-বিপ্লবের ধূমকেতু উদিত হইল।

আজ শ্রীবামন-দ্বাদশী; এই পুণ্যতিথিতে বামন-বিষ্ণু ত্রিপাদ-ভূমি গ্রহণের ছলে বলির নিকট আগমন করিয়া বলির সর্ব্বস্ব—'বলি'র কায়-মনো-বাক্য বলি গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠ কাহারও পক্ষ, দু'পক্ষ কোটি কোটি মুদ্রার ভিখারী-মাত্র নহেন; সংকীর্ত্তন-সরস্বতী যাঁহার বদনে, সেই বামন-বিষ্ণুর উপাসক শ্রীগৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিগণ হরিগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম-সেবায় কায়মনোবাক্য ধর্ত্তিত করিয়াছেন, তাঁহারা জীবের সর্ব্বস্ব অর্থাৎ কায়মনোবাক্য ত্রিবিক্রমের সেবার্থ ধর্ত্তিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা বামন-বিষ্ণুর ন্যায় ভূমি-গ্রহণের ছলে বিশ্ব-মানবের সর্ব্বস্ব বিষ্ণুচরণে বলি দিবার জন্য না পাওয়া পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হন না; কারণ সর্ব্বস্ব না দিলে সর্ব্বস্ব-কৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম পাওয়া যায় না।

আজ শ্রীল জীব-গোস্বামী-প্রভুর আবির্ভাব-তিথি, এই তিথির সহিতও শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভিত্তি-সংস্থাপনের বিশেষ সম্পর্ক আছে। শ্রীরূপানুগ শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে জগতে সুদর্শনের মহা-মন্দির-ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ব্যতিরেকভাবে তিনি অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম,

জ্ঞান, যোগ, তপঃ অর্থাৎ অদ্বৈত শাঙ্করবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ, প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ প্রভৃতি অভক্তি ও ছদ্মভক্তি মতবাদ-সমূহ নিরাস করিয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন—সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত, তৎপর ও নির্ম্মল হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে হৃষীকেশের সেবা-প্রণালী-রূপ শ্রীরূপ-শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীল জীবপ্রভু চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, আর্হত, নকুলীশ-পাশুপত, শৈব, প্রত্যভিজ্ঞ, রসেশ্বর, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা, পাণিনি, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও শাঙ্কর মতবাদরূপ শূন্য উদ্ধার করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব-ভূমিকায় শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও শুদ্ধদ্বৈত দর্শনরূপ মহাস্তম্ভ-চতুষ্টয়ের উপর অভিনব শুদ্ধ-বিদ্যার মহামন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক মন্দিরের শীর্ষদেশে বিজয়-বৈজয়ন্তীসহ অভিন্ন-জ্যোতের সুদর্শনচক্র স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীগৌর-জন্ম-ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠ শ্রীল জীবপাদের সেই মহামন্দির প্রতিষ্ঠানের বিজয়-বৈজয়ন্তীর প্রতি বিশ্বমানব-লোচনের দৃষ্টি আকর্ষণ করাইবার জন্যই বিশ্বমানব-সম্মিলনী মহানগরী কলিকাতায় সেই সুদর্শনের পীঠস্থানস্বরূপ শ্রীগৌড়ীয় মঠ স্থাপন করিয়াছেন। তাহারই ভিত্তি শ্রীল জীবপ্রভুর আবির্ভাব-বাসরে শ্রীল জীব প্রভুর অভিন্ন বিগ্রহের দ্বারা সংস্থাপিত হইল। সমগ্র জীব-কুলের প্রভু শ্রীল জীবপ্রভু জীব-জগতের কল্যাণের জন্য যে যে প্রচার-প্রণালী গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রণালীও তাহাই অর্থাৎ পাষণ্ডমত-নিরসন ও শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন।

এই নামকীর্ত্তন-যজ্ঞের যজ্ঞপীঠের জন্য—পরাবিদ্যা বা ভক্তির বিনোদ সাধনের জন্য মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাসাধিকারী মহাশয় যে সেবানুকূল্য প্রদর্শন করিলেন, তাহা নিখিল বিশ্বের ধর্ম্মজগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষরে অক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। তাঁহার মহাপ্রাণতা যেদিন বাঙ্গালার লোক—ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে ভারতের লোক—বিশ্বের লোক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, সেইদিন জগতের ভাগ্যাকাশ নির্ম্মল হইতেছে জানিতে পারিব।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পরমহংস ঠাকুর কিছুক্ষণের জন্য একটী দার্শনিক বক্তৃতামুখে বলিলেন,—"আজকের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, যাবার পূর্ব্বে আমাদের একটী কথা-আলোচনা ক'রে মনে হয়। আমরা এখানে কে এলাম, কেন এ কাজ করলাম এ'টা সকলেরই জিজ্ঞাস্য হ'তে পারে। সাধারণে দেখ্‌তে পাচ্ছেন, গৌড়ীয় মঠ সংসারত্যক্ত, নৈষ্কর্ম্মবাদী সন্ন্যাসী-প্রধান স্থান ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থগণও ত্যক্ত-ভোগ ও নৈষ্কর্ম্মবাদী হ'য়ে এখানে অবস্থান করেন। নৈষ্কর্ম্মপন্থী হ'য়ে এরূপ কর্ম্মাগ্রহ কেন? সন্ন্যাসিগণ কেন আবার কাজে প্রবৃত্ত হ'লেন? আমরা কি তা'হলে বিপথে গমন করলাম? যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হচ্ছি, সে কার্য্যটা কি?

এই সমস্যার সমাধানের জন্যে—এর সার্থকতা উপলব্ধির জন্যে আজকের এ প্রতিষ্ঠান। চৈতন্যদেব বলেছেন—সমগ্র জগতের অভিনিবেশ পরিত্যাগ ক'রে এমন একটা কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, যাতে মরণ হ'বে—তা'তে জীবনব্যাপী যত্ন কর—সে সকল উদ্যম হ'তে প্রতিনিবৃত্ত হয়ো না—

"ঈহা যস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥" *

জগতের উদ্যম হ'তে নিবৃত্ত ব্যক্তিগণের আবার উদ্যম কেন? এই প্রশ্নের উত্তর 'তত্ত্বোদ্ধারক' শ্রীধরস্বামিপাদও ভাগবতের টীকায় বিষ্ণুস্বামিপাদের সর্ব্বজ্ঞসূক্তভাষ্যের বাক্য উদ্ধার ক'রে বলেছেন—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥"—মুক্তপুরুষগণও স্বেচ্ছায় (অর্থাৎ কর্ম্মজনিত নহে) নিত্য শরীর পরিগ্রহ করে ভগবানকে ভজনা করে থাকেন। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদও শ্রীনামাষ্টকে বলেছেন—

"অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥"

—হে হরিনাম! নিত্যমুক্ত মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা কচ্ছেন, আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় কচ্ছি। মুক্তপুরুষ সকল—যাঁহারা জগতে অকিঞ্চনভাবধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শপ্রদর্শন করেছেন, তাঁ'দের অন্য কোন কৃত্য নেই একমাত্র হরিকীর্ত্তন ছাড়া। হরিকীর্ত্তনই নৈষ্কর্ম্মের পরাকাষ্ঠা; সেইজন্য নৈষ্কর্ম্মবাদী নির্ভেদব্রহ্মবাদ ও তাঁহাদের অনুগত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ সম্প্রদায়ের কীর্ত্তনরূপ ভগবদনুশীলন চেষ্টা। পরমমুক্তগণই এই কীর্ত্তনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই কৃত্যেরই অনুষ্ঠানস্বরূপ আজকের প্রতিষ্ঠান। সংক্ষেপে আমার এইমাত্র বক্তব্য।"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংসঠাকুরের এই উপদেশের পর 'জয় জয়' ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল। কীর্ত্তন-সেনাগণ আবার পতাকা-হস্তে মধুর সঙ্কীর্ত্তনের সহিত উদ্দণ্ড-নৃত্য করিতে করিতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভূমিপরিক্রমা করিলেন এবং সঙ্কীর্ত্তন-কলরবে মহানগরী পূর্ণ করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ-কর্তৃক শ্রীমায়াপুর ধামে শ্রীমন্দির-ভিত্তি-সংস্থাপন

শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসবে সংকীর্তনমুখে কাঙ্গালগণকে মহাপ্রসাদ-বিতরণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-মহা-মহোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত।

আচার্য্য-অভিমান-ময়ী তটস্থা শক্তিরিয়ং যৎ জীবাখ্যা প্রকৃতিরনয়া ধার্য্যতে জগৎ।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ আসন-পরিষদ্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

প্রাপঞ্চিকতা ত্যক্ত্বা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ বাণী মুকুন্দ

'বিশ্ব' বলিয়া তাদের হয় ভ্রম।

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২০শে আশ্বিন ১৩৩৫, ৬ই অক্টোবর, ১৯২৮ | ৯ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিকব্যাপী মহা-মহোৎসব পূর্ণ হইয়াছে। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-মহা-মহোৎসব মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছেন। আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অধ্যক্ষতায় ও অক্লান্ত সেবায় এবং মঠসেবক-গণের অহোরাত্র সেবা চেষ্টার ফলে দীর্ঘকালব্যাপী মহা-মহোৎসব সর্ব্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছেন। এরূপ মহা-মহোৎ-সবের অনুষ্ঠান দ্বারা অনর্থযুক্ত জীবের যে কত উপকার সাধিত হয়, তাহা মাত্র-মঙ্গলকামী ব্যতীত অপরের ধারণার অতীত। অহোরাত্র হরিসেবার অনুশীলন, ভক্তসঙ্গেসনে সর্ব্বক্ষণ হরিকথার আলোচনা, দ্বারে দ্বারে, হরিকথা-কীর্ত্তন এবং সর্ব্বোপরি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পরমহংস-ঠাকুরের শ্রীমুখপদ্ম-নিঃসৃতা হৃদয়-কন্দর-বিদারণী ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-শ্রবণে যে কত জীবের মঙ্গল লাভ হয়, তাহা বর্ণনাতীত। উৎসবের সাধারণ বিবরণ সাময়িক পত্রে সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়াছে।

—•—

গত ১০ই সেপ্টেম্বর সোমবার শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার এক অধি-বেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী যথারীতি পরিগৃহীত হইয়াছে,—এই সভার অন্যতম-প্রচারকেন্দ্র কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের ক্রম-বর্দ্ধমান প্রচার-কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে একটী অট্টালিকা শ্রীমন্দির, নাটমন্দির বা সম্মিলনীগৃহ, দেবকখণ্ড, অতিথি-নিবাস, বেদ-বিদ্যালয় (প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরের পরবিদ্যাপীঠের অন্যতম শাখা-বিদ্যালয়), মঠগৃহ এবং প্রচার-বিভাগের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় গৃহাদি নির্ম্মাণ-জন্য তিন লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিবার ভার দেওয়া যাইতেছে। অন্যান্য প্রস্তাবগুলি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

—

গত ২২শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার এক বিশেষ অধিবেশনে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিরাট্ চতুর্থ-সংস্করণ এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের গুরুভক্তি প্রচারের আনুকূল্য-কারী আদর্শ গৃহস্থ-ভক্তবর পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় মহোদয়কে শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদস্বরূপ 'ভক্তিবিজয়' আখ্যায় বিভূষিত করা হইয়াছে। মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত সতীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয়ের সুমিষ্ট ব্যবহার, গুরু-বৈষ্ণবে অচলা শ্রদ্ধা ও ভক্তি, হরিসেবার উৎসাহ, সদাচার-পালনে একনিষ্ঠা ও সত্যপরায়ণতা আদর্শস্থানীয়। তিনি ধনাঢ্য হইলেও কেহ কোনদিন তাঁহার ধনমদ লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি যাহাতে কৃষ্ণসেবার অনুকূল হয়, এ বিষয়েই তাঁহার সর্ব্ব-প্রযত্ন। আচার্য্যাত্মিক প্রভুর কৃপায় তিনি গুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছেন, আমরা

তাঁহার আদর্শ সেবাধর্ম দেখিয়া পরম উৎসাহিত হইতেছি। বারান্তরে আমরা তাঁহার গুণাবলী বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিব।

নিজস্ব-সংবাদ-দাতা "মন্দার" পর্বত হইতে যে তড়িৎবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, মন্দার পর্বতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্করঞ্জিত ভূমিতে শ্রীগৌরপাদপীঠ সংস্থাপনের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। স্থানীয় জমিদারগণ মন্দার পর্ব্বত হইতে প্রচুরপরিমাণে উৎকৃষ্ট প্রস্তরখণ্ড গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন। সেই প্রস্তরখণ্ডেই পাদ-পীঠের বেদী ও শ্রীমন্দিরের বিভিন্ন অঙ্গ রচিত হইবে। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহাশয় স্বয়ং শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত থাকিয়া পরমোৎসাহের সহিত এই কার্য্য যাহাতে শীঘ্র অগ্রসর হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করিতেছেন। প্রবীণ পূর্ত্তকার্য্যপর্য্যবেক্ষক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র মহাশয় মন্দার পর্ব্বতে পাদপীঠের বেদিকা ও শ্রীমন্দির প্রভৃতির নির্ম্মাণকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

ডমোহর-নিবাসী জনৈক মহাপ্রাণ ভক্ত পিছলদার শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত ভূমিতে শ্রীচৈতন্যচরণচিহ্ন সংস্থাপনের ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, পিছলদার কার্য্যও ক্রমশঃ আরম্ভ হইবে। এরূপ সৎক্ষেত্রে সেবায় যাঁহাদের বদান্যতা বিস্তৃত হইতেছে, তাঁহাদের কীর্ত্তি অনন্তকাল অক্ষয় অমর হইয়া থাকিবে। এইরূপ সেবা দ্বারা যে বিশ্ব-মানবের কত উপকার সাধিত হইবে, তাহা ভক্তগণই বুঝিতে ও বুঝাইতে পারেন।

শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকরপ্রভু পরমোৎসাহের সহিত বিভিন্ন স্থানে গৌরপাদপীঠ-সংস্থাপন-সেবার আনুকূল্য-সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং গুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হইয়া বহু লোককে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার সুকৃতি অর্জ্জনে সমর্থবান করিয়া প্রকৃত বিশ্ব-বন্ধুর কার্য্য করিতেছেন। আমরা তাঁহার সেবা-চেষ্টায় পরমোৎসাহিত হইয়াছি।

"মালদহ-সমাচার" এবং মালদহের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব শ্রীযুক্ত রূপসী গোস্বামী এম, এ, বি, এল মহাশয়ের একটী কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক পত্রে শ্রীরামকেলিতে শ্রীগৌরপাদপীঠ-সংস্কার-কার্য্যের আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। মালদহ-সমাচার লিখিতেছেন,—"প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-উপলক্ষে গৌড়ীয়মঠের প্রাণস্বরূপ ভারতে সুপরিচিত পণ্ডিত, বক্তা ও ভক্ত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ মহাশয় শ্রীরামকেলি ধাম পরিক্রমা উপলক্ষে মালদহে পদার্পণ করেন। শ্রীরামকেলি-সংস্কার-সমিতির সম্পাদক মহাশয় তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে অভ্যর্থনা করেন এবং স্থানীয় গান্ধী-ধর্ম্মশালায় উক্ত গোস্বামী মহাশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। সহরে তাঁহার শিষ্যগণসহ স্থানীয় ভক্তবৃন্দ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া সহরটী ভ্রমণ করেন এবং স্থানীয় ভদ্রলোকগণের সহিত ধর্ম্মালোচনা হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের যাত্রা প্রায় সমস্ত উত্তরভারত জুড়িয়া বিভিন্নস্থানে মঠ স্থাপিত হইয়াছে এবং ইঁহারা নানাপ্রকারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাকার্য্য করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন নবদ্বীপ, কলিকাতা, পুরী, ঢাকা, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জিলার বিভিন্ন স্থান, আলালনাথ, কটক, বৃন্দাবন, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, কাশী প্রভৃতি নানা-স্থানে নানাপ্রকারে সেবাকার্য্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুর নাম প্রচার করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিতে-ছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ মহাশয় যখন শ্রীরামকেলিধামের পাদপীঠ সংস্কারে মনোযোগী হইয়াছেন, তখন অতি সত্বরেই ইঁহার সংস্কার সাধিত হইবে আশা করা যায়। উক্ত গোস্বামী মহারাজ মহাশয়কে এই উপলক্ষে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি।" পুনরায় ১০ই আশ্বিন তারিখের মালদহ-সমাচারে ও সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে,—"গৌড়ীয়মঠের তত্ত্বাবধানে কেলিকদম্বমূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ সংস্কৃত হইলে ও তাহার উপরে একটী সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মিত হইলে উহাতে সমস্ত বাঙ্গালী তথা ভারতীয় বৈষ্ণব-গণের বহুকালের একটী প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। এই উপলক্ষে আমরা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাণস্বরূপ শ্রীযুক্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি।" আমরা আশা করি, পূর্ত্তকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ-সেবায় নিযুক্ত পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বারব্ধ কার্য্যগুলি

সম্পন্ন করিয়া শীঘ্রই শ্রীরামকেলির পাদপীঠ-সংস্কার ও তদুপরি মন্দির নির্ম্মাণকার্য্যে যত শীঘ্র সম্ভব মনোনিবেশ করিবেন।

———

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ১০ম স্কন্ধ ৩৫ অধ্যায় পর্য্যন্ত ছাপা শেষ হইয়াছে, এবং সমস্ত পর্য্যন্ত সূচীপত্র প্রভৃতি মুদ্রিত হইতেছে। গ্রাহকগণ এই খণ্ডগুলি পাইতে পারেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ও অন্ত্যলীলা প্রকাশিত হইয়াছে, মধ্যলীলার কার্য্যও দ্রুতবেগে চলিতেছে। ভক্তপাঠকগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধক্রমে আরও কিছুদিন ৪৲ টাকা ভিক্ষায় চরিতামৃত বিতরিত হইবে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রাহকসংখ্যা এত অধিক হইতে চলিয়াছে যে, এবার পুস্তকসংখ্যা তৃতীয় সংস্করণ অপেক্ষা তিনগুণ অধিক মুদ্রিত হইলেও অচিরেই গ্রন্থ নিঃশেষিত হইবে অনুমিত হয়। যাঁহারা সময় থাকিতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত না হইবেন, গৌড়ীয়-গ্রন্থ-প্রকাশ কার্য্যালয় পরে আর তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। চরিতামৃতের ৩য় সংস্করণ নিঃশেষিত হইলে অনেকে অমৃত প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। অতএব সময় থাকিতে অমৃত আহরণ করা আবশ্যক।

———

প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় প্রাকৃত বস্তুতে বিবর্ত্তবুদ্ধিবিশিষ্ট বলিয়া অর্থাৎ প্রাকৃতকে 'অপ্রাকৃত' ও অপ্রাকৃতকে 'প্রাকৃত' মনে করেন বলিয়া প্রাকৃত নাম-কাচমণিতেও বিবর্ত্তবুদ্ধি দ্বারা চালিত হন। তাঁহারা অপ্রাকৃত নামচিন্তামণির অনুশীলন নিকট শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন নাই বলিয়াই 'চিন্তামণি' ও 'কাচমণির' পার্থক্য ধরিতে পারেন না। বাহ্য আকার-সৌসাদৃশ্য দেখিয়াই প্রাকৃত আভিধানিক নাম-কাচমণিকে অপ্রাকৃত 'নাম-চিন্তামণি' কল্পনা করিয়া থাকেন। ইক্ষুব্যোমজাত নাম ও পরব্যোমাবতীর্ণ "শ্রীনাম" আকার বা উচ্চারণ-সৌসাদৃশ্যে এক হইলেও পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্। স্নেহ যদি কাচমণিকে 'চিন্তামণি' বিশ্বাস করিয়া ঠগের নিকট হইতে 'কাচমণি' কিনিয়া আনে, তাহা হইলে তাহার ভাগ্যে 'চিন্তামণি' লাভ ঘটিল না। ঠগ দোকান-রাজের পাল্লায় পড়িয়া ঠকিবার সময় লোকে মেকিকে 'আসল' বলিয়াই মনে করে, মেকিকে 'আসল' বিশ্বাস করার নামই 'ঠকিয়া যাওয়া', আর ঠগের কার্য্যও মেকিকে 'আসল' বলিয়া বিশ্বাস করান। কাজেই প্রাকৃত নাম-কাচমণিকে বিশ্বাস (?) করিয়া অপ্রাকৃত নামচিন্তামণি মনে করিলেই যে বস্তুর কর্ত্তৃত্ব সত্তা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তাহা নহে। ইংরেজীতেও একটী নীতিবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়,—"All that glitters is not gold"—যত কিছু চকমক করে, সকলই সোণা নহে। নামের মত অক্ষর হইলেই যদি অপ্রাকৃত শ্রীনাম হইত, তাহা হইলে নামাপরাধের তালিকা শাস্ত্রে পাকিত না। আর মায়াবাদী, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, বৈষ্ণব-নিন্দক প্রভৃতি যে 'নামের মত দেখিতে অক্ষর' উচ্চারণ করে, তাহাও শাস্ত্রের বিচারে 'শ্রীনাম' বলিয়াই পরিগণিত হইত। কারণ শুদ্ধভক্তের উচ্চারিত শ্রীনাম ও মায়াবাদীর উচ্চারিত নামাক্ষরের বাহ্যাকার বা উচ্চারণে কোন ভেদ নাই, আর যদি ঐরূপ নামাপরাধই 'নাম' হইত, তাহা হইলে মহাপ্রভু—"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥" প্রভৃতি শিক্ষা, সম্বন্ধজ্ঞানের উপদেশ প্রভৃতিও কিছু দিতেন না বা ছোট হরিদাসকে বর্জ্জনও করিতেন না। কারণ নামাক্ষর উচ্চারণ করিলেই যখন নাম হয়, তখন ঐরূপ সম্বন্ধজ্ঞানাদি লাভ বা অসৎসঙ্গ ত্যাগের আবশ্যকতা কি? আর ব্যভিচারী, লম্পট, স্ত্রীলম্পটের উচ্চারিত অক্ষরও যখন 'নাম', তখন মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিবার আদর্শ প্রদর্শনেরই বা কি প্রয়োজন ছিল? ঠগগণ তাহাদের ঠকামী ব্যবসা চালাইবার জন্য মেকিকে কখনও 'মেকি' বলিয়া প্রচার করিতে পারে না, অপরে বলিয়া দিলেও মেকিকেই 'আসল' বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করে। নামাপরাধী, ভাগবত-ব্যবসায়ী, মন্ত্রব্যবসায়ী, শিষ্যব্যবসায়ি-সম্প্রদায়—অর্থলোভে অশ্রদ্ধধানে নামোপদেশই যাঁহাদের ব্যবসায়—'অহং মম' বুদ্ধি-হেতু আমি অমুক বংশ্য প্রভৃতি যাঁহাদের মেদ-মজ্জাগত অভিমান, তাঁহারা কি প্রকারে নামাপরাধের কথা জানিবেন বা বলিবেন? ব্যভিচারীকে যদি নীতি-বিষয়ক বক্তৃতা প্রদানের ভার দেওয়া হয় কিম্বা চোরকে যদি সাধুত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্য বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান করান হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যে নীতি ও সাধুত্বের কথা বলিবেন, তাহা ব্যভিচার-নীতি ও চৌর্য্যনীতি ব্যতীত আর কি হইবে? সেইরূপ নামাপরাধি-সম্প্রদায়ের কেহ যদি 'নাম' বা 'নামাপরাধ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, তাহা

হইলে তিনি নামাপরাধকেই 'নাম' বলিবেন, আর শাস্ত্রোক্ত নামাপরাধ কথাটী অনন্যোপায় হইয়া মুখে স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ নিজে সেই দোষে দোষী হওয়ায় নামাপরাধকে 'নাম' বলিয়া স্থাপন করিতে বাধ্য হইবেন। অতএব তাঁহাদের গলাবাজীর কোন মূল্য নাই, মূল্য কেবল আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনায়—নিজে নরকে যাওয়া, আর অপরকে সেই রাস্তা দেখাইবার চেষ্টায়।

মহামহোপাধ্যায় ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে যেরূপ ঈশ্বরপ্রভু ও মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের বিদ্বেষকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহার পক্ষে "শঙ্করাচার্য্যের চর্পট পঞ্জরিকা" পাঠ করিলে অনেকটা আমর-নিবৃত্তি হইতে পারে—

"ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে॥"

তর্করত্ন মহাশয় 'ঘটপটিয়া পাণ্ডিত্য' ও ডুকৃঞ্করণের বাহাদুরী লইয়া ব্রহ্ম-শিব-শক্তিসেবিত-চরণ সর্ব্বাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যে ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-দোষদুষ্ট জীব এবং তর্করত্ন মহাশয় অপেক্ষাও অকোবিদ ও অনভিজ্ঞ প্রমাণ করিবার জন্য "স্থবিরলগুড়পাত" ন্যায়ের বিস্তার করিয়াছেন, উহার সংশোধন কার্য্য মহাপ্রভুর বহিরঙ্গা শক্তি বিমুখ-বিমোহিনী দ্বারাই সাধন করিতেছেন ও করিবেন। তর্করত্ন মহাশয়ের যেটুকু সাহিত্যদর্পণের কথাগুলি অচিরেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের সীমা নির্দ্দেশ করিবে, সজ্জনগণ তাহা দেখিতে পাইবেন।

শ্রীল পরমহংস-ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যার পর)

মানবজাতি বল্‌ছে,—প্রত্যক্ষবাদের কথার দ্বারা যদি সময় নষ্ট করতে পারেন—সে সকল কথায় যদি ইতি দিতে পারেন—রোগি-সমাজের যদি dictation শুন্‌তে পারেন, তা' হ'লে আপনাদিগকে সাধু বল্‌ব। আমরা জনসমাজের নিকট ঐরূপ সাধু হওয়ার প্রতিষ্ঠাকে মল-মূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন ক'রে প্রকৃত চৈতন্যচরণানুচর সাধু-গণের পথ অনুসরণ করব।

গৌড়ীয়মঠের প্রচার আরম্ভ হ'লে হাইকোর্টের কয়েক জন উকিল বল্লেন, অমুক মিশনের সহিত ত আপনারা যোগদান করতে পারেন। আমরা বল্‌লাম,—ওরূপ হাজার হাজার মিশনের প্রস্তাবিত পথের সম্পূর্ণ বিপরীত হচ্ছে আমাদের পন্থা। তাঁরা বল্লেন,—তা'হলে ত আপনাদের বড় অসুবিধার কথা, আপনাদের কথায় দয়া নেই। আমি বল্লাম,—ইহা দ্বারাই একমাত্র প্রকৃত দয়া হবে, আর জগতের প্রস্তাবিত দয়া—দয়ার আপাতমনোহারিণী মূর্ত্তিগুলি দয়ার নামে প্রচ্ছন্নদুর্ত্তিমতী হিংসা—আমি এই কথা প্রমাণ করবার ভার গ্রহণ করলাম—যিনি পারেন খণ্ডন করুন। কেউ বল্লেন—Maternity home করাই মহা-প্রভুর দয়ার উদাহরণ। পাশ্চাত্য দেশের Maternity home এর অনুসরণে লোক-দেখানো গলায় মালা-দেওয়া লোক দু'পয়সা পকেটস্থ করবার জন্যে, আর দয়া করবার নাম ক'রে নিজের ব্যভিচারটা গোপনে চালাবার জন্যে ঐ সকল কারখানা খুলে লোকগুলিকে অদ্বয়জ্ঞান-দয়ানিধি চৈতন্যের দয়া বুঝতে বাধা দিল। সে রকম ধরণের কার্য্যে লোকপ্রিয়তা কেনা হ'তে পারে, কিন্তু সেরূপ আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মহাপ্রভুর অহৈতব দয়াধর্ম্মের কাছ থেকে বহুযোজন দূরে। আচার-হীনা নারীগণকে প্রসব করিয়ে রক্ষা করা—নীতিশাস্ত্রের নামে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া অনেক স্থানে মহাপ্রভুর দয়ার উদাহরণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। গৌড়ীয়মঠ বল্‌ছেন এ সকল ভণ্ডগুলিকে Indian Penal Code যে শাস্তি দিতে পারে না, তা' অপেক্ষাও অধিক শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের দণ্ডলীলায় এ শিক্ষা দিয়েছিলেন। হরিদাস ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে মহা-প্রভুর সেবার নাম ক'রে মাধবীমাতার নিকট হ'তে তণ্ডুল ভিক্ষা করেছিল। সেই হরিদাসের ওপর বিধাতার

death sentence ব্যবস্থাপিত হয়েছিল। ত্যাগীর বেশ নিয়ে পরদার হরণ করবার প্রবৃত্তি—কৌপীন নেবার প্রতিষ্ঠার সহিত গোপনে কপটতাবর্দ্ধনে পরদার হরণ করবার প্রবৃত্তি—যার, চৈতন্যদেবের দুয়ারে তা'র ধার-মানা—চৈতন্যদেব বা তাঁ'র দাসগণ তা'র মুখ-দর্শন করেন না—তা'র শাস্তি নদীতে ডুবে মরা "প্রকৃতি দর্শন কৈলে ঐছে প্রায়শ্চিত্ত"।

প্রপঞ্চের কপটতা-লাম্পট্য নষ্ট করবার জন্যে কাম-দেব শ্রীকৃষ্ণের লীলা উৎকলে প্রকাশিত। শ্রীনিবাস, শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর নাম নিয়ে যে রাইকানুর গান হচ্ছে, গৌড়ীয় মঠ তা'র বিরুদ্ধে প্রচারক, কিন্তু রাইকানুর শুদ্ধ প্রীতিতে নিত্যমঙ্গল সাধনাই মঠের প্রচার। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐরূপ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠামুগ্ধ বদ্ধ জীবকে কখনই পাপ-মুক্ত সদাশিবের পানযোগ্য কালকূট পান কর্ত্তে যেতে দিবেন না। এটা দেখতে আপাততঃ বড় নির্দ্দয়তার কার্য্য, কিন্তু গৌড়ীয় মঠ জীবকে ওরূপভাবে বঞ্চনা ক'রে বদ্ধ-জীবের রুচির অনুকূল প্রেয় জিনিষগুলি যুগিয়ে দিয়ে তা'দের প্রিয় হ'য়ে পরিণামে তা'দের ভীষণ হিংসা করবার পক্ষপাতী ন'ন। রোগীর কটূক্তি সহ্য ক'রে—রোগি-সমাজের কাছে অপ্রিয় হ'য়েও গৌড়ীয় মঠ রোগীকুলের পরিণামের মঙ্গল দেখছেন। এটা কত বড় প্রতিষ্ঠাত্যাগ—এখানে কত বড় পরোপকারপ্রবৃত্তি—বঞ্চিত মনুষ্য-সমাজ তা' বুঝ্‌বে না।

গৌড়ীয়-মঠের প্রচারের মত জগতের পারমার্থিক ইতি-হাসে এমন মহা-বিপ্লবের ইতিহাস আর ক'টা হ'য়েছে পার-মার্থিকগণ বিচার করবেন। গৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক লোক আত্মোৎসর্গ করেছেন—মানুষের কাছে যেটা প্রথমমুখে সম্পূর্ণ অভিনব—কত বড় একটা বিপ্লব, সেইরূপ কথা প্রচার করছেন। তাঁরা জগতের লাখ্ লাখ্ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের ভয়ে ভীত নহেন—তাঁ'রা লম্পটগণের কাপট্যলাম্পট্য প্রশ্রয় দেবার জন্য প্রস্তুত নহেন। জগতের অসংখ্য কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-জীবগণের দুর্ব্বুদ্ধি একজন অপ্রাকৃত—রাজ-রাজেশ্বর বিশ্বম্ভরের রাজত্ব অপহরণ করবার জন্যে যে সকল Policy devise কর্চ্ছে, সেই সকল দুর্ব্বুদ্ধিকে গৌড়ীয়মঠ মুণ্ডপাতে বলি দিতে প্রস্তুত—তাঁ'রা জগতের কাছে এক পয়সা চান না, তাঁ'রা জগৎকে পূর্ণ বস্তু—চেতন বস্তু চৈতন্যদেবকে সম্পূর্ণভাবে প্রদান করতে চান। তাঁ'রা বলেন,—যা'র কাছে যা' কিছু কৃষ্ণের সম্পত্তি পচ্ছিত আছে, সব সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণের চরণে ডালি দাও। যাঁ'রা যাঁ'রা সর্ব্বস্ব ভগবানের চরণে দিতে প্রস্তুত, গৌড়ীয় মঠ তাঁ'দিগকে ভগবৎসম্বন্ধপত্রের পূর্ণ সন্ধান দিয়ে থাকেন।

গৌড়ীয়মঠ যাওয়া যাওয়ার জন্য একটা আড্ডা নহে—ধনমুদ্রের মাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য ধর্ম-পানের দোকান খোলা গৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য নহে। ধর্ম-ধাষপ্রিয়, কৃষ্ণভক্তি বিনা ইতরকার্য্যতৎপর ব্যক্তিগণকে সত্যকথা শুনবার অবসর দিবার জন্যে—তা'দের মঙ্গল করবার জন্যে গৌড়ীয় মঠের উৎপত্তি।

কৃষ্ণের উৎকট প্রেমাকে নাকচ্ ক'রে নিজের ঘৃণিত লাম্পট্য বৃদ্ধি করবার জন্য আমরা ভগবানকে "নিরাকার" শব্দে অভিহিত করতে চাই। ভগবানের নিত্যরূপ নেই—ভগবান্ হস্তপদাদিরহিত হ'লেই আমরা রূপবান্ ও হস্ত-পদাদি সহিত হ'য়ে বেশ গুনিয়া লুটতে পারি! আর ভগবানের যদি রূপ না থাকল—চক্ষু না থাকল তা হ'লে আমরা গোপনে ব্যভিচার করি—আর যা'ই করি না কেন, ভগবান্ ত' আর তা' দেখতে পাবেন না!

আমরা মনে করি, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাগুলি কিম্বা এই দুনিয়াটা আমাদের ভোগ্য, ভগবানের ভোগ্য নহে। এই জন্য ভগবানকে নির্ব্বিশেষ করবার জন্য আমাদের আন্তরিক চেষ্টা। এক শুষ্ক ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী সকলেই ভগবানকে নির্ব্বিশেষ করতে চান। জগতের সকল লোকেরই ভগবানকে নির্ব্বিশেষ করবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা। তাঁ'রা মনে করেন, ভোগ আমরা করবো—প্রতিষ্ঠা আমরা পাবো—ভগবান্ পাবেন কেন? কিন্তু গৌড়ীয় মঠ শ্রুতির অনুসরণ ক'রে বলেন,—ভগবান্ই সব ভোগ করবেন—ভগবানেই উৎকট আসক্তি থাকবে। একটা বিচারে ও তাষায় যাকে 'লাম্পট্য' বলা যায়, আবার আর একটা বিচারে ও তাষার স্থানান্তরে তা'কেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতি বলা যেতে পারে। যখন পরা অপরা সকল সম্পদের মালিকই কৃষ্ণ, তখন তাঁ'র সম্পত্তি তিনি ভোগ করবেন। এতে অনৈতিকতা বা কিছু আপত্তি জনক লাম্পট্য থাকতে পারে না। আবার এ জগতে জীবের পক্ষে যে লাম্পট্যটা অত্যন্ত হেয়, ঘৃণিত, সেইটাই কৃষ্ণের পক্ষে অনিন্দ্য চিদ্ভাবে পরমোপাদেয় ও নিত্যরসের চমৎ-

কারিতাবর্দ্ধনকারী। আত্মবঞ্চক মূঢ় ভোগিসম্প্রদায় ও ত্যাগিসম্প্রদায়ের মাঝার কৃষ্ণের ভোগের কথা শ্রবণ করে না। ভোগিসম্প্রদায় মনে করে, নরকে যাবার জন্য ভোগ করবো ত আমরা—আমরা ঘোলা ঘোড়া চড়বো—অট্টালিকায় বাস করবো,—ভাল ভাল রূপ দেখবো—সুন্দর গন্ধ শুঁকবো—চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় আস্বাদন করবো—মধুর স্বর শুনবো—কোমল জিনিষ স্পর্শ করবো। আর ত্যাগী ও-গুলিকে বেশী দিন ভোগ করতে পারে না ব'লে, স্ত্রৈণের স্ত্রীর সঙ্গে কগড়া করার ন্যায় ভোগ্য বস্তুগুলির ওপর ক্রোধ ক'রে একটা ফল্গুত্যাগের পোষাক নিয়ে থাকে। ত্যাগী—অতৃপ্ত-আসক্ত ক্রোধী ও ভোগী মাত্র। ঔরূপ ত্যাগ ও ভোগের কথা গৌড়ীয় মঠ বলেন না। গৌড়ীয় মঠ বলেন,—কৃষ্ণই অদ্বিতীয় ভোক্তা, কৃষ্ণই ঘোলা ঘোড়া চড়বেন—কৃষ্ণই অট্টালিকায় বাস করবেন—কৃষ্ণের নয়নোৎসবের জন্য যাবতীয় রূপ—কৃষ্ণের ঘ্রাণোৎসবের জন্য যাবতীয় সুগন্ধ—কৃষ্ণের জিহ্বার লাম্পট্যের জন্যই যাবতীয় উৎকৃষ্ট ভোজ্য সামগ্রী—কৃষ্ণের যুক্তপ্রযুক্ত স্পর্শ-মহোৎসবের জন্যই যাবতীয় সুকোমল বস্তু। ইহ জগতে যা'রা পরমভোক্তা কৃষ্ণের সেবা বিস্মৃত হ'য়ে এক একটী 'ছোট খাট কৃষ্ণ' সেজে ব'সেছে, তা'দিগকে বিদ্ধ করবার জন্য মায়া রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের এক একটী টোপ ফেলেছে।

মহাপ্রভুর ভক্তগণের ত্যাগ—গৌড়ীয় মঠের ত্যাগ—ফল্গুত্যাগীর ন্যায় ত্যাগের মত নহে। কেউ বল্লেন, তিনি পাঁচ আনা ত্যাগ করেছেন—কেউ বল্লেন, ইনি দশহাত কাপড় ত্যাগ ক'রে পাঁচ হাত কাপড় পরছেন—কেউ বল্লেন, তিনি জুতো ত্যাগ করেছেন—কেউ বল্লেন তিনি খাওয়া পরিত্যাগ করেছেন, এসব ত্যাগের চেহারা ভোগীর কাছে বাহাদুরী নিতে পারে, কিন্তু মহাপ্রভুর ভক্তগণের কাছে এগুলির কপটতা ধরা পড়ে।

গৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত ধন প্রাণ ভগবানের উপলব্ধি করিয়ে দিচ্ছে। যাঁহার যে পরিমাণে উপলব্ধি, তিনি তা'তে সেই পরিমাণে সহায়তা করছেন। Stipend holder—বৃত্তং শ্রেণী—গুরু শ্রেণীর মত নিয়ে থাকা দাকা আর কতকগুলি মরণশীল মায়াধীন-স্বজন নামধারীর ব্যভিচার লাম্পট্য ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রশ্রয় দেওয়া, এই জন্য গৌড়ীয় মঠ এক কাণা কড়ি কখনও সংগ্রহ করেন না। গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফলে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহার শেষ পাই পর্য্যন্ত জগতের (ভ্রান্তিজন্য ক্লেশের) ইন্দ্রিয়-তর্পণ বন্ধ ক'রে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথায় ব্যয়িত হয়। গৌড়ীয় মঠের লোকেরা বেশী মোহনভোগ খেতে পারেন না—চা, পান, ডিম, কর্কট, রক্তমাংস, তামাক, নস্য, চুরুট, সিল্কের গেঞ্জী, ডিম প্রভৃতি পান ভোজনে রত হ'তে পারেন না—সকলপ্রকার যোগ্‌ড়া মোটা চা'ল, বিষয়ীর যাহা প্রসাদ রূপে প্রদান করেন, তাহাও অত্যুত্তম প্রসাদ সহ গ্রহণ করেন—উদয়াস্ত ভগবৎসেবার জন্য নিযুক্ত থাকেন। চৈতন্যচন্দ্র ৪৪০ বৎসর পূর্ব্বের লোক—তিনি ম'রে গেছেন এরূপ নহে—তিনি নিত্যকাল আছেন—তিনি গৌড়ীয় মঠকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করেছেন। শ্রীগৌরহরি জগতের অতিবিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ জনগণের দ্বারা মঠবাসীকে দণ্ডিত জীবের ন্যায় কেবল ব্যবহারিক দুঃখও প্রদান করেন না। তজ্জন্য বৈকবে গুরুবুদ্ধি বিচার নষ্ট না ক'রে মঠসেবকের সেবকগণ তাঁদের সেবা করেন। মূঢ়গণেরও হিংসা কর্ত্তে যেন না।

শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যার পর]

রঘুনাথের ভিক্ষা কি ?

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন গাহিয়াছেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ।
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-ধন-কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে॥"

জগতের বিষয়ি-সম্প্রদায়—বিদ্যা-ধন-কুল-রূপ-মদমত্ত বহির্ম্মুখ-সম্প্রদায় মনে করেন, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদেরই ন্যায়

অভাবগ্রস্ত—তাঁহাদেরই ন্যায় ভিখারী—উপরন্তরণের জন্য পরমুখাপেক্ষী—পরের দ্বারে অনুগ্রহপ্রার্থী। বিষয়ী, তোগী কর্ম্ম-বৈরাগ্যের বাহাদুরীটা মাত্র বোঝে, কিন্তু যুক্ত-বৈরাগ্যের মহিমা বুঝিতে পারে না। ইহারা জড়সম্ভোগবাদী, তাই বিপ্রলম্ভ-বৈরাগ্যের কথা বুঝিতে পারে না; ইহারা কামে অতৃপ্ত—জড় অভাবে প্রপীড়িত, তাই কামদেবের কামবর্দ্ধনের কামে অতৃপ্ত—স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও অপ্রাকৃত অভাবে অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ-বৈরাগ্যে ঘনচিত্ত গৌরভক্তগণের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে না। রঘুনাথ অর্থাভাবে কিম্বা অর্জ্জন-শক্তির অভাবে অথবা লোক দেখাইবার জন্য চর্ব্বণ-উপবাসের আদর্শ দেখান নাই—ইতর সাধারণের ন্যায় ষড়ৈশ্বর্য্যের তর্পণ-চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া ভিক্ষার অপেক্ষা করেন নাই, কৃষ্ণানুসন্ধানে প্রমত্ত থাকায় তাঁহার বাহ্যাপেক্ষা বিন্দুমাত্রও ছিল না, কিন্তু কৃষ্ণ-ভোগ্য তত্ত্বজ্ঞে স্বভোগ্য পুত্রবুদ্ধিকারী গোবর্দ্ধনদাস বা তাঁহার পত্নী তাহা বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, রঘুনাথ যখন ভিক্ষা করেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার অর্থাভাব। রঘুনাথের পিতার চিত্তবৃত্তি জগতের নিখিল বহির্ম্মুখ-সম্প্রদায়ে প্রতিফলিত রহিয়াছে। ঐ বহির্ম্মুখ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ মনে করেন, বৈষ্ণবগণ অভাব-পীড়িত হইয়া তাঁহাদের দ্বারে অনুগ্রহ-প্রার্থী। এই বুদ্ধিতে কেহ বৈষ্ণবগণের উপকার (?) ও অভাব-নিবারণ (?) করিবার সদাশয়তা দেখাইতে প্রস্তুত, কেহ বা তাঁহাদিগকে পরমুখাপেক্ষী সাব্যস্তের ন্যায় গৃহ-দ্বার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে প্রস্তুত। বহির্ম্মুখ-সম্প্রদায় প্রকৃত বৈরাগী ও বেষোপজীবী বৈরাগীর পার্থক্য ধরিতে পারে না; তাই বোঝে না যে, অকিঞ্চনের পরমধন কৃষ্ণের সেবক বৈষ্ণবগণের ব্যবহার-দ্রব্য অযত্নভাবে তাঁহাদের দিক্ হইতে কৃষ্ণানুসন্ধানরূপ পরানন্দ-সুখ, আর ব্যক্তিবিভাবে জগতের দিকে সকলকে বিষয়ের অনিত্যতা শিক্ষা-প্রদান এবং নিখিল বিষয় দ্বারা অতিতীব্র বিষয়-সমূদ্রের পূজার আকর্ষণ ও আবাহন। গৌবর্দ্ধনদাস বা গোবর্দ্ধন-দাসের চিত্তবৃত্তির আদর্শ বিষয়ি-সম্প্রদায় যদি বৈষ্ণব-বুদ্ধিতে রঘুনাথ বা কৃষ্ণভোগ্য-ভক্তের সেবানুকূল্য করিতেন, তাহা-হইলে উহা দ্বারা শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবার ফলস্বরূপ ভূবিষয় বিনাশ ও কৃষ্ণবিষয়ানুরক্তি লাভ হইত। কিন্তু কৃষ্ণভোগ্য বস্তুতে স্ব-ভোগ্য-পুত্রবুদ্ধি করিয়া বৈষ্ণবসেবার পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র স্বভোগ্য পুত্রের সেবা (স্বভোগ) করিব, কিম্বা বহির্ম্মুখ কপট-সম্প্রদায়ের ন্যায় বৈষ্ণব-সেবার বাহ্যাবরণের ছল লইয়া স্ত্রী-পুত্রাদির সেবা (অর্থাৎ ভোগ) করিব—এইরূপ বুদ্ধি থাকিলে মহাপ্রভু বা কৃষ্ণের তাহাতে প্রীতি হয় না। আমরা ইহার সাক্ষ্য গোবর্দ্ধনদাসের দৃষ্টান্তেই দেখিতে পাই।

শ্রীশিবানন্দ ও গোবর্দ্ধনের ভৃত্যবর্গ

গোবর্দ্ধনদাস শিবানন্দসেনের নিকট রঘুনাথের জন্য অর্থ-সহ যে সকল লোক পাঠাইয়াছিলেন, শিবানন্দসেন তাহা-দিগকে বলিলেন,—"তোমরা একাকী নীলাচলে যাইতে পারিবে না, এখন ঘরে যাও, যখন আমি গৌড়ীয় ভক্তগণকে লইয়া নীলাচলে যাইব, তোমরা সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।"

শিবানন্দ কর্ত্তৃক রঘুনাথের গুণ-বর্ণন

শিবানন্দসেন গোবর্দ্ধনের প্রেরিত লোকগণের নিকট শতমুখে রঘুনাথের গুণকীর্ত্তন করিলেন। কাঞ্চনপল্লীনিবাসী বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের প্রিয়পাত্র সুমধুর-মূর্ত্তি আচার্য্য যদুনন্দন, তাঁহারই প্রিয়শিষ্য রঘুনাথ। রঘুনাথ তাঁহার নিজজনে আমাদের সকলেরই প্রাণাধিক বস্তু। রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যের কৃপা-প্রাচুর্য্যে সতত স্নাত, স্বরূপগোস্বামীর প্রিয় ও বৈরাগ্যরাজ্যের একমাত্র নিধি। নীলাচলে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে এমন লোক নাই—যিনি স্বরূপের রঘুকে না জানেন। রঘুনাথ সর্ব্বজনের চিত্ত-তোষণ-দ্বারা কোন অনির্ব্বচনীয়া নিত্যসিদ্ধ সৌভাগ্যভূমি হইয়াছেন—যে ভূমিতে বীজবপনের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীচৈতন্যের অনুপম প্রেমতরু ফলবান্ হইয়াছে।

বিষয়ীর অর্থ

শিবানন্দের মুখে রঘুনাথের গুণ শ্রবণ করিয়া গোবর্দ্ধন-দাসের প্রেরিত লোকসকল গৃহে ফিরিয়া গেল। যখন বর্ষান্তরে শিবানন্দের নীলাচলে যাইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন শিবানন্দের নির্দ্দেশানুসারে তাহারা অর্থাদিসহ শিবানন্দের সহিত নীলাচলে চলিল। নীলাচলে পৌঁছিয়া গোবর্দ্ধনদাসের প্রেরিত ভৃত্যদ্বয় ও পাচক ব্রাহ্মণ রঘুনাথের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ রঘুনাথের হস্তে চারিশত মুদ্রা প্রদান করিবার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং অর্থ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রঘুনাথ গোবর্দ্ধন-দাসের প্রেরিত অর্থ অঙ্গীকার করিলেন না। দুইজন সেবক অর্থ লইয়া নীলাচলেই রহিল। রঘুনাথকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় রঘুনাথ নিজের জন্য কপর্দ্দক মাত্রও স্বীকার না করিয়া মহাপ্রভুকে মাসে দুইবার ভিক্ষা করাইবার

আনুকূল্যস্বরূপ মাত্র এক কড়ি অর্থাৎ আট আনা মাত্র গ্রহণ করিতে থাকিলেন। এইরূপভাবে মহাপ্রভুর সেবার জন্য প্রতিমাসে আট আনা মাত্র গ্রহণ করিয়া দুই বৎসরকাল গোবর্দ্ধনদাস প্রেরিত অর্থের কিয়দংশ হইতে মহাপ্রভুর সেবা করিলেন অর্থাৎ দুইবৎসরে মহাপ্রভুর ভিক্ষার জন্য ১২৲ বার টাকা মাত্র খরচ হইল। কিন্তু দুইবৎসর পরে রঘুনাথ মহাপ্রভুর ঐরূপ নিমন্ত্রণকার্য্যও পরিত্যাগ করিলেন।

মাসের গত হইল। রঘুনাথ আর মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন না দেখিয়া একদিন মহাপ্রভু শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'রঘুনাথ কেন আমার নিমন্ত্রণ ছাড়িয়া দিল?' স্বরূপ উত্তর করিলেন,—রঘুনাথ বোধ হয় মনে বিচার করিয়াছেন,—

"বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহার, জানি প্রভুর মন॥
মোর দ্রব্য লইতে চিত্ত না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি,—'প্রতিষ্ঠা'-মাত্র ফল॥
উপরোধে প্রভু মোর মানেন নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হইবেক মূর্খ জন॥"

ভক্ত ও ভগবানের লীলায় কত যে মহতী শিক্ষা নিহিত আছে, তাহা সেবোন্মুখ পুরুষগণই উপলব্ধি করিতে পারেন। বিষয়ী গোবর্দ্ধনদাসের প্রেরিত অর্থ নিজের জন্য গ্রহণ না করিয়া রঘুনাথ কর্ত্তৃক তাহা মহাপ্রভুর সেবার্থ গ্রহণ সাধারণ বিচারে ত্যাগের আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হয়; কিন্তু ভগবদ্ভজন-নিপুণ বৈষ্ণবগণের অসাধারণ বিচারে সেরূপ স্বার্থত্যাগেও কপটতা, অজ্ঞতিনায় বা অভিসন্ধি লুক্কায়িত আছে জানাইবার জন্যই নিত্যসিদ্ধ প্রভুবর রঘুনাথের কনিষ্ঠাধিকারীর চিত্ত-ভাবের অভিনয়-ছলে বেলসন্ধি পিতামাতার ভোগ্য ধনদ্বারা মহাপ্রভুর সেবা হইতে পারে এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট কোমলশ্রদ্ধকেও মহতী শিক্ষা দান। এই লীলাদ্বারা শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামীপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন যে, লোকাভিমানী বিষয়ীর ভোগবুদ্ধিপুষ্ট জড়দ্রব্য কখনই চিন্ময় বিষ্ণু-ভোগ্য নহে, তাহা দ্বারা গৌর-কৃষ্ণের সেবা হয় না। অহঙ্কার-বিমূঢ় ব্যক্তিগণের ভোগ্য জড়বস্তুর দ্বারা চিন্ময়ী বিষ্ণুসেবার পরিমাণ-চেষ্টা—অনর্থবর্দ্ধিনী ও চিজ্জড়-সমন্বয়মূলা জড়-প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা মাত্র। তথাপি বালিশের নিত্যমঙ্গলার্থ ভগবান্ কখনও কখনও সেরূপ দ্রব্য গ্রহণের অভিনয় করিয়া বালিশের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপাদনার্থ ঔদার্য্য-দয়া করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি অহঙ্কার-বিমূঢ়ব্যক্তির দ্রব্য কখনও গ্রহণ করেন না। শ্রীল সনাতন গোস্বামীপ্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতগ্রন্থে এই বিচারটী সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন—কৃষ্ণ স্বকীয় স্বাভাবিক ঘনানন্দাত্মকস্বরূপদ্বারা সতত সন্তুষ্ট থাকেন; কিন্তু সেই ভগবান্ ভক্তবাৎসল্যগুণে নিজ স্বভাবেরও অতিক্রম করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বতোভাবে অভাব-অপরিগৃহীত হইয়াও নিজ ভক্তজন-প্রদত্ত প্রেম-সম্পত্তি বা পূজা-পাত্রে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি ভক্তজন-প্রদত্ত ভোগ-সম্পত্তি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকেন বলিয়া অন্যজন অর্থাৎ অভক্তকৃত পূজার অপেক্ষা করেন না। কিন্তু যদি প্রশ্ন হয়, ধন ব্যয়াদিদ্বারা যাহা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা কিরূপে ব্যর্থ হইতে পারে? পূজকের ধন ব্যয়াদি ব্যর্থ হয় না। যেমন, মুখ-মণ্ডনে যেরূপ তিলকাদি ধারণ করা যায়, দর্পণে তদনুরূপই প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে; তদ্রূপ, বিষয়ী ধনব্যয়াদিদ্বারা যে ভগবানের পূজা করিতে ধাবিত হন, তাহা অধোক্ষজের ইন্দ্রিয়-তর্পণে অর্পিত না হওয়ায় এবং সেবোন্মুখবুদ্ধিসম্পন্ন বিষয়ীর কোন ঐহিক-পারত্রিক ফল-কামনায় অর্পিত হওয়ায় ভগবান্ তাহা স্বীকার করেন না, বিষয়ী প্রতিষ্ঠা বা কোনপ্রকার ঐহিক-পারত্রিক ফল লাভ করিয়া থাকেন। যদি প্রশ্ন হয়, বিষয়ীর হিতার্থ তৎপ্রদত্ত পূজা করুণাময় ভগবান্ কেন গ্রহণ করেন না? তদুত্তর এই যে, হিতাহিত-বিবেকশূন্য অবিদ্বান্‌বিষয়ী ভগবৎপূজার্থ ধনব্যয় করিয়া কোন সময় শোকার্ত্ত হইয়া থাকে, তজ্জন্যই শ্রীভগবান্ দয়াপরবশ হইয়াই যেন বিষয়ীর পূজার অপেক্ষা করেন না, প্রাকৃত ফলদানে পরিশোধ করিয়া থাকেন। অতএব বিষয়ীর ভোগ্যদ্রব্য কখনও চিন্ময়-বিষ্ণুভোগ্য নহে।

মহাপ্রভুর শিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল স্বরূপের মুখে রঘুনাথের সেবোন্মুখ-চিত্তের বিচার-প্রণালী শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে (সাধক ও আচার্য্যগণের সঙ্গ বা ব্যবহার-বিধি সম্বন্ধে) উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন,—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥

বিষয়ীর অন্ন হয় 'রাজস' নিষ্ফল।
খাতা, লোকা দুঁহার মলিন হয় মন॥"

মহাপ্রভু জানাইলেন যে, তিনি রঘুনাথের অপেক্ষায়ই এতদিন বিষয়ী গোবর্দ্ধনদাসের অর্থে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হোক্ যখন রঘুনাথ স্বয়ংই ঐরূপ চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন ভালই হইয়াছে। মহাপ্রভু রঘুনাথকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের ন্যায় অনর্থযুক্ত জীবকে জানাইলেন যে, ঈশ্বরের অযাচিতোদয়-বরাদ্দলে অনর্থযুক্ত জীবের যখন সদ্বুদ্ধির উদয় হয়, তখন সাধক কর্ম্মমিশ্রাভক্তি-চেষ্টা ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানোদ্ভাসিতা গুরু-সেবা-প্রবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকেন।

রঘুনাথের নিরপেক্ষতা

ভিক্ষার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকাও রঘুনাথের ভাল লাগিল না, তিনি কয়েকদিন পরে সিংহদ্বার পরিত্যাগ করিয়া ব্রজে গিয়া মধ্যাহ্নে মাত্র ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু গোবিন্দের নিকট রঘুনাথের ঐরূপ ব্যবহারের কথা শুনিয়া স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বরূপ! রঘুনাথ ভিক্ষার জন্য এখন কেনই বা সিংহদ্বারে অপেক্ষা করে না? তুমি কি ইহার কোন কারণ জান?' স্বরূপ কহিলেন, 'প্রভো! রঘুনাথ পরমুখাপেক্ষী হইয়া ভিক্ষার জন্য সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকাকে ভাল মনে করেন না, ইহাতে হৃদয়ে শান্তি পান না; মধ্যাহ্নকালে ব্রজে মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণ করেন।' মহাপ্রভু ইহা শুনিয়া বলিলেন, রঘুনাথ ভালই করিয়াছে; 'সিংহদ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি —বেশ্যার আচার।' পরের ইচ্ছামত তাঁহার নিকট অন্নলাভ-প্রতীক্ষা—নিরপেক্ষ বৈরাগ্য-ধর্ম্মের প্রতিকূল। বারবনিতা যেরূপ পরপুরুষের কৃপাপেক্ষায় গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া তাহাদের প্রতীক্ষা করিতে থাকে, তদ্রূপ সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান ভিক্ষা-প্রার্থিগণেরও "ইনি আসিতেছেন, ইনি দিবেন; ইনি দিয়াছেন; ইনি দিলেন না, আর একজন আসিতেছেন, ইনি দিবেন, এই যে ব্যক্তি চলিয়া গেলেন ইনি দিলেন না; অন্য আর এক ব্যক্তি আসিয়া দিবেন" —এইরূপ বিবিধ সঙ্কল্পবিকল্প করিতে হয়। মাধুকরী ভিক্ষাই ত্যক্তগৃহ বিরক্তের হরিভজনের অনুকূল। কৃষ্ণতত্ত্বানেচ্ছু ব্যক্তি যাবতীয় সঙ্কল্প-বিকল্প ও পরমুখাপেক্ষিতা হইতে মুক্ত থাকিয়া নিরন্তর কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে কৃষ্ণস্মৃতি-সুখ লাভ করিবেন।

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্তপত্র

[১]

সম্পাদক মহাশয়! আমার পরিচয় কতকটা আপনারা জানিতে পারিলেও আমার স্বরূপটী বোধ হয় আপনারা জানেন না। আমি শ্রীশ্রী ৺ ব ব র ণ কিঙ্কির চাঁদ দেবশর্ম্মা বিদ্যাবিশারদ। বঙ্কিম বাবুর গজপতি বিদ্যাবিগ্‌গজ দাদা আমারই সতীর্থ, আমরা উভয়েই এক টোলের ছাত্র। দুনিয়ার কেউ আমাদিগকে চেনেন না, কেবল "হিতবাদী"র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও সত্বাধিকারী স্বধামগত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় দীর্ঘকাল সাধনার ফলে আমার কতকটা স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি একবার তাঁর কাগজে লিখিতেছিলেন যে, মোরা নাকি—

"বিজের গরু,　　কল্পতরু
দিতে পারি যে যা' চায়।
ঘোষের দীর্ঘ ঝোঁটা,　　পুঁথি ঘাঁটা
চরণ-চাটা ব্যবসায়॥"

চারিবেদ, চৌদ্দশাস্ত্র আমার ওষ্ঠাগ্রে—পুরাণ, কোরাণ, বেদ, বাইবেল সর্ব্বত্র আমার অবাধগতি, কেবল বাকী ছিল —আপনাদের ভক্তিশাস্ত্রটা, তা আপনাদের বাড়াবাড়ির জন্য এই শিক্ষা দু'কথায় দক্ষিণে পেটের দায়ে বাধ্য হ'য়ে সেটাতেও আমাকে মনোনিবেশ করতে হয়েছে। আপনারা আমার বৈমাত্রেয় ভাই, সুতরাং আপনাদের সহিত আমার বিরোধ অস্থি-মজ্জা-জাত। আমার মাতা মহামায়াদেবীর আমিই বংশোজ্জ্বলকারী জ্যেষ্ঠপুত্র; মায়ের আরও অনেক সন্তান আছে, তা'রা আমার তুলনায় গুণ-পরিমায় অতি

নগণ্য। আপনারা আমার বিমাতা-যোগমায়াদেবীর গর্ভ-সম্ভূত, সুতরাং আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

আমি শ্রীকিকির চাঁদ দেবশর্ম্মা—কিকিরে উঠি, কিকিরে বসি, কিকিরে রটি, কিকিরে পড়ি, আবার কখনও কখনও কিকিরের খাতিরে 'মৌরীবাবা' সেজে পানা পুকুরপাড়ের বকের মত কিকিরের সন্ধানে ধ্যানাস্থিত-নেত্রে সমাধিস্থ হ'য়ে পড়ি। কখনও আমার চতুষ্পাঠীতে বসে বেদ-বেদান্ত, ন্যায়-সাংখ্য-পাতঞ্জল প্রভৃতি শাস্ত্ররাজি মন্থন ক'রে কিকির-সাধক ব্যাখ্যায় আমার মেধাবী শাস্ত্রছাত্রীর তালগাছের ন্যায় সুস্থবুদ্ধিগুলিকে খেজুরগাছের ন্যায় পুলক-কদম্বে কণ্টকিত ক'রে তুলি।

শাস্ত্র দ্বিবিধ—কঠিন ও কোমল; একপ্রকার অজ্ঞানান্ধনের অন্বিনাংসে কঠিন জ্ঞানশাস্ত্রগুলি, আর একপ্রকার কারণ-বারির তরল নির্য্যাসে আপনাদের কোমল ভক্তিশাস্ত্রগুলি পঠিত। এই উভয় শাস্ত্রের সারাংশ আবর্ত্তন ক'রে শ্রীবল্লভাদেব তত্ত্বশাস্ত্র রচনা করেছেন। ইহাই কিকিরচাঁদি ভাষায় শাক্ত-ধর্ম্মের নামকরণ। অতীত সার্দ্ধ তিনযুগে এই তত্ত্বটা কেহই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, কেবল এই কিকির চাঁদ শর্ম্মাই ইহার একমাত্র আবিষ্কার কর্ত্তা। এই প্রবন্ধ পাঠের সময় আপনার পাঠকবর্গকে মধ্যে মধ্যে পদধূলি দিতে বলিবেন।

আমি কিকির চাঁদ—তেত্রিশ কোটি দেবতা আর অনন্ত কোটি অবতার এগুলি সবই আমার শ্বশুরালুকের শ্যালা-বাড়ীর আয়ত। আমি কৃপা ক'রে এক গণ্ডুষ জল না দিলে এই ভাদ্রের তাল-পাকান রৌদ্রে কারো একটু কণ্ঠ ভিজাবার উপায় নাই। ব্রহ্মা, বরুণ হইতে আরম্ভ করিয়া আপনাদের কৃষ্ণ-বিষ্ণু পর্য্যন্ত সকলেরই আমিই একমাত্র অন্নদাতা, বিদ্যাতা পুরুষ। বামুন, কায়েত, বদ্যি হ'তে আরম্ভ করিয়া হাঁড়ী, ডোম, চণ্ডাল এমন কি সোণাগাছির কার্ত্তিক পুজা পর্য্যন্ত যিনি যে দেবতাকে একটু ফুল জল দিতে চান, আমার "খুঁতে না দিলে কোন দেবতা বা অবতারই তা' গ্রাহ্য করবেন না; এটা পুরুষানুক্রমে দেবতাদের সঙ্গে আমার কায়েমী বন্দোবস্ত আছে।

কেবল গোল বাধিয়েছেন, আপনাদের এই নিষ্কপট গৌরভক্ত-দলটা। আগে এতটা গ্রাহ্য করি নাই, কিন্তু এখন দেখিতেছি, এই দলটা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। বাড়ুক তাতেও তত আপত্তি ছিল না যদি এঁরা এঁদের গৌরপূজার ঘণ্টা নাড়িবার জন্য আমাকে আহ্বান করিতেন, তা' হলেও অন্ততঃ দক্ষিণার সিকাটার আশায় খাতিরে শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা স্বীকারে কোন আপত্তি হইত না।

আর এই নিরপেক্ষ ও নিষ্কপট গৌরভক্তগুলির একটা আশ্চর্য্য শর্ম্মা দেখিতেছি যে, ইহারা গৌর-পূজায় আমাকে ত ডাকেনই না, অধিকন্তু অন্য দেবদেবীর পূজা-পার্ব্বনটাও উঠিয়ে দেবার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছেন। বলেন কিনা যে, এক শ্রীগৌর-কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিলেই সমস্ত দেবদেবীর তৃপ্তি সাধন হয়, তাঁদের স্বতন্ত্র পূজার আর প্রয়োজন নাই। এমন কি পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধটা পর্য্যন্ত এঁরা গৌর-পূজার নৈবিদ্যি দিয়ে সারিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন। এতে আমার পুরুষানুগত ব্যবসাটা চলে কেমন করে বলুন ত! প্রাকৃত-সহজিয়া-দলের সঙ্গে—জাতিগোসাঁইদলের সঙ্গে আমাদের অনেকটা মিল হয়; কেন না, এরা আমাদের সমাজে একটু স্থান পাবার জন্য বর্ণ-ব্রাহ্মণতা থেকে—মুচি, ডোম, তেলি, কুর্ম্ম, নবশাখ, বেনের ব্রাহ্মণতা থেকে আমাদের খোসামোদ ক'রে উঠ্‌তে চাচ্ছে—আমাদেরই অনুকরণে ব্যবসার ফাঁদ ফেঁদেছে, কাজেই আমরা চোরে চোরে মাসতুত ভাই। প্রাকৃত সহজিয়া—জাতি গোস্বামী বর্ণ-ব্রাহ্মণগুলিকে আমাদের পায়ের চটিজুতা করতে পারব ব'লে, আর আপনারা নিরপেক্ষ, নিভীক, স্বতন্ত্র খাঁটি বৈষ্ণব ব'লে তাঁদের সঙ্গে আমাদের অনেকটা মিল হয়, আপনাদিগের সঙ্গে মোটেই মিলে না।

আপনারাই আমার প্রধান শত্রু। তবে সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে পংক্তি ভোজনে আহ্বান করেছিলেন, তবে তিনি শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীর সেবক শ্রীমদ্ গোবিন্দের হস্তে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন—বৈষ্ণবজ্ঞানে অস্পৃশ্যতোয় সানোড়িয়া ব্রাহ্মণের পাক করা অন্ন খেয়েছিলেন; নিত্যানন্দ উদ্ধারণ ঠাকুরের পাচিত অন্ন গ্রহণ করেছিলেন, অদ্বৈতাচার্য্য ভক্তির আচার্য্য হ'য়ে শান্তিপুরে চৈতন্যের আদেশে হরিদাসের ছোঁয়া অন্ন খেয়েছিলেন—পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র হরিদাসকে দিয়েছিলেন, কালিদাস বসুঠাকুরের ছোঁয়া আমের আঁঠি আস্বাদন ক'রে ছুড়িয়ে খেয়েছিলেন, এসব বকেয়া বুলি বাংলা কেতাবে বটতলার কোন আম কাঠের বাক্সে বস্তাবন্দী হ'য়ে কীট-কর্ত্তিত হ'তেছিল, তেবেছিলেম আপদ বরি ছেড়ে যায়।

কেবা সে সব কেতাব পড়িত আর কেবা আপনাদের শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ধর্ম্ম বুঝিত? আপনারা সেই সব অজ্ঞাতনামা পুঁথি নূতন ক'রে ছাপিয়ে ঘরে ঘরে বিলিয়ে দিচ্ছেন, গ্রামে গ্রামে গিয়ে আপনাদের মহাপ্রভুর কথা প্রচার কর্ছেন, আর দলে দলে লোক কিকির চাঁদের পৌরোহিত্য-প্রভাব অগ্রাহ্য ক'রে আপনাদের নিকপট গৌর-ভক্ত দলে ভিড়ে যাচ্ছে, বলুন ত এতে রাগ না হয় কা'র? আপনাদেরই শ্রীমদ্ভাগবতে আমাদের পূজ্যপুরুষ শুক্রাচার্য্য স্পষ্টই বলেছেন,—জীবিকার যাতিরে জ্ঞানপূর্ব্বক সত্যের অপলাপ করিলে কোন দোষই হয় না।

তাই অনেক গবেষণার পর স্থির করেছি যে, আপনাদের শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তা অস্বীকার ভিন্ন আমার একচেটে ব্যবসাটী অক্ষুণ্ণ রাখিবার আর উপায়ান্তর নাই। আপনাদের চেষ্টায় শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ-ছায়ার আশ্রয়ে সমগ্র দেশটা একাকারে পরিণত হ'তে চলেছে, আর আমাদেরই ঘরের শত্রু বিভীষণ একজন সেই একাকার যজ্ঞের ইন্ধন যুগিয়ে দিচ্ছেন। আপনারা ৩০।৪০ বছর পূর্ব্বথেকে যে ভাগবতের বুলি "স এষ গৌরঃ", যে তন্ত্রসাগরের বচন "দীক্ষাবিধানেন বিনৈব ভাষতে নৃণাং" ব'লে বেড়াচ্ছেন, আজ আমাদের কুটুম্বও সে সব কথা শুনে প্রচার কর্ত্তে আরম্ভ করেছেন। তাই সঙ্কল্প করেছি, মরণের আগে গৌর-বিদ্বেষটা যদি ছাড়িয়ে যেতে পারি, তবে অন্ততঃ আমার ভবিষ্যৎ বংশীয়দের এক মুঠো অন্নের সংস্থান ক'রে যেতে পারব। তাই শ্মশানঘাটে পা বাড়িয়ে চরিতামৃত হ'তে কিছু বিষ উদ্ঘাটন হয় কি না, সে চেষ্টায় মনোনিবেশ করেছি। আপনারা বলেন, গৌর বা গৌরভক্তের কৃপা ভিন্ন গৌর-তত্ত্ব বুঝিবার উপায় নেই, আমি কিন্তু সে পথে মোটেই যাব না, আমি আমার নিজের বিদ্যাবুদ্ধি-বিদ্যার দৌড়ে চরিতামৃতের একটা বিশুদ্ধ সংস্করণ বাহির না ক'রে ছাড়ছি না।

আমি গেয়ে বেড়াই আমি
আমার যায় যায়গায়—
আমার ব্যাখ্যা বুঝ্‌বেন শুধু
কেপাকুণ্যার মায়।

ইতি শ্রীকিকিরচাঁদ বিদ্যাবিনোদী।

[২]

পরমারাধ্য মহাশয়

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-সম্পাদক প্রভুর

শ্রীচরণারবিন্দেষু

নিত্যাবস্থিত্যাশীঃ-পূর্ব্বকমভিবন্দনম্

নিবেদন এই যে, বর্ত্তমান বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যা শ্রীশ্রীগৌড়ের মহাবদান্যবর শ্রীশ্রীগুরুদেবক যথার্থ জগদ্বন্ধু শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু ঘোষাধিকারী মহোদয়ের জীবনী-পাঠে শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর পরম প্রভাব ও কৃপাশক্তির ("মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্"।) প্রমাণের উদাহরণ এবং ততোধিক অলৌকিক মাহাত্ম্যের পরিচয় পাইলাম। সদ্‌গুরু কি প্রকারেই বা কর্ম্মকাণ্ডে জড়জীবকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করিয়া তাঁহার সুবুদ্ধি উন্মেষিত করিতে পারেন—গুরুদেব-রূপ স্পর্শমণির কৃপায় কিরূপেই বা লৌহ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে এবং গুরুদেবের সুনির্ম্মল ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া অগ্নিতুল্য হইতে পারে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইলাম। একাধারে সদ্‌গুরু ও সদ্‌গুরুসেবকের পরম গম্ভীর মহিমার্ণবের বিন্দুমাত্র শ্রীপত্রিকায় আস্বাদন করিতে পারিয়া মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তিও ক্ষণকালের জন্য সেই মহিমার্ণবতরঙ্গে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সদ্‌গুরু ও সদ্‌গুরুসেবকের মাহাত্ম্য এত আনন্দ দান করিয়াছে যে সেই আনন্দ ভাষার বর্ণনাতীত। মনে বড়ই ঔৎসুক্য হইতেছে যে, অহৈতুক-কৃপাদানকারী শ্রীশ্রীগৌড়ীয় কৃপাপূর্ব্বক এ হেন সেবা-সৌষ্ঠব-প্রাকট্যকারী, পরম করুণ, গুরুদেবতাত্মা, গুরুকৃপাবতার, পতিতপাবন শ্রীশ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুরও অলৌকিক এবং আদর্শ গুরুসেবাময় জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-দানে আমাদের ন্যায় জীবের মঙ্গলসাধন করুন। হে দয়াল সম্পাদক প্রভো! এ হেন কৃপাদান পাইতে যেন আমাদের ন্যায় অযোগ্য জীব বঞ্চিত না হয়—ইহাই শ্রীচরণে আকুল প্রার্থনা। গুরুগণের চরিত্র ও আদর্শ উপদেশবাক্য অপেক্ষাও হৃদয়ে অধিকতর বলসঞ্চার করে। তাই গুরুদেবতাত্মার চরিত্র শ্রীগৌড়ীয়ে প্রচারিত হইয়া মাদৃশ অজ্ঞজনের নেত্র উন্মেষিত এবং সুজনগণের চিত্ত

বিনোদন করুক। হে অন্তর্য্যামিন্! গৌড়ীয়দাসাভাসের এই বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আজ্ঞা হউক্।

শ্রীশ্রীচরণরেণু-কৃপাপ্রার্থী অধোক্ষজ দাস

শ্রীবাবুলাল রায়

মধুপুর, সাঁওতাল পরগণা।

গৌড়ীয় গ্রাহক নং ১১২১

সম্পাদকীয়

ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—"নিতাই-চরণ সত্য, নিতাই সেবক নিত্য, নিতাই-পদ সদা কর আশ।" নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকগণ সত্য ও নিত্য বস্তু। বিদ্যা-ধন-কুলরূপ-মদে মত্ত থাকা পর্য্যন্ত আমরা গুরু ও বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য, তাঁহাদের অনন্ত গুণোরাশি ও চরিত্র মৎসরতাবশতঃ সহ্য করিতে পারি না। আপনার ন্যায় দৈন্য-মূর্ত্তি পরমভাগবতের যাহাতে আনন্দ হয়, মৎসরকুলের তাহাতেই আমার তীব্র হইতে তীব্রতর যাতনা বোধ হয়। যাঁহারা সত্যকথা শুনিতে চাহেন, আপনার ন্যায় যাঁহারা সত্য-পিপাসু হইয়া সদ্গুরুর পাদপদ্মসেবানুসন্ধান-পিপাসী, তাঁহারা সদ্গুরু ও সদ্গুরু-সেবকগণের মহিমা শ্রবণে পরিতৃপ্ত হন, কিন্তু সত্য-বিমুখ, অপস্বার্থপর লোক বিবর্ত্তবুদ্ধিক্রমে অথবা মৎসরতাক্রমে সত্যকে 'অসত্য' বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারা সাধুগণের মহিমা শ্রবণ করিতে ক্লেশবোধ করে, বৈষ্ণব-রাজ-কীর্ত্তনকে জড়প্রতিষ্ঠাশারপণ-শৌকরীবিষ্ঠাভোজী তাহাদেরই ন্যায় আত্ম-শ্লাঘা জ্ঞান করে, ইহা তাহাদের দুর্দ্দৈব। ভগবদিচ্ছা হইলে আপনার অনুরোধ ক্রমে ক্রমে রক্ষিত হইতে পারিবে। আমরাও সেদিন গুরুসেবতাত্মার চরিত্র বর্ণনা করিয়া আমাদের ঘৃণিত জীবনে সেবা-সমুদ্রের একবিন্দু স্পর্শ করিবার অধিকার পাইব। (গৌঃ সঃ)

"দান" নহে "স্বার্থ"

আমাকে অনেকেই বলিতেছেন,—"জগবন্ধু মহাশয়! আপনি একটা মহৎকার্য্য করিয়াছেন; গৌড়ীয় মঠের জন্য অনেকগুলি টাকা দান করিয়াছেন।"

যাঁহারা আমাকে এইরূপ বলেন, তাঁহাদের ধারণার সহিত আমি একমত হইতে পারি না, কারণ আমি কি দান করিব? কাহার জিনিষ দান করিব? আমার ত' দান করিবার কিছুই নাই। আমাদের দেহ মন বর্ত্তমান থাকিতে নিঃস্বার্থে দান করা যায় না, এই কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ স্বার্থ রহিয়াছে।

পিতা যদি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে কোষাধ্যক্ষ করিয়া তাহার নিকট নিজ অর্থ গচ্ছিত রাখেন, আর পূজ্যপাদ পিতৃদেবের অনুক্ষণ সেবাতৎপর অন্যান্য পুত্রগণ যদি পিতার নাম প্রচার, পিতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানে তৎপর হন, তখন যদি কনিষ্ঠ পুত্র পিতার গচ্ছিত অর্থগুলি পিতার নামপ্রচারের জন্য পূজনীয় ভ্রাতৃবর্গের হস্তে প্রদান করে, তাহা হইলে কি উহাকে 'দান' বা 'ত্যাগ' বলা যায়? গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজা কি দানের উদাহরণ? পিতার গচ্ছিত অর্থ পিতৃকার্য্যে নিয়োগ না করাই যে চৌর্য্যবৃত্তি।

আমার পরম পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ সতীর্থ ভ্রাতৃগণ, জগৎ-পিতা বিশ্বম্ভরের মনোভীষ্ট-প্রচারক শ্রীশ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে বিশ্বম্ভরের নাম বিশ্বময় প্রচার করিবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা গুরুগৌরাঙ্গের চরণে কায়মনোবাক্য-দানরূপ ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময় আমি যদি আমার পিতার গচ্ছিত ধন আংশিক-ভাবে পিতৃকার্য্যার্থ প্রদান করিয়াই আপনাকে 'দাতা' মনে করি, তাহা হইলে কি পিতার গচ্ছিত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার দুর্ব্বুদ্ধিই মানবোচিত কার্য্য? আমি কবে আমার পূজনীয় সতীর্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের ন্যায় গুরু-গৌরাঙ্গের চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার বল পাইব? যতদিন না আমি পিতৃধনের সর্ব্বস্ব পিতৃকার্য্যে—পিতৃশ্রাদ্ধে প্রদান করিতে পারিতেছি, ততদিন ত আমার পরম-স্বার্থ-লাভে ন্যূনতা রহিয়া গেল।

বাহিরের লোক আমার যে কার্য্যকে 'দান' মনে

করিতেছেন, তাহাতে যে আমার পরম স্বার্থ রহিয়াছে। আমরা প্রকৃত স্বার্থ চিনি না, অসত্যার্থকে 'স্বার্থ' জ্ঞান করি। স্বার্থপতি একমাত্র কৃষ্ণ; 'স্ব' শব্দে আত্মা, জ্ঞাতি, ধন বা স্বকীয়। 'অর্থ' শব্দে—প্রয়োজন। আত্মার প্রয়োজন চাহিলে আমরা দেহ-মনের ভোগের জন্য কৃষ্ণের সম্পত্তি কখনও আত্মসাৎ করিতে পারি না, কৃষ্ণের কনকের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করি; ইহারই নাম স্বার্থ।

যদি জ্ঞাতি, পুত্র বা বন্ধু-বান্ধবের প্রকৃত প্রয়োজন চাই, তাহাহইলেও কৃষ্ণের অর্থ কৃষ্ণের নাম-প্রচারে ব্যয়িত হইলেই আমার বিশ্ব-জ্ঞাতিবর্গের—বিশ্ব-বান্ধবগণের প্রকৃত প্রয়োজন প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ তাঁহাদের আত্মার মঙ্গল হয়—সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজ প্রয়োজনও লাভ হয়।

আর যদি 'স্ব' অর্থে ধন করিয়া ধনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করিতে চাই, তাহা হইলেও মহাজনের উপদেশ শুনিয়াছি,—

"তোমার কনক,　　তোমের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব ॥"

আর যদি 'স্ব' অর্থে 'স্বকীয়' করিয়া স্বার্থ অর্থাৎ নিজ-প্রয়োজন খুঁজি, তাহা হইলেও কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনে সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ হয়, শ্রবণ করিয়াছি। শ্রীগৌড়ীয় মঠ এই কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন আচরণ করিয়া প্রচার করিতেছেন। গুরুদেব কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন-বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ। কাজেই বাহিরের লোকে যাহাকে 'দান' মনে করিতেছেন, আমার পক্ষে তাহা 'দান' নহে, 'পরম স্বার্থ'। সকলে মিলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন আমার অপস্বার্থগুলি ছাড়িয়া দিয়া নিকপটে এরূপ 'পরম স্বার্থ' গুরু-কৃপাবলে বরণ করিয়া লইতে পারি।

বিনীত—
বৈষ্ণবদাসানুদাসাভাস
জে, সি, দত্ত

[বৈষ্ণমূর্ত্তি, সুবুদ্ধিমান, মহাপ্রাণ জগবন্ধু বৈষ্ণমুখে যে সত্যসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের আর কি বলিবার আছে? আমাদের এইরূপ সুবুদ্ধি হোক্। গৌঃ সঃ]

মহোৎসব-প্রসঙ্গ

গত ৩১শে ভাদ্র ১৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসব-উপলক্ষে তৃতীয় মহা-নগরসঙ্কীর্তন বহির্গত হয়। পূর্ব্ব দুই দিবসের ন্যায় তৃতীয় দিবসেও ওঁবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সঙ্কীর্তন-সেনাপতিরূপে মহানগরী পরিভ্রমণ করেন। সেইদিন মহা-নগরসঙ্কীর্তন হাল্‌সীবাগান, আপার সার্কুলার রোড, বিডনষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, বটনবৈষ্ণব পার্ডেন ষ্ট্রীট, দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, বলরামহাটা ষ্ট্রীট, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, চিৎপুর রোড, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, মাণিকতলা স্পার প্রভৃতি স্থান হইয়া পুনরায় রাত্রি ৭৯০ ঘটিকার সময় মঠে প্রত্যাবৃত্ত হয়। শান্তিরক্ষার জন্য মহামান্য সরকার বাহাদুর অশ্বারোহী, বহু পদাতিক ও শেতাঙ্গ শান্তিরক্ষকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহামান্য সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক নগরে নগরে নিরুদ্বেগে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-প্রচারে সহায়তা বিশেষ প্রশংসনীয়।

সঙ্কীর্তন বহির্গত হইবার প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে ভারতীয় দর্শন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের কথা শ্রবণ করিবার জন্য দর্শন-শাস্ত্রের ডাক্তার এইচ, ভন্, বি, মোরেনো, এম, এল, সি, প্রেসিডেন্ট এ, আই, সি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। ডাঃ মোরেনো সাহেব দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী, বিচারক ও সংস্কৃতজ্ঞ। তাঁহার নিকট শ্রীল প্রভুপাদ ইংরাজী ভাষায় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ভারতীয় যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলে অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তের সর্ব্বোত্তমত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ডাঃ মোরেনো শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়া বিশেষ মুগ্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত হন। ডাঃ মোরেনো বলেন যে, তাঁহাদের পাশ্চাত্যদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা অধিকাংশ লোকেই জানেন না; যাঁহারা জানেন, তাঁহারা মনে করেন, —শ্রীচৈতন্য একজন ভাবপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন, 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিয়া পাগলামি করিতেন। মহাপ্রভুর

প্রচারের মধ্যে যে সর্ব্বোচ্চ ধার্শনিক ভিত্তি রহিয়াছে, তাহা তিনি প্রভুপাদের শ্রীমুখে এবং 'তারমণ্ডিষ্ট পত্রিকা' হইতেই প্রথম জানিয়াছেন। বিশেষতঃ ভারতে অবস্থানকালে তিনি যে সকল বৈষ্ণব বা ধার্শনিক পণ্ডিতের পরিচয় পাইয়াছেন, তাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্প্রদায়ের, অন্ততঃ নৈতিক-সমাজের ও ধর্ম্মবিশেষ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়, কপটতা, লোক-ঠকান প্রবৃত্তিই তথাকথিত বৈষ্ণবসমাজে দৃষ্ট হয়; সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় মহাপুরুষের দ্বারা যাহাতে পাশ্চাত্যদেশে মহাপ্রভুর কথা প্রচারিত হয়, তাহাই একান্ত প্রার্থনীয়। ডাঃ মোরেনো সাহেব প্রভুপাদের শ্রীমুখে বৈষ্ণবদর্শনের কথা আরও শ্রবণ করিবার জন্য পুনরায় গৌড়ীয় মঠে আগমন করিবেন, বলিয়া গিয়াছেন।

গত ৬ই আশ্বিন ২২শে সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপ্রভুর আবির্ভাব-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ মহা-মহোৎসব ও বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে শত শত ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা-প্রবাসী ও নিবাসী সহস্র সহস্র গণ্যমান্য সম্ভ্রান্তব্যক্তি সেই দিনের অধিবেশনে যোগদান করিয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীরাধা-গোবিন্দতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে। উপস্থিত বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমরা কয়েকজনের নামোল্লেখ করিতেছি, রায়সাহেব তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, রায়সাহেব বিনোদবিহারী সাধু বাহাদুর এ, সি, বসু; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ভাইস্ প্রিন্সিপাল রিপণ কলেজ, শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী মল্লিক এডভোকেট, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল এডভোকেট, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার দত্ত এডভোকেট, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু এডভোকেট, ডাঃ পি, আর, ঘোষ, এম, এ; শ্রীযুক্ত-সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বহুমতীর সত্বাধিকারী মহোদয়, জমিদার ও ব্যাঙ্কার শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, দেওয়ান বাহাদুর অমিতরঞ্জন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কালিদাস আঢ্য, শ্রীযুক্ত বামা-চরণ আঢ্য, ডাঃ দয়ারঞ্জন সেন, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী জমিদার বালিয়াটী, রাজা নাবায়ণ দাস বর্ম্মণ, অধ্যাপক ভোরাল, বিলাস রায়জী ডালমিয়া, ফিসনর্ডাব বকাল, ডাঃ টি, কে, ঘোষ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র, জমিদার গোপাল-হরিঘোষ চৌধুরী, জমিদার সতীশচন্দ্র বসু, পণ্ডিত নবদ্বীপ কাব্যতীর্থ বিদ্যা-সাগর বি, এ, অধ্যাপক সাম্যাল এম, এ, শ্রীরতিকান্ত ভট্টাচার্য্য পঞ্চতীর্থ প্রভৃতি অসংখ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সহস্র সহস্র সমবেত ব্যক্তিমাত্রকেই চতুর্ব্বিধ প্রসাদসমন্বিত প্রচুর মহাপ্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হইয়া-ছিল। মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিদণ্ডি শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে মঠের সেবকগণ অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল-রূপে স্বেচ্ছা-সেবকের কার্য্য করিয়াছিলেন। সম্ভ্রান্ত মহিলা-গণের জন্য পৃথক্ বন্দোবস্ত ছিল; সকলেই নিরুদ্বেগে হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া ভক্তি-সুখী-সুকৃতি অর্জ্জনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-মহা-মহোৎসব

গত ১১ই আশ্বিন ২৭শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার গৌর-অয়োদশী তিথিতে বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-উৎসব-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে মহোৎসবের পর্ব্ব আরম্ভ হয়। উষঃকালে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরি-ধারীর মঙ্গলারাত্রিকের ঐকতান-মাধুরী বিশ্ব-মানবের জড়তা ও মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিগন্তকম্পিত প্রতিধ্বনি-পরম্পরায় বিশ্বের সর্ব্বত্র এক নূতন স্পন্দন বিস্তার করিতে থাকে। সেই স্পন্দনের সহিত অরুণোদয়-সঙ্কীর্ত্তনের মহা-কলরব মিশ্রিত ও উদয়াচলে বালার্কের প্রতিষ্ঠা ভূতলে প্রচারিত হইতে থাকিলে মানব-হৃদয়ে চেতনের বৃত্তিতে এক অজানা আনন্দোচ্ছ্বাসের নবপ্রভাতের সূচনা করিল। আনন্দলীলাময়-বিগ্রহ ঔদার্য্য-দয়ানিধি গৌরসুন্দরের ভক্তিবিনোদা অমন্দোদয়-দয়ার পরিচয় নিত্যস্বরূপী-বিধৌত অমলহৃদয়ে স্ফুরিত হইতে থাকিল। মহাভগীরথ-ভক্তিবিনোদের আনীত ভক্তিভাগীরথী-প্লাবন অমৃত-প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া যে ত্রিলোকপাবনী-

কীর্ত্তি-পারিজাত-সৌরভ বিস্তার করিয়াছে, সেই সৌরভ-বিহ্বল হইয়া সজ্জনগণ ভক্তিবিনোদের জয়-গীতি গাহিতে গাহিতে গৌরাঙ্গরূপী রাধাকৃষ্ণের সেবায় প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। অহো! কবি গাহিয়াছেন,—

"(যদি) গৌরাঙ্গ না হ'ত, কেমন হইত,
কেমনে ধরিতাম দে'।
(আজ) রাধার মহিমা, প্রেমরস-সীমা,
জগতে জানাইত কে ?"

আজ সেইরূপ সজ্জনগণও গাহিবেন,—

"(ভক্তি) বিনোদ না হ'ত, (আজ) কেমন হইত,
কেমনে বুঝিতাম এ।
গৌরার মহিমা, বিপ্রলম্ভ সীমা,
এ যুগে জানাইত কে ?"

তাই,—

"আও শুন শুন, তাঁর মহাগুণ,
সরল করিয়া মন।
গৌরাঙ্গের দান, শুদ্ধভক্তি-দান,
(পুনঃ) আনিল যে গৌরজন।

"প্রেমরস-সীমা রাধার মহিমা", "মধুরবৃন্দাবন-বিপিন-মহা-মাধুরী", "ধরণের ভাবের ভকতি" বিবর্ত্তবুদ্ধিক্রমে দূষিত ও পৃথাণ-শুষ্ক দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। অপ্রাকৃত কামরস-সাগরের নামে প্রাকৃত কাম মায়া-সীতার ন্যায় রাবণের চিত্তভাব বিশিষ্ট প্রকৃতিজনকে ছলনা করিতেছিল—বিশ্ব-মানব বঞ্চিত হইতেছিল—অপরাধে মজিতেছিল। গৌরকৃষ্ণের মহামরকত-শীলা-মণি শাখামৃগের হস্তের ক্রীড়নকরূপে অবিজ্ঞৎকর লোষ্ট্রের ন্যায় অযোগ্য-স্থানে নিক্ষিপ্ত অথবা শাখামৃগের ভোগ্য বদরীফলের ন্যায় ভোগ্যবস্তুরূপে গণিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আজ যদি ভক্তিবিনোদ প্রভু না আসিতেন, তাহা হইলে কি এই কলি-কলুষময়—এই বিবাদময়—এই পচা, দূষিত, অপরার্থ-পঙ্কিল কলির রাজ্যে কোন সজ্জনের বাস করিবার মত স্থান ছিল ? একদিকে নিরীশ্বর অনৈতিকবাদ ও নিরীশ্বর নীতিবাদ বা নাস্তিকতা, অপরদিকে ভক্তির নামে 'অজ্ঞাভিলাষ' ও কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধির বামামূর্ত্তি সকলকে কোমল-পুষ্পাস্তরণাচ্ছাদিত অন্ধতমে প্রলোভনের পথ দেখাইতেছিল। বিশ্বের সকল সঙ্কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ, নিরীশ্বরতার আর্ত্তনাদ, অজ্ঞাভিলাষিতা-সংস্কারক-ব্যাধি-রাক্ষসীর ভীষণা-দপি ভীষণ প্রকোপ, কপটতা-দাবাগ্নির লেলিহান জিহ্বা, বিদ্যা-ধন-কুল-রূপমদের পঙ্কিল-প্লাবন বিশ্বমানবকে যে প্রলয়ের পথে ধাবিত করাইয়াছিল ও করাইতেছিল, মহা-ভগীরথ ভক্তিবিনোদ ব্রহ্ম-মায়াগৌড়ীয়-গোমুখ হইতে শুদ্ধ-ভক্তি-গঙ্গার এক অভিমর্ত্য ধারা প্রবাহিত করাইয়া যে বৃন্দাবনের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, সেই বীজ আজ বিস্তীর্ণশাখ মহামরকত-বল্লীকরে পল্লবিত, পুষ্পিত ও বিগন্ধ প্রসারিত হইতেছে।

এই যুগাচার্য্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-তিথির নীরাজন-সেবা সঙ্কীর্ত্তন-সরস্বতীর সহযোগে গৌড়ীয়গণের আনুগত্যে বিশ্বমানবের কর্ত্তব্য। ইহা যতদিন উপলব্ধির বিষয় না হইবে, ততদিন অচৈতন্য-বিশ্বে চৈতন্যের সরকার—বিশ্ব-প্রতীকে প্রকৃত প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নাই জানিতে হইবে। বিশ্ব-মানব আজ জাগিয়া উঠুক জড়তার মোহ-নিদ্রা, নিরীশ্বর নীতিবাদের অলস-স্বপ্ন, প্রস্তাবিত স্বাধীনতা-মুক্তির রঙিন নেশা আজ টুটিয়া যাউক্, বিশ্বে চেতনসত্তার মহা-জাতীয় পতাকা উড্ডীন হউক, সেই পতাকা-হস্তে বিশ্ব-মানব স্বাধীনতার মহামন্ত্র তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সেবা-স্বাধীনতাকে বরণ করিয়া লউক্। বিশ্বমানব বুঝুক,—চৈতন্যের সেবাই স্বাধীনতা—বিশ্বমানব উপলব্ধি করুক,—চৈতন্যের কৃপাই ভক্তিবিনোদ বন্যা, আর সঙ্কীর্ত্তন-সরস্বতীই মহা-স্বাধীনতার মহামন্ত্র।

এস ভাই, এস সকলে আমরা দেহ ও মনোধর্ম্মের—চৈতন্যের বিশ্বরূপের অন্তর্গত খণ্ড দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্কীর্ণ জাতীয় পতাকা কিছুকালের জন্য গুটাইয়া রাখিয়া—সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ফেলিয়া দিয়া শ্রীচৈতন্যের—বিশ্বম্ভরের স্বকীয়-রূপের অখণ্ড দেশ-কাল-পাত্রের বিশ্বব্যাপিনী মহাজাতীয়-পতাকা সঙ্কীর্ত্তন-সরস্বতীর সহযোগে হস্তে ধারণপূর্ব্বক নামে-প্রেমে, আলোকে-পুলকে, অমৃতে-জাগরণে, সাম্যে-স্বাধীনতার মহা-মহিমান্বিত হইয়া উঠি—বিশ্বে আবার মহাশান্তির মহাপ্লাবন প্রবাহিত হউক—কাব্যের কথায় নয়—ভাষার উচ্ছ্বাসে নয়—ভাবপ্রবণতার ক্ষণিক উত্তেজনায় নয়—আষাঢ়ে গল্পের অলীকতায় নয়—বাস্তব সত্যে—বাস্তব সত্তায়—বাস্তব প্রত্যক্ষে—বাস্তব প্রতীতিতে—নিত্য, অখণ্ড, অন্বয় জ্ঞানে—আনন্দে—প্রেমে—ঔদার্য্যে—মাধুর্য্যে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-মহাবদান্যোৎসবের দিবস শ্রীগৌড়ীয় মঠের বহিঃপ্রাঙ্গণে এক মহামণ্ডপ রচিত হইয়াছিল, শ্রীগৌড়ীয়মঠ-নামাঙ্কিত রক্তবস্ত্র, পতাকা ও বৈদ্যুতিক আলোক-মালায় তাহা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। মণ্ডপের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কারুকার্য্য-খচিত নীলবস্ত্র দ্বারা একটী উচ্চ কাষ্ঠবেদিকা ও আসন-মণ্ডিত উপবেশন-পীঠ এবং তদুভয়পার্শ্বে শত শত সুদৃশ্য উচ্চ কাষ্ঠাসন, মধ্যে সকলের গমনাগমনের জন্য একটী সরণি, তৎপরে আবার শত শত কাষ্ঠাসন সজ্জনগণের উপবেশন-পীঠরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। দক্ষিণপার্শ্বে কয়েকটী বিস্তৃত ও উচ্চ কাষ্ঠবেদিকার উপরে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রকাশিত যাবতীয় ভক্তিগ্রন্থাবলী, আচার্য্যগণের চিত্রপট, সাময়িক-পত্রিকা প্রভৃতি স্তরে স্তরে সুসজ্জিত ছিল। মহামহিম সরকার-বাহাদুরের নির্দ্দিষ্ট শান্তিরক্ষক এবং মঠস্থ স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সেবা-কার্য্যে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পরমহংস ঠাকুর মহাবদান্যবর্য্য কাষ্ঠ-বেদিকার সম্মুখে আসন পরিগ্রহ করিয়া প্রাতঃকাল ছয় ঘটিকা হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত সকলের কর্ণাধারে অনর্গল অবিশ্রাম হরিকথা-পীযূষ-প্রবাহিণী ঢালিতেছিলেন। যখন মধ্যে মধ্যে উল্লাসভরে হরিকথা-কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাভাবোদয় হইয়া উঠিতেছিলেন, সঙ্কীর্ত্তন-সম্রাজ্ঞীর মুখপদ্ম ও শ্রীঅঙ্গ যখন মহা-জ্যোতির্ম্ময় রক্তিম-চিদাভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছে যে গোলোক হইতে ভূলোকে মহা-সঙ্কীর্ত্তন-সরস্বতীর চেতনময় মূর্ত্ত-বিগ্রহ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন? সেই সঙ্কীর্ত্তন-বিলসিত শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে কাহার না হৃদয়ে শ্রদ্ধা-বিজলী সঞ্চারিত হইয়া তাহা দেহে ব্যাপ্ত হইয়াছিল? এমন কোন্ পাষণ্ড অভিমানী ছিল—যাহার মস্তক সেই পাদপদ্মে বিলুণ্ঠিত না হইয়াছিল? সেই চেতনময়ী সিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণে কাহার না হৃদয়ের কলুষ-বিষয় পলায়িত, দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-বুদ্ধি বিতাড়িত, সংসার-দাবানল নির্ব্বাপিত, পরমসত্যের কণ্টকিত পথ চিদালোক-ভক্তমালায় প্রোদ্ভাসিত, কপটতা-কলিনীর বিষম অন্তর্জ্বালা আলোকে উদ্ভাসিত এবং বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তনের প্রভায় চেতন-বৃত্তি পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল? সহস্র সহস্র সজ্জন, পণ্ডিত, জ্ঞানী, ধনী, মানী জিজ্ঞাসু হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা-পীযূষ পান করিতেছিলেন, কেহ বা হরিকথা শ্রবণে প্রথম-মুখে উদাসীন থাকিলেও সেই শত ধারে প্রবাহিত চেতনময়ী অমৃত-বাণীকণের আস্বাদ পাইয়া উত্তরোত্তর পান-পিপাসু হইয়া পড়িতেছিলেন। এদিকে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে মৃদঙ্গ-করতাল-সহযোগে অবিশ্রান্ত সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, স্থানে স্থানে ত্রিদণ্ডি গোস্বামি-গণ, ভক্তগণ বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান ও হরিকথা-কীর্ত্তন করিতেছিলেন, ব্রহ্মচারিগণ সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। প্রাতঃকাল ৭॥ ঘটিকা হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত অসংখ্য লোক পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মহাপ্রসাদসম্মানার্থ শ্রীমঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছিলেন, অসংখ্য লোক প্রসাদ-সেবন পূর্ব্বক প্রসাদ-পাত্র লইয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন; রাজপথে বহুদূরব্যাপী শত শত অশ্বযান, বৈদ্যুতিক যান প্রভৃতি শোভা পাইতেছিল। বহু ভদ্রমহিলা সঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণ ও প্রসাদ সেবনার্থ আগমন করিয়াছিলেন, অসংখ্য দীন-দরিদ্র কাঙ্গাল ত্রিদণ্ডি গোস্বামি-গণের শ্রীমুখোচ্চারিত শ্রীনামের অনুকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রসাদ সম্মান করিতেছিল; চতুর্দ্দিকে জয় জয়-কলরব, আনন্দ-ধ্বনি, 'আরো দাও', 'আরো দাও', 'মহাপ্রসাদ' 'মহাপ্রসাদ', 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ', 'গৌর' 'গৌর', 'নিতাই' 'নিতাই', 'ভক্তিবিনোদ' 'ভক্তিবিনোদ' প্রভৃতি তুমুলরব এক মহা ঐক্যতানের আবিষ্কার করিয়াছিল। আচার্য্যাত্মজ শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অধ্যক্ষতায় ও অক্লান্ত সেবা-চেষ্টায় এবং নিকপট মঠসেবকগণের আন্তরিক সেবা-ফলে শ্রীভক্তিবিনোদ আবির্ভাব-মহামহোৎসব সর্ব্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। জয় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর জয়! জয় বিশ্বপ্রচার-প্রমোদ ভক্তিবিনোদ প্রভুর জয়! জয় নিখিল বৈষ্ণবমণ্ডলীর জয়!

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়া

৭ম বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৭শে আশ্বিন, ১৩৩৫, ১৩ই অক্টোবর, ১৯২৮ | ১০ম সংখ্যা

সাময়িকী

হে বিশ্বমানব! ঐ শ্রুতি-মাতার বাণী কি তোমরা শুনিয়াছ?—"শৃণ্বন্তি বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" তোমরা যে অমৃতের পুত্র—আনন্দ তোমাদের নিজস্ব সম্পত্তি। তোমাদের ঘরের ধন ঘরে-ফেলিয়া কোথায় আনন্দের সন্ধানে ছুটিতেছ? স্বীয়নাভিগন্ধে মুগ্ধ হইয়া মৃগ যেরূপ অন্যত্র গন্ধ আহরণে ছুটিয়া বেড়ায়, কিন্তু নিজস্ব-সম্পত্তির সন্ধান পায় না, বিচারপরায়ণ মানব, তোমারও কি সে রূপ পশুর ন্যায় অন্ধ হওয়া ভাল? তুমি তোমার অন্তরতম অন্তরের দ্বার খুলিয়া দাও—অন্তরের দিকে তাকাও—অন্তর আর অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত করিয়া রাখিও না; বাস্তব আনন্দে হৃদয়কে নন্দিত কর। বিশ্বমানবের প্রতি হৃদয় বিশ্বম্ভরের রাসস্থলী হউক—শ্রীবাস-অঙ্গন হউক—দেখিবে, শোক থাকিবে না—মৃত, 'অমৃত' হইবে—ভক্তিসুধাহরা সুধা-মন্দাকিনী প্রবাহিত হইবে।

হে বিশ্বমানব! তোমাদের প্রতি হৃদয় যোগ-মায়া-পুরের শ্রীবাস-অঙ্গন হইয়া উঠুক—সংকীর্ত্তনপিতার সংকীর্ত্তন-আনন্দোৎসবের মহানিকেতন হউক—মহা-মিলনের মহামন্ত্রে মহাভাবস্বরূপিণী বিশ্বমোহন-মনোমোহিনীর আগমনী-গান গান করিবার জন্য প্রস্তুত হউক; আর তোমরা মরীচিকার লুকোচুরি খেলায় মুগ্ধ হইও না—আর তোমরা ছায়াকে 'কায়া' ভাবিও না—যোগমায়ার সন্ধান কর—উন্মুখ হও; তাহা হইলে আর বিশ্ব-বিমোহিনী মহামায়া তোমাদিগকে ছলনা করিতে পারিবে না। তোমরা ময়ময়ী, চিন্ময়ী দুর্গার অবস্থান দর্শন কর—ভবদুর্গ হইতে গোলোক-দুর্গে নিত্য সুরক্ষিত হইয়া পরম স্বাধীনতা বরণ করিয়া লও—সেবা-স্বাধীনতার মহোৎসব তোমাদের চেতন-বৃত্তিকে মুহুর্মুহু করিয়া তুলুক।

আনন্দময়ীর আগমনে যদি বিশ্ব-চেতনায় আনন্দ পুলকিত হইয়া না উঠিল, তাহা হইলে আমরা কি করিয়া আনন্দময়ীর সন্ধান পাইলাম? আনন্দ কি দেহের?—না মনের?—না আত্মার? দেহের আনন্দ ত' মানবেতর পশুর মধ্যে বিদ্যমান—মনের আনন্দ ত' জল-বুদ্বুদের ন্যায় 'এই আছে এই নাই', তাহা হইলে আনন্দ কাহার? বিচারক বলিবেন,—আনন্দ আত্মার, আমরা আত্মানন্দ চাই। আত্মানন্দের অনুভব-কর্ত্তা কে?—কাহাকে লইয়াই বা আনন্দ? তাই যাঁহারা আনন্দের প্রকৃত সন্ধান জানেন, তাঁহারা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ লইয়াই—আনন্দ লীলাময়-বিগ্রহ লইয়াই আনন্দ করেন; তাঁহারাও অণু সচ্চিদানন্দ, তাঁহাদের আনন্দও সচ্চিদানন্দ। আনন্দের নিত্য সত্তা আছে—আনন্দ মরীচিকার ন্যায় ছলনাময় প্রাতিভাসিক সত্তা নয় বা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক নয়। আনন্দ—চিন্ময়, আনন্দ—নিত্যরূপে চেতন ও পরম চেতনকে নন্দিত করিয়া থাকে।

যাঁহারা নিত্যানন্দের আরাধনা করেন, তাঁহাদের সমগ্র জীবন আনন্দোৎসবময়; তাই ভাগবত গান করিয়াছেন,—

"ন যত্রবৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥"

"যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণবজনের অবতার॥
যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥"

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব পূর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের উৎসব-পর্ব্ব আরম্ভ হইল। অদ্য হইতেই ঢাকা মাধবগৌড়ীয় মঠের মহোৎসব আরম্ভ হইয়া ১১ই অগ্রহায়ণ শ্রীরাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত চলিবে। পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বপ্রধান নগরী ঢাকা; পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ এই দীর্ঘকালব্যাপী মহোৎসবে শুদ্ধ ও অকৃতক ভাগবতগণের শ্রীমুখে অনুক্ষণ হরিকথা শ্রবণের সুযোগ পাইবেন। আমরা সকলকে এই উৎসবে যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছি।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত প্রচারকগণ আসামদেশে শ্রীশ্রীবল্লভাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্মের কথা সাধারণে প্রচার করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। গৌহাটীতে প্রচারকগণ বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদিমুখে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। পাঠকগণ আসাম-প্রচারের বিস্তৃত বিবরণ ক্রমে ক্রমে পাইতে পারিবেন।

মহাজনবর শ্রীল তোতারাম দাস বাবাজী মহারাজ ও সর্ব্বসজ্জন-বিগর্হিত ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায়ের অন্যতম অশাস্ত্রীয় নব্য নাগরী-সম্প্রদায়ের সুডোনিম কল্পনা তাস্কর নামক এক অজ্ঞাতকুলশীল তস্করের ন্যায় যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বাল-চাপল্য ও বাল-মূর্খতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে ৮ম সংখ্যা গৌড়ীয়ের সাময়িক প্রসঙ্গটী বর্ণবিন্যাস করিয়া শতবার পাঠ করিবার 'টাস্ক' দেওয়া যাইতেছে। তিনি ঐ প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া অর্থ বুঝিতে না পারায়ই তাঁহার বাল-চাপল্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সেই প্রবন্ধের এই কথাগুলি বোধ হয় তিনি আদৌ বুঝিতে পারেন নাই,—"শ্রীমদ্ভাগবত জড়বুদ্ধি মূর্খের আলোচ্য গ্রন্থ নহেন, শ্রীকৃষ্ণ লম্পটগণের আরাধ্য বস্তু নহেন, শ্রীগৌরসুন্দর জীবের জিহ্বোপস্থ-লাম্পট্য-বুদ্ধির বিধাতা নহেন।"

তাস্করবর তিমির শর্ম্মা যাহাদিগকে গোবরগণেশিক-বিচারে মহাপুরুষ বা প্রামাণিক মনে করেন, তাহারা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর অকোবিদ্। তাহারা গৌড়ীয়ের পরিভাষার বিষদৃষ্টি বুঝিতে একান্ত অসমর্থ। তিমির শর্ম্মার বিচারের আদর্শ-পুরুষগণ চর্ম্মের বিচার ছাড়া অধিক কিছু বোঝে না। তর্করত্ন, রাজা রামমোহন রায়, মিঃ কেনেডি প্রভৃতি মনীষিগণ তেরপ্রকার বিদ্ধ-সম্প্রদায়ের ঘৃণিত চরিত্র সম্বন্ধে যে সকল উদাহরণ উদ্ধার করিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে সেই সকল চর্ম্মরোগ মহাপ্রভুর-দোহাই-দেওয়া-বিদ্ধ-সম্প্রদায়ের গাত্র হইতে বিদূরিত করিতে না পারিলে মহাপ্রভুর নির্ম্মল ধর্ম্মের কথা কাহারও মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে না, তাই গৌড়ীয়ের হাঁসপাতালের সেবকগণের বর্ত্তমানে সাধ্য ও সাধন—অপসম্প্রদায়ের চর্ম্মরোগের নিবৃত্তি করা। তীব্র ঔষধ প্রদান না করিলে চর্ম্মের বিবাক্ত কীট-গুলি নষ্ট হইবে না। প্রলাপগ্রস্ত রোগী বৈদ্য-সম্প্রদায়কে কুদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন, কিন্তু বৈদ্য-সম্প্রদায় তাহাতে বিচলিত হন না। "নূনং নানামদোদ্ধতাঃ শান্তিং নেচ্ছন্তি সাধবঃ। তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা" (ভাঃ ১০।৬৮।৩১) শ্লোক অপসম্প্রদায়ের ব্যাধি-শান্তির ঔষধিরূপে বৈদ্যসম্রাট্ ভাগবত ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দেশ-পূজ্য গান্ধীজীর অহিংসা-নীতি লইয়া দেশবাসি-গণের মধ্যে মহা-আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। যে দেশবাসী একবাক্যে কোটিকণ্ঠে গান্ধীজীর মাহাত্ম্য একদিন গান করিয়াছেন, তাঁহার বাক্যকে বেদবাক্য হইতেও অধিকতর সম্মান দিয়াছেন, কোথায়ও কোথায়ও নাকি তাঁহাকে অবতারকল্প-পুরুষরূপে পূজাও করা হইয়াছে, তাঁহার সুনিঃসৃত-বাক্যে দেশবাসী আজ তাঁহার সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই। 'মহাপুরুষ,' 'সত্য,'—এ সব কি পরিবর্ত্তনশীল? ভাগবত কিন্তু বলেন,—মহাপুরুষ বা আর্ষ-বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা বা বঞ্চনেচ্ছা নাই; আর সত্য অপরিবর্ত্তনশীল।

মাননীয় গান্ধীজী তাঁহার সবরমতী আশ্রমে একটী

গো-বৎসের আরোগ্য-লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া উহাকে হত্যা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং ঐরূপ হত্যাকার্য্য ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, প্রকাশ। তিনি নাকি লিখিয়াছেন,—"To kill an animal which is past all hopes of recovery is, in my opinion, religious. To apply the same law to humanity under similar circumstances, is also religious" অর্থাৎ যে সকল জন্তুর আরোগ্যের কোন সম্ভাবনা নাই, উহাদিগকে হনন করাই ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য। মানব সমাজেও সেই অবস্থায় সেই নীতি প্রয়োগ করা অর্থাৎ মানবকে হত্যা করা ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য।

ভারতের কল্যাণ-বিধাতা মহাত্মার বিচার দেশবাসী করিবেন। তবে এই উদাহরণে দেশবাসীর বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় আছে বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা হুজুগে মাতেন—যাঁহারা আপাত-ইন্দ্রিয়-তর্পণ যজ্ঞের ইন্ধন-সংগ্রহকারিগণকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলেন—যাঁহারা লোকের মুখে ঝাল খান—যাঁহারা যাহাকে তাহাকে একদিনে ক্ষেপাইয়া তোলেন, সেই সকল ব্যক্তির পরিবর্ত্তনশীল বিচার বিরাট্ মানব-সমাজের বিচার হইলেও তাহার অপ্রিয়-প্রতিবাদ শ্রীমদ্ভাগবত চিরকাল প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সময় না হইলে মানুষ বুঝিয়াও বুঝে না, না ঠেকিলে শিখে না। প্রেয়স্কামী বিপুল মানব-সঙ্ঘ দীন ব্যক্তিগণের ক্ষীণকণ্ঠ প্রথম মুখে আমলে আনিতে চাহেন না, কিন্তু শেষের দিনে মৃত্যু-শয্যায়, মুমূর্ষু ও অসহায় অবস্থায় দীন-দরিদ্র-অকিঞ্চন-নিষ্কিঞ্চনগণের কথাগুলি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারেন; কিন্তু অসময়ে বুঝিলে কোন প্রতিকারের হাত থাকে না।

আজকাল পাশ্চাত্যদেশের নানাপ্রকার বাণিজ্যোপকরণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশ হইতে যে সকল মনোহারী পণ্যদ্রব্য ভারতে আমদানী হইয়াছে ও হইতেছে, উহাদের অন্যতমরূপে আপাত-মনোহারী তথাকথিত স্বদেশপ্রেমিকতা, স্বায়ত্তশাসন, বয়কট্, ষ্ট্রাইক্, নন্-কো-অপারেশন্, মেটারনেটি হোম্, মাদকনিবারণী-সভা, নিরীশ্বর-নীতিবাদ, জীবহিংসা, ধর্ম্মনীতি, চিন্ময়জগদ্বয়বাদ প্রভৃতি বহু পণ্যদ্রব্য ভবের বাজারে লোক-ভুলান-ব্যবসায় পাতিয়া সকলকে ক্রেতা করিয়া লইয়াছে। ইহা ঘরাইয়া দিবার চেষ্টা করিলে আর রক্ষা নাই, তাহার গর্দ্দান থাকিবে না। বড়ই দুঃখে এ সকল কথা বলিতে হইতেছে। আমরা ক্ষমাশীল সুধীসমাজের সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও বিচারের নিকট আবেদন করিতেছি। যাহা হৌক্, দেশবাসিগণের মধ্যে অনেকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, মহাত্মাজীর গো-বধ ও নরবধরূপ অহিংসা-নীতি পাশ্চাত্য-দেশের আমদানী পণ্যদ্রব্য। মহাত্মাজী কেন, 'হিন্দু'-নামে পরিচয়-প্রদানকারী, গেরুয়াধারী 'সাধু-সন্ন্যাসী' নামধারিগণের নেতৃবর্গের কেহ কেহও নাকি গো-বধকে ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া সেবাশ্রম ও পরোপকার-বিপণি খুলিয়াছেন। কলিতে সকলই সম্ভব! লোকের রুচিও সেইরূপ!

আমরা শ্রীগৌরসুন্দর ও তদনুগ জনকেই 'মহাজন' বলিয়া জানি। মহাপ্রভুর চরিত্রে বর্ত্তমান যুগ ও ভাবিযুগের যাবতীয় সমস্যার সমাধান পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু কাজীকে গো-বধ-সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, আমরা এখানে তাহা একটুকু আবৃত্তি করিতেছি,—

"প্রভু কহে,—বেদে কহে গোবধ নিষেধ।
অতএব হিংসামাত্র না করে গো-বধ॥
জিয়াইতে পারে যদি, তবে মারে প্রাণী।
বেদ-পুরাণে আছে হেন আজ্ঞা-বাণী॥
অতএব 'জরদ্গব' মারে মুনিগণ।
বেদমন্ত্রে সিদ্ধ করে তাহার জীবন॥
জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার।
তাতে তার বধ নহে, হয় উপকার॥
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে॥
তোমরা জিয়াইতে নার,—বধমাত্র সার।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার॥
গো-অঙ্গে যত লোম, তত সহস্র বৎসর।
গোবধে রৌরব-মধ্যে পচে নিরন্তর॥"

(চৈঃ চঃ আ ১৭।১৫৯-১৬৮)

শ্রীযুক্ত গান্ধীজীর গোবধ-নীতি যজ্ঞার্থে নহে—অন্ত্যজিলাষার্থে, আর শাস্ত্রোক্তিমতে জানা যায়, কলিকালে যজ্ঞার্থেও সেই নীতি নিষিদ্ধ। যজ্ঞার্থে জরদ্গব বলি প্রদান করিয়া বেদমন্ত্র-বলে তাহার পুনর্জ্জীবন প্রদান পূর্ব্বক জরদ্গবকে যুবারূপে পরিণত এবং তদ্দ্বারা প্রাণীর

উপকার করিবার শক্তি কলিকালের ব্রাহ্মণগণেরও নাই। কলিকালে বৈষ্ণবগুরু শ্রীযুক্ত গান্ধীজীর সেরূপ শক্তি আছে কিনা দেশবাসী বলিতে পারেন। হরিভজন-বিহীন হিংসা বা অহিংসা-নীতি উভয়ই অভক্তি-নীতি; ধনাতন-শাস্ত্রের বিচারে তাহা কখনই ধর্ম্মপদবাচ্য হইতে পারে না। হরিভজন পরিত্যাগ করিয়া নিরীহর নীতিবাদিগণের দেশ-মঙ্গল-চেষ্টা অধর্ম্মেরই প্রচ্ছন্ন রূপান্তর মাত্র। এ সকল সত্যকথা সময় না হইলে মানুষ বুঝিতে পারে না।

একদিকে দেশ-কল্যাণের দণ্ড-মুণ্ড-বিধাতা শ্রীযুক্ত গান্ধীজীর অহিংসা-নীতি সবরমতী আশ্রমে প্রকাশিত হইয়াছে, অপরদিকে আবার জগন্মাতা, ভুবন-পূজিতা, ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরীর আগমনের আগমনী গানের সঙ্গে সঙ্গে অজা, মহিষাদি পশুকুলের, জলচর মৎস্যকুলের আনন্দ-বিধায় ও জনকেশীর দিন ফুরাইয়া আসিতেছে। একদিকে জগন্মাতার আগমনী-গানের অন্তরালে জগতের নিরীহ জন্তুগণের আর্ত্তনাদ, আর একদিকে দেশ-মঙ্গল-বিধাতা মহাত্মার উষার অরুণ হইতে ধর্ম্ম-নীতিপ্রচারে মুমূর্ষু, নিরীহ গো-বৎস, গো-মাতা ও নরকুলের ভীতি-বিহ্বল-চকিত-নেত্র, মর্ম্মন্তুদ, নীরব বিষাদ-নীতি। এই দুই নীতিই কি এক, অথবা জগন্মাতার অর্চ্চনার ইহাই কি উপযুক্ত আগমনী-সঙ্গীত? ভারতবাসী মানব, গো-মাতা, নিরীহ অজা-নন্দন, মহিষ, জলচর প্রাণীকুল, তোমরা এ সময় কাহাকে দেশের হিতকারী—জগতের মঙ্গল-বিধাতা বলিয়া বরণ করিতে চাও?

অবন্তী-নগরীতে প্রভুপাদ

আমরা পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মশালা পরিত্যাগ করিয়া রাজকোট ষ্টেশনে বাষ্পীয়যানের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দ্বিতলের গাড়ীতে রিজার্ভের জন্য কোন বন্দ্য না করিয়াই আমরা নির্ব্বিঘ্নে গাড়ীতে স্থান পাইয়াছিলাম। বাহিরের কোন যাত্রী আমাদিগের গাড়ীতে উঠিয়া শান্তিভঙ্গ করে নাই বটে, তবে রাজকোট ষ্টেশনে রেলওয়ে-কর্ম্মচারিগণের ব্যবহার প্রশংসা করিতে পারা যায় না। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই আমরা বিরামগ্রামে উপস্থিত হইলাম। তথায় বরোদা যাইবার জন্য যে গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, তাহা অতীব যাত্রি-জনাকীর্ণ, অনেক কষ্টে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আমাদের স্থান হইল। বিরামগ্রামে গাড়ী পৌঁছিবার সময় হইতে বরোদা যাইবার গাড়ী ছাড়িবার মধ্যবর্ত্তীকাল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিল। যে প্রকোষ্ঠে আমরা স্থান পাইয়াছিলাম, তাহাতে একটী বয়স্থ মুসলমান সৌম্যমূর্ত্তি যুবক পূর্ব্ব হইতেই নীচেকার দুইটী berth অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। সেই সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠে আমাদিগকে টিকিট-চেকারের সহায়তা সত্ত্বেও অতীব কষ্টের সহিত স্থান পাইতে হইল। আমরা বাধ্য হইয়া উপরের দুইটী berthএ আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

গাড়ী ষ্টেশন হইতে ছাড়িবামাত্রই আমাদের সহযাত্রী প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি তাম্বুলসজ্জার একটি বৃহৎ উপকরণ উদ্ঘাটিত করিয়া অনেকগুলি বীটিকা তাঁহার সঙ্গের যুবকটীর সাহায্যে রচনা করিতেছিলেন। তিনি নিম্নের স্থান হইতে উর্দ্ধদিকে আমার অসুবিধা দূরীকরণের নিমিত্ত আমাকে অবতরণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং নিজের বসিবার স্থানটী আমাকে প্রদান করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। তিনি মদন বাবুকে বঙ্গদেশীয় ভদ্রলোক-জ্ঞানে, আমাকেও তাঁহার পরিচিত মনে করিয়া মাদ্রাজী বোধ করিয়াছিলেন। আমি নিম্নে অবতরণ করিয়া তাঁহার স্থানটী লাভ করিলাম ও তাঁহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম। তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বোপলব্ধি অর্থাৎ আমাদিগকে মাদ্রাজী মনে করার ভ্রম বিদূরিত হইল।

তাঁহার সহিত আলাপে জানিলাম যে, তিনি তখনকার রাজ্যে ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক ইন্ষ্ট্রাক্সন্ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম্, এ উপাধিধারী নাগর ব্রাহ্মণ। তিনি তাঁহার কার্ড আমাকে দিলেন। তাহাতে জানিলাম যে, তাঁহার নাম—মহীপৎ রায় মেটা।

মেটা মহাশয় শিক্ষিত ব্যক্তি; তাঁহার সহিত আলাপে জানিলাম যে, তিনি শ্রীযুক্ত গান্ধী মহাশয়ের সহিত যোগ-

দান করিবার জন্ত দিল্লী যাইতেছেন। তিনি কবিবর রবীন্দ্রের নিতান্ত অনুগত বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিলেন। তাঁহার গৃহেই দ্বিতীয়বারের আনুকূল্য সংগ্রহের জন্ত রবীন্দ্র নাথ কতিপয় দিবস বাস করিয়াছিলেন। মেটা মহাশয় ভবনগর রাজ্যের অনেক কথাই বলিলেন এবং সেই রাজ্যে যে সঙ্গীত কলা-কুশল জনগণের বহুদিন হইতেই বাস, তাহাও জানিতে পারিলাম।

ভবনগরের বর্ত্তমান রাজা নাবালক। ভবনগরে ষ্টেট্ রেলওয়ে বর্ত্তমান এবং তাহা কাথিয়োবাড় জেলীয় রাজ্যের সম্পত্তি। আমরা ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে বক্তৃতা করিয়া থাকি জানিয়া প্রথমমুখে মেটা মহাশয় বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়তা বিষয়ে নিজাভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু কিয়ৎকাল মধ্যে আমাদের নিকট হইতে কতিপয় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব সঞ্চিত ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। মানবমাত্রের পক্ষেই যে ভারতবর্ষের অনুশীলন নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য—এ কথা তিনি কিয়ৎক্ষণ পরেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং নিজ ত্রুটির জন্ত আমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। এই সময় হইতে তিনি ভগবদ্ভক্তির সহিত কর্ম্ম ও জ্ঞানের পার্থক্য শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। বারাণসী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বরোদার তাৎকালিক কাউন্সিলার মেটাগণ তাঁহার আত্মীয়, এ কথা তিনি জানাইলেন। মধ্য রাত্রে আমরা বরোদা ষ্টেশনে নগ্না যাইবার গাড়ী বদল করিবার জন্ত অবতরণ করিলাম। মেটা-সাহেবের ধারণা ছিল যে, গাড়ীতে অধিক ভিড় হইবে না এবং আমরা নগ্না পর্য্যন্ত কথোপকথন করিতে করিতে যাইতে পারিব, কিন্তু দৈবঘটনাক্রমে বোম্বাই হইতে আগত দিল্লী-মেলে এত অধিক ভিড় ছিল যে, একটু সামান্ত স্থান পাওয়াও মহা সঙ্কট হইল। মেটা মহাশয় অনেক হাঙ্গামার পর তাঁহার পরিচিত রেলকর্ম্মচারিগণের সাহায্যে ওজের নাগরীয় মত যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া বহু কষ্টে একটী স্থান সংগ্রহ করিলেন। আমাদের ভাগ্যে তাহাও ঘটিল না। ট্রেনে ট্রেন অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিল না। আমরাও গাড়ী ধরিতে না পারিয়া বিফলমনোরথ হইয়া Waiting Roomএ নিশার শেষভাগ যাপন করিবার জন্ত বাধ্য হইলাম।

বরদা ষ্টেশনের Waiting Roomটী বেশ প্রশস্ত। আমাদের সহযাত্রী কিশোরী বাবু বরদা-ষ্টেশনে নামিবার কালে তাঁহার দ্রব্যাদি অপর দ্রব্যের সহিত গাড়ী হইতে নামান হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে জানিতে পারিলেন যে, সেই গাড়ীতেই উহা রহিয়া গিয়াছে। তিনি Station Staff এর নিকট স্বীয় দ্রব্যাদি গাড়ীতে রহিয়া গিয়াছে জানাইলে তাঁহারা তাঁহার দ্রব্যাদি অনুসন্ধানের জন্ত কলোবা-ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিশোরীবাবুর এই দ্রব্যগুলি রেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ যথাকালে বোম্বাই হইতে হাওড়া ষ্টেশনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন দ্রব্যই অপহৃত হয় নাই। তবে রেলের মাশুল লাগিয়াছিল।

আমরা পরদিন প্রভাতে গাড়ী পাইয়া মধ্যাহ্নকালে নগ্না-ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। নগ্নার উৎকৃষ্ট স্বীর পাওয়া যায়। নগ্নার গাড়ী বদল করিয়া আমরা উজ্জয়িনীর গাড়ীতে উঠিলাম এবং সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই অবন্তীনগরে উপনীত হইলাম। এই উজ্জয়িনী বর্ত্তমানকালে গোয়ালিয়র-রাজ্যের অন্তর্গত। ন্যূনাধিক শতবর্ষ পূর্ব্বে এখানে রাজধানী ছিল। কিন্তু সম্প্রতি উহা গোয়ালিয়রে স্থানান্তরিত হইয়াছে। গোয়ালিয়র-রাজের একটী বৃহৎ কর্ম্মশালা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানেই অবস্থিত। উহা নানা প্রকারে সুসজ্জিত। বিভিন্ন প্রকোষ্ঠগুলি রাজকর্ম্ম ও সম্ভ্রান্ত অতিথিগণের জন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রত্যেক গৃহে বৈদ্যুতিক আলোক এবং প্রাসাদের শিরোভাগে বৃহৎ আলোক বর্ত্তমান।

পাশ্চাত্য দেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক টলেমি এবং পেরিপ্লাস উজ্জয়িনী নগরীর বিষয়ে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনাতে জানা যায়, এই স্থান হইতে মূল্যবান্ প্রস্তর, বহুমূল্য বস্ত্র ও নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে রপ্তানী হইত। মহাবংশ নামক বৌদ্ধগ্রন্থেও বর্ণিত আছে যে, চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক পিতার রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রায় ২৯০ অব্দ। সেই সময় অশোকের পিতা পাটলিপুত্র রাজত্ব করিতেন। উজ্জয়িনীতে বৌদ্ধদের বিহার ও বৌদ্ধভিক্ষুগণের বাসের কথারও উল্লেখ রহিয়াছে। তাহার বহুবর্ষ পরে বিক্রমাদিত্য কবি কালিদাসাদি নবরত্নের সহিত উজ্জয়িনী উজ্জ্বল করিয়াছিলেন শুনা যায়। বিক্রমাদিত্য এখানে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক সম্বৎপ্রবর্ত্তিকা-সূত্রীর

অক্ষতমতা পুনঃ-সংস্থাপন করেন, এখানেই দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার আখ্যায়িকা ক্ষেত্র ছিল, কিন্তু এক্ষণে উহা নিকট-বর্ত্তী কোন জঙ্গলের মধ্যে নিহিত আছে। কালক্রমে উদ্ঘাটিত হইলে পুত্তলগণ নিজ নিজ বিক্রম প্রকাশ করিতে পারেন। বৈরাগ্যশতকের রচয়িতা ভর্তৃহরি সংসার ত্যাগ করিয়া এখানে একটী গুহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান। গুহার মধ্যে তিন দিকে কতকগুলি স্তম্ভ আছে, তাহাতে অস্পষ্ট মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। বাম দিকের গুহায় দুইটী কাল প্রস্তরের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, একটী কিছু উচ্চে, অপরটী তাহারই নিম্নে ; কিংবদন্তী, এই দুইটী মূর্ত্তি ভর্তৃহরি ও তাঁহার গুরুদেবের।

পূর্ব্বকালে যেরূপ ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাপুর প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল, বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালেও উজ্জয়িনীর সেইরূপ সমৃদ্ধির বর্ণনা পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ঙ উজ্জয়িনী পরিদর্শন করিতে আসেন, সেই বর্ণনা-পাঠেও জানা যায়, উজ্জয়িনী তৎকালে বহুজনাকীর্ণা রত্নশালিনী সমৃদ্ধ-নগরীরূপে বিরাজিত ছিল। কালস্রোতে এখন সেই প্রাচীনা নগরী ভূগর্ভে নিহিত হইয়াছে ; তাহারই উত্তরপার্শ্বে একটী নূতন নগরী স্থাপিত হইয়া উজ্জয়িনী নাম ধারণ করিয়াছে। মৃত্তিকাগর্ভে প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের বহু চিহ্ন ও প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন সহরটী এখন অনেকটা অনাবৃত অবস্থায় আছে, কিন্তু নূতন সহরটী বেশ সুদৃশ্য ও মনোরম।

আমরা রাজকীয় পান্থশালায় একটী বৃহৎ গৃহে আমাদের সঙ্গীলোকগণের থাকিবার জন্য স্থান পাইয়াছিলাম এবং মূল প্রাসাদের একটী গৃহ আমাদের নিজেদের জন্য পাওয়া গিয়াছিল। নগরটী প্রচুর পরিমাণে অধিবাসিগণকে বেশ ভাল জল যোগাইতেছে। সহরটীতে একটী ভাল বাজার আছে। তাহাতে সন্ধ্যার পরেও নানাবিধ প্রচুর শাক-সব্জী প্রভৃতি বিক্রয়ের নিমিত্ত আনীত হইয়াছে দেখা গেল। নূতন সহরে সদর রাস্তার উপর একটী কৃষ্ণ-মন্দির বর্ত্তমান। পান্থশালায় রজনী যাপন করিয়া প্রত্যূষে আমরা শকটযোগে প্রাচীন অবন্তীনগরী যাত্রা করিলাম।

অবন্তীনগরী অবন্তী বা সিপ্রানদীর তীরে অবস্থিত। সিপ্রানদী চম্বল নদের সঙ্গে মিশিয়াছে। স্কন্দপুরাণে অবন্তী সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতমা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে,—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥"

স্কন্দপুরাণে দেখিতে পাই, অবন্তীতে মঙ্গলগ্রহের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে,—

"অবন্ত্যাং কুজো জাতো মাগধে চ দিবাকরঃ।"

অবন্তীনগরে সান্দীপনি মুনি বাস করিতেন। শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ লোকশিক্ষার্থে এই স্থানেই সান্দীপনির নিকট অধ্যয়ন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন,—

"অথো গুরুকুলে বাসমিচ্ছন্তাবুপজগ্মতুঃ।
কাশ্যং সান্দীপনিং নাম হ্যবন্তীপুরবাসিনম্॥"
(ভাঃ ১০।৪৫।৩১)

আমরা প্রথমে সান্দীপনি মুনির গৃহে গমন করিলাম, তথায় ইন্দ্রদ্যুম্নের অনুকম্পায় একটী বিষ্ণু-সেবা স্থাপিত আছে। নিকটেই একটী কূপ বর্ত্তমান ; সান্দীপনি মুনি প্রত্যহ গোমতী স্নানের জন্য দ্বারকায় গমন করিতেন। কৃষ্ণ সান্দীপনির পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য সেই কূপে গোমতী-ধারা আনয়ন করিয়াছিলেন।

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২৩শ অধ্যায়ে অবন্তীনগরের ত্রিবক্রি-ভিক্ষুর আখ্যান পাঠ করিয়া থাকি। পুরাকালে এই অবন্তীনগরে এক ধনকুবের ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি কদর্য্য কৃষি-বাণিজ্যাদি-বৃত্তি-দ্বারা কতক-গুলি ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং অতীব কামী, লুব্ধ ও কোপন-স্বভাববিশিষ্ট ছিলেন, তিনি অতিথিগণকে, এমন কি নিজ জ্ঞাতিগণকেও বাক্যের দ্বারা সন্তুষ্ট করিতেন না, সুতরাং তাঁহার গৃহে কেহই যাতায়াত করিতেন না। তিনি সেই ধন-পূর্ণ গৃহে অবস্থান করিতেন। তাঁহার দেহের আবশ্যক সামগ্রীও তিনি গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। সেই কদর্য্যস্বভাব, দুঃশীল, কৃপণ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই নিজপুত্র ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত কলহ করিতেন। তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও ভৃত্য সকলেই তাঁহার ব্যবহারে অতীব অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। সেই উত্তমশ্লোক-ব্রতী, বদান্য, ধর্ম্ম-কাম-বিহীন ব্রাহ্মণের অসদ্ব্যবহারে পঞ্চমজাগ্নি দেবতা-গণও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কালক্রমে সেই কৃপণ ব্রাহ্মণের বহু আয়াস-লব্ধ ও বহুদিনের সঞ্চিত অর্থ বিনষ্ট হইল। কিছু তাঁহার জ্ঞাতিগণ, কিছু দস্যুগণ, কিছু অন্য লোকে, কিছু রাজা হরণ করিলেন, কিছু বা গৃহ-দাহাদি

দৈব-দুর্বিপাকবশতঃ বিনষ্ট হইল। এইরূপে তাঁহার সকল ধন-সম্পত্তি নষ্ট হইলে ব্রাহ্মণ স্বজনগণের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া মহাচিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণের হৃদয়ে নির্বেদ আসিয়া উপস্থিত হইল, তিনি বিচার করিলেন,—কেনই বা আমার আত্মা বৃথা অনুতাপিত হইতেছে, এতদিন আমি কেবল বৃথা অর্থের নিমিত্তই ঘর করিয়াছিলাম। যে সকল লোক ভগবৎসেবা-বিমুখ, কদর্য্য-স্বভাব, তাহাদের ধন-সম্পত্তি প্রায়ই সুখের নিমিত্ত হয় না, তাহাদিগকে ইহলোকে প্রায়ই অনুতপ্ত ও পরলোকে নরকভোগ করিতে হয়। যেরূপ শ্বেতকুষ্ঠ রোগ রূপবানের রূপ হরণ করে, তদ্রূপ অত্যল্পমাত্র লোভও ধনবানগণের শুভ যশ ও গুণিগণের শ্লাঘ্যগুণ নষ্ট করিয়া থাকে। অর্থ সর্ব্বথাই কষ্টদায়ক, যেহেতু উহার সাধনে ও বর্দ্ধনে আয়াস, রক্ষণে চিন্তা, ব্যয় ও উপভোগে ত্রাস এবং বিনাশে দুঃখ হইয়া থাকে। চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, মত্ততা, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যূত ও মদ্যপান-স্পৃহা প্রভৃতি অর্থ-গঠিত অনর্থ। শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তি অর্থরূপ অনর্থকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন। দেব-দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি তাহাকে অনাদর পূর্ব্বক স্বার্থ বিনাশ করে, সে নিশ্চয়ই অধোগতি প্রাপ্ত হয়। স্বর্গাপবর্গের দ্বারস্বরূপ এই লোক প্রাপ্ত হইয়া কোন্ ব্যক্তি অনর্থ-কারণ অর্থে আসক্ত হয়? একমাত্র যাঁহারা ভগবদারাধনায় সমস্ত অর্থ বিনিযুক্ত করিতে পারেন, সেই সকল বিবেকি-গণের নিকটই অর্থ অনর্থের মূল হয় না; জাগতিক মহা-মহা বিদ্বান্ ব্যক্তিও যখন ব্যর্থ অর্থ-চিন্তা-দ্বারা পুনঃ পুনঃ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তখন নিশ্চয়ই কোন এক পুরুষের মায়া-দ্বারা এই লোক বিমোহিত হইয়া রহিয়াছে। মৃত্যু যাহাদিগকে সর্ব্বদা গ্রাস করিবার জন্য হাঁ করিয়া প্রসারণ করিয়া রহিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তির ধনই বা কি করিবে? ধন-দাতাই বা কি করিবে? কামই বা কি করিবে? কাম-দাতাই বা কি করিবে? আয়ুই বা কি করিবে? অতএব নিশ্চয়ই সর্ব্বদেবময় ভগবান্ শ্রীহরি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন; যেহেতু তিনি আত্মোদ্ধারের উপায়স্বরূপ এই বৈরাগ্য-দশা প্রাপ্ত করাইয়াছেন। অবন্তীনগরবাসী সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ বিচার করিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবৎ-সেবায় সংযমনপূর্ব্বক ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিলেন এবং পরিব্রাজক-ত্রিদণ্ডিবেশে সমগ্র মহীমণ্ডল বিচরণ করিতে লাগিলেন। যখন সেই অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ভিক্ষার নিমিত্ত দীনভাবে নগর বা গ্রামে প্রবেশ করিতেন, তখন জগতের অসৎ ব্যক্তিগণ ত্রিদণ্ডিকে দেখিয়া নানাপ্রকার তিরস্কার বাক্যের দ্বারা অপমান, কেহ বা ভিক্ষাপাত্র, কেহ বা কমণ্ডলু, কেহ বা আসন, কেহ বা জপমালা, কেহ বা কন্থা, কেহ বা চীরবস্ত্র কাড়িয়া লইয়া পরিহাসার্থ তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার ভাণ করিত। এই অবন্তী-নগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষু যখন নদীতটে ভিক্ষা-লব্ধ অন্ন ভোজন করিবার উদ্যোগ করিতেন, তখন পাপিষ্ঠগণ তাঁহার মস্তকে মূত্রোৎসর্গ, কখন বা নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে থাকিত, মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলে কথা বলাইবার চেষ্টা করিত এবং তাড়না করিতে আরম্ভ করিত। কেহ কেহ 'চোর' 'চোর' বলিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিত, কেহ কেহ বা 'বাঁধ' 'বাঁধ' বলিয়া তাঁহাকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিত, কেহ বা সেই ত্রিদণ্ডিকে অবজ্ঞা করিয়া 'এ ব্যক্তি ধর্ম্মধ্বজী', 'শঠ', 'ভজন-পরিত্যক্ত স্ত্রীপরায়ণ হইয়া এই বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে'—এইরূপভাবে তিরস্কার করিত; কেহ বা বলিত,—'এ ব্যক্তি বকের ন্যায় মৌনাবলম্বনে নিজ অর্থ সাধন করিতেছে', কেহ বা তাঁহার মুখ-মণ্ডলের নিকট আসিয়া অপান-বায়ু পরিত্যাগ করিত, কেহ বা ক্রীড়া-পক্ষীর ন্যায় তাঁহাকে শৃঙ্খলে বন্ধন ও রুদ্ধ করিত। কিন্তু অবন্তীনগরের সেই ত্রিদণ্ডিভিক্ষু এই সকল দৈবাগত দুঃখকে তাঁহার ভোক্তব্যরূপে বিবেচনা করিয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বন-পূর্ব্বক আত্মানাত্ম-বিচার ও মুকুন্দের পাদ-পদ্ম-ভজনে নৈরন্তর্য্যই ঘোর সংসার উত্তরণের উপায় স্থির করিলেন এবং এই গাথা গান করিয়া পরিব্রাজক-বেশে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন,—

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥"
(ভাঃ ১১।২৩।৫৩)

শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসগ্রহণলীলা প্রকাশ করিবার অব্যব-হিত পরেই আপনাকে অবন্তীনগরের সেই ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর বেশগ্রহণকারী অভিনয় করিয়া উপরি-উক্ত ত্রিদণ্ডি-গীতি গাহিতে গাহিতে প্রেমোন্মাদে রাঢ়দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, —একথা আমরা চরিতামৃতে জানিতে পারি॥　　ক্রমশঃ

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯ম সংখ্যার পর]

মহাপ্রভু কর্ত্তৃক রঘুনাথকে গিরিধারি-বিগ্রহ প্রদান

শ্রীল শঙ্করানন্দ সরস্বতী নামক এক বৈষ্ণব-যতি শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা লইয়া আসিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুকে প্রদান করেন। মহাপ্রভু এই দুই অপূর্ব্ব বস্তু প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। কৃষ্ণস্মরণকালে প্রভু সেই মালা ও শিলাকে সাক্ষাৎ গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীজ্ঞানে কখনও হৃদয়ে ধারণ করেন, কখনও নয়ন-প্রান্তে রাখেন, কখনও বা নাসায় তাঁহাদের অপ্রাকৃত মধুগন্ধ গ্রহণ করেন, কখনও বা শিরে স্থাপন করেন, শিলা প্রভুর নেত্র-জলে নিরন্তর স্নাত হন। মহাপ্রভু কিয়ৎকাল এই শিলামালাকপিনী গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরবিলসিতস্তন্ধ মহাভাব গৌরসুন্দর রাধাগোবিন্দ-রতির মূর্ত্ত-বিগ্রহ ও নিজ পরমপ্রেষ্ঠ রঘুনাথের নিকট যেন আপনাকে আপনি বিলাইবার জন্য রসরাজ গিরিধারী ও গান্ধর্ব্ব-রূপিনী মালারূপে স্বয়ংই নিবেদিত হইলেন। গৌরসুন্দর এই লীলা দ্বারা জানাইলেন যে, যাঁহারা মহাভাব গৌরাঙ্গের উপাসনা করেন, তাঁহারাই সম্ভোগ-বিগ্রহ রসরাজ কৃষ্ণের সেবা প্রাপ্ত হন; তাঁহাদেরই নিকট নিজ-মহাভাব-লীলাময় গৌরসুন্দর তাঁহার নিত্যরসরাজ-লীলাময় রাধাকান্ত কৃষ্ণস্বরূপ প্রকাশ করেন। কৃষ্ণের মহাভাবময়ী গৌরলীলা সম্ভোগময়ী রসরাজলীলা নহে। মহাভাবলীলাময় গৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন-রাসে রসরাজের সম্ভোগময়লীলা প্রকাশিত হয় নাই। সঙ্কীর্ত্তন-রাস বিপ্রলম্ভ-রস বা মহাভাবের পরাকাষ্ঠা। সেই সঙ্কীর্ত্তন-পিতা মহাভাবময় গৌরসুন্দর আবির্ভূত হইলেই তিনি অনর্পিতচর জীবের নিকট স্বীয় রসরাজ-লীলাময় রাধাকান্ত-মূর্ত্তি প্রকাশিত করেন। মহাভাবলীলাময় গৌরসুন্দর কখনও গৌররূপে রসরাজ-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন না। যাঁহারা সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাসদোষ করিয়া মহাভাব-গৌরসুন্দরকে রসরাজ করেন, করেন, নিত্যলীলা-প্রবেশপ্রণালী সেই প্রপন্নাধিপগণকে মহাপ্রভু সর্ব্বতোভাবে বঞ্চনা করেন, কিন্তু তাঁহার মহাভাবস্বরূপের উপাসকের নিকট তিনি তাঁহার রসরাজ-লীলাময় রাধাকান্তস্বরূপ প্রকাশিত করিয়া থাকেন,

যথা যথা গৌরপদারবিন্দে বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।
তথাতথোৎসর্পতি হৃদ্যকস্মাৎ রাধাপদাম্ভোজসুধাম্বুরাশিঃ॥

পুণ্য পুঞ্জ সুকৃতিসম্পন্ন পুরুষ শ্রীগৌরপদকমলে যাদৃশী ভক্তিলাভ করেন, অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধাপাদ-পদ্মের প্রেমসুধাসমুদ্রও তাদৃশভাবেই উদিত হইয়া থাকে।

মহাপ্রভু রঘুনাথকে শিলারূপী গিরিধারী-বিগ্রহ ও মালারূপী গান্ধর্ব্বা প্রদান করিয়া বলিলেন,—"রঘুনাথ! এই গোবর্দ্ধন-শিলা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-বিগ্রহ, তুমি পরম আগ্রহের সহিত ইঁহার সেবা কর,"—

"প্রভু কহে, এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥"

মহাপ্রভু শ্রীবিগ্রহের শুদ্ধ সাত্ত্বিক সেবার প্রণালীও জানাইলেন,—

"এক কুঞ্জা জল আর তুলসী মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি॥
দুই-দিকে দুই পত্র-মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এইমত অষ্ট মঞ্জরী দিবে প্রভু করি॥"

মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীহস্তে স্বীয় পরমপ্রেষ্ঠ রঘুকে গোবর্দ্ধন-শিলা প্রদান করিয়া উপরি-উক্ত সেবা-প্রণালী বলিলেন। রঘুনাথ সানন্দে গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর ভাব-সেবা করিতে লাগিলেন। স্বরূপ রঘুকে অর্দ্ধসের পরিমিত দুই খণ্ড যজ্ঞ; একখানি শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর উপবেশন-পীঠ ও জল আনয়নের জন্য একটী কুঞ্জা প্রদান করিলেন। রঘুনাথ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া ভাব-সেবা করিতে লাগিলেন; সেবাকালে তিনি গোবর্দ্ধন-শিলাকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন-রূপে দর্শন করিতে থাকিলেন। প্রভুর সহস্ত-দত্ত গোবর্দ্ধন-শিলা পিত্তা করিয়াসাই রঘুনাথ প্রেমে বিভোর হইয়া পড়েন। জল-তুলসী দ্বারা শুদ্ধ সাত্ত্বিক বা ভাব-সেবায় রাগাত্মিক হরিজন রঘুনাথের যত:সুখ বা প্রেমোদয় হয়,

অর্চন-মার্গীয় পঞ্চরাত্রিক ষোড়শোপচার-পূজা তাহার সঙ্গে তুলনা হইতে পারে না।

মহাপ্রভুও তাঁহার ভক্তগণের এক একটী আচরণে যে কত মহাকল্যাণময়ী শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমরা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ আচার্য্যের আনুগত্য ব্যতীত—প্রকৃত স্বরূপ-রূপানুগ মহাপ্রভুর নিজজন গুরুদেবে পর-ভক্ত্যানুশীলন ব্যতীত কখনই বুঝিতে পারি না। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, যাঁহার ভগবানে ও গুরুতে পরাভক্তি আছে, তাঁহারই নিকট শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় নিজজন রঘুনাথ উপলক্ষে লীলা দ্বারা আমাদিগকে এবিষয়ে অনেক শিক্ষা দিয়াছেন।

অবৈষ্ণব-বর্ণাশ্রমের পালিত, পুষ্ট বা কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের পদলেহী কতিপয় প্রাকৃত-বুদ্ধিযুক্ত; অকৈতবজ্ঞানময় আনুষঙ্গিকোপগ্র-বৈষ্ণব-বিরোধী, বাহ্যে বৈষ্ণবের বেশভূষায় সজ্জিত, অপরার্থান্বেষী ব্যক্তি প্রাকৃত ঘৃণিত স্ব স্ব প্রভুর স্বার্থ চরিতার্থ করিবার বাসনায় স্বীয় অকৈতজ্ঞান বা মনো-ধর্ম্ম সম্বল লইয়া বিষ্ণুর অপ্রাকৃত অর্চ্চা-বিগ্রহে ধাতু বা শিলাবুদ্ধি, কৃষ্ণপ্রকাশ-বিগ্রহ সেবক-ভগবান্ চিদ্‌বিলাস শ্রীগুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি, বর্ণাশ্রমীর গুরু পরমহংস-বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি পূর্ব্বক অনন্তরৌরবে ধাবিত হইবার জন্য কল্পনা করিয়া থাকে যে, বৈষ্ণবীদীক্ষায় দীক্ষিত পুরুষের শালগ্রাম-পূজায় অধিকার নাই; ইহা জানাইবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘু-নাথকে শালগ্রাম পূজার অধিকার না দিয়া তাঁহাকে গোবর্দ্ধন-শিলা প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপ দুষ্টমত বর্ত্তমানেও কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-পথাবলম্বী, অপরার্থান্ধ জাতি-গোস্বামী-সম্প্রদায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এইসকল অপরার্থান্ধ বণিক্ সম্প্রদায় তাঁহাদের ঐরূপ উক্তিদ্বারা হরু গোস্বামীর বিরোধী বলিয়া প্রমাণিত হন, ইঁহাদের কিছুমাত্র বৈষ্ণবতা নাই, কনিষ্ঠাধিকারে যে বৈষ্ণবাভাসটুকু আছে, তাহাও নাই; তাঁহারা মাৎসর্য্যপর-কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের চাটুকার, অপরাধী, অপরার্থান্ধ, ঘৃণিত প্রাকৃত সহজিয়া। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীপ্রভু শ্রীহরিভক্তি বিলাসে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত পুরুষের পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ ব্রহ্ম-সংহিতা-টীকায় ধ্রুবের উদাহরণে দীক্ষিত-পুরুষের পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু হরি বিলাসের টীকায় শালগ্রামপূজা-নিষ্ঠাতা প্রকরণে জানাইয়াছেন যে, যে কোন কুলোদ্ভূত দীক্ষিত ব্যক্তির শালগ্রাম পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহার বিরুদ্ধ মত "মাৎ-সর্য্যপরৈঃ স্মার্তৈঃ কৈশ্চিৎ কল্পিত"মিতি মন্তব্যম্ অর্থাৎ মাৎসর্য্যপর কোন কোন কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের কল্পিত মত বলিয়া জানিতে হইবে; কারণ—"শূদ্রেরপ্যেষদি বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদ্যেন কলোচ্যতে।" তথাচ নারদীয়ে—"শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিক"ইতি। ইতিহাস সমুচ্চয়ে—"শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা, বীক্ষতে জাতি-সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুব"মিতি। পাদ্মে চ। "ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে" ইতি।—চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে সকলেই শূদ্র-কুলোদ্ভূত, এমন কি, চতুর্ব্বর্ণ বহির্ভূত অন্যান্য কুলোদ্ভূত পুরুষগণও যদি বৈষ্ণবী-দীক্ষায় দীক্ষিত হন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই শূদ্র বা অন্ত্যজ বলিয়া অভিহিত হন না। শ্রীনারদপুরাণ এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া বলেন,—হে ভূপতে! শ্বপচকুলোদ্ভূত পুরুষও যদি বিষ্ণুর ভক্ত হন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ। শ্বপচকুলে অবতীর্ণ বিষ্ণুভক্তকে শ্বপচজাতি বলা দূরে থাকুক, পুণ্যময় ব্যবহারিক ব্রাহ্মণ বলিলেও তাঁহার চরণে অপরাধ করা হয়, কারণ তিনি পারমার্থিক ব্রাহ্মণ বা ভাগবত; নিখিল ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্যত্ব লাভ করিতে পারিলে মহাসুকৃতিশালী বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইতিহাস সমুচ্চয়েও উক্ত হইয়াছে,—চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে শূদ্র অথবা বর্ণবাহ্যভূত নিষাদ ও শ্বপচকুলে অবতীর্ণ ভগবদ্ভক্তে যদি কেহ তত্তজ্জাতিসামান্যে দর্শন করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে গমন করিবে। পদ্ম-পুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—ভগবদ্ভক্তগণ কখনই শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভাগবত অর্থাৎ সর্ব্ববর্ণগুরু ব্রাহ্মণ এবং গুণাতীত ব্রহ্মস্থ পুরুষ, পরমাত্মোপাসক যোগীকুলেরও গুরুদেব, অজ্ঞানাবরণশূন্য, একায়নগতী, ঐকান্তিক বৈষ্ণব; আর যাঁহারা কর্ম্মজড়তার আকর, সেই সকল স্মার্ত্ত বিষ্ণুমায়ার উপাসক, তাঁহারা অনার্দ্দন বিষ্ণুর ভক্ত নহেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণাদি উচ্চকুলের অভিমান করিলেও বিষ্ণুমায়ার অভিভূত শোকমগ্ন বলিয়া সর্ব্ববর্ণের মধ্যে শূদ্র।

কর্ম্মবাদীর, বিকিপ্তমতি, অনর্থযুক্ত জীবগণের ন্যায় একায়নগতী পরমহংস-কুলের পাঞ্চরাত্রিকানুষ্ঠান-নিষ্ঠা এবং

তদুচিত সংস্কারাদি-গ্রহণের বাহ্যাপেক্ষা নাই বলিয়া তাঁহারা শালগ্রামাদি অর্চ্চনের অধিকারী নহেন বা তাঁহারা শূদ্র—এইরূপ অনুমান কদর্থনীল ব্যক্তিগণের মূর্খতা-প্রসূত। পাঠশালার বালকগণ যদি মনে করে যে, তাহাদের গুরু-মহাশয় যে 'তিন তিরিকে নয়' নামতা পড়ান, তাহা মহা-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক তাঁহার ছাত্র-গণকে পড়ান না বলিয়া তিনি নামতা জানেন না, সেইরূপ অনুমান যেমন মূর্খ বালকোচিত নিরর্থক বাক্যমাত্র, তদ্রূপ যে সকল ব্যক্তি মনে করেন, একায়নশাখী পরমহংসবৈষ্ণবগণ যখন কনিষ্ঠাধিকারোচিত অর্চ্চন-নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন না এবং তদুচিত সংস্কারাদিও সকল সময় বাহ্যে গ্রহণ করিবার আদর্শ দেখান না, তখন তাঁহারা শূদ্র—তাঁহাদের শালগ্রাম পূজায় অধিকার নাই। এই মূর্খতা অপনোদন করিবার জন্যই সাত্বত পঞ্চরাত্রসমূহ সমস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন—"তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।" (হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৯ম সংখ্যাধৃত তত্ত্বসাগর বচন)—(বৈষ্ণবী) দীক্ষা-বিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই দ্বিজতা সাধিত হয়; বিনীতানেব পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ (নারদ-পঞ্চরাত্র ভরদ্বাজ সংহিতা ২য় অঃ ৩৪ শ্লোক)—বিনীত শিষ্য-পুত্রাদিগকে বৈদিক দশ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য তাহাদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন, ইহাই দীক্ষা-বিধি; "সূত্রোক্ত্যাপনয়সম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ" (বঃ তাঃ অনুঃ শাঃ পঃ ১৪৩।৪৬)—নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও এই সকল কর্ম্মফল দ্বারা আগমসম্পন্ন অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক বিধান অনুসারে দীক্ষিত হইয়া দ্বিজত্ব-সংস্কার লাভ করেন। "ব্রাহ্মণকুমারাণাং সবনযোগ্যত্বাভাববদ্ভেদকপুণ্যবিশেষময়-সাবিত্র্যজন্মাপেক্ষাবদস্ত অদীক্ষিতস্য স্বাস্ত সাবিত্র্য-জন্মাস্তরা পেক্ষা বস্তুত ইতি ভাবঃ।" (দুর্গমসঙ্গমনী-পূঃ বিঃ ১।১৩)—ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তির যেমন সবন-যোগ্যতা-নির্ণায়ক বিশেষ পুণ্যময় সাবিত্র্য-জন্মের অপেক্ষা থাকে, সেইরূপ চণ্ডাল কুলোদ্ভূত অদীক্ষিত ব্যক্তির (নামকীর্ত্তন-মাত্রে) ব্রাহ্মণত্ব বা সবন-যোগ্যতা লাভ হইলেও সাবিত্র্য-জন্মের অপেক্ষা আছে।

গোবিন্দভাষ্যকার প্রমেয় রত্নাবলী গ্রন্থে পাদ্মোত্তরখণ্ড-বচন উদ্ধার করিয়া যে পঞ্চ সংস্কারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'যাগ' শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি শালগ্রামাদি-পূজাই স্থাপন করিয়াছেন।

যাঁহারা নিখিল ব্রহ্মকুলের গুরুদেব শ্রীশ্রীল রঘুনাথ দাস প্রভুতে জাতিবুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধৃষ্টান্ত দ্বারা শালগ্রাম পূজার অনধিকারী প্রমাণিত করিতে চান, সেই সকল গুরু-গৌরাঙ্গ-বিদ্বেষী, গোস্বামী-বিরোধী অপরাধীকুলের মূর্খতা এক একটী করিয়া অতি সহজেই খণ্ডন-যোগ্য। প্রথমতঃ তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে বৈষ্ণব-স্মৃতি সঙ্কলনকারী শ্রীল সনাতন ও শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবহার উপরে গুরুগিরি করিবার দুর্বুদ্ধিবিশিষ্ট; দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা শ্রীগণ্ডকী-শিলা ও শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলার ভেদ-বুদ্ধিকারী। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের যেরূপ ত্রিযাকুক-কুণপে আত্মবুদ্ধি, ভূমিজাত বস্তুতে পুণ্যবুদ্ধি, নদিগণে তীর্থবুদ্ধি এবং গুরুগণে প্রাকৃতবুদ্ধি থাকাহেতু পঞ্চরাত্র-ভাগবতের বিচারানুসারে তাহারা গরু ও গাধা সজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয় এবং সেই গোখর বুদ্ধি লইয়া তাহারা শ্রীক্ষেত্রে (?) মহাপ্রসাদের অস্তিত্ব কল্পনা এবং জগতের সকল শ্রীজগন্নাথদেব ও তদীয় মহা-প্রসাদের অনস্তিত্ব কল্পনা-পূর্ব্বক অন্যত্রস্থানে ভেদ-বুদ্ধি, মহা-প্রসাদে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃতির কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তগণই গোবর্দ্ধন ও শালগ্রামে ভেদ-বুদ্ধি করিয়া তাহাদের গোখরত্ব প্রমাণ করে। শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীশালগ্রাম অন্যস্থানেরই বিভিন্ন প্রকাশ মূর্ত্তি, বিষ্ণু-তত্ত্বে ভেদ মানিলে মহা অপরাধ হয়—ইহা গোখরগণের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। যাহাদের শ্রীশালগ্রামে অন্তর্নিহিত শিলাবুদ্ধি বিরাজিত, তাহাদেরই গোবর্দ্ধনে শিলাবুদ্ধি এবং শালগ্রামের সহিত ভেদবুদ্ধি উদিত হইয়া থাকে।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে মহাপ্রভু অলৌকিক ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিবিশেষবিচারে শালগ্রাম পূজার অধিকার না দিয়া গোবর্দ্ধন-শিলা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া যাহারা পাষণ্ডতা করে, ব্যাসদেবের বিচারানুসারে তাহাদিগকে একসঙ্গে ভীষণ বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-অপরাধে নিমজ্জিত হইতে হয়—

"শালগ্রামে বিপ্রো শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

যে ব্যক্তি অর্চ্চাবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মনুষ্য-

নীল মানব-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল-মন্ত্র-বিনাশী বিষ্ণু-নাম-মন্ত্রে শব্দসামান্য-বুদ্ধি এবং সর্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহিত সম-বুদ্ধি করে, সে নারকী।

সুতরাং যাহারা শ্রীল দাস গোস্বামী বা বৈষ্ণব-গুরু-গণকে গোময়বুদ্ধিজাত বিচারের আসামী মনে করে, ব্যাসদেব উহাদিগকে নরকস্থান্ বলিয়া জানাইয়াছেন। অধিক কি, শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ বৈষ্ণব এবং ঐকান্তিক-বৈষ্ণবের কিরূপ শ্রেষ্ঠতা জানাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়াও ভীষণ-অপরাধ-নিবন্ধন কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবুদ্ধিপুষ্ট নারকীগণের আমর নিবৃত্তি হয় না,—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥"

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যা-ধৃত গারুড়-বাক্য)

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক সহস্রের অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্ত-পারগত শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব-বেদান্তপারগ কোটী ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু একান্তবন্তী একান্তী পরমহংস বৈষ্ণবের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, কাজেই তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কনিষ্ঠাধিকারী পাঞ্চরাত্রিকের অধি-কারটুকু মাত্র প্রদান করেন নাই। মহাপ্রভু নিখিল ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ-কুলের গুরু, নিজ-শ্রেষ্ঠ, মহাভাগবত রঘু-নাথকে কনিষ্ঠাধিকারোচিত অর্চ্চন প্রদান করেন নাই, পরন্তু শ্রীরাধাগোবিন্দের শুদ্ধ-সাত্ত্বিক ভাবসেবা প্রদান করিয়াছিলেন—

"এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেম ধন॥"

রঘুনাথ তপার্থ মিশ্রের মত ভৌম-বস্তুতে পূজাবুদ্ধি এবং অভিজ্ঞ মীনকেতন রামদাসে মর্ত্যবুদ্ধি করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। তপার্থ মিশ্রের শালগ্রাম-বিষ্ণ্বর্চ্চন ও রঘুনাথের পরমশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন-শিলাধারী এবং গুঞ্জামালা-রূপিনী স্বীয় ঈশ্বরী গান্ধর্ব্বার ভাব-সেবা এক নহে। তপার্থ-মিশ্র প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট; শুদ্ধ-বৈষ্ণব নহেন। তপার্থ মিশ্রের শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি অথবা শ্রীশালগ্রামকে ভূমিজাত বস্তুজ্ঞানে তাঁহাতে লৌকিকী পূজা-বুদ্ধিমাত্র ছিল; কিন্তু মহাভাগবত রঘুনাথ ভাব-সেবা করিতে করিতে—

"পূজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্র-নন্দন'।
'প্রভুর স্বহস্ত-দত্ত গোবর্দ্ধন-শিলা'
এই চিত্তে' রঘুনাথ প্রেমে ভাসি' গেলা॥
জল-তুলসীর সেবায় যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার-পূজায় তত সুখ নয়।"

রঘুনাথ একান্তবন্তী একান্তী মহাভাগবত ছিলেন বলিয়াই মহাপ্রভু রঘুনাথকে কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত বৈষ্ণবের অধিকারোচিত শালগ্রাম-বিষ্ণ্বর্চ্চন প্রদান না করিয়া গান্ধর্ব্বা-গিরিধারী প্রদান পূর্ব্বক সাক্ষাৎ চিন্নীলা-মিথুনের মহাভাগবতোচিত রাগময়ী-সেবা প্রদান করিয়াছিলেন। গোময়-বুদ্ধিবিশিষ্ট কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের গোময়পূর্ণ মস্তকে এত বড় কথা প্রবেশ করে না বলিয়াই তাহারা গোবর্দ্ধন-শিলারূপী সাক্ষাদ্ ব্রজেন্দ্রনন্দন ও গুঞ্জামালা-রূপিনী সাক্ষাদ্ গান্ধর্ব্বাকে প্রাকৃত শিলা ও কুঁচের মালা অনুমান পূর্ব্বক অবজ্ঞানে ভেদ-বুদ্ধি করিয়া থাকে। শালগ্রাম-বিষ্ণ্বর্চ্চন কনিষ্ঠাধিকারোচিত এবং মধ্যম অধিকারেও গৌরবময়ী সেবার অর্চ্চা; কিন্তু মহাপ্রভুর সেবিত গোবর্দ্ধন-গুঞ্জামালা রাগময়ী সেবার চিন্নীলা-মিথুন-বিগ্রহ। মহাভাগবত রঘুনাথ মহাপ্রভুর এই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—

"রঘুনাথ সেই শিলা-মালা যবে পাইল।
গোসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল।
শিলা দিয়া গোসাঞি সমর্পিলা 'গোবর্দ্ধনে'।
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা 'রাধিকা চরণে'॥
আনন্দে রঘুনাথের বাহ্য বিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ-চরণ॥"

এইরূপে রঘুনাথ চিন্নীলা-মিথুনের ভাব-সেবায় নিযুক্ত থাকিলেন। একদিন শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী শ্রীরঘুনাথকে বলিলেন,—

"অষ্ট কৌড়ির মাজা-সন্ধেশ কর সমর্পণ।
শ্রদ্ধা করি' দিলে সেই অমৃতের সম॥"

রঘুনাথ শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর অভিপ্রায়মতে শ্রীরাধা-গোবিন্দকে মাজা সন্ধেশ প্রদান করিলেন। শ্রীল স্বরূপের আজ্ঞায় গোবিন্দ তাহার সমাধান করিয়াছিলেন।

ভাস্করের রাহু

অমন লুকিয়ে থেকে কেগো তুমি
ছান্‌ছো ভোঁতা বাণ !
বিবর হ'তে বেরিয়ে এসো
দেখি বদন খান।
ভাবছো তুমি মনে মনে
বিঁধেছ খুব প্রাণে প্রাণে
ওই স্বপনে থাকো খুসী
(নইলে) হবে হতমান।
কাণা কেলে পদ্মলোচন,
কুষ্ঠ রোগী অখিল মোহন,
'ভাস্কর' কি তেমি তুমি
(ওগো) উলুক-পরাণ ?
বিদ্যে তোমার যেছে খোকা
পাঠশালেতে যাওনি সোজা ;
এঁচড়ে পেকেছ তুমি
এমি গুণবান্।
গেরস্তরা পাবেনা টের
সোত বাড়াচ্ছ ভয়ুকের ;
বোঁটা খসে পড়বে কখন্
(একটু) থেকো সাবধান।
কলিকাতার গলি ঘুরে
আস্তাকুঁড় ও অন্ধকারে
আলো দেখে পেয়েছ ভয়
কেঁপেছে তাই প্রাণ ?
আলোর স্বভাব প্রকাশ করা
অন্ধকারে পচ্‌ছে যা'রা
সইতে যা'রা পারবেনা তা'
করবে ধ্যানের স্থান্।
সূর্য্যটা ওই বড়ই মন্দ
বলো যদি নাইক ছন্দ ;
সোণা পালাও নরক পানে
পাবে যোগ্য স্থান।
তোমার মহাপুরুষ যিনি
দিয়েছেন কি জবাব তিনি
কেনেডি ও পঞ্চাননের
(দিয়ে) চরিত্রের প্রমাণ ?
সভায় বিচার করিতে চাও,
লেখা পড়ায় চল বুঝি পাও ?
বল তোমার বিচারক কে ?
আছে 'বর্ণ'-জ্ঞান ?
'বর্ণ' গুলি আগে চেন'
'অক্ষর'কে ক্রমে জান'
শব্দ-বোধ ত' পরে হবে
(শেষ) উচ্চারণ বানান্।
শ্রীগৌড়ীয়ের পাতা খুলে
পূজাবুদ্ধি কম্‌ হ'লে
একটি কথা একটি শো বার
উচ্চে ক'রো গান।
চৈত্য-গুরু উদয় হ'য়ে
দিবেন তোমায় পথ দেখিয়ে
শুদ্ধ বুদ্ধে তখন কোরো
সভাটি আহ্বান।
সাধুর বাক্য অনুসর'
শুভ যদি ইচ্ছা কর ;
(না হয়) অন্ধ মনের পাছু ঘোরে
(করবে) নরকে প্রয়াণ।
বিদ্ধ শস্ত্রাঘাতের কথা
ব'লে গেছেন সাধু ভোতা ;
চুলচের সব পরিহরি
(কর) বৈষ্ণবে সম্মান।

অনধিকার-চর্চ্চা

(৫)

বঙ্গবাণী পত্রের পণ্ডিত ভট্টপল্লীবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহাদের কাগজে ২৬শে শ্রাবণ তারিখে স্তম্ভব্যাপী এক প্রবন্ধে অপরার্ধ-পোষণকল্পে বলিয়াছেন যে, শ্রীঠাকুর হরিদাস যবনকুলে দেহলাভ করায় তাঁহার উপরতিকালে শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার মৃতদেহের (?) পাদোদক পান করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর ঐকান্তিক ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যচরিতপথের অনুগমন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঠাকুর হরিদাসের চিন্ময় বিগ্রহকে হরিসম্বন্ধী জানিয়া অপরার্ধপর জাড্যে ভক্তিবিদ্বেষীর অনুগমন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। স্মার্ত্তপ্রবর শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসও বলেন,—"বিকোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ, বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ"। তর্করত্ন মহাশয় সম্ভবতঃ জানেন, হিন্দুমাত্রেই বিশ্বাস করেন, শ্রীব্যাসের উক্তিও উত্তমস্মৃতি বলিয়া ধারণা করেন, সুতরাং পুরাণের প্রুফ দেখিবার সময় এই শ্লোকটীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াও থাকিবে। তাহা হইলে কি আমরা বুঝিব যে, তিনি তাঁহার স্বরূপ প্রদর্শনের জন্য অকল্যাণপথের যাত্রী হইয়াছেন? তিনি হয়ত' স্মার্ত্তরঘুনন্দনের অবজ্ঞানসিদ্ধ-সূত্রে এই প্রকার স্মৃতি-বচনকে "বৈষ্ণবপর-" মাত্র বলিয়া পলাইবার যত্ন করিবেন। কিন্তু স্মার্ত্তপ্রবর দ্বিজ হরিদাস বলিয়াছেন,—"পলাইতে পথ নাই, যম আছে পিছে।"

শ্রীঠাকুর হরিদাসের হৃদয়-মন্দিরে সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার উত্তমাঙ্গসমূহে দ্বাদশ বিষ্ণুমন্দির অঙ্কিত ছিল। প্রত্যেক মন্দিরেই শ্রীবিষ্ণু বাস করিতেছিলেন,—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

—এই শ্রীচৈতন্য-বাণী বুঝিতে না পারিয়া তর্করত্ন মহাশয় বিষ্ণুসেবায় নিযুক্ত ঠাকুর হরিদাসের চিন্ময় শরীরকে তুচ্ছ বৈরাগ্যবশে হরিসম্বন্ধি বস্তু হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিয়াছেন! তর্করত্ন মহাশয় আধ্যক্ষিক-বিচারনিপুণ জনশ্রেণীতে আপনাকে গণনা করায় শ্রীঠাকুর হরিদাসের চিন্ময় শরীরে বিষ্ণুর অধিষ্ঠানের অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধীয় "কৃচ্ছ্রান্ নো মমতি যদ্ধিয় একদাপি" শ্লোকের তাৎপর্য্যানুসারে অনভিজ্ঞ জনকে কুবিচার-পোষণজন্য যমদণ্ড্য দণ্ডিত হইতে নিযুক্ত করাইয়াছেন। শ্রীহরিমন্দিরাদি বৈষ্ণব-চিহ্নযুক্ত শরীরকে কর্ম্মফলকৃত স্মার্ত্তশরীর জ্ঞান করিলে শ্রীব্যাসোক্ত স্মৃতি-অনুসারে শ্রীগুরুপাদপদ্মলঙ্ঘনরূপ মহাপরাধ হয়। সাত্বতপুরাণের প্রুফ দেখিবার কালে—"যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাস্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি" বিচার পাঠ করিয়াও তর্করত্ন মহাশয় তাহা কার্য্যকালে লোপ করায় স্মৃতিশাস্ত্রে অবিশ্বাসী হইবার কৌতূহল কেন দেখাইলেন বুঝা যায় না। বৈষ্ণবে তাঁহার আদৌ শ্রদ্ধা না থাকায় স্কন্দ-পুরাণের বিচারানুসারে তর্করত্ন মহাশয় ক্ষীণপুণ্য পাপিষ্ঠদলে আত্মগণনা করিবার যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার হরিভক্তির অন্তরায় উপস্থিত করিয়াছে। তর্করত্ন মহাশয়ের বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্র দেখিবার কোন সুযোগ হইয়া থাকিলে তিনি অবশ্যই জানিতেন—"ন কর্ম্ম-বন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাং চ বিদ্যতে"।

বৈষ্ণব নিত্য বস্তু, ঠাকুর হরিদাস নিত্যবস্তু, অসুরকুলের মোহনের নিমিত্ত—নির্ব্বুদ্ধিজনগণের নির্ব্বুদ্ধিতা বাড়াইবার জন্য এবং ভগবদ্ভক্ত বা পার্ষদগণের সকল কুলেই অবতার সিদ্ধ—এই নিত্য-সত্য প্রচারের জন্য যবনকুলে ঠাকুর হরিদাসের অবতার। পার্ষদরূপে অবতীর্ণ নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে কর্ম্মফল-কারাগারের অনৈক আসামীবিশেষ মনে করায় তর্করত্ন মহাশয়ের যে ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধ ঘটিয়াছে, তাহা হইতে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের নাম কখনই তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইতে পারে না।

স্মৃতিরাজগণ বলেন, নামদাতা শ্রীগুরুদেবের চরণে অপরাধ করিলে নামাপরাধ বা বৈষ্ণবাপরাধ হয়। সাত্বতপুরাণরূপ স্মৃতিরাজগণের সম্পাদকমুখে প্রুফ দেখিবার সময় তর্করত্ন মহাশয়ের যে ভ্রান্ত সুকৃতি হইয়াছিল, তাহা কোন্ দুষ্কৃতিফলে ক্ষীণপুণ্যজনগণের ন্যায় বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। অপরাধযুক্ত হইয়া 'নারায়ণ',

'বিষ্ণু', 'পুণ্ডরীকাক্ষ' প্রভৃতি অক্ষর উচ্চারণপ্রমত্ত স্মার্ত্ত-কুল নামাপরাধবশে বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণে চিরদিনই অসমর্থ—একথাও বোধ হয় দ্বিসপ্ততিসংখ্যোত্তরশতীবী ভাষাকুশলের অজ্ঞাত বিষয় নহে। বৈষ্ণব-গুরুর অবজ্ঞা করিলে তাহারও ফলভোগ ও প্রাপঞ্চিক বিষয় হইতে মুক্তি-সম্ভাবনা নাই—এই কথা বহুশাস্ত্র তারস্বরে গান করিয়াছেন। তর্করত্ন মহাশয়কে শাস্ত্রবিমুখ বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না হইলে তাঁহাকে দুরভিসন্ধিমূলক কুচক্রান্তকারিগণের বন্ধু বলিয়া জানিতে হয়। তর্করত্ন মহাশয় এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টী, তাহাই এখন সুধীগণের বিবেচ্য।

ভট্টপল্লীনিবাসী তর্করত্ন মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণের অনেকেই বোধ হয় বামোপাসক বলিয়া অভিমান করিতেন; আর্য্যপথ-প্রদর্শক ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ভটায়ুর নির্য্যাণের পর তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন,—তর্করত্ন মহাশয় এই প্রসিদ্ধ ঘটনাটী জানিয়া বোধ হয় বলিবেন যে, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের এই কার্য্য অপরের অনুসরনীয় নহে (যেমন তিনি শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে বলিয়াছেন); কিন্তু তাঁহার এই যুক্তি অশেষস্মৃতিবিদ্যাকুশল আচার্য্য শ্রীমন্মধুসূদন খণ্ডন করিয়াছেন। আচার্য্য মহাপূর্ণ যখন কোন শৌক্রব্রাহ্মণেতরকুলে অবতীর্ণ ভক্তের নির্য্যাণের পর তাঁহার দেহকে হরিমন্দির জানিয়া যথোচিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন, তখন আচার্য্য মহাপূর্ণের পূর্ব্বাশ্রমের অদৈব-সমাজের আত্মীয়-স্বজনগণ, কৃমিকণ্ঠ প্রভৃতি পশুপ্রকৃতির ব্যক্তিগণ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবিচারপর তর্করত্ন মহাশয়ের ন্যায় অজ্ঞতাক্রমে উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু পঞ্চরাত্রাধ্যাপকবর আচার্য্য শ্রীরামানুজ গুরু মহাপূর্ণের এই আচরণ অদৈব সমাজের বিরুদ্ধ হইলেও বৈষ্ণব-সমাজে যে ইহা সর্ব্বথা অনুসরণীয়, তাহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে জানাইয়াছিলেন এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক ভটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া কর্ম্মজড় স্মার্ত্তসমাজকে বিচারে নিরস্ত করিয়াছিলেন।

যে ঠাকুর হরিদাসের মজ্জন গঙ্গাও বাঞ্ছা করেন, যে হরিদাসের স্নানহেতু সমুদ্র মহাতীর্থরূপে পরিণত হইয়াছেন—"প্রভু কহে—সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈলা", সেই সমুদ্রে স্নানকালে বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যানুসারে জানেন যে, তাঁহারা হরিদাস ঠাকুরের পূত পাদোদকেই স্নান করিতেছেন। অজ্ঞাতসারে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণও নীলাচলে সমুদ্র-স্নানকালে ঠাকুর হরিদাসের পাদোদকেই স্নান করিয়া থাকেন, দুর্ব্বুদ্ধি বা কর্ম্মজড়তাবশতঃ যাঁহারা ইহা বুঝিতে না পারেন, সেই সকল স্মার্ত্ত কাশীর স্মৃতির অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়ের উদ্ধৃত ভাগবতীয় বচনানুসারে "গরুও খাটে, গাধাও খাটে" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন।

তর্করত্ন মহাশয় অনন্তকোটী জীবন পরে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া যাহাতে হরিদাস ঠাকুরের চিন্ময় পাদোদকের এক কণা স্পর্শ করিবার অধিকারী হইতে পারেন, মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণপ্রমুখ স্মার্ত্তাগ্রণীগণ তাহা হরিদাস-দাসগণের চরণে বিজ্ঞাপন করুন। ব্রহ্মাদি-দেব-দুর্ল্লভ হরিদাসের পাদোদকে-কীর্ত্তপুণ্য জনের বিশ্বাস হয় না, কিন্তু যে সকল মহাত্মাগণ হরিদাসের পাদোদক পান করিয়াছেন, তাঁহাদের পাদোদক-পানকারী দাসানুদাস-গণের পাদোদক সাধনের বল—ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছেন, সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের এই শিক্ষা জীব-মাত্রেরই অনুসরণীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাতে তদীয় ভক্তগণ ঠাকুর হরিদাসের পাদোদক পান করিয়াছিলেন; সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাতে অনুমোদন ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব এই লীলা প্রকট করিয়া সকল জীবকে তদনুসরণ শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যলীলা-লেখক উপাস্য বস্তুদ্বারা উপাসকের সেবা বর্ণন করিয়া স্ব-চিত্ত-কলঙ্কের আবাহন করেন নাই। তবে প্রভুর সেবকে স্নেহাভাব ছিল না। শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকশিক্ষক, তিনি সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কার্য্য করেন না। তিনি ভগবান্, এক্ষণে জগদ্‌গুরুর লীলাভিনয় করিতেছেন; সুতরাং শিষ্য-প্রতিম হরিদাসের পাদোদক পান করিবার আদর্শ তিনি এখানে প্রদর্শন করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার ভক্তগণের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন,—যে কোন কুলে অবতীর্ণ হউন না কেন, বৈষ্ণব অপ্রাকৃত বস্তু—তিনি স্মার্ত্তের ন্যায় বদ্ধ মর্ত্ত্যজীববিশেষ নহেন, তাঁহার চিদানন্দ-দেহ অপবিত্র নহে। বৈষ্ণবের পাদোদক সর্ব্বপাত্রে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে নিত্য সেবনীয়। মহাপ্রভু বৈষ্ণব-স্মৃতিব্যাখ্যা হরিভক্তিবিলাসে অদৈব-সমাজের আচরণীয় প্রেতশ্রাদ্ধকে 'ব্রাহ্মশ্রাদ্ধ' বলিয়া জানাইয়াছেন। সুতরাং মহাপ্রভুকে বৈদিক ব্রাহ্মণগণের শ্রেণীতে আবদ্ধ করিবার যে প্রয়াস,

তাহা ছলের ত্যাগের আদর্শ দেখাইয়া মহাপ্রভু স্বয়ংই স্থাপন করিয়াছেন। আর স্মার্ত রঘুনন্দনীয়গণের প্রতিভাধর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-প্রভৃও হরিদাস ঠাকুরকে পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র-প্রদান-লীলা-দ্বারা ঠাকুর হরিদাসকে নিখিল ব্রহ্মণ্য ব্রাহ্মণ-গুরু এবং কর্মজড়স্মার্তগণের ব্রাহ্মণতার প্রভাব জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ সঙ্কলনকারী শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ কর্ণাট ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইবার অভিনয় দেখাইয়াও যবনকুলে অবতীর্ণ হরিদাস-ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণের আদর্শ প্রচার পূর্ব্বক জীবগণকে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ ভীষণ অপরাধ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

জানিয়া শুনিয়াও পাপকূপে অবগাহন করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প ব্যক্তি কোন্ শ্রেণীর প্রাণি হইতে পারে?—বহুশ্রুত অনুচানমানী তর্করত্ন মহাশয় আপনাকে যদি উহাদের মধ্যে গণ্য করিতে চান, তাহা হইলে আমরা তাঁহার বুদ্ধির কোন প্রশংসা করিতে পারি না। পরমার্থ বিরোধ-কল্পে পরমার্থবিরোধি-সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করিতে গিয়া তিনি যে সকল অপরাধের অজ্ঞাত সেবা করিতেছেন জানাইতে চান, আমরা তাঁহার সেই কথায় অধিক আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। অবাস্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া মানব কামাদি ষড়রিপুর বশীভূত হয়। পরমার্থ-বিরোধী স্মার্তনেতাকে ষড়রিপুর দাস বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-ফলে জীবের যে অধোগতি হয়, সেই সকল শাস্ত্রবচন স্মার্ত-স্মৃতি-সমূহে উল্লিখিত আছে। শ্রীঠাকুর-হরিদাসকে হংসজাতীয় ব্রাহ্মণবর্য্য স্বীকার না করিলে যে শ্রীচৈতন্যবিমুখতা-রূপ জড়তা জীবকে হরিভক্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া সাংসারিক অষ্টপাশে আবদ্ধ করে এবং কর্ম্মফলের স্রোতে ভাসাইয়া দুর্গতিপূর্ণ প্রণালীতে নিত্যকালের জন্য স্থিতিবান্ করায়, তাহা শাস্ত্রকুশল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। "আমার ব্যাপারী হইয়া বিষ্ণুভক্তি আমাদের ঘরে ওয়াকিবহাল" মনে করা পাণ্ডিত্যের পরিচয় নহে। চাণক্য বলেন,—যে কাল পর্য্যন্ত অনভিজ্ঞ জনগণ নিজেদের পাণ্ডিত্যাভাব অপরের নিকট প্রকাশ না করেন, সেই কাল পর্য্যন্তই তাঁহাদিগকে বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ও বেদোজ্জ্বল পণ্ডাবিশিষ্ট পণ্ডিত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষকলে পুণ্যবান্ ব্যক্তিবিশেষকে যে বিষময় ফল-আশ্রয় করে, তৎসম্বন্ধে সাত্বত-স্মৃতি শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥"

কর্ম্মফল ভক্ষ দেহ লাভ করিয়া যে সকল কামি-সম্প্রদায় বিত্তৈষণা, স্বর্গৈষণা, পুত্রৈষণা প্রভৃতি করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্থূল শরীর হইতে জন্মগ্রহণকারী বীয় স্থূল শরীরকেই কামতৃপ্তির অবিশেষ এবং সূক্ষ্মশরীরকে স্বর্গপ্রবাসতন প্রভৃতি জানিয়া হরিসেবা-বিমুখ হইয়া পড়েন। মাতৃকুক্ষিজাত শরীরে সাবিত্র্যাদিকার-লাভের যোগ্যতা আছে জানিয়া পুণ্যফলে তদধিকার লাভ করিয়া বিষ্ণুসেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক অবৈষ্ণবভাবে অন্যদেবতার সেবায় বিষ্ণুসেবা-বিবর্ত্তবুদ্ধি করিলে তাহাকে ভাগ্যহীন মাত্র বলিতে হয়। যাঁহারা অক্ষর-তত্ত্ববিষয়ে উদাসীন হইয়া ক্ষরতত্ত্বে উন্নতি-কাম হন, শ্রুতিমতে তাঁহাদের 'ব্রাহ্মণ' সংজ্ঞার পরিবর্ত্তে 'ব্রাহ্মণব্রুব-কৃপণ' সংজ্ঞা হয়। কৃপণগণ অসরল ও সত্য-বিমুখ এবং গুরুদ্রোহী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাসদ্রোহী। তাহারা সর্ব্বদাই বৈষ্ণবনিন্দায় নিযুক্ত থাকিয়া ইহলোকে ও পরবর্ত্তি লোকসমূহে অবরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। শ্রীচৈতন্য-দাসগণের দর্শনে শ্রীল ঠাকুর হরিদাস সাক্ষাৎ চতুর্মুখ ব্রহ্মা এবং আদিগুরু শ্রীবৈকুণ্ঠ নামাচার্য্য—সাত্বত স্মার্তকুলনমিত চরণ। যদি কেহ প্রাক্তন-দুষ্কৃতিফলে শ্রীঠাকুর হরিদাসকে বাইশ বাজারে আক্রমণ করে, অথবা বিষ্ণুশরীরে ব্রহ্মাণ্ড লয়প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কৌটিল্যনাট্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার গর্হণ চেষ্টা করে, তাহা হইলে উহার ভীষণ পরিণাম সুধীমাত্রেই অবগত আছেন। 'আমি বুঝিতে ভুল করিয়া অগ্নিতে দেহ সমর্পণে স্থির হইব, মনে করিলে চিন্ময় বৈকুণ্ঠদেহোত্থ চিদগ্নি অপরাধীকে দগ্ধ করিবে না—এরূপ নহে। বৈষ্ণব যদিও ক্ষমা করেন, তথাপি পাপাত্মার সঞ্চিত পাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অপরাধীকে গুরুতর অপরাধ করিতে প্রেরণ দিবে এবং তৎফলে দণ্ডের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করিবে। অতিরিক্ত দণ্ড হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য শ্রীঠাকুর হরিদাসের গাত্রাঙ্কিত বিষ্ণুচক্র বিশেষ অনুকম্পা করিয়া অপরাধীকে নির্ব্বাণ লাভ করাইয়া দেন। "দিষ্ট্যা ব্রহ্ম-ভূয়ে মন্যে দৈত্যাস্ত্বং হরিণা হতাঃ"—এই সাত্বতস্মৃতি-বচন

ঈশ্বর কৃষ্ণ কথিত জড় প্রকৃতিলয়ের সপ্তমীতৎপুরুষের সার্থকতা করে। যে পাণ্ডিত্য বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-পোষণের জন্য সাধিত হয়, তাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকরাধিক নহে। বিষ্ণু-ভক্তিস্বরূপের কৃপামাত্র উপলব্ধি হইলে জানিতে পারা যায় যে, যাহারা পুণ্যবানের কোটি-অশ্বমেধ যজ্ঞফলের সহিত শ্রীঠাকুর হরিদাসের উচ্চারিত প্রত্যহ তিনলক্ষ-নামের একটী নামও সমান মনে করে, সেই সকল পাপীকে যমরাজ ভীষণ দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এক নিষ্পোৎ-সার্তের নাসিকা-বিচ্যুতি হয় ঘটিয়াছিল। ব্রাহ্মণতার চক্ষু-ভায় হরিদাসের অনুকরণে বৈষ্ণবের দাস সাজিতে গিয়া ভীষণভাবে প্রহৃত হইয়াছিল। তর্করত্ন মহাশয় যখন শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পুণ্যসংগ্রহে ব্রত করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহার শ্রাবকগণকে কুপথে লইয়া যাইবার যত্ন করিবেন না। আমরা স্বীকার করি যে, তর্করত্ন মহাশয় ভক্তিসাধনের বলয় লাভ করেন নাই, তজ্জন্যই তাঁহার বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পাদোদককে জলসামান্য বুদ্ধি। এক্ষেত্রে বৈষ্ণবপাদোদককে কেবলমাত্র জলসামান্য-বুদ্ধি নহে, বৈষ্ণবের অনিত্যত্ব ও তাঁহার প্রাকৃত-পরিচার-লীলায় অবৈষ্ণব সাম্য-জ্ঞানও প্রবল। ভক্তিবিদ্বেষি জনগণ যে কালে বৈষ্ণবদেহকে কৃষ্ণপ্রেমার বা পঞ্চম-পুরুষার্থের অস্তিত্বের জানিতে পারিবেন, সেই দিন তাঁহাদের প্রাকৃত হইতে মুক্তিলাভ ঘটিবে। গীতাশাস্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে অনেকবার কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, ভক্তি ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, ভক্তিবিদ্বেষী কোন দিনই বাদরায়ণ-সূত্রে অধিকার লাভ করেন না—"ভক্ত্যা মাং অভিজানাতি" "ভক্ত্যা ভক্তমুন্ সুপঠন্ বিপ্রাগ্রপরো নরো বিমুচ্যেৎ"।

পরিশেষে তর্করত্ন মহাশয় শ্রীরাধামোহন ভট্টাচার্য্যের প্রপিতামহ শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর নির্দ্দিষ্ট পারমার্থিক ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা করিতে উদ্যত হইবেন না—আমাদের ইহাই বিশ্বাস। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের পিতৃ-পিতামহের প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর লক্ষণ ভক্তি-বিদ্বেষী স্মার্ত্তাবজ্ঞন-সূত্রে তর্করত্ন মহাশয় কখনও যেন না করেন। শাস্ত্র-বাক্যেও পরম সত্যের অমর্য্যাদা করা উচিত বলিলেই শোভা পায়। কৌটিল্যনাট্য প্রবীণ বয়সের ঘটনও সহজ হইতে পারে না। বৈষ্ণব অবৈষ্ণবের লক্ষণ সমান—হরিদাস ঠাকুর স্মার্ত্ত-স্মার্ত্তগণের নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণ নহেন এবং অসুর-মোহন ও জীবকুলকে বৈরাগ্য শিক্ষাদানার্থ ঠাকুর হরিদাস প্রাকৃত-পরিহারলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার শরীর কর্ম্মফলবাধ্য ও অশুচি প্রভৃতি কল্পনা করা তর্করত্ন মহাশয়ের সমীচীন-বুদ্ধির পরিপক্ক ফল হইতে পারে না। অপরাধীকুলের সহিত তর্করত্ন মহাশয়কে সম পর্য্যায়ে গণনা করিতে আমরা এখনও ইতস্ততঃ করিতেছি। কোন্ অসৎ কামনার প্ররোচনায় এইরূপ বৈষ্ণবাপরাধকরণোদ্যম মস্তিষ্কমধ্যে উপস্থিত হইতে পারে, আমরা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। ইহা কি তন্ত্রীপতি-জ্ঞানের সম্বন্ধের জন্য ব্যাকুলতা বাজী?

বৈষ্ণব স্মৃতিবিধানে শ্রাদ্ধ

চব্বিশ পরগণা পুঁড়াগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কুলভি ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ কুলভি মহাশয়দ্বয় জানাইয়াছেন, —গত ১১ই আশ্বিন শ্রীযুক্ত আচার্য্যদাস পঞ্চরাত্রাচার্য্যের পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসমতে বৈষ্ণব-বিধানানুসারে স্বর্গতে তাঁহাদের মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, যথাসাধ্য বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-ভোজন ও সাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

প্রচার প্রসঙ্গ

গত ১০ই আশ্বিন শনিবার কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতা পরলোকগত এস্, সি, আঢ্য মহোদয়ের ভবনে তাঁহার সুযোগ্য পিতৃপ্রাণ পুত্র শ্রীযুক্ত নীলমণি আঢ্য মহাশয়ের আমন্ত্রণক্রমে তাঁহাদের কলিকাতার ভবনে বিদ্বন্মণ্ডলী-মণ্ডিত-সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ, ব্যাখ্যা ও গৌড়ীয়মঠের সেবকগণসহ সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন। গৃহস্বামী ও শ্রোতৃবর্গ সকলেই বিশেষ মুগ্ধ ও আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

আলোকস্য বিতরণ মার্ত্তণ্ডস্যেব নির্ম্মলঃ কলয়তে ভুবং বৈরাগ্যাচ্যতে। আনন্দ-সংবিত্ত্বিদ্যাস্মিতা গায়ন্তি।

আলোচনা-পত্রিকতয়া ধরিমন্দিরতঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাজ্যো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে শ্রীরূপ-গোপাল ভাষা অনুকূল 'বিরহ' বলিয়া তাদের হয় ভুল।

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৩রা কার্ত্তিক, ১৩৩৫, ২০শে অক্টোবর, ১৯২৮ | ১১শ সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২১শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর রবিবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বহু ভক্ত-সমভিব্যাহারে অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকায় কলিকাতা হইতে আসাম ডাকগাড়ীতে আসাম প্রদেশাভিমুখে অভিযান করিয়াছেন। রাত্রি ১০ ঘটিকায় পাতাহার জংসনে গাড়ী বদল করিয়া তৎপরদিবস বেলা ১১॥০ টায় আমীনগাঁও, তথা হইতে ষ্টীমলঞ্চে বিস্তৃত ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া পাণ্ডু জংসন, পাণ্ডু হইতে এ, বি, রেলওয়ের ছোট গাড়ীতে আরোহণপূর্ব্বক কামাখ্যার পরবর্ত্তী ষ্টেসন গৌহাটীতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় অবতরণ করিয়াছেন।

গৌহাটীর অনেক গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। আসাম গোয়ালপাড়ানিবাসী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠাশ্রিত ভক্তবর শ্রীযুক্ত নিমানন্দ দাস অধিকারী বি, এ, বি, টি মহাশয় গোলোকগঞ্জ জংসন হইতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করেন। শ্রীযুক্ত নিমানন্দ প্রভুর দীর্ঘকালব্যাপী আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় আসাম প্রদেশে শ্রীল প্রভুপাদের শুভ বিজয় হইয়াছে। আসামের প্রসিদ্ধ জননেতা, মিঃ এন্, সি, বরদলৈ, (ভকিল, হাইকোর্ট), মহাশয়ের 'শান্তিভবন' নামক সুরম্য বাগানবাড়ীতে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। বরদলৈ মহাশয়ের শান্তিভবনে কোন সময়ে মেসমাত্র শ্রীযুক্ত গান্ধীজী আগমন করিয়াছিলেন।

গৌহাটী নগরী ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে অবস্থিত। শ্যামল-সুন্দর বনরাজি-বিমণ্ডিত নীল-মৌলি শৈলমালা, পুণ্য-নদ-মেখলা নগরীর অপূর্ব্ব শোভা প্রকৃতি-জনের মনো-লোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এখানকার গভর্ণমেণ্ট-কটন কলেজ সুপ্রসিদ্ধ। এখানে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর ও তদনুগত প্রচারকবৃন্দের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যদেবের শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশেষ মুগ্ধ হইতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ ঐ সকল কথা শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

আসাম প্রদেশে বিশুদ্ধভক্তির কথা প্রচারিত থাকিলেও অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপাদির দ্বারা অনাবৃতা আনুকূল্যে-কৃষ্ণানুশীলনময়ী নির্ম্মলা ভক্তির কথা আদৌ প্রচারিত নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মই যে একমাত্র

সার্বজনীন আত্মধর্ম এ কথা কোন শক্তিশালী বৈষ্ণব-আচার্যের দ্বারা এ প্রদেশে বিশেষভাবে প্রচারিত হয় নাই। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সেই সুনির্মল সার্বজনীন আত্ম-ধর্মের বাণী আসাম প্রদেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করিতেছেন।

বিবিধ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ন্যায় ধর্মকেও এখানে অনেকে জাতীয়তার মধ্য দিয়া দেখিতে চেষ্টা করেন, শোনা যায়। শ্রীল প্রভুপাদ ও তদানুগতো শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজ-সভার প্রচারকগণ শ্রীচৈতন্যদেবের কথিত আত্মধর্মের কথা প্রচার করিয়া এই সাধারণ ভ্রম অপনোদন করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম—নিখিল চেতনের একমাত্র পরম ধর্ম। তাহা সর্ব সঙ্কীর্ণ-সম্প্রদায়িকতা-বিনির্মুক্ত, মহা-উদার, মহা-চিৎসমন্বয় মহা-নিত্যজাতীয়তা ও মহা-ঐক্যতান-বিধায়ক একমাত্র ধর্ম।

আসাম প্রদেশে চারিটি বিভিন্ন সম্প্রদায় আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব-সম্প্রদায়' বলিয়া পরিচয় দেন। 'মহাপুরুষীয়া', 'দামোদরীয়া', 'হরিদেবপন্থী' ও 'শ্রীচৈতন্যপন্থী' নামে এই চারিটি সম্প্রদায় এখানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 'মহাপুরুষীয়া'-সম্প্রদায়ই অধিকতর প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায়। 'মহাপুরুষীয়া'-সম্প্রদায়ের নেতা ও প্রবর্তক শঙ্করদেব ও তৎশিষ্য মাধবদেব। শঙ্কর ও মাধব দেবকে তদনুগত ব্যক্তিগণ 'মহাপুরুষ' বলিয়া অভিহিত করিতেন। 'মহাপুরুষ' শব্দ হইতে তদনুগত সম্প্রদায় 'মহাপুরুষীয়া-সম্প্রদায়' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শঙ্করদেব তাঁহার কোন গুরুর পরিচয় প্রদান করেন নাই। অবশ্য ইহা সনাতন শ্রৌত-শাস্ত্র-সম্মত-পন্থানুসারিণী প্রণালী নহে। শঙ্করদেব কায়স্থকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তাঁহার শিষ্য মাধবদেবও কায়স্থ কুলোদ্ভূত। শঙ্করদেবের রচিত 'কীর্তনঘোষা', 'দশম' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ আসাম দেশবাসিগণের মধ্যে বিশেষ আদৃত। মাধবদেবের 'নামঘোষা' এবং বিষ্ণুপুরী-স্বামী-বিরচিত 'ভক্তিরত্নাবলী'র পদ্যানুবাদও আসামদেশের সর্বত্র সাদরে পঠিত হইয়া থাকে। 'ঘোষা' শব্দের অর্থ 'যাহা ঘোষণা করে' অর্থাৎ 'সাহাত্ম্য'।

'গুরুচরিত' নামক আসামীয়া একখানি পুরাতন পুঁথিতে লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সঙ্গে নীলাচলে শঙ্করদেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। শঙ্করদেবের নিজরচিত পদ্মপুরাণ নামক গ্রন্থে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে "পাষণ্ডবিজয়ের অবতার" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, শঙ্করদেব প্রথমে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর অনুগত ছিলেন। আচার্যের জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বঞ্চিত হওয়ায় শঙ্করদেব নিজ দেশবাসিগণের মধ্যে বিদ্ধা ভক্তি প্রচার করিতে থাকেন এবং আচার্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। স্বতন্ত্রতা অবলম্বনপূর্বক বিদ্ধাভক্তি প্রচারে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর অনুমোদন না থাকায় পরবর্তীকালে শঙ্করদেব স্বীয় আত্মোপলব্ধি-প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকিবেন।

'মহাপুরুষীয়াগণের প্রধানসত্র কামরূপ জিলার বরপেটা নামক স্থানে অবস্থিত। 'মহাপুরুষীয়া' ও 'দামোদরীয়া'-গণের মধ্যে আচার ও নামমন্ত্রগত পার্থক্য লক্ষিত হয়। 'মহাপুরুষীয়াগণ' একনিষ্ঠ বিষ্ণুপাসক বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহারা বলেন,—

'অন্য দেবীদেব ন করিবা সেব
• • • •
নিন্দাও ন করিবা প্রসাদো নাখাবা
ভক্তি হব ব্যভিচার॥'

কিন্তু 'দামোদরীয়া'গণ অন্যদেবদেবীর উপাসনায় আপত্তি করেন না। 'হরিদেবপন্থী'গণও 'দামোদরীয়া'-মত-সমর্থনকারী, পার্থক্য কেবল নাম-মন্ত্রে। 'মহাপুরুষীয়া'গণ একনিষ্ঠ বিষ্ণুপাসক বলিয়া পরিচয় দিলেও বিষ্ণু, বিষ্ণুভক্ত ও বিষ্ণুভক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বিষ্ণু-ভক্তিকে 'উপায়'রূপে স্বীকার করিয়া চরমে সাযুজ্য-মুক্তিকেই 'উপেয়' মনে করেন। সুতরাং ইহাকে অহংগ্রহোপাসনারই প্রকারবিশেষ বলা যাইতে পারে। বৈদিকমন্ত্রের বিচারে "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ"—এই মন্ত্রে বিষ্ণুর পরমত্ব স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে 'সদা' শব্দ এবং 'পশ্যন্তি' ক্রিয়া, তথা বহুবচনান্ত 'সূরি'-শব্দের দ্বারা ভক্তি ও ভক্তগণের নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

'দামোদরীয়া'-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক দামোদরদেব শঙ্করদেবের গৌড়-ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত শিষ্য ছিলেন, ইহা আসামীয়া 'গুরুচরিত' ও শঙ্করদেব-উপদিষ্ট 'মুঠা'তে উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু 'দামোদরীয়া' অনুগত সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান গুরুগণ শ্রীদামোদরকে শঙ্করদেবের অনুগত বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন না। তাঁহারা কেহ কেহ বলেন যে দামোদরদেব শ্রীচৈতন্যদেবের আনুগত্য করিয়াছিলেন। কিন্তু দামোদরীয়া-সম্প্রদায়ে প্রচলিত বর্ত্তমান আচার ও মন্ত্রাদি শ্রীচৈতন্যদেবের আচার ও নাম-মন্ত্রাদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। দামোদরদেব একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। দামোদরীয়াদের প্রধান মঠ শিবসাগর জিলার অন্তর্গত 'আউনিআটী' নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে অবস্থিত।

শঙ্করদেবের হরিদেব নামে আর একজন গৌড়-ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত প্রচারক ও শিষ্য ছিলেন। হরিদেবপন্থিগণ হরিদেবকে শঙ্করদেবের অনুগত বলিয়া স্বীকার করেন না বলিয়া শোনা যায়। শঙ্করদেব যেরূপ গুরু ও আচার্য্য স্বীকারের আবশ্যকতা বোধ করেন নাই, দামোদরদেব এবং হরিদেবও তদ্রূপ গুরুর পরিচয়প্রদানরূপ সনাতনপন্থার অনুসরণ আবশ্যক মনে করেন নাই বলিয়া মনে হয়। হরিদেবপন্থীদের প্রধান মঠ 'রাজাপুখুরী' নামক স্থানে বিরাজিত।

আসাম প্রদেশে 'চৈতন্যপন্থী' নামে আর এক সম্প্রদায় আছেন। তাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। ইঁহাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ বঙ্গদেশ হইতে আগমন করিয়া আসামে ভক্তির কার্য্য আরম্ভ করেন এবং সেই-সূত্রে এ স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। কিন্তু ইঁহারা আপনাদিগকে চৈতন্যপন্থী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত আলোচনা ও আচার-প্রচারের অনুগমনাভাবে ন্যূনাধিক 'মহাপুরুষীয়া'গণের অনুকরণপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন। শুদ্ধ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত এবং তদনুযায়ী আচার প্রচার ইঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইঁহাদের আচার্য্যগণ আপনাদিগকে গৌড়পন্থার 'গোস্বামী' বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। হরিদেব ও দামোদরপন্থীগণও আসামীয়া চৈতন্যপন্থী জাতি-গোস্বামিগণের ন্যায় আপনাদিগকে 'গোস্বামী' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু মহাপুরুষীয়াগণের আচার্য্যগণ আপনাদিগকে 'অধিকারী' উপাধিতে নির্দ্দেশ করেন। কি 'মহাপুরুষীয়া', কি 'দামোদরীয়া,' কি 'হরিদেবপন্থী' কেহই রাধাকৃষ্ণের যুগল-উপাসনা করেন না। তাঁহারা রাধাহীন কৃষ্ণের পূজার পক্ষপাতী। চৈতন্যপন্থিগণ রাধাকৃষ্ণ যুগল-উপাসনার বাহ্য আকার প্রদর্শন করেন মাত্র। চৈতন্যপন্থিগণের কোন বিশেষ মত নাই। তাঁহাদের সংখ্যা অন্য ত্রিবিধ পন্থীর সংখ্যা হইতে কম নহে বলিয়াই মনে হয়।

মিঃ এন্ সি বরদলৈ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে অনেক হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। আমরা সে সকল কথা ক্রমশঃ গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিব। বরদলৈ মহাশয়ের সৌজন্য বিশেষ প্রশংসনীয়। বরদলৈ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি জীবনে বহু ধর্ম্মবক্তা, পণ্ডিত প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন, কিন্তু অত্যল্প কালমাত্রমধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের কথা-শ্রবণে যেরূপ মনোজ্ঞ আদর্শ ও অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াছেন, তাহা তিনি এ যাবৎ কুত্রাপি লক্ষ্য করেন নাই।

গৌহাটীর পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত তারকনাথ সেন মহাশয় একজন বিশিষ্ট সজ্জন ব্যক্তি। তিনি প্রচারকবৃন্দকে গৌহাটী ষ্টেশনে অভ্যর্থনা এবং তাঁহাদিগের প্রচারের সহায়তা করিতেছেন। তাঁহার সৌজন্য ও হরিকথা-শ্রবণে আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারই উদ্যোগে গত ১১ই অক্টোবর বুধবার রাত্রিতে আর, এম, এস্ অফিসের বিস্তৃত অলিন্দে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয়, শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীপ্রভু ও শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন করেন। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণসঙ্গে কামাখ্যা পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন। আমরা সেই সকল অভিযানের কথা পৃথক

বিবরণে প্রকাশ করিব। গত ১০ই অক্টোবর প্রাতঃকালে শ্রীগৌড়ীয় মঠের মোটরযানে শ্রীল প্রভুপাদ, আচার্য্যত্রিক প্রভুর সমভিব্যাহারে শিলঙে শুভ-বিজয় করিয়াছেন। আরও পনর জন ভক্ত শিলং সার্ভিস মোটর-যোগে প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শিলঙে পদার্পণ করিয়া স্থানীয় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ১১ই অক্টোবর রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্থানীয় অধিবাসিগণের আশ্রয়াতিশয্যে গৌহাটী 'সনাতন ধর্ম্মসভা'র বিস্তৃত হল-গৃহে ত্রিদণ্ডী-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ ও গৌড়ীয়ের অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সনাতন ধর্ম্মসম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহিনী বক্তৃতা করেন। সভামধ্যে স্থানীয় কটন কলেজের বহু অধ্যাপক, ছাত্র, শিক্ষক, উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে কটন কলেজের প্রবীণ সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় বলেন—"শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের নাম সর্ব্বত্র সুপরিচিত। আমরা পাঠদশায় কলিকাতায় তাঁহার চৌল সম্বর্দ্ধন করিয়াছি। তিনি সেই স্থানে জ্যোতিষ, বেদ, বেদান্ত ও ভাগবতাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, প্রতিভা এবং একনিষ্ঠ ভক্তির ফলস্বরূপ শ্রীগৌড়ীয় মঠ আজ সর্ব্বত্র সুনির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। আমাদেরই সহকর্ম্মী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পদাশ্রয় এবং সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকসূত্রে অবস্থান করিতেছেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারে ইঁহাদের বিপুল প্রয়াস আশ্চর্য্যকর। শ্রীল সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর একজন বিশিষ্ট মহাজন। তাঁহারই অনুগত সম্প্রদায় আজ সনাতন ধর্ম্মের কথা প্রচার করিবেন।"

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণমেণ্ট প্লীডার মহাশয়ের উদ্যোগে এই সভা আহূত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে এবং গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীল রঘুনাথ-দাস-গোস্বামী

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০ম সংখ্যার পর]

রঘুনাথের অচঞ্চল বৈরাগ্যযুক্ত ভজন-আদর্শ

অকাজিলাষিগণের অনেকেই দু'দিনের জন্য বৈরাগ্যের ভান প্রদর্শন করিয়া অল্প কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। ঐরূপ বৈরাগ্যকে মর্কট বা ফল্গু-বৈরাগ্য বলে। মর্কট স্বভাবতঃই অস্থির, গৃহস্থের ঘর হইতে খাদ্য-অপহরণের জন্য কিছুকাল ধৈর্য্য ও অচঞ্চলতা প্রদর্শন করিলেও পর-মুহূর্ত্তেই উহার নিজ স্বভাব প্রকাশ করিয়া ফেলে। মর্কট বিপদ্ধর হইয়া পরিব্রাজক ভিক্ষুর ন্যায় বিচরণ করে, ফলমূল-কন্দ-মূল প্রভৃতি সাত্ত্বিক অন্ন ভোজন করে, বনে বাস করে, নিজ-অপস্বার্থ সিদ্ধির জন্য সাময়িক ধৈর্য্য প্রদর্শন করে। অকাজিলাষী কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, মিছাভক্ত, কপট প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বৈরাগ্যও সেইরূপ—কোনও না কোন অপস্বার্থ সিদ্ধির জন্য। কপট-সহজিয়াগণ—ধাতুদ্রব্য স্পর্শ না করিয়া অকা প্রতিষ্ঠা-রূপা-সুকরী-বিষ্ঠা বাঁটিয়া খাকে—মাধুকরী বা মহাপ্রভুর সেবার্থ ভিক্ষা করিবার ছলনায় ছোট হরিদাসের আদর্শে পরস্ত্রী-সম্ভাষণ কিম্বা অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া থাকে—শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অনুকরণ বা তাঁহার প্রতি মর্কট-ভক্তোচিত মুখভঙ্গী প্রদর্শনের জন্য রাধাকুণ্ড বা বৃন্দাবন-নবদ্বীপ বাসের ছলনা করিয়া কনকাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে। অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তর্নিহিত অন্য

উদ্দেশ্যবিশিষ্ট ঐ সকল বৈরাগ্যের অভিনয় যুক্তবৈরাগ্য নহে। অনেকেই সাময়িক ভাব-প্রবণতা বা উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া দু'দিনের জন্য বৈরাগ্যের ভান দেখাইতে পারে এবং কিছুকাল পরেই "পুনর্মূষিকো ভব" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া "যে তিমিরে সে তিমিরে" অথবা অধিক-বৈরাগ্যের প্রবল প্রতিক্রিয়াবশতঃ তাহা হইতেও অন্ধতমে অর্থাৎ ঘৃণ্য ভোগ-রাজ্যে পতিত হইয়া থাকে। অযুক্ত-বৈরাগ্যের ইহাই লক্ষণ। যুক্ত-বৈরাগ্য কৃষ্ণ-পাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞান বা প্রেম-রজ্জু-দ্বারা সংযুক্ত। রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীত্যর্থে অদ্বিতীয়, অদ্ভুত, বৈরাগ্যযুক্ত ভজনের আদর্শ সেইরূপ। তাঁহার বৈরাগ্যের অপর নাম বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুসন্ধান—কৃষ্ণকে পূর্ণভাবে পাইয়াও অতৃপ্তি—অসীমাত্ত কৃষ্ণসেবা লালসা। একটী প্রাকৃত অসম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলা যাইতে পারে,—যেমন পতিব্রতা সতী পাগলিনী হইয়া পতির অনুসন্ধান করেন, তখন তাঁহার লজ্জা জ্ঞান থাকে না, বস্ত্রদ্বারা পত্নীর আচ্ছাদিত আছে কি না, সে বিষয়ের অনুভূতি থাকে না—খাওয়া, পরা, পুত্র-পৌত্রাদির পরিচর্য্যা, সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ, গুরুবর্গের সেবা হইয়াছে কিনা, তদ্বিষয়ে মনোযোগ থাকে না—দেহের মার্জ্জন-ভূষণ, কেশ-বিন্যাস, তাম্বূলাদি সেবা প্রভৃতি সম্ভোগ-চেষ্টার অবসর থাকে না—কেবল আত্মহারা হইয়া "কোথা যাও, কোথা পাও" এই ভাবে বিভোর থাকেন, সেইরূপ কৃষ্ণানুসন্ধানের জন্য যাঁহারা পাগল, তাঁহারাও সম্ভোগবাদীর ন্যায় জড়তৃপ্তি, এমন কি আত্মারামত্বে পর্য্যন্ত তৃপ্ত হন না। শ্রীল রঘুনাথের বৈরাগ্য অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের পরাকাষ্ঠা, সুতরাং সেই বৈরাগ্য-বারিধির পরিমাণ কে করিতে পারিবে? তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"অদ্ভুত বৈরাগ্য রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম,—যেন পাষাণের রেখা॥"

শ্রীল রঘুনাথের বৈরাগ্য-বিধি পাষাণের উপর রেখার ন্যায় সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী। রঘুনাথ মূর্ত্তিমান বৈরাগ্য-বিগ্রহ। জড়সম্ভোগবাদী, অনর্থযুক্ত, কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব আমরা—আমাদের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—আনখ-কেশাগ্র যেরূপ কৃষ্ণ-বিমুখতা-নিবন্ধন—শয়নে, স্বপনে, অশনে, ভূষণে অনুক্ষণ ভোগানুসন্ধান করিয়া থাকে, তদ্রূপ সম্ভোগ-বিগ্রহ-কৃষ্ণের সেবায় নিত্য-পরিপূর্ণ-উন্মুখতা-পরাকাষ্ঠার আদর্শ প্রদর্শনকারী শ্রীল রঘুনাথের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আনখ-কেশাগ্র, কায়-মনোবাক্য, শয়নে, স্বপনে, অশনে, ভূষণে অবিরাম কৃষ্ণসেবানুসন্ধানের আদর্শই আবিষ্কার করিয়াছে। প্রভুবর শ্রীল দাস গোস্বামী তাঁহার স্বরচিত 'প্রেমা-ম্ভোজ-মকরন্দ-স্তোত্রে' কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তি-আরাধনার মূর্ত্ত-বিগ্রহ কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার মহাভাবচিন্তামণি নিত্যেশ্বরী শ্রীরাধা-ঠাকুরাণীর স্বরূপ-বর্ণনে শ্রীরাধার মানসিক ভাব, কায়িক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বেশ-ভূষা সমস্তই যে কৃষ্ণসেবার এক একটী সোভা বা ভূষণ, তাহা বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। রাধা-ভাবের মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীদাস গোস্বামী প্রভুরও চিত্তবৃত্তি, কায়িক-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শয়ন-স্বপন, অশন-ভূষণ সেই চিন্নীলা মিথুনের সেবারই এক একটি সোভা বা ভূষণ-স্বরূপ, সুতরাং তাঁহার বৈরাগ্যযুক্ত ভজনের আদর্শ স্থূলকে বুঝিতে পারিবেন না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"সাড়ে সাত প্রহর যায় কীর্ত্তন-স্মরণে।
সবে চারিদণ্ড আহার-নিদ্রা কোন দিনে॥"

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর কোন কোন দিন চারিদণ্ড আহার-নিদ্রার অভিনয়ও পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-ভজন। মহা-ভাগবতগণ আহার-নিদ্রার অভিনয়েও কৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন। সাধারণ জীবের তমোগুণোত্থ বা আলস্যজনিত নিদ্রা কিম্বা রজোগুণোত্থ বা প্রবৃত্তিজনিত আহার চেষ্টার ন্যায় কৃষ্ণভজনশীল মহাভাগবতগণের আহার-নিদ্রা নহে। তাঁহাদের আহার-নিদ্রা—শয়ন-স্বপন সকলই পূর্ণ হরি-ভজন। কাজেই কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বর্ণনা পাঠ করিয়া যেন কেহ মনে না করেন যে, দাস গোস্বামী প্রভুর ২৪ ঘণ্টার ভিতরে ২৪ ঘণ্টা হরিভজন হয় নাই, কিছু কম ছিল, তাহা নহে। বাস্তুভক্ষণকারী, বিজিত-নিদ্র যোগি-তপস্বিগণ অনাহার, অনিদ্রায় যুগযুগান্তর কাটাইলেও বিপ্রলম্ভ-বপু রঘুনাথের অনুক্ষণ কৃষ্ণভজন-আদর্শের কোটীভাগের একাংশের সহিতও তুলনা হইতে পারে না। তাই বিজিত-ষড়্বর্গ গোস্বামী রঘুনাথের বৈরাগ্যের কথা কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥

ছিণ্ডা-কানি কাঁথা বিনা না পরেন বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈলা আজ্ঞার পালন।
প্রাণ রক্ষা লাগি' যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা যাঞা আপনার করে নির্ব্বেদন॥"

বিপ্রলম্ভরস গৌরভক্তগণের পক্ষে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহারা ত' আর আমাদের মত আত্মসম্ভোগ-চেষ্টা-রত ভোগাসক্ত নহেন, ভোগাত্মক কেন, আত্মারামত্বও যে তাঁহাদের নিকট ধিক্কৃত। কৃষ্ণানুসন্ধানে যাঁহারা পাগল, তাঁহারা ছিণ্ডা কানি কাঁথা অথবা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির ন্যায় উত্তম বসন-ভূষণই পরিধান করুন, তাঁহাদের তাহা দেখিবার, ভাবিবার, ভোগ করিবার অবসর কোথায়? তাঁহারা দেহের কার্য্য অভ্যাসে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণসেবানুসন্ধানেরত—কৃষ্ণসেবা-রস সমুদ্রে নিমজ্জিত। সম্ভোগবাদী আমরা ভোজন পাইলে নাচিয়া উঠি, কারণ কৃষ্ণে ভোগ বুদ্ধিই আমাদের বিজড়ের স্বাভাবিকী বৃত্তি। ঈশাবাস্য-জগৎকে ভক্ষণ করিব—লুণ্ঠন করিব—ভোগ করিব—ইহাই আমাদের বর্ত্তমানের দুর্ব্বুদ্ধি। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র কৃষ্ণসেবার জন্য জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে দিতে বলেন,—"অহো! আমি এই ক্ষুধা-ব্যাধির পরিচর্য্যা করিতে গিয়া এই ক্ষণকাল কৃষ্ণ-সেবা হইতে বঞ্চিত হইলাম, কিন্তু আমাকে ধিক্ ধিক্! কোথায় কৃষ্ণকে ভোগ করাইব—কৃষ্ণ আমাকে ভোগ করিলেন, কিন্তু আমি এ কি করিতেছি?" তাঁহারা কিন্তু ভোগ করেন না, তাঁহাদের ভোগবুদ্ধি নাই, তাঁহাদের সকলই কৃষ্ণস্মৃতি, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া কৃষ্ণপ্রসাদ কৃষ্ণকলেবরে আস্বাদন করেন; তাহা দ্বারা তাঁহারা কৃষ্ণকেই ভোগ করান—কৃষ্ণেরই সেবা করেন। ভাগবতগণের নিজ ভোজনেও কৃষ্ণসেবা—কৃষ্ণকে ভোগ করাইবার চেষ্টা। 'আপনার নিবেদন' করিতে করিতে অবলীলাক্রমে তাঁহারা ভোজনের মধ্যেও বিপ্রলম্ভ বা কৃষ্ণানুসন্ধান করিয়া থাকেন, ব্যতিরেকভাবে অনর্থযুক্ত জীবসুলভ কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ-ত্যাগ শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাই বলিতেছিলাম, মহাভাগবতগণের আহার নিদ্রাও কৃষ্ণ-ভজন—তাহাও কৃষ্ণানুসন্ধান—তাহাও বৈরাগ্য—তাহাও বিপ্রলম্ভ; আর ভক্তভোগবাদী, দেহারামী বা ছল-আত্মারামত্বানুসন্ধানকারী, যোগি-ভাবিগণের আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ ও প্রচুর-ভোগ বা সম্ভোগ চেষ্টা। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু ভোজনকালেও বিপ্রলম্ভ বা নির্ব্বেদ প্রকাশ করিতে করিতে আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতেন,—

"আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ।
কিমর্থং কস্য বা হেতোর্দ্দেহং পুষ্ণাতি লম্পটঃ॥"

যদি পরব্রহ্মকে কেহ জানিতে পারেন, তাহা হইলে সদ্বস্তু-জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্তাকাঙ্ক্ষ সেই পুরুষ আবার কি জন্য, কি সুখ ইচ্ছা করিয়া, জিহ্বা-লম্পট হইয়া দেহ পোষণে রত করিয়া থাকেন?

কিছুদিন পরে রঘুনাথ মধ্যাহ্নকালে ছত্রে গমন পূর্ব্বক মাধুকরী গ্রহণের চেষ্টাও পরিত্যাগ করিলেন। যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণভজন করিতে চাহেন, তাঁহারা যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ হইবার চেষ্টা করিবেন, ইহার পরিপূর্ণ আদর্শ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার আচরণ দ্বারা প্রচার করিয়াছেন। রঘুনাথ ছত্রে মাধুকরী গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রসাদ-বিক্রেতাদের যে সমস্ত প্রসাদ বিক্রয় না হইত, এবং যাহা দুই তিন দিন হইয়া গেলে পসারিগণ সিংহ-দ্বারের নিকট কোন এক স্থানে গাভীদিগকে বিলাইয়া দিত, পচা গন্ধে গাভীরাও যাহা ভক্ষণ করিতে না পারিয়া চলিয়া যাইত, রঘুনাথ রাত্রিকালে লোকে না দেখিতে পায়, এইরূপ-ভাবে ঐরূপ পর্য্যুষিত অন্ন ঘরে লইয়া আসিয়া জলে ধৌত করিতেন এবং ভিতরের দুর্গন্ধ অংশ সংগ্রহ করিয়া অবশ সংযোগে কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট চিদ্বস্তুজ্ঞানে গ্রহণ করিতেন। একদিন শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু রঘুনাথের এই অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া সানন্দে রঘুনাথের নিকট হইতে সেই মহাপ্রসাদ কিছু চাহিয়া লইলেন এবং কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট চিদ্বস্তুজ্ঞানে তাহা আস্বাদন করিলেন। আস্বাদন করিয়া শ্রীল রঘুনাথকে বলিলেন,—

"—এহে প্রভু খাও নিতি-নিতি।
আমা সবায় নাহি দেহ'—কি তোমার প্রকৃতি?"

মহাপ্রভু যখন দেবক-গোবিন্দের মুখে এই সকল অপূর্ব্ব বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন, তখন রঘুনাথের নিকট আসিয়া রঘুনাথ ও-স্বরূপকে বলিতে লাগিলেন,—

"আমা বস্তু খাও সবে, মোরে না দেহ' কেনে?"

মহাপ্রভু এই বলিয়া রঘুনাথের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া একগ্রাস অন্ন ভোজন করিলেন। মহাপ্রভু সেই

আর এক গ্রাস উঠাইয়া গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনি স্বরূপ মহাপ্রভুর হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন,—"প্রভো! ইহা তোমার যোগ্য নহে।" প্রভুর হাত হইতে স্বরূপ মুষ্টিবদ্ধ অন্ন কাড়িয়া লইলেন। মহাপ্রভু স্বরূপকে বলিলেন,—

"—নিত্য নিত্য নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই॥"

কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"এইমত মহাপ্রভু নানা লীলা করে।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি' সন্তোষ অন্তরে॥"

পাঠক! "এক লীলায় করেন প্রভু লীলা পাঁচ সাত"—এই বাক্যের সার্থকতা ত' মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের লীলা-স্মরণে কতবার দেখিয়াছেন, এই লীলা লহরীতেও তাহা দর্শন করুন্। লোক-শিক্ষক-লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণ স্বলীলায় কত ভাবেই না জীবগণকে শিক্ষা দিয়াছেন! হায়! আমার ন্যায় পামর তাহা দেখিয়াও দেখিল না—বুঝিয়াও বুঝিল না—শুনিয়াও শুনিল না। যে শ্রীস্বরূপ দামোদর রঘুনাথকে বলিলেন,—"ঐছে অমৃত খাও নিত্য নিত্য। আমা সবার নাহি দেহ' কি তোমার প্রকৃতি?" আবার সেই শ্রীস্বরূপই মহাপ্রভুর হাত হইতে সেই "অমৃত" "তব যোগ্য নহে" বলিয়া কাড়িয়া লইলেন! এই দুই বাক্য ও আচরণের মধ্যে যে কত মহতী শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে, গুরু-বৈষ্ণব-দেবানুগগণই তাহা উদ্ঘাটন করিতে পারেন। অনর্থযুক্ত আমরা—সেবা-বিমুখ আমরা—জ্ঞানখ-কেশাগ্র বৈষ্ণব-সেবা-বিমুখ আমরা সাধক ও সিদ্ধকে, সিদ্ধ ও গুরুকে; অনর্থযুক্ত ও অনর্থমুক্তকে সমপর্য্যায়ে গণনা করি। কৃষ্ণবহির্ম্মুখিনী চিত্তবৃত্তি আমাদিগকে প্রতি পদে পদে এইরূপ ভ্রান্তির পথে প্রধাবিত করিয়া থাকে, তাই সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আচার্য্য, ভক্তিসিদ্ধান্ত সম্রাট্ গৌড়ীয়ের ঈশ্বর শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু আমাদিগের নিকট এক অদ্ভুত লীলা আবিষ্কার করিয়া মহতী শিক্ষা দান করিলেন।

সাধক ও সিদ্ধের কি এক অবস্থা?

স্বরূপ দামোদর প্রভু রঘুনাথ ও মহাপ্রভুর প্রতি দুইটী পৃথক্ ব্যবহারের আদর্শ স্থাপন করিয়া সাধক জীবকুলের জন্য জানাইলেন যে, (জীবশিক্ষার্থ) সাধক-লীলাভিনয়কারী (নিত্যসিদ্ধ প্রভুদ্বয়) রঘুনাথের বা সাধকের স্বয়ং কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে বৈরাগ্যাচরণের অভ্যাস থাকিলেও নিখিল ঐশ্বর্য্যশালী, নিত্যসিদ্ধ হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে একমাত্র প্রভুজ্ঞানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্তপ্রসাদের দ্বারা সেবা করা কর্ত্তব্য। সাধক-সিদ্ধ-সমন্বয়বুদ্ধিরূপ-পাষণ্ডতা হইতেই মনে হয় যে, সাধকের ন্যায় সিদ্ধও নানা প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য-সাধন করিতে বাধ্য। রামচন্দ্র পুরী, অমোঘ প্রভৃতির আদর্শ লইয়া অনেকে মহাপ্রভুর রাঘবের ঝালির বিচিত্র ভোগ্যসামগ্রী বা সার্ব্বভৌমের গৃহে বিচিত্র নৈবেদ্যসম্ভার গ্রহণকে মহাপ্রভুর পক্ষে ঈশ্বর-লাম্পট্য মনে করে, কেহ বা অবধূত নিত্যানন্দ রামের দারপরিগ্রহ কার্য্যকে বাস্তবীয় আচরণ মনে করে, কেহ বা মহাবিষ্ণু অবতার অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু প্রভৃতি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সম্রাট্গণের একাধিক পত্নী গ্রহণ, জাহ্নবা ঠাকুরাণীর উচ্ছলে স্নান, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রায়রামানন্দ, বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রভৃতির বিষয়সেবা-অভিনয়কে বিলাসিতা বা প্রাকৃত বিষয়নিষ্ঠা মনে করিয়া অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। এই সকল পাষণ্ডতার মূল কারণ সিদ্ধ ও সাধকে সমন্বয়-বুদ্ধি। যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞানবিলুপ্ত রোগীকুল মনে করিয়া থাকে যে, বাস্তবজ্ঞান চিকিৎসক সমাজেরও রোগীকুলের ন্যায় দাস্ত; বমি, তিক্ত ঔষধ গ্রহণ ও উপবাসাদি আচরণ করিতে বাধ্য হওয়া উচিত, তদ্রূপ মৎসর অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণও বলিয়া থাকে যে, সিদ্ধগণও সাধকের ন্যায় উপবাস, শুষ্ককটি, চানা, সূর্য্যোদিত কর্ম্মযুক্ত প্রসাদান্ন গ্রহণ, ছেঁড়া কাঁথা, শতছিদ্র-কানি পরিধান, এক এক বৃক্ষতলে এক-এক দিন বাস, অপরের দ্বারা লাঞ্ছিত, নির্য্যাতিত ও তিরস্কৃত হইতে বাধ্য হইবেন। যেহেতু কোনও কোনও সিদ্ধ মহাভাগবত সাধক-জীবগণকে বৈরাগ্য-শিক্ষা দিবার জন্য এক এক বৃক্ষের তলে এক একদিন শয়ন করিয়াছেন, অনিকেত থাকিয়াছেন, শুষ্ককটী, চানা, সূর্য্যোদিত কর্ম্মযুক্ত অন্ন বা কেবল কর্ম্ম গ্রহণ করিবার অভিনয় দেখাইয়াছেন, উপবাসী থাকিয়াছেন, জগতের লোকের নিন্দাবচন, তিরস্কার প্রভৃতি দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াও সহিষ্ণুতার আদর্শ দেখাইয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ-স্বতন্ত্র; নিত্য-কৃষ্ণসেবায় দৃঢ়চিত্ত, সিদ্ধ গুরুবৈষ্ণবগণও আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য আমাদের গোলামী করিতে বাধ্য হইবেন! আমরা আমাদের নিত্য-সিদ্ধ গুরুবর্গকে বিষয়ী-দ্বারা বাইশবাজারে প্রহৃত করাইব,

মঠপের দ্বারা শুদ্ধ-বৈষ্ণববর্গের অর্থে কপর্দকের কাণা নিক্ষেপ করাইয়া রক্ত বাহির করাইব, আমরা বিলাসিনী সহ অট্টালিকায় বাস করিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে অনিকেত থাকিতে বাধ্য করিব, আমরা রোল্‌সরয়েস্, মোটর গাড়ী, ভানুলার, এরিয়োপ্লেন প্রভৃতিতে আরোহণ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণসেবা-তৎপর শুদ্ধ-বৈষ্ণববর্গকে পদব্রজে চলিতে বাধ্য করিব, আমরা নরক-পথের সাধন-ধান-দেহের বিলাসের জন্য চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় গ্রহণ করিয়া নিত্যসিদ্ধ, বিজিতষড়্‌বর্গ শুদ্ধ-বৈষ্ণববর্গকে পর্য্যুষিত কর্দ্দমাক্ত অন্ন, শুষ্ক রুটী, ছোলা, বাদাম প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে বাধ্য করিব। এই সকল পাষণ্ডবুদ্ধির হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্যই ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়েশ্বর শ্রীল স্বরূপদামোদরের ঐরূপ শিক্ষা-লীলা প্রচার। শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু জানাইলেন,—সাধক জীবের পক্ষে আনুকরণিক না হইয়া নিষ্কপটতা ও নিরপেক্ষতার সহিত কর্দ্দমাক্ত পর্য্যুষিত অন্ন প্রভৃতি গ্রহণরূপ বৈরাগ্যাচরণ যোগ্য হইলেও সিদ্ধ শুদ্ধ-বৈষ্ণববর্গ বা স্বয়ং ভগবানের প্রতি তদধীন বদ্ধ বদ্ধ জীব তাহা শাসনবিধিরূপে নিয়োগ করিতে সম্পূর্ণ অযোগ্য। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র লোকশিক্ষালীলাভিনয়কারী ভগবান্ বা শুদ্ধ-বৈষ্ণববর্গ লোকশিক্ষা-দানার্থ স্বেচ্ছায় বৈরাগ্যের আচরণ প্রদর্শন করিলেও আমরা স্বতন্ত্র শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ভগবানকে আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবিধানার্থ বদ্ধাধম-জীবোচিত সাধন করাইতে বাধ্য করিতে পারি না, তাহা রামচন্দ্রপুরী বা অযোধের আদর্শে পাষণ্ডতা। শুদ্ধ-বৈষ্ণব সৈন্য করিয়া ছেঁড়া কাঁথা পরিধান, পর্য্যুষিত কর্দ্দমাক্ত অন্নভোজন, আপনাকে 'অধম চণ্ডাল'রূপে বর্ণন করিতে চাহিলে তাঁহার গায় ছেঁড়া কাঁথা পরাইয়া দিতে হইবে না বা তাঁহার ভোজনের জন্য পর্য্যুষিত কর্দ্দমাক্ত অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে না কিম্বা তাঁহাকে অধম-চণ্ডাল বলিতে হইবে না, সিদ্ধান্ত-সম্রাট্ স্বরূপদামোদর প্রভু ইহাই শিক্ষা দিলেন।

হরিগুরুবৈষ্ণবের অ-প্রীতির ফল কি হিংসা বা নিষ্ঠুরতা?

শ্রীল স্বরূপদামোদর ও শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধক-জীবলীলা-অভিনয়কারী (নিত্যসিদ্ধ প্রভুদ্বয়) শ্রীল রঘুনাথের বৈরাগ্যের উত্তরোত্তর তীব্রতা ও ঐকান্তিকতা-দর্শনে আনন্দিত হইলেন কেন?—

"রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি' সন্তোষ অন্তরে।"

• • • •

"যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর ভগবান্।"

সাধারণ বিচারে ইহা নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা বা মৎসরতা বলিয়াই মনে হয়। রঘুনাথ বৃদ্ধ মাতা-পিতা, ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, অপ্সরা-সম স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া যখন নীলাচলে আসিলেন, তখন মহাপ্রভুর আনন্দ ধরে না; আবার যখন গোবর্দ্ধন-দাসের প্রেরিত সেবক ও অর্থাদি রঘুনাথ নিজের জন্য কিছুই গ্রহণ করিলেন না, তখন মহাপ্রভুর আনন্দ আরও বর্দ্ধিত হইল। পুনরায় রঘুনাথ যখন গোবর্দ্ধনদাসের অর্থে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার চেষ্টাও পরিত্যাগ করিলেন, তখন মহাপ্রভু অধিকতর আনন্দিত হইলেন। রঘুনাথ যখন মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দের প্রদত্ত ভোজ্য-সামগ্রী গ্রহণ না করিয়া ভিক্ষার জন্য সিংহদ্বারে গমন করিলেন, তখন মহাপ্রভু পরম আনন্দিত হইলেন। যখন সিংহদ্বারও পরিত্যাগ করিয়া রঘুনাথ একবেলামাত্র ছত্রে মাধুকরী করিতে থাকিলেন, তখন মহাপ্রভু আরও অধিকতর তুষ্ট আনন্দিত হইলেন; আবার ছত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক যখন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া কর্দ্দমাক্ত, পর্য্যুষিত, পশুর অখাদ্য-সামগ্রী প্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ করিতে থাকিলেন, তখন স্বরূপ-দামোদর ও মহাপ্রভু এত অধিক আনন্দিত হইলেন যে, নিখিল ঐশ্বর্য্যের সম্রাট্ হইয়াও তাঁহারা রঘুনাথের সেই সম্মানের বস্তু রঘুনাথের নিকট হইতে কাড়িয়া খাইতে গেলেন। কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এখানেই লিখিয়াছেন, মহাপ্রভু ও স্বরূপদামোদর—"রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে।" ইহারই নাম কি সন্তোষ? ইহারই নাম কি স্নেহ? দুনিয়ার সব লোক সমস্বরে বলিবে, ইহার নাম নৃশংসতা। একজন রাজপুত্র নবযৌবনকালে রাজৈশ্বর্য্য ছাড়িয়া পথের ভিখারী হইলেন, তবুও প্রভুর আশা মিটিল না, তারপর আবার তাঁহাকে ছেঁড়া কানি পরাইয়া ও গরুর অখাদ্য পঁচা ভাত খাওয়াইয়া ছাড়িলেন এবং ইহাতেই প্রভুর পরম সন্তোষ হইল। ইহা কি সন্তোষ? না হিংসা, মৎসরতা, নিষ্ঠুরতা? স্নেহমাখা হৃদয় কি কখনও এইরূপ নৃশংসতা সহ্য করিতে পারে? কোথায়, রঘুনাথের স্নেহময়ী মাতা, স্নেহময় পিতা ও রঘুনাথের এই বৈরাগ্য সহ্য করিতে পারেন নাই—তাঁহাদের ও বুক ফাটিয়া গিয়াছিল, তাই

তাঁহারা রঘুনাথের জন্য নীলাচল-পর্য্যন্ত অর্থ ও সেবক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু কি নিষ্ঠুর,—স্বরূপ-দামোদর কি নৃশংস! ইঁহাদিগকে লোকে আবার করুণাসিন্ধু, দয়াবতার প্রভৃতি বলেন! স্নেহময় মাতা-পিতা স্নেহ-বশীভূত হইয়া যে অর্থ ও সেবক পাঠাইয়াছিলেন, মহাপ্রভু ও স্বরূপদামোদর সেইগুলি পর্য্যন্ত ত্যাগ করাইয়া রাজপুত্রকে ছেঁড়া-কাঁথা, কানি পরাইয়া—পত্তর অখাদ্য পচা ভাত খাওয়াইয়া ছাড়িলেন। আর তাঁহারাই নাকি দয়াদয়ের বিচারে রঘুনাথের প্রতি পরম-স্নেহময়! আর স্নেহময় মাতা-পিতা যত—স্বজনাখ্য-দস্যু! ভাগবতের লেখককে পাইলে যে আমরা আজ কি করিতাম, তাহা বলা যায় না। লেখক বলিয়াছেন,—

কিমাত্মনানেন জহাতি যোঽন্ততঃ
কিং রিক্থহারৈঃ স্বজনাখ্য দস্যুভিঃ।
কিং ভার্য়য়া সংসৃতি-হেতুভূতয়া
মর্ত্যস্য গেহৈঃ কিমিহায়ুষোব্যয়ঃ॥"

এই দেহের দ্বারা কি হইবে? যাহা অন্তকালে ত্যাগ করে। দায়াদগণকে লইয়াই বা কি হইবে?—যাহারা আত্মীয় নামে পরিচিত দস্যু—আমাদের আত্মধনের সর্ব্বনাশ করে—আমাদিগকে নিজস্ব-পিতৃসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করে। স্ত্রী লইয়াই বা কি হইবে? যাহা সংসারের একমাত্র হেতু। মানুষের গৃহেরই বা কি প্রয়োজন? এখানে বৃথা আয়ুক্ষয়েরই বা কি আবশ্যক?

নিরীশ্বর-নৈতিক বিশ্বমানব! এই কথাগুলি ভাল করিয়া চিন্তা করুন, উতলা হইবেন না—অসহিষ্ণু হইবেন না, বিচার করুন—চৈতন্যচন্দ্রের দয়া বিচার করুন; বিচার করিতে করিতে চমৎকৃত হইবেন; তখনই বুঝিতে পারিবেন, মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর প্রকৃত ভক্তগণের দয়া বিশ্ববিদ্রবময়ী—বিশ্বমানব বিশ্বের অজ্ঞান-দ্বারা অন্ধ করিয়া যাহাকে 'স্নেহ', 'কৃপা', 'দয়া', 'পরোপকার' প্রভৃতি বলিয়া 'ঠিক' দিয়া রাখিয়াছে, সেই টিকেই ভুল; তাহা স্নেহ নয়, দয়া নয়, কৃপা নয়, পরোপকার নয়, তাহা হিংসা, নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা—মৎসরতা। আর বাহ্য-দৃষ্টিতে যাহাকে আমরা 'হিংসা', 'নিষ্ঠুরতা', 'নৃশংসতা' মনে করিতেছি, তাহাই পরম কৃপা—মহাবদান্যতা—মহা-অনুকম্পা। ইহা বুঝিয়াছিলেন—নিত্যসিদ্ধ রঘুনাথ, তাই আমাদের ন্যায় পামর জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার ঐ প্রকার অভিনয়। যিনি ইহা বুঝিতে পারেন, তিনিই মুক্তিপদে দায়ভাক্ হন।

প্রকৃত সদ্গুরু—প্রকৃত গৌরজন তাঁহার অকৃত্রিম, অপার্থিব-স্নেহমাত—তাঁহার শ্রীচরণ পদ-ছায়ায় নিত্য-আশ্রিত শিষ্যকে এইরূপ অনায়াসেই কৃপা করেন—স্নেহ করেন, দয়া করেন, শিষ্যের উপকার করেন; আর স্বজনাখ্য-দস্যু—বিত্তাপহারী গুরু-ক্রব—মহাবদান্য মহাপ্রভুর অমন্দোদয়-দয়া-বিচার-বিমুখ ব্যক্তিগণ আপাততঃস্নেহ-দয়া-উপকারের নামে ভীষণ হিংসা-নৃশংসতা করিয়া থাকেন। এতবড় সাধের মানব-জীবন—এত বড় একটা সুযোগ—যে সুযোগে সকল আশা, সকল পিপাসা মিটিয়া যাইতে পারে, সেই সুযোগ হইতে তাঁহারা আমাদিগকে বঞ্চিত করেন, সুতরাং স্নেহময়ের নামে তাঁহাদের মত হিংসক কে?—মিত্রের নামে তাঁহাদের মত শত্রু কে?—উপকারীর নামে তাঁহাদের মত অপকারী কে?—স্বজনের নামে তাঁহাদের মত দুর্জ্জন কে?—শুভানুধ্যায়ীর নামে তাঁহাদের মত অশুভকামী কে? যতদিন আমরা মোহান্ধ থাকি, ততদিন আমাদের কর্ণে এ সকল কথা প্রবেশ করে না—বিমুখ মস্তিষ্কের গঠন-প্রণালী এ সকল কথা ধারণা করিতে পারে না; উল্টা বোঝে—হিংসাকে দয়া, স্নেহ বোঝে, আর স্নেহকে হিংসা, নিষ্ঠুরতা বোঝে। রোগী বৈদ্যের ব্যবস্থাকে নিষ্ঠুরতা মনে করিবে, ইহা স্বাভাবিক। গৌরসুন্দরের প্রকৃত ভক্ত ছাড়া—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরু ছাড়া অপরের সমগ্র দর্শন নাই—সুদূর-দর্শিতা নাই। অপরের দূরদর্শিতার গতি দেহ ও মন পর্য্যন্ত, তাহাদের মুখে আত্মার কথা—কথার কথা মাত্র, মায়াদেবী তাহাদের মাথার প্যাঁচ এমনি করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন যে, দেহ মন অতিক্রম করিয়া আত্মার কল্যাণের কথা তাহাদের মস্তিষ্কের নিকট কেহ উপস্থাপিত করিলেই তাহাদের মাথার প্যাঁচগুলি যেন আপনা আপনি automatically) আঁটিয়া যায়; তাই তাঁহারা আত্মার হিংসা করিয়া দেহ-মনের আপাত-তর্পণকেই 'স্নেহ', 'দয়া', 'উপকার' প্রভৃতি মনে করেন। এখানে রঘুনাথের স্বজন-নামধারী গোবর্দ্ধন দাস প্রভৃতির আচরণ এবং প্রকৃত নিত্য স্বজন মহাপ্রভু-স্বরূপদামোদরাদির আচরণ রঘুনাথের চরিত্রে প্রকৃত 'স্নেহ', 'দয়া', 'কৃপা' 'উপকারে'র চিত্র জগতের নিকট অতি পরিস্ফুটরূপে প্রদর্শন করিয়াছে। প্রকৃত 'কৃপা',

'স্নেহ', 'মমতা' কাহাকে বলে, রঘুনাথ স্বয়ং আমাদিগকে নিজ চরিত্রের উদাহরণ-ছলে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"মহাসম্পদ্ভারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্ত বুদ্ধিঃ।
উরো গুঞ্জাহারং শিরসি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
স নৌ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥"

(স্তবাবলীতে চৈতন্য স্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে ১১শ শ্লোক)

আমি মহা কুজন হইলেও যিনি আমাকে পতিত দেখিয়া কৃপা পূর্ব্বক সম্পৎ ও দারা (পাঠান্তরে বিষয়রূপ-দারাদি) হইতে উদ্ধার করিয়া স্বীয়স্বরূপের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে প্রচুর আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি আমাকে স্বীয় বক্ষের গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধনশিলা দান করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মত্ত করুন।

"বৈরাগ্যাবৃগ্ ভক্তিরসং প্রদাতুমপাত্রমাশ্বনভীপ্সুমঞ্জম্।
কৃপাম্বুধি র্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রণুবাম্যাশ্রামি॥"

(বিলাপকুসুমাঞ্জলি ৩য় শ্লোক)

যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর ও দয়ার সাগর, আমি অনিচ্ছুক থাকিলেও যিনি বলপূর্ব্বকারে অজ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছেন, সেই সদ্বস্তুদাতা সনাতন প্রভুকে আমি প্রণত হইতেছি। (ক্রমশঃ)

অবন্তী-নগরীতে প্রভুপাদ

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০ম সংখ্যার পর]

অবন্তীনগরে সিপ্রানদীর তটে যেখানে ত্রিবিক্রম-ভিক্ষুর অধিষ্ঠান ছিল, তাহার নিদর্শন এখন না পাওয়া গেলেও মনে হয়,মহাকালের মন্দিরের সন্নিকটেই অবন্তীবেশীর ভিক্ষুর গৃহ বর্ত্তমান ছিল। অবন্তীনগরে দ্বিতীয় পূর্ব্বাবাসস্থলীতে ত্রিবিক্রমের স্মৃতি-সংরক্ষণ-কল্পে ত্রিবিক্রমমঠ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অবন্তীনগরী মহাকাল নামক শিবপুরী। স্কন্দ, মৎস্য, নারসিংহ প্রভৃতি পুরাণে এই মহাকাল শিবলিঙ্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহালক্ষ্মীর পশ্চাদ্ভাগে দেবী-পীঠ বর্ত্তমান। মহাকাল-লিঙ্গ মৃত্তিকার নিম্নে সুড়ঙ্গের মধ্যে অবস্থিত। মহাকাল শিবের মন্দিরটী বিশেষ সুপ্রশস্ত। এই মন্দিরে শিল্প-নৈপুণ্যের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। ফিরিস্তা নামক মুসলমান ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, এই মন্দির সোমনাথ-মন্দিরের তুল্য ছিল। এই মন্দির স্বর্ণস্তম্ভ ও মণিমাণিক্যে খচিত ছিল। গর্ভ-গৃহমধ্যে একটী সামান্য আলোক জ্বালাইয়া দিলেই সেই আলোক হীরক ও বিবিধ মণি-মাণিক্যে প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত মন্দিরটী মরীচিমালীর প্রভার মত প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিত। আলতামস্ এই মন্দিরের সমস্ত মণি-মাণিক্য, রত্নাদি লুণ্ঠন করিবার পর মন্দিরের শোভা বিগত হইয়াছে। পাণ্ডাগণ বহু-চেষ্টায় শিব-লিঙ্গকে গুপ্তভাবে স্থানান্তরিত করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাকাল মন্দিরে বহু দেব-দেবীর অবস্থান দৃষ্ট হইল, এখানে পাণ্ডার সংখ্যা অত্যধিক। একটী বিস্তীর্ণ কূপ বিরাজিত রহিয়াছে। সহরের মধ্যে জনতাপূর্ণ স্থানে বিক্রমরাজার জীর্ণ অবস্থায় পরিণত হওয়ায় কিছুদিন পূর্ব্বে উহা সংস্কৃত হইয়াছে। সহর হইতে নাতিদূরে সিপ্রানদী-তটে লোকালয়-বর্জ্জিত মাঠের মধ্যে যন্ত্রমন্ত্রালয় অবস্থিত। এখানে অন্যান্য স্থানের ন্যায় অধিক যন্ত্রমন্ত্রের সমাবেশ নাই বটে, তবে কয়েকটী আছে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে মধ্যরেখাস্থিত নগরসমূহের বর্ণনে আমরা পাঠ করিয়াছি—"রোহিতক-মবন্তী চ যথা সন্নিহিতং সরঃ"। মধ্যরেখা রোহিতক, অবন্তী, কুরুক্ষেত্র, কাঞ্চী প্রভৃতি নগরসমূহের মধ্য দিয়া অবস্থিত। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ রেখাকে মধ্য দ্রাঘিমা-রেখা (longitude) বলে।

উজ্জয়িনীর অক্ষ—২৩°১১´১৬´´ উত্তর, গ্রীণউইচ্ হইতে ৭৫°৪৬´০´´ পূর্ব্বে। এই নগরী সমুদ্রতট হইতে ১৪০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। স্থানীয় সময়—ষ্টাণ্ডার্ড সময় হইতে ২৬ মিঃ ৫২ সেঃ পরবর্ত্তী। সিপ্রানদীর উত্তরপার্শ্বে জয়সিংহপুর নামক গ্রামে মানমন্দির অবস্থিত ও বর্ত্তমান নগরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। মানমন্দিরের স্থানটী ভূমি হইতে ৮২ হাত উর্দ্ধে অবস্থিত। এই স্থানে দক্ষিণোত্তর-

যন্ত্র, দিগংশযন্ত্র, নাড়ীবলয়যন্ত্র, ও সম্রাট্‌যন্ত্র —এই যন্ত্র-চতুষ্টয় বর্ত্তমান। কালের প্রবল আক্রমণে ঐ সকল যন্ত্রই হইতে বসিয়াছে। দক্ষিণোত্তরবৃত্তি-যন্ত্রটী ৫° ডিগ্রি হেলিয়া পড়িয়াছে ও দিগংশ-যন্ত্রের প্রাচীরে ফাট দেখা দিয়াছে। নাড়ীবলয়-যন্ত্রের অঙ্গসমূহ ক্রমশঃ দৃষ্টিপথ হইতে দূরে যাইতেছে। সম্রাট্‌যন্ত্রটী বারাণসীর যন্ত্রের সদৃশ এবং জয়পুরের সম্রাট্-যন্ত্র অপেক্ষা বৃহত্তর। যন্ত্রের উচ্চতা—১৪৪ হাত। শঙ্কুর পরিমাণ—৩১৪ হাত। প্রত্যেক গোলপাদ—৯ হাত। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে হাণ্টার সাহেব যখন উজ্জয়িনীর মানমন্দির দর্শনার্থ আগমন করেন, তৎকালে গোলপাদসমূহে ঘটী-পলাদির চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। শঙ্কুপ্রান্ত হইতে তুলছায়া-বিতত কোটিজ্যা-চিহ্নসমূহ অঙ্কিত ছিল। নাড়ীবলয়-যন্ত্র বারাণসী ও জয়পুরের গঠিত যন্ত্রের সদৃশ গোলাকার। এই যন্ত্রের অনুকরণে বারাণসী ও জয়পুরের যন্ত্র গঠিত হইয়াছিল। সম্রাট্-যন্ত্রের দক্ষিণাংশে নাড়ীবলয়-যন্ত্রটী কিঞ্চিদধিক ২১ হাত ব্যাস ও ৪৪ হাত উচ্চ। নিরক্ষ প্রদেশের সহিত সমান্তরাল রেখার মাধ্যাহ্নিক তলে সংস্থাপিত। ইহাতেও ঘটী-পলাদি স্থানে স্থানে অঙ্কিত আছে। দিগংশযন্ত্রের বহিঃ-প্রাচীরটী ২৪ হাত ব্যাসের ১৪ হাত প্রস্থ গোলাকার বেষ্টন। দিগংশযন্ত্রের মধ্যবর্ত্তিস্থানে যে একটী স্তম্ভ বা শঙ্কু স্থাপিত ছিল, তাহা আর এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। সমক্ষেত্র বিশিষ্ট আর একটী তিন হাত প্রস্থযুক্ত প্রাচীরের বেষ্টন—১৮ হাত ব্যাসযুক্ত হইয়া স্থাপিত আছে। বৃষ্টির জলে স্থানে স্থানে প্রাচীরগুলি কাটিয়া গিয়াছে। ১৩২ বৎসর পূর্ব্বে এই দিগংশযন্ত্রটি আর্য্যবিদ্যুগণের দেবালয়ে পরিণত থাকায় সেখানে অবিদ্যুগণের প্রবেশাধিকার ছিল না।

দক্ষিণোত্তরবৃত্তিযন্ত্রের কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও উহার অঙ্কিত চিহ্নগুলি ন্যূনাধিক বিলুপ্ত হইয়াছে। অবন্তী-নগরীর এই প্রাচীন যন্ত্রটীর অনুকরণে জয়পুর ও বারাণসী প্রভৃতি স্থানেও দক্ষিণোত্তরবৃত্তিযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। দক্ষিণোত্তরবৃত্তিযন্ত্র মাধ্যাহ্নিক রেখার অনুরূপ প্রাচীর বিশেষ। ইহার পূর্ব্বাংশে গোলপাদ গঠিত আছে। কোটিজ্যা-বিতত তুলজ্যা একদিকে চিহ্নাঙ্কিত আছে। দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে ২ ফিট উচ্চ একটী ক্ষুদ্র স্তম্ভ আছে। জ্যোতিষ্কগণের উন্নতান্ত-নিরূপণে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু সম্প্রতি চিহ্নিত অঙ্কগুলি উহাতে আর পরিদৃষ্ট হয় না।

বর্ত্তমান মানমন্দিরের জীর্ণ যন্ত্রগুলি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নির্ম্মিত হইয়াছে—ইহা পাশ্চাত্য বিচারকগণের ধারণা, কিন্তু এখানে বহু পূর্ব্ব হইতেই মানমন্দির ও গগন-পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য চলিতেছিল। এমন কি, বিক্রমাদিত্যের সময়েও বরাহ, মিহির প্রভৃতি জ্যোতি-র্ব্বিদ্‌গণও এখানে মধ্যযুগের জ্যোতিঃশাস্ত্র-প্রবর্ত্তনে নিযুক্ত ছিলেন। পাশ্চাত্য মনীষিগণও ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না।

বারাণসীপুরী যেরূপ পূর্ব্বোত্তর ভারতে বিদ্যালাভের ক্ষেত্র বলিয়া বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহার পূর্ব্ব হইতেও পশ্চিমোত্তর ভারতে অবন্তীনগরী বিদ্যালাভের ক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের পাঠাগার প্রভৃতির স্মৃতিও অদ্যাপি স্থান-মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে। কথিত আছে,—সত্যযুগ হইতেই অবন্তীনগরীতে বহু রাজা-রাজ্ঞী শোভা বিস্তার করিয়াছিলেন। শৈবগণের ইহা প্রধান তীর্থ হইলেও বৈষ্ণব-শ্রীবণ্ডীর আবাসভূমি ও দ্বাপর যুগান্তে শ্রীকৃষ্ণের বিদ্যাগার এখানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই মোক্ষদায়িকা অবন্তীপুরীর বৈষ্ণবক্ষেত্রত্ব।

মধ্যাহ্নে আমরা নগদা-ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দিল্লী যাইবার গাড়ীর অপেক্ষা করিতেছিলাম। অনেকক্ষণ নগদা-ষ্টেশনে অপেক্ষা করিবার পর মথুরা যাইবার উদ্দেশে আমরা দিল্লী অভিমুখে যাত্রীর গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম। গাড়ীতে বিলক্ষণ ভিড় ছিল। অনেক সাহেব ও তদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সকল কক্ষগুলিই দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। তবে স্থানাভাব হইলেও আমরা কষ্টস্বীকার করিয়া সেই গাড়ীতেই প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম।

শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীচৈতন্যদেব

[শ্রীযুক্ত নিমানন্দ দাস অধিকারী, বি, এ, জি, বি, টি, আসাম]

শ্রীশঙ্করদেব আসামের মহাপুরুষীয়া-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিমান করেন। আসামে জাতীয় জাগরণের সহিত ধর্ম্মের জাগরণও আরম্ভ হয়। তদবধি এদেশবাসী শঙ্করদেবকে জাতীয় ভাবের ভিতর দিয়াই দেখিতে আরম্ভ করে।

আসামে শ্রীচৈতন্য-পন্থানুসরণকারী লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বঙ্গদেশীয় শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সন্তান বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেও তাঁহারা এই জাতীয় জাগরণের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন নাই। বহুকাল বঙ্গদেশীয় আচার্য্যগণের সহিত বিচ্ছিন্ন থাকায়, তাঁহারা নিজ ধর্ম্মমত-সম্বন্ধে একরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। জাতীয় জাগরণের প্রাবল্যে তাঁহারা নিজ ধর্ম্মমতের প্রতি একেবারে আস্থাহীন হইয়া পড়েন। তাহার অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন বঙ্গভাষায় লিখিত এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থাদি আলোচনার অভাবে এই অনাস্থা অনেকের ভিতরে বিরক্তিরূপে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু ওঝা-ব্যবসায়ে অনায়াসলব্ধ অর্থের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া এই গুরুত্রবগণ চৈতন্য-বিহীন মন্ত্রদ্বারা অনভিজ্ঞ শিষ্যকুলের হৃদয়ে জড়তার উদ্বোধন করিয়া আসিতেছেন।

বৈষ্ণবতত্ত্বানভিজ্ঞ বঙ্গদেশীয় লেখকগণ শঙ্করপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়কে চৈতন্য-সম্প্রদায়ের শাখা-জ্ঞানে বিদ্বেষমূলে চৈতন্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে উত্তেজনামূলে এই সম্প্রদায়ের লেখকগণ চৈতন্য-মতের নানারূপ বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান দ্বারা এতদ্দেশে তাঁহার প্রাধান্য খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করেন। চৈতন্য-সম্প্রদায়-ভুক্ত এতদ্দেশীয় আচার্য্যগণও এই চেষ্টায় যোগদান করেন। ধর্ম্মকে জাতীয়তার ভিতর দিয়া দেখিতে গেলে এই উত্তেজনা স্বাভাবিক। উত্তেজনামূলে ব্যক্তিগত ও জাতিগত ক্রোধপ্রকাশের অধিক অবসর হওয়ায় ধর্ম্মমত একবারে আলোচিত হয় নাই বলিলেই চলে।

এতদ্দেশীয় চৈতন্য-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ নিজমতের গর্ব্ব-ভরে শঙ্কর-মতের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন এবং শঙ্করমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে নানারূপ প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়া উক্ত কার্য্যে উৎসাহান্বিত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম-বিদ্বেষ এতদূর চরম সীমায় পৌঁছিল যে, এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ শিষ্যবর্গকে চৈতন্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতে একবারে নিষেধ করিয়া দিলেন। এই সম্প্রদায়ে যে দুই-চারিখানি ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, তাহা এত অসম্পূর্ণ যে, তাহা পাঠে সম্প্রদায়ের মতবুদ্ধিয়া ওঠা সাধারণ লোকের পক্ষে একবারে অসম্ভব। অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলি ব্রহ্মসূত্র, ভাগবত ও গীতার ভাষ্য রচনা করিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায়কে সুদৃঢ় দার্শনিক-ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ে অতি প্রয়োজনীয় এই সকল শাস্ত্রের কোন ভাষ্য নাই। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যখন অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যবলে নিজ নিজ ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তির চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন, শঙ্করদেব তখন ভারতের এক প্রান্তে গিরিসঙ্কুল আসাম উপত্যকায় সঙ্গসুখভাবে অবস্থিত থাকিয়া, ভাগবতের দুই তিনটি অধ্যায়ের কতিপয় শ্লোকের পদ্যানুবাদ রচনা পূর্ব্বক জীবনের শতাধিক বর্ষ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সঙ্গসুখতা এবং বেদান্তের বৈষ্ণবভাষ্যগুলির আলোচনার অভাব তাঁহাকে নিজের মতটীর স্বরূপ বুঝিতে দেয় নাই বলিয়া অনুমান করা বড় দোষের কথা নহে। আর যদি তিনি সজ্ঞানে নির্ব্বিশেষবাদকেই 'বৈষ্ণবমত' বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তকে সুধীসমাজ কি বলিবেন, তাহাও বিবেচ্য। সে যাহা হউক, গ্রন্থের অভাব ও গ্রন্থের বর্জ্জন এই দুই কার্য্যই এই সম্প্রদায়ে সঙ্কীর্ণতার বীজ বপন করিল। সম্প্রদায়ে তত্ত্বালোচনা একবারে বিলোপ পাইয়া আচারালোচনা তৎস্থান সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিল। আচার্য্যগণ মনঃকল্পিত আচারনিষ্ঠার দ্বারাই অনভিজ্ঞ শিষ্যগণের ভিতরে আচার্য্যত্ব প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণও আচার সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করাকেই 'ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা' বলিয়া ধারণা করিতে লাগিল।

গুরুবর্গণ আচার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্ শিষ্যগণকে ধর্ম্মের চমৎকারিত্ব উপলব্ধি করাইতে লাগিলেন।

আজ কিছুদিন গত হইল, জানি না কাহার প্রেরণায় এই ধর্ম্ম-মতটি আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। এতৎকার্য্যে নিজের যোগ্যতার নিতান্ত অভাব হইলেও গুরুদত্ত জ্ঞানের আলোকে ইহাকে সুস্পষ্ট মায়াবাদ জানিতে পারিয়া, আমার অনুশীলনের ফল 'বৈষ্ণব ও বিষ্ণুপূজক' নামক প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করি। ঐ প্রবন্ধে শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীচৈতন্যদেবের মতের তারতম্য-প্রদর্শনচ্ছলে বৈষ্ণবমতের বিশেষত্ব বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিবার প্রয়াস এবং তৎসহ বঙ্গদেশে প্রচলিত অপরাপর কয়েকটি ধর্ম্মমতেরও তুলনামূলে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ সকলেই একবাক্যে এই গ্রন্থের উপাদেয়তা স্বীকার করিয়াছেন।

সম্প্রতি আমাদের দুইজন সাহিত্যিক এই গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন। উক্ত সমালোচনা 'বাঁহী' নামক এক আসামীয়া মাসিক পত্রিকার ১৭শ বৎসরের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। সমালোচনায় সাহিত্যিকদ্বয় পাণ্ডিত্য অপেক্ষা অসংযত জিহ্বার তাণ্ডব নৃত্যেরই পরিচয় অধিক পরিমাণে দিয়াছেন। সমালোচকদ্বয়ের হৃদয়ে বঙ্গবিদ্বেষ এত প্রবল যে, শঙ্করদেবের মত আলোচনায় তাঁহারা আমার সহিত একমত হইয়াও, আমাকে তাঁহাদের কৃপাকটাক্ষ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে দেন নাই। তাঁহাদের ক্রোধের কারণ তিনটী :—প্রথম—গ্রন্থখানি বঙ্গভাষায় লিখিত বলিয়া; দ্বিতীয়—আমি 'মাতৃভূমির মহাধর্ম্ম' পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশের শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম ধরিয়াছি বলিয়া এবং তৃতীয়—শঙ্করদেবকে 'মায়াবাদী অবৈষ্ণব' বলিয়াছি বলিয়া। অবশ্য, ধর্ম্মকে দেশ, কাল, পাত্র, ভাষা প্রভৃতি জড়োপাধির ভিতর দিয়া দেখিতে গেলে তাঁহাদের এইরূপ বিচার ন্যায়-সঙ্গত বলিয়াই বিবেচিত হয়। তাঁহারা কিন্তু ইহা ধারণা করিতে অসমর্থ যে, ধর্ম্ম আত্মার স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি; উহা আগন্তুক নহে। মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির প্রভাবে চিত্ত যখন দেশ, ভাষা, জাতি প্রভৃতি কালকোভ্য অনাত্ম-বস্তুসমূহে আসক্ত থাকে, তখন এই বৃত্তি আত্মপ্রকাশ করিতে অসমর্থ হয়। যে দেশে বা ব্যক্তিতে এই ধর্ম্মের প্রকাশ দেখা যায়, সেই ও ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে তাঁহার আদর ও পূজাই এই ধর্ম্মলাভের একমাত্র উপায়। পরমার্থ-বিচারে জড়ীয় বস্তুসমূহের কোন প্রতিষ্ঠা নাই।

গ্রন্থে শঙ্করদেবের তথাকথিত বৈষ্ণবমতকে নির্ব্বিশেষ মত বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছি। শঙ্করদেবের ভজনপ্রণালী শঙ্করাচার্য্যপ্রতিষ্ঠিত পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত। ইনি বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু নির্ব্বাণ-মুক্তিই ইঁহার লক্ষ্য। ভক্তি উপায়স্বরূপেই অনুষ্ঠিত হয়—উপেয়স্বরূপে নহে। বঙ্গদেশের দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণদেব যেরূপ কালীকে ভক্তি করিয়া এই নির্ব্বাণ-মুক্তি কামনা করেন, ইনিও সেইরূপ কৃষ্ণের উপাসনা দ্বারা উহা কামনা করেন। প্রভেদ কেবল প্রতীকের কল্পনায় সাকার উপাসনাকালে ভক্তির ব্যভিচার আশঙ্কায় মুক্তির নিন্দা ও ভক্তির কামনা ইঁহাদের সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়। তাহা কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদীর মুক্তিনিন্দা ও ভক্তির কামনার মত নহে। বৈষ্ণব ভগবদ্বিগ্রহের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া পরম প্রয়োজনরূপে ভক্তির অনুষ্ঠান করেন; আর মায়াবাদী ভগবদ্বিগ্রহকে মায়িকজ্ঞানে নির্ব্বিশেষব্রহ্মের পরতত্ত্বতা স্বীকারক্রমে ভক্তিকে 'উপায়'রূপে অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পরম প্রয়োজনরূপে নির্ব্বাণ মুক্তি বা 'সোঽহং' ভাবকে কামনা করেন।

শঙ্করদেব শ্রীনারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

'মায়াতে সে দেবর বিবিধ পরিচ্ছেদ।
স্বরূপ তোমার নাহিকে কিছু ভেদ॥
চৈতন্য স্বরূপে ব্যাপী এক নিরঞ্জন।
তোমাক্ বুলিবে বৈত কোন অজ্ঞজন॥' (কীর্ত্তনঘোষা)

এখানে তিনি ভগবদ্বিগ্রহকে মায়িক জ্ঞানে বৈতদর্শন অসম্ভব বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। শঙ্করদেবের একজন প্রধান শিষ্য ও আচার্য্য মাধবদেব নাম ঘোষায় বন্দিতেছেন,—

'অব্যক্ত ঈশ্বরহরি　　কিমতে পূজিবা তাক
ন্যাপকত্ত কিবা-রিসর্জ্জন।
এতারত্ত মূর্ত্তিশূন্য　　কেন মতে চিন্তিবাহা
বাম বুলি শুদ্ধ কবা মন॥'

এখানে তিনি ঈশ্বরকে অমূর্ত্তজ্ঞানে নির্ব্বিশেষ অবস্থাকেই লক্ষ্যতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই সম্প্রদায়ের আধুনিক আচার্য্যগণ ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণও শঙ্কর-মাধবের মত যথাযথভাবে প্রকাশ করিতেছেন। নিম্নে কয়েকজনের মত উদ্ধৃত করা গেল।

"সাকার লীলাবিগ্রহধারী কৃষ্ণের উপাসনা দ্বারা নিরাকার পরমতত্ত্ব প্রাপ্তিই এই পন্থার মুখ্য উদ্দেশ্য।"

শ্রীঅমৃতভূষণ অধিকারী।

"সাকার উপাসনা দ্বারা মানুষ যখন মনোরাজ্যের উচ্চতম স্থান অধিকার করে, তখনই নিরাকার উপাসনা আরম্ভ হয়।" শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজ বক্তৃতা।

"মহাপুরুষীয়া-সম্প্রদায় সাকার উপাসক নহে। তাহারা নিরাকার নির্গুণভাবে উপনীত হইবার জন্য সাকার সগুণ-ভাবের আরাধনা করে মাত্র। নির্গুণ ঈশ্বরকে ধারণা করিতে না পারিয়া তাহারা সাকার মূর্ত্তি কল্পনা করে। কৃষ্ণের সাকার ভাব আরাধনা করিতে করিতে ভক্ত যখন নির্গুণ ভাবে উপনীত হন, তখনই তিনি কৃষ্ণে লীন হন। এই বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণ অদ্বৈতবাদী।"

শ্রীহরমোহন দাস।

"সাকার উপাসনা ও মুক্তিলাভের কথা প্রথম স্তরে অবস্থিত ভক্তের লক্ষ্যবস্তু হইলেও, উচ্চাধিকারে উহা জীবের লক্ষ্য হইতে পারে না।" শ্রীভিখেশ্বর নেওগ।

"সাকার কৃষ্ণের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মোপাসনাতে ধর্ম্মের হানি কি?"

শ্রীহলিরাম মহন্ত ঠাকুর।

অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে, এই সম্প্রদায়ের গুরু ও শিষ্যগণ উভয়ে কৃষ্ণাতিরিক্ত এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কল্পনা করেন এবং তাহাতে লয়ই জীবের পরম প্রয়োজনরূপে স্থাপন করেন। ইহাই মায়াবাদ। ইহাই শঙ্করাচার্য্যের কেবলা-দ্বৈতবাদ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সবিশেষবাদী, তাঁহারা চিদ্বস্তুর স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ-বৈচিত্র্য অস্বীকার-ক্রমে দ্বৈতজ্ঞানের রাহিত্যাবস্থাজ্ঞাপক নির্ব্বাণ বা লয়মুক্তি স্বীকার করেন না। শঙ্করাচার্য্যের এই দ্বৈতজ্ঞানের রাহিত্যাবস্থা-জ্ঞাপক কেবলাদ্বৈতবাদের উচ্ছেদসাধনকল্পে বৈষ্ণবাচার্য্য-গণ যে মহতী চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার ফলে আমরা বর্ত্তমানে শ্রীরামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শ্রীমধ্বের দ্বৈতবাদ, শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, শ্রীনিম্বাদিত্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং সমস্ত বাদের অপূর্ণ সামঞ্জস্য ও চিৎসমন্বয়রূপ পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ অদ্বার্শনিক সিদ্ধান্ত শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদের আবির্ভাব দেখিতে পাই। এই মতগুলিতে যে অদ্ভুত পাণ্ডিত্যপ্রভাবের পরিচয় রহিয়াছে, তাহা পণ্ডিত ব্যতীত অন্য কাহারও বোধগম্য হইতে পারে না। বঙ্গদেশীয় কোনও একটী প্রসিদ্ধ লেখকবর লিখিয়াছেন—

"শাঙ্কর ভাষ্যই বেদান্তসূত্রের একমাত্র ভাষ্য নহে, এবং কেবল এক শাঙ্করভাষ্যই বেদান্তশাস্ত্রের চূড়ান্ত তাৎপর্য্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। বেদান্তসূত্র-অবলম্বনে শঙ্কর যে পথে চলিয়াছেন, তাহা একেবারে অদৃষ্টপূর্ব্ব না হইলেও শঙ্করাচার্য্যই যে উহাকে প্রশস্ততর এবং লক্ষ লক্ষ লোকের সুগম্য করিয়া তুলিয়া গিয়াছেন, এবং আজও যে সহস্র সহস্র লোক শাঙ্কর ভাষ্যকেই বেদান্ত মনে করিয়া অধ্যয়ন করেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও শ্রীমদ্ রামানুজের ভাষ্য, পাণ্ডিত্য ও তর্কবিচার কোনদিকেই শাঙ্কর ভাষ্য অপেক্ষা লঘু নহে। প্রত্যুত অনে-কানেক বিষয়ে শঙ্কর অপেক্ষা শ্রীমদ্ রামানুজেরই পাণ্ডিত্য-গৌরব অধিকতর। শ্রীমদ্ রামানুজের ভাষ্যই ব্রহ্মসূত্রের অধিকতর নিকটবর্ত্তী। শ্রীরামানুজ যৌধায়ন বৃত্তি অবলম্বনে মূল বেদান্তসূত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে উচ্চতম অভিনব দার্শনিক সিদ্ধান্ত সংস্থাপনের নিমিত্ত যেরূপ বিপুল প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়, বেদান্ত সূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশের নিমিত্ত সেরূপ চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। শঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদ সংস্থাপক,—তিনি বেদান্তকে দর্শনের উচ্চতম চিন্তাক্ষেত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক। ইনি উপাস্য উপাসকের পার্থক্য বজায় রাখিয়াছেন। রামানুজের ভাষ্য অতীব পাণ্ডিত্যপূর্ণ, ইহার তর্কপ্রণালী শঙ্করের তর্কপ্রণালী অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। শঙ্কর বহু স্থলেই মূলসূত্রের তাৎপর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখেন নাই, কিন্তু শ্রীরামানুজ সে বিষয়ে সতত সতর্ক। এই নিমিত্ত বেদান্তসূত্রের মূল তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে শ্রীভাষ্যই বিশিষ্টরূপে আলোচ্য।"

"ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মূর্দ্ধন্যস্থানীয়গণ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া স্বীয় স্বীয় সম্প্রদায়ের দার্শনিক-ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বিশুদ্ধাদ্বৈতমতপ্রবর্ত্তনের প্রায় সমসময়েই বঙ্গদেশে ধর্ম্ম ভাবের এক অভিনব বিশাল তরঙ্গের আবির্ভাব হইল। নবদ্বীপে শ্রীগৌরচন্দ্র নিমাই এই তরঙ্গের প্রবর্ত্তক। পুরাতনে ও নূতনে, একে ও বহুতে, অনুকূলে ও প্রতিকূলে এক

অচিন্ত্য অদ্ভুত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বহুল বেদান্ত-ভাষ্যের এক সুমীমাংসা স্থাপন পূর্ব্বক প্রাচীন বেদান্তি-সমাজের আধুনিক পণ্ডিতগণের সমক্ষে তিনি সর্ব্বকোলাহল-কোলাহল নিরাসক সুমীমাংসাপূর্ণ অতি সমীচীন বেদান্ত সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করেন।"

নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন—

'রজ্জুতে হয় যেমন ভ্রমে অহি পরপন।
প্রপঞ্চ জগৎ মিথ্যা সত্য নিরঞ্জন॥'

তাঁহারা আরও বলেন যে কৃষ্ণ মায়িক। ইঁহাদের মতে জগৎ ও জগৎপতি কৃষ্ণ সব মায়িক, অতএব মিথ্যা। জীব ও ব্রহ্ম এক, নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব। এই 'জীব মায়াবৃত ব্রহ্ম' বাদ ও 'জগন্মিথ্যা' বাদকে শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্য কিরূপভাবে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহার একটু আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"ব্রহ্মো সর্ব্বনির্ব্বিশেষজ্ঞানমাত্রে ব্রহ্মণ্যারোপিতস্য প্রপঞ্চস্য কো দ্রষ্টা। "নাঽন্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টেতি" (বৃহদা: ৩।৮।২৩) শ্রুতির্ব্বৈষ দ্রষ্টেতি চেৎ, জ্ঞানমাত্রস্বরূপস্য কথং দ্রষ্টৃত্বং কথং বা জ্ঞানস্বরূপেণ ভ্রমভূতস্য প্রপঞ্চস্য দ্রষ্টা। মায়াযোগেনেতি চেৎ, কিময়ং যোগ আগন্তুক উত স্বাভাবিকঃ। আগন্তুকে তু নিত্যত্বং ব্রহ্মণো ন স্যাৎ। স্বাভাবিকশ্চেৎ অদ্রেঽপি মায়াশবলমেব ব্রহ্ম, অতশ্চ সর্ব্বদা বিশিষ্টমেবেতি সিদ্ধম্, একঞ্চ সতি কথং বিজাতীয়ভেদশূন্যম্। কিঞ্চ মায়াশবলত্বেঽপ্যগ্রে প্রপঞ্চাপ্রতীতেঃ কিং কারণম্। ঈক্ষণাভাবাদপ্রতীতিরিতি চেৎ তদভাবে কিং কারণম্। ইচ্ছেবেতি চেৎ কিমগ্রেঽপীচ্ছাবদ্ ব্রহ্ম তর্হি সর্ব্বদা সবিশেষমেবেতি সিদ্ধম্। কিঞ্চাঙ্গীকরণাৎ পূর্ব্বং কিমাশ্রিতা মায়া। ব্রহ্মাশ্রিতেতি চেৎ সর্ব্বদা বৈশিষ্ট্যপ্রসঙ্গোঽদ্বৈত-হানিশ্চ।"

রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মে আরোপিত এই যে জগৎ সৃষ্ট হইতেছে, ইহার দ্রষ্টা কে? বৃহদারণ্যক (৪।৮।২৩)—'তিনি ভিন্ন অন্য কোন দ্রষ্টা নাই'—এই বাক্যে ব্রহ্মকেই দ্রষ্টারূপে স্থাপন করিয়াছে। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের দ্রষ্টা হইবার সম্ভাবনা কোথায়? দ্রষ্টার দৃশ্যবস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। জগৎ মিথ্যা, হইলে, এতদ্সম্বন্ধে তাঁহার মিথ্যা-জ্ঞান হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু যিনি জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার জ্ঞানান্তর সম্ভব হয় না। অতএব তিনি প্রপঞ্চের দ্রষ্টা হইতে পারেন না। যদি বলা যায় যে, মায়ার সহিত যোগবশতঃ ব্রহ্ম দ্রষ্টা হইতে পারেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের সহিত মায়ার এই সংযোগ আগন্তুক না স্বাভাবিক? যদি বল আগন্তুক, তাহা হইলে মায়ার পৃথক্‌ভাবস্থিতি ব্রহ্মের সর্ব্ব ব্যাপকত্বের হানি করিয়া তাঁহাকে একটি পরিচ্ছিন্ন বা সসীম বস্তুতে পরিণত করে। আর যদি বল যে, উহা স্বাভাবিক, তাহা হইলে ব্রহ্মের মায়া স্বীকার করাতে তাঁহার নির্ব্বিশেষত্ব সিদ্ধ হয় না। মায়া বলিয়া অতিরিক্ত একটি পদার্থের সর্ব্বদা অস্তিত্ব থাকায় ব্রহ্ম বিজাতীয় ভেদ-শূন্য বস্তু হইতে পারে না। আবার প্রপঞ্চ দর্শনের পূর্ব্বেও ব্রহ্মের সহিত মায়া স্বভাববশতঃ অস্তিত থাকায় তখন তাঁহার এই বর্শনাভাব ঘটে কেন? যদি বল, তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, তাহা হইলে সেই ইচ্ছা না থাকিবারই বা কারণ কি? যদি বল, তাহারও কারণ ইচ্ছা, তাহা হইলে ব্রহ্ম সর্ব্বদাই ইচ্ছাযুক্ত বলিয়া সবিশেষই হইয়া পড়েন। আরও, ব্রহ্ম মায়াকে স্বীকার করিবার পূর্ব্বে মায়া কাহার আশ্রয়ে ছিল? যদি বল যে ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া ছিল, তাহা হইলে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ না হইয়া সবিশেষই হইয়া পড়েন। ব্রহ্ম ভিন্ন মায়াকে স্বীকার করায় অদ্বৈতবাদের হানি ঘটিয়া থাকে।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই নির্ব্বিশেষবাদকে বুদ্ধের শূন্যবাদের সহিত এক পর্য্যায়ে গণ্য করেন। তাঁহারা বলেন,—

'বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥'

বস্তুতঃ বুদ্ধের অচিন্মাত্রবাদ ও শঙ্করের চিন্মাত্রবাদ মূলতঃ একই বস্তু। ক্ষণিকত্ব-বাদ অবলম্বন করিয়া যে অব্যক্ত নির্ব্বাণ পথের পথিক হইতে বুদ্ধ জীবকুলকে আহ্বান করিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্য জীবের অবিনাশিত্ববাদ অবলম্বন করিয়া ভক্ত, ভগবান্ ও ভক্তি এই ত্রিপুটীর লয়রূপ সেই নির্ব্বাণকেই জীবের চরম লক্ষ্যরূপে স্থাপন করিলেন। বুদ্ধদেব হিন্দুসমাজ-বক্ষ হইতে বেদ অপসারণ করিয়া যে নিরীশ্বর-নীতি জীবকুলকে শিক্ষা দিলেন, শঙ্করাচার্য্য হিন্দুসমাজ-বক্ষে বেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিরীশ্বর মুক্তিকে জীবের পরম প্রয়োজনরূপে স্থাপন করিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ "জ্ঞানান্মুক্তিঃ জ্ঞানাদ্বন্ধশ্চ" তৎবাক্যের এই তত্ত্ব-সূত্রের ব্যাখ্যায় দেখাইলেন যে, নিরুপাধি বৈতজ্ঞান দ্বারা জীবের স্বাভাবিক অবস্থা বা মুক্তি সিদ্ধ হয়। কিন্তু জ্ঞান যখন বিষয় জ্ঞান বা নাস্তিক সিদ্ধান্তে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহা দ্বারা জীবের বন্ধন হয়। ইহা সর্ব্ব শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। নির্ব্বিশেষ বা নাস্তিক জ্ঞানের অসারতা প্রদর্শন করিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীবকুলকে শুদ্ধবৈত জ্ঞান আশ্রয় পূর্ব্বক ভক্তিকেই মুক্তি লাভের প্রকৃত পথরূপে নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণ ভজনের পরম উপাদেয়তা জগতে প্রচার করিয়া ভক্তির পরিপূর্ণতা বিধান করিলেন। এ বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে চৈতন্যের দান অদ্বিতীয়। যাঁহারই হৃদয়ে চৈতন্যের উদয় হইবে, তিনিই এই দানের মাহাত্ম্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

আজ শঙ্করদেবের অনুজন আচার্য্যগণ শঙ্করদেবকে 'অদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দিয়া যে অজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছেন, শঙ্করদেবই ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। তিনি ত' শঙ্করাচার্য্যকে কটাক্ষ করিয়া কার্য্যতঃ তাঁহারই বিচারপ্রণালী-অবলম্বনে নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকে পরম প্রয়ো-

জনরূপে স্থাপন পূর্ব্বক, বৈষ্ণবধর্ম্মসম্বন্ধে নিজ অজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

আজ আমি সমস্তীকৃতবাসে মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের প্রত্যেককে সমস্ত অহঙ্কার ও মৎসরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মহাজনের উপদেশটি কার্য্যে পরিণত করিতে অনুরোধ করি। উপদেশটি এই :—

'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র-তরঙ্গ॥
চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥'

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

[৩য় সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম—সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন

ধর্ম্ম; কেন না, তাহা দেহ ও মনের ধর্ম্ম নহে। তাহা সর্ব্ব জীবচৈতন্যের অর্থাৎ আত্মার একমাত্র অপ্রতিহত, অহৈতুক পরমধর্ম্ম—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

দেহ ও মন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন প্রকার, সুতরাং উহাদের মধ্যে ঐক্যজ্ঞান অসম্ভব। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম আত্মনিষ্ঠ হওয়ায় তাহা দেশকালপাত্রগত বিচার, জাতীয়তা বা সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির অবকাশ নাই। তাই আমাদের বিনীত নিবেদন যে বিশুদ্ধ আত্মধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মকে দেহ ও মনোধর্ম্মের চশমায় না দেখিয়া আত্মস্থ, সেবোন্মুখ, নিরপেক্ষ, নিষ্কপট ও সরল হইয়া বিচার করুন। তাহা হইলে সকলেই সর্ব্বতোভাবে পরম লাভবান্ হইবেন। [গৌঃ সঃ]

নিমন্ত্রণ-পত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৭ই কার্ত্তিক ২৪শে অক্টোবর বুধবার হইতে ১১ই অগ্রহায়ণ ২৭শে নবেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ঢাকা নগরীতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার উদ্যোগে মাসাধিকব্যাপী ঊর্জ্জাব্রত (নিয়মসেবা) হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া উৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিম্নে উৎসবের তালিকা প্রদত্ত হইল। নিবেদন ইতি।

বৈষ্ণব-দাসানুদাস

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ)
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (সান্যাল)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন আচার্য্যত্রিক)

(শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার সম্পাদকগণ)

উৎসব তালিকা।

৭ই কার্ত্তিক ২৪শে অক্টোবর—শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব।
৯ই ,, ২৬শে ,, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব।
১৬ই ,, ২রা নবেম্বর শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব।
২০শে কার্ত্তিক ৬ই নবেম্বর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব।
২৩শে ,, ৯ই ,, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব।
২৭শে ,, ১৩ই ,, শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা, অন্নকূট-মহোৎসব ও শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব।
২৮শে ,, ১৪ই ,, শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের তিরোভাব।
৪ঠা অগ্রহায়ণ ২০শে ,, গোষ্ঠাষ্টমী, গোপাষ্টমী, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধর দাস ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব।
৭ই ,, ২৩শে ,, ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব।
৮ই ২৪শে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে সাম্বৎসর মহামহোৎসব।
১০ই ,, ২৬শে ,, শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণগর্ভ গোস্বামী ও কাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব।
১১ই ,, ২৭শে ,, শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব এবং মহোৎসব সমাপ্তি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নারদীয়া পূজোপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় প্রতি বৎসরের ন্যায় এক সপ্তাহকাল 'গৌড়ীয়' বন্ধ থাকিবে এবং তৎপরে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৩৫, ৩রা নভেম্বর, ১৯২৮ | ১২শ সংখ্যা

কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগ

[১]

শ্রীবিষ্ণুর দুষ্টদমন-শক্তির আবেশাবতার জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম। ত্রেতাযুগে যখন পৃথিবী পাশব-বাহুবলদৃপ্ত নৃপতিগণের ভারে প্রপীড়িতা হইয়া উঠিয়াছিল, ক্ষত্রিয়গণ যখন জড়শক্তির সাহায্যে উন্মত্ত হইয়া পারমার্থিক ব্রহ্মশক্তিকে লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখনই পরশুরাম পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়কুলের শোণিত-স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা হইয়াছিল। স্বয়ং কর্ম্মাধিকারপর হইলেও পরশুরাম কর্ম্মাধিকারী লোকসমূহের শিক্ষার্থ মাতৃহত্যা-জনিত পাপ-ক্ষালনাভিনয়পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে স্নান, দান ও যজ্ঞাদির দ্বারা ভক্তেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন। জড়বাদিগণের বধস্থান এবং পরশুরামের উপাসনাক্ষেত্র বলিয়া কুরুক্ষেত্র সুপ্রাচীনকাল হইতে পরম-পুণ্যক্ষেত্ররূপে বিবেচিত। 'কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্'—এই শ্রুতিপ্রমাণে পুরাকাল হইতে কুরুক্ষেত্র দিব্যসূরিগণের বিষ্ণু-আরাধনার ক্ষেত্ররূপে পরিচিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষায় এই স্থান 'ধর্ম্মক্ষেত্র' বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

দ্বাপরযুগে দ্বারকানাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকা-নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ সংঘটিত হয়। তদুপলক্ষে ভারতের অসংখ্য লোক কুরুক্ষেত্রে স্নানদানাদির জন্য আগমন করিয়াছিলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ ও নানা-প্রকার সাজ-সরঞ্জামের সহিত বহুবংশীয়গণ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মসরোবরে স্নান এবং উপবাসাদি ব্রত আচরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভূমি, স্বর্ণ, গাভী, উত্তমবস্ত্র, মালা প্রভৃতি সামগ্রী দান করিয়াছিলেন। তাঁহারা 'কৃষ্ণে আমাদের অহৈতুকী ভক্তি লাভ হউক'—এই সঙ্কল্প করিয়া যাবতীয় অনুষ্ঠানের আচরণ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশের যাবতীয় রাজন্যবর্গ পুণ্যকামনায় সেই সময় কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সূর্য্যোপরাগের ছল করিয়া দ্বারকা হইতে কৃষ্ণচন্দ্র, এবং সেই ছলেই বৃন্দাবন হইতে দীর্ঘ-কৃষ্ণবিরহোন্মত্ত গোপ-গোপীগণ তমসগণকে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্যভাব-প্রবীণ দ্বারকাবাসিগণ বৃন্দাবনে গমন করিয়া বনবাসী আভীর-প্রজাগণের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়াকে মর্য্যাদা-হানিকর মনে করেন। আভীর-প্রজাগণও ঐশ্বর্য্যবিমণ্ডিত দ্বারকাপুরীতে কৃষ্ণদর্শনার্থ গমন করিতে ইচ্ছা করেন না। বনবাসিনী আভীরনন্দিনীগণ বহুকাল কৃষ্ণবিরহকাতরা থাকা সত্ত্বেও, এমন কি, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আজ্ঞা হইলেও কখনও দ্বারকায় গমন করিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও প্রৌঢ়বিভব-শালী কৃষ্ণকে দর্শন করেন না। তবে, কৃষ্ণহর্ষিতা বার্ষ-ভানবী দিব্যোন্মাদবশতঃ দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের

সহিত সম্মিলিতা হইয়াছেন,—যদি ইহা শুনিতে পান, তবেই অর্থাৎ চিন্নীলামিথুনের মিলনের জন্যই তাঁহারা আকুলপিপাসায় উন্মত্ত হইয়া ব্রজপুর হইতে বায়ুকার মনোগতি অপেক্ষা দ্রুতবেগে পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া যাইতে চাহেন।

যশোমতী ও নন্দ কৃষ্ণের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ-প্রায় হইয়াছিলেন। গোপীগণ প্রাণবল্লভকৃষ্ণের অদর্শনে জীবন্মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। সূর্য্যগ্রহণে স্নানের ছল করিয়া তাঁহারা 'জীব-রক্ষৌষধি' কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছিলেন। বসুদেব ও নন্দের পরস্পর মিলন, রোহিণী, দেবকী ও যশোমতীর মিলনে আর কোন কথা নাই—"কেবল কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ"। সকলেই কৃষ্ণমুখপদ্মে নেত্রমধুকর স্থাপন করিয়া বিধিকে নিন্দা করিতেছিলেন,—কেনই বা বিধি নয়নপক্ষে পলক দিলেন। গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ রহঃপ্রদেশে বিপ্রলম্ভবহ্নিবিদগ্ধ গোপী-গণের সহিত মিলিত হইয়া গোপবধূগণকে আলিঙ্গনামৃতে অভিষিক্ত করিলেন। চতুর কৃষ্ণ গোপীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে অঙ্গনাগণ, বহুদিন তোমাদের সহিত দেখা নাই, তোমরা কি আমাকে স্মরণে রাখিয়াছ? আমার সহিত বন্ধুত্বের কথা কি তোমাদের মনে পড়ে? বায়ু দ্বারা যেরূপ মেঘ-তৃণ-তুলা-ধূলিকণসমূহ পরস্পর সংযুক্ত-বিযুক্ত হয়, সেইরূপ ভগবান্ ভূতসমূহকে পরস্পর মিলিত, কখনও বা বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকেন। আমার প্রতি আসক্তি জীব-গণের পক্ষে অমৃতস্বরূপ। তোমাদের যে আমার সহিত সাক্ষাৎকার, আমার প্রতি স্নেহ,—ইহা আমার ভাগ্য-জনিতই। আমি সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত রহিয়াছি।"

শ্রীকৃষ্ণের এই অধ্যাত্মশিক্ষামূলী বচনবিন্যাস-চাতুরী শ্রবণ করিয়া গোপীগণ কহিলেন,—"হে নলিননাভ! তুমি আমাদিগকে এইসকল কথা কেনই বা বলিতেছ? আমরা ত' যোগেশ্বর নহি যে, তোমাকে ধ্যান করিয়া সুখী হইব? আমাদের সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভেরও ইচ্ছা নাই। আমরা সংসারী—গৃহসেবী, তোমাকে লইয়াই আমাদের সংসার—আমাদের গৃহধর্ম্ম। যোগিগণ তোমাতে চিত্ত সংলগ্ন করিবার জন্য কতই না ধ্যান-ধারণা করেন,—অভ্যাস করেন, তথাপি তোমাতে চিত্ত সংলগ্ন করিতে পারেন না। আর আমরা তোমা' হইতে চিত্ত কাড়িয়া লইয়া তাহা বিষয়ে নিযুক্ত করিবার জন্য কত সাধ্য-সাধনাই না করি,—তোমাকে ভুলিবার জন্য কত চেষ্টাই না করি, কিন্তু কিছুতেই অল্পক্ষণের জন্যও তোমা' হইতে অন্যত্র চিত্ত স্থাপন করিতে পারি না। ফলে তাহাতে তোমার প্রতি অভিনিবেশ আরও বাড়িয়া যাইতেছে। তাই আমাদের জ্ঞান, যোগ, সংসার হইতে উদ্ধারেচ্ছা কিছুতেই রুচি নাই। আমাদিগকে তোমার বিরহত্রাস হইতে উদ্ধার কর। তোমাকে কুরুক্ষেত্রে পাইয়াছি বটে, কিন্তু তোমাকে এখানে পাইয়াও আমাদের বিরহবহ্নি নির্ব্বাপিত হইতেছে না—হইবেও না। এখানকার আব-হাওয়া, এখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, লোকজন তোমার সহিত আমাদের মিলনের অনুকূল নহে। আমরা ক্ষুদ্র গৃহসেবী বনবাসী,—এইসব হাতী, ঘোড়া, রথ, লোকারণ্য, পতাকা, ঢক্কানিনাদ, তোমার রাজবেশ, রাজদণ্ড, রাজছত্র আমাদের ভাল লাগিবে কেন? হে গোপেন্দ্রনন্দন, ফল-মূল-কিসলয়ই যাহাদের সম্পত্তি, গোধনসমূহই যাহাদের প্রজা, যমুনা, কদম্বকুসুমসজ্জিতকানন, শুকসারিকা, সরলা-বাঁশরীর পঞ্চমতান—যাহাদের সংসার-সহচর, আর শিখি-চন্দ্রকালঙ্কৃতি নবকুলচন্দ্রমা তুমি যাহাদের জীবনসর্ব্বস্ব—দেহ, গেহ, বন্ধুবান্ধব, স্বজন, সংসার, মন, প্রাণ, আত্মা, যথাসর্ব্বস্ব, তাহাদের কাছে ঐ সকল রাজোচিত গৃহধাম ভাল লাগিবে কেন? চল, বৃন্দাবনে যাই, সেখানে তোমার মুরলীর মন্দমধুর পঞ্চমতানে কলিন্দনন্দিনীর তীরস্থ ব্রততী-কুঞ্জ আবার মুখরিত হউক।"

যে-কুরুক্ষেত্রে একদিন শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণদয়িতা রাধিকা-প্রমুখা বিরহব্যথিতা গোপীগণের মিলন—মিলনে বিরহ-বেদনা,—সম্ভোগে বিপ্রলম্ভ-বীণার মূর্চ্ছনা রহঃস্থানে বাজিয়া উঠিয়াছিল, সেই কুরুক্ষেত্রের আদর্শই দ্বিতীয়-সংস্করণরূপে—রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত—বিপ্রলম্ভ-লীলাময় কৃষ্ণ-স্বরূপ গৌরসুন্দরের চিত্তে নীলাচলের রথাগ্রে জগন্নাথ-দর্শনকালে উদিত হইয়া—

"সেই ত' পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি' মদন-দহনে ঝুরি' গেনু।"

—গীতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে জগন্নাথকে লইয়া সুন্দরাচলাভিমুখে গমন-

কালে বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখে কাব্য-প্রকাশের "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক শ্রবণ করিয়া মহা-প্রভুর চিত্তস্থ "প্রিয়স্বরূপ" শ্রীস্বরূপপ্রভু যে শ্লোক উচ্চারণ-পূর্ব্বক মহাপ্রভুর প্রচুর আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন, সেই শ্লোকটী এই,—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাঽহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

হে সখি! আমার সেই প্রাণারাম কান্ত কৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রে পাইয়াছি, আর আমিও সেই রাধা উপস্থিত আছি; আমাদের উভয়ের মিলনে সুখ হইয়াছে বটে; তথাপি হৃদয়াভ্যন্তরে বৃন্দাবিপিনমধ্যে শ্যামের মধুর মুরলীর পঞ্চমরাগ-মুখরিত তপন-তনয়ার তীরস্থ নিভৃতনিকুঞ্জের জন্য আমার চিত্ত সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে।

"রাজবেশ, হাতী, ঘোড়া, মহত্ত্ব গহন।
কাহাঁ গোপবেশ, কাহাঁ নির্জ্জন বৃন্দাবন॥
সেই ভাব, সেই কৃষ্ণ, সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
• • •
সেই তুমি, সেই আমি, সেই নবসঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে' বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন চরণ॥
ইহাঁ লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি।
তাহাঁ পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ, পিকনাদ শুনি॥
এই রাজবেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাহাঁ গোপবেশ, সঙ্গে মুরলীবাদন॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন।
সেই সুখসমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ॥
আমা লঞা পুনঃ লীলা করহ বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত' পূরণে॥"

[২]

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, মিশ্র-ভক্ত, শুষ্কবৈষ্ণব, বৈষ্ণবপরমহংস, সকলেরই আদরের বস্তু। ইহামুত্র ফলভোগকামী কর্ম্মিসম্প্রদায় পুণ্যসঞ্চয়ার্থ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে স্নান-দানাদি করিয়া থাকেন। কুরুক্ষেত্রে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ হয়। সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে ভূমণ্ডলকে ব্রহ্মসরঃস্নানের বহুফল শ্রুতিশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ইহামুত্র ফলভোগত্যাগী অহংগ্রহোপাসক জ্ঞানি-সম্প্রদায় কর্ম্মকে সাধন জ্ঞান করায় চিত্তশুদ্ধ্যর্থ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আগমন করেন। ঈশ্বর-সাযুজ্যকামী রাজযোগী, বিভূত্যাদি-কামী হঠযোগী, পঞ্চতপাদি তপস্বিগণ স্ব-স্ব-অভীষ্টসিদ্ধি বা তাঁহাদের কর্ম্মকৌশল-প্রদর্শনার্থ কুরুক্ষেত্রে অভিযান করিয়া থাকেন। বিপ্রভক্তগণ ফলাভিসন্ধানযুক্ত ভক্তিযাজনের জন্য কুরুক্ষেত্রে স্নান-দানাদি করিয়া থাকেন।

মহাভারতের বনপর্ব্বে ৮৩ অঃ যুধিষ্ঠিরের প্রতি পুলস্ত্যের উক্তিতে জানা যায়,—

"**শ্রীকৃষ্ণস্য সরস্বত্যাঞ্চ তীর্থং ভরতসত্তম।**
• • • •
ততো নৈমিষকুঞ্জঞ্চ নম্যাসাদ্য কুরূদ্বহ।
ঋষয়ঃ কিল রাজেন্দ্র নৈমিষেয়াস্তপস্বিনঃ॥
তীর্থযাত্রাং পুরস্কৃত্য কুরুক্ষেত্রং গতাঃ পুরা।
ততঃ কৃষ্ণঃ সরস্বত্যাঃ যুতো ভরতসত্তম॥
ঋষীণামবকাশঃ স্যাদ্যথা তুষ্টিকরো মহান্।
• • •
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ব্রহ্মণস্তীর্থমুত্তমম্।
তত্র বর্ণাবরঃ স্নাত্বা ব্রাহ্মণ্যং লভতে নরঃ॥"

হে ভরতবংশাবতংস, **সরস্বতীর তীরে শ্রীকৃষ্ণতীর্থ বিরাজিত।** হে কুরুশ্রেষ্ঠ, নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বী ঋষিগণ নৈমিষকুঞ্জে উপস্থিত হইয়া পুরাকালে তীর্থযাত্রার উদ্দেশে কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। সরস্বতীর তীরে যে শ্রীকৃষ্ণ রচিত রহিয়াছে, তাহা নৈমিষারণ্যবাসী ভাগবত পরমহংস ঋষিগণের পরমতুষ্টিপ্রদ বিশ্রামস্থলী। হে রাজেন্দ্র, সেই স্থান হইতে কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্মসরোবরে গমন করিবে। **সেই ব্রহ্মসরে স্নান করিলে অবর বর্ণ ব্রাহ্মণতা লাভ করে।**

কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্মসরোবরে স্নান করিলে সকলেরই বৈষ্ণবী-দীক্ষা-লাভ হয় এবং বৈষ্ণবদীক্ষার ফলস্বরূপ পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা সমূলে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব-লাভ হয়। ব্রহ্মসরোবরে স্নান অর্থাৎ বৈষ্ণবী দীক্ষার দ্বারা দ্বিজত্ব লাভ করিতে না পারিলে কেহই শুদ্ধবৈষ্ণবতা লাভ করিতে পারেন না। শুদ্ধবৈষ্ণব না হইলে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত

"অনর্পিতচর উন্নত উজ্জ্বলরসে" সহিষ্ট হওয়া যায় না। সরস্বতীর তীরে যে শ্রীকুঞ্জ আছে, তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত কেহই শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ হরিসেবা-প্রবৃত্তির বিবৃদ্ধির জন্য কুরুক্ষেত্রে পরমহংস-গুর্ব্বানুগত্যে পূজ্য আশ্রয়জাতীয়গণের সহিত বিষয়বিগ্রহের সম্ভোগ-সেবায় উন্মুখ হইয়া থাকেন। রূপানুগ বৈষ্ণব-পরমহংসগণ কুরুক্ষেত্রে বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া চিল্লীলাবিধুনের মিলনপ্রয়াসী হন। কুরুক্ষেত্র তাঁহাদের বিপ্রলম্ভসেবা-রসের উদ্দীপন বিভাবস্বরূপ হইয়া মিলনে বিরহস্মৃতি—কুরুক্ষেত্রে বৃন্দাবনস্মৃতি, আবার বৃন্দাবনস্মৃতির উদয় করায়। গোপীগণ কুরুক্ষে কুরুক্ষেত্রে পাইয়াও বৃন্দাবনে বৃষভানুজার সহিত কৃষ্ণের মিলন যাহা করেন। আবার নৈশলীলাক্ষের বৃন্দাবনে রাসতাণ্ডবী কৃষ্ণকে পাইলেও মাধ্যাহ্নিক-লীলাক্ষেত্র রাধাসরসীতীরে রাধার সহিত রাধানাথের মিলন আকাঙ্ক্ষা করেন। রূপানুগগণের চিত্তে ভমন্তপঞ্চকের ব্রহ্মসরেও রাধাসরের উদ্দীপনা হইয়া থাকে। একমাত্র রূপানুগ পরমহংসগণই এইরূপ বিভাবিত বিপ্রলম্ভ-সেবা-রসে বিভাবিত হন। সুতরাং কুরুক্ষেত্র গৌড়ীয়বৈষ্ণবের যে কতদূর আদরের বস্তু, তাহা গৌরজনগণই উপলব্ধি করিতে পারেন।

আশ্রয়জাতীয়গণের সহিত বিষয়বিগ্রহ অন্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের মিলন-সেবাই জীবাত্ম-স্বরূপের নিত্যধর্ম্ম। এই শিক্ষা শ্রীচৈতন্যদেবই বিশেষরূপে জানাইয়াছেন। এই চিল্লীলামিথুন-মিলনের দূতীস্বরূপ কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগ উপস্থিত! ইহা আমাদের নিত্যধর্ম্মযাজনের পক্ষে বড়ই অনুকূল—সুবর্ণ সুযোগ !! এই সুযোগ যখন তখন উপস্থিত হয় না,—উপস্থিত হইলেও রূপানুগগণের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য ব্যতীত এই সুযোগের উপযোগিতা বা মূল্য উপলব্ধ হয় না।

আজ বহু বৎসর পরে কুরুক্ষেত্রে এইরূপ বিরহাত্মক সূর্য্যোপরাগ উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোক স্ব স্ব অধিকারোচিত নিষ্ঠানুসারে ধর্ম্মযাজনেচ্ছু হইয়া কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেছেন। শুনা যাইতেছে, এই সূর্য্যোপরাগ-উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের সমাগম হইবে। আগামী ২৬শে কার্ত্তিক ১২ই নভেম্বর সোমবার অমাবস্যা-তিথিতে সূর্য্যগ্রহণ উপস্থিত হইলেও দ্বাদশ দিবস পূর্ব্ব হইতে কুরুক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুসঙ্ঘ ও যাত্রীর সম্মেলন হইবে।

কুরুক্ষেত্রে মেলার কর্ত্তৃপক্ষ ও সরকার বাহাদুর যাত্রি-গণের সুবিধার জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা নিয়োগ করিয়াছেন। পথ ঘাট-নির্ম্মাণ, কূপসরোবর সংস্কার, নলকূপ-স্থাপন এবং যাত্রিগণের স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ শান্তিরক্ষার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ কুরুক্ষেত্রস্থ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার পাত্ররাজ শ্রীস্বরূপ রূপানুগবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহা-রাজের আনুগত্যে দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আনয়নের জন্য সুরম্য রথ, হস্তী, অশ্ব, পতাকা, পুষ্পতোরণ প্রভৃতি উপ-করণ এবং শ্রীবৃন্দাবন হইতে আশ্রয়জাতীয় গোপগোপী-গণকে আনয়নপূর্ব্বক ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত মিলন করাইবার জন্য নানাবিধ আয়োজন করিতেছেন। স্বরূপ-রূপানুগবর ভাবসেবায় রাধাগোবিন্দের এই মিলন-কার্য্যের জন্য অনুরূপ অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট থাকিলেও সাধারণের মঙ্গলের জন্য কুরু-ক্ষেত্রে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে বিষয়বিগ্রহ এবং আশ্রয়-বিগ্রহ-গণের অর্চ্চাবতার-রূপে প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন যাবতীয় সম্ভোগবাদে আমরা প্রমত্ত। আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার জড় সম্ভোগবাদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে নিত্যস্বরূপধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগে বিপ্রলম্ভরূপ আবির্ভূত হইয়া-ছিল, কিন্তু অযোগ্য অধিকারিগণের সেই সর্ব্বোচ্চ কৃষ্ণসেবা-পরাকাষ্ঠার প্রবেশাধিকার না থাকায় সর্ব্বসাধারণ তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। মহাভাবস্বরূপিণী বার্ষভানবীর ভাব-বিভাবিত কলিযুগাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর অযোগ্য জীবের যোগ্যতা সম্পাদনপূর্ব্বক সেই অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরস বিতরণ করিয়াছিলেন। কলির প্রাবল্যে সদ্ভক্তিমার্গ কণ্টককোটিরুদ্ধ হইলে সেই গৌরপ্রদত্ত বিপ্রলম্ভরস কৃষ্ণেতর বস্তুসমূহের অনুসন্ধানে ও অভাবে প্রযুক্ত হইয়া বিকৃতরূপ ধারণ করিল। সেই বিকৃত অবস্থা হইতে অবিকৃত স্বরূপাবস্থায় উদ্বুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে বিপ্রলম্ভরস-পরি-পোষ্টা স্বরূপ-রূপানুগবর গৌরজনবর জড়সম্ভোগবাদী বিশ্বমানবকে কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগরূপ উদ্দীপন-বিভাবে উদ্দীপ্ত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

হে বিশ্বমানব, তোমরা আচার্য্যের এই আহ্বানে কর্ণপাত কর। আর কতকাল জড়-সম্ভোগরসে প্রমত্ত হইয়া স্বরূপধর্ম্ম ভুলিয়া থাকিবে? কতই ত দেখিলে!—অনাদি অনন্ত কালের যুগযুগান্তরের ইতিহাস—উপলব্ধি—প্রত্যক্ষ—অভিজ্ঞান ত প্রতিমুহূর্ত্তে ঘোষণা করিয়াছে ও করিতেছে যে, জড় সম্ভোগে আনন্দ নাই, শান্তি নাই—অমৃত নাই, সেখানে নিরানন্দ, অশান্তি, মৃত্যু। যদি অনন্ত আনন্দ চাও—শাশ্বতী শান্তি চাও—অভিমর্ত্য অমৃত চাও, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রে চল—শ্রৌঢ়ীয়সম্রাটের সঙ্গে চল—গৌরজন-সঙ্গে গৌর-পাদপদ্মাঙ্কপূত ক্ষেত্রে—গোপীচরণ-রজোরঞ্জিত তীর্থে চল। দেখিবে,—তোমাদের অন্তাভিলাষ বিদূরিত হইবে—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-কামনা তুচ্ছ হইবে—পুণ্যকামনা, পাপ-বাসনা নির্ম্মূলিত হইবে—মোক্ষবাসনা, নির্ব্ভেদজ্ঞানানুসন্ধানস্পৃহা নিরস্তাধিত হইবে—বিশ্ব পূর্ণসুখান্বিত দেখিবে। তখন বুঝিতে পারিবে,—সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুসন্ধান অর্থাৎ—আশ্রয়জাতীয়গণের সহিত অন্বয়জ্ঞান বিষয়বিগ্রহের মিলনপ্রচেষ্টাই যাবতীয় ধর্ম্ম-অর্থ-কামের তাৎপর্য্য। অধিরূঢ় মহাভাবে আশ্রয় বিগ্রহগণের বিষয়বিগ্রহাভিমান—"বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান" আশ্রয়ের সেবার সর্ব্বোত্তমাবস্থায় বিষয়াভিমানেও সেব্য-সেবক-ভাবের নিত্য অস্তিত্বই কৃষ্ণানুসন্ধানের পরাকাষ্ঠা; নির্ব্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান বা অহংগ্রহোপাসনা তাহারই বিকৃত বিফল-আত্মবিঘাতক চেষ্টা মাত্র—আশ্রয় ও বিষয়ের সেবার গাঢ়তার নামই সাযুজ্য, ঈশ্বরসাযুজ্য তাহারই বিকৃত বিকৃত চেষ্টা—ইহা বুঝিতে পারিবে। অন্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা-ফলে বিকৃতজ্ঞান, অসমাক্ জ্ঞান ও আংশিক জ্ঞানের তারতম্য উপলব্ধি হইলে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা বা চিজ্জড়-সমন্বয়বাদে অভ্যাগ্রহ থাকিবে না, তখন ঐকান্তিকের মহামাধুরী মহাচিৎসমন্বয়ের বিপুল সৌন্দর্য্য তোমাদিগের স্বরূপসত্তাকে আনন্দিত করিয়া তুলিবে।

শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলী শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের বার্ষিক সংকীর্ত্তন-মহোৎসবের পূর্ব্বেই এ বৎসর শ্রীকুরুক্ষেত্রস্থ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের মহানহোৎসব আরম্ভ হইবে। আগামী নভেম্বর-মাসের প্রারম্ভ হইতে ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। তৎপরেই শ্রীবৃন্দাবনের উৎসব আরম্ভ হইবে। কারণ, বৃন্দাবনীয় আশ্রয়বিগ্রহগণ বিপ্রলম্ভবিবশ হইয়া কুরুক্ষেত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণকে মুরলীর পঞ্চমতান-নিনাদিত বৃন্দাবিপিনের নিভৃত নিকুঞ্জে আনয়ন করিয়া রাধার সহিত মিলন করাইবেন।

নিষ্কপট কৃপানুগগণের আনুগত্যে রাধাকৃষ্ণের এই মিলন-সেবা সমগ্র জীবকুলের একমাত্র নিত্য ধর্ম্ম। সুতরাং এই সেবার যোগদান করিবার জন্য বিশ্ব-বৈষ্ণব রাজসভার সভ্যবৃন্দ বিশ্বমানবকে আহ্বান করিতেছেন। বিশ্বমানব! এই আহ্বানে সাড়া দিউন!

বিবিধ প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বহুভক্ত-সমভিব্যহারে আসাম-প্রদেশে শুভ বিজয় করিয়া স্থানীয় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন সনাতন ভক্তিধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন। প্রভুপাদ কয়েক দিবস গৌহাটীতে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারই অনুগত শুদ্ধভক্তিপ্রচারকবৃন্দের অন্যতম পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীশ্রীবিষ্ণবৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক ও গৌড়ীয়-সম্পাদকসঙ্ঘপতি শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু এবং গৌড়ীয়ের সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহাশয় কতিপয় ব্রহ্মচারী ভক্তের সহিত গৌহাটীর সনাতনধর্ম্ম সভায় বক্তৃতা, গৌহাটী আর, এম্, এস অফিসস্থিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং স্থানীয় শ্রীরাধাগোবিন্দ-মন্দিরে হরিকথা আলোচনা ও সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ২৭শে আশ্বিন ১৩ই অক্টোবর শনিবার গৌহাটী কটন্-কলেজের ছাত্রবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে ও আহ্বানে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার প্রচারকবৃন্দ 'ভগবান্ ও তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধ' বিষয়ে উক্ত কলেজের Examination Hall গৃহে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। কটন কলেজের প্রবীণতম সংস্কৃতশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম, এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিস্তৃত হলগৃহে বহু ছাত্র, অধ্যাপকমণ্ডলী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহোদয় বলেন,—গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা সাধারণ শাস্ত্রপাঠী বা বক্তৃগণের ন্যায় বিষয়ী নহেন। তাঁহারা সত্য সত্যই ভক্তি-বিষয়ে সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং সেই উপলব্ধ শ্রৌত সত্যসিদ্ধান্ত আচরণ করিয়া প্রচার করিতেছেন। সকলের পক্ষেই তাঁহাদের বাক্য অবহিত-চিত্তে শ্রবণ এবং তাহা স্ব-স্ব-জীবনে পালন করা পরম-মঙ্গলদায়ক।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম—দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে সার্ব্বভৌমিক শুদ্ধসনাতন ধর্ম্ম। এই কথাটী যাঁহারা আলোচনার অভাব ও বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা-নিবন্ধন বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই মহাবদান্য মহাপ্রভু ও তাঁহার বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের প্রচারকগণের প্রতি যেন দৈব-মায়া বিমোহিত হইয়া বিদ্বেষী ও বিরোধী হইয়া পড়েন। সম্প্রতি গৌহাটী হইতে প্রকাশিত 'বাঁহী' নামক একখানি আসামীয় মাসিক সংবাদপত্রিকার সম্পাদক শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া বি, এ, মহাশয় আসামের শঙ্কর-দেবের একখানি জীবনী-গ্রন্থ লিখিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতি অপ্রাসঙ্গিক অথবা নিন্দাবাদ ও অবৈধ অনধিকার-চর্চ্চার দ্বারা নিজ-পুস্তকখানিকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। বেজবরুয়া মহাশয়ের এইরূপ অপ্রাসঙ্গিক অনধিকার-চর্চ্চা সঙ্কীর্ণ জাতীয় সাম্প্রদায়িকতা ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত পরমোদার আত্মধর্ম্মবিষয়ে অভিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব হইতেই প্রবৃত্তি লাভ করিয়াছে। গুরু বা শ্রৌত-পথ লঙ্ঘন করিয়া লোকোত্তর মহাপুরুষগণের অচিন্ত্য ও অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনায় যে বিষময় ফল উদ্ভূত হয়, তাহা আসামের বেজবরুয়া ও বঙ্গদেশের তর্করত্ন মহাশয়ের চরিত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয়। আসামের বেজবরুয়া মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আসক্তি থাকিলেও শুনা যায়, কেবল দেশ-পাত্র-গত সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার গোঁড়ামি রক্ষা-কল্পে ঐরূপ চৈতন্যবিরোধের আবাহন করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশের তর্করত্ন মহাশয় প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের নেতৃত্ব-পদ-গ্রহণের উচ্চাভিলাষ পোষণ করিয়া ও শুদ্ধসনাতন ধর্ম্মের মূলপুরুষ সনাতন শ্রীচৈতন্য-বিষ্ণুকে সঙ্কীর্ণ দেহ-মনোধর্ম্মগোচর নিরর্থক জাতীয়তা পোষণ-কল্পে লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই সকল চেষ্টা মহাহিমালয়ের গাত্রে লোষ্ট্র-নিক্ষেপ বা সূর্য্যের গাত্রে নিষ্ঠীবন-ক্ষেপণ-চেষ্টার ন্যায় হেয়।

বেজবরুয়া মহাশয় বয়সে বৃদ্ধ হইয়াও যেরূপ বালোচিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সুধীসমাজ তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা কতদূর করিবেন, বলা যায় না। তিনি বলিতে চাহেন,—শ্রীচৈতন্যদেব কলিকালে নিষিদ্ধ সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অনাচারীর কার্য্য করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেব আসামের শঙ্কর-দেবের ন্যায় গৃহব্রত ধর্ম্ম-যাজনের আদর্শ স্থাপন করিতে পারেন নাই। এই জন্যই বেজবরুয়া মহাশয়ের বিচারে, শঙ্কর-দেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রতি নাকি আকৃষ্ট হন নাই। বৃদ্ধ বেজবরুয়া মহাশয় ও বৃদ্ধ বঙ্গদেশীয় তর্করত্ন মহাশয়ের বিচার প্রায় একরূপ। অথবা, প্রহ্লাদ-মহারাজের ভাষায় বলিতে গেলে নিরয়প্রাপক গৃহব্রত সম্প্রদায়ের ভোগলালসাময়ী ঐ সকল সময়বুদ্ধি চিরকালই ভোগিসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে।

বেজবরুয়া মহাশয় অপ্রাসঙ্গিকভাবে নানারূপে শ্রীচৈতন্য ও তৎপ্রচারিত আত্মধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পুস্তকখানিকে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা আসামের উচ্চশিক্ষার্থিগণের পরীক্ষার পাঠ্যগ্রন্থতালিকায় নির্দ্দিষ্ট করাইয়া আসামের কোমলমতি যুবকবৃন্দের হৃদয়ে চৈতন্য-বিদ্বেষ, তথা সত্যধর্ম্মের অপলাপরূপ হলাহল ও অসত্যবীজ সঞ্চারিত করিবার প্রয়াসও নাকি পাইয়াছেন। উক্ত পুস্তকখানির আমূল নিরপেক্ষ সমালোচনা গৌড়ীয়-পত্রে প্রকাশিত হইলে আসাম-দেশীয় সুবিজ্ঞ ও সুধী নিরপেক্ষ পণ্ডিতমণ্ডলী বেজবরুয়া মহাশয়ের অভিসন্ধি বুঝিতে

পারিবেন। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে গৌড়দেশের সার্ব্বজনীন নির্ম্মৎসর আত্মধর্ম্মের প্রচারকগণের মূলপুরুষ শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে অযথা অন্যায় কলঙ্কারোপকারী বিদ্বেষপূর্ণ কলঙ্কিত পুস্তকটীকে আসাম-প্রদেশের উচ্চশিক্ষার্থিগণের পাঠ্যগ্রন্থ-তালিকা হইতে অতিসত্বরে পরিবর্জ্জন করিয়া আসাম-প্রদেশের সরল যুবকসম্প্রদায়কে অসত্যপথ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হইতে উদ্ধার করেন, তদ্বিষয়েও সকল নিরপেক্ষ সজ্জন পণ্ডিত ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

———

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শিলং পাহাড়ে অবস্থান করিয়া শ্রীরূপানুগ শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। স্থানীয় ও বিভিন্ন স্থান হইতে স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে সমাগত বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্র-মহোদয়গণের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ অনুক্ষণ জীবাত্মার নিত্য স্বাস্থ্যোন্নতির উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। দিনাজ-পুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর) মহাশয় শ্রীশ্রীমৎ প্রভু-পাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া শুদ্ধভক্তির স্বরূপ উত্তরোত্তর উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। কুমার শরদিন্দু নারায়ণ সর্ব্ববিষয়ে সুযোগ্য ও আদর্শ পুরুষ। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রী, সমস্তই তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকিলেও তিনি তাহা-দ্বারা অভিভূত না হইয়া উহা-দিগকে সাধু-সজ্জন ও ভক্তিদেবীর সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য সতত যত্নবান্। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছেন, সেই পরিবারের আদর্শ বৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তি সর্ব্বজন-বিদিত। কুমার বাহাদুরের দৈন্য, বিনয়, সেবা-প্রবৃত্তি, বিচক্ষণতা, প্রবীণতা, দেব-দ্বিজে ভক্তি, হরিকথা-শ্রবণে আদর, বিশেষতঃ মহাপ্রভুর বিশুদ্ধধর্ম্ম-প্রচারে প্রোৎসাহ ও অনুরাগ আদর্শস্থানীয়। কুমার বাহাদুর জনপ্রিয় ও সজ্জনপ্রিয় ব্যক্তি। তিনি সত্য সত্যই প্রাজ্ঞ। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক গ্রন্থসমূহ বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি 'প্রাজ্ঞ' উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কাশীতে বিশেষভাবে শাঙ্কর বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়েও তিনি সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী। তিনি বর্ত্তমানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-দর্শনের কথা শ্রীল প্রভু-পাদের শ্রীমুখে শ্রবণ করিতে বিশেষভাবে উৎসুক হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ যে কয়দিবস শিলংএ উপস্থিত ছিলেন, প্রায় প্রত্যহই কুমার বাহাদুর প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির সহিত প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত প্রভুপাদের যে সমস্ত প্রসঙ্গ হইয়াছিল, তাহা আমরা পৃথক্‌ভাবে গৌড়ীয়-পাঠকগণকে উপহার দিবার আশায় রাখিলাম।

———

কুমার শরদিন্দু নারায়ণ প্রাজ্ঞ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছেন যে, তিনি শিলংএ একটী শাখামঠ-স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারপ্রণালীর প্রতি বিশেষ মুগ্ধ হইয়া গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের শিলংএ অবস্থানকালীন ব্যয়ভার অযাচিতভাবে ও স্বেচ্ছায় বহন করিয়াছেন; অথচ প্রত্যেক গৃহীরই একান্ত কর্ত্তব্য নিকপট সর্ব্বত্যাগী বৈষ্ণবগণের সেবা তিনি সুষ্ঠুরূপে করিতে পারেন নাই বলিয়া দৈন্য ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। গৌড়ীয়ে প্রকাশিত মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের চৈতন্য-বিরোধী প্রবন্ধের সুষ্ঠু প্রতিবাদসমূহ পাঠ করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছেন।

———

প্রাজ্ঞ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদ, গৌড়ীয় মঠের প্রচারক-বৃন্দ এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট সরলান্তঃকরণে বলবার আবেগভরে প্রকাশ করিয়াছেন যে, এতদিন তিনি তথা-কথিত বৈষ্ণব ও গুরুগণের উপদেশে ও পরামর্শে গৌড়ীয়-মঠের সঙ্গ হইতে বিচ্যুত ছিলেন। তাঁহারা Popeএর ন্যায় "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" বচনের অবৈধ সুযোগ লইয়া 'গৌড়ীয় মঠের কোন গ্রন্থ আলোচনা করিতে পারিবে না, গৌড়ীয় মঠের কোন সাধুর সঙ্গ করিতে পারিবে না, গৌড়ীয় মঠের কোন সংস্রবে আসিতে পারিবে না'— প্রভৃতি আদেশবাণী জারী করিয়াছিলেন। এমন কি, কোন সময়ে দিনাজপুরে তাঁহার পূজনীয় পরম-ভাগবত বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ পিতৃদেব হরিকথা-শ্রবণার্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণকে আমন্ত্রণ করিলে,— তাঁহাদের কৌলিক লৌকিক গুরুগণ মঠসেবকগণের আমন্ত্রণ-প্রত্যাখ্যানরূপ সাধারণ শিষ্টাচার পর্য্যন্ত লঙ্ঘন

করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। এইরূপ কার্য্য যে শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ—পরম-মাননীয় রায়সাহেব মহোদয় ইহা জানাইলে কৌলিক গুরুগণ 'আজ্ঞা গুরুণাং হ্যবিচারণীয়া" এই বাক্যদ্বারা গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের সঙ্গলাভ হইতে সত্যকথা-পিপাসু বৈষ্ণবজনাগ্রহ পরমভাগবত রায়সাহেব মহোদয়কে রক্ষিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ কুমার বাহাদুর ঐরূপ শিষ্টাচার-লঙ্ঘনকে অপ্রশংসনীয় জানিয়া গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ-পূর্ব্বক কৌলিক গুরুকুলের অন্তর্নিহিত অভিসন্ধির আদর করেন নাই। নিরপেক্ষ সত্যানুরাগী নির্ভীক আদর্শপুরুষ প্রাজ্ঞ কুমার-বাহাদুর বহুবার বলিয়াছেন যে, তিনি পূর্ব্বে ঐসকল লোকের পরামর্শে 'গৌড়ীয়'পত্র পাঠ করেন নাই। কিন্তু পরে কৌতূহলবশতঃ বিবিধ পত্রিকার অন্যতমরূপে "গৌড়ীয়" পত্রখানিও গ্রহণ করিতে থাকেন এবং উক্ত পত্র পাঠ করিয়া ক্রমশঃ বুঝিতে পারেন যে, "গৌড়ীয়"ই একমাত্র নিরপেক্ষ সত্যপ্রচারক ও যাবতীয় পাষণ্ডমত খণ্ডনকারী পারমার্থিক পত্রিকা। তিনি ক্রমশঃ "গৌড়ীয়" পত্রের প্রতি এতদূর শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছেন যে, গৌড়ীয়ের সমস্ত পুরাতন সংখ্যাগুলি আনাইয়া পাঠ করিতেছেন এবং সাধারণ্যেও সে-সকল কথা সতমুখে প্রচার করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে প্রকাশিত "বৈদিক নদীয়া-প্রকাশ" ও গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ইংরাজী মাসিক পত্রিকা "Harmonist" এবং বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাবলীর গ্রাহক হইয়াছেন। কুমার প্রাজ্ঞ মহোদয়ের এইরূপ সত্যানুসন্ধিৎসা ও সেবা-প্রবৃত্তি বিশেষ প্রশংসনীয় এবং পরমার্থলাভেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই অনুসরণীয়। আমরা সজ্জনসঙ্ঘ-প্রশংসিত প্রাজ্ঞ-মহোদয়ের অন্যান্য কথা ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া পরমার্থপিপাসুগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিব।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য শিলংএর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রত্যহ উপস্থিত থাকিতেন। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-কুলতিলক বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম মহামায়ার পূজার প্রবর্ত্তনকারী রাজা কংসনারায়ণের সুযোগ্য বংশধর চৌগাওয়ের কুমার বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়; শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সিংহ এম, এ, বি, এল, লাইসেন্স অফিসর, কলিকাতা করপোরেশন; শ্রীযুক্ত শশধর মজুমদার বি, এ, শিলং গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক; শ্রীহট্টবাসী সজ্জনবর শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র দত্ত, একাউণ্টেণ্ট, ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব্ পুলিস, শিলং; ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র গাঙ্গুলী; মিঃ বি, কে, সেন এসিষ্ট্যাণ্ট্ পি, এন, জি, বেঙ্গল এণ্ড আসাম; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত, ডি, এস্, পি, বরিশাল; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্র বি, এল, উকিল, কুড়িগ্রাম (রঙ্গপুর) প্রভৃতি বহু বহু ব্যক্তি হরিকথা-শ্রবণার্থ উপস্থিত থাকিতেন।

গত ১৭ই অক্টোবর শিলং-জেলরোডবাসী বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর বিশেষ আহ্বানে জেল-রোডস্থ উচ্চপ্রাইমারী বিদ্যামন্দিরে গৌড়ীয়ের সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, প্রমুখ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের অমল-প্রমাণত্ব ও মহাপুরাণত্ব এবং অধোক্ষজ বাসুদেবের নিত্য-সেব্যত্ব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কীর্ত্তনের আদিতে ও অন্তে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বভাবসুলভ সুমধুর কণ্ঠে গৌর-বিহিত সঙ্কীর্ত্তনাবলী কীর্ত্তন করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। নিরপেক্ষ শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের উচ্চ প্রশংসা ও বহু সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। সভায় শিলংএর বহু গণ্যমান্য বাঙ্গালী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৯শে অক্টোবর শিলং ইণ্ডিয়ান্ ক্লাবের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ দাস মহাশয়ের আহ্বানে ও উদ্যোগে স্থানীয় কুইন্‌টন্ মেমোরিয়াল হলে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শিলং-প্রবাসী ও অধিবাসী বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত হিন্দু, মুসলমান, আসামী, খাসিয়া, মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী, রাজকর্ম্মচারী, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, শিক্ষক, অধ্যাপক, উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী, জমিদার, ও রাজা, প্রজা সকলেই সেই সভায় আগমন করিয়াছিলেন। কুমার বাহাদুর পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, প্রাজ্ঞ, এম-এ, মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। "গৌড়ীয়" পত্রের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহাশয় "মানবজীবন

ও ধর্ম" সম্বন্ধে দুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া শ্রৌতসিদ্ধান্ত-সম্মত এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবহিত চিত্তে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

সভাপতি প্রাজ্ঞ কুমার বাহাদুর বলেন,—"গৌড়ীয়-মঠই বর্ত্তমান যুগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সার্ব্বজনীন বিশুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় যত্নবান্ হইয়াছেন, মঠবাসিগণের মধ্যে সকলেই শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও সদাচারী। শিক্ষিত লোকে তথা-কথিত বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবধর্ম্মের নাম শুনিয়া ও আচরণ দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চন করিয়া থাকে। কিন্তু গৌড়ীয় মঠ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার ও প্রচার করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের বিমল ধর্ম্মের কথা জগতের সর্ব্বত্র জানাইতেছেন এবং বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক এই বিশুদ্ধ সার্ব্বজনীন ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতেছেন। গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মুকুটমণি। তাঁহার পাণ্ডিত্যপ্রতিভা, অহৈতুকী ভক্তিনিষ্ঠা ও নিষ্কপট পরদুঃখকাতরতা অতুলনীয়া। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যেও একএকজন একএকটী দিক্‌পাল। আমি পূর্ব্বে ব্যবসায়ী এবং তথা-কথিত বৈষ্ণব ও গুরু-সম্প্রদায়ের নিকট ইঁহাদের বিরুদ্ধে অযথা কথা শুনিয়া ইঁহাদের প্রতি ভুল ধারণা পোষণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি—ইঁহারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে মহাপ্রভুর নির্ম্মল ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। ব্যবসায়িগণের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জনের ক্ষতি হওয়ায় তাঁহারা সাধারণ লোককে ইঁহাদের নিরপেক্ষ বিচার শ্রবণ ও আচরণ সন্দর্শন করিতে বাধা দিতেছেন। আমি সকলকে পুনঃ পুনঃ সানুনয় অনুরোধ করিতেছি যে, "গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের শিরোভূষণ" শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রভুপাদের নিকটে সকলে অভিগমন করিয়া তাঁহার ভক্তসঙ্গ ও তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করুন। শিলংবাসীর আজ মহাসৌভাগ্য, শিলং আজ মহাতীর্থে পরিণত! যেহেতু তাঁহাদের মধ্যে আজ এমন এক মহাপুরুষ অযাচিত-ভাবে আগমন করিয়াছেন, সুতরাং শিলংবাসী এ মহা-সুযোগ হারাইবেন না। প্রভুপাদ আর অধিকদিন এখানে থাকিবেন না। তাঁহার শ্রীমুখে সকলে হরিকথা শ্রবণ করুন। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন,—প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্ম কি জিনিষ, মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্ম কত মহান্—কত উদার!" সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণের পর শ্রীমদ্ভক্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণের একটী সুললিত কীর্ত্তন গীত হইয়া সভা-ভঙ্গ হয়।

গত ২১শে অক্টোবর শিলং নাবাং হরিসভার আহ্বানে ও উদ্যোগে শ্রীল প্রভুপাদ দুর্গাবাগানে "ভক্তি-উপাসনা" সম্বন্ধে একটী অতিসুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। মণ্ডপ, মণ্ডপাধিষ্ঠ ও মণ্ডপপ্রাঙ্গণ সভার জনমণ্ডলীতে অধিষ্ঠিত ও পরিপূর্ণ হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক পৃথক্ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব মহা-সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে। গত বিজয়া-দশমীর দিবস শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-মহামহোৎসব উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন ও সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ, প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" এবং পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামিগণ, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ এবং স্থানীয় সজ্জনমণ্ডলীর প্রচেষ্টায় পূর্ব্ববঙ্গবাসীর নিকট বিশুদ্ধ ভক্তিপ্রচার-মহোৎসব বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইতেছে,—আমরা নিজস্ব সংবাদবাহার তড়িৎ-বার্ত্তাযোগে এইরূপ অবগত হইয়াছি। ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক সুপ্রসিদ্ধ মনোমোহন-প্রেসের স্বত্বাধিকারী ও সুযোগ্য অধ্যক্ষ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহাশয় "ব্রহ্মসংহিতা"-নামক অমূল্য সিদ্ধান্তগ্রন্থখানির শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত অনুবাদ ও বিস্তৃত তাৎপর্য্যের সহিত প্রচারের যাবতীয় ব্যয়ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন। বদান্যবর শ্রীযুক্ত বিরাজবাবু প্রতি বৎসরই ঢাকা মাধ্বগৌড়ীয় মঠের উৎসবের সময় এক একটী মহামূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করিবার ভার গ্রহণ করিয়া জীবজগতের অশেষকল্যাণ বিধান এবং শুদ্ধগৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্ট পূরণ করিয়া সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। নিজস্ব সংবাদদাতার তড়িৎবার্ত্তায় প্রকাশ যে, এতদুদ্দেশ্যে

কাশিমবাজারের শ্রীযুক্ত বিরাজবাবু ঢাকা শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহের প্রকাশের জন্য ১০০৲ শত মুদ্রা দান করিয়াছেন এবং ঢাকাবাসী কয়েকজন সজ্জন আরও ২০০৲ দুই শত রৌপ্য মুদ্রা উক্ত বিষয়ের সেবানুকূল্য-স্বরূপ প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমরা শ্রীযুক্ত বিরাজবাবু ও ঢাকাবাসী সজ্জনদ্বয়কে তাঁহাদের হরিসেবা ইচ্ছা দর্শনে সম্মিলিত-কণ্ঠে আন্তরিক সাধুবাদ প্রদান করিতেছি।

কাশিধামে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের শাখামঠ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে। নিজস্ব সংবাদদাতার তড়িৎ-বার্ত্তায় প্রকাশ যে, দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রত্যহ বিপুল জনমণ্ডলীর সমক্ষে প্রচারকগণ শুদ্ধ সনাতন গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভময়ী বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে উপনিষৎ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, সাঙ্খ্যসূত্র ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি মহা-গ্রন্থসমূহের পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। সমাগত জনমণ্ডলীর প্রশ্নের মীমাংসা, আলোচনা, এবং ইংরাজী প্রভৃতির প্রত্যহই অনুষ্ঠিত হইতেছে। যাহাতে উত্তরপশ্চিমদেশীয় সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিবর্গের সনাতন-সিদ্ধান্ত প্রচারিত হয়, তদ্বিষয়ে অনেকেই আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ ক্রমে ক্রমে কতিপয় গ্রন্থ হিন্দি ভাষায় প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। স্থানীয় সংবাদদাতার বার্ত্তাবহে প্রকাশ যে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজপ্রমুখ পণ্ডিত-মণ্ডলী কাশীতে শ্রীল প্রভুপাদের আগমন অভিলাষ করিতে-ছেন। কিন্তু আগামী সুযজ্ঞান্ সূর্য্যোপরাগ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয় একান্ত আবশ্যক বলিয়া প্রভুপাদ বোধ হয় এবৎসর কাশীক্ষেত্রে শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের উৎসবে যোগদান করিতে পারিবেন না। কুরুক্ষেত্রে Restoration Societyর স্থানীয় অন্যতম অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত লালা দেবীসহায়জী বি. এ, মহাশয়ও কুরুক্ষেত্রে শ্রীল প্রভুপাদের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে যাত্রিগণের সুবিধার জন্য নলকূপ ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে দ্বারকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের রথ-নির্ম্মাণ এবং দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবনের আশ্রমজাতীয় বিগ্রহসমূহের প্রকটসেবায় শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছেন। প্রত্যহ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ হইতে আমরা নিজস্ব সংবাদদাতৃগণের তড়িৎবার্ত্তায় কুরুক্ষেত্র-মহোৎসবের বিপুল আয়োজনের সংবাদ পাইতেছি। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ, শ্রীপাদ অধিকারী বৈষ্ণবচরণ, শ্রীপাদ অধোক্ষজ দাস অধিকারী মহোদয় প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের অক্লান্ত সেবা চেষ্টায় কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসবের বিশেষ আয়োজন হইতেছে। আমরা বিশ্ববাসী সকলকেই এই সুযজ্ঞান্ সূর্য্যোপরাগ উপলক্ষে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীবিনোদরায় ও গুরুগৌরাঙ্গ দর্শন এবং গৌরপার্ষদিত বিপ্রলম্ভক্ষেত্রে আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসবে যোগদানার্থ আহ্বান করিতেছি।

'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ' পত্রের গত আশ্বিন সংখ্যায় "বৈষ্ণব সংবাদ" শীর্ষক স্তম্ভে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দজীর সেবায়েৎ গোস্বামীর শ্রীগোবিন্দজীর জমিদারীতে গো-ঘাতী কসাইয়ের দোকান-স্থাপনে প্রশ্রয়দান-প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সম্পাদক লিখিয়াছেন,—শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার সম্পাদকগণই বা নীরব কেন? 'গৌড়ীয়' 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকগণ এবহিধ হউন। 'গৌড়ীয়' এবং 'নদীয়া-প্রকাশ' পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদকদ্বয়কে আমরা বিশেষভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। কারণ, তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টিত এবং পাষণ্ডদলন-কার্য্যে ব্রতী। শ্রীবৃন্দাবনের গৌড়ীয়মঠের সন্ন্যাসীগণই বা এবিষয়ে কি করিতেছেন? 'গৌড়ীয়' শ্রীপত্রিকায় এ বিষয়ে কোন আলোচনা না দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি।"

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-পত্রের সম্পাদক মহাশয় বোধ হয় 'গৌড়ীয়' ও 'নদীয়াপ্রকাশ' মনোযোগের সহিত পাঠ

করেন নাই। এবিষয়ে পূর্ব্বেই 'গৌড়ীয়' এবং 'নদীয়া-প্রকাশে' আলোচনা হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মঠের প্রচারকগণ নিরপেক্ষ সত্যকথাই প্রচার করিতেছেন। ঐরূপ নিরপেক্ষ সত্যকথা-প্রচার প্রেয়ঃকামী, বিশেষতঃ, ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের প্রীতিকর না হইলেও তাঁহারা সোৎসাহে অবিচলিতভাবে সত্যের মর্য্যাদা স্থাপন করিতেছেন। গোস্বামী-মহাশয় এখন বিচার করুন,—শ্রীগোবিন্দের মূলসেবক শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু গোস্বামিত্বের যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই গোস্বামিত্ব, না সৌক্রপন্থায় অবৈধভাবে 'গোস্বামী' উপাধি ধারণপূর্ব্বক আত্মধর্ম্মে বাধা প্রদান করাই গোস্বামিত্বের আদর্শ? জীবমাত্রই গোবিন্দের নিত্যদাস। জীবের সমস্ত 'গো' বা ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়-পালক গোবিন্দের সেবায় সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত করাই যথার্থ 'গোস্বামী' আচার্য্যের কৃত্য। তাহাতে যাঁহারা বাধা প্রদান করেন, কিম্বা লোকবঞ্চনা করিয়া গোবিন্দের সেবার নামে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং নিরীহব্যক্তিগণকে সেইরূপ আদর্শের দ্বারা বিপথগামী করেন, শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাদিগকে "গোঘাতী" বা "কসাই" বলিয়াছেন। গোবিন্দের বিহার-স্থলী প্রত্যেক শুদ্ধ জীবহৃদয়রূপ-শ্রীধাম কি বর্ত্তমানে লোক-বঞ্চক ধর্ম্মব্যবসায়িগণের দ্বারা এই প্রকার গো-হত্যা-স্থান-রূপে পরিণত হইতেছে না? শ্রীগৌড়ীয়মঠ ধর্ম্মজগৎ হইতে —প্রত্যেক শ্রীধাম হইতে—এই "গো-হত্যাস্থান" অপ-সারিত করিবার জন্য—যে বিপুল চেষ্টার আবাহন করিয়া-ছেন, তাহা অবৈধ-ধর্ম্মবণিকের হস্তারক হওয়ায় গৌড়ীয়-মঠকে অবৈধ বণিকসম্প্রদায়ের চক্ষে অনাদরের বস্তু করিয়াছে। কিন্তু তথাপি শ্রৌতপন্থী ভীষ্মপ্রতিজ্ঞ দৃঢ়ব্রত গৌড়ীয়মঠ কখনই সত্যপ্রচারে পরাঙ্মুখ হইবেন না। যাহাতে গোবিন্দের নিত্যসেবক জীবমাত্রের "গো" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি অবৈধভাবে 'জবাই' না হয় এবং গোবিন্দের বিশ্রামস্থলী শ্রীধামসকল উহার দ্বারা কলঙ্কিত না হয়, তজ্জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠ অবিরাম চেষ্টা করিতেছেন।

আধুনিক নবীনতেকীদলের কোন প্রবর্ত্তককে সেই দলের কতিপয় ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যভাগবতের দুইটী পয়ারে কদর্থ করিয়া শ্রীগৌরবিস্তানন্দবিলসিততনু মায়াবাদ-রূপে খাড়া করাইবার জন্য অনেকদিন হইতেই চেষ্টা করিতেছেন। ঐ পয়ার দুইটীর অবৈধ সুযোগ লইয়া অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গদেশে বহু অবতারের সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। এখন এই সকল সৃষ্ট অবতারের মধ্যে কোনটী কি-শ্রেণীর অবতার, তাহা সুধী-সমাজের বিবেচ্য। এইরূপ অবতার-সৃষ্টি-কার্য্য বঙ্গদেশে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় হইতেই আসুরিক-সম্প্রদায়দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতের "কতএব তাবে সবে বলেন শিয়াল" প্রভৃতি বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। কটকের নবীনতেকী দলের অবৈধ-ধর্ম্মোন্মত্ত কোন কোন ব্যক্তি—শ্রীচৈতন্যভাগবতের লিখিত "অবিলম্বে আরও দুই অবতার" "নাম ও অর্চ্চারূপে" প্রকাশিত হইবেন—এইরূপ পাঠান্তর দেখিয়া তাঁহাদের অবৈধ উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি পূরণের অন্তরায় বিবেচনা করিয়াছেন।

জয়পুরে শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে পেটিকাবদ্ধ হস্ত-লিখিত বিভিন্ন শ্রীচৈতন্যভাগবতপুঁথি এবং শ্রীধাম-নায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত বহু সুপ্রাচীন হস্তলিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবতপুঁথিমধ্যে বিভিন্ন পাঠান্তর লক্ষিত হয়। অথচ তাহাতে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত বিরোধ বা রসাভাসদোষ নাই। পরলোকগত চরণদাস বাবাজীর গুরু টাম্বাইলের ভূতপূর্ব্ব মোক্তার স্বধামগত গৌর-হরিদাস বাবাজী মহাশয়ের প্রদত্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত পুঁথিতে ও ঐ পাঠ আছে। আপনাকে জগতের সকলস্থানের সকল প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থের একমাত্র দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা মনে করিয়া সেই সকল সুপ্রাচীন গ্রন্থের পাঠ ও সিদ্ধান্ত অমান্য করা ধৃষ্টতা ও গুরুবিসন্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিম্‌মোয় কটেজ
লাইমথেরা, শিলং
তাং ১৭।১০।২৮ ইং

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার পত্রাদি ও কয়েকখানি টেলিগ্রাম পাইয়াছি। অদ্য আপনাকে কুরুক্ষেত্রে আনুকূল্য-প্রেরণের জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছি, কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে শ্রীব্যাসপৌঠীয় মঠে যে উৎসব হইবে, তাহাতে ভক্তিপথের পথিকদিগেরও অনেক কৃত্য আছে। আমাদের সেবাবিগ্রহ আশ্রয়জাতীয় ভগবৎ-পরিকরগণকে বহুদিনের বিরহকাতরতা হইতে রক্ষা করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করাইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে লইয়া যাইতে হইবে। সুতরাং মাথুর-বিরহকাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম। ঐশ্বর্য্যপ্রধান রথের উপাস্য বস্তু হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় থাকিলেও তাঁহাকে চিন্ময় রথে আরোহণ করাইয়া ভগবৎপরিকরগণকে "সন্নিহিত সরে" সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে আনাইতে হইবে। তজ্জন্য রথের আবশ্যকতা আছে।

আপনি জানেন,—এই সকল সেবাকার্য্যে আমাদের কিছু প্রাপঞ্চিক ব্যয় আছে। আমরা বিষয়াবদ্ধ জীব—কৃষ্ণসেবার উদ্দীপনাভাবে বিষয়ভোগে ব্যস্ত। সুতরাং আমাদের নিকট এই সকল লীলা-কথা অর্চ্চারূপে প্রকটিত হইলে আমাদেরও সেবাবৃত্তির উন্মেষ দেখা দিবে। বিষয় ও আশ্রয়ের মিলন-কার্য্যই আমাদের সেবনধর্ম্মের আদর্শ। এতদ্ব্যতীত সেবা-বিমুখ আমাদিগকে সেবোন্মুখ হইবার লীলাসমূহের উদ্দীপন স্মরণ-বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে,—অর্থাৎ জড়জগতের বিষয়-সেবা হইতে নির্ম্মুক্ত করাইয়া ভগবানের নিত্যলীলায় সেবকগণের চেষ্টাসমূহ চেতনের বৃত্তিতে উদিত হয়।

শ্রী • • দ্বারকা হইতে রথোপরি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীব্যাসাশ্রিত গৌড়ীয় মঠে "সন্নিহিত সরের" নিকট আনয়ন করাইবার জন্য নিযুক্ত আছে। তাহাতে সাহায্য করিবার জন্য আপনারা যে যেখানে আছেন, স্বীয় কায়িক, মানসিক ও বাচনিক পরিশ্রমলব্ধ প্রাপঞ্চিক বিনিময় অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। সময় বড়ই সঙ্কীর্ণ, লীলাসমূহের অর্চ্চাসকল আমরা সকলে মিলিত হইয়া ভক্তভাবের অনুসরণ করিতে যাহাতে সমর্থ হই, তদ্বিষয়ে সকলেরই আন্তরিক চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। • • কে কাশীর উৎসব ও নৈমিষারণ্য দর্শন করাইয়া, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণবিজয়লীলায় শ্রীবৃন্দাবনের 'তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি' লীলা দর্শন করাইবেন। এই সকল লীলার সেবা করিতে পারিলে, তাঁহাদিগেরও বিষয়-বাসনা খর্ব্ব হইয়া মানবজীবন সফলতা লাভ করিবে। সূর্য্যগ্রহণে 'সন্নিহিত সর বা ব্রহ্মতীর্থ' ও তদন্তর্গত কুরুক্ষেত্রের বৈপায়ন-হ্রদে স্নানাদি সকল পাপের বিধ্বংসক জানিবেন। বিশেষতঃ সূর্য্যোপরাগে ঐ সকল পুণ্যস্থলে স্নান করিলে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হয়; আর গৌণভাবে জড়ভোগ-বাসনা-রূপ পাপপুণ্য বাসনাও বিদূরিত হয়। সূর্য্যোপরাগে বর্ত্তমান বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়াবলম্বী বল্লভ-সম্প্রদায়ের সকলেই তথায় উপস্থিত হইবেন। গৌড়দেশ কুরুক্ষেত্র অনেক দূর বলিয়া অনেকেই সশরীরে তথায় উপস্থিত হইতে পারেন না। তাঁহারা রাধাগোবিন্দের মিলনের জন্য দূরে থাকিয়াও স্বতঃ পরতঃ চেষ্টিত হন। বলা বাহুল্য, যে সকল ব্যক্তি মাথুর বিপ্রলম্ভের যে-কোনপ্রকারে কৃষ্ণমিলনের সাহায্য করিবেন, তাহা যতই স্থূল হউক না কেন, তদন্তরে বিচক্ষণ পরিদর্শকের নিকট সেবার উৎকর্ষ পরিদৃষ্ট হইবে। যে সকল ব্যক্তি সশরীরে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণদর্শনে যাইতে পারিবেন না, তাঁহারা দূর হইতেও তাদৃশ মিলনের সাহায্য করিয়া সেই বিপ্রলম্ভভাব দ্বারা রসপুষ্টি সম্পাদন করিতে পারেন।

কর্ম্মি-সম্প্রদায় এই সকল বড় কথা বুঝিতে না পারিলেও যে সকল পুণ্যার্থী ব্যক্তি ভাস্করোপরাগে তথায় স্থূলভাবে স্নানপাপ হইবার জন্য অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদের পুণ্যচেষ্টার অভ্যন্তরেও কৃষ্ণসেবা সৌণভাবে সম্পাদিত হইবে। তথায় এই বৎসর পুণ্যার্থিগণের ভাবী ভয়স্বাস্থ্যের পুনঃ সংস্থাপন-কল্পে চিকিৎসাগার স্থাপিত হইবে এবং অসুস্থগণকে সহায়তা করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইবে।

নবাবপুরে • • মধ্যে যে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির বিরোধ-

স্রোত প্রবাহিত হইয়া শ্রীমদ্গৌড়ীয়-মঠোৎসবের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করায়, তাহাদিগকেও কুরুক্ষেত্রোৎসবে সাহায্য করিতে বলিলে জাতি-গোস্বামি-গণের অপরাধ প্রশমিত হইয়া অজ্ঞাত সুকৃতির উদয় হইতে পারে। ইতি

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শিলং

তাং ১৭-১০-২৮ইং

স্নেহবিগ্রহেষু—

গতকল্য প্রফেসর বাবুরা নির্ব্বিঘ্নে এখানে পৌঁছিলেন। • • এখন কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে আমাদের সকলেরই তথায় গিয়া কার্য্যে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু নিমানন্দ-প্রভুর আগ্রহাতিশয্যে এ প্রদেশে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। কুরুক্ষেত্র হইতে পর পর পত্রাদি ও টেলিগ্রাম আসিতেছে। • • সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া এখনই তথায় আপনাদের যাওয়া প্রয়োজন। পরে আসাম-প্রদেশে কার্য্য হইতে পারিবে। • • সূর্য্যগ্রহণের মাত্র ২৪ দিন বাকী আছে। • • • কুরুক্ষেত্রে গ্রহণের কথা U. P, the Punjab এবং Central India প্রভৃতি স্থানের লোক বিশেষভাবে অবগত আছে। অন্যূন ১৫ লক্ষ লোকের তথায় সমাবেশ হইবে। আমাদের একটী রথ প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত Tube-Well ও অস্থায়ী tentsএর আবশ্যকতা আছে। তথায় আমাদের একটী Medical Relief Mission ও পাঠাইতে হইবে। প্রায় বহুদিন পরে এই সূর্য্যগ্রহণ উপস্থিত হইয়াছে। গ্রহণোপলক্ষে গৌড়ীয়বৈষ্ণবের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে লিখিতেছি।

সূর্য্যগ্রহণে এস্নানের স্নান বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। কৃষ্ণ দ্বারকা হইতে গ্রামের সহিত তথায় রথে গিয়াছিলেন। গ্রহণোপলক্ষে স্নান উদ্দেশ করিয়া ব্রজবাসিগণও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং রাধাগোবিন্দের মিলন-প্রয়াসী গৌড়ীয় ভক্তগণ এ-বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহাদের উপাসনার সুষ্ঠুতা-সম্পাদনে যত্ন করিবেন। কুরুক্ষেত্রের আদর্শেই তাঁহার দ্বিতীয় সংস্করণে শ্রীগৌরসুন্দর জগন্নাথের অগ্রে গতি স্থাপিয়া গোপীগণের বিপ্রলম্ভভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। কর্ম্মিগণের পাপক্ষালনের জন্য ও পুণ্য মুহূর্ত্তে ভগবন্নামোচ্চারণের সুযোগের জন্যই সূর্য্যগ্রহণে তথায় স্নানাদির ব্যবস্থা।

জ্ঞানিগণের আলম্বন-বিভাবের বিষয়-বিচার লইয়া তাহাতে লীন হইবার অভিপ্রায় থাকে। কিন্তু গোপী-গণের তন্ময়তা বিষয়জাতীয় কৃষ্ণাভিজ্ঞানের ন্যায় উদিত হইলেও তাঁহারা কৃষ্ণতন্ময়তা লাভ করিয়াও পৃথক্ থাকেন। এই বিশিষ্ট-লীলায় দ্বারা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-রহিত করিবার বিচার তাঁহারা পাইয়া স্ব-স্ব-বাউলিয়া ভাব ছাড়িয়া দিতে পারেন।

সুতরাং তিন-শ্রেণীর লোকেরই তথায় গ্রহণোপলক্ষে উপস্থিতি প্রয়োজন। তীর্থ-মহারাজকেও এই পত্র জ্ঞাত করাইয়া উক্ত পত্রব্যবহারের সহিত শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন-সেবায় তৎপর হইবেন। আমরা এখানে আরও ৪।৫ দিন আছি। পরে গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ী হইয়া শীঘ্রই কলিকাতায় পৌঁছিব। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী।

ব্যবসাদারের কপটতা

(৪)

ভাই অবর্ণের ব্যবসাদার, তুমি তাহাকে যোগ্য বলে, জান? তোমার কি 'পবিত্র'-শব্দের অর্থ-বোধ আছে? তুমি কি ব্রহ্মেশ্বর-বিষ্ণুর কোন সংবাদ রাখ? ভাই অবর্ণের ব্যবসাদার, তুমি কপটতার আশ্রয়ে সকল বিষয়ে পারদর্শী বলিয়া যে মুরুব্বিয়ানা কর, তাহা তোমার কথাতেই ধরা পড়িয়া গিয়াছে। অনভিজ্ঞ মূর্খ যেকাল পর্য্যন্ত নিজের অনভিজ্ঞতা চাপা দিয়া রাখে, তৎকালাবধি তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না বলিয়া লোকে তাহাকে মনে করে, এঁর পেটের মধ্যে অনেক বিদ্যে আছে। যে মুহূর্ত্তে সে নিজের বিদ্যা বাহির করিতে গিয়া শাস্ত্রের

আক্রমণ করে, শুষ্কবিচারে পঙ্গুতা দর্শন করে, তখনই তাহার লক্ষিত অনভিজ্ঞতা বেরিয়ে পড়ে। ঈশপের গল্পে বা পঞ্চতন্ত্রে শেয়ালের কথা লেখা আছে। শেয়াল যখন পশুরাজ সাজিয়া বসিয়াছিল, তখন অনেক পশু তাহাকে পশুরাজোচিত সম্মান দেখাইয়াছিল, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে অন্য শেয়ালের ডাকে উত্তেজিত হইয়া নিজের সত্যিকার ডাক্ ডাকিয়া ফেলিল, তখনই সকলে তাহাকে পশুরাজের বদলে শেয়াল বলিয়া জানিতে পারিল। কাহাকে 'যজন' বলে, কিরূপে সেই যজন-সাহায্যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় এবং সেই অনুষ্ঠানের ধারাবাহিক কার্য্যবিধি কোন্ উপপত্তিমূলে স্থাপিত, তাহা না জানিয়া 'আমি যজ্ঞ-শব্দের অর্থ বুঝিয়া ফেলিয়াছি'—এই শার্দ্দূলী-চালাকি বিদ্বৎসভায় ধরা পড়ে।

যখন একায়ন-পদ্ধতির প্রতিপক্ষে হংসজাতির অবস্তন-গণ কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই প্রাগ্‌বৃত্তমূলের আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মানুশীলনই যজ্ঞ নামে আখ্যাত হয়। হংস-জাতির ঐকান্তিকতার যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর প্রাধান্য-স্থাপন-মুখে ইতর দেবতার পূজা-বিধান প্রাগ্‌বৃত্ত-যুগের অন্তিমকালে ঐকান্তিকতার বিরুদ্ধে উপাসনা-কাণ্ডে ন্যূনাধিক ব্যভিচার উৎপন্ন হইয়াছিল। এ সকল প্রাগৈতিহাসিক কথা কি তুমি তোমার অধর্ম্মের দোকানে বেচা-কেনা করিবার সময় আলোচনা করিয়াছ? মহাভারত, পুরাণগুলি কি কোন দিন তোমার অনুশীলনের বস্তু হইয়াছিল? তুমি তারস্বাহি পশুর ন্যায় পণ্য দ্রব্যাদি ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া যে কপটতা শিক্ষা করিয়াছ, তাহাতে কার্পাস সূত্রের বাহার দিয়া নিজের উচ্চতা প্রতিপাদন করা এবং অনভিজ্ঞ জনগণের উপর মৌরাস্যের ব্যবসা করিতে যাওয়া তোমার ন্যায় অবুঝ লোকেরই শোভা পায়। পঙ্ক-সূনা-যজ্ঞ তোমার পেট চালাইবার যন্ত্র হইতে পারে, এবং সেই সূনা-যজ্ঞ করিতে বিপর্য্যস্ত হইয়া যে চারিপ্রকার অধর্ম্মের অন্যতমতা লাভ করে, তাহা কি তুমি একবারও আলোচনা করিয়াছ? সূনা-যজ্ঞে যে অধর্ম্ম অবস্থান করে, তাহা ধরাইয়া দিবার জন্য স্বার্থপর কর্ম্মকাণ্ডে বিচার-দোষ দেখাইতে গিয়া গৌতমাদি ধুরন্ধরগণ তোমাদিগকে শূদ্র-মূর্ত্ত-নিশাচরের অনুগামী বলিয়াছেন। তুমি সেইরূপ কদর্য্য তোমার সংজ্ঞিত হইবার যোগ্যতা-লাভে অজ্ঞতা-ক্রমে চালিত হইয়া যে রুচি দেখাইতেছ, তাহাতে তোমার শিষ্ট-জনোচিত চাপল্য নিরোধ সমাজে আবৃত হইতে পারে, মনে করিতে পার; কিন্তু বিবস্বতনী বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও যাহার প্রতিবাদ করিতে বাঁপাইয়া পড়েন না, তুমি যে সেই সকল কথায় আপনাকে 'ওয়াকিবহাল্' মনে করিয়া গুণা সাজিতে চাও,—তাহা তোমার ধৃষ্টতা-মাত্র।

তাই অধর্ম্মের বেশে, তুমি কর্ম্ম-নিপুণ ব্রাহ্মণতা বুঝিতে না পারিয়া যে অত্রি-স্মৃতিকারকে মনে-মনে গর্হণ কর, এবং নিজের নীচতা বুঝিতে সমর্থ হও, আবার তাহার উপর লোকের কাছে বিজ্ঞ অনভিজ্ঞ সুধী-কুধী একজন হইতে চাও, তাহাতে লোকে তোমাকে দেখিয়া কেবল হাসে। তোমার 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' অবস্থা অনুযোধন না করিয়া তাহাদের বহুশ্রুত-মানে তোমার দোকানের মূলধন পর্য্যন্ত সমূলে নষ্ট হয়। ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিয়া যেভাবে যজ্ঞবিধির অনুকরণে তোমার যে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ-পিপাসা, তাহা বাসুলি চাল হইলেও প্রতিবাদের বিষয় কিনা, সে বিষয়ে তলাইয়া দেখিয়াছ কি? কোন্ জিনিষটী ব্রহ্ম, কোন্ জিনিষটী ক্ষুদ্র, তদ্বিষয়ে আলোচনা না করিয়া যদি বাদরায়ণসূত্রের অপশূদ্র-প্রকরণ আলোচনা করিতে যাও, তবে তোমাকে লিখায়েৎগণের বিচার-প্রণালী-অবলম্বনে হয়ত স্থানভ্রষ্ট করাইয়া ফেলিবে। পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতির কোন খবর না রাখিয়া হঠাৎ আর্য্যামি করিতে গেলে ঠেঙামিই করিয়া ফেলিবে। ব্রহ্মতত্ত্বের ভুল খবর রাখিয়া কৌণিকের ন্যায় সূত্র লইয়া টানাটানি করিলে যে চামড়ার টান পড়ে। তাহার চাপ-রজ্জুতে শাস্ত্র-শর যোজনা না করিলে তোমার লক্ষিত বস্তু বিদ্ধ হয় না। ঘেরেলি-শাস্ত্রপড়া-বিদ্যা নিয়া কার্পাস-সূত্রের ধারণবলে নিজের যে অহঙ্কার প্রকাশ, তাহা যে গোবরত্বে পরিণত—এ কথা ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া অত্রিঋষি দশ প্রকার ব্রাহ্মণ বিভাগের মধ্যে অধর্ম্মের কপট বেণিয়াকেও এক প্রকার বিপ্র বলিয়াছেন। তবে সেই বিপ্রটী 'পশু-বিপ্র' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাই কাশীর পণ্ডিত মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া 'বলাদ্বুদ্ধিঃ' শ্লোকের অবতারণা-মুখে ভাগবতগণের পরমোচ্চপদবী বর্ণন করিতে গিয়া 'পঙ্গু হয়, গাধাও হয়' —এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তারবহন এবং তাহাতে পণ্ডিতের আরোপ, 'অ হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি' প্রভৃতির

অনুকূলে পশুত্বে বা ভগবদ্বিষয়ে অজ্ঞানতার পোষণ-কার্য্যে যাহাদের কচি দেখা যায়, তাহারাই সুনা-যজ্ঞকে অধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়া ফেলিয়াছে।

প্রাপঞ্চিক বিধির কঠিন নিয়ন্ত্রি-বলে অজ্ঞান পশুর হনন-কার্য্যে অজ্ঞানপুষ্ট সম্প্রদায় ইন্দ্রিয়লোভে প্রমত্ত হইয়া যে উদ্যম প্রবৃত্তি দেখায়, তাহা বিবাদ-যুগে নৈষ্কর্ম্যবাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে। পশুবধমূলে সুনযজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরের কল্পনা ও নানাবিধ দেবতার আবাহন-মূলে যে যজ্ঞের আদর্শসমূহ প্রদর্শিত হয়, তাহাই বিকৃত হইয়া অহংগণের নিরীশ্বরবাদের মধ্যেও অপশুগণের হিংসার সাহায্যে যজ্ঞবিধিতে ঔদরিক চেষ্টা দেখা যায়। যদিও সময় সময় চল্লিশ দিন পুষ্পের আঘ্রাণ ও উষ্ণ জলাদির সেবন-মুখে পঞ্চসুনা- যজ্ঞের হিংসা হইতে নিবৃত্ত থাকিবার অনুষ্ঠানবিশেষ কোন কোন সম্প্রদায়ে দেখা যায়, তথাপি সেশ্বর-বিচারপূর্ণ বৈষ্ণবগণের যজ্ঞবিধিতে তাদৃশী হিংসা-প্রবৃত্তির কোন কুচেষ্টা ঘৃণাক্ষরে লক্ষিত হয় না। বৈষ্ণবগণের যজ্ঞ ও উপবীত ধারণ বিষ্ণু-প্রীতিমূলে নৈষ্কর্ম্যবাদে প্রতিষ্ঠিত, আর সকাম অবৈষ্ণবগণের অন্যদেবপূজা ঐকান্তিকতার ব্যভিচার-সংরক্ষণে চেষ্টা মাত্র। একায়ন বংশজাতির মধ্যে যে সদাচার প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহাই অরণ্যবাস প্রভৃতি ঋষিগণের আহরমন্ত্রণা উপাসনা-বিধি-মূলে যে বিকার লাভ করিয়াছে, তাহা সুরকুলের ধারণা হইতে পৃথক্ হইলেও তাহাদের সূত্রান্তরগুলি কর্ম্মিগণের চক্ষুশূল হইতে পারে। কিন্তু বৈদান্তিক একায়নস্কন্ধিগণের যজ্ঞোপবীত সুরানুগৃহীত বিবুধমণ্ডলীর বিরোধের বিষয় নহে। কবশোপাখ্যান, সত্যকামের ঐতিহ্য, ভাগবতের নবম স্কন্ধীয় বিভিন্ন রাজবংশ হইতে উদ্ভিজ্জমে বিপ্রত্ব, শ্রীবিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ের পাঞ্চরাত্রিক বিধিসমূহ মহাভারত, ভরদ্বাজ, রামল প্রভৃতি স্মৃতিনিবন্ধগুলির আলোচনার অভাবে হরি-ভক্তিবিলাসের বিধেয়ই এখনকার প্রাকৃতসহজিয়া-সমাজে সংগৃহীত অস্ত্রোপায়ন হইয়াছে, কিন্তু মূর্খতা-মূলে ব্যবহারের অনুপযোগী বৈষ্ণববিধেয় কর্ম্মকাণ্ডে অবস্থানের পরিবর্ত্তে কুকর্ম্মবশে বৈষ্ণবনিন্দারূপ নরকপ্রাপ্ত হয় মাত্র। অধর্ম্মের ব্যবসাদারী বা বেণেগিরি সকল লইয়া একায়ন-স্কন্ধিগণকে সমরে আহ্বান করিলে, তাঁহাদের সান্নিধ্যে যে ভীতি-কণিকা উৎপত্তি লাভ করিবে, তদ্দ্বারাই ব্যবসাদারের কপটতা-রূপ পাংশুরাশি বিচার জলধির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইবে।

তাই ব্যবসাদার, তোমার বেণেগিরি-যজ্ঞেই অধিকার, ব্রাহ্মণোচিত অহিংসা-যজ্ঞে অধিকার নাই বলিয়াই তুমি বৈষ্ণবের প্রতি হিংসা করিবার উদ্দেশে ঘৃণনেতে আত্মবুদ্ধি করিয়া যে তার বহন করিতেছ, সেই কুপ্রথা সাধুগ্রাহী মধুর-রসাশ্রিত মধুকরগণ আদর করেন না। তাঁহারা বিচারাকাশে উন্নত হইয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে মধু অন্বেষণ করেন, তাহা মাধুকরী-বৃত্তিজাত বলিয়া ভারবাহি কর্ম্মী-সম্প্রদায়ের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করে। 'পবিত্র' শব্দের অর্থ অধর্ম্মের বণিকের নিকট তাহার পণ্যদ্রব্যেই সংশ্লিষ্ট। ঐরূপ কামুকতার বশবর্ত্তী হইয়া ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিক সম্প্রদায় কখনোপধি ভারবাহি কর্ম্মিগণের ধার্য্য করেন না, পরন্তু তাঁহারা স্বয়ং মধু আহরণে ব্যস্ত। মধুকর-সজ্ঞার অনুকরণে কর্ম্মিগণের যে সারগ্রহণচেষ্টা, তাহা পুষ্প-বিজ্ঞাধারে ন্যস্ত না হইয়া দুর্গন্ধের দূষিত কলেবরাদির ক্লেদ সংগ্রহেই নিযুক্ত।

তাই অধর্ম্মের বেনে, তোমার যজ্ঞোপবীত কভু স্বার্থের ভার বহন করে, আর নৈষ্কর্ম্যবাদী একায়নস্কন্ধীয় বৈদিক অনুষ্ঠানে তাঁহাকে অপরে পরম পবিত্রতার আশ্রয় জানিয়া বেদসমীপে নীত কম্বিকুলের সংশোধক অধ্যাপক শিক্ষক বলিয়া মানেন। চতুর্থ শিক্ষকের আনুগত্য পরিহার করিয়া তোমার যে সমন্বয়ের প্রয়াস, তাহা হাস্যাস্পদ মাত্র। কর্ম্ম-নিপুণ কামুকগণ কামদেবের পূজার পরিবর্ত্তে নিজেরাই অনেকস্থলে কামদেব সাজিয়া গোপী-জোগী বা গৌর-জোগী হইতে চায়। ঐরূপ কুভোগ-প্রবৃত্তি লইয়া কখনই যজ্ঞোপবীত ধারণের যোগ্যতা হয় না। তজ্জন্যই শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু তথা শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের পঞ্চম বিলাসে 'আগম-সম্পন্ন হইয়া যজ্ঞোপবীত-ধারণই' কলিহত জনগণের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক-দিন বৈষ্ণব কবি ভারবাহিদিগকে বলিয়াছেন—কস্থাং বহসি দুর্ব্বহম্, গর্দ্ধভেরপি দুর্ব্বহাম্ ?".....

এঁচড়ে-পাকা সহজিয়াগণ পরমহংসের বেষ লইয়া যে মর্কট ধর্ম্মে অনুরাগ দেখায়, অথবা নারীর অঙ্গনে আবদ্ধ ত্রৈণ-সম্প্রদায় যে ভাবকালি দেখাইয়া সর্ব্বোচ্চ বৈষ্ণব পদবী পাইবার জন্য রাই কানুর (?) লীলা-গান শুনিতে গৌড়দেশ অথচ শ্রীচৈতন্যের শিক্ষানুযায়ী ত্রিদণ্ডবিধি সম্মান করিতে শিখে না, তাই তাহারা শ্রীরূপানুগসম্প্রদায়ভুক্ত হেয় প্রকার অপবর্ণজীবি বিদ্ধ গৌড়ীয়। উহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ

না করিলে যজ্ঞোপবীত-ধারণ বৃথা হইয়া যায়। শ্রীচৈতন্য-দেবের অনুগত সম্প্রদায় শিখা-সূত্র সংরক্ষণ করিতেছেন বলিয়াই প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শিখা-সূত্র ত্যাগ-বিধিমতে যে একদণ্ড গ্রহণ-প্রথার আদর অন্তর্হিত সাধারণের মহা-ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছে, তাহা তাই কপট ব্যবসায়ীর, তোমাকে আমি পরে বলিব। এবে এখন তুমি জানিয়া রাখ যে তোমার ফাজলামি, মূর্খতা-জনক হইতে যাসনা-মাতার গর্ভে ব্যর্থ জাত।

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

শ্রীধাম বারাণসীতে শুদ্ধভক্তি প্রচার

(নিজস্ব সংবাদ-দাতার পত্র)

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীযুক্ত বনমালী অধিকারী বি, এ, শ্রীগুরুদেবের আদেশে সনাতন শিক্ষাপ্রচার কাশীধামে শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের উৎসব উপলক্ষে কএক-দিন যাবৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তিকথা কীর্ত্তন করি-তেছেন। শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠে মহোৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ব্যাখ্যা হইতেছে এবং সমাগত ব্যক্তিমাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরিত হইতেছে। প্রত্যহ বৈকালে প্রচারকগণ কাশীর প্রসিদ্ধ দশাশ্বমেধ ঘাটে সহস্র সহস্র নরনারীর নিকট বক্তৃতারূপে হরিকথা কীর্ত্তন ও হরিসংকীর্ত্তন দ্বারা বৈষ্ণব-গুরু শ্রীবিশ্বনাথের সন্তোষ বিধান করিতেছেন। দুই তিন ঘণ্টাব্যাপী এই দৈনন্দিন বক্তৃতা সমবেত নরনারী সকলেই পরমানন্দের সহিত আদ্যন্ত শ্রবণ করিয়া নিজেদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। অনেকে বলিতেছেন—আজকাল যেন শ্রীগৌরকীর্ত্তন-ধ্বনিতে কাশী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সময় নানাস্থান হইতে আগত জনগণের মধ্যে এই সব বক্তৃতার বিষয় লইয়া অনেক সময়ই আলোচনা হয় এবং কাশীর মত এই বৃহৎ সহরেও অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ বিশেষ পরিচিত হইয়া পড়িয়াছেন। কাশীর স্মার্ত্ত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের প্রচারক বৃন্দের সাক্ষাৎ ও ইষ্টগোষ্ঠী হয়। ব্রাহ্মণকুলতিলক পণ্ডিতজী শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের দর্শনমাত্র পরম আদরের সহিত সসম্মানে তাঁহাদিগকে পার্শ্বে বসাইয়া নমস্কারাদি বিধান পূর্ব্বক অনেকক্ষণ ধরিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি ধর্মসম্বন্ধে আলোচনা করেন। মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ বলিলেন "আজ জগতে আপনারাই ধন্য; সর্ব্বদেশে প্রতিপুরে শ্রীমন্মহা-প্রভুর কথা পরম উৎসাহের সহিত নির্ভয়ে প্রচার করিতেছেন। আমি নিতান্ত দীন, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই বৃদ্ধ বয়সে আমি কিছু সত্য কথা জগতকে বলিয়া যাইতে পারি।" তিনি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকরক্ষক শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের দর্শন লাভের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পূর্ণ আবেগের সহিত বলিতে লাগিলেন,—"স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজনব্যতীত কলির অত্যাচার হইতে জগতকে কে রক্ষা করিতে পারে? অসৎসারশূন্য ব্রহ্মণ্যের দাম্ভিকতা আজ জগজ্জঞ্জালরূপে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু একজন শুদ্ধ এবং সত্য ব্রাহ্মণ সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিতে পারেন।" তারপর বৃদ্ধ মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের অনধিকার-চর্চ্চা-মূলে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মের প্রতি অজ্ঞতামূলক আক্রমণের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—"বড়ই দুঃখের বিষয়, এক-মাত্র গৌড়ীয় মঠ ব্যতীত অন্যান্য বৈষ্ণবসঙ্ঘ এ বিষয়ে কেন যে একেবারেই চুপ করিয়া আছেন তাহা বুঝি না। তাঁহাদের উপাস্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রতি অপরাধের অবধি আজকলে তাঁহারা যে কি কারণে প্রতিবাদ করিতেছেন না তাহা বুঝিনা।" এইরূপ প্রায় একঘণ্টা-ব্যাপী নানা আলোচনার পর প্রচারকবৃন্দ গাত্রোত্থান করিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তর্কভূষণ মহাশয়ও দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের নিকট অনেক ধৈর্য্য জ্ঞাপনপূর্ব্বক কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কাশীর অদ্বৈত-বেদান্তের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের বিদ্যোৎসাহী পুত্রগণও শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দের নিকট পরম ধৈর্য্যের সহিত হরিকথা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীযুক্ত জানকী ব্রহ্মচারী মহোদয় অক্লান্তভাবে দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। তিনি মুক্তহস্তে সমাগত জনগণকে প্রসাদ বিতরণাদি দ্বারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আনন্দ বিধান করিতেছেন। তিনি অল্পদিনমাত্র এই মঠের ভার প্রাপ্ত হইয়া যে সেবানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে বৈষ্ণবগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-যুক্ত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে
শ্রীহরি-সেবায় যার অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া তাহে হয় ভুল।

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৩৫, ১০ই নভেম্বর, ১৯২৮ | ১০ম সংখ্যা

আসাম প্রদেশে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ২১শে আশ্বিন ৭ই অক্টোবর রবিবার ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীযুক্ত নিমানন্দ দাস অধিকারী বি, এ, জি, বি, টি-প্রমুখ আসাম-দেশীয় ভক্তবৃন্দের দীর্ঘকালব্যাপিনী প্রার্থনা অঙ্গীকার করিয়া আসামদেশ পবিত্র করিবার জন্য বহু ভক্তসমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে আসাম ডাকগাড়ীতে গৌহাটী অভিমুখে অভিযান করেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজ, আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, ধানবাদের শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিশেখর প্রভু, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, গৌড়ীয় সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, প্রভৃতি প্রচারকগণ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করেন। পথিমধ্যে গোলোকগঞ্জে শ্রীপাদ নিমানন্দ প্রভু যোগদান করেন। সপার্ষদ প্রভুপাদ ২২শে আশ্বিন আমিনগাঁও পৌঁছেন, তথা হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিয়া পাণ্ডুসংসন এবং পাণ্ডু হইতে আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়ের গৌহাটীতে উপনীত হন। গৌহাটীর সম্ভ্রান্ত সজ্জনমণ্ডলী ষ্টেশনে প্রভুপাদকে সপ্রণতি অভ্যর্থনা করেন।

গৌহাটী কামরূপের প্রধান নগরী এবং ব্রহ্মপুত্রনদের দক্ষিণকূলে অবস্থিত। গৌহাটীর প্রাকৃতিক শোভা অতীব সুন্দর। যে দিকেই নয়নগোচর পতিত হয়, সেই দিকেই শ্যামল শস্যমালিকা-শৈলশ্রেণী নয়ন-পথের পান্থজনে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আসামের মধ্যে গৌহাটী নগরটী নানা-প্রকারে শ্রেষ্ঠ। এই নগর পূর্ব্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামে খ্যাত ছিল, এই নগরের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ ব্রহ্মপুত্রের উত্তরকূলে লক্ষিত হয়। হিন্দুরাজগণের সময় হইতে বৃটিশ শাসনাধীনে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে আসাম রাজ্যের প্রধান সদর ছিল। ঐ সময়ে খাসিপাহাড়ে শিলং নগরে উহা উঠিয়া যায়। এখান হইতে সদর উঠিয়া গেলেও গৌহাটী অদ্যাপি আসামের মধ্যে একটী প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া গণ্য। ইহারই কিছুদূরে প্রসিদ্ধ কামাখ্যা ও উমানন্দ তীর্থ। এখানকার গভর্ণমেণ্ট কলেজ সুপ্রসিদ্ধ।

কামরূপ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নাম রামায়ণ মহাভারতাদি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থেও উল্লিখিত আছে। রামায়ণ-পাঠে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণপুত্র নরকাসুর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সীতা অন্বেষণের জন্য সুগ্রীব যখন নানা দিগ্‌দেশে বানরাদি অনুচরগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন কামরূপেও একদল বানরসৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। কবিরাজ সুগ্রীব কামরূপের এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—

"যোজনানি চতুঃষষ্টির্বিস্তারো নাম পর্ব্বতঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে॥
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্।
তস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ॥"
(কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪২শ সর্গ)

গৌহাটীই নরকাসুরের রাজধানী ছিল বলিয়া উক্ত হয়; এই গৌহাটীর দক্ষিণ পশ্চিমপার্শ্বে 'নরকাসুর পর্ব্বত' নামে একটী ক্ষুদ্র শৈলও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। নরকাসুরের পর তৎপুত্র ভগদত্ত কামরূপের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। উত্তরে চীন দেশ পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত ভগদত্ত স্বীয় শাসন-দণ্ড বিস্তার করিয়াছিলেন। মহাভারতের সভা-পর্ব্বে ভগদত্তের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষোঽভবৎ।
অন্যৈশ্চ বহুভির্যোধৈঃ সাগরানুপবাসিভিঃ॥"

গৌহাটী ষ্টেসনে ঔরিজুপার শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্থানীয় সম্ভ্রান্ত জন-মণ্ডলীর দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া মোটরযোগে স্থানীয় ধনাঢ্য-ধনী জননেতা মিঃ এন বরুবরুৈ (উকীল হাইকোর্ট) মহাশয়ের "শান্তি-ভবন" নামক সুরম্য উপবন-ভবনে নীত হন। তথায় মিঃ বরুবরুৈ সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করেন। বরুবরুৈ মহাশয়ের "শান্তি-ভবন" গৌহাটীর মধ্যে পরম সুন্দর; এমন কি, অনেকের মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবাস বলিয়া বিবেচিত হয়। মহাত্মা গান্ধীজী যে-কালে গৌহাটীতে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি বরুবরুৈ মহাশয়ের "শান্তি-ভবনে" অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বরুবরুৈ মহাশয়ের দ্বারা অভিনন্দিত ও অভিবন্দিত হইয়া বিশ্রামাদির অপেক্ষা না করিয়াই অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। আমরা নিম্নে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত বরুবরুৈ মহাশয়ের কথোপকথনের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

বরুবরুৈ—বর্ত্তমানে ধর্ম্মপ্রচার অপেক্ষা দেশের দুরবস্থা মোচন করা অধিকতর প্রয়োজনীয়।

প্রভুপাদ—'ধর্ম্ম' বলিতে আপনি কি বোঝেন?

বরুবরুৈ—ধ্যান-ধারণা করিয়া ভগবানে লীন হইয়া যাইবার চেষ্টা।

প্রভুপাদ—আপনি যাহাকে 'ধর্ম্ম' মনে করিয়াছেন, সেইরূপ ধর্ম্মের প্রচার না হওয়াই পরম মঙ্গল তাহা অপর তাহার জীবদ্দশা। নির্ব্বিশেষ ধারণা হইতেই জগতের কর্ম্মী জ্ঞানী ও কৃচ্ছ্রত্যাগী-সম্প্রদায়সমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব জগতে যে পরম ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইতেই জগতের সকলের সর্ব্বতোভাবে উপকার ও পরম মঙ্গল লাভ হয়। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি', কর পর উপকার॥"

শ্রীচৈতন্যদেব দেশের বা দশের উপকারের কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার 'দেশ' ও 'দশ' তথাকথিত সমাজ-কল্যাণপ্রার্থী ব্যক্তিগণের ন্যায় ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, পরস্পর-বিবদমান, মৎসরতাপূর্ণ, অস্থায়ী, পরিবর্ত্তনশীল বা আকাশ-কুসুম সদৃশ কাল্পনিক মাত্র নহে; তাঁহার কথিত উপকার 'পর' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, 'অপর' অর্থাৎ নিকৃষ্ট বা অনিত্য নহে। মানবজাতি তাহাদের ক্ষুদ্র বিচারবুদ্ধিতে পরোপকারের—দেশের ও দশের উন্নতির যে সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, করিতেছে ও ভাবীকালে অসংখ্য উপায় সৃষ্টি করিবে, তাহা দ্বারা কখনও দেশের ও দশের প্রকৃত উপকার, উন্নতি বা মঙ্গল হইবে না, উহা কেবল প্রস্তাবিত অনিত্য উপকারের প্রয়াস মাত্র। মহাপ্রভু বাস্তব পরোপকারের প্রণালী বলিয়াছেন,—

"সেই বাস্তববস্তু বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।"

শ্রীমদ্ভাগবতের পরোপকারের প্রণালীই শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা আবিষ্কৃত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাই 'শিবদ' ও তাপত্রয়ের উন্মূলনকারী। জগতের মনীষিগণের দ্বারা যে সকল পরোপকারের প্রণালী কল্পিত হইয়াছে, তাহাতে ক্ষণিক তোষণ বা প্রেয়ো লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহা শিবদ বা শ্রেয়োদানকারী নহে, আর তাহাতে তাপত্রয়ের উন্মূলনও হয় না। তাপ কোন কারণের কার্য্য বিশেষ, কারণ নাশ না হইলে কার্য্য নাশ হইতে পারে না। বটবৃক্ষের মূল উন্মূলিত না হইলে সহস্রবার উহার শাখা-পল্লব যতই কাটিয়া দিউন না কেন, উহা আবার গজাইয়া উঠিবে। মানুষের কল্পিত যে সহস্র সহস্র পরোপকারের প্রণালী, তাহা কর দ্বারা মহা-সমুদ্রের জল সেচনের চেষ্টার ন্যায়। সহস্র সহস্র

লোক যুগযুগান্তর ধরিয়া ঐরূপ সমুদ্রসেচন-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেও মগাসমুদ্র কখনই শুষ্ক হইবে না, তবে আপাত-দৃষ্টিতে দেখা যাইতে পারে যে, ঐরূপ সেচন-ক্রিয়া-দ্বারা একস্থানে বহু পরিমাণ জল সঞ্চিত হইয়াছে। জগতের ত্রিতাপ-সমুদ্র মানুষের কল্পিত উপায়রূপ অঞ্জলি দ্বারা কখনই শুষ্ক হইতে পারে না, লোককে 'ভোগা' দেওয়া ও নিজে 'ভোগার' পড়া যাইতে পারে মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত প্রণালী ব্যতীত কখনই ত্রিতাপের উন্মূলন হয় না। এই ত্রিতাপের অনন্ত বৈচিত্র্য রহিয়াছে, আমরা কোনকালে এইরূপ কল্পিত উপায়ের দ্বারা অনন্ত তাপের একটীকেও সমূলে নষ্ট করিতে পারি না। ভগবদ্-বিস্মৃতিরূপা আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা অবিদ্যাই আমাদের যাবতীয় ত্রিতাপরূপ কার্য্যের কারণ। সেই কারণ নাশ না হইলে তাপ-বৈচিত্র্যরূপ কার্য্যের নাশ হইবে না। ভগবৎসেবা প্রচার ব্যতীত কখনও দেশের দুঃখ মোচন হইতে পারে না। ভগবৎসেবা-বার্ত্তা প্রচারিত হইলে সমস্ত দেশ, সমস্ত পাত্রের সার্ব্বকালিক মঙ্গল হইবে। ভগবান্ পূর্ণ-বিলাসময় বস্তু, তিনি নির্ব্বিশেষ, নিরাকার বা জড়ীয় আকার বিশিষ্ট জীবের ইন্দ্রিয়ের অধীন কোন ভোগ্য ব্যাপার নহেন। যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহা 'তুরীয়' নহে, সে সমস্তই তৃতীয় মানের বস্তু। আবার তৃতীয় মানের বস্তুর অতিরিক্ত কোন বস্তু আমরা ধারণা করিতে পারি না বলিয়া নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ কল্পনা বা অনুমান দ্বারা পরব্রহ্মকে জড়ীয় অবকাশের মধ্যে আনয়ন-চেষ্টা ও অধোক্ষজ-বস্তুকে অধীনস্থ ক্ষুদ্রবস্তুরূপে মাপিবার চেষ্টা। যাহাকে মাপা যায়, তাহা মায়া। "মীয়তে অনয়া ইতি মায়া," "মা যা মায়া" অর্থাৎ যাহা স্বরূপশক্তি নহে, তাহা মায়া। স্বরূপশক্তি ভগবানের অন্তরঙ্গ অঙ্গের বিক্রমবিশেষ। ভগবানের বাহ্য অঙ্গের বিক্রমে মুগ্ধ হইয়া যে কিছু ধারণা, তাহা যতই বিরাট, ভূমা, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ বলিয়া কল্পিত হউক না কেন, সকলই আধিক সুকৃতিসেবা বা বুৎপত্তন্ত।

বস্তুতঃ—'ভগবান্' বলিয়া যে কোন বস্তু আছে, তাহাই যখন কোন নিশ্চিতভাবে নাই, তখন ভগবৎসেবা প্রচারে কি মঙ্গল হইতে পারে?

প্রত্যুত্তর—যাঁহারা জগতে কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, যোগবীর বা তাঁহাদের অনুগত বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের অন্তরে সূক্ষ্মবিচারে অথবা স্পষ্টভাবে ঐরূপ চিন্তার back ground আছে। কর্ম্মবীরত্ব ও জ্ঞানবীরত্ব অপরভোগ ও ত্যাগ করিবার চেষ্টা হইতে জাত। কর্ম্মবীরগণ পূর্ণ চিদ্‌বিলাসময় স্বরাট্ ভগবানের অনুকরণে তাঁহার এক একটী ক্ষুদ্র দ্বিতীয় সংস্করণ হইবার চেষ্টা করেন, কাজেই তাঁহারা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে প্রস্তুত হন। হিরণ্য অর্থাৎ কনক এবং কশিপু অর্থাৎ উত্তর শয্যা বা কামিনী তাঁহাদের কাম্যবস্তু হইয়া পড়ায় তাঁহারা সমস্ত সত্তার মূল আকর সর্ব্বনিধি বিষ্ণুকে অস্বীকার, কখনও বা জ্ঞানবীর অভিমানে নিখিল আকারের মূল আকররূপ বিষ্ণুকে হস্তপদাদি-রহিত ভোগ্য বস্তু মনে করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন। সচ্চিদানন্দ, স্বরাট্, অপ্রাকৃত-সবিশেষ-বিগ্রহ বিষ্ণুর সেবক বৈষ্ণব যখন অধোক্ষজ বিষ্ণুর কথা প্রচার করেন, তখন সেই সকল কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর হিরণ্যকশিপুর আবেশে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে বিষ্ণুকে মাপিয়া লইতে চাহেন এবং বলেন,—"হে বিষ্ণুধর্ম্ম-প্রচারক! তুমি আমার অধীন, আমা অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে হীন, তোমার অভিজ্ঞানের বল মোটেই নাই, অতএব তোমাকে আমরা সর্ব্বপ্রকারে নির্য্যাতন করিব; তোমার নৈসর্গিকী যুক্তির (intuition) মূল অস্বীকার করিয়া অভিজ্ঞানবাদী গুরুগণের দ্বারা তোমাদিগকে শাসন করাইব। তুমি মত ও অমতের শাসন ছাড়িয়া কেন আমার নৈসর্গিকী যুক্তির দ্বারা চালিত হইবে? তুমি যদি আমার ইন্দ্রিয়ভোগ্য—আমার স্পর্শানুভবের অধীন বস্তু—আমার রাজদরবারের কক্ষের মধ্যে বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষ না করাইতে পার, তাহাহইলে 'বিষ্ণু' বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্বই আমি স্বীকার করিব না।" মানব এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হইলে নিখিল সত্তার মূল আকর বিষ্ণু নিজ সেবকের প্রকৃত আনন্দ বিবর্দ্ধন করিবার জন্য তাঁহার নিকট পরম প্রেমময়-বিগ্রহ এবং বিষ্ণু বিরোধীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞানকে উৎপাটিত করিবার জন্য তাঁহার নিকট ভীষণাদপি ভীষণ উগ্র মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন। মূল আকর-সত্তা বিষ্ণুর অস্তিত্ব ও তাঁহার অবিচিন্ত্য-নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রেচ্ছা-অস্বীকারকারী কর্ম্ম ও জ্ঞানবীর জগতের অসুবিধা ও বিপদ-আপদ

নিরাকরণার্থ উগ্র তপস্যায় রত হন। কর্ম্মবীর লৌকপন্থায় আপনার অস্তিত্ব স্বীকার করায় ব্রহ্মাকে বরদাতা-জ্ঞানে তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার নিকট হইতে ভোগ দোহন করেন। কর্ম্মবীরগণের আদর্শ মূলসূত্র-সূত্রে হিরণ্যকশিপু এই জগৎ ভোগ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মাধিপত্য প্রভৃতি লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান ও মনীষার দ্বারা যে কিছু হেতু ভাবিতে পারিয়াছিলেন, তৎসমস্ত নিরাকরণার্থ ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"ন তেভ্যো মে ভয়ং যদ্যপি স্যাৎ ত্বৎসৃষ্টজীবেভ্যো মৃত্যুর্মা ভূন্মম প্রভো॥
নান্তর্বহির্দিবা নক্তমস্ত্রশস্ত্রাদিভিশ্চ ন।
ন ভূম্যাং নাম্বরে মৃত্যুর্ন নরৈর্ন মৃগেরপি॥
ন ভূতৈর্নাসুরৈর্নাপি সুরাসুরমহোরগৈঃ।
অপ্রতিদ্বন্দ্বতাং যুদ্ধে ঐকপত্যঞ্চ দেহিনাম্॥
সর্ব্বেষাং লোকপালানাং মহিমানং যথাত্মনঃ।
তপোযোগপ্রভাবাণাং ন ত্বা রিষ্যতি কর্হিচিৎ॥"

(ভাঃ ৭।৩।৩—৩৮)

আপনার সৃষ্ট প্রাণীগণের নিকট হইতে যেন আমার মৃত্যু না হয়। অভ্যন্তরে, বাহিরে, দিবসে, রাত্রিতে, ব্রহ্মাদি অস্ত্র সৃষ্টবস্তু হইতে এবং অস্ত্র-দ্বারা, ভূমিতে, আকাশে, মনুষ্য বা মৃগাদি পশু-দ্বারা যেন আমার মৃত্যু না হয়। প্রাণী, অপ্রাণী, দেব, দৈত্য, মহাসর্প প্রভৃতি দ্বারা আমার যেন মৃত্যু না হয়। আপনি যে প্রকার প্রতিপক্ষহীন এবং সকল দেহীর ও সকল লোকপালের একমাত্র অধিপতি ও মহিমসম্পন্ন, আমাকেও সেইরূপ করুন। তপঃপ্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের যাহা কখনও বিনষ্ট হয় না, সেই অনিমাদি ঐশ্বর্য্যও আমাকে দিতে হইবে।

কিন্তু বিষ্ণু তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিমত্তা, সর্ব্বব্যাপকতা, সর্ব্বাধিষ্ঠান ও স্বতন্ত্রেচ্ছা প্রচার করিবার জন্য কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীরের আদর্শ-সূত্রে হিরণ্যকশিপু যাহা ভাবিতে পারেন নাই, সেইরূপ অপ্রাকৃত, অচিন্ত্য, সবিশেষ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু ভাবিয়াছিলেন, ব্রহ্মার সৃষ্ট প্রাণীগণ হইতেই প্রাণীর মৃত্যু সম্ভব, পৃথিবীর কোন না কোন অবকাশ, স্থান, কাল প্রভৃতিতেই মৃত্যু সম্ভব। কিন্তু বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর ন্যায় আদর্শ কর্ম্মবীর ও রাজনৈতিকের যাবতীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মনীষার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া—তৃতীয়মানের যাবতীয় বিচার পরাভূত করিয়া—জীব-কল্পিত যাবতীয় দম্ভব-অসত্যকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহার অচিন্ত্য প্রভাব প্রদর্শন করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু নৃসিংহ-মূর্ত্তিতে দিবা ও রাত্রির সন্ধিকালে, দ্বারদেশে, স্বীয় উরুর উপরে, নখ দ্বারা হিরণ্যকশিপুর হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন। সন্ধ্যাকালে হিরণ্যকশিপু বধ হওয়ায় হিরণ্যকশিপুর যাবতীয় দিবা ও রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হয় নাই, দ্বারদেশে হিরণ্যকশিপু বিদীর্ণ হওয়ায় সভার অন্তরে বা বহির্দ্দেশে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, বিষ্ণুর উরুতে স্থাপিত হইয়া বিনষ্ট হওয়ায় পৃথিবীতে বা শূন্যে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, নখের দ্বারা বিদীর্ণ হওয়ায় কোনও অস্ত্র-দ্বারা হত হন নাই, অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধপশুরূপী বিষ্ণুর দ্বারা বিনষ্ট হওয়ায় নর ও পশু অথবা দেব-দৈত্যাদি ব্রহ্মার সৃষ্ট জীবের দ্বারা হত হন নাই। হিরণ্যকশিপু তাঁহার মৃত্যুর পক্ষে যাহা কিছু সম্ভব বলিয়া ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু সে সমস্তই নিরস্ত করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তিমত্তা প্রকাশ করিলেন। নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর হৃদয় উৎপাটন করিয়া নাস্তিকগণের চিত্তবৃত্তি বিদীর্ণ ও উন্মূলিত করিলেন। নৃসিংহদেব জানাইলেন, নরত্ব বা পশুত্ব বিষ্ণুত্ব নহে, বিষ্ণুত্ব এক অচিন্ত্য ব্যাপার, তাহা ব্রহ্মা হইতে তৎসৃষ্ট জীব পর্য্যন্ত কেহই আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে পরিমাপ করিতে পারেন না; তিনি অধোক্ষজ তত্ত্ব। যাহা হইতে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞানসমূহ সম্পূর্ণরূপে তিরস্কৃত হইয়াছে, তাহাই অধোক্ষজ তত্ত্ব। স্তম্ভ হইতে নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়া জানাইলেন, —বিষ্ণু পূর্ণবস্তু, তিনি পরমাণুর ভিতরে তাঁহার অপ্রাকৃত ও অপরিমেয় রূপ-গুণ-লীলা-ধাম-পরিকরবৈশিষ্ট্য পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করিয়া বিরাজিত থাকিতে পারেন—যাহা আধ্যক্ষিক মানব-জ্ঞানে ধারণা করাও অসম্ভব। আবার তিনি প্রত্যেক পরমাণুর বাহিরে পূর্ণভাবে বিরাজ করিতে পারেন। আধ্যক্ষিক চিত্তবৃত্তি নৃসিংহ-নখবিদারণে উৎপাটিত না হইলে সর্ব্বনিধি বিষ্ণুকেও ব্রহ্মার সৃষ্ট জীব-বিশেষ বা ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীবিশেষ জ্ঞান হয়।

বরদলৈ—বিষ্ণুর সেবা করিলে আমাদের কি প্রকারেই বা জগতের সেবা হইবে?

প্রভুপাদ—বিষ্ণু—ব্যাপকবস্তু; তিনি—পরব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তাঁহার সেবায়ই তদন্যান্যতরত্ব নিখিলতত্ত্ব

বা সমগ্রের সেবা হইবে। কোন বিশেষ অঙ্গের সেবক সকল অঙ্গের সেবক নহে বা অপর প্রাণীর সেবক নহে, কোন বিশেষ দেশের সেবক সকল দেশের সেবক নহে, কোন বিশেষ কালের সেবক সকল কালের সেবক নহে। যদি কেহ ছাগল বা ঘোড়ার সেবা করিয়া জিহ্বার সেবা করে, তাহা হইলে একতরফা সেবা বা প্রীতি হয়—ছাগলের বা মৎস্যের তাহাতে প্রীতি হয় না, কোন মনুষ্য বা দেশ-বিশেষের সেবা করিতে হইলে অপর মনুষ্য বা দেশ পীড়িত হয়; কিন্তু বিষ্ণুর সেবায় সমগ্র বস্তুর সেবা হইয়া থাকে, তাহাতে সকলের প্রীতি হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দয়া—অমন্দোদয়-দয়া—সার্ব্বজনীন-দয়া—তাহা সর্ব্বদেশ, সর্ব্বকাল ও সর্ব্বপাত্রের পক্ষে পরম মঙ্গলপ্রদ।

বলদেব—আমাদের শঙ্করদেবের দাস্যরস, আপনাদের ত' সখীভাব।

প্রভুপাদ—শ্রীচৈতন্যদেব সহজ মতবাদ-প্রচারকগণের অন্যতম নহেন, তিনি মনোধর্ম্মিগণের স্ব-কপোল-কল্পিত মতের প্রচারক ছিলেন না। জগতের যাবতীয় প্রচারক তাঁহার কথাই ন্যূনাধিক বলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াও সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিতে পারেন নাই, কেহ বা স্ব-কপোল-কল্পনার পথে প্রধাবিত হইয়া তাঁহার কথারই বিকৃত ও অসম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব বাস্তব-সত্যবিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাই তিনি প্রাকৃত সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা কালে কালে যে সকল ব্যক্তির নিকট ঐ কথা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা কাল-প্রভাবে নানাপ্রকারে বিপন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মার কথিত বাস্তবসত্য শ্রুতিপরম্পরায় পরবর্ত্তী সাম্প্রতসমাজে প্রকাশিত হইলেও গুরুতরের আক্রমণে ঐ শ্রৌতবাণী নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। যাঁহারা বিষ্ণু, বিষ্ণু-সেবক ও বিষ্ণু-সেবার নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগের নৈমিত্তিক অনিত্য দাস্যের অভিনয় 'দাস্য' বলা যাইতে পারেনা, উহা সম্পূর্ণ অবৈদিক পন্থা; বৈদিকী-পন্থায়—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। বিষ্ণুর পদ—পরম পদ, তাঁহারই নিত্যত্ব এবং স্বতঃপ্রকাশত্ব; বিষ্ণুর সেবকগণ দিব্যসূরি—তাঁহারা বহু। তাঁহাদের বিষ্ণু-সেবাবৃত্তি সদাতনী অর্থাৎ তাহা নিত্যা। শুদ্ধ দাস্যরসই সমস্ত সম্ভ্রম ও সঙ্কোচশূন্য হইয়া দাস্যের মমতা, সখ্যের বিশ্রম্ভ, বাৎসল্যের স্নেহাধিক্য ও সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা প্রীতির সহিত সেবাপ্রবৃত্তাৎপর্য্যবত্তা-পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইলে কান্ত বা মধুররসরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত মত আমরা একটী প্রাচীন শ্লোকে দেখিতে পাই,—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্ধামবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যে ভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থই নির্ম্মল শব্দপ্রমাণ এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ—ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তই আমাদের পরম আদরের, অন্য মতে আদর নাই।

বলদেব—আপনারা রাধার সহিত কৃষ্ণের উপাসনা স্বীকার করেন, কিন্তু শঙ্করদেবের মতে কেবল কৃষ্ণের উপাসনাই স্বীকৃত।

প্রভুপাদ—রাধাহীন কৃষ্ণের উপাসনা ঐশ্বর্য্যময়ী বিষ্ণু-পাসনা বা কোথাও নিঃশক্তিক ব্রহ্মের বিচারপুষ্ট অবৈদিক মতবাদবিশেষ হইয়া পড়ে। কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, আর সকলই তাঁহার আশ্রয়। আশ্রয়গণের মূল আকরস্বরূপই শ্রীরাধিকা, আশ্রয়ের আনুগত্যে সেবাই বৈষ্ণবমত, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মতবাদ কর্ম্মজ্ঞানাদিমিশ্র কিন্তু মতবাদ মাত্র। কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূর্ত্তি আরাধনা করেন বলিয়াই তাঁহার নাম 'রাধিকা'—

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥"

(ভাঃ ১০।৩০।২৮)

যিনি কৃষ্ণের কামনার পরিপূর্ত্তি করিতে পারেন, তাঁহার আনুগত্য ব্যতীত কখনও কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়প্রীতি বা সেবা হয় না। জড় ভোগ ছাড়িয়া খুব উন্নত স্তরে না উঠিলে এ সকল কথা বোঝা যায় না।

বলদেব—আপনারা তাহাহইলে উপাসনার মধ্যপথে সবিশেষত্ব (personality) স্বীকার করেন।

প্রভুপাদ—আমরা এতাবৎকাল আলোচনা করিলাম যে, সবিশেষত্ব নিত্য, বিচিত্রতা নিত্য; সেই বিচিত্রতার হেয়,

অসম্পূর্ণ, খণ্ড, বিকৃত প্রতিফলনই জগতের বিচিত্রতা। যাঁহারা কেবল মধ্যপথে বিচিত্রতা কল্পনা করেন এবং যাঁহারা এই জগতের বৈচিত্র্যকে মিথ্যা কল্পনা করেন, তাঁহারা উভয়েই মায়াবাদী ও অবৈদিক। ভগবান্ নিত্য চিদ্-বিলাসময়, তাঁহার নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম, পরিকরবৈশিষ্ট্য আছে; তিনি পঞ্চরসের আশ্রয়গণের একমাত্র বিষয়।

বরদৈ—শঙ্করদেব একমাত্র কৃষ্ণোপাসনা স্বীকার করিয়াছেন, তিনি অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা, এমন কি তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শন, তাঁহাদের প্রসাদগ্রহণ পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন। মহাপুরুষীয়াগণ কৃষ্ণোপাসনা ছাড়া অন্যদেবদেবীর উপাসনা করেন না, কিন্তু ধামোহরিয়াগণ দেবতাগণকে ভগবানেরই বিভিন্ন মূর্ত্তি মনে করিয়া উপাসনা করেন।

প্রভুপাদ—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" মতানুযায়ী ব্রহ্মের অনিত্য সাকাররূপ; যথা—সূর্য্য, গণপতি, শক্তি, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতির উপাসনা পঞ্চোপাসনা নামে খ্যাত। মোক্ষমূলারের ভাষায় দেবোপাসনামূলে তাহাই ন্যূনাধিক Henotheism, ইহা মায়াবাদ। ঐরূপ উপাসনা পৌত্তলিকতা বা বাৎপরস্ত। যে রূপের নিত্যত্বই নাই, যাহার কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি, কল্পনার দ্বারা স্থিতি এবং কল্পনা-বলে ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটে, সেইরূপ জন্ম, স্থিতি, তদ্রূপ প্রাপঞ্চিক ধর্ম্মের কবলে কবলিত প্রকৃতির অধীন, জীবের ভোগ্যবস্তু কখনই পরম স্বতন্ত্র, পরম শক্তিশালী তুরীয় বস্তু নহেন, তাহা ভুল মাত্র। আধ্যক্ষিকগণ বিষ্ণুকে ভোগ্য-বস্তু-জ্ঞানে যে তাঁহার নানা রূপ ও নাম কল্পনা করেন, অথবা চিৎ ও জড়ে সমন্বয় প্রয়াস করেন, তাহা কখনই ভগবানের সেবা নহে। আমরা শঙ্করদেবের ঐকান্তিক বিষ্ণুপাসনার কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, তবে ঐরূপ বিষ্ণুপাসনার নিত্যত্ব, বিষ্ণুপাসকের নিত্যত্ব ও বিষ্ণুর নিত্যত্ব স্বীকৃত না হইলে তাহা বিষ্ণুসেবা বলা যাইবে না—মায়াবাদেরই রূপান্তর হইয়া পড়িবে।

এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী হরিকথা হইবার পর শ্রীযুক্ত বরদৈ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদকে (ট্রেণ হইতে নামিয়াই অনর্গল অবিশ্রান্তভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করিতে দেখিয়া) একটুকু বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন,—হরিকথা কীর্ত্তনই বিশ্রাম, তাহাতেই যাবতীয় শ্রম বা ক্লেশ বিগত হয়, কীর্ত্তন ছাড়িয়া মুহূর্ত্তের জন্য অপর চেষ্টা ভগবদ্‌বিমুখতা। মহাভাগবতগণ ও তদনুগ সকলেই সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীচৈতন্যদেবও আদেশ করিয়াছেন,—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। কায়মনোবাক্য-দ্বারা নিখিল অবস্থায় হরিকীর্ত্তনই জীবিতাবস্থার মুক্তের লক্ষণ।

সন্ধ্যার পর বরদৈ মহাশয় তাঁহার স্বয়ংচালিত মোটর-যানে প্রভুপাদকে আরোহণ করাইয়া গৌহাটী সহরের বিভিন্ন স্থান প্রদর্শন করাইলেন। শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ছিলেন। রাত্রে বরদৈ মহাশয়ের সঙ্গে অনেক হরিকথা হইল। তৎপরদিবস প্রাতঃকালে প্রভুপাদ বরদৈ মহাশয়ের নিকট প্রায় দুইঘণ্টাকাল শুদ্ধভক্তি ও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সার্ব্বজনীন আত্মধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিলেন। সেই দিনই শ্রীগৌড়ীয় মঠের মোটরযান আনিবার জন্য পাণ্ডু ষ্টেশনে লোক পাঠান হয়। এদিকে আর একটি ভিন্ন মোটরে শ্রীল প্রভুপাদ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ কামাখ্যা পর্য্যন্ত দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১শ সংখ্যার পর]

বৃন্দাবনে রঘুনাথ

শ্রীপুরুষোত্তমে রঘুনাথ শ্রীস্বরূপের আনুগত্যে রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিততনু বিপ্রলম্ভরসময়-বিগ্রহ শ্রীগৌর-সুন্দরের অন্তরঙ্গসেবা করিতে থাকিলেন। দীর্ঘ কৃষ্ণবিরহ-সন্তপ্তা বার্ষভানবী কুরুক্ষেত্রে যে দিব্যোন্মাদে বিভাবিত হইয়া বৃন্দাবনের মুরলীতান-নিনাদিত তমালতরুতীরে নিভৃত নিকুঞ্জে কৃষ্ণকে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, পুরুষোত্তমে জগন্নাথ দর্শনেও মহাপ্রভুর সেই ভাব উদিত হইত—নীলাচলে রথোপরি জগন্নাথ-দর্শনে কুরুক্ষেত্রের বৃন্দাবনীয় বিপ্রলম্ভোদয় আবার সুন্দরাচলে উপবনমধ্যে জগন্নাথ-দর্শনে রাধাকুণ্ডে কৃষ্ণকে পাইবার অভিলাষ বিরহ-বাহিনিকে দ্বিগুণতর উদ্বেলিত করিয়া তুলিত। স্বরূপ ও স্বরূপানুগ রঘুনাথ মহাপ্রভুর বিরহ-সমুদ্র উদ্বেলনের অনুকূল অনিলস্বরূপ ছিলেন; তাঁহারা ভাবোপযোগি-সেবাদ্বারা মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভেরই অধিকতর পরিপুষ্টি করিতেন। রঘুনাথ স্বরূপের আনুগত্যে ষোড়শ বৎসরকাল শ্রীপুরুষোত্তমে থাকিয়া মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছিলেন!

রঘুনাথের জীবাতু-স্বরূপ চৈতন্যচন্দ্র ও তাঁহারই দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপ দামোদর উভয়েই অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিলেন। ইহাতে রঘুনাথের স্বতঃসিদ্ধ বিরহানল আরও বাড়িয়া উঠিল। রঘুনাথ বিরহ-ব্যথিত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম হইতে বৃন্দাবনে গমন করিলেন, উদ্দেশ্য—এ দেহ আর রাখিবেন না, শ্রীরূপ-সনাতনের চরণ দর্শন পূর্ব্বক রাধাকুণ্ডে দেহ বিসর্জ্জন করিবেন।

রঘুনাথ কর্ম্মিগণের ন্যায় কৃষ্ণপ্রাপ্তি ইচ্ছা করেন নাই; রঘুনাথ ছিলেন আর এক রাজ্যের লোক। তিনি কৃষ্ণকে পূর্ণতমভাবে সেবা করিয়াও "কৃষ্ণের সেবা হইল না, সুতরাং এই পোড়া প্রাণ রাখণের আবশ্যকতা কি?"—এইরূপ অত্যন্ত বিরহ-ব্যথিতের বিচারে কৃষ্ণপাতে দেহ বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরূপ-সনাতন বিরহোন্মত্ত রঘুনাথকে থামাইলেন; স্নেহের "তৃতীয় ভাই" করিয়া নিকটে রাখিলেন, আর নিরন্তর তাঁহার মুখে বিপ্রলম্ভ-লীলাময়-বিগ্রহ মহাপ্রভুর লীলা শ্রবণ করিয়া বিপ্রলম্ভো-দ্দীপনের পরিপুষ্টি করিতে থাকিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু স্বীয় প্রভু রঘুনাথের বৃন্দাবনীয় দৈনিক কৃত্য সরল মধুর ছন্দে গাহিয়াছেন,—

"অল্প-জল ত্যাগ কৈল অল্প-ভক্ষণ।
পল দুই-তিন মাত্রা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরিণাম॥
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন দান॥
সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোন দিনে॥
তাঁহার সাধন-রীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রূপ-রঘুনাথ প্রভু যে আমার॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ১০।৯৮-১০৩)

রাধাকুণ্ডবাসী রঘুনাথ

শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড কলিকালে লোক-লোচন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর বৃন্দাবনে আগমন করিয়া সেই যুগল-কুণ্ড পুনরুদ্ধার করেন; কিন্তু সেই কুণ্ডদ্বয়ে অত্যল্পমাত্র জল প্রকাশিত ছিল। নিত্য যুগলকুণ্ড নিমগ্ন রঘুনাথ জগতে কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টার আদর্শ প্রচার করিবার জন্য কুণ্ড-দ্বয় সংস্কারপূর্ব্বক তাহা জলপূর্ণ করিয়া লোক-লোচনের নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইহাতে অর্থানুকূল্যের আবশ্যকতা জানিয়া রঘু-নাথের চিত্তে অর্থলাভের চিন্তা উদিত হইলে রঘুনাথ অর্থৈষণা-গ্রস্ত আপনাকে ধিক্কৃত করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। যদিও কৃষ্ণার্থে-অখিলচেষ্টা শ্রীল রঘুনাথের

অহৈষণা পূর্ণ-কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্যময়ী, তথাপি পাছে রাধাকুণ্ড-বাস ও দেহ-গ্রহণের ছলনা করিয়া মর্কটচরিত্র-ব্যক্তিগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাতর্পিণী শূকরী-বিষ্ঠার লালসায় ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই আদর্শে বাধা প্রদান করিবার জন্যই রঘুনাথ আপনাকে বিস্তার প্রদান করিলেন। ভগবান ভক্তের মনোভীষ্ট অপূর্ণ রাখেন না। বৈষ্ণব সত্তা-সম্ভব, তাই রঘুনাথের সেবা-সম্ভব-কল্পলতিকা অচিরেই পুষ্পিতা হইল। কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তি বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া নারায়ণের দর্শনীস্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। নারায়ণ ঐ শ্রেষ্ঠীকে সমস্ত অর্থ স্বগ্রাম অরিষ্টগ্রামে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীরঘুনাথ দাসের নিকট লইয়া যাইতে স্বপ্নাদেশ প্রদান করিলেন এবং তৎসঙ্গে বলিলেন যে, যদি বিষয়াগ্রগণ্য রঘুনাথ অর্থ গ্রহণ করিতে না চাহেন, তাহা হইলে যেন শ্রেষ্ঠী মহোদয় শ্রীল রঘুনাথকে শ্রীকুণ্ডযুগল সংস্কারের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। সেই শ্রেষ্ঠী নারায়ণের আজ্ঞা পাইয়া ব্রজে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকটে আসিলেন এবং তাঁহার চরণ বন্দনা পূর্ব্বক তৎসমীপে যাবতীয় অর্থ প্রদান করিলেন। তৎসঙ্গে নারায়ণের আজ্ঞাও বিজ্ঞাপন করিলেন। রঘুনাথ বদান্যবর শ্রেষ্ঠীর সেবা-বৃত্তির পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার-সেবা করিতে আজ্ঞা দিলেন। শ্রেষ্ঠী মহোদয় আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া পঙ্কোদ্ধারার্থ বহু লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। শ্যামকুণ্ডের তীরে একটী সুপ্রাচীন বৃক্ষ বিরাজিত ছিল; সকলে বলিলেন যে, ঐ কুণ্ডতীরে যে বৃক্ষটী রহিয়াছে, উহা ছেদন পূর্ব্বক শ্যামকুণ্ডের চতুষ্কোণ সমান করিয়া খনন করিতে হইবে। সেই দিন মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বপ্নযোগে রঘুনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমরা পঞ্চভ্রাতা এই বৃক্ষরূপে শ্যামকুণ্ডের তীরে বিরাজিত রহিয়াছি।" রঘুনাথ পরদিন প্রাতঃকালে সকলকে আহ্বান করিয়া ঐ বৃক্ষ ছেদন করিতে নিষেধ করিলেন। এই নিমিত্ত শ্যামকুণ্ড বক্র থাকিয়া গেল। রঘুনাথ কুণ্ডযুগলকে সুনির্ম্মল সলিলপরিপূর্ণ দেখিতে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। রঘুনাথ দিবারাত্র যুগল-কুণ্ডের তীরে অনিকেতভাবে বৃক্ষতলেই অবস্থান করিতেন। একদিন শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃন্দাবন হইতে শ্রীল গোপাল ভট্টের কুটীরে আগমন করিয়াছিলেন। যখন তিনি তথা হইতে মাধব-পাবন-ঘাটে স্নান করিতে গেলেন, তখন একটী ব্যাঘ্রকে সেই স্থানে জল পান করিতে দেখিতে পাইলেন। বাহ্য-স্মৃতি-বিলুপ্ত রঘুনাথ কৃষ্ণস্মরণ-চিন্তায় বিভোর হইয়া সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। ব্যাঘ্র রঘুনাথের নিকট দিয়াই বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া রঘুনাথ সম্মুখে শ্রীসনাতন প্রভুকে দেখিতে পাইলেন। রঘুনাথ সসম্ভ্রমে সনাতনকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সনাতনও রঘুনাথকে স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"রঘুনাথ! আমার একটী অনুরোধ, তুমি এখন হইতে বৃক্ষতল ছাড়িয়া কুটীরে ভজন করিবে।" রঘুনাথ সনাতনের আজ্ঞা বহন করিয়া কুটীরমধ্যে ভজন করিতে থাকিলেন।

যখন রঘুনাথ রাধাকুণ্ডে বাস করিতেছিলেন, তখন এক ব্রজবাসী বিরহ-বাধিত রঘুনাথের অন্নাদি-ত্যাগ এবং এক দোনা মাত্র ঘোল পানের নিয়ম দেখিয়া সখিস্থলী গ্রাম হইতে বৃহৎ পলাশপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং ঐ পলাশপত্রের দোনা প্রস্তুত করিয়া নিয়মিত পরিমাণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ ঘোল দোনাপূর্ণ করিয়া তাহা দাস গোস্বামী প্রভুর সম্মুখে লইয়া গেলেন। রঘুনাথ নূতন পত্রের বৃহত্তর দোনা দেখিয়া ব্রজবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহা কোথায় পাইলে?" ব্রজবাসী বলিলেন, 'আমি গোচারণ করিতে করিতে সখিস্থলী গ্রামে গিয়াছিলাম, সেখানে উত্তম পত্র দেখিতে পাইয়া তাহা আনয়ন করিয়াছি, তাহা দ্বারাই দোনা প্রস্তুত হইয়াছে।' সখিস্থলীর নাম শুনিবামাত্র রাধাপক্ষীয় রঘুনাথ ক্রোধপূর্ণ হইয়া উঠিলেন এবং তৎসহ দোনা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কতক্ষণ পরে স্থির হইয়া ব্রজবাসীকে বলিলেন,—

"সে চন্দ্রাবলীর গ্রাম না যাইবা তথি।"

রাধাকুণ্ডবাসে রঘুনাথের আর একজন অন্তরঙ্গ স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ সঙ্গী ও শিষ্য ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। শ্রীল রঘুনাথ স্বীয় মুক্তাচরিত্রগ্রন্থের উপসংহারে কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কথা এইরূপভাবে উল্লিখিত করিয়াছেন—

"যস্য সঙ্গবলতোঽহমুত্তমা মহা-
মৌক্তিকোত্তমকথা প্রচারিতা।
তস্য কৃষ্ণকবিভূপতের্মহে
সদ্ভক্তিদস্য মে ভবে ভবে॥"

আমি যাঁহার সঙ্গ-প্রভাবে এই অদ্ভুত মৌক্তিকোত্তম-কথা প্রচার করিলাম, আমার জন্মে জন্মে এই ব্রজভূমিতে সেই কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গলাভ হউক।

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অন্তর্লীলার সঙ্গী কবিরাজ গোস্বামী প্রভু রঘুনাথের নিকট শ্রীচৈতন্য-লীলা শ্রবণ করিয়া চরিতামৃত রচনা করিয়াছেন,—

রঘুনাথ দাসের সঙ্গ, প্রভুসঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি' লিখি, করিয়া প্রতীতি॥
চৈতন্য-লীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তিহো খুইল রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহা বিস্তারিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥

শ্রীল রঘুনাথের শ্রীরূপ-সাধন-নিষ্ঠাও মুক্তাচরিতের একটী শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে,—

"আদদানতৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

আমি দন্তসংস্থিতে তৃণ ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি, জন্মে জন্মে যেন প্রভুপাদ শ্রীরূপ-গোস্বামী মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্মের ধূলি হইতে পারি।

রঘুনাথের স্বাভীষ্ট তাঁহার স্বনিয়ম-দশকের কয়েকটী পদ্যে এইরূপভাবে প্রথিত হইয়াছে,—

"ব্রজোৎপন্নকীরাশন বসন পাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্বাহ ব্যবস্থিতিমতস্তং নিয়মবঃ।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সরসে
ভবিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি বপু জীবাদিপুরতঃ॥"

আমি দগ্ধ পরিত্যাগ করিয়া ব্রজোৎপন্ন দুগ্ধাদি ভোজনীয় সামগ্রী এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি দ্বারা কোন প্রকারে আহার-ব্যবহারাদি নির্ব্বাহ পূর্ব্বক নিয়ম-সেবার সহিত গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের সন্নিহিত শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে বাস করিব এবং প্রকাশকালে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির সম্মুখে প্রিয়তম রাধাকুণ্ডের তীরেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।

শ্রীল রঘি গোস্বামী প্রভু দীর্ঘকাল ধরাধামে প্রকট লীলা প্রকাশ করিয়া বিপ্রলম্ভ-বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও স্বরূপদামোদরের অপ্রকটে অধিকতর বিরহ-ব্যথিত হইয়া শ্রীরূপ-সনাতনের আশায় রঘুনাথ বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, সেই রূপ-সনাতনও যখন অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিলেন, তখন রঘুনাথের বিরহ-ব্যথা কোটীগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। রঘুনাথ রূপ-সনাতন-দ্বারা হইয়া কিরূপ ভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার "প্রার্থনাশ্রয়চতুর্দ্দশক" নামক নিম্ন পদ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে।

"শুক্লায়ত্তে মহাগোষ্ঠঃ গিরিশ্রোহপ্যজগরায়তে।
ব্যাঘ্রায়তে কুণ্ডং জীবাকৃতিরপি যে॥
ন পতন্তি যদি স্নেহস্তেন কিং তত্র দোষঃ
স কিল কুলিশসারৈর্বিধাত্রা ঘটিতঃ।
অস্তমপি পরহেতু র্যাচ্ঞকর্কশ দৃষ্টঃ
প্রকটয়তি জনস্তাস্যঃ কো বহুরথা যা॥
গিরিবরতটকুঞ্জে মঞ্জু বৃন্দাবনেশা-
দয়িত রচয়ন্ শ্রীরাধিকাকৃষ্ণকীর্ত্তিঃ।
ধৃতরতি রমণীয়ঃ সাধয়ন্ তত্র পদ্যাস্তঃ
ত্রুবধিকলমগ্রন্ সর্ব্বকালং বসামি॥
বদতো গিরিবরকুঞ্জে নমতঃ শ্রীরাধিকেত্যনুকৃষ্ণেতি।
বহতো ব্রজরজসিক্তং নাথ সদা মে দিনানি গচ্ছন্তু॥"

আমার জীবনস্বরূপ শ্রীরূপের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমার নিকট মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রকুণ্ডের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। যদি আমার দেহ তৃণপাতের দ্বারা পতিত না হয়, তাহাতে দেহের কোন দোষ নাই; কারণ আমার এই দেহকে বিধাতা বজ্রসার দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অথবা আমি যাঁচ্ঞা তর্কদ্বারা অন্য একটী কারণ দেখিতে পাইয়াছি যে, আমা ভিন্ন অন্য আর কে এইরূপ দুঃখভার বহন করিবে? আমি যেন রাধা-শ্যামের কীর্ত্তি প্রচার করিতে করিতে, রাধানাথের সানুরাগ ও রমণীয় পদ্যসমূহ স্মরণ করিতে করিতে এবং ব্রজের দধি ও জল ভোজন করিতে করিতে গোবর্দ্ধন-তটবর্ত্তী-কুঞ্জে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর যে সরোবর, তাহাতেই সর্ব্বকাল বাস করিতে পারি। হে নাথ! হে শ্রীরূপ! গিরিবরকুঞ্জে বাস, "অয়ে হে রাধে!" "তৎপশ্চাৎ হে কৃষ্ণ,"—এই নামদ্বয় উচ্চারণ এবং ব্রজের দধি ও জল পান করিতে করিতে আমার দিন সমূহ অতিবাহিত হউক।

শ্রীল রূপ-সনাতনের অপ্রকটের পর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর রাধাকুণ্ডে ভজন-প্রণালী ভক্তিরত্নাকর-কার শ্রীল নরহরির ভাষায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"শ্রীরাসগোস্বামির কথা কহনে না যায়।
নিরন্তর হৃদে হিয়া বিরহ ব্যথায়॥
কোথা শ্রীস্বরূপ রূপ সনাতন বলি।
ডাকয়ে নেত্রের জলে বিস্তারয়ে ধূলি॥
অতিক্ষীণ শরীর দুর্বল ক্ষণে ক্ষণে।
কখনে শুতয়ে কিছু দুই চারি দিনে॥
বহির্নিষ্ঠ শুষ্ক দেহ বাতাসে চালয়।
তথাপি নির্ব্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাধয়॥
ভূমে পড়ি' প্রণমি' উঠিতে নাহি পারে।
ইথে যে নিষেধে কিছু না কহয়ে তারে॥
অনুকূল কৈলে প্রশংসয়ে বার বার।
ঠেলি' সাধনাগ্রহ দেবেও চমৎকার॥
প্রভুদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা গুঞ্জাহারে।
দেবে কি অদ্ভুত সুখে আপনা পাসরে॥
দিবা নিশি না জানয়ে শ্রীনাম গ্রহণে।
নেত্রে নিদ্রা নাই অশ্রুধারা দুনয়নে॥
দাস গোস্বামীর চেষ্টা বুঝিতে কে পারে।
সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্যবিহারে॥
নির্জ্জনে বসিয়া করে গ্রন্থানুশীলন।"

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু রাধাকুণ্ডে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর সাক্ষাৎ ও কৃপালাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ঘটনা ১৪১২ শকাব্দের পর। ভক্তিরত্নাকর নিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবাদেবীর সহিতও রাধাকুণ্ডে শ্রীদাস গোস্বামীর সাক্ষাতের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"দাস গোস্বামী, সে নির্জ্জন কুণ্ড-তীরে।
করেন শ্রীনাম গ্রহণাদি ধীরে ধীরে॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ অগ্রেতে আসিয়া।
দাস গোস্বামীর আগে রহিলা দাঁড়াইয়া॥
অবসর পাইয়া করয়ে নিবেদন।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর হৈল আগমন॥
শ্রীঈশ্বরী দেখে দাস গোস্বামীর গমন।
অতিশয় ক্ষীণতনু, তেজ সূর্য্য সম॥
শ্রীঈশ্বরী অন্তর বুঝিতে কেবা পারে।
বয়ে দুই নেত্রে বারি, নিবারিতে নারে॥
শ্রীদাস গোস্বামী, প্রবোধিতে ধৈর্য্য ধরি'।
কৈলা যে উচিত প্রেমময়ী শ্রীঈশ্বরী॥
শ্রীঈশ্বরী আগে দাস গোস্বামী যে কয়।
তাহা শুনি' কার বা না বিদরে হৃদয়॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

লিসুমোর কটেজ
লাইমহেরা সিলং
তাং ২০।১০।২৮ইং

স্নেহবিগ্রহেষু,

আপনার ২২শে আশ্বিন তারিখের পত্র কলিকাতা হইতে redirected হওয়ায় বর্ত্তমান ঠিকানায় সেদিন সিলংএ পাইয়াছি। এখানে নানাকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় আপনার পত্রের উত্তর যথাকালে দিতে পারি নাই। বিলম্ব জন্য ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। অনর্থ-দাসগণ নিজ নিজ অনর্থকে অর্থজ্ঞানে যে পথে চলেন, সে পথ আপনি বা আমরা অনুমোদন করি না। নিন্দক পাপী-সঙ্ঘের অপরাধ সংগ্রহ করিয়া ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হয়। শ্রীবেদব্যাসের অনুগত জনগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথার অনুসরণ করিয়া মঙ্গল লাভ করেন ও অমঙ্গল-পথের যাত্রিগণের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্যই আমাদের গুরুবর্গ শিখিয়াছেন যে, দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করিবে। ভগবদ্ভক্ত আমাদের সঞ্চিত ভোগার্থ উপদেশ-বাক্য দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেন। সুতরাং ঐ সকল অনর্থযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণসেবার আবরণে ভক্তির ছলনায় যে দৌরাত্ম্য করেন, তাহা তাঁহাদের পরতন্ত্রী মাত্র,

উহাকে আমরা কখনও ভক্তি বলিতে পারি না। সেই অপরাধিগণের লক্ষ-প্রভাব আপনার সেবায়ের চিত্তে যাহাতে বিক্ষম প্রকাশ না করে, এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। অনর্থময় গৌড়ীয়-বৈষ্ণববিরোধী অপরাধিগণ গৌড়ীয় মঠের কার্য্যকলাপ-বিষয়ে যে ভ্রমপূর্ণ ধারণা পোষণ করেন, সেই ভ্রমের সেবা করিতে করিতে তাঁহারা কাম, ধন্তরঙ্গ ও শিশু-পালাদির পুত্রূপে ভগবদ্গ্রহণ করিয়া হরিজন-বিদ্বেষ করিতে থাকেন। এই দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ব্যতীত ভজনের অনুকূল বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। যাঁহাদের অনর্থ বিনষ্ট হইবার কাল উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারাই আপনার হরিকথা শ্রবণ করিবেন ও নিজের প্রয়োজনলাভ-চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিবেন। আপনি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার উপায়সমূহের মধ্যে নাম সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার যত্ন করিবেন। প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করিলে অপরাধি-জনগণ আপনার ভজনের ব্যাঘাত করিতে পারিবেন না। যাহাতে প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করিতে পারেন, সেইরূপ সময় করিয়া লইবেন। আপনি সর্ব্বদা গৌড়ীয় পাঠ করিবেন এবং গৌড়ীয় পাঠ করিয়া নিরপরাধী শ্রোতৃগণের মঙ্গল বিধান করিবেন। অপরাধি-জনগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া নিরয় লাভ করিবেন। তাঁহাদের প্রতি মনে মনে দয়া করিবেন। তাহাতেই তাঁহাদের মঙ্গল লাভ হইবে। সূর্য্যের অনস্তিত্ব-সম্বন্ধে যদি বহুলোক চীৎকার করে, তাহা হইলে প্রকৃত মার্ত্তণ্ডের স্বভাবের বা অস্তিত্বের বিপর্য্যয় হয় না। সুতরাং প্রকৃত ভক্তভক্তের বিরুদ্ধে অপরাধি-জনগণ যে সকল বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করেন, তদ্দ্বারা গৌড়ীয়ের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যাঁহারা ঐরূপ অপরাধে মত্ত হন, তাঁহাদেরই অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। মহাবদান্য গৌরসুন্দর অপরাধি-জনগণের ত্রিতাপ দূর করিবার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিতে অনর্থযুক্ত প্রাকৃত কবিরাজ সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিবে। অমর্ষের গুরুদেব রহিলেন; তিনিও তাহাকে অনর্থ সাগরে অনাথ অবস্থায় রাখিয়া দিয়া নিজে ঘুরে সরিয়া থাকেন।

আপনার নাম—দুঃসঙ্গানক, আর অপরাধী, মাথাইীন জনের নাম—অনর্থ জানিবেন।

আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে নিম্নে লিখিতেছি—

১। বৈষ্ণববিরোধী সঙ্কের মতবাদিগণ অনভিজ্ঞ জনগণের নির্ব্বুদ্ধিতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশেই অধোক্ষজ বিষ্ণু-তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা কথা রচনা করেন। শ্রীরামচন্দ্র—বিষ্ণু-বস্তু। বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার। বহিরঙ্গা শক্তিকেই মহামায়া বলা যায়। তিনি অসুরগণের মোহ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকারে অপরাধিগণকে বিষ্ণুশক্তি হইতে ঘুরে নিক্ষিপ্ত রাখেন। অসুরগণের এইরূপই যোগ্যতা। "যো ঘুতসর্গী লোকেঽস্মিন্" শ্লোকেই ইহার প্রমাণ। ভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি হইতে সীতাদেবী প্রকাশিতা। তিনি অনন্যভাবে রামচন্দ্রের সেবা করেন। যাহারা মহামায়াকে সীতাদেবী হইতে পৃথক করিয়া তাঁহাকে ভোগ করিবার বাসনা করে, এইরূপ রাবণের আশ্রিত জনগণের নিকট মহা-মায়াই বহুরূপিণী হইয়া নানাবিধ অসুরমোহিনী লীলা প্রদর্শন করেন। সমধীন ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কুপ্রবৃত্তি-বলে ভগবচ্ছরণে অপরাধী হইয়া নানাপ্রকারে শ্রেয়ঃ কামের বিচার করেন, তাহার ফলে নীল কমলের পরিবর্ত্তে রাম-চন্দ্রের চক্ষুৎপাটন-ঘটনা তামস-প্রবৃত্তি ভগবদ্বিমুখ জনগণের নিমিত্ত তামস উপপুরাণে উল্লিখিত দেখা যায়। বাল্মীকি ঋষি রাম-চরিত্র লিখিবার কালে এরূপ অপরাধের আবাহন করেন নাই। যে রামচন্দ্রের সৌর্য্যশক্তির প্রভাবে এই প্রপঞ্চ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই শক্তিই রামচন্দ্রের ভক্তগণের আশ্রিতা মুক্তিস্বরূপিণী। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের "ভক্তি মুক্তি" শ্লোক আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবেন যে, কৈবল্য-দায়িনী শক্তি মুক্তিদেবী মহামায়া ভগবদ্ভক্তের নিকট কর-যোড়ে নিত্যকাল অবস্থিতা। সুতরাং মুক্তিদায়িনী দেবীকে শ্রীরামচন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগে নিত্যকালই সহিতভাবে অবস্থান করিতে হয়। রামচন্দ্র কখনও তাঁহার পূজা করেন না। রাবণের আশ্রিত জনগণ অপরাজিতাদেবীর ছলনাকারিণী দুষ্টি-সন্নিমূলক তামস বিচার অবলম্বন করেন। রামচন্দ্রের ইষ্টা শক্তি হইতে উৎপন্ন জীবকুল ইচ্ছা করিলে রাবণের সেবায় তাঁহার আরাধ্যাদেবীর সাহায্য রামচন্দ্রের উপর আরোপ করিতে পারেন। অনর্থযুক্ত পাকের মতবাদিগণ গায়ত্রী-গানকারী শুদ্ধ চিদ্ভক্তির অনুগত ভক্ত-সম্প্রদায়ের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ম্মকাণ্ডিগণ এই সকল কথার প্রয়োজনীয়তা ধারণা করিতে পারে না। যে-হেতু তাহারা মূঢ়তার বিপন্ন হইবারই যোগ্য। স্বয়ং ভগ-বান্ রামচন্দ্র যেদিন তাহাদিগের মুক্তিযোগ দিবেন, সেই দিন তাহারা দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইবে। ভগবান্

সর্ব্বদাই নিরপরাধিক ভক্তবৃন্দের সেবা করিয়া থাকেন। ইহাঁর মায়াশক্তি স্বরূপতঃ ভগবানের সেবাই করিতেছেন। সেই সেবার জন্য বিমুখ লোকগুলিকে সেবোন্মুখ হইতে বাধ্য দেওয়াই তাঁহার ভগবৎসেবা। তোমি-সম্প্রদায় সেই মহামায়ার সেবা করিয়া রামচন্দ্রের অন্তরঙ্গা শক্তির সেবায় বঞ্চিত হন। অতএব মহামায়া রামচন্দ্র হইতে শ্রেষ্ঠতর নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত (১ম স্কঃ ৭ম অঃ) বলেন—ভগবানের অপাশ্রিতা মায়া ভগবানের জ্ঞানের বস্তু নহেন। জীবের মোহনের নিমিত্তই মায়াশক্তির ক্রিয়া। ভগবান্ কোন দিন মায়ার পূজা করেন না বা মায়ামিশ্রিত হন না। যে কালে নিষ্কপট জীব ভগবানকে মায়ার পূজায় নিযুক্ত দেখে, তৎকালে সেই জীবের শত্রুতা-বিচার উপস্থিত হয়। বিষ্ণু কখনও মায়ার অধীন নহেন। পরন্তু বিষ্ণু ব্যতীত আর সকলেই মায়ার অধীন। বিষ্ণু—অধয়জ্ঞান, তাঁহা হইতে ভেদবুদ্ধিতে যে দ্বৈত কল্পনা হয়, তাহা অতত্ত্ব-দ্বৈত-বাদ নামে প্রসিদ্ধ। "দ্বৈতে ভ্রান্ত জীব—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥" বৈকুণ্ঠবস্তু বিষ্ণু কখনও মায়াধীন নহেন, তিনি—মায়াধীশ। "মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

২। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীবলরাম, শ্রীকৃষ্ণ—ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব—মায়াধীশ, তাঁহাদের ভোগের উপকরণ বলিয়া যে সকল বস্তুর উল্লেখ দেখা যায়, সেইগুলি সমস্তই অপ্রাকৃত। আমরা—বদ্ধজীব, মায়ার বশ; সুতরাং প্রাকৃত বিচার অপ্রাকৃতে আরোপ করিতে যাওয়া—আমাদের বিচারভ্রান্তি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিতে সমর্থ, কিন্তু আমরা মাত্র শত মন প্রস্তরখণ্ডের চাপে দর্পণের ন্যায় নিষ্পেষিত হইয়া মায়াবদ্ধতাই দেখাই। কৃষ্ণ-রাম রাসস্থলীতে বহু আশ্রিত জনের সেব্যতত্ত্ব। আমরা তাই বলিয়া তাদৃশ কার্য্যে উদ্যত হইলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করি।

অপ্রাকৃত কৃষ্ণ ও রাম যদি মায়াতীত রাজ্যে মদ্য ও পশুর সেবা গ্রহণ করেন, তাহাহইলে ঐ গুলির কোন-প্রকার ক্লেশ হয় না। পক্ষান্তরে, আমরা যদি কাহারও বিন্দু মূত্রপুরীষ, অসদ্ধানসূচক বাক্যও বলি, তাহা হইলে বিদ্ধিত বা নিহত প্রাণী নিশ্চয়ই দুঃখ হয়। আমাদের অধীন রাষ্ট্র, অপ্রাকৃত বিগ্রহগণের লীলার সহিত কখনই সমুদ্রাধিকে গণিত হইতে পারে না।

৩। শ্রীরাম—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। বিষ্ণুবিগ্রহমাত্রেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। বিষ্ণুবিগ্রহ কখনই মায়ারচিত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ভোগ্যবস্তুবিশেষ নহেন।

৪। ভক্তি-যোগমায়া বা প্রেম-যোগমায়া—নিত্যা, বহিরঙ্গা মায়ারচিত অখণ্ড পদার্থ নহেন। ভক্তি যোগ-মায়াই শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমাত্মার সহিত অবিমিশ্র জীবাত্মার সংযোগ বিধান করেন। যোগমায়াকে 'মহামায়া' বলিয়া প্রপঞ্চের বুদ্ধিবিশেষ মনে করিলে অপ্রাকৃত বস্তু হইতে পৃথক্ ভাবা হয়। প্রাকৃত জগতে বস্তুসমূহের মধ্যে যে ভেদ আছে, এবং তাহার সংযোগকারিণী যে শক্তি, তাহা হেয়তা-দোষের আকর। অপ্রাকৃত জগতে তদ্রূপ বিচিত্রতার কোন দোষ নাই। যেহেতু 'দোষ' নামক হেয় পদার্থ এই ভূতাকাশের ন্যায় পরব্যোমে স্থান লাভ করে না। যোগমায়া—শ্রীহরির চিচ্ছক্তি—এই কথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে সপ্তশতী চণ্ডীতেও লিখিত আছে। হরিভক্তে এই যোগমায়া শক্তি অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহার পাঁচ প্রকার রসাশ্রিত আশ্রয়জাতীয় সেবক-সেবিকাগণের কৃষ্ণ-সেবার উপযোগী উদ্দীপন-ভাব স্থায়ীভাবরক্তিতে মিলিত হয়। প্রাপঞ্চিক বিচার লইয়া অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যে দোষা-রোপ করিতে যাওয়া নির্ব্বুদ্ধিতার লক্ষণ। চিত্তশুদ্ধি হইলেই এই সকল কথার উপলব্ধি ঘটে।

৫। ঐশ্বর্য্যপর বিচারে যে সেবোন্মুখতা, তাহাতে যে 'হরেরাম'-শব্দ উচ্চারণ, তদ্দ্বারা দশরথ-নন্দনকেই বুঝায়। কিন্তু মাধুর্য্যপর ভজনে গোপীরমনকেই 'রাম' বলিয়া জানেন। তিনি নন্দের নন্দন। যেখানে 'রাম'-শব্দে রাধারমণের সেবা বিহিত হয়, সেই স্থলে 'হরা' শব্দের সম্বোধন পদেই পরাশক্তির আকর-বিগ্রহ শ্রীবৃষভানু-নন্দিনাকেই বুঝায়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে যাহারা দীক্ষা-সমাপ্তি না হইতেই "দীক্ষা সমাপ্ত হইল" জানিয়া অক্রম চলিয়া যান, সেই সকল ব্যক্তি দুঃসঙ্গফলে যদি কিছু অবনতিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রাক্তনদোষ নিঃশেষিত হইলে তাঁহারা পুনরায় গৌড়ীয় মঠের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিবেন। অনন্যভজনের মূলমন্ত্রের আভাসমাত্র যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের কখনও পতন সম্ভাবনা নাই। তবে, প্রাকৃত বৈকুণ্ঠাপরাধফলে তাঁহারা যে গৌড়ীয় মঠের আশ্রিত

পরিচয়ে মঠের শাসন স্বীকার করেন না, তাহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত দৌর্ব্বল্যজনিত। তৃণবৎকৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ে সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে কোনরূপ দুষ্প্রবৃত্তির আবাহন সম্ভাবনা হইবে না। আপনি যত্ন করিয়া সেই সকল মূল্যাধিক বিচ্যুত জনগণকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করিবেন—ইহাই প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য।

যে সকল অনভিজ্ঞ জন মহাভাগবতের মর্ত্যধর্ম্ম-লীলা ধারণা করিতে অসমর্থ, সেই সকল অবিবেকে বলিয়া থাকে যে, গৌরসুন্দরের আশ্রিত কালাকৃষ্ণদাস কেন দুষ্টস্ত্রীগণের স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়াছিল? কেন ছোট হরিদাস গৌরসেবার ছলনায় ভক্তের আদর্শ অনুসরণ না করিয়া ইতরচেষ্টাযুক্ত হইয়াছিল? কেন রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্র-পুরীর আনুগত্য পরিহার করিয়াছিল? অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর কতিপয় সন্তানক্রব, বীরভদ্রপ্রভুর কতিপয় শিষ্যক্রব কেন স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াছিল? অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রকৃত সত্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিগত বিচারকে দূষিত করিয়া যে সকল কথা প্রচার করে, তাহা অনভিজ্ঞ জনগণের আদরের বস্তু হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেই নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্য বা তদাশ্রিত মহাভাগবতগণের লোকাতীত মহাবদান্য-লীলার তাৎপর্য্যের মধ্যে যখন প্রবিষ্ট হইবে, তখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, অযোগ্য আপামর সর্ব্বসাধারণকে মঙ্গলপথের সুযোগ প্রদান করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য, "জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ যে কৃষ্ণদাস"—এই কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণদাস্য তাৎকালিক লোপ-সামুখ্যক্রমে বিপর্য্যয়ভাবে যে কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা অনধিকার-রাজ্যের প্রত্যক্ষজ্ঞানের নিম্নস্তরীয় ব্যাপার হইলেও "আপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকের তাৎপর্য্য লক্ষিত হয় না। মহাভাগবত জানেন, সকলেই তাঁহার শুভ। তদ্রূপ মহাভাগবতই একমাত্র জগদ্গুরু। গৌড়ীয় মঠের বিচার-প্রণালী শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদিত, শ্রীমদ্ভাগবতবিদ্বেষি-জনগণ তাহাদের দুষ্টবিচারে স্বভাবতঃ বঞ্চিত হইয়া মূল তাৎপর্য্যগ্রহণে অসমর্থ। সুতরাং কৃষ্ণসেবা-বর্জ্জিত কামাদি ষড়রিপুর বশবর্ত্তীজনের বিচার গৌড়ীয় মঠের আচারপরায়ণগণের বিচার হইতে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে অবস্থিত। ভোগীর কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচার ভক্তিপথের আশ্রিত ভাগবতগণের বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

ঠাকুর হরিদাস বলেন,—আমার নামগ্রহণরূপ দীক্ষা সমাপ্ত না হইলে আমি পাপ বা পুণ্যসংগ্রহরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিব না। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" অনভিজ্ঞ জনগণ তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ শিক্ষায় যদি গৌড়ীয় মঠের বা শ্রীমদ্ভাগবতের বিরুদ্ধ আচরণ করেন, তাহাহইলে তাঁহারাই অপরাধী হইবেন। গৌড়ীয় মঠের তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যাঁহারা পাশপক্ষে নিমগ্ন হইয়া দুষ্কৃতির দণ্ডলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীমদ্ভাগবত-বিমুখ হইয়া গৌড়ীয় মঠের নিন্দা করিবেন। উহাতেই তাঁহাদের যোগ্যতা। যেরূপ পুরীষের মক্ষিকা তারতম্যবিচারে ঐ দুর্গন্ধপূর্ণ বস্তুরই আবর করিয়া তাহাতে আগ্রহান্বিত হয়, তদ্রূপ দূষিতস্বভাব-জনগণ শ্রীমদ্ভাগবত ও তদাশ্রিত শ্রীগৌড়ীয়ের নিন্দা করিয়া দূষিত রুচিরই পরিচয় প্রদান করেন। যিনি অপ্রাকৃত বিদ্যাজ্ঞানের অপব্যবহার করিবার মানসে কপটতার বশবর্ত্তী হইয়া গৌড়ীয় মঠের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাঁহার সহিত গৌড়ীয় মঠের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বা নাই। যেরূপ যাত্রার দলের অভিনয়ে বাস্তব সত্যের অভাব লক্ষিত হয়, তদ্রূপ। যেরূপ কৃত্রিম স্বর্ণ স্বর্ণের স্থান অধিকার করিতে পারে না, তদ্রূপ কপটতাময়ী ভক্তির আবরণ কখনই শুদ্ধভক্তির সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না। অভক্তগণের ধারণা প্রয়োজনতত্ত্বে ত্রিবর্গসেবা বা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম অথবা মুক্তিপ্রার্থনা। গৌড়ীয় মঠ ভক্তিপথের পথিক হওয়ায় ঐরূপ অপস্বার্থবিশিষ্ট কাপট্য গৌড়ীয় মঠে থাকিতে পারে না। দীক্ষার অভিনয় ও দিব্যজ্ঞানলাভ—এক নহে। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার নিকপট ভক্তগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে নিত্য বিরাজমান। যে সকল উলূকপ্রকৃতির ব্যক্তি আলোকদর্শনে অসমর্থ, তাহাদের নাম মায়াবাদী, কর্ম্মী ও যথেচ্ছাচারী অভক্ত।

আপনি এই সকল কথা অতি ধীরচিত্তে স্বয়ং আলোচনা করিবেন এবং যাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তাহাদিগকেও এই সকল কথা শুনাইবেন। যদি সময় করিয়া উঠিতে পারেন, তবে অন্য কোন সময় সাক্ষাৎমত সকল কথা শুনিবার ও সকল সংশয় মিটিবার সুযোগ হইবে। আমরা সকলে ভাল আছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—শ্রীসিদ্ধান্ত-সরস্বতী

অনধিকার-চর্চ্চা

(৬)

বঙ্গবাসী পত্রের পণ্ডিত ভট্টপল্লীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ঐ কাগজে বিগত ২৬শে শ্রাবণ তারিখে স্বস্থবাসী এক প্রবন্ধে অপপার্থ-প্রোবণ-কল্পে বলিয়াছেন যে, "তাঁহারা চৈতন্যদেবের মত মানেন, তাঁহারা সন্ন্যাসের সমর্থন না করিয়া সন্ন্যাস-নিষেধের সমর্থন করিলেই ভাল হয়। যদি চৈতন্যদেবের ধর্ম্মমত মানিতে হয়, ত' সন্ন্যাস আবশ্যক, অধিকন্তু আচার্য্য শঙ্কর প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাস—কুসংস্কারের হেতু। চৈতন্যদেবের ইঙ্গিতে কলিতে যে সন্ন্যাস-নিষেধ, তাহার মর্ম্মও উদ্ঘাটিত অর্থাৎ নামসঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত কলিকালে গতির উপায় আর কিছুই নাই। তাহা যদি হইল, তবে সন্ন্যাসাশ্রম কি জন্য?' ২৬শে শ্রাবণের পত্রেও উক্ত তর্করত্ন মহাশয় আরও কয়েকটী প্রবন্ধে নানাপ্রকারে নিজ পাণ্ডিত্যের পরিচয়-প্রদান-মুখে যে সকল বেফাঁস কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গবেষণার অন্তঃপ্রবেশাধিকারে অসমর্থতাই প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা সেগুলির ক্রমশঃ আলোচনা করিয়া ঐ সকল প্রবন্ধের সারবত্তা কতটুকু তাহা নিরপেক্ষ পাঠকগণকে দেখাইব। বর্ত্তমান ৬ষ্ঠ প্রবন্ধেই তাঁহার প্রথম পত্রের অভিনব মতবাদ সম্যক্‌রূপে উন্মূলিত করিবার উদ্দেশেই লিখিত হইল। সহৃদয় পাঠকগণ তাঁহার প্রথম পত্রের বিচারের দোষদুষ্ট দর্শন করিতে গিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না। যে তর্করত্ন মহাশয়ের ন্যায় ভক্তিবিরোধি-জনের কেবল শাস্ত্রতাৎপর্য্য-বোধের অভাব ব্যতীত তাঁহার অভিসন্ধি যে ভাগবতগণের নির্ম্মৎসরতার বিপরীত গতি লাভ করিয়াছে, তাহাও প্রত্যেক সুধী ব্যক্তি বুঝিতে পারিয়াছেন।

তর্করত্ন মহাশয় শ্রীরঘুনন্দনের মলমাসতত্ত্ব-পাঠকালে জানিয়াছেন যে, অশ্বমেধ গো-মেধ, সন্ন্যাস ও মাংস-দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবরকর্ত্তৃক সুতোৎপাদন—এই পাঁচটী অনুষ্ঠান কলিকালে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহাতেই তাঁহার মস্তিষ্কটী সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণ-বিষয়ে গোলমাল হইয়াছে। তিনি যেমেলি বিচারানুসারে অনভিজ্ঞ জনগণের ন্যায় কলিকালে সন্ন্যাস নাই বলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। বৈধিক অনুষ্ঠানের অনুপযোগে কলিকালে সন্ন্যাসের সম্ভাবনা নাই—একথা সত্য; যেহেতু শৌক্রবিচারসঙ্কুচিত দেবলের কথিত "সর্ব্বাসু সংস্কৃতা নারী সর্ব্বাসু সংস্কৃতা" শ্লোকের আবরণে অনেক স্থলে ভ্রান্তজনগণ গোলকাদির শুদ্ধবর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থান প্রতিপাদন করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কলিকালে অগ্নির অভাবে সংস্কার-কার্য্যাদির জন্য অগ্নির নিষেধ হইতেছে ও জাপান হইতে আমদানী হইতেছে এবং কলুষিত বৈদেশিক দ্রব্যাদি দ্বারা তাৎকালিক সৃষ্ট অগ্নি সংস্কার কার্য্যের সাক্ষ্যস্বরূপে গৃহীত হওয়ায় নিরর্থক অনুষ্ঠানে বৈধিক প্রথার পথ রোধ করিয়াছে। বিশেষতঃ, যাঁহারা কেবলমাত্র বেদাধ্যয়নে বয় পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র তর্কাদি-শাস্ত্রে আত্মনিয়োগ করেন, এরূপ ব্যক্তির জীবদ্দশায় প্রাপ্ত যজ্ঞসূত্র শক্তিহীন হইয়া পড়ে। বীর্য্য-হীন ব্রাহ্মণক্রবগণ গায়ত্রী-শক্তির উপাসনা-রহিত হইয়া নামেমাত্র জড়োপাসক শূদ্র-শ্রেণীতে আপনাদিগকে গণন পূর্ব্বক সর্ব্বশক্তিমান বিষ্ণুর ভজন পরিত্যাগে বিষ্ণুর অবজ্ঞা এবং বিষ্ণু ব্যতীত নানা কল্পিত দেবদেবীর অবিধি-পূর্ব্বক উপাসনা করিয়া অধঃপতিত হন। বিষ্ণুর বৈষ্ণবসেবা-রহিত, বিষ্ণুর অবজ্ঞাকারী জড়োপাসক শাক্তেয়মত-বাদিগণ এবং তাঁহাদের অধস্তন সন্তানগণ পিতৃপিতামহের বেদপাঠ-রাহিত্য-হেতু অনুশোচে পরিশ্রম-নিবন্ধন তাদৃশ ব্যক্তিগণের বংশে জন্মলাভ করিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে শূদ্রবংশে জাত হন। যামল বলেন—

"অতস্তাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামার্ষমার্গেণ শুদ্ধির্নৈ প্রৌতবর্ত্মনা হি"

এই সকল পক্ষ্যমবচন পরিহার করিয়া যাঁহারা কপটতা বিস্তার পূর্ব্বক বংশ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চাহেন, শাস্ত্র তাঁহাদের পরিত্রাণবরে গান করিয়া থাকেন।

এই সকল ব্যক্তি শৌক্রগায়কে বহুমানন করিয়া বৃত্তের বিপর্য্যয় সাধনপূর্ব্বক যে বৌদ্ধাম্না প্রচলন করেন, তাহা অনভিজ্ঞ অশিক্ষিত জনসমাজেরই উপযোগী। তদ্দ্বারা

কলি-নায়ক বিবাদ যুগে সত্য নূনাধিক দুর্লভ হইয়াছে। কলিযুগে সত্যের আদর নাই বলিয়া কলিসম্ভূত বৈদিকাভিমানী জনগণের পক্ষে পঞ্চনিষেধের মধ্যে সন্ন্যাসিক্রম হইবার নিষেধ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। উহা ব্রাহ্মণ ও তাপস-স্বভাব ব্যক্তিগণের জন্য বিধি। সাত্ত্বত-স্বভাব ভাগবতগণের জন্য উহা কখনই নিষিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। রজস্তমোগুণ নিরাস করিতে হইলে সত্ত্বগুণের প্রাবল্য উভয়ের সাত্ত্বত কক্ষ-সমর্থনে যোগ্যতা লাভ করে। আমার বিবদমান গুণসমূহের অকৃতমজ্ঞানে সত্ত্বের প্রাবল্য যেকালে নিজ সর্ব্বনাশনে ব্যস্ত হয়, সেকালে ঐ প্রকার সাত্ত্বত আচরণও রাজস-তামস-শ্রেণীর মধ্যে গণিত হয়। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—রজস্তম বিদূরিত করিতে যেরূপ সত্ত্বগুণের শক্তি দেখা যায়, কলাগুণসঙ্গের সহিত সত্ত্বমিশ্রিত সত্ত্বগুণের আপেক্ষিক সত্ত্বমুক্ত কক্ষ বিদূরিত করিতে বিশুদ্ধসত্ত্বের আবশ্যকতা আছে। বিশুদ্ধসত্ত্বের নামান্তরই নির্গুণ। উহা সত্ত্ব পরিচয়ের শ্রেণীতে বুদ্ধিবান্ জনকর্তৃক গণিত হইতে পারে না। নির্গুণ সন্ন্যাস-বিধি কখনই সত্ত্বগুণ শাস্ত্রশাসনের অধীন হইতে পারে না। গৌণ-শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা ভক্তিবিদ্বেষী নির্গুণ ভাগবতগণকে রাজস বা তামস প্রকৃতির বিধানের অন্তর্ভুক্ত করিতে যত্ন করেন, তাহা হইলে নারদপ্রোক্ত স্মৃতি-সম্প্রদায় তাহাদের বালচাপল্যকে মূর্খ সমাজ ও অশিক্ষিত অসংস্কৃত নারীলম্পটোচিত 'মেয়েলি বিচার' বলিয়া জানিবেন মাত্র। রাজস ও তামস পুরাণ, রাজস ও তামস পঞ্চরাত্র অনেকস্থলে সাত্ত্বত পুরাণ ও সাত্ত্বত পঞ্চরাত্রের সেবা করে। যখন তাঁহারা সেবোন্মুখবৃত্তি-বশে কোন সত্য কথা উদ্ঘাটন করেন, তখন তাঁহাদিগসম্প্রদায় নারদপ্রোক্তিগণের বিচার বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের মধ্যে একাকার করিয়া ফেলেন। কলিহত জীব নিতান্ত ক্ষীণপুণ্য ও অসুরস্বভাবের অনুগমনপ্রিয়। তাহারা প্রকৃত, প্রস্তাবে লোককারী শূদ্র হইয়াও আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ অভিমানে অতিরিক্ত করায় শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে—

"শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেশোপজীবিনঃ।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্॥"

রজস্তমঃস্বভাবসম্পন্ন জনগণ ব্রাহ্মণ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া বিষ্ণুভক্তের বিদ্বেষ করেন। তাঁহারা প্রকৃত অভাব অন্ত লোককারী হইয়াও আপনাদিগকে 'শূদ্র' বলিয়া পরিচয় দিবার পরিবর্ত্তে 'অশূদ্র' বলিয়া দম্ভ প্রকাশ করেন। ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে শ্রুতিপথবিচ্যুত শূদ্রগণ স্বীয় নিসর্গবলে রজস্তমোগুণ দ্বারা তত্ত্বং আধিকারিকগণের পূজা করিয়া থাকেন। সনবীন ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্বভাবোচিত বিচারক্রমে তামস কল্পিত দেবতার উপাসনায় ব্যস্ত থাকিয়া চিৎপাক্ত হইবার পরিবর্ত্তে 'অচিৎপাক্ত' হইয়া পড়েন। সেই সকল গায়ত্রীবর্জ্জিত ভাগবতবিদ্বেষিগণ হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর রীতি অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুভক্তে আসুরিকাবুদ্ধিরহিত হন। বৈধ-বর্ণাশ্রমবিচার তাঁহাদের ভাল লাগে না। তাঁহারা বৈকল্পবৃত্তিকে আবরণ করিয়া জীবের অমঙ্গল কামনাপূর্ব্বক আপনাকে ও অপরকে ইতর পথে লইয়া যান। তজ্জন্যই "অধর্ম্মরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের বাধকারক বলিয়া অভিমান করিবেন"—কলিধর্ম্মবিচারে ভাগবত ৫ম ভবিষ্যবাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐকান্তিক নিষ্কপটবর্জ্জিত কাল্পনিকবিচারপ্রিয় আধিকারিকসম্প্রদায় মনোধর্ম্মি-সাধকগণের উপযোগী কল্পিত প্রাপঞ্চিক দেবগণের উপাসক হইয়া পড়েন। তাহা শূদ্রোচিত বিচারমাত্র। এইরূপ শূদ্রস্বভাবজনগণ আপনাদিগকে অবৈধবর্ণাশ্রমস্থিত সত্ত্ব জানিয়া ব্রাহ্মণক্রব, ক্ষত্রিয়ক্রব, বৈশ্যক্রব ও শূদ্রক্রব সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। তাঁহারা বৃত্তবিচার পরিত্যাগ করিয়া লৌকবিচারের আবরণে নিজ-নিজ-গুণকর্ম্মের তারতম্য বিলোপ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ ব্রহ্মজগণেরই বৃত্তি। উহা উপনয়ন পূর্ব্বক বিভিন্ন অধিকারের জনগণ অনভিজ্ঞ সমাজের দ্বারা পুষ্ট হইয়া অনধিকারীর ব্রাহ্মণাধিকারলাভের সমর্থন করেন; সবিৎপাণি হইবার অভিনয়ে দ্বিজন্মের অভিব্যক্তি করিয়াই উপনয়ন কালের অঙ্গীকৃত বিষয়ের উল্লঙ্ঘন করেন। সেই শূদ্রস্বভাবসম্পন্ন বিশুদ্ধ শূদ্রগণ ধরিসেবা ছাড়িয়া দিয়া ভোগময় বিষয়সেবায় প্রবৃত্ত হন এবং বিষয় হইতে বঞ্চিত হইলেই তাঁহাদের শোক উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য, প্রাপঞ্চিক বিষয়সমূহ ও তাহাদের গ্রহণকারী ইন্দ্রিয়সমূহ সকলই নশ্বর। মায়ারচিত জগতের সেবাই শূদ্রের একমাত্র ধর্ম্ম। তত্ত্বজ্ঞানলাভানন্তর পরমাত্মার সাহিত্যক্রমে হরিসেবনই একমাত্র ব্রাহ্মণের কৃত্য। আধ্যক্ষিক জ্ঞানবলে বলী শূদ্র কখনই

উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইতে পারে না—শাস্ত্র তারস্বরে এই কথা গান করেন। যাঁহারা অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া স্ত্রিগুণের পরপোলকাভিমানে চঞ্চল মনের সাহায্যে বিক্ষিপ্তচিত্ত, ক্ষীণ, লুব্ধ, অত্যাবশ্যক, অসদ্গ্রহগ্রহণে অবৈধভাবে তৎপর, সেই সকল স্বাভাবিক মূঢ়গণ কখনই প্রতিগ্রহ, যাজন ও অধ্যাপনে অধিকার লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু কলি-কালে সকলই সম্ভব হইয়াছে! যাবতীয় অনধিকারী তাঁহাদের অধিকারবহির্ভূত ব্যাপারে ব্যস্ত! দিবসত্রয় মাত্র ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানের অভিনয় প্রদর্শন করিয়া উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিন দিন যাইতে না যাইতেই সমাবর্ত্তন করিয়া জড় সেবার প্রমত্ত হন—বেদে অনধিকার লাভ করাই যেন তাঁহাদের জীবনের একমাত্র কৃত্য বিবেচনা করিয়া অতজ্ঞান লাভে ব্যস্ত হন।

(ক্রমশঃ)

অভিনন্দন পত্র

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীকরসরোরুহেষু।

মহাত্মন্!

আমরা ঘুংড়ীবাসী জনমণ্ডলী আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইতেছি। ভগবৎকৃপায় ভবাদৃশ বিজ্ঞত-কীর্ত্তি ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষের সাহচর্য্যলাভ করিতে পারিয়া আমরা নিজকে ধন্য মনে করিতেছি এবং যাঁহার কৃপায় আমরা এই আশাতীত সৌভাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, সেই ভগবানকে আমরা কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি।

ধর্ম্মবান্ধব জগদ্বাসীর আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য পারমার্থিক অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করিয়া এবং দেশ-দেশান্তরে হরিকথা প্রচার করিয়া আপনি বিশ্বমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জগদ্বাসীর মঙ্গলের জন্য যে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন, যুগধর্ম্মের প্রভাবে তাহার প্রকৃত মর্ম্মার্থ আমরা আজ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। আপনি নানারূপ গ্রন্থাদি প্রণয়ন দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশিষ্টতা আমাদের গোচরীভূত করিয়াছেন এবং নানাবিধ ক্লেশ সহ করিয়াও ভারতের নানাস্থান পর্য্যটন ও হরিকথা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া মূঢ় মানব হৃদয়ে ভগবৎপ্রেমের অঙ্কুর উদ্গীরিত করিয়াছেন ও করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমরা আপনার সদ্গুণাবলীর দ্বারা বিমুগ্ধ হইয়া অল্পাবসরে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

বশংবদ

শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী জমিদার, বেহুপাড়া।
শ্রীঅপূর্ব্ব কুমার ঘোষ বি, এল, চেয়ারম্যান, ঘুংড়ী মিউনিসিপ্যালিটী।
শ্রীউপেন্দ্র শরণ সান্যাল বি,এল, সভাপতি ঘুংড়ী, হিন্দুধর্ম্মসভা।
শ্রীপ্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী বি,এল, সম্পাদক, গোয়াল-পাড়া জিলাসমিতি।
শ্রীনরেন্দ্র নাথ কুণ্ডু।
কুমার শ্রীললিত নারায়ণ দেব বি, এল,।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীরূপ-সেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

প্রাপঞ্চিকতা বৃদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌরাব্দ ৪৩, শনিবার, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫, ১৭ই নভেম্বর, ১৯২৮ | ১৪শ সংখ্যা

আসাম প্রদেশে শ্রীল প্রভুপাদ

কামাখ্যা পর্ব্বতে

গত ২০শে আশ্বিন ৯ই অক্টোবর শ্রীইন্দিরা একাদশীর দিবস শ্রীল প্রভুপাদ অনুগামী ভক্তবৃন্দের সহিত সূর্য্যোদয়ের প্রারম্ভে মোটরযান-যোগে গৌহাটী হইতে কামাখ্যায় উপনীত হইলেন। গৌহাটী হইতে কামাখ্যা-পর্ব্বত চারি মাইলের অধিক হইবে না। গৌহাটী ব্রহ্মপুত্র নদের তীর হইতে কামাখ্যা-পর্ব্বত দৃষ্ট হয়। পর্ব্বতের পাদদেশ বিধৌত করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক শোভা বড়ই মনোরম।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমুখকাহলে হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে কামাখ্যা-পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতা-রোহণের সময় ভক্তবৃন্দ পুনঃ পুনঃ "শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-জয়"-ধ্বনিতে উপত্যকা-প্রান্ত মুখরিত করিয়া তুলিলেন। পর্ব্বতে উঠিতে উঠিতে মধ্যে মধ্যে ঘোর রক্তবস্ত্রধারী, কপালে কধির-বিন্দু-ভূষিত ব্যক্তি সকলকে দেখিতে পাইয়া ভক্তগণ উচ্চৈঃ-স্বরে গৌর-কৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতের উভয়পার্শ্বেই গোলোক-চাঁপা-বৃক্ষরাজির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া গেল। গোলোক-চাঁপার বৃক্ষ দর্শনে ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে শ্রীধাম মায়াপুরের ভক্তকাঞ্চীর সমাধিপাটের স্মৃতি জাগরিত হইল। দুই তিন স্থানে বিশ্রাম করিয়া ভক্তবৃন্দ-সহ শ্রীল প্রভুপাদ কামাখ্যাপীঠের বৃহৎ মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পথে বশনত্রাবিষ্কার মন্দির, শিবমন্দির, ছিন্নমস্তার মন্দির প্রভৃতি দৃষ্ট হইল। শোনা গেল, এই সকল মন্দির ভূমিকম্পে নষ্ট হওয়ার পর ত্রাবতাঙ্গার মহারাজা উহাদিগের সংস্কারবিধান করিয়াছেন। নবীন শান্তিপুরের চিংড়িমারা ভট্টাচার্য্যদের বাড়ী দৃষ্ট হইল। ঐরূপ নাম-শ্রবণে অনেকেরই মনে একটু কৌতূহল উদিত হইল। হয়ত' কোন ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতিশয় মৎস্যপ্রিয় ছিলেন বলিয়াই ঐরূপ নাম হইয়া থাকিবে।

কিংবদন্তী এই যে, সতী দক্ষ যজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিবার পর মহাদেব সতীর দেহ স্কন্ধে লইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। ক্রমে সেই দেহ হইতে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব পতিত হওয়ায়, সেই সকল স্থানে এক একটী পীঠ প্রকাশিত হইল। কুব্জিকা নামক স্থানে দেবীর যোনি-মণ্ডল পতিত হইয়াছিল। উহা পতিত হইয়াই প্রস্তররূপে পরিণত হইল; তাহাই 'কামাখ্যা' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। 'কাম' আখ্যা বা নাম যাঁহার, তিনিই কামাখ্যা। মহামায়া কামাখ্যা এই স্থানে পঞ্চ কামিনী-মূর্ত্তিতে অবস্থান করেন বলিয়া কামাখ্যাদেবীর উপাসকগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে। সেই পঞ্চমূর্ত্তির নাম এই,—কামাখ্যা, ত্রিপুরা, কামেশ্বরী, সারদা ও মহোৎসাহা। দেবীর চতুর্দ্দিকে

অষ্টযোগিনীর নাম শ্রুত হয়। যথা,—গুপ্তকামা, শ্রীকামা, বিন্ধ্যবাসিনী, কটীশ্বরী, ধনদা, পার্বতী, বীর্যেশ্বরী ও প্রকটা। অপরাপর তীর্থসমূহ এখানে স্থলরূপে অবস্থিত আছেন।

যোনিপীঠ বা কামাখ্যাদেবীর বৃহৎ মন্দিরের সম্মুখে অষ্টধাতু-নির্ম্মিত চতুর্ভুজা চামুণ্ডাদেবীর মন্দির। পৌষমাসে কামাখ্যাদেবীর সহিত মহাদেবের বিবাহোৎসব হইয়া থাকে। কামাখ্যাদেবীর ভক্তগণ দেবীকে মৎস্য, মাংস ও আতপতণ্ডুলের অন্ন ভোগ দিয়া থাকেন। পর্ব্বতের উপরে মহিষ ও ছাগবলির স্থানও রহিয়াছে। বলি-স্থান রুধির-রঞ্জিত দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত ব্যথিত-চিত্তে সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

এই স্থানে এককালে তামসতন্ত্র-কল্পিত শক্তিপূজার এতদূর প্রাবল্য হইয়াছিল যে, কামাখ্যাদেবীর নিকটে নরবলি পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইত। কুচবিহারপতি রাজা নর-নারায়ণ কামাখ্যা-মন্দির নির্ম্মাণকালে ১৪০টী নরবলি দিয়াছিলেন। কালাপাহাড় কামাখ্যাদেবীর প্রাচীন মন্দিরের চূড়া ও বিভিন্নস্থান ভগ্ন করায় রাজা নর-নারায়ণ উহার সংস্কার এবং অন্যান্য নূতন মন্দির সকল নির্ম্মাণ করেন। প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষগুলি কামাখ্যা পর্ব্বতেই দৃষ্ট হইল। কুচবিহার তখন নরক কামরূপের রাজধানী ছিল। নর-নারায়ণের আতুষ্পুত্র কোচহাজো নামক স্থানের রাজা রঘুদেব কালাপাহাড়ের অত্যাচারে ভগ্ন হয়গ্রীব-মাধবের মন্দির সংস্কারপূর্ব্বক তথায় পুনরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময় অনেক নরবলি দিয়াছিলেন। তামসিক তান্ত্রিক-মত এতদূর প্রসারিত হইয়াছিল যে, বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কালেও নরবলি প্রদত্ত হইত। সেই সময় কামাখ্যার এক শ্রেণীর লোক ছিল—যাহারা 'ভোগী' নামে অভিহিত হইত; উহারা স্বেচ্ছায় দেবীর সম্মুখে আত্মবলি প্রদানের জন্য প্রস্তুত ছিল। যে সকল ব্যক্তি 'ভোগী' শ্রেণীতে নাম লেখাইত, তাহারা নাম লেখাইবার দিন হইতে সাধারণের বিশেষ সম্মানের পাত্র হইত। তাহারা বিনা-দণ্ডে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিত—স্বেচ্ছামত যে কোন স্ত্রী সম্ভোগ করিতে পারিত; উহাদিগকে এক বৎসরান্তে বলি দেওয়া হইত। এই এক বৎসরকাল যথেচ্ছ কামোপভোগের জন্য তাহারা কামাখ্যাদেবীর উপাসক "ভোগী" বলিয়া সম্মানিত হইত। তৌতিক বিদ্যা, ইন্দ্রজাল-বিদ্যা, সুরাপান, হস্তগণনা, গর্ভবতীর গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া ভ্রূণ-পরীক্ষা প্রভৃতি তামসিক ব্যাপার ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কালী বা মহামায়াকে আসামের লোক "কাঁচাখেকো গোহানী" (গোস্বামিনী) বলিত। বিচারে যে সকল মানুষের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইত, তাহাদিগকে "কাঁচাখেকো গোহানী"র সম্মুখে বলি দেওয়া হইত এবং তাহারা মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কএকদিবস যথেচ্ছাচারিতার সহিত কামোপভোগ করিতে পারিত। মহামায়া কামাখ্যা-দেবী এইরূপে ভক্ত জন-দ্বারা কৃষ্ণবিমুখ-জগতের কাম-বিবর্দ্ধনের যন্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তগণ যখন কামাখ্যা-পর্ব্বতে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন কামাখ্যার মন্দির বন্ধ ছিল। সকলেই দূর হইতে দেবীকে দণ্ডবৎ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবতের শ্লোক উচ্চারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥"

অয়ি মহামায়ে, মহাযোগিনি, অধিশ্বরি, কাত্যায়নি দেবি! তুমি নন্দসুত কৃষ্ণকে আমার পতি করিয়া দাও, তোমাকে প্রণাম করিতেছি।

প্রভুপাদ আরও বলিলেন,—কৃষ্ণকামিনী গোপীগণ কাত্যায়নীর পূজা করিয়াছিলেন। পরমশক্তিমান্ ভগবানের শক্তি এক, সেই পরাশক্তি এক হইয়াও বিবিধ কার্য্যার্থ ভিন্নরূপে প্রকাশিতা। বেদ বলিয়াছেন,—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥"

চণ্ডিকাদেবী পরমেশ্বরকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন,—

"তব বক্ষসি রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে।
মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে সাদপদ্মার্চ্চনে রতা॥"

শক্তির অদ্বয়ত্ব থাকিলেও শক্তির বৈচিত্র্য আছে,—

"বিদ্যোর্দ্ধিয়া ভগবতী দ্বয়া সংমোহ্যতে জগৎ।"

অধোক্ষজতত্ত্ব ভগবানের একই মায়াশক্তি স্বরূপভেদে উন্মুখ-পালিনী ও বিমুখ-মোহিনী। উন্মুখ-পালিনী মায়া গোকুলেশ্বরী অন্তরঙ্গাশক্তি যোগমায়া নামে খ্যাতা, আর বিমুখ-বিমোহিনী মায়া অখিলেশ্বরী বহিরঙ্গা জড়মায়ারূপে কীর্ত্তিতা। একই মায়ার এই বিবিধ স্বরূপ দ্বারা অপ্রাকৃত ও

প্রাকৃত জগৎ সম্মোহিত। উন্মুখ-পালিনী মায়া নিষ্কপট কৃপাময়ী, আর বিমুখ-মোহিনী মায়া কপট কৃপাময়ী। একটী স্বরূপশক্তি, আর একটী ছায়াশক্তি। ছায়া আপাত-দৃষ্টিতে করুণাপাটব-দোষে দেখিতে কায়ার মত প্রতীত হইলেও ছায়ার কায়া নাই, আর কায়ার অপাশ্রিত অংশে ছায়া থাকিলেও কায়াতে ছায়া নাই; সুতরাং যোগমায়া অপ্রাকৃত কামদেবের কাম-বৃত্তির জন্য শুদ্ধ জীবগণকে সহায়তা করিয়া জীবগণের প্রতি নিষ্কপট কৃপা করেন, আর মহামায়া কৃষ্ণ-বিমুখ জীবগণের দেহ ও মনের কামবর্দ্ধন করাইয়া তাহাদিগকে অপ্রাকৃত কামদেবের বিকৃত, প্রতি-ফলিত, ক্ষুদ্র দ্বিতীয়-সংস্করণ-প্রতীতি প্রদান পূর্ব্বক তাহা-দিগের প্রতি কপট-কৃপা করেন অর্থাৎ তাহাদিগকে ভোগ্য দিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ এইরূপ ভোগ্য-দেওয়া মহা-মায়ার উপাসক নহেন, তাঁহারা শুদ্ধ শাক্ত বা যোগমায়ার উপাসক। অশুদ্ধ শাক্তগণ মায়ার কপট-কৃপা বা ভোগ্যে পতিত। যেমন, একটী পথেরই দুইটী দিক্ দুইটী ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, সেই প্রকার যোগমায়া "একানংশা" অর্থাৎ অখণ্ডস্বরূপা হইয়াও বিমুখ-মোহিনী মহামায়া ও উন্মুখ-পালিনী যোগমায়া নামে পরিচিতা। এই মহামায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা নাম্নী দুইটী বৃত্তি আছে, তাহা দ্বারা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল কৃষ্ণ-বিমুখ জগৎ বা সমস্ত দেহাভিমানী জীব বিভিন্নভাবে মুগ্ধ হইয়াছে। সাত্বত-তন্ত্র নারদ-পঞ্চরাত্র প্রতিষ্ঠিতা-সংবাদে এই কথাই বলিয়াছেন,

"জ্ঞানাত্মোকাপরাকাখ্যং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা।
যা পরা পরমাশক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী।
দত্তা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাপাং পরমাত্মনঃ।
মুহূর্ত্তাদেবদেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি মানবা।
একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বদাত্রী গোকুলেশ্বরী।
অনয়া মুক্তলো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ।
অন্যা আবরিকাশক্তির্মায়াখ্যাখিলেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ॥"

শ্রীল প্রভুপাদ শক্তিতত্ত্ববিষয়ে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিবার পর কামাখ্যাদেবীর নিষ্কপট-কৃপাপাত্র কোন এক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান বলিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন,—"শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থে প্রাগ্জ্যোতিষপুর-নিবাসী এক ব্রাহ্মণের কথা জানাইয়া-ছেন। পুরাকালে কামরূপে কোন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের আপাতিক পাণ্ডিত্য কিছুই ছিল না; তিনি শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিদিন প্রাগ্জ্যোতিষ-পুরবাসিনী কামাখ্যাদেবীর পূজা করিতেন। দেবী এই ব্রাহ্মণের পূজায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নে দশাক্ষর গোপালমন্ত্র প্রদান করিলেন। শ্রীমদনগোপালদেব ঐ মন্ত্রের দেবতা, মন্ত্রটী সাক্ষাৎ মহাচিন্তিস্বরূপ। ব্রাহ্মণ স্বপ্নে মন্ত্রলাভ করিলেও অবিশ্বাস বশতঃ সেই মন্ত্রজপে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। কামাখ্যাদেবী পুনর্ব্বার তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন প্রদান করিয়া ঐ মন্ত্রজপের আদেশ করিলেন। দেবীর আদেশের পর ব্রাহ্মণের মন্ত্রজপে প্রবৃত্তি হইল: ব্রাহ্মণ অনুক্ষণ একান্তভাবে শ্রীমদনগোপাল-মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। জপ-প্রভাবে ব্রাহ্মণের ইতর-কামনার নিবৃত্তি হইল। কামনা-নিবৃত্তি ও অজ্ঞাতিনাশ বিদূরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে শান্তির উদয় হইতে লাগিল। মানবের কোন পারলৌকিক কৃত্য আছে—এইরূপ কোন জ্ঞান ঐ ব্রাহ্মণের ইতঃপূর্ব্বে ছিল না। কামাখ্যাদেবীর নিকট হইতে গোপালমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ঐ মন্ত্রজপ-প্রভাবে তিনি পারলৌকিক-কৃত্য-বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিলেন; কিন্তু বস্তুতত্ত্ব বা সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন ভগবদ্ধাম ব্যতীত অপর কোন পারলৌকিক সাধন ও সাধ্য আছে,—ইহাই তাঁহার বোধ হইতে লাগিল। তিনি গৃহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন এবং ভিক্ষাবৃত্তি-দ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে গঙ্গাতটে বেদ-বেদাঙ্গাদি-বিদ্যা-বিশারদ স্বধর্ম্মাচারপরায়ণ অনেক গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের মুখে অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম, পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং ব্রতাদি কাম্যকর্ম্ম সমূহের স্বর্গভোগসুখরূপ ফলশ্রুতির কথা শ্রবণ করিলেন। ব্রাহ্মণদিগের বিবিধ সঙ্কল্প-বাক্য-দ্বারা ঐ সকল কর্ম্মের আচরণ ও নিষ্ঠা-দর্শনে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তিনিও তাহাদিগের আচারে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কামাখ্যাদেবীর আদেশে আদর-প্রযুক্ত প্রত্যহ একান্ত-ভাবে দেবীপ্রদত্ত মন্ত্রও জপ করিতে বিরত হইলেন না। মন্ত্রজপের প্রভাবে তাঁহার চিত্ত ঐ সকল কর্ম্মে সন্তোষলাভ করিতে পারিল না। কর্ম্মের দ্বারা চিত্তের

সন্তোষ না পাইয়া তিনি বিরক্ত হইয়া কাশীধামে গমন করিলেন। কাশীধামে তিনি নানাদেশীয় কেবলাদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীগণের সাক্ষাৎ পাইলেন; তাঁহারা ব্রহ্ম-সাযুজ্য-মুক্তিই চরম প্রয়োজন—ইহা তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসিগণের কথা শুনিয়া কামরূপবাসী ব্রাহ্মণের জ্ঞান-সন্ন্যাস গ্রহণের অভিলাষ হইল। কিন্তু তিনি কামাখ্যাদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত এবং আন্তরিক দৃঢ়হেতু নিজমন্ত্র-জপে বিরত হইলেন না। একদিন রাত্রিতে স্বপ্নাবস্থায় তিনি স্বীয় মন্ত্রদেবতার দর্শন পাইলেন; মন্ত্র-দেবতাকে দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার পরম-সৌন্দর্য্যে এতদূর আকৃষ্ট হইলেন যে, তাঁহার মন্ত্র-জপ ব্যতীত অন্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হইল না। তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নিদ্রাকালে শ্রীবিশ্বনাথ কামাখ্যাদেবীর সহিত আবির্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণকে এইরূপ আদেশ করিলেন,—"ওরে মূর্খ! জ্ঞান-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতমার্গে প্রবিষ্ট হইও না, তাহাতে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে, তুমি শীঘ্র শ্রীমথুরামণ্ডলে গমন কর। শ্রীমথুরামণ্ডলান্তর্গত শ্রীবৃন্দাবনে তুমি অবশ্যই সফল-মনোরথ হইবে।" কামরূপবাসী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবরাজ শম্ভু ও বৈষ্ণব-সম্রাজ্ঞী কামাখ্যাদেবীর এই আদেশপ্রাপ্ত হইয়া নিদ্রাভঙ্গমাত্রই অতি ব্যাকুলচিত্তে পুনঃ পুনঃ 'মথুরা' 'মথুরা' নামকীর্ত্তন করিতে করিতে মথুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে প্রয়াগ প্রাপ্ত হইলেন। মাঘমাসে স্নানের নিমিত্ত তখন প্রয়াগে অসংখ্য সাধুর সমাগম হইয়াছে। বৈষ্ণব-সাধুগণ নামসঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা বিষ্ণুপূজা-মহোৎসব করিতেছিলেন; কামরূপবাসী ঐ ব্রাহ্মণ প্রয়াগে শ্রীমাধবদেবকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া তাঁহাতে স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীনবনীতনটগোপালের কিছু কিছু সাদৃশ্য বিবেচনা করিলেন। কিন্তু মনেমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই সাধুগণের যিনি উপাস্যদেবতা, তিনি জগদীশ্বর, আর এই মাধবও তিনিই; কিন্তু আমি যাঁহাকে উপাসনা করিতেছি, তিনি অন্য কেহ হইবেন। এই মাধব চতুর্ভুজ, কিন্তু আমার উপাস্যদেব চতুর্ভুজ নহেন, অতএব তিনি কেন মাধব বলিয়া প্রতীত হইলেন? আমার প্রভু অর্জ্জুন ও অর্দ্ধসিংহরূপ নহেন, তিনি বামনও নহেন, তিনি মীন-কূর্ম্ম-বরাহরূপধারীও নহেন, তিনি রাজলক্ষণান্বিত বহুমূর্ত্তী রাজরাজ নহেন, এই সাধু-গণের মধ্যে কোন কোন সাধুর পূজ্য যে শ্রীগোপাল-দেব, তাঁহার সহিত আমার প্রভুর কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায় মাত্র; তথাপি আমার ইষ্টদেবকে জগদীশ্বর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ আমি এই সাধুগণের নিকট "মাধ-মাহাত্ম্য"-পাঠ শ্রবণ করিয়া জগদীশ্বরের যে লক্ষণ জানিতে পারিয়াছি, আমার প্রভুর সে সকল লক্ষণ নাই, আমার প্রভু বস্ত্র-ভূষণে ভূষিত হইয়া বংশী বাদন করিতে করিতে গোপ-বালকগণের সহিত বনে বনে গো-চারণ করিয়া বেড়ান, তিনি বিরহ-নাগরবেশে গোপাঙ্গনা-গণের সহিত বিহার করেন, সাধারণ লোকের ন্যায় সদাচার লঙ্ঘন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, আমার প্রভুর ঈশ্বর-লক্ষণ না থাকিলেও কামাখ্যাদেবীর প্রভাবেই যখন আমি আমার প্রভুর আরাধনায় আনন্দ লাভ করিয়া থাকি, তখন কিছুতেই এই প্রভুকে বা মন্ত্র-জপকে পরিত্যাগ করিব না। ব্রাহ্মণের মদনগোপাল-মন্ত্র জপ করিতে করিতে আনন্দ-মূর্চ্ছা এবং নিজ মূর্চ্ছা-দর্শনে শোক করিতে করিতে নিদ্রা উপস্থিত হইল। স্বপ্নে শ্রীমাধব-দেব ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন,—"হে বিপ্র! তুমি বৈষ্ণব-রাজ উমাপতি বিশ্বেশ্বরের বাক্য স্মরণ কর, যমুনাতীর-পথ ধরিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন কর, পথিমধ্যে কোন স্থানে বিলম্ব করিও না।" ব্রাহ্মণ প্রভাতে উঠিয়া মথুরাপুরী অভিমুখে গমন করিলেন এবং বিশ্রামতীর্থে স্নান করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় কেশিতীর্থের পূর্ব্বদিকে একটী ব্যাকুল রোদন-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। একটু লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলেন, কেহ পরম অনুরাগ-বশতঃ আর্দ্রচিত্তে কীর্ত্তনের সহিত রোদন করিতেছেন। ব্রাহ্মণ সেই রোদন-ধ্বনির নির্গমস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে যমুনাতীরে একটী কদম্ব-কুঞ্জের অভ্যন্তরে গোপ-বেশধারী এক সুকুমার সুন্দর কিশোর গোপ-কুমারকে দেখিতে পাইলেন এবং নিজ ইষ্টদেব মনে করিয়া পরমা-নন্দে 'হে গোপাল!' বলিয়া মধুর ব্যাকুল-রবে আহ্বান করিতে করিতে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন। সেই গোপ-কুমার বাহু-দ্বয় দ্বারা সেই ব্রাহ্মণকে কামাখ্যা-দেশবাসী এবং মদনগোপালের উপাসক জানিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ব্রাহ্মণ নিজ সুহৃদ্বরের ন্যায় গোপকুমারের

নিকট স্বীয় সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—"আমি গঙ্গাতীর, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি বহুস্থানে বহুবিধ সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া এইরূপ সংশয়াত্মা হইয়া পড়িয়াছি যে, কোন্‌টী আমার সাধ্য, কোন্‌টী আমার সাধন, তাহা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। কামাখ্যাদেবীর আদেশে প্রতিদিন যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিতেছি, তাহার যে কি ফল এবং সেই কর্ত্তাও যে কি, তাহাও বুঝিতে পারি না। এই জন্য বিফল হইব মনে করিয়া মৃত্যু কামনা করিতেছি, কিন্তু শ্রীমাধব ও শ্রীশিবের কৃপায় জীবিত রহিয়াছি।" গোপ-কুমার কামাখ্যাদেশবাসী ব্রাহ্মণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, উক্ত ব্রাহ্মণ কৃতার্থ হইয়াছেন, কেবলমাত্র ইহার শ্রীমন্মদনগোপালের চরণকমলের সাক্ষাৎকার অবশিষ্ট আছে, সুতরাং এখন এই ব্রাহ্মণের জ্ঞানে আসক্তি না হইয়া নাম-কীর্ত্তনে আসক্তি হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য—ইহা বুঝাইবার জন্য গোপ-কুমার নিজ চরিত্রের আখ্যান বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন যে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত চতুর্দ্দশ লোক, দেবী ও মহেশধাম, নারায়ণ-ধাম, অযোধ্যা, দ্বারকা প্রভৃতি সমস্ত স্থান বিচরণ করিয়া গোলোকনাথ শ্রীমদন-গোপালের প্রেম-সেবাই চরমসাধ্যরূপে তটস্থ হইয়া নিরূপণ করিতে পারিয়াছেন। নামসঙ্কীর্ত্তন-বহুল শ্রীমন্-মদনগোপালের চরণাব্জের উপাসনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোন সাধন নাই। এই সঙ্কীর্ত্তনময়ী উপাসনা হইতেই শ্রীমন্মদনগোপালে আত্মার স্বরূপধর্ম্ম প্রেম প্রকাশিত হয়, ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, ইহা দ্বারাই মদনগোপালকে বশীভূত করা যায়; অতএব নাম-সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত অতিরিক্ত কোন সাধ্যও নাই।

যাঁহারা কামাখ্যাদেবীর নিষ্কপট-কৃপা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীমদনগোপালে নাম-সঙ্কীর্ত্তন-বহুলা প্রীতির উদয় হয়, আর যাঁহারা কামাখ্যাদেবীর কপট-কৃপা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা ছায়া-শক্তির সেবায় প্রমত্ত হইয়া প্রাকৃত কামাগ্নির ইন্ধন হইয়া পড়েন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীপ্রভু কামাখ্যাবাসী ব্রাহ্মণের এই উপাখ্যান দ্বারা ইহা শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণের নিকট এই সকল কথা কীর্ত্তন করিবার পর দ্বারভাঙ্গা মহারাজের পাণ্ডা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র শর্ম্মা মহাশয় কামাখ্যা-পর্ব্বতের শিখরদেশে অবস্থিত দ্বার-ভাঙ্গা মহারাজের বাংলায় আমাদিগকে লইয়া গেলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের জন্য একটী উচ্চ আসন ও ভক্তগণের জন্য উপবেশন-স্থান প্রদান করিলেন। পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে সমস্ত কামরূপ প্রদেশটী দৃষ্টিপথে পতিত হয়। সম্মুখে বিস্তৃত ব্রহ্মপুত্র নদ, চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ ভূধরশ্রেণী শ্যামল বিটপি-লতায় সুশোভিত থাকিয়া ধ্যান-গম্ভীর যোগীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। কামাখ্যা-পর্ব্বতোপরি প্রায় ৮৫ ঘর পাণ্ডার বাস আছে, ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ রাজা নর-নারায়ণের দ্বারা বঙ্গদেশ হইতে আনীত হইয়া-ছিলেন। পাণ্ডাগণ পর্য্যায়ক্রমে দেবীর মন্দিরে ভোগরাগের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অম্বুবাচী ও দুর্গোৎসবের সময় এখানে বড় মেলা হয়। পাণ্ডা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র শর্ম্মা তাঁহার খাতায় সকলের নাম লেখাইয়া লইলেন। পর্ব্বতের উপরে বানরের অত্যধিক উৎপাতে বৃক্ষাদির ফল লাভ করিতে পারেন না বলিয়া পাণ্ডা মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পর্ব্বতের উপরে অত্যধিক জল-কষ্টের বিষয়ও শোনা গেল।

পর্ব্বতের উচ্চপ্রদেশে ভুবনেশ্বরীর মন্দির আছে। বিভিন্ন স্থান দর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণের সহিত পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন এবং দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই মোটরযানে বরদলৈ মহাশয়ের শান্তি-ভবনে আসিয়া পৌঁছিলেন।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৩শ সংখ্যার পর]

দাস গোস্বামী প্রভুর গ্রন্থরাজি

দাস গোস্বামী প্রভুর প্রসিদ্ধ গ্রন্থরাজির কথা একটী প্রাচীন শ্লোকে দৃষ্ট হয়—

"রঘুনাথাভিধস্যস্য তস্যোদ্ভিন্নস্বয়ম্ভুবঃ।
স্তবমালা-দান-মুক্তাচরিতং কৃতিং দিতম্॥"

শ্রীঘনশ্যাম দাস স্বকৃত ভাষায় লিখিয়াছেন,—

রঘুনাথ দাস-গোস্বামীর গ্রন্থবর।
(১) স্তবমালা নাম "স্তবাবলী" যারে কয়।
(২) শ্রীদানচরিত (৩) মুক্তাচরিত মধুর।
যাহার শ্রবণে মহাদুঃখ হয় দূর॥"

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকৃত 'স্তবমালা' হইতে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিবার জন্য শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর স্তবগ্রন্থকে 'স্তবাবলী' নাম দেওয়া হইয়াছে। এই স্তবাবলীর এক একটী স্তব শোভা-মাধুর্য্যে মণিগণের মধ্যে কৌস্তুভমণিকেও পরাভূত করে, উহার এক একটী কৌস্তুভমণির শোভা-পরাভবকারী ব্রজব্রততীকুঞ্জের অমূল্য-কুসুম কৃষ্ণকর্ণবিতংস ও কৃষ্ণকর্ণমহামহোৎসব। স্তবাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত স্তবরাজি গ্রথিত হইয়াছে,—(১) শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্, (২) শ্রীগৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরুঃ, (৩) মনঃশিক্ষা, (৪) শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিনঃ প্রার্থনা, (৫) গোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশকম্, (৬) শ্রীগোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনা-দশকম্, (৭) শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্, (৮) ব্রজবিলাসস্তবঃ, (৯) বিলাপ-কুসুমাঞ্জলিঃ, (১০) প্রেম-পুরাভিধস্তোত্রম্, (১১) গ্রন্থকর্ত্তুঃ প্রার্থনা, (১২) যমনিয়ম-দশকম্, (১৩) শ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশতনাম-স্তোত্রম্, (১৪) শ্রীরাধিকাষ্টকম্, (১৫) প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তবরাজঃ, (১৬) স্বনিয়মপ্রকাশস্তোত্রম্, (১৭) শ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুম-কেলিঃ, (১৮) প্রার্থনামৃতম্, (১৯) নবাষ্টকম্, (২০) গোপাল-রাজস্তোত্রম্, (২১) শ্রীমদনগোপালস্তোত্রম্, (২২) শ্রীবিশাখা-নন্দনাভিধস্তোত্রম্, (২৩) শ্রীমুকুন্দাষ্টকম্, (২৪) উৎকণ্ঠা-দশকম্, (২৫) নবযুবদ্বন্দ্বদিগ্‌বিজয়াষ্টকম্, (২৬) অষ্টাষ্ট প্রার্থনা-ষ্টকম্, (২৭) দান-নির্ব্বর্ত্তন-কুণ্ডাষ্টকম্, (২৮) প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দ্দশকম্, (২৯) অষ্টাষ্টচূতনম্।

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর স্তবাবলীর অন্তর্গত মনঃশিক্ষার কয়েকটী শ্লোক ওঁপাদপদ্ম ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পদ্যানুবাদের সহিত উপসংহারে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না,—

"গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুহৃদি কৃষ্ণস্য সরসে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরাং
মনো হে বাস্তর্ব্বিত্তচটুভিরিহাচে ধৃতপদঃ॥"

গুরুদেবে ব্রজবনে, ব্রজভূমিবাসীগণে,
শুদ্ধভক্তে আর নিজগণে।
ইষ্টমন্ত্রে হরিনামে, যুগলভজনকামে,
কর রতি অপূর্ব্ব যতনে॥
শুন মন চরণে তোমার।
জানিয়াছি এবে সার, কৃষ্ণভক্ত বিনা আর
নাহি ঘুচে জীবের সংসার॥
কর্ম্ম জ্ঞান তপ যোগ, সকলই ত' কর্ম্মভোগ,
কর্ম্ম ছাড়াইতে কেহ নারে।
সকল ছাড়িয়া ভাই, ভক্তদেবীর তত্ত্ব গাই,
যাঁর কৃপা ভক্তি দিতে পারে॥
ছাড়ি দম্ভ অনুক্ষণ, কর অষ্টত্ত্ব মন,
কর তাহে নিষ্কপট রতি।
সেই রতি প্রার্থনার, শ্রীদাস গোস্বামী পায়,
এ ভক্তিবিনোদ করে নতি॥

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমতত্ত্বং নহু মনঃ॥"

ধর্ম্ম বলি বেদে যারে, এতেক প্রশংসা করে,
অধর্ম্ম বলিয়া নিন্দে যারে।
তাহা কিছু নাহি কর, ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিহর,
হও রত নিগূঢ় ব্যাপারে॥

যাচি মন করি তব পায়।
সে সকল পরিহরি, ব্রজভূমে বাস করি,
রত হও যুগল-সেবায়॥
শ্রীশচীনন্দন বনে, শ্রীমদনমোহন সনে,
এক করি করহ ভজন।
শ্রীমুকুন্দ প্রিয়জন, গুরুদেবে জান মন,
তোমা লাগি' পতিতপাবন॥
জগতে প্রকট তাঁই, তাঁহা বিনা গতি নাই,
যদি চাহ আপন কুশল।
তাঁহার চরণে ধরি, আদেশ সদা শিরি,
এ ভক্তিবিনোদে দেহ বল॥
"অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা বিষ্ণুভক্তিসর্ব্বস্বহারিণী:
"কথামুক্তিব্যাস্তা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মপিশুনী:
অপি ত্যক্তা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো যোষিদয়নী:
ব্রজে রাধাকৃষ্ণো স্মরতিমণিদো যঃ ভজ মনঃ॥"
কৃষ্ণবার্ত্তা বিনা আন, অসদ্বার্ত্তা বলি জান,
সেই বেশ্যা অতি ভয়ঙ্করী।
শ্রীকৃষ্ণবিষয়া মতি, জীবের দুর্ল্লভ অতি,
সেই বেশ্যা মতি লয় হরি॥
শুন মন বলি হে তোমায়।
মুক্তিনামে শার্দ্দূলিনী, তার কথা যদি শুনি,
সর্ব্বাত্মসম্পত্তি গিলি খায়॥
অতএব ত্যাগ কর, মুক্তি কথা পরিহর,
লক্ষ্মীপতি-রতি রাখ দূরে।
সে রতি প্রবল হ'লে, পরব্যোমে দেয় ফেলে,
নাহি দেয় বাস ব্রজপুরে॥
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-রতি, অমূল্য ধনের অতি,
তাই তুমি ভজ চিরদিন।
রূপ-রঘুনাথ পা'য়, সেই রতি প্রার্থনায়,
এ ভক্তিবিনোদ দীনহীন॥
"অসচ্চেষ্টা কষ্টপ্রদ বিকটপাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি প্রকটপথপাতিব্যভিকটৈঃ।
গলে বদ্ধা হন্তেদৃঢ়মতিবকভিশ্চ পুরতে
কৃষ্ণ যং ক্রুৎকারানবতি স কথা তাং মনইতঃ॥"
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ, মদ-মৎসরতা সহ,
জীবের জীবনপথে বসি।
অসচ্চেষ্টা রজ্জু কাঁসে, পথিকের ধর্ম্ম নাশে,
প্রাণ ল'য়ে করে কসাকসি॥
মন তুমি পর বাক্য মোরে।
এই সব বাটপাড়, অতিশয় দুর্নিবার,
যখন যেরিয়া করে জোর॥
আর কিছু না করিয়া, বৈষ্ণবের নাম লঞা,
হুঙ্কারিয়া ডাক উচ্চৈস্বরে।
বৈষ্ণব সেনাগণে, কৃপা করি নিজজনে,
যাতে করে উদ্ধার তোমায়॥
বাটপাড় ছয়জন, অসচ্চেষ্টা রজ্জুগণ,
দিয়া গলে করিল বন্ধন।
প্রাণবায়ু গতপ্রায়, রূপ রঘুনাথ হায়,
কর ভক্তিবিনোদে রক্ষণ॥
"অয়ে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটিনাটীভরভর-
ক্ষরদ্ভক্তে স্বান্তা বদসি কথমাস্বাননমপি মাম্।
সদা যঃ সাদ্বর্ষা-গিরিধরপদপ্রেমবিলসদ্
সুধাম্ভোধৌ স্নাতা স্বমসি নিতরাং মাক্ষ সুখয়॥"
কাম ক্রোধ আদি করি, বাহিরে সে সব অরি,
আছে এক গূঢ় শত্রু তব।
কপটতা নাম তার, তাহে কুটিনাটী সার,
ধরমূর্ত্তি পরম কিতব॥
ওরে মন গূঢ় কথা কয়।
সেই ঘর মুঞি বুলে, স্নান করি কুতূহলে,
পবিত্র বলিয়া মনে হয়॥
বনে বা গৃহেতে থাক, সেই ঘরে দূরে রাখ,
যার ঘরে তুমি আমি মিলি।
ছাড়িয়া কপটাবেশ, যুগলবিলাসরস
সাগরে করহ স্নানকেলি॥
রূপ রঘুনাথ পা'য়, এ ভক্তিবিনোদ চায়,
দেখিতে যুগলরসসিন্ধু।
জীবন সার্থক করে, সকলজীব-চিত্ত হরে,
সেই সাগরের এক বিন্দু॥
"প্রতিষ্ঠাশা দুষ্টা খলচরমণী যে হৃদি নটেৎ
তথং সাধু প্রেমা স্ফুরতি শুচিরেতদ্ধ্রুব মনঃ।
সদা তং সেবস্ব প্রকটমহিত সাধবমতুলাঃ
যথা তাং নিতান্ত ত্বয়িতমিহ তং নেষ্যতি সা॥"

কপটতা কৈলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পুর,
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহু যত্নে, আনিবারে প্রেমরত্নে,
কাপট্য রাখহ অতি দূরে॥
শুন মম নিগূঢ় বচন।
প্রতিষ্ঠাশা দুষ্টাখ্য, চণ্ডালিনী হৃদে যার,
বহুকাল করিবে বর্জন॥
কাপট্য তরুণপতি, না ছাড়িবে যার মতি,
স্বপচিনী বাহে হয় দূর।
অর্থে যতন করি, প্রভু-শ্রেষ্ঠ-পদ ধরি,
সেবা তুমি করহ প্রচুর॥
তেঁহ প্রভু সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
স্বপচিনী সঙ্গ ছাড়াইয়া।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে ভক্তিবিনোদ কাঁদিয়া।

রাধা-নিজ-জন রঘুনাথ

গৌরগণোদ্দেশদীপিকাকার কবিকর্ণপুর শ্রীদাস গোস্বামী প্রভুকে এইরূপভাবে নির্দেশ করিয়াছেন,—

"দাস শ্রীরঘুনাথস্তু পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী।
অন্যে কেচিৎ প্রভাবন্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীম্।
তানুমত্যাখ্যা বা কেচিদাহুস্তং নামভেদতঃ॥"

ব্রজলীলার গৌরজন প্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী 'রসমঞ্জরী' নামে খ্যাত ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে শ্রীমতী রতিমঞ্জরীও বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ নামভেদে তাঁহাকে তানুমতীও বলেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু যেরূপ সম্বন্ধজ্ঞান-তত্ত্বের আচার্য্য, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু যেরূপ অভিধেয়াচার্য্য, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীও সেইরূপ প্রয়োজনতত্ত্বের আচার্য্য। তিনি কৃষ্ণ-রতির মূর্ত্তবিগ্রহ। কৃষ্ণরতিই জীবের পরম প্রয়োজন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার মহা-গ্রন্থের প্রতি পরিচ্ছেদের আদি ও অন্তে শ্রীরূপ-রঘুনাথ প্রভুদ্বয়কে স্বীয় প্রভু বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন,—

"শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।"

শ্রীল নরোত্তম-ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন,—

"রূপ-রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি।
তবে হায় বুঝব সেই যুগল পীরিতি॥"

কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগে প্রভুপাদ

গত ৪ঠা নভেম্বর ১৮ই কার্ত্তিক রবিবার ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ পাঞ্জাব-মেলে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় কলিকাতা হইতে শুভ-যাত্রা করিয়া তৎপরদিবস মধ্যরাত্রে দিল্লী-নগরীতে অবতরণ করেন। তেঁহনে দিল্লী-প্রবাসী ভক্তিপর সজ্জন ব্যক্তি এবং পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরিব্রাজকবর প্রভু, শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন। প্রভুপাদ দিল্লীতে এক দিবস অবস্থান করিয়া ৭ই নভেম্বর প্রত্যূষে দিল্লী-কাল্কা প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে (এন্, ডব্লিউ, আর) কুরুক্ষেত্রে শুভ-বিজয় করেন। দিল্লী হইতে কুরুক্ষেত্র আগমনকালে গাড়ীতে কর্ণালের নবাব বাহাদুর ও তাঁহার ভ্রাতা-সাহেবের নিকট প্রভুপাদ কুরুক্ষেত্র ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র ও তন্নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন স্থানের জমিদার, তালুকদার, সম্ভ্রান্ত জনমণ্ডলী, কর্ণালের পুলিশ সুপারি-টেণ্ডেণ্ট্ সাহেব মিঃ কিল্‌বরণ আই, পি, এস্, কর্ণালের ডেঃ কমিশনার মিঃ কপালীন্ আই, সি, এস্ শোভাযাত্রা-মুখে প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনা করেন। ভক্তগণ মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসর, ঘণ্টা, শৃঙ্গ এবং সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে, বিচিত্রবর্ণের পতাকা-হস্তে প্রভুপাদের আগমন বন্দনা করেন। কুরুক্ষেত্র-বাসী সজ্জনগণ রাজন্যবর্গ, ছত্র, ব্যজন, চামর প্রভৃতির দ্বারা প্রভুপাদের সেবা করিতে করিতে প্রভুপাদকে সুসজ্জিত-শিবিকায় আরোহণ করাইয়া চতুর্দ্দিকে লাজ-পুষ্প বর্ষণ-পূর্ব্বক পাশ্চাত্য ঐক্যতানবাদ্য-সহযোগে কুরুক্ষেত্র ষ্টেসন

হইতে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠাভিমুখে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইয়া যান। সেখানে কুরুক্ষেত্র ও পাঞ্জাববাসী বহু সম্মানিত ব্যক্তি প্রভুপাদকে বিচিত্র রাখী বিভূষিত করিয়া এবং প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে বিলুণ্ঠিত হইয়া পুষ্পার্চন করিতে করিতে আচার্য্য-বন্দনা করেন। পাঞ্জাব প্রভিন্সিয়াল্ বয়-স্কাউটের অধ্যক্ষ, কণ্ঠালের মেলথ অফিসার প্রভৃতি বহু সম্মানিত ব্যক্তি প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রভুপাদের অভি-নন্দন করেন। গভর্ণমেণ্টের সৈনিক-বিভাগের এক সম্মানিত ঘোড়ায় পুরুষ শোভাযাত্রা ও শিবিকাসহযাত্র প্রভু-পাদের আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। কুরুক্ষেত্রাগত বিভিন্ন-দেশীয় অসংখ্য নর-নারী, চারি সম্প্রদায়ের বিরক্ত বৈষ্ণব, শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ, সিখ, পাঞ্জাবী, সিন্ধুরানী, গুজ-রাটী, নাগা সাধুগণ পথে শোভাযাত্রার উভয় পার্শ্ব হইতে শ্রীল প্রভুপাদকে করযোড়ে বন্দনা করিতে থাকেন। প্রভু-পাদের দর্শন ও বন্দনার্থী হইয়া চতুর্দ্দিকে এরূপ বিপুল জনতা হইয়াছিল যে, সেই লোকারণ্য ভেদ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ নর-নারী প্রভুপাদকে দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ "কৃতার্থোঽস্মি" "কৃতার্থোঽস্মি" বলিয়া স্ব-সৌভাগ্য প্রখ্যাপন করিয়াছিলেন। অনেকেই আচার্য্য-বর্য্যের পরিচয়-জিজ্ঞাসামুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও গৌড়মণ্ডলেশ্বরের পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছিলেন। ভক্তগণ তখন মহদ্বিচলনের সার্থকতা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন। "তৃণাদপি সুনীচ" মহদ্গণ লোক-কল্যাণার্থ বিচরণ করিয়া কতভাবে যে জীবের অজ্ঞাত সুকৃতি উৎপাদন করেন, তাহা দেবোন্মুখগণেরই প্রতীতির বিষয়। ভুবন-মঙ্গলাবতার ভূরিজ বৈষ্ণবাচার্য্য যখন শোভাযাত্রামুখে বিচরণ করেন, তখন অসংখ্য অজ্ঞ এবং অভিমানী বিজ্ঞ লোক তাঁহার অনুব্রজ্যা করেন ও কৌতূহল-পরবশ হইয়া আচার্য্য-দর্শনার্থ উদ্গ্রীব হন; তাহাতে লোক-সঙ্ঘের মহতী ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কৌতূহল বশবর্ত্তী হইয়া বালক-বৃদ্ধ-যুবা, স্ত্রী-পুরুষ সকলে যখন ক্ষণিকের জন্যও মহাপুরুষ দর্শন করেন এবং শ্রদ্ধান্বিত হইয়া মহাপুরুষের প্রতি মস্তক অবনত করেন, তখন তাঁহাদের পাপক্ষয়, পুণ্যসঞ্চয় বা চিত্তশুদ্ধির জন্য তীর্থস্নান-দানের চরম সার্থকতা লাভ হইয়া থাকে। কারণ,—

"পঞ্চার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥"

২

আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ পরম কৃপা-পূর্ব্বক এইরূপ দর্শন প্রকট করিয়া তীর্থাগত লক্ষ লক্ষ নর-নারীর মঙ্গল-বিধান করিতেছেন এবং ভক্তগণের শ্রীমুখে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের নামকীর্ত্তন শ্রবণ, অনুকীর্ত্তন এবং সঙ্কীর্ত্তনের অনুপ্লবন করিয়া অসংখ্য লোক—যাঁহারা কখনও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম বা মূল আশ্রয়বিগ্রহস্বরূপা শ্রীমতী রাধার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই, তাঁহারাও ধন্যাতিধন্য হইতেছেন।

এইরূপ বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রামুখে প্রভুপাদ স্বীয় সঙ্ঘনায়কগণের দ্বারা সংরক্ষিত হইয়া পদ্মাকুণ্ডের তীরে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের বিস্তৃত ভূমির তোরণসম্মুখে উপনীত হন। ভক্তগণ বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র, পুষ্প, মালা, পতাকা প্রভৃতির দ্বারা শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে বিভিন্ন তোরণ রচনা করিয়াছেন। চূত-কিসলয়সংযুক্ত পূর্ণকুম্ভ তোরণের পার্শ্বদেশে শোভা পাইতেছে। মণ্ডপাকারে শ্রীমঠের চতুঃ সীমা বিচিত্র পতাকার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ও শোভিত হইয়াছে। তোরণললাটে রক্তবর্ণোপরি ঊর্দু ও ইংরেজী ভাষায় শ্রীমঠের নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। দর্শনার্থিগণের প্রবেশ ও নির্গমনের জন্য দুইটী সুসজ্জিত পৃথক্ পথ ও দ্বার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে বিচিত্র পতাকা-শ্রেণী শোভা পাইতেছে। রুদ্রস্থ-পক্ষকে পদ্মাকুণ্ডের তীরে শ্রীমঠের উচ্চ ভূমিতে দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ সারথী দারুক পরিচালিত একটী সুসজ্জিত বৃহৎ উচ্চরথে আরূঢ় রহিয়াছেন। রথশীর্ষে রক্ষিত কৌষ-বস্ত্রের চারুবর্ণন মনোজ্ঞ পতাকা বহুদূর হইতে জন-সঙ্ঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। পার্শ্বে হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি রাজকীয় সাজ-সরঞ্জাম শোভমান রহিয়াছে। রথের দক্ষিণপার্শ্বে বসুদেব, দেবকী, বলদেব, রোহিণী এবং বৃষ্ণিগণ উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের সন্নিকটেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অবস্থান করিতেছেন। বাম-পার্শ্বে পাঞ্চালীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডব এবং বৈকুণ্ঠবর যমরাজ, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ-প্রমুখ দেবতাগণ বিরাজিত রহিয়াছেন। রথের সম্মুখে বৃন্দাবনের গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু প্রভৃতি শাশ্বতরসিকগণ, মণ্ডক-পত্রক-চিত্রক প্রভৃতি দাসগণ, শ্রীরাম-সুরাম-দাম-বসুদাম-স্তোককৃষ্ণ-সুবলাদি সখাগণ, নন্দ-যশোদা-উপানন্দ প্রভৃতি বৎসলরস-রসিকগণ, শ্রীললিতা-বিশাখা-সুচিত্রা-চম্পকলতা-রঙ্গদেবী-সুদেবী-তুঙ্গবিদ্যা-ইন্দুরেখা অষ্টসখী এবং

শ্রীরূপমঞ্জরী-রতিমঞ্জরী- লবঙ্গমঞ্জরী-মধুমতী- রসমঞ্জরী-কস্তুরিকামঞ্জরী প্রভৃতি বহু মঞ্জরীগণ পরিবেষ্টিতা গোবিন্দ-প্রিয়তমা গোবিন্দমোহিনী শ্রীমতী রাধিকা বিরহোৎকণ্ঠিতা হইয়া আগমন করিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের তথা সমগ্র জনাবৃত জীবাত্ম-স্বরূপের একমাত্র সহজ নির্মল পরমতম ধর্ম—যাহা ভারত-পরিপ্লুত ভাগবতধর্ম বা বিপ্রলম্ভাত্মক পূর্ণতম প্রীতিধর্ম, অনর্পিতচর প্রেম-প্রদাতা শ্রীগৌরসুন্দর এবং তাঁহার দ্বিতীয়স্বরূপ ও শ্রীমদ্ভাগবত স্বরূপ-রূপের দ্বারা প্রকটিত হইলেও এতাবৎকাল গৌড়ীয় বৈষ্ণব বা সাধারণের মধ্যে প্রচারিত ছিল না—ভারতের অপরাপর লোক অজ্ঞাতিসারে, কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ প্রভৃতি অভক্তিমার্গের অনুষ্ঠানার্থ এই কুরুক্ষেত্রে গ্রহণ-স্নানোপলক্ষে আগমন করিতেন—কেহ বা মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশ-গীতির স্মৃতি লইয়া, কেহ বা প্রাচীন ঐতিহ্য-ক্ষেত্র, মানমন্দির, পরশুরাম ও ব্রহ্মার যজ্ঞস্থলী, মৈনাসন হ্রদ প্রভৃতি পৌরাণিক নিদর্শন-দর্শনাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য (অর্থাৎ সকলেই আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা আত্মসম্ভোগের জন্য) এস্থানে আগমন করিতেন; কিন্তু যেস্থানে নিখিল আত্মবিপ্রহগণ মূল আত্মবিগ্রহ বার্ষভানবীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ বা মিলন করাইয়াছিলেন—যেখানে সম্ভোগে বিপ্রলম্ভ-স্মৃতির পঞ্চমতান বাজিয়া উঠিয়া শ্যামসুন্দরের মুরলীর পঞ্চমরাগ-সেবিত কলিন্দ-নন্দিনীর তীরস্থ নিকুঞ্জ নিকুঞ্জের স্মৃতি এবং তাহা হইতে আবার মাধ্যাহ্নিক লীলাক্ষেত্র রাধাসরসীর স্মৃতিতে দ্বিগুণিত বিপ্রলম্ভের উদ্দীপনা করিয়াছিল—যেখানে সূর্যোপরাগক্ষণে জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি সহিত নৈষ্কর্ম্যের পূর্ণতমতা আবিষ্কৃত হইয়াছিল—যেখানে সরস্বতী-তীরে শ্রীকৃষ্ণে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিকুল আগমন করিয়া নৈষ্কর্ম্যের কথা শ্রবণ-কীর্তন করিয়াছিলেন—যে স্থানের ব্রহ্মসরে স্নান করিয়া অবর বর্ণমাত্রেই ব্রাহ্মণতা বা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন এবং সেই দিব্যজ্ঞানের পরমতার চিন্নীলা-মিথুনের মিলন-সেবাকেই একমাত্র সাধন ও সাধ্য বলিয়া জানেন—যেখানে ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে ব্রহ্মজগণ ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া পরমহংস গুরুদেবের শ্রীমুখে ব্রহ্মগায়ত্রীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন এবং ব্রহ্মগায়ত্রী-উপাসনায় পরিপক্কিতে কাম-গায়ত্রীর আরাধনায় রত হন—যেখানে "সবিতুর্বরেণ্য" নিত্য প্রকাশশীল বিষ্ণুর অস্তিত্ব লোক-লোচনের নিকট স্পষ্ট করাইয়া নির্বাণবাদিগণ প্রবর্তিতস্বরূপী তামসী রুদ্রমূর্তি বা নির্বিশেষ তমোভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলে লোক-লোচনের নিকট স্বপ্রকাশ সুবৃহৎ সূর্য রাহু বা মায়াগ্রহের ন্যায় অনুভূত হইয়া কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গের বিচার আনয়ন করে এবং তৎসঙ্গে স্বয়ং কালশীল বিষ্ণুর আত্মস্বাভাব কল্পনা করায়—যেখানে প্রকৃত আস্তিকগণ কৃষ্ণবিরহোন্মত্ত হইয়া অধিরূঢ় মহাভাবের ভাবোদ্গারালোকে বিভাবিত হন এবং সেই অধিরূঢ় মহাভাবাবস্থা নির্ভেদ ব্রহ্মানুভূতি-অনুগণের বিকৃত প্রতিফলিত চেষ্টার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিয়া দেন—যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু (১৪০৪ খৃঃ ১০ই আগষ্ট তারিখে) সূর্যগ্রহণক্ষণে কুরুক্ষেত্রে আগমন পূর্বক খানেশ্বরের বিপ্র অপরাধকে কৃপা করিয়াছিলেন, সেই স্থানের এই সকল কথা এ যাবৎ কেহই জানিতেন না বা সন্ধান রাখিতেন না। স্বরূপ-কৃপানুগবর গৌরজন ভবিষ্যদাচার্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতে সন্নিহিত, শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপ-রূপাদি অন্তরঙ্গজনের চিত্তে আবিষ্কৃত, পরমশুদ্ধ এবং জীবমাত্রের শুদ্ধ সহজ স্বরূপের একমাত্র পূর্ণতম ধর্ম এই কুরুক্ষেত্র-মহামিলনের কথা বিভিন্ন অধিকারীর নিকট তাঁহাদের যোগ্যতানুসারে প্রকট-প্রচার করাইতেছেন। ভুবনমঙ্গলবিধায়ক আচার্যের দ্বারা ভুবনমঙ্গল অপ্রাকৃত অর্চ্যাবতারসমূহ অন্তাভিলাষী প্রকৃতিজনের চিত্তেও গৌর-কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসার উদয় করাইতেছে। আচার্যের কৃপায় অর্চ্যমহিমা অপ্রধান ব্যক্তিকেও প্রধান করাইয়া তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় উন্মুখ করাইতেছে। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি অভক্ত সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ লোকও কলিমুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রকটিত প্রেমভক্তির কথা জিজ্ঞাসায় উৎগ্রীব হইয়াছেন। মধ্যম অধিকারিগণ মহাভাগবত পরমহংস গুরুদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রকটিত ভাগবতার কুরুক্ষেত্র লীলার কথা শ্রবণের পর অনুক্ষণ তাহা অনুকীর্তন করিয়াও সেই স্মৃতিতে অহর্নিশ উজ্জীবিত থাকিয়া গুরুগৌরাঙ্গের মনোহীষ্ট-সেবায় নিযুক্ত আছেন। মহাভাগবত শ্রীগুরুদেব বিপ্রলম্ভতনু শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-পরাকাষ্ঠার পরিপোষ্টাসূত্রে সেই ভাবে বিভাবিত থাকিয়া—অনুক্ষণ কুরুক্ষেত্রের সন্ধীকৃতে

গোবর্দ্ধন সন্নিকটস্থ মহালক্ষ্মী শ্রীরাধিকার সরোবরের স্মৃতিতে মগ্ন থাকিয়া আনন্দাশ্রুবিবর্দ্ধন-কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে নিত্য সর্ব্বান্তর্যামী হইতেছেন।

আজ শ্রীধামে স্বীয়বিশ্বয়াবোক্ত ভক্তবৃন্দকে গোপীগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার মিলনের কথা কে জানিত—যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম আচার্য্য কৃপাপূর্ব্বক সাধারণ্যে অন্তরঙ্গতার প্রকাশ করিয়া না জানাইতেন? বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচল-লীলার গূঢ় তাৎপর্য্য, "অহন্তু তে নলিননাভ পদারবিন্দম্" এবং শ্রীরূপের "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি" শ্লোকের তাৎপর্য্য সাধারণে কিরূপেই বা জানিত? গৌড়মণ্ডলের শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রের মহাবদান্যতা ও 'অনর্পিতচর প্রেমের' তাৎপর্য্য বঙ্গভাষানভিজ্ঞ ও গৌড়ীয় গোস্বামী-গ্রন্থাবলীর নামের সহিতও অপরিচিত সুদূর পাঞ্জাব, গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ, অযোধ্যা প্রদেশ, উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের জনমণ্ডলী কিরূপেই বা জানিত? আজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীরাধার মহিমা, শ্রীরাধাভাব এবং রাধাভাববিভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-রূপ-গুণ-লীলা ঐ সকল প্রদেশবাসী কিরূপেই বা জানিত?—প্রাচী সরস্বতীর তীরে খানেশ্বরী জগন্নাথ-বিপ্রের গৃহে মহাপ্রভুর আগমনের কথা, কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্মসরের তীরে গায়ত্রীর ব্যাখ্যাশ্রবণের কথা, সরস্বতী-তীরে শ্রীকুরুতীর্থের অবস্থানের কথা, সূর্য্যোপরাগকে রাধা-কৃষ্ণের মিলনোৎসবের ছুতা বা উদ্দীপন-বিভাবরূপে কেই বা জানিত—যদি পরম কৃপাময় ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কুরুক্ষেত্রে নানাপ্রকার অন্তরঙ্গভাব চরিতার্থ করিবার জন্য আগত লক্ষ লক্ষ বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, রাজা-প্রজা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত স্বধর্ম্মী-বিধর্ম্মী আপামর সকলের নিকট বিভিন্নভাবে সবিস্তারে এই সকল কৃপানুগ-জনের কথা প্রকাশ না করিতেন?

শ্রীল প্রভুপাদ কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিবার পর হইতে এতদ্দেশবাসী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিপুল জনমণ্ডলী প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন এবং তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করিতেছেন। বহু দেশীয় রাজকীয় পুরুষও তাঁহার দর্শনলাভ এবং তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। গত ৭ই নভেম্বর প্রভুপাদ শ্রীমঠে অবতরণ করিলে কুরুক্ষেত্র Restoration societyর অন্যতম নেতা দেওয়ানীরাম বি, এ, রায় বাহাদুর বারাণসী দাস, চেয়ারম্যান্ আম্বালা ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ড, পাঞ্জাব প্রতিনিধিরাল্ বর-স্যাউটের প্রধান অধ্যক্ষ, জমিদার, তালুকদার এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু সাধুসন্ন্যাসী প্রভুপাদকে দর্শন করিতে আসেন। গত ৮ই নভেম্বর কাঙ্গরা জেলার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ মিঃ প্রাইচ্ এবং কর্ণাল জেলার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ মিঃ কিল্‌বর্ণ প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এক ঘণ্টারও অধিককালযাবৎ শ্রীকুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগের তাৎপর্য্য, এতৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার এবং মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং এই সকল কথা আরও শ্রবণ করিবার জন্য প্রভুপাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষা করেন। মিঃ কিল্‌বর্ণ বলেন যে, তিনি সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশে রাজকীয় কার্য্যব্যপদেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন; কিন্তু পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর ন্যায় পাণ্ডিত্যপ্রতিভা-সম্পন্ন সাধু মহাপুরুষ কোথাও দেখিতে পান নাই। প্রভু-পাদ মিঃ কিল্‌বর্ণ ও প্রাইচ্‌কে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ইংরাজী ভাষায় গ্রথিত কয়েকখানি ভক্তিগ্রন্থ ও সাময়িক পত্র উপহার প্রদান করেন।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্, এ এবং হরিদ্বারের শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দগিরি মহাশয়ও কতিপয় শিষ্য সমভি-ব্যাহারে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে কয়েকবার আগমন করিয়া শ্রীমূর্ত্তি প্রভৃতি দর্শন ও কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। অধ্যাপক হেমবাবু প্রভুপাদের শ্রীমুখে অনেক হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে শ্রীসম্প্রদায়ের উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মাধবাচার্য্য শাস্ত্রী, মহাবীর দলের প্রতিনিধিসভার উপদেশক পণ্ডিত লীলাধরজী শাস্ত্রী, পণ্ডিত বিষ্ণুস্বরূপী শাস্ত্রী, পণ্ডিত কাশীরামদাসজী শাস্ত্রী, পণ্ডিত রঙ্গপতিজী শাস্ত্রী, কবিরাজ পণ্ডিত ধনীচাঁদজী এবং দেরাদুনের জমিদার ও শেঠজী মহাশয় প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্যের কথা শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভীমসেন, লালা জ্ঞানচাঁদ, পাঞ্জাবের মেডিক্যাল অফিসার,

অমিদার কর্ণেলসিংহ, ডাঃ বি, কে, মুখার্জ্জি আম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্ট, পেশোয়ারের রামচন্দ্র এণ্ড সন্স্ কারবের স্বত্বাধিকারী, পেশোয়ারনিবাসী পণ্ডিত বিষ্ণুরাম, দিল্লী অনাথ-আশ্রমের প্রধান অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ শর্ম্মা, লালা জানকীদাস, গভর্ণমেণ্ট কণ্ট্রাক্টর্ দিল্লী প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রভুপাদের দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মভাচার্য্য-সম্প্রদায়, শ্রীসম্প্রদায়, মুলতান ও করোলীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন ও শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণপ্রার্থী হইয়া শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত এবং ভারত ও ভারত-বহির্ভূত স্থানে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্মের প্রচারের বিষয় অবগত হইয়া সকলেই মহামহাবদান্য ভুবনমঙ্গলাবতার আচার্য্যের কৃপা যোগ্যতানুসারে উপলব্ধি করিতে থাকেন। ৮ই নভেম্বর রাত্রি ৮৷৷০ ঘটিকার সময়—মিঃ কৃপালীন্ আই, সি, এস্, কর্ণাল জেলার ডেঃ কমিশনার ও তাঁহার পত্নী মিসেস্ কৃপালীন্ এবং তাঁহাদের সহিত ডাঃ অরোরা—পঞ্জাবের প্রধান মেডিক্যাল অফিসার, এবং সিভিল সার্জ্জন সাহেব শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ করেন। মিঃ সেই সকল কথোপকথনের সারাংশ প্রদত্ত হইল। কথোপকথন ইংরাজী ভাষাতেই হইয়াছিল।

ডাঃ অরোরা—(প্রভুপাদের প্রতি) ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানোপলক্ষে স্নান করিলে সমস্ত পাপ দূর হয়—এইরূপ বাক্যের সার্থকতা কি?

প্রভুপাদ—আমরা বাহ্যদেহের নিরাকরণের জন্য জলে আমাদের স্থূলদেহ বিধৌত করিয়া থাকি। যাঁহারা দেহধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মমার্গে নিষ্ঠাযুক্ত, তাঁহারা বাহ্যদেহ পবিত্র জলে বিধৌত করিয়া পাপনির্ম্মুক্ত হইতে চাহেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো নহ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।" "প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ।" "প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্। ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ॥" অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের বা পাপের সমূলবিনাশ হয় না। যেমন হস্তীকে বার বার স্নান করাইয়া দিলেও হস্তী পুনরায় ধূলিপটলের দ্বারা দেহ ধূসরিত করিয়া থাকে, সেইরূপ স্থূলবুদ্ধি কর্ম্মিগণ পাপকার্য্যার্থ যে সকল প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকে, তাহাতে পাপের বীজ বিধ্বংসিত না হওয়ায় পুনরায় পাপের উদ্গম হইয়া থাকে। সুরাভাণ্ডকে যতই জলে ধৌত করা যাউক্ না কেন, তাহার গন্ধ যেরূপ সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয় না, সেইরূপ কর্ম্মযোগীর প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা স্থূলবুদ্ধি নারায়ণপরাঙ্মুখ জনগণের পাপপ্রবৃত্তি কখনই বিদূরিত হইতে পারে না। কর্ম্মিগণের হৃদে আরোপিত-তীর্থবুদ্ধি থাকায় তাহাদের দিব্যজ্ঞানের অভাব। দিব্যজ্ঞান ব্যতীত পাপের সংক্ষয় হয় না। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

জ্ঞানিগণ চিত্তশুদ্ধির জন্য বাহ্যস্নানাদি কর্ম্মকাণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু—

"বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।"
"আকল্প কর্ম্ম্যেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
যদ্যদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥"

ভগবদ্ভক্তগণ ব্রহ্মকুণ্ডে নিত্যস্নাত, তাঁহাদের স্নান ঐরূপ স্থূল বিচারে গোখরবুদ্ধিতে কৃত সাময়িক চিত্তশুদ্ধির জন্য দেহ বা মনোধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যাপারমাত্র নহে। "যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।" তাঁহারা "পাদোদকং পরে চ নিকাতঃ।" যাঁহারা ভগবন্নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ বলিয়াছেন,—

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"

যাঁহাদের জিহ্বার একপ্রান্তে শ্রীহরির নাম নৃত্য করিতেছেন, তাঁহারা বহু বহু তপস্যা সমাপ্ত করিয়াছেন, বহু বহু হোম করিয়াছেন, তাঁহারা জন্মান্তরে বহুতীর্থে স্নান করিয়াছেন, তাঁহারা বহু সদাচার পালন করিয়াছেন এবং

বেদের সমস্ত শাখা অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা যদুকুলে আবির্ভূত হইলেও সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

এই জন্যই শ্রীমন্মহাভারতে ব্রহ্মতীর্থে স্নানকারীর ব্রাহ্মণত্বলাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে—

"ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ব্রহ্মণস্তীর্থমুত্তমম্।
তত্র বর্ণাবরঃ স্নাত্বা ব্রাহ্মণ্যং লভতে নরঃ॥"

ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানকারীর কৃপণতা থাকিতে পারে না। কর্ম্মিগণ কৃপণ—তাঁহারা পাপপুণ্যের বিচারে প্রমত্ত ও মধুপুষ্পিত বাক্যে প্রলোভিত। তাঁহারা ফলভোগী—"কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।" "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।" "প্রকৃতের্গুণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু। তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥" এই সকল কথা একদিন কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়া কর্ম্মিগণের অধিকার জানাইয়াছিলেন। মনোধর্ম্মী নির্ব্বিশেষজ্ঞানানুশীলনকারিগণের চিত্তও ভক্তির যোগ্য নাই। তাহারাও গুণান্তর্গত বিচারে পরিচালিত। কিন্তু অধোক্ষজে প্রীতির দ্বারাই একমাত্র ঐকান্তিকী চিত্তশুদ্ধি সম্ভব। সেইরূপ শুদ্ধচিত্তেই ভগবানের আবির্ভাব বা নিত্য অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তগণের বিশুদ্ধ চিত্তে শ্রীনামরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভগবান্ তাঁহার নিত্য রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য বিস্তার করিয়া থাকেন। তখনই আমাদের প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া সর্ব্বোত্তম পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা লাভ হয়। এই ব্রহ্মকুণ্ডের অপর নাম লক্ষ্মীকুণ্ড। যাঁহাদের বিশুদ্ধ চিত্ত আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে সর্ব্বতোভাবে স্নাত হইয়াছে, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যবিচার অতিক্রম করিয়া মাধুর্য্যবিচার প্রবল হইলে তাঁহারা লক্ষ্মীকুণ্ডে মহালক্ষ্মীকুণ্ড অর্থাৎ শ্রীরাধাসরসী দর্শন করিতে পান এবং সেই রাধাকুণ্ডে স্নাত হইয়া রাধাগোবিন্দের মিলনসেবায় অভিনিবিষ্ট হন। কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মকুণ্ড বা লক্ষ্মীকুণ্ডকে কর্ম্মী জ্ঞানী, যোগী কিংবা ঐশ্বর্য্যপর ভক্ত যে বিচারে দর্শন করেন, শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত ভক্তগণ সেইরূপ সঙ্কীর্ণ-বিচারে দর্শন করেন না। তাঁহাদের উপলব্ধি ত্রিলোকের বিচার অতিক্রম করিয়া অধোক্ষজরাজ্যের উচ্চতম সোপানে অধিরূঢ়। তাঁহারা পরমতম বাস্তব সত্যের উপাসক।

ডাঃ অঃ—বাস্তবসত্য (absolute truth) কি নির্ব্বিশেষ?

প্রভুপাদ—নির্ব্বিশেষ বিগ্রহ ভগবানই বাস্তবসত্য। তাহা বৈশেষিকাদি দার্শনিকগণের কথিত দ্রব্যগুণাদির ন্যায় নহে। তাহাই একমাত্র সর্ব্বকারণ-কারণ।

ডাঃ—বাস্তবসত্যবিষয়ে যখন বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত, তখন আমরা কিরূপে প্রকৃত বাস্তবসত্যের নির্দ্দেশ করিতে পারিব?

প্রভুপাদ—বাস্তবসত্য স্বপ্রকাশ, তাহা অচেতন নহে। পরন্তু স্বতঃকর্তৃত্ববিশিষ্ট। তিনি নিজকে নিজে প্রকাশিত করেন। অভিজ্ঞতার প্রণালী বা আরোহপন্থার দ্বারা বাস্তবসত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। বাস্তবসত্যের নিকট উপনীত হইতে হয়। বাস্তবসত্য তৃতীয়মানের (third dimension) অন্তর্গত বস্তু নহে। যাহা তৃতীয়মানের অন্তর্গত, তাহাকে আমরা মাপিয়া লইতে পারি, তাহা আমাদের অধীন ভোগ্যবস্তু। যাহা মাপা যায়, তাহা মাপ্য।

মিঃ কৃপালীন—যে বস্তু মাপার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সেই বস্তুই তাহার ধারণার বিষয় হয়। বাস্তবসত্য যদি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারই না হইল, তাহা হইলে তাহা কিরূপে ধারণা করা যাইবে?

প্রভুপাদ—আপনি পূর্ব্বের কথিত Epistemology cross করিলেন। বাস্তবসত্য স্বপ্রকাশ, তিনি নিজেই initiative লইয়া আপনার বাস্তবসত্য গ্রহণের যোগ্যতা প্রকট করাইয়া নিজকে আপনার নিকট প্রকাশ করিবেন। আপনি আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা, পাণ্ডিত্য, অধ্যয়ন প্রভৃতির দ্বারা তাহা ধারণা করিতে পারিবেন না। তিনি তাঁহাকে আপনার নিকট প্রকাশিত করিলেই তাঁহাকে জানিতে পারিবেন।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

মিঃ কৃপালীন্—আমরা দেখিতে পাই যে, যখন কোন আদর্শের নিকট আমাদিগকে পৌঁছিতে হয়, তৎপূর্ব্বেই আমরা আদর্শের স্বরূপ অবগত হইয়া থাকি। আদর্শের স্বরূপ অবগত হইয়া আমরা তদ্লাভে যত্নবান্ হই।

প্রভুপাদ—সূর্য্য স্বপ্রকাশশীল বস্তু, চক্ষুর সূর্য্যরশ্মি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু যখন আমাদের চক্ষু-

পৌরুষ দেহধর্ম্মের দ্বারা আবৃত হয় তখন আমাদের দৃষ্টি-শক্তিতে সূর্য্যরশ্মিগ্রহণ-শক্তি থাকা সত্ত্বেও যেরূপ আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পাই না, সেইরূপ বাস্তবসত্যগ্রহণের শক্তি আমাদের মধ্যে নিত্য অনুস্যূত থাকিলেও উহা বর্ত্তমানে আবৃত আছে। আমাদের আবৃত বা সুপ্ত অবস্থা কখনও বাস্তবসত্যগ্রহণে সমর্থ নহে। যেরূপ সূর্য্য দেখিতে হইলে আমাদিগের চক্ষুর আবৃত অবস্থা দূর করা আবশ্যক অথবা নিশীথ অবসান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা আবশ্যক, সেইরূপ বাস্তবসত্য দর্শন করিতে হইলেও আমাদিগের অনুদ্ঘাটিত অতীন্দ্রিয় শক্তির উদ্বোধন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা আবশ্যক। নিশাকালে সূর্য্যকে যেরূপ সহস্র সহস্র শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক দীপসাহায্যেও দেখা যায় না, আবার সূর্য্য উদিত হইলে যেরূপ বৈদ্যুতিক দীপের দ্বারা সূর্য্যদর্শনের আবশ্যকতা থাকে না, সূর্য্যের নিজ আলোকেই সূর্য্যকে দেখা যায়, বাস্তবসত্যও সেইরূপ কোন প্রকার ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার সাহায্যে জানা যায় না। আবৃত অবস্থায় আবর্ত্তের স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না, শ্রীগুরুপদ হইতে স্বরূপতত্ত্বের বিষয় শ্রবণ করিতে হয়। অতএব শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

মিঃ কৃপালীন্—সত্য কোন্‌টী না বুঝিবার পূর্ব্বেই কিরূপে কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট প্রপন্ন হইব?

প্রভুপাদ—যাবৎ প্রশ্ন না হইলে সত্য-উপলব্ধি হইতে পারে না। যতদিন প্রশ্ন না হওয়া যায়, ততদিন আমরা ধর্ম্মসংমূঢ়-চিত্ত ও সংশয়াত্ম হইয়া বিনাশের পথে ধাবিত হই। কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন ইহা উপলব্ধি করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন—

"কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥"

যাঁহার নিকট আমাদের প্রপত্তি স্বীকার করিতে হইবে, তিনি মর্ত্ত্য ব্যক্তিবিশেষ হইলে পারমার্থিক গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না। মর্ত্ত্য জীব—যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয়-দ্বারা বাছিয়া লইতে পারি, সেইরূপ, অধিন ভোগাবস্তু পারমার্থিক গুরু নহেন। তাঁহাতে প্রপত্তি কখনও আমাদিগকে বাস্তবসত্যে উপনীত করাইবে না। গুরুদেব কৃষ্ণশক্তি—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ—কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, কৃষ্ণেরই দ্বিতীয় স্বরূপ বা প্রকাশ—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

মিঃ কৃপালীন্:—যাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে যাইব, তিনি যে অপূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন সাধারণ ব্যক্তি নহেন, তাহার নিদর্শন কি?

প্রভুপাদ—আপনি আপনার বুদ্ধি বিচার লইয়া যাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে যাইবেন, সেরূপ আরোপিত ব্যক্তি কখনও গুরু নহেন। তিনি আপনার বশ্য—আপনার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধীন। স্বয়ং কৃষ্ণ যাঁহাকে আপনার নিকট গুরু বলিয়া প্রেরণ করিবেন, তিনি চৈত্য-গুরুরূপে আপনার হৃদয়ে উদিত হইয়া বাহিরে মহান্ত-গুরু-রূপে প্রকাশিত হইবেন।

মিঃ কৃঃ—প্রত্যেক ব্যক্তিই ত তাহা হইলে তাঁহা-দের মনোনীত ব্যক্তিবিশেষকে ভগবদ্নির্দ্দিষ্ট গুরু বলিয়া বলিতে পারেন?

প্রভুপাদ—হাঁ। মনোধর্ম্মীমাত্রেই এই ভ্রমজালে আবদ্ধ হইতে পারেন। ভগবান্ বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন যোগ্যতা দর্শন করিয়া তাঁহাদের নিকট সেইরূপ গুরু প্রেরণ করেন। যাঁহারা ভগবানের নিকট কৃপা চাহেন—যাঁহারা তাঁহাদের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, ভগবান্ তাঁহাদিগের উপর নিষ্কপট কৃপা বিতরণ করিবার জন্য স্বয়ং মহান্ত সদ্‌গুরুরূপে প্রকাশিত হন। আর যাঁহারা ভগবানের কপট কৃপা চাহেন তাঁহাদের যোগ্যতানুসারে ভগবন্মায়া তদনুযায়ী গুরু প্রেরণ করিয়া থাকেন, নিষ্কপট ব্যক্তির কখনও অসুবিধা হয় না, তিনি অচিরেই বাস্তব সত্যের সন্ধান পান।

মিঃ কৃপালীন্, ডাঃ অরোরা ও মিঃ মার্জ্জন সাহেবের সহিত ইংরেজী ভাষায় এইরূপ কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তনের পর শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ-বিরচিত Life and precepts of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Vaishnavism real & apparent, Harmonist পত্রিকা এবং Aim & objects of Viswa Vaishnab Raj Sabha প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তিকা উপহার প্রদান করিলেন। তাঁহারাও কৃতজ্ঞতায়

সহিত সে সকল পুস্তক গ্রহণ ও শ্রীল প্রভুপাদকে অভিবাদনাদি করিয়া মোটরযোগে স্ব-স্ব-ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীকুরুক্ষেত্র ব্যাসগৌড়ীয় মঠে ঘূর্ণায়মান-মধ্যোৎসব-লীলা দর্শনার্থ প্রত্যহই প্রত্যূষ হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোক পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন ও শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন। কুরুক্ষেত্রে এরূপ সূর্য্যগ্রহণ কয়েকযুগের মধ্যে সংঘটিত হয় নাই বলিয়া প্রকাশ। সেইজন্য অপরাহ্ণকাল সূর্য্যগ্রহণ বড়ই দুর্ল্লভ। তন্মধ্যে আবার দীর্ঘ ছত্রাকারযুক্ত সূর্য্যগ্রহণ অধিকতর দুর্ল্লভ। কেহ কেহ বলিতেছেন,—যে মহান্ সূর্য্যোপরাগের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে, সেই সকল লক্ষণ এই গ্রহণেও সমুপলক্ষিত হইয়াছে। লোক সমাগম প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইতেছে। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ যাত্রিগণের সুবিধার নিমিত্ত বহু স্পেশাল ট্রেণের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ভারতের সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোক সমবেত হইতেছেন। বঙ্গদেশাদি যাত্রীর সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বঙ্গদেশীয়গণ সকলেই বঙ্গের বাহিরে সুদূর কুরুক্ষেত্রে গৌড়মণ্ডলেশ্বরের মহাকীর্ত্তি শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ দর্শনার্থ আগমন, শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। ভক্তগণ প্রত্যহ গৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তন ও শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করিতেছেন।

গত ৯ই নভেম্বর শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরবিনোদ-রাসস্থলী ও শ্রীকুরুক্ষেত্রলীলার শ্রীমূর্ত্তিসমূহ দর্শন এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য বিভিন্ন দেশীয় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের বহুব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীনরহরিসরকার কথা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ডাঃ জগন্নাথ প্রসাদ মাথুর, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভোলানন্দগিরি মহিষার, বিদ্যানন্দ দাস কণ্ট্রাক্টর্ পেশোয়ার, সর্দ্দার জয়সিং চৌধুরী উনা, টীকারাম বিষণসিং বেদী জমিদার ও মনোহারী ম্যাজিষ্ট্রেট উনা, বাবু মনোমোহন সিং বেদী জমিদার, সবরেজিষ্ট্রার উনা, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী পাবনা প্রভৃতি বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী বিবরণ সকল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ

যাহার দ্বারা বস্তু লক্ষিত হয়, তাহার নাম লক্ষণ। সেই লক্ষণ দুই প্রকার—স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। যে লক্ষণ সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বাবস্থায় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাই বস্তুর স্বরূপ লক্ষণ। যে লক্ষণ অবস্থাবিশেষে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার নাম তটস্থ লক্ষণ। যেমন সকল বস্তুর দুই প্রকার লক্ষণ আছে, সেইরূপ বৈষ্ণবেরও দুইপ্রকার লক্ষণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন,—

"সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে।"
"কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত ষড়্‌গুণ।
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥"

উক্ত ছাব্বিশটী লক্ষণ দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হন। উক্ত গুণগণ মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতা গুণটী বৈষ্ণবের স্বরূপ লক্ষণ। অপর গুণগুলি তটস্থ লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপত্তিই স্বরূপ লক্ষণ হইল কেন, তাহার একটু বিচার করা আবশ্যক। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।
সূর্য্যাংশ-কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়॥"

স্বরূপতঃ জীব চিদ্বস্তু এবং সূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অংশকিরণস্বরূপ। অতএব সূর্য্যকিরণ যেরূপ সূর্য্যমণ্ডল-বহির্গত হইয়া স্বরূপহীন হয়, জীবও সেইরূপ কৃষ্ণকিরণ-

মতন বহির্গত হইয়া বিগত-স্বরূপ হইয়া পড়েন। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ তুলি সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥"

কৃষ্ণের নিত্য-দাসাই জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম। তাহা কখনই জীবকে পরিত্যাগ করে না; কেবল মায়াবদ্ধ অবস্থায় উহা বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া থাকে। উপযুক্ত সময় হইলে পুনরায় প্রকাশিত হয়। সুবর্ণ যেরূপ রাসায়নিক বিকৃত অবস্থায় জ্যোতিঃশূন্য হইয়া থাকে এবং রাসায়নিক বিয়োগ দ্বারা পুনরায় উহার ঐ ধর্ম্ম উদিত হয়, জীবের ধর্ম্মও সেইরূপ বিলুপ্ত-প্রায় থাকিয়া অবস্থাক্রমে পুনরুদিত হয়।

জীবের মায়াবদ্ধ অবস্থায় যেরূপ স্বরূপধর্ম্ম অনুদিত প্রায় থাকে, সেইরূপ কতকগুলি মায়িকধর্ম্ম জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মায়িক ষড়্‌বিকার, ষড় রিপু, ভোগ-পিপাসা প্রভৃতি তখন জীবের সঙ্গী হইয়া পড়ে। জীব যখন মায়া-ত্যাগের একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ আশ্রয় করে, তখনই তাহার স্বরূপধর্ম্ম পুনরুদিত হইতে আরম্ভ হয়। সেই ধর্ম্মের যত আলোচনা করিতে থাকে, ততই তাহার উন্নতি ও ক্রমশঃ পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়। যথা—

"কৃষ্ণভক্তি জন্ম মূল হয় সাধুসঙ্গ।"

যে সময়ে সাধুসঙ্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণচরণ পর্য্যাপত্তির আলোচনা হইতে থাকে, সেই সময়ে মায়িক গুণবিনাশী পূর্ব্বোক্ত পঁচিশ প্রকার তটস্থগুণ বৈষ্ণব-শরীরে অবশ্য উদয় হইবে। ঐ সমস্ত গুণ ক্রমশঃ মায়িক গুণ সমূহকে বিনষ্ট করিয়া বৈষ্ণবের স্বরূপধর্ম্ম-সমুদ্রে উর্ম্মির ন্যায় বিলীন হইয়া পড়ে।

ভক্তি-উন্মুখ জীব স্বভাবতঃ সর্ব্বজীবে কৃপাবিশিষ্ট, তিনি কাহারও প্রতি দ্রোহ করেন না। সত্য-তত্ত্বকে একমাত্র সার বলিয়া জানেন। সকল জীবকে সমদৃষ্টি করেন। স্বয়ং নির্দ্দোষ, যথাশক্তি বদান্য। তিনি ধীর, পবিত্র ও বৈদগ্ধবুদ্ধি-সম্পন্ন। তিনি সকল জীবের যথাসাধ্য উপকার করিয়া থাকেন। তিনি ইন্দ্রিয়সুখ হইতে শান্তি লাভ করেন। নিজের তুচ্ছ-তুচ্ছ-কামনাশূন্য এবং জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহাতিরিক্ত ঊষর-রহিত। তিনি স্থিরবুদ্ধি। তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতাকে জয় করিয়া থাকেন। ভক্তি আলোচনার অবিরোধী ভোগমাত্র স্বীকার করেন। তিনি অত্যন্ত নিদ্রা, আলস্য ও মাদক-সেবনাদি পরিত্যাগী। সর্ব্বজীবের প্রতি মানদ। নিজে গুণসম্পন্ন হইয়াও অভিমানশূন্য। অসার আলোচনা-রহিত। অপরাধীর প্রতি ক্ষমা-বিশিষ্ট। তিনি ক্ষমাশীল। ভগবল্লীলাদি বর্ণনে কবি। তিনি সৎকার্য্য-পটু এবং অকারণ বাক্য ব্যয় করেন না।

যেখানে যে পরিমাণে ভক্তির উদয় হইয়াছে, সেখানে সেই পরিমাণেই পঁচিশ প্রকার তটস্থগুণ অবশ্য উদয় হইবে। ভক্তি যত বৃদ্ধি হইবে, এই সকল গুণও তত বৃদ্ধি হইবে। যেরূপে এই সকল তটস্থগুণের অত্যন্ত অভাব, সে রূপে ভক্তিরও অত্যন্ত অসুদয় বুঝিতে হইবে। এই লক্ষণই বৈষ্ণব তারতম্যের একমাত্র পরিচয়।

কুরুক্ষেত্রের সংবাদ নিজস্ব

On the occasion of the annual celebrations of Vyas Gaudiya Math, Kurukshetra during the ensuing Solar Eclipse His Divine Grace Paramhansa Sree Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami Maharaj with a party of fifty disciples from Calcutta Gaudiya Math arrived at Kurukshetra this noon and was received at station by thousands and many leading men of the locality including Mr. Kripalan, Deputy Commissioner, Karnal, Mr. Kilburn, Police Superintendent with subordinates, and officers-in-charge Punjab Provincial Boy-Scouts, and many elites of town with flags and festoons. Paramhansaji was garlanded at station amidst loud cheers of "*Haribole*" and carried to Math in a richly decorated Palanquin attended by big procession of band party of Hardwar Orphanage and Sankirtan. Vast multitude highly gratified to have Darshan of Paramhansaji and showered profuse flowers from both sides of long road up to Math Premises.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়া

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫, ২৪শে নভেম্বর, ১৯২৮ | ১৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কাশীতে যে স্মার্ত্ত-সম্মেলনের আড়ম্বর হইয়া গেল, তৎসম্বন্ধে পারমার্থিকগণের কিছু বক্তব্য নাই। তবে যেখানে আর্থিক স্মার্ত্তগণ তাঁহাদের স্ব স্ব অধিকার ও নিষ্ঠা লঙ্ঘন-পূর্ব্বক অনধিকার চর্চ্চা করিবার জন্য গ্রীবা উত্তোলন করিয়া থাকেন, সেখানে পারমার্থিক শাস্ত্র (ভাঃ ১১।২১।২) বলেন,—

"যে যেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥"

যে ব্যক্তির যাহাতে অধিকার, তাহার তাহা লইয়া থাকাই ভাল। স্বীয় স্বীয় অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহারই নাম 'গুণ'। অধিকারনিষ্ঠা পরিত্যাগের নাম 'দোষ'। ইহাই গুণ-দোষের নির্ণয়।

উক্ত স্মার্ত্ত সম্মেলনের কতিপয় আর্থিক-সমস্যা-বিচারের মধ্যে একটি পারমার্থিক বিচারকেও অন্তর্নিহিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল—"ভাগবতধর্ম্ম-স্বীকার স্বরূপ ও অধিকার-নিরূপণ।" কাশীর স্মার্ত্ত-সম্মেলনের বিচারকগণ ঐ পারমার্থিক বিষয়টীকেও তাহাদের আর্থিক গণ্ডীর অন্তর্গত ভাবিয়াছেন কি? পারমার্থিক বিষয়কে বলপ্রয়োগে আর্থিক গণ্ডীতে আনিবার চেষ্টা ভাল হয় নাই।

জাতীর নিকট হিন্দুর পর্ব্ব জিজ্ঞাসা করা যেরূপ অবৈধ, তদ্রূপ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের সভায় বৈধ-প্রতিপাদক ভাগবতধর্ম্ম-স্বীকার স্বরূপ এবং অধিকার-নিরূপণও অবৈধ। 'জানাফী' পয়ের নিকট গুরা পূজার স্বরূপ ও অধিকার জিজ্ঞাসা করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত, তাহা সেদিনকার 'বসুমতী'তেই প্রকাশিত হইয়াছে। দৈনিক বসুমতীর স্তম্ভে কাশীর স্মার্ত্ত সম্মেলনের ভাগবতধর্ম্ম-স্বীকার অধিকার নিরূপণ-প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে,—"ভাগবতধর্ম্ম-স্বীকার অধিকারবিচার-প্রসঙ্গে পণ্ডিত রামপ্রসন্ন আচার্য্য ও টিকমতি-কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত রঘুবীরদাস যখন বর্ণনির্ব্বিশেষে "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রদীক্ষার প্রথা রামানুজসম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে, এই যুক্তি প্রদর্শন করিতে উদ্যত হন, তখন তাঁহা-দিগকে ব্রাহ্মণ-সম্মিলনে শাস্ত্রসিদ্ধ বিষয় ভিন্ন সাম্প্রদায়িক আচারের আলোচনা হইতে পারে না, এই মতবাদ শুনাইয়া বিচারে নিবৃত্ত করা হয়।"

যখন কাশীর স্মার্ত্ত-সম্মেলনে সাম্প্রদায়িক আচারের আলোচনা নিষিদ্ধ বলিয়া বিচারিত হইয়াছে, তখন সেই সিদ্ধান্ত কেনই বা পূর্ব্বাপর রক্ষিত হয় নাই? ভাগবত-ধর্ম্মস্বীকার স্বরূপ ও অধিকার-নিরূপণ—ভাগবত-সম্প্রদায়েরই বিচার্য্য বিষয়। কিন্তু সেই ভাগবত বা সৎসম্প্রদায়ের কথা লইয়া অনধিকার-চর্চ্চা করিবার অধিকার কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়কে কে প্রদান করিলেন? উক্ত স্মার্ত্ত-সম্মেলনের

যুক্ত অনুসারেই ভাগবত-সম্প্রদায়ের সংসাম্প্রদায়িক আচার আলোচনা করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। অসাম্প্রদায়িকতার ছলনায় কুসাম্প্রদায়িকতাকে উন্নত মনে করা অবৈধ।

উক্ত বিদ্ধ স্মার্ত-সম্মেলনের চতুর্থ দিবসের (১৫ই কার্ত্তিক) বিবরণে প্রকাশ যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী নিম্নলিখিত প্রশ্ন বিচারার্থ উপস্থিত করেন, —'বৈষ্ণব-দীক্ষা বা ভাগবত-দীক্ষার দ্বারা জাতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে কিনা?' একবাক্যে সকলেই 'হইতে পারে না' বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। • • মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, —'ভাগবতদীক্ষায় জাতির পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে কিনা?' তদুত্তরে সকলেই একবাক্যে 'পারে না' বলিয়া ব্যক্ত করেন।"

উপরি-উক্ত বিবরণ-পাঠে সকলেই বুঝিতে পারেন যে, বিদ্ধ স্মার্ত-সম্মেলনে বৈষ্ণবী দীক্ষা সম্বন্ধে আদৌ কোন বিচার হয় নাই—হইতেও পারে না। বিচার হইলে শাস্ত্রপ্রমাণ এবং শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সিদ্ধান্তস্থাপনের চেষ্টা হইত। "হইতে পারে না" বাক্যদ্বারা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না। "হইতে পারে না" বাক্যের বক্তৃগণ কিছু ভাগবতধর্ম্ম-বিচারের প্রামাণিক নহেন। তাঁহাদের কয়জন ভাগবতী দীক্ষা লাভ করিয়াছেন? কয়জন ভাগবত দর্শন করিয়াছেন? কয়জন ভাগবত-ধর্ম্মের আচার প্রচার করেন? কয়জন ভাগবত হইয়াছেন? বিদ্ধ স্মার্তগণের মূলপুরুষ মনু, জৈমিনী ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিই যখন ভাগবতের বিচারে আদৌ প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হন নাই, তখন তাঁহাদের নিম্নাধিকারী অযোগ্য অবতনগণের স্থান কোথায়? ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়াছেন,—

"প্রায়েণ বেদ ভদ্রিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥"

(ভাঃ ৯।৫।৫৪)

"বক্তারবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

"কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥"

(ভাঃ ১১।৩।৪৩)

জগদ্গুরু ভগবান্ ব্যাসদেব স্বয়ং মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও সাত্বত পঞ্চরাত্রে ভাগবত-ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবী দীক্ষা সম্বন্ধে বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাগবতধর্ম্মবক্তা ব্রহ্ম-মহেশাদি-বন্দ্যাচরণ কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব ভাগবতধর্ম্ম-দীক্ষা বা বৈষ্ণবী দীক্ষার একমাত্র প্রামাণিক বক্তৃরূপে শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুদ্বয়কে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীব্যাস-দেব, মহামহোপাধ্যায় আচার্য্যবর্য্য জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন ও শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুপাদের সিদ্ধান্তের উপরে ভাগবতধর্ম্মে অনধিকারী ভগবন্মায়া-বিমোহিত কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের অপস্বার্থপর মতবাদ কখনই প্রামাণিক বলিয়া স্থাপিত হইতে পারে না। ঐরূপ সহস্র সহস্র ব্যক্তিগণের পরিচয় নাই। ইহা ভার্গবীয় মনুসংহিতায়ও উক্ত হইয়াছে।

ভগবান্ ব্যাসদেবের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করিয়া অপস্বার্থ ও অভিসন্ধিমূলে কাহারও নূতন মতবাদ কল্পনা করিবার অধিকার নাই। যাঁহারা ভগবান্ ব্যাসদেব এবং আচার্য্য-বর্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর সিদ্ধান্ত অমান্য করিয়া বিচার-রহিত ভোটের দ্বারা সত্য জয় করিবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদিগকে মহাভারতের বিরোধী এবং সনাতনধর্ম্মের বিরোধী 'দুর্ব্বল-মতবাদী' বলাই নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত।

ভগবান্ ব্যাসদেব লক্ষলক্ষ-স্থানে বিচারের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, **ভাগবতদীক্ষা প্রভাবে পুরুষমাত্রেরই পারমার্থিক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।** প্রোজ্ঝিত-কৈতব নিরন্তকুহক ভাগবতদীক্ষার উদ্দেশ্য কখনও আর্থিক বা ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন নহে, **পারমার্থিক পরিবর্ত্তনই ভাগবতী দীক্ষার উদ্দেশ্য।**

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥"

শ্রীভাগবতও এই সিদ্ধান্ত ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

(ভা ৭।১১।৩৫)

ব্রাহ্মণকুলচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামিপাদ এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ॥"

মহাভারতে ভগবান্ ব্যাসদেব ভাগবতদীক্ষা-প্রভাবে বর্ণ-পরিবর্ত্তনের কথা অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—

"এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥"

(মঃ ভাঃ অনুঃ পঃ ১৪৩।৪৬)

মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতোদ্ধৃত অন্যান্য বহুবাক্য স্থানাভাব-হেতু প্রদত্ত হইল না।

ভাগবতধর্ম্মবিচার-সিদ্ধান্তের একমাত্র প্রামাণিক আচার্য্যবর্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ভাগবতধর্ম্মদীক্ষা-প্রভাবে নর-মাত্রের বর্ণপরিবর্ত্তনের কথা তন্ত্রসাগর-প্রমাণ হইতে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উদ্ধার করিয়াছেন। 'দিগ্-দর্শনী' টীকা ও বৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থে তাহা আরও স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৭ সংখ্যা-ধৃত তন্ত্রসাগরবচন)

যেরূপ কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাংস্য স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ **বৈষ্ণবদীক্ষা-বিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা** সাধিত হয়।

"নৃণাং, সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং 'বিপ্রতা'।"

(শ্রীসনাতন-গোস্বামিকৃত দিগ্‌দর্শিনী)।

শ্রীচরিতামৃতেও এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণবদীক্ষা-প্রভাবে পারমার্থিক পরিবর্ত্তনের কথা বর্ণিত হইয়াছে,—

"দীক্ষা-কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

ভাগবতদীক্ষা-প্রভাবে দ্বিজত্বলাভের কথা আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদও বর্ণন করিয়াছেন,—

"এবং দীক্ষাতঃ পরস্তাদেব তস্য ভগবতস্তব দ্বিজত্বসংস্কার-জন্যাধিকারিত্বাৎ তন্মাত্রবিধেরেবাজ্ঞাতঃ।"

(ব্রঃ সং ৫।২৭—শ্রীজীবকৃত টীকা)

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বিষ্ণুযামল-বচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"অতস্তাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগম-মার্গেণ শুদ্ধির্নৈব শ্রৌত-বর্ত্মনা॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ৩ সংখ্যা-ধৃত বিষ্ণুযামল-বাক্য)

কলিতে অর্থাৎ বিবাদ-তর্কে শৌক্রব্রাহ্মণের শুদ্ধতা নাই, তাঁহারা শূদ্রসদৃশ। তাঁহাদের বৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠানমার্গে নির্ম্মলতা নাই। পাঞ্চরাত্রিক-বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ তাঁহার সৎক্রিয়াসার-দীপিকা-গ্রন্থে শ্রীরামানুজীয়গণের আচার উল্লেখ করিয়া ভাগবতদীক্ষা-প্রভাবে দ্বিজত্বলাভের কথা বিস্তার করিয়াছেন।

ছান্দোগ্যাদি শ্রুতি, বেদান্তভাষ্য ভাগবত, মহাভারত, ব্যাসদেব, দেবর্ষি নারদ, শ্রীমন্মধ্বমুনিপাদ, শ্রীমন্মধ্ব, শ্রীবিষ্ণুতীর্থ, শ্রীধরস্বামী, শ্রীল সনাতন, শ্রীল গোপালভট্ট, শ্রীল জীব প্রভৃতি অমল প্রামাণিক শাস্ত্র ও অবিসম্বাদিত ভাগবতধর্ম্ম-প্রবক্তা আচার্য্যগণের পাণ্ডিত্য ও সংস্থাপিত সিদ্ধান্ত অপেক্ষা অধিকতর পাণ্ডিত্য বা ভাগবতধর্ম্মে প্রবেশাধিকার কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের নাই। সুতরাং বৈতানিক বেদবাদে বিমোহিত প্রকৃতিজনসঙ্ঘের কোলাহল বন্ধ্যা বিতণ্ডা-মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। উহার কোনই মূল্য নাই।

কাশীর স্মার্ত্ত-সম্মিলনের বিচার-সভায় অবৈধ ব্যবহারের কথা দর্শক জন-সাধারণ 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

* * *

"অতঃ মহাসম্মেলনের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের বিচার-সভা সম্বন্ধে যেরূপ নিয়মাবলী ও কার্য্যাবলী স্থির করিয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণের বাসনা পূর্ণ হইতে পারিল না। তর্কবত্ন মহাশয়ের বিচারাস্থান প্রকাশিত হইবা-মাত্র অবিলম্বে তর্করত্ন মহাশয় সম্মেলনের নেতৃবর্গকে জানান যে, তাঁহার প্রস্তাবিত উপযুক্ত মধ্যস্থগণের সম্বন্ধে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার প্রতিবাদিগণের অগ্রণী তর্করত্ন-মহাশয়ের সহিত তিনি বিচার করিতে প্রস্তুত আছেন। সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ এই পর্য্যন্ত এই উত্তরের প্রত্যুত্তর না দিয়া বিচার-ব্যাপারকে অভিনব স্বকপোল-কল্পিত নিয়মের নিগড়ে নিয়ন্ত্রিত করিতে তৎপর হইয়াছেন! তাঁহারা যে নিয়মাবলী প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার মূল ধারাগুলি এইরূপ—

১। উপস্থিত ধর্ম্মাচার্য্যগণ বাদি-প্রতিবাদীর অভিপ্রায়ের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন।

২। বিচারসভায় কে বাদী এবং কে প্রতিবাদী হইবেন, এবং বিরোধিপক্ষের কোন্ ব্যক্তি বিচারে উত্তর প্রত্যুত্তর করিবেন,—তাহা সম্মেলনকর্তৃক নিযুক্ত একজন নিয়ামক স্থির করিয়া দিবেন। ইঁহার আজ্ঞা সকলকেই নির্ব্বিচারে মানিতে হইবে।

৩। নিবন্ধকারগণের প্রামাণ্য অবিসম্বাদে মানিয়া লইয়া তাঁহাদের মতানুসারে বিচার করিতে হইবে।

এইসকল নিয়ম যে আবহমানকাল হইতে পণ্ডিতসমাজে প্রচলিত প্রথার নিতান্ত বিরুদ্ধ এবং এই সকল নিয়ম বিনা-প্রতিবাদে মানিয়া লইয়া কোন প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতই যে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না,—তাহা বিচারসভার আরম্ভ-দিনে অপরাহ্ণকালে বারাণসীর টাউনহলের সংলগ্ন প্রশস্ত ময়দানে এক প্রকাণ্ড সভায় উদ্‌ঘোষিত হয়। এই সভায় কাশীধামের অসংখ্য প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত, সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং শিক্ষিত ও অভিজাতবংশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। জনমতের এইরূপ স্পষ্ট অভিব্যক্তি সত্ত্বেও ব্রাহ্মণসম্মেলনের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা সে-সম্বন্ধে তাঁহাদের আমন্ত্রিত প্রতিনিধিগণের মত গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। • • •

সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ এই বিচারসভার সাহায্যে আপনাদের পূর্ব্ব হইতে পোষিত সিদ্ধান্তগুলির "যেন তেন প্রকারেণ" সমর্থন করাইয়া লইতেই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহাদের এই উদ্দেশ্যসাধনের প্রধান সহায়ক হইয়াছিলেন—মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণশাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রীর পুত্র পণ্ডিত শ্রীরাজেশ্বর শাস্ত্রী। শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী তাঁহার অনর্গল বাচালতা, অঙ্গভঙ্গী ও হেবিজিবের সাহায্যে সমাগত নিরীহ পণ্ডিতগণকে অপদস্থ করিতে ব্যাপৃত ছিলেন। ইনিই প্রকৃতপক্ষে বিচারসভার সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তাধ্যক্ষ হন, প্রতিবাদিগণকে নিরুত্তর করিবার জন্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগঙ্গানন তর্করত্নের কোপাবেগও কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য করে।

• • • •

বড়ই আক্ষেপের বিষয়, সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ এত অর্থব্যয় ও আড়ম্বর করিয়াও সমগ্রদেশের অপেক্ষিত তর্করত্ন-তর্কভূষণ মহাশয়দ্বয়ের বিচার ঘটাইতে পারিলেন না এবং যে প্রশ্নের সমাধান জানিতে আজ সমগ্র হিন্দুসমাজ উন্মুখ—'বর্ত্তমান-সময়ে ধর্ম্মব্যবস্থাপকগণ-কর্তৃক প্রবর্ত্তন বা সঙ্কোচন,—এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌প্রকার ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তন শাস্ত্রসঙ্গত'? এই প্রশ্নেরও বিচারপূর্ব্বক উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। এই প্রশ্নটী তাঁহাদের প্রথম-প্রচারিত প্রস্তাবনীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও কি নিগূঢ় কারণে যে বিচার্য্য বিষয়-সপ্তকের মধ্যে স্থান পায় নাই,' এ রহস্য কে উদ্‌ঘাটন করিবে?

এই সপ্তাহব্যাপী বিচারের ফলাফল একরূপ নির্দ্ধারিতই আছে। ধর্ম্মাচার্য্যগণ প্রকাশ্যসভায় তাহাই উদ্‌ঘোষণ করিবার জন্য মুখস্বরূপ হইবেন।"

শাস্ত্র-সম্মেলনের প্রহসন "ভাগবতধর্ম্মস্বীকার সরলনির্ণয়ের প্রস্তাব" লইয়া সমগ্র সভ্যজগৎ ও পণ্ডিতসমাজের নিকট কৌতুকের পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

আসাম-প্রদেশে শ্রীল প্রভুপাদ

বশিষ্ঠাশ্রমে

৯ই অক্টোবর বৈকালে শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তের সহিত "বশিষ্ঠাশ্রম"-দর্শনে গমন করেন। বশিষ্ঠাশ্রম গৌহাটী হইতে প্রায় ৭ সাত মাইল। স্থানটী খুব নির্জ্জন ও মনোরম। সেখানে একটী জলপ্রপাত আছে। 'মাউণ্ট আবু' প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন তীর্থে অনেকগুলি "বশিষ্ঠাশ্রমের" নাম শ্রুত হয়। এখানে একটী মন্দিরও আছে। স্থানটী মুনি-ঋষিগণের আশ্রমাদির ন্যায় শান্তরস-রসিকগণের চিত্তবৃত্তির অনুকূল। অশান্তভাব বা কর্ম্ম-কোলাহল হইতে শান্তভাব ভাল, কিন্তু শান্তভাবে কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রতি বীতস্পৃহা থাকিলে তাহা সম্ভোগবাধ বা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেরই রূপান্তর। কৃষ্ণকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনভজনস্পৃহা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা-মাত্র।

শিলং ষ্টেশনে

১০ই অক্টোবর ২৩শে আশ্বিন বুধবার প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মোটরযানে গৌহাটী হইতে শিলং যাত্রা করেন। গৌহাটী হইতে শিলং ৬৩ মাইল, মধ্যবর্ত্তি-স্থানে নংপো-নামক একটী মোটর ষ্টেশন আছে। তথায় আরোহী ও অবরোহী (up and down) সকল গাড়ীই মিলিত হয়। আরোহী গাড়ী সমস্ত আসিয়া পৌঁছিলে তৎপরে অবরোহী যানগুলিকে নামিয়া আসিবার অনুমতি দেওয়া হয় এবং আরোহী-যানগুলিকে "চড়াই" করিতে দেওয়া হয়। কারণ, এই সঙ্কীর্ণ দুর্গম পার্ব্বত্য-পথে বহুস্থলেই একসঙ্গে দুইখানি গাড়ীর পাশাপাশি যান হয় না। শিলং-গৌহাটী পথটী বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। তজ্জন্যই বহুল পার্ব্বত্য ভূমিকে যান-সঞ্চরণোপযোগী করিতে গিয়া প্রতি পদেপদে "মোড়" (turn) অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই সেইসকল স্থানে আরোহী ও অবরোহী যানসমূহের একসময় চলা বিশেষ বিপজ্জনক। গৌহাটী হইতে নংপো-ষ্টেশন ৩০ মাইল যাওয়ান। এবং নংপো হইতে শিলং সহরের মধ্যস্থল সর্ব্বদেষ্ট কাছারী-বাড়ী ৩৩ মাইল দূর। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে আনীত শ্রীল প্রভুপাদের মোটরযান প্রথম ৩০ মাইল আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু চালনা করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট ৩০ মাইল ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন চালনা করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। প্রভুপাদের গাড়ীতে প্রভুপাদ স্বয়ং, আচার্য্যাত্মিক প্রভু, শ্রীযুক্ত মদনমোহন ভক্তিমধুকর, শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ও নিত্যানন্দ বালকদ্বয় এবং শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ছিলেন। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিওপাধ্যায়, শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ ও শ্রীবাসবিহারী ব্রহ্মচারি-প্রমুখ অন্যান্য দলবাহী ভক্তগণ শিলং-গৌহাটী-মোটর-সার্ভিসের গাড়ীতে গমন করিয়াছিলেন। ভক্তগণ হরিকীর্ত্তন-সহকারে লইয়া দুর্গম পার্ব্বত্য পথে চলিতে লাগিলেন। গাড়ী যখন উচ্চ পর্ব্বতমালার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পর্ব্বতের সানুদেশ অবলম্বনপূর্ব্বক বহুবিধ বক্রগতিতে চলিতে আরম্ভ করিল এবং স্থানে-স্থানে জলপ্রপাত সমূহের কলধ্বনি পার্ব্বত্য বিহঙ্গকুলের কূজনের সহিত মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব্ব তানের সৃষ্টি করিল,—কোথাও বা কোন কোন পার্ব্বত্য পক্ষীর রব বংশীধ্বনি ও ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতে থাকিল এবং ভক্তগণের শ্রীমুখোচ্চারিত কৃষ্ণকীর্ত্তনধ্বনির সহিত সংযুক্ত হইয়া মহা-ঐক্যতানের সৃষ্টি করিল, তখন মনে হইল,—সত্যসত্যই সঙ্কীর্ত্তনপরায়ণ দিব্যসূরিগণ দিব্যরথে বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিতেছেন। অথবা পার্ব্বত্য পশুপক্ষী তৃণগুল্মলতা এবং উহাদের সহচর মানবকুলকে কৃতার্থ করিবার জন্যই বৈকুণ্ঠদূতরূপে এই পার্ব্বত্য-প্রদেশে বিচরণ করিতেছেন। প্রায় দিবা ১২৪০ ঘটিকার সময় প্রভুপাদের মোটরযান শিলং-সহরে প্রবেশ করিল। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও শিলংবাসী কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রভুপাদের অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন করিলেন। মোটরযান রেড্ হিল্‌রোড্—লাউমুখরায় 'লীন্‌মোর্ কটেজ' নামক নির্দ্দিষ্ট ভবনে উপস্থিত হইল। 'লীন্‌মোর্ কটেজ' একজন ধর্ম্মাণ খৃষ্টান-ধর্ম্ম-প্রচারকের আরাম-নিবাস (Bunglow) এবং শিলং-সহরের খুব উচ্চ মনোরম ও নির্জ্জন উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত।

এই অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ পুরুষগণেরই অধিক বাস ; বাঙ্গালীর বা দেশীয় লোকের বাস নাই বলিলেই হয়। প্রায় ১৪০ ঘটিকার সময় অন্যান্য ভক্তগণও আসিয়াছিলেন। আসিবার কালে বড়বাজারের নিকট পরমভাগবত কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয় প্রভুপাদকে দর্শন করিয়া প্রভুপাদের শ্রীরথে পরমভক্তিভরে প্রণত হইলেন এবং প্রভুপাদের শিলং আগমনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকিলেন। প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক প্রাজ্ঞ-মহাশয়ের ভবনে অবতরণ না করিয়া অন্যত্র বাসস্থান নির্দ্ধারণ করায় প্রাজ্ঞ মহোদয় আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তৎকালে কএকদিবস ধরিয়া শিলংএ অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইতেছিল। এইসময় প্রভুপাদ ভক্তগণের নিকট অনুকূল হরিকথা কীর্ত্তন করিতেন, কখনও বা 'গৌড়ীয়' ও 'নদীয়া-প্রকাশ' ও Harmonistএর ভক্ত প্রবন্ধের বিষয়ে উপদেশ দিতেন। কুমার বাহাদুর সুযোগের মধ্যেও শ্রীলপ্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করিতেন। তাঁহার ভগবৎকথা-শ্রবণ-স্পৃহা বিশেষ প্রশংসনীয়া। কএক দিবস পরে কটক রেভেনশ কলেজের সিনিয়র ইতিহাসাধ্যাপক ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান পরীক্ষক শ্রীযুক্ত নিখিলকান্ত সান্যাল এম্, এ, এবং ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্, এ, বি, এল, মহাশয়দ্বয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-সমীপে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের পৌঁছিবার পর দিবস গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দপ্রভু গৌহাটী হইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কএক দিবস মধ্যে গৌহাটি হইতে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এবং শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভুও গৌহাটীতে প্রচারকার্য্যসমাপনান্তে শিলংএ আসিয়া সমাগত হইলেন।

১৭ই অক্টোবর ৩১শে আশ্বিন বুধবার শ্রীল প্রভুপাদ কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ প্রাজ্ঞ মহোদয়ের শিলং এক্‌হিল-ভবনে পদার্পণ করেন। কুমার বাহাদুর প্রভুপাদের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিবা-মাত্রই ব্যস্তসমস্ত হইয়া স্বীয় ভবনের বহির্দ্দেশে আগমনপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-বিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং অভিবন্দনা করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। বৈষ্ণবাগ্রহ পরম-সম্মানিত বৈষ্ণব-পরিবারের ভক্তিমান্ ও সুশিক্ষিত সুযোগ্য সন্তানসূত্রে প্রাজ্ঞ-মহোদয় আচার্য্য-সম্মানের বিধি অবগত ছিলেন। প্রাজ্ঞ-মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের উপবেশনার্থ উচ্চকাষ্ঠাসনোপরি সুকোমল মখ্‌মলাসন ও পাদপদ্ম সংস্থাপনার্থ অপর মনোরম মখ্‌মলাসন, এবং ভক্তগণকে পৃথক্ আসন প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং ভূমিতে উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রাজ্ঞ-মহাশয়ের এরূপ বৈষ্ণব-বিনয় দর্শন করিয়া তাঁহাকে আসনোপরি উপবেশনার্থ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে এবং ভক্তগণও প্রাজ্ঞ-মহোদয়কে ভূমিতে রাখিয়া উক্ত আসনে উপবেশন করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, প্রাজ্ঞ-মহোদয় সবৈনয়ে বলিলেন—'দীনচেতা গৃহিগণের গৃহে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্ব্বক আগমন করিলে তাঁহাদের সেবা করাই গৃহীর ধর্ম্ম। ইহা লঙ্ঘন করিলে কেহ 'গৃহস্থ' পদবাচ্য হইতে পারেন না।' অনেক অনুরোধ-সত্ত্বেও প্রাজ্ঞ-মহোদয় উচ্চাসন গ্রহণ করিলেন না, শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মের সম্মুখে নীচে উপবিষ্ট রহিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের সহিত নিম্নলিখিত ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণপ্রভু, শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিখিলকান্ত সান্যাল ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, আচার্য্য শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যা-বিনোদ প্রভৃতি। কুমার শরদিন্দুনারায়ণ শ্রীল প্রভুপাদকে যে-সকল পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, নিম্নে সেইসকল প্রশ্ন ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যুত্তরের সারাংশ প্রদত্ত হইল।

কুমার—মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে 'মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়' বলা হয় কেন? মধ্বাচার্য্য কি শুদ্ধবৈষ্ণব ছিলেন?

প্রভুপাদ—গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ ব্রহ্ম-ব্যাস-মাধ্ব-আম্নায়ের আশ্রিত বলিয়া তাঁহারা "মাধ্ব-গৌড়ীয়" বা "ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়"-নামে অভিহিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়াও আচার্য্যের লীলাভিনয়কালে শ্রৌত-পথ বা আম্নায়-গত প্রণালী অনুসরণ করিবার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বরপুরীপাদকে গুরুরূপে বরণ করিবার লীলা এবং জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর দ্বারা শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের আনুগত্য-লীলা প্রদর্শন করাইয়া শ্রৌতপারম্পর্য্যের বা আম্নায়-স্বীকারের সনাতনী রীতি সংস্থাপন করিয়াছেন।

শাস্ত্রতত্ত্বে কলিতে চারিটী সৎসম্প্রদায়ের কথা বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ গৌরসুন্দর সেই সৎ-সম্প্রদায়ের অন্যতম ব্রহ্মমাধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জগতে শাস্ত্রমর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। সাধু, শাস্ত্র ও আচার্য্যের আচরণ—পরস্পর প্রতিকূল নহে। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ, শ্রীঈশ্বরপুরীপাদপ্রমুখ ভক্তবর্গ—ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয় তাঁহাদিগকে ভক্তরূপে বরণ করিয়া গৌড়ীয়গণকে ব্রহ্ম-মধ্বাশ্রিতরূপে পরিচিত করাইয়াছেন। শ্রীব্রহ্মানন্দতীর্থপাদ তত্ত্ববৈষ্ণবাচার্য্য ছিলেন। গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণপ্রভু শ্রীমধ্বাচার্য্যকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন,—

"আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা ততিষীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণীঃ যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ ॥"

সুখময়ধামস্বরূপ শ্রীলআনন্দতীর্থ মধ্বমুনি জয়যুক্ত হউন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে "সংসারসাগরোত্তরণের নৌকা-স্বরূপ" বলিয়া থাকেন।

কুমার—তাহা হইলে উডুপীতে মহাপ্রভু মধ্ব-মতের নিন্দা করিলেন কেন?

প্রভুপাদ—মহাপ্রভু তদানীন্তন তত্ত্ববাদিগণের মতের নিন্দা করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবগণ "মাধ্ব" হইলেও "তত্ত্ববাদী" মাত্র নহেন। মাধ্ব-বৈষ্ণবগণকে শাঙ্কর-মায়াবাদিগণ হইতে পৃথক্ করিবার উদ্দেশ্যেই "তত্ত্ববাদী" বলা হয়। কেবলাদ্বৈতবাদের কুযুক্তিপূর্ণ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদ নিরসনপূর্ব্বক তত্ত্ববাদাচার্য্যগণ ভগবৎ-তত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীব্রহ্মমাধবেন্দ্রপুরী শ্রীমাধ্ববৈষ্ণবের অন্যতম হইয়াও তত্ত্ববাদের চরম উদ্দেশ্য 'প্রেমভক্তি' প্রচার করেন। এই মাধবেন্দ্রপুরীকেই গৌরগণোদ্দেশদীপিকাকার কবিকর্ণপূর এবং শ্রীচরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী "প্রেমামরতরুর মধ্যমূল" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। মধ্যমূলকে উৎপাটিত করিবার চেষ্টা করিলে স্রোতপথ-বিরোধী পাষণ্ডোচিত চেষ্টাই হয়। মহাপ্রভু মধ্বাচার্য্যকে কখনই উল্লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের কর্ম্ম-প্রবণকেই নিন্দা করিয়াছেন।

কুমার—পঞ্চমপুরুষার্থের কথাই কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষত্ব?

প্রভুপাদ—মহাপ্রভুই পঞ্চমপুরুষার্থের কথা পরিস্ফুট ও পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাদি আচার্য্যগণ ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইবার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইবার পর যে-সকল চরম ভগবৎ-প্রীতির কথা আছে, তাহা বলেন নাই। মধ্যযুগীয় আচার্য্যগণ নাস্তিক্যবাদ নিরাস করিয়া আস্তিক্যবাদ স্থাপন করিয়াছেন। মহাপ্রভু আচার্য্যগণের সে-সকল কথা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের পরিপূর্ণতা সাধন করিয়াছেন। যুক্তের উপদেশে অনেক ভাল কথা আছে, কিন্তু তাহা বহুগুণে গুণিত হইয়া মহাপ্রভুর উপদেশে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। **নৈতিক উপদেশ বা আস্তিকতা-স্থাপনমাত্রই মহাপ্রভুর প্রচারের শেষ কথা নহে, পরন্তু সহজ ভগবৎপ্রীতির চরম কথা মহাপ্রভু জানাইয়াছেন,** অর্থাৎ সমস্ত আচার্য্যের শ্রেষ্ঠ কথাগুলি মহাপ্রভুর শিক্ষার মধ্যেই আশ্রিতভাবে ক্রোড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। কেনেডি সাহেব নিরপেক্ষ-বিচারের অভাবে ও প্রকৃত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের নিকট মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিবার সুযোগলাভের অভাবেই ভ্রমপথে চালিত হইয়াছেন।

কুমার—কেনেডি সাহেব যদি আপনার নিকট মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিতেন, তাহা হইলে এরূপ ভ্রমপথে ধাবিত হইতেন না।

প্রভুপাদ—শ্রীযুক্ত কেনেডি তাঁহার গ্রন্থ লিখিবার পূর্ব্বে আমার নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের সঙ্গ করিলে নির্ম্মল গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কোনপ্রকার flaw (খুঁৎ) পাবেন না,—এই বিচার করিয়াই তিনি তাহা হইতে বিরত হইয়াছিলেন কিনা, বলা যায় না। তথা-কথিত বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবধর্ম্মকেই 'বৈষ্ণব' ও 'বৈষ্ণবধর্ম্মের' প্রকৃত 'স্বরূপ' বলিয়া দাঁড় করাইয়া তাহাদের defects (দোষগুলি) expose (আহির) করাই তাঁহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল কিনা, তাহা বিচার্য্য বিষয়। যেমন পকানন তর্করত্ন মহাশয় স্মার্ত্তের মতবাদগুলি মহাপ্রভুর স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া মহাপ্রভুর স্বরূপ কল্পনা করিতে বসিয়াছেন এবং অন্তরালে থাকিয়া মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের দোষ প্রদর্শন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন!

কুমার—৺ ৺ গোস্বামীদেরও এইরূপ স্মার্ত্তমতের সহিত মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রভুপাদ—বৈষ্ণবাচার্য্য সন্তানগণও Foreign Campa প্রবিষ্ট হইয়া ন্যূনাধিক স্মার্ত্ত ও পঞ্চোপাসক হইয়া পড়িয়া-

ছেন। তাঁহারাও তর্কবন্ধীয় মতবাদের দ্বারা ন্যূনাধিক গ্রস্ত।

কুমার—আজ্ঞে হাঁ। তাঁহাদিগকে 'আচার্য্য' না বলিয়া 'আচার্য্যাভাস' বলিতে হইবে। তাঁহারাও স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক-গণের ন্যায় নানা দেব-দেবীর পূজা করিতেছেন, একাদশীতে শ্রাদ্ধ করিতেছেন। আমি আমার কৌলিক আচার্য্যদেবকে বলিয়াছিলাম,—'আপনারা স্মার্ত্তের ন্যায় একাদশীতে প্রেতশ্রাদ্ধাদি করেন কেন?' তিনি বলিলেন—'সমাজে থাকিতে হয়, কাজেই সেই সকল না করিয়া উপায় নাই।' আমি দেখিয়াছি, পাবিপুরের গোস্বামিগণের বিধবা আত্মীয়াগণ (গোস্বামি-মতে) একাদশীর উপবাসের পূর্ব্বদিন (অর্থাৎ স্মার্ত্তমতে) একাদশী-ব্রত পালন করেন। আর তার পরদিন গোঁসাইজীরা একাদশী করেন। আমার সহিত এইজন্য তাঁহাদের তর্ক হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। এজন্যই বোধ হয়, তাঁহারা আপনাদিগের সহিত আমাদিগকে মিশিতে দেন না। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছি—'আপনাদের মত—Pope (পোপ)এর মত। কেন আপনারা সত্যানুসন্ধানের জন্য সাধুর সঙ্গ করিতে দিবেন না? তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনাদের ভিতরে গলদ্ আছে বা পাছে সেইসকল উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে, এইজন্যই আপনারা সৎসঙ্গ করিতে বাধা দেন।' (প্রভুপাদের প্রতি—) কলিকাতার মত স্থানে বসিয়া আপনারা প্রকাশ্যভাবে যে-সকল নিরপেক্ষ সত্যকথা সমগ্রজগতের নিকট challenge করিয়া প্রচার করিতেছেন, তাহাতে যে কোনও সত্যানুসন্ধিৎসু আপনাদের সত্যকথা-গুলি যাচাইয়া লইতে পারেন। গোস্বামীদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিচার স্মার্ত্তমতেরই পরিপোষক বলিয়া মনে হয়।

প্রভুপাদ—আমরা বলি,—আমাদের (শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের) বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের যেরূপ সুষ্ঠু বিচার আছে, তাহা অন্যত্র নাই। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীবৃহন্নারদীয় ও শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি মহা-গ্রন্থ প্রকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। আচার্য্যসন্তানগণ সিংহাসিত হইয়া দেবের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হওয়ায় তাঁহারা স্ব-স্ব-বিক্রম ভুলিয়া গিয়াছেন।

কুমার—আজ্ঞে হাঁ। আজ তাঁহারা Foreign Campএর (অপর-বিভাগের) আশ্রয় নিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছি,—'আপনারা যদি স্মার্ত্তের বিচারের অনুগত হন, তাহা হইলে আপনাদের 'বাঁয়রওয়া-পার্ট' Foreign Camp এর নীচে পড়িয়া যায়। আপনার যে আভিজাত্যটুকু লইয়া বড়াই করেন, তাহার কোন মূল্যই থাকে না। অনেক স্মার্ত্ত অন্তরে গোস্বামিগণকে আদরের সহিত দেখেন না।

প্রভুপাদ—বৈষ্ণবের বিচারের বর্ণাশ্রমধর্ম্মই দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত অন্য বিচার—আসুর বিচার, ইহাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥"

যেসকল আচার্য্যসন্তান ন্যূনাধিক স্মার্ত্তবিচারের অনুগত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা স্বতন্ত্র ভাবে অবৈষ্ণবের বিচারকেই বৈষ্ণবের বিচার বলিয়া মনে করিতেছেন। তাঁহাদের চতুর্থাশ্রমীর বেষে পর্য্যন্ত আপত্তি হইয়াছে! তাঁহারা তর্কবন্ধীয় মতবাদের অনুগত্য করিয়া বলিতেছেন—কলিকালে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ!

কুমার—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে—

"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥"

—শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মীমাংসা কি?

প্রভুপাদ—ভগবদ্ভক্তের ঐ বচন কর্ম্ম-সন্ন্যাস-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত। শাস্ত্র ও মহাজনের আচার পরস্পর ভিন্ন হইতে পারে না। মহাজনগণ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য স্ব-স্ব-আচরণের দ্বারা সাধারণের নিকট ব্যাখ্যা ও প্রচার করিয়া থাকেন। সাম্বত-সম্প্রদায়ের তাবিজন আচার্য্য প্রত্যেকেই স্বয়ং কলিকালে সন্ন্যাসগ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহাদিগকে গুরুবর্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীরঙ্গরামানন্দ পুরী, শ্রীঈশ্বর পুরী, ও শ্রীকেশব ভারতী প্রভৃতি সকলেই কলিকালে সন্ন্যাস-গ্রহণের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। অধিক কি, কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং মহাপ্রভুও কলিকালে সন্ন্যাসগ্রহণের লীলা দেখাইয়াছেন।

কুমার—তাহা হইলে মহাপ্রভুর গুরুগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই কেন?

প্রভুপাদ—মহাপ্রভুর গুরুগণ অধিকাংশই পারমহংস্য-বেষ-গ্রহণের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা ত্রিদণ্ড

মার্গীয় ভজনপদ্ধতিতে নিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা নিত্য-সিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। তাঁহাদিগের বাহ্য অপেক্ষা নাই। মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে কামাবন-বাসী শ্রীব্যোকট-ভট্টের ভ্রাতা শ্রীল প্রবোধানন্দ ও শ্রীগদাধর পণ্ডিতগোস্বামী প্রভৃতি অনেকেই তুরীয়াশ্রমগ্রহণেরও লীলা দেখাইয়াছেন।

কুমার—শ্রীচৈতন্যামৃতের 'ভক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়'—বাক্যের সার্থকতা কি?

প্রভুপাদ—বৈষ্ণবের পক্ষে রক্তবস্ত্রপরিধানের আবশ্যকতা নাই। কারণ, 'বৈষ্ণব' কোন আশ্রমের অন্তর্গত নহেন। বর্ণ ও আশ্রমের অতীত পুরুষই বৈষ্ণব বা পরমহংস। রাগ-মার্গীয় পরমহংসেরই কাষায়বস্ত্র-পরিধানবিষয়ে বাধ্যবাধকতা নাই। কারণ, তাঁহার বিচার—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

যাঁহারা আপনাদিগকে বর্ণ ও আশ্রমের অন্তর্গত জ্ঞান করেন, তাঁহারা দৈন্যক্রমেই ভক্তবর্গের বেষের অনুকরণ করেন না। তাঁহারা বিচার করেন,—আমরা কি 'বৈষ্ণব' অর্থাৎ 'শুদ্ধ' হইয়াছি? আমরা ত 'বৈষ্ণব' হইতে পারি নাই। আমরা বৈষ্ণবের দাসাভাস। পরমহংসের দাসই বর্ণাশ্রমী; মহাভাগবতের দাসই 'পারমার্থিক ব্রাহ্মণ'—ইহাই তাঁহাদের 'কৃপাদাপ সুনীচতা'। কোন মহাজন বলিয়াছেন,—

"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি, হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥"

কুমার—এই পদটী কাহার?

প্রভুপাদ—এই পদটী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'কল্যাণ-কল্পতরু'-গ্রন্থের।

কুমার—অতীব সুন্দর পদ। আমি এখনও 'কল্যাণ-কল্পতরু'-গ্রন্থ পাই নাই।

প্রভুপাদ—আপনি শীঘ্রই এই গ্রন্থ পাইতে পারিবেন। বৈষ্ণবেরা কখন ও বলেন না—'আমি বৈষ্ণব, আমি ব্রাহ্মণ'। এইজন্য যাঁহারা অনভিজ্ঞ, তাঁহারা মনে করেন,—ইঁহারা 'ব্রাহ্মণ' নহেন। যাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে 'ব্রাহ্মণ' নহেন তাঁহারাই আপনাদিগকে 'ব্রাহ্মণ' বলিবার জন্য ব্যস্ত! শাস্ত্র ইঁহাদিগকেই 'ব্রাহ্মণব্রুব' বলেন। স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবদেবীর উপাসনায় ব্রাহ্মণতা থাকে না। লোকে মূঢ়মান হইলে হৃদয়ে কামনা প্রবেশ করে এবং সেই কামনা-পূরক কল্পিত দেবতার পূজায় চিত্ত প্রধাবিত হয়—

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥"

ব্রাহ্মণগণ হৃতজ্ঞান বা অল্পমেধা নহেন। তাঁহারা সুধি। সুধিগণ নিত্যকাল বিষ্ণুর পরমপদের উপাসনা করেন। তাহাই বৈদিক পন্থা। ঐ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥"

কুমার—বিষ্ণুপূজা ব্যতীত দেবতান্তরের পূজায় ব্রাহ্মণতা থাকে না,—এতদ্বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ কোথায়?

প্রভুপাদ,—প্রমাণচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥"

(ভা ১১।৫।২-৩)

কুমার—তাঁহারা বলিবেন,—'আমরাও বিষ্ণুকে অবমাননা করি না; বিষ্ণুকে পূজা করি এবং বিষ্ণুর অন্যরূপকেও পূজা করিয়া থাকি।'

প্রভুপাদ,—ইহার মত আর প্রজ্ঞার বিষ্ণুবিরোধ নাই। বিষ্ণুই একমাত্র সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। বিষ্ণুর শক্তিত তদধীন দেবতাবৃন্দের সাম্যবুদ্ধি বিষ্ণুবিরোধ ব্যতীত আর কিছুই নয়,—

"অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"
"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥"

কুমার—তাহা হইলে—

"বিষ্ণুঃ শ্রীবিষ্ণোর্যঃ ইহ গুণনামাদি সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥"

এই বাক্যের সমাধান কি?

প্রভুপাদ—এই বাক্যে Polytheism (বহুদেব-বাদ) নিহত হইয়াছে। ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধির দ্বারা পরস্পর ভেদ দর্শন করে—অর্থাৎ প্রাকৃতবস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা—বিষ্ণুনাম বিষ্ণুবিগ্রহ বা স্বরূপ হইতে ভিন্ন—এইরূপ বুদ্ধি করিয়া থাকে অথবা শিবাদি দেবতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিজ্ঞানে শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা অভিন্ন দর্শন করে, তাহার বিষ্ণুনামগ্রহণের ফলনা—নামাপরাধ মাত্র,—ইহা নিশ্চিত অহিতকর। যাঁহারা বিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে কাল্পনিক ও অনিত্য বিচার করিয়া নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের কল্পনা করেন, তাঁহারাই পঞ্চদেবতা বা কল্পিত বহুদেবতার আশ্রয়ে বিষ্ণুকেও তদন্তর্গত করিতে চা'ন। ইহা ব্রহ্মের-বৌদ্ধবাদ বা নাস্তিকতা। ইহা বিষ্ণু ও বৈষ্ণববিরোধ-চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা কখনও বিষ্ণুপূজা নহে। এইরূপ বিষ্ণুবিরোধ-চেষ্টায় ব্রাহ্মণতা অবস্থিত থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুর নিত্য নাম, রূপ, গুণ ও লীলা এবং তাঁহার নিত্য উপাসনা স্বীকার করেন,—ইহাই ষড়্‌মন্ত্রের তাৎপর্য্য। অন্যান্য বহুদেবতার নামগুলি কল্পিত। ঐসকল নামের সহিত নামীর ভেদ আছে। তাহাদের রূপ, গুণ ও লীলার পরস্পর ভেদ আছে। কিন্তু কৃষ্ণনাম ও নামী কৃষ্ণে, কৃষ্ণনাম ও রূপী কৃষ্ণে, কৃষ্ণনাম ও গুণী কৃষ্ণে, কৃষ্ণনাম ও লীলাময় কৃষ্ণে কোনও ভেদ নাই।

(ক্রমশঃ)

কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগে প্রভুপাদ

সূর্য্যোপরাগ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে সমগ্র ভারতের কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ও গৌড়ীয়গণের মিলনে কথা গত সপ্তাহের শ্রীগরে বিবৃত হইয়াছে। বহু বহু বৎসর পরে কুরুক্ষেত্রে দীপান্বিতা-সংযুক্ত সোমবতী অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণ উপস্থিত হওয়ায়, ধর্ম্মক্ষেত্রে বিরাট্ জনসম্মিলন হইয়াছিল। শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়মঠে অর্চ্চারূপে প্রকটিত ভাগবতীয় কুরুক্ষেত্র-লীলা-সন্দর্শনার্থ মহোরাত্র লক্ষ লক্ষ লোক সমাগত হইত। পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশীয় বহু সম্ভ্রান্ত এবং পণ্ডিত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্র ও বাণী শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করিতেন, এতদ্ব্যতীত যুক্তপ্রদেশ, গুজরাত, মাদ্রাজ, বোম্বাই, উড়িষ্যা, রাজপুতানা, হিমালয়প্রান্ত ও বঙ্গদেশের বহু বহু সাধু সজ্জন, পণ্ডিত ও সম্মানিত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র শ্রবণ করিয়া মহা-ধন্য হইয়াছেন।

গত ১০ই নভেম্বর (২৪শে কার্ত্তিক) শ্রীপুরীধামের উত্তরপার্শ্ব-মঠের মহান্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত সভাপণ্ডিত প্রভৃতি শ্রীসম্প্রদায়ের বহু বৈষ্ণবের সহিত শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমনপূর্ব্বক কএকটী পরিপ্রশ্ন করেন। উত্তরপার্শ্ব-মঠের মহান্তজী শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়াশ্রিত এবং বিশেষ সজ্জন ব্যক্তি; স্মার্ত্তপণ্ডিত-মণ্ডলীর বাক্যে তিনি সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়াই প্রশ্ন-মীমাংসার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাপণ্ডিত বলেন যে, রামহ্রদে স্নান-উপলক্ষে স্নান অতীব পুণ্যজনক, এবং সেই হ্রদ কুরুক্ষেত্র হইতে বহুদূরে বিল্ব নামক স্থানে অবস্থিত। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে—শ্রীরামহ্রদ কুরুক্ষেত্রের মধ্যেই অবস্থিত এবং শ্রীমদ্ভাগবতে রামহ্রদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

সভাপণ্ডিত—শ্রীমদ্ভাগবতে রামহ্রদের কোন উল্লেখ নাই।

প্রভুপাদ—শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ে রামহ্রদের বিষয় পরিস্ফুটভাবে উক্ত হইয়াছে। বৃষ্ণিবংশীয়গণ এই রামহ্রদে স্নানাদি করিয়া কৃষ্ণভক্তি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। ভাগবতের প্রমাণ (ভাঃ ১০।৮২।১০) শ্রবণ করুন,—

"রামহ্রদেষু বিধিবৎ পুনরাপ্লুত্য বৃষ্ণয়ঃ।
দদুঃ স্বয়ং বিভাগেজ্ঞাঃ কৃষ্ণে নো ভক্তিরিষ্যতি॥

সভাপণ্ডিত—(মানচিত্র দেখাইয়া), এই দেখুন, এই মানচিত্রে অকূপ রামহ্রদের সংস্থান রহিয়াছে।

প্রভুপাদ—রামহ্রদ একটী নহে,—অনেকগুলি। ভাগবতীয় প্রমাণে "রামহ্রদেষু" এই বহুবচনান্ত পদ লক্ষ্য করুন। অনেকে ভুলক্রমে "রামহ্রং" বা "রামহ্রদয়কে" 'রামহ্রদ' বলিয়া ভুল করেন। সেই ভ্রমক্রমে যেসকল কল্পিত মানচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার প্রামাণিকতা অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাজনগণের গবেষণার প্রামাণিকতা অধিক। শ্রীমদ্ভাগবতের আরও প্রমাণ শ্রবণ করুন,—

সমন্তপঞ্চকং ক্ষেত্রং যদ্বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ।
নিঃক্ষত্রিয়ং মহীং কুর্ব্বন্ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
নৃণাং রুধিরৌঘেণ যত্র চক্রে মহাহ্রদান্।
যৈঃ চ ভগবান্ রামো যত্রাস্পৃষ্টোঽপি কর্ম্মণা।
লোকং সংগ্রহয়ন্নীণো যথাত্তোঽযাপহ্নুতে॥

(ভাঃ ১০।৮২।২-৪)

সভাপণ্ডিত—সমন্তপঞ্চক-ক্ষেত্র 'কুরুক্ষেত্র' নহে।

প্রভুপাদ—সমন্তপঞ্চক-ক্ষেত্রই নিশ্চিতরূপে কুরুক্ষেত্র। শ্রীধরস্বামিচরণ স্ব-টীকায় ইহা স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন, "সমন্তপঞ্চকং ক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রম্। অব্রহ্মণ্য-ক্ষত্রিয়-বধস্থানত্বেন পরশুরামস্তাবাপহ্নুতিস্থানত্বেন চ ক্ষেত্রস্য পাপনিরাসকত্বমাহ।"

পশ্চাদ্ভাগ হইতে পণ্ডিতের পক্ষীয় দুই একজন ব্যক্তি অস্পষ্টস্বরে বলিয়া উঠিতেছিলেন,—'শ্রীধরস্বামীর সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত হইতে পারে না।' শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে শ্রীধরস্বামিচরণের সর্ব্বমান্যত্ব ও প্রমপ্রামাণ্য জানাইয়া দিলেন। স্বামিপাদ সর্ব্বজ্ঞ টীকাকার;—"স্বামী যে না মানে, তারে বেত্রার মধ্যে গণি।" শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ এই সমন্তপঞ্চক কুরুক্ষেত্রের আদর্শের দ্বিতীয় সংস্করণ-রূপেই শ্রীনীলাচলে রূপাগ্রে বিপ্রলম্ভ-লীলা প্রকটিত করিয়াছেন,—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দী-পুলিন-বিপিনায় স্পৃহয়তি॥"

পুরীর উত্তরপার্শ্ব মঠের মহান্ত মহারাজ এইসকল বিচার শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন, এবং প্রভুপাদকে বিহিত সম্ভাষণ-পূর্ব্বক বলিলেন যে, তাঁহার সন্দেহ নিরস্ত হইয়াছে। মহান্ত মহারাজ কুরুক্ষেত্রে অবস্থানকালে শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠে থাকিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তৎপর দিবস অপরাহ্ণে মহান্ত মহারাজ "কুরুক্ষেত্র হিন্দু অনাথাশ্রম ও ঔষধালয় সমিতির" একটী বিশেষ অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া অভিভাষণ-প্রদান-কালে শ্রীল প্রভুপাদের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে,—"যেসকল বৈষ্ণব ও জিজ্ঞাসু কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ-স্নানের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও মহিমা জানিতে চাহেন, আমি তাঁহাদের সকলকে অনুরোধ করিতেছি যে—তাঁহারা যেন শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যপ্রবর পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নিকট গমন করিয়া এইসকল কথা শ্রবণ করেন। এই কুরুক্ষেত্রের সূর্য্যগ্রহণ-স্নানের প্রকৃত মহিমা একমাত্র তিনিই সকলকে জানাইতেছেন। এই বিষয়ে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ।"

গত ১১ই নভেম্বর রবিবার কর্ণালের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্-জজ্ রায়সাহেব শিবদল, কর্ণালের ডেঃ কালেক্টার এবং Excise অফিসার লালা নথ্‌মালপুরী, মিঃ মদনমোহন, খুশবন্ত মিঃ রতনসিং প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনলাভার্থ শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠে আগমনপূর্ব্বক প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ অল্পকাল-মধ্যেই তাঁহাদের নিকট কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির বিচার, ভক্তির অভিধেয়ত্ব, জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিচার, ওঁপরবসেবা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের চরিত্র ও বিচার-প্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন।

লালা নাথ্‌মাল প্রভুপাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারেন যে, মুক্তিকামিগণ ভুক্তিকামী হইতেও অধিকতর অপস্বার্থপর। শ্রীল প্রভুপাদ ডেঃ কালেক্টর মহাশয়ের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়া বলেন যে, দুঃখের বিষয়, অনেক বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত ব্যক্তিও মুক্তিকামিগণের 'কৈতব' ধারণা করিতে পারেন না। একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতই জানাইয়াছেন যে, ভুক্তিকামনা অপেক্ষাও মুক্তিকামনা সমধিক কৈতবময়! কর্ণালের জজ্ সাহেব শ্রীল প্রভুপাদের সহিত এতদ্বিষয়ে বারান্তরে আলাপ করিবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করিলে ডেঃ কালেক্টর মহাশয় বলেন যে, জজবাহাদুর তাঁহার নিজকার্য্যে এতদূর ব্যস্ত যে, তাঁহার পক্ষে পরমার্থালোচনায় সময় নিয়োগ করা অসম্ভব। জজ্ বাহাদুর ডেঃ কলেক্টার মহাশয়ের এই কথার সহিত একমত হইতে না পারিয়া বলেন

যে, পরমার্থ-বিষয়ে অভাববোধ ও জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি থাকিলে অসংখ্য কার্য্যের ভিতরেও বহুসময় পাওয়া যায়। যাঁহারা সময়ের অভাবের অজুহাতে অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে নিকপট নহেন বলিয়াই মনে হয়। শ্রীল প্রভুপাদ ইঁহাদিগকে কয়েকখানি ইংরাজী ভক্তিগ্রন্থ ও 'হারমনিষ্ট' পত্র উপহার প্রদান করেন। তাঁহারাও শ্রীল প্রভুপাদকে বিশেষ বিনয়-নম্রতার সহিত দণ্ডবৎ নমস্কার করিয়া নিজ-নিজ-স্থানে গমন করেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোহনলাল কাপুর (বাধন খাঁ, কোলম্) শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারিত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া বলেন যে, পঞ্জাব প্রদেশে ভাগবতধর্ম্মের কথা প্রচারিত হইলে আর্য্যসমাজিগণ সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না।

প্রভুপাদ—শ্রীমদ্ভাগবত নিরপেক্ষ বাস্তব-সত্যের প্রচারক; তাহা নিখিলসৎ সজ্জনগণের পরম প্রিয়বস্তু। মৎসর ব্যক্তিগণের প্রিয় না হইতে পারিলেবাস্তব-সত্যের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না।

মোহনলাল—ভাগবতের দশমস্কন্ধে যে-সকল অশ্লীল কথা রহিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ভাগবত শিক্ষিত ও পণ্ডিত-সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না। ভাগবত অপেক্ষা গীতা পণ্ডিতসমাজে অধিকতর আদরণীয়।

প্রভুপাদ—গীতা Infant Classএর Course (শিশু-শ্রেণীর পাঠ্য); আর ভাগবত উচ্চশ্রেণীর অর্থাৎ Post-Graduate শ্রেণীর (অর্থাৎ পারমার্থিক বি, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ-গণের) পাঠ্য। যাঁহারা পারমার্থিকতার কোন কথাই জানেন না, তাহাদিগকে পারমার্থিকতার প্রবেশিকা-পরীক্ষার উপযোগী করিবার জন্যই গীতা শাস্ত্র। আর যাঁহারা পরা-বিদ্যার—M.A. Ph. D., শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহাদেরই সম্পূর্ণ অধিকার।

মোহনলাল—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া), বিস্মিত হইলাম! আপনি বলিতে চাহেন,—গীতা অপেক্ষাও ভাগবত অধিক-তর উচ্চগ্রন্থ!

প্রভুপাদ—ভাগবত-বেত্তৃগণ, নিরপেক্ষ সুধীগণ গীতা ও ভাগবতে কোন ভেদ দর্শন করেন না। গীতা যা ভাগবত-ধর্ম্মের পরিপত্তিই—ভাগবত-ধর্ম্ম। জগতে যতকিছু শ্রেষ্ঠ বিশেষণ আছে, ব্যাকরণে যত ক্রমপ্রত্যয় আছে, তৎ-সমস্তই ভাগবতের চরণে শোভা পাইবে। আপনি ভাগবতের প্রথম শ্লোকটী ভাল করিয়া আলোচনা করুন।

মোহনলাল—এ সকল ত' আপনি ভাগবতের abstract philosophical অংশের (দার্শনিক তত্ত্বের) কথা বলিতে-ছেন। ভাগবতের উপাখ্যান-অংশে যে-সকল অসম্ভব কথা বর্ণিত আছে, সেইসকল অংশের সমর্থন ত' কোন-প্রকারেই সম্ভব নহে।

প্রভুপাদ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভাগবত Post-Gradu-atesদের পাঠ্যগ্রন্থ। যাঁহাদের ধারাপাতের বিদ্যা, তাঁহারা Integral Calculus কিরূপে বুঝিতে পারিবেন? একটী গল্প শুনুন,—এক সময়ে কোন এক পুত্রের দরিদ্রা জননী বহুকষ্টে তাহার পুত্রের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করাইয়া ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়াছিলেন। বালকটী ৪র্থ শ্রেণীতে পড়িবার কালে যখন একদিন উচ্চৈঃস্বরে জ্যামিতির 'থিওরেম' (প্রতিপাদ্য) মুখস্থ করিতেছিল, তখন 'Let A B C be a triangle' বাক্যে বালককে A B C উচ্চারণ করিতে দেখিয়া অনভিজ্ঞা জননী মস্তকে করাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—'অহো! আমার দীর্ঘ-কাল যাবৎ অর্থনাশই সার হইল! এতদিন পরেও আমার পুত্র A B C D-পড়া শেষ করিতে পারিল না!' এই মূঢ়া জননীর ন্যায় নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণও মনে করেন—ভাগবতের উপাখ্যানসকল 'আষাঢ়ে গল্প' বা 'ঠাকুরমার ঝুলি'র গল্পের ন্যায় অলীকতার বা অসম্ভবতার পরিপূর্ণ! জগতের লোক lineal superficial ও cubical expansion এর বস্তু-সমূহের কথা বুঝিতে পারে। কিন্তু তুরীয় অর্থাৎ ৪র্থ মানের (4th dimension) বস্তুর কথা ধারণা করিতে পারে না।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

এইজন্য বেদ বলিয়াছেন,—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"।

"স্বাং শীল-রূপ-চরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাত-দৈব-পরমার্থ-বিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥"
"উল্লঙ্ঘিত-ত্রিবিধ-সীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ॥"

হে ভগবন্, তোমার অবতার-তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিক শাস্ত্র দ্বারা তোমার লীলা, রূপ, চরিত্র ও পরম-সাত্ত্বিক ভাব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারেন, কিন্তু রাজস ও তামস-ভাব-বিশিষ্ট অসুরপ্রকৃতি জীবগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না।

হে ভগবন্, দেশ, কাল ও চিন্তা, এই তিনটী সীমা-দ্বারা সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ। কিন্তু তোমার গুরুস্বভাব সম ও অতিশয় নির্গুণ হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান। মায়া-বলদ্বারা তুমি ঐ স্বভাবকে আচ্ছাদন কর, কিন্তু তোমার অনন্ত ভক্তগণই সর্ব্বদা তোমাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রম-শ্লোকে এইজন্য "মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ" বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। যে বাস্তব-সত্য-বিষয়ে স্বয়ং লোক-পিতামহ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত মোহিত হইবার লীলা দেখাইয়াছিলেন, যাহা তাঁহারও অচিন্ত্য ব্যাপার, সেই বস্তুর সম্ভবত্ব ও অসম্ভবত্ব লইয়া তর্ক উত্থাপন করা—মূঢ়তা-মাত্র। ব্রহ্মা যখন কৃষ্ণের গো-বৎসাদি হরণ করিয়াছিলেন, সেইসময় অচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নূতন করিয়া আর এক গোবৎস-সঙ্ঘ প্রকাশ করিলেন। যাহাদ্বারা মাপিয়া লওয়া যায়, তাহাই 'মায়া'। ভগবদ্বস্তুকে মাপিয়া লওয়া যায় না। তাই ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

"তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপিচিরং বিচিন্বন্॥"
"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"
"শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকও ভাল করিয়া অধ্যয়ন করুন। যাঁহাদের চিত্ত কৈতবাচ্ছন্ন, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের পরম বাস্তব-সত্যকে ধারণায় আনিতে পারিবেন না। আধ্যক্ষিকগণ কখনই অচিন্ত্য ভাগবতের সত্য ধারণা করিতে সমর্থ হন না। ভাগবত-বিরোধী সমাজিগণের কোটি-কোটি-জন্ম-জন্মান্তরে অপরাধ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তবে ভাগবতের পরমসত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রবেশাধিকার হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের অসমোর্দ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব অচিরেই নিখিল সুবুদ্ধিমান জনমণ্ডলীর নিকট পৌঁছিবে। তাঁহারা তথা-কথিত সম্প্রদায়ের অনার্য্য মতবাদ ধ্বংস করিয়া দিতে পারিবেন।

মোহনদাস—যেহেতু ভাগবতগ্রন্থে সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই, সেই হেতুই কি ভাগবত পাঠ করিয়াও অধিকাংশ লোক বিপথগামী হয়?

প্রভুপাদ—হাঁ। ভাগবতে আত্মধর্ম্মের কথা লিপিবদ্ধ আছে। আত্মার বিকৃত প্রতিফলনস্বরূপ মনোধর্ম্ম 'কৈতব' প্রবল হইলে আত্মা সুপ্ত থাকেন। মানিক বা জহরীর সুপ্ত থাকিলে নায়েব-স্বরূপ মন স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনপূর্ব্বক যে-সকল স্বকপোল-কল্পনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে প্রোজ্ঝিত-কৈতব আত্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য ধারণার বিষয় হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের অসমোর্দ্ধ পরবী কেহই একচুলও টলাইতে পারিবে না। আমি সমগ্রজগতের পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিচারযুদ্ধে আহ্বান করিয়া এই পরম সত্যের মহিমা স্থাপন করিবার স্পর্দ্ধা রাখি। ভাগবত বেদান্তদর্শনের অকৃত্রিম ভাষ্য এবং মহাভারতের প্রকৃত তাৎপর্য্যনির্ণায়ক গ্রন্থ। ইহা সনাতন পুরাণ, অর্থাৎ পরম-প্রাচীন হইলেও ইহাতে কোনপ্রকার মলিনতার সংস্রব সংঘটিত হয় নাই। পরমার্থবিজ্ঞাসুগণের নবীন প্রবেশেচ্ছুগণের জন্য পরমার্থবিজ্ঞানের শিশু-শ্রেণীর জন্য গীতা-গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। আর যাঁহারা গীতার অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছেন, তাঁহারাই পরমার্থবিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষালাভের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ মহান্ত-ভাগবতের নিকট ভক্তি-সহকারে শ্রবণ, সুষ্ঠুরূপে পাঠ ও বিচার করিয়া প্রচুররূপে লাভবান হইতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণকে 'অধোক্ষজ' বলা হইয়াছে। 'অধোক্ষজ' শব্দের অর্থ—যাহা ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানকে তিরস্কারপূর্ব্বক অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের বিষয়ীভূতরূপে স্ব-প্রকাশ অর্থাৎ বাস্তববস্তুরূপে প্রকাশশীল। ভাগবত—সাক্ষাৎ ভগবদবতার; তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লওয়া যায় না। যাহা যত দুর্লভ ও পরম-সত্য, তাহা তত সুরক্ষিত। সাধারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞানানুশীলনকারী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে আপনাকে সুরক্ষিত রাখিবার জন্য

শ্রীমদ্ভাগবত বাহ্যে যেসকল বিমুখ-মোহনপর আবরণ রাখিয়াছেন, তাহাতে বিমুখগণ নিরতই মুগ্ধ ও আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। বিমুখগণের নিকট ভাগবত আত্মপ্রকাশ করেন না। ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ ভাগবতেতরজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের নিকট যথোচিতভাবে প্রকাশ করিতে পারেন না বলিয়াই ভাগবত-সম্বন্ধে ধারণার লোকের প্রবেশ করিয়াছে।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ পঞ্চোপাসনা ও অহৈতুকী বিষ্ণু-সেবার পার্থক্য বিশেষভাবে বিবৃত করেন। কিছুকাল পরে অমৃতসহর-নিবাসী মিঃ ধনবান্ সিং ওভারসিয়ার, পি, ডব্লিউ, ডি, ইম্পিরিয়াল ইষ্ট ডিভিসন্, সিমলা, পণ্ডিত হরি-রাম শর্ম্মা, পুরোহিত নামাদেবী, বিলাসপুর ষ্টেট্ (সিমলা) প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রভুপাদের দর্শন লাভ ও প্রভুপাদের শ্রীমুখ হরিকথা শ্রবণ করেন।

উপরি-উক্ত প্রসঙ্গ ইংরেজী ভাষায় হইয়াছিল, বঙ্গ-ভাষায় তাহার সারাংশ বিবৃত হইল।

অপরাহ্ণকালে পাতিয়ালার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আত্মারাম শাস্ত্রী শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আগমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ সম্বন্ধে যে-সকল উপদেশ লাভ করেন, তাহা পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ

(ইং ১০।১০।২৮ তাং আসাম গৌহাটী কটন কলেজে সম্পাদক-প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

আমরা জীব ;—চেতনতাই আমাদের জীবন। শরীরের অনুশীলন শরীরের পুষ্টি সাধন করে এবং মনের অনুশীলন মনের পুষ্টি সাধন করে। শরীর ও মনের অনুশীলনের তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু ইহাদের অনুশীলনের সার্থকতা আর কোন বস্তুর অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। দেহ ও মন চেতন নহে ; তাহারা কোন বস্তুর আবরণদ্বয়। সেই বস্তুকে রক্ষণই তাহাদের কার্য্য। চেতনতাই সেই বস্তু। চৈতন্যই দেহ ও মনের মালিক। এই চৈতন্যকে বাদ দিয়া দেহ ও মনের অনুশীলন অচেতন পুতুল সাজাইবার ন্যায় নিরর্থক।

এই চেতনতা কি ? এই চেতনতার কারণ কে ? দেহ ও মনের সহিত যেরূপ চেতনতার সম্বন্ধ আছে, তদ্রূপ ঐ চেতনতার সহিতও আর কোন একটী বস্তুর সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ আলোচনার ফলে 'ভগবান্' বলিয়া একটী বস্তুর স্বীকার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। চেতনতার কারণ—ব্রহ্ম বা ভগবান্ এবং চেতনতা—জীবাত্মা। এই জীব বা আত্মা সূর্য্যে রক্ষিত আলোর ন্যায়। আলোর সাহায্যে যেরূপ সূর্য্যের অনুশীলন সম্ভবপর হয়, তদ্রূপ চেতনতার সাহায্যে শরীর ও মনের অনুশীলন সম্ভবপর হয়। চেতনতা ব্যতীত বিদ্যাচর্চ্চা, বিজ্ঞানচর্চ্চা বা অন্য কোন চর্চ্চা সম্ভব হইত না। এক (১) সংখ্যার দক্ষিণে এক বা অতো-ধিক (০) শূন্য সমাবিষ্ট হইলেই উহার মূল্য আছে, কিন্তু মূল্য একটে বাদ দিয়া এক বা শূন্য-সমূহের সমাবেশের মূল্য কোথায় ?

ঘোর দুরদৃষ্ট-বশতঃই এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের আলোচনায় আমাদের এত শৈথিল্য। এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের আলোচনার প্রয়োজন আমরা আদৌ বোধ করিতেছি না। চেতনের অনুশীলন বাদ দিয়া আমরা কেবল দেহ ও মন প্রভৃতি চেতন-রহিত বস্তুর অনুশীলনেই তৎপর! এই সম্বন্ধ-জ্ঞানা-লোচনার অভাব মানব-সমাজে একপ্রকার সংক্রামক-ব্যাধিরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে। আমরা সকলে গৃহীকে উপেক্ষা করিয়া গৃহীকে সুসজ্জিত করিতে ব্যস্ত! আমরা দেহকে সাজাইতেছি, কিন্তু দেহীকে বাদ দিয়াছি! চেতনকে বাদ দিয়া অচেতন বস্তুর আলোচনায় দুর্লভ মানব-জন্মের অমূল্য মুহূর্ত্তগুলি অবলীলাক্রমে অতিবাহিত করিতেছি। প্রকৃত-পক্ষে এ আলোচনার বিষয়—শুধু আমার একার নহে ; এ আলোচনার বিষয়—আপনাদের প্রত্যেকের। ইহা প্রত্যেক পুরুষের, প্রত্যেক স্ত্রীর, প্রত্যেক বৃদ্ধের, প্রত্যেক যুবার, প্রত্যেক বালকের ; এ আলোচনার বিষয়—হিন্দুর, মুসলমানের, খ্রীষ্টিয়ানের, সমস্ত সম্প্রদায়ের। ইহাই সকলের একমাত্র নিত্য স্বার্থপ্রদ—ইহাই সার্ব্বজনীন প্রয়োজনীয় কথা।

শ্রুতিতে সেই সম্বন্ধের কথা এইরূপ কথিত হইয়াছে—

"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি ॥" (বৃঃদাঃ)

অগ্নিপুঞ্জ হইতে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ অপরিমেয় পরমাত্মা হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা ও সমস্ত প্রাণী উদ্গত হয়। স্ফুলিঙ্গ—ক্ষুদ্র, আর অগ্নিকুণ্ড—বৃহৎ। স্ফুলিঙ্গকে অগ্নি বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অগ্নিকুণ্ড বলা যাইতে পারে না। স্ফুলিঙ্গ যতক্ষণ বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে থাকে, ততক্ষণ ইহা পূর্ণ অবস্থায় থাকে। বাহিরে আসিলে ইহা বাতাসে নিবিয়া যায়, এমন কি, অঙ্গারে পরিণত হইতে পারে। তদ্রূপ জীব ক্ষুদ্র-চেতন এবং ভগবান্ বা ব্রহ্ম—বৃহৎ অপরিমেয় চেতন। জীব এই বৃহৎ চেতনের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ এবং তাহা হইতে উদ্গত। যতক্ষণ এই জীব ভগবানের সহিত সংলগ্ন থাকে, ততক্ষণ তাহার শুদ্ধতা, ততক্ষণই তাহার উপাদেয়তা। আজ আমরা সেই ভগবদ্রূপ বৃহৎ অপরিমেয় অগ্নি হইতে বাহিরে আসিয়া আমাদের শুদ্ধি হারাইয়াছি, অঙ্গারবৎ হইয়া গিয়াছি, আমরা আজ চেতনের ধর্ম্ম হারাইয়াছি,—আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন-ধর্ম্মাক্রান্ত পশুদিগের অন্যতম হইয়া দাঁড়াইয়াছি! নিজের স্বভাবকে হারাইয়া নিতান্ত অভাবে কাল কর্ত্তন করিতেছি! আমরা আজ জানিতে পারিতেছি না,—আমরা কে? আমরা জানিতে পারিতেছি না,—আমাদের কর্ত্তব্য কি? এই অজ্ঞতাই জড়ের ধর্ম্ম—এই অজ্ঞতাই চেতন-সংসর্গ-রাহিত্যের ফল—জাড্য।

কিপ্রকারে আমরা পুনরায় আমাদের স্বরূপ—আমাদের স্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারি? কিপ্রকারে আমরা স্বভাবে স্থিত হইয়া 'দেহি' 'দেহি' রব হইতে চিরতরে মুক্ত থাকিতে পারি? সর্ব্বপ্রথমে কে আমাকে জানাইয়া দেয় যে, আমি—স্বভাবভ্রষ্ট? কে আমার ভিতরে আজ সহজ চেতনতার উদ্বোধন করিয়া আমাকে জানাইয়া দেয় যে, আমি স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া—বিচ্যুত হইয়া এক অভাবের রাজ্যে আবদ্ধ রহিয়াছি, আর সেই অভাবের পূর্ণতা-সাধনের কোনরূপ আশা-ভরসা না থাকিলেও তাহার পরিপূরণের জন্য দিন-দিন নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতেছি? কে আমাকে জানাইয়া দেয় যে, এ অভাবের শেষ কোথায়?—এ ব্যাকুলতার সমাপ্তি কোথায়? যিনি তাহা জানাইয়া দেন, তিনি সদ্‌গুরুরূপী ভগবান্। অন্তর্যামী সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়েরই একমাত্র আবশ্যকতা আছে। করলা যেমন অনন্ত অগ্নির সংস্পর্শে আবার জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ বদ্ধজীব—স্বরূপ-ভ্রান্ত জীব—অভাবগ্রস্ত জীব, নিত্যমুক্ত সদা স্ব-স্বরূপসংপ্রাপ্ত পূর্ণবস্তু গুরুদেবের সংস্পর্শে আসিয়া স্বীয় স্বভাব ফিরিয়া পায়। গুরুদেবই সম্বন্ধজ্ঞানরূপ অগ্নি সংযোগ করিয়া দেন; তবেই বদ্ধজীব অচেতনের সংসর্গ ছাড়িয়া—জাড্য ছাড়িয়া চেতনময় উপদেশ-বাতাসের সহায়তায় পুনরায় ভগবৎ-সেবা-চেষ্টায় জ্বলিয়া উঠে। শ্রীগুরুর সংস্পর্শে লুপ্ত স্বভাব ফিরিয়া পাইয়া স্বভাবের অনুবর্ত্তনে কেবলমাত্র অধোক্ষজের আলোচনা করিতে থাকে। গুরুর সংস্পর্শ ব্যতীত চেতনতার উদ্বোধন অসম্ভব। জড়দেহ ও মনের দ্বারা জড়ের অনুশীলন সম্ভবপর হইলেও তাহাদের দ্বারা চেতনের অনুশীলন অসম্ভব। জড়ের অনুশীলন চেতনতার উদ্বোধন করিতে সমর্থ নহে। চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র উদ্বোধক—চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র নিয়ামক।

জীব ও ভগবান্ উভয়েই চেতন বটে, কিন্তু এক নয়,—ভেদ আছে। পার্থক্য—পরিমাণগত, জাতিগত নহে। আমরাও অগ্নি, ভগবান্‌ও অগ্নি—জাতীয়ত্বে আমরা এক। কিন্তু তিনি—অপরিমেয় অগ্নিকুণ্ড, আর আমরা—ক্ষুদ্রতম স্ফুলিঙ্গ; তিনি—বিভুচেতন, আর আমরা—অণুচেতন; আমরা—পরস্পর পৃথক্। এই পরিমাণ-গত পার্থক্য—নিত্য, এই পরিমাণগত পার্থক্যই উভয়ের স্বভাব-নির্দ্ধারক। স্ফুলিঙ্গ সামান্য ফুৎকারে নিবিয়া যায়; কিন্তু অগ্নিকুণ্ড নিবিয়া যায় না। বিভুচেতন—মায়াধীশ; কিন্তু অণুচেতন—মায়াবশযোগ্য। এই স্বভাব-বশে অণুচেতনগণ নিত্য বিভুচেতনের অনুগত। ভগবানের আনুগত্যই জীবের স্বভাব। অতএব জীব—ভগবানের নিত্যদাস; ভগবদ্দাস্যই জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

শ্রীভগবান্ পরম দয়ালু। জীব যখন তাহার স্বভাব বিস্মৃত হয়, তখন তিনি তাহাকে উদ্ধার করিতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন—নিদ্রিত আমাদিগকে তিনি জাগাইতে আসেন—সুপ্ত চেতনের উদ্বোধনক্রমে তিনি আমাদিগকে নিজস্বভাব জানিতে দেন। তখন আমাদের স্বভাবের ধর্ম্ম

ভগবানের নির্মল আলোকে আমাদের মুক্তি—আমাদের সহজ স্বভাবে প্রকৃত স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হই। ভগবানের নিত্যবাসেই জীব-চেতনের পূর্ণ বিকাশ। তিনি মানুষের কাছে মানুষের মতই হইয়া আসেন। বহুতন চেতনধর্ম্মের বৈজ্ঞানিকগণ ভগবানের অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার দশবিধ অবতার-বিষয়ে সকলেই একমত। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জীবের দেহ ও চিত্তবৃত্তিগত ঐতিহাসিক স্তরগুলির বিকাশ বা প্রতীতি-অনুসারে ভগবান্ তত্তদনুভাবোপযোগী করিয়া তাঁহার নিত্যস্বরূপ এই জগতে প্রকটিত করেন। এই দশ অবতার যথাক্রমে—

(১) মৎস্যাবতার	অণ্ড-অবস্থা।
(২) কূর্ম্মাবতার	বজ্রদণ্ড-অবস্থা।
(৩) বরাহাবতার	মেরুদণ্ড-অবস্থা।
(৪) নৃসিংহাবতার	উত্থিতমেরুদণ্ড-অবস্থা
(৫) বামনাবতার	ক্ষুদ্রনর-অবস্থা।
(৬) পরশুরাম	অসভ্যনর-অবস্থা।
(৭) রামাবতার	সভ্য নর-অবস্থা।
(৮) কৃষ্ণাবতার	জ্ঞান-অবস্থা।
(৯) বুদ্ধাবতার	অতিজ্ঞান-অবস্থা।
(১০) কল্কাবতার	প্রেমর-অবস্থা।

জীবের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অণ্ডাবস্থার স্তর হইতে প্রেমাবস্থার স্তর পর্য্যন্ত এই দশবিধ স্তরের সহিত ভগবানের উপরি উক্ত দশবিধ অবতারের প্রাকট্যলীলা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

এই দশবিধ অবতারের মধ্যে কৃষ্ণাবতার শ্রেষ্ঠতম। নিত্যবানবত্বমূলক কৃষ্ণেই জ্ঞানের পূর্ণ-বিকাশ—কৃষ্ণই পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্। তিনি নিখিল জ্ঞান বা চেতনের উৎসস্বরূপ। নরবপুই কৃষ্ণের স্বরূপ। আমরা মানব, তাই তিনি অহৈতুকী অমন্দোদয়া-দয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহার এই মানব-স্বরূপ আমাদের নিত্য-কল্যাণ-বিধানের জন্য প্রকটিত করেন। মানবই মানবের আদর্শ। নরের আদর্শ নর-দেবতা হইতে পারেন না। জীবের জ্ঞান বা চেতন যখন অজ্ঞান বা অচেতনের আক্রমণে স্তব্ধ ও জড়ীভূত হয়, তখন উহা নাস্তিকতায় পরিণত হয়। বুদ্ধদেব স্বয়ং পূর্ণজ্ঞানময় হইয়াও এই নাস্তিকতাকে মোহিত করিয়াছেন। তাঁহার পরের অবস্থায় জ্ঞানের ঘোর বিপ্লবাবস্থা; সেই অজ্ঞানের উচ্ছেদসাধনকল্পেই কল্কির অবতার।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবই কলির কুতর্ক ও অজ্ঞানহত জীবকুলের চেতনতার পরিপূর্ণভাবে উদ্বোধনের জন্য ৪৪২ বৎসর পূর্ব্বে গৌড়দেশে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাঁহার বাণীই—বেদের বাণী—ভাগবতের বাণী। একমাত্র তিনিই জীব-চৈতন্যের নিত্য শাশ্বত সনাতন-ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তম বিকাশের কথা জগতে জানাইয়াছেন। তাঁহার বাণীতে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই—দেশ-কাল-পাত্রগত সঙ্কীর্ণতা বা কোন প্রাদেশিকতা নাই। তিনি কেবলমাত্র বাঙ্গালাদেশের নহেন বা তিনি কেবলমাত্র বাঙ্গালীর নহেন; তিনি—সমস্তজগতের, তিনি—হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, সকলকে আত্মধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। তাঁহার বাণী—চেতনোন্মেষিণী ও চেতনরাজ্যের অনন্ত-বৈচিত্র-প্রকাশিনী বাণী। ইহাই সার্ব্বজনীন কথা—অমৃতময়ী কথা—সার্ব্বভৌমিক কথা।

নির্য্যাণ-সংবাদ

বিগত ১৩ই কার্ত্তিক ৩০শে অক্টোবর মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪৷৷০ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের একনিষ্ঠ নিষ্কপট সেবক শ্রীপাদ ব্রজবল্লভ দাস অধিকারী মহাশয় হরিনাম গ্রহণ ও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে প্রেমলীলা স্মরণ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে নীত আত্মীয়ের সমীপে প্রয়াণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থগোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

গৌড়ীয়

শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থগোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যবর্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে আসিয়া আশ্রয় লউন।

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫, ১লা ডিসেম্বর, ১৯২৮ | ১৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের যুগল-মিলন মহা-মহোৎসব মহা-সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রায় আটলক্ষ লোক শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও ভাগবতীয় কুরুক্ষেত্র-লীলার অর্চ্চাসমূহ দর্শন করিয়া মহতী ভক্তানুযায়ী সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন—সুধোপরাগে তাঁহাদের কুরুক্ষেত্র-স্নানের সম্যক্ ফল-লাভ হইয়াছে। যে-সকল লোক কখনও মহাপ্রভুর নাম-পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই, সেইরূপ লক্ষ লক্ষ লোক কলিযুগপাবনাবতারী মহাপ্রভুর ভুবনমঙ্গল নাম শ্রবণ, অনুকীর্ত্তন, সঙ্কীর্ত্তন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্চ্চাবতার দর্শন করিয়া কৃতাতিকৃত্য হইয়াছেন। সমগ্র-ভারতের শিক্ষিত পণ্ডিত, সাধু-সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ লোক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার একটী বিশেষ অধিবেশনে কুরুক্ষেত্রে "মহাভারত-পাঠশালা"-স্থাপনের একটী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের মহামহোৎসবও সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ব্যাখ্যা, সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীধাম-পরিক্রমা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ সমারোহের সহিত যথা-শাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীনৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠের সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব আগামী ১০ই অগ্রহায়ণ ২৯শে নভেম্বর হইতে ২৮শে অগ্রহায়ণ ১২ই ডিসেম্বর অমাবস্যা পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীসূতগোস্বামীর শ্রীমুখে অষ্টাদশসহস্র ঋষি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীনৈমিষারণ্য ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারের আকর-স্থান। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর এবার শ্রীপরমহংস মঠের বার্ষিক সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব উপলক্ষে শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবতের পারায়ণ ও অনুক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আগামী ২৪শে অগ্র-হায়ণ ১১ই ডিসেম্বর সাধারণ মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকগণ বিশ্বমানবকে নৈমিষা-রণ্যের ভাগবত-মহোৎসবে আহ্বান করিতেছেন।

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের অন্নকূট মহামহোৎসব এবং উত্থান একাদশী তিথিতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে অষ্ট-প্রহরব্যাপী সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

"যাকড় মারিলে থোকড় হয়"—নীতিবাদী স্বার্থপর সঙ্কীর্ণ স্মার্ত্ত-সমাজ ও তাঁহাদের মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি "অখিল-ভারত-ব্রাহ্মণ-মহা-সম্মেলন" নাম লইয়া পঞ্চানন-পুরীতে যে অনধিকার-চর্চ্চার তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছেন, পঞ্চানন-প্রেয়সী জগজ্জননী দশভুজা তাঁহার বিংশতি-বর্ষ-শাস্ত্ররূপ বিংশতি অস্ত্রের দ্বারা অসুরই পঞ্চাননপ্রমুখ প্রজাবর্গের সেইসকল নৃত্য নিরাস করিয়াছেন। "থোড়, ডলা, মুলা ও ডিগাইলা চলাব" লৌকিক বিচারের মধ্যে "বৈষ্ণব-দীক্ষা বা ভাগবতধর্ম্ম-দীক্ষা দ্বারা জাতি-পরিবর্ত্তন হইতে পারে কি না?"—এই অলৌকিক প্রশ্নকে টানিয়া আনিবার প্রয়াস হইল কেন?

হাসিও পায়, দুঃখও পায়! জিজ্ঞাসা করি,—জীব-পঞ্চাননের অনুগ বা সমধীন কতিপয় জড়ীয় অপস্বার্থপর ব্যক্তি "বৈষ্ণবদীক্ষার দ্বারা জাতি-পরিবর্ত্তন হইতে পারে কি না?" প্রশ্নের উত্তরে একবাক্যে "পারে না" বলিলেই কি তাহা শাস্ত্রীয় বিচার ও মীমাংসা হইয়া পড়িবে? মর্ত্য-পঞ্চাননের অনুগগণ যেরূপ "পারে না" বলিয়াছেন, ভাগবত-ধর্ম্মবক্তা সহস্রানন শেষ-সঙ্কর্ষণ, তদ্ভিন্ন বৈষ্ণবরাজ অভিমর্ত্য পঞ্চানন ও তদনুগ ভাগবতধর্ম্মবাধিগণ সেইরূপ অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ও স্বার্থপর স্মার্তকুলের হৃদয় কম্পিত করিয়া ঐরূপ "পারে না"-বক্তৃগণের মর্ত্যতণ্ড রোধ করিয়া কোটিকণ্ঠে দৃঢ়তরস্বরে বলিবেন,—"পারে—পারে—পারে"।

প্রকৃতপ্রস্তাবে "পারে না" কথাটি শাস্ত্রীয় বিচার নহে। 'হানাফী' পত্রিকা বলিয়া থাকে যে, 'কালীপূজা হইতে পারে না।' কাজী সাহেবগণ বলেন—'হিন্দুর পর্ব্ব হইতে পারে না।' স্মার্ত্ত-সমাজ বলেন,—'ভগবান্ থাকিতে পারে না।' অন্যান্য ব্যক্তি বলে,—'দুঃখের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।' অজন্ম মূকবধির বলে,—'পাপের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।' তাই বলিয়া ইঁহাদের "পারে না"-ই কি নিরপেক্ষ বিচার অথবা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত?

'ভক্তিসাগর' প্রভৃতি যেসকল স্মৃতিশাস্ত্র তথা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসাদি ভাগবতধর্ম্মানুগ স্মৃতিনিবন্ধশাস্ত্র তারস্বরে বলেন,—'ভাগবতধর্ম্ম-দীক্ষা-দ্বারা জাতির পরিবর্ত্তন হইতে "পারে—পারে—পারে"—

"দীক্ষায়াঃ সাবিত্র্যাদি-বিষয়কায়া ভগবন্মন্ত্রবিষয়কায়াশ্চ যানি লক্ষণানি ক্রমেণ যজ্ঞোপবীত-কমণ্ডলু-ধারণাদীনি তথা তুলসীমালা-মুদ্রাদি-ধারণাদীনি তানি সর্ব্বাণি শীলমেবাধিকৃত্য তথা তে।"

(—শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপ্রভু)

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

(—শ্রীহরিভক্তিবিলাস)

"নৃণাং—সর্ব্বেষামেব, দ্বিজত্বং—বিপ্রতা।"

(—শ্রীমৎ সনাতনগোস্বামিপ্রভুকৃত দিগ্‌দর্শিনী টীকা)

"পিতৃ-গোত্রেণ বা কর্ত্রা স্বামি-গোত্রেণ গোত্রিকা।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

"শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।"

(হয়া তাঃ অনুশাঃ পঃ)

"এবং দীক্ষাতঃ পরন্তাদেব তস্য ব্রহ্মত্বেব দ্বিজত্ব-সংস্কারস্তদাবাধিতত্বাৎ তত্রাধিকারাজ্জাতঃ।"

(—শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু)

"দীক্ষা-কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

(—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু-বাক্য)

যাঁহারা মহাভারতের কথা—ভক্তসাগরের কথা—সনাতন-ধর্ম্ম-বক্তা শ্রীনারায়ণের কথা সম্মান বা স্বীকার করেন না, অখিল-ভারতে তাঁহাদের স্থান নাই, তাঁহারা উৎপথগামী, স্ব স্ব অপস্বার্থকেই তাঁহারা 'শাস্ত্র' ও 'সিদ্ধান্ত' বলিয়া শাস্ত্রের জোরে সত্য জয় করিতে চাহেন। তাঁহাদের মত—ভাগবতধর্ম্মবিরোধী, অতএব ঘৃণিত-জ্ঞানে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। কৃষ্ণভক্ত মায়াবাদী বা বৌদ্ধসঙ্ঘী অপস্বার্থপর স্মার্তগণ যে-সভার বিচারক, নিয়ামক বা মন্ত্রণা-দাতা, সেখানে বৈষ্ণবতা বা ভাগবতধর্ম্মদীক্ষা অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানের কোন বিচার হইতে পারে না। তাই মহাপ্রভুর আদেশ—

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

মন্ত্র-সংস্কার

একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন অন্যতম। পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিচালকরূপে মনকে জানা যায়। এই মনের ক্রিয়াকে "মনন" বা "চিন্তন" বলে। জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ স্থূল অথবা সূক্ষ্মভাবে এই বহির্জগতের যাহা গ্রহণ করে, উহার অধিকারি-সূত্রে মনের বৃত্তি। মনোবৃত্তি-প্রভাবে ইন্দ্রিয়সমূহ পরিচালিত হয়। বহির্জগৎ কালের অধীনে পরিবর্ত্তন-যোগ্য। অসংযত মন কালে-কালে পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে বাধ্য। যে-কালে মন সংযত হয়, সেইকালে তাহার পরিবর্ত্তন-সম্ভাবনা থাকে না। বাহ্য জগতের বিচারে বহির্দর্শন-রহিত হইলে মনের নির্ব্বিশিষ্টভাব কল্পিত হয়। অনেকে উহাকে 'আত্মা' বলিয়া ভ্রান্ত হন।

যে বিজ্ঞান মননধর্ম্ম হইতে বহির্জগতের চিন্তা-স্রোতকে সংযত করিতে সমর্থ, তাহাকেই 'মন্ত্র' বলা হয়। নির্ব্বিশেষ-বাদীর বিচারে অসম্প্রসারিত-নামরূপ প্রণবের উচ্চারণ-প্রভাবে মন সংযত হয়; তজ্জন্য ওঁকারই 'আকরমন্ত্র' নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। এই ওঁকার হইতে কীর্ত্তনমুখে সবাহৃতি গায়ত্রী উদ্ভূত হন। গায়ত্রী মন্ত্রবিশেষ হইলেও মন্ত্রের সাধনপ্রণালীতে ইহা অপরিহার্য্য বিষয়। গায়ত্রীর কীর্ত্তন দ্বারা মননধর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ ঘটে। এইজন্য মন্ত্রের আনুষঙ্গিক বিধিরূপে গায়ত্রীর প্রকাশ। গায়ত্রী—শক্তি; নামাত্মক-মন্ত্র—শক্তিমান্। যাঁহারা শক্তি ও শক্তিমানের অদ্বয়ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বিচার-রাজ্যে উহার ঐক্যতা-সাধনে তৎপর না হইয়া পরস্পর ভেদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের অদ্বয়জ্ঞান-বিষয়ে জ্ঞানলাভে বিড়ম্বনা উপস্থিত হয়। সুতরাং মন্ত্র ও গায়ত্রীর বৈশিষ্ট্যের বিলোপ-সাধন কর্ত্তব্য নহে। নির্ব্বিশেষবাদী বলেন,—মননধর্ম্ম শুদ্ধ হইলে মন্তব্য, মনন ও মন্তা 'এক' হইয়া যায়। বস্তুতঃ উহাদের অস্তিত্ব নিরাকৃত হয় না। সবিশেষ-বিচারপর অদ্বয়জ্ঞানী বলেন,—ঐরূপ বিচারের সঙ্গতি নাই। যদি বস্তুতে নিত্য-বৈশিষ্ট্য না থাকে, তাহা হইলে বৈচিত্র্যের অর্থাৎ উপলব্ধির বিষয়, উপলব্ধিকারক ও উপলব্ধি- এই ত্রিবিধ ব্যাপারের অধিষ্ঠান থাকিত না। প্রাপঞ্চিক-জগতে বৈশিষ্ট্য-ভঙ্গ যে অবস্তুতা উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহা পরিহার করিবার নিমিত্ত মন্ত্র করা বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক হইলেও, বাস্তবধর্ম্মে বিচিত্রতা নাই—এইরূপ উক্তি বস্তুবিজ্ঞানে একদেশদর্শিতা-মাত্র।

মন্ত্র—দ্বিবিধ। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মন্ত্রের উদ্দেশ্য—চেতনের বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে সংযত করিয়া স্তব্ধ করা; আর সবিশেষ বিচারপরায়ণের চিদ্বৈশিষ্ট্যের উপলব্ধি থাকায় চিদচিৎএর সম্বন্ধপ্রয়াস তাঁহাদের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর। যাঁহারা চিদচিদ্বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা সাধারণতঃ 'মায়াবাদী' বলিয়া কথিত হন। সুতরাং মায়াবাদীর চিদ্বৈশিষ্ট্যের অনঙ্গীকারে যে কল্পিত মত, উহা তত্ত্ববিদ্‌গণের লোভনীয় পদবী নহে। ত্রিতাপক্লিষ্ট অষ্টপাশবদ্ধ জীবানুভূতির অড়ত্বপ্রাপ্তি তত্ত্ববিদ্‌গণের বিচারে প্রয়োজনীয় না হওয়ায় তাঁহারা মন্ত্রের বিভিন্ন অর্থ করিয়া থাকেন। সবিশেষ-বিচারে কালগত-ভেদ-জন্য নশ্বরধর্ম্মের আরোপের পরিবর্ত্তে নিত্য-বৈচিত্র্যের উপলব্ধি বাধা প্রাপ্ত হয় না।

মনোবৃত্তির পরিচালনক্রমে তত্ত্ববাদী ও মায়াবাদিগণের মধ্যে পরস্পর সিদ্ধান্তভেদ লক্ষিত হয়। যাঁহারা ভক্তি-সিদ্ধান্তে নিপুণ, তাঁহাদিগের সেব্য-সেবক-ভাবের নিত্যত্ব-বিচার—অপরিহার্য্য; তাঁহাদিগের সেব্য-সেবক-সম্বন্ধজ্ঞান—নিত্য এবং তাঁহাদের সেবা-সেবক-ভাব-পারবর্দ্ধিত নব-নবায়মান আনন্দ—নির্ব্বাধ। যাঁহারা মায়াবাদ অবলম্বন-পূর্ব্বক মনোধর্ম্ম-পরিচালনক্রমে বহির্জগৎকেই সত্য মনে করেন, তাঁহারা তুরীয়বস্তুর কোন অনুসন্ধান পান না। তুরীয়জ্ঞানে ঔনত্যবশতঃ তাঁহারা ত্রৈগুণ্য-বিচারে আবদ্ধ থাকেন এবং মন্ত্র-সংস্কারদ্বারা জাতির পরিবর্ত্তন হয় না, বলেন। ভক্তিপথের পথিকগণ এরূপ বিচার-মূঢ়তা স্বীকার করিতে পারেন না। যাঁহারা ভক্তপথে অগ্রসর হন নাই, যাঁহারা অধোক্ষজের সেবা পরিত্যাগ করিয়া ভক্তদ্রব-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবার অভিপ্রায়ে মায়াবাদের ন্যূনাধিক পদ অবলেহন করেন, তাঁহাদের বিচারে মন্ত্র-সংস্কারের নৈষ্ফল্যজ্ঞান—অপরিহার্য্য। এই নাস্তিক-সম্প্রদায় ভক্তি হইতে অতি

পুরুষে অবস্থিত; যেহেতু আত্মানাত্ম-বিবেকের অভাবে নারায়ণী আত্মানাত্ম-বিবেকের সময়য় প্রার্থনা করিয়া দুর্দৈববশতঃ অনাত্মধর্ম্মকেই আত্মধর্ম্ম বলিয়া স্থির করায় প্রাপঞ্চিক বিবর্ত্তে পতিত।

প্রকৃতপক্ষে মননধর্ম্ম হইতে ত্রাণ করিবার বিধানকে 'মন্ত্র-সংস্কার' বলে। শাস্ত্রের সহিত বিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে যে-সকল অপস্বার্থান্ধ ব্যক্তি শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহাদের নিজ নিজ রুচি-নিবন্ধন সবিশিষ্ট ভগবদ্ভক্তসম্প্রদায়ের নিকট হইতে দূরে অবস্থানহেতু তাঁহাদের কূপমণ্ডূকতা বাস্তবিকই অধঃপাশবদ্ধ-জীবের ঘৃণ্যতা-রহিত বিষয়-মাত্র। মন্ত্রসংস্কার-প্রভাবেই জাতি-পরিবর্ত্তন—শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয়।

'জন্'-ধাতু ভাবে 'ক্তি' প্রত্যয় করিয়া 'জাতি'-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ভার্গবীয় মনুসংহিতায় আমরা দেখিতে পাই যে, জীবের জন্ম তিনপ্রকার। সেই ত্রিবিধ জন্মের দ্বারা তিনপ্রকারে জাতি নির্ণীত হয়। মনু-স্মৃতি-বিরোধী অপস্বার্থপর সম্প্রদায় যে একদেশদর্শিতা লইয়া 'জাতি' নির্ণয় করেন, তাহা স্থূলশরীর-সম্পর্কিত। মনু বলেন,—জীবের ত্রিবিধজন্মে শৌক্রজাতি, সাবিত্রজাতি ও দৈক্ষজাতির অবস্থান আছে। ত্রিবিধ উৎপত্তি মূলে জাতিত্রয়ে বর্ণ অবস্থান করে। বর্ণব্যাপারটী দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যাঁহারা অন্ধ নহেন, তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি থাকায় তাঁহারা অপরের পথ-প্রদর্শনমুখে বস্তুবিজ্ঞান ও বস্তুবিজ্ঞানের পথে শিল্পীয়-ব্যাপারে সহায়তা করিয়া সেবা করিতে পারেন। কিন্তু যেখানে সেবা করিবার প্রবৃত্তি অপস্বার্থপরতার অনুরোধে বিকৃত, সেখানে আমরা সত্যাশ্রয়ের পরিবর্ত্তে অসত্যাচারিত হইবার ফল লাভ করি। কূপাণ্ডিত্য, ভ্রান্তিমাত্র প্রভৃতি কতকগুলি অপস্বার্থ আসিয়া নির্দ্দোষ-দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন চিন্ময়-জীবকে অচিৎস্বার্থের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া মূর্খতা ও ব্যভিচার পোষণ করায়। তখন সে লোক-প্রতারণকল্পে বিচারহীন সাধারণ-জনকে কূপথে লইয়া গিয়া পরমার্থ হইতে বঞ্চিত করে। যাহারা মনের ধর্ম্মে পরিচালিত, তাহাদের যে চাতুর্য্য নাই—একথা বিদ্বৎসমাজ স্বীকার করেন না।

বিচারক-সম্প্রদায় সকলেই বহির্জগতের উপলব্ধি সংগ্রহ করিয়া অবস্থান করেন; সুতরাং তাঁহাদের রুচিভেদে বিচার ও সিদ্ধান্তভেদ অপরিহার্য্য। অপস্বার্থান্ধ হইলে মানব বহু অপকার্য্যের আবাহন করে; এমন কি পারমার্থিকের পরিচ্ছদেও বিবিধ দুষ্কর্ম্মের আবাহন করিয়া ফেলে। নীতি-শাস্ত্রের কঠিন বিধি অতিক্রম করিয়া Khlystism চালাইবার যত্ন করে। আমরা এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের রুচির অনাদর করিয়া তাহাদের গন্তব্যস্থানে যাইতে বাধা দিতে না পারিলেও তাহাদের গন্তব্যস্থান কখনও বরণীয় সদ্গত্যাদ্যভিজ্ঞ-লোকের অন্তর্গত নহে। অপকর্ম্মচেষ্টা কখনই ভগবৎকৃপা-লাভে যোগ্যতা প্রদান করে না। Utilitarian দিগের বিচারপ্রণালী তাঁহাদিগের শাস্ত্রের অনুকূল হইতে পারে, কিন্তু সেই শাস্ত্র সার্ব্বজনীন নহে; কূপাম্নায়িক সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধমাত্র। উহা বেদ ও বেদানুগ-শাস্ত্রের বিরোধী বিচার। যাঁহারা মনোধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া মনঃ-কল্পিত বিচারের পরিবর্ত্তন ঘটে না বলেন, তাঁহাদের বুদ্ধি-বৃত্তিতে কদর্য্যভাব প্রবেশ করিয়াছে, বুঝিতে হইবে।

শৌক্রজাতি, সাবিত্রজাতি ও দৈক্ষজাতি—সংস্কারোত্থ। শৌক্রজন্মে পিতামাতার স্থূলশরীরের আবশ্যকতা আছে। সাবিত্রজন্মে আচার্য্য ও গায়ত্রীর অবস্থান এবং দৈক্ষজন্মে শ্রীগুরুদেব ও মন্ত্রের অবস্থানের আবশ্যকতা আছে। কাশীর স্মার্ত্তসম্মেলন অনভিজ্ঞ-সমাজের ভ্রমোৎপাদনের জন্য 'জাতি' শব্দের প্রয়োগ করিয়া উহার ভাবান্তর গ্রহণপূর্ব্বক যে কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিবার ক্ষমতার বিচারক-সম্প্রদায়ের অভাব নাই। তবে অপস্বার্থপর জনগণ কৌশল করিয়া যে অনভিজ্ঞ-জনমত-সংগ্রহব্যবসায়ের চাতুরী প্রকাশ করেন, তাহার মূল্য অন্ধকর্ত্তৃকমাত্র। কোন ব্যক্তিবিশেষ চক্ষে ধূলি দিলে, সূর্য্য ও সূর্য্যালোকের অস্তিত্বের কিছু বিলুপ্তি হয় না। কতকগুলি লোককে অন্ধকারে আবদ্ধ করিলেই যে সূর্য্যের প্রকাশধর্ম্মের অভাব সাধিত হয়, তাহা নহে; বরঞ্চ যাহারা যোগ্য ব্যক্তিগণই ভাগ্যহীনতা-বশতঃ ঐ শ্রেণীর অপস্বার্থপর উপদেশক-সম্প্রদায়ের গলাবাজীর উপর নির্ভর করেন; পরন্তু ফলপ্রাপ্তিকালে আবার উহাদিগকেই চতুর্দ্দশ-পুরুষান্ত করিয়া প্রতিশোধ কামনা করেন। স্মার্ত্তের প্রেরণায় অন্যার্থ-গ্রহণে প্রয়াস—'স্মৈর'নামক অধর্ম্মের অন্তর্গত। পণ্ডিতকুল সর্ব্বদাই উদারনীতির বশবর্ত্তী হওয়ায় শাস্ত্রার্থকে কখনই যুক্তিহীনতায় পরিণত করেন না। যেখানে সেইরূপ অপস্বার্থ প্রবল, তথায় মানবজাতির

বিচার-ক্ষমতায় উন্নতা লক্ষিত হয় না, তৎকালে নীচস্বভাব-সম্পন্ন জনগণের সঙ্কীর্ণতা ও অপস্বার্থ-পোষণই শাস্ত্রার্থরূপে প্রতিভাত হয়। সেইরূপ শাস্ত্রানুশীলনের নামে অপস্বার্থ বলবান্, তথায় সরস্বতীদেবীর অস্তীই অর্থ গুপ্ত ও আবৃত। দুর্গন্ধপঙ্কে সুরভি বলিয়া চালাইতে গেলে এরূপ চালক-সম্প্রদায়কে বেদানুগ বিদ্বৎসমাজ আদর করেন না। মনঃকল্পিত কৃত্রিম দেবমূর্ত্তিকে 'ভগবান্' বলিয়া কল্পনা করিলে তাহা অনর্থযুক্ত জীবের মনঃকল্পিত 'পুতুল'-মাত্র হইয়া পড়ে। তাদৃশী মূলকাষ্ঠবদ্ধ বধ্য পশুতুল্য-জ্ঞানে বেদার্থের পরিবর্ত্তন-চেষ্টার কখনই আদর করা যাইতে পারে না।

যাঁহারা বলেন,—জড়ীয় শুক্র ও শোণিতের সম্মেলনে জীবদেহ, তাদৃশ আধ্যক্ষিকগণের বিচারপ্রণালী কখনই 'বেদানুগ' বলা যাইতে পারে না; উহা লৌকিকযুক্তি-ভাক্তিত দুর্গন্ধের বলাভিমান-মাত্র। বাদরায়ণ-সূত্রের "উৎপত্ত্য-সম্ভবাৎ" অধিকরণে এই শ্রেণীর পাণ্ডিত্যের অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। মনঃকল্পিত বিচারের অপরিবর্ত্তনের নিতান্ত যদি স্বীকৃত হইত, তাহা হইলে 'আত্ম'-শব্দের পরিভাষা প্রতি হইতে পূর্ব্বেই অপসারিত হইয়া যাইত।

সত্যদ্রিত্রা চালুনী একছিদ্রা সূচীকে যদি বলে,—'তোমাতে যে ঐ একটী ছিদ্র আছে!' সূচীও তৎক্ষণাৎ জবাব দিবে,—'তোমারও ত' তেমন শত ছিদ্র আছে!' কূপাণ্ডিত্যের ছলনায় অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায় অভিজ্ঞ জনকেও কৈতবে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত যে জনমত সংগ্রহ করেন, তাহার মূল্য নীতিশাস্ত্রবিশারদ চাণক্য পূর্ব্বেই প্রচার করিয়াছেন। যেকাল-পর্য্যন্ত অপস্বার্থান্ধ অনভিজ্ঞ জনগণ আপনাদিগকে পণ্ডিতম্মন্য-জ্ঞানে সভায় গলাবাজী করেন না, সে পর্য্যন্তই তাঁহারা মানবোচিত ভূষণে ভূষিত বলিয়া পরিগৃহীত হন। নতুবা তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া লোক-লোচনে দণ্ডিত হইবার যোগ্যতা লাভ করায়।

মূলজন্ম, সূক্ষ্মজন্ম ও আত্মাবির্ভাব—এই ত্রিবিধ জন্মের কথা শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে। ভাগবত-শাস্ত্র—সংসাম্প্রদায়িক, উহাতে নাস্তিকগণের মতমূলের দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া অপস্বার্থপর, জড়বিষয়-প্রমত্ত বিবাদপ্রিয়-জনগণ যদি ঐ শাস্ত্রের আদর না করেন, পরন্তু বিরোধ করেন, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, তাঁহাদের অধিকার ত্রিগুণের দ্বারা আবদ্ধ মাত্র। নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিলে তাঁহারাও একদিন ভাগবত-সম্প্রদায়ের বিচার-প্রণালীর অনুসরণ করিতে পারিবেন। অনর্থময় সমাজের অনর্থপোষণকল্পে যে-সকল আধি-কারিক শাস্ত্র জগতে প্রচলিত আছে, সেইসকল শাস্ত্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বি-জ্ঞানে সম্যবিচারে বিরোধ করা ভাগবত-গণের কখনই অভিপ্রেত নহে। তাই বলিয়া ভক্তদ্বেষ-বিরোধমূলে যে-সকল প্রথা জগতে অজ্ঞান আনয়ন করিয়াছে, তাহার অপসারণ-কার্য্যে ঔদাসীন্যও তাঁহাদিগের প্রতি দয়ার পরিচয় নহে। পরম-করুণ ভাগবতগণকে অনভিজ্ঞসম্প্রদায় সমন্বয়বাদের বিরোধী জানিয়া তাঁহাদের সংসাম্প্রদায়িকতার দোষারোপ-পূর্ব্বক দোষযুক্ত সঙ্কীর্ণ অনভিজ্ঞ সাম্প্রদায়িক কূযোগিগণ নিজ-স্বার্থসিদ্ধি হইল গেল বলিয়া যে কল্প-বাক্যে প্রমত্ত হন, তাহা বালোচিত অদূরদর্শিতার পরিণামবিশেষ-জ্ঞানে ভাগবতগণ হাস্য করিয়া থাকেন।

প্রাকৃত জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। জন্ম—প্রকৃতির অন্তর্গত ব্যাপার-বিশেষ। তাহা পরিবর্ত্তনশীল নহে,—একথা যুক্তি-বিরোধী ও অবৈদিক। তাদৃশ বেদ-বিরুদ্ধ-মত ভারতের রাজ্যে উদ্ভূত হইয়াছে কি কারণে, তাহার আলোচনা আবশ্যক; যেহেতু কর্ম্মবাদিগণের বিচারে,—পাপপুণ্যের কর্ত্তা পাপপুণ্যের ফল ভোগ করেন এবং জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিতে হইলে এই পাপপুণ্যসংগ্রহের প্রশ্রয় দেওয়া হয়; তজ্জন্য মূলজন্মান্তরবাদ স্বীকার-যোগ্য নহে। কার্য্যের কর্ত্তা যদি অপকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনি অনেক সময় চিন্তা করিতে পারেন,—'জন্মান্তরে উহা পূরণ করাইয়া দিব।' তজ্জন্য বর্ত্তমান-জন্মে পাপাদি সাধিত হইলে পরজন্মে উহার শোধন বা অভাব-পূরণের সম্ভাবনা থাকায় ইহজন্মে পরদ্রব্যাপহরণ, পরদারাপহরণ প্রভৃতি স্ব-স্বার্থপোষণই পরমোপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইতে পারে; এজন্য জন্মান্তর-বাদ-স্বীকার কর্ত্তব্য নহে। আর পারমার্থিকের বিচারে,—দীক্ষা-বিধানে যে মন্ত্র-সংস্কারের ব্যবস্থা আছে, সেই সংস্কার-প্রভাবে জীবের নৈসর্গিক-পাপচেষ্টা অন্তর্হিত হয়। সুতরাং ভারতের প্রধেনস্থ মনীষিগণের জন্মান্তরবাদ-রাহিত্য প্রস্তাবটীর সহিত অ-সামঞ্জস্য হয় না। যাঁহারা ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-রহিত হইয়া মায়াপ্রতীক-স্বরূপে অবস্থান করেন না, তাঁহাদিগের

জন্ম-জন্মান্তর-লাভের দুর্বাসনা হৃদয়ে জাগরূক থাকায় ভগবদ্ভক্তের ইহজন্মে সংসিদ্ধিলাভ হইতে পারে—একথা স্বীকার করেন না এবং বহুজন্ম-জন্মান্তর অধমতায় ডুবিয়া যাইবার সম্ভাবনা-নিবৃত্তির উপায়স্বরূপ ভগবৎ-সম্বন্ধের পুনরুদ্দীপন-প্রভাবে তাঁহারা ঐরূপ অমূলক ধারণা হইতে পুনরুত্থিত হইবার রুচি প্রদর্শন করেন।

অনভিজ্ঞ কর্ম্মবাদিগণের জন্য যে বৈতানিক আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিসমূহ ও কঠিন বিধি লিপিবদ্ধ আছে, উহা ন্যূনাধিক তাঁহাদের নিম্নাধিকারেরই উপযোগী। কিন্তু তাদৃশ নিম্নাধিকারের প্রতিপ্রসব-বিধি দ্বারা পূর্ব্ববিধি রহিত হয় নাই—এরূপ নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালক-বালিকাগণকে শৈশবকালে দাম্পত্যঘটিত বিচারপ্রণালীতে অধিকার দেওয়া হয় না, তাই বলিয়া তাহাদের বয়ঃপ্রাপ্তিকালেও দাম্পত্যাধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে হইবে—এরূপ নহে। কোনও একটী উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া যদি কোন তথা-কথিত সমাজপতি কোন কথার প্রবর্ত্তন করেন এবং তাহা 'পরিবর্ত্তন-যোগ্য নহে' বলিয়া কিছুকালের জন্য অনভিজ্ঞ জনগণকে 'ভোগা' দেন, তাহা হইলে অভিজ্ঞতাই তাঁহাকে বলিয়া দিবে যে, তাৎকালিক মূল্য ব্যতীত তাঁহার তাদৃশ বিচারের আর্শোলা-মার্কের (আর্শোলা-দেশীয় মুদ্রাবিশেষের) ন্যায় স্থায়ী মূল্য হইতে পারে না।

স্থূলশরীরগত জন্ম মন্ত্র-সংস্কারের দ্বারাই পরিবর্ত্তিত হয়। চীনদেশে সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্য লৌহনির্ম্মিত কঠিন পাদুকা-ব্যবহারের প্রথা আছে। দাক্ষিণাত্যে কর্ণবিদ্ধ ছিদ্রের প্রচুর পরিসর-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা ছিল। কোন সম্প্রদায়ে 'সুন্নৎ'প্রথা প্রচলিত আছে। সুতরাং সংস্কার-প্রভাবেই অসংস্কৃত অবস্থা হইতে সংস্কারজনিত জাতিভেদ লক্ষিত হয়। যদি মানবজাতির মূলপরিচয়ে ভেদজন্য বা স্বভাবগত ভেদজন্য গুণকর্ম্মবিভাগ প্রবর্ত্তিত না হইত, তাহা হইলে মানবজাতির মধ্যে জাতিপ্রথার কথা স্থান পাইত না। 'একক্ষুর' ও 'দ্বিক্ষুর'-ভেদে যে-প্রকার জাতিভেদ, 'দ্বিপদ' ও 'চতুষ্পদ'-ভেদে যে-প্রকার জাতি-ভেদ, 'খেচর' ও 'ভূচর'-ভেদে যে-প্রকার জাতিভেদ, তাহা দীক্ষা-প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু সাবিত্রজন্ম ও বৈষ্ণবজন্ম-ভেদে যে 'জাতিভেদ'-শব্দের প্রয়োগ, তাহা দীক্ষা-প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হয় না,—যাঁহারা বলেন, তাঁহারা শাস্ত্র-দর্শনে অন্ধ বলিলে সত্যের অপলাপ ঘটিবে না। মূর্খ অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায়ের মুখে সর্ব্বদাই শোনা যায় যে, অভিজ্ঞ পণ্ডিত-সম্প্রদায়ও সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতায় অবস্থিত। এইসকল তাড়না হইতে বিমুক্ত হইবার অভিলাষে যদি পারমার্থিক-সম্প্রদায় অনভিজ্ঞ জনগণের মতবাদের অনুমোদনার্থ অতিসন্ধিমূলে স্বীয় অভিপ্রায় জানাইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই পরমার্থাভিমানী সম্প্রদায় পরমার্থ হইতে বিপথগামী হইয়াছেন, জানিতে হইবে। ব্যক্তিবিশেষের পরমার্থ অচ্যুত-সম্প্রদায়ের বিচার হইতে ভ্রষ্ট হইলে সেই ব্যক্তিই পতিত হইয়া পড়েন। চ্যুতসর্গ অচ্যুত-সম্প্রদায়ের সহিত বৈষম্য স্থাপন করিয়া নিত্যকাল অবস্থিত অর্থাৎ দেব-বিচার ও আসুর-বিচার—পরস্পর ভিন্ন। কোনকালে দেবগণের বিজয়, কখনও বা অসুরগণের প্রতিপ্রাপ্তি। অসুরকুলে দেবোৎপত্তি এবং দেবকুলে অসুরোৎপত্তির দৃষ্টান্তেও ঐতিহ্যাদি পরিপূর্ণ। আসুর-বিচারের সহিত দৈব-বিচার একমত নহে। দৈব-জাতি-বিচার ও অদৈবজাতি-বিচারে সম্পূর্ণ মতভেদ আছে। অদৈবজাতি-বিচার—অনভিজ্ঞ-জনোচিত। দৈব-বিচার—বিদ্বৎসম্মত।

সাবিত্র-সংস্কার কেবল শৌক্রবিধানে আবদ্ধ নহে,—ভারতীর ইতিহাস-সমূহ সে-সকল কথা উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিয়াছেন। ভাগবত-সম্প্রদায় ভাগবত-দীক্ষা-প্রভাবেই জাতির পরিবর্ত্তন স্বীকার করেন এবং শৈব-দীক্ষায় জাতির পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাও দেখাইয়াছেন। এক্ষণে যদি শৈবগণ অথবা শাক্তের মতবাদিগণ বিচারবশে ভাগবত-দীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বী হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বিষ্ণু-বিদ্বেষী অদৈব-সম্প্রদায়ভুক্ত জানিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই ভাগবতধর্ম্মে-দীক্ষিত-জনগণের সময়োচিত কার্য্য। ভাগবত-দীক্ষায় দীক্ষিতব্রুবগণের মন্ত্র-সংস্কারের অভিনয়-দ্বারা মরণ হয় নাই এবং তাঁহারা যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই আছেন,—এই কথা বলিবার ধৃষ্টতা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহারা যে স্ব-স্ব-দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহা তাঁহাদেরই উপযোগী। তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে পারমার্থিকী দীক্ষায় দীক্ষিত হন নাই,

জানিতে হইবে। দীক্ষা-গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের যে জাতি ছিল, দীক্ষা-গ্রহণের পরবর্ত্তিকালেও যদি উহা পরিবর্ত্তিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা-লাভ ঘটে নাই, জানিতে হইবে। ফলের দ্বারাই ফল-কারণের অনুমান—ন্যায়সিদ্ধ। শৌক্রজাতিতে অবস্থান সাবিত্রসংস্কার দ্বারা অপসারিত হয়। সাবিত্র-সংস্কার কেবলমাত্র শৌক্রজ-সংস্থাপনের সমর্থক মন্ত্রবিশেষ,—এই কথা আমরা কোন শাস্ত্রেই পাই না, তবে অনভিজ্ঞজনের জন্য যে-সকল বিধি প্রবর্ত্তিত আছে, কালে-কালে তাদৃশ বিধি-শাস্ত্রে অতিরিক্ত অপব্যবহার প্রবিষ্ট হইবে বলিয়া যে নিষেধ-বিধি উল্লিখিত আছে, তাহার সঙ্গে-সঙ্গেই তৎ-প্রতিষেধক বিধির বিচারও অনুল্লিখিত নাই। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, "গৃহমধ্যে প্রবেশ নিষেধ" শব্দ অঙ্কিত থাকিলেও তাঁহাদিগের গৃহ, তাঁহাদিগেরও প্রবেশ যে উহাতে নিষিদ্ধ হইয়াছে—এরূপ বিচারস্বীকার সঙ্গত নহে। অপস্বার্থমূলে আপনাদিগের পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করিয়া তাদৃশ পাণ্ডিত্যসংরক্ষণকল্পে যদি কেহ পত্রের মুখাপেক্ষা করিয়া অনভিজ্ঞতার অনুমোদন করেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যক্তিগত অব্যক্ত অভিসন্ধি অচিরেই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।"

আসাম-প্রদেশে শ্রীল প্রভুপাদ

শিলং শৈলে

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ সংখ্যার পর]

কুমার—শব্দের ত' নিত্যত্ব নাই।

প্রভুপাদ—অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের নিশ্চয়ই নিত্যত্ব আছে।

কুমার—পূর্ব্বমীমাংসকগণ শব্দের অনিত্যতা স্থাপন করিয়াছেন।

প্রভুপাদ—উত্তরমীমাংসা তাহা খণ্ডন করিয়াছেন,—"তত্ত্ব য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"—(ছান্দোগ্য ৬।৮।৭)।

কুমার—Rationalistic point of view হইতে এই তত্ত্ব আমাকে বুঝাইয়া দিন।

প্রভুপাদ—নিরপেক্ষ বিচার-প্রবণে ঐকান্তিকতা ও সন্নিকৃষ্টতা থাকিলে Septic ও শব্দের নিত্যত্ব ধারণা করিতে পারিবেন। বৈতজগতে নাম ও নামী পৃথক্ বলিয়া বৈত-রাজ্য হইতে অদ্বয়জ্ঞানেও সেইরূপ পার্থক্য অনুমিত হয়। বৈকুণ্ঠ ও মায়া—এই দুইটীর স্বরূপ বিচার করিলে জানা যায় যে, একটী কুণ্ঠাধর্ম্ম-রহিত, উহাতে কোনপ্রকার অভাব নাই। আর একটী কুণ্ঠাধর্ম্মযুক্ত, তাহা অভাবময়। কুণ্ঠরাজ্যে শব্দ ও নশ্বরে ভেদ আছে, সুতরাং ইতরব্যোমে শব্দ অনিত্য। তেদপর বৈতজগতে শব্দের নিত্যত্ব সম্ভব হইলেও বৈকুণ্ঠ অদ্বয়জগতে নাম বা নামী এক,—শব্দ বা শব্দীতে কোন ভেদ নাই। বৈকুণ্ঠকে four wallsএর অন্তর্গত করিতে চাহিলে 'যে ডালে বসিয়াছি, সেই ডালই কাটা'-ন্যায় অবলম্বিত হইবে। বৈকুণ্ঠজগতের শব্দ ও শব্দ-তাৎপর্য্য কুণ্ঠজগতের সহিত diametrically opposite.

কুমার—তাহা হইলে যে কোন শব্দ 'কালী', 'দুর্গা', 'গণেশ', 'সূর্য্যাদি' যে কোনও নাম কি বৈকুণ্ঠ শব্দ নহে?

প্রভুপাদ—কালী, দুর্গা, গণেশাদি শব্দের সহিত যে-স্থলে শব্দীর ভেদ অর্থাৎ যেস্থলে সেইসকল শব্দ ও শব্দীর অনিত্যত্ব কল্পিত হয়, সেইস্থলে তাহা কিরূপে "বৈকুণ্ঠ"-পদবাচ্য হইবে? বৈকুণ্ঠ শব্দ ও বৈকুণ্ঠ শব্দী ত' অনিত্য হইতে পারেন না। যাঁহারা 'কালী', 'দুর্গা', 'গণেশ', 'সূর্য্য', 'শিব' এবং বিষ্ণুর নাম ও নামীকে অনিত্য মনে করেন, তাঁহারা আর সেইসকল নাম-নামীর বৈকুণ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন কোথায়? এইসকল কাল্পনিক মতবাদ Pantheism ও Blasphemyর (মায়াবাদ ও অপরাধের) নামান্তরমাত্র।

কুমার—আমি পূর্ব্বে মনে করিতাম,—"যত মত, তত পথ।"

প্রভুপাদ—'মত'-শব্দটী মনোধর্ম্ম। "তিন্তিড়ীতিন্তি

লোকঃ"—অর্থাৎ লোকের অসংখ্য মনের যেরূপ বা রুচি। রোচি-সম্প্রদায়ের রুচি—ভূপৃষ্ঠের প্রতি, অনর্থযুক্ত মানব-সঙ্ঘের রুচিগুলি—প্রেয়োধর্ম্মের অনুকূল; সেইসকল মতের পরিপূরণের জন্য যে-সকল পথ সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা কখনও আত্মধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্ম-মত নহে। জগতে মনোধর্ম্মের অসংখ্য মত সৃষ্টি হইয়াছে ও হইবে। কিন্তু অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

জগতের "যত মত, তত পথ" অর্থাৎ সমস্তই অক্ষজ-জ্ঞান-প্রসূত মত ও তদনুকূল পথ; কিন্তু অধোক্ষজে যে অপ্রতিহতা ও অহৈতুকী ভক্তি, তাহাই সকলজীবের পরমধর্ম্ম, তাহাই 'আত্মধর্ম্ম'। আত্মা একমাত্র তদ্দ্বারাই সুপ্রসন্ন হন। অন্যান্য ধর্ম্ম-মত ও পথের দ্বারা দেহ ও মনের প্রসন্নতা হয় বলিয়া দেহ ও মনোধর্ম্মী মানবগণ ঐসকল প্রেয়োমত ও পথকেই "মত" ও "পথ" বলিয়া বরণ করেন। গৌড়ীয়ে এইসকল কথার যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। সত্য সত্য Living Source হইতে পরম-সত্যের কথা শ্রবণ করিতে হয়; তবেই জীবের নিত্য বাস্তব চরমমঙ্গল হইতে পারে, নতুবা মানুষ প্রতিমুহূর্ত্তে বিপথগামী হইতে পারে।

কুমার—Living Source এ একটা Personal Magnetism আছে।

প্রভুপাদ—কনিষ্ঠাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি শ্রীমূর্ত্তির উপাসনা অকৃতপ্রস্তাবে বুঝিতে পারেন না। শ্রীমূর্ত্তিতে তাঁহার প্রাকৃতবুদ্ধি সম্পূর্ণ যায় না; তিনি বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত তত্ত্ব ও মর্য্যাদা অবগত নহেন। এইজন্য মধ্যমাধিকারী কোমলশ্রদ্ধকে ভক্তবৈষ্ণবের সঙ্গ করিবার জন্য বলেন। বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত কখনও মানবের নিত্য বাস্তব চরমমঙ্গল হইতে পারে না বা শ্রীমূর্ত্তির যথার্থ পূজা হয় না।

কুমার—আমাদের গুরুবর্গ বলেন যে, শ্রীমূর্ত্তিপূজা একটা means to an end (কোনও উদ্দেশ্য-লাভের উপায়মাত্র)।

প্রভুপাদ—ইহা ও একটা প্রকাণ্ড Blasphemy; যথা গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥
ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ—'সত্ত্বগুণের বিকার'॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, সেই হয় যমদণ্ড্য॥"

বিষ্ণুমূর্ত্তি—চিন্ময়ী। বিষ্ণুদেবতা ইতরদেবতার ন্যায় মানব-কল্পিত নহেন। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনম্" প্রভৃতি বাক্যে যে-সকল কল্পিত মূর্ত্তি বা পুতুল সৃষ্ট হয়, তাহার সহিত শ্রীমূর্ত্তি এক নহে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ Henotheist নহেন। Henotheistগণ—পৌত্তলিক। পৌত্তলিকগণ উপায় ও উপেয়ে ভেদ স্থাপন করেন। তাঁহাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে তাঁহারা পুতুলগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণই জগন্মিথ্যাত্ববাদ কল্পনা করেন, কিন্তু প্রত্যেক বৈষ্ণবাচার্য্যের সিদ্ধান্তে জগৎ পারমার্থিক সত্য। এই জিনিষ—আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহা 'বিষ্ণু' বা 'কৃষ্ণ' হইতে পারে না। বিষ্ণু ও কৃষ্ণে কোনও বাস্তব ভেদ নাই।

কুমার—শাস্ত্রে ত' কৃষ্ণ ও বিষ্ণুতে ভেদ স্থাপন করিয়াছেন? নারায়ণ, রামচন্দ্র, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ এবং শ্রীকৃষ্ণ—ইহারা কি সব এক-তত্ত্ব?

প্রভুপাদ—ইহাদের মধ্যে বস্তুগত বা তত্ত্বগত ভেদ নাই, কিন্তু-লীলাগত বিচিত্রতা-মাত্র আছে। বিষ্ণুতত্ত্বে জীবকৃত ভেদ কখনও পরিকল্পিত হইতে পারে না—

"ভেদ-ভেদি-ভিদা তাত্র ভেদবে বিদ্বতে ক্বচিৎ।"

* * *

"সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥
সর্ব্বানন্দময়শ্চোহা-জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ॥
মণির্যথা বিভাগেন নীল-পীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাৎ তথাচ্যুতঃ॥"

পরমাত্মা শ্রীহরির সর্ব্ববিধ দেহ বা শ্রীমূর্ত্তিই নিত্য। তাঁহা হানোপাদান-রহিত, প্রকৃতিজাত নহে। তাঁহার সকল দেহই ঘনীভূত-পরমানন্দ, চিদেকরসস্বরূপ, নির্দ্দোষ, সর্ব্বগুণপূর্ণ এবং সর্ব্বদোষ-পরিবর্জ্জিত। এক বৈদূর্য্যমণি যেরূপ ধ্যান-ভেদে নীলপীতাদি ছবি প্রকাশ করে, তদ্রূপ ভগবান্ অচ্যুতও নির্ম্মল জীবাত্মার সেবা-প্রবৃত্তির প্রকার-ভেদে

তাঁহার নিত্য বিচিত্রবস্তুকে বিচিত্ররূপে প্রকটিত করিয়া থাকেন।

"সিদ্ধান্ততস্তদভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণ—স্বরূপতত্ত্বের সিদ্ধান্ততঃ কোনও ভেদ নাই, তথাপি পূর্ণরসবিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপই রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন,—ইহাই রসতত্ত্বের সন্ধান। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু কৃষ্ণে ও নারায়ণে বাস্তব-ভেদ-বিচার-রূপ শাস্ত্রতা নিরাস করিয়া কৃষ্ণ ও নারায়ণের লীলা-বৈচিত্র্য জানাইয়াছেন—

"তস্মাৎ কৃষ্ণং ভারতমং তেষাং ব্যাখ্যারতে কৃতা।
অতোচ্যতে পরেশত্বাৎ পূর্ণা হ্যপি রহঃবিলাঃ॥
অংশস্থা নাম শক্তীনাং সমাবেশাংশ-প্রকাশিতা।
পূর্ণত্বক বেত্তরৈব নানাশক্তি-প্রকাশিতা॥
শক্তিরৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপা-তেজোময়ী গুণাঃ।
শক্তিব্যক্তিস্তথাব্যক্তিস্তারতম্যস্য কারণম্॥

বিষ্ণুতত্ত্বমাত্রই—পরমেশ্বর; অতএব পরিপূর্ণ, কেহই অপূর্ণ নহেন। তবে যাঁহাতে সর্ব্বদা শক্তির অল্প-পরিমাণ প্রকাশ, তাঁহাকে 'অংশ', আর যাঁহাতে তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছাক্রমেই নানাবিধ শক্তির প্রকাশ, তাঁহাকে পূর্ণতম বা 'অংশী' বলে। ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, কৃপা ও প্রভাবপ্রভৃতি গুণকে 'শক্তি' কহে। শক্তির অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তিই পূর্ণবিগ্রহের তারতম্যের কারণ।

আমরা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হইতে দুইটী বড় জিনিষ পাইয়াছি—যাহা প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় ধারণা করিতে পারে না। (১) তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন,—রাম-নৃসিংহাদি অবতারাদি যে 'অংশ' বলা হয়, তাঁহারা জৈব-জগতের জড়ীয় বস্তুবিশেষের অংশের ন্যায় খণ্ড বা অপূর্ণবস্তু নহেন, পরিপূর্ণ কৃষ্ণের সহিত সেই অংশেগণের বস্তুগত কোন ভেদ নাই। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনৃসিংহ, শ্রীবরাহ কৃষ্ণেতর বস্তু নহেন। শ্রীরাম বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণই। লীলাগত বা রসগত বৈচিত্র্য—'ভেদ' নহে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের কথা, পুরীতে যখন আমি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করিতাম, তখন এইসকল কথা তিনি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আর (২) শুক্লসংহিতা, মহাভারত, গীতা প্রভৃতিকে কখনও অপ্রমাণ করিতে হইবে না। তাহাদের হইতে তাঁহাদের বস্তুতঃ ভেদ নাই। অসুর-মোহনের জন্য এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী ও বিদ্বভক্তের অধিকারের উপযোগী মহাভারতাদি শাস্ত্রে যে সকল কথা আছে, তাহাতে বৈষ্ণবের মতি বিমোহিত হয় না। শুক্লসংহিতা-দির মন্ত্রসমূহের বিষদ্বৃষ্টি বৃত্তিই অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

কুমার—বৈষ্ণবধর্ম্মকে অনেকে 'পৌরাণিক' বলেন, কেন না শ্রুতিতে বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা নাই।

প্রবুদ্ধনাথ—শ্রুতিতে—বেদে একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের কথাই আছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া যাহা একবাক্যে স্বীকৃত, সেই শুক্লসংহিতা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবধর্ম্মের কথাই আদি, মধ্য ও অন্তে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রুতিতে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে,—ঈশ, কেন, কঠ ও প্রশ্নাদি দশোপনিষদে এবং শ্বেতাশ্বতরে বৈষ্ণবধর্ম্মের কথাই কীর্ত্তিত রহিয়াছেন; ইহা যে কোন নিরপেক্ষ পাঠক স্বয়ংই করিতে পারেন,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

বিষ্ণুর ন্যায় বৈষ্ণব-গুরুতে পর-ভক্তির অভাব হইলে উপনিষদ্ বা বেদের অর্থ কাহারও নিকট প্রকাশিত হন না;—"যস্যৈব বৃণুতে তেন লভ্যঃ"। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, দেবাদিদেব মহাদেব, নারদাদি ঋষিগণ, সর্ব্বভুবন-পূজিতা পার্ব্বতীদেবী সকলেই বৈদিক বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন করিয়াছেন—

"তেভিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্॥
মনুঃকৃতো যেরগতান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥
ধর্ম্মস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভবন্তি বৈ।
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ॥
বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরা ক্রিয়াঃ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥

'পুরাণ' অর্থে প্রাচীনতম—প্রাগৈতিহাসিক যুগে যাহা বর্ত্তমান ছিল, তাহাই 'পুরাণ'। বেদবিভাগের পূর্ব্বেও যাহা বর্ত্তমান ছিল—যুগ প্রারম্ভের পূর্ব্বেও যাহা বর্ত্তমান ছিল, তাহাই 'পুরাণ', তাহা বেদেতর নহে। এইজন্য পুরাণকে

পঞ্চমবেদ বলা হইয়াছে, অথবা বেদের পূরণকারী বলিয়াও 'পুরাণ'।

কুমার—পুরাণগুলির ভাষা আধুনিকই বলিয়া আমার মনে হয়।

প্রভুপাদ—প্রাচীনতম বাণী লুপ্ত হইলে বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া বর্ত্তমান ভাষায় 'পুরাণ' শাস্ত্র প্রথিত হইয়াছে। ভাব—পোষাকমাত্র, ভাব বা তাৎপর্য্যই শরীর। সেই শরীরের অর্থাৎ প্রাচীনতম তাৎপর্য্য বা সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিংশ-শতাব্দীর সভ্যতার পোষাক পরিধান করিয়া যদি কেহ ভগবৎকথা কীর্ত্তন করেন বা বিংশ শতাব্দীর কলম, কালি, কাগজে যদি বেদের মন্ত্র লিখিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বৈদিকমন্ত্র বলিবে না,—এরূপ 'গৌড়ামী' নিতান্ত ঘৃণ্য অসভ্যতা-প্রসূত। পোষাকের আধুনিকত্ব বা পুরাতনত্ব দ্বারা বেদের নবীনত্ব বা পুরাণত্ব সিদ্ধান্তিত হইতে পারে না। "বেদো নিত্যমধীয়তাম্" প্রভৃতি বহু-মন্ত্রের আকর আখ্যায়িকা প্রাচীনতম ঐতিহ্য বা পুরাণে প্রাগৈতিহাসিক-যুগেও বর্ত্তমান ছিল। তবে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসমূহ অপ্রচলিত ও ক্রমে বিলুপ্ত হইলে আধুনিক বোধগম্য ভাষায় তাহা লিখিত হইয়াছে মাত্র। আজ অরুণোদয়-কালে আমরা যে সূর্য্য দেখিয়াছি, আমাদের প্রপিতামহ যে সূর্য্য দেখিতেন, সেই সূর্য্য তাহা নহে, পরন্তু সূর্য্যের আজই জন্ম হইয়াছে এবং উহা নিতান্ত নবীন,—এরূপ মনে-করা বালক সুলভ বিচার ব্যতীত আর কিছুই নহে। পুরাণ-শাস্ত্র—প্রাচীনতম শাস্ত্র, তাহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। 'আবির্ভাব'কে যাহারা 'জন্ম'-জ্ঞানে বিচার করিয়া শাস্ত্রের আধুনিকত্ব কল্পনা করেন, তাঁহারা বঞ্চিত। (কুমারের প্রতি) আপনার আরামাবাসের নীচে ঘোড়-দৌড়ের ময়দান রহিয়াছে, আপনি আপনার ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র জানালাটীর পথ হইতে দেখিলেন,—একটী jockey (সওয়ার) ও ঘোড়া হঠাৎ আপনার চক্ষুর সম্মুখ দিয়া দৌড়াইয়া গেল। আপনি কি বিচার করিবেন যে, যে-মুহূর্ত্তে আপনি ঐ সওয়ার ও ঘোড়াটীকে দেখিতে পাইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই উহাদের জন্ম হইয়াছে, আর যে মুহূর্ত্তে আপনার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল, সেই মুহূর্ত্তেই উহাদের মৃত্যু হইল? বুদ্ধিমান্ লোক যেমন তাহা মনে করেন না, তিনি যেমন জানেন যে, ঐ সওয়ার ও ঘোড়া বহুপূর্ব্ব হইতেই দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াও অবিরাম গতিতে দৌড়াইতেছে, ক্ষুদ্র জানালার মধ্য দিয়া সমগ্রভাবে উহাদের দর্শন হয় না, তদ্রূপ করণাপাটব-দোষদুষ্ট মনুষ্যও অধোক্ষজ পুরাণ সূর্য্যের আবির্ভাবকে আপন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করিতে গেলে ভ্রমসঙ্কুল চালিত হন—'পুরাণ' বস্তুকে 'আধুনিক' মনে করিয়া আত্মবঞ্চিত হইয়া থাকেন।

কুমার—এখন বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু পুরাণাদি-শাস্ত্রে বিভিন্ন মতভেদ ও নানা দেব-দেবীর আরাধনার কথা দেখা যায় কেন?

প্রভুপাদ—পুরাণ ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। তামসিকপুরাণে তমঃপ্রধান সঙ্কীর্ণ দেবতার পূজা-বিধি তত্তদধিকারিগণের জন্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে; রাজসিক-পুরাণে রজোগুণ-প্রধান দেববৃন্দের কথা তত্তদধি-কারিগণের জন্য এবং সাত্ত্বিক-পুরাণে বিষ্ণুর আরাধনার কথা কথিত ও বর্ণিত হইয়াছে—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥
পার্থিবাদ্ধূমতো বহ্নিস্তমসোঽপি রবিস্ততঃ।
তথৈব ব্রহ্মসম্পূর্ণং সত্ত্বাদ্ধর্ম্মাদবেহি মাম্॥"

কুমার—সাত্ত্বিকপুরাণেও ত' দেবতান্তরের পূজার কথা দৃষ্ট হয়?

প্রভুপাদ—সাত্ত্বিকপুরাণে পরতত্ত্ব দেবতার পূজা বিহিত হইয়াছে অর্থাৎ পরমেশ্বর বিষ্ণুর পরম-স্বতন্ত্রত্ব এবং দেবতা-ন্তরের তদধীনবৃত্তিত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। দেবতাগণ সকলেই পরমেশ্বর বিষ্ণুর কর্ম্মচারী, বিভিন্নকার্য্যের জন্য বিভিন্ন অধিকার-প্রাপ্ত। বিষ্ণুর অধীন-বুদ্ধিতে তাঁহাদের পূজাই বৈধী পূজা।

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

কুমার—শাস্ত্রতপুরাণ-মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয় কেন?

প্রভুপাদ—আপাত-বিরোধ অক্ষজ-দৃষ্টিতে বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু বিষৎপ্রতীতিতে সেইসকল বিরোধের সুন্দর

সামঞ্জস্য ও সুষমাদৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। বিমুখমোহনার্থ ও অনধিকারী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সুগোপ্য নিধিকে সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে বাহিরের দিকে ঐরূপ আপাত-বিরোধের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, ইহা গ্রন্থকর্তারই নিগূঢ় উদ্দেশ্য,—

"যে লাগি করিতে তত্ত্ব, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে?"

অন্যান্য পুরাণে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মিশ্র-সত্ত্বের কথা আছে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত অমলপুরাণ; তাহা—গুণাতীত। কেন না, তাহাতে দয়ানিধি নির্গুণ বিভুর কথা এবং বিভুর পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত কথা বর্ণিত আছে বলিয়া তাহা শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ—স্বয়ং ভগবদবতার।

"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমশ্লোক-চরিতং চকার ভগবানৃষিঃ॥
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্য স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাংবরম্।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্।
স তু সংশ্রাব্যামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্॥
• • •
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম-পুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥
• • •
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃত-তৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতম্
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥"

কুমার—এখন দেখিতেছি,—সমস্ত জীবন ধরিয়া যাহা শিক্ষা করিয়াছি, সব উল্টাইয়া দিতে হইবে—সব unlearn করিতে হইবে।

প্রভুপাদ—শ্রীমদ্ভাগবত ও মহান্-ভাগবতের কথা শ্রবণ করিলে জীবনে একটা মহা Revolution (বিপ্লব) উপস্থিত হয়—পূর্ব্ব ইতিহাস, পূর্ব্ব অভিজ্ঞান, পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত সব dismantled হইয়া যায়। তখন সেখানে বাস্তব-জগতের অনুশীলনের একটা সুদৃঢ় ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। ইহারই নাম—'দিব্যজ্ঞান'।

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

কুমার—অ—বাবু কি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন?

প্রভুপাদ—অ—বাবুকে একটা কার্য্যের ভার দেওয়া গিয়াছে। অপর ধর্ম্মাবলম্বীর ভিতরের মত কিছু কথা, সব জানা আবশ্যক। তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্মান্তরগ্রহণ-কারী বলিয়া একটা সাজ লইতে হইয়াছে। Peter the Great না হইলে রাসিয়াতে আধুনিক-শিক্ষার উন্নতি হইত না। তাই পাশ্চাত্যদেশের রাজপুরুষগণও আমাদের খালাসি সাজিয়া নৌ-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন। Europeএ কি রকম করিয়া মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতে হইবে, তাহা জানিবার জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষ সেই ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে • • গোস্বামী প্রভৃতির মনে খোঁকা লাগিয়াছে। গত রথযাত্রার সময় পুরীতে কাশীমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় আমার সহিত দয়া করিয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন—একাকী, তাঁহার শরীর-রক্ষকমাত্র সঙ্গে। তাঁহাকেও আমি এই উত্তর দিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া তিনিও বলিলেন,—আপনি শ্রীমহাপ্রভুর কথা-প্রচারের জন্য নানা-প্রকারে সর্ব্বতোভাবেই যত্ন করিতেছেন।

কুমার—কাশীমবাজারের মহারাজের গুরুবংশ গৌর-নাগরী মত পোষণ করেন। গৌরনাগরী-মতটা আধুনিক, তাহা গোস্বামীদের মত নহে।

প্রভুপাদ—গৌরনাগরীবাদ—অনভিজ্ঞতা ও গৌরে ভোগ-বুদ্ধি হইতে প্রসূত। গৌড়ীয়-পত্রে স্বধামগত সার্ব্ব-ভৌম মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রতিবাদ-মুখে গৌরনাগরী-মতবাদ কিরূপ খণ্ড-বিখণ্ডিত হইয়াছে, দেখিবেন। আমি সে দিন কাশীমবাজারের মহারাজকে বলিয়াছিলাম যে, বুদ্ধিমান্ লোকসকল খুব ভাল করিয়া Bible পড়ুন। চৈতন্যদেবের কথা এত বড় যে, তাঁহার নিকট জগতের যত বড়লোকের যত কথা, সমস্তই ম্লান হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িবে, সন্দেহ নাই। জগতের যত শাস্ত্র, যত বড়লোক, যত আচার্য্য, যত প্রচারক, সকলেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কথাই ন্যূনাধিক বলিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াও সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিতে পারেন নাই। কোন কোন দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি যদি এই পরম-সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া—আধ্যাত্মিক

ভাস্করের পূর্ণতম প্রভার ঔজ্জ্বল্য দেখিতে না পাইবার জন্য চৈতন্যদেবের কথাকে 'ছোট' মনে করে, তাহা হইলে তাহারাই ঠকিবে। নির্ব্বুদ্ধিতার দায়িত্বরূপ তাহাদিগকে অধোগতি লাভ করিতে দেওয়াই ভাল।

কুমার—খুব ভাল কথা। আপনার কথা শুনিয়া উত্তরোত্তর আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। নেড়ানেড়ীর কলঙ্ক হইতে বৈষ্ণবসমাজকে উদ্ধার করিয়া আপনিই সত্য সত্য মহাপ্রভুর বিমল ধর্ম্ম বিশ্বের-সমাজের নিকট প্রচার করিতেছেন। আপনিই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মকে reform করিতেছেন।

প্রভুপাদ—আমাদের কার্য্য Reformation নয়, Re-establishment (পুনঃ সংস্থাপন)। শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধসনাতনধর্ম্ম reform করিবার যোগ্য বস্তু নহে—লুপ্ত-ধর্ম্মকে পুনঃস্থাপন করাই মহাপ্রভুর দাসগণের 'ছুতারমুদ্দার'-সূত্রে আমাদের সেবা-কার্য্য। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মকে মূর্খ-গণের আরোপিত অবৈধ কলঙ্ক হইতে উদ্ধার করা নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য। আমি ছোট, অপণ্ডিত, নিষ্কিঞ্চন, জগাই-মাধাই হইতেও পাপিষ্ঠ, দুষ্কৃত, অধম-চণ্ডাল বটে, কিন্তু আমার গুরুবর্গ—বৈষ্ণবগণ ছোট, অপণ্ডিত, অধম, চণ্ডাল বা পাপিষ্ঠ নহেন; তাঁহারা—সর্ব্বোত্তমোত্তম। প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় এ-সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। বাহিরে কপট তৃণাদপি সুনীচতার ভান, কিন্তু অন্তরে পরম-দাম্ভিকতা দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতে গিয়া উঁহারা গুরুবর্গকে 'অধম', 'চণ্ডাল', 'নীচজাতি', 'নীচসঙ্গী' করাইতে চাহিতে-ছেন। সুতরাং বিশ্ববিষ্ণবের বিদ্বেষের প্রতিবাদ করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। আমার গুরুদেব আশ্চর্য্য বস্তু ছিলেন। তাঁহার বিচার আমাদের মস্তিষ্কে তাঁহারি কৃপায় কিছু কিছু প্রবেশ করিয়াছে। তিনি নদিয়া-নবদ্বীপের ধর্ম্ম-শালার Public Latrine-এ (সাধারণের পায়খানায়)—যেখানে সকলের পুরীষ পরিত্যক্ত হয়, সেইস্থানে বাস করিয়াছিলেন—"তোমরা বহুদূরাতি আমার উপর পুরীষ পরিত্যাগ করুক"—এই বিচারে। তিনি আমায় বহুবার বলিয়াছেন,—'লোকদে তোমা দিয়া আপনি হরিভজন করুন'। আমাদের এ-প্রকার মহান্ গুরুদেবের পাদপদ্মের নিকটে বসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

কুমার—তাঁহার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে কি?

প্রভুপাদ—শ্রীসজ্জনতোষণী ও গৌড়ীয়-পত্রে আংশিক-ভাবে তাঁহার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বর্ত্তমানের কৌপীন-আঁটা ব্যভিচারি-সম্প্রদায়ের মত বাবাজীর চেহারা করেন নাই।০০ গোস্বামী প্রভৃতি তাঁহার নিকট পাত্তা পান নাই। একবার উক্ত ভূতক পাঠক গোস্বামী অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া তাঁহার কুটীরে গিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরে চলিয়া গেলে আমাদের গুরুদেব সেইস্থানের মৃত্তিকা খনন করাইয়া পরে গোময়-দ্বারা ঐ স্থান লেপন করাইয়া-ছিলেন।

কুমার—আমরা এতদিন সৌজন্যতায় "গোস্বামী" বুঝিয়া আসিতেছিলাম, আপনি শাস্ত্রবিচারদ্বারা জানাইয়া-ছেন,—"গোস্বামী"-শব্দের অর্থ—বিজিতেন্দ্রিয় মহাভাগবত।

প্রভুপাদ—শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু তাহাই বলিয়াছেন,—

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

যাঁহারা কায়, মন ও বাক্য দমিত করিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারাই অর্থাৎ তাদৃশ প্রকৃত জিতেন্দ্রি-গণই 'জগদ্গুরু' বা 'গোস্বামী'। (ক্রমশঃ)

জীব-সেবা ও জীবে-দয়া

"জীব-সেবা" ও "জীবে-দয়া"—এই বিষয় দুইটীর পার্থক্য বোধ হয় অনেকেই তলাইয়া দেখেন না। অধিকাংশ স্থলেই "জীব-সেবা" ও "জীবে-দয়া"—এই বিষয় দ্বয়ের বৈশিষ্ট্য-বিচারের অভাবে আমরা এক করিতে আসি এক করিয়া বসি—'শিব' গড়িতে 'বানর' গড়িয়া থাকি। জগতে অনেকে "মনীষী", "উদারচেতা", "পরোপকারী", "সমাজ-বন্ধু", "বিশ্বসখা" নামে পরিচিত হইবার বাসনা করেন, কিন্তু বস্তুবিচারের অভাবে তাঁহাদের হার্দ্দীয় কার্য্য পণ্ডশ্রম-

মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। জগতের লোক যেরূপ আত্মেন্দ্রিয়-সর্ব্বস্ববাদিত্বে মগ্ন, তাহাতে যদি কোন ব্যক্তিতে বিন্দুমাত্রও অপরের সেবা-প্রবৃত্তির চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহাই পরম-প্রশংসার বিষয় হইয়া থাকে। 'পর-সেবা' জিনিষটী উত্তম, কিন্তু পরসেবা না হইয়া যদি "পর-ছলনা" হইয়া পড়ে, তাহা কখনও প্রশংসনীয় হইতে পারে না। "ছলনা"র উপর "সেবা"র 'লেবেল' ও 'ট্রেডমার্ক' লাগাইয়া বাজারে কোনপ্রকারে চালাইতে পারিলেই যে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে "সেবা"-শব্দ-বাচ্য হইবে, তাহা বিংশ-শতাব্দীর বিচারপরায়ণ সভ্য মানব-সমাজ কি একবার বিচার করিয়া দেখিবেন না?

"পরসেবা", "পর-উপকার" প্রভৃতি কথার "পর"-শব্দে "শ্রেষ্ঠ" বা "পরমাত্মা বিষ্ণু" লক্ষিত হইলে পরমাত্মার সেবা বা শ্রেষ্ঠের সেবাই জ্ঞাপিত হয়। জীব "পর" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইলেও অনর্থযুক্তাবস্থায় ত্রিগুণে আবদ্ধ—

"দয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥"
(ভাঃ ১১।৭।৪)

শ্রীবিশ্বস্বামিপাদ সর্ব্বজ্ঞসূক্তে বলেন,—

"অবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥"

জীব অবিদ্যা-দ্বারা সমাবৃত, সুতরাং সংক্লেশসমূহের আকর।

ত্রিগুণাত্মক মায়ার দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত সংক্লেশ-নিকরাকর জীবের সেবা—অনর্থাবৃতাবস্থারই সেবা অর্থাৎ ভোগ-মাত্র। "সেবা"-শব্দের সহিত কতকগুলি বিষয় অবিচ্ছিন্নরূপে সংশ্লিষ্ট। প্রথমতঃ "সেবা" বলিতেই আগে ইহাই বিবেচ্য যে, যে-বস্তুর প্রতি সেবা প্রযুক্ত হইবে, সেই বস্তুবিশেষ "সেব্য" বা "প্রভু"-তত্ত্ব কি না; দ্বিতীয়তঃ "সেবা" বলিতে সেব্যের অনুকূল সুখসাধন; তৃতীয়তঃ সেবকের অধিষ্ঠান।

ত্রিগুণাত্মক, সংক্লেশনিকরাকর জীব কি প্রভুতত্ত্ব? অনর্থযুক্তের সুখসাধন কি মঙ্গলপ্রদায়ক? আর সুখসাধন-কারী সেবকেরই বা ঐরূপ কার্য্যে কি লাভ? এ তিনটী প্রশ্নের নিরপেক্ষ উত্তর দিতে হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, 'জীব-সেবা' বলিয়া কোন কথাই যুক্তিযুক্ত হইতে পারেনা। জীব কখনও প্রভুতত্ত্ব নহেন—"মায়াধীশ মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" মায়াবশের সেবায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তর্পণে সেব্যাভিমানী, সেবকাভিমানী ও সেবাভিমান, কোনটিরই সার্থকতা নাই। লম্পট, ধনী, জুয়াচোর, গাধা, ঘোড়া, বৃক্ষলতা প্রভৃতির সেব্য-কল্পনা—মায়াবশ-জীবের ভোগ-মাত্র। সেইসকল বস্তু সেব্য বা প্রভুতত্ত্ব নহেন; মায়াবশ লম্পটকে পরস্ত্রী, ধনীকে পরের অর্থাদি যোগাইতে পারিলে তাহাদের সুখসাধনরূপ সেবা বা 'ভোগ' হয় বটে, অর্থাৎ সেরূপ ভোগে ধনী-লম্পটাদির প্রীতি হইলেও তাহাদের চিরকালের অকল্যাণ এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য জীবের পীড়ন অনিবার্য্য। সুতরাং মায়াবশ জীবের সেবা বা ভোগ যতই মনোরম পোষাকে সুসজ্জিত থাকুক না কেন, তাহাতে জীবপীড়নই হইয়া থাকে। একটী মায়াবশ জীবের ইন্দ্রিয় তর্পণ করিতে গিয়া সেই জীববিশেষের অকল্যাণ এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে বহুজীবের পীড়ন হয়।

'জীব-সেবা' কথাটী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, জীবের বদ্ধত্ব-বিচারে "জীবে দয়া" সম্ভব, এবং তাঁহার মুক্তত্ব-বিচারে "বৈষ্ণব-সেবা" সম্ভব। অনর্থযুক্ত বদ্ধাবস্থায় প্রীতিসাধন প্রকৃতপক্ষে 'সেবা'-শব্দবাচ্য হইতে পারে না; তাহার প্রতি 'দয়া' করাই কর্ত্তব্য। আবার মুক্তপুরুষের প্রতিও 'দয়া'-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না, তাঁহার 'সেবা' করাই কর্ত্তব্য। "জীব-সেবা" কথাটী যুক্তিযুক্ত হয় না, পরন্তু "শিব-সেবা", "গুরু-সেবা" বা "বৈষ্ণব-সেবা" কথাগুলিই যুক্তিযুক্ত। গুরু-বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবাই কর্ত্তব্য,—মুক্তপুরুষের সেবা ও বদ্ধপুরুষের প্রতি দয়াই জীবের শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম।

মায়াবদ্ধ জীব 'প্রভু' বা 'সেব্যতত্ত্ব' নহেন,—বিচার-রহিত করিয়া অনেকে কপটতাক্রমে জীবকে সেব্যতত্ত্বরূপে সজ্জিত করিবার জন্য বাউল-মতের সহিত ন্যূনাধিক মিশ্রতা স্থাপন-পূর্ব্বক জীবকে 'নারায়ণ' বলিবার প্রয়াস করেন। জীব-নারায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণ, অন্ধ-নারায়ণ, মূর্খ-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ প্রভৃতি নাম প্রদান করিয়া ঐসকল বাউল মতা-বলম্বী ব্যক্তিগণ জীবের মায়াবদ্ধতাকেই মায়াধীশ-নারায়ণত্ব মনে করেন, এবং দেহ ও মন—এই জড়বস্তুদ্বয়ের তোষণকেই 'নারায়ণ-সেবা' বলিয়া প্রচার করেন। দরিদ্র-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ, মূর্খ-নারায়ণ-শব্দগুলি—সোনার পাথরবাটীর ন্যায় অযৌক্তিক ও অবৈধ। জীবে 'নারায়ণ' বা 'ঈশ্বর'-নাম সংযোগ করিলেই তিনি প্রভুতত্ত্ব হইতে পারেন না, বরং তাহাতে পাষণ্ডতাই হয়—

"যস্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥"

মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"যেই মূঢ় কহে, 'জীব' 'ঈশ্বর' হয় সম।
সেই ত' পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম॥"

দরিদ্রত্ব নারায়ণত্ব নহে, তাহা নারায়ণত্বের অভাব। মৃগত্ব বা মনুষ্যত্ব মায়াধীশত্ব নহে; তাহা মায়াবশ্যতা। দরিদ্রের অন্তর্যামী, পশুর অন্তর্যামী, মানবের অন্তর্যামি সূত্রে নারায়ণের নিত্য অধিষ্ঠান আছে। কিন্তু দরিদ্রত্ব, পশুত্ব বা মানবত্বের প্রতীতিতে নারায়ণত্ব নাই। দরিদ্রত্ব, পশুত্ব ও মানবত্বরূপ মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তির বিক্রম দূরীভূত হইলেই অন্তর্যামী নারায়ণের বাস্তবসত্তা ও তদংশভূত শুদ্ধজীবাত্মস্বরূপ পরিদৃষ্ট হয়। 'গুরু' বা 'বৈষ্ণব' নারায়ণের বহিরঙ্গা-শক্তির বিক্রমে অভিভূত নহেন বলিয়া তিনি মুক্ত, শুদ্ধ, নিত্য; তাঁহার নিত্য-সেবাই আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য। তিনি সাধারণজীব-সদৃশ্যবাচ্য নহেন। যতক্ষণ বদ্ধজীব-দর্শন, ততক্ষণ তাঁহার প্রতি দয়াই কর্ত্তব্য, আর মুক্তদর্শনে সেবাই কর্ত্তব্য। মহাভাগবতের সো-অশ্ব-খর-চণ্ডালে সর্ব্বত্র সম বা বৈষ্ণব-দর্শন, তিনি সকলকেই 'বৈষ্ণব' জানিয়া সেবা করিতে ব্যস্ত। তাঁহার দর্শন মায়াবাদী বা বাউলের 'দরিদ্র-নারায়ণ', 'মনুষ্য-নারায়ণ', 'মৃগ নারায়ণ'-প্রভৃতির ন্যায় জড়ে চিদারোপ বা কল্পনামাত্র নহে। তিনি জীবাত্মাকে নারায়ণ কল্পনা করিয়া মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক-বিক্রম-পরিণত ব্যাপারের অনিত্য সেবা করেন না। তাঁহার সেবা—নিত্য, সেবা—নিত্য এবং সেবকাভিমানও নিত্য।

যাঁহারা "জীব-সেবা" "জীব-সেবা" বলিয়া চীৎকার করেন, যাঁহারা দরিদ্র-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ, মৃগ-নারায়ণের সেবা কল্পনা করিয়া দুনিয়ার অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায়ের নিকট মহা-পরোপকারী, ধর্ম্মবীর বা কর্ম্মবীর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় কতদূর, তাহা একটুকু তলাইয়া দেখিলেই বিচারক-সম্প্রদায় ধরিয়া ফেলিতে পারেন। কিন্তু বিচারনারায়ণ মানব-সমষ্টির মনীষাকেও ধর্ম্মানুগতিক-ন্যায় এরূপ নিস্তেজ করিয়া দেয় যে, তাঁহারাও ঐসকল সাধারণ বিচারে ক্লান্ত হইয়া পড়েন।

শ্রীভাগবতধর্ম্ম জীব সেবার কথা বলেন নাই, ভাগবতের বাণী—"শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের 'সেবা' কর এবং বদ্ধ জীবে 'দয়া' কর।" ভাগবত ভরতরাজার আদর্শের দ্বারা জানাইয়াছেন যে, মহর্ষি ভরত মৃগ-জীবের বদ্ধতার সেবা করিতে গিয়া আত্মঘাতন ও পরমঙ্গলের পথে অন্তরায় আনয়ন করিবার শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন। ভাগবত ঐরূপ জীব-সেবা নিরাস করিয়া মধ্যম ও উত্তম-ভাগবতের বিচার জানাইয়াছেন,—

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥"
"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"
"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব-মূর্ত্তি॥"

মধ্যমাধিকারী উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবের 'সেবা' করিবেন, তাঁহার সুখ-সাধনার্থ 'শুশ্রূষা' করিবেন, বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয় তর্পণ করিতে যাইবেন না, তাহাতে নিজের বা পরের কাহারও নিত্য উপকার বা মঙ্গল হইবে না। অতএব আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত আত্মার নিত্য বৃত্তি যে সেবা, উহার একমাত্র পাত্র—শ্রীহরি, গুরু ও বৈষ্ণব অর্থাৎ মুক্ত, শুদ্ধ বৈকুণ্ঠ ভগবৎস্বরূপ ও তদ্ভক্তবৈভব; 'জীব' বা 'প্রধান' নহে। আর স্বরূপ-বিস্মৃতি-জন্য বা দেহাত্মবুদ্ধি-নিবন্ধন দেহ ও মনের দ্বারা যে 'সেবা', উহা অধোক্ষজের তর্পণমূলক ভোগেরই নামান্তর; উহার পাত্র—ভগবান্ বা তদ্ভক্তবৈভবে বিমুখ বদ্ধজীব এবং 'প্রধান', শুদ্ধচেতন বৈকুণ্ঠ-বস্তু নহেন। তাদৃশ কৃষ্ণবিমুখ জীবগণকে কৃষ্ণোন্মুখীকরণই তাহাদের প্রতি পরম 'দয়া'।

পাঠক! এই পরম সত্যটী আমাদের অবহিতচিত্তে শুনিয়া রাখা কর্ত্তব্য। 'জীব-সেবা' কথাটী হইতে পারে না অর্থাৎ জীবের চিদিন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি অচিদাবৃত-চেতনের সুখ বা ভোগ-সাধনে কখনই নিয়োজ্য নহে, পরন্তু নিখিল চিদচিদ্বস্তুর ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর সেবা-সুখ-সাধনেই উহাদের সর্ব্বক্ষণ নিয়োগ করিতে হইবে—ইহাই একমাত্র সত্য কথা। "জীবে দয়া" আর "বৈষ্ণব-সেবা" কথাই যুক্তিযুক্ত ও পরমমঙ্গলপ্রদ। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই "জীবে দয়া" ও "বৈষ্ণব-সেবার" আদর্শ দেখাইয়াছেন। ভগবৎ-

কথা-কীর্ত্তনেই অনন্তবদ্ধজীবের প্রতি অনন্তোদয়া দয়া হয় এবং কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবগণের সর্ব্বতোভাবে আনুকূল্য বা সেবা বিধান করিলেই আমাদের আত্মার বৃত্তি পরিস্ফুট হইয়া থাকে। মহাপ্রভু স্বয়ং গ্রামেগ্রামে ভগবৎকথা প্রচার ও তাঁহার ভক্তগণকে প্রচারকরূপে সংস্থাপন করিয়া জীবের প্রতি অনন্তোদয়া দয়ার আদর্শ দেখাইয়াছেন। আবার অনুক্ষণ কীর্ত্তনপরায়ণ বৈষ্ণবগণের সেবার আদর্শও শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাপ্রভুর শিক্ষা উল্লঙ্ঘন করিয়া আধুনিক মনোধর্ম্মের মতবাদে প্রবৃত্ত হইয়া যেন ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিত না হই,—ইহাই সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। জীব-সেবার লম্বা-চৌড়া বক্তৃতা শুনিয়া যেন মায়াবাদী, বাউল, প্রাকৃত-সহজিয়া, ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসবাদী হইয়া উৎপথগামী না হইয়া পড়ি। "জীবে দয়া" ও "বৈষ্ণব-সেবাই" আমাদের আদর্শ হউক,—'জীবে-দয়া', 'নামে-রুচি', 'বৈষ্ণব-সেবন'—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র হউক।

আমার দুর্দ্দৈব—দেশভ্রমণ-কাম

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-লিখিত)

আমার রাশি রাশি দুর্দ্দৈব আছে, তার মধ্যে ভ্রমণেচ্ছা একটী। এটা আমাকে নরকের পথে নিয়ে যাচ্ছে! সম্মুখে অনন্ত কাল আছে, সেই কালটী যে কি-ভাবে কাটাতে হবে, তা একবারও ভাবি না; কত চৌরাশীলক্ষ জন্ম যে ঘুরতে হবে, সে কথা ভুলেও একবার মনে হয় না—আমি এত অশান্ত হয়ে প'ড়েছি। কামনাতে ষোল-আনা গ্রাস ক'রেছে, তাই এ অবস্থা—এ দুর্দ্দৈব। আমার দুষ্ট মন এত উন্মত্ত হ'য়ে প'ড়েছে যে, নিজের অভাববটী বজায় রাখ্‌বার জন্যে, আমার এই কাজটী যে নির্দ্দোষ, তা প্রমাণ কর্‌বার জন্যে কতরকমের যুক্তি দেখায়, সে যুক্তি শুনে' আমার মত লোক আমার কথায় বেশ সায় দেয়, আবার যুক্তি শুনে' বোকা লোক ভুলে' যায়, আমাকে শরণাগত ভক্ত বলে; কারণ, আমি তাদের কাছে বলি যে, শরণাগতির দুটী লক্ষণ আছে, তার মধ্যে অনুকূল-বিষয়ের গ্রহণ একটী, আর প্রতিকূল-বর্জ্জন আর একটী। আমি একস্থানে শ্রীগুরুদেবের আদেশে অনেকদিন আছি, সেজন্য আমার চিত্তটী চঞ্চল হ'য়ে গুরুসেবার ব্যাঘাত কর্‌ছে, সুতরাং গুরুদেবের আদেশ না হ'লেও, তাঁর ইচ্ছা না হ'লেও, আমি যদি আবেদন ক'রে স্থানান্তরে যাবার জন্যে তাঁর আদেশ লই, তা'হলে সেটীই আমার পক্ষে অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ; কারণ তখন মনোমত স্থানে যাওয়ার দরুণ আর আমার চিত্ত চঞ্চল হয় না,—আবার উৎসাহের সঙ্গে গুরুসেবা কর্‌তে পারি, কিন্তু সেখানে গিয়ে কএকমাস কেটে গেলে পর সে-স্থানটি যখন পুরাতন হ'য়ে আসে, তখন পূর্ব্বে যাহা অনুকূল ব'লে গ্রহণ ক'রেছিলাম, সেটী আবার প্রতিকূল ব'লে মনে হয়,—আর সে স্থানটী ভাল লাগে না। তখন আবার প্রতিকূলবর্জ্জন-চেষ্টা হয়, সে স্থানটী পরিত্যাগ কর্‌বার ইচ্ছা হয়। দুষ্ট মন আমাকে বলে,—'অমুক মঠে তোমার যাবার ইচ্ছা হচ্ছে, সেটী তোমার ভজন-অনুকূল হবে, সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অনুমতি পাবার জন্যে দরখাস্ত কর।' তখন মনের দাস আমি, কামের দাস আমি পুনরায় দরখাস্ত করি; যদি অনুমতি না পাই, তখন শরীর-খারাপের অজুহাত করি; বলি,—'প্রভো, এখানকার জল-বায়ু খুব খারাপ, মোটেই সহ্য হ'চ্ছে না, সুতরাং শীঘ্র যেন স্থানান্তরে যাবার আদেশ পাই।' তারপর স্থানান্তরে যেয়ে চার-পাঁচ-মাস পরেই যখন শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার সময় হ'য়ে আসে, তখন সেখানে যাবার জন্যে, শ্রীধামকে অন্তর্দ্বীপ বুদ্ধি ক'রে পরিক্রমার ছলে দেশ ভ্রমণ কর্‌বার জন্যে, চক্ষু ও মনের তৃপ্তি কর্‌বার জন্যে চিত্ত চঞ্চল হ'য়ে পড়ে। এইরূপ যখন যেখানে উৎসবাদি হয়, মনে হয়, সে-দেশে যাই,—কখনও কাশী, বৃন্দাবন, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র যাবার ইচ্ছা হয়, কখনও বা শ্রীপুরুষোত্তম যাবার জন্যে চঞ্চল হ'য়ে পড়ি। কিন্তু কে বৃন্দাবন যাবে, কোন্ চক্ষু বৃন্দাবন দর্শন কর্‌বে, সে কথা জেনেও জানি না, সে কথা বিচার করা—চিন্তা করা যে দরকার, তা বুঝেও বুঝি না, অন্যের কাছে বল্‌বার সময় যা বলি, নিজের বেলায় তা আচরণ কর্‌তে পারি না, তাই আমার প্রচার—প্রাণহীন, আমার কীর্ত্তন—নামাপরাধ, তার দ্বারা অন্যের মঙ্গল হওয়া দূরে থাক্, আমার

নিজেরই কল্যাণ হয় না। পিতা, মাতা, আত্মীয়, স্বজন প্রভৃতি পূর্ব্বাশ্রমের সম্বন্ধ, দেশের সম্বন্ধ, সমাজের বন্ধন সব ছেড়ে' কিন্তু এখানে এসেছি; যা করতে এসেছি, তা করছি বা অন্যকাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি কি না, সে কথা একবারও ভাবি না! শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ছেড়ে' যেখানের বলে আমার যে ভ্রমণেচ্ছা, তার পরিণাম কি, তা মোটেই চিন্তা করি না, তাই আজ আমার এ দুর্গতি —এ দুর্দ্দৈব! কিন্তু শ্রীগুরুদেবের কত দয়া, তিনি চৈত্য-গুরুরূপে আমাকে ব'লে দিচ্ছেন—'বৎস, দেখ দেখ, ঐ ভ্রমণেচ্ছাটী তোমার চিত্তদর্পণে কত মলিনতা এনে' দিচ্ছে, তুমি নিজের স্বরূপটী ও স্বধর্মটী ভুলে' গেছ, তুমি কৃষ্ণের নিত্যদাস,—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছাই তোমার ধর্ম্ম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি কিরূপে হয়, তা বদ্ধজীব বুঝ্‌তে পারে না, সেইজন্য সব সময়েই শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের অনুগত হ'য়ে থাক্‌তে হয়। যে-মুহূর্ত্তে আনুগত্য-ভাবটী ছেড়ে' দিবে, যখন শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছার ইচ্ছা না মিশিয়ে নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা হবে, তখনই তাকে মায়াতে গ্রাস করবে, স্বরূপ ভুলিয়ে দিবে, ভোগবাঞ্ছার উদয় হবে,—ঐটীর নামই 'কাম'। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা-বশে জীব যা করে, সেগুলি বাইরে দেখ্‌তে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার মত হলেও তা 'সেবা' নয়; কারণ, তার মূলে ভোগ-প্রবৃত্তি আছে। এইরূপে সেবার স্বরূপ-ভ্রংশ হয়। নিজের ইচ্ছাটী কার্য্যে পরিণত করবার জন্য নানারূপ অছিলা করতে হয়, তাতে হৃদয়ে কপটতা এসে' পড়ে এবং শ্রীগুরুদেবে প্রাকৃতবুদ্ধিরূপ অপরাধ হয়। শ্রীগুরুদেবের স্বরূপজ্ঞানটীও ভুল হ'য়ে যায়, তিনি যে অন্তর্যামী—অন্তরের কপটতা ধ'রে ফেল্‌বেন, তা মনে থাকে না,—মায়া ভুলিয়ে দেয়। একটী বিষয়ের স্বরূপ ভুল হ'লে সব-বস্তুর স্বরূপই ভুল হ'য়ে যায়; তাই ধামের স্বরূপ-ভ্রংশও হয়, ধামের নিকট অপরাধও হয়,—শ্রীধামকে আমার ভোগের জিনিষ, ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু মনে ক'রে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য ছেড়ে'—সুদর্শনের আনুগত্য ছেড়ে' কুদর্শন বা জড়-চক্ষুর দ্বারা ধাম দর্শন করতে যাই। কিন্তু যে সেবোন্মুখ-বৃত্তি দ্বারা ধামের স্বরূপ উপলব্ধ হয়, সেই বৃত্তিটী বাদ দিয়ে তার বিপরীত ভোগ-প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হ'য়ে মনে করি, —'ধাম দেখে' নেব'। 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর' —এই শ্রৌতকথাটী তখন ভুল হ'য়ে যায় ব'লে টিকিট কেটে' ধাম দর্শন করতে যাবার চেষ্টা হয়, তখন শ্রীগুরু-সেবা বাদ দিয়ে রেল কোম্পানির সেবা করবার জন্য প্রয়াস করি ও 'তোমার কনক ভোগের কনক, কনকের ধারে সেবহ—মাধব' এ কথাটী না ব'লে ঠিক বিপরীত কথা বলি অর্থাৎ 'মাধব' না ব'লে 'পাশব' (পশুসম আমাকে) বলি। ইহা-দ্বারা নিজের গুরুসেবা ত' হয়ই না, বরং বালিশে কৃপা করতে গিয়ে তার প্রতিও অকৃপা করা হয়; কারণ, তার দেওয়া অর্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মে না দিয়ে অন্যস্থানে দিই। এইরূপে তখন সব কাজের বিচারই উল্টো হয়, সব চেষ্টা ভুল হ'য়ে যায়; তখন সব-সময়েই হরিসেবা ছাড়া অন্য চিন্তা করতে করতে ষোল-আনা স্বরূপ-ভ্রংশ হ'য়ে যায়, তাই আমি হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ছেড়ে'—সাধুসঙ্গ ছেড়ে'—নিত্যানন্দ ছেড়ে' জড়ানন্দের বশে অনন্ত-নরকের পথে চ'লে যাই। তথাপি অন্তর্যামী শ্রীগুরুদেব—পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব প্রতিপদে-পদে আমাকে কত বিপদ্ হ'তে রক্ষা করেন, সব-সময়েই সাবধান ক'রে দেন, কিন্তু আমার এমি দুর্দ্দৈব যে, তাঁর কথা শুনে'ও শুনি না!!—মায়া আমার ইন্দ্রিয় তর্পণ-লিপ্সা বাড়িয়ে দিয়ে একেবারে অন্ধ পুতুল ক'রে তুলেছে!

শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে অন্নকূট মহোৎসব

(নিজস্ব সংবাদদাতার ভার)

Annakut Mahotsab Ceremony of Sri Madhva Gaudiya Math, Dacca was most successfully celebrated on Tuesday, 13th Nov. His Holiness Tridandi Swami Srimat Bhakti Baibhav Sagar Maharaj lucidly and most attractively explained interesting portions of Annakut from Sri Chaitanya Charitamrita. Brahmachari Siddhaswarup delivered a short lecture which was highly appreciated; it was preceded and followed by Sankirtan. Great assembly of people attended the Ceremony. All present were sumptuously treated to a rich variety of Mahaprasad. All success due to the untiring energy and activities of the devotees, specially of Biraj Babu.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৮ | ১৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৮ই অগ্রহায়ণ (১০৩৫) তারিখের সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রে "শ্রীচৈতন্যের আচরণের প্রতিবাদ"-শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীমঠের শ্রীযুক্ত রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গবাসীর পণ্ডিত মঃ মঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভক্তিবিদ্বেষিণী লেখনীর প্রতিবাদ প্রত্যেকেরই করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিবাদ প্রশংসনীয়। তবে শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিবাদে যে-স্থানে অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গত প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার একটুকু আভাস প্রদান করিলে, বোধ হয়, কিছু অন্যায় হইবে না।

শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যরূপ লীলায় ব্রজকুমারীগণের প্রতি যে প্রীতিময় ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই পুনরভিনয় মাত্র। সেই আহিরে কোপ, অন্তরে সম্ভোষ—সেই প্রীতিময় সম্বন্ধযুক্ত বাক্যপ্রয়োগ, সে-সকলই এলীলাতে পরিস্ফুট।" শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উক্তির সহিত কিন্তু শ্রীরমণমণ্ডল এবং শ্রীগৌড়মণ্ডলের শুদ্ধভক্তগণ একমত হইতে পারেন নাই। সম্ভোগলীলাময়-অবতার শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবিহার-চেলচৌর্য্য-লীলার সহিত বিপ্রলম্ভাবতার গৌরসুন্দরের বালচাপল্য-লীলাকে একাকার করিতে যাওয়ার শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌর-লীলার নিত্য-বৈশিষ্ট্য উপেক্ষিত হইয়াছে। তর্করত্নীয় পাণ্ডিত্যবাদ হেয় ও গৌরবিরোধ-চেষ্টা-পূর্ণ, গৌরনাগরী-মতবাদও অন্যপ্রকার শাস্ত্রেশ্বরবাদ এবং গৌরভোগচেষ্টা-পূর্ণ।

নানাগ্রন্থে ঠাকুর-হরিদাসের ব্রহ্মকুল-শোভিত পাদপদ্মে মঃ মঃ তর্করত্ন-মহাশয় যে অপরাধ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীমঠের শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার প্রতিবাদে কিছু বলেন নাই। নিখিলব্রাহ্মণকুলের গুরুদেব ঠাকুর-হরিদাসকে মঃ মঃ তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার ন্যায় মহাজীব মনে করিয়া শুদ্ধসনাতন ভাগবত-ধর্ম্মের যে বিরোধ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ ভাগবতধর্ম্মানুরাগমাত্রেরই করা কর্ত্তব্য। স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু গৌরসুন্দর, প্রভু-শ্রীঅদ্বৈত, প্রভু-শ্রীনিত্যানন্দ ভাগবত-ধর্ম্ম-বীক্ষায় নিত্যবীক্ষিত ঠাকুর হরিদাস, ঠাকুর নরহরি, ঠাকুর রঘুনন্দন এবং ঠাকুর উদ্ধারণ প্রভৃতি অসংখ্য ভক্তের আদর্শ দ্বারা জানাইয়াছেন যে, ভাগবত-ধর্ম্মবীক্ষায় দীক্ষিত পুরুষের কিঙ্করত্বমূলে তথা-কথিত গৌরজাতির আমূল পরিবর্ত্তন হয়। যদি তাহাই না হইবে, তাহা হইলে ঠাকুর-হরিদাসের পাদোদক কি প্রকারে মহাপ্রভুর ব্রাহ্মণশিরোমণি-শিষ্যগণ গ্রহণ করিতে পারেন? কর্ণাট-ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু কি প্রকারেই বা ঠাকুর-হরিদাসকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে পারেন? কি প্রকারেই বা ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্য ও বর্ণাশ্রমী বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের আদর্শসংস্থাপনকারী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তথা-

কথিত যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুর-হরিদাসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণ জ্ঞানে পিতৃশ্রাদ্ধ-পাত্র প্রদান করিতে পারেন? কিপ্রকারেই বা ঠাকুর-হরিদাস পরমসম্মানিত ব্রাহ্মণাচার্য্য শ্রীবলরাম এবং কুলীন-গ্রামবাসিগণের গুরুর কার্য্য করিতে পারেন? যদি ভাগবত-ধর্ম্মদীক্ষা-দ্বারা অজ্ঞানতিমির-বিনষ্ট তথাকথিত জাতির পরিবর্ত্তনই না ঘটিল, তাহা হইলে কিরূপেই বা শ্রীখণ্ডের প্রভু শ্রীমুকুন্দ, প্রভু শ্রীনরহরি এবং প্রভু শ্রীরঘুনন্দন বহুবহু শৌক্রব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত পুরুষের গুরুর কার্য্য করিয়াছিলেন? আর তাঁহাদের আদর্শে শ্রীরঘুনন্দনের পরেও তাঁহার বংশধরেরা তাঁহার অধস্তনগণ কিপ্রকারেই বা ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত শিষ্যসমূহ গ্রহণ করিতেছিলেন ও করিয়া থাকেন? শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি-পাঠে স্পষ্টই জানা যায় যে, মহাপ্রভুর সময় গৌড়-বৈষ্ণবগণ 'শূদ্র'-সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন। 'ব্রাহ্মণকুলগুরু শ্রীমুকুন্দদাস প্রভু' শ্রীনরহরি-প্রভু ও শ্রীরঘুনন্দনপ্রভু 'শূদ্র' ছিলেন এবং 'শূদ্র' থাকিয়া ব্রাহ্মণের গুরুর কার্য্য করিয়াছেন'—এইরূপ অশাস্ত্রীয় বৈয়াচার কখনই সেইসকল জগদ্বরেণ্য আচার্য্যপাদপদ্মের প্রতি আরোপিত হইতে পারে না। ঠাকুর-হরিদাসের সম্বন্ধে মঃ মঃ তর্করত্নের উক্তির কোন প্রতিবাদ না করায় শ্রীখণ্ডের পাত্রী মহাশয় আচার্য্যবর্য্য প্রভু শ্রীনরহরি ও রঘুনন্দনাদি পূর্ব্বপুরুষগণের শাস্ত্র-বিহিত সদাচারকে তর্কষড়ক্ষমার্গের বিচারানুসারে বৈয়াচার বলিয়া মানিয়া লইবার এবং তৎসঙ্গে স্বয়ংসহ আচার্য্যপরিচয়াকাঙ্ক্ষ প্রত্যেক পুরুষের ও পাত্রী-মহাশয়ের নিজের আচরণের অপাত্রীয়ত্ব বা তাঁহাদের ভাগবতদীক্ষা-লাভের অভাব স্বীকার করিবার তাঁর স্বীয় স্কন্ধে ন্যূনাধিক গ্রহণ করিয়াছেন কি না, সুধীগণ বিচার করিবেন। অবশ্যই-মানব বৈষ্ণবগুরু তাঁহার স্বভাবোচিত বৈষ্ণবদৈন্যে আপনাকে 'শূদ্র', 'অধম', 'চণ্ডাল', 'অস্পৃশ্য', 'অন্ত্যজ', 'নিষ্কিঞ্চন', 'পামরি' প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু বৈষ্ণবগুরুর দাসগণ বা তাঁহার অনুচরগণ সেইজন্য বৈষ্ণব গুরুবর্গকে শূদ্র, পামরি, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ, নীচজাতি বলিয়া কোন প্রকারে মানিয়া লইলে ঐরূপ আচরণকে 'বৈষ্ণবতা' বা 'তৃণাদপি সুনীচতা' বলা যাইবে না, পরন্তু তাহা সম্পূর্ণ অবৈষ্ণবতা, গুরুতর ধার্ষ্টিকতা, কপটতা ও অনর্থময়ী অনীকিতাবস্থা। ঠাকুর মুকুন্দ, ঠাকুর নরহরি, ঠাকুর রঘুনন্দন শূদ্র নহেন—কর্ম্মফলপরিপক্ক বৈষ্ণবজাতিমাত্র নহেন, তাঁহারা ভাগবতদীক্ষায় নিত্য দীক্ষিত—তাঁহারা ব্রাহ্মণকুলের গুরুদেব—তাঁহারা জগদ্গুরু। ঠাকুর হরিদাস কর্ম্মফললব্ধ যবন নহেন—অন্যায় নহেন—অস্পৃশ্য নহেন; তিনি নিখিল ব্রাহ্মণকুলের একজন গুরুদেব পরমহংস বৈষ্ণব। ভাগবতীদীক্ষায় দীক্ষিত পুরুষের জাতি পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়াই মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে বলিয়াছিলেন,—

"ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্ব তীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপো-দান॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ-গ্রাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥
প্রভু কহে, তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥"

তাই অদ্বৈত প্রভু বলিয়াছিলেন,—

"তোমাকে খাওয়াইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।"

কর্ণাট ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত শ্রীমৎ সনাতন প্রভু কর্ম্মফলবাধ্য ব্যবহারিক ব্রাহ্মণজাতি নহেন, 'নীচজাতি' 'নীচসঙ্গী' নহেন। শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীপ্রভুর দৃষ্টান্তে মহাপ্রভু জানাইয়াছেন,—"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম। সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত-দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

"শ্রীচৈতন্য-আচরণের প্রতিবাদ" প্রবন্ধের প্রারম্ভে আর একটী কথা শ্রীখণ্ডের পাত্রী মহাশয়, বোধ হয়, কেবল গ্রাম্যবার্ত্তাবহ পাঠ ও পারমার্থিক সাময়িক-সংবাদ না রাখার দরুণই লিখিয়া থাকিবেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"মঃ মঃ তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রতিবাদের অগ্রণী হইয়াছেন—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিশেখর বেদ-পর্ব্বা স্মৃতিতীর্থ মহাশয়", কিন্তু যাঁহারা পারমার্থিক সাময়িক সংবাদ-পত্র পাঠ করেন, তাঁহারা জানেন যে, উক্ত স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের অসম্পূর্ণ প্রতিবাদ-প্রবন্ধসমূহের বহু পূর্ব্ব হইতেই "সৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ" ও বহুল-প্রচারিত সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়" পত্রে তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধগুলির বিস্তৃত শাস্ত্রীয় প্রতিবাদ সমূহ প্রকাশিত হইতেছে। দিনাজপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার সৎসাহিত্যানুরাগী কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ

রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ মহাশয় ঐ সকল প্রতিবাদ পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত ও তুষ্টী প্রশংসাপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন। গৌড়ীয়ে আট দশটী বিস্তৃত প্রতিবাদ-প্রবন্ধ ইতঃপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে এবং অনুসন্ধানে আরও পাঁচ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় ঐ সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বলিয়াছেন যে, একমাত্র গৌড়ীয় ব্যতীত অন্য কোন বৈষ্ণব-পত্রই এ যাবৎ মঃ মঃ পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের মহাপ্রভুর বিরোধী প্রবন্ধগুলির প্রতিবাদ করিতে-ছেন না দেখিয়া তিনি দুঃখিত হইয়াছেন। একথাও গত ১৭ই কার্ত্তিক তারিখের গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্তভূষণ ভক্তিরঞ্জন মহাশয় প্রভৃতি অনেক নিরপেক্ষ লোক ঐ সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া গৌড়ীয় কার্য্যালয়ে অনেক প্রশংসাপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। কুলিয়া-নবদ্বীপ, পুরী, কটক, শ্রীবৃন্দাবনের বহু বহু ব্যক্তি তর্করত্নীয় মতবাদের প্রতিবাদ-প্রবন্ধগুলি "গৌড়ীয়" ও 'বৈষ্ণবসেবক'-প্রকাশে' যে যে সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, সেইগুলি অতিরিক্ত ও পৃথগ্‌ভাবে সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিয়াছেন, ইহাও আমরা জানি।

—:০:—

নদীয়ানাগরী-মতবাদ গৌরাঙ্গ-মত-বিরোধী ও বৈষ্ণব-শাস্ত্র-বিরোধী পাঠকের মতবাদমাত্র; কিন্তু শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-অর্চ্চন সম্পূর্ণ গৌরাঙ্গ-সিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণব-শাস্ত্র-সম্মত। কতকগুলি লোক গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-অর্চ্চনকে অশাস্ত্রীয় ও গৌরাঙ্গ-মতবিরুদ্ধ বলিবার দুষ্টতা করিয়া গৌর-বিদ্বেষ ও গৌরভক্তির চরণে অপরাধ করিয়া থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে গুরুপাদের নিকট-সৈলে অবস্থানকালে কতিপয় ব্যক্তি গুরুপাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন যে, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-অর্চ্চন গৌরাঙ্গ-মতবিরুদ্ধ, উহা গৌরাঙ্গ-শাস্ত্রের কোথাও নাই। শ্রীল গুরুপাদ সেই সকল অবৈধ মতবাদিগণকে যে সকল শাস্ত্রযুক্তি-দ্বারা নিরস্ত করিয়া-ছিলেন, তাহা তৎকালে বিস্তৃতভাবে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-অর্চ্চনের বিরোধ করেন, তাঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব নহেন, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী মাত্র। শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-গৌরাঙ্গ মাসিক পত্রের গত আশ্বিন সংখ্যায় (১৩৩৫) শ্রীরাধাকান্তমঠ-পরিচালক ভক্তিরাজ-পারিষদী শ্রীযুক্ত বনমালী গোস্বামী মহাশয়ের শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-উপাসনাসম্বন্ধে সমীচীন অভিমতটী পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে প্রকাশিত করিলাম,—

"ষট্‌সন্দর্ভের টীকা সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে পন্থ লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন ভিন্ন বৈষ্ণবজনের আর কোন উপায় নাই। সেই প্রমাণবলে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-শক্তিসমন্বিত শ্রীগৌরসুন্দরের উপাসনা গৌরভক্তগণের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। • • এই শ্রেষ্ঠ উপাসনাকে কএকজন পাষণ্ড অশাস্ত্রীয় ও অবৈধ-লিখিত বলিয়া জ্ঞান করে। তাহারা নিতান্ত মূঢ়, শাস্ত্র-মর্ম্ম একেবারে বুঝে না। কারণ, যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন, তিনিই শচীনন্দন গৌরাঙ্গ—অভিন্নতত্ত্ব। • • • সর্ব্বসম্বাদিনীর প্রথম পত্রে তাহারও উল্লেখ আছে। "যদসম্প্রায়দহস্রাবিবৈবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনামানং শ্রীভগবন্তং"—এইরূপে উল্লেখ আছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, এই কলিযুগে সহস্র সহস্র নিজ পার্ষদগণপরিবেষ্টিত শ্রীচৈতন্যদেবকে উপাসনা করিবে। এসম্বন্ধে এই প্রমাণই যথেষ্ট। তবে চেষ্টার দ্বারায় অন্যান্য প্রমাণও পাওয়া যায়।"

আশ্বিনের "বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" পত্রে শ্রীযুক্ত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া"-শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া লিখিয়া-ছেন,—"মা! এ দীনহীন অযোগ্য সন্তানের প্রতি দয়া কর। দয়াময়ি মা! একবার তোমার ঐ রাঙ্গাচরণ দু'খানি এই মহাপাতকীর মাথায় তুলিয়া দেও।" আবার তৎপার্শ্বেই লিখিয়াছেন,—"মা! তোমার সেই বিরহ-বিধুর মূর্ত্তিখানি যেন একবার ধ্যান করিয়া লইতে পারি।" সন্তানের, মাতাকে পিতার বিরহে বিরহিণী ও পিতার সহিত সম্ভোগ-রসে প্রবৃত্তা দেখিবার অভিলাষ কোন্ রস? কুরসিকের না সুরসিকের রস? ইহা সুরসিকগণ বিচার করিবেন।

"শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ"পত্রে এতদিন শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয়কে নানাপ্রকারে গৌরনাগরী সাজাইবার প্রয়াস হইতেছিল, এক্ষণে আবার দেখা যাইতেছে, পরম পূজ্য-পাদ শ্রীবংশীদাস বাবাজী মহাশয়কে গৌরনাগরী সাজাইবার চেষ্টা হইতেছে। শ্রীপাদ বংশীদাস বাবাজী মহাশয় ও বিষ্ণু-পাদ শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী প্রভুর অনুগত, তিনি

কখনই গৌরনাগরী মতবাদ পোষণ করিতে পারেন না। অনেকে বৈষ্ণবের শ্রীবংশীদাস বাবাজী মহারাজের বাহ্যদৃষ্টিতে কদাচার সমূহ দর্শন করিয়া বঞ্চিত হইয়াছেন ও হইতেছেন, সেইরূপ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের সম্পাদক মহাশয়ও শ্রীবংশীবদন বাবাজী মহারাজের কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া নিজের মনোধর্ম্মের ছাঁচে বাবাজী মহারাজকে ঢালিবার ও গড়িবার অযৌক্তিক চেষ্টা করিতেছেন। বাহ্যবিষয়ে উদাসীন,বাদ-প্রতিবাদে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, নিষ্কপট ভজনানন্দী বৈষ্ণবকে এইরূপ নিজের মনোমত করিয়া জগতের কাছে চিত্রিত করিলে বৈষ্ণবের চরণে মহা-অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। এইরূপ অনেকেই ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের দুরবগাহ চরিত্র ও বঞ্চনাকারী জীবগণের প্রতি বঞ্চনাময়ী উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত ও বহুলোককে বিপথগামী করিবার ভাগী হইয়াছেন। ভজনানন্দী বৈষ্ণব পরমহংসগণের আচরণ বুঝিতে না পারিয়া অথবা কোন দুরভিসন্ধি মূলে অনেকে সেই মহাপুরুষ বৈষ্ণব মহাত্মগণের দোহাই দিয়া জগতে অনেক মতবাদের পঙ্কিল-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছে। মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া বাউলমত, রাধা রামানন্দ, শ্রীরূপের দোহাই দিয়া সহজিয়া-মত, বীরভদ্র প্রভুর দোহাই দিয়া নেড়া নেড়ী-মত জগতে প্রবাহিত হইয়াছে। ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ দুর্ভাগা ও বঞ্চিত বহির্ম্মুখ লোকের সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহেন বলিয়া সেই সুযোগে অনেক অপস্বার্থপর ব্যক্তি নিজ নিজ অপস্বার্থ-সিদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; অথচ তত্ত্ব-কাঙ্ক্ষিগণের উহা কর্ত্তব্য নহে। পূজ্যপাদ বৈষ্ণবরর শ্রীশ্রীবংশীদাস বাবাজী মহাশয়কে গৌরনাগরী সাজাইবার প্রয়াস আমরা কোন মতেই সমর্থন করিতে পারি না ও কোন সুধী ব্যক্তিই পারেন না। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"বৈষ্ণব-চূড়ামণি বংশীদাস বাবাজী মহারাজের অন্তর নদীয়ানাগরীভাবে সরস।" আমরা এখানে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলি, অপাত্রীয় অযৌক্তিক গৌরনাগরী-মতবাদ যখন কোন গোস্বামি-শাস্ত্রসম্মত নহে, তখন তাহা গৌর-পার্ষদ ঠাকুর নরহরি, শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী বা বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীবংশীদাস বাবাজী মহারাজে নিশ্চয়ই থাকিতে পারে না। সেই সকল দুরবগাহ মহাপুরুষের চরিত্র মনো-ধর্ম্ম-সাহায্যে বুঝা যায় না। গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় পরম পূজ্যপাদ শ্রীবংশীদাস বাবাজী মহারাজের পাদপদ্ম-সমীপে আমাদের বহুবার গমন এবং ঘণ্টাদ্বয়ব্যাপী সেই বাবাজী মহারাজের সঙ্গে ভগবৎ প্রসঙ্গ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সহিত শ্রীল গৌরকিশোরাহুদ শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহা-রাজের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ ও প্রীতি-সংলাপ আমরা বহুবার দর্শন ও শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। পূজ্যপাদ শ্রীবংশীদাস বাবাজী মহারাজ গৌর-নাগরী মতবাদকে কোন দিনই প্রশ্রয় দেন নাই। তবে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সম্পাদক, বংশীদাস বাবাজী মহারাজের উক্তি—"যেখানে গৌর, সেখানেই মায়াপুর" যে কথাটী উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা আমরাও তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি। পূজ্যপাদ বাবাজী মহারাজ কুলিয়া-নবদ্বীপের পূর্ব্বপারে শ্রীমায়াপুর যোগপীঠকেই গৌরজন্মভূমি বলিয়া প্রকাশ এবং বহু লোকের নিকট শ্রীমায়াপুরের সেবকগণের অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। সেই সকল কথার সাক্ষ্য দিবার বহু নিরপেক্ষ লোক আছেন।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের দীর্ঘকালব্যাপী ধ্বজা-রোহণোদ্ঘাপন-মহা-মহোৎসব মহা-সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত ৭ই সপ্তদশ শ্রীউত্থান একাদশী তিথিতে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহা-রাজের তিরোভাব-মহোৎসব অহোরাত্রব্যাপী সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞমুখে সাধিত হইয়াছে। তৎপরদিবস শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-মঠের সাম্বৎসরিক বার্ষিক মহা-মহোৎসব বিপুল সমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। সেই দিবস শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-মঠে সঙ্কীর্ত্তনাভিষেকমুখে শ্রীশ্রীবিনোদবিহারী শ্রীবিগ্রহ-যুগল শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত সুরম্য সিংহাসনোপরি অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের পূর্ব্ব হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত ঢাকার অগণ্য নরনারী, বালক-বৃদ্ধ-যুবা শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন ও ভগবৎপ্রসাদ সেবন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ পুরী, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের মঠরক্ষক শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ, বিশেষতঃ পরম ভাগবত

শ্রীযুক্ত বিরাজবাবুর অসোমান্য-সেবাচেষ্টার ফলে এই মহা-মহোৎসব ও শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জীউর অধিষ্ঠানোৎসব সর্ব্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবুর সেবানুকূল্যে সমাগত ধর্ম্মবন্ধুবর্গকে স্মরণ-মুদ্রাঙ্কিতা ভক্তিবিবর্দ্ধিনী পত্রিকা-সমূহ বিতরণ উৎসবের একটী বিশেষ অঙ্গ হইয়াছিল। বিরাজবাবু শ্রীবিনোদকান্ত জীউর জন্য স্বর্ণালঙ্কার প্রদান করিয়া কনকের দ্বারা মাধবের সেবার আদর্শ দেখাইয়াছেন। আমরা বিরাজ-বাবুর সর্ব্বতোমুখিনী সেবা-চেষ্টার অভিনন্দন করিতেছি।

———

আমরা এ বৎসর ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের একজন সেবক-ব্রহ্মচারীকে ইহ জগতে হারাইয়াছি। সেই সেবকটীর নাম—শ্রীপাদ শ্যামসেবক ব্রহ্মচারী। তিনি গত ১০ই আগষ্ট ২৭শে শ্রাবণ শুক্রবার ইহ নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঢাকা শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্বে বেকালে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ এবং তাঁহার অনুগ প্রচারবৃন্দ ঢাকায় শুদ্ধভক্তি প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময় হইতেই ঢাকা-প্রবাসী উক্ত সত্যানুসন্ধিৎসু সেবক হরিকথা-শ্রবণ এবং সত্যগ্রহণে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছিলেন। তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ও সফলকোত্তীর্ণ চিকিৎসক ছিলেন। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি ঔষধাদি দ্বারা বহু লোকের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল কলিকাতায় গ্রন্থবিভাগের কার্য্য করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম তৃতীয় সংস্করণের শব্দ-সূচী, শ্লোক-সূচী প্রভৃতির অধিকাংশই তাঁহার সেবা-চেষ্টার ফল। ইহার পরে কিছুকাল তিনি কৃষ্ণনগর ভাগবতপ্রেসের সেবা করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি শ্রীপুরুষোত্তম মঠের মঠ-রক্ষকসূত্রে বহু সেবা এবং ঔষধাদি বিতরণ করিয়া বহু লোকের উপকার করিয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা-কালে তিনি সমাগত যাত্রীবর্গকে ঔষধাদি বিতরণ করিয়া তাঁহাদের হরিসেবানুষ্ঠানের সহায়তা করিতেন। আমরা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের উৎসবে ব্রহ্মচারী শ্যাম-সেবক মহোদয়ের বিরহ-বেদনা অনুভব করিতেছি।

———

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বিভিন্ন মঠে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন অর্চ্চাবতার ও কীর্ত্তনময়ী সেবা প্রকাশিত করিয়া জগজ্জীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করিতেছেন। প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক প্রতিমঠেই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ অর্চ্চা এবং গৌড়ীয়গণের আরাধ্য শ্রীরাধা-শ্রীরাধাগোবিন্দ-অর্চ্চা অধিষ্ঠিত করিতেছেন। বিভিন্ন মঠের শ্রীঅর্চ্চাবতার বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ-যুগলের নাম—**শ্রীশ্রীবিনোদপ্রাণ জীউ**।

শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শ্রীবিগ্রহযুগলের নাম—**শ্রীশ্রীবিনোদা-নন্দ জীউ**।

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের শ্রীবিগ্রহ-যুগলের নাম—**শ্রীশ্রীবিনোদ-মাধব জীউ**।

কটক শ্রীগঙ্গামানন্দ-মঠের বিগ্রহ-যুগলের নাম—**শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জীউ**।

কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয়-মঠের শ্রীবিগ্রহ-যুগলের নাম—**শ্রীশ্রীবিনোদরাম জীউ**।

নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস-মঠের শ্রীবিগ্রহ-যুগলের নাম—**শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জীউ**।

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়-মঠের শ্রীবিগ্রহ-যুগলের নাম—**শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জীউ**।

চিরুলিয়া বাসুদেবপুর শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠের শ্রীবিগ্রহ-যুগলের নাম—**শ্রীশ্রীবিনোদনাথ জীউ**।

আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমের শ্রীবিগ্রহ-যুগলের নাম—**শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জীউ**।

———

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের আসাম প্রদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারের ফল ক্রমশঃই অনুভূত হইতেছে। অনেক ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তি কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন এবং শুদ্ধ-ভক্তির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতেছেন। আসাম গোয়াল-পাড়ার অনেক সজ্জনমহোদয়ের বাস, সেখানকার সর্ব্ব-প্রধান ও সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত কামাখ্যা-চরণ সেন বি, এল মহাশয় একজন বিশেষ সজ্জন-ব্যক্তি; তিনি গোয়ালপাড়া সজ্জনসঙ্ঘের মুখপাত্র এবং অগ্রণীরূপে গোয়ালপাড়ায় স্থায়ীভাবে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচারের সুবিধার জন্য শ্রীনামনামাপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের একটী

শাখাস্থ প্রতিষ্ঠিত করিবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়েছেন এবং স্বয়ং নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও যাহাতে অচিরেই ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে একটী উত্তম স্থানে ভক্তসঙ্ঘারাম ও হরিকথা-কীর্ত্তন-কেন্দ্র রচিত হইতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যপ্রতিষ্ঠিত ভক্তসঙ্ঘ শ্রীযুক্ত নিমানন্দ দাসাধিকারী বি, এল্, বি, টি, মহাশয়ের আসাম প্রদেশে শুদ্ধভক্তি প্রচারে উৎসাহ ও প্রয়ত্ন সর্ব্বোপরি প্রশংসনীয়।

কুরুক্ষেত্র-সূর্য্যোপরাগে প্রভুপাদ

(৩)

২৪শে কার্ত্তিক, ১১ই নভেম্বর (১৯২৮) রবিবার অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আত্মারাম শাস্ত্রী শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থী হইলে শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রভুপাদের সমীপে লইয়া যাওয়া হইল। শাস্ত্রী মহাশয় প্রভুপাদকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া দেবভাষায় প্রশ্ন করিলেন। উত্তর-প্রত্যুত্তর হিন্দি ও দেবভাষায় হইলেও সাধারণের জন্য আমরা বঙ্গভাষায় উহার সারাংশ নিম্নে প্রদান করিলাম।

শাস্ত্রী—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম কোন্ শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত?

প্রভুপাদ—বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই বেদান্তের সর্ব্বদেশী ও প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত—বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য; বাদরায়ণ-সূত্রে প্রতিষ্ঠিত যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রথিত হইয়াছে। আবার ভগবান্ বাদরায়ণ নিজ সূত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য জানাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন।

শাস্ত্রী—শ্রীমদ্ভাগবতেরও পূর্ব্বে "দেবী-ভাগবত" রচিত হইয়াছে।

প্রভুপাদ—'দেবীভাগবত' আধুনিক পুঁথি, শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত পাল্লা দিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের আদর্শ অনুকরণে রচিত। শ্রীমদ্ভাগবত—জ্ঞানদীপ। ইহা সূর্য্যসদৃশ। ইহা রসময় ফল। ইহা হরিকথাময়ী মোহিনী। ভগবান্ এই শ্রীমদ্ভাগবত-তত্ত্বরত্ন আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে পূর্ব্বকালে বিস্তার করিয়াছিলেন। 'অহমেবাসমেবাগ্রে'-প্রমুখ চতুঃশ্লোকী দ্বারা ইহাই তাঁহাকে অবগত করান্। ব্রহ্মসংহিতা-অনুসারে ব্রহ্মা ভগবানের নিকট দেবতা গায়ত্রী প্রাপ্ত হন। সমগ্র ভাগবত ভগবানই ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মা নারদের উপদেশক। শ্রীনারদ হইতে ব্যাস উহা লাভ করেন এবং ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের অবতংশ শাখায় এই শ্রীমদ্ভাগবত আমাদের-পারম্পর্য্যে আগত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের বিরচিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বেই কোন অসদ্বার্থপর বৈষ্ণব-বিদ্বেষী অবৈষ্ণবের দ্বারা রচিত 'দেবী-ভাগবত' বলিয়া একখানি পুঁথি অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সাধুত পুরাণগণ তাদৃশ কাল্পনিক তাজা-নবীনকে "পুরাণ" বলিয়া স্বীকার করেন নাই। যে পুরাণ মহাপুরাণের অন্যতম, তাহাতে গায়ত্রীর ব্যাখ্যা প্রথমেই বর্ণিত আছে এবং যাহা ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, সেই পুরাণকে বৃত্রবধ-হরগ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যা-সমন্বিত শুকপ্রোক্ত শাস্ত্র বলিয়া পদ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ এবং অন্যান্য সাধুতপুরাণে লিখিত আছে।

শাস্ত্রী—মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ যখন দেবী-ভাগবতের টীকা রচনা করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই দেবী-ভাগবত সুপ্রাচীন, শ্রীমদ্ভাগবতেরও পূর্ব্বের।

প্রভুপাদ—শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ নীলকণ্ঠ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। মহাভারতের টীকার শ্লোক-ব্যাখ্যা—প্রারম্ভে নীলকণ্ঠ শ্রীধরস্বামীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়াছেন,—

প্রণম্য ভগবৎপাদান্ শ্রীধরস্বামীনং সদ্গুরূন্।
সম্প্রদায়ানুরোধেন গীতাব্যাখ্যাং সমারভে॥

আর মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ ও আধুনিক দেবীভাগবতের টীকাকার নীলকণ্ঠ উভয়েই একব্যক্তি নহেন, সম্পূর্ণ পৃথক্। মহাভারতের টীকাকার শ্রীনকণ্ঠ

চতুর্ভুজবংশে গোবিন্দ সূরির পুত্র, আর দেবীভাগবতের টীকাকার রঙ্গনাথের পুত্র এবং বৈদ্যোপনামক। তাহাদের নীলকণ্ঠের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়,—

"ইতি শ্রীমৎপদবাক্য-প্রমাণ-বর্ণ্যমানগুরুবর-চতুর্ভুজ-বংশাবতংস-গোবিন্দ-সূরি-সূনো নীলকণ্ঠস্য কৃতৌ ভারত-ভাবদীপে", কিন্তু দেবীভাগবতের টীকাকার তাঁহার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা অন্যরূপ,—

"শ্রীমদ্ভাস্করীং লক্ষ্মীং মাতরং দেশিকোত্তমাম্।
পিতরং রঙ্গনাথাখ্যং দেশিকোত্তমমাশ্রয়ে॥
রত্নশ্রীপ্রেরিতশ্চৈব পুরাণান্তরলোকয়ন্।
বৈদ্যোপনামকশ্চৈব নীলকণ্ঠেন কেনচিৎ॥"

শাস্ত্রী—কেহ কেহ ভাগবতকে বোপদেবের রচিত বলেন।

প্রত্নপাদ—আধুনিক দেবীভাগবতের আনুকল্পিক মৎসর অদ্বৈতব টীকাকার ভাগবত-ধর্ম্ম-বিদ্বেষ করিবার জন্য ঐরূপ গল্প রচনা করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতকে "বিষ্ণু-ভাগবত" প্রভৃতি নামে উল্লেখ করিয়া স্বীয় সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ও অদ্বৈত-অনুকরণপ্রবৃত্তি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। আর ভাগবত-ধর্ম্ম-বিরোধী আধুনিক পণ্ডিতম্মন্য কুতর্কপ্রিয় অদ্বৈতবগণ গুরুভক্তি ও হিংসা-মূলে সেই সকল কথা পাইয়া নৃত্য করিতেছে।

শাস্ত্রী—ভাগবত বোপদেবের রচিত নহে, ইহার প্রমাণ আপনি কি দিতে পারেন?

প্রত্নপাদ—বহু বহু প্রমাণ দ্বারা দেখাইব যে, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীব্যাসদেবের রচিত। অনুতানবাদিগণের বিদ্যাবুদ্ধি শ্রীমদ্-ভাগবতের নিকট যাইতে পারে নাই। ভাগবত সাক্ষাৎ অযোক্ষজ ভগবদ্বস্তুর। ভাগবত-বিরোধী অদ্বৈতকুল ব্যক্তিক্রমভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা প্রচার করিবার জন্যই ভগবদ্বিচ্ছার কালে কালে জগতে উপস্থিত হইয়া থাকে। বোপদেব কেশব কবিরাজের পুত্র ও ধনেশ্বর পণ্ডিতের ছাত্র, বিদ্যাধিকোর সভায় অমরসিংহেরও পরবর্ত্তী। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের উপসংহারে বোপদেবের স্বরচিত শ্লোকে আছে—

বিদ্বদ্ধনেশ্বরাদ্যেভ্যো বিদ্যামুপেত্য কেশবাৎ।
বোপদেবঃ কৃতাং তেষাং বিদ্যো বেদপদাম্পদম্॥

"কবিকল্পদ্রুম" ধাতুপাঠের প্রারম্ভে বোপদেব বলিয়াছেন,—

"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেবের রচিত হইলে তদ্গুরু শ্রীধরস্বামী তাহার টীকা করিতেন না। স্বামিপাদ ব্যাস-প্রণীত গ্রন্থরাজিরই টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন; তিনি সাধারণ ঋষি-প্রণীত পুঁথির টীকা করেন নাই। তিনি ভগবান্ বেদব্যাস-রচিত বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতির টীকা রচনা করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং ব্যাসদেবের রচিত মহাগ্রন্থ না হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করিতে যাইতেন না। শ্রীমদ্ভাগবত অত্যদ্ভুত গ্রন্থ। স্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় অযোক্ষজ ভাগবত-অপ্রাকৃতত্বের অসমোর্দ্ধ-বৈশিষ্ট্যের কথা শতমুখে ঘোষণা করিয়াছেন—

শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ সুরতরুস্তারাভূতঃ সজ্জনিঃ
স্কন্ধৈর্দ্বাদশভিস্তথা প্রবিলসল্লক্ষ্যাপবর্গোদয়ঃ।
দ্বাত্রিংশদ্বিলসত্তকৈর্বত বিলসচ্ছাখাঃ সহস্রাণ্যসঃ
পর্ণাষ্টাদশশেষ্টযোঽতিমুদিতো বর্ত্ততি সর্ব্বোপরি॥

শ্রীভাগবতস্য কাণ্ডত্রয়বিবরেভ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যম্। অত্র শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে পরমোধর্ম্মো নিরূপ্যতে। পরমত্বে হেতুঃ—প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধি-লক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে। ন চ ভাগবতস্যেতরপুরাণবৎ মোক্ষেঽপি তাৎপর্য্যম্।

বোপদেব পাণিন্যাদি ব্যাকরণের নিরঙ্কুশ বলিয়া স্বয়ংই উল্লেখ করিয়াছেন, আর তিনি নিজেও ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেবের রচিত হইলে তাহাতে অসংখ্য আর্ষ ও ছান্দস প্রয়োগ থাকিত না। যদি বলেন, বোপদেব নিজগ্রন্থের পুরাণত্ব খ্যাপনের জন্যই কৌশলক্রমে ঐরূপ ব্যাকরণ-ভুল করিয়াছেন, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় "প্রোজ্ঝিতকৈতব" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কপটতাহীন, নিত্যসত্য সাধুগণের পরম প্রিয় একখানি গ্রন্থের লেখককে "জালিয়াৎ" বলিয়া স্থাপন করিতে হয়। ভাগবতবিরোধি-সম্প্রদায় তাঁহাদের কুপ্রবৃত্তি অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া তাঁহাদের ভূমিকা অধিকক্ষণ আটুট রাখিতে পারিবেন না। তাঁহাদের নিজের মুখেই তাঁহারা পুরস্কৃত হইবেন। কেবলমাত্র আধুনিক

শৈব উপাসক কোন নীলকণ্ঠ "দেবী-ভাগবতের" টীকা করিয়াছেন, কিন্তু বহু প্রাচীন আচার্য্য ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের আচার্য্য এবং পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের পৃথক্‌ পৃথক্‌ টীকা রচনা করিয়াছেন। "শ্রীধরস্বামী", 'বীরঘণ্টাস্বামী', 'সর্ব্বজ্ঞসিংহ', 'বিষ্ণুচিত্তবেদ্য', 'ভক্তবৈষ্ণবিকা', "পরমহংসপ্রিয়া", "শুকহৃদয়", প্রভৃতি প্রাচীন টীকা, জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামিপাদের "ভাবার্থদীপিকা", জ্ঞানবতীর্থ শ্রীমধ্বাচার্য্যের "ভাগবত-তাৎপর্য্য", শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীবৎস-গৌত্রীয় শৈলপূর্ণপুত্র বীররাঘবের "ভাগবত-চন্দ্রিকা", শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়াচার্য্য বিদ্যানন্দতীর্থের পদরত্নাবলী, শ্রীবল্লভাচার্য্যের "সুবোধিনী", অচিন্ত্যসম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর ক্রমসন্দর্ভ, লঘুতোষণী, শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভুর "বৈষ্ণবতোষণী", শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীশুকদেব-প্রণীত "সিদ্ধান্ত-প্রদীপ", এমন কি, শ্রীমধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের (ভাবার্থ-প্রকাশিকা) টীকা রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিয়া সর্ব্বসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ অসংখ্য অসংখ্য নিবন্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'মুক্তাফল,' বোপদেবকৃত 'হরিলীলা', তিরুমলয় বিষ্ণুস্বামীর সঙ্কলিত 'ভক্তিরত্নাবলী', শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের ভাগবত-সন্দর্ভ বা ষট্‌-সন্দর্ভ, শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভুর "বৃহদ্ভাগবতামৃত", শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর লঘুভাগবতামৃত এবং অসংখ্য কাব্য নাটক শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। পরন্তু দেবীভাগবতের টীকাকার লিখিয়াছেন,—

"দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ।
ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে সম্যক্‌ বিলম্বব্যাধ্বংসকরম্‌॥"

দেবী-ভাগবতের আদ্য দ্বিতীয় টীকা না থাকায় 'বিলম্ব'-নাশী ব্যাখ্যা কৃত হইতেছে।

শাস্ত্রী—শঙ্করাচার্য্য ত' শ্রীমদ্ভাগবতের কোন ভাষ্য বা শ্রীমদ্ভাগবতের কোন প্রমাণ উদ্ধার করেন নাই। তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রীমদ্ভাগবত শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তিকালে রচিত।

প্রভুপাদ—শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য যে কার্য্যের জন্য ভগবানের আদেশে জগতে আসিয়াছিলেন, বেদান্তের অকৃত্রিম-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণরূপে উল্লেখ করিলে তাঁহার সেই সমস্ত কার্য্য পণ্ড হইয়া যায়, এজন্য তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-বিষয়ে বাক্যে নীরব ছিলেন। শঙ্করের প্রতি ভগবানের আদেশ এই,—

"বাদিনঃ কলিকৈতস্য জনান্‌ মদ্বিমুখান্‌ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥
এবং বোধং সুরাণাঞ্চ যো জনান্‌ মোহয়িষ্যতি।
স চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়॥
অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়ন্‌ মদ্ধানুজ।
প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু॥"

এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য ভাগবতকে লইয়া টানা-টানি করেন নাই। ভাগবতকে টানা-টানি না করিলেও নিজকৃত "গোবিন্দাষ্টক" নামক গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীব্রজেশ্বরীর বিশ্বরূপদর্শন জন্য বিস্ময় এবং ব্রজবনিতাগণের চেলচৌর্য্য প্রভৃতি লীলা বর্ণন করিয়া নিজ বাক্যের সাকল্যবিধান-মানসে ভাগবতকে স্পর্শ করিয়াছেন। এমন কি, স্বীয় অদ্বৈত-মোহনপর ভাষ্যে ভাগবতের সাক্ষাৎ বচন না তুলিলেও ভাগবতীয় কতিপয় শ্লোকের তাৎপর্য্য উদ্ধার করিয়াছেন। যথা,—তত্র ভাগবতা যজ্ঞে ভগবানেবৈকো বাসুদেবো নিরঞ্জন-জ্ঞান-স্বরূপঃ পরমার্থতত্ত্বং, স চতুর্দ্ধাত্মানং প্রবিভজ্য প্রতিষ্ঠিতো বাসুদেবব্যূহরূপেণ সঙ্কর্ষণব্যূহরূপেণ প্রদ্যুম্নব্যূহ-রূপেণ অনিরুদ্ধব্যূহরূপেণ চ" ইত্যাদি। ভাগবতের ৩।২৬ অধ্যায়, ১২শ স্কন্ধ ১১শ অধ্যায়ে এই উক্তির অনুরূপ শ্লোক রহিয়াছে। আর শঙ্করাচার্য্য বাল্মীকি প্রভৃতির গ্রন্থপ্রমাণ যদি তাঁহার-মধ্যে উদ্ধার করেন নাই বলিয়াই কি তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ অপ্রামাণিক বা শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তিকালের রচিত বলিতে হইবে? শঙ্করাচার্য্য ত দেবীভাগবতেরও ভাষ্য করেন নাই বা দেবী-ভাগবতের কোন বাক্য প্রমাণরূপে কোথাও উদ্ধার করেন নাই, তবে দেবী-ভাগবতই বা কিরূপে সেই যুক্তি অনুসারে প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইবে? মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ গীতা-ব্যাখ্যার 'ভাবদীপ' মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক শ্লোক প্রমাণরূপে উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু দেবীভাগবতের কোনও প্রমাণই উদ্ধার করেন নাই। গীতাব্যাখ্যা ১২।১০ শ্লোকের টীকায় শ্রীমদ্ভাগবতের (৭।৫।২৩) "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্‌", গীতা ১৮।৪৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় "সত্যং শুচং" শ্রীভাগবতে বর্ণিত", "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ" (১১।২।৪৫) প্রভৃতি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শাস্ত্রী—কেহ কেহ বলেন, যখন মৎস্যপুরাণে মহাপুরাণান্তর্গত ভাগবত-দান-প্রস্তাবে "লিখিত্বা তচ্চ যো হৈমসিংহ-সমন্বিতম্" বাক্য রহিয়াছে, তখন সেখানে "ভাগবত" বলিতে "দেবী-ভাগবত"ই বুঝিতে হইবে। কারণ সিংহ দেবীর বাহন।

প্রভুপাদ—অনভিজ্ঞ ভাগবত-বিদ্বেষিগণ কত প্রকার হাস্যাস্পদ কথাই সৃষ্টি করিয়া ভাগবত-ধর্ম্ম বিরোধের চেষ্টা করিয়াছে! কিন্তু তাহাদের সর্ব্ব চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে এইরূপ অনভিজ্ঞতার প্রশ্রয় দিতে হইত না। শ্রীমদ্ভাগবতে ভাগবত-দান-প্রস্তাবে যে শ্লোকটী আছে, তাহা আলোচনা করিলেই ত: মৎস্যপুরাণের বাক্যের তাৎপর্য্য এবং কোন্ উদ্দেশ্যে ঐ শ্লোকটী কথিত হইয়াছে, তাহা প্রমাণিত হয়।

"প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং হেমসিংহসমন্বিতম্।
দদাতি যো ভাগবতং স যাতি পরমাং গতিম্॥
রাজন্তে তাবদ্ভানি পুরাণানি সতাং গণে।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রয়তেঽমৃতসাগরম্॥"

ভাদ্র-পূর্ণিমায় সিংহ রাশিতে সূর্য্যের অবস্থান। সূর্য্যের সহিত ভাগবতের তুলনা দেওয়ায় ভাগবতের স্বতঃপ্রকাশত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব। উলূকগণ যেরূপ স্বতঃপ্রকাশশীল সূর্য্য-দর্শনে বিমুখ, ভাগবত-ধর্ম্ম-বিদ্বেষিগণও তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণার্কমরীচিমালা দর্শনে অসমর্থ। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকা আলোচনা করিলেই সর্ব্ব সন্দেহ বিদূরিত হইতে পারে। শ্রীধরস্বামিপাদ "হেম-সিংহ-সমন্বিতম্" শব্দের অর্থ জানাইয়াছেন,—"সুবর্ণ সিংহাসনা-রূঢ়ম্।" ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রমহারাজ, তাই হেমসিংহাসনে সমাসীন করিয়া তাঁহাকে দান করিতে হইবে। অথবা সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন,—প্রৌষ্ঠপদ্যাং ভাদ্রসম্বন্ধিন্যামিতি তদ্দিন এব শ্রীমদ্ভূনীন্দ্রেণ শাস্ত্রেষেতৎ সমাপ্তীকৃতমিতি পাদ্মোত্তরখণ্ডগত ভাগবত মাহাত্ম্যে দৃষ্টং হেমসিংহসমন্বিতমিতি সর্ব্বশাস্ত্র-মহারাজত্ব পুরাণ-সূর্য্যত্ব শাস্ত্রাজ্ঞার্থং সিংহাসনৌচিত্যাৎ সর্ব্বগ্রন্থরাজেভ্যোঽপ্যুপরি স্থাপনায় তদানীং সিংহরাশিগতত্বেন সিংহাসনাধিরূঢ়তা দৃষ্টেব।

শাস্ত্রী—"যদ্যধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে"—এই মৎস্যপুরাণের বাক্য হইতেও দেবী-ভাগবতকেই "মহাপুরাণ" বলা যাইতে পারে। কেননা, বৈদিক গায়ত্রী ত্রিপদা। দেবীভাগবতের আদিম শ্লোকে সেই ত্রিপদা গায়ত্রী-চক্রই আছে,—

সর্ব্বচৈতন্যরূপাং তাামাদ্যাং বিদ্যাঞ্চ ধীমহি।
বুদ্ধিং যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

প্রভুপাদ—"ভাগবত" বলিতে 'শ্রীমদ্ভাগবতই' চির-প্রসিদ্ধ। যেমন 'ভগবান্' বলিতে সর্ব্বৈশ্বর্য্যের শ্রীকৃষ্ণই প্রসিদ্ধ, 'হর', 'ব্রহ্মা', 'সূর্য্য', 'গণেশ', 'শক্তি' প্রসিদ্ধ নহে, ভাগবত সম্বন্ধেও সেইরূপ। 'ভাগবত'-শব্দ উচ্চারণ করিবা-মাত্র কেহই 'শ্রীমদ্ভাগবত' ছাড়া আর কোনও গ্রন্থ মনে করিতে পারে না। 'ভাগবত' শব্দ উচ্চারণে কাহারও চিত্তে 'দেবীভাগবতে'র কথার উদয় হয় না। কেবল 'ভাগ-বত' বলিলে যেন চিনিতে পারিবে না বলিয়াই ভাগবতের পূর্ব্বে অবৈধভাবে 'দেবী' শব্দ সংযুক্ত করা হইয়াছে। সমস্ত আচার্য্যগণ 'ভাগবত' নামোল্লেখ করিয়া শ্রীমদ্-ভাগবতেরই বচন-প্রমাণ সমূহ উদ্ধার করিয়াছেন, কেহ 'বিষ্ণু-ভাগবত' নাম করেন নাই বা আধুনিক দেবী-ভাগবতের কোন বচন-প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগ-বতের উপক্রম-উপসংহার শ্লোকে এবং অন্যত্রে (১১শ ও ১২শ স্কন্ধে) 'ধীমহি' পদ থাকায় শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগ-বতের গায়ত্রীর দ্বারাই প্রবৃত্তি ও উপসংহার জানাইয়াছেন, দেবীভাগবতের রচনাকারী ভাগবতের অনুকরণ করিবার জন্য উপক্রম ও উপসংহারে গায়ত্রী দেখাইবার যত্ন করিয়াছেন এবং গায়ত্রীর সংস্কার-নামাদি সবিস্তারে বর্ণন করিয়া দেবীভাগবতকে শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও অধিক বাড়াই-বার চেষ্টা করিয়াছেন। একটী সত্য ঘটনা বলি, শ্রবণ করুন্। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের একজন পার্ষদভক্ত ব্রহ্ম হরিদাস যবনকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, অনুক্ষণ হরিনাম-কীর্ত্তনে বিভোর থাকিতেন। একদিন কোন ভক্ত কালীয় দমনের গীত কীর্ত্তন করিতে-ছিলেন। সেই ভক্তের কীর্ত্তন শুনিয়া ঠাকুর হরিদাসের অকৃত্রিম প্রেম বিকার হইল। তিনি ভাবাবেশে বিভোর হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। বহু ব্রাহ্মণ-সজ্জন তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে থাকিলেন এবং ভক্ত প্রকৃতি সকলেই তাঁহাকে মহাপুরুষ জানিয়া করযোড়ে তাঁহার বন্দনা করিতে থাকিলেন। একজন মৎসরহৃদয়

ব্রাহ্মণত্রুব সেইখানে দাঁড়াইয়া এ সকল ঘটনা দেখিতেছিলেন। তিনি মনে করিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, আর এ ব্যক্তি বর্ণবহির্ভূত ম্লেচ্ছ, সুতরাং আমি যদি কপটতা করিয়া কৃত্রিম ভাব-কেলি দেখাইতে পারি, তাহা হইলে লোকে হরিদাসের অপেক্ষাও আমাকে অধিক সম্মান প্রদান করিবে"—এই বিচার করিয়া ঐ মৎসর ব্রহ্মবন্ধু হরিদাস ঠাকুরের সহিত শাস্ত্র দিবার জন্য কৃত্রিম ভাবকেলি দেখাইতে লাগিলেন। তত্ত্ব ইহা ধরিতে পারিলেন। তত্ত্ব তৎক্ষণাৎ আনুষঙ্গিক কৃত্রিম তাণ্ডুককে চাবুকের দ্বারা প্রহার করিতে করিতে সেই স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। দেবীভাগবতের রচয়িতাও সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের অবৈধ-অনুকরণ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, ব্যাসদেবের প্রতিষ্ঠা তিনিও পাইতে পারিবেন! কিন্তু সুধী ও পণ্ডিত সমাজ তাঁহাকে শাস্ত্রযুক্তি-কশাঘাতে শ্রীমদ্ভাগবতের অধিষ্ঠান আসনের সীমানা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। দেবীভাগবতের উপসংহারে গায়ত্রী প্রবর্ণনের জন্য যে "সচ্চিদানন্দরূপায় তাং গায়ত্রীপ্রতিপাদিতাম্। নমামি ত্রীংস্ত্রয়ীং দেবীং বিশ্বে যো নঃ প্রচোদয়াৎ" শ্লোকটী রচিত হইয়াছে, তাহাতে, "সচ্চিদানন্দরূপায় তাং" স্ত্রীলিঙ্গের উত্তরে পুংলিঙ্গ 'যঃ' কিরূপে বসিল? স্কুলের ছেলেরা যেরূপ অবৈধ অনুকরণ করিতে গিয়া তাহাদের দুর্ব্বুদ্ধি ও অনুকরণ-প্রবৃত্তি নিজেরাই ধরাইয়া দেয়, এখানেও সেরূপ হয় নাই কি?

শাস্ত্রী—আচ্ছা, শ্রীমদ্ভাগবত যদি ব্যাসদেবেরই প্রণীত হইবে, তাহা হইলে "শুকপ্রোক্তং ভাগবতম্" প্রকৃতি বাক্যের কিরূপে সঙ্গতি হইতে পারে?

প্রভুপাদ—আমরা বর্ত্তমানে গ্রন্থাকারে যে শ্রীমদ্ভাগবত দেখিতেপাই, তাহা শ্রীনৈমিষারণ্যে ভাগবত-কীর্ত্তনের তৃতীয় অধিবেশনের পর প্রথিত হইয়াছিল। প্রথম অধিবেশনে শ্রীব্যাসদেব শম্যাপ্রাসে শুকদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন,—

"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ॥
তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাংবরম্।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥"

(ভাঃ ১।৩।৪০-৪১)

দ্বিতীয় অধিবেশনে শুকদেব হস্তিনাপুরে গঙ্গাতটে বহু মহর্ষিগণের সভায় মহারাজ পরীক্ষিৎকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন। সেই সভায় মহর্ষিগণমধ্যে রোমহর্ষণ-পুত্র সূত গোস্বামী উপস্থিত থাকিয়া ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন,—

"স চ সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্।
প্রায়োপবিষ্টং গঙ্গায়াঃ পরীতং পরমর্ষিভিঃ॥"

(ভাঃ ১।৩।৪২)

তৃতীয় অধিবেশন হইয়াছিল গোমতি-তটস্থ নৈমিষারণ্যে। এখানে শ্রীসূত গোস্বামী 'শুকপ্রোক্ত' শ্রীমদ্ভাগবত শৌনকাদি ঋষিসত্ত্ব ঋষিগণের সমীপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই নৈমিষারণ্যে শ্রীপরমহংস ষষ্ঠ বর্ত্তমানে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে।

"তত্র কীর্ত্যমানো বিপ্রা বিপ্রর্ষেঃ স্মিতভাষিতঃ।
অকাক্ষীদ্গদং তত্র বিবিক্ষুরনুগ্রহাৎ।
সোঽহং বঃ শ্রাবয়িষ্যামি যথাধীতং যথামতি॥"

(ভাঃ ১।৩।৪৪)

শাস্ত্রী—'শুকপ্রোক্তং' পদে 'শুক' পদে কেহ কেহ শুক পক্ষী অর্থ করিয়া থাকেন। "শুকাস্যাদমৃতদ্রবসংযুতম্" ইত্যাদি।

প্রভুপাদ—'শুকপ্রোক্ত' বলিতে সাধারণ শ্রীশুকদেবের কথিত। শ্রীধরস্বামিপাদও বলিয়াছেন,—"অত্র শুকো শাস্ত্রস্য মুনিঃ"।

শাস্ত্রী—ব্যাসদেবের পত্নীর কোনও নাম পাওয়া যায় না, সুতরাং শুকের সম্ভাবনা কিরূপে?

প্রভুপাদ—পুরাণে দুইটী অভিমত দৃষ্ট হয়। শুকীরূপধারিণী ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরা-দর্শনে অরণী-মন্থে ব্যাস হইতে শুকদেবের আবির্ভাব, আর ব্যাস-পত্নীর গর্ভে শুকদেবের আবির্ভাব।

শাস্ত্রী—আচ্ছা, শ্রীধরস্বামিপাদ "অথরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু"—এই পদ্মপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া যে শ্রীমদ্ভাগবতকে 'শুকপ্রোক্তং' (শুকেন প্রোক্তং, শুকদেবের দ্বারা পরীক্ষিতের নিকট কথিত) বলিয়াছেন, সেইরূপ "শুকায় প্রোক্তং" এইরূপ ব্যাসবাক্য করিয়া বেদব্যাসের দ্বারা শুকদেবের নিকট কথিত গ্রন্থ 'দেবীভাগবত'ই ভাগবত, ইহাই পদ্মপুরাণের মত এইরূপও ত' বলা যাইতে পারে?

প্রভুপাদ—পদ্মপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের কথাই বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্যই গান করিয়াছেন। পদ্মপুরাণের

ভাগবতমাহাত্ম্যে সূতের প্রতি শৌনকঋষির প্রশ্নে স্পষ্ট উক্ত আছে,—"শুকেনোক্তং কথা রাজে" ইত্যাদি অর্থাৎ কোন্ সময় শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট ভাগবত কীর্তন করিয়াছিলেন? শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধের প্রারম্ভ হইতে ১২শ স্কন্ধের ৫ম অধ্যায় পর্য্যন্ত মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেবের উক্তি। আর দেবীভাগবতের প্রত্যেকটী শ্লোকমাত্র ব্যাস শুকের নিকট বলিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত গ্রন্থেই প্রমাণ পাওয়া যায়। উহার ২য় স্কন্ধ হইতে বাদবাকী সমগ্র পুস্তক ব্যাস জন্মেজয়ের নিকট বলিয়াছিলেন বলিয়া দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত শুকদেব পরীক্ষিতের নিকট বলিয়াছেন, আর দেবীভাগবত ব্যাসদেব জন্মেজয়ের নিকট বলিয়াছিলেন বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। শ্লোকসংখ্যাতেও দেবীভাগবত শ্রীমদ্ভাগবত অপেক্ষা এক পুরুষ নিম্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রতি পদে পদে দেবীভাগবতের অনুকরণ-প্রবৃত্তি ধরা পড়িয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য, সর্ব্ববেদসার, সর্ব্ব ঋষি ও আচার্য্যগণ-বেষ্টিত সর্ব্বশাস্ত্র-সম্রাট্, আর দেবীভাগবত শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম-বিরোধী আনুকরণিক আধুনিক গ্রন্থ।

শাস্ত্রী—দেবীভাগবতেও ত' ভাগবতের ন্যায় 'বেদসার' বলিয়া বহু উক্তি দেখা যায়।

প্রভুপাদ—দেবীভাগবতে যক্ষী, মনসা, মঙ্গলচণ্ডীর পূজার কথা রহিয়াছে। ভাগবতধর্ম্মের কোথায়ও বা কোনও মহাপুরাণে ঐরূপ অবৈধ উপাসনার উল্লেখ নাই। সুতরাং দেবীভাগবত কখনও বেদসার হইতে পারে না। বেদান্তে "উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্" (৪।২।৮) সূত্রিকরণে শঙ্করের মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। কেবল ভাগবতধর্ম্ম-বিরোধী, পণ্ডিতম্মন্য আধুনিক কতিপয় ব্যক্তি অবৈধভাবে বাদরায়ণ সূত্রের দাস্যত্বে "শাঙ্করের ভাষ্যম্" বেদান্তার চেষ্টা করিয়া সর্ব্ব-সূত্রী-নরায়ণের নিকট ব্যাজস্তুতি হইয়া পড়িয়াছেন। সর্ব্বদেশের সর্ব্ব ও পণ্ডিত সমাজে শ্রীমদ্ভাগবতের আদর দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত ভারতীয় সর্ব্বভাষায় ও পাশ্চাত্য দেশীয় বহু ভাষায় বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে অনূদিত ও প্রচারিত আছে। দেবীভাগবত কিছুকাল পূর্ব্বে বঙ্গদেশে প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে এবং সম্প্রতি মুম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে ছাপা হইয়াছে। এই জন্য উক্ত প্রেসের গ্রন্থ-প্রচারক লিখিয়াছেন যে, পুস্তকান্তরের অভাবে তিনি দেবীভাগবতের পাঠ সংশোধন করিতে পারেন নাই। দেবীভাগবত যে একটী জাল পুঁথি, ইহা পদে পদে প্রমাণিত হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকরণে ভবিষ্যতে কোন ভাগবতধর্ম্ম-বিরোধী স্বার্থপর আসুরপ্রকৃতিকের দ্বারা কল্পিত অপর ভাগবত সৃষ্ট হয়, ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহার সুবুদ্ধর্ষিতায় পূর্ব্বেই ইহা দর্শন করিয়া পদ্মপুরাণে ভাগবত-মাহাত্ম্যে সকলকে সতর্ক করিয়াছেন,—

"অবহীব শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু"

শ্রীধরস্বামিপাদও ১ম শ্লোকের টীকায় সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন,—"অতএব ভাগবতং নামান্যদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্"—অর্থাৎ পদ্মপুরাণ-বচনে শ্রীপরীক্ষিত মহারাজের প্রতি শ্রীশুকদেব গোস্বামীর প্রোক্ত ভাগবত উল্লিখিত হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্য কোনও গ্রন্থকে "ভাগবত" বলিয়া কখনও আশঙ্কা করিতে হইবে না।

বিষ্ণু-সমাজে "বিদ্যা ভাগবতাবধি" বলিয়া জনশ্রুতি চলিয়া আসিয়াছে; তাহাতেও জানা যায় যে বেদশাস্ত্রের নিগূঢ় অন্তর্নিহিত সার—শ্রীমদ্ভাগবত। এই গ্রন্থের সেবা-ফলে জীবের পঞ্চমপুরুষার্থনামতত্ত্বরূপিণী বিদ্যা করতলগতা হন। শ্রীভাগবত সেবা অপেক্ষা আর উচ্চ বিদ্যা নাই। মুণ্ডক উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে, ঋক্, সাম, অথর্ব্ব ও যজুঃ, শিক্ষাকল্প-ব্যাকরণ নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, ইতিহাস ও পুরাণাদি অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত, যদ্দ্বারা অচ্যুত বিষয়ের অনুশীলন হয়, তাহাই পরা বিদ্যা। ভগবানের স্বরূপশক্তিরূপা ভক্তিবিদ্যাই শব্দব্রহ্ম-নারায়ণের ঈশ্বরী। সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত, শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, দুর্ব্বোধ, অমৃত-প্রাপক সনাতনধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্মের স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥"

শাস্ত্রী—কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে তাহাদি শাস্ত্রে পারদর্শিতা থাকা আবশ্যক।

প্রভুপাদ—"অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা। ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥"

স্বয়ং ভাগবতধর্ম্মবক্তা বৈষ্ণবরাজ শম্ভু বলিয়াছেন,—আমি জানি, শুকদেব জানেন, ব্যাস জানেন বা না

জানেন। ভক্তি দ্বারাই ভাগবত গ্রাহ্য হন; বুদ্ধি বা টীকা দ্বারা ভাগবতে প্রবেশ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন।"

"বস্তু দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বলিয়াছেন,—

"মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায়॥
"ভাগবত বুঝি"—হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥"
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বরবুদ্ধি যা'র।
সে জানয়ে ভাগবত অর্থ—ভক্তিসার॥
বেদ ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তারাও না জানে গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥"

আরও বলিয়াছেন,—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর, চৈতন্য-চরণে॥"

ভাগবত-শাস্ত্রে প্রবেশাধিকার অন্য কোনও জাগতিক পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, তর্কশাস্ত্র বা অনুবাদ, বিদর্গ বা ভূক্তজ্ঞ করণের জ্ঞানের দ্বারা লাভ হয় না। একমাত্র মহান্ত ভাগবতের চরণে প্রপত্তি ও গ্রন্থভাগবতের প্রতি সেবোন্মুখতা থাকিলেই ভাগবততাৎপর্য্য ও সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম হয়। শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈঃ।"

শ্রীল প্রভুপাদের সহিত পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সকল কথোপকথন হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদ অন্যত্র গমন করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদকে অভিবাদনাদি করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভৃতি শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত এতৎসম্বন্ধে আরও আলাপ করিতে বলিলে পরবিদ্যাভূষণ প্রভু দেবভাষায় শাস্ত্রী মহাশয়কে শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক বিচার শ্রবণ করাইলেন। শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, আজ তিনি সত্যসত্যই একজন পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্ম-নিষ্ণাত মহাপুরুষের দর্শন পাইলেন। এই মহাত্মার পাণ্ডিত্য ও ভজনবল অসামান্য। শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীমঠে ভগবদ্দর্শনপূর্ব্বক নিজ স্থানে গমন করিলেন।

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত "গৌড়ীয়" পত্রিকার সম্পাদক
মহাশয় মান্যবরেষু

মহাশয়!

আমি "গৌড়ীয়" পত্রের জনৈক গ্রাহক। উক্ত পত্রে শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের সুসিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ায় জগতের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইতেছে। আপনাদের প্রচারিত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রকৃতধর্ম্ম শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অবগত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ জ্ঞান করিয়া তাঁহার সেবক হইতেছেন। আমার কয়েকটী বিষয়ের সন্দেহ হওয়ায় আপনার নিকট সদুত্তর পাইবার আশায় নিম্নে নিবেদন করিতেছি। আমি মতামতীর বশবর্ত্তী হইয়া কিম্বা তর্ক করিবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিতেছি না। আশা করি, 'গৌড়ীয়' পত্রে উত্তরদানে বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীচন্দ্রভূষণ দত্ত, সাং বাঁকুড়া।

১। কয়েকমাস পূর্ব্বে "ভজ নিতাই-গৌর রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয় পত্রে একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত ছড়া আধুনিক, উহার সংকীর্ত্তনের নিষেধসূচক কথা ছিল।

"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥"

সূত্রাদির সঙ্কেতেই হউক, পরিহাসেই হউক, স্তোভ-পার-

পূরণার্থই হউক অথবা অবজ্ঞাক্রমেই হউক, শ্রীভগবানের নাম যে কোন প্রকারে গ্রহণ করিলেও সর্ব্বপাপ নাশ হয়।

"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা।
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্॥"

শ্রীভগবানের যে কোন একটী নাম যদি প্রসঙ্গক্রমেও স্মরণ করা যায় কিম্বা শ্রবণ করা যায় বা উচ্চারণ করা যায়, সেই নাম শুদ্ধবর্ণযুক্তই হউক বা অশুদ্ধবর্ণযুক্তই হউক বা ব্যবহিতই হউক বা কোন অংশে রহিতই হউক, তাহা হইলেও সংসার হইতে ত্রাণ করে। 'রাজমহিষী' উচ্চারণ করিলে 'রাম'-শব্দের 'জ' ব্যবধান থাকিলেও শ্রীরামনাম উচ্চারণের ফল পাওয়া যায়। সেইরূপ 'হলংরিক্ত' উচ্চারণে 'হরি'-শব্দের মধ্যে 'লং' ব্যবহিত থাকিলেও শ্রীহরিনাম উচ্চারণের ফল পাওয়া যায়।

"দংষ্ট্রীদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥"

বরাহদংষ্ট্রায় আহত হইয়া ম্লেচ্ছ 'হারাম'-শব্দ উচ্চারণ করিয়া মুক্তি লাভ করে। তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরিনাম কীর্ত্তন করিলে যে মুক্তি লাভ করিবে, তাহার সন্দেহ কি?

শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও অন্যান্য পুরাণাদিতে নাম-মাহাত্ম্যসম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ আছে, তাহা দ্বারায় জানা যায় যে, শ্রীভগবানের যে কোন নাম যে কোন উপায়ে কীর্ত্তন করিলেও সকল পাপ নষ্ট হইয়া প্রেমফল পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। তখন যাঁহারা "জয় নিতাই-গৌর রাধেশ্যাম, জয় হরেকৃষ্ণ হরেরাম" এই ছড়া শ্রীভগবানের নাম-মুখে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের ফল কেন না পাইবেন?

২। এ দেশের অনেক জাতি-বৈষ্ণব ও জাতি-গোস্বামিগণ শূদ্রকে অষ্টাক্ষর মন্ত্র দিবার সময় 'রাধা'-শব্দ ছুট করিয়া তৎপরিবর্ত্তে 'নমঃ'-শব্দ ব্যবহার করিয়া মন্ত্র দেন। তাহাতে মন্ত্রের অঙ্গহীনতা হয় কিনা? এইরূপ মন্ত্রদান অশাস্ত্রীয় কিনা? শূদ্র বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিলে শ্রীবেদ পাঠ, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও প্রণব ও স্বাহা আদি শব্দ উচ্চারণ করিবার অধিকারী হয় কিনা?

৩। রক্তজবাপুষ্প ও বিল্বপত্র শ্রীবিষ্ণুপূজায় ব্যবহৃত হইতে পারে কিনা? শ্রীহরিভক্তিবিলাসে জবাপুষ্প ও বিল্বপত্রের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুপূজার ব্যবস্থা আছে। জবাপুষ্প-সম্বন্ধে যে প্রমাণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ধৃত হইয়াছে, তাহার একটী শ্লোকে "সমুজ্জ্বলৈর্জবাপুষ্পৈঃ" শব্দ ব্যবহার আছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকাকার 'সমুজ্জ্বল' শব্দের 'শ্বেতবর্ণ' অর্থ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত অর্থ কিনা?

শ্রীস্কন্দপুরাণের বিষ্ণুখণ্ডের পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্যের একত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীনৃসিংহদেবের পূজায় অরুণ বর্ণের জবাপুষ্পের ব্যবহার হইবার উল্লেখ আছে। প্রমাণ,—

"পূর্ব্বোক্তৈকপচারৈস্তু পূজয়েন্নরকেশরীম্।
জবাপ্রসূনৈরুরুণৈরলৈশ্চৈব সুগন্ধিভিঃ॥"

উত্তর

"নামৈকং যস্য বাচি" শ্লোকে 'ব্যবহিতরহিত' শব্দটী শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকার সহিত ভাল করিয়া আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ব্যবধান দুই প্রকার,—(১) বর্ণ ব্যবধান বা শব্দ-ব্যবধান এবং (২) তত্ত্ব-ব্যবধান। বর্ণ বা অক্ষর-গত ব্যবধান এবং তত্ত্ব-ব্যবধান প্রভেদহীন জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা জড়ভোগপর প্রবৃত্তি হইতে জাত। সুতরাং তাহা শুদ্ধ নাম নহে, অক্ষরীয় শব্দ বা অক্ষর সৃষ্টি মাত্র। সেখানে নাম-নামীর, শব্দ-শব্দীর ভেদ কল্পিত হয়; উহা শুদ্ধ-নামোচ্চারণ ফলের অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক মাত্র; পক্ষান্তরে, সেবোন্মুখ ব্যক্তির অস্ফুট বা খণ্ড আংশিক নামোচ্চারণরূপ ব্যবধানই যেখানে উদ্দিষ্ট, সে স্থানে সেইরূপ অস্ফুট বা খণ্ড আংশিক নামোচ্চারণরূপ ব্যবধান সত্ত্বেও শ্রীনাম প্রভু সেবোন্মুখ ব্যক্তির শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে আপন প্রভাব অর্থাৎ অনর্থক্ষয় ও প্রেমোদয়রূপ ফলদানশক্তি প্রকটিত করেন। "রাজমহিষী" ও "হলংরিক্ত" শব্দোচ্চারণের দৃষ্টান্ত বা 'হারাম' শব্দের দৃষ্টান্ত অজ্ঞরুচি বা সাধারণরুচিতে যাহা বিচারিত হয়, প্রকৃত বিদগ্ধরুচি তাহা নহে। সেবোন্মুখের পক্ষে যে কথা, অপরাধীর পক্ষে সে কথা নহে, "রাজমহিষী","হলংরিক্ত" প্রভৃতি বর্ণব্যবহিত 'রাম' বা 'হরি' শব্দ দূরে থাকুক, বর্ণ অব্যবহিত 'হারাম' শব্দ অথবা বার উচ্চারণের দ্বারা যদি 'শূকর' নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা দ্বারা নামাভাস হইবে না; কেন না, সেখানে নাম-নামী বা শব্দ-শব্দীতে ভেদ আছে। 'হারাম' বা শূকর শব্দটী ও তদুদ্দিষ্ট বস্তুতে ভেদ আছে,—ইহাই জড়ের ধর্ম্ম। কিন্তু যখন 'হারাম' শব্দের দ্বারা সর্ব্বজীব-রমণ "রাম"—এই ভগবদ্বস্তুর সঙ্কেত হয় অর্থাৎ যখন শব্দ ও শব্দীর অভেদের

আকাশ কুসুমে উদিত হয়, তখনই "হারাম" শব্দ উচ্চারণের দ্বারা নামাভাস এবং তৎফলস্বরূপ অনর্থনিবৃত্তি হইতে পারে; নতুবা দুনিয়ার যত লোক জড়েন্দ্রিয়তর্পণমূলে "হারাম" উচ্চারণ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই মুক্ত হইতেছেন না। প্রাকৃত সহজিয়াগণ নামাপরাধী গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া এই সকল সূক্ষ্মবিচার ধারণা করিতে পারেন না। ভক্ত-ব্যবধান বা দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ডতারূপ ব্যবধান অতীব গুরুতর; সেইরূপ ব্যবধান থাকিলে কখনও ভগবন্নাম উচ্চারিত হয় না। "ভজ নিতাই-গৌর রাধে-শ্যাম" প্রভৃতিতে সেইরূপ তত্ত্বগত ব্যবধান বা জনতা অর্থাৎ লোকসংগ্রহেচ্ছা প্রতিষ্ঠা-পূজা, পাষণ্ডতা অর্থাৎ হরি-গুরু বৈষ্ণব-অবজ্ঞারূপ অপরাধ নিহিত আছে। যে তারকব্রহ্ম-নাম কলিসন্তরণাদি উপনিষদে কলিযুগের মহামন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে—যাহা কলিযুগপাবনাবতার নিতাই-গৌর-সীতানাথ কীর্ত্তন করিয়া প্রচার করিয়াছেন—যাহা নামাচার্য্য ব্রহ্ম হরিদাস, নারদাবতার শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি গুরুবর্গ কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রের উপরে আবার "মহানাম" প্রভৃতি নাম প্রদান করিয়া ছড়া-কল্পনা, জনতা-সংগ্রহেচ্ছা ও হরি-গুরু-বৈষ্ণবঅবজ্ঞা নহে কি? তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রই কি প্রেমপ্রদানে যথেষ্ট নহে? নিতাই-গৌর-সীতানাথের নাম উচ্চারণ করিলে কি অনর্থনিবৃত্তি হয় না? সেই নামে কি সর্ব্বশক্তি অর্পিত হয় নাই? পৃথক্ করিয়া ছড়া রচনা এবং সেই ছড়াকে "মহানাম" ও সেই ছড়ার কল্পনাকারীকে নাম-প্রেমপ্রদানকারী গৌর-নিতাই-মিলিততনু-অবতার বা বিষয়বিগ্রহ স্বয়ংভগবান্ সজ্ঞিত করা কি তত্ত্ব-বিরুদ্ধ কার্য্য নহে? দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ডতা নহে? আর ছড়া-গানকালে 'নিতাই—রাধা', প্রভৃতি আখর দেওয়া কি মহাতত্ত্ববিরুদ্ধ কার্য্য নহে? পাষণ্ডতার শ্রদ্ধা কখনও 'শ্রদ্ধা'-পদবাচ্য নহে, উহা শ্রদ্ধার অপব্যবহার মাত্র। স্বয়ং সঙ্কীর্ত্তন পিতার শ্রীমুখোদ্গীর্ণ উপদিষ্ট শ্রীনাম থাকিতে অপর কল্পিত ছড়ার অত্যাগ্রহ এবং নানা প্রকার কল্পনা ও কদর্থের সাহায্যে অপরাধকে 'নাম' বলিয়া সমর্থনের চেষ্টার প্রয়োজন কি? প্রত্যক্ষ পূত গঙ্গোদক পরিত্যাগ করিয়া মরীচিকার জলপানে আগ্রহ কি বিপ্রলিপ্সা নহে? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর জানাইয়াছেন যে, কেহ যদি অজামিলের দৃষ্টান্তের অনুকরণে, শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় ব্যতীতই নিজে নিজেই শ্রীনাম কীর্ত্তিত হয়, বিচার করিয়া নামাক্ষর-গ্রহণ করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার গুর্ব্বজ্ঞারূপ নামাপরাধ হয়। সেখানে যেরূপ নামের নিয়ন্তৃক সর্ব্ব-শক্তিমত্তা থাকা সত্ত্বেও এবং "দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে" প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্য থাকা সত্ত্বেও নামের পরিবর্ত্তে অপরাধই হইয়া থাকে, সেইরূপ "স্বয়ং ভগবানের শ্রোক্ত শাস্ত্রীয় মহামন্ত্র প্রচারিত ও প্রকাশিত থাকা সত্ত্বেও 'মহানাম' প্রভৃতি নাম দিয়া নূতন ছড়া কল্পনা করিলে এবং "শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা" প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্যের অবৈধ সুযোগ লইয়া কল্পিত ছড়াকে 'মহানাম' প্রভৃতি বলিয়া চালাইলে অর্থাৎ পরোক্ষভাবে তারকব্রহ্মনামের গৌণত্বপ্রতিপাদন বা তাঁহাকে পাকে প্রকারে বাতিল করিতে চাহিলে গুর্ব্বজ্ঞা এবং নাম-বলে পাপ-প্রবৃত্তিরূপ অপরাধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীগুরুদেব হইতেই নাম পাওয়া যায়।

"ভজ নিতাই-গৌর রাধে-শ্যাম" ছড়ার প্রবর্ত্তন-কারী কোথা হইতে ঐ ছড়া পাইলেন? গুরুর মুখ হইতে পাইয়াছেন কি? এই প্রকার কল্পিত ছড়াকে কোন পূর্ব্ব মহাজন অনুমোদন বা স্বীকার করেন নাই। গৌড়, ব্রজ ও ক্ষেত্রমণ্ডলের একচ্ছত্র বৈষ্ণব-সম্রাট শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস গোস্বামী মহাশয়—যাঁহাকে উক্ত নব্য ছড়া-কল্পনা-কারিগণ পরমগুরু বলিয়া মুখে স্বীকার করেন, তিনিও এই নব্য কল্পিত ছড়াকে সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় ও জনতা-সংগ্রহমূলে কল্পিত জানাইয়াছেন—এ কথা বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম মহাপণ্ডিত লেখক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ব্রজবাসী মহোদয়—এখনও যিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রকট আছেন, বহুলোকের সমক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ বহুবার বলিয়াছেন। কোন্ তারিখে, কোন্ তিথি বাসরে এ সকল কথা তিনি কয় জোড়ের সমক্ষে বলিয়াছিলেন, তাহা গৌড়ীয় কার্য্যালয়ে লিপিবদ্ধ আছে; সুতরাং এরূপ নবীন ছড়া—যাহা শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের অনুমোদিত নহে, অজ্ঞকে ছলে-বলে 'নাম' বলিতে বাধ্য করা ভীষণতম ভীষণ নামাপরাধ। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ঐরূপ ছড়া গান হইতে নিবৃত্ত হইয়া অনুক্ষণ "হা গৌর" "হা নিতাই" নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিবেন, নিরপরাধ হইয়া শ্রীরাধাশ্যামের নাম কীর্ত্তন করিবেন, শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের পদাঙ্কানুসরণে অহরহ তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিবেন।

[ক্রমশঃ]

(২) শ্রীবিনোদকান্তজী-শ্রীমূর্ত্তির প্রকট-মহাসহোৎসব এবং বিরহ-মহোৎসব

Dacca, 25th Nov. 28.

The formal installation of Sri Sri Benod Kantaji at the Sri Madhwa Gaudiya Math was inaugurated with grand ceremonials. The awe-inspiring size and soul-enchanting beauty of the Divine Twin all the more added by pompous decorations was really an extra-ordinary fascination for the Dacca-people, who attended the occasion in hundreds and thousands including Zemindars, Bankers, Merchants, Pleaders, Professors, Students and the general public both ladies and gentlemen. One and all joined were sumptuously treated to Mahaprosad. The unprecedented success of the Annual Mahotsab of Sri Madwa Gaudiya Math is due to the services of the devotees specially of Biraj Babu and of His Holiness Tridandi Swami Bhakti Vibek Bharati Maharaj.

কুরুক্ষেত্রে
শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের বুগলবিলাস
মহোৎসব সম্বন্ধে

(From Amrita Bazar Patrika of 15. 11. 28.)

SRICHAITANYA MATH.

ANNUAL CELEBRATION A GREAT SUCCESS

(From a Correspondent)

Kurukshetra, Nov. 22.

The annual celebrations lasting for two weeks of Sri Vyas Gaudiya Math, a Punjab Branch at Kurukshetra of Sri Chaitanya Math of Sri Mayapur (old Nabadwip) are accomplished with signal success. On account of the special occasion of the Solar Eclipse about 8 to 10 lacs of people assembled here for a bath in the Brahmakunda on the high banks of which the said Math is located. It presented a striking spectacle with the huge car of Sri Krishna in the middle and hundreds of coloured flags and festoons all around the rows of tents pitched over the Math-area of about 20 bighas of land and each and everyone of the pilgrims went there and was delighted to have a *darshan* of His Divine Grace Paramahansa Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj and to witness the most picturesque demonstrations of the real meaning and spiritual significance underlying the bathing ceremony here by means of installing very beautiful Sri Bigrahas and the Devotees of the Math clearly explained everything to the audience in Hindi, Urdu and English. Two charitable dispensaries both Homeopathic and Allopathic were temporarily established by the Math-members whereby great service was rendered to thousands of pilgrims. Many Princes, Chiefs, Rajas, Zemindars, Merchants, Sadhus, High Government Officials both Indian and European and other respectable persons in large numbers gladly listened everyday both morning and evening to the Paramahansa Maharaj explaining the superiority and highest rationality of the religion of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Many respectable persons both of Bengal and outside were received as special guests in the tents at the Math-premises. It is through the kind efforts of the Sadhus of Bengal in the said Math that the pilgrims thought their hard pilgrimage an unprecedented success.

ভক্তিপ্রচারে দান

পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভক্তিরত্ন মহাশয়ের নাম গৌড়ীয়-পাঠকবর্গের অনেকেই অবগত আছেন। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ভক্তিরত্ন মহাশয়ের আনুকূল্যেই শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের বিরাট তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া অতি অল্প মূল্যে বিতরিত হওয়ায় বহু লোকের পরম উপকার সাধিত হইয়াছে। এই ভক্তিরত্ন মহাশয়ের শুদ্ধভক্তি-প্রচার ও বৈষ্ণব-সেবায় বিপুল উৎসাহ। তাঁহার সেবোন্মুখ উদার চিত্ত ভগবদ্ভক্তি প্রচারে নানাভাবে আনুকূল্য বিধান করিয়াছে। সম্প্রতি তিনি তাঁহার একটী সুরম্য অট্টালিকা ও একটী বেগবান অশ্ব শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যের সহায়তাকল্পে স্বেচ্ছায় দান করিয়া ত্যাগের মহান্ আদর্শ দেখাইয়াছেন। ভোগোন্মুখ ব্যক্তি গাড়ী-ঘোড়া চড়িয়া বিলাসিতায় প্রমত্ত হন বা স্ব-ভোগবিষয়ক কর্ম্মে তৎপর থাকেন। কিন্তু তিনি যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই পরম শিক্ষাপ্রদ ও অনুসরণীয়। তিনি বিচার করিয়াছেন যে, ধনাদি সমস্ত বস্তু বিষ্ণু বৈষ্ণব-সেবা বা ভগবদ্ভক্তি-প্রচারার্থ নিযুক্ত হইলেই ঐ সকল বস্তুর সার্থকতা। ভোগি-সম্প্রদায় গাড়ী-ঘোড়া চড়িয়া বিষ্ণুসেবা-বিমুখ হইয়া পড়েন, আর বৈষ্ণবগণ গাড়ী-ঘোড়ায় চড়িয়া ভগবদ্ভক্তি প্রচার করেন; উহাতে নিখিল জগতের মঙ্গল সাধিত হয়। ভক্তিরত্ন মহাশয়ের এই সেবোন্মুখ-বিচার গ্রহণ করিলে অনেকেই ভক্তিপথের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

শ্রীনৈমিষারণ্যের সংবাদ

শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীল সূত গোস্বামী ঋষিসংঘ ব্রাহ্মণ ঋষির নিকট শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই ভাগবতকীর্ত্তন-বন্যাবনী নৈমিষে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠরূপে শ্রীপরমহংসমঠ ও শ্রীভাগবত-পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীনৈমিষারণ্যমঠের তৃতীয় বার্ষিক মহা-মহোৎসব শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ ও গৌর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-বন্যামুখে বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে। শ্রীনৈমিষারণ্যের প্রচারকগণ বলরামপুর, গোণ্ডা প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন।

নির্য্যাণ

গত ১৫ই অগ্রহায়ণ শনিবার দিবস মেদিনীপুর মধুরী নিবাসী প্রবীণ পণ্ডিতবর শ্রীল ত্রিবিক্রম পুরুষোত্তম দাস অধিকারী মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নিত্যধামে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার সত্যের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ এবং সামাজিক আর্ত্তাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে অতি বৃদ্ধবয়সেও দণ্ডায়মান হইয়া পারমার্থিক সদাচারের প্রতিপালন-নিমিত্ত সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে সমস্ত দ্বিধা ও সঙ্কোচ পরিহার প্রভৃতি অসংখ্য সদ্গুণরাশি আমাদের হরিজনের আদর্শরূপে দেদীপ্যমান থাকিয়া আমাদিগকে প্রোৎসাহিত করিবে। তিনি পূর্ব্ব হইতেই শুদ্ধভক্তির প্রতি অনুরাগী ছিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের "সজ্জনতোষণী" পত্রিকার তিনি একজন নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন। "গৌড়ীয়" প্রকাশিত হইলে তিনি এই পারমার্থিক শ্রীপত্র অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, মনোযোগ সহকারে, নিয়মিতভাবে পাঠ করিতেন। অতি বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার প্রণিপাত পরিশ্রম ও সেবা-প্রবৃত্তিও অনুকরণীয় ছিল। তিনি শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার প্রতি-বৎসর সেব-তাহার গুরু-গৌরাঙ্গ-বন্দনা রচনা করিয়া নৈবেদ্যরূপে তাহা প্রেরণ করিতেন। গুরুদেবে, বৈষ্ণবে, শ্রীনামে, মহাপ্রসাদে, শ্রীধামে তাঁহার নিষ্ঠা অটুট ছিল। শ্রীগৌরসুন্দর এই ভাগ্যবান্ জনকে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়া

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৮ | ১৮শ সংখ্যা

কুরুক্ষেত্র-সূর্য্যোপরাগে প্রভুপাদ

(৪)

আট লক্ষ লোকের গৌর-নাম-শ্রবণ

১২ই ডিসেম্বর ১৯২৮, ২৬শে কার্ত্তিক ১৩৩৫, সোমবতী অমাবস্যা ও সূর্য্যগ্রহণের দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের পূর্ব্ব হইতেই বিভিন্নদেশীয় লক্ষ-লক্ষ যাত্রী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেছিলেন। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ শ্রীসরস্বতীতটের নিকট ও শ্রীবৈপায়নহ্রদের পার্শ্বেই অবস্থিত। কুরুস্নানার্থী অসংখ্য যাত্রী শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী এবং কুরুক্ষেত্রে শ্রীবলদেবজীর বিপ্রলম্ভ-লীলার বিষয় ও আশ্রয়-বর্গের অর্চ্চাবিগ্রহ দর্শন ও বন্দন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে-ছিলেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকের ঐক্যতানবাদ্য বিশেষতঃ গৌড়দেশীয় মধুর মৃদঙ্গ-করতাল-ধ্বনি আরতি কীর্ত্তনের সহিত সংযুক্ত হইয়া পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশ-বাসী জনমণ্ডলীর হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব কৌতূহল ও আনন্দস্রোত প্রবাহিত করিতেছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি-স্থাপন করিয়া সকলেই প্রভুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে-ছিলেন। অর্চ্চক ব্রহ্মচারী সকলকেই রাধাকৃষ্ণমিলিততনু কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভুবনমঙ্গল নাম ও মধুর চরিত্রের বিষয় বলিতেছিলেন। অহো! আচার্য্যের কৃপা আমাদের উপর কতরূপেই না বর্ষিত হয়। একদিকে যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে বিদেশীয় বিপুল জন-সঙ্ঘের বিস্ময়রসসম্বন্ধে জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল, অপরদিকে সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদানকারিগণেরও "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু"—এই মহৌদার্য্যময় ভুবনমঙ্গল শ্রীনামটী লক্ষ-লক্ষবার উচ্চারণ এবং অগণিত যাত্রী শ্রীচৈতন্য-চরিত কীর্ত্তন করিবার সুযোগ হইয়াছিল। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম শ্রবণ ও শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী কোটী তীর্থস্নান ও কোটী অশ্বমেধযজ্ঞ-সম্পাদন অপেক্ষাও অধিকতর ফল লাভ করিয়াছিলেন। গৌরকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনিতে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়াছিল। গ্রহণের কাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠের চতুষ্পার্শ্বে লোকসমূহ আবেগভরে স্নানার্থী হইয়া ছুটিতেছিলেন। কত দেশ বিদেশের রাজা, মহারাজা, জমিদার, তালুকদার, কত সাধু-সন্ন্যাসী গ্রহণ-স্নানের জন্য ব্যাকুলভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতেছিলেন। চতুর্দ্দিকে উচ্চলোক-কোলাহলে গগন-ভুবন মুখরিত হইতেছিল। এদিকে পবনদেব ধর্ম্মক্ষেত্রের ধূলি-পটল দ্বারা বিপুল লোকসমষ্টিকে স্নান করাইতেছিলেন। উচ্চপদস্থ রাজ-পুরুষগণ গজোপরি আরোহণ করিয়া অসংখ্য শান্তিরক্ষক-গণের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। কুরুক্ষেত্র ও

থানেশ্বরের বহুক্রোশব্যাপী উষর ভূমিখণ্ডে সহস্র সহস্র পটমণ্ডপ সংস্থাপিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র জলকূপ, জলাশয়, অন্নসত্র ও বহু চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল। অসংখ্য বিপণি, প্রমোদ-শালা প্রভৃতি প্রকৃতিরঞ্জনকারীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করিতেছিল। পক্ষান্তরে তপস্বিগণ তাঁহাদের কৃচ্ছ্রতা-সাধনের বিপদি পুনিয়া বসিয়াছিলেন; কেহ বা নিম্নে অগ্নিকুণ্ড স্থাপন পূর্বক ঊর্দ্ধ-পদ-নম্র-শির হইয়া মধ্যে মধ্যে ইষ্টদেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া স্বীয় যোগ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছিলেন, কোথায়ও তপস্বিনী কৌপীনৈকবস্ত্র তপস্বিগণ দলে দলে মস্তক নত করিয়া লোক দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক ভ্রমণ করিতেছিলেন, কোথায়ও অষ্টপর্ব-বয়স্থ মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ সমবেত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন,—কোথায়ও গীতা-পাঠ হইতেছিল, কোথায়ও গীতা পাঠ হইতেছিল, কোথায়ও গো-রক্ষণীসভার উপদেশক, কোথায়ও মহাবীরদলের উপদেশক, কোথায়ও বা নানা নব্যবাদের প্রচারকগণ স্ব-স্ব-মতবাদ প্রচার করিতেছিলেন। ভবাদৈত-সম্প্রদায়ের ছত্র, রাধাস্বামীদলের সঙ্গ আপনাপন অর্জন-নিষ্ঠায় ও কর্মতৎপরতায় ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের কথা—শ্রীমদ্ভাগবতে কুরুক্ষেত্রের মহিমা ও কুরুক্ষেত্রে বিপ্রলম্ভলীলার তাৎপর্য্যের কথা—জীবাত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ ভজনের কথা—অনর্পিতচর-প্রেমপ্রদাতা বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত শ্রীরূপানুগ ভজন-পরাকাষ্ঠার কথা কোথায়ও ছিল না—সকলেই পাপ-পুণ্য-কর্ম-জ্ঞান-যোগ-তপের বিচারে—অভক্তি-মার্গের বিচারে কিম্বা কর্ম-জ্ঞান-যোগাদিমিশ্রা বিদ্ধা ভক্তির বিচারে বিব্রত ছিলেন। গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজই একমাত্র কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাসপীঠের মঠে রূপানুগ ভজনের কথা পরম আবেশভরে কোটি জিহ্বায় কীর্তন করিতেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ-ভাবের কথা—গোপীগণের চিন্তামণিধামের সেবা-পরাকাষ্ঠার কথা কীর্তন করিতে করিতে প্রভুপাদের শ্রীমুখমণ্ডলে কৌতুকদ্যুতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল; তিনি জনসাধারণের নিকট হইতে বহু যত্নে তাঁর সম্বরণ করিতেছিলেন—কেবল অধিকারী গোপীগণের মহিমা-কীর্তনামৃত পান করিবার জন্য আকুলিত—ব্যাকুলিত—প্রমত্ত—উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছিলেন—ভাগবতীয় কথা কীর্তন করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক পাইয়াও আরও লক্ষ লক্ষ শ্রোতার অপেক্ষা করিতেছিলেন—মধুকণ্ঠ, সর্বেন্দ্রিয়ে কীর্তন করিয়াও আরও অজস্র জিহ্বায়—অমিত বদনে কীর্তন স্পৃহা করিতেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে অধিরূঢ়ভাবে ব্রজরামাগণের ভাবে বিভাবিত হইয়া প্রভুপাদ নিগূঢ় ভজনরাজ্যের কথা সর্বত্র বিতরণ করিতেছিলেন। সূর্যগ্রহণের বিপুল জনতা দেখিয়া মনে হইতেছিল, শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনায় আজ পুনরভিনয় হইতেছে—

মহত্যাং তীর্থযাত্রায়াং তত্রাগন্ ভারতীঃ প্রজাঃ
বৃষ্ণয়শ্চ তথাক্রূরবসুদেবাহুকাদয়ঃ ॥
যদুভির্বিত তৎক্ষেত্রং সমন্তঃ পঞ্চকাদ্বিভোঃ।
পুণ্যপ্রদানযোগাচ্চ সুব্রতৈকসমাশ্রয়ৈঃ।
আত্মেহনন্তে ভগবতি কৃষ্ণে কমললোচনে।
যে রতৈর্ধৈবধিক্যাতৈর্হৈরেশ্চ তরলদৃষ্টিভিঃ।
গদেন দিব্যরত্নৈর্ভির্বিভ্রাণৈরবরোধিতাঃ।
বীরোচ্চ মহাভোগা পথি কাঞ্চনমালিনঃ।
দিব্যস্রগ্বস্ত্রসন্নাহাঃ কলত্রৈঃ বেচরা ইব ॥
তত্র গীত মহাভাগ উপোষ্য সুসমাহিতাঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদুর্ধেনূর্নাঃ প্রত্যুক্তমালিনীঃ ॥

• • •

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গথয়ন্ত সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো ন যযুঃ স্মরন্ত
স্তস্যাঃ শুভং ভগবতঃ কথনীয়মূর্তেঃ ॥

(ভাঃ ১০।৮২ অঃ)

সূর্যগ্রহণকাল উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ তমাল-পঙ্কজকে শ্রীসরস্বতীতীরে শ্রীব্যাসপীঠের মঠের প্রাঙ্গণে ভক্তমণ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন,—"সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের কাল পুণ্যময় বলিয়া বিবেচিত হয়। পুণ্যসময়কালে ভজন-অনুশীলন করাই কর্তব্য। কর্মরত স্মার্তগণের মতে এই সময়ে মনুষ্যে পাপ স্পর্শ করে। রাহু—তমোময়। তমোগুণ পাপের প্রবৃত্তিবিধায়ক। রাহু-প্রবৃত্তিযুক্ত মনুষ্যগণ তমোময়-কালে মিথুন-ধর্মে রত হয়। একেই লোক আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি রজস্তমোধর্মে ডুবিয়া রহিয়াছে, তাহাতে যদি আবার পাপকার্যের অনুকূল দেশকালপাত্র উপস্থিত হয়,

তবে পাপপ্রবণ মানব-হৃদয়ে সহজেই পাপ-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়। সুতরাং কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় এই সময়ে বাহ্য শরীরকে স্নান করাইয়া পাপ-বিধৌত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অধিকাংশ লোকই দেহ-ধর্ম্মে আবদ্ধ বলিয়া তাহাদের কর্ম্মাগ্রহেই স্বাভাবিক রুচি। বৈষ্ণবের বিচার অন্যরূপ। বৈষ্ণব ভগবদনুশীলনের পক্ষপাতী,—

"ন তথা হৃষ্যবান্ রাজন্ পূতশ্চেত তপ-আদিভিঃ।
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎপুরুষনিষেবয়া॥
সঙ্গীচীনো হয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ।
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ॥"

এই সময়ে সামাজিক বিচারের কোন কর্ত্তব্য নাই জানিয়া বৈষ্ণবগণ একান্তভাবে ভগবদনুশীলন করেন।

দৃষদ্বতীর উত্তরে ও সরস্বতী নদীর দক্ষিণে মহাপুণ্যপ্রদ ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত ব্রহ্মবেদী এই কুরুক্ষেত্র। সারস্বতাদক ব্রহ্মার যজ্ঞের উত্তরবেদী। এ স্থানে যে সদাচার প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহাই সর্ব্বদেশের লোক একমাত্র অনুসরণীয় আচার বলিয়া গ্রহণ করিতেন। এখানে ব্রহ্মসরঃ বিদ্যমান। 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ—বেদ, 'সরস' শব্দের অর্থ—সরোবর। বেদ-সরোবর বা সরস্বতীতীর্থ এই ব্রহ্মসরোবর। এক সময় এই স্থান বেদ-মন্ত্রের ধ্বনে অনুক্ষণ ধ্বনিত ছিল। এই ব্রহ্মসরের চতুষ্পার্শ্ব বৈদিক উদ্যানে অনুক্ষণ ধূপিত থাকিত। ভারতবর্ষের মধ্যে ইহা পরম পবিত্র দেশ। এ স্থান অতিপ্রাচীন তীর্থস্থান। এ স্থানে সর্ব্বপ্রকার অভ্যুদয় হইয়াছিল। লোক সকল দেশ-দেশান্তর হইতে এ স্থানে আচারশিক্ষা ও শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য আগমন করিতেন। এই ব্রহ্মসরের তীরে বার করিয়া ব্রহ্মনিপাত হওয়া আবশ্যক—বেদ-মন্ত্র ধ্বনিত হওয়া আবশ্যক।

"পশ্চিমদেশের লোকদের যত অনাচার", তাঁহারা সাধারণতঃ ব্রাহ্মাদি পরিত্যাগ ও ঔপযুক্ত স্নান-শৌচাদিতে পরাঙ্মুখ। ব্রহ্মাবর্ত্ত কুরুক্ষেত্রের আচার সকলেই 'সদাচার' বলিয়া স্বীকার করিবেন, এই বিচারেই এখানে স্নান-দান-সদাচারাদির প্রবর্ত্তন ও অনুশীলন হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বমহিমা পুনঃপ্রচারিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীমহাভারতে ও শ্রীমদ্ভাগবতে এই পুণ্যক্ষেত্রের মহিমা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বহু-সদাচার-ব্যক্তি এই তীর্থকে পাবন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে স্থান যত অধিক সম্মানিত ও পবিত্র, সে স্থানে তত অধিক অত্যাচার, অনাচার ও কলঙ্ক উপস্থিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মকুণ্ডকে কেহ কেহ 'লক্ষ্মীকুণ্ড' বলিয়া থাকেন যাহার মস্তিষ্কবৃদ্ধ সূর্য্যোপরাগোপলক্ষে এখানে স্নানাদি করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাকে 'লক্ষ্মীকুণ্ড' বলে। কেহ কেহ বলেন, দুর্ব্বাসার ঔদাসীন্য দর্শন পূর্ব্বক বিরহ-সন্তপ্তা গোপীগণ এখানে প্রাণকিল বিচারে দেহত্যাগের অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া এই দীর্ঘিকার নাম 'লক্ষ্মীকুণ্ড'। এই স্থানে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের আগমন হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের মহিমা যেভাবে ভজনরহস্য রূপানুগ গৌড়ীয়গণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে, তাহা এখন দুর্ভাগা আমরা—কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রবৃত্তিবিশিষ্ট আমরা ধারণা করিতেই পারি না। আমরা মনে করি, জলে দুব দিলে বেশী পুণ্যলাভ হইবে, তাই বাহ্য দেহটা জলে ডুবাইবার জন্য দৌড়াই। কিন্তু রূপানুগগণ এখানে জলে ডুব দিতে আসেন নাই—গাড়ীভাড়া দিয়া হুজুগ করিতেও আসেন নাই, তাঁহারা গ্রহণস্নান-ছলে এখানে কৃষ্ণানুসন্ধানের জন্য আসিয়াছেন—গোপীর ভাবে বিভাবিত হইয়া রাধা-গোবিন্দের মিলন-মহোৎসব করাইতে আসিয়াছেন। ভাগবতধর্ম্ম—নৈষ্কর্ম্ম্য প্রতিপাদক, আর অজ্ঞান মূর্খ-সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম—কর্ম্মকলাপ। শ্রীকৃষ্ণের অনুষ্ঠিত ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দাসগণের পদধূলিতে—গোপীপদরেণুতে স্নান করিবার জন্য গৌড়ীয়গণের আগমন। অদ্য আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য পবনদেব (বায়ুর অবতার মধ্বাচার্য্য) আমাদিগকে কুরুক্ষেত্রের ধূলিতে প্রচুর পরিমাণে স্নান করাইয়াছেন। আমরা এখানে আসিয়াছি সূর্য্যগ্রহণ-স্নানের ছলনায় বিপ্রলম্ভভাব-বিবর্দ্ধনের জন্য। যাঁহারা বাহ্য স্নানাদিতে প্রমত্ত থাকিবেন, তাঁহারা কুরুরের ন্যায় শরীরে আবার ক্লেদ মাখিবেন, যমরাজ হইতে তাঁহাদের নিস্তার নাই। যমরাজ বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানানয়ঞ্চযমতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাবলম্বান্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥"

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির বিচারপ্রণালী যে নিতান্ত বিমূঢ়তা-

বিপন্ন, তাহা জানাইবার জন্য মহাপ্রভু গোপীগণের গীতি গান করিয়াছিলেন,—

"আয়ন্ত তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসার-কূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"

"অন্যের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি।
তাহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥
প্রাণনাথ, শুন মোর নিবেদন।
ব্রজ—আমার সদন, তাহা তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন॥
পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগজ্ঞানে কহিলা উপায়।
তুমি—বিদগ্ধ, কৃপাময়, জানহ আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে কহিতে না যুয়ায়॥
চিত্ত কাড়ি' তোমা নৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
দয় করি, নারি কাড়িবারে।
তারে ধ্যান শিক্ষা করায়, লোক হাসাঞা মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে॥
নহে গোপী যোগেশ্বর, পদকমল তোমার,
ধ্যান করি' পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য-পরিপাটী, তা'র মধ্যে কুটিনাটী,
শুনি' গোপীর আরো বাঢ়ে রোষ॥
দেহ-স্মৃতি নাহি যার, সংসার-কূপ কাহাঁ তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্র-জলে, কাম-তিমিঙ্গিল গিলে,
গোপীগণে নেহ' তার পার॥
বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনা-পুলিন, বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজের জনগণ, মাতা পিতা বন্ধুগণ,
বড় চিত্র, কেমনে পাসরিলা॥
বিদগ্ধ, নৃত্য, সদ্‌গুণ- দুঃশীল, মিশ্র, কৃপণ,
তুমি, তোমায় নাহি দোষাভাস।
তবে যে তোমার মন, নাহি স্ফুরে ব্রজজন,
সে—আমার দুর্দ্দৈব-বিলাস॥
না দেখি' আপন-দুঃখ, দেখি' ব্রজেশ্বরী-মুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে।
কিবা যাও' ব্রজবাসী, কিবা মোরাও ব্রজে আসি',
কেন মোরাও দুঃখ সহাইবারে?
তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ, অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায়॥
তুমি—ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন,
তুমি—সকল ব্রজের সম্পদ।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি' মোরাও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাও নিজ-পদ॥"

অচক্ষু সম্প্রদায়ের যে প্রকার ভোগ ও ত্যাগ-প্রবৃত্তি-মূলে বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার আগ্রহ, গোপীগণের সেইরূপ কিছু নাই। গোপীর অনুগত সম্প্রদায় জগৎে ডুব দিতে আসেন নাই। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তমা বাকিং বয়ুর্জ্ঞানিনস্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেম্নৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥"

অসৎকর্ম্মী হইতে পুণ্যানুশীলনকারী সৎকর্ম্মী শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞান-বিমুক্ত ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণমধ্যে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত হইতে ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্বগোপীর মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ রাধিকা প্রিয়, সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। কোন্ সুকৃতিমান্ ব্যক্তি সেই রাধাকুণ্ডকে অনন্যভাবে আশ্রয় না করিবেন?

এই যে সখীকুণ্ড, ইহা সাক্ষাৎ রাধাকুণ্ড। ইঁহাতে স্নান, ইঁহার তটে বাস সকলের ভাগ্যে হয় না। এই স্থান সাক্ষাৎ রাধাকুণ্ডতীর, গোপীর অনুগত সম্প্রদায় এখানে নিত্যকাল মানসে বাস করেন। এই স্থান রাধানাথের যাথার্থিক

বিহার-ক্ষেত্র। বিশেষতঃ সূর্য্যোপরাগের বিরলে এখানে মাসাধিক বিহার-ক্ষেত্রের উদ্দীপনা গৌড়ীয়গণের হৃদয়ে স্বতঃই আবির্ভূত হয়। তন্মধ্যগতকে এই লক্ষীকুণ্ডের তীরে রসাত্মক শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের আরি-রীতি শুনিয়াছিলেন। যাঁহাদের স্বরূপসিদ্ধি হইয়াছে, তাঁহারা এখনও সেই লীলা দর্শন করিতে পান। যেরূপ গৌরসুন্দর প্রচ্ছন্নাবতারী, সেইরূপ এই সকল অপ্রাকৃত লীলা-কথাও শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত। "আহুশ্চ তে নলিননাভ", "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি" শ্লোক দুটীর নিকট ভাল করিয়া আলোচনা করিলে আপনারাও কতকে প্রবীণতা লাভ করিতে পারিবেন অর্থাৎ গোপীর ভাবে প্রমত্ত, গোপীর অনুগত সখ্যভাবে যেরূপ বাহ্যবৃত্তিতে সাধারণ লোকের ন্যায় প্রণয়-স্থানের জন্য কুরুক্ষেত্রে আসিয়া নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছিলেন অর্থাৎ রাধাগোবিন্দের মিলন করাইয়াছিলেন, আপনারাও সেইরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভজন-চাতুরী লাভ করিতে পারিবেন। সাধারণ লোককে কর্ম্মিগণের ন্যায় প্রণয়ে স্বার্থী বলিয়া 'ভোগ্য' দিয়া আপনারা গোপীর আনুগত্যে কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে পারিবেন। যদি ব্রজবাস করিতে পারেন, তাহা হইলেই শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠে অবস্থানের সার্থকতা, নতুবা ধূলা-কাদা ঘাঁটা বা পয়সা রোজগার করা প্রভৃতি প্রবৃত্তি লইয়া কর্ম্মমার্গের পথিক হইতে হইবে। ব্রজবাসীগণের চিত্তবৃত্তির আনুগত্যে কৃষ্ণানুসন্ধান-প্রবৃত্তি উদিত হইবার পরিবর্ত্তে যদি ব্রজবাসে ভোগ-বুদ্ধির উদ্রেক হয়, তাহা হইলে সেইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি আমাদিগকে কর্ম্মমার্গে প্রধাবিত করাইয়া বাহ্য মানের জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট করাইবে। যদি ব্রজবাসীগণের ভাবে প্রমত্ত হইতে পারি, তবেই অনর্পিতচরপ্রেম প্রদাতা শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতা—শ্রীরূপের কৃপা লাভ করিব, নতুবা বাহ্যবিষয়েই প্রমত্ত হইতে হইবে। রাধাকুণ্ডের তীরেই আমাদিগের চিরদিন বাস করা কর্ত্তব্য,—

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥
স্মরন্ তৎ তৎ জনকাঞ্চ প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥"

নিষ্কপটে কৃষ্ণসেবা গাহেন' নাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণের নিকট এই সকল কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে অতিমর্ত্ত্য অত্যদ্ভুতভাবে প্রমত্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, এই সকল কথা আরও বলিবার জন্য উত্তরোত্তর উদ্দীপনা ও উৎকণ্ঠাবিশিষ্ট হইলেও লক্ষ লক্ষ পুণ্যকামী স্নানার্থীর কোলাহল ও জনতা প্রবলবেগে উপস্থিত হওয়ায় অনেকে চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। প্রভুপাদ কথা স্থগিত রাখিয়া শ্রীমঠপ্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে আপনভাবে বিচরণ করিতে থাকিলেন। কিছুক্ষণ পরে আচার্য্যাত্মিক-প্রভুর ইচ্ছানুসারে কতিপয় ভক্তের সহিত শ্রীল প্রভুপাদ স্নানান্তে ও বৈশাখে হ্রদের তীরে স্নানপরায়ণ বিরাট জনসঙ্ঘ-দর্শনার্থ বহির্গত হইলেন।

প্রভুপাদ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গলাল মতিলাল উকীল বি, এ, এল, এল, বি, হাইকোর্ট প্লীডার মুম্বাই, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বেণীপ্রসাদ শর্ম্মা Translator High Court নাগোর; কাপ্তেন এ, এস, গুপ্ত, বেলুচিস্থান, কাপ্তেন, বলদেব সিংহ গিল, পি, সি, এম, এস্ পাঞ্জাব; শ্রীযুক্ত সন্তোষ রাজ সিং, কাশবা; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র, প্রধান-শিক্ষক, এ, এস্ হাইস্কুল, আম্বালাসিটি; পণ্ডিত আত্মারামজী; শ্রীযুক্ত সদানন্দজী; শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস, অমৃত-সহর; পণ্ডিতজী এস্ তারেশ্বরিয়া, শিক্ষক, সনাতন-ধর্ম্মবিদ্যালয়, এটোয়া; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রায়াদ শর্ম্মা কাশ্মীর প্রভৃতি বহু বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও পণ্ডিত ব্যক্তি প্রভুপাদের সমীপে আগমন করিয়া বিবিধ পরিপ্রশ্ন করেন। তাঁহারা সকলেই সদুত্তর লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দিত এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু ও গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। অমৃতসহরবাসী পরলোকগত স্বামী পুরুষোত্তমদাস বাবাজীর শিষ্য শ্রীরাধিকাদাস নামক একটী গৌড়ীয়বৈষ্ণব প্রভুপাদের দর্শনলাভ এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন। কুরুক্ষেত্রে মহাপ্রভু ও রাধাগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছেন দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করেন এবং মহাপ্রভুর কথা অমৃতসহরে প্রচার করিবার জন্য প্রভুপাদকে অনুরোধ করেন।

১৪ই অক্টোবর প্রাতে ডেপুটী কমিশনার মিঃ কৃপালানী এবং অন্যান্য শ্রীযুক্ত লালা মেওয়ালীরাম বি, এ, তাঁহার সপত্ন শরীররক্ষকের সহিত প্রভুপাদকে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করিবার জন্য শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন।

শ্রীযুক্ত লালা লেওয়ানীরাম মহাশয় বলেন যে, কর্ণাটের ডি. সি সাহেব প্রভুপাদের সহিত আলাপ ও শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠের কার্য্যাবলী দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। ডি, সি বলিয়াছেন যে, পরমহংস শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ভারতবর্ষের একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও সত্য সত্য সাধু। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে তিনি যে সকল ভাগবতীয় লীলা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা সকলেরই দর্শন-যোগ্য। Government এর Mela report এও ডি, সি এই সকল কথা লিখিয়া দিয়াছেন এবং Hindustan Times প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ও বহুল-প্রচারিত সাময়িকপত্রে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের কার্য্যাবলীর কথা বিঘোষিত হইয়াছে। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের সুদর্শন-মিলন-মহামহোৎসব সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

কৃপা কি চাই?

আমি বঞ্চিত হইয়া মনে করি, আমি সাধু গুরুর কৃপার প্রার্থী; সাধু গুরুর কাছে কপটতা করিয়া বলিয়া থাকি,—"আমাকে কৃপা করুন", "আমাকে রক্ষা করুন", "আমাকে শান্তি প্রদান করুন।" কিন্তু আমি কি সত্য সত্যই কৃপা চাই, সুরক্ষিত হইতে চাই, শাশ্বতী শান্তি চাই?

আমি মনে করি, আমি সত্য সত্যই কৃপা চাই, আমার দিকে আমি বোধ আনা ঠিক আছে; কিন্তু গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপা বিতরণের শক্তির অভাব! আমি আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি ত', গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ কৃপা দিলে আমি কি সত্য সত্য গ্রহণ করিব?

সাধু-গুরুর কাছে কৃতাঞ্জলির অভিনয় করিয়া কৃপা-যাচ্ঞা করি, কোন সময় বৈষ্ণবগণকে বলিয়া থাকি,—আপনাদের কৃপা হইলেই সব হয়, আপনারা কৃপা করুন। প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য গুরুদেবের কাণে পৌঁছায়—এরূপ কৌশলে বলিয়া থাকি,—"ওরোঃ কৃপা হি কেবলম্"। সাধু-গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া কখনও বলি,—কই, আমার উপর ত' আপনাদের কৃপা হইতেছে না; কিন্তু সত্য সত্যই কি আমি কৃপা লইতে প্রস্তুত? সত্য সত্যই কি আমি কৃপা চাই, রক্ষা চাই, নিত্যানন্দ চাই?

বঞ্চক মন এ কথার উত্তর দিতে পারে না। অমুক ব্যক্তিগণের সঙ্গে যতদিন থাকি, ততদিন এ কথার উত্তর পাই না, কোন কালেই পাইতে পারিব না। মনে করি, আমি কৃপা চাই—মনে করি আমি ভক্ত হইতে চাই; কিন্তু চাই আর কিছু। ভগবান্ সেই কপটতা ধরাইয়া দেন, আমার কাছে বিপদ আপদ আসিয়া প্রকাশিত করিয়া দেন, সত্য সত্যই আমি তাঁহাকে চাই কি না—গুরু-বৈষ্ণবের সেবা কৃপা চাই কি না? বিপদ আপদগুলি সব ভগবানের কৃপা—ইহা বিপদ-আপদে পতিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুখে বলি, কিন্তু কার্য্যকালে পরম কৃপা হইতে দূরে সরিয়া আপাত-দৃষ্টিতে সম্পদ্, পরিণামে মহাবিপদের কুক্ষি আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাই।

মুক্তকণ্ঠের সঙ্গে আমি কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি যে, গুরুদেবের কৃপা-কাদম্বিনী অভিপ্রায়-ধারায় বর্ষিত হইবার জন্য আমার মস্তকোপরি অনুকূল বায়ুর সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছে—যাহাকে আমি প্রতিকূল বায়ু মনে করিতেছি, তাহাও বস্তুতঃ পরম অনুকূলরূপেই ঐ গুরু-কৃপা-কাদম্বিনীকে আমার উপর বর্ষিত করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমি কি ঐ সঞ্জীবনী-ধারা চাই? না, ঐ কৃপা ধারা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অধোক্ষজ, বিষয় প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ ও নানাপ্রকার ঔষধ চেষ্টার ওয়াটার প্রুফ (water proof) গায়ে জড়াইয়া থাকি? আমি নিত্যানন্দ-পথ-রোধের আশায় আলো চাই না। যখন কিঞ্চিৎও সেবোন্মুখ থাকি, তখন কিন্তু প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারি—নিয়ত অনুভব করিতে পারি, আমার উপর গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা—গুরু বৈষ্ণবের প্রসাদ-বৃষ্টি এত-প্রচুর, এত তীব্র যে, উহার এক কণা গ্রহণ করিতে পারিলেও আমি এত বড় হইতে পারি যে ত্রিভুবনের সমস্ত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ কাম্য পদার্থগুলিও তখন আমাকে লোভ করাইতে পারে না।

আমি কৃপা-সুধা-সঞ্জীবনী-ধারা হইতে পলাইয়া ভীষণ

অগ্নি-জ্বালাময় অন্তর্মুখে—আবদ্ধ লৌহ-পিঞ্জরে লুকাইয়া থাকিতে চাহিলে সেখানেও অগ্নিনির্বাপণকারী গুরু-কৃপা প্রবল-দ্রুতগতিতে দমকলের ন্যায় উপস্থিত হইয়া আমাকে রক্ষা করিতে চান; কিন্তু আমি কি তখনও ঐ জ্বালাময় অগ্নিপিঞ্জরের দ্বারটী খুলিয়া দিতে চাই? না, তাহার উপর তালা প্রদান করিয়া নিজের ইচ্ছায় নিজে আগুনে পুড়িয়া মরিতে চাই? সাধু গুরু ঐ তালা ভাঙ্গিয়া কৃপা-প্রদান দিতে উদ্যত হইলেও আমি শতমুখে তাহার বাধা দিয়া থাকি।

এমন এক গোলোকের দূত—এমন এক সর্ব্বাশ্রয়—এমন এক কৃপাঘন—এমন এক জগদ্গুরুর বাণী শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি, যিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে—'মুহূর্ত্ত' বলিলেও যেন অনেক পরিমাণ কালের কথা বলা হইয়া যায়, সদ্য সদ্য মহাধন—যাহা যুগ-যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাদি দেবতাও পান নাই, অধিক কি, গৌরহরির সহজে তাহা প্রদান করিলেও অনেকে তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তপ্রতিনিধি অ-মায়ায় দিতে প্রস্তুত। যিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে এত বড় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিতে প্রস্তুত—অনন্ত জীবনের জন্য এত বড় সম্পত্তি হাতে হাতে দিতে প্রস্তুত, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জন্মের মাতা, পিতা, বন্ধু, বান্ধব তাহার কোটীজন্মের এক অংশও কোন দিন দিতে পারেন না, পারিবেন না, পারিতেছেন না—পারিতে পারেন না। যিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণপাদ-পদ্ম-পরমমণির নিত্য অধিকারী করিতে প্রস্তুত—যিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে 'মহাভাগবত' করিতে প্রস্তুত, আমি কি সত্য সত্যই সেই ধনের অধিকারী হইতে চাই?—সেই পরমমণি চাই?—মহাভাগবত হইতে চাই?

মুখে বলি আমি চাই, সখ করিয়া কখনও কখনও চাই, কিন্তু আমার কৃপা চাওয়া সেই উপকথার বুড়ীর মত। এক বুড়া রোজ বনে কাঠ আহরণ করিতে যাইত, সংসারের জ্বালায় সে আটখানা হইয়া গিয়াছিল, তাহাকে দেখিবার আর কেহ ছিলনা, নিজে নিজেই অত্যন্ত কষ্টে-সৃষ্টে উদরান্নের ইন্ধন সংগ্রহ করিত। এইরূপ কষ্টে কাতর হইয়া প্রত্যহই বলিত,—যম সকলকে কৃপা করে, আর আমাকে দেখিতে পায় না। বুড়ী একদিন বনের মধ্যে অনেক কাঠ সংগ্রহ করিয়া মাথায় উঠাইয়াছে, এমন সময় যম দেবতা আসিয়া উপস্থিত; যম বুড়ীকে ডাকিয়া বলিলেন,—তুমি রোজ আমাকে ডাক, আমার কৃপা চাও, আমার দৃষ্টি তোমার প্রতি নাই বলিয়া তুমি কত ওজাহান দাও, আজ তোমাকে আমি লইতে আসিয়াছি। বুড়ী তখন মাথার উপর কাঠের বোঝা উঠাইয়াছে। যম সত্য-সত্যই আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া ত' বুড়ি অবাক! যমকে দেখিয়া বুড়ী বলিতে লাগিল,—যম, তুমি সত্য সত্যই আসিয়া পড়িবে, আর দয়া দয়াই কৃপা দিবে জানিলে আমি কিছুতেই তোমাকে ডাকিতাম না—তোমার কৃপা চাহিতাম না। জগতের জ্বালা-পোড়া সহ্য করিতে না পারিয়া একটা মুখের কথা বলিতে হয় বলিয়াছি, এইরূপ ত' সকলেই বলিয়া থাকে। তুমি ফিরিয়া যাও, আমি আরও বাঁচিয়া থাকিতে চাই। তখন যম বলিলেন,—তুমি যখন আমার কৃপা চাহিয়াছ, তখন আর তোমাকে ছাড়াছাড়ি নাই, আমাকে ডাকিলে কেন? তখন বুড়ী বেগতিক দেখিয়া বলিল,—আচ্ছা, আমি আগে আমার হাতের কাজটুকু সারিয়া লই, আমার খড়ো ঘরে এই কুড়ানো কাঠগুলি রাখিয়া আসি, মরিতে হয়, না হয় তার পরে মরিব।

আমাদের কৃপা চাওয়াও ঐ বুড়ীরই মত। সংসারের তাপে জ্বলিয়া-পুড়িয়া সময় সময় মুখে বলিয়া থাকি, 'আমি কৃপা চাই, কৃপা চাই', কিন্তু কৃপা-বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিলে নিকটে অট্টালিকা না থাকে, ছাতা না থাকে, অন্ততঃ পশু-পক্ষীর বিবরে যাইয়াও কৃপা-বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হই না। কৃপা স্বয়ং আসিলে তখন ঐ বুড়ীরই মত কৃপাকে এড়াইবার চেষ্টা করি—কৃপা নাছোড়বান্দা হইলে ঐ বুড়ীরই মত বলিয়া থাকি, অন্ততঃ ছোপের ইন্ধনের আহৃত বোঝাটী তাহা-কুটীরে রাখিয়া আসি।

আমরা কি স্বেচ্ছায় কখনও সত্য সত্য কৃপা চাই?—কখনই না। পেয়াদার গলা ধাক্কা না পাওয়া পর্য্যন্ত মুখেও কৃপাটুকু চাই না, সর্ব্বদা পাশ কাটাইয়া চলি, পাছে পেয়াদার সঙ্গে দেখা হয়—গলাধাক্কার চোটে কৃপা চাহিতে হয়। সংসারে আমাদের জীবনে যে সকল বিপাক আসে, সেইগুলিই পেয়াদার গলাধাক্কা। সেইগুলি আমাদিগকে কৃপা-প্রার্থনা শিক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকে, কারণ সত্য-নীতি ছাড়া আমার ন্যায় অন্যান্য ব্যক্তিকে কিছুতেই কৃপার প্রার্থী করান' যায় না। পেয়াদার গলা

ধাক্কাগুলি সাংসারিক অভাব-অনুবিধা, বিপদ-আপদে জর্জ্জরিত না হইলে—দুর্ভিক্ষ, বন্যা, বেকার-সমস্যা, ব্যবসায়ে অর্থনাশ প্রভৃতি জগতে অসংখ্য প্রকারের ত্রিতাপরূপ পেয়াদার ধাক্কাগুলি না থাকিলে আমার মত নরাধম জানোয়ার কোন দিনই অনুতপ্ত হইত না—স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ছাড়িত না—বড়'র কাছে শরণাগত হইবার মূল্য বুঝিত না। কিন্তু এই পেয়াদার ধাক্কাগুলিকে কি আমরা কৃপা মনে করি? না আমাদের উপর অন্যায় অবিচার মনে করি? যদি প্রকৃত কৃপা চাহিতাম, তবে ত' ঐগুলিকে ভগবানের পরম অনুকম্পা জানিয়া ভগবানেই শরণাগত হইতাম। তাই বলিতেছিলাম, আমি কি কৃপা চাই?

আমার কৃপা চাওয়া কপটতা। আমার গুরুদেব আমাকে অনেকবার জানাইয়াছেন। তাঁহারই শ্রীমুখে শুনিয়াছি,—একবার ৺ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজের নিকট বঙ্গদেশের কোন এক প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী কাতরভাবে পুনঃ পুনঃ কৃপাযাচ্ঞা করায় শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু সেই মহারাজকে তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি গোমস্তা-গণের হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহার (শ্রীগৌরকিশোরের) সঙ্গে নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে একটী পুষ্করিণীর চিতর বাস করিতে বলিয়াছিলেন এবং আরও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রাণাচ্ছাদনেরও কোন চিন্তা করিতে হইবে না, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুই ভিক্ষা করিয়া তণ্ডুলাদি সংগ্রহ করিয়া দিবেন। তিনি কেবল নিশ্চিন্তমনে হরি ভজন করিবেন। বৈষ্ণব ঠাকুর তাঁহাকে (রাজাকে) সঙ্গ দিয়া কৃপা দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু যখনের সাক্ষাৎ কৃপা করিতে আসিলে বুড়ীর যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, উক্ত কৃপা প্রার্থীরও সেই অবস্থা হইল। তখন তাঁহার কৃপা চাওয়া ঘুচিয়া গেল। ঐরূপ কৃপার হস্ত হইতে কোন প্রকারে এড়াইয়া বিষয়-বিবরে এবং যে সকল ভক্ত নামধারী বঞ্চক ব্যক্তি কৃপার নামে বঞ্চনার প্রবীণ, আর তাঁহাদের ন্যায় অপরকেও অপ্রিয়ালাময় লৌহ-পিঞ্জরে টানিয়া আনিয়া আবদ্ধ করিবার পরামর্শ দিতে পটু, সেই সকল ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের নিকটও কোন এক ব্যক্তি কৃপার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করায় বাবাজী মহারাজ তাহাকে এক খণ্ড ছিন্ন কৌপীন দেখাইয়া বলিলেন,—'এই নাও কৃপা'। তখন কৃপাপ্রার্থী বেগতিক দেখিয়া নিজের চরণ ফেলিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে নৌকায় উঠিয়া পার পাইবার চেষ্টা করিলেন। সাক্ষাৎ কৃপালাভ পরিত্যাগ করিয়া আমারই ন্যায় উত্তাল-তরঙ্গায়িত ভবসাগরের তীরে সমূহ-বিপদের নৌকায় নবীন যাত্রী হইল।

আমার কৃপা চাওয়া অর্থ—আমি যেরূপ আছি, আমার মনোধর্ম্ম আমার কাণে যে মন্ত্র দিয়াছে, সাধুর দ্বারা তাহার সমর্থন করাইয়া লইয়া নিজে সন্তুষ্ট থাকা—যে সকল কুপথ্যের প্রতি আমার রুচি, সেই কুপথ্যগুলিকে চিকিৎসকের দ্বারা সুপথ্য বলিয়া অনুমোদন করাইয়া লওয়া—আমি যে তিমিরে আছি, সেই তিমিরেই থাকিবার বা তাহা হইতেও অধিকতর তিমিরে প্রবিষ্ট হইবার ,চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পত্র পাইবার বাসনা। কিন্তু সাধুর ত' আমার রুচি অনুসারে কুপথ্য অনুমোদন করিয়া আমার হিংসা করিবেন না। তিনি যে সর্ব্বদা আমাকে কৃপা করিবার জন্য ব্যস্ত—তাঁহার প্রাণ যে আমার দুঃখে ব্যাকুল—আমার দুঃখে যে তাঁহার নিয়ত অশ্রুধারা বিগলিত হয়।

কৃপাবতার প্রভু আমায় অসংখ্যবার বলিয়াছেন,—'আমি ত' এত নিষ্ঠুর হইতে পারিব না যে, আমার কৃষ্ণের ভোগের বস্তু সমূহকে আমি আমার কৃষ্ণসেবানিপুণা বুদ্ধির অন্তরালে রাখিব। কারণ, কৃষ্ণ-নৈবেদ্য দুর্গন্ধেও দুরিতে পতিত হইলে তাহা আর কৃষ্ণের ভোগে লাগিবে না। গুরুদেব যা'কে অত্যন্ত স্নেহ করেন, কৃপা করেন, তা'কেই ত' সাম্নে রাখেন, চোখের আড়ালে যাইতে দেখিলে তাঁহার হৃদয় কাটিয়া যায়। কিন্তু উল্টো বুঝার লোক আমি, আমার প্রতি অত্যন্ত কৃপাকে—স্নেহ-প্রাচুর্য্যকে কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা মনে করি। তাই বলিতেছিলাম, আমি কি সত্য সত্যই কৃপা চাই?

গুরুদেব বহুবার জানাইয়াছেন যে, মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া একজনকে কৃষ্ণের ভোগের জন্য তৈয়ারী করিতে হইলে ২০০ গ্যালন চিদ্রক্ত ব্যয় করিতে হয়। এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াও গুরুদেব কৃপা করিতে চান, তথাপি আমার মঙ্গল হউক্। আমার মঙ্গলের জন্য তাঁহার প্রয়াস, তাঁহার অহৈতুকী কৃপা বর্ষিত, আর আমি এত বড় বৈতুক যে, সেই কৃপাকে—সেই অজস্রধারে অনুক্ষণ বর্ষিত কৃপা-বারিকে পা দিয়া ঠেলিয়া দিবার পাষণ্ডতা ও দুর্ব্বুদ্ধি

শোষণ করি। অকৃতজ্ঞ চাষার আমি, আত্মবঞ্চক আমি, আত্মঘাতী আমি, কৃপাকে 'কৃপা' বুঝি না—বুঝিয়াও বুঝিতে চাই না।

গুরুদেব আমাকে বলিয়াছেন,—মানুষের কাপড়ে যদি হঠাৎ আগুন লাগিয়া যায়, তখন বুদ্ধিমান লোক কি করেন? তখন তিনি লোক-লজ্জা করেন না, হাতে যে কাজ করিতেছিলেন, সেই কাজগুলি করিতেও ব্যস্ত হন না; সব ফেলিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কাপড় পড়িয়া যায়, আগুন হইতে নিস্তার পাওয়া। আমার কাপড়ে আগুন লাগিয়াছে, গুরুদেব কৃপাবারি লইয়া সমুপস্থিত, কিন্তু আমি কি করিতেছি? বলিতেছি,—কাপড়ের আগুন পরে নিভাইব। প্রথমে অন্যান্য কার্য্যগুলি শেষ করিয়া লই। কিন্তু আগুন কি তাহা মানিবে? আমাকে পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিবে। আমার প্রতি হিংসকগণ, দম্ভাগণ, আমি পুড়িয়া মরি বা যাহাই হই না কেন, তাহা তাহারা দেখে না; কিন্তু আমার দুঃখে প্রকৃত দুঃখী যাঁহারা, সেই গুরু-বৈষ্ণবাদি স্বজনগণ আমাকে আগের কাজটা আগে করিতে বলেন, আমি কিন্তু সে কৃপা চাই না। তাই বলিতেছিলাম, আমি কি সত্য সত্যই কৃপা চাই?

গৌঁজামিল

কাশীতে যে "অখিল-ভারত-ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলন" নাম দিয়া 'যজ্ঞ-সংস্কারের দ্বারা জাতির পরিবর্ত্তন হয় না' চীৎকার উঠিয়াছিল, তাহা একটা গৌঁজামিল ব্যাপার। প্রথমতঃ 'অখিল-ভারত'-শব্দে যাহা বুঝায়, তাহাতে গৌঁজামিল প্রবেশ করিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ 'ব্রাহ্মণ' বলিলে যাহা বুঝায়, তাহাতেও গৌঁজামিল দেওয়া হইয়াছে। 'মহাসম্মেলনে' সম্মিলিত জনগণের স্বাধীন বিচার প্রকাশ করিবার কণ্ঠরোধ-গৌঁজামিল প্রবেশ করিয়াছে। 'জাতি'-শব্দ ব্যবহারেও গৌঁজামিল প্রবেশ করিয়াছে। গৌঁজামিল দিবার জন্য লক্ষিতব্যগুলি সুষ্ঠুরূপে বর্ণিত হয় নাই, যেহেতু গৌঁজামিল দেওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। এরূপ গৌঁজামিল দিতে যাওয়া কপটতা মাত্র, যাহা ধর্ম্মজগতে, বিশেষতঃ আর্জ্জব-গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশেষ নিন্দার্হ। একজন সনাতনধর্ম্মাচার্য্য, শ্রীনাথদ্বারের প্রতিনিধি ও বোম্বাইএর গোকুল-নাথজীর একজন প্রতিনিধি গৌঁজামিল-ধারার মত সমর্থন করিতে গিয়া অব্যক্তস্বরে কি বলিলেন, তাহা জগৎ জানিতে পারিল না। সুতরাং ইহাকে 'গৌঁজামিল' ছাড়া আর কি বলা যাইবে? শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিনাশ করিয়া ব্যক্তিবিশেষের অভিসন্ধি পরিপূর্ণ হইতে পারে সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা ধার্ম্মিকতা বৃদ্ধি পাইলে উহার আদর করা যাইতে পারে না। একজন শঙ্করাচার্য্য, একজন রামানুজের প্রতিনিধি, একজন বোম্বাইএর প্রতিনিধি এবং শুক্তিশাস্ত্র-বিরোধী কতিপয় আর্য্য পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি, ইঁহাদের কোন এক ব্যক্তির আত্মীয়ের সহিত মতভেদ হওয়ায় ক্রোধ-প্রতিশোধ-সত্তায় যোগদান করিলেন, তদ্দ্বারাই 'অখিল-ভারত' নির্দ্দিষ্ট হইলে উহা কূপমণ্ডূক-জাতের উদাহরণ স্থলমাত্র হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণক্রবের সমন্বয় মূর্ত্তি-সন্ধিমূলে প্রতিষ্ঠিত। 'ব্রাহ্মণ' শব্দ এবং ব্রাহ্মণবংশজাত 'ব্রাহ্মণেতর' শব্দ সমবাচক নহে। ব্রাহ্মণের ঔরস সন্তান ব্রাহ্মণাধিকার না পাওয়া পর্য্যন্ত 'শূদ্র' বা 'শূদ্র-শব্দবাচ্য, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র ও স্মৃতি পুনঃ পুনঃ গান করিয়াছেন। শৌক্র-বিচারে ব্রাহ্মণবংশ্য প্রতিপাদন করিতে হইলে কেবলমাত্র বেদের বচনটী গ্রহণ করিলেই চলিবে না, নিরবচ্ছিন্ন অষ্ট-চত্বারিংশৎ সংস্কার, ব্রহ্মা হইতে অবতন পূর্ব্বপুরুষগণের নামাদি ও চরিত্র প্রকৃতির ঐতিহ্য অপেক্ষা করিবে। বেদ যাহাতে অজ্ঞ প্রমকারি-জনগণের জীবদ্দশাই সংস্কার পরি-বর্জ্জিত হইলে জাত্যন্তর হয়—বর্ণান্তর হয়—ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মহাভারত ও পুরাণাদি ইতিহাসসমূহ প্রদান করেন। গৌঁজামিল দিবার মানসে যদি কেহ আপনাদিগকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া চালাইতে চান, তাহা হইলে উহা শাস্ত্রবিরোধ-

পর্য্যবসিত হইবে। কলিযুক্ত ব্রাহ্মণসন্তানেই যে ব্রাহ্মণতা আবদ্ধ নহে, ইহার বহুল প্রমাণ আছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ না হইয়া আপনাদিগকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া অভিমান করিতে গেলে 'ব্রাহ্মণব্রুব-সম্মেলন' বলাই আবশ্যক ছিল। ভাগবত দীক্ষালব্ধ জনগণ কখনই 'ব্রাহ্মণব্রুব' নহেন, তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ—শাস্ত্র এই কথাই উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন। মন্ত্রসংস্কার-লব্ধ ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের ব্রাহ্মণতা প্রতিপালনের জন্য উদ্‌গ্রীব না হইলেও জগতে আত্মবশংবদ ও সত্যকথনশীল প্রকৃত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকেই একমাত্র ব্রাহ্মণ' বলিয়া জানেন এবং ব্রাহ্মণব্রুবগণকে অনেক সময় ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহাতে গৌতমিদাতৃগণ নিজবাক্য সমর্থন করিতে না পারিয়া বিদ্বেষে পড়িয়া যান। ব্রাহ্মণসম্মেলনের মধ্যে যদি প্রশ্ন হইল, তাহা হইলে প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্রসিদ্ধ উত্তর পাওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। শাস্ত্রবিরোধকল্পে সত্যের আবরণমুখে স্বার্থান্ধ হইয়া কেহ যদি কোন কথা বলেন, তাহা হইলে তাহার বিচার হওয়া আবশ্যক। যাহাদের যে বিষয়ে অধিকার নাই, সেই বিষয়ে তাহারা কথা বলিতে গেলে নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইবে। গৌতমিদ দিবার উদ্দেশ্যে যদি অনভিজ্ঞ জনগণ ভগবন্মন্ত্রে দীক্ষিত জনগণের বিধাতা হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের অনভিজ্ঞতার দ্বারা দীক্ষিত ব্যক্তি চালিত হন না। উলূকগণ সূর্য্যদর্শনে অসমর্থ হওয়ায় যেরূপ সূর্য্যের অস্তিত্বাভাব হয় না, সেইরূপ দুরভিসন্ধিমূলে গৌতমিদ দিবার উদ্দেশ্যে যদি কতিপয় ব্যক্তি ব্রহ্মণ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া ভাগবতদীক্ষায় অনধিকারী হয়, তাহা হইলে সেইরূপ ব্যক্তির পূর্ব্বাভিজ্ঞান নির্বিবাদে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বদ্ধ যেরূপ প্রসববেদনানুভবে অসমর্থ, উলূক যেরূপ আলোকদর্শনে অসমর্থ, মূর্খ যেরূপ শাস্ত্রদর্শনে অসমর্থ, ভববন্ধনশৃঙ্খলী দীক্ষার অভাবে অনুষ্ঠানমাত্রে সম্ভ্রান্তও সেইরূপ ভাগবতধর্ম্মের স্বরূপনির্ণয়ে অসমর্থ। তিন চারি বৎসরের শিশু বাল্যক্রীড়াচ্ছলে অনভিজ্ঞতাবশে যে সৃষ্টিরহস্যের অধ্যাপক সাজিতে ইচ্ছা করে, তাহার অনুষ্ঠানের কোন আদর হইতে পারে না। যে বিষয়ে অধিকার লাভ করিতে জন্ম-জন্মান্তরীন সুকৃতির অপেক্ষা করে, তদ্বিষয়ে শার্ত্তমূল গ্রামের জোরে সেই অধিকার লাভ করিয়াছেন, এইরূপ মনে করিতে যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। শব্দেশ্বরাচার্য্যের যদি ভাগবত-দীক্ষা না হইয়া থাকে, শ্রীনাথদ্বার ও বোম্বাইএর প্রতিনিধির যদি ভাগবতদীক্ষার অসম্পূর্ণতা থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা কি প্রকারে দীক্ষিত জনগণের জাতিবর্ণের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবেন? তাঁহাদের কথাতেই প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাঁহারা দীক্ষার অভিনয় করিয়াও কলিগতে বঞ্চিত হওয়ায় তাঁহাদের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তাঁহাদের স্বীকারোক্তি হইতে জানা যায়, হয় তাঁহারা ভাগবতদীক্ষা লাভ করেন নাই অথবা ভাগবত-দীক্ষা লাভে বঞ্চিত হইয়া অদীক্ষিত অবস্থাকেই দীক্ষিত অবস্থা জানিয়াছেন। কলের দ্বারাই কারণের অনুমান হয়, সুতরাং অনধিকারী অপ্রবিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে অভিজ্ঞতার ফললাভ আশা করা যায় না। তাঁহাদিগের ভাগবত-দীক্ষা হইলে জাতির ভেদ অবশ্যই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বলিয়া অভিজ্ঞান হইত। মননকার্য্য সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, 'সংস্কার'-পক্ষে অসংস্কৃতের অনুষ্ঠানিক পার্থক্য জন্যই তাদৃশ অধিষ্ঠান। যাঁহারা শব্দার্থ বিকৃত করেন, তাঁহাদের অভাবজনিত আত্মস্তরিতা শোচ্যমাত্র। পুণ্যপাপফলেই জাতিবিশেষে স্থানলাভ ঘটে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—সংস্কারের দ্বারাই মানব কীর্ত্তিপাপ হন। যদি কেহ বলেন যে, সংস্কারের পূর্ব্বে এবং সংস্কারের পরে জাতির সমভাব থাকে, তবে আমরা তাঁহাকে 'মায়াবাদ-শতদূষণী' পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করি। পঠিত ও অপঠিত অংশে যদি সমজ্ঞান হয়, তাহা হইলে পাঠকের অযোগ্যতাই প্রমাণিত হয়। 'দীক্ষা'-পক্ষে দিব্যজ্ঞান; জড়মার্ত্তগণ দিব্যজ্ঞানের অভাবে 'ঘাড়া-বড়ি-খোড়' লইয়াই 'প্রাকৃতসহজিয়া'-সম্বন্ধীয় হন। দিব্যজ্ঞান লাভ করিলে তাঁহাদের লাভালাভ ঘটে; যাহারা নিত্যবদ্ধ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অষ্টপাশবদ্ধ জীব, তাহাদিগের সহিত যদি দিব্যজ্ঞানলব্ধ ব্রাহ্মণের সমত্বপ্রয়াস করা হয়, তাহা হইলে কখনই উহা সমীচীন বলিয়া গৃহীত হয় না।

জন্ম হইতেই যদি 'জাতি' শব্দের উদ্দেশ হয়, তাহা হইলে জন্মের নিবিশেষে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য কি? পুরাণ বলেন, প্রত্যেকে ব্রহ্ম হইতে জাত হইয়াছেন বলিয়া প্রত্যেকেই ব্রহ্মার সন্তানসূত্রে ব্রাহ্মণ এবং নিজ নিজ কর্ম্মফলে কর্ম্মফলে তদ্বৈষম্যে ব্রাহ্মণেতর বর্ণত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন, তাই বলিয়া তাঁহার অনন্ত সন্তানগণ পূর্ব্বপুরুষের রুচি অনুসারে পুণ্যপাপের পরিমাণ

হইতে আত্মপার্থক্য আবিষ্কারমাত্র তাঁহাদের নৈসর্গিক জাতিত্বের অন্ত স্বীকার্য্য। সঙ্গদোষ দ্বারাই গৌরবস্থের কথিত জাতি পরিবর্ত্তিত হয়। প্রত্যেক জীব ব্রাহ্মণ হইলেও অনাদৃত অবস্থায় 'শূদ্র' নামে পরিচিত। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-সংস্কার ব্রাহ্মণতা হইতে জীবকে বিচ্যুত করে। শাস্ত্র-বিরোধী গৌড়ামিল-সেবায়-সম্প্রদায় কুবেরপুরীতেই হউক, কৈলাসপুরীতেই হউক অথবা অমরাবতীতেই হউক, 'মহাসম্মেলন' নাম দিয়া অসংখ্য সভা-সমিতি করিলেও সত্য পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। সুতরাং মনোধর্ম্মীমাত্রেরই ভাগবতী দীক্ষার দ্বারা পারমার্থিক ব্রাহ্মণতাপ্রাপ্তির অস্বীকার করিবার দুঃসাহসের অধিকার নাই। গোড়ার গলদ লইয়া গৌড়ামিল দিতে গেলে নিরন্বিকল্প ব্রাহ্মণক্রবত্বে পরিণত হইবে। মহাভারত প্রভৃতি কোহুলশাস্ত্রও তাহাদিগকে বলিয়া দিবে যে, বৃত্ত-বর্ণবিচার ও লাক্ষণিক বর্ণবিচার সর্ব্বতোভাবে বৈজ-বর্ণবিচারের উপরিস্থিত। দুর্ব্বীতজাত সন্তানগণ অনেক সময় বৈধবর্ণজাত বলিয়া আত্মস্থাপন করেন, কিন্তু তাঁহাদের উক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য হইতে দূরে।

কাশীর গৌড়ামিল-সেবায়-সভা গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্তই গৌড়ামিল-ভিত্তিতে গঠিত। যাঁহারা সকলেই বা তন্মধ্যে অনেকেই ভগবদ্বিদ্বেষী, তাঁহাদের জাতিগত পরিবর্ত্তনের কথা ভাগবত শাস্ত্র বলিয়াছেন। তাঁহারা—"ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ" প্রমাণ-বাক্যের স্থান অধিকার করিয়াছেন। তজ্জন্যই আমরা বলি—অনধিকারক-ব্রাহ্মণক্রব-গৌড়ামিল-সম্মিলনী, কতিপয় গলাবাজী ও কাজের কথায় মুকবিয়ানা প্রভৃতি মূর্খ সমাজেই শোভা পায়। সনাতন-ধর্ম্মবাদিগণের বিদ্বৎসভায় উহার মূল্য অল্পকর্ষকমাত্র। সুতরাং ঐ সভা কেবল কেলেঙ্কারী করিয়াছেন এমন নহে, অধিকন্তু গৌড়ামিল-আশ্রয়ে কেলেঙ্কারী করিয়াছেন। বঙ্গবাসী সাময়িক পত্রও এই গৌড়ামিল-সম্প্রদায়ের বাহাদুরী লইয়াই ব্যস্ত। যেহেতু তাহাদের প্রেসের পত্তিতটী কোনও অভিসন্ধিমূলে ঐ সভার পক্ষীভূত। শাস্ত্রের সহিত বিরোধ করিয়া গায়ের জোরে ভাগবতসম্প্রদায়ের সহিত সমতা করিতে গেলে স্বার্থহানির অভিসন্ধিনা ধরা পড়িয়া যাইবে। প্রাকৃতসহজিয়া কখনই বিষ্ণু-ব্রাহ্মণ বা ভাগবত হইতে পারে না। শাস্ত্র বলেন, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও ভাগবত—ইঁহাদিগকে অবমাননা করিতে নাই। যাঁহারা ব্রাহ্মণক্রবকে 'ব্রাহ্মণ' সাজাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণবক্রব ও ভাগবতক্রবগণের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও ভাগবতের কথা কখনই মূলা শাস্ত্রপ্রতিকূল তর্কবিতর্ক হইতে পারে না। ভাগবতগণের বিরোধী-বৈষ্ণবী ভক্তিযোগ হইতে বিচ্যুত হইয়া ব্রাহ্মণক্রব হইয়া পড়েন। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবী ও ভাগবতের সহিত বিরোধ করিতে গিয়া প্রহ্লাদনন্দই ও বৈষ্ণবদ্রুই হন। তখন আর তাঁহারা নিজের ব্রাহ্মণতা বা বৈষ্ণবত্ব রক্ষা করিতে পারেন না। ভাগবতক্রব অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের ধামাধরা হইলে তাঁহাদের নিজত্ব বিক্রয় করার অপরাধে দণ্ডিত হইয়া পড়েন।

এই গৌড়ামিল-সভায় আর একটী লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, বঙ্গদেশবাসী গৌড়ামিলক্রব-সম্প্রদায় ইহাতে যোগদান করিবার অধিকার পান নাই। স্মার্ত্তের বিচারে উহারা বর্ণ-ব্রাহ্মণতার আবাহন করায় এবং অবরবর্ণের ব্রাহ্মণতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার—ইঁহাদিগের কীর্ত্তন শোনা যায় নাই। এই স্মার্ত্তকথিত বর্ণব্রাহ্মণগুলি অস্পৃশ্যতোষ, অভোজ্যান্ন-দ্বিজের সহিত ন্যূনাধিক সংশ্লিষ্ট বলিয়া স্মার্ত্তবিচারের ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলনে আহূত হন নাই। কেহ আহূত হইলেও ইঁহারা উচ্চকণ্ঠে শাস্ত্রীয় বিচারে কোন এক পক্ষ সমর্থন করিবার অধিকার পান নাই। তবে পঞ্চোপরাচার্য্য মায়াবাদীর গুরু হইলেও উঁহাদের শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের সহিত উঁহারা সংশ্লিষ্ট নন। কিন্তু শ্রীনাথদ্বার এবং বোম্বাইএর শ্রীবল্লভ-অধস্তনগণও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ায় স্ব-স্ব-ব্রাহ্মণ-গৌরব ও পবিত্রতা সংরক্ষণে অসমর্থ হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে আচার্য্যের আসনে উপবিষ্ট করাইয়া মত সংগৃহীত হওয়ায় বঙ্গদেশীয় ভাগবতাচার্য্য-সন্তানগণের অপমান করা হইয়াছে, ইঁহাদের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান থাকিলে ভক্তিবিদ্বেষী স্মার্ত্তের পদাবলেহন-পূর্ব্বক বাঁচিয়া যাইত। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুশীলনের অভাবেই আজ এইরূপ ধৃষ্টতার প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হইয়াছেন কতিপয় বর্ণব্রাহ্মণ। আমরা তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। একদিন প্রভু নিত্যানন্দ ও প্রভু অদ্বৈত মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আনুগত্যে ভারতবর্ষে সত্যধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন; আর আজ কাহার কল্পিতরূপে সেই পরিচয়ের অপব্যবহারে আমাদের কলঙ্ক রাখিবার আর স্থান নাই। শ্রীনিত্যানন্দ

শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতের অনুপ পরিচয়ে পরিচিত হইয়াও যে অপরাধে অপরাধী হইয়াছি, সেই অপরাধ ঘোষাই ও নাথদ্বারের শ্রীবল্লভের অধস্তনগণেরও আছে, কিন্তু তাঁহারা অনুত হইলেন, আর স্বদেশবৎসল নিমাইক অনাদরের বোঝা—কলঙ্কের বোঝা নিজ ঘাড়ে চাপাইয়া লইলেন! ধন্য নিমাইকের স্বদেশপ্রেম। ধন্য তাঁহার বিশ্বের প্রতিষ্ঠা! এখনও মিশ্রীকের সীতার পাতালপ্রবেশস্থান অন্তর্হিত হয় নাই।

আসাম-প্রদেশে শ্রীল প্রভুপাদ

শিলং শৈলে

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩শ সংখ্যার পর]

কুমার—ত্রিদণ্ডের কথা কোথায় আছে?

প্রভুপাদ—ত্রাধ্যানোপনিষৎ, হারীতসংহিতা, মনু-সংহিতা, সাত্বতসংহিতা, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, চরিতামৃত, উপদেশামৃত, একাদশীতত্ত্ব, তাৎপর্য্যদীপিকা প্রভৃতি শাস্ত্রের সর্ব্বত্র ত্রিদণ্ডবিধানের কথা আছে। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসই ভক্তিমার্গে বিধেয়। শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীধরস্বামী, শ্রীলক্ষ্মীধরের রামানুজাদি প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অষ্টোত্তরশতনামী ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসের অন্তর্গতই হংসনামী-সন্ন্যাস।

কুমার—শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের উল্লেখ আছে?

প্রভুপাদ—হাঁ, শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধের ২০শ অধ্যায়ে অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতি রহিয়াছে। আমরা অবন্তীতে ত্রিদণ্ডি ভিক্ষুর স্থান দর্শন করিয়া আসিয়াছি। সেখানে আমাদের 'ত্রিদণ্ডী মঠ' স্থাপনের প্রস্তাব আছে।

কুমার—শ্রীচরিতামৃতের কোথায় ত্রিদণ্ডের উল্লেখ আছে?

প্রভুপাদ—মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণানন্তরের অব্যবহিত পরে আপনাকে 'ত্রিদণ্ডী' বলিয়া অভিমান করিবার আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক তিন দিবস ত্রিদণ্ডিভিক্ষু-গীতি গান করিতে করিতে রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

"প্রভু কহে,—সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্ব্বারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ॥
সেই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া॥"

যাঁহারা কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবার্থ দণ্ডিত করিয়াছেন, তাঁহারাই ত্রিদণ্ডী ও গোস্বামী।

"বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥"
(মনু ১২।১০)

ত্রিদণ্ডমূলং হি পুমান্ সমাচরেৎ
শনৈঃ শনৈরুজ্ঝিতমূর্ত্যপেক্ষঃ।
সন্ধূয় সংসার-সমস্ত-বন্ধনাৎ
স যাতি বিষ্ণোরনৃতাত্মনঃ পদম্॥
(হারীত সংহিতা ৬।২০)

একধারা দিবাদণ্ড শিখী যজ্ঞোপবীতবান্।
কমণ্ডলুকরো বিদ্বাংস্ত্রিদণ্ডো যাতি তৎপরম্॥
(পদ্ম পুঃ স্বর্গখণ্ড আদি ৩১শ অঃ)

শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
স পবিত্রঞ্চ তাম্রাণী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা॥
(স্কন্দপুরাণ হতসংহিতা)

[যাঁহার বাগ্দণ্ড, মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড—বুদ্ধিতে নিহিত, তিনিই যথার্থ ত্রিদণ্ডী। যে ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি সমস্ত হইতে ইন্দ্রিয় সমূহকে উদাসীন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিশ্চিন্তভাবে এই প্রকার আচরণ করেন, তিনি সমস্ত সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অনৃতাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন। একদণ্ড বা দ্বিদণ্ড-পরিধারী,

শিখাযুক্ত, যজ্ঞোপবীতযুক্ত এবং হস্তে কমণ্ডলুযুক্ত বিদ্বান্ ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসী সেই শ্রেষ্ঠপুরুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হন। ত্রিদণ্ডী ষষ্ঠী শিখা রাখিবেন, যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন এবং কমণ্ডলু গ্রহণ করিবেন। তিনি কাষায় বস্ত্র পরিধান করিবেন এবং পবিত্র থাকিয়া সর্ব্বদা গায়ত্রী জপ করিবেন।]

একাদশীতত্ত্বে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিঞ্চৈব ত্রিদণ্ডিনম্।
নমস্কারং ন কুর্ব্বাণস্তেষামেব ব্রতী ভবেৎ॥"

দেবতার প্রতিমা এবং ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যদি কেহ নমস্কার না করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির উপবাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

কুমার—আমাদের উপনিষৎ প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের অনুমত গ্রন্থ।

প্রভুপাদ—শঙ্করাচার্য্য বেদের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া কি বেদও শাঙ্করিক হইয়া গেল? আজকাল বেদের ব্যাখ্যা মোক্ষমূলার, পল্লোকগত রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রভৃতি করিয়াছেন বলিয়া কি বেদ ম্লেচ্ছ ও শূদ্রের বলিতে হইবে? নর্ম্মদার জল ও গঙ্গার জল পরস্পর পৃথক্ বটে, একটী অপবিত্র, অস্পৃশ্য, আর একটী পরম পবিত্র ও পরম পাবন। নর্ম্মদার জল গঙ্গায় পড়িলে তখন ত' আর কেহ তাহাতে ভেদ দর্শন করেন না। যদি হৃদয়ে নিষ্কপট ভগবৎসেবার উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক বস্তুর দ্বারাই হরি-সেবা করা যায়। আর কপটতা থাকিলে শালগ্রামের ঘরে প্রবিষ্ট হইয়া শালগ্রামের সেবার পরিবর্ত্তে তাঁহার নৈবেদ্য চুরী বা শালগ্রাম দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া খাইবার প্রবৃত্তি হয়। কামস্কাট্কা, লাপ্‌লেণ্ডের লোক হইলে না কেন, যদি তাহার নাস্তিকতা-বুদ্ধি বিদূরিত করিয়া তাহাকে ভগবৎসেবাপরায়ণ করা যায়, তাহা হইলে কি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে? আমরা মহাপ্রভুর সেবকসূত্রে সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর নাম প্রচার করিব। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

এখন মনে করুন, যদি মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বা তাঁহার অনুগত সম্প্রদায় সমুদ্র পার হইবার ব্যবস্থা না দেন বা সমুদ্র পার হইলে জাতি যাইবে বলেন, তাহা হইলে কি আর ভগবদ্ভক্তির প্রচারকগণ মহা-প্রভুর কথা প্রচার করিবেন না? মহাপ্রভুর আদেশ পালন না করিয়া মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট-পালন-সেবা করিবেন না? বৈষ্ণবগণ ত' ওরূপ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বিচারের অধীন নহেন, তাঁহারা কাহার জন্মে কিম্বা পর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিতে কখনই প্রস্তুত নহেন। বৈষ্ণবের বিচার স্বতন্ত্র। মহাপ্রভু সকলকে বৈষ্ণব করিয়াছেন—অনন্তাচার্য্য বৌদ্ধ, পাঠান, যোগল, স্মার্ত্ত, সকলকেই তাহাদের নিজরূপের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়া নিত্য ভাগবতধর্ম্মে দীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক তাহাদের পারমার্থিক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। Godhead per Excellence শ্রীচৈতন্যদেব—ইহা জগতের লোক জানে না। ক্রমে ক্রমে শ্রীচৈতন্যের কথা যাহাতে জগতের সমস্ত লোক জানিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিব—অচিরেই ৫০ লক্ষ লোক আসিতেছেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর কথা জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিবেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অনন্য মতবাদীর প্রেমের উত্তর প্রদান করিয়া ভাগবতধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন, আবার চৈতন্যবিরোধ-কল্পে বর্ত্তমানে যে সকল নূতন নূতন অচৈতন্য মতবাদ সৃষ্ট হইতেছে, সেই সকল প্রশ্নের সমাধানও আমাদিগকে করিতে হইতেছে, চৈতন্যদেবের কথার অনুকূলে ও অনু-সরণে। একদিন কতকগুলি স্মার্ত্তকুলের লোক বাদুনাচার্য্যকে আক্রমণ করিয়াছিল, বাদুনাচার্য্য আগম-প্রামাণ্যে সেই সকল স্মার্ত্তমতকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছিলেন। যেদিন শ্রীগৌড়ীয় মঠে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, পীযূষ বাবু ও মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের পুত্র জীব ন্যায়তীর্থ (এম্. এ) আসিয়াছিলেন, সেইদিন তাঁহাদিগকে আগম-প্রামাণ্যের বিচার শুনাইয়াছিলাম।

কুমার—মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন একদিন বলিয়াছিলেন "শাস্ত্রা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে", একমাত্র শাস্ত্রমতই ব্রাহ্মণ। আর একদিন কাশীতে আমি একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম, তাহাতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ইঁহারা ক্ষত্রিয়, সুতরাং ইঁহারা কখনও ব্রাহ্মণের উপাস্য হইতে পারেন না।

প্রভুপাদ—"শাস্ত্রে এই বিধান আছে" একথাই ত' ঠিক. তবে সে শাস্ত্র কখনই মুখোড়ের বিচারগুলো শাস্ত্র বা মেথরানীদেরকে ব্রাহ্মণভোজী শাস্ত্র নয়; গোপীর অনুগত শাস্ত্র, চিচ্ছক্তির সেবক শাস্ত্রগণই ব্রাহ্মণ। সে ত' আমাদের পক্ষের কথা। চিচ্ছক্তির সেবক শাস্ত্রগণই ত' ব্রাহ্মণ—বৈষ্ণব। কামগায়ত্রীর উপাসক শাস্ত্রগণ ব্রাহ্মণব্রুব নহেন, তাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণতা। শুদ্ধ পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা তাঁহাদেরই—আর স্মৃতির বিচারে অপরে ত'—

"অতস্তাঃ পুত্রকন্যা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
জোষাগমনমার্গেণ শুদ্ধি র্নৈতেষু শাস্ত্রতঃ॥"
এতদর্থং পার্শ্বি বিধিবাক্যান্যেকাং বৈষ্ণবি ন ব্রাহ্মণঃ।
এতদর্থং পার্শ্বিবিধিবাক্যান্যেকাং বৈষ্ণবি ন ব্রাহ্মণঃ॥
ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেভ্যো ভাগবতা যতঃ।
সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে॥
ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যো একান্তেকো বিশিষ্যতে॥

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সহিত যে ইতর দেব ও মনুষ্যের সাম্যবুদ্ধি, তাহাই নরকপ্রদানের বুদ্ধি। পূর্ণদিক যেরূপ স্বতঃপ্রকাশ সূর্য্যের জননী নহে, সেইরূপ কোন কুল বা জাতি বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের উৎপত্তির কারণ নহে। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতিকে ক্ষত্রিয়, মৎস্য-কূর্ম-বরাহ বা পশু মনে করিলে কিংবা ঠাকুর হরিদাস, রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল সনাতন-শ্রীরূপ-রঘুনাথ গোস্বামী প্রভু, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, নরোত্তম প্রভু, শ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণবগুরুকে অন্যান্য মুসলমান, কায়স্থ, সুবর্ণবণিক বা লৌকিক ব্রাহ্মণাদ্যের অন্তর্গত মনে করিলে সূর্য্যকে পূর্ব্বদিকের পুত্র বলিবার ন্যায় মূর্খতা এবং তৎসঙ্গে পাষণ্ডতা হয়। নরমাংস-ভক্ষণ-ত্যাগ জানা থাকিলে বৈষ্ণবকে ক্ষেত্র, শূদ্র বা কর্ম্মমার্গীয় অন্যবর্ণপাল লৌকিক ব্রাহ্মণ বলিবার ইচ্ছা হয় না। কাহারও যাতা তাহার বৈষ্ণবাবস্থার নিকৃষ্টে উদয় থাকিত, যখন সে কাপড় পরিতে শিখিয়াছে এবং তাহার বিবাহ ও পুত্র হইয়াছে, তখন যদি পুত্রগণ মাতৃসেবীর প্রতি বৈষ্ণবকালের অবস্থা স্মরণ করিয়া নিজ মাতাকে উলঙ্গিনী বলে, তাহার বিচার যেরূপ সভ্যসমাজে বিগর্হিত হয়, তদ্রূপ কোনও ব্যক্তি-বিশেষের ভাগবতী দীক্ষা লাভের পরেও যদি কেহ সেই ব্যক্তি-বিশেষকে তাঁহার ভাগবতী দীক্ষালাভের পূর্ব্ব অবস্থার সহিত সমান মনে করে, তবে সেই ব্যক্তি নিজ মাতাকে উলঙ্গিনী বলিবার চেষ্টাপাল বালকের ন্যায় শিষ্ট সমাজে নিন্দিত হয়।

কুমার—আপনিই বর্ত্তমান যুগে সত্য সত্য কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ, মায়াবাদ প্রভৃতি ভাগবতধর্ম্মবিরোধী মতবাদ নিরাস করিয়া শিক্ষিত সমাজে মহাপ্রভুর বিমল প্রেম-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। আজ আমরা ধন্য। আপনার ন্যায় মহাপুরুষের পদধূলি আমাদের ন্যায় হীনচেতা, বিষয়-কর্দ্দমলিপ্ত গৃহীর ক্ষুদ্র কুটীরে পতিত। আজ গৃহ পবিত্র হইল—মহাতীর্থ হইল—আমরা ধন্য হইলাম।

পরমভাগবত কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় (প্রাক্তন) এম, এ, মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে অনেক-বিষয়ের সুমীমাংসা শ্রবণ করিবার পর প্রভুপাদের পাদপদ্মে ভূলুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন,—"I came to scoff, but remained to pray." বেলা অধিক হইতে চলিল দেখিয়া আচার্য্যোত্তম শ্রীল কৃষ্ণ-বিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় অনেক চেষ্টায় প্রভুপাদকে কিছু-কালের জন্য হরিকথা হইতে স্থগিত রাখিয়া মোটরযানে আরোহণ করাইলেন। প্রাক্তন কুমার মহোদয় প্রভুপাদকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য প্রভুপাদের অনুগমন করিলেন এবং প্রভুপাদ গাড়ীতে আরোহণ করিয়াও তাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হইয়া কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রাক্তন মহাশয় সেই সময় হৃদ্বেদনায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। হৃদ্বেদনা যে কিরূপ কষ্টদায়ক, তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অপরে বোঝে না। কিন্তু তথাপি তিনি পরম সহিষ্ণুতার সহিত বিনিদ্রিতিতে প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

[পূর্বপ্রকাশিত ১৭শ সংখ্যার পর]

২। অনেক জাতি-বৈষ্ণব ও অনেক জাতি-গোস্বামীর অপস্বার্থমূলে যথেচ্ছাচারিতা প্রামাণিক কার্য্য নহে। 'মন্ত্র' মননধর্ম হইতে ত্রাণ করেন, সুতরাং মনোধর্ম্মের দ্বারা মন্ত্রকে ভাঙ্গা-গড়া যায় না। মনোধর্ম্মী জীবের করিত, পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত শব্দবিন্যাস শাস্ত্রীয় মন্ত্র নহে। বাতব্যাধা ঝাড়িবার মন্ত্র, সাপের মন্ত্র বা ধাতের মন্ত্রের সহিত বিষ্ণুমন্ত্রের পার্থক্য আছে; অধিক কি, প্রাকৃত সর্প-ব্যাঘ্রাদির মন্ত্রও যদি অনুপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা চালিত বা কোনপ্রকারে উহার অসম্বিকলতা-দোষ ঘটে, তাহা হইলে বিষে বিপরীত ফল হইয়া থাকে; আর ভগবন্মন্ত্রে যে মনোধর্ম্মী জীববিশেষের দ্বারা বিপর্য্যস্ত (?) হইলে বিপরীত ফল প্রসব করিবে অর্থাৎ অনর্থের প্রাবল্য জন্মাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? দ্বিতীয়তঃ, অনধিকারী জাতি-বৈষ্ণব ও জাতি-গোস্বামিগণ নিজেরাই দীক্ষিত অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ করেন নাই, তাঁহারা কি করিয়া অপরকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিবেন? নিত্যমুক্ত, নিত্য দীক্ষিত বৈষ্ণব-গুরু ব্যতীত অপরে মন্ত্র প্রদান করিবার অধিকারী নহে। ব্রাহ্মণ-ক্রব জাতি-গোস্বামিগণ যদি আপনাদিগকে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের অনুকরণে বা গতিকভাবে কোন প্রকারে তাঁহাদের আশ্রয় পাইবার জন্য আপনাদিগকে 'ব্রাহ্মণ' মনে করিয়া শিষ্যবর্গকে শূদ্র বিচার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের 'ভণ্ড' পাতিত্যই ঘটিল; তাঁহারা স্মার্ত্তগণের বিচারেও নিন্দিত, অস্পৃশ্যতার, অভোজ্যান্ন, 'বর্ণ-ব্রাহ্মণ' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইলেন। আর শ্রীহরিভক্তিবিলাস যখন বিষ্ণুযামল বাক্য উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন যে—

"অতস্ত্বাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥"

তখন ব্রাহ্মণ-ক্রবগণেরই বা শুদ্ধি কোথায়? দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ-ক্রব নহেন বলিয়াই কি তাঁহাদিগকে অব্রাহ্মণ মনে করিতে হইবে? বৈষ্ণবগুরু দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে কখনও অব্রাহ্মণ জানেন না। কিন্তু স্মার্ত্তগণ বৈষ্ণবের বিচারে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট নহেন বলিয়াই নিরপরাধের জন্য দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে অদীক্ষিতের সহিত সমান মনে করেন; কিন্তু বৈষ্ণব স্মার্ত্তপ্রবর শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ বলেন, দীক্ষিত ব্যক্তির ব্রাহ্মণতা বাধাতামূলক আনুষঙ্গিক ব্যাপারবিশেষ। এই বিষয়টী প্রশ্নকর্ত্তার অন্য প্রশ্নে গৌড়ীয়ের পরবর্ত্তী সংখ্যায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা হইবে। দীক্ষা-প্রভাবে পুরুষ যখন দ্বিজত্ব লাভ করিলেন, তখন তাঁহার বেদপাঠে নিশ্চয়ই অধিকার আছে এবং প্রণব উচ্চারণেও তাঁহার অধিকার লাভ হইয়াছে। শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে দীক্ষিত বৈষ্ণবমাত্রেরই প্রণব-উচ্চারণে অধিকার দৃষ্ট হয়। অথচ শঙ্করাচার্য্য শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ তাহা উল্লেখ করিয়া দীক্ষিত ব্যক্তির প্রণব, যাহা উচ্চারণে অধিকার জানাইয়াছেন। বৈষ্ণব-সমূহের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের নিত্য অধিকার দীক্ষিত পুরুষেরই আছে, ব্রাহ্মণ-ক্রব জাতি গোস্বামী—যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতপাঠকে পণ্য-ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভাগবত-পাঠে অধিকার নাই। সনাতন গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—দীক্ষিতব্যক্তির উপবীত ধারণ, নিত্য শালগ্রামপূজা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কর্ত্তব্য—

(ক) "বাসুদেবাঃ সাবিত্র্যাদি-বিধিকরা ভগবন্মন্ত্রবিধয়-কারাচ্চ দ্বানি একপাদি ব্রহ্মেণ যজ্ঞোপবীত-করণপু-ধারণাদীনি তথা তুলসীমালা-মুদ্রাদি-ধারণাদীনি।"

(খ) "ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীনৃসিংহোপাখ্যানে বর্ণব্যবস্থাপি শ্রীশালগ্রাম-শিলাপূজনমূলং। ... অথাচারশ্চ সকলং মথুরাদেশেষ্বিহ বিশেষতো দক্ষিণদেশে চ মহত্তরানাং শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রমাণমিতি দিক্।"

(গ) "শ্রীভাগবতপাঠাদাবপ্যধিকারো বৈষ্ণবাদ্যাৎ প্রতীয়তে।"

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকটীও আলোচ্য—

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥" (ভাঃ ৩।৩৩।৭)

৩। শাস্ত্রে জবাপুষ্প ও বিল্বপত্রের দ্বারা বিষ্ণু পূজার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়, তবে শুক্লজবা ও অক্ষতবর্ণ জবার কথাই বিষ্ণু পূজায় উক্ত হইয়াছে।

সদাশিব বিষ্ণুর ও লক্ষ্মীদেবীর পূজায় বিল্বপত্রের ব্যবহার-বিধি আছে। লক্ষ্মীদেবীর পূজায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া বিল্বপত্রকে "শ্রীপত্র" বলে। তুলসী পত্রের দ্বারা শ্রীহরির অর্চনাই প্রশস্ত ও মুখ্যবিধি, কারণ নিবপত্র হইতে শ্রীতুলসীপত্র শ্রেষ্ঠ ও সর্বতোভাবে হরিপ্রিয়, ইহা বিল্বপত্রের মাহাত্ম্য প্রকরণেই উক্ত হইয়াছে।

জবাপুষ্প সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের উদ্ধৃত প্রমাণ—

বিষ্ণুরহস্যবাক্যম্—

"সমূলৈর্জবাপুষ্পৈরর্চ্চয়েদ্ যো জনার্দ্দনম্।
মুক্তিমাপ্নোতি সর্ব্বাসাং বীতশোকো বীতসংশয়ঃ॥
জবাপুষ্পৈঃ পুমান্ ভক্ত্যা সংপূজ্য পুরুষোত্তমম্।
উত্তমাং গতিমাপ্নোতি প্রলয়ে সকলৈঃ সহ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ৭ বিঃ ৩৭)

টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

'সমূলৈঃ শুক্লৈঃ'।

বিল্বপত্র সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত শাস্ত্রবাক্য—

আদিত্যে—

"বিল্বপত্রং শমীপত্রং পদ্মং কুবলয়ঞ্চ চ।
তুলসীপত্রকং হরেঃ সপ্তৈতানি সমানি তু॥"

স্কান্দে—

"সকৃদর্চ্চ্য গোবিন্দং বিল্বপত্রেণ মানবঃ।
হরির্দ্দদাতি কল্পং তস্মৈ সকলদৈবতৈঃ সুদুর্লভম্॥
বিল্বপত্রেণ যে দেবং কার্ত্তিকে কলিমর্দ্দনম্।
পূজয়ন্তি মহাভক্ত্যা মুক্তিস্তেষাং ময়োদিতা॥"

বিষ্ণুরহস্যে—

"সকৃদর্চ্চ্য গোবিন্দং বিল্বপত্রেণ মানবঃ।
মুক্তিভাগী নিরাতঙ্কঃ কল্পকাদুচরো ভবেৎ॥"

নারসিংহে—

পদ্মাদপি সুপুণ্যানি হরিপ্রীতিকরাণি চ।
প্রবক্ষ্যামি নৃপশ্রেষ্ঠ শৃণুষ্ব সকলো মম।
অপামার্গঞ্চ প্রথমং কুশরাজং ততঃ পরম্॥
ততস্তমালপত্রঞ্চ ততশ্চ শমিপত্রকম্।
দূর্ব্বাপত্রং ততঃ শ্রেষ্ঠং ততোঽপি তুলপত্রকম্।
তস্মাদাময়কং শ্রেষ্ঠং ততো বিল্বস্য পত্রকং।
বিল্বপত্রাদপি হরেস্তুলসীপত্রমুত্তমম্॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ৭বিঃ ৬৬, ৬৭)

শক্তি-শিবাদি দেবতাগণ শ্রীহরির সেবকতত্ত্ব বলিয়া তত্তদ্বিধানাদি ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে পূজা গ্রহণ করেন না। শ্রীহরির নির্ম্মাল্য ব্যতীত অপর বস্তু তাঁহাদের প্রীতিকর হয় না। শক্তি বা শিবের যে জবা বা বিল্বপত্রাদিতে প্রীতি দেখা যায়, তাহাও বিষ্ণু সেই সকল বস্তু স্বীকার করেন বলিয়া। যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে স্কন্দপুরাণ-ধৃত শিব-বাক্য—

"বিল্বপত্রৈরবৈশ্চ সকৃদেবং প্রপূজ্য বৈ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো মম লোকে স তিষ্ঠতি॥"

যিনি অখণ্ড বিল্বপত্রের দ্বারা একটীবারমাত্র শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, তিনি নিখিল পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মদীয়ধামে (শিবলোকে) অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়বস্তু দ্বারাই বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। শ্রীতুলসী বিষ্ণুর অত্যন্ত বল্লভা, সুতরাং শুদ্ধভক্তগণ মিশ্রভক্তগণের অধিকারোচিত আচার গ্রহণ না করিয়া শ্রীভগবানের একান্ত প্রিয় উপকরণের দ্বারাই বিষ্ণুর পূজা করেন। সর্ব্বদেবতার প্রাণ, সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা বিষ্ণুর জবা-বিল্বপত্রাদি দ্বারা অর্চ্চন-বিধান প্রদর্শন করিয়া বিদ্ধ ও মিশ্র অধিকারিগণের দেবতান্তর-পূজা-নিষ্ঠা পরিত্যাগ করান হইয়াছে।

শুদ্ধ শ্রাদ্ধ

বিগত ২৫শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার দিবস মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মধুরানিবাসী গুরুগৌরাঙ্গৈকপ্রাণ, শুদ্ধভক্তির প্রতি একান্ত অনুরাগী, পরমভাগবত স্বধামগত শ্রীল ত্রিবিক্রম পুরুষোত্তম দাস অধিকারী মহাশয়ের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া তদীয় সুযোগ্য পুত্র বৈষ্ণব-স্মৃতির ব্যবস্থানুসারে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবক শ্রীযুক্ত রাসগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের পৌরোহিত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৭ই পৌষ, ১৩৩৫, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯২৮ | ১৯শ সংখ্যা

কুরুক্ষেত্র-সূর্য্যোপরাগে প্রভুপাদ

(৫)

পূর্ব্বকালে কুরু নামক রাজর্ষি এই ক্ষেত্রের কর্ষণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহার নাম 'কুরুক্ষেত্র' হইয়াছে,—

"পুরা চ রাজর্ষিবরেণ ধীমতা, যদুনি বর্ষাণ্যধিতেন তেপসা।
প্রকৃষ্টমেতৎ কুরুণা মহাত্মনা, ততঃ কুরুক্ষেত্রমিতীহ পপ্রথে॥"

(ভারত, শল্য ৫৩।২)

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ৭।৩০, শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথ-ব্রাহ্মণ ১১।৫।১।৪, কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র ২৪।৬।৩৪, পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণ, শাঙ্খায়নব্রাহ্মণ ১৪।১৩।১২, তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৫।১ প্রভৃতি বৈদিকগ্রন্থেও কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ আছে।

"কুরুক্ষেত্রে বৈ দেবা যজ্ঞং অযজন্ত।"

(শতপথব্রাঃ ৪।১।৫।১৩)

ইহার অপর নাম সমন্তপঞ্চক শ্রীমহাভারতে উক্ত হইয়াছে—

"প্রজাপতেরুত্তরবেদিকায়াং সনাতনী যাম সমন্তপঞ্চকম্।
সমীক্ষিতে যত্র পুরা দিবৌকসো বরেণ সত্রেণ মহাবরপ্রদাঃ॥"

(শল্য পর্ব্ব ৫৩।১)

যে গ্রাম "সমন্তপঞ্চক ব্রহ্মার উত্তরবেদি বলিয়া উক্ত হয়। যেখানে পূর্ব্বে মহাবরপ্রদ দেবতাগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

"উত্তরেণ দৃষদ্বত্যা দক্ষিণেন সরস্বতীম্।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিপিষ্টপে॥
ব্রহ্মবেদী কুরুক্ষেত্রং পুণ্যং ব্রহ্মর্ষিসেবিতম্।
তরন্তুকারন্তুকয়োর্যদন্তরং রামহ্রদানাঞ্চ মচক্রুকস্য চ॥
এতৎ কুরুক্ষেত্র সমন্তপঞ্চকং।" (বন পঃ ৮৩।২৫, ২৬)

দৃষদ্বতীর উত্তরে ও সরস্বতীনদীর দক্ষিণে পুণ্যপ্রদ ব্রহ্মর্ষি-সেবিত ব্রহ্মবেদী কুরুক্ষেত্র। যে কুরুক্ষেত্রে বাস করে, সে স্বর্গলোকে বাস করে। তরন্তুক, অরন্তুক, রামহ্রদ ও মচক্রুক এই সমুদায়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানই কুরুক্ষেত্র সমন্তপঞ্চক।

কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে এই ব্রহ্মবেদী কুরু-ক্ষেত্রই মনুপ্রোক্ত 'ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ'। Cunningham's Arch. Sur. Repts. Vols. II. P. 215; XIV. P. 87.)

আবার কেহ কেহ মনুসংহিতার নিম্নলিখিত উদাহরণ উল্লেখ করিয়া বলেন, ব্রহ্মাবর্ত্ত ও কুরুক্ষেত্র এক নহে,—

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যো র্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ ২১৭॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥" (২।১৮)

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী—এই দুই দেবনদীর মধ্যে যে দেব-নির্ম্মিত প্রদেশ আছে, তাহাকে 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' কহে। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল ও শূরসেনক এই সকল ব্রহ্মর্ষি দেশ, এই ব্রহ্মর্ষিদেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে ভিন্ন।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ-ঘটনার বহু পূর্ব্ব হইতেই কুরুক্ষেত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, ইহা পৃথিবীর সর্ব্বাদিগ্রন্থ ঋগ্বেদের প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

সরস্বতীর তীরে সুধাতনয়া তপতীর গর্ভে কুরুনামে যে রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই কুরুক্ষেত্রপতি—

"তপত্যাং সুধাকন্যায়াং কুরুক্ষেত্রপতিঃ কুরুঃ।"

(ভাঃ ৯।২২।৪)

চীন পরিব্রাজক বলেন যে, তিনি যে সময় কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন, সেই সময়েও ধর্ম্মক্ষেত্রে যুদ্ধ বীরগণের অস্থি-রাশি বিদ্যমান ছিল। তিনি থানেশ্বরের উত্তরপশ্চিমে অনতিদূর পৌত্তরাজ অশোক নির্ম্মিত ৩০০ ফুট উচ্চ একটী স্তূপস্তূপ দর্শন করিয়াছিলেন। তৎপরে এই স্থান কাম্বকুব্জ-ব্রাহ্মণগণেরই অধিকারভুক্ত ছিল, ইহা কাম্বকুব্জব্রাহ্মণগণের সময়ে লোদিত পৃথূদক হইতে প্রাপ্ত শিলাফলকাদি হইতে অবগত হওয়া যাই।

মাহ্মুদ গজনী থানেশ্বর আক্রমণ করিয়া নানাপ্রকার অত্যাচার ও বহু দ্রব্য লুণ্ঠন করেন। ১০৪৩ খৃষ্টাব্দে বিধর্ম্মীর কবল হইতে কুরুক্ষেত্রের উদ্ধার সাধন হয়। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীরাজের গৌরব-রবি অস্তমিত হইলে কুরুক্ষেত্র ও সরস্বতী-প্রবাহিত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড মুসলমানের অধিকারভুক্ত হয়। মুসলমানগণের আধিপত্যকালে কুরুক্ষেত্রের অনেক পুণ্যতীর্থ লুপ্ত এবং অধিকাংশ দেবালয় বিধ্বস্ত হয়। সেই দারুণ বিপৎকালেও সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী জীবন তুচ্ছ করিয়া বহু দূরদেশ হইতে কুরুক্ষেত্রের পবিত্র তীর্থ সকল দর্শনার্থ আগমন করিতেন। তারিখ-ই ফাউজী নামক মুসলমান ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে,—'সিকন্দর লোদীর সিংহাসন-লাভের পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে স্নান করিবার জন্য একবার বহু তীর্থ-যাত্রীর সমাগম হয়, সিকন্দর তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করেন। তবকাৎ-ই-অকবরীর বর্ণনায় অবগত হওয়া যায় যে, আকবর একবার থানেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে কুরুক্ষেত্রের সরোবরতটে স্নানার্থ বহু সাধুসন্ন্যাসী প্রভৃতি উপলক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তীর্থযাত্রিগণ ব্রাহ্মণদিগকে বহু স্বর্ণ ও মণিরত্নাদি দান করিতেছিলেন।

আরঙ্গজেব কুরুক্ষেত্রের বৃহৎ সরোবরের মধ্যবর্ত্তী দীপা-কার স্থানে 'মোগলপাড়া' নামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, সেই দুর্গ হইতে বিধর্ম্মিগণ সমাগত তীর্থযাত্রীগণকে গুলি করিয়া বিনাশ করিত।

বিধাদগের অভ্যুদয়ে কুরুক্ষেত্রের তীর্থ ও প্রাচীন দেব-মন্দিরসমূহ বিধর্ম্মীর কবল হইতে উদ্ধার হইয়াছিল।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সর্ব্বশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। জাবালোপনিষদ্ বলিয়াছেন,—"ওঁ। বৃহস্পতি-রুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং যদমু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেব-যজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্। তস্মাদ্যত্র ক্বচন গচ্ছতি তত্রৈব মন্যেত তত্রবিমুক্তমেব ইদং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেব-যজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্। অত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে যেনাসাবমৃতী ভূত্বা মোক্ষী ভবতি তস্মাদেবমুক্তমেব নিষেবেত অবিমুক্তং ন বিমুঞ্চেদেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।" তাৎপর্য্য এই যে, সেই স্থানই কুরুক্ষেত্র—যে স্থানে ব্রহ্মা সমস্ত দেবতার সহিত যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের সেবাফলে জীব অবিদ্যা-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

বায়ুপুরাণে নিখিত আছে যে, সত্যযুগে সৃষ্টির আদিতে এই স্থানে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তখন হইতে এই স্থান ব্রহ্মসদন নামে পরিচিত হয়। ত্রেতাযুগে পরশুরাম ক্ষত্রিয়-শোণিত দ্বারা যখন পাঁচটী সরোবর পূর্ণ করিয়াছিলেন, তখন এই স্থান সমন্তপঞ্চক নামে অভিহিত হইত; দ্বাপরযুগে কুরুরাজা যজ্ঞ, দান এবং মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য এই স্থানে নিজ-শরীর ছিন্ন করিয়া এই ক্ষেত্রে বপন করিয়াছিলেন এবং এই স্থানে হল-চালনা করিয়াছিলেন। এইজন্য এই স্থানের নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে। কলিযুগের প্রারম্ভে তিনটী তীর্থ (ব্রহ্মহ্রদ, স্থানেশ্বর, রুদ্রকূপ, চিত্রসুখা এবং কুরুক্ষেত্র) বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই জন্য এই স্থান চারিযুগেই পরম তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। মহাভারতে স্বর্গত পীতোক্ত ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিমাত্রেরই হৃদয় অধিকার করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের ৮২ অধ্যায়ে সূর্য্যোপরাগক্ষণে দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণের আগমন এবং

বৃন্দাবনের বিরহব্যথিত অপ্রাকৃত পঞ্চরস-রসিকগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ও ব্যাকুলতা প্রেমিক ভক্তগণের হৃদয়ে কুরুক্ষেত্রের সর্ব্বোত্তম উদ্দীপন-বিভাবত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে।

কুরুক্ষেত্রের সীমা-নির্ণয়

যখন ব্রহ্মা এই স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই সময় চারিটী যক্ষ চারিদিকে অবস্থান করিয়া যজ্ঞভূমির চতুঃসীমা নির্দ্দেশ করিয়াছিল।

(১) ঈশানকোণে মৌজা রত্নগল পরগণা থানেশ্বরে রত্ন যক্ষের অবস্থিতি। (২) পূর্ব্ব-দক্ষিণকোণে সৈনক-গ্রাম পরগণা পানিপথে অরন্তুক যক্ষের অবস্থিতি। (৩) পশ্চিম-দক্ষিণকোণে রামরায় গ্রামে জীব নামক এলাকায় কলিন-যক্ষের অবস্থিতি এবং (৪) উত্তর-পশ্চিমকোণে যজ্ঞগ্রাম পাতিয়ালা এলাকায় বর্দ্ধিক বা বাসুকী যক্ষের অবস্থিতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই চারি যক্ষের অবস্থানের মধ্যবর্ত্তী ভূমি কুরুক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্রের কানন ও নদীর নাম

এই পবিত্রভূমিতে প্রসিদ্ধ সপ্ত কানন বিরাজিত। এই সকল স্থানে ঋষিগণ বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন। (১) কামবন—কমোদ পরগণা থানেশ্বরে, (২) অগ্নী-বন—আমিন গ্রামের নিকট। মহাভারতের যুদ্ধকালে এই স্থানে কৌরবগণের চক্রব্যূহ রচিত হইয়াছিল। অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু এই স্থানে নিহত হন। অগ্নী-বনের অপরাংশ আমিনগ্রাম। এই বনে অগ্নীকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, বামনকুণ্ড, সোমতীর্থ, গোমতীর্থ প্রভৃতি বহু তীর্থ বিরাজিত। (৩) বাসবন—বাসগ্রাম পরগণা কর্ণালে অবস্থিত। (৪) মধুবন—গ্রামমোহনা কৈথল পরগণায় অবস্থিত। (৫) ফলকী বন— কৈথল পরগণায় অবস্থিত, এই স্থানে রন্ত নামক একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে; আশ্বিনী সোমবতী অমাবস্যায় এই স্থানে বহুজন-সম্মেলন হয়। (৬) ধেনুবন—স্থান পরগণা কৈথলে অবস্থিত, (৭) সূর্য্যবন—গ্রাম সন্ধোবান, পাতিয়ালা এলাকায় অবস্থিত।

নদীর নাম

প্রাচীনকালে এই ধর্ম্মভূমিতে নয়টী নদী প্রবাহিত ছিল। এখন সকলগুলি দেখা যায় না। তবে বর্ষা-কালে কোন কোন নদী প্রকটিত হইয়া থাকে। (১) সরস্বতী—উত্তর সীমায়, (২) বৈতরণী—পূর্ব্বদিগ্ভাগে, (৩) উপগঙ্গা—কৈথলের পশ্চিমে, (৪) মন্দাকিনী—মন্দাদেশ হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। (৫) মধুস্রবা—কৈথলের উত্তর দিকে, (৬) অপগাতী—নগরের মধ্যভাগে, বিলাসত সাহেব দর্গার নিম্নদেশ এবং অগ্নী নামক টীলার পার্শ্বদেশ দিয়া প্রবাহিত, (৭) কৌশিকী—কৌশি এবং বালুপ্রাম দিয়া প্রবাহিত। (৮) দৃষদ্বতী—কৈথল হইতে প্রবাহিত। (৯) সর্ব্বতী—থানেশ্বর শুক্রতুলের নিম্নভাগে এবং বাহদার পার্শ্বদেশ দিয়া প্রবাহিত।

ব্রহ্মসর—কুরুক্ষেত্র তীর্থ ব্রহ্মসরের মধ্যে বিরাজিত। সত্যযুগের প্রারম্ভে ব্রহ্মা এই স্থানে "উত্তরবেদী যজ্ঞ" করিয়াছিলেন। এই সরোবর থানেশ্বর গ্রামের ন্যূনাধিক ৭০০ গজ দক্ষিণ-কোণে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৪৪২ গজ ও প্রস্থে প্রায় ৭০০গজ। প্রথমে ইহার চতুষ্পার্শ্বেই বাঁধান ঘাট ছিল; কিন্তু কালক্রমে তাহা বিনষ্ট হইলে বর্ত্তমানে উত্তর এবং পশ্চিমদিকের সমস্ত ঘাট পাকা বাঁধান হইয়াছে। পূর্ব্বদিকের কতিপয় ঘাট এবং দক্ষিণদিকের কতকগুলি ঘাট পাকা বাঁধান নাই। সম্প্রতি কুরুক্ষেত্র-জীর্ণোদ্ধার-সমিতি সাধারণের সাহায্যে এই সমস্ত স্থান সংস্কার করিয়াছেন। এই ব্রহ্মসরের তীরে উত্তরভাগে শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মসরের মধ্যে 'চক্রতুণ' নামক একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। প্রাচীনকালে এই স্থানে একটী সর্ব্বপ্রধান যন্ত্র-যন্ত্র ছিল। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই যন্ত্রযন্ত্র হইতেই সূর্য্যগ্রহণের কথা ভারতের সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেন। সূর্য্যগ্রহণের সময় এবং গ্রহণ-মোক্ষের পর লক্ষ লক্ষ লোক এই ব্রহ্মসরেই স্নান করিয়া থাকেন।

সন্নিহতী তীর্থ—কেহ কেহ বলেন যে, মহাভারতের যুদ্ধের সময় কৌরব ও পাণ্ডব—উভয়পক্ষের কর্ণধারগণ বীরভাব পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক পরামর্শ করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম সন্নিহতী। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, এই স্থানে নিখিল তীর্থের সমাগম হয় বলিয়া এই স্থান "সন্নিহতী তীর্থ" নামে খ্যাত। এই সরোবরের দৈর্ঘ্য ৫০০গজেরও অধিক এবং প্রস্থ প্রায় ১৫০ গজ; ইহা কুরুক্ষেত্রের উত্তরপূর্ব্ব-কোণে বিরাজিত।

শ্রীসন্নিহতী তীর্থ—কুরুক্ষেত্র।

শ্রীমন্মহাভারতে সন্নিহিত তীর্থের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে—

"ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ তীর্থং সন্নিহতীমপি।
তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
মাসি মাসি সমায়ান্তি পুণ্যেন মহতান্বিতাঃ।
সন্নিহত্যামুপস্পৃশ্য রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
অশ্বমেধশতং তেন ক্রতূনাং শাশ্বতং ভবেৎ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি অন্তরীক্ষচরাণি চ।
নদ্যো হ্রদাস্তড়াগাশ্চ সর্ব্বপ্রস্রবণানি চ।
উদপানানি বাপাশ্চ তীর্থান্যায়তনানি চ।
নিঃসংশয়মনাবাস্যাং সমেষ্যন্তি নরাধিপ।
মাসি মাসি নরব্যাঘ্র সন্নিহত্যাং ন সংশয়ঃ।
তীর্থসন্নিধনাদেব সন্নিহত্যেতি বিশ্রুতা।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ স্বর্গলোকে মহীয়তে।
অমাবস্যাস্তু তত্রৈব রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে মর্ত্যস্তত্র পুণ্যফলং শৃণু।
অশ্বমেধসহস্রস্য সম্যগিষ্টস্য যৎ ফলম্।
স্নাত্ত এব সমাপ্নোতি কৃত্বা শ্রাদ্ধং মানবঃ।
যৎকিঞ্চিদ্দুষ্কৃতং কর্ম্ম ক্রিয়া বা দুষ্কৃতেন বা।
তৎসর্ব্বং নশ্যতে তত্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
পঞ্চস্পর্শেন যানেন ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যতে।
অতিব্যাপ্তে ততো যজ্ঞে দ্বারপালমচক্রকম্।
কোটিতীর্থমুপস্পৃশ্য লভেদ্যজ্ঞমনুত্তমম্।
পৃথিব্যাং নৈমিষং তীর্থমন্তরীক্ষে চ পুষ্করম্।
ত্রয়াণামপি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং বিশিষ্যতে।
পাংশবোঽপি কুরুক্ষেত্রবায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণং নয়ন্তি পরমাং গতিম্।
দক্ষিণেন সরস্বত্যা উত্তরেণ দৃষদ্বতীম্।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিবিষ্টপে।
কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি কুরুক্ষেত্রে বসাম্যহম্।
অপ্যেকাং বাচমুৎসৃজ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
ব্রহ্মবেদিঃ কুরুক্ষেত্রং পুণ্যং ব্রহ্মর্ষিসেবিতম্।
তস্মিন্ বসন্তি যে মর্ত্যা ন তে শোচ্যাঃ কথঞ্চন।
তরন্তুকারন্তুকরোর্যদন্তরং রামহ্রদানাঞ্চ মচক্রুকস্য চ।
এতৎ কুরুক্ষেত্রসমন্তপঞ্চকং পিতামহস্যোত্তরবেদিরুচ্যতে।

(মঃ ভাঃ বনপর্ব্ব ৮৩অঃ)

অনুবাদ। হে ধর্মজ্ঞ! অনন্তর তথা হইতে সন্নিহতী (কুরুক্ষেত্র) তীর্থে গমন করিবে। সেখানে প্রতিমাসে মহাপুণ্যশালী ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং তপস্বী ঋষিগণ আগমন করিয়া থাকেন। সূর্য্যগ্রহণকালে সন্নিহতী তীর্থে স্নান করিলে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তথায় বাস করিলে উহা অক্ষয় হইয়া থাকে। পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষে যে সকল তীর্থ, নদী, হ্রদ, তড়াগ, প্রস্রবণ, কূপ, বাপী ও দেবালয় বর্ত্তমান আছে, তৎসমুদয় প্রতিমাসে অমাবস্যা-তিথিতে সন্নিহতী ক্ষেত্রে সমাগত হইয়া থাকে। হে রাজন্! এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সে স্থলে **তীর্থসমূহের সন্নিহন অর্থাৎ সমাগম হয় বলিয়াই উক্ত ক্ষেত্র "সন্নিহতী" নামে বিখ্যাত হইয়াছে।** সেখানে স্নান এবং জলপান করিলে মানব দেহান্তে স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া থাকেন। যিনি অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণকালে তথায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন, তাঁহার পুণ্যফল প্রবণ কর। সমাগ্‌রূপে শতসহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফললাভ হয়, মানবগণ সূর্য্যগ্রহণকালে সন্নিহতী তীর্থে স্নান এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়াই উক্ত ফল লাভ করিয়া থাকেন। এখানে স্নান করিলে পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণের যাবতীয় দুষ্কৃত কর্ম্মের বিনাশ হয় এবং পঞ্চবর্ষ যাবৎ রোহণে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অনন্তর অচক্রক নামক যক্ষের বন্দনা করিয়া কোটিতীর্থে স্নান করিলে বহু সুবর্ণ লাভ হইয়া থাকে। পৃথিবীর মধ্যে নৈমিষ তীর্থ এবং অন্তরীক্ষলোকে পুষ্কর তীর্থ প্রধান বলিয়া গণ্য হয়, পরন্তু কুরুক্ষেত্র ত্রিলোকমধ্যে প্রধানরূপে গণ্য হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্রের ধূলিকণা যদি বায়ুকর্ত্তৃক পরি-চালিত হইয়া গাত্রসংলগ্ন হয়, তাহা হইলে পাপকর্ম্ম-রত ব্যক্তিগণেরও উত্তম গতি লাভ হইয়া থাকে। সরস্বতী নদীর দক্ষিণ এবং দৃষদ্বতী নদীর উত্তর ভূভাগই 'কুরুক্ষেত্র' নামে কথিত, যাঁহারা এস্থলে বাস করেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকেন। "আমি কুরুক্ষেত্রে গমন করিব এবং তথায় বাস করিব" এইরূপ একটী বাক্য উচ্চারণ করিলেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এই কুরুক্ষেত্র ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত পরম পবিত্র ক্ষেত্র। এখানে ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা 'ব্রহ্মবেদি' নামেও কথিত হয়। এই ক্ষেত্রে যে সকল মানব বাস করেন, তাঁহারা কোনরূপেই শোকভাগী হন না। তরন্তুকানদী, অরন্তুকানদী, রামহ্রদসমূহ এবং মচক্রুক পর্ব্বত—ইহাদের মধ্যভাগে অবস্থিত ক্ষেত্রই কুরুক্ষেত্র, তরন্তুকেক এবং ব্রহ্মার উত্তরবেদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ কূপ—(১) চন্দ্রকূপ, (২) সূর্য্যকূপ, (৩) বিষ্ণুকূপ এবং (৪) দুর্গাকূপ থানেশ্বরের মধ্যে অবস্থিত। দুর্গাকূপের উপরে ভদ্রকালীর প্রাচীন মন্দির বিরাজিত। মহাভারতের যুদ্ধের পূর্ব্বে এই দুর্গাকূপের অধীশ্বরী দেবী 'ভদ্রকালী' নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন। মহর্ষি ভরতের প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে এই ভদ্রকালীর বিষয় বর্ণিত আছে। শ্রীল প্রভুপাদের টীকির সহিত তাহা পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীভদ্রকালীর পীঠ ও মন্দির, কুরুক্ষেত্র থানেশ্বর

কুরুক্ষেত্রের তীর্থ সমূহ—কুরুক্ষেত্র পরিক্রমা করিবার সময় নিম্নলিখিত তীর্থসমূহ দৃষ্ট হয়—(১) থানেশ্বর, এখানে স্থাণু ঈশ্বর শিব বিরাজিত। (২) সন্নিহতী বা কলিযুগ-কুরুক্ষেত্র, এখানে সোমবতী অমাবস্যা এবং সূর্য্যগ্রহণে মিয়াট মেলা হয়। (৩) কক্ষহ্রদ বা কালুসর, (৪) বিচরকূপ (থানেশ্বর সহরের মধ্যে), (৫) বাসুসর, (ঐ), (৬) কোটিতীর্থ (ঐ), (৭) গঙ্গাদ্বার, (৮) আদিত্যকুণ্ড, (৯) অভয়চক্র, (১০) বিমলসর, (১১) পারাসর, (১২) কৌশিকীসঙ্গম, (১৩) ধৃতিসর বা রামসর, (১৪) বাণগঙ্গা, (১৫) পশু মহাদেব, (১৬) সূর্য্যকুণ্ড, (১৭) পুষ্পকবাস, (১৮) দশরথতীর্থ, (১৯) বিষ্ণুতীর্থ বা অগস্যতীর্থ, (২০) ব্রহ্ম আশ্রম, (২১) বামনতীর্থ, (২২) রংগতীর্থ, (২৩) ব্রহ্মতীর্থ, (২৪) পারাসর, (২৫) ভীষ্ম—এই স্থানে এক মহাদেবের মন্দির আছে, এই স্থানে মহারাজা জন্মেজয় সর্প বিনাশের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, এই স্থানে আরও তীর্থ আছে ; পূর্বে নবাসর, পশ্চিমে রামসর, (২৬) রত্নকুণ্ড বা মনোরথতীর্থ, (২৭) পঞ্চনিধি, (২৮) ঔপবতী-তীর্থ, (২৯) যমদগ্নিতীর্থ, (৩০) বারাহতীর্থ, (৩১) পিণ্ডতারক, (৩২) ভূতেশ্বর, (৩৩) সোমনাথ, (৩৪) শঙ্করতীর্থ, (৩৫) বারাহবন, (৩৬) পুষ্করতীর্থ, (৩৭) রাম-হ্রদ—এই স্থানে পরশুরামের মাতা রেণুকা ও পিতা যমদগ্নির পূজা হইয়া থাকে। মহাভারত বনপর্বে এই স্থানের কথা বর্ণিত আছে। এই স্থানে প্রতি পূর্ণিমায় স্নান হইয়া থাকে। (৩৮) বংশগোল, (৩৯) কায়াশোধ, (৪০) রুদ্রতীর্থ, (৪১) লোকোদ্ধারতীর্থ, (৪২) শিবকুণ্ড, (৪৩) মুকুটেশ্বর লক্ষ্মীনারায়ণ, (৪৪) শ্রীতীর্থ, (৪৫) কপিলহ্রদ, (৪৬) সূর্য্যতীর্থ, (৪৭) গোবর্দ্ধনতীর্থ, (৪৮) ব্রহ্মাবর্ত্ত-তীর্থ, (৪৯) শঙ্খতীর্থ—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ পাইয়াছিলেন। (৫০) ধ্রুবতীর্থ, (৫১) গন্ধর্বতীর্থ, (৫২) পিতৃতীর্থ, (৫৩) কামেশ্বরতীর্থ, (৫৪) মাতৃতীর্থ, (৫৫) বরুণতীর্থ, (৫৬) শিবকুণ্ড, (৫৭) বটবন, (৫৮) কবন্ধনাশ, (৫৯) গাবর্দ্ধনতীর্থ, (৬০) উষাতীর্থ, (৬১) দশরথতীর্থ, (৬২) ঘীমনতীর্থ, (৬৩) উপনন্দাতীর্থ, (৬৪) জীবতীর্থ, (৬৫) ব্রহ্মতীর্থ, (৬৬) ঋষভকেশবি, (৬৭) বিষ্ণুতীর্থ, (৬৮) অরুণতীর্থ, (৬৯) চাম্পাতীর্থ, (৭০) নাগ হ্রদ, (৭১) সোম-যমুনা-রাহু-কেতু-বিষ্ণু-সূর্য্য-বৃহস্পতি-শুক্রতীর্থ, (৭২) অক্ষয়কুণ্ড, (৭৩) অগ্নীতীর্থ, (৭৪) কুলপবতারণ, (৭৫) যক্ষ-ঋণিকুণ্ড, (৭৬) সূর্য্য-কুণ্ড, (৭৭) সরস্বতীতীর্থ, (৭৮) কোটিকূপ, (৭৯) অগস্য-নিধি, (৮০) যমদগ্নিআশ্রম, (৮১) কন্যাসংস্থানী, (৮২) ধনদহ্রদ, (৮৩) কুলতারণ, (৮৪) ভদ্রতীর্থ, (৮৫) পুণ্ডরীকতীর্থ, (৮৬) নাগহ্রদতীর্থ, (৮৭) শিবতীর্থ, (৮৮) বৈতরণী, (৮৯) শুক্রতীর্থ, (৯০) পাপকোটীক তীর্থ, (৯১) কন্যা, (৯২) হ্রদবতী, (৯৩) সমন্ততীর্থ, (৯৪) সোমতীর্থ, (৯৫) বাইধাট, (৯৬) সূর্য্যকুণ্ড, (৯৭) ঋষিতীর্থ, (৯৮) নদীতীর্থ, (৯৯) নীলসরতীর্থ, (১০০) মনস্বিতীর্থ, (১০১) অগস্যোচনতীর্থ, (১০২) কূপ-তীর্থ, (১০৩) মাতৃতীর্থ, (১০৪) সিদ্ধবটী, (১০৫) কৌশকীতীর্থ, (১০৬) রূপবতী, (১০৭) রামতীর্থ, (১০৮) ব্রহ্মকূপ, (১০৯) যোগবতীতীর্থ, (১১০) সীতাহট তীর্থ, (১১১) পঞ্চতীর্থী, (১১২) কৌশলীহ্রদ (১১৩) অরুণতীর্থ, (১১৪) গঙ্গানাম, (১১৫) দশরথতীর্থ, (১১৬) স্বর্ণনদী, (১১৭) পদ্মতীর্থ, (১১৮) মন্দাকিনীতীর্থ, (১১৯) বামনক্ষেত্র, (১২০) বিষ্ণুতীর্থ, (১২১) চেষ্টাতীর্থ, (১২২) কোটিতীর্থ, (১২৩) কূপতারণতীর্থ, (১২৪) রামসর, (১২৫) লক্ষ্মণসর, (১২৬) বারাহ্রদ, (১২৭) পবনহ্রদতীর্থ, (১২৮) স্থানাম্বুকূপ, (১২৯) কারিষ্কুতীর্থ (১৩০) শালিহোত্র, (১৩১) চলবিদ্যাতীর্থ, (১৩২) ব্যাস-হ্রদ, (১৩৩) পুণ্যতীর্থ, (১৩৪) কূপতীর্থ, (১৩৫) তাপনতীর্থ, (১৩৬) শ্রীকৃষ্ণতীর্থ, (১৩৭) নীলগয়তীর্থ, (১৩৮) নরীশ, (১৩৯) গয়োগঙ্গ, (১৪০) বিদ্যাবতী, (১৪১) কন্যাতীর্থ, (১৪২) ব্রহ্মসরতীর্থ, (১৪৩) সোম-তীর্থ, (১৪৪) মার্জ্জনতীর্থ, (১৪৫) শিবপ্রাপ্তি, (১৪৬) মুক্তেশ্বর মহাদেব, (১৪৭) ভদ্রতীর্থ, (১৪৮) গৌপাল-মোচনতীর্থ, (১৪৯) অগ্নিতীর্থ, (১৫০) মরুদ্ধতীর্থ, (১৫১) নিগলনীতীর্থ, (১৫২) খেপাট, (১৫৩) অবভৃত-তীর্থ, (১৫৪) সিদ্ধবীণ, (১৫৫) তোষাতীর্থ, (১৫৬) বিদ্যা-তীর্থ, (১৫৭) ব্রহ্মযোনিতীর্থ, (১৫৮) অহোরুপতীর্থ, (১৫৯) ইলীশতীর্থ, (১৬০) পদ্মতীর্থ, (১৬১) শ্রীদ্বীতীর্থ, (১৬২) নাগাস্ত্রিকতীর্থ, (১৬৩) কীর্তনতীর্থ, (১৬৪) ঋষভেশ্বরতীর্থ, (১৬৫) পৃথীনাথ মহাদেব, (১৬৬) ঔষধি-তীর্থ, (১৬৭) বসিষ্ঠপাদ, (১৬৮) মণ্ডপাতারণ, (১৬৯)

কুরুবামন, (১৭০) সোমকার্ত্তিকতীর্থ, (১৭১) বাহ্নিতীর্থ, (১৭২) সুতসর, (১৭৩) বালেশ্রবাতীর্থ, (১৭৪) মধুশ্রবাতীর্থ, (১৭৫) অরুণনদসঙ্গমতীর্থ, (১৭৬) সপ্তকুলোদ্ধার, (১৭৭) সমূহতীর্থ, (১৭৮) সতসজ্জতীর্থ, (১৭৯) ঋণমোচনতীর্থ, (১৮০) সোমতীর্থ, (১৮১) কাবরকুণ্ড, (১৮২) কালীবালা, (১৮৩) রেণুকাতীর্থ, (১৮৪) বিমোচন, (১৮৫) সূর্য্যকুণ্ড, (১৮৬) উদপতীর্থ, (১৮৭) সাহুঁ, (১৮৮) পঞ্চতপ, (১৮৯) শুক্রতীর্থ, (১৯০) স্বর্গদ্বার, (১৯১) নদীবরঙ্গী, (১৯২) অনরধ, (১৯৩) ভীষ্মকুণ্ড, (১৯৪) ব্রহ্মকূপ, (১৯৫) রুদ্রকূপ, (১৯৬) রুদ্রপতিকূপ, (১৯৭) পদ্মনাভকূপ, (১৯৮) সপ্তাবশ্যারলাদ্বার, (১৯৯) সর্ব্বদেবতীর্থ, (২০০) পদ্মাতীর্থ, (২০১) কাবরন (২০২) কাম্যকতীর্থ, (২০৩) জোতদ্বরতীর্থ, (২০৪) বটারা, (২০৫) শক্রতীর্থ, (২০৬) ধানীমকোটীপাবন, (২০৭) ধানীপাবনী, (২০৮) চারদেবঘাট, (২০৯) কৌশকী, (২১০) গঙ্গাহরিদ্বার, (২১১) কোটিকূপ, (২১২) উপগয়া, (২১৩) অগ্নি, (২১৪) ব্রহ্মযোনি, (২১৫) কুবের, (২১৬) বাগীশ, (২১৭) ধর্মাতীর্থ, (২১৮) কপালমোচনতীর্থ, (২১৯) চক্রমুখ, (২২০) চক্রতীর্থ (২২১) প্রাচীবট, (২২২) ইন্দ্রতীর্থ, (২২৩) রামতীর্থ, (২২৪) নীলবাদ, (২২৫) একপুত্র, (২২৬) চিত্রবাস, (২২৭) আদিত্যকুণ্ড, (২২৮) মাতৃকুণ্ড, (২২৯) সোমব্রহ্মী, (২৩০) সারস্বত, (২৩১) সর্পতীর্থ, (২৩২ ব্রহ্মকক্ষ, (২৩৩) কক্ষলিঙ্গ ইত্যাদি।

জ্যোতিঃসর—কুরুক্ষেত্র রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় পাঁচ মাইল পশ্চিমে এবং থানেশ্বর ষ্টেশন হইতে অনুমানিক ৯॥০ মাইল দূরে অবস্থিত। জ্যোতিসরের তীরে একটী মন্দির বিরাজিত। দক্ষিণ দিকের মন্দিরে অর্জ্জুন ও পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ রথে উপবিষ্ট। উত্তরদিকের মন্দিরে শিব বিরাজিত। জ্যোতিসরের দক্ষিণতীরের পশ্চিমাংশে একটী বিশালবটবৃক্ষ অক্ষয় বৃক্ষ, তাহার চতুর্দ্দিক বাঁধান ও একটী সুন্দর চত্বরা। চত্বরাবয়বে শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ সংস্থাপিত এবং মন্দিরাভ্যন্তরে একটী চতুর্মুখ শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। কথিত হয় যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে এই স্থানেই

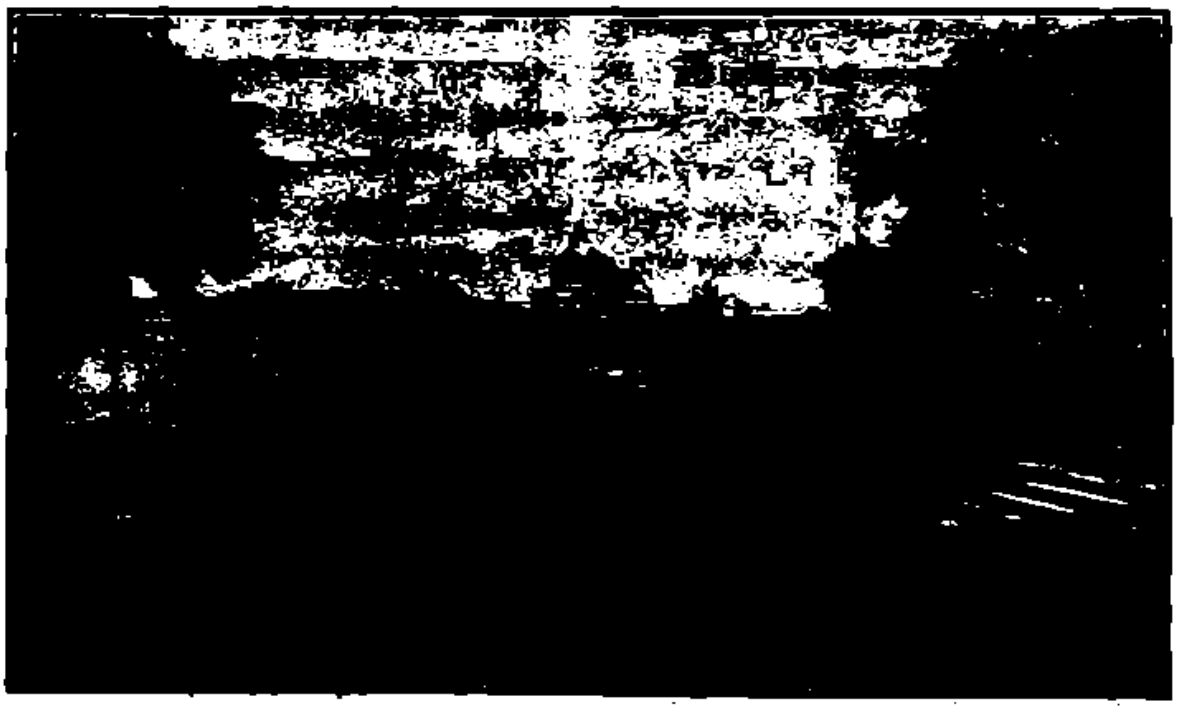

জ্যোতিসর—কুরুক্ষেত্র।
এই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতা উপদেশ ও বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা-উপদেশ ও বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বনমালী পণ্ডিত নামক জনৈক ব্যক্তি (গীতোপদেশের) বর্ত্তমান স্থানটী হারভাঙ্গা মহারাজার অধীনভুক্ত বলে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার অধিকারী, এম্, এ, বি, এল]

'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং'—পথে ঘাটে যেখানে সেখানে প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব ও তাহার শিক্ষা পাওয়া যায় না এবং কেবল শাস্ত্রালোচনাতেও ইহার সম্যক্ নির্দ্ধারণ হয় না। ইহা গুরুমুখী বিদ্যা—একমাত্র শ্রোত্রিয়ত্বাঢ্য লভ্য। সদ্‌গুরুর আনুগত্য নিষ্ঠার সহিত সাধন-ভজন করিলে ইহা কিছু পাওয়া যায় বটে। গুরু পাদাশ্রয় ও তদানুগত্য ব্যতীত ধর্ম্মলাভ তাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্ত বর্ত্তমানে অন্যাপি দেখা যায় নাই। কিন্তু বলা বাহুল্য, গুরুর আনুগত্য ও সাধন ভজন আমার একেবারেই নাই। অতএব, আমাদের নৈরাশ্য অবশ্যম্ভাবী। তথাপি শ্রীগুরুকৃপায় তদীয় শ্রীমুখে শুনিয়া আমার যাহা কিছু স্বল্পধারণা হইয়াছে, তাহা আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।

ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষার কথা বলিতে গেলে, সর্ব্বাগ্রে বুঝিয়া দেখা দরকার—ধর্ম্ম বস্তুটী কি? একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়—জগতে বস্তুতঃ নানাবিধ ধর্ম্ম বিদ্যমান এবং তাহাদের মধ্যে অনেক অমিল ও বিরোধ আছে। যথা—হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্ট, ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রভৃতি। আবার প্রত্যেক ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত নানাবিধ শাখা, উপশাখা। যেমন হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব, সহজিয়া, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি। এত সব ভেদ ও পরস্পরের বাদবিসম্বাদ দেখিয়া বিচার পূর্ব্বক প্রকৃত ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে গেলে ইহা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, লোকে প্রায়ই হতাশ হইয়া পড়ে,—এমন কি সংশয়বাদী, নাস্তিক, পাষণ্ড হইয়া যায়। এইরূপ ভয়ও খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এই সকল ভেদ-বিরোধ হইতে ইহাও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এই সকল বিভিন্ন ও বিরোধী ধর্ম্মের মধ্যে পরিপূর্ণ, বিশুদ্ধ, সনাতন, নিত্য ও প্রকৃত সত্যধর্ম্মের সন্ধান তেমন বিশেষভাবে পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায়, তাহা আংশিক, মিশ্রিত ও বিকৃত—অতএব অল্পবিস্তর অপধর্ম্ম বা ছলধর্ম্ম মাত্র। নতুবা পরস্পরের মধ্যে এইরূপ ভেদ-বিরোধ কখনই সম্ভবপর হইত না। কারণ, পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ, প্রকৃত সত্যধর্ম্ম এক বই দুই হইতে পারে না। ইহা দেশ-কাল-পাত্রনির্ব্বিশেষে সমান, এবং তাহাতে কোনপ্রকার ভেদ-বিরোধের অবকাশ মাত্রও নাই।

যে দিকেই তাকাই না কেন,—আমরা দুই প্রকার বস্তু দেখিতে পাই। (১) জড় বা অচেতন অসাত্ম পদার্থ—যাহার কোন প্রকার চেতনা বা জ্ঞান নাই, সুতরাং নিজের স্বাধীনতা এবং ক্রিয়াশক্তিও নাই; নিজে স্বেচ্ছায় চলিতে ফিরিতে পারে না, অন্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। যেমন, জল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা, প্রস্তর ইত্যাদি। (২) চিৎ বা বা চেতন, আত্ম পদার্থ—যাহার জ্ঞান আছে, স্বাধীনতা আছে এবং কার্য্যশক্তিও আছে। যেমন,—মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ। আরও দেখিতে পাওয়া যায়,—প্রত্যেক বস্তুরই একটা ভিন্ন ভিন্ন নিজস্ব ধর্ম্ম আছে,—যেমন বায়ুর ধর্ম্ম, জলের ধর্ম্ম, অগ্নির ধর্ম্ম ইত্যাদি। বারবার নিজ নিজ ধর্ম্মের দ্বারা সেই সেই বস্তুর পরিচয় হইয়া থাকে অর্থাৎ একটী বস্তুর কথা বলিলে অমনি সেই বস্তুর নিজ ধর্ম্মের কথা মনে উদিত হয় এবং সেই বস্তু ও তাহার ধর্ম্ম পরস্পর অবিচ্ছিন্ন বলিয়া আমাদের ধারণা হয়। যেমন অগ্নি বলিলে তাহার দাহকতা-ধর্ম্মের জ্ঞানও তখনই মনে পড়ে এবং তাহার ধর্ম্মকে বাদ দিয়া অগ্নির কোন প্রকার ধারণা করিতে পারি না, তদ্রূপ আত্মা [illegible] একটা নিজস্ব ধর্ম্ম আছে এবং জীব বলিতেই সেই ধর্ম্ম হইতে জীবকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জীবের কোন প্রকার ধারণা সম্ভবপর

হয় না। মানুষ বা জীবমাত্রের সেই নিজস্ব ধর্ম্মই—আত্ম-ধর্ম্ম বা চেতনধর্ম্ম।

আপনারা অনেকেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পড়িয়াছেন ও পড়েন। শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ হইতে আপনারা জীবের স্বরূপ অর্থাৎ প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়াছেন। তাহা হইতে জানিতে পারা যায়,—এই স্থূলদেহের স্থূলদেহ 'জীব'-শব্দ-বাচ্য নহে,—দেহ জীবের বাহিরের আবরণ মাত্র ও ধ্বংসশীল। জন্মের সঙ্গে ইহা পাওয়া যায় এবং মৃত্যুর সঙ্গে ইহা পরিত্যক্ত হয়। এই স্থূলদেহের অভ্যন্তরে জীবের আরও একটী আবরণ আছে—উহা সূক্ষ্মদেহ। কিন্তু ইহাও আবরণ মাত্র—জীব নহে। এই বিবিধ আবরণই অচেতন বা জড়। জীব কিন্তু এই স্থূল-সূক্ষ্ম উভয় দেহ বা আবরণের অতীত বস্তু। জীব ত্রিগুণাতীত, চিন্ময়, চেতন, আত্মা, অদ্বৈত, অব্যয় প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট, জন্ম-মৃত্যু-জরা-রহিত নিত্য বস্তু। এই নিত্য বস্তুর যাহা নিত্য ধর্ম্ম, তাহাই আত্মধর্ম্ম বা চেতনধর্ম্ম,—তাহাই জীবের স্বধর্ম্ম। জড়ধর্ম্ম অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহগত ধর্ম্ম,—জীবের ধর্ম্ম হইতে পারে না। এই স্বধর্ম্মকে বাদ দিয়া জীবের অবস্থান ও ধারণা হইতে পারে না। এই স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলে জীব বা মানুষকে প্রকৃত মানুষ জীব বলা যাইতে পারে না। তখন সে পতিত, ভ্রান্ত, আত্মবিস্মৃত। বলা বাহুল্য, সংসারের প্রায় ষোলআনা-লোকই আত্মবিস্মৃত, স্বধর্ম্ম-বিচ্যুত ও পতিত। অতএব জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য এই পতিত অবস্থা হইতে পুনরুত্থিত হওয়া, নিজ নিত্য চেতন-ধর্ম্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। এস্থলে ইহাও বলা যাইতে পারে,—নির্ম্মাল্য, অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ, প্রকৃত সত্যধর্ম্মের সন্ধান সংসারে অতি বিরল ও দুর্লভ। জীব-জগৎ জড় ধর্ম্মে—দেহ-মনের ধর্ম্মে আপাদমস্তক নিমজ্জিত।

জীবের এই যে পরিচয় পাওয়া গেল, ইহা সাধারণ পরিচয়। জীবের আরও একটু বিশেষ পরিচয় আছে। জীব জড়াতীত নিত্য চেতন বস্তু বটে, কিন্তু জীব অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র চেতন-কণ মাত্র। জীব পূর্ণতম ও বৃহত্তম বস্তু নহে। পূর্ণতম ও বৃহত্তম এক চেতন বস্তু আছেন, তিনি সকল চেতনের মূল প্রস্রবণ, সকল চেতনের স্রষ্টা ও পরিচালক; তিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, তিনিই ভগবান, তিনি শ্রীবৃন্দাবন শ্রীগোপাল শ্রীকৃষ্ণ। অনন্ত-শক্তিমান্ পরমপুরুষ শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী শক্তি প্রধানভাবে লক্ষিত হয়,—(১) স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি, চিৎশক্তি বা যোগমায়া—শ্রীভগবানের নাম-রূপ-লীলা-পরিকর প্রভৃতি নিত্য সমস্তই এই শক্তির কার্য্য। (২) বহিরঙ্গাশক্তি, মায়া বা জড়শক্তি, যাহা হইতে সমস্ত জড় জগৎ উৎপন্ন। ইহাকে ছায়াশক্তিও বলা হয়; কারণ ইহা অনন্ত নিত্য নূতন-বৈচিত্র্যময়ী স্বরূপশক্তির ছায়া বা হেয় প্রতিফলন মাত্র। (৩) তটস্থা শক্তি বা জীবশক্তি—সমস্ত জীবগণ এই শক্তিরই পরিণতি অর্থাৎ এই শক্তি হইতে সমস্ত জীব উদ্ভূত। অতএব জীব-মাত্রেই ভগবানের এক বিশেষ শক্তি—নিত্য চেতন—পরম চেতন ভগবানের সমজাতীয় বস্তু—কিন্তু অতি ক্ষুদ্রতম অংশ। এই শক্তি তটস্থা অর্থাৎ স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যবর্ত্তিনী, স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারফলে স্বরূপরাজ্যে বা বৈকুণ্ঠে ও অবস্থান করিতে পারে, এবং স্বাধীনতার অপব্যবহার-ফলে মায়া রাজ্যেও পতিত হইতে পারে; তখন জীবের মায়াধীনতা বা বদ্ধাবস্থা। অতএব জীব মায়াবশ্য অর্থাৎ মায়ার বশীভূত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন। ঈশ্বর কিন্তু নিত্য মায়াধীশ; কারণ মায়া তাঁহার শক্তিবিশেষ এবং তাঁহার নিত্য অধীনা পরিচারিকামাত্র। "মায়াধীশ, মায়াবশ,—ঈশ্বরে জীবে ভেদ"। সুতরাং ঈশ্বরে ও জীবে অভেদ কল্পনা ও সাম্যবুদ্ধি ভ্রমমাত্র! ইহা নাস্তিকতা ও পাষণ্ডতা বই আর কিছু নহে।

এখন আমরা জীবের পূর্ণ পরিচয় জানিলাম। জীব মায়াতীত, নিত্যচেতন, অথচ অতি ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র, কিন্তু জড় রাজ্যের অধীশ—জড়ের সঙ্গে তাহার কিছুমাত্র সজাতীয়তা ও সম্বন্ধ নাই এবং থাকিতেও পারে না। সমজাতীয় বস্তুর মধ্যেই পরস্পরের সম্বন্ধ ও আকর্ষণ হইয়া থাকে। অতএব নিত্যচেতন জীবেরও সম্বন্ধ, আকর্ষণ এবং আত্মীয়তা কেবল নিত্যচিন্ময় বস্তু ভগবানের সঙ্গেই সম্ভব। কিন্তু সজাতীয় ক্ষুদ্রতম চেতনকণ জীব অপেক্ষা বৃহত্তম ও পূর্ণতম চেতনের সঙ্গেই জীবের সম্বন্ধ অধিকতর নিকটবর্ত্তী এবং ভগবানের সহিত জীবের এই সম্বন্ধ নিত্য ও স্বাভাবিকও বটে। কারণ বৃহত্তর বস্তু ক্ষুদ্রতর বস্তুকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং ক্ষুদ্র ও

আর বস্তু সকলও মূল এবং কেন্দ্রবস্তুর দিকেই স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্ কেন্দ্রও বৃহত্তম বস্তু, জীবমাত্রেই স্বভাবতঃ—আত্মসাৎ বা অন্তর্ধানে—তাঁহার দিকেই আকৃষ্ট, তিনিও সকলকে তাঁহার দিকেই আকর্ষণ করিতেছেন, তাই তিনি পরম আকর্ষণকারী, সর্বমনোহরণকারী শ্রীকৃষ্ণ।

জীবের উক্ত পরিচয় যদি বিশ্বাস করি ও স্বীকার করি, তবে ইহাও অবশ্য স্বীকার্য যে, অচেতন বিরাটের জড়বস্তুর সহিত নিত্যচেতন জীবের কিছুমাত্র সম্বন্ধ ও আত্মীয়তা থাকিতে পারে না। চলের বাহির মৎস্যের ন্যায় জড়ের মধ্যে—অচেতনের মধ্যে জীব বাঁচিয়া থাকিতে পারে না—জড়বস্তু জীবের ভোগ্য ও সেব্য হইতে পারে না। জীবের জড় জগতের সহিত যে আত্মীয়তা ও যে জড়ভোগ দেখা যায়, তাহা প্রকৃত নহে, মিথ্যা ভোগাভিমান মাত্র। আমরা ভোগ করিতেছি বলিয়া মনে করি মাত্র; বস্তুতঃ ভোগও নাই, সুখও নাই; আছে কেবল জড়ের দাহ ও স্রাব। উহা ত বের পাতিত্যাবস্থা। ইহা জলভ্রমে মরীচিকার প্রতি প্রধাবিত হওয়া মাত্র, তাহাতে জলও মিলে না, তৃষ্ণাও মিটে না। কেবল মিথ্যা আশার আশায় উত্তরোত্তর তৃষ্ণার বৃদ্ধি, তৃষ্ণার জ্বালায় ছট্‌ফটানি ও দৌড়াদৌড়ি মাত্র সার হয়। জীব চেতন হইয়াও জড় দেহেতে আত্মবুদ্ধির অভিমানবশতঃ জড়বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে ও ভোগ করিতে বাধ্যমান হয়। বস্তুতঃ অন্নই আমাদের একমাত্র আহার্য, কিন্তু আমরা নিতান্ত মূঢ়বুদ্ধি বলিয়াই বিষ্ঠাকে উপাদেয় আহার্য মনে করিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইয়া থাকি। ইহা মায়ারই সম্মোহনী মাত্র।

তবে জীবের এই দুর্দশা কেন?—মিথ্যা-জড়াভিমান ও জড়াভিরুচি কেন? ইহা জীবের স্বকৃত অপরাধ—স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফল। পূর্বে বলা হইয়াছে—জীব ক্ষুদ্র চেতন;—তাহার জ্ঞান, স্বাধীনতা ও কার্যশক্তি আছে। পূর্ণ চেতন শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে নিত্য তাঁহার সেবা করিয়া নিজ অপূর্ণ চেতনতার পরিপূর্ণতা ও স্বার্থকতা করাই—জীবের স্বাধীনতার প্রকৃত সদ্ব্যবহার ও কর্তব্য। কারণ জীব ভগবানের তটস্থা-শক্তির পরিণতি মাত্র—তাঁহার ক্ষুদ্রতম অংশ। সুতরাং জীবের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। যৎকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা থাকিলেও সে শক্তিমানের সম্পূর্ণ অধীন—ভগবানের নিত্যদাস—সেবক। সর্বেন্দ্রিয়ে, সর্বতোভাবে প্রভু শ্রীভগবানের সেবা করাই—দীনাদপির দীনার সহায় হওয়াই তাহার একমাত্র কর্তব্য। ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কোন স্বাধীন কর্তব্য তাহার থাকিতে পারে না। জীব কিন্তু জড়মায়ার বৈচিত্র্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া মায়াকে ভোগ করিবার জন্য প্রলুব্ধ হইল এবং নিজ সেবা, কর্তব্য ভুলিয়া ও তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মায়াকে আলিঙ্গন করিল। দাস ছিল, ভোগী ছিল, এখন প্রভু ও ভোক্তা হইতে দাঁড়াইল, এবং মায়ার সম্পূর্ণ কবলে পতিত হইয়া নিজ সেবক-স্বরূপ একেবারে ভুলিয়া গেল। ইহাই তাহার স্বাধীনতার অপব্যবহার—যাহার ফলে সে মায়াগ্রস্ত ও স্বরূপ-ভ্রান্ত। জড়ভোগবাসনায়,—জড়ভোগোদ্দেশ্যে—তাহাকে সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহরূপ দুইটী জড় আবরণ গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং সেই আবরণ বা দেহের মধ্যে নিজকে সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিয়াছে। জড়দেহে তাহার আত্মাভিমান দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছে—সে নিজকে জড়দেহাতিরিক্ত বলিয়া মনে করিতে পারে না—শত সহস্র উপদেশেও নহে, এমনি ভ্রান্ত! এমনি মায়া!! অথচ শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-বাণী হইতেই আমরা জানি—ইহা কত বড় মিথ্যা। এইরূপ মায়াগ্রস্ত হইয়া জীব যত ভোগ করিতে চাহে, মায়াও তাহাকে ততই ভোগ দেয়—সে ততই মায়ার জালে জড়াইয়া যাইতে থাকে। অথচ তৃপ্ত নাই, বাস্তব সুখের লেশমাত্র নাই—আছে কেবল সুখ ভোগের মিথ্যা অভিমান ও আকুল বাসনা। চেতন বস্তু কি কখনও বিজাতীয় অচেতন বস্তুতে প্রকৃত সুখের আস্বাদ পাইতে পারে? জড়বস্তু ও জড়ানন্দ যে কিছুতেই তাহার আস্বাদ্য ও তৃপ্তিপ্রদ হইতে পারে না।

এই কথা আমরা প্রায় সকলেই কতই না শুনিয়াছি এবং বহুবিদ্যের অনেকেই জানি। কিন্তু সকলেই "শাস্ত্রাস্ত্রবীত্যাপি ভবন্তি মুগ্ধাঃ"। আমরা অনেকেই বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের গর্ব করিয়া থাকি; অথচ আশ্চর্যের বিষয়, আমরা সকলেই প্রকাণ্ড মূর্খ। কারণ, "ন হি ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্"। শুধু জানিলে শুনিলেই পণ্ডিত হয় না। যিনি জানিয়া ও শুনিয়া তদনুযায়ী কার্য করেন—'আচার ও প্রচার' করেন, তিনিই পণ্ডিত, তিনিই সত্য সত্যই জানেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই

যে, পাছে এই মূর্খতা, অজ্ঞানতা ও ভ্রম ছুটিয়া যায়—এই ভয়ে জীব সর্ব্বদা ভীত। আমাদের অজ্ঞতা ও দুর্দ্দশা-দর্শনে কোন মহাজন দয়ার্দ্র হইয়া আমাদের স্বরূপ-পরিচয় উদ্ঘাটন করিয়া দিতে আসিলে আমরা তাঁহার নিকট হইতে শত সহস্র হাত দূরে ছুটিয়া পলাইয়া যাই। এমনই মায়ার প্রভাব। ভগবান্ সত্যই বলিয়াছেন—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" মায়াধীশ শ্রীকৃষ্ণের চরণ আশ্রয় ব্যতীত দুর্জ্জয় মায়ার কবল হইতে মুক্তিলাভের আর অন্য উপায় বাস্তবিকই নাই।

জীবের পূর্ণ পরিচয়ে এখন জানিতে পারিলাম যে, জীব স্বরূপতঃ 'নিত্য কৃষ্ণদাস' এবং শ্রীকৃষ্ণদাস্যই তাহার একমাত্র ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। জীব আত্মবস্তু এবং সর্ব্ব আত্মার আত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক সেবাই তাহার যথার্থ ধর্ম্ম। জীব যেমন স্বয়ং জড়াতীত বিশুদ্ধ চেতন, তাহার ধর্ম্মও তদ্রূপ। এই সেবাধর্ম্মে বিন্দুমাত্র জড়সম্বন্ধ নাই। জীব জড়দেহ নহে, তাহার ধর্ম্মও জড়দেহগত বা দেহবৃত্তি মাত্র নহে। এই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ চেতন ব্যাপার—আত্মবৃত্তি। এই আত্মবৃত্তিই ভক্তি-ধর্ম্ম বা সেবাধর্ম্ম এবং ইহাই জীবমাত্রের প্রকৃত ও একমাত্র সত্যধর্ম্ম। ইহাই জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন এবং একমাত্র ইহার দ্বারাই শ্রীভগবানের প্রকৃষ্ট আরাধনা সম্ভব। এতদ্ব্যতীত আর সকল ধর্ম্মই জড়মিশ্রিত, অতএব মায়ার রাজ্যে আবদ্ধ। মায়াতীত অপ্রাকৃতরাজ্যে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই।

জগতে আপাততঃ যতপ্রকার ধর্ম্ম দেখা যায়, বিচার-বিশ্লেষণ করিলে তৎসমস্তকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—এক ভোগধর্ম্ম এবং অপর সেবাধর্ম্ম। ভোগের বিপরীত 'ত্যাগ' বলিয়া একটা জিনিষ আছে বটে, কিন্তু ভোগাভাবরূপ বা ভোগবিরতিরূপ যে ত্যাগ, তাহা প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম নহে। সেই ত্যাগ প্রচ্ছন্নভাবে সূক্ষ্মভোগমাত্র। কথাটা শুনিতে প্রথমতঃ বড়ই আশ্চর্য্য ও অবিশ্বাস্য বোধ হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ধীরতার সহিত সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে এই অবিশ্বাস ও বিস্ময় নিশ্চয় দূর হইবে। কারণ যে ত্যাগ ভগবৎসম্বন্ধ-রহিত অর্থাৎ যে ত্যাগের উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রীতি বা সেবা নহে, তাহা অতি তুচ্ছ—তাহাই প্রচ্ছন্ন সূক্ষ্ম ভোগ। শাস্ত্র ইহাকে "ফল্গু বৈরাগ্য" কহিয়াছেন। যাহারা মুখে নামমাত্র ভগবানকে মানে, অথচ কার্য্যতঃ ভগবানে প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন করে না—ভগবানের চিন্ময় নিত্যলীলায় বিশ্বাস করে না, তাহাদের ত্যাগ ভগবৎসেবা-বিহীন, অতএব অতি তুচ্ছ ও হেয়। তাদৃশ ত্যাগ ভগবৎপ্রীতির পরিবর্ত্তে শুধু আত্মতৃপ্তিকেই লক্ষ্য করে; এইরূপ ত্যাগের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ হয় না, সূক্ষ্মভাবে ও প্রচ্ছন্ন ভাবে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ হইয়া যায়। এইরূপ নিরীশ্বর-ত্যাগে জীব নিজকে লইয়া, আত্মাকে লইয়া, অহংকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সর্ব্বত্র শুধু অহংএর আড়ম্বর, নিজের প্রভুত্ব ও কর্ত্তৃত্ব; ভগবানের স্থান বস্তুতঃ লেশমাত্রও নাই। অতএব কৃষ্ণসম্বন্ধ-রহিত বলিয়া এই ত্যাগ প্রকারান্তরে সুপ্ত ও সূক্ষ্মভোগ মাত্র। ইহাকে নাস্তিকতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বরং ইহাই ধার্ম্মিকতার আবরণে অতি ভয়ঙ্কর—প্রবল প্রাণিমারক ভীষণ নাস্তিকতা। ইহাই মায়াবাদ। শাস্ত্র ইহাকে অসৎ ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়াছেন। স্থূল জড়ভোগ এবং ভোগবিপরীত শুষ্কত্যাগ (প্রচ্ছন্ন ভোগ)—উভয়ই জীবের প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে পারে না। নাস্তিকতা কখনও ধর্ম্ম নহে। অতএব ভগবৎসেবাই জীবের প্রকৃত ও একমাত্র ধর্ম্ম। এই সেবা বা ভক্তিই আত্মধর্ম্ম, জড়াতীত অপ্রাকৃত ধর্ম্ম। আর যত ভোগধর্ম্ম আছে, তৎসমস্তই দেহ-মনোধর্ম্ম—জড়ধর্ম্ম—প্রাকৃতধর্ম্ম।

এই বিশুদ্ধ চেতনধর্ম্ম বা ভক্তিসাধনের অন্য কোন পৃথক্ উপায় নাই। ভক্তিই সাধ্য, ভক্তিই সাধন। সাধনাবস্থায় ইহাকে সাধনভক্তি বলা হয় এবং পরিপক্কাবস্থায় ইহাকেই সাধ্যভক্তি বা প্রেমভক্তি বলা হইয়া থাকে। দুইটী একই বস্তু, কেবল অবস্থা ও ক্রমভেদে নামভেদ মাত্র।

ভক্তি বা সেবাধর্ম্ম-যাজনের উপায়ান্তর না থাকিলেও ইহার একটা ক্রম আছে—কএকটী স্তর আছে। যথা—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানামমং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

ভক্তিধর্ম্ম-লাভের প্রথম সোপান—শ্রদ্ধা। প্রথমতঃ, ভগবৎকথা শুনিবার জন্য শাস্ত্র ও সাধুজনে শ্রদ্ধা চাই।

শ্রদ্ধা বা আগ্রহ জন্মিলে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন অনুভূত হয়। পরে সাধুসঙ্গ-প্রভাবে সাধু ও গুরুকৃপায় ভজনের আরম্ভ। ভজনারম্ভের পর ক্রমে ক্রমে অনর্থনিবৃত্তি অর্থাৎ ভক্তিপথের বিঘ্নসকলের বিনাশ, ভক্তিতে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি হয়। পরে ভাবের উদয়, আরও পরে ভগবৎপ্রেমের উদয়। ইহাই জীবের চরম ও পরম লক্ষ্য—শ্রেষ্ঠতম, পঞ্চম পুরুষার্থ।

এই ভক্তিধর্ম্মের অনেক অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে নয়টী অঙ্গ প্রধান। যথা,—"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।" প্রথম-সোপান-রূপ শ্রদ্ধালাভের জন্য সর্ব্বাগ্রে শ্রবণ একান্ত দরকার। 'শ্রবণ' অর্থে ভগবান্, জীব এতদুভয়ের সম্বন্ধ এবং জীবের কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্রবণকেই বুঝায়। এই সকল শ্রবণীয় বিষয়কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে,—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। ইহার মধ্যে সম্বন্ধবিষয়ক জ্ঞানই সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয়, ইহা পরবর্ত্তী দুইটী বিষয়ের ভিত্তি। শ্রবণ ব্যতীত এই সকল বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞানলাভ অসম্ভব। তৎপরে সেবা বা ভজন আরম্ভ। সেই সঙ্গে শ্রবণ আরও বিস্তৃতরূপে চলিতে থাকে এবং তৎসঙ্গে কীর্ত্তনেরও আরম্ভ অর্থাৎ প্রাথমিক শ্রবণের পরে শ্রুত বিষয়ে মনের কতকটা স্থির ধারণা হইলেই তখন সঙ্গে সঙ্গে ভজন ও কীর্ত্তন (অর্থাৎ আচার ও প্রচার) হইতে থাকে।

এই শ্রবণ-কার্য্য সাধু ও শাস্ত্রের নিকটেই করিতে হয়। এই শ্রবণ যেখানে সেখানে, যার তার নিকট হইতে পারে না। শাস্ত্রের নিকট সম্ভবপর হইলেও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ ও শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ সাধুজনের নিকটই শ্রবণ কর্ত্তব্য। কেবল নিজ ইন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞানের দ্বারা শাস্ত্রমর্ম্ম অবগত হওয়া যায় না। তাহাতে নিজ মনগড়া ব্যাখ্যা বা অর্থোপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব প্রকৃত সাধুসঙ্গই বিশেষ প্রয়োজন। সাধুসঙ্গ ব্যতীত শ্রবণও হয় না, সাধন ভজনও হয় না। সাধুমুখই সকল ধর্ম্মশিক্ষার মূল। গুরুই প্রকৃত সাধু। যিনি সম্বন্ধতত্ত্বে অর্থাৎ শ্রীভগবন্মুখবিনিঃসৃত বেদাদিশাস্ত্রে সুনিপুণ এবং পরতত্ত্বে নিত্য পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই একমাত্র গুরু—তিনিই আচার্য্য—তিনিই বৈষ্ণব। এবম্বিধ বৈষ্ণব মহাজন জগতের গুরু—সর্ব্বধর্ম্মের, সর্ব্ব আশ্রমের গুরু। শ্রবণের নিমিত্ত এতাদৃশ গুরুর নিকট 'প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা'র সহিত অভিগমন করিতে হইবে। তখনই গুরু সরল প্রকৃত জিজ্ঞাসুকে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম উপদেশ করিয়া থাকেন; নচেৎ নহে।

এইরূপ গুরুও জগতে বহু তত্ত্ব সুলভ নহে। কিন্তু তাই বলিয়া যেমন তেমন লোকের নিকট গমন করিলে চলিবে না। এইরূপ সদ্‌গুরু দুষ্প্রাপ্য হইলেও অপ্রাপ্য নহেন। সরল হৃদয়ে ব্যাকুলতার সহিত সদ্‌গুরু লাভের জন্য অনুসন্ধান ও প্রতীক্ষা করিতে হইবে। সময়ে সদ্‌গুরুর সন্ধান অবশ্য মিলিবে। এইরূপ সদ্‌গুরু-সঙ্গ-লাভ বস্তুতঃ সৌভাগ্যসাপেক্ষ; কারণ ধর্ম্মজগতে ব্যবসায়, ব্যভিচার ও প্রতারণার প্রাদুর্ভাব বিদ্যমান। ধর্ম্ম—সাধারণের অজ্ঞাত, ও ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু বলিয়া এ বিষয়ে ঐরূপ প্রতারণাদিরও খুব সুবিধা। যখন সদ্‌গুরুর দর্শনলাভ ঘটিবে, তখন শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে প্রকৃত জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে হইবে। সংশয় বিদূরিত হইয়া লক্ষ্যবিষয়ে স্থির ধারণা হইলে গুরুর অকপট সেবা দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি হইতে থাকিবে। অতএব ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রথম শিক্ষা—সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ ও তাঁহার নিকট সম্যক্ শ্রবণ।

তারপরে শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তন। গুরুর নিকট যাহা উপদেশ পাওয়া যাইবে, সেই সকলের সম্যক্ আলোচনা ও উপদিষ্ট ভগবন্নামাদির কীর্ত্তন করিতে হইবে। গুরূপদেশানুযায়ী ভগবানের অর্চ্চনা, বন্দনা, স্তবস্তুতি প্রভৃতিও এই দ্বিতীয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তনই প্রধান ও অতি প্রয়োজনীয়। প্রথম শিক্ষার্থী বা প্রবর্ত্তকের পক্ষে নামকীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনা, বন্দনা প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় ও অনুষ্ঠেয়। কিন্তু এই সকলও সদ্‌গুরুর নির্দ্দেশানুসারেই কর্ত্তব্য। নতুবা তাহাতে স্বেচ্ছাচারিতা আসিয়া পড়ে এবং তাহা আত্মধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ভোগধর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—শ্রীকৃষ্ণের সেবা বা ভজনই জীবের কর্ত্তব্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে কখনও ভোগ করিতে হইবে না। যদি ভজনের পরিবর্ত্তে ভোগ হয়, তবে তাহা ব্যভিচার, নাস্তিকতা, পাষণ্ডতা মাত্র। তাহাই প্রাকৃত-সহজিয়া ধর্ম্ম। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ভজন ও শ্রীকৃষ্ণভোগ এই দুইএর পার্থক্য ও ব্যবধান বিশেষ বিচার-পূর্ব্বক সম্যক্ অবধারণ করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে তীব্র সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নতুবা পদে পদে অলক্ষিতে পতন সম্ভাবনা। এই পথ অতি সঙ্কীর্ণ, অতি দুর্গম। প্রকৃত

মহাজনের আশ্রয় ও অনুগমন ব্যতীত এই পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। এইপথে স্বাধীন বিচরণের দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।

শ্রীগুরুভজনের উদ্দেশে আমাদিগকে ভোগত্যাগ করিতে হইবে। আহার-বিহারাদি সকল বিষয়ে আমাদের বিশেষ সংযম-অভ্যাস কর্ত্তব্য। অথচ ভগবদ্ভজনোদ্দেশে যতটুকু বিষয়-গ্রহণ প্রয়োজন, ততটুকু অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা বিষয় ত্যাগ হেয় শুষ্ক ত্যাগে পরিণত হইয়া যাইবে। ভগবদ্ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তিমাত্রেরই নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সাধনপথে এই সকল উজ্জ্বল দীপবর্ত্তিকা। এইগুলি সাধক জীবনের মূল সূত্রস্বরূপ।

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবানকে সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করিতে হইবে, কখনও বিস্মৃত হইলে চলিবে না। অপর যাবতীয় বিধি-নিষেধ উক্ত দুইটী বিধি-নিষেধেরই অধীন।

"আসক্তি রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয় সমূহ সকলই মাধব।
শ্রীহরি সেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥
তোমার কনক ভোগের কনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল রাধা॥
কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাবাঘিনী
'ছাড়িয়াছে যারে, সেই ত' বৈষ্ণব'।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত
সংসার তথায় পায় পরাভব॥"

সর্ব্বশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'শ্রীশিক্ষাষ্টক'; শ্রীল রূপ-গোস্বামি প্রভুর 'উপদেশামৃত' এবং শ্রীল দাসগোস্বামি প্রভুর 'মনঃশিক্ষা'—এই অমূল্য গ্রন্থত্রয়ের প্রতি ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করি।

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত 'গৌড়ীয়' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,আমার গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হওয়ায় আমার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য আপনাকে মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিতে বাধ্য হইব। কারণ আমার শ্রীগুরুদেব দেহ রাখার আপনারা ভিন্ন আর অপরের নিকট যুক্তিমীমাংসা পাইবার আশা করি না।

গত বৎসর আশ্বিন মাসে আমি শ্রীমদ্ভাগবতের পারায়ণ পাঠ করাইয়াছিলাম। ঐ পাঠে বর্দ্ধমান জেলার অধীন মাড়-গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীগোপাল গোস্বামী মহাশয় পাঠক ছিলেন ও বাঁকুড়া জেলার অধীন ভাটশাড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত রাজারাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রোতা ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই পাঠ আরম্ভের নির্দ্দিষ্ট দিনের দুইদিন পূর্ব্বে আমার বাটীতে আসিয়াছিলেন। আমি প্রত্যহ শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়, শ্রীশ্রীবিষ্ণু ও শ্রীগোপালের সহস্র নাম পাঠ করি। শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নামের আরম্ভেই আমার মুখে প্রণব উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা উভয়েই আমাকে বলেন যে, শূদ্রের প্রণব উচ্চারণ বা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করা উচিত নহে। আমি তদুত্তরে তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করাইয়াছিলাম যে, আমি যেদিন মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি, সেই দিন আমার শ্রীগুরুদেব আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন—"অদ্য হইতে তোমার বেদপাঠ, শ্রীমদ্ভা-গবতপাঠ ও শ্রীশ্রীগোপালের পূজায় অধিকার হইল।" আমি শ্রীগুরুদেবের আদেশানুসারে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করি, এবং 'প্রণব', 'স্বাহা' ও 'স্বধা' আদি উচ্চারণ করি। আমার শ্রীগুরুদেব আমাকে 'স্বাহা'-শব্দযুক্ত মন্ত্র কৃপা করিয়া দান করিয়াছেন। আমার মাতাঠাকুরাণীকেও তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতের পারায়ণপাঠ শ্রবণ করাইয়াছিলাম। সেই সময়েও আমি স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতের

এক প্রত গইয়া সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলাম। এবারেও এক প্রত গ্রন্থ লইয়া স্বয়ং শ্রবণ করিব। এ বিষয়ে তাঁহারা প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাদের কথায় নিবৃত্ত না হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ সহ শ্রবণ করিয়াছিলাম। ঐ সময়ে আমার শ্রীগুরুদেবেরও আমার বাটীতে আসার কথা ছিল; কিন্তু সেই সময় হইতেই তাঁহার শরীর অসুস্থ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতপাঠের শেষে শ্রীযুক্ত শ্রীগোপাল গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"তোমার গুরুদেব যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রসঙ্গত নহে, তাহার প্রতিবাদ করিয়া আমি তোমার নিকট পাঠাইব।" আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু উক্ত গোস্বামী মহাশয় তাঁহার কথিত প্রতিবাদ পাঠাইতে অত্যন্ত বিলম্ব করিয়াছিলেন। আমি যখন তাঁহার প্রেরিত প্রতিবাদটী পাই, তখন আমার শ্রীগুরুদেব ডাক্তারদের উপদেশ মত নির্জ্জনে বাস করিতেছিলেন এবং কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন না। এমতাবস্থায় শ্রীযুক্ত শ্রীগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের প্রতিবাদপত্রটী আমার শ্রীগুরুদেবের নিকট পাঠান যুক্তিসঙ্গত মনে না করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতির অপেক্ষায় আমার নিকটেই রাখিয়াছিলাম। কিন্তু সেই পীড়াতেই আমার শ্রীগুরুদেব দেহ রাখিয়াছেন, তাহা আপনারাও জ্ঞাত আছেন। অতএব শ্রীগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের প্রতিবাদটী আপনার নিকট পাঠাইলাম। এখন আপনার নিকট আমার প্রার্থনা এই যে, উক্ত প্রতিবাদের ৪টী বিষয় সম্বন্ধে "শ্রীগৌড়ীয়" পত্রে বিশেষ আলোচনা করিয়া সুমীমাংসা করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তি-সুহৃদ দত্ত, বাঙ্গালুরু।

উত্তর

সকল শাস্ত্রই বলেন,—দ্বিজাতি ব্যতীত শূদ্রের সংস্কার নাই। সংস্কৃত ব্যক্তিই বেদবাক্য গায়ত্রী এবং মূল আদ্য প্রণব উচ্চারণে সমর্থ। সংস্কারের অযোগ্যতাই শূদ্রের লক্ষণ বলিয়া যোড়শ শাস্ত্র কীর্ত্তন করেন। সংস্কার অভাবে শূদ্রের পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার সুযোগ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—সংস্কার দ্বারাই উপনীতজাত-বেদাধ্যয়িত জীবের পাপ বিনষ্ট হয়, শূদ্রগণ সাক্ষাৎ পাপের মূর্ত্তিমান প্রকাশ। তাহাদের লোকে মুহ্যমান হইবার ধর্ম্ম পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত। শূদ্রধর্ম্মবর্ণনে কথিত হয় যে, তাহারা মানবেতর প্রাণীর ন্যায় দ্বিজাতির সেবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। বণিকের তুলাদণ্ডধারণ, ব্রজ্যাদি উল্লোলন, ধনচালন, পণ্যদ্রব্য-বহন, ক্ষত্রিয়ের আয়ুধ-বহন, রণপ্রাঙ্গণে পদাতিকের কার্য্য, যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়-সেবা ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্যের পদসেবা প্রভৃতি কার্য্যে শূদ্রের অধিকার আছে। বাণিজ্যে, কৃষিকার্য্যে, গোরক্ষণে, কোষসঞ্চয়নে, কুসীদ-গ্রহণে, যুদ্ধকার্য্যে, কর-গ্রহণে, রাজনীতি-চর্চ্চায়, বেদাধ্যয়নে, প্রণবোচ্চারণে, বিবাহ ব্যতীত অন্যান্য সংস্কারে, মৌঞ্জি-বন্ধনে, দীক্ষা-গ্রহণে শূদ্রের অধিকার নাই ও কোন দিন হইতেও পারে না। যাঁহারা পুরুষানুক্রমে গুণকর্ম্মবশে প্রণবোচ্চারণ, গায়ত্রী-গান ও বেদ পাঠ গর্হণ করিয়া ঋষিনীতির আদর পরিহার পূর্ব্বক ক্ষাত্রবৃত্তি গ্রহণ করেন, যাঁহারা ব্রাহ্মনীতি পরিহার পূর্ব্বক বাণিজ্যাদি বৈশ্যনীতি গ্রহণ করেন এবং যাঁহারা দ্বিজাতির নীতি পরিহার করিয়া সংস্কার গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক সদ্গুণ-হীন ও সৎকর্ম্মহীন হন, তাঁহারা ক্রমশঃই সংস্কার বর্জ্জিত হওয়ায় শূদ্রবৃত্তিতে কালযাপন করিয়া থাকেন।

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

—এই প্রবাদ হইতেই জানা যায় যে, স্বাধ্যায়নিরত প্রণবোচ্চারণকারী ব্রাহ্মণগণ ক্রমশঃ অধঃচ্যুত হইয়া 'শূদ্র' নামে আখ্যাত হইয়াছেন। 'শূদ্র' হইবার অধিকার লাভ করায় তাঁহারা সংস্কারবর্জ্জিত এবং দ্বিজাতির অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। ভ্রষ্টাধিকারী যদবধি সেই অধিকার পুনরায় লাভ না করেন, তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে দ্বিজাতির অধিকারহীন শূদ্র বলিয়া সাধারণে জানিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ অনভিজ্ঞ জনগণ যদি কোনও ব্যক্তিতে বিবাহ ব্যতীত অপর কএকটী সংস্কার-প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে দেখিতে পান, তাহা হইলে তাহাকে 'শূদ্র' আনিবার পরিবর্ত্তে কিঞ্চিদ্ভ্রষ্ট অধিকার পালনপর দেখিবার সুযোগ পাইবেন। অনভিজ্ঞগণের দুষ্টিশক্তি হীন বলিয়া বর্ণপরিচয়ের অভাবহেতু ধর্ম্ম নিরূপণ ও শূদ্রবর্ণ-বর্ণনে অনেক স্থলে অসমর্থতা

দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে ৺ মঃ মঃ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বীয় স্মৃতিনিবন্ধে বঙ্গীয় আকাশে একটী মাত্র দ্বিজাতির বিচরণ ক্ষেত্র দেখিয়াছেন। অপরটি পাতালস্থ বিপদপ্রাপ্তী-জাতি ও শূদ্র। তাঁহার বিচারে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের অভাব পরিদৃষ্ট হইয়াছে। স্মার্ত্তপ্রবর যদিও সংস্কার-তত্ত্ব নামক নিবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইলেও তাঁহার বিচার-প্রণালীতে অপস্বার্থময় একদেশ-দর্শন ব্যতীত নিরপেক্ষ দর্শনের অভাব আছে, ইহা বেদানুগ শাস্ত্রসমূহ কীর্ত্তন করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমহাভারত, বিষ্ণুত ধর্ম্মশাস্ত্র, সাত্বত পঞ্চরাত্র, সাত্বত পুরাণ প্রভৃতি স্মার্ত্তপ্রবরের সম্যক্ আলোচনা থাকিলে তিনি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ঐরূপভাবে চালিত করিয়া স্বীয় স্বীয় সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা দেখাইতেন না। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা জীবগণের স্বভাব-বর্ণনে গীতাশাস্ত্র ত্রিগুণ জগৎকেই লক্ষ্য করিয়া তাহাদের স্থান নির্ণয় করিয়াছেন। স্মার্ত্তকুল ও তাহাদের অনুগ-সম্প্রদায় প্রাকৃত-সাহজিকধর্ম্মে পৃথগ্নিষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্যগ্রহণে তাহাদের যোগ্যতার অভাব আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশমত আচার্য্যপ্রবর শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ যে স্মৃতির নির্দ্দেশ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কলি-জনোচিত বিচারের দ্বারা আবৃত হইয়া সময়োপযোগী স্মার্ত্ত-বাদের প্রাবাল্য স্থাপন করিয়াছে এবং পরমার্থ কথার দুর্দ্দিন সম্পুষ্ট হইতেছে। যাঁহাদিগের শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমহাভারত, সাত্বত পঞ্চরাত্র, সাত্বত পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে প্রবেশ আছে, তাঁহারা শ্রীহরিভক্তিবিলাস-বৈষ্ণবস্মৃতির আদর করেন, আর যাহাদের মতে শ্রীহরিভক্তিবিলাস-স্মৃতি স্ত্রী-শূদ্রের জন্য এবং ভক্তিবিদ্বেষ যাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণোপযোগী, সেই সকল সঙ্কীর্ণ জনগণ কে শূদ্র, কে শূদ্রকল্প, কে অশূদ্র প্রভৃতি ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। সাত্বত পঞ্চরাত্রের আদর করা তাহাদের কোষ্ঠীতে লেখে না, সুতরাং অদীক্ষিত ও অশিক্ষিত নামমাত্রিকগণের দর্শনে 'গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাক' জনের প্রতি সূত্রকার আরোপ কালোচিত, পাত্রোচিত এবং দেশোচিত। অতএব ইহাতে শাস্ত্রসিদ্ধান্তের অবধ্যাদা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"কে-বেংধিকারে যা নিষ্ঠা সগুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ", সুতরাং ভাগবতদীক্ষায় দীক্ষিত জনগণকে শূদ্রত্বে নির্দ্দেশ গোস্বামি-পরিচয়াকাঙ্ক্ষ ব্যক্তির কলিজনোচিত তাহাই বলিতে হইবে। তদ্ভক্ত ভাগবতসম্প্রদায়ের দুঃখিত হইবার কিছুই নাই। বিশেষতঃ যাহারা কলিদূষিত বৈদিক সংস্কারের মহিমায় গর্ব্বিত, সেই সূত্রকল্প ব্যক্তিগণের জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"অতস্ত্বাঃ সূত্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমনার্গেণ শুদ্ধির্নৈষ্টিকবর্ত্মনাঃ॥"

কলিকালের সূত্রকল্প ব্রাহ্মণ-শৌক্রসংজ্ঞ বহুগণ বৈদিক অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়া কখনই শুদ্ধ হইতে পারেন না। তাঁহাদের পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রেই শুদ্ধি সংগ্রহ করিতে হয়। এই কথা অনেকেই ভুলিয়া যান। পাঞ্চরাত্রিক বিধান অযোগ্য ব্যক্তিকে দ্বিজত্বেই যোগ্যতা প্রদান করে; তখন তাহার বেদপাঠে ও প্রণবোচ্চারণে অধিকার হয়। পূর্ব্বকালে যখন সত্ত্বের পারম্পর্য্যের বিলুপ্তি ঘটে নাই, তখন কেবল যাগের স্থানে প্রণবসংযুক্ত যাগাদি মন্ত্র প্রবর্ত্ত হইত, কিন্তু যজ্ঞবিধি আক্রান্ত হওয়ায় ক্রমশঃ বৈদিক অনুষ্ঠানের মূলবিধানের সম্ভবপরতা কমিয়া গিয়াছে। সেইকালেই পঞ্চরাত্রোক্ত অর্চ্চন-পদ্ধতি আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের স্থানে ভগবদুপাসনার স্থান অধিকার করিয়াছিল। কলিকালে যদি কেহ আপনাকে স্মৃতি-কথিত বৈদিক অনুষ্ঠানে পঙ্ক্তীয় হইবার অধিকারী জ্ঞান করেন, তাঁহার প্রণবসংযুক্ত মন্ত্রগণের বিষয়ে নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইবে। তজ্জন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য বামন বচন উদ্ধার করিয়া স্মৃতিবিচার-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাবিধানবলে সংস্কার-রহিত শূদ্রাভিধ জনগণও শ্রৌতসংস্কার সম্পন্ন হন, কোথায়ও বা স্বশাখা-নির্দ্দিষ্ট গৃহসূত্র ও কল্পবিধানের পার্থক্যহেতু বেদব্রতী ও তদনুগ বটুদের বৈবাহ্যবিধান পাঞ্চরাত্রিক সংস্কার সমূহে ব্যবস্থাপিত আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে পাঞ্চরাত্রিক সংস্কার কোন কোন স্থলে প্রযুক্ত থাকায় শাখান্তরীয় গৃহ্য-সূত্র বিধানে উপনয়নাদি সংস্কারের আবশ্যকতা থাকে না। এতৎসম্বন্ধে শ্রীরামানুজের পরমগুরু শ্রীযামুনাচার্য্য আগম-প্রামাণ্য নামক গ্রন্থে যে কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই,—

"যদপ্যুক্তং গর্ভাধানাদিবাহাগ্ন্যসংস্কারান্তর-সেবনাদ্ ভাগবতানামব্রাহ্মণ্যমিতি, তন্ন; পাঞ্চরাত্রমেবাপরাধতি, ন পুনরনুষ্ঠেয়ো দোষঃ; যদেতে বংশপরম্পরয়া ব্রাহ্মণ্যেন-

শাখাময়ীনানাঃ কাত্যায়নাদিগৃহোক্তকর্মণা গর্ভাধানাদি-সংস্কারান্ কুর্য্যাৎ ; যে পুনঃ সাবিত্র্যনুবচন প্রভৃতি ত্রয়ীধর্ম্ম-ত্যাগেন একায়নশ্রুতিবিহিতানাং চত্বারিংশৎ সংস্কারান্ কুর্ব্বন্তি, তেঽপি স্বশাখাগৃহ্যোক্তকর্ম্মণা যথাবদনুষ্ঠিতনানাঃ ন শাখান্তরীয় কর্ম্মানুষ্ঠানাদ্ ব্রাহ্মণ্যাৎ প্রচ্যবন্তে, অন্যেষা-মপি পরশাখাবিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠান-নিমিত্তাব্রাহ্মণ্যপ্রসঙ্গাৎ ॥"

'গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া দাহকর্ম্মান্ত যে সকল সংস্কার আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া সংস্কারান্তরের সেবা করিলে ভাগবতগণ ব্রাহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হন'—এইরূপ উক্তিতে বক্তার অজ্ঞানই প্রকাশ পায়, কিন্তু শাস্ত্রের বক্তার কোন দোষ নাই ; যেহেতু তাঁহারা বংশপরম্পরাক্রমে বালকদের শাখা অবধারণ করিয়া কাত্যায়নাদি গৃহ্যোক্ত-মার্গানুসারে গর্ভাধানাদি সংস্কার করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা সাবিত্র্যনুবচন প্রভৃতি (যজ্ঞোপবীতধারণ-নির্ব্বাহক ব্রত) একায়নবিরোধি বেদধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একায়ন-শ্রুতিবিহিত চত্বারিংশৎ সংস্কারের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও স্ব-শাখা-গৃহ্যোক্ত বিধি যথানিয়মে অবলম্বন করিয়া শাখান্তরীয় কর্ম্মের অননুষ্ঠানহেতু কখনও ব্রাহ্মণ্য হইতে প্রচ্যুত হন না। কারণ, তাহা হইলে অন্য শাখিগণেরও পরশাখোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান না করায় অব্রাহ্মণ্য-প্রসঙ্গ হইতে পারে।

যদি কেহ স্বীয় শাখাবিহিত উপনয়নাদি সংস্কার দর্শনে বিমুখ হইয়া কোন দীক্ষিত ব্যক্তিকে প্রণবোচ্চারণ, বেদপাঠ, শ্রীমদ্ভাগবত-আলোচনা প্রভৃতি করিতে দেখেন, তাহা হইলে তাঁহার শূদ্রকল্প স্বভাবানুসারে বৈষ্ণবে শূদ্র-জ্ঞান করিবার ইচ্ছা দেখা যায়। তাদৃশ বৈষ্ণবাপরাধ হেতু উপনয়নাদি শাস্ত্রে নিষিদ্ধই আছে। শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাস স্মৃতিনিবন্ধকার বলেন,—

"গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরোনরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥"

যদিও জীবমাত্রেরই নিত্যস্বভাব ভগবদুপাসনা, তজ্জন্য জীবমাত্রেই বৈষ্ণব, তথাপি লঘুবিষ্ণুদীক্ষ জনগণ দীক্ষার অনুষ্ঠান পালনরূপ নিত্য বিষ্ণুপূজা করিয়া থাকেন। তাঁহারা 'বৈষ্ণব' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে যাহারা অদীক্ষিত অবস্থায় অবস্থানহেতু বিষ্ণুসেবারহিত, তাহাদিগকে 'অবৈষ্ণব' বলিয়া জানিতে হইবে। শাস্ত্রীয় অর্চ্চন-পদ্ধতি বর্ত্তমান কলিকালে নামগ্রহণরূপ হইয়াই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত-মুখে নারায়ণ-সংহিতা-বচন, ইহার প্রমাণস্বরূপ মুক্তকণ্ঠে ঘোষে নিখিবদ্ধ হইয়াছে,—

"দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলম্।
কলৌ তু নামমাত্রেণ ভগবান্ পূজ্যতে হরিঃ ॥"

ভগবন্নাম-গ্রহণকারীর সকল যোগ্যতা শ্রীমদ্ভাগবত নানাস্থানে প্রচার করিয়াছেন। "অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্" শ্লোক, "এতাবতেশ্বরগুণানুকীর্ত্তনাৎ" শ্লোক প্রভৃতি আলোচনা করিলে এ সকল কথা সুষ্ঠুভাবে জানা যায়। শ্রীবীরচন্দ্রগোস্বামিপাদ ব্রহ্মসংহিতা-টীকায় নন্দ হইতে উপনয়ন-সংস্কার প্রভৃতি বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তদ্রূপ তিনি দুর্গমসঙ্গমনী-টীকায় পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার ফলস্বরূপ সর্ব্বসংস্কারিকারের কথা সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত জনগণের শাখাভেদে বাহ্যসংস্কার বিশিষ্ট হইবার অনভিজ্ঞ জনগণেরও দীক্ষিত পুরুষের ব্রাহ্মণ্য উপলব্ধি করিতে বাকী থাকে না। অনভিজ্ঞ অনুরাগ-পথের পথিকগণ বৈদিক অনুষ্ঠান-বিধির সহিত কর্ম্মপ্রবণজনগণের সমতা-দর্শনে অনেকে পরমহংস গুরুর আশ্রয়ে বৈদিক সংস্কারাদির প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, কিন্তু তাহার ফলে অনভিজ্ঞ সমাজ জাতি-সাম্যবাদ-বিচারে বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণবের সহিত সমজ্ঞান করেন।

(ক্রমশঃ)

GAUDIYA MATH AT NAIMISARANYA.

(Amrit Bazar Patrika 15th Dec. 1928)

The annual celebrations of Sri Paramahansa Math, an U. P. Branch at Naimisaranya of Sri Chaitanya Math of Sri Mayapur (Old Nabadwip in Bengal) are performed with great eclat. The extensive Math compound with a high splendid gate in the middle and innumerable coloured flags around produced a pompous show all the more added by numbers of beautiful tents throughout the Math-area. Sri Bhagaban Binodbihari seated on the golden throne was most richly decorated. On this occasion a grand mela assembled here attended by thousands of people. This morning a great procession with English band and Hari Sankirtan went around the mela and the devotees in their way availed Sutagadi, Vyasgadi and other sacred places. Thousands of guests and visitors were addressed in Hindi by His Holiness Tridandi Swami Bhakti Hridoy Bin Maharaj of the Gaudiya Math, Calcutta. Mahaprosad was distributed to all. An interesting drama "Data Karna" was staged last night at the Math-premises by a local amateur party.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়া

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৪ই পৌষ, ১৩৩৫, ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৮ | ২০শ সংখ্যা

অভক্ত সমাজে যুগান্তর

যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই 'ভক্ত'-সংজ্ঞা। পরমাত্মার সহিত যে আত্মিকের যোগ সাধন, তদুপ সাধনকারীই 'যোগী'। বাহ্যজগতের সীমা-বিশিষ্ট বস্তুগুলি দেখিয়া যাঁহারা অতৃপ্ত হইয়া পূর্ণের দিকে ধাবমান হইবার চেষ্টাবিশিষ্ট, সেই উন্নতমনা সর্ব্বোত্তমগণণ ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রয়াসী হইয়া ব্রাহ্মণ-নামে অভিহিত। এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তিই অজ্ঞানের সেবক হওয়ায় অজ্ঞান-শুকর আত্মিক অবাস্তব অবস্থায় অবস্থিত নহেন এবং তাঁহাদের নিত্য-বৃত্তি ভগবৎ-সেবা হইতে বঞ্চিত নহেন। যখনই তাঁহারা ভক্তের সহিত বিবাদ করিবার উদ্দেশে নিজ নিজ মূলীভূত সাম্রাজ্যবিকতা-বর্দ্ধন-মানসে উদারতার ছলনা করিয়া ভগবৎ-সেবা-তাৎপর্য্যরহিত হন, তখনই তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ ও যোগী বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে সঙ্কীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতার অকিঞ্চিৎকর পাংশুরাশি নিজ নিজ স্বভাবকে আচ্ছাদন করে এবং তৎফলে ভগবদ্বৈমুখ্য লাভ করাইয়া ব্রাহ্মণেই ও ব্রহ্মজ্ঞে দূরের ন্যূনাধিক পার্থক্য স্থাপন করে।

ভগবানের সেবা-করার প্রকৃতিমত্তনগণ মর্য্যাদা-পথে সেবাধিষ্ঠান করিতে গিয়া ভগবানের সহিত সার্দ্ধ ছইপ্রকার সম্বন্ধ স্থাপনপ্রতীতি স্থাপন করেন, মর্য্যাদা-মন্দির বিচার কোথাও নষ্ট হইয়া মাধুর্য্যের অনধিকারীর সেবা অন্তের উচিত্যে স্থিত হয়। তখন তিনি সকলের সেবার্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূর্ণ মুক্তিলাভ আত্মা সেবা-পরাকাষ্ঠা জ্ঞানে ভগবদ্-ভাবাধিক্য ঐশ্বর্য্যেও উদাসীন হইয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের ঐশ্বর্য্য রহিত মাধুর্য্যের সন্ধান লাভেন। সেখানে পঞ্চবিধ মুক্তিসিদ্ধ সেবা ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি তাদাত্মিকে মধুরিমায় বৈশিষ্ট্য সম্পাদনে অসমর্থ হয়। এই সেবাই ভজনীয়বস্তু সম্বন্ধে উন্নত সেবা বলিয়া প্রসিদ্ধ। মাধুর্য্য-বিরোধে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্ত্তমান, তাহাতে সেবার বিপরীত বুদ্ধি অবস্থান করায় উহা ভগবদ্বশীকরণের সর্ব্বোত্তমতার বিঘ্নকর নহে। এই উন্নত সেবার সেবা ব্যতীত অন্য কোন নিত্যবৃত্তি অনুষ্ঠান সেবা যায় না। তজ্জন্য ইহাকে সেবকগণ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করেন। যখনই সেবা-ধর্ম্মে বাহ্যধর্ম্ম প্রবেশ করে, তখনই সুবিমল আত্মা অনাত্মাধর্ম্মের সংমিশ্রণে নিত্য-চিত্তের ধারণা-রক্ষণমানসে অভাব-বোধে বিজাতীয় বস্তুর দ্বারা তাহার পূর্ত্তির আশা করেন। ইহাই কর্ম্মাবৃতা সেবা। যেকালে কর্ত্তা নিজের স্বরূপ-বিস্মৃতিতে রঞ্জিত হইয়া বিজাতীয় ব্যাপার যষ্টির আত্মপ্রতীতিকে অবস্থিত হন, তখনই তাঁহার আত্মার নিত্য সেবা-প্রবৃত্তি ন্যূনাধিক বিঘ্নিত হয়। যখন শুদ্ধিসিদ্ধ আত্মা নিজের স্বরূপ বিস্মৃতি হইয়া জড়ভোগ-রঙ্গ অভাব-পূরণমানসে বাহ্য হইয়া পূর্ণতার দিকে ধাবমান হন, তখনই তিনি আত্মধর্ম্মে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপরতা অবলম্বন—এইরূপ ভজনীয় মূলের শোষণ করেন। এইরূপ জ্ঞানাবরণ হইতে মুক্তি লাভ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহারা ত্যাগী প্রকৃতি হইতে আত্মা প্রভৃতি এবং সেই আত্মা

পুনরায় প্রসূতির গর্ভে নির্ব্বিশিষ্ট ভাব লাভ করিলে অভাবের পূর্ত্তি হইবে—এইরূপ ধারণা করেন। এই জ্ঞানমিশ্রা প্রভৃতি তত্ত্বিদ্‌বর্গে কোন দিনই থাকিতে পারে না। কর্ম্ম এবং জ্ঞান —এই উভয় মিশ্র ভাবই ভক্তির হন্তারক। কিন্তু তাহাও তথাকথিত যোগিগণের পরম আদরের বস্তু। আমরা বদ্ধ-জীবের বিভিন্ন রুচিবিকার আলোচনা করিয়া তাহাতে রঞ্জিত হইতে তাহাকেও পরামর্শ দিতে পারি না। তত্তদ্ অনর্থে পরিপূর্ণ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকগণ নিজ নিজ অমঙ্গলের মধ্যে বাসকেই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন, কিন্তু উহা মনোধর্ম্ম-প্রসূত সুতরাং অনর্থময় অনাত্মপ্রতীতিতে আবদ্ধমাত্র।

ফলভোগ কামিসম্প্রদায় অভাবাত্মিকাপ্রযুক্ত যোষিতের উপাসক। কর্ম্মিগণের আরাধ্য বাসনা-বিকাশিনী কামিনী তাঁহাদিগকে ক্রীড়নক সাজাইয়া বিভিন্নস্থানের যাত্রী করিয়া তুলে। যখন তাহারা যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গীয় ভূত হইতে পরিত্রাণলাভের বাসনায় উর্দ্ধবাসে ছুটিতে থাকে, তখন তাহাদের ভুক্ত কর্ম্মফল নানাপ্রকার প্রবল আকর্ষণে তাহাদিগকে নিরুদ্যমে হইতে নিরস্ত করে। তদবস্থায় স্বীয় বিক্ষেপাত্মক-বৃত্তির দ্বারা বদ্ধজীবকে ভগবৎসেবা-বঞ্চিত করিয়া অকার্ত্স্নবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার এবং তাহাকে কামদেব সাজাইয়া ক্ষুদ্রকামের দুর্ভরপ্রবণ রাজ্যে সংস্থাপন করে। যখন তাহার কর্ম্ম পর্য্যন্ত ভোগফলের বন্যায় প্লাবিত হইয়া যায়, তখন আর ভোগের প্রয়োজনের কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে না পারিয়া তাহাকে তদ্‌বিপরীত দিকে ক্রত-গামী করে। অনিত্য ফল ভোগ-কামনার বঞ্চিত জীব তাহার অমঙ্গল বুঝিতে পারিয়া নিত্য কামরূপিপুরণের নিমিত্ত যখন-কালে পথের বিভিন্ন দিক্ দেখিতে পায়। এই দুইটী দিকের অভ্যন্তরে তাহার রাজনী প্রবৃত্তি বর্ত্তমান। কখনও বা সে তামসী বৃত্তির বশে নির্ব্বিশেষজ্ঞানকে কামনা হইতে অবসর লাভে উৎকৃষ্ট পরিত্রাণ-ভূমিকা বলিয়া জানে, তখন সে জাগতিক পদার্থাপথে ভজনীয় বস্তুর প্রতি অনাদর করায় তামসী প্রবৃত্তি চালিত হইয়া যে বিমল্লক নির্ব্বাণ আকাঙ্ক্ষা করে সেই সাযুজ্যভাব তাহার নিত্য অস্তিত্বের নাশক, এই ভিত্তি হইতে ব্যক্ত হয়। তখন সে মনে করে যে, নিত্য অস্তিত্ব কখনই নিত্যির ব্রহ্মানুসন্ধান ব্যতীত অবস্থান করিতে পারে না। যাহাতে তাহার কোন দিনই অধিকার নাই বা হইতে পারে না,—এইরূপ ইন্দ্রিয়াসন-সেবীর বৃত্তি গ্রহণ করিতে গিয়া তামসী প্রবৃত্তির অনুশীলনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনন করে। তাদৃশ অনিত্য মনন-প্রবৃত্তি-মূলে মায়াবাদ-ভজন হইতে উহাকে রক্ষা করিবার জন্য সাধুগণ যত্ন করিয়াও তাহার মঙ্গল সাধন করিতে পারেন না। পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, উক্ত পথের সম্পূর্ণ বিপরীতদিকেই ভক্তির নিত্যাবস্থান। সুতরাং ফলভোগী কর্ম্মী, ফলত্যাগী তথা-কথিত জ্ঞানী, উভয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন অভক্ত যোগিসম্প্রদায় সমূহ, সকলেই অভক্ত।

'যুগ'-শব্দ কালের মূর্ত্তিবিশেষ। এই মূর্ত্তি অখণ্ড-কালের অন্তর্গত খণ্ডপ্রতীতি হইতে উৎপন্ন। মায়াবদ্ধ জীব যখন আপনাকে জড়েন্দ্রিয়ের পরিমিত বস্তুবিশেষ মনে করে, তখনই জড়পরিমিত অখিল-বিবেকানন্দ অখণ্ড জড়ের মহাপাত্র হইবার জন্য অভ্যাভিলাষী হয়। 'অভ্যা-ভিলাষী'-শব্দে যে অভ্য-শব্দের প্রয়োগ, তাহা ভজনীয় বস্তু ব্যতীত ইতর প্রতীতির জ্ঞাপক। সেই ইতর প্রতীতিকেই শ্রীমদ্ভাগবত চতুঃশ্লোকীর দ্বিতীয় শ্লোকে পরমাত্মার মায়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মায়াবাদি-সম্প্রদায় মায়ার অধিষ্ঠানের প্রতীতিকে ভগবানের অহংপ্রতীতির সহিত সর্ব্বতোভাবে সমজ্ঞান করায় তাহারা মায়াবাদীর শিষ্যরূপে প্রচ্ছন্নপ্রকৃতিবাদী মাত্র। অনর্থযুক্ত ভোগপ্রবৃত্তিতে যে স্বরূপ ভ্রান্তিবশতঃ ভক্তির অভাব দেখা যায়, তাহাতেই জড়-ভূতাকাশে জড়কালের প্রবেশ। মায়াবদ্ধ জীবের চিদাকাশ-প্রতীতির অভাবে অচিদ্‌ঘন সমূহের গর্ভবিশেষ ভূতাকাশকেই চিদাকাশের প্রকৃতি জ্ঞান হয়। কিন্তু পরব্যোমের আংশিক দর্শনকেতু মিশ্র-চেতনের আধার অচিদ্‌বিশিষ্টধারণা-ক্ষম ভূতাকাশ পরব্যোমকে স্থান দিতে অসমর্থ। পরব্যোম অমল অচিদাকাশকে কি প্রকারে একপার্শ্বে স্থান দিতে সমর্থ, তাহা মায়াবদ্ধজীবের প্রাকৃত ত্রিগুণাজর্গত মাটীয়া উদরে জীর্ণ হইতে পারে না। চিদাকাশে যে চিন্ময় অখণ্ড কাল এবং চিন্ময় খণ্ড কাল যুগপৎ নবনবায়মান কৌতুহল বর্দ্ধন করে, তাহা বুঝিবার শক্তি ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননী প্রকৃতিতে ভগবান্ স্থাপন করেন নাই। তাই বলিয়া মহা-লক্ষ্মোদরীর বুদ্ধে তত্ত্ববিচার দ্বারা আত্মজন করিবার স্পৃহা ভগবদ্ভক্তের নাই। এই প্রকৃতি ভগবানের বহিরঙ্গশক্তি প্রসূত রূপের বিধাত্রী। কিন্তু এই বিধাত্রী শক্তিকে অন্তরঙ্গ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বৈকুণ্ঠবিলাসিনী শক্তি দেবতা

হয় নাই। বৈকুণ্ঠের দেশকালপাত্রের মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের দেশ-কালপাত্রের সহিত সৌসাদৃশ্য থাকিলেও বৈকুণ্ঠের বিকৃত প্রতিফলনস্থলে মায়িক বৈচিত্র্যসমূহ অবস্থিত। মায়িক জগতের সৌসাদৃশ্য বৈকুণ্ঠ বৈচিত্র্যে নিত্যকাল পূর্ণ অবয়-জ্ঞানের সহিত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে অবস্থিত। প্রাপঞ্চিক প্রতীতিতে এই বর্ণের খণ্ডিত পরিচ্ছিন্ন সীমা-বিশিষ্ট ভাবসমূহের যে প্রতীতি অবস্থান করে, তাহার সাদৃশ্য গোলোকের দেশকালপাত্রে নিত্যাবস্থিত বলিয়া বৈকুণ্ঠের বিকৃত প্রতিফলনরূপে উহা প্রাপঞ্চিক জগতে বিষ্ণু-শক্তির ক্রিয়া। প্রপঞ্চস্থ বিষ্ণুশক্তি বৈকুণ্ঠের বিকৃত ছায়ার উদাহরণে এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন বলিয়া এই রচিত ব্রহ্মাণ্ডের কীর্তনের বিবর্তে বৈকুণ্ঠপ্রতীতিকে জড় ভোগীর কল্পনাপ্রসূত দেশকালপাত্রাত্মক বৈচিত্র্যে নির্দেশ করা সঙ্গত নহে, যেহেতু অনিত্য নিত্যেরই অংশবিশেষ, অনিত্যের অংশবিশেষে নিত্যের কখনই স্থাপিত হইতে পারে না। বহু বিশেষ ধর্ম সবিশেষ বস্তুতে নিত্যভাবে আশ্রিত আছে। তাহারই পরিচ্ছিন্ন প্রতীতি বিশেষ নির্বিশেষ বা অজ্ঞানপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানস্থায়ই কৌশলমাত্র। চার্বাকাদি নাস্তিক সম্প্রদায় যে কালের অন্তরে, দেশের অন্তরে, নিজস্বরূপ স্থাপন করিয়া দেশকালপাত্র বিচার আবাহন করেন এবং অজ্ঞেয়তা-বাদী, সন্দেহ-বাদী প্রভৃতি যে সকল বৈতানিক মনোবিজ্ঞানবলে কালগত ধারণা করেন, সেই খণ্ডিতকালে তাহাদের বিচার পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত সেই খণ্ডিত কালেই অবস্থিত। এই খণ্ডিত কালের ভক্ত-সমূহ তাহাদিগকে বর্ষ, ঘন, চতুর্থবর্ষ, পঞ্চমবর্ষ প্রভৃতি অনন্তবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যুগান্তরে স্থান দিবে। কর্ম-কাণ্ডীয়জনগণের নিজ নিজ ভোগ-বুদ্ধের সমূহ ভোগ-পিপাসোত্থ চেষ্টা সমূহ পরিবর্তিত হইয়া যুগান্তর আনয়ন করে। কর্মীর বিচারের যুগ পরিবর্তিত হইয়া নৈষ্কর্ম্যবিচার-যুগ সেই স্থান গ্রহণ করে। নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরত মায়াবাদী আপনাকে বিজ্ঞ জানিয়া যে মুমুক্ষার চেষ্টাসমূহ প্রদর্শন করে, তাহাও কালান্তরে অনুদ্ঘাটিত অজ্ঞানেরই অনুকূল অনুশীলন, কৃষ্ণানুশীলনের অনুকূল অনুশীলন নহে, সুতরাং তাহার প্রতিকূল চেষ্টামাত্র। অবশ্য বড় বড় কালের মধ্যে খণ্ডিতকালের কোন নির্দিষ্টযুগে প্রাপঞ্চিকবিচার সংশ্লিষ্ট-যোনিগণ একটু স্থান লাভ করেন, সুতরাং ব্রতিগণের যুগ, কর্মিগণের যুগ, জ্ঞানিব্রুবগণের যুগ, অজ্ঞাতিসাধিগণের যুগ পরিবর্তিত হইয়া ভক্তি-মহাযুগের প্রবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ভক্তিযুগকে অভক্ত সমাজ তাহাদেরই ন্যায় খণ্ডিতকালাত্মক যুগবর্গে অবস্থিত মনে করিতে পারেন, কিন্তু ভক্তিযুগ সাধারণ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ বা অজ্ঞাতিসাধী কর্মাবৃত ও জ্ঞানাবৃত মিশ্র আবৃত সাম্প্রদায়িক অভক্তগণের পরিমিত যুগ মাত্র নহে। ভক্তিযুগ নিত্য তবে ভক্তিযুগের অভাব যেখানে বিষ্ণুমায়া কর্তৃক আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি-পরিচালনে প্রাপঞ্চিক দেশকালপাত্ররূপে বিরাজমান, সেখানে ভক্তিযুগ রাহুগ্রস্ত রবি-চন্দ্রের ন্যায় অভক্তগণের হৃদাকাশে মলাবৃত মাত্র। অভক্ত বা অভক্তিমিশ্র ভক্ত-ব্রুবগণ অভক্তসমাজেরই অন্তর্ভুক্ত, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ অভক্ত যুগান্তরে গণিত হইবার যোগ্যতাবিশিষ্ট।

ভক্তিযুগ নিত্যকাল স্বীয় অধিষ্ঠান বিস্তার করিয়া ভক্ত-সমাজের সেবা করিতেছেন। তবে যেরূপ কুজ্ঝটিকা আবৃত নয়নকে সূর্যালোক দেখাইতে গিয়া ছলনা করে, ও তাদৃশ ছলনানীতিতে শিশুগণই আবদ্ধ, এবং তাহাদিগকে ক্রমনীতি অবলম্বন করিয়া যেরূপ সত্যযুগের অভিমুখ করাইতে হয়, সেরূপ অজ্ঞানাশ্রিত অনুসন্ধানকারীকে সত্যের উপলব্ধি করাইবার জন্য শিশুনীতিপ্রভাবে উপদেশ দ্বারা যুগান্তর শব্দের সার্থকতা সাধন করিতে হয়। একজনে ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস, মধ্ব, রামানুজস্বরূপ শিশুনীতি অবলম্বন পূর্বক ভক্তিযুগের নিত্যত্ব স্থাপন করিয়া ছিলেন। কিন্তু খণ্ডিত যুগাশ্রিত সঙ্কীর্ণ-সম্প্রদায়সমূহ নিজ নিজ মতের প্রাবল্য সাধন করিয়া ভক্তিযুগের ধারণা করিতে সাধারণকে বঞ্চিত করিতেছেন, সেই বঞ্চনা হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়েই ভক্তিযুগের পুনঃপ্রবর্তক কার্ষ্ণ সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য স্বাশ্রিত হইয়া চেতন-জগতে চিন্ময় গৌড়ীয়ের লীলাভিনয় করিতে ছেন। সুতরাং অভক্ত সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

গৌড়ীয় আধ্যক্ষিক বিচারে অচিৎ অধিষ্ঠানে অবস্থিত বলিয়া যে জড়বিচারপর নয়নে পরিগণিত হইতেছে, জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা সেই নয়নে কজ্জলরূপ তমোবিধি গৌড়ীয় কর্তৃক বৈদ্যরূপে প্রদত্ত হইলে তাহারাও সকলে চিন্ময় গৌড়ীয়ের নিকট চিন্ময়ী দীক্ষা প্রভাবে স্বয় চিন্ময়ী তনু দর্শন করিয়া স্বরূপোত্থানে সিদ্ধ-মনোরথ ও ভগবৎ-সেবা-তাৎপর্যক্রমে আপনাদিগকে ভাগবত জানিতে

পারিবেন। এই জগবত্তগণ লোকে নিত্যাবস্থিত হইয়া নিত্যকালে ভগবদ্ভক্তিতে সর্ব্বতোভাবে দেশ কাল ও পাত্র-বিশেষে অভেদনির্ব্বিশেষবিচার-প্রতিপাদ্য ভূমিকায় নিত্যাবস্থিত হইয়া জীবগণকে চিন্ময়ী দীক্ষায় দীক্ষিত করেন,—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।
সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

পাঠক, এখন বুঝিতে পারিলেন কি, কৃষ্ণপ্রাপ্তি কাহাকে বলে? 'এখন'-শব্দ যুগ-বাচক, সুতরাং অভক্ত-সমাজে গৌড়ীয় মঠের দ্বারা আমর-রহিত পাত্রান্তরিত শুষ্ক কাল যুগ হইতে নিত্যযুগে যুগান্তরিত, জড় ভূতাকাশ হইতে চিদাকাশে স্থানান্তরিত হইলে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অভক্ত সমাজ মঙ্গলপের পক্ষও কি বুঝিতে ইচ্ছা করিবেন? অর্থাৎ তাঁহারা ইহকাল ও পরকাল বুঝিবেন কি?

——

কুরুক্ষেত্র-সূর্য্যোপরাগে প্রভুপাদ

(৬)

১৫ই অক্টোবর (১৯২৮) বেলা ১১ ঘটিকার সময় Punjab Boy Scout এর Asst Provincial Secretary লাহোর-প্রবাসী স্বনামধন্য জনেতা মিঃ সর্দার হরদয়াল সিং মহোদয় শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-দর্শন অভিলাষ করেন। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ রাধেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ, মহোদয় Boy Scout এর উক্ত সেক্রেটারী মহাশয়কে শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে লইয়া যান। সর্দার হরদয়াল সিং প্রভুপাদকে অতি বিনীতভাবে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠের বিভিন্ন স্থানের কএকটী আলোক-চিত্র গ্রহণ করিবার জন্য ভক্তগণের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রথমে তিনি শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত কতিপয় ভক্তের একটী Group ফটো উঠাইয়া লইলেন, পরে একক শ্রীল প্রভুপাদের একটী আলোকচিত্র এবং উচ্চমঞ্চোপরি-উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনসেবাৎপর সারথি, চতুর্দ্দিকস্থ ব্রজগোপগোপী এবং বেণুবাদ্যিদের আলোকচিত্র গ্রহণ করিলেন। মিঃ হরদয়াল সিং অত্যন্ত কার্য্যের ভিড়ে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ সমীপে আসিবার অবসর করিয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, যখন শ্রীল প্রভুপাদ কুরুক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন এবং জনসমষ্টি দ্বারা অভ্যর্থিত হইতেছিলেন, তখন তিনি প্রভুপাদকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং মনে মনে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছিলেন, জনতার মধ্যে প্রভুপাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। মিঃ হরদয়াল সিং নানক-পন্থী ও পাঞ্জাব প্রদেশের বিশিষ্ট জননেতা, শিষ্টাচার ও সৌজন্যে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি বলিলেন যে, লাহোরে নানকের জন্মোৎসব উপলক্ষে শীঘ্রই একটী বিরাট জন-সম্মেলন হইবে। এই জন্য সেখানেও তাঁহার নূতন সম্প্রদায় Boy Scouts লইয়া গিয়া কার্য্য করিতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ কিয়ৎকাল তাঁহার নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র ও ধর্ম্মের কথা ইংরাজী ভাষায় কীর্ত্তন করিলেন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত Harmonist পত্রিকা ও দুইটী ইংরাজী পুস্তক উপহার দিলেন।

প্রাচী সরস্বতীতীরে যে স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪১৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সূর্য্যগ্রহণছলে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়া থানেশ্বরী বিপ্রকে বিপ্রলম্ভ-ভজন শিক্ষা দিয়াছিলেন, যাহাতে সেই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনের স্মারক চিহ্ন-স্বরূপ শ্রীগৌর-পাদ পীঠ সংস্থাপিত ও তদুপরি একটী শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়া শুদ্ধভাবে সেবা-পূজা হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠের মঠ-রক্ষক অধিকারী বৈষ্ণবচরণ প্রভু, ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র, শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী ও কতিপয় ভক্তের সহিত উক্ত স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কুরুক্ষেত্র-মেলাস্থল অতিক্রম করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ক্রমশঃ থানেশ্বর নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকিলেন। চতুর্দ্দিকে প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্ন-স্তূপ, জনহীন বিশাল পান্থশালা, মস্‌জিদ, বৃহৎ তোরণ, অতিথি-শালা, সরোবর, দীর্ঘিকা, বাগান-বাটিকা, বিলাসভবন, হস্তী-অশ্বশালার ভগ্নাবশেষ যে কোন পরিদর্শকের হৃদয়ে

প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা-সমূহের স্মৃতির সহিত জগতের পরিবর্ত্তনের সাক্ষ্য মূর্ত্তিমান করিয়া রেখ। সরস্বতী নদীর তীরে এই থানেশ্বর নগর অবস্থিত। "স্থাণীশ্বর" (স্থাণু + ঈশ্বর) শিবের নাম হইতে এই স্থানের নাম "স্থাণীশ্বর" এবং তাহারই অপভ্রংশ থানেশ্বর হইয়াছে। এখানে স্থাণীশ্বর শিবের একটী সুবৃহৎ সুষমা মন্দির বিরাজিত আছে। মহাভারতে স্থাণুতীর্থ নামে এই স্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্থ্ সঙ্গ এখানে আগমন করেন। তৎকালে থানেশ্বর একটী স্বতন্ত্ররাজ্য-রূপে পরিগণিত ছিল। চীনপরিব্রাজক বলেন যে, এই রাজ্য প্রায় ৬০০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। ১০১১ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদ এই নগর আক্রমণ করেন এবং অমূল্য দ্রব্য সমূহ লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে লইয়া যান। দিল্লির অনুমানকালে দর্পার তিঁতিনিং থানেশ্বর অধিকার করেন এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই স্থান অর্পণ করিয়া যান। মোগলদিগের আধিপত্যকালে কিন্দিগণ থানেশ্বরের অনেক দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার উপর মস্‌জিদাদি নির্ম্মাণ করেন। কুরুক্ষেত্র একসময়ে হিন্দু ও মুসলমানে বিপুল যুদ্ধ হইয়াছিল। সিংহিংহের বংশ লোপ হইলে এই স্থান বৃটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। পূর্ব্বে এখানে বহু লোকের বাস ছিল।

ঐ সকল ঐতিহাসিক ভগ্নাবশেষ ভক্তগণকে প্রদর্শন করাইয়া জড়বিজ্ঞানের অনিত্যতা ও চিদ্‌বিলাসরাজ্যের নিত্যতা শিক্ষা প্রদান করিতে করিতে প্রভুপাদ থানেশ্বরের পথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমে বাজারের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। থানেশ্বরবাসী অনেক ধনী সওদাগর তাঁহাদের বিপণি হইতে উত্থিত হইয়া ও ক্রয়-বিক্রয় স্থগিত রাখিয়া সাধারণ রাজপথমধ্যেই প্রভুপাদের পাদপদ্মে লুণ্ঠিত হইতে থাকিলেন। এদিকে রাজপথে টাঙ্গা, এক্কা, মো-ঘাম ও জনতা এবং ক্রেতাসণের পুনঃ পুনঃ আহ্বান-সত্ত্বেও তাঁহারা প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—"প্রভো, আমাদের মহাভাগ্যফলে আজ কুরুক্ষেত্রে আপনার দর্শন পাইলাম। আজ থানেশ্বর মহা-তীর্থ হইল। আমরা বিষয়ী ও দীনচেতা গৃহী; আপনার ন্যায় মহাপুরুষ আজ অযাচিতভাবে থানেশ্বরে শুভাগমন করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থতর করিয়াছেন। শ্রীচরণে আমাদের বিনীত ও একান্ত অনুরোধ যে, আপনি কৃপা পূর্ব্বক কিছুকাল আপনার শ্রীমঠে সুখে অবস্থান করিয়া আমাদিগের প্রতি কৃপা বর্ষণ করুন। আপনার কোনও কষ্ট হইবে না, আমরা আপনার ভৃত্য, সর্ব্বদা আজ্ঞাবহরূপে উপস্থিত থাকিব।"

শ্রীল প্রভুপাদ কুরুক্ষেত্রবাসী ঐ সকল সজ্জনকে বলিতে লাগিলেন,—"আজ আমি ধন্য হইয়াছি। কারণ আপনাদের ন্যায় শ্রীধামবাসীর দর্শন আজ ঘটিয়াছে। এখানে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র, গোপীগণ এবং আমাদের মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন। আজ ধামবাসীর চরণরজঃ পাইবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। আপনারা কৃপা করুন। আপনাদের সেবার অধিকার দিন। আমার এস্থান হইতে শ্রীবৃন্দাবন, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে উৎসব উপলক্ষে যাইবার কথা আছে। সুতরাং এ রাজ্য অধিককাল থাকিয়া আপনাদের সেবা করা আর আমার ভাগ্যে হইবে না।"

প্রভুপাদ থানেশ্বরবাসী সজ্জনবৃন্দকে ঐ সকল বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া শ্রীপ্রাচী সরস্বতীর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। কএকজন থানেশ্বরবাসী সজ্জন প্রভুপাদের অনুগমন করিলেন। থানেশ্বরে যে স্থানে পূর্ব্বে শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠ স্থাপিত হইয়াছিল এবং যে অপূর্ব্ব অষ্টাহিকাটী উৎসব উপলক্ষে ভক্তগণের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল, প্রভুপাদ সেই দুইটী স্থান পরিদর্শন করিলেন। অতঃপর একটী স্থানীয় ধর্ম্মপ্রদর্শকের সহিত প্রাচী সরস্বতীর তীরে মহাপ্রভুর গাদির দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলেন। পথে ভদ্রকালীর মন্দির পড়িল। প্রভুপাদ ভদ্রকালীর মন্দিরের সম্মুখে একটী কূপের তীরে বিস্তৃত বৃক্ষছায়ায় উপবেশন করিলেন এবং যে সকল ভক্ত পূর্ব্বে এস্থানে আগমন করেন নাই, তাঁহাদিগকে শ্রীমন্দিরে ভদ্রকালী দর্শন করিয়া আসিতে বলিলেন। ভক্তগণ দর্শন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে প্রভুপাদ বলিলেন, এখানে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর আগমন করিয়া-ছিলেন এবং ভদ্রকালীর মন্দিরের নিকট অবস্থান করিয়া তাঁহার জনৈক সঙ্গী ভক্তকে থানেশ্বরী জগন্নাথের স্থানে—যেখানে মহাপ্রভু আগমন করিয়া দিবসত্রয় অবস্থান করিয়া-ছিলেন, সেই স্থান অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ভদ্রকালীর স্থান অতীব প্রাচীন। শ্রীমদ্ভাগবতে ও মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে এই ভদ্রকালী

দেবীর কথা আছে। ইনি বৈষ্ণববিদ্বেষক তামসিক-প্রকৃতি শাক্তেয়বাদিগণের দণ্ডদাতা ও ভক্তপালয়িত্রী নারায়ণী। মহাভারতের যুদ্ধের সময় পাণ্ডবগণ এই ভদ্রকালীর স্থানে যুদ্ধের বিজয়কামী হইয়া কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ভদ্রকালী বৈষ্ণব-নির্য্যাতনপ্রয়াসী কৌরবপক্ষকে পরাভূত করিয়া কৃষ্ণপ্রভৃতি পাণ্ডবগণকে বিজয়-মাল্যে বিভূষিত করিয়াছিলেন; সেই সময় হইতে এই ভদ্রকালী "বিজয়-ভাদ্রায়নী" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চমস্কন্ধে বর্ণিত আছে যে, ভরত রাজা যখন গণ্ডকী নদীর তীরে ভগবদ্ভজনকালে অনাথ মৃগ-শিশু-রক্ষণে অর্থাৎ জীবসেবায় আসক্তি প্রদর্শন করিয়া স্বীয় ভজনাস্তরায় বরণ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং সেই আসক্তি-বশতঃ তাঁহার মৃগত্ব-প্রাপ্তি ও মোক্ষাবসানকালে তাঁহার মৃগদেহ মুক্ত হইয়াছিল, তখন তিনি অনেক সর্ব্বগুণসম্পন্ন ভক্তিমান ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে আবির্ভূত হন। এই জন্মে ভরত, তাঁহার পূর্ব্ব জন্মকথা স্মরণ করিয়া সঙ্গদোষে পাছে আবার পতন হয়, এই ভয়ে, আর কোন ভগবদ্বিমুখজনের সঙ্গেই মিশিলেন না; পরন্তু তাহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য লোকচক্ষে নিজকে উন্মত্তের ন্যায় ও জড়বৎ দেখাইয়া, অন্তরে ভগবৎপাদপদ্মের একান্ত অভি-নিবেশ হইয়া কাল হরণ করিতে লাগিলেন। ভরতের পিতা তাঁহাকে উপনয়নাদি সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া, স্বধর্ম্মোচিত শৌচাচার শিক্ষা দিতে এবং বেদাদি পাঠ করাইতে বিশেষ যত্নবান হইলেও ভরত সকলবিষয়েই আপনাকে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ দেখাইয়া জড়ভাবেই মগ্ন রহিলেন। তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ ভাবিয়া, বিপদ পতন ঘটে দেখিয়া যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি যেমন ব্যবহার করিত বা যেরূপ কার্য্য করাইয়া লইতে চাহিত, তাহাতেই তিনি তুষ্ট হইয়া কাহারও প্রতিকূলাচরণ না করিয়া জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার জনকজননীর পরলোকগমনের পর তাঁহার বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ তাঁহার প্রতি কুৎসিত ব্যবহার এবং কদর্য্য কার্য্য ও আহার্য্যের ব্যবস্থা করিলেও তিনি কখনও বিচলিত বা আত্মবিস্মৃত হইতেন না। তাহাদের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া গভীর রাত্রেও তিনি (ভরত) শস্যক্ষেত্র রক্ষা করিতেন। একদিন কোন এক সামন্ত চৌররাজ পুত্র-কামনায় ভদ্রকালীর নিকট নরপশু বলিদান করিতে উদ্যোগ করিল। তাহার সেই পুরুষপশু দৈবক্রমে বন্ধনমুক্ত হইয়া পলায়ন করিল। ঐ দস্যুরাজের অনুচরগণ সেই পশুর অনুসন্ধানে করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু কোথাও পশু প্রাপ্ত হইল না। ভ্রমণ করিতে করিতে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি দ্বিপ্রহর সময়ে অকস্মাৎ এক ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল যে, আঙ্গিরসগোত্রোদ্ভূত ব্রাহ্মণতনয় কোন একটী উচ্চস্থানে উপবেশন করিয়া মৃগ ও বরাহাদি পশুকুল হইতে ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন। তাহারা ঐ ভরতকে সুলক্ষণ-সম্পন্ন পুরুষ-পশু বিবেচনা করিয়া ইঁহার দ্বারাই প্রভূত কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাঁহাকে (ভরতকে) রজ্জু দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্লবদনে চণ্ডিকার মন্দিরে লইয়া গেল। চৌরগণ সেই আঙ্গিরসপুত্রকে (ভরতকে) তাহাদের স্বকল্পিত বিধানানুসারে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্রদ্বারা তাঁহার অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া দিল এবং পশুযোগ্য অলঙ্কার, গন্ধ, তিলক, চন্দন, মাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করাইয়া তাঁহাকে ভোজন করাইল। ভোজনান্তে তাহাদের কল্পিত পুরুষ-পশুকে (ভরতকে) ধূপ, দীপ, মাল্য, লাজ, নবপত্র, ফলাঙ্কুর ও ফলাদি উপহার দ্বারা হিংসাবিধি-বিহিত পূজা-সম্পাদন পূর্ব্বক উচ্চগীত, স্তুতি এবং মুরজ-পণবাদি বাদ্যের সহিত ভদ্রকালীর সম্মুখে অধোবদন করাইয়া উপবেশন করাইল। যে চৌর দস্যুরাজের মুখ্য পুরোহিতের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, সে ঐ উপকল্পিত পুরুষ-পশুর শোণিতাসব দ্বারা ভদ্রকালী দেবীর তর্পণবিধান-কামনায় ভদ্রকালী মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া একটী ভীষণ তীক্ষ্ণধার খড়্গ গ্রহণ করিল। ঐ দস্যুগণের প্রকৃতি রজঃ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন ছিল। সুতরাং উহারা ভগবানের অংশযুক্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে তুচ্ছ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া কুপথে বিচরণ করিতেছিল। হিংসাই তাহাদের ক্রীড়োৎসব হইয়াছিল। দেবী সেই ধর্ম্ম-বিলোপসাধন-প্রয়াসী সূত্রগণের অতি দারুণ, সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য বৈষ্ণববিদ্বেষাত্মক ভগবদ্বিদ্বেষের বিষয় বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার দেহ বৈষ্ণবতেজোদ্বারা অতিশয় সন্তপ্ত হইতে থাকিল। ভদ্রকালী অবিলম্বে প্রতিমা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। দস্যুতস্করাদি তামস-প্রকৃতি সূত্রগণের কামনামূলে কল্পিত ভদ্রকালী—বৈষ্ণব-পালনী নারায়ণী বৈষ্ণবীশক্তি ভদ্রকালীর ছায়া স্বরূপা।

তামসপ্রকৃতি শূদ্রগণের কামনামূলে কল্পিত ভদ্রপ্রতীকের সেই মেহীতে ভেদ আছে, কারণ তিনি ভিন্নস্বরূপা নহেন। অবৈষ্ণব শাক্তেয়তন্ত্রবাদিগণ ঐরূপ ছায়াশক্তির আরাধনে নিমজ্জিত করিয়া থাকেন। 'ভদ্র' শব্দ মঙ্গলবাচী, "ভদ্রকালী" বিষ্ণুশক্তি জীবকুলকে বিষ্ণু-সেবায় নিযুক্ত করিয়া তাহাদের আত্যন্তিক শিব-বিধান করেন। ভদ্রকালী তামসপ্রকৃতি শাক্তেয়বাদিগণের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বপ্রকৃতি বৈষ্ণবের বিরোধ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তামস শাক্তেয়গণের কল্পিত প্রতীক পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলেন। আত্যন্তিক অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধাবেশজনিত বেগে তাঁহার ভ্রূকুটী-শাখা সঞ্চালিত, কুটিল দংষ্ট্রা বহির্গত এবং আরক্ত-লোচন বিঘূর্ণিত হইতে থাকিল। তাহাতে তাঁহার মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিল। তিনি যেন এই আসুরকেশাগ্র বৈষ্ণব-বিরোধী বিশ্বের সংহার করিবার জন্যই অতীব ক্রোধভরে মহান্ অট্টহাস্য করিতে করিতে প্রতিমা হইতে বহির্গত হইয়া সেই পাপিষ্ঠ দুষ্ট শূদ্রগণের মস্তক তাহাদিগের সেই খড়্গ দ্বারা ছেদন করিলেন। সেই সকল ছিন্নমস্তক ব্যক্তির গলদেশ হইতে যে রুধিরস্রোত অজস্র বেগে নির্গত হইতে লাগিল, বৈষ্ণব-বিরোধিগণের উপাস্যা ভদ্রকালী স্বীয় ডাকিনী প্রভৃতি সহচরীগণের সহিত উহা পান করিতে লাগিলেন। অতিশয় শোণিতপানোন্মত্ত হইয়া ভদ্রকালী তখন নিজ পার্ষদগণের সহিত উচ্চৈঃস্বরে গান ও তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং ঐ সকল বৈষ্ণব-হিংসক শাক্তেয়-মতবাদিগণের মাংসপূর্ণ মস্তকগুলিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহা লইয়া কন্দুক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণের প্রতি হিংসারূপ অপরাধ এইরূপ হিংসাকারীর নিজের প্রতিই ফলিয়া থাকে।

এই সেই স্থান, যেখানে নারায়ণী ভদ্রকালী বৈষ্ণব-হিংসকগণকে সংহার করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভদ্রকালী মন্দিরের সম্মুখে কূপের তীরে বসিয়া ভক্তগণকে এই সকল উপদেশ প্রদান করিলেন। ভদ্রকালীর মন্দিরের পূজারী মহাশয় আসিয়া প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিলেন। পূজারী মহাশয়ের নাম শ্রীবলরামনারায়ণ দাসজী। তাঁহার গলায় তুলসীর মালা এবং ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও সর্ব্বাঙ্গ তিলকে বিভূষিত। তিনি আপনাকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাধু বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বলিলেন, ভদ্রকালীর মন্দিরে কোনও শাক্তেয়মতবাদীর অবস্থানের আদেশ নাই, বৈষ্ণবগণই এখানে থাকিতে পারেন। আরও বলিলেন যে, জীবহিংসা, আসবপান ও অন্যান্য শাক্তগণের নানাপ্রকার তামসাচারের এখানে আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া হয় না; এখানে দেবীর সম্মুখে নারিকেল, ফলমূল, ফুলমালা প্রভৃতি বলি হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে যেখানে ভদ্রকালীদেবী রহিয়াছেন, তাহারই সম্মুখে একটী বিস্তৃত কূপ দেখাইয়া বলিলেন যে, এই স্থানটী যোগমায়াপীঠ। ইহার নাম দুর্গাকূপ। এখানে দেবীর ভূমিদেশ পতিত হইয়াছিল। ভদ্রকালীর মন্দির বামে রাখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর গাদির অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। পথে প্রাচীকূপ এবং নানক পন্থীদিগের কএকটী মঠও দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সেখানে নানকপন্থিগণ স্নানাদিকার্য্য করিতেছিলেন। ভক্তগণের মধ্যে কাহারও কাহারও পথশ্রম হওয়ায় প্রভুপাদ বলিলেন, আমার অনুগমন করুন্। আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্থান দর্শনার্থ এই পথে বহুবার আসিয়াছি। প্রভুপাদের অনুগমন করিয়া ভক্তগণ নিশ্চিন্তভাবে চলিতে লাগিলেন এবং অত্যল্পকালমধ্যেই সকলে কূবের-কূপের নিকটে আসিয়া পড়িলেন। প্রভুপাদ ভক্তগণের মধ্যে ২।১জনকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে বলিলেন, যাহাদের ধনস্পৃহা আছে, তাঁহারা কূবের-কূপের জল মস্তকে দিতে পারেন। কূবের-কূপের উপরে একটী বিস্তৃত-শাখ অশ্বত্থ বৃক্ষ বিরাজিত। সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া কএকজন হিন্দুস্থানী লোক অঙ্গে তিলকাদি রচনা ও সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতেছিলেন। কূবের-কূপের পার্শ্বেই মহাপ্রভুর গাদি, এইস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব খানেশ্বরী অপরাধকে কৃপা এবং শ্রীসরস্বতীকে শ্রীচরণ স্পর্শে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। স্থানীয় কএকটী লোক বলিলেন, এইস্থানে বর্ষাকালে সরস্বতীর এরূপ প্লাবন ও প্রখর স্রোত হয় যে, প্রায় সমস্ত স্থানই ডুবিয়া যায়। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গাদি ও পাদপীঠ দেখাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, নাভাধাসের হিন্দী ভক্তমালে এই খানেশ্বরী অপরাধের উল্লেখ আছে। খানেশ্বরে আবির্ভাব বলিয়া ইহার নাম খানেশ্বরী অপরাধ হইয়াছে। বার্ষভানবীর ভাবে বিভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রকট করিয়া সূর্য্যোপরাগকালে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন, তখন

তিনি খানেশ্বরী জগন্নাথের গৃহে দিবসত্রয় অবস্থান করিয়া তাঁহাকে কৃপা করেন।

এ স্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও খানেশ্বরী বিগ্রহের মধ্যে স্বপ্নের কথা হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু খানেশ্বরী বিগ্রহের নিকট শ্রীপদ্ম ৮২ অধ্যায়োক্ত কৃষ্ণদর্শনার্থে ব্রজ গোপ-গোপীগণের আগমন ও আর্তির কথা কীর্তন করিয়াছিলেন। এই স্থানে মহাপ্রভুর পাদপীঠ বিরাজিত আছেন। তবে শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ এই স্থানকে শ্রীবল্লভাচার্য্যের গদি বলিতে চান। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপীঠের সম্মুখে একটী নূতন প্রাচীর ও একটী প্রস্তরফলকে খোদিত কতকগুলি রাজা দেখাইয়া বলিলেন যে, তিনি গত বৎসর যখন এই স্থানে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তখন এখানে এ সকল কথা লিখিত ছিল না। তিনি যখন কুরুক্ষেত্রে সম্মিলন সময়ে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদানমুখে এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন বলেন এবং কুরুক্ষেত্র-পুনরুদ্ধার-সমিতির প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত লালা লেখরাজী রায় বি, এ, মহাশয় উর্দ্দুভাষায় প্রভুপাদের ঐ সকল কথা সর্ব্বসাধারণের নিকট বিবৃত করেন, তখন শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের কোন একটী লোক ঐ স্থানটীকে শ্রীবল্লভাচার্য্যের গদি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান। শ্রীল প্রভুপাদ নাতিসংক্ষেপে হিন্দী ভাষায় বাক্যের কথা স্মরণ করায় ঐ লোকটী নীরব হন। নূতন অসম্পূর্ণ একটী প্রাচীরের গাত্রে দারদেশে একটী নূতন প্রস্তরফলকে নেখনাগর অক্ষরে কিছুদিন হইল এই কএকটী কথা সংযোজিত হইয়াছে—

শ্রীনাথজী
কুরুক্ষেত্র
শ্রীমন্মহাপ্রভুজীকে বৈঠক
যাঁহাকীরত
গোস্বামী টীকায়ৎ শ্রী ১০৮ শ্রী
গোবর্দ্ধন লালজী মহারাজ
মোকাম নাথদ্বার (মেবার)

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে বলিলেন যে, শ্রীবল্লভাচার্য্যের অনুচরগণ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর এই স্থানকে শ্রীবল্লভাচার্য্যের গদি বলিতে চাহেন। যদিও কটক বল্লভাচার্য্য এখন গৌড়পার্শ্বে শ্রীল পরমেশ্বর-পণ্ডিত গোস্বামীর অনুগত, তথাপি বল্লভাচার্য্যের পদে হইলেও আমাদেরই স্থান; এখানে কোন বিরোধের কথা নাই। খানেশ্বরনিবাসী কএকজন সজ্জন ব্যক্তিকে এই স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন যে, ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপীঠ। ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যদি ইহা শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ হয়, তাহা হইলে প্রস্তরফলকে এ স্থানকে বল্লভাচার্য্যের স্থান বলিয়া উক্ত হইল কেন? তাঁহারা বলিলেন, বল্লভাচার্য্যের সম্প্রদায় হইতে এ স্থানটী সম্প্রতি সন্ধান হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা স্ব-সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা এই স্থানের অধিবাসীসূত্রে প্রাচীনগণের নিকট হইতে চিরদিন শুনিয়া আসিতেছেন যে, এখানে বাংগালদেশের শ্রীচৈতন্যদেবের গদি। প্রাচীনগণ বলিয়াছেন যে, মাঝে মাঝে কোন কোন ভগবানন্দী বৈষ্ণব এখানে আসিয়া হরিনাম কীর্তন করিতেন। তাঁহারা বহু প্রাচীনগণের নিকট শুনিয়াছেন, যে নিতাই, গৌর ও সীতানাথ নামক তিন জন মহাপুরুষ বাংলাদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তাঁহারা এই সরস্বতীর তীরে আসিয়াছিলেন। এতাবৎকাল তাঁহারা ইহাই শুনিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ব্যক্তির নামটী আমরা দোষারোপ-আচার পৃষ্ঠায় লিখিয়া রাখিলাম। তাঁহার নামটী এই—শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিশ্র, ভূতপূর্ব্ব কোষাধ্যক্ষ খানেশ্বর, মহারাজ হোলকার।

প্রাচী-সরস্বতীর তীরে যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু আগমন করিয়াছিলেন, সেইস্থানে শ্রীগৌর-পাদপীঠ সংস্থাপন এবং তদুপরি মন্দিরাদি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত হরিনাথ মিত্র মহাশয়কে সঙ্গে নিয়াছিলেন। প্রভুপাদের আদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভু রাত্রির সংলগ্ন স্থানটী—যেখানে পূর্ব্বে একটী গৃহ ছিল, কিন্তু কালবশে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, সেইস্থানে গৌর-পাদপীঠ ও মন্দির নির্ম্মাণের জন্য তাঁহাকে পরিমাপ করিতে বলিলেন এবং আরও বলিলেন, যাহাতে বর্ষার সময় সরস্বতীর প্রবল স্রোত শ্রীবিগ্রহের কোন প্রকার ক্ষতি করিতে না পারে, তজ্জন্য সুদৃঢ় ভিত্তি প্রদান করিতে হইবে। প্রভুপাদের আদেশানুসারে ইঞ্জিনীয়ার বাবু সেই স্থানটী মাপজোক করিয়া লইলেন এবং শ্রীমন্দিরের একটী মোটামোটি প্লান আঁকিয়া দেখাইলেন। সেই স্থানে একত্র প্রণাম করিয়া সকলেই খানেশ্বর নগরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সন্ধ্যা-কালে এ গ্রামেরবাসী কতিপয় কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণ প্রভুপাদ যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপবিষ্ট পটমণ্ডপাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া খানেশ্বরের শ্রীরাধাগোড়ীয় মঠের গৃহেই অবস্থান করিয়া হরিকথা কীর্তন করিলেন।

ভোগ ও ভক্তি

[কলোক্ত-বর্ষের নিজ: শৈলে লিখিত, ইং ১৯১৩-১৪]

কর্তৃত্বাভিমানী বদ্ধজীবে যে বৃত্তি দেখা যায়, তাহাকেই কর্ম্মপথের সাধন বলা হয়। সে স্থলে মূলকর্তৃত্বে ভগবদ্-বিধিজ্ঞান লক্ষিত হয় না। ত্রিগুণতাড়িত বদ্ধজীব তাৎকালিক কর্তৃত্বে নিজস্বতা ভগবান্ হইতে পৃথক্ করাইয়া স্বীয় প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়া থাকেন। তাদৃশ কর্ত্তা শিশুকালে নিজ জড়সত্তার উপলব্ধিবিষয়ে মূর্খজ্ঞান লাভ না করায় তাঁহার নৈসর্গিকী বৃত্তি ভূতগণকে বদ্ধ হইবার যোগ্যতা লাভ করে। ভূতাকাশে আবদ্ধ বস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ায় ঐ সব পর্য্যবসিত হইয়া অহঙ্কার কার্য্য করিতে থাকে। ভূতগণের বোধনকার্য্যে অগ্রেই শিশুর নৈপুণ্য অস্ফুট থাকে। ক্রমশঃ সেইসকল খণ্ডিত বস্তুতে ইন্দ্রিয়সকল জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। ভূতক্রমের বিভিন্ন গতিবিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া কর্তৃত্বাভিমান উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আবার, শশিকলার ন্যায় উহা কালপ্রভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মপথে চালিত বদ্ধজীব আপনাকে মাপিয়া লইবার অষ্টপাশে আবদ্ধ করে। তখন তাহার খণ্ডকাল-প্রতীতিই রুচিরূপে পরিণত হয়। রুচিবলে কর্ম্মবদ্ধ জীব উচ্চাবচ, ভালমন্দ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বৈষম্যপূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন। কোন কোন বদ্ধজীব স্বীয় বিগত অভিজ্ঞতাক্রমে খণ্ডিত জগৎকে সুখময় জ্ঞান করেন। পক্ষান্তরে, কেহ বা ত্রিতাপদগ্ধ হইয়া পাংশু-রাশির ন্যায় জগতের পরিহার বাসনা করেন। বদ্ধজীবের ভোগপরতা তাহাকে উত্তরোত্তর বিভিন্ন কর্ম্মকাণ্ডীয় পদ্ধতি-অবলম্বনে রুচি প্রদান করে। যাঁহারা কর্তৃত্বাভিমানে সফলতা-লাভে বঞ্চিত হন, সেই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ দুঃখময় ভোগ হইতে বিমুক্তির কল্পনা করেন। ইঁহাদিগকে ভোগি-কর্ম্মী বলা যায় না, পরন্তু ত্যাগি-কর্ম্মী বলা হয়। অনেকে ত্যাগি-কর্ম্মীকে নৈষ্কর্ম্মপর বা নিষ্কামপথের পথিক মনে করেন কিন্তু ঐ ত্যাগের মূলেও ভোগির অসিদ্ধতা-দুষ্ট তদ্বিষয়না-কাঙ্ক্ষা। ত্যাগী বদ্ধজীবগণ দুইটী বিষয়ে লক্ষিত হইলেও উভয়ের বাসনাই হৈতুকী। প্রাকৃত কর্তৃত্বাভিমানী কর্ম্মবাদী ভোগরহিত হইয়াই নিজ-বাসনার উন্মূলনে প্রবৃত্ত। তাঁহারা বলেন যে, ভোগসাহিত্যাবস্থায় যে মুক্তি ঘটে, তাহাতে ন্যূনাধিক বাসনা বিজড়িত আছে অর্থাৎ বাসনাকারীর মুক্তি হয় না। তজ্জন্য প্রকৃতপ্রস্তাবে বাসনাকারীর মুক্তি-লাভের আদর্শে বদ্ধবাসনা-রূপ চেতনের অভাব হওয়াই আবশ্যক। পক্ষান্তরে, কেবলজ্ঞানী চিন্মাত্র-বিচারপর অহং-গ্রহোপাসকরূপে স্বীয় অসৎ কর্তৃত্ব-পোষণে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া যে বাসনা-মূলে মুক্তির আবাহন করেন, তাহাতে দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দর্শন-ভাব-রহিত নির্মুক্তাভিমান প্রাকৃত বাসনাকেই বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছে, মনে করেন। অহঙ্কারবিমূঢ় কর্ত্তা চেতনরহিত হইয়া মুক্ত হন এবং অহঙ্কার-বিমূঢ়কর্ত্তা অচেতনরহিত হইয়া তাঁহার হৈতুকী বাসনার ফল লাভ করিবেন,—মানা করিয়া নির্ত্তি, সাক্ষী, কেবল ও চেতা প্রভৃতি নির্দ্দেশপূর্ব্বক যে চিন্মাত্র-বাসনায় অবস্থিত হইবার কল্পনা করেন, তাহা হইতেও ভোগ বিমুক্তি হয় না। নিত্যেন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে ঔপাধিকাদি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও তদ্-ব্যতিরেকে যে জড়নির্ব্বিশিষ্ট মুক্তি বা চিন্মাত্র নির্ব্বিশিষ্টত্বের মুক্তির অহৈতুকত্বের বলিয়া ভক্তিপথের পথিক নিত্য জীবাত্মা সদ্ভাবস্থাতেও তদুভয় হৈতুক-জ্ঞানকে কর্তৃত্বের অপব্যবহার বলিয়াই জানেন। স্বরূপের অনুভূতিতে "লাগে তাক্ না লাগে তুক্" সম্প্রদায় মুক্তিতে যে বৈবিধ্যের কল্পনা করেন, তাহা তাঁহাদের বাক্যানুসারে কেবল-জ্ঞান বলিয়াই ভূতগণের অজ্ঞান হইতে পৃথক্রূপে নির্দ্দিষ্ট হয় মাত্র। এইসকল কর্তৃত্বাভিমানী স্ব-স্ব চেষ্টা-দ্বারা ভক্তিবৃত্তির নিত্যত্ব বুঝিতে না পারিয়া কল্পনা-স্রোতে ভোগের অন্তর্ভুক্ততাকেই 'ভক্তি' বলিয়া নির্দ্দেশবিষয়ে ভ্রান্ত হন। অ-ব্রহ্মজ্ঞান বা অ-প্রকৃতি বিষয়সমূহ তাঁহাদিগকে মায়াবাদী ও প্রাকৃত-সহজিয়া করিয়া তুলে। তদ্বদ্ধারিত ভক্তগণ এইপ্রকার মায়াবাদী ও প্রাকৃত-সাহজিক সম্প্র-দায়কে গুরুরূপে বরণ না করায় তাঁহাদের পন্থা—'ঘুঘুরির উপাসনামন্ত্র তৃতীয় পন্থা'। অসৎপন্থী প্রাকৃত-সাহজিক মধ্বমতা-মূলে অচিৎ হইতে চিৎএর জন্ম এবং মায়াবাদী সম্প্রদায় চেতনের অভাব বা বিবর্ত্তকেই অচিৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অবর্ষমুক্ত-অবস্থায় কর্ত্তব্যবোধাভাব হইতে কাল্পনিক বৃত্তি পরিচালনা করিয়া অজস্র অচিন্মাত্র ও চিন্মাত্রবাদী জ্ঞানিব্রুবসকল নির্হেতুক-বস্তুকে সহেতুক-উপাদানে গঠন

করিবার নিরপেক্ষভাবে দক্ষতা লাভ করিয়া বদ্ধজীবগণের ভোগপ্রবৃত্তি সম্বর্দ্ধন করেন। তজ্জন্য ইঁহারা উভয়েই প্রকৃতি-বাদী বা প্রকৃত প্রকৃতবাদী নামে কথিত হন। তত্ত্ববস্তুগণ এই দুই প্রকার প্রাকৃত-পাষণ্ডিকগণের বিচার-প্রণালী গ্রহণ করেন না, বলিয়াই কর্ম্মপথ ও জ্ঞানপথকে ভক্তিপথের প্রারম্ভিক বস্তুদ্বয় বলিয়া মনে করেন না। কর্ম্মপরণী ও জ্ঞানপরণী হৈতুকজ্ঞানমূলে প্রাকৃত হেয় কাম-পিতার ঔরসে কামিনী-মাতার গর্ভজাত সন্তানদ্বয় বলিয়া নিত্যভক্তের উহাতে কোন রুচি নাই। তাঁহারা অন্যাভিলাষী কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও তপস্বী প্রকৃতির ভোগবাসনা-মূলা চেষ্টা হইতে আত্ম-সংরক্ষণে নিযুক্ত। ভোগি-সম্প্রদায়ের বা ত্যাগিরূপ ভোগি-সম্প্রদায়ের সহিত ভক্তগণ সমস্তরে আত্মগণনা করেন না বলিয়া অভক্ত-সম্প্রদায় আপনা-দিগকেও ভক্তের স্বতাবিশিষ্ট বলিয়া গণনা করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে অভক্তগণের নিকট ভক্তদর্শনের শক্তির অভাব-হেতু অবস্তু-বিচারের সহিত বস্তুবিচার সমপর্য্যায়ে পতিত হইয়া পড়ে। ভোগীর আত্ম-স্বরূপদর্শনে 'ভোক্তা, বলিয়া অভিমান। ত্যাগীর বা নির্ভোগিরূপের আত্মস্বরূপদর্শনে শূন্যবাদ বা বিবর্ত্তবাদ অধিষ্ঠিত। সুতরাং আত্মস্বরূপের অনিত্যত্ব বা কল্পত্ব অখণ্ড-কাল, ব্রহ্ম ও অখণ্ড প্রকৃতির স্বরূপনির্দ্দেশে অসমর্থতা স্থাপন করে। অনর্থযুক্ত-অবস্থায়, অসমর্থ-অবস্থায় ও দুর্ব্বল-শক্তিক অবস্থায় বাসনার দাস হইয়া তাহারা যে 'অমৃতের সন্তান' ইহা ভুলিয়া যা'ন। বস্তুতঃ পরিণতিই যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে তাহাও 'অজ' এবং অভিলষিত প্রার্থনা-বিরোধি চেতনসৌধাবর্জ্জিত ভাবমাত্র। আর অনর্থযুক্ত মায়াবদ্ধ বিবর্ত্ত বুদ্ধি বাস্তববস্তুকে যে নির্ব্বিশিষ্টও নির্ব্বিকার ব্রহ্ম বলিয়া বিকৃতির পরিচয় প্রদান করে, তাদৃশ বিবর্ত্ত-বুদ্ধিমূলক ব্রহ্মধারণাও কালগত ব্যবধানের অন্তর্ভুক্তি হওয়ায় ভাগবত-চতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত সজ্ঞার পরিণতি হইবার যোগ্যতা লাভ করে না। বিশেষতঃ, বিবর্ত্তবাদ-স্থায় বদ্ধ-জীব ও ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইলে কালগত ব্যবধানের হস্ত হইতে তাহার পরিত্রাণ-লাভ ঘটিতেছে না। কর্ত্তৃত্বত্ব-গত অধিষ্ঠানে বিবর্ত্ত নাই, তবে বিবর্ত্তবাদাশ্রিত ধারণাকারীর ধারণা কালের অভ্যন্তরে কখন্ প্রবেশ লাভ করিয়াছে—ইহাই জিজ্ঞাস্য। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম কবে, কাহা-কর্ত্তৃক, কোথায় এবং কিরূপভাবে অতটস্থলিষ্ঠা-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে? মায়াবাদী তারস্বরে বলিবেন,—ঐ প্রশ্নত্রয়ের হস্ত হইতে তিনি বিবর্ত্তবাদ ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহা ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইবার অবকাশ নাই; আবরণগ্রস্ত পণ্ডিত-জগতে ইন্দ্রিয়জ্ঞান-গ্রাহ্য ব্যাপারেই ঐসকল ব্যাপার কার্য্যকরী। অথচ নির্ব্বিশিষ্ট প্রকৃতির ব্রহ্মে উহার বিকৃতপ্রকাশের অবকাশ নাই। এই ভোগগনিত বাক্যে বিশ্বাসকারী ব্যক্তি কি বুদ্ধিমান্-পদবাচ্য? কলতঃ, দেশ কাল-পাত্রান্তর্গত বদ্ধজীব ইহজগতের খণ্ডজ্ঞান বহুগণিত করিয়া যে কল্পনা-নদীতে ভাসমান হয়, তাহাই যে তাহার কর্ত্তৃত্বাধীন হইবে এবং ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি ক্রীড়নক-স্বরূপে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে,—এইরূপ তাত্ত্বি-শাসনবিধি বোধ হয় তাহার হস্তগত হইয়া থাকিবে!!

মোটের উপর, আগতিক জ্ঞানের ভিত্তিতে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে যে অনুমিতি ও প্রমিতি-বিষয়ক ধারণা প্রবর্ত্তিত আছে, ঐগুলির সার্থকতা কি সকল অধিষ্ঠানে প্রযুক্ত হইবার যোগ্য? যথেচ্ছাচারী মায়াবাদি-সম্প্রদায় (Idealists) বলিবেন, 'আমাদের যথেচ্ছাচারের ব্যাহতি ও মা'লগিরি করিবার জন্যই ত' আমরা নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্ম (Impersonal God) বলিয়া একটী হদ্‌মী তলী আমাদের অজীর্ণতা-রোগের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছি। বস্তুতঃ অধ্যারোপ ব্যতীত বিবর্ত্তবাদ-স্থাপনের আর গত্যন্তর নাই। মায়াবাদীর মতে—'শক্তিরহিত ব্রহ্মে প্রাপঞ্চিক শক্তি ক্রিয়া-বিশিষ্ট হইতে পারে না। প্রাপঞ্চিক শক্তি 'মায়া'-নামে অভিহিত। তদ্দ্বারাই ব্যবহারিক-জগতে অজ-ব্রহ্মের বিজ্ঞতা সাধিত হয়। তিনি যাহা দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ করেন, সেই বিষয়গুলি তাঁহার গ্রহণের উপযোগী করিয়া যে দর্শকাদিসূত্রে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করে, উহা ব্যবহারিক-মাত্র, উহাতে বাস্তব-সত্তা নাই। ইন্দ্রিয়জ-বৃত্তির জ্ঞেয় পদার্থগুলি গ্রহণে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই তাদৃশ দৃশ্য বিকার উৎপাদন করে; কিন্তু ব্রহ্ম নির্ব্বিকার। ব্রহ্মে অজ্ঞতা ও বিজ্ঞতার ভেদ কল্পনা করিতে হইবে না।' এইরূপ উক্তি হইতে জানা যায় যে, শাক্যসিংহ ও কপিলের 'অজব্রহ্ম প্রকৃতি' ও প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ-মায়াবাদীর 'বিজ্ঞব্রহ্ম অপ্রকৃতি', উভয়ই সমপর্য্যায়ে গণিত হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তাব্যক্ত বৌদ্ধবিচার অনুস্যূত আছে। প্রয়োজনতত্ত্বে অচিন্ত্যভেদাভেদ

বা চিন্মাত্রবাদের বিরোধ—ব্যবহারিক মাত্র, এতদুভয়ের অভ্যন্তরে কোন বাস্তব বিচার স্থান পায় নাই। তজ্জন্য চিদ্বিলাসময় নিত্যজগতের অধিষ্ঠানকে নশ্বর মায়াবদ্ধ-প্রতীতিরূপা বাস্তবীয় খাস্তরূপে প্রবন্ত হইতে পারে না। চেতনে নিত্য-ধর্ম্ম অবস্থিত। অথচ চেতন পরব্যোমে অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। সেখানে চেতনের ভেদ বস্তুরূপে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ব্যতীত অন্যবৃত্তি আনয়নকারী প্রতি-ভাত হয় না।

চিদ্বিলাস অবিমিশ্র চিৎ হওয়ায় অচিৎএর সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট নহে। পরব্যোমে অচিৎ পরমাণুর, নশ্বর-ধর্ম্মের অথবা অজ্ঞতার প্রবেশাধিকার নাই। অসুখ, ত্রিতাপ-ক্লেশ প্রভৃতি পরব্যোমপবনে নিত্যবর্জিত। অন্ধকার যেরূপ স্বীয় স্বরূপ সংরক্ষণ পূর্ব্বক আলোকে প্রবিষ্ট হইয়া স্ব-স্বরূপ-প্রদর্শনে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ ত্রিগুণরাজ্য অতিক্রম করিয়া সচ্চিদানন্দ পরব্যোমভূমিতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। অচিদ্বিলাস যেরূপ প্রাকৃত-রাজ্যে দোষ উৎপাদন করে এবং তাহা অপ্রার্থনীয়ও অনুপাদেয় বিচারে গৃহীত হয়, তদ্রূপ অপ্রাকৃত চিদ্বিলাসের বিচিত্রতায় সচ্চিদানন্দ অবস্থিত বলিয়া তাদৃশ অনুপাদেয়ত্ব অনুসন্ধান করিবার অবকাশ নাই। হৈতুকী প্রবৃত্তিবশে প্রাকৃত-বিচারদুষ্ট হইয়া তাহারা খণ্ডিতাভিজ্ঞানে অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যের কোন সংবাদই রাখিতে পারে না। এজন্য তাহারা ভক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে বঞ্চিত।

অভক্তিপর জনগণের বিচার—শক্তিসমন্বয়দ্বারা নিজের সেবা করিয়া লওয়া। ভক্তিপরের চেষ্টা অথচ পরব্রহ্ম অপ্রাকৃত চিন্নয়বিগ্রহের সর্ব্বতোভাবে সেবকাভিমান। অভক্তি পরের নিজেন্দ্রিয়-তোষণ-তাৎপর্য্যই প্রয়োজন,ভক্তি-পরের তদপরতোষণই একমাত্র ইন্দ্রিয়-পরিচালনার তাৎপর্য্য। অভক্তিপর নির্ভেদব্রহ্মের তটস্থভাবে উপনীত হইবার জন্য যে সেবা-সেবক-ভাব-রহিত হইয়া মধ্যবর্ত্তিস্থান লাভ করিতে চান, উহা ভক্তিপরও নহে, কর্ম্মপরও নহে। উহাকে জড়নির্ব্বিশিষ্ট ভাব বলা যাইতে পারে। চিন্নির্ব্বিশেষে জড়ভারোপ অচিন্নির্ব্বিশেষবাদীর রুচিসঙ্গত হইলেও এবং চিদ্বস্তুতে অচিৎএর অবস্থিতি না থাকায় চিন্নির্ব্বিশেষ ও জড়নির্ব্বিশেষের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য, তাহা জড়-বিচারে অনাদৃত হইলেও তাহার পৃথক্ অধিষ্ঠান আছে। চিদ্বিশেষের চমৎকারিতা, চিন্নির্ব্বিশেষের চমৎকারিত্ব হইতে বৈষম্যদর্শনে দূষিত হয় না। কিন্তু অচিদ্বিশেষের নির্ব্বিশেষত্ব অচিদ্বিশেষ হইতে পার্থক্য লাভ করিয়া বিপরীত ফল কালগত বৈষম্যে নিরূপণ করে। অচিদ্-বিশেষে এমন একটী শক্তি নিহিত দেখা যায়—যে শক্তি চেতনের বিচারকে আকৃষ্ট করে। মধ্যে মধ্যে সেই আচ্ছাদন সুস্থতা লাভ করিলে নশ্বরতার পরিবর্ত্তে নিত্যত্বের উদ্দেশ সূচনা করে। চিচ্ছক্তি মুক্তজীবকে ভোগে প্রবর্ত্তিত করায় না, কিন্তু অচিচ্ছক্তি জীবকে ঈশ-সেবার পরিবর্ত্তে ভোগ্যের ভোক্তা করাইয়া বিপন্ন করে মাত্র। অচিৎএর ভোগপ্রবৃত্তি জীবের অকল্যাণকরী ও পরিবর্ত্তনশীলা এবং চিৎএর সেবা-প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে নিত্যসেব্যের প্রতি সেবনধর্ম্মে অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। বদ্ধজীব চিৎ ও অচিৎ, উভয় শক্তিবিশিষ্ট ভাবাধারে গঠিত বলিয়া তাহার রুচি কোন-সময় সেবা-প্রবৃত্তিতে ও প্রপঞ্চে অবস্থানকালে ভোগ প্রবৃত্তিতে আবদ্ধ থাকে। বৃত্তিবারক একদণ্ডের একদিকে ভোগ ও অপরদিকে সেবা অবস্থিত; মধ্যবর্ত্তীস্থানে ভোগ-ত্যাগ ও ভক্তিরাহিত্য-অবস্থা। ভোগে আশ্রয় ও বিষয় উভয়ের বহুত্ব আছে, ত্যাগে বিষয় ও আশ্রয়ের একত্ব বা অভাব অবস্থিত, আর ভক্তিতে বিষয়ের একত্ব ও আশ্রয়ের বহুত্ব বর্ত্তমান বলিয়া চিদ্বিলাস নিত্যসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধ চিদ্বিলাসের অচিদাবৃত ভাবই জড়জগৎপ্রতীতি। চেতনে উন্মেষণ-ধর্ম্ম এবং জড়ে নিমীলন-বৃত্তি অবস্থিত। প্রকৃতিবাদী বৌদ্ধ ও মায়াবাদী লঙ্কর বৌদ্ধ, উভয়েই শুষ্কজড়ত্ব ও বৈচিত্র্যরহিত জড়াভাবত্ব কল্পনা করেন।

চিদ্বিচারে বিভুচিৎ ও অণুচিৎ উভয় বস্তুর বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান থাকায়, উভয়েরই বৃত্তি সেব্যোন্মুখ-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সেবা-পরা। ভগবান্ ভক্তের সেবা করেন, আর ভক্ত ভগবানের সেবা করেন। ভক্ত নিজ-পরিমিত সেব্যোন্মুখতার পূর্ণধর্ম্ম পূর্ণবিভুর সেবক। পূর্ণবিভুচেতন অণুচিৎভক্তের সেবা করিতে গিয়াই তাহার সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে কালে বিভুচিৎএর সেবা-গ্রহণ-প্রবৃত্তি অণুচিৎএ উদয় হয়, সেই কালেই অণুচিৎ বদ্ধভাবাপন্ন হইয়া প্রপঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিভুচিৎ স্বীয় বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা বদ্ধজীবের সেবা করেন বলিয়া উহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ

প্রপঞ্চে ত্রিতাপ তাহাকে দণ্ড বিধান করে। যে-কালে বদ্ধজীবের চিদ্বপু উন্মেষিত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি বুঝিতে পারেন যে,—অণুচিৎ এবং বিভুচিৎএর সেবাই তাঁহার একমাত্র নিত্যধর্ম্ম। ভগবানের বহিরঙ্গা অচিচ্ছক্তিপ্রসূত জগতের উপর সেবাভাববিশিষ্ট হওয়াই তাঁহার অমঙ্গলের হেতু। যাঁহারা একথা বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই চেতনের ধর্ম্ম যে সেবা, তাহা বুঝিতে কুণ্ঠিত হন না। বৈকুণ্ঠ-বিচার চেতনধর্ম্মে প্রকাশমান হইলে মায়িক কুণ্ঠাজনক ভোগ-প্রবৃত্তির ক্রমশঃ অভাব হইয়া পড়ে, সুতরাং অচিতের-বিচারে অণুচিৎএর নিত্যধর্ম্ম ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। ভজনীয়-বস্তুর স্বরূপে যাবতীয় কর্ত্তৃত্ব ও ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ-পরিচালন পরব্যোমে অপ্রতিহত। প্রপঞ্চে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি তাঁহারই অচিচ্ছক্তিপ্রসূত আবরণে আবদ্ধ। অচিৎ-আবরণে ছিদ্র দেখা দিলেই চিন্ময়-রশ্মি প্রপঞ্চে অপরূপালের ন্যায় বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় আবির্ভূত হয়। সেই আলোক কেবলমাত্র সেবোন্মুখ-জীবের নয়নে পতিত হইবার সুকৃতি আনয়ন করে। প্রপঞ্চে ভ্রমণকারীর ইন্দ্রিয়সমূহ যদি সৌভাগ্যবলে ভগবৎপ্রসাদজ ও ভক্তপ্রসাদজ সুকৃতির সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই তাঁহার বৈকুণ্ঠাভিযানে যোগ্যতা-লাভ ঘটে। তিনি ভক্তিযোগ-মায়ার আশ্রয়ে ভজনীয়-বস্তুর নিত্যসেবার প্রতিষ্ঠিত হন। ভোগপ্রদায়িনী চিদ্বুদ্ধিনাশিনী অচিদ্ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী জন্মজননী যেকালে বদ্ধজীবগণের মূঢ়তা বিচার করিয়া তাহা-দিগকে দিয়া তাহাদের মলীন ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিচালনা করা'ন, তৎকালে যোগমায়া-বর্ম্মনের অভাবক্রমে তাহারা ভোগে অভি ভূত হইয়া পড়ে। এই বদ্ধজীবগণের চেষ্টার স্বেচ্ছাচার, কর্ম্ম-পথিও জ্ঞানসহই ভোগময় হইয়া পড়ে। নিত্যসেব্যবস্তুকে সেবক-জ্ঞানে অচিৎএর প্রভুত্ব করিতে দিয়া ভোগীজীব আত্ম-ভরীও অহঙ্কারবিমূঢ় হয়। ইহাদের চিদ্বৃত্তি ভোগে আচ্ছাদিত হওয়ায় সেবোন্মুখতা-ধর্ম্মকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বৃত্তি বলিয়া ধারণায় স্থির হয়। যাঁহাদের তত্ত্ববস্তুর সন্ধান করতলগত হয়, তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মসাযুজ্য লাভ করিয়াও বিষ্ণুসেবা-তৎপরতাকেই নিত্য আত্মাধিষ্ঠানের একমাত্র কৃত্য না জানিয়া বহির্জগৎ দর্শন করেন। তখন জাগতিক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তাহাদের অভাবগ্রস্ত সঙ্কীর্ণ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানকে বঞ্চনা করে। বঞ্চিতজনগণ নিত্যানিত্য-বিবেক-রহিত হইয়া—চিদচিদ্বিবেক-রহিত হইয়া—আনন্দ-নিরানন্দ-বিবেকরহিত হইয়া—ত্রিতাপ-তাড়িত পশুপোষকের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। জাগতিক দুঃখসমূহ যেকালে বদ্ধজীবকে প্রপীড়িত করিয়া ক্লান্তি বোধ না করায়, তখবধি তাহার ভগবৎসেবার বিপরীত দুরাকাঙ্ক্ষা-মূলে ভোগ-বাসনা হইতে থাকে। আবার ভগবদ্ভক্তিপর-জনের বাক্যাবলীতে শ্রদ্ধা হইবা-মাত্রই তিনি নিজমঙ্গল অনুসন্ধান করেন। তখন তাঁহার উত্তম সঙ্গক্রমে মায়াবদ্ধ জীবও বৈকুণ্ঠ-সেবায় রুচি-বিশিষ্ট হন। যাঁহার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি লাভ করিবার সুযোগ পায়, সেই প্রেমিক মহাপুরুষ ভগবৎপ্রেমে সর্ব্বক্ষণ নিমগ্ন থাকিয়া নিজভোগপ্রবৃত্তি-বিষয়ে ক্রমশঃ উদাসীন হইয়া পড়েন। কিঞ্চিৎ অন্নের সংযোগেই বহুপরিমাণ দুগ্ধও যেরূপ দধি-ধর্ম্ম লাভ করে, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তের অল্পসঙ্গক্রমেই ভোগ-প্রবৃত্তি নিরস্ত হইয়া জীব চিদ্বিলাসরাজ্যের পক্ষপাতী হন। তখন বিকারের হেয়ত্ব চিদ্বৈচিত্র্যকে সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে সমর্থ হয় না। অচিচ্ছক্তিপরিণত জগতের বিকারবাদের অনুপাদেয়তা নিত্যচিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যে আরোপিত হইতে পারে না। প্রাপঞ্চিক-বৈচিত্র্যে নশ্বর ধর্ম্ম, অনুপাদেয়তার অভাব, সর্ব্বসত্ত্বাভাব ও কেবল-সৌন্দর্য্য প্রভৃতি নাই, কিন্তু চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যে এইসকল গুণ অভাব-বর্জ্জিত হইয়া বাস্তবসত্যরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। অপ্রাকৃতরাজ্যে চেতনের বৃত্তিতে যে ভক্তি অবস্থিত, তাহা ভোগ-পরিণতি দুঃখময় নহে। নবনবায়মান আনন্দোৎস নিত্য অবস্থিত হইয়া প্রাপঞ্চিক-রাজ্য-গ্রহণে আর মুক্তজীবের রুচি উৎপাদন করে না। সুতরাং ভোগীর ভোগ ও ভক্তের ভজন, পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীতদিকে অবস্থিত।

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

(৯)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ সংখ্যার পর]

অতঃ সমাজ ভাগবতধর্ম্মকে-প্রভাবে 'জাতির পরিবর্ত্তন হয় না' বলিয়াই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। মূর্খ-সমাজে বিষয়-বোধের অভাবে এইপ্রকার অর্থাচীনতা স্বাভাবিক। যদি কোনও বৈষ্ণবাচার্য্য বৃহৎসঙ্গোক্ত সংস্কারসমূহ হইতে অবসর দিয়া দীক্ষিত ব্যক্তিকে উহত পরমহংসাধিকারে অনধিক বর্ণনা করেন, তাহা হইলে অনভিজ্ঞ সমাজ তাঁহার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অদীক্ষিত ও দীক্ষিত ব্যক্তিকে সমজাতিজ্ঞানে স্বীয় মূঢ়তা জ্ঞাপন করেন। তাহাতে বাস্তব সত্যের কোনও ক্ষতি হয় না, কিন্তু লৌকিকবিচারে বিপত্তি উত্থাপিত হয়। ফলাকাঙ্ক্ষা কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত ব্যাপার। ভগবৎসেবা কখনই কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত নহে। তজ্জন্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তগণের সম্বন্ধে এই শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন,—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

ভক্তিবিষয়ে উদাসীন জনগণ তাহাদের স্ব-কপোলকল্পিত বিচারের দ্বারা হরিসম্বন্ধিবস্তুতে ভোগ-সামান্যবুদ্ধি করিয়া নরক-পথের পথিক হইয়া পড়ে। তাহারা স্ত্রীপুণ্য অর্থাৎ পাপিষ্ঠ বলিয়া কৃষ্ণ-সম্বন্ধে ভগবদ্ভক্তের নির্গুণযুক্ত ব্যাপার-সমূহকে প্রাপঞ্চিক মাত্র জ্ঞান করে। ভগবদ্ভক্ত ভজনেচ্ছু হইয়া বৈদিক অনুষ্ঠান বা লৌকিক কার্য্যসমূহে স্বীয় হরি-সেবাতৎপরতা উদ্দেশ করেন, কিন্তু মূঢ়জন তাঁহাকে অদীক্ষিত বিচারে জাতি-সামান্য বোধ করিয়া নরকপথের অনুসন্ধান করে। "স্ত্রীবর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে"—এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া আমি 'ব্রাহ্মণ,' 'ক্ষত্রিয়', 'বৈশ্য', 'শূদ্র', আমি 'ব্রহ্মচারী', 'গৃহস্থ', 'বানপ্রস্থ', 'ভিক্ষু' প্রভৃতি বর্ণী ও আশ্রমী—এইরূপ জড়াভিমানপ্রসূত জনগণ প্রণবোচ্চারণে জড়াভিমানবশতঃ ভক্তিপথের বিরোধ করিয়া অবৈদিক ও অযোগ্য হইয়া পড়ে। তজ্জন্যই শ্রীচৈতন্যদেব জীবের স্বরূপদর্শনে জীবমাত্রেরই বৈষ্ণবতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং "আহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ" শ্লোকের অবতারণা করিয়া মর্ত্যাদাবদ্ধ জীবকুলকে 'অহংমমভাব'-নামাপরাধ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। যে সকল বদ্ধজীব শ্রীগৌরসুন্দরের দুর্জ্ঞাত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যবিশেষে-স্মার্ত্তপরাক্ষেপনদক্ষ শাস্ত্রবচনের তাৎপর্য্যহিত কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহারা সারগ্রাহী বৈষ্ণবের পদবী বুঝিতে সমর্থ হন না। পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা প্রভাবে জীবের অনর্থ নিবৃত্তি হইলে তাহার নামভজনে অধিকার হয়,—এই কথা স্মৃতিনিবন্ধরাজে উল্লিখিত আছে,—

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥"

যদি কেহ শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রীনাম-মন্ত্র পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সহযাত্রিকরূপে নরকগমনের পথিকরূপ অদীক্ষিত জনগণের সঙ্গপ্রয়াস করিতে হয় না। তিনি মন্ত্র-প্রভাবে সংসার হইতে মুক্ত হন অর্থাৎ অর্চ্চনে স্বীয় কৃতশুদ্ধির ফললাভ করিয়া নামগ্রহণকালে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আসুরভাব হইতে পরিত্রাণ লাভ পূর্ব্বক বৈষ্ণবর্ণাশ্রমে প্রবিষ্ট হন এবং পরিশেষে আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করিয়া পারমহংস্য-বৈষ্ণবতায় প্রতিষ্ঠিত হন। প্রণবোচ্চারণে অধিকার দীক্ষিত ব্যক্তিতে নিশ্চয়ই আছে। যদি প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণ-বংশজাত অসংস্কৃত বটুশূদ্রকে উপনয়ন সংস্কার-দানকালে সব্যাহৃতি ত্রিপদী-গায়ত্রীর উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে মন্ত্র-পরম্পরাশূন্যতা বা ভজনেচ্ছু জনগণের অপেক্ষা উহত অধিকারে বৈদিক সংস্কারলাভে কেহই বাধা দিতে পারেন না। ব্রাহ্মণেরই ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারে পরমাত্ম-সান্নিধ্যরূপ যোগাধিকার লাভ ঘটে। সত্তত্বযুক্ত যোগী সেব্য-বস্তুর সেবাবিধানে যোগ্যতা লাভ করেন এবং ভক্তিমান্ বলিয়াই পরিচিত। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা জড়ভোগপর সমাবর্ত্তনকারী ব্রহ্মচারী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ হইয়া কখনই ভগবদ্-পাসনায় পূর্ণ হইতেই অধিকার লাভ করিতে পারেন না। অহংমমভাব-নামাপরাধ তাঁহাদিগকে কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি অভিমানে ত্রিগুণাদ্রিত অবস্থায় বিক্ষিপ্ত করে। অনর্থবশে তাঁহাদের নামমন্ত্রের

গবেষণোপযোগিতা থাকে না। অর্চনে সিদ্ধিলাভ করিলে জীব অনর্থমুক্ত হইয়া ধীরতার ফলস্বরূপ করে অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া সমগ্র জগতের বৈষ্ণবতা দেখিবার ক্রমশঃ সুযোগ পায়। অধিকারোচিতক্রমে ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মিত্রতা, বালিশে দয়া ও বিদ্বেষী জনে উপেক্ষা প্রভৃতি ভক্তানুশীলনপ্রভাবে উন্নতি লাভ করিয়া বহির্জগতের ভোগময় আকর্ষণের হস্ত হইতে মুক্ত হন। তখন আত্মার সেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষিত হইয়া সেবাবস্তুর সেবায় প্রবৃত্ত হন।

অনভিজ্ঞজনগণ শাস্ত্রীয় বিচার বুঝিতে না পারিয়া লৌকিক বৈষ্ণবে—নামপ্রচারকারী বৈষ্ণবে আসুরবর্ণবিচারে জাতিবুদ্ধিস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের অমঙ্গল আনয়ন করিবার বাসনায় কর্মকাণ্ডীয় প্রাণবায়ুর শেষ নিশ্বাস গ্রহণ করে। মন্ত্রের বা নামের আদান-প্রদান অভিনয়মাত্রজ্ঞানে উদর-ভরণ ও স্বীয় অবৈধ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে গিয়া তাহারা পরমার্থ-পথ হইতে বঞ্চিত হয়। অপস্বার্থ-পোষণকল্পে স্বীয় ধূর্তকরতা ও অনর্থনভক্তি-রচিত ধূর্ততা তাহাদিগকে বৈষ্ণবের অভিধুহে অসম্প্রদায়িত নাম, বীজীভূত নাম ইত্যাদে প্রতিবন্ধক আছে মনে করায় ইহারই নামান্তর বৈষ্ণবাপরাধ।

"হয় ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে"—চৈতন্যচন্দ্রের এই আদিষ্ট বাণী বুঝিতে না পারিয়া শৌক্রজন্মের বহু-মানন পূর্বক আত্মার পারম্পর্যগত গুরুগণের চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন। তাঁহারা দিশাহারা অবস্থা লাভ করিয়া শৌনকাদি ঋষিগণের মুখের নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ বিস্মৃত হন। শ্রীযুত গোস্বামীকে 'গোস্বামী' পদে অবস্থিত না জানিয়া গোস্বামিকুল শৌক্রাবস্থানগণে গোস্বামীত্বের আরোপ করেন। বৈষ্ণবের পাদপদ্মে লৌকিক কর্মনিপুণতা যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা ভুলিয়া গিয়া শৌক্রবিপ্রাভিমানে ব্রাহ্মণের পরিবর্তে কার্পণ্যে অবস্থিত হন। তাঁহারা বিস্মৃত হন যে, ঈশ্বরপুরীপাদ, মাধবেন্দ্রপুরীপাদ, শ্রীলক্ষ্মীপতিতীর্থ-পাদ প্রভৃতি তাঁহাদেরই ন্যায় শৌক্রপদ্ধতিতে স্বীয় চ্যুতকুলের পরিচয়ে পরিচিত নহেন। অচ্যুতাম্বয় চ্যুতকুলে সৃষ্ট হইলেও অচ্যুতাম্বয় ঋষিকুলেই আবদ্ধ নহে,—এসকল কথা প্রত্যেক বৈষ্ণবাচার্যেই অবগত আছেন।

লৌকিক বৈষ্ণবগণ সংস্কার গ্রহণ করিয়া পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা, যোগির নিত্যানন্দের ভজনে প্রবৃত্ত হন, সুতরাং তাঁহারা আপনাদিগকে সর্বপ্রখ্যাপন "আমি ব্রাহ্মণ" প্রভৃতি বলেন না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতীয় অনুশাসনক্রমে বৈষ্ণবগুরু তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণাসনে উপবিষ্ট হইবার যোগ্যতা জানিয়া সম্মান করেন এবং আপনাদিগের অমানিমান-দস্ত ধর্মের প্রচার দ্বারা সহিষ্ণুতা ও তৃণাদপি সুনীচতা প্রদর্শন করেন। যে বৈষ্ণবগুরু অহমিকা-প্রসূত হইয়া আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান পূর্বক বৈষ্ণবকে বিষ্ণুপাসনাকার্যে অসমর্থ ও অনধিকারী বলেন, তাঁহারা কখনই বৈষ্ণব-গুরুর কার্য্য করিতে পারেন না। জীবের অবৈষ্ণবতার চেষ্টা হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য যদি আদর্শগুরুতে সেই অভাবই দেদীপ্যমান থাকে, তাহা হইলে উহা কর্মকাণ্ড-প্রয়োচক গুরুত্বে অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে লঘুত্বেই পর্যবসিত হইল। ভক্তিহীন গুরুকে 'লঘু' জানিয়া বিপথগামী সেই লঘুর সঙ্গ পরিত্যাগ করাই সৌভাগ্যবানের কর্তব্য। বৈষ্ণব-গুরুর নিকট হইতে গুরুপোপলব্ধিক্রমে জীব যখন আপনাকে লীলার সহচর নিত্য বৈষ্ণবরূপে জানিতে পারেন, সেইকালে জড়ীয় কর্মকুশলতাবিজ্ঞাপী 'ব্রাহ্মণ' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবার দুরভিসন্ধি তাহাকে পরিত্যাগ করে। তিনি কর্মকাণ্ডরত অনিপুণ ব্রাহ্মণক্রবগণের ন্যায় ব্রাহ্মণক্রব মাত্র হন না, কিন্তু তিনিই প্রকৃত পারমার্থিক ব্রাহ্মণ হন।

(২)

সবিনয়নিবেদনমেতৎ

আমি কতকগুলি বিষয়ের জিজ্ঞাসু। দয়া করিয়া এই বিষয়গুলির সমাধান করাইবেন।

প্রশ্ন

(১) বেদ ঈশ্বরোক্ত, তবে তাঁহাকে "অপৌরুষেয়" বলে কেন?

(২) পৌরুষেয় হইলে কি কি দোষ হয়?

(৩) বেদের নিত্যতা সম্বন্ধে কি কি যুক্তি আছে?

(৪) "তপসোনাৎ ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত"—এই শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা বেদের প্রাগভাব বুঝা যায় কি না?

(৫) একই বেদ বিভিন্ন চারি নামে অভিহিত হয় কেন?

(৬) যদি চারি বেদ হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত প্রমাণে (ত্রয়ঃ) তিন বেদ বলিয়া উক্ত হইল কেন?

(৭) ত্রয়ীর অবতারে ভগবান্ ঋষিকেতন বহু করিয়া ব্রহ্মাকে বেদ অর্পণ করেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, বেদ পুস্তকাকার কিছু। ইহার তাৎপর্য্য কি?

(৮) বেদ কেন, কখন্ ও কাহার দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়? শ্রুতি ও উপনিষদ কাহার উক্ত?

(৯) সূর্য্যোদয়ান্তে দিবারাত্র হয় এবং সূর্য্য ত্রিলোকের মধ্যে ভ্রমণ করেন। মহর্লোক প্রভৃতি ঊর্দ্ধতনলোকে দিবারাত্র কিরূপে হয়?

(১০) ব্যাসদেব বেদান্ত কেন করেন?

কৃপা করিয়া এই সকল বিষয়ে উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করিবেন।　　বৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী—

শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, নন্দীপুর, নওয়াখালি

উত্তর

(১) বেদ ঈশ্বরের দ্বারা উক্ত, ঈশ্বর কর্ত্তৃক কল্পিত নহে। ভগবান্ নিত্য বেদকে বা পূর্ব্বকল্পে প্রকাশিত বেদকে নব কল্পারম্ভে কীর্ত্তন করেন। 'অপৌরুষেয়' শব্দে যাহা কোন ভ্রমাদি-বাধ্য পুরুষ কর্ত্তৃক কৃত নহে, তাহাই বুঝায়।

(২) পুরুষকৃত বস্তু অনিত্য; যেমন, জগৎ। বেদ পৌরুষেয় হইলে তাহাতে অনিত্যতা-দোষ আরোপিত হয়। পুরুষোত্তম ও পুরুষ মধ্যে ভেদ আছে। পুরুষের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ভ্রমাদি দোষ চতুষ্টয়ের বাধ্য; পুরুষোত্তমের বা ইন্দ্রিয়াতীত অপুরুষের তাদৃশ দোষ নাই।

(৩) কেবল যুক্তি—প্রমাণ নহে, তাহা তর্ক বা অনুমান; উহার প্রতিষ্ঠা নাই। শব্দেরই একমাত্র প্রতিষ্ঠা আছে। 'অনিত্য' শব্দ নানাবিধ ভ্রমাত্মক ও ভ্রম-প্রমাদাদি দোষদুষ্ট। বেদই একমাত্র নিত্য শব্দ। বেদের নিত্যতা না থাকিলে কোন প্রমাণই সিদ্ধ হয় না। অনিত্য বস্তুবিষয়ক শব্দ নশ্বর, যেখানে নিত্যবস্তুসম্বন্ধে শব্দের উদয়, উহা নিত্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনির্দ্দেশক শব্দগুলি তাৎকালিক মাত্র; বেদোক্তিই শব্দ নশ্বর না হওয়ায় উহা নিত্য। ভূতাকাশলব্ধ শব্দ বিলীন হয়, পরব্যোমাগত শব্দের বিনাশ নাই, উহা চিদাকাশে নিত্যাশ্রিত থাকিয়া অনিত্য পরিবর্ত্তনযোগ্যতারহিত জানিতে হইবে।

(৪) "বেদা অদায়ন্ত"—এই শ্রুতিপ্রমাণে বেদের অভিব্যক্তি বা প্রকট অথবা বেদাভিমানী দেবতাগণের উৎপত্তি সূচিত হইয়াছে; বেদের প্রাগভাব সূচিত হয় নাই।

(৫) বেদ অনাদিকাল হইতেই বৈচিত্র্য-চতুষ্টয়ে বিরাজিত। সেই বৈচিত্র্য-চতুষ্টয় ঋগ্বেদরাশি, যজুর্ব্বেদরাশি, সামবেদরাশি ও অথর্ব্ববেদরাশি নামে নিত্য পরিচিত। বেদব্যাস কেবল বেদের শাখা বিভাগ মাত্র করেন।

(৬) "ব্রহ্মা বেদা অজায়ন্ত"—এই শ্রুতিপ্রমাণে তৎকালীন সৃষ্টিতে বেদ-চতুষ্টয় মধ্যে বেদত্রয়ের অভিব্যক্তি উক্ত হইয়াছে, তাহা বেদ-চতুষ্টয়ের সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ নহে।

(৭) মধু ও কৈটভনামক দৈত্যদ্বয় বেদাভিমানী দেবতাগণকে অপহরণ করিয়াছিলেন; অন্যথা, যে বেদ ভগবান্ অনুক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে ধারণ করেন,—যাহা নিত্য শব্দরাশিরূপে থাকে, তাহা কিরূপে অপরে হরণ করিতে পারে? সাধারণ প্রাকৃত বিষয়ে সম্বন্ধেও উক্ত হয় যে, "এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে"। যাহা ভগবানের হৃদয়-মন্দুরায় আবদ্ধ, দৈত্যের তাহা অপহরণ করিবার ক্ষমতা নাই; আর পরিব্যক্ত নিত্য শব্দরাশিরই বা আকর্ষণ কিরূপে সম্ভব? সুতরাং মধু-কৈটভ যে সকল বেদাভিমানী দেবতাকে হরণ করিয়াছিল, হয়গ্রীব-ভগবান্ মধু-কৈটভকে বধ করিয়া সেই সকল বেদাভিমানী দেবতাকে ব্রহ্মার হস্তে প্রদান করেন।

(৮) ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বহু শক্তিশালী এবং অসীম মেধা সম্পন্ন শ্রুতিধর। সুতরাং তাঁহাদের জন্য বেদ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ রাখিবার আবশ্যক হয় নাই, তাঁহাদের জিহ্বাগ্রেই বেদ বিরাজিত ছিল। পরবর্ত্তিকালে যখন জীবসমূহ অল্পশক্তিক, অল্পমেধা হইতে থাকিলেন, তখন বেদরাশিকে স্মরণে রাখিবার জন্য লিপিবদ্ধ করা হইল। কখন্ ও কাহার দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়, তাহার কাহার কাহারও নামের ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও তিথি-নক্ষত্র বা পুরুষের নাম পাওয়া যায় না। শ্রুতি—ভগবদুপদেশ-পরম্পরাপ্রাপ্তবাণী; আর উপনিষৎ ঋষি-দৃষ্ট। বেদান্তের মধ্যে যে যে ঋষি যে যে ভাষ্য বর্ণন করিয়াছিলেন, সেই সেই ভাষ্য তত্তৎ ঋষির নামানুসারে প্রসিদ্ধ। যেমন, কঠ ঋষির নামানুসারে কঠোপনিষদ ইত্যাদি।

(৯) মহর্লোক প্রভৃতি লোক সর্ব্বদা আলোকময়। কাল-সংখ্যা গণনা-দ্বারাই উহাদের দিবারাত্র কল্পিত হয়। যথা—শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২০।৩৭ শ্লোকে)—"স লোকত্রয়ান্তে পরিত ঈশ্বরেণ বিচিতঃ। যদ্বাং সূর্য্যাদীনাং গ্রহাণাং ভগণানাং জ্যোতির্গণানাং সমতয়োর্দ্ধাচীনান্ লোকানাবিতরান্ন কদাচিৎ পরাচীনা ভবিতুমুৎসহন্তে তাবদুরুনামাযাঃ। অর্থাৎ পরমেশ্বর লোকালোক-পর্ব্বতকে ভূর্লোক, ভুবর্লোক

ও স্বর্লোক—এই ত্রিলোকের সীমা পর্য্যন্তরূপে সংস্থাপিত করিয়াছেন। সূর্য্যাদি লোক হইতে ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলের কিরণ চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারবর্ত্তী ত্রিলোক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই পর্ব্বত প্রতিবন্ধক হওয়ায় ঐ কিরণ কদাপি তাহার বহির্ভাগে গমন করিতে পারে না। এই পর্ব্বত অতিশয় উচ্চ ও অধিকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহা ধ্রুবলোক হইতে অধিক উচ্চ হওয়ায় ত্রিভুবনের সীমা-পর্ব্বত স্বরূপ হইয়াছে।

(১০) বাসুদেবের বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্র প্রণয়নের কারণ স্কন্দপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"নারায়ণাদ্বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং কৃতযুগে স্থিতম্।
কিঞ্চিন্ন্যূনং তথা জ্ঞাতং ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽখিলম্॥
গৌতমস্য ঋষেঃ শাপাজ্ জ্ঞানে বজ্রানতাং গতে।
সঙ্কীর্ণবুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্মরুদ্রপুরংদরাঃ॥
শরণ্যং শরণং জগ্মুর্নারায়ণমনাময়ম্।
তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
উৎপন্নান্ ভগবান্ দেবানুজ্জহার হরিঃ স্বয়ম্॥
চতুর্ধা ব্যভজৎ তাংশ্চ চতুর্ব্বিংশতিধা পুনঃ।
শতধা চৈকধা চৈব তথৈবচ সহস্রধা॥
কৃত্বা দ্বাদশধা চৈব পুনস্তত্রার্থবিস্তরে।
চকার ব্রহ্মসূত্রাণি বেদাং সূত্রবদ্যথা॥
অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥

নৈমিষারণ্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠ

(প্রাপ্ত)

"হেলোদ্ধূলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
সাদ্যন্ত্রাদ্রিবিদারয়া রদয়া চিন্তার্পিতোদ্যদ্দয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সদয়য়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে! তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

ভক্তপ্রবর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের পাদপদ্মের মত্তমধুপ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন সনাতনধর্ম্মপ্রচারে তাঁহার মুমুক্ষুসঞ্চারিত জীবন উৎসর্গ করিয়া জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। যত নগর উপনগর আছে, সর্ব্বত্রই শ্রীগৌরচন্দ্রের নাম প্রকাশিত হইবে, ইহা তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী।

আজি নৈমিষারণ্যে আমাদের প্রাণের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের করুণা-মূর্ত্তিস্তম্ভের নিদর্শন এই গৌড়ীয় মঠ স্থাপনই উক্ত গোস্বামী মহারাজের অমল কীর্ত্তিধ্বজা চিরদিন বিরাজ করুন। পরম বন্দনীয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বহুবার বলিয়াছেন,—"বিশেষ বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন যে, পরমার্থ তত্ত্ব আদিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ স্পষ্টীভূত, সরল ও সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে। যত দেশকালজনিত মলিনতা উহা হইতে দূরীভূত হইতেছে, ততই উহার সৌন্দর্য্য দেদীপ্যমান হইয়া আমাদের সম্মুখীন হইতেছে। সরস্বতী তীরে ব্রহ্মাবর্ত্তের কুশময় ভূমিতে ঐ তত্ত্বের জন্ম হয়। ক্রমশঃ প্রবল হইয়া পরমার্থতত্ত্ব বদরিকাশ্রমের তুষারাবৃত ভূমিতে লীলালীলা সম্পাদন করেন। গোমতী-তীরে নৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রে তাঁহার গৌরবকাল অতিবাহিত হয়। দ্রাবিড়দেশে কাবেরী-স্রোতস্বতীর রমণীয় কূলে তাঁহার যৌবন কার্য্যকলাপ দৃষ্ট হয়। জগৎপবিত্রকারিণী গঙ্গাতীরে নবদ্বীপ নগরে ঐ ধর্ম্মের পরিপক্কাবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। সমস্ত জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলেও শ্রীনবদ্বীপের পরমার্থচন্দ্রের চরম উন্নতি দেখা যায়।" পরমার্থচন্দ্রোদয়ে নবদ্বীপ হইতে যেন উজান ও উদ্দামগতিতে বৃন্দাবনাভিমুখে বহমান হইয়া পথে নৈমিষারণ্য জানাইয়া চলিতেছেন। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা শ্রীল গোস্বামী মহারাজের করুণাদৃষ্টি ও মধুর উপদেশবচনে কৃতার্থ হইতেছেন এবং গৌড়ীয় মঠের আশ্রয়ে ত্রিতাপজ্বালা দূরীভূত করিতেছেন। আমার জন্মভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপ হইলেও নিজ দুষ্কৃতিবশে বহু উত্তর গোধনের গুরু শ্ব-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া এই বেরেলিতে বাস করিতেছি। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাকে বড় কৃপা করিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল গোস্বামী মহারাজও আমাকে কয়েকখানি কৃপাপত্র দিয়াছিলেন। আমার এদেশে কার্য্যকাল শেষ হইল। এই প্রাচীন অবস্থায় আমাকে শ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপে কি স্থান দিবেন? তথায় আমার গৃহাদি নষ্ট হইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী কোনও বৃত্তি দিয়া আমাকে শ্রীধাম নবদ্বীপ-বাসের সৌভাগ্য করিয়া দিলে কৃতার্থ হই। ওঁ গৌর ইতি।

হরিজন কিঙ্কর—
শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু, বেরিলি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়ানুশীলন প্রণালী।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে
শ্রীরূপ-গোস্বামী,
ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু।

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২১শে পৌষ, ১৩৩৫, ৫ই জানুয়ারি, ১৯২৮ | ২১শ সংখ্যা

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বিদ্বজ্জনমণ্ডিত বিরাটসভাঙ্গণ

কাল—শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর অভিধানোৎসব

১২ই ভাদ্র (১৩৩৫), ১৮ই আগষ্ট (১৯২৮)

মঙ্গলবার পৌর-ষাণ্মাসী, অপরাহ্ণ।

আজকে শ্রীরূপ গোস্বামীপ্রভুর স্মরণের দিন, প্রপঞ্চ হ'তে নিত্যধামে অভিসরণের স্মরণ-দিন। প্রতিবর্ষেই এই দিনের আগমন হয়, সে দিন তাঁ'র স্মৃতি ন্যূনাধিক স্মৃতিপথে উদ্দীপ্ত এবং সেই উদ্দীপনার প্রভাবে আমাদের মঙ্গল হয়। কতকগুলি কথায় জুগুপ্সা রতির উদয় হয়, কতকগুলি কথায় আনন্দের উদ্রেক হয়, কতকগুলি কথা শুনে' উৎসাহ, আবার কোন কোন কথায় নিরুৎসাহ উপস্থিত হয়। শ্রীরূপ গোস্বামীপ্রভু আমাদের হৃদয়ে নানাপ্রকার আশা ও উৎসাহের সঞ্চার ক'রেছেন। মনুষ্যজীবন যে সময়ে দার্শনিকবিচারে অবসন্ন হ'য়ে পড়ছিল, সে সময় শ্রীরূপপ্রভু যা' বলেছিলেন, তা'তে মৃতের প্রতি সঞ্জীবনী-শক্তি প্রয়োগের ন্যায় অচৈতন্য জীবজগতে আশা-সঞ্জীবনী সঞ্চারিত হ'য়েছে।

"মরণই জীবের শেষ প্রাপ্য ; মরণের পর, সব খেমে যাবে"—এই বিচারে যে মানব সমাজ ধাবিত হচ্ছিল অথবা আনন্দের আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন, এই ত্রিপুটী-বিনাশই যে মানব-চিন্তাস্রোতের পরম কাম্যবস্তু হ'য়ে একুল ওকুল দুকুল বিনাশ করাচ্ছে ব'সেছিল, তখন শ্রীরূপ গোস্বামীপ্রভুর পাদপদ্মই আমাদের আশ্রয়স্বরূপে সামনে এসে আমাদিগকে ভীষণ বিপৎপাত হ'তে রক্ষা করেছিলেন এবং আমাদের হৃদয়ে এক ভয়হারিণী আশালোকের বিকাশ ক'রে দিয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের অন্যান্য ভক্ত অপেক্ষা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর বিশেষত্ব আছে। শ্রীরূপ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের অতি প্রিয় ; গৌরানুগ-পরিচয়সূত্রে অন্যান্য সম্প্রদায় শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপানুগ সম্প্রদায়ের সহস্রাংশের এক অংশও আশা করতে পারেন না।

শ্রীরূপ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদগত ভাব যে প্রকার জানতেন—শ্রীগৌরসুন্দরের অন্য কোন আচার্য্যাভিমানরত অনুগতজনে সেরূপ সেবাপরাকাষ্ঠার কথা প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীস্বরূপ-রূপের অনুগত জনেই শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদ্‌গত নিগূঢ়ভাব প্রকাশিত হ'য়েছে। শ্রীরূপগোস্বামী

প্রভুর নিকট সকলেই ঋণী। যে পর্য্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রকটিত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর অসামান্য ও অপূর্ব্বদানের কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। শ্রীরূপের পূর্ণ আনুগত্য ক'রেও সেই ঋণ কেহ শোধ করিতে পারেন না।

শ্রীরূপ প্রভু, শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় স্বরূপ—হৃদিতস্বরূপ—নিজানুরূপ—স্ববিলাসরূপ; শ্রীরূপপ্রভু বহুরূপের ভিতরে এই দিনে যে উকীলমাটুকু দিয়েছিলেন, তাই আমাদের আত্মার সারা বছরের প্রয়োজনরূপ হ'য়ে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু অহৈতুক বৈরাগ্যবান্ প্রেমিক ছিলেন। বৃন্দাবনের বৈষ্ণব-সঙ্ঘ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কাছে একটী নিবেদন জানিয়েছিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিত বর্ণন করবার জন্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিত অবলম্বনে যে মহাগ্রন্থ লিখেছেন, তার গোড়া থেকে আরম্ভ ক'রে শেষপর্য্যন্ত তিনি শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়েরই জয় ঘোষণা ক'রেছেন। সেই মহাগ্রন্থের উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস আর অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ, উপপত্তি যাহাই বলুন, সর্ব্বত্রই শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগগণেরই গুণকীর্ত্তন-মহোৎসব। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁর মহাগ্রন্থের প্রত্যেক চরম পয়ারে লিখেছেন,—

"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যাঁর আশ।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥"

শ্রীকৃষ্ণদাসপ্রভু শ্রীচরিতামৃত বর্ণন করেছেন, কৃষ্ণের দাস কি রকমে হ'তে পারে, বলতে গিয়ে কৃষ্ণদাসের সর্ব্বাগ্রণী শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজপ্রভু বলেছেন,—শ্রীরূপ-রঘুনাথের দাস হওয়াতে কৃষ্ণদাস লাভ হয়। শ্রীরূপের আনুগত্যই চরম—তাঁর (শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর) পরিচয় আর কিছু নয়, তিনি শ্রীরূপানুগবর। আধ্যক্ষিক বিচারে যাঁরা বিচার করেন, তাঁদিগকে তিনি বলছেন,—

"পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥"

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেছেন,—"আমি শ্রীরূপের আশা করি"—"শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে মোর আশ"। অহো, পৃথিবীতে আর অন্য কোথায়ও কি পাওয়া যাবে এত বড় কথা, এমন একটী দুর্লভ বস্তু? বৈতুক বিচারের মধ্যে পাওয়া যাবে না—বিদ্বদ্জনতার মধ্যে পাওয়া যাবে না—অনন্ত কোটি মানব ও দেবতার মধ্যে পাওয়া যাবে না—কিন্তু পাওয়া যাবে একমাত্র শ্রীরূপানুগগণের চরিত্রে। **আমরা শ্রীরূপের পাদপদ্ম হ'তে যে পরিমাণে বঞ্চিত, আমাদের সেবোপলব্ধির পরিমাণ সেই পরিমাণে ন্যূন।** শ্রীরূপের অনুগতজনই সর্ব্বসম্পদের অধিকারী। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদিলীলার ১৭টী অধ্যায়, মধ্য লীলার ২৫টী অধ্যায় এবং অন্ত্যলীলার ২০টী অধ্যায়ে শ্রীরূপের আশা ক'রেছেন।

শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায়ে যে দৈন্য আছে, তা' আর পৃথিবীর কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমি একটী ঘটনার কথা বলি,—আমার বাল্যকালে আমি এই কলিকাতার "রিডন্ পার্কে" গিয়েছি, দেখি, তখন রেভারেণ্ড লালবিহারী দে বক্তৃতা দিচ্ছেন খৃষ্টধর্ম্মসম্বন্ধে; বহু লোক জড় হয়েছে। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বল্‌ছেন,—"এই ভারতবর্ষ ত্যাগী লোকের ভূমি, ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যত্র আর এরূপ ত্যাগের উৎকৃষ্ট আদর্শ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষ চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী ও ত্যাগী পুরুষে পরিপূর্ণ। তিনি তারপরে বল্‌ছেন, এর চেয়ে আরও বড় ত্যাগী, আরও বড় কথার অনুশীলনকারী আছেন—শ্রীচৈতন্যদেবের গুণনাকারী বৈরাগিসম্প্রদায়ের বৈরাগ্যের তুলনা আর কোথায়ও মিলে না। ভারতবর্ষে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা আছে, কিন্তু বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত সম্প্রদায়ে যে সর্ব্বোত্তম ত্যাগের আদর্শ ও অনুশীলন আছে, তা' আর কোথায়ও নাই।"

দেখুন একজন বিদেশীয়-ধর্ম্ম প্রচারক—নিরপেক্ষ ও তৃতীয় ব্যক্তিরূপে কি কথা বল্‌ছেন। যাঁরা ভবিষ্যদ্রাজ সেবায় ব্যস্ত, যাঁরা সামান্য নীতিকথারও আলোচক, তাঁরাও শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায়ের "তৃণাদপি সুনীচতা"র কথা বলেন।

শ্রীরূপগোস্বামীপ্রভু যে জন্য এই বৈরাগ্য-বিশিষ্ট চরিত্র দেখিয়েছেন, সেই জন্য-নিরূপণে আমরা দেখ্‌তে পাই যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণানুশীলনের পূর্ণ আদর্শবিগ্রহ। তিনি সাধারণ ঐতিহাসিকের চক্ষে তাঁহার দাদা শ্রীসনাতন গোস্বামীর শিষ্য। কিন্তু শ্রীসনাতন প্রভুও "শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপের কৃপা যাচ্ঞা করেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের প্রারম্ভ শ্লোকে

শ্রীসনাতনপ্রভু এই আদর্শ প্রদর্শন ক'রে আমাদিগকে জানিয়েছেন যে, শ্রীরূপের কৃপায় যা'দের আশা নাই, তা'রা কখনও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-শোভা বর্ণন করিতে পারে না।

এই জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে সর্ব্বোত্তম সেনাপতি ক'রে পাঠিয়েছিলেন পাশ্চাত্য দেশে ভগবৎ-প্রীতির কথা প্রচার করবার তরে, যেখানের "লোক সব মূঢ় অনাচার"—যেখানে কর্ম্মাগ্রহ প্রবল। মহাপ্রভু তাঁর সেনাপতিদ্বয়কে পশ্চিমদেশে পাঠিয়েছিলেন কর্ম্মকাণ্ডি-সম্প্রদায়কে জয় করবার জন্য। কর্ম্মকাণ্ডি-সম্প্রদায় বাহ্য আচারে অত্যাগ্রহবিশিষ্ট; পুণ্য-পুষ্করিণী, পবিত্র তীর্থাদি গমনে তাঁ'দের কর্ম্মগ্রহিতা প্রবল। কর্ম্মকাণ্ডী ও নির্ব্বেদ-জ্ঞানি-সম্প্রদায় যখন ভক্তির বিরোধ-সাধন করবার জন্য বল-সংগ্রহ করেছিলেন, সেই বলকে হ্রাস ও দমন করবার জন্য নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ-প্রচারকারী শ্রীগৌরসুন্দরের সেনাপতির আবশ্যক হ'য়েছিল। যে রাজনীতি সাধারণের খুব প্রয়োজনীয়, সেই রাজনীতিকে যা'রা খুব ভাল ক'রে বুঝতেন—সেইগুলিকে (রাজনীতি সমূহকে) নিতান্ত অকর্ত্তব্য ও মনুষ্যের ন্যায় বিসর্জ্জন করবার জন্য যা'দের হৃদয়ের অসামান্য বল ছিল, শ্রীরূপ—সনাতনই মহাপ্রভুর সেই সেনাপতিদ্বয়। শ্রীরূপ—সেনাপতি, রূপানুগগণ—সব সেনা। শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ—গৌড়ীয়ের ঈশ্বর, তাঁ'র নিকট হ'তে recruit ক'রে সব সেনা হবে, বিরুদ্ধ দলকে—অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগি-সম্প্রদায়কে পরাজয় করবার জন্য।

সৎ কর্ম্মবীর স্বর্গে অপ্সরার মুখ দর্শন করবে, পারিজাত আঘ্রাণ করবে, ইন্দ্র হবে, সোমরস পান করবে—এই আশায় ঘুরছে। তা'রা সুরভী আঘ্রাণ করবে, ঠাকুরকে ফুলচন্দন মেখিয়ে—ভোগ দিয়ে নিজে অনুচন্দনাদি ভোগ করবে। তাঁ'রা কপট। ঈশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনা ক'রে—মায়ার বিচার ও বস্তু দিয়ে ভোগের পুতুল গ'ড়ে বলে,—

"ধনং দেহি, বিদ্যাং দেহি, মনোরমাং ভার্য্যাং দেহি।" যা'দের এরূপ বিচার, তা'দের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান হচ্ছে। রূপানুগ সৈন্যের হস্তে অন্য কোন অস্ত্র নাই—তাঁদের একমাত্র অস্ত্র,—অনিমিত্ততা—কীর্ত্তন। সেই সকল রূপানুগ-সৈন্যের দ্বারা কিরূপ ব্যূহরচনা কর্ত্তে হবে, ভক্তিবিরোধি-সম্প্রদায়-সমূহের বিরুদ্ধে কিরূপ অভিযান কর্ত্তে হবে, এবং সেই সকল দলের হাত হ'তে কিরূপে আত্মরক্ষা কর্ত্তে হবে, তাঁর প্রণালী শিক্ষা দিয়েছিলেন শ্রীগৌরসুন্দর, সেনাপতি শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুকে প্রয়াগে শিক্ষাদান ক'রে। সেই সেনাপতি গিয়ে পৌঁছেছিলেন শ্রীবৃন্দাবনে। সেনাপতি তাঁ'র সৈন্য-গণের দ্বারা কি প্রকার যুদ্ধ করিয়েছিলেন, সেই সকল বর্ণনা আলোচনা ক'রে, আমরা অনুকরণে drill, target প্রভৃতি দিয়ে ভক্তিবিরোধী সম্প্রদায়ের বিচারের গতি গুলি কর্ত্তে পার্ব্বো—অসদ্বুদ্ধি, ফলকামনা কর্ম্মাগ্রহ—অন্যাভিলাষিতা—পাষণ্ডতা—নাস্তিকতা—বিদ্বেষভাব, এসকলের প্রতি গুলি কর্ত্তে হবে।

শ্রীরূপ-সেনাপতির অধীনে রূপানুগ-সৈন্যগণ যেরূপ ধরণে ব্যূহরচনা করেছেন, তা'তে প্রথম যুদ্ধে দেখছি,—শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুকে, যিনি রূপানুগবৈরাগিসংহসূত্রে আমাদের বিচার-রাজ্যে,মায়াবাদি সম্প্রদায় যতকিছু আটঘাট বেঁধেছিল, সবগুলিকে বিদ্ধ, ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে তাঁ'দের বল আটকে ফেলেছেন। আর শ্বরূপের দ্বিতীয় অনুগতা করেছেন—শ্রীকবিরাজ। শ্রীরঘুনাথের গ্রন্থ পাই শ্রীকবিরাজের কথা। শ্রীরূপসেনাপতির অনুগত—শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথ। রঘুনাথ যখন কৃষ্ণপাদে দেহত্যাগ করবার সঙ্কল্প ক'রে শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছেছিলেন, তখন শ্রীরূপসনাতন-সেনাপতিদ্বয় তাঁদের তৃতীয় ভাইরূপে রঘুকে স্থান দিয়েছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতনের 'অনুপম' ভাইটী রঘুনাথের উপাসক ছিলেন। অনুপমের স্থানটী পূরণ কর্ত্তে রঘুনাথ পেলেন শ্রীবৃন্দাবন। 'অনুপম' অর্থে—যা'র উপমা মিলেনা; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে—যা'র অহৈতুক বৈরাগ্য—কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি—রূপানুগত্বের উপমা নেই—তিনিই 'অনুপম'। তাই রঘুনাথই—অনুপম।

নির্ব্বেদজ্ঞানানুসন্ধান ভারতবর্ষকে ছেয়ে ফেলেছিল। 'মুক্ত হওয়া যায় কি প্রকারে'?—স্বাভাবিক জ্ঞানে তার বিচার কর্ত্তে গিয়ে আরোহবাদি-সম্প্রদায় ভগবদ্ভক্তির প্রতি আক্রমণ কর্ত্তে উদ্যত হয়েছিল। তখন শ্রীরূপ-সনাতন সেনাপতি-দ্বয়ের কার্য্য হচ্ছিল, নিজের সেনা-সমূহের দ্বারা মানবজাতির চিন্তাস্রোতে যে মায়াবাদ-দানব এসে পড়েছিল, তা'দিগকে ধ্বংস করা অন্যাভিলাষ—জ্ঞান-কর্ম্ম ও 'আদি' বলতে যোগ-তপাদি; অপ্রতিহতা, নিরপেক্ষা, অহৈতুকী ভক্তির বাধক যতকিছু যে কিছু কর্ম্ম বা প্রয়াস। প্রয়াগে যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সূত্র রচিত হ'য়েছিল, তারই প্রারম্ভে

ঐরূপ অভক্তিমতবাদ নিরাস ক'রে অনুকূল অহৈতুক কৃষ্ণানুশীলনের বিচার স্থাপিত হ'য়েছিল। শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের জীবাতু শ্রীরূপ গোস্বামীপ্রভুর 'রসামৃতসিন্ধু' ও 'নীলমণি' রূপানুগগণের নিত্যসেবা প্রসাদস্বরূপ, রূপানুগগণ নিত্য সেই প্রসাদামৃত সেবনে তুষ্ট, পুষ্ট ও নব-নবায়মানভাবে অমৃতাভিষিক্ত হ'য়ে থাকেন। ঐ 'রসামৃত-সিন্ধু' ও 'নীলমণি'তে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতের সেবা-পোচার চরমকাষ্ঠা দর্শন কর্ত্তে পাই। বর্ত্তমানে যেরূপ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের ব্যাঘাত হ'য়েছে আনুকরণিক, এঁড়েদহিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায়ে, তা' গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের আদর্শ নহে। দৈবী-মায়া-বিমোহিত মানবসমাজের লোচন আবৃত ক'রে যে কৃষ্ণটিকা উপস্থিত হ'য়েছে, তা'তে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রকৃত আদর্শ দেখা যাচ্ছে না। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ"—শ্রীরূপ-সেনাপতির এই কীর্ত্তনাস্ত্র প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়কে বিহ্বল ক'রে দিয়েছে। ঐ বাণীর তাৎপর্য্য প্রকৃত রূপানুগ গুরুবর্গের আনুগত্যে ও সেবা ছাড়া উপলব্ধির বিষয় হয় না। রূপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁ'র শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি গ্রন্থে ঐ বাণীর তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ ক'রেছেন। তা'তে প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয়-তর্পণে বাধা পড়েছে। রূপানুগবরের অসামান্য দান—অমন্দোদয়-দয়ার পরাকাষ্ঠা তাঁ'রা গ্রহণ কর্ত্তে অসমর্থ হয়ে পাষণ্ডতা বৃদ্ধি কচ্ছে। আজ যে কুয়াসারাশি আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, শ্রীনামসূর্য্যোদয় হ'লে সব অপসারিত হ'বে, আবার আমরা শ্রীরূপের ধর্ম্ম—সেই অনর্পিতচরী সেবা-পোচা দর্শন কর্ত্তে পাব্‌ব।

শ্রীরূপ তাঁ'র দাসগণের নিকট যুগল সম্পদ্ রেখে গেছেন, তা' ঠাকুর মশায় ও চক্রবর্ত্তী প্রভুর নিকট পাওয়া যেতে পারে। অনেকে আবার মনোধর্ম্ম সাহায্যে বুঝ্‌তে গিয়ে চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের কথা ধারণা কর্ত্তে পারে না। চক্রবর্ত্তী গোস্বামীকে প্রাকৃত সহজিয়ার আদর্শরূপে খাড়া কর্ত্তে চায়। হরিবল্লভদাসের কথা বলদেব, জগন্নাথ ও ভক্তিবিনোদ প্রভু বুঝ্‌তে পেরেছেন। আমরা তাঁদের অনুবর্ত্তী হ'লে শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগগণের কথা জান্‌তে পারব, নতুবা পদে পদে বঞ্চিত হ'ব। যদি আমরা সত্য সত্য খাঁটি, নিষ্কপট, অন্যাভিলাষশূন্য লোক হ'তে পারি, যদি সত্য সত্য হৃদয়াসন হ'তে নিষ্কপটে সে সম্পদ্ চাই, তা' হ'লেই শ্রীরূপের সম্পদ্—সেই সেবা-সম্পদ্ পেতে পারব—নতুবা সেবার নামে হরি-মালার সেবা বরণ ক'রে ফেলবো। রূপের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, অলৌকিকী, অসমোর্দ্ধা, অহৈতুকী অমন্দোদয়-দয়া—যা' জগতে শ্রীচৈতন্যের মূর্ত্তিমতী, রূপা-পরাকাষ্ঠা, তা' পেলে কুরূপ, বিরূপানুগত্য আর থাকে না, সব সুরূপ হয়—সুদর্শন হয়।

আজ্‌কে শ্রীরূপের স্মৃতি-দিবস। যাঁরা শ্রীরূপের আনুগত্য করেছেন, তাঁ'দের স্মৃতি হ'লে আমাদের শ্রীরূপের আনুগত্য হ'বে।

ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীর জগন্মোহক রূপ আছে। তিনি জগন্মোহিনী; রূপও মোহে জগৎকে বিমোহিত কচ্ছেন, কিন্তু সেই রূপ প্রদর্শন ক'রে ত' নারায়ণকে মোহন করেন নাই। জগন্মোহিনী নারায়ণের সম্মুখে যেতেই যে লজ্জা পান—ঊর পান—জগৎ যে রূপে মুগ্ধ হয়—সে কুরূপ নিয়ে কি প্রকারেই বা সর্ব্বশোভার আকরের সম্মুখীন হবে?

স্বামীভাবরহিতে সামগ্রী মিলনের পরিবর্ত্তে অস্থায়ী ভাবরহিতে সামগ্রী-মিলনফলে জড় রস উৎপন্ন হয়; সেই জড়রসেই জগৎ মুগ্ধ হয়। যে রূপের দ্বারা কৃষ্ণকে মুগ্ধ করা যায়, তা' নরোত্তমের সম্পদ্। রূপানুগের রূপ কৃষ্ণকে মুগ্ধ করে। সেইরূপের সৌন্দর্য্যছটায় যদি উদ্ভাসিত হ'তে পারি, তা'হ'লে আমরাও ব্রজেন্দ্রনন্দনের নয়নোৎসবযোগ্য রূপ দেখাবার অধিকারী হ'য়ে কুরূপ ও বিরূপকে চিরতরে জলাঞ্জলি দিতে পারব, লোক—বিশ্বম্ভরা-লোক যে রূপের গন্ধ পাবেন—সেই কু-রূপের প্রতি অতি সহজেই ধুৎকার কর্ত্তে পারব—

"যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধাম্নুদ্ভাতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥"

যেদিন হ'তে মন নব নব রূপের আশ্রয় স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে রমণ কর্ত্তে উদ্যত হয়েছে, সেইদিন হ'তেই নারী-সঙ্গম স্মরণমাত্রেও অত্যন্ত মুখ বিকার ও ধুৎকার উপস্থিত হচ্ছে।

যে রূপের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করা যায়, তা' বর্ত্তমানে

চাকা পড়েছে—উপাধি দ্বারা ; একটা মানসিক উপাধি আর একটা শারীরিক উপাধি। সেই রূপের বিরোধী হওয়ায় কেউ অন্যাভিলাষী কর্ম্মী দেখেছি, কেউ জ্ঞানী দেখেছি, কেউ যোগী দেখেছি। কখনও মনে করছি আমি মানবরূপ, কখনও মনে করছি—আমি দেবতারূপ, কখনও মনে করছি—আমি পশু-পক্ষী-প্রেতাদিরূপ—কখনও মনে করছি—আমি ব্রাহ্মণাদিরূপ, আমি সন্ন্যাসী প্রভৃতি রূপ। জাতি-রূপ, রমণী-রূপ, প্রতিষ্ঠা-রূপ, আমার নিকট বরণীয়, লোভনীয় হচ্ছে। 'শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপ' যে রূপের কথা জানিয়েছেন, সেই রূপ প্রাপ্ত হবার জন্য কি আমাদের একবারও লোভ্য হবে না ?

রূপানুগ সম্প্রদায় পরিত্যাগ ক'রে যাঁরা শ্রীচৈতন্যকে দর্শন কর্ত্তে যান, তাঁদের দর্শন মৃতকের প্রায় ; তাঁ'দের প্রকৃত বা সম্যক্ শ্রীচৈতন্য দর্শন হয় না।

প্রেমবিভাবিত, সেবোন্মুখ, নিষ্কপট দৈন্যময় চিত্তে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর পাদপদ্ম দর্শন হয়। তখন, পূরণ, সর্ব্বজ্ঞ, ইহ-পরকাল যখন শ্রীরূপগোস্বামীর পাদপদ্ম হবে তখনই চৈতন্যকে পূর্ণভাবে দেখতে পাব। শ্রীরূপের পাদপদ্মে আমাদের প্রভূত আশা আছে। **বহির্জগতের চিন্তাস্রোতে যখন আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ি, যখন কর্ম্মী হ'য়ে পড়ি, জ্ঞানী হ'য়ে পড়ি, অন্যাভিলাষী হ'য়ে পড়ি, তখনই শ্রীরূপপ্রভু আমাদের কাছ থেকে সেবাবিমুখ ছেনে চ'লে যান।**

আমাদের বড় আশা। নিত্য জীবনে যে আমাদের প্রাপ্য এত বড় আশা ভরসা, তা'কেবল শ্রীরূপের পাদপদ্ম। আমাদের আশাবন্ধ—শ্রীরূপের পাদপদ্ম, আমাদের আকাঙ্ক্ষা—শ্রীরূপের পাদপদ্ম, আমাদের অভিলাষ—শ্রীরূপের পাদপদ্ম। সেই আশা-কলিকা প্রস্ফুটিত হউক্। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর আজ অন্তর্দ্ধান-দিবস, কিন্তু তিনি অমৃত—তিনি নিত্য অমৃত হ'য়ে আছেন 'ভক্তিরসামৃত' ও 'উজ্জ্বলরূপে'। শ্রীরূপপ্রভু ভক্তগণের উপর কৃপা বিতরণ করেছেন ভাগবত কথা কীর্ত্তন কর্ত্তে—শ্রোতৃগণ মাঝে ভাগবত আলোচনা কর্ত্তে, নিরন্তর ভাগবত প্রাণ-কীর্ত্তন কর্ত্তে।

"প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে তত্তান রূপে স্বাবলাবরূপে॥"

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

মানব যখন এই জগৎ হইতে অভিজ্ঞতার প্রণালী লইয়া আকর্ষক-সত্তা-আনকের অনুসন্ধান করেন, তখন এই জগতের মধ্যে একটা Energy, force বা শক্তি লক্ষ্য করেন। সেই শক্তিকে অধিকতরভাবে অনুভব করিবার জন্য তাঁহারা উহার বিভিন্ন মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া থাকেন এবং শক্তির এক একটী বিকাশ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন,—

"নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ॥

(ভাঃ ১০।২।১১-১২)

তাঁহারা শক্তির সগুণত্ব-দর্শনে এতদূর অভিভূত হইয়া পড়েন যে, শক্তিকেই স্বতন্ত্র মনে করিয়া থাকেন,—

"বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ"।

(ভাঃ ১০।১।২৪)

আমরা ভাগবতের উপনিষদে দেখিতে পাই, একদা ব্রহ্ম দেব-হিতার্থে ঐশ্বরনিয়ম-লঙ্ঘনকারী অসুরদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবগণ সেই ব্রহ্মকৃত জয়কে নিজেদের জয় মনে করিয়া আপনাদিগের গৌরব ঘোষণা করিতে থাকেন। ব্রহ্ম দেবগণের সেই অজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। দেবতাগণ ঐ প্রাদুর্ভূত রূপকে চিনিতে না পারিয়া অগ্নিকে সেই প্রাদুর্ভূত

রূপের নিকট প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্ম অগ্নির পরিচয় ও সামর্থ্য জিজ্ঞাসা করিলে অগ্নি বলিলেন যে, তাঁহার এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে কিছু বস্তু দগ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। ব্রহ্ম অগ্নির নিকট একটী তৃণ সংস্থাপন করিয়া দগ্ধ করিতে বলিলে অগ্নি তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তৃণটীকে কোনরূপ বিকৃত করিতে পারিলেন না। দেবতাগণ পুনরায় ঐ প্রাদুর্ভূত পুরুষের স্বরূপ জানিবার জন্য তাঁহার নিকট বায়ুদেবকে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মের জিজ্ঞাসামতে বায়ুদেব তাঁহার আত্মপরিচয় ও শক্তির কথা বর্ণন করিয়া বলিলেন যে, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুকে গ্রহণ করিতে পারেন। ব্রহ্ম বায়ুর নিকট একটী তৃণ স্থাপন করিয়া উহাকে গ্রহণ করিতে বলিলে বায়ু তাহার সমস্ত সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়াও উহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারিলেন না। তদনন্তর দেবতাগণ ঐ আবির্ভূত পুরুষের পরিচয় জানিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্ম ইন্দ্রের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্র দেখিতে পাইলেন, সেই আকাশে স্ত্রীরূপা বহু শোভাসম্পন্না হিমালয়-দুহিতা উমা আবির্ভূতা। দেবরাজ উমাদেবীকে ঐ পূজনীয় পুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে দেবী বলিলেন, সেই পূজনীয় পুরুষই পরব্রহ্ম। ইঁহার শক্তিতেই দেবতাগণ গৌরবান্বিত হইয়াছেন। উমাদেবী আরও বলিলেন যে, তিনিও সেই ব্রহ্মেরই শক্তি, তাঁহারও স্বতন্ত্রতা নাই। শক্তি পুরুষাধীনা বলিয়াই স্ত্রীরূপে কল্পিতা। যেমন ধনবানের অধীন ধন, তেমনি শক্তিমানের অধীন শক্তি। বিদ্যাকে অর্থবাদিনী বলিলে যেরূপ বিদ্যার কর্তৃত্ব রূপক-বোধক মাত্র অর্থাৎ পুরুষের অধীনা বলিয়া পুরুষের সম্বন্ধে বিদ্যা, অর্থবাদিনী শক্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ। শক্তিমানের ইচ্ছায়ই শক্তি ক্রিয়াবতী হয়। বস্তুর গুণ বা স্বভাবের কখনও স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি থাকিতে পারে না। "তুম্বরুফলবদুর্ম্বাণাঃ প্রবিশন্তি" বলিলে যেরূপ তুম্বরুফল-দুর্ম্বাণধারী ব্যক্তির প্রবেশই বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ শক্তি গমন করিতেছে বলিলে শক্তিমানের কর্তৃত্বই বুঝাইয়া থাকে।

যখনগণ মানব ইন্দ্র জগতের অভিজ্ঞান লইয়া শক্তির স্বতন্ত্রতা এবং শক্তিকে আকর্ষণকারিণী ও আনন্দদায়িনী মনে করেন, তখন তাঁহারা চতুর্বর্গের অন্তর্গত কামের উপাসক হইয়া পড়েন,—

"অর্চিতস্তুং মনুষ্যাণাং সর্বকামবরেশ্বরীম্।
যুগোদ্বহেরবলিভিঃ সর্বকামবরপ্রদাম্॥
(ভাঃ ১০।২।১০)

পরাধীনাকে স্বাধীনা মনে করায়—কৃষ্ণমায়াকে 'কৃষ্ণ'মনে করায়, তাঁহাদের কৃষ্ণোপাসনা অবিধিপূর্বক হইয়া যায়। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি একটী, সেই পরাশক্তির পরম হ্রাস হইতে হইতে যেখানে অপরম্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে—চিচ্ছক্তি যোগমায়ার উপলব্ধি হ্রাস হইতে হইতে যেখানে অচিচ্ছক্তি মহামায়ার উপলব্ধি আসিয়াছে, ভুবনমোহন-মোহিনীত্ব বর্ণন করিতে করিতে যেখানে ভুবনমোহিনীত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সেখানে কৃষ্ণের উপাসনা হইলেও উহা কৃষ্ণের উপাসনা নহে, উহা অবিধি পূর্বক পূজা। যখন জীব স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হন—কৃষ্ণ মায়ার বিমোহিত না হন—যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন আদিগুরু ব্রহ্মার ন্যায় বিধিপূর্বক পূজা করিতে করিতে বলেন,—

"সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।
(ব্রহ্ম সংহিতা ৫।৪৪)

স্বরূপশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবন-পুষ্টিতা দুর্গা। তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

দ্বিতীয় অধিকারে মানব যখন অভিজ্ঞানের প্রণালী গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রজগৎ হইতে বিচার করিতে থাকেন, তখন আর একটু অগ্রসর হইয়া বলেন যে, এই জড়ের মধ্যে উত্তাপশক্তিই শ্রেষ্ঠ ও আশ্চর্য্য ক্ষমতার নিদান। ঋতু সকলের নিয়মানুসারে সমুদ্র হইতে অনীয় বাষ্প সকল উঠিয়া মেঘরূপে বায়ু দ্বারা চালিত হয় এবং উত্তাপ উপস্থিত হইলে পুনরায় বৃষ্টি হইয়া পতিত হয়। গন্ধক-লৌহাদি ধাতুর উত্তাপ-শক্তির সংযোগের দ্বারা পর্ব্বত সকল ভগ্ন হয়, পৃথিবী কম্পিতা হয় এবং কামান বন্দুক হইতে অস্ত্র সকল নির্গত হইয়া বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদন করে। বিদ্যুতের উত্তাপ-শক্তি জগতের কতই না মহৎকার্য্য করিতেছে। অগ্নি মুহূর্ত্তে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভস্মসাৎ, আবার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কত

মহৎকার্য্য সম্পাদন করিতেছে। এই উত্তাপের মূলাধার—সূর্য্য, সূর্য্য না থাকিলে আজ জগতের সমস্ত উত্তাপশক্তি রহিত হইয়া যাইত, সুতরাং এই সূর্য্যই উপাস্য। এইরূপ বিচারে যাঁহারা সূর্য্যে আকর্ষণী সত্তা ও ও আনন্দসত্তা অনুভব করিয়া সূর্য্যকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন, তাঁহারাও কৃষ্ণেরই উপাসনা করেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের কৃষ্ণের উপাসনা হয় না—অবৈধ পূজা হইয়া যায়।

যদিও বাহ্য-অভিজ্ঞানে উত্তাপকেই সমস্ত সৈকালনের কারণ বলিয়া লক্ষ্য হয়, তথাপি চেতনা-প্রেরণা ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। যখন অন্তঃকরণে কোন বৃত্তির বিশেষ সঞ্চালন হয়, তখনই দেহে উত্তাপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সমস্ত প্রকার প্রাকৃত পদার্থে যে উত্তাপের উপলব্ধি হয়, তাহা কেবল চেতন-পদার্থের ক্রিয়ার ফল। যে-কালে পার্থিব পদার্থ সকল সৃষ্ট হয় নাই, তখন প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ছিল; কিন্তু চিৎস্বরূপ ঈশ্বর-বীর্য্য তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইলে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির গুণ ক্ষুব্ধ হওয়ায় সৃষ্টি-প্রক্রিয়া আরম্ভ হইল। 'প্রকৃতি'-শব্দের অর্থ—প্রধান শরীর; এই শরীর চেতন-বিহীন হইলে শব হয় এবং চেতনের দ্বারা চালিত হইলে কার্য্য করে। পরমেশ্বরের ঈক্ষণের দ্বারা ঐ প্রকৃতিতে যে ক্রিয়া শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাই উত্তাপরূপে বর্ত্তমান। অতএব উত্তাপকে স্বীকার করিয়া চেতন-প্রেরণা অস্বীকার করা কেবল আত্মবঞ্চনা মাত্র। ঐ ঈক্ষণের আভাসমাত্র উত্তাপ ও আকর্ষণ—যদ্দ্বারা সৌর-জগতের যাবতীয় গতি ও ক্রিয়া নিয়মিত হইয়াছে। অণু-দিগের পরমাণুসমবেত দ্বারা মেঘাদির উৎপত্তি ও বর্ষণ, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর জল সংযোগের দ্বারা পর্ব্বত বিদারণ ও ভূকম্প এবং তিথিযোগে জলের বৃদ্ধি ও হ্রাস—এ সকলেই ভগবানের ঈক্ষণজনিত নিয়ম বলিতে হইবে। আকর্ষণ বা উত্তাপ কদাচ স্বয়ংসিদ্ধ গুণ হইতে পারে না। চেতন স্বয়ং বিধাতা-স্বরূপ এবং আকর্ষণাদি বিধিমাত্র, অতএব বিধাতাকে অস্বীকারপূর্ব্বক বিধি স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে।

কিন্তু যাঁহারা—"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ (গীঃ ১৫।১২)—সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির যে তেজ অখিল জগৎকে প্রকাশিত করে, সে তেজ আমারই জানিবে।—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" (কঠ ২।২।১৫) প্রভৃতি কৃষ্ণের দাস্যানুশ্রবণ বা শ্রুতি উদ্ঘোষণ পূর্ব্বক চতুর্ব্বর্গের অন্তর্গত অর্থের কামনা লইয়া সূর্য্যের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করেন; তাঁহারা কৃষ্ণপূজা করিলেও তাঁহাদের প্রকৃত কৃষ্ণপূজা হয় না—অবিধিপূর্ব্বক হইয়া যায়।

যখন জীব স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ইহা বুঝিতে পারেন, তখন আদিগুরু ব্রহ্মার ন্যায় কৃষ্ণের বিধিপূর্ব্বক পূজা করিতে করিতে বলিতে থাকেন,—

"যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সম্ভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৫২)

যিনি গ্রহগণের রাজা, অশেষ তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্ত্তি, জগতের চক্ষুস্বরূপ অথবা ভগবানের প্রাকৃত বিরাটরূপে কল্পিত চক্ষুরূপ, সেই সূর্য্যদেব যাঁহার আজ্ঞায় কালচক্রস্থ হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

তৃতীয় অধিকারে মানব যখন ইতরজগৎ হইতে অভিজ্ঞান-সাধের লইয়া যাত্রা করেন, তখন ঐ উত্তাপকে ও তাঁহার গুরু বলিয়া বোধ হয় এবং আর একটুকু অগ্রসর হইয়া পঞ্চ-চৈতন্যের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া থাকেন। বিষয়বাসিধারা সতত অভিভূত মানব-জগৎ এই জগতে ধনশক্তির ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া বিঘ্ন-বিনাশার্থ চতুর্ব্বর্গান্তর্গত অর্থপ্রাপ্তির লালসায় গণপতিকেই পরমেশ্বর বলিয়া বোধ করেন। কামনামূলে তাঁহাতেই শ্রদ্ধা হওয়ায় গণপতির স্বতন্ত্রতা বিচার করিয়া তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত হন। ইহা দ্বারা কৃষ্ণের উপাসনা হইলেও প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ উপাসিত হন না, কারণ এইরূপ উপাসনা অবৈধ। জীব স্বরূপে অবস্থিত হইলে যখন ইহা বুঝিতে পারেন, তখন আদি-গুরু ব্রহ্মার অনুসরণে বিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণের উপাসনা করিতে করিতে স্তব করিয়া বলেন,—

"বং পানপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে গণপাধিরাজঃ।

বিঘ্নান্ বিহন্তুমনসস্তি জগত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৫৪)

গণপতি ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশে তৎ-কার্য্যকালে শক্তিসাহায্যের জন্য যাঁহার পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভ-যুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ব্রহ্মা-শিবাদিপ্রমুখ নিখিল বেদতন্ত্র যেরূপ কীর্ত্তনমুখে বৈধভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই বৈধ-প্রণালীতে কৃষ্ণের কীর্ত্তনময়ী উপাসনা করিতে করিতে জীব বলেন,—

"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥"

(ভাঃ ১০।২।৩৩)

ব্রহ্মাদি দেবতা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেবকীগর্ভ-স্তুতি করিয়া বলিতেছেন,—হে মাধব! হে প্রভো! আপনাতে প্রীতিসম্বন্ধযুক্ত ভবদীয় ভক্তগণ কখনই শ্রেয়ঃপথ হইতে ভ্রষ্ট হন না, বরং তাঁহারা আপনার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সকল বিঘ্নকর দেবতাগণের মস্তকরূপ সোপান-সমূহে পাদন্যাসপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠপদে আরোহণ করেন।

চতুর্থযুগাধিকারে মানব যখন ইহ-জগতের অভিজ্ঞান-পাথেয়সহ পরমপদবীতে আরূঢ় হইয়া ক্লেশ-নিবৃত্তির জন্য আত্মহত্যা বা ত্রিপুটীবিনাশরূপ মোক্ষকেই পরম প্রয়োজন বলিয়া বিচার করেন, তখন পশু-চৈতন্যের পরিবর্ত্তে নর-চৈতন্য তাঁহার আরাধ্য বস্তু হয়। মোক্ষকামী হইয়া নর-চৈতন্যরুদ্রের উপাসনায় ত্রিপুটীবিনাশ-চেষ্টা এবং তাহাতে আনন্দের অনুসন্ধান—অবিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণেরই উপাসনা। আনন্দের আস্বাদক ও আস্বাদ্যের নিত্যত্ব না থাকায় কেবলানন্দের সার্থকতা নাই। নপুংসক ও বন্ধ্যার নিকট যেমন পুত্রস্নেহের পরিচয় নাই, আনন্দের আস্বাদক ও আস্বাদ্যের অভাবেও তদ্রূপ আনন্দের উপলব্ধি নাই। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ ত্রিপুটীবিনাশরূপ মোক্ষধর্ম্ম বা আনন্দের অনুসন্ধানের জন্য নরচৈতন্য রুদ্রের উপাসনা করেন, তাঁহারাও বিপথে কৃষ্ণেরই অনুসন্ধান করিতেছেন—তাঁহারাও অবিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণেরই উপাসনা করিতেছেন। তাই লোক-নিস্তারক আদিগুরু-ব্রহ্মা আমাদিগকে বিপথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণের উপাসনার কথা জানাইয়াছেন,—

"ক্ষীরং যথা দধি বিকার-বিশেষযোগাৎ
সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যা-
দ্গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৫)

দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষযোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্য্য-বশতঃ শম্ভুতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

দুগ্ধরূপ উপাদানে অম্লসংযোগ করিলেই দধি হয়, জল হইতে দধি হয় না, বা দুগ্ধের ন্যায় দেখিতে চূণগোলা বা চা-খড়িগোলার অম্ল সংযোগ করিলে দধি হয় না, সেইরূপ কৃষ্ণ হইতেই রুদ্রতত্ত্ব আবির্ভূত হন। দুগ্ধ হইতে দধি হইলেও দধিকে যেরূপ 'দুগ্ধ' বলা চলে না, আবার দুগ্ধ হইতে পৃথক্ বস্তুও বলা চলে না অর্থাৎ দধিত্ব যেরূপ দুগ্ধত্ব নয়—দধিকে দুগ্ধের সহিত একাকার করা যায় না, তাহা হইলে দুগ্ধ আর 'দুগ্ধ' থাকে না, দুগ্ধ বিকারী হইয়া প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণ-উপাদান-কারণ হইতে শম্ভুতা প্রকাশিত হইলেও শম্ভুতাকে কৃষ্ণের সহিত সমন্বয় বা একাকার করিলে কৃষ্ণত্ব আর থাকিল না, কোন একটী বিকারী বস্তুরূপে প্রকাশিত হইল। তাৎপর্য্য এই যে, শম্ভু কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ আর একটী ঈশ্বর নহেন, শম্ভুর ঈশ্বরতা গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষযোগে দধিত্ব লাভ করে, তদ্রূপ বিকারবিশেষযোগে ঈশ্বর পৃথক্‌স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও পরতন্ত্র। সে স্বরূপের স্বতন্ত্রতা নাই। মায়ার তমোগুণ, তটস্থ শক্তির স্বল্পতাগুণ এবং চিচ্ছক্তির স্বল্প-হ্লাদিনীমিশ্রিত সদ্বিশুদ্ধ বিমিশ্রিত হইয়া একটী বিকারবিশেষ হয়। সেই বিকারবিশেষযুক্ত স্বাংশভাবাভাস-স্বরূপ ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময় শম্ভুলিঙ্গরূপ রুদ্রদেব প্রকটিত হন। সৃষ্টিকার্য্যে দ্রব্যাবয়বের উপাদান, স্থিতিকার্য্যে কোন কোন অসুর নাশ এবং সংহার-কার্য্যে সমস্ত ক্রিয়া-সম্পাদনার্থ স্বাংশভাবাভাস বিভিন্নাংশরূপ শম্ভুস্বরূপে গোবিন্দ অবতীর্ণ হন। শম্ভুর আদি-পুরুষত্ব

নির্ণীত আছে। "বৈকুণ্ঠানাং যথা শম্ভুঃ" ইত্যাদি শাস্ত্র-বচনের তাৎপর্য্য এই যে, সেই শম্ভু স্বীয় কালশক্তি দ্বারা গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ দুর্গাদেবীর সহিত যুক্ত হইয়া কার্য্য করেন। ওজাদি বহুবিধশাস্ত্রে জীবদিগের অধিকারভেদে ভক্তিলাভের সোপানস্বরূপ ধর্ম্মশিক্ষা দেন। গোবিন্দের ইচ্ছামতে মায়াবাদ ও কল্পিত আগম প্রচারপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিতত্ত্বের সংরক্ষণ ও পালন করেন। শম্ভুতে জীবের পঞ্চাশদ্গুণ প্রভূতরূপে এবং জীবের অপ্রাপ্ত আরও পাঁচটী বলাগুণ আংশিকরূপে আছে। সুতরাং শম্ভুকে জীব বলা যায় না। তিনি ঈশ্বর, তথাপি বিভিন্নাংশগত।

পঞ্চমাধিকারে অভিজ্ঞতাবাদী মানবের হৃদয়ে জীব-চৈতন্যের পরমচৈতন্যের উপাসনার আভাস হৃদয় অধিকার করে। মানব যখন স্বীয় অভিজ্ঞতাবাদের উপর একটুকু অধিক নির্ভর করে, তখন পরমচৈতন্যের উপাসনা বুদ্ধির আভাস-প্রতিবিম্ব ছায়াভাসরূপে তাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। পরমচৈতন্যের প্রতি এই প্রতিবিম্ব-ছায়াভক্ত্যাভাসই পঞ্চোপাসকগণের বিষ্ণুপূজা বা কৃষ্ণোপাসনা। ইহা কৃষ্ণের উপাসনা হইলেও ইহাতে প্রতিবিম্ব ছায়াভক্ত্যাভাস থাকায় ইহাকেও বৈধ কৃষ্ণোপাসনা বলা যায় না। ইহা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বিদ্ধ বিষ্ণু-আরাধনা বা বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে কথিত হইয়া থাকে; ইহাতে পরম-চৈতন্যের পরম স্বতন্ত্রতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা, নিরঙ্কুশ ইচ্ছা, অবিচিন্ত্য শক্তিবত্তা, চিদ্-বিলাসত্ব, নিত্যত্ব, অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় এবং আরোহ-বাদমূলে পরমচৈতন্যের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও নিত্যত্ব খর্ব্বীকৃত হওয়ায় এইরূপ বিষ্ণু বা কৃষ্ণ-উপাসনাকেও বৈধ কৃষ্ণোপাসনা বলা যায় না। সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক অভিজ্ঞতা-বাদী, আরোহবাদী, নির্ব্বিশেষবাদী, মায়াবাদী, চিচ্ছড়সমন্বয়-বাদী পঞ্চোপাসকগণের যে বিষ্ণুপূজা বা কৃষ্ণোপাসনা, তাহাও বৈধ কৃষ্ণ আরাধনা নহে,—অবিধি পূর্ব্বক কৃষ্ণপূজা।

আরোহবাদ বা অভিজ্ঞতাবাদ লইয়া অচিন্ত্যবস্তুকে মাপিতে গেলে অবশেষে কূল-কিনারা না পাইয়া হয় বিরাটরূপের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের 'স্বকীয়রূপ' দর্শনে প্রতিবন্ধ হইতে হইবে, না হয় অবশেষে তৃতীয়বস্তুকে তৃতীয়মানের (third dimension) বিচার লইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে গিয়া তাঁহাকে 'নির্ব্বিশেষ' বাক্য বলিয়া ভাগ ছাড়িতে হইবে এবং এই নির্ব্বিশেষরূপের প্রতীকস্বরূপ 'ব্রহ্মগোরূপ-কল্পনা' প্রভৃতি গৌত্তলিকত্ব-ভাবের আশ্রয়ে বিষ্ণুর কল্পিত মূর্ত্তি গড়িবার চেষ্টা করা হইবে। এ সকলই অবৈধ উপাসনা। এই আরোহবাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে কৃষ্ণের স্বকীয়রূপ বা পরিপূর্ণ-চেতন বাস্তবসত্য কৃষ্ণের বৈধ উপাসনা হইতে পারেনা। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"অন্যোঽসৌ বৃষ্ণুতে তেন নাসৌ-
ত্বঞ্চৈব আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।"

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।"

যাঁহাকে সেই পরমচেতন বরণ করেন, তিনিই সেই পরমচেতনকে লাভ করিতে পারেন। সেই পরমচেতন তাঁহারই নিকট স্বকীয় তনু প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

জ্যোতির্ম্ময় আবরণের দ্বারা পরমসত্যের মুখ আবৃত রহিয়াছে। এই জগৎ হইতে অভিজ্ঞতাবাদ লইয়া দর্শন করিতে গেলে সর্ব্বোচ্চশিখরে উঠিয়া নির্ব্বিশেষ জ্যোতিঃ-স্বরূপ ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। নিজ চেষ্টায় কেহ সেই জ্যোতির্ম্ময় পাত্র ভেদ করিয়া পরম সত্যস্বরূপ দর্শন করিতে পারেন না, তাই হে পূর্ণ! আপনি আপনার অঙ্গকান্তিস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় আবরণ সত্যধর্ম্ম-পিপাসুগণের জন্য উন্মোচন করুন, তাহা হইলেই তাঁহারা আপনার বিভুবিভূতীর সত্যস্বরূপ দর্শন করিতে পারিবেন। হে পূর্ণ, হে সর্ব্বপ্রধান জ্ঞানি, হে সর্ব্বনিয়ন্তা, হে সর্ব্বনিয়ামক, হে সূরিগণপ্রাণপা, হে আদিগুরু ব্রহ্মার আরাধ্য, আপনার অঙ্গকান্তিচ্ছটাকে অপসারণ করুন, আপনার তেজোরাশিকে উপসংহার করুন, যেন আপনার কল্যাণ-তমরূপ অর্থাৎ কল্যাণরূপ যে ব্রহ্মরূপ, কল্যাণতররূপ যে পরমাত্মনারায়ণাদিরূপ এবং তাহাদেরও মূলরূপ স্বয়ংরূপ বিভুবিভূতীশ্বরের রূপ দর্শন করিতে পারি।

এইরূপে জীব যখন আরোহবাদে আত্ম পরিত্যাগ করিয়া অবরোহবাদ বা ভগবৎকৃপার অপেক্ষা করেন, তখন কনিষ্ঠাধিকারে; অর্থাৎ প্রতিবিম্ব-ছায়াভক্ত্যাভাস বিদূরিত হইয়া ছায়াভক্ত্যাভাসযুক্ত পুরুষের হৃদয়ে যে বিষ্ণুপূজার চেষ্টা লক্ষিত হয়, তাহা কৃষ্ণের বৈধ-উপাসনার পর্য্যায়ভুক্ত

যায়। অধ্যাধিকারে কৃষ্ণের বৈধউপাসক কাকগণের যাহাতে উপলব্ধি করিতে পারেন এবং তাঁহাদের পূজা করিতে শিখেন। তখনই প্রকৃত-প্রস্তাবে কৃষ্ণের বৈধ-উপাসনা আরম্ভ হয়, তখন ব্রহ্মযাজ্ঞ-গৌড়ীয় আচার্য্যের আদিগুরু ব্রহ্মার নিকায় শ্রীগুরুমুখে শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারেন যে, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার ১১শ অধ্যায়োক্ত বিরাট রূপের উপাসনাও বৈধ উপাসনা নহে, তাহা নবীন উপাসকগণের জন্য কল্পিত। নরাকৃতি পরব্রহ্মই কৃষ্ণের স্বকীয় রূপ, তাঁহার উপাসনাই বৈধ-উপাসনা। তাই ভগবান বিশ্বরূপ উপসংহার করিয়া পরম মাধুর্য্যময় দ্বিভুজ স্বকীয় মূর্ত্তি প্রদর্শন করাতে অর্জ্জুনের চিত্ত স্থির হইয়াছিল।

এই বৈধ কৃষ্ণোপাসকগণের কৃপায় যখনে অবস্থিত হইলে বুঝিতে পারেন যে, আরোহপন্থী নির্ব্বিশেষবাদী ব্রহ্মোপাসকগণ কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করিলেও তাঁহাদের পূজা-চেষ্টা অবিধিপূর্ব্বক। যাঁহারা ব্রহ্মবাদী হইয়া বিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণোপাসনা অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা আদিগুরু ব্রহ্মার ন্যায় স্তব করিতে করিতে বলেন, —

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

যাঁহার প্রভা হইতে উৎপাদ-বিনাশন উপনিষদ্ধ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম কোটিব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বসুধাদি বিভূতি হইতে পৃথক্ হইয়া নিষ্কল অনন্ত অশেষ তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ব্যবসাদারের কপটতা

তাই অধর্ম্মের কপট ব্যবসাদার, তোমার যজ্ঞোপবীত ব্যবসায়ী বিদ্বজ্জন হইতে চাহিয়াছে। পুরোহিত সম্প্রদায় এই ব্যবসায়ীকে ধর্ম্মের ব্যবসার নাম করিয়া অপাত্রে আদান-প্রদান করিতেছে। তাহাতে তাহাদের উদর স্ফীত, মুখ ভা-ভোষণ ও শাস্ত্র-জ্ঞানাভাবে প্রবল হওয়ায় যজ্ঞোপবীতধারি-সম্প্রদায় 'দ্বিজব্রুব' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া বেশ একটুকু নাক সিঁটকাইতে শিখিয়াছেন। বলি, তুমি কি 'উপনয়ন' শব্দের অর্থটী কোন দিন আলোচনা করিয়াছিলে? স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া তাহার প্রসূত সন্তানগুলিকে স্বার্থ পোষণ-তন্ত্রে কি উপনয়ন-বিধি বেদাধ্যয়ন-শাস্ত্রের 'কল্প' নামক অঙ্গপর্ব্বে প্রবিষ্ট হইয়াছিল? উহাই কি গৃহসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে কোটীবদ্ধ হইয়াছিল? দ্বিজগণের বার্ষ্ক কোটর-বিচারে বেদশাস্ত্রের উচ্চৈস্বরবান দ্বিজগণ উপনয়ন প্রকরণে সেখানে স্থান পান, আর যাঁহারা জড়তা-বশতঃ বৈদিক বিধি উল্লঙ্ঘন করিবার রুচি-বিশিষ্ট হন, তাঁহারা 'দ্বিজ'সংজ্ঞালাভে বঞ্চিত হন। এ সকল কথা কি তুমি জান?

তাই অধর্ম্মের ব্যবসাদার, তুমি কোন গণ্ডিকে তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের নাম ও নিরবচ্ছিন্ন অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কার ভুলিয়া গিয়া রিপুবর্গের দাসত্বেই গৃহসূত্রের ফল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ। এই ব্যবসায়ী ঘোরে-ঘরণে ও অশিক্ষিত শূদ্রমণ্ডলে বড়ই আস্ফালন ও শ্লাঘার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। তুমি যদি একটুকু কষ্ট স্বীকার করিয়া 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ বুঝিতে, অথবা যজ্ঞ করিবার জন্য তোমার কিছুমাত্র ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে যজ্ঞোপবীতে যে পবিত্রারোপণ-পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট আছে তদ্বিষয়ে একটুকু যৌক্তিক অনুসন্ধান করিতে। তুমি বর্ত্তমানকালে চর্ম্মযজ্ঞের পুরোহিত হইয়া 'চর্ম্মার' পরিবর্ত্তে যে 'শর্ম্মা' নামে আপনাকে বোলাইতে চাও, তাহা কি বৈধ? এই কার্য্যে অনভিজ্ঞতা ও প্রতারণাই কি তোমাকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করিতেছে না?

ভারতের দ্বিজগণের মধ্যে শতকরা চুয়ান্নব্বই জন অযজ্ঞোপবীতী; সুতরাং দ্বিজব্রুব-সম্প্রদায়ের দৌরাত্ম্য ঘুচাইতে হইলে প্রথমোপায় যজ্ঞের আবশ্যক। যাহারা শিক্ষানীতি গ্রহণে অযোগ্যতা প্রকাশ করে, তাহাদিগের নিমিত্ত বন্ধদেবপ্রভু মর্ত্ত্যজগতে পঞ্চনীতি-যোজের উপযোগিতা শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধের ৪৮ অধ্যায়ে জানাইয়াছেন।

কলিকালে মোক্ষের একমাত্র বিধি পঞ্চনীতি হইয়াছে বলিয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্র দয়া-পরবশ হইয়া রাগানুগ পদ্ধতিতে পঞ্চনীতির আদর করিতে শিখাইয়াছেন। যখন পঞ্চকালে বৃদ্ধ বুধ সম্প্রদায় সত্য শ্রবণে কর্ণের প্রয়োগ করে না, তৎকালে তাহাদের কর্ণ বিদ্ধ না হওয়ায় সত্যকথা-শ্রবণ-লাভরূপ যজ্ঞোপবীত-লাভ ঘটে না; তবে আনুকরণিকের বাহ্যোচিত বিমুখন-মৃত্যু তাদৃশী চেষ্টার অভিনয় মাত্র দেখা যায়।

কাহারা যজ্ঞোপবীত পাইবেন—তদ্বিষয়ে তুমি কি কোন দিন দুই মীমাংসার উপনীত হইয়াছ। যজ্ঞের প্রকার ভেদ কি কি? অর্থের কপট ব্যবসাদার, তোমার বেণেতি-চালে যজ্ঞ পাত্রের যজ্ঞ হইতে পার্থক্যলাভ করিয়াছে। তাই তুমি কাহাকে যজ্ঞ বলে, তাহা জান না। পূর্ব্বকালে চতুষ্পদ সভ্য মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার পাদহানি হইতে না হইতে যাহাতে সেই সূত্রপাতের পূরণ সম্ভব হয়, তদ্মুখে যজ্ঞের প্রবর্ত্তন তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ? অবর্ণের পণ্যবীথিকা-পতি হইয়া কাহাকে যজ্ঞ বলে, তাহা তোমার জানিবার আজও সুযোগ হয় নাই। ত্রেতাযুগ-মুখে ব্যক্তিগণের ত্রিত্ব তোমার বিচারের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, তুমি যদি একটুকু মনুর পাতা উল্টাইতে শিখিয়া থাক, তাহা হইলেই জানিতে পারিবে—

"যাজ্ঞপ্রোহধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-চোদনাৎ।"

তুমি যদি কলিহত ব্রাহ্মণক্রবগণের আকরস্থান অনুসন্ধান করিতে, তাহা হইলে তুমি জানিতে পারিতে যে, পঞ্চরাত্র তোমার দুর্ব্বাসানোবেন-কল্পে জানাইয়াছেন যে,

"অতঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাশ্রমধর্ম্মেণ ত্বর্দ্ধং শ্রৌতবর্ম্মনা।"

অর্থাৎ দ্বিজন্মগণের কাল্পনিক বাহ্যোচিত সংস্কার-পদ্ধতির তাৎপর্য্য নিষ্কৃতপ্রে যে ব্রাহ্মণ্যত্ব তাহাকে ব্যাকুলিত করিয়াছে, সেই ব্যাকুলতার অন্যতরে সংস্কার-বিধির অপব্যবহার প্রবলভাবে কার্য্য করিতেছে। সেই কলিদোষোচিত শ্রোতলী রুদ্ধ করিবার পরিবর্ত্তে সমাজের মস্তক চর্ব্বণাভিপ্রায়ে তুমি যে কাল্পনিক বিধি-পদ্ধতির পক্ষিত হইতে চাও, তাহাতে নানা প্রতিকূল বুকি আসিয়া তোমার যজ্ঞোপবীতধারণে ও উপবীতধারণ করাইবার ব্যবস্থাপন যজ্ঞ অন্তরায় উপস্থাপিত করে। শ্লোকটীর অর্থ যদি একবার বক্ষে হাত রাখিয়া চিন্তা কর, তাহা হইলে তোমাকে "পশূনাং লগুড়ো যথা" বিচারের অন্তর্ভুক্ত হইতে হয় না—তাহা হইলে তোমাকে মরোয়ড় হইয়া সর্ব্বতোভাবে অপাত্রের অভিশাপ করিতে হয় না। তুমি পাত্রিতে বাস করিয়া যজ্ঞোপবীত বর্জ্জনপূর্ব্বক বৌদ্ধ, শূদ্র, হূন, যবন, খশ, পুলিন্দ, পুক্কশের শ্রেণীতে গণ্য হইবার সুযোগ পাও।

তোমার রুচি বেরিকে, সেই রুচির অনুকূল অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া লোক-বেষান যজ্ঞোপবীত-ধারণ—কপটতারই অন্তর্গত। ইহাতে সত্যের অপলাপ হওয়ায় তুমি ত্রেতার যজ্ঞবিধান বুঝে থাকুক, দ্বাপরের অর্চ্চনেও কখনই যোগ্যতা লাভ করিতে পার না। তোমার অধর্ম্মের ব্যবসাকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া চালাইবার ব্যবসায় চিহ্ন-ধারণকে গহিত করিতে গিয়া তোমার ন্যায় দ্বিজযজ্ঞোপবীতের সত্যে আস্থা না থাকায় "হংসমধ্যে বকো যথা" হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা হয়।

যজ্ঞের সমীপে উপস্থিত হইবার জন্য যে সকল কৃত্য অনুষ্ঠান আছে, তাহা কলিহত জীবের পক্ষে কষ্ট-নিষ্পন্নতার অন্যূন উদাহরণ-সংকলনে অসমর্থ; এই জন্যই কলিতে যজ্ঞোপবীত-ধারী কর্ম্মনিপুণগণকে "বেটে চৌড়াপাপ" জানিয়া তাহাদের পরিবর্জ্জন শাস্ত্র-বিহিত বলিয়া 'পাপশব্দ' বাচ্য হয় নাই। তোমাকে যেদিন পদ্মপুরাণ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণক্রবের পার্থক্য জানাইতে সমর্থ হইবেন সেইদিন তুমি বেণেগিরির অসারিতা বুঝিতে পারিবে।

তোমার স্বভাবের অনুকূল যজ্ঞোপবীত নহে, উহা আমি জানি। তোমার ইন্দ্রিয়ের যজ্ঞের আধার বিষ্ণুদেবতা নহেন, ভোগ্যজন ইন্দ্রনের সাহায্যে ভোক্তৃ অভিমানে তুমি যে গুরু-দ্রোহিতাকে যজ্ঞোপবীতধারীর কৃত্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছ, তাহা তোমার বিবর্ত্ত ভ্রম মাত্র। এই জন্যই মহাজনগণ তোমাকে 'শূদ্রবর্ণী' 'নীচ' প্রভৃতি সংজ্ঞার নির্দ্দেশ করায় তাঁহারা নিজ নিজ স্কন্ধে ঐ সকল ভণ্ডত্ব আপনপূর্ব্বক তোমাদের চিত্তবৃত্তির তত্ত্বী প্রদর্শন করিয়াছেন।

অন্যাবেষ নিষ্কপটে তুমি যে ব্রাহ্মণক্রবতা দেখাইয়াছিলে, তাহাতে গৌরসুন্দর তোমাদের গুরুকে 'চণ্ডাল বিপ্র' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তোমাদের ব্রাহ্মণক্রবতার গুরুবর্ণ বেকালে চৈতন্যচন্দ্রের পঞ্চনীতি

অবলম্বনে নগ্নত্ব প্রয়োজনের বর্ণন করিয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীগৌরসুন্দর তাদৃশ ব্রাহ্মণব্রুবতা পরিত্যাগ করিয়া আদর্শ ব্রাহ্মণাচারে দুর্ব্যাপ্রমগ্রহণের অভিনয় প্রদর্শন করেন। শ্রীচৈতন্যভক্তের বর্ত্তির নগ্নত্ব-ব্যবহারের পূর্ব্বাবস্থার নগ্নত্ব দর্শন করিয়া বস্ত্রধৌতকারী আদুবরণ-ব্যবস্থাপকগণ বীয় বর্ণধর্ম্মাবতারের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান নগ্নত্বদর্শনের পূর্ব্বে দুকূলনগ্ন গৌরসুন্দরকে দেখিয়া তাঁহাকে কতই না লাঞ্ছিত করিয়াছেন। বুদ্ধির অভাবে তদ্বিদ্বদর্শনের অযোগ্যতা-হেতু মধুরার নিহত মুক্তাচার্য্যের চরণ কুকলীলার অভিব্যক্ত আছে। উহা দেখিয়াও কি উহা চাপা দিবার জন্য কথা করিয়াছ?

বেদানুশাসনের ছলনায় কলিকালে শ্রৌতবিধির কপট অনুকরণ সম্ভাপর নহে; কলিতে অগ্নির নিত্য অধিষ্ঠান নাই। এখন দেশলাইয়ের মুখে নূতন নূতন অগ্নি প্রত্যেক অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে প্রজ্বালিত হইতেছে। অগ্নির সত্ত্ব লোপ হিংসা বিভিন্ন বস্তুর পরিপাক-সাধনে কেবল জড়তার নিযুক্ত হইয়াছে। গর্ভাধান-সংস্কারে 'সকৃৎ' বিচার ব্যভিচার উৎপাদন করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে না। মহাভারতে বনপর্ব্বে অজগর-যুধিষ্ঠির-সংবাদের তাৎপর্য্য গোপন করিবার মানসে যে কপটতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তদ্দ্বারাই তুমি যজ্ঞোপবীত-ধারণ-ব্যবস্থা একচেটিয়া করিয়া তুলিতে চাও। কেবলমাত্র মুখে বংশ পরিচয় দিলেই যে রক্তের বিশুদ্ধি স্থাপিত হয়,—এরূপ বৃথা যুক্তিদ্বারা কার্পাস-সূত্রের ব্যবসাকেই কলিজনোচিত একমাত্র যাহারা বলিয়া স্থাপন করিতে চাও, কিন্তু চিহ্নধারণে মোহান্বিতকে যে প্রকৃত প্রস্তাবে যজ্ঞোপবীতধারী বলিয়া নির্ণয় করিবে। এই প্রমাণ কোথা হইতে পাইবে? কেবলমাত্র চিহ্নধারণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে যাহারা অভিনয় প্রদর্শন করে, তাহারাই যে যজ্ঞোপবীত-ধারণের উদ্দেশ্য পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষণ করিতেছে, এ বিচার তুমি কোথায় পাইলে?

আয়রণ, কুণ্ড,-গোলক ও Maternity Homeএর পাণ্ডাগণ নিজ নিজ কলঙ্ক আচ্ছাদন-মানসে প্রাণ হইতে প্রাণান্তরে নানা প্রকার উৎকোচ দিয়া সামাজিকগণের মুখ বন্ধ করিতেছে, তাহা কি তোমার জানা নাই? জলবিহার-কালে গঙ্গাজলের উপর নৌকাগুলিতে যে সকল বর্ণ উৎপন্ন হইতেছে, তাহাদেরও বাহ্য পরিচয়ে পরিচিত হইবার পক্ষে কেহ বা ব্যাঘাত করিতেছে। সুতরাং নিত্যের নির্জ্জনতার আবরণে শৌক্রশুদ্ধির নির্ম্মলতা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে কিনা, তাহা ভাল করিয়া বল।

যুধিষ্ঠির সত্যবাদী ছিলেন, তোমরা কেন ঐ পথ অনুসরণ না করিয়া সত্যকাম জাবালকে বিপ্রৌরসজাত সন্তান বলিয়া চালাইবার বিচারের আবাহন করিয়াছ? শুধু তোমরা নও, তোমাদের বহু পূর্ব্বে শিবগুরুতনয় শৌক্রশুদ্ধির স্থানবিশেষে কলঙ্ক আচ্ছাদন করিবার কত প্রকার যুক্তি দিয়াছেন, শ্রীধানকতীর্থ মধ্বাচার্য্য বৃত্ত-বিচারকেই শাস্ত্র তাৎপর্য্য, সত্যবাদিতা ও নিষ্কপটতাকে লক্ষণের উচ্চাধিকার দিয়াছেন, এবং এই সকল কথা বুদ্ধিকতাকুলীনক" স্থায় পোষণ করিতেছেন। শ্রীমহাভারত তারস্বরে বহুবার সত্যস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কপটতা বর্ণন করিয়াছেন এবং তাদৃশী নীচ-প্রবৃত্তির পোষণের প্রতিপক্ষে বৃত্তবিচারেরই প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতও তাহাই বলেন। পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ যেরূপ ঐতিহ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও তোমার কথা সমর্থিত না হইয়া তোমার আক্রমণের ব্যবস্থা অসত্য মূলে স্থাপিত, ইহাই প্রমাণিত করে। শাস্ত্র না মানিয়া তুমি যে অধর্ম্মের ব্যবস্থা চালাইতে চাও, তদ্দ্বারা মূর্খের চক্ষে ক্ষণিকের জন্য ধূলি দিতে পার, কিন্তু পরক্ষণেই তোমার চরিত্রসন্ধি ধরা পড়িয়া যাইবে।

উপায়ন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং উদ্দেশ্য কি কি, তাহার আলোচনায় বিমুখ হইয়া তুমি যেরূপ বিকারজনিত প্রলাপ করিবে, তাহার ঔষধস্বরূপে সাধুসঙ্গকে বর্জ্জন করিলে তোমার কোনদিনই মঙ্গল হইবে না। মানব-জাতিকে সত্য জ্ঞান লাভ করিতে বাধা দিবে, আর তুমি পুরুষানুক্রমে সেইরূপ বাধাপ্রাপ্ত জনগণের বংশে বা উদরে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজের বেলায় অবৈধভাবে সুবিধাটুকু গ্রহণ করিবার প্রবল ইচ্ছা প্রদর্শন করিবে, তাহা কি নির্ব্বোধও বলিয়া ফেলিতে পারে না, মনে কর। সংস্কার তত্ত্বের আলোচনা থাকিলে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, বীজগর্ভসম্ভব প্রবর্ত্তমান পাপসমূহের পরিহারের জন্যই সংস্কারের বিধান, কিন্তু তোমার কুসংস্কার তাহার সন্ধান করিতে গিয়া তোমাকে তাহা হইতে বিমুখ করিয়াছে। তোমার যদি এ টুকু জ্ঞান থাকিত যে, যজ্ঞোপবীত ধারণ

প্রবৃত্তি সংস্কারগুলি ব্রহ্ম মুক্তগণের কৃষ্ণসেবানুশীলনের আনুষ্ঠানিক প্রয়োগ, তাহা হইলে তুমি তোমার স্বার্থপরতার চিত্র এইরূপ নির্লজ্জভাবে প্রদর্শন করিতে বসিতে না। জগতের সকল প্রাণীই ব্রহ্মার বংশে জন্মগ্রহণ করায় নরনারীর হইতে যে জড়দিকে চেতন লক্ষিত হয়, তাহা কি কোন দিন সংস্কারের অযোগ্য হইতে পারে? তবে জড়জন্যে অভিভূত লোককারী অনন্ত জ্ঞানরাজ্যে সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া সেই সকল সূত্র কখনই সত্যের লাভ যোগ্য হয় না;—এ বিষয়ে সাধু ও শাস্ত্রোক্তি কখনই অভ্রান্ত প্রদর্শন করেন না।

অন্ত্যজ ও শূদ্র সম্প্রদায় বুদ্ধির অল্পতা নিবন্ধন এবং শূদ্রকল্প ব্রাহ্মণক্রব-সম্প্রদায় যোগ্যজনে সূত্রপ্রয়োগসাধনে বর্ণনির্ণয়ের ব্যাঘাত প্রতি পদে-পদেই করিয়া থাকে। তাহাদিগের ঐপ্রকার নীচপ্রবৃত্তি ও ধর্ম্ম-দর্শন শাস্ত্র ও যুক্তি কখনই অনুমোদন করে না। অযোগ্যদিগের যোগ্যতা-লাভের জন্য যে সকল কঠোর বিধি নিষিদ্ধ আছে; তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা শাস্ত্র ও মনীষিগণ বলেন না। কিন্তু যোগ্যজনকে বাধা দিবার সামর্থ্য না থাকিলে বাধা হইয়াই তাঁহাদিগকে "বৃশ্চিক ভাতুলীয়ক" ন্যায় স্বীকার করিতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের অবজ্ঞান ও শ্রীমহাভারতের বিচার প্রণালীর অবজ্ঞা যাহাদের হাড়ে হাড়ে ব্যাভিচার-মাংসের মজ্জায় সঞ্চিত, সেই সকল মূঢ়গণের হীনবৃত্তি কপটতা-ব্যবসায় পরিণত এবং ধর্ম্মের গ্লানিকারক অধর্ম্মের ব্যবসায়ী তোমাকে প্রবলতা লাভ করিয়াছে। বর্ণাশ্রমানুষ্ঠান বিধিতে যে গায়ত্রীর উপদেশ আছে, তাহা উপনয়নের সহিত সম্বন্ধ, অভিষেক ও প্রয়োজন তবে প্রবেশাধিকার মাত্র। পূর্ব্বে গুরুদিগের পূজা বুদ্ধি হইতে আনুষ্ঠানিক প্রয়োগবিধি আরম্ভ হইয়াছে। উহাই কর্ম্মানুষ্ঠান বিধিই বৈধবিচারের ব্যক্তিবিবেকজ্ঞানে সমুন্নত করিবার যত্ন।

তাই অধর্ম্মের ব্যবসায়ের, তুমি নিজেও কিছু প্রকৃত প্রস্তাবে গায়ত্রী গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা নিজ অভাব সাধন করিবে না, কেবল লোক-ঠকান ব্যবসা অবলম্বন করিয়া নিজের কোপানিতে ধন ঢোলা করিবে,—ইহা কিন্তু কেহই আদর করিবে না। যে পক্ষি-জাতিরা পক্ষিরাজের সেবানো-দ্দেশে গীত হইলে জীবের বেদমাতার সন্তানস্বরূপ মনুষ্যত্বে অধিকার লাভ ঘটে, তাহার পথ রোধ করিতে তোমাকে কে আদেশ পত্র প্রদান করিয়াছে? আর শাস্ত্রশাসনরূপ যে বিধির কু-ব্যাখ্যা-অবলম্বনে তোমার অভিসন্ধি কুপথে চালিত হইয়াছে, তাহা হইতে কি তোমার শোধনাশা আমরা করিতে পারি না?

তাই অধর্ম্মের কাট ব্যবসায়ের, তুমি 'ক' শুনিয়া থাকিবে,—অত্রি ঋষি যজ্ঞোপবীতধারী ও যজ্ঞোপবীত-ধারণে বিরুদ্ধ ও অযোগ্যসম্প্রদায়কে বেদ, মুনি, দ্বিজ, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পিশাচ, পশু ও চণ্ডাল—এই দশবিধ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করিয়াছেন? তোমার এই দশ ভাই সাবত-গুরুগণের দৃষ্টিতে সকলেই ব্রাহ্মণ, সুতরাং নিজ নিজ সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি গুলির ব্রাহ্মণবোধে আলোচনা কর্ত্তব্য। ঐ দশভাই ব্রাহ্মণের কতকটি লোক যজ্ঞোপবীত ধারণ করে না বটে, কিন্তু তাহারাও নাড়ুকৃষ্ণিতে জন্মগ্রহণ করায় জন্ম দ্বারাই ব্রহ্মার সন্তান সূত্রে সকলেই ব্রাহ্মণ। যাহাদের বুদ্ধি অল্প, তাহারা আপনাদিগের আত্মরাধা করিতে গিয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অপব্যাখ্যার বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণধর্ম্মের হিংসা করে। আর কতকগুলি ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধির ব্রাহ্মণ্যের নিম্নবিশুদ্ধির জন্য বহু করে না, পক্ষান্তরে বিরোধ করিয়াই থাকে।

ব্রহ্মবন্ধু ঋষি পাশার যে সূত্রপ্রণয়ন-প্রণালী প্রচলিত আছে তাহা স্মার্ত্তোপনিষদে পার্থী-সংবাদে নিরস্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম সূত্রের সমন্বয় প্রকরণে ও পাঞ্চরাত্রাধিকরণে এ বিষয়ের যোগ্যতাযোগ্যতা নিরূপণ বর্ণিত আছে। মহাভারত কথিত পক্ষিচূড়ের মানবেতর জাতিতে জন্ম হইয়াও পবিত্রতা ঘটে নাই; পশুজাতিতে গবাদির শ্রেষ্ঠতা আরোপিত হইয়া গবাদির অবরতা স্থাপিত আছে।

মানব ধর্ম্মশাস্ত্র কথিত যজ্ঞোপবীত ধারণ বিধান অতি-ক্রম করিয়া যাহারা অবৈধ বলপ্রয়োগে ব্রাহ্মণক্রবের পক্ষ-পাতী, শাস্ত্র যুক্তি ও সাধুগণ তাহাকে দাসের বিরোধ ও অবজ্ঞা বলিয়া উহার অনুমোদন-কার্য্যে বিরত হন। ব্যবসায়ী পুরোহিত সম্প্রদায় যে Wholesale বিধির কৃত্রিম বহুগণকে শল্কলিক-প্রবাহ প্রয়োগবলনে একপথে চালাইতেছেন, উহা কি সকলক্ষেত্রে তাহাদের প্রত্যাশানুযায়ী ফল প্রদান করিতেছে? না, কোথাও কোথাও ত্রিবৃদ্ধ মধ্যে কখনও ট্যানারির দোকানে কখনও বা কর্ণধার বৃত্তাপত্তীর লোকের বন্ধুতা স্থাপন করিতেছে?

যজ্ঞোপবীত ধারণে nomination অনেক স্থলে শিক্ষার কনটেষ্ট প্রভাবে আবদ্ধ সম্প্রদায়েও প্রযুক্ত হয়। তখন ডুব দিয়া জল খাইলে শিবের বাবারও জানিবার উপায় থাকে না। wholesale condemnation বা wholesale eulogy সকল ক্ষেত্রে সত্য পোষণ করে না।

যজ্ঞোপবীত ধারণের অধিকারী কে?—এ বিষয়ে বিংশতি ধর্মশাস্ত্রের প্রস্তাবকসম্প্রদায়ের বিধি অথবা কোন কোন স্থলে মুক্তপুরুষের অনুশাসন যাহাকে অধিকারী নির্ণয় করিয়াছে, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে অনেকস্থলে বিপরীত ফল প্রসব করিয়াছে। মহাভারত বনপর্ব্বে অজগর-যুধিষ্ঠির-সংবাদ শৌক্রবিচারের সকল স্থলে সত্যতা নিরূপণ করেন নাই। বরং বৃত্তবর্ণ বিচারই সঙ্গত বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। বৃত্ত বিচার সর্ব্বতোভাবে সমীচীন হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে অসত্যার্থ আসিয়া দোষিৎ পক্ষপাতিত্ব,দলা ধর করিলেও উহাই যে বর্ণবিচারের একমাত্র প্রণালী, সে বিষয়ে সুধীগণের মধ্যে মতদ্বৈধ লক্ষিত হয়। পরমেশ্বর ভাগবত বর্ণসম্প্রদায় কেবলমাত্র এতাদৃশ দোষিৎ-সঙ্গের পক্ষপাতী না হওয়ায় সত্যভ্রষ্ট হইবার যত্ন করেন নাই।

যদিও শৌক্রবিচারদ্বারা অক্ষুণ্ণ থাকিলে সাধারণতঃ সামাজিক সুখলা অনেকটা রক্ষিত হয়, তাহা হইলেও উহাতে বিষময় ফল প্রত্যেক সামাজিকই নিরপেক্ষভাবে অনুভব করিতে সমর্থ। বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া উচ্চাশা-রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ততায় ও পতবিপ্লবে যে যে স্থলে বিপ্লবী ধর্ম্মতা লাভ করিয়াছে, সেগুলি একেবারে উড়াইয়া দিবার বিষয় নহে। শ্লোকের বিভক্তি কেবলমাত্র বাক্যাবলীতে পর্য্যবসিত হইয়াও যদি ফলপ্রসব-কার্য্যে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। বরবেশে কৌলিন্য প্রথায় অসবাহ্যবকলে যে বংশগত দোষ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তদ্বিষয়ে মহাত্মা গান্ধি বাবু অস্বীকার করিতে পারেন না। পরাভবের বিষয়ীভূত যে সকল কারণ সন্ধান এবং কার্য্যক সম্প্রদায় নানাপ্রকার পাপে প্রযুক্ত হইয়াছে, সামাজিক সুধীগণ কখনই উহার সমর্থন করিতে পারেন না। দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা ও আক্ষরিক—যজ্ঞোপবীত ধারণে কলুষ ঘোষ', তাহার বিচার করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

সুতরাং অধিকারি-নির্ণয়ে যাঁহারা কর্ণপাত করেন না, তাঁহাদিগকে অনভিজ্ঞপাষিত সমাজমাত্র বলিতে হইবে। কেবল তাদৃশ চিহ্নধারণ করিয়াই পরমার্থিমাত্রে কেহ অগ্রসর হইতে পারেন না। এই বিষয় বিপত্তিফলে তথাজাত জগতে পক্ষোপাসনা নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদে অত্যন্তই ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

অধিকার-নির্ণয়-বিষয়ে মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, উপনিষদ্‌গুলি এবং সংহিতা-অংশ প্রচলিত বিচার-বিপ্লবে বহু কালাবধি সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও অপরার্দ্ধের বশবর্ত্তী হইয়া সম্প্রদায়বিশেষের অনভিজ্ঞ সমাজের উপর যে প্রভুত্ব, তাহা শাস্ত্রালোচনাফলে নিষ্কাই অবনত হইবে। পাত্রের অধিকার নির্ণয়ের পরবর্ত্তীকালে বুদ্ধি-প্রাহ্য যথোপযোগি-শাস্ত্রশাসন-অনুসারে না হইলে উহাতে কর্ম্মে অধিকার হয় না। ব্যক্তি-জ্ঞানের অনুসারে আনুষ্ঠানিক "সত্যাৎ না গাঃ ঃ" আপোষানঃ কর্ম্ম দূর,মাদিয়া স্বাপ্নাঃ প্রভৃতি দূর সম্বীকার সমূহ অনধিকারীর হস্তে পতিত হইয়া কখনই ফলপ্রসবে সমর্থ হয় না।

পরমেশ্বর—সত্য বস্তু, তাঁহা হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া আবৃত জীবের বদ্ধতে সত্যজ্ঞানপরমেশ্বর বলিয়া স্থাপন করিতে গেলে নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ ও কার্যহারোপযোগি পক্ষোপাসনা উদ্ভূত হইয়া জীবকে সত্য হইতে ভ্রষ্ট এবং কলিপ্রসূ পরিণত করে। তাহারা পারমার্থ বুঝিতে না পারিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের আদিম শ্লোকের অপব্যবহার করিয়া থাকে। শ্লোকের পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমায়রহিত তর্কপথের আশ্রয় করিতে গিয়া আপোষান-কর্ত্তিমুখ হয়। আবার কোন কোন স্থলে নিজ মনঃকল্পিত অপরার্দ্ধের তর্কবাদের আশ্রয়ে কনকামিনী প্রতিষ্ঠাবাসুদ্ধ হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবা হইতে বঞ্চিত হয়। বিদ্বজ্জনসাজে উদাসীন হইয়া অনেক ক্ষেত্রে বহুজনকে অর্হৎপাদে নিরীশ্বর-সাংখ্যবিচারে প্রবৃত্ত দেখা যায়। তাহারা 'আবিয়া ঘুরাই'। ছান্দোগ্য-কথিত কৃষ্ণ অপত্যের তাহাদের তর্কপথ মুদ্‌রাইয়া যায় এবং পরিশেষে অন্ধতমঃ প্রদেশে গমন করে। বিদ্যাভাগে অনেকে নিশিবাসী-পালনপর হইয়া সামাজিক-বিপত্তি উপস্থাপিত করে। তাদৃশী প্রবৃত্তি তাহাদিগকে এরূপ জড়তায় নিযুক্ত করে যে, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকালকে নিদ্রাভিভূত করাইয়া দিবসে নিদ্রাপথের যে নিষিদ্ধ, তাদৃশ বিধিও উল্লঙ্ঘন করায়।

উপনয়নকালের অঙ্গীকার সমূহ বিস্মৃত হইয়া কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার-প্রণালীকে নিজ রুচানোচিত পথে পরিবর্ত্তিত করিয়া গুরুবিদ্বেষসহ তর্কাবর্ত্ত-মধ্যে পতিত হয়। এই সকল কথা বিচার করিলে জানা যায় যে, যজ্ঞোপবীতধারণ-ব্যবসা—যাহা কলিহত জনগণের মধ্যে অনভিজ্ঞ পুরোহিতগণের জীবিকার উপায় এবং অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণব্রুব-সমাজে যে বৃথা মর্য্যাদা-স্থাপনেচ্ছা, উহার বাচনিক মূল্যের সহিত প্রকৃত মূল্য বৈষম্যধর্ম্মে অবস্থিত।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—বলপূর্ব্বক যাহারা বিপ্রাভিমানে ব্যস্ত থাকে, তাহাদিগকে মহাভারত বা কোন প্রত্যক্ষ স্মৃতিশাস্ত্রে অধিকারী বলেন না। তাদৃশ লোককারিগণ অন্যোবেদকে উপজীবিকা করিয়া নিজেন্দ্রিয় তর্পণরত বিচার প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক উন্নত আসন গ্রহণ করিবার যত্ন করে। ইহা কলিজনোচিত দর্প এবং প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ হরিপরায়ণজনকে অসম্মান করিয়া অধর্ম্মের বিস্তারকারী। শূদ্রকুল বিপ্রের, ব্রাহ্মণকুলের বা শূদ্রের বৈদিকানুষ্ঠানে যোগ্যতা নাই, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরই তাহাতে অধিকার। কিন্তু সেই সকল বিচার কলিপ্রভাবে বৈশ্যবীজ্য ধারণ করায় সত্যযুগ প্রবর্ত্তনে নানাপ্রকার ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হয়। কলি কোন প্রকারে দূর হইলেই সত্যের প্রবৃত্তি। সেই পরমসত্য বিষ্ণুবস্তুর উপাসনায় অরুচিবিশিষ্ট বিষ্ণুমায়ার প্রভাবিত সম্প্রদায় সত্যে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুভক্তির কোন প্রকার খর্ব্বতা-সাধনে সমর্থ হয় না। এই জন্য নামোচ্চারণকারীর সম্বন্ধে সমস্ত অধিকার শাস্ত্রে লিখিত আছে এবং শ্রীজীবগোস্বামী-পাদ ব্রহ্মসংহিতার-টীকায়, ভক্তিসন্দর্ভে ও দুর্গমসঙ্গমনী-টীকায় পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বর্ণাক্ষরে লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার পরমগুরু শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং মিত্রবর শ্রীগোপাল ভট্ট যে তত্ত্বসাগরবচন উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাই যজ্ঞোপবীত-ধারণের দৃষ্টান্ত। তাহা হইতে বিপথগামী হইয়া যে সকল অবিবেচক অস্পৃশ্য ধর্ম্মরাজ্যতা-লাভের জন্য সমুৎসুক, আমরা তাঁহাদের অতি-বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। যে দিন তাঁহারা ভক্ত-পাদপদ্মে অবহিত হইবেন, সেই দিনই তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পিপাসা কিয়ৎপরিমাণে ন্যূন হইয়া যজ্ঞোপবীত-ধারণের অধিকার এবং যজ্ঞোপবীত ধারণে যোগ্যতার উপলব্ধি ঘটিবে। তাই বলিয়া আমরা জগদ্বৈরেণ্য-বৈমুখ্য-রূপ কর্ম্ম-কাণ্ডের আবাহন করিবার কথা বলিতেছি না।

ভাই কপট ব্যবসায়ী, তুমি অধর্ম্মকে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত করিয়া উহাদিগকে তোমার পণ্যদ্রব্যস্থানে যে আকর্ষণপ্রবৃত্তি দেখাও, তোমার ঐ আরক্ত নয়ন সত্যা-শ্রিত জনগণের নিকট নিতান্ত উপহাসাস্পদ জানিবে। বৈষয়িক মাদকদ্রব্যগ্রহণে ইন্দ্রিয় তর্পণরত কামুকের অবৈধ চেষ্টা কখনও নিরপেক্ষ পারমার্থিককে পথভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। সত্যাশ্রিত, শ্রদ্ধাশ্রিত পারমার্থিক-সমাজের নিরপেক্ষ সেবকসম্প্রদায় তোমার ন্যায় অপদার্থের নারীর অকল ধারণ-প্রবৃত্তি কখনই অনুমোদন করিবেন না। তোমার কপটতার কথা, দুরভিসন্ধির কথা লোকের নিকট জানাইয়া দিয়া তোমাকে পারমার্থিকের প্রকৃত শত্রুরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখাইয়া দিবেন। সর্ষপ হইয়া হিমা-লয় পর্ব্বতের সহিত চুটিবার প্রবৃত্তি সার্ষপস্নেহে পর্য্যবসিত হয়, সত্যাভাবপোষণে সর্ষপতা-রক্ষা তোমার পক্ষে সম্ভব নহে। শাস্ত্রের বিরুদ্ধে, সত্যের বিরুদ্ধে, সাধনের বুদ্বুদ কতক্ষণ স্বীয় গোলাকার সাধনক্ষণে সমর্থ হয়—তাহা কি বুঝিতে পার না? অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ধার্দ্ধৃষ্টিক সম্প্রদায় বিদীর্ণ হয় —এ অভিজ্ঞতাটুকুও তোমার নাই কি? বামন হইয়া চন্দ্র-স্পর্শের বাসনা, পরমার্থবিরোধী হইয়া পারমার্থিকের সহিত কলহ তোমার ন্যায় অনভিজ্ঞজনের পক্ষেই সম্ভব হয়। তোমাদের গ্রাম্যবার্ত্তাবহে পক্ষপোষণ ও গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদনকার্য্যের অপব্যবহারের দুরভিসন্ধিমূলে কেহ কেহ অনুমোদন করিলেও পারমার্থিক সমাজের হিতৈষিসেবকগণ তোমাদিগকে বলিবেন যে, ঐরূপ দূষিত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সোজাসুজি ধর্ম্মের সঙ্গত পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ী হও। পারমার্থিকের ছলনায় ব্যস্ত হইও না। তোমার ব্যবসায়ের উপযুক্ত ঔষধ তোমার শরীর হইতে নিদান প্রস্তুত করিয়া তোমাকে ইনজেক্ট করা হইবে।

লাটের সহিত সাক্ষাৎকার

১৭ই ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার তারে প্রকাশ যে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লাট বাহাদুরের সহিত লক্ষ্ণৌতে বহুক্ষণ ধরিয়া আলাপ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের উত্তরপশ্চিমের প্রচার-কেন্দ্র নৈমিষারণ্যের পরমহংস মঠ ও তাঁহাদিগের প্রচার্য্য বিষয়ে মহামান্য লাট বাহাদুরের প্রগাঢ় সহানুভূতি আছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া পারলৌকিক ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। সকলেই অবগত আছেন যে, নৈমিষারণ্যে ঋষির সমক্ষে প্রতিলোমকুলোদ্ভূত শ্রীসূত গোস্বামী নৈমিষারণ্যে তৃতীয় অধিবেশনে ভাগবত মত প্রচার করেন। সেই প্রাচীন স্মৃতির পুনরুদ্ধার করে দুই বৎসর যাবৎ তথায় পরমহংস মঠ স্থাপিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিরহের অন্তর শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের সহিত লাট-বাহাদুরের আলোচনা কালে His Excellency বলেন, আমাদের বর্ত্তমান অভিজ্ঞানের দ্বারাই ভগবদ্বস্তু জানিতে পারা যায় না; কিন্তু স্বামিজীর মুখ-নিঃসৃত বৈদিক বিচার শ্রবণ করিয়া তিনি সে বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। স্বামিজী বলেন, প্রেমনেত্রে দর্শন-দ্বারাই বাস্তব-সত্য পরমেশ্বর-বস্তু সমাধি-লব্ধ চিত্তে প্রকাশিত হন। অধিরোহ নিগমাতীত বস্তু তর্কের দ্বারা লভ্য না হইলেও বিজ্ঞের বস্তুর ন্যায় ভগবদ্বস্তুর ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি না থাকিলেও শ্রৌতপন্থা দ্বারাই ভগবদনুভূতি সম্ভবপর। জাগতিক উদ্যম কখনই নিশীথকালে সূর্য্যদর্শনে সমর্থ হয় না। আর দিবাভাগে গগনোদিত সূর্য্য স্বীয় আলোকদ্বারা স্বয়ং প্রতিভাত হন। স্বামিজী His Excellency Mr. Lambertকে তাঁহার উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাসকের পদে বৃত হওয়ায় সন্তোষ জ্ঞাপন করিলে লাট বাহাদুর প্রত্যুত্তরে বলেন যে, তিনিও স্বামিজীর ন্যায় ধর্ম্মপ্রচারকের সহিত আলাপে অধিক পরিতোষের সহিত নিজ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বন মহারাজ লাট বাহাদুরের প্রধান সেক্রেটারী কুমার জগদীশপ্রসাদ, শিক্ষামন্ত্রী এবং স্বায়ত্তশাসনের মন্ত্রী কুমার জগদীশপ্রসাদ, রাজাবাহাদুর কুশল পাল সিংহ, কপূর্থলার মহারাজ কুমার অমৃতলাল সিংহ এবং অনারেবল মিঃ গোকর্ণনাথ মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইঁহারা সকলেই মঠের প্রচারবিষয়ে সবিশেষ সহানুভূতি-প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বনমহারাজ লক্ষ্ণৌ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পারলৌকিক বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন।

GAUDIYA MATH AT LUCKNOW.

His Holiness Tridandi Swami Srimad Bhakti Hridoy Bon Maharaj, a learned disciple of His Divine Grace Paramahansa Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj of the Paramhansa Math, Nimsar had a long interview with His Excellency Mr. Lambert who is appointed Governor of the United Provinces. Mr. Lambert expressed deep sympathy for the Mission of all Love as propagated by Lord Sri Chaitanya Deva Who based His philosophy on the Srimad Bhagabatam which was originally preached and taught by Srimad Suta Goswami to sixty-thousand saints at Naimisharanya, the historic site of the present Paramhansa Math. Mr. Lambert started discourses saying that as our knowledge is limited God cannot be known to us. But on hearing from Swamiji he was highly convinced of the Vedic principle that Self-efulgent Absolute Truth may be realized in a pure heart only when humbly approached with all submission, even though human empericism fails to challenge God like an object of scientific research. Attempts cannot show the sun at the dead of night while the very sun can be easily seen with its own light.

At last Swamiji congratulated his Excellency Mr Lambert on his being appointed Governor of the United Provinces and His Excellency added that it was all the more pleasing to him to receive congradulations from religious preachers like the Swamiji.

Next the Swamiji interviewed the Chief Secretary Kumar Jagadish Prosad, Hon'ble Raja Bahadur Kushalpal Singha, Education Minister and the Hon'ble Minister for Self Government, Moharaj Kumar Amrita Lal Singh of Kapurtala and Hon'ble Mr. Justice Gokarnanath Misra, all of whom expressed great Sympathy with the Mission the Swamiji represented.

His Holiness Swamiji Bon Maharaj is delivering lectures at the Lucknow University.

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়া

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৮শে পৌষ, ১৩৩৫, ১২ই জানুয়ারি, ১৯২৯ | ২২শ সংখ্যা

শ্রীঅযোধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ ১৬ই নভেম্বর (১৯২৮) শুক্রবার বেলা ৩০ ঘটিকার ট্রেণে কুরুক্ষেত্র হইতে দিল্লীতে পৌঁছিলেন। শ্রীপাদ আচার্য্যাত্মিক প্রভু পূর্ব্বেই একটী কম্পার্টমেণ্ট্ রিজার্ভ করিবার জন্য দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত ভক্তিমধুকর ও পরে শ্রীযুক্ত যতীন বাবু আসিয়াছিলেন। গাড়ীতে যাত্রীর এত ভিড় যে, দ্বিতীয় শ্রেণী ও প্রথম শ্রেণীর গাড়ীগুলিও প্রত্যহ পূর্ণ-যাত্রায় বোঝাই থাকিত; এমন কি, কুরুক্ষেত্রে-গ্রহণ-স্নানার্থী অনেক সাধু-সন্ন্যাসী—যাঁহারা বিনা টিকেটে তীর্থ দর্শন করিয়া থাকেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর অনেক যাত্রীও স্থানাভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে আরোহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেখানকার টিকেট পরিদর্শকগণ শুল্ক-প্রদানে অনিচ্ছুক গৃহস্থ ব্যক্তিগণকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিতেছিলেন বটে, কিন্তু শুল্কপ্রদানে অসমর্থ জটাজুটধারি-ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহারা কোনই উচ্চবাচ্য করেন নাই। আচার্য্যাত্মিক প্রভু ও শ্রীযুক্ত যতীন বাবু প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দিল্লী ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন; যে সকল ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কএকজন প্রভুপাদের আদেশে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য মথুরার গাড়ীতে আরোহণার্থ দিল্লী ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে থাকিলেন। দিল্লীতে সেই রাত্রি হরিকথা-কীর্ত্তনে অতিবাহিত হইল। তৎপরদিবস ১৭ই নভেম্বর শনিবার দিল্লী-হাওড়া-এক্সপ্রেস্ বা 'তুফানী মেলে' শ্রীল প্রভুপাদ সাত আট জন ভক্ত সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন এবং উষঃকালে এলাহাবাদে অবতরণ করিলেন। অব্যবহিত পরের গাড়ীতেই প্রভুপাদের কৈলাবাদ যাইবার আয়োজন ছিল, তুফানী মেল সেদিন প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বিলম্বে এলাহাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছায় কৈলাবাদের গাড়ীটী পাওয়া গেল না। এদিকে আচার্য্যাত্মিক প্রভু, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীযুক্ত যতীন বাবু ও শ্রীযুক্ত ভক্তিমধুকর—এই পাঁচ জন 'তুফানী মেলে' কলিকাতাভিমুখে গমন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ এলাহাবাদে কতিপয় সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নিকট সেইদিন প্রাতঃকালেই হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন এবং প্রয়াগের যে স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই দশাশ্বমেধঘাটে যাহাতে মহাপ্রভুর পাদপীঠ সংস্থাপিত ও "শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ" প্রকটিত হন, তজ্জন্য বিশেষভাবে ভক্তগণকে কীর্ত্তন-বাণী দ্বারা শক্তি-সঞ্চার করিতে থাকিলেন। প্রয়াগে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর স্মৃতি হৃদয়ে লইয়া কিয়ৎকাল বিচরণ করিলেন। মেজর বি, ডি, বসু, আই, এম, এস্ (অবসরপ্রাপ্ত) মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দার্শনিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রভুপাদের অনেক আলাপ

হইল। মেজর মহাশয় গোবিন্দভাষ্যের একটী ইংরেজী অনুবাদ এবং Sacred Books of the Hindus নাম দিয়া আরও কতিপয় শাস্ত্রগ্রন্থের প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিকট বৈষ্ণব-মহুয়া-সম্বাদ্ধিত কথা জানাইলে বসু মহাশয় অতীব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। প্রভুপাদ আরও বলিলেন যে, তিনি একটী "Gaudiya Encyclopedia" প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, যাহাতে সমগ্র সভ্য জগতের—সমস্ত দেশের সমস্ত প্রয়োজনীয় কথা স্থান পাইবে। জগতের যে স্থানে যত বড় লোক আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী; যত প্রচারক আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্পূর্ণ চরিত্র; জগতে যত প্রকার ধর্ম্মের কথা প্রচলিত আছে, সেই সকলের সম্পূর্ণ বিবরণ; জগতে যত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান আছে, তাহাদের যাবতীয় তথ্য; জগতের যত ভাষার যত প্রয়োজনীয় শব্দ, শাস্ত্রীয় শব্দ আছে, সেই সকলের অর্থ; জগতে যত মন্দির বা উপাসনার স্থান আছে, তাহাদের নাম ও কার্য্য কলাপ এবং তৎসম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ সংগৃহীত থাকিবে অর্থাৎ সকল দেশের সকলপ্রকার লোক যাহাতে ঐ বিস্তৃত গ্রন্থখানিতে যে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারেন, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হইবে; আর প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক বিষয়ের বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে সেই সকল কার্য্যের ভার দেওয়া যাইবে। মেজর বসু মহাশয় প্রভুপাদের অভ্রান্ত বিশ্লেষণপ্রতিভা দর্শনে বিশেষ মুগ্ধ হইলেন। প্রভুপাদ শ্রীমায়াপুর পরিক্রমাপথে, শ্রীনৈমিষারণ্যের শ্রীমদ্ভাগবতপাঠশালা ও শ্রীকুরুক্ষেত্রের শ্রীমহাভারত-পাঠশালার কথা জানাইয়া প্রয়াগে শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত ভূমিতে 'শ্রীমদ্গৌড়ীয় মঠ' স্থাপনের অভিলাষ জানাইলেন। এলাহাবাদ হইতে প্রায় ১১৷৷০ ঘটিকায় একটী ট্রেণে আরোহণ করিয়া প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তের সহিত প্রতাপগড় ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পি, কে, আচার্য্য আই, ই, এস্, ডি, সিটী (লণ্ডন) ও একটী বিশেষ সম্ভ্রান্ত মুন্সীর নিকট এলাহাবাদ হইতে প্রতাপগড় পর্য্যন্ত ট্রেণের মধ্যে প্রভুপাদ অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রথমে মুন্সী সাহেবের সহিত তাঁহাদের ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ায় উক্ত মুন্সী সাহেব বলিলেন যে, তাঁহারা মুক্তাবস্থায় ভগবানের সহিত সংযুক্ত হইয়াও ভগবদ্ধাম প্রার্থনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক বিচার শ্রবণ করাইলেন; উক্ত মুন্সী সাহেব অতীব করুণস্বরে প্রভুপাদের নিকট কৃপা-যাচ্ঞা এবং যাহাতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতির হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। প্রভুপাদ উপদেশমুখে বলিলেন যে, ভগবৎসেবা-দ্বারাই জীব ঐ সকল প্রলোভনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন; অন্য কোন কৃত্রিম উপায়ে কেহ কখনও কাম ক্রোধাদির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না। অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-বিগলিত ভাগবতের বিচার সমূহ অতীব মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছিলেন এবং যদা প্রভুর ধর্ম্মের প্রচারকের মধ্যে এত বড় পণ্ডিত ও নিরপেক্ষ সত্যে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষ আছেন দেখিতে পাইয়া বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সে সকল কথা পরবর্ত্তিকালে আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক আচার্য্য এলাহাবাদ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যাপক; তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতে ছয় বৎসরকাল অবস্থান করিয়াছেন।— লণ্ডন হইতে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে 'ডাক্তার' উপাধি পাইয়াছেন এবং জর্ম্মণ হইতে তিনি লঙ্গুয়েজ-তত্ত্ববিদ্যাবিষয়ক উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি লাহোর কনভোকেশনে যাইতেছিলেন; প্রভুপাদের অগাধ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ও বিচারসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার ন্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-শিক্ষাকুশল ব্যক্তি এতদূর মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনিও প্রভুপাদের নিকট অতি বিনীতভাবে মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের তত্ত্বসমূহ জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। প্রতাপগড়]জংসনের প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়াও ডাক্তার আচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি যে গাড়ীতে আরোহণ করিবেন, সেই গাড়ীটী প্ল্যাটফরমে উপস্থিত হওয়ায় তিনি প্রভুপাদকে অভিবাদন করিয়া ট্রেনে আরোহণ করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ কএকজন ভক্ত-সমভিব্যাহারে সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রতাপগড় জংসন হইতে ট্রেনে আরোহণ করিয়া রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকায় সবল কৈলাবাদ-জংসনে পৌঁছিলেন। শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভু কার্য্যোপলক্ষে কৈলাবাদে অবস্থান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভুর নিষ্কপট-সেবা-প্রবৃত্তি ও ভগবদ্ভক্তে প্রীতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে

প্রভৃতি প্রদাদাধিত এবং কএকদিন জনকোলাহলপূর্ণ নগরী হইতে দূরে থাকিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থের তাত্ত্ব রচনা ও শ্রীনৈমিষারণ্যের উৎসবের সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিলেন। ইতর জন-কোলাহল হইতে দূরে থাকিলেও ভক্তগণ শ্রীকীর্ত্তনধ্বনীর সমুপস্থিতিতে মুহূর্ত্তের জন্যও হরিকথা কীর্ত্তন, সেবার নব নব সঙ্কল্প, সেবকগণের গুণানুধ্যান প্রভৃতির কীর্ত্তন শ্রবণে বঞ্চিত হন নাই।

ফৈজাবাদ অযোধ্যার অতি সন্নিকটে। ফৈজাবাদ হইতে অযোধ্যা পাঁচ ছয় মাইলের অধিক হইবে না। অযোধ্যা-পরিক্রমাকারিগণ এস্থানটী অযোধ্যামণ্ডলের অন্তর্গত বিচারে পরিক্রমা করিয়া থাকেন। ফৈজাবাদ জেলার সদর ফৈজাবাদ-নগরেই অবস্থিত। সহরের পশ্চিমাংশে সরযূ নদীর প্রাচীন খাদ অবস্থিত। সরযূর প্রাচীন খাদের মুখে গোপ্তার ঘাট নামক একটী স্থান (ঘাট) আছে। সেখানে অযোধ্যা-রাজের একটী বিরাট প্রাসাদ দর্শনীয়রূপে বিরাজমান এবং তন্মধ্যে একটী মন্দিরে শ্রীরাম, শ্রীলক্ষ্মণ ও শ্রীজানকী দেবীর শ্রীবিগ্রহ এবং বাহিরের ৩টী শ্রীমন্দিরের ২টীতে ২টী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ঐ প্রাসাদের নিকটে আর একটী বাড়ীর ভিতরে একটী ছোট মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের পাদপীঠ এবং দোতলায় একটী ঘরে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর শ্রীমূর্ত্তি আছে।

অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র সমগ্র অযোধ্যাবাসির সহিত এই গোপ্তার ঘাটে কার্ত্তিকমাসে কল্পবাস এবং এই ঘাটে স্নানানন্তর কার্ত্তিকী চতুর্দ্দশীতে সকলকে লইয়া ৪০ লক্ষ বিমানে শ্রীবৈকুণ্ঠে মহাবিজয় করেন। শ্রীঅযোধ্যা-নাথ শ্রীঅযোধ্যাবাসিপ্রধাগণের সহিত এইস্থানে গুপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া এইস্থানের নাম 'গোপ্তার ঘাট' হইয়াছে। এই সকল কথা স্থানীয় পাণ্ডাগণের মুখে শুনা যায় এবং অযোধ্যা-মাহাত্ম্যে ২১-২২শ অধ্যায়ে ইহার বর্ণনা রহিয়াছে, জানা যায়।

গোপ্তার ঘাটের সন্নিকটে একটী ছাতা আছে। ঐ ছাতাটী গোলাকারে করোগেট টিন-দ্বারা প্রস্তুত এবং উহার মধ্যে প্রায় ৫০ শত লোক বসিবার স্থান আছে। উহার চারিদিকে লোহার শিক দিয়া বেড়া দেওয়া—ঠিক খাঁচার মত দেখা যায়। এই ছাতাটী একটী বৃক্ষস্থানের উপর নির্ম্মিত। দশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরামপ্রসাদ দাস মহান্ত নামক একজন রামানন্দী বিরক্ত সাধু সওয়া লক্ষ মণ দ্রব্য সম্ভার (ঘৃত, তিল, যব, মেওয়া, কর্পূর ইত্যাদি) দ্বারা এখানে একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শত শ্রাবণ মাসে যজ্ঞকারী ঐ সাধুটী ধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এখনকার মহান্তের নাম—শ্রীযুক্ত সরযূ দাস। তিনি বলিলেন যে, পূর্ব্বে বৈশাখমাসের অমাবস্যা হইতে দশমী পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসরই মেলা হইত। সেখানে একটী চবুতরা আছে, তাহাতে ৮৪টী ধুনী আছে। বর্ত্তমানে ঐ ছত্রের ভিতরে ৫০ জন সাধু বাস করিতেছেন।

কার্ত্তিকী শুক্লা নবমীতে এই 'গোপ্তার ঘাট' হইতে শ্রীঅযোধ্যা-পরিক্রমা যাত্রা হইয়া ১৪ ক্রোশ অযোধ্যা-পরিক্রমা একদিনেই সম্পন্ন হয়। সহস্র সহস্র লোক এই পরিক্রমায় যোগদান করেন। বাংলাদেশে যেমন 'পরিক্রমা' কথাটী অনেকের নিকট অপরিচিত ও অনাবশ্যক, এ প্রদেশে সেরূপ নহে। এখানে ধনী, দরিদ্র, গৃহস্থ, বিরক্ত, বালক, বৃদ্ধ,যুবা, স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সকলেই পরমোৎসাহের সহিত শ্রীধাম-পরিক্রমায় যোগদান করেন।

কেহ কেহ বলেন, শ্রীরামচন্দ্র এই স্থানে ঋষিগণের তপস্যাবিঘ্নকারী গোপ নামক এক অসুরকে নিহত করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম "গোপ্তার ঘাট" হইয়াছে। এখানে তপ্তহরি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-পাদুকা প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার সেবার জন্য ১৮টী গ্রামের জমিদারী বন্দোবস্ত আছে। এই জমিদারী হইতে বৎসর ২৪০০৲ টাকা আমদানী হয়।

পূর্ব্বে এখানে কার্ত্তিকী শুক্লা চতুর্দ্দশীতে খুব বড় মেলা হইত। এখন এস্থানটী ব্রিটিশ ছাউনীর (Cantonment) মধ্যে পড়ায় ঐ মেলা আর ফৈজাবাদে হইবার হুকুম নাই। এই স্থানের পাণ্ডাগণ ও সাধুগণ এ বিষয় লইয়া হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকদ্দমা করিয়াছিলেন ; কিন্তু শুনা গেল, কোনও ফল হয় নাই। এই মেলা এখন অযোধ্যায় সরযূ নদীর তীরে হইয়া থাকে। পাণ্ডাদিগের ব্যবহার করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ফৈজাবাদের পরিবর্ত্তে জমি অযোধ্যায় পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

গোপ্তার ঘাটের সন্নিকটে যে বৃহৎ ছত্রটী আছে, তৎসংলগ্ন একটী প্রস্তরফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত রহিয়াছে,—

Om

The Guptar Ghat Yagyashala was completed in 1924 by public subscription collected by Baba Janaki das by the help of R. C. Hobart Esq. I. C. S. Deputy Commissioner, Faizabad.

শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভুর বাংলোটী সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত ছাউনীর মধ্যে। চতুর্দ্দিকে সৈনিকবিভাগের উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণের আবাসবাটিকা ও সৈনিকগণের আবাসস্থান। স্থানটী অতীব নির্জ্জন ও রমণীয়। শ্রীল প্রভুপাদ অনুক্ষণ চেতনময়ী বাণী কীর্ত্তন করিয়া জীব-হৃদয়ে শক্তি-সঞ্চার করিতেন; মানবজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য নিষ্কপট হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবার কথা পুনঃ পুনঃ জীবহৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করাইবার জন্য কতই না যত্ন করিতেন; কখনও বা 'গৌড়ীয়' ও 'নবীনা প্রকাশে'র প্রবন্ধাদি-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। যাঁহারা সুবুদ্ধি, নিষ্কপট, আত্ম-মঙ্গলেচ্ছু ও শ্রেয়স্কামী, তাঁহাদের কর্ণে নিয়ত পরমসুধাবহা, জীবের চক্ষে অকৃত্রিম দরদী প্রভুপাদের চেতনময়ী, অনাবিল-সত্তাময়ী সেই সকল বাণী অহৈতুকসেবা-চেষ্টার উদ্বোধন করিয়াছে।

১৯শে নভেম্বর অপরাহ্ণকালে শ্রীঅধোক্ষজ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদকে লইয়া 'River-road'এ সান্ধ্য ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, সেই সময় প্রভুপাদ অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ২০শে নভেম্বর অপরাহ্ণকালে 'গোপার ঘাট' দর্শন করিতে যাওয়া হয়। ইতোমধ্যে একদিন শ্রীনৈমিষারণ্য হইতে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ফৈজাবাদে আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে শ্রীনৈমিষারণ্যের মহামহোৎসব সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করেন এবং যে নৈমিষক্ষেত্রে একদিন শ্রীসূতগোস্বামী মহারাজ ঋষিসহস্র ব্রাহ্মণসভায় নিকট শ্রীশুকপ্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে শুকমুখামৃত শ্রীমদ্ভাগবতের পারায়ণ-মহোৎসব অনুষ্ঠান করিবার জন্য বিশেষভাবে আদেশ করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ ও উপদেশ লইয়া শ্রীনৈমিষারণ্যে প্রত্যাগমন করেন। শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন। দুই একদিন পূর্ব্বে শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ গুরুকান্তি ব্রহ্মচারী মহাশয়গণ শ্রীধাম বৃন্দাবন, শ্রীনৈমিষারণ্য প্রভৃতি স্থানের শ্রীমঠ দর্শন করিয়া ফৈজাবাদে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন পূর্ব্বক কলিকাতাভিমুখে প্রস্থান করেন।

২৪শে নভেম্বর বেলা প্রায় ২॥০ ঘটিকার সময় শ্রীপাদ অধোক্ষজ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদকে একটী মোটর যানে আরোহণ করাইয়া ফৈজাবাদ হইতে শ্রীঅযোধ্যা-দর্শনার্থ গমন করেন। প্রথমে শ্রীঅযোধ্যা-রাজের ঠাকুরবাড়ী দেখা হয়। তথায় "সুগ্রীব বদন" নামে একটী স্থানে শ্রীরাধা-মাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাহারই সম্মুখে 'যোগমায়া দর্শন' অর্থাৎ দর্পণের সাহায্যে এরূপ কৌশলের সহিত সে স্থানটী নির্ম্মিত হইয়াছে যে, সেস্থানে সহজেই ভ্রমোৎপাদন হয়। শ্রীরাধামাধবের মন্দিরের বহির্দ্দেশে প্রবেশপথের এক-পার্শ্বে অযোধ্যারাজের গুরুদেব কাশীর শ্রীভাস্করানন্দ স্বামীর মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। অন্য একটী মন্দিরে অন্নপূর্ণা ও তাহার বরাবর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভক্তগণ এই সকল স্থান দর্শন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ অনেকক্ষণ ধরিয়া বিশেষভাবে অযোধ্যা-রাজের গ্রন্থাগার পর্য্যবেক্ষণ ও একটী একটী করিয়া সকল গ্রন্থের নামগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। অযোধ্যারাজের গ্রন্থাগারে বেশ ভাল ভাল গ্রন্থ সংগ্রহ আছে। শাস্ত্রীয় পুঁথিও অনেক আছে। অযোধ্যারাজের বাগান, চিড়িয়াখানা এবং অন্যান্য শিবমন্দির অনেক যাত্রীই কৌতূহলের সহিত দর্শন করিতে ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ অযোধ্যা-রাজের গ্রন্থাগার দর্শন করিয়া শ্রীসরযূর তীরে আগমন করিলেন। কার্ত্তিকী-চতুর্দ্দশীর বিরাট মেলা উপলক্ষে রাস্তার দুইপার্শ্বে বহু পণ্য-বীথিকা নানাবিধ মনোহারী দ্রব্য ও খাদ্য-সামগ্রীর সহিত সজ্জিত ছিল। ফৈজাবাদ হইতে আসিবার সময় পথে প্রায় পাঁচ শত পুলিশ march করিয়া অযোধ্যার দিকে যাইতেছে দেখা গিয়াছিল। মেলার শান্তিরক্ষার জন্যই সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক ঐ সকল পুলিশ ফৈজাবাদ হইতে অযোধ্যায় প্রেরিত হইতেছিল। শ্রীসরযূর দর্শন-বন্দন করিয়া শ্রীহনুমান-গড় দর্শনার্থ যাত্রা হইল। বহু সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া প্রায় ৪।৬ তলা উঁচুতে হনুমানগড়ে রাঘবদাস বাবাজী মহারাজ বিরাজ করিতেছেন। একটী রৌপ্যনির্ম্মিত ছত্রের নীচে

রামগতপ্রাণ হাতেরের উপমানস্বরূপ বস্ত্রাঞ্চলী মহারাজ উপবিষ্ট আছেন। উপরে মর্ম্মর-বেদিকায় শ্রীরাম,লক্ষ্মণ, সীতা, শ্রীজগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও শ্রীশালগ্রাম। শ্রীরামদাস শ্রীহনুমানজী তাহাদের সম্মুখে উপবিষ্ট, নয়নে সেবা তৎপরতা ও আদেশ প্রতীক্ষার ভাব উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। হনুমানগড়ের মহান্তের নাম শুনা গেল শ্রীহরিনারায়ণ দাসজী। ইঁহারা সকলেই রামানন্দী সম্প্রদায়ের। হনুমানগড় দর্শন করিয়া কনকভবনে এবং তৎপরে শ্রীরাম-চন্দ্রের জন্মভিটা-দর্শনার্থ যাত্রা করা হইল। শ্রীরামজন্ম-ভিটায় যাইবার পথে দুইপার্শ্বেই বহু কবর। সেই সকল কবর অতিক্রম করিয়া একটী দ্বার, তাহা কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত। ঐ দ্বারদেশের পরে একটী প্রাঙ্গন, সেই প্রাঙ্গনের পরে একটী বৃহৎ মসজিদ, এই মসজিদের একপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র অস্থায়ী টিনের চালার গৃহে একটী ক্ষুদ্র সিংহাসনে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের বালমূর্ত্তি, দুই পার্শ্বে শ্রীশালগ্রাম, নিম্নে শ্রীবজ্রাঙ্গজী। একটী প্রস্তরফলকে দেবনাগর অক্ষরে কএকটী কলঙ্কিতপর নব-রচিত শ্লোক লিখিত রহিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন যে, তিনি যখন পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই স্থান দর্শন করিয়াছিলেন, তখন উক্ত টীনের চালাটী পর্য্যন্ত ছিল না। সেই স্থানে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, মুসলমানগণ ঐ প্রাঙ্গন দিয়াই মসজিদে নমাজ পড়িতে যান।

যে সকল অর্ব্বাচীন, অজ্ঞ, বিরোধী ব্যক্তি মুসলমান-পল্লীর ছল উঠাইয়া প্রকৃত শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীরাম-মায়াপুরকে গায়ের জোরে বিকৃত নামে অভিহিত করিতে চাহেন,মনে হয় সেই সকল ব্যক্তি নিশ্চয়ই অযোধ্যায় শ্রীরাম-জন্মভিটা ও মথুরায় শ্রীকৃষ্ণজন্মভিটা অন্ততঃ ঐতিহাসিক ও ভ্রমণকারীর চক্ষেও দর্শন করেন নাই। কূপমণ্ডুকতা পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মস্থান দর্শন করিলে বোধ হয় ঐ সকল বিদ্বেষিগণের শ্রীরাম মায়াপুরের শ্রীগৌর-জন্মভিটা-শ্রীযোগপীঠ সম্বন্ধে ঐরূপ কল্পিত ধারণা বিদূরিত হইত। অসংখ্য কবরবেষ্টিত স্থানে ও মসজিদের ক্রোড়ে কিরূপে শ্রীরামজন্মভিটা অবস্থান করিতে পারে, ইহা দর্শনের সুযোগ হইলে ক্যাকড়ার মাঠের অভিসন্ধিমূলে কল্পিত জন্ম-ভূমি সৃষ্টিকারিগণের চক্ষু ফুটিত, সঙ্কীর্ণতা দূর হইত; অথবা গৌরাবতারের বোধ হয় স্বভাবই এই যে, সত্য দেখিয়াও স্বপক্ষার্থের খাতিরে তাঁহারা তাঁহাদের অন্ধতা, সঙ্কীর্ণতা, কল্পনা ও দুষ্টবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারেন না—পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদের স্বপক্ষার্থ বজায় থাকে না।

একদিকে সনাতন-ধর্ম্মিগণের উপর বিধর্ম্মিগণের কিরূপ অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস ও বহু প্রত্যক্ষ নিদর্শনের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। অযোধ্যায় যেরূপ বিধর্ম্মি-রাজগণের অত্যাচার হইয়াছিল, গৌড়পুরে বিধর্ম্মি-রাজপুরুষ কাজীও সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি নানাবিধ অত্যাচার করিয়াছিলেন; তাহার নিদর্শন—কাজী কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তনের খোলভাঙ্গা, সঙ্কীর্ত্তনে নানাপ্রকারে বাধা প্রদান প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়। সুতরাং কাজীনগরের অনতিদূরে, বিশেষতঃ মুসলমান রাজত্বকালের স্থানসমূহে মুসলমান পল্লীর অবস্থান হইলেই যে তাহা শ্রীগৌরজন্মস্থান হইতে পারে না,—এইরূপ বালোচিত যুক্তির কোনই প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক পাঠে স্পষ্ট জানা যায় যে, শ্রীবাসমন্দিরের সম্মুখে সূচীকার্য্যজীবী এক মদ্যপায়ী যবন ছিলেন। এই বর্ণনা পড়িয়া কি স্থির করিতে হইবে যে, শ্রীবাসের ন্যায় পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের গৃহের সম্মুখে যদি মুসলমান ও মদ্যপায়ীর বাস থাকে, তাহা হইলে তাহা কখনই শ্রীবাসের গৃহ নহে; শ্রীবাস ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব হইয়া কখনই মুসলমানপল্লীতে থাকিতে পারেন না। ইতিহাস প্রমাণ কিন্তু ঐরূপ অনুমান সমর্থন করে না।

শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ভক্তগণ শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি দর্শন ও বন্দনাদি করিয়া 'শ্রীরামজন্মস্থান' নামক স্থানে উপনীত হইলেন। জন্মভিটা বা যোগপীঠের উপরে বিধর্ম্মি-গণ শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিতে বাধা দেওয়ায় তন্নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থানই 'শ্রীরাম জন্মস্থান' নামে পরিচিত। এখানে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে সিংহাসনে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন—বিষ্ণুবিগ্রহ চতুষ্টয় তাঁহাদের স্ব-স্ব-পত্নীর সহিত বিরাজিত রহিয়াছেন। অপর প্রকোষ্ঠে মহারাজ দশরথ এবং তাঁহার বামপার্শ্বে কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা—মহিষীত্রয় বিরাজমানা। দশরথের দক্ষিণে সুমন্ত্র নামক মন্ত্রীবর। ঐ সিংহাসনেই শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, জানকী এবং শ্রীজগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও শ্রীশাল-গ্রামজীউ বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান ও অযোধ্যার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সহিত ভক্তগণ

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই কৈলাবাদে শ্রীযুক্ত অধোক্ষজপ্রভুর বাংলোতে উপনীত হইলেন। অযোধ্যার বিখ্যাত শ্রীরামানন্দীয় সাধু শ্রীবলরাম আচার্য্যের অবস্থানের অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, তিনি বিভীষনকুণ্ডে অবস্থান করেন। অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহার শিষ্য হইয়াছেন শুনা গেল।

প্রভুপাদ রাত্রিকালে বিকুণ্ঠস্বরূপত্ব অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ৩০শে নভেম্বর (১৯২৮) শ্রীল প্রভুপাদ কৈলাবাদ হইতে কলিকাতায় যাত্রা করেন। শ্রীযুক্ত অধোক্ষজপ্রভু শ্রীল প্রভুপাদকে মোগলসরাই পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। বেনারস জংসনে কাশীধামের শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ ও কাশীবাসী বহুভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণকে নানাবিধ উপদেশাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদের সেবোৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ১৪০ ঘটিকার সময় বানবাসে শ্রীল প্রভুপাদের ট্রেন পৌঁছিলে শ্রীপাদ ভক্তিওদাকর প্রভুপ্রমুখ বানবাসবাসি-ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দন করিতে আসেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভক্তিওদাকর প্রভুকে অতি সত্বর শ্রীরাম-কেলিধাম, কানাইর নাটশালা, শিহুল্বা প্রভৃতি স্থানে শ্রীগৌরপাদপীঠ সংস্থাপনের জন্য যত্ন করিতে বলেন। শ্রীল প্রভুপাদের ট্রেন কিছুক্ষণ পরেই বরাকর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে ডুবুরকোষা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণদর্শনার্থ আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকেও সেবা সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ ও উৎসাহবাক্য প্রদান করেন। তৎপরদিন প্রাতঃকাল ৭ ঘটিকার সময় ট্রেন হাওড়া ষ্টেশনে উপনীত হয়। আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যা-ভূষণ প্রভুপ্রমুখ শ্রীগৌড়ীয় মঠের বহু সেবক এবং কলিকাতা-নিবাসী বহু ভক্ত ষ্টেশনে শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমঠের মোটর যানে শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করেন।

একখানি পত্র

শ্রীশ্রীভাগবতচরণে অনন্য ভক্তিপূর্ণ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

পতিতপাবন প্রভো!

আপনি আমাকে অসুর স্বভাব হইতে, স্বজনাখ্য-দস্যুগণের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কৌশল পূর্ব্বক টানিয়া আনিয়া সৎসঙ্গে সাধুসঙ্গে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া-ছেন; আপনার দয়ার সীমা নাই। কিন্তু আমি দুর্ভাগা, তাই বহু জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতিফলে এত সুযোগ পাইয়াও হরিভজন করিতে আসিয়া অন্য কার্য্যে কাল কাটাইতেছি। বাগানের মালি যদি বাগানের চারাগাছগুলির জলসেচন, বেড়া দেওয়া, উপশাখা-ছেদন প্রভৃতি কর্ত্তব্য না করিয়া অন্যান্য মালীর ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহাদের নিন্দা-চর্চ্চা করিয়া কাল কাটাইয়া দেয়, তাহা হইলে সেই মালী যেরূপ ফললাভে বঞ্চিত হয়, আমিও সেইরূপ হরিভজন করিতে আসিয়া নিজের হৃদয়-শুদ্ধিতার আবর্জ্জনাসমূহ পরিষ্কার না করিয়া, অন্য বৈষ্ণবের ছিদ্র অন্বেষণের চিন্তা করিয়া, যাদৃশ ব্যক্তির সহিত নিন্দাচর্চ্চা করিয়া বৃথা কাল কাটাইতেছি এবং বঞ্চিত হইতেছি, তাই কৃষ্ণভক্তির অভাবে অশান্ত হইয়া পড়িয়াছি। মধ্যে মধ্যে বিবেকে ধাক্কা দিতেছে,—"শ্রীগুরুগৃহে আসিলাম কি জন্য? কি করিতে আসিয়া কি করিতেছি? দিন দিন কোন্ নরকের পথে অগ্রসর হইতেছি? জীবন ক্ষণভঙ্গুর, কোন্ দিন হঠাৎ চলিয়া যাইবে! এরূপভাবে বৃথা কাল কাটাইয়া বঞ্চিত হওয়া উচিত নয়। সম্মুখে অনন্তকাল বর্ত্তমান। এখনও আমার সাবধান হওয়া উচিত। হরিভক্তি যখন অপ্রতিহতা, তখন সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি অন্যের আচার-ব্যবহারে প্রতিহত হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে নিযুক্ত হইবে কেন? সেজন্য ত' আমিই দায়ী, কারণ আমার স্বতন্ত্রতা আছে। আমি তৃণাদপি-সুনীচ, তরুর মত সহিষ্ণু, অমানী ও

মানদ হইতে পারি নাই, তাই শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন ও শ্রবণের যোগ্যতা না হওয়ায়, বিদ্বৎপ্রতীতি দ্বারা শ্রুত শব্দ, দৃষ্ট বস্তু ও আচার-ব্যবহারসমূহের তত্ত্বানুকূল বিচার করিতে না পারিয়া, অন্যের মুখ হইতে নির্গত শব্দ শুনিয়া ও আচার ব্যবহার দেখিয়া চঞ্চল হইয়া পড়িতেছি, কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হইতেছি, ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি কৃষ্ণেতর বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া অশান্ত হইয়াছি। যদি আমি বুদ্ধিমান হইতাম, যদি হরিভজনের জন্য চিত্ত সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুল থাকিত; যদি বহুবিধ শরণাগতি থাকিত, তবে ধীরভাবে শ্রুত শব্দ, দৃষ্ট বস্তু ও আচার-ব্যবহারগুলির তাৎপর্য্য হরিভজনের অনুকূলভাবে গ্রহণ করিতাম, আমার হরিভজনের উৎসাহ কমিবার পরিবর্ত্তে বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইত।"

যদি কেহ আমাকে কর্কশ কথা বলেন বা 'শ'-কার 'ব'-কার বলেন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন, কিম্বা আমার নিকট সেবা গ্রহণ করিতে চাহেন অথবা তাঁহার নিজের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোন কার্য্য নিজে না করিয়া আমাকে করিতে বলেন, তাহা হইলে ঐগুলির তাৎপর্য্য যদি স্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সেবাই জীবনের একমাত্র ব্রত জানিয়া ধীরস্থির ভাবে বিচার করিতাম, তবে বুঝিতে পারিতাম যে, "তিনি আমার অতিশয় বন্ধু, তিনি আমার হিতৈষী, তাই আমার কৃষ্ণবিমুখতা দেখিয়া আমাকে সতর্ক করিবার জন্য তিনি কর্কশ কথার মত বলিতেছেন বা 'শ'-কার, 'ব'-কার বলিতেছেন, বস্তুতঃ উক্ত শব্দগুলি কর্কশ কথা নহে বা 'শ'-কার, 'ব'-কার নহে। আরও বুঝিতে পারিতাম, আমি সহিষ্ণু, অমানী, মানদ হই নাই, তাই তিনি সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিবার জন্য, অমানী ও মানদ হইবার জন্য ঐরূপ শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন, সুতরাং যিনি সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেন, অমানী ও মানদ হইয়া শ্রীনাম উচ্চারণের অধিকারী হইতে বলেন, তাঁহা অপেক্ষা বন্ধু আর কে আছে?" যদি কেহ সেবা গ্রহণ করিতে চাহেন অথবা নিজে না করিয়া আমাকে কোন কার্য্য করিতে বলেন, তবে স্থির হইয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারিতাম যে, "আমার ইন্দ্রিয়গুলি চঞ্চল, চুপচাপ বসিয়া থাকিলে কৃষ্ণেতর বিষয়ে ধাবিত হইবে, তাই তিনি কৃপাপরবশ হইয়া আমার নিকট সেবা গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন বা নিজে না করিয়া আমাকে আদেশ করিতেছেন, সুতরাং যিনি আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য যত্ন করেন, তিনিই আমার একমাত্র বন্ধু"। কিন্তু আমি অতিশয় দুর্ভাগা, চঞ্চল, তাই শ্রুত শব্দগুলির তাৎপর্য্য প্রতিকূলভাবে গ্রহণ করিয়া, কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সেবা ছাড়িয়া দিয়া নরকের পথে অগ্রসর হইতেছি; বুঝিতেছি না যে, কত জন্ম-জন্মান্তরে এবং এই জন্মেও কত কালযাবৎ স্ত্রী-পুত্রাদি স্বজনাখ্য-নরযায় কত কর্কশ কথা, কত গালাগালি প্রভৃতি অপমানবরণে সহ্য করিয়াছি এবং অতিশয় প্রীতির সহিত তাহাদের সেবা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছি, কিন্তু আমি এত হতভাগ্য যে, আজ হরিভজন করিতে আসিয়াও "গুরুর সেবক হয় যাহ আপনার", এই কথাটী ভুলিয়া গিয়া অবিদ্যাপিত্তোপতপ্ত কর্ণে তাঁহাদের শ্রীমুখনির্গত ধ্বনি প্রতিকূলভাবে শ্রবণ করিয়া হরিসেবা হইতে বিচ্যুত হইতেছি।

আমি যুক্তবৈরাগ্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি নাই বলিয়া কেহ আমাকে 'ফল্গুবৈরাগী', 'কপটভোগী' 'মহাপ্রসাদে প্রাকৃত বুদ্ধিকারী', 'অকৃষ্ণবাদী' প্রভৃতি কথা আমার মঙ্গলের জন্য, স্ব-স্বরূপ, মহাপ্রসাদের স্বরূপ, যুক্তবৈরাগ্যের স্বরূপ প্রভৃতি স্বরূপতত্ত্ব বুঝিয়া লইবার জন্য বলিলে আমি স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য উৎসাহিত না হইয়া তাঁহার কথাগুলি বিপরীতভাবে গ্রহণপূর্ব্বক মৎসরতাবশে, প্রাকৃত দর্শনে তাঁহার দোষ খুঁজিয়া মনে মনে আলোচনা করি এবং মায়ুষ ব্যক্তির নিকট বলি যে "তাঁহার ভাল ভাল খাইবার ইচ্ছা আছে, তাহার বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি ঐরূপ কথা বলেন, যুক্তবৈরাগ্যের দোহাই দিয়া সুস্বাদু বিচিত্র প্রসাদ খাইবার চেষ্টা করেন, তাহার বাধা প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার ক্রোধ হয়।" তাঁহার কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাহাবুলে কথিত বাক্য, আচার-ব্যবহার, যুক্তবৈরাগ্য প্রভৃতি আমার মাৎসর্য্যপূর্ণ হৃদয়ে প্রতিফলিত হওয়ায় অকৃষ্ণবাদী আমি তাঁহার সাঁচ্চা কথাগুলির তাৎপর্য্য অবিদ্বৎপ্রতীতি দ্বারা গ্রহণ করি, তাই ভাল কথাগুলি আমার অপ্রীতিকর হয়, আমার বাক্‌শক্তি হরিসেবার জন্য কীর্ত্তন করে না। আমার চিন্তাশক্তি শ্রীহরির উদ্দেশে নিযুক্ত হয় না, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিই কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না হইয়া জড়ের মত চুপচাপ থাকে, তাই কোন দয়ার্দ্রহৃদয় ব্যক্তি আমার জড়তা ঘুচাইবার জন্য 'ঠুঁটুরাম' প্রভৃতি সত্যকথা বলিলে বৈষ্ণবাপরাধী আমি—'নারকী আমি 'ভালবাসা'কে 'গালাগালি' মনে করি।

"ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেনকথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝাইবার জন্য কোন হিতৈষী ব্যক্তি আমার ভক্তিপূর্ণ হৃদয় দেখিয়া আমাকে 'নৈতিক অক্ষজবাদী' বলিলে আমি তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম না বুঝিয়া অন্তরে গ্রহণ করি, আমি এত দুর্ভাগা।

কোন স্ত্রীলোক দণ্ডবৎ করিতে আসিলে বা গান শুনাইবার জন্য আসিলে আমি সেস্থান হইতে পলাইয়া যাই, কিন্তু আমার দেহে আত্মবুদ্ধি আছে, আমি প্রতিগ্রহ, পরিগ্রহ ও সেবা-দ্বারা বৈষ্ণবের আনুগত্যে স্বরূপ উপলব্ধি করিবার যত্ন করি না, সুতরাং যতদিন না আমি স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারিব, ততদিন ঘোড়াইয়া পলাইলেও মনে মনে যোষিৎসঙ্গ হইতে পারে; "বিশ্বামিত্রের মত যে কোন মুহূর্ত্তে পতিত হইতে পারি"—এই সব কথা কথা বুঝাইবার জন্য কোন আত্মবঞ্চী মহাত্মা আমাকে 'বিশ্বামিত্র' বলিলে আমি তাঁহার বাক্য বিপরীতভাবে গ্রহণ করিয়া অপরাধ-জনক চিন্তাস্রোতে হাবুডুবু খাইতে থাকি। হরিসেবায় যারা পড়িলে বৈষ্ণবের যে ক্রোধ হয়, তাহাকে অক্ষজবাদী আমি বিষয়ীর প্রাকৃত ক্রোধের মত মনে করিয়া তাঁহাকে অসংযত মনে করি, তাঁহার সহিষ্ণুতার অভাব আছে মনে করি।

আমি বহুবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, 'দোষ দেখা'-বৃত্তিটা নিজের সম্বন্ধে লাগাইব অর্থাৎ নিজের হৃদয়-শুদ্ধিতায় যে সব আবর্জ্জনা আছে, তাহা সতর্কতার সহিত খুঁজিয়া সেই মলগুলি পরিষ্কার করিবার জন্য যত্ন করি এবং 'গুণ দেখা'র বৃত্তিটা নিজের সম্বন্ধে না লাগাইয়া অন্যের সম্বন্ধে লাগাইব অর্থাৎ অন্যব্যক্তি যেরূপভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা করিতেছেন, আমিও তাঁহাদের আনুগত্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিব; কিন্তু আমি অজ্ঞানী ও মানব হইতে পারি নাই, সেইজন্য আমি যে ভূমিকায় অবস্থিত, তদপেক্ষা উচ্চতর ভূমিকায় অবস্থিত জানিয়া লোকে আমাকে সম্মান দান করুক,—এই উদ্দেশ্যে কত প্রকারের বাক্যকৌশল বিস্তার করি এবং মৎসরতাবশে অন্যের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করি। নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করিয়া নিজের ভ্রমপূর্ণ বিচারকেই 'ঠিক' মনে করি এবং অন্যের নির্ভুল সিদ্ধান্তকেই 'ভুল' প্রমাণ করিবার চেষ্টা করি; তবে কৃষ্ণ এত দয়াময় যে, তাঁহার ইচ্ছায় অনেক সময় ঠকিয়া যাইয়া নিজের ভুল বুঝিতে পারি।

হে প্রভো! আপনি সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিবার জন্য কত প্রকার উপদেশ দিয়াছেন, অবিরামস্মরণ ত্রিবৃত্তিভিক্ষুর কথা কতবার শুনাইয়াছেন, কিন্তু আমার দুর্দ্দৈব এতই প্রবল যে, এত শুনিয়াও কিছু হইল না। এইরূপ কত অসংখ্য প্রকারের আবর্জ্জনা আমার হৃদয়-শুদ্ধিতায় পূর্ণমাত্রায় আছে। হে অযোধনরশি প্রভো! আপনি অন্তর্যামী, আমার দুরবস্থা সব জানিতেছেন, এ সব বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া শ্রীচরণ-সেবার অধিকার দান করুন। প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে যখন স্ত্রী-পুত্রের মোহে আসক্ত হইয়া না বলিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছিলাম, হে প্রভো! সেই বিপদে আপনিই ত আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; পত্রিকার আকারে ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ অমোঘ শক্তিসম্পন্ন একটী অপ্রাকৃত কি বস্তু প্রেরণ করিয়াছিলেন, যাহা শিরে ধারণ ও আস্বাদন করিয়াই সেই মোহবন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল। তখন মঠে আসিয়াও স্ত্রী-পুত্রাদি সম্বন্ধীয় পূর্ব্ব-ইতিহাসের কথা দিবা-রাত্রি স্মৃতিপথে আসিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু সেই শক্তিসম্পন্ন অপ্রাকৃত পত্রিকাটীর প্রভাবেই সেই সব উৎপাত বিনষ্ট হইয়াছে; তাহার প্রভাবে এখনও কখনও যদি পূর্ব্ব ইতিহাসের কথা মনে হয়, তখন "আমি অনাদি কাল হইতে কত কোটী কোটী জন্ম স্ত্রীপুত্রাদির চিন্তা করিয়াছি, এ জন্মেও কতকাল করিয়াছি, তাহাতেও শান্তি পাই নাই; কিন্তু এখন অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য ওসব চিন্তা করিব না, (যদি আবশ্যক হয়, পরে করিলেই হইবে) কারণ এখন ঐসব চিন্তার প্রশ্রয় দিলে মায়া-মোহে গ্রাস করিয়া আবার সাধু-সঙ্গ হইতে বিষয়-কূপে টানিয়া লইয়া যাইবে"—এইরূপ বিচার উদিত হওয়ায় ঐ সমস্ত চিন্তা বেশীক্ষণ স্থান পায় না। কিন্তু প্রভো! কপালের কাঁটা যেরূপ উল্টা-দিকেই থাকে, হতভাগা আমি, আমার ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলিও সেইরূপ অন্য প্রকারে কুক্ষেত্রের বিষয়েই ধাবিত হইতেছে। তখন স্ত্রী-পুত্রাদি-বিষয়ে ধাবিত হইত, এখন জিহ্বাবেগ, নিদ্রাচর্চ্চা ইত্যাদি অন্যবিষয়েই ধাবিত হইতেছে। আপনি আমাকে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা ও হরিনাম করিবার জন্য

আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহার বিপরীত কার্য্য করিতেছি।

হে পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর! আপনার কৃপার সীমা নাই, আপনি ত এ অধমের দুর্গতি দেখিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই চৈত্যগুরুরূপে কত শিক্ষা দিতেছেন—রাস্তা দেখাইয়া দিতেছেন, কিন্তু আমি বুঝিয়াও বুঝিতেছিনা, শুনিয়াও শুনিতেছিনা, দেখিয়াও দেখিতেছিনা। কত শতবার প্রতিজ্ঞা করিলাম,—"এ সব অসৎ চিন্তা করিয়া নরকের পথে চলিতেছি; সুতরাং এখনও সাবধান হই, অদ্য হইতে আর ঐ সব চিন্তা করিব না, কিন্তু আমি এতদূর ভাগ্যবান্, অক্ষজ-দর্শী হইয়াছি যে, অন্যের আচার-ব্যবহার আমার প্রাকৃত দর্শনে প্রতিভাত হইয়া আমাকে পুনঃপুনঃ বুদ্ধিভ্রষ্ট করিয়া তুলিতেছে। "শুনিলে না শুনে কাণ, জানিলে না জানে প্রাণ, বুঝাইতে না পারে নিশ্চয়"—এইরূপ অবস্থা হইয়াছে।

হে দয়ার সাগর প্রভো, এ বিপদ হইতে অধমকে উদ্ধার করুন। আমার অপরাধের জন্য যাহা যথাবিধান করিবেন, আমি অবনত মস্তকে, সহৃদয়ে তাহাই গ্রহণ করিব। আমি যেরূপ পাপিষ্ঠ, যে প্রকার অপরাধী, তাহাতে যদি কোটী কোটী জন্ম ধরিয়া ভোগ করিয়াও উদ্ধারের আশা পাই, তথাপি ধন্য মনে করিব। হে গুরুদেব! আমি উদ্ধারের কোন উপায় দেখি না, আপনার অহৈতুকী কৃপাই একমাত্র ভরসা। হে প্রভো!

"প্রণতে পড়িয়া, অগতি হইয়া
না দেখি উপায় আর।
অগতির গতি, চরণে শরণ
তোমায় করিনু সার॥
বাক্য-মনোবেগ, ক্রোধ-জিহ্বাবেগ
উদর-উপস্থ-বেগ।
মিলিয়া এ সব, সংসারে আমারে
দিতেছে পরমোদ্বেগ॥
অনেক যতনে, সে সব দমনে
ছাড়িয়াছি আশা আমি।
পতিত পাবন, লইনু শরণ
এখন ভরসা তুমি॥"

কবে আমি এইরূপভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে নিষ্কপটে আপনার শ্রীচরণকমলে আত্মসমর্পণ করিতে পারিব?

আপনার শ্রীঅঙ্গের কুশল জানাইতে আজ্ঞা হয়। আমরা উপস্থিত মায়াপুরের নিকট কুলিয়া-গ্রামে আছি। শ্রীচরণকমলে নিবেদন ইতি ১৯শে বৈশাখ, ১৩৩৫ সাল।

প্রণত দাসাধম

শ্রী——

অনধিকার-চর্চ্চা

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৩শ সংখ্যার পর]

পূর্ব্বোক্ত স্বাভাবিক সূত্র সম্প্রদায় কলিকালে আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিবার জন্য ব্যস্ত হওয়ায় (ব্রাহ্মণেতরের সন্ন্যাসাধিকার না থাকায়) কর্ম্মাধিকারে সন্ন্যাসের কখনও সম্ভাবনা নাই, জানিতে হইবে। এই সকল কথা শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় নিষ্ঠাভিমানী কোবিদের অনালোচিত বিষয় ছিল না বলিয়া তিনি আয়ায়বিচারে শ্রৌতপন্থার আদর করিয়াছেন। যে স্মৃতি শ্রৌতবিচার রহিত করিবার স্থানে বেদবিরোধি-মতের প্রচার করে, তাহা গ্রহণ করা শঙ্করের ন্যায় কোবিদ্ কোন দিন স্বীকার করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ-প্রথা সম্পূর্ণ বৈদিক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। শঙ্করবিরোধী স্মার্ত্তের পদবী বহুমানন করিতে বোধ হয় অদ্যাপি ভক্তি-বিদ্বেষী স্মার্ত্ত-সমাজ কখনই সাহস করেন না। ভক্তিপর বিশুদ্ধ স্মার্ত্তগণ আপনাদিগকে 'সাত্বত', 'পাঞ্চরাত্রিক' বলিয়া অবগত আছেন। তাঁহারা শ্রীনারায়ণকথিত বেদবিদ্ধ সাত্বত-পঞ্চরাত্রের বিচারাবলম্বন পূর্ব্বক বেদবিদ্ধই কল্পনারের অনুগমনমাত্র করেন না। সাত্বত-পাঞ্চরাত্রিকগণ কলিহত জনগণের কলি-মল-মোচনের জন্য বিষ্ণুভক্ত হইয়া অবৈধ বর্ণাশ্রমের বিচার বর্জ্জন করেন।

তাঁহারা বলেন যে, বেদের শাখা—বহু; প্রত্যেক শাখার গৃহ্য ও শ্রৌতসূত্র পৃথক্। যদি একের গৃহ্য বা শ্রৌতসূত্র অপরে নিন্দা করেন, তাহা হইলে উহা তাঁহাদের অনভিজ্ঞতার ফলমাত্র।

"যথা ত্বনিন্দনেনোক্তং দ্বিত্বং প্রাপ্য পুরুষঃ।
যথা যতেত মাং ভক্ত্যা প্রকৃত্যৈবন্বিরোধং নেতুঁ"

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাক্যের মর্ম্মার্থ করিয়া যাঁহারা শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই অবৈধ বিবাদ-মূলে নিজশাখার গৃহ্যসূত্রের বিধানের পরিবর্ত্তিত ভাব দেখিয়াই স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের অনুষ্ঠিত ও আচরিত সংস্কার-পদ্ধতির নিন্দা করিয়া বসেন। তাঁহাদের অনভিজ্ঞতার জন্য বাস্তবসত্য কোন দিন বাধা হইতে পারেন না। অনভিজ্ঞ জনগণ শাস্ত্রের সহিত পরিচিত হইলেই তাঁহাদের অজ্ঞতা বিদূরিত হইবে। স্মার্ত্ত-পঞ্চরাত্রপরায়ণ ভক্তগণ সকলেই সংস্কারের প্রাধান্য ও সকলেই বেদের, বাস্তিক ও ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্ত। বিষ্ণুদ্বেষী বেদবিরোধী জনগণ চিরদিনই বেদপুরুষ বিষ্ণুভক্তের বিরোধ করিয়া থাকেন। উহা তাঁহাদের স্বভাব। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈতবাদের প্রচারক হইলেও শ্রী-দ্রাবিড়ভূমির শুদ্ধাদ্বৈত বিচার ন্যূনাধিক গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতমত বৈদিক সন্ন্যাস-নামের দশটী মাত্র প্রত্যয়পূর্ব্বক অপরগুলির সহিত চিরদিনের নিমিত্ত বিবাদ লাভ করিয়া দশনামি-দলের প্রবর্ত্তক হইয়াছেন। শ্রীমদ্ নিম্বার্ক বৈদিক দশনামি-সন্ন্যাসিগণের অন্যতম ভারতী-সম্প্রদায়ের পদ্ধতি-অনুসারে একদণ্ড গ্রহণ এবং একদণ্ড গ্রহণের পরেই শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদিত ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসগ্রহণ-পদ্ধতির বিস্তার কামনায় শ্রীগুরুর নিকট যে হংসগীত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীচৈতন্যাশ্রিত কৃপাপুষ্ট-সম্প্রদায় সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিয়া থাকেন। বেদশাস্ত্রের শিরোভূষণ উপনিষৎ সন্ন্যাস-বিধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। সন্ন্যাসবিধি আশ্রমধর্ম্মের উন্নত চরম সীমায় অবস্থিত। ব্রাহ্মণ-জীবনে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং তদনন্তর সন্ন্যাসের বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে। বৃহজ্জাবালোপনিষৎপ্রমুখ কতিপয় উপনিষৎ একদণ্ড ও ত্রিদণ্ড-বিধানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তর্করত্ন মহাশয়ের অবশ্য জানা আছে যে, শ্রুতি ও স্মৃতির বিচার-বিষয়ে মতদ্বৈধ পরিদৃষ্ট হইলে শ্রুতিবিধানই গ্রাহ্য এবং স্মৃতি-বিধানের সেস্থলে সার্থক্য নাই। তর্করত্ন মহাশয়ের অভিসন্ধি যে দিকে সুবিধা পায়, সেই দিকেই গাড়ীর বেগের গতিতে দ্রুতগামী হয়, কিন্তু তাদৃশ পলায়নপ্রথা দ্রুতগতি অবিমৃষ্টকারিতায় পর্য্যবসিত হয় মাত্র। ভারবাহিগণের বুদ্ধির অপ্রাগল্ভ্য-বশে "স এব গোখরঃ" পদে অধিকারলাভের বর কখনই প্রশংসনীয় হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রণাম অবলম্বন করিয়া তর্করত্ন মহাশয়ের ন্যায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলের পূর্ব্বাগ্রহ যে চিত্তবৃত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীচৈতন্যদেব তদাশ্রিত জনগণের জন্য বৈরাগ্যবিধির পুনঃপ্রবর্ত্তক। তর্করত্ন মহাশয়ের গাঢ় বিদ্বেষের জন্য ঐ শ্লোক দুইটী এখানে উদ্ধার করিতে বাধ্য হইলাম,—

"বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥"

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট যে দুইটী শ্লোক শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে আমাদের মঙ্গলের জন্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাই গৌড়ীয়ের বৈরাগ্যবিধির বুদ্ধিযোগ।

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

কর্ম্মপদ্ধতির অনুশাসিত হইয়া ভক্তিপথের পথিকগণ কোনদিনই চলেন না—একথা তর্করত্ন মহাশয় না জানিতে পারেন। তাঁহাকে ঐ কথা জানাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

'প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেবা বিমোহিতমতির্বত মায়য়া মে।
ত্বন্মায়য়াত্মভবতোঽবুধ আভিরূপ্যাৎ
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

তর্করত্ন মহাশয়ের আরাধ্য ত্রিবর্গ ও চতুর্থ অপবর্গ ভক্তিপথের পথিকগণের বিচারে কৈতবময়। তাদৃশ কৈতবপূর্ণ বিচারচালিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত শ্রীমদ্ভাগবতকথিত ভক্তির বিরোধাচরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প যুক্তিযুক্তি-

প্রবাসীর বুদ্ধিযোগগ্রহণে কোন বুদ্ধিমান কখনই যত্ন প্রদর্শন করেন না। তাঁহারা "ঈশ। যত হর্ষোত্তে কর্ণপা যমনা গিরা। নিখিলাবস্থাবস্থায় জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥" শ্লোকের বিবরণটী বুঝিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচারিত শিক্ষায় আমরা জানিতে পারি যে, ভুক্তি-মুক্তি পিশাচীরা যে সকল কর্মাগ্রহী ও নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসুজনকে আক্রমণ করেন, তাহা-দিগের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর এক বিন্দুপানেও অধিকার থাকে না। যাঁহারা ভক্তিরসের কোন সন্ধান পান নাই, সেই ভাগ্যহীন জনগণ চতুর্বর্গকামনার সকল সাধন-প্রণালীকেই গাঞ্জখোরমালা বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহা-দিগের পবিত্রতার ধারণা ভক্তিপথের পথিকগণ প্রকৃত পবিত্রতার অভাব বলিয়াই জানেন। তর্কবক্তৃকের বিচারে নশ্বর কর্মপথের চেষ্টা-সমূহ অনিত্য চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর চেতনধর্ম্ম রাহুগ্রস্ত জ্যোতিষ্কের ন্যায় তিমিরাচ্ছন্ন এবং প্রয়োজন-নির্ণয়ে সম্পূর্ণ অসমর্থ বলিয়া তাঁহারা অন্যাভি-লাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদি অনুক্তি যোগকে সাধন বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন। ঐ গুলি আরোহবাদীগণের বুদ্ধির অনুকূল হইতে পারে; কিন্তু বিষ্ণুভক্তের ঐ প্রকার অধিরোহ-বাদ কখনই লোভনীয় পদবী নহে। তর্কবক্তৃর মহাশয় যদি কোনদিন অন্যাভিলাষ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের দুর্গন্ধদূষিত পন্থাপ্রণালীতে অবগাহন করিতে বিরত হন, তখনই তিনি জানিতে পারিবেন যে, অধিরোহ-বাদাশ্রিত জনগণ অনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব দর্শাইয়াই যান। যেহেতু তাঁহাদের ভগবদনুভূতির অভাব ও উদ্দিষ্ট গন্তব্যস্থানের অনির্দ্দেশ্যতা-নিবন্ধন তাঁহারা কোথায় যাইতেছেন, সেই বিষয়ে পূর্ব্বে বিবেচনা করেন না। যদি কোনদিন বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধানে অন্যাভি-লাষী প্রভৃতি সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপথে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করিবেন, তাহা হইলে বেদশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বেদার্থ-সংগ্রহে কত লাভ করিতে পারিতেন।

তর্কবক্তৃর মহাশয়ের তর্কেরা যদি কোনদিন শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির মন্ত্রবিশেষে নিযুক্ত হইত, তাহা হইলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, তাদৃশী চেষ্টার মূল্য অতিকদর্য্য মাত্র এবং শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত বেদার্থসংগ্রহে সকলেই বিফল-কাম হয়,—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

অনর্থযুক্ত জাগতিক তর্ক কখনই ঔপনিষদীয় বিষয়ে অভিগমন করিতে সমর্থ হয় না। তজ্জন্যই শ্রুতি বলেন,—

"তর্কেণাপনেয়ঃ ন গুরুবেদাভিগম্যঃ।" তর্কপূর্ণ হইয়া বলপূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমন কখনই সম্ভব নহে। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" প্রভৃতি শ্রীগীতোক্ত বিচার তর্কপর মহাশয়কে বৈধিকপথে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ। শ্রীত বলেন—"সমবর্ত্তী ব্যক্তিই পণ্ডিত-শব্দবাচ্য। ত্রিগুণজাড়িত প্রাকৃত বিচারে জীবকে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা করিয়া জড়জগতে কর্ত্তৃত্বাভিমানে নিযুক্ত করে। তজ্জন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ—"তৃণাদপি সুনীচ হইয়া কীর্ত্তন-কারী উপদেশক স্বতন্ত্রতে নিযুক্ত হইবেন। যেখানে আত্ম-প্রতিষ্ঠার অভাব, সেইখানেই প্রাকৃত অভিনিবেশক্রমে ভীতিশূন্যতা ও বিপুল লোভ বর্ত্তমান। ভগবৎসাধনসেবা ব্যতীত দ্বিতীয়াভিনিবেশের হস্ত হইতে কখনই জীবের মুক্তি নাই। বদ্ধজীবগণ বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার বশে নানারূপ অবসর আবাহন করিয়া তাঁহাদিগের ভাবকগণকে প্রতারিত করেন মাত্র। এইজন্য শ্রীধরস্বামিপাদ ভাগবত-টীকায় 'প্রোজ্ঝিত-কৈতব' শব্দের অর্থে কর্ম্মবাদীর উদ্দিষ্ট মুক্তিকে নির্ম্মূলিত করিয়াছেন। "প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" মুমুক্ষু—জ্যোতিষ্কগণের কল্পিত মুক্তি মাত্র, বিষ্ণুপাদপদ্ম-সেবাকেই সুধীগণ 'মুক্তি' বলিয়া জানেন। অষ্টপাশবদ্ধ জীবগণ দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে মুক্তির স্বরূপনির্ণয়ে অসমর্থ। তাঁহারা অভক্তিরূপ ভুক্তি ও মুক্তিকেই প্রাপ্যরূপ বলিয়া বিবেচনা করিয়া অন্ধতমোরাজ্যে দ্রুত গমন করেন। যাহাদিগের ভোগস্পৃহা অত্যন্ত প্রবলা, তাঁহারা ভবসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া তৃণ অবলম্বন করেন। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিচারে যে বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা নামক দ্বিবিধ সাঙ্ঘাতিক ভাবদ্বয়, তাহার প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া তাঁহারা ভক্ত জনের মীমাংসোর আশ্রয় গ্রহণ করেন না। সুধীগণ বলেন,—যাঁহারা অধ্যাস-বশে বিপথগামী হন, সেই কুসংস্কার বিদূরিত হইতে বহু সময় আবশ্যক। তজ্জন্য নবীন বয়সকে যথাযথভাবে অবনমিত করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সকে সত্যের দিকে অর্থাৎ ভক্তির পথে অবনমিত করিতে হইলে অধিক প্রয়াস পাইতে হয়। তর্কবক্তৃর মহাশয় অশীতিবর্ষের দিকে চলিতেছেন।

বেদ ব্যতীত অবৈদিক পথে বহু ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে শ্রীমধ্বসম্প্রদায়িক রচিত 'বেদার্থসংগ্রহে' নিযুক্ত করিতে হইলে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবে। বিশেষতঃ জীবের 'ভাগবতসুধার' তাঁহাকে প্রবেশ করাইতে হইলে আমাদিগের একটুকু সময় লাগিবে। তিনি আমুষান্ বটে, কিন্তু ভক্তিবিদ্বেষ করিতে করিতে তিনি বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছেন বলিয়া শ্রীমদানন্দতীর্থের অনুব্যাখ্যান-টীকা ভাগবতসুধায় পারঙ্গত হইবার আর তাঁহার সময় নাই মনে হয়। ভক্তিপথের বিদ্বেষকারী কর্ম্মকাণ্ডীয়গণের দুর্দ্দশা-বর্ণনে গীতা বলেন,—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।" কলিকালে বৈদিক কর্ম্মানুশাসনের দুষ্টতা নাই—এ কথা পুরাণ ও পঞ্চরাত্র বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু উহা কি কলিহত জনের জন্য নহে? যাঁহারা কলি, বিচার বা তর্কে আদর না হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদিক অনুশাসনের অনুবর্ত্তী, সেই জীবন্মুক্ত ভক্তিপথাশ্রিত জনগণ হরিসেবার অনুকূল চেষ্টায় যদি ত্রিদণ্ড গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি প্রকারে কৃপাদৃশ হইতে পারিবেন, আমরা বুঝিতে পারি না।

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্যপ্রধান।
যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর-ভগবান্।"

এই বিচার উৎসাদন পূর্ব্বক প্রাকৃত সাহজিক ও স্মার্ত্ত সমাজ যে কুযোগ-বিধির প্রবর্ত্তন করেন, তাহা ভক্তিপথের পথিকগণ চৈতন্যচরণাশ্রিত হইয়া কখনই স্বীকার করিতে পারেন না। **প্রভু নিত্যানন্দ একদিন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের একদণ্ডখানি ত্রিদণ্ডে পরিণত করিয়া শ্রীচৈতন্যাশ্রিত জনগণের হৃদয়স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। সেই দণ্ডভাঙ্গা নদী বিরজারূপে শ্রীনীলাচল-সুন্দরাচলের বহির্ভাগে অদ্যাপি প্রবহমানা। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীপাদপদ্মদর্শনে অভিলাষি-সম্প্রদায় দণ্ডভাঙ্গা নদী হইতে ত্রিদণ্ড ধারণ করিয়াই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করেন। সেখানেও বিশিষ্টাদ্বৈতিগণের নিত্যসেবিত নীলাচলনাথের নিকট উপনীত হন। আবার লব্ধ-ত্রিদণ্ড শ্রীচৈতন্যাশ্রিত পরমহংসগণ কাষায়-বস্ত্রাদি ধারণ-বিধিতে প্রথ হইয়া পরমহংসাশ্রিত পথে অনুগমন পূর্ব্বক গরুড়-স্তম্ভের পার্শ্বে শ্রীচৈতন্যদেবের পশ্চাদ্ভাগ হইতে শ্যামসুন্দর বংশীবদনানন দর্শন করেন।** অগৃহীত ত্রিদণ্ড-জনগণ প্রাকৃত বিচারে সহরিয়া হইয়া যে পারমহংস্যপথের অস্তিত্ব করেন, উহা বিমূঢ়তা মাত্র। গৌড়ীয়-ভক্তগণ অনেকেই অনভিজ্ঞতা-জন্য অই প্রহর হরিসেবনপরায়ণ না হইয়া ভক্তিবিদ্বেষী স্মার্ত্তের পদ অনুলেহন পূর্ব্বক নিজ আচার সংরক্ষণ করিতেছেন, মনে করেন। তাহাদিগকে উপদেশ দিতে অনুচানমানীর প্রতিজ্ঞা সমর্থ হইতে পারে, কিন্তু ভক্তের নিকট ঐ সকল হাস্যাস্পদ বিচার উপস্থাপিত করিলে তাহাদের বুদ্ধিযোগের খর্ব্বতা লক্ষ্য করিয়া তাদৃশ তর্কের আদর সম্ভব হয় না। (ক্রমশঃ)

আসামদেশীয় শঙ্করদেব

আসাম প্রদেশে বরপেটা হইতে ১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে নওগাঁ জেলার আলিপুখুরী গ্রাম। এই স্থানে ১৪৩১ শকাব্দায় শঙ্করদেব কায়স্থ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। শঙ্করদেবের অনুগতগণীয় কেহ কেহ ইহার পূর্ব্বেও শঙ্করদেবের জন্মকাল নিরূপণ করেন; কিন্তু আসামের ইতিহাসলেখক গেট সাহেব পূর্ব্বোক্ত তারিখের পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়। শঙ্করের পিতার নাম কুসুম্বর ভূঞা, মাতার নাম সত্যসন্ধা। শঙ্করদেবের জন্মের তিন দিবস পরে তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটে। শঙ্কর তাঁহার ঠাকুরমাতার দ্বারা লালিত-পালিত হন।

শঙ্করদেবের পূর্ব্বপুরুষ বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া আসামে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইতিহাস হইতে জানা যায়, করতোয়া নদীর পশ্চিমে গৌড়রাজ্য ও পূর্ব্বে কামরূপ রাজ্য ছিল। কামরূপ রাজ্যের রাজধানী 'কমতাপুর' করতোয়া নদীর তটে অবস্থিত ছিল। কমতাপুরে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ও আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব দেখিয়া কমতাপুরেশ্বর তদানীন্তন গৌড়েশ্বরের নিকট সাতঘর ব্রাহ্মণ ও সাত ঘর কায়স্থ প্রার্থনা করেন। গৌড়েশ্বরাধিপ কমতাপুরাধিপতিকে সাতঘর ব্রাহ্মণ ও সাতঘর কায়স্থ প্রদান করিয়া মিত্রতা

রক্ষা করেন। কমতাপুরেশ্বর সেই সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে ভূমিদারী দান করিয়া তাঁহাদিগকে 'ভূঞা' (অর্থাৎ ভূম্যধিকারী) উপাধিতে ভূষিত করেন। শঙ্করদেবের পূর্ব্বপুরুষ 'চণ্ডীবর' বঙ্গদেশে হইতে গৌড়েশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত সপ্তজন কায়স্থের অন্যতম। চণ্ডীবর তদবধি 'ভূঞা' উপাধি লাভ করিয়া আসামে বাস করিতে থাকেন। চণ্ডীবরের পুত্র বাজবর, বাজবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য্যবর, সূর্য্যবরের পুত্রই কুসুমবর বা কনকবর। এই কুসুমবরই শঙ্করদেবের জনক।

আসামীরা কোন কোন গ্রন্থে চণ্ডীবর ভূঞার পূর্ব্বপুরুষগণের নাম এইরূপক্রমে দৃষ্ট হয়, যথা—অত্রিগোত্রসম্ভূত প্রেমপূর্ণানন্দ গিরি, তৎপুত্র—কৃষ্ণগিরি, তৎপুত্র—সুবর্ণগিরি, তৎপুত্র—গন্ধর্ব্বগিরি, তৎপুত্র—রামগিরি, তৎপুত্র—হেমগিরি, তৎপুত্র—হরিবরগিরি, তৎকন্যা—কৃষ্ণকান্তি, তৎপুত্র—লোভিবর, তৎপুত্র—চণ্ডীবর।

শঙ্কর কিঞ্চিদধিক বয়সে লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার জীবনচরিত লেখকগণ বলেন যে, শঙ্কর ১২ বৎসর (কাহারও মতে ১৪ বৎসর) বয়সের পরে পাঠাভ্যাস আরম্ভ করেন এবং মহেন্দ্রকন্দলী নামক জনৈক শিক্ষকের গৃহে পাঁচ বৎসরকাল অবস্থান করিয়া বিদ্যাভ্যাস পরিসমাপ্ত করেন। তৎপরে তিনি যোগাভ্যাসে রত হন। শঙ্করদেব হরিবরগিরি নামক জনৈক কায়স্থবংশীয় ব্যক্তির 'সূর্য্যাবতী' নাম্নী এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের কিছুদিন পর শঙ্করের পিতৃবিয়োগ হয়। সূর্য্যাবতীর গর্ভে শঙ্করের এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। অত্যল্পকাল মধ্যেই পত্নীবিয়োগ হইলে শঙ্করদেবের সংসারের প্রতি সাময়িক বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই সময়ে তিনি তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন এবং প্রয়াগে মাতা, পিতা ও স্ত্রীর শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রয়াগে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাপন করিয়া শঙ্কর শ্রীক্ষেত্রে যান। তথা হইতে বৃন্দাবন, বারাণসী প্রয়াগ, অযোধ্যা প্রভৃতি তীর্থভ্রমণ করিয়া পুনরায় বৃন্দাবনে যান। বৃন্দাবনে তিনি কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীক্ষেত্র ও বৃন্দাবনাদি তীর্থভ্রমণকালে শঙ্করদেব শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মের তত্ত্ব এবং যুগধর্ম্ম হরিসংকীর্ত্তন ও কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই তিনি পরবর্ত্তিকালে 'কীর্ত্তনঘোষা' নামক এক গ্রন্থ লেখেন এবং তচ্ছিষ্য মাধবদেবের দ্বারা 'নামঘোষা' নামক গ্রন্থ লেখান। তাঁহার জীবন-চরিত লেখকগণ বলেন যে, শঙ্করদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ নানাদেবদেবীর উপাসক ছিলেন। যাবনপর্য্যটনপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শঙ্কর দেবদেবী-উপাসনার বিরুদ্ধবাদী হন এবং কৃষ্ণোপাসনা ও হরিনাম-কীর্ত্তনমাহাত্ম্য প্রচার করিতে থাকেন। বহুবর্ষ পরে শঙ্করের প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষ করিয়া তদীয় ভ্রাতা বনমালীগিরি ছাগ-মহিষাদি বলি প্রদানপূর্ব্বক আনন্দোৎসবের আয়োজন করায় শঙ্করদেব নাকি নিজ ভ্রাতাকে যথেষ্ট তিরস্কারও করিয়াছিলেন। শঙ্করদেব তাঁহার জন্মভূমি বরদোয়াতে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

শঙ্করদেবের চরিতলেখকগণ বলেন যে, এই সময়ে জগদীশ মিশ্র নামে কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিত আসামে আসিয়া শঙ্করদেবকে ভাগবত শ্রবণ করান। ইহার পর শঙ্করদেব আসামে বহু শিষ্যাদি সংগ্রহ করিতে থাকেন। এই জগদীশ মিশ্র কে? ইনি কি গৌরবিমুখ, স্মার্ত্ত, মায়াবাদী অদ্বৈত-পুত্রত্রয়ক্রমের অন্যতম সেই জগদীশ মিশ্র, যিনি কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় এইরূপ ভাবে ব্যক্ত হইয়া থাকিবেন—

"কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে, দৈবপরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে সেই ত' অসার॥
না মানে চৈতন্য-বাণী দুর্দ্দৈব কারণ।" ইত্যাদি—

মায়াবাদী ও শ্রীচৈতন্যবিমুখ জগদীশ মিশ্রের নিকট ভাগবতশ্রবণের ফলেই কি শঙ্করদেবের পরবর্ত্তিকালে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যথার্থ তাৎপর্য্য ও অদ্বৈত চৈতন্যানুগত্য হৃদয়ঙ্গমের অভাব হইয়াছিল বলিয়া অনেকে বিচার করেন?

শঙ্করদেব তীর্থ ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কালিন্দী নাম্নী একটী কন্যাকে দ্বিতীয়বারে দারারূপে গ্রহণ করেন। শঙ্করদেবের দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে রমানন্দ নামে একপুত্র ও কুন্তিনী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। বোধ হয় শঙ্করদেবের দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত আরও পুত্র ছিল। কারণ, রমানন্দকে জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। এই রমানন্দ গুরু-চরিত লেখক • রামানন্দ হইতে পৃথক ব্যক্তি।

• আসামী ভাষায় 'গুরুচরিত' বা 'গুরুচরিয়' নামক তিনখানা

শঙ্করদেবের একজন প্রধান শিষ্য মাধবদেব ১৪১১ শকে বৈশাখ-পূর্ণিমা তিথিতে কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। মাধবের পিতার নাম—গোবিন্দগিরি, মাতার নাম—মনোরমা। শঙ্করদেব মাধবকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু শুনা যায়, মাধব তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। মাধবদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম—বানোধর। মাধবদেবও প্রথমে দেবীপূজক ছিলেন; শঙ্করদেবের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।

শঙ্করদেবের জীবনচরিত লেখকগণ বলেন যে, শঙ্করদেবের প্রচারের ফলে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠেন এবং তাঁহাকে নানাভাবে প্রপীড়ন আরম্ভ করেন। শঙ্করদেব বরদোয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। প্রথমে তিনি গাংমৌতে যান। সে স্থানে কিছুকাল অবস্থান করিবার পর ভকুলা জাতির অত্যাচারে চাম্পনী নামক স্থানে গমন করেন। সে স্থানেও প্রচারের সুবিধা না হওয়ায় তৎপরে বেলগুরিতে যান। এই স্থানেই মাধবদেব শঙ্করদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

ব্রাহ্মণগণ আহোম রাজার দ্বারা শঙ্করের উপর অত্যাচার আরম্ভ করায় শঙ্করদেব বেলগুরি পরিত্যাগ করিয়া নিম্ন আসামে আসেন এবং কাপালী নামক স্থানে অবস্থান করেন। তথায় ছয়মাসকাল অবস্থান করিয়া চুনপোড়া নামক স্থানে গমন করেন এবং তৎপরে কুমারকুচীতে যান। তথায় একবৎসর কাল অবস্থান পূর্ব্বক পাটবাউসীতে যান। এই পাটবাউসী সত্র + কামরূপ জেলার অন্তর্গত বরপেটা মহকুমায় অবস্থিত।

শঙ্করদেবের জীবনচরিত লেখকগণ বলেন, ইহার পরে শঙ্করদেব দ্বিতীয়বার বহু সঙ্গী-সমভিব্যাহারে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত শঙ্করদেবের সাক্ষাৎ ও শাস্ত্রালাপ হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট যে শঙ্করদেব শাস্ত্রীয় কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ বরদোয়ার 'গুরুচরিত' গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তাহার তাৎপর্য্য হইতে সংগ্রহ করা যায়, যেমন পণ্ডিত শ্রীবরক্রচট্টোপাধ্যায় নিষ্পেক্ষ-আত্মাগ্যনীলার অভিনয়-কারী সর্ব্বজীবমুক্তদাতা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীশঙ্করদেবও শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাতে শ্রীশঙ্করদেবের সঙ্গী-ভক্তগণ বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বরদোয়ার গুরুচরিত্রে লিখিত আছে, শ্রীক্ষেত্রে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীশঙ্করদেবের পক্ষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"কোন্ দেশের বৈরাগী, কোন্ দেশে যাও"?
কোন্ মুখে ভিক্ষা মাগি' কোন্ মুখে খাও?'

তদুত্তরে শঙ্করদেবের শিষ্য 'বলরাম' নামক একব্যক্তি বলিয়াছিলেন,—

"পূর্ব্বদেশের বৈরাগী পশ্চিম-দেশে যাই।
গুরুর মুখে ভিক্ষা মাগি' নিজমুখে খাই॥"

আবার নিত্যানন্দ প্রভু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"কোন্ দেশের বৈরাগী, কি বলি' কথা কও?
সকল জগৎ হরিময় দেখি' কোথা আদর্শ পাও?"

অর্থাৎ সকল জগৎ যখন হরিময়, তখন আর মহান্ত-গুরুর আবশ্যকতা কি, এরূপ মতবাদগ্রস্তগণকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন, মহান্তগুরু স্বীকার না করিলে কিরূপে ভগবদ্ভক্তি রক্ষিত হইতে পারে? শ্রোতপন্থা স্বীকার ব্যতীত ভক্তির অস্তিত্ব নাই, অতএব তোমাদের আস্থার কি?

উত্তরে বলরাম বলিয়াছিলেন,—

"পূর্ব্ব দেশের বৈরাগী 'রাম' বলি' কথা কই।
হৃদয়মাঝে ঈশ্বর কৃষ্ণ আপনি বিচারি' চাই।"

অর্থাৎ মহান্ত-গুরু ব্যতীতই 'রামকৃষ্ণ' নাম বলা যায়—ভক্তি লাভ করা যায়—মুক্ত হওয়া যায়। কৃষ্ণই ত' গুরু-রূপে হৃদয়ের মধ্যে আছেন। স্বৈরাগুরু (?) মানিয়া লইলেই হইল, মহান্ত-গুরুর আর আবশ্যকতা কি?

এইরূপ অপরাধময় সিদ্ধান্ত গুরুতত্ত্বের আকর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীচৈতন্যদেব সহ্য করেন নাই। 'গুরুচরিত্রে'র পরবর্ত্তী বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে, ইহাতে শঙ্করদেবের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই এবং শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে যেরূপভাবে বঞ্চনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীশঙ্কর-দেবকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আনুগত্য হইতে স্বতন্ত্র

পুঁথি দুই হয়। উহাতে শঙ্করদেব, মাধবদেব প্রভৃতি আসামীয় গুরুবর্গের চরিত লিখিত আছে। (১) রামানন্দ প্রণীত 'গুরুচরিত', (২) বরদোয়া হইতে প্রচারিত 'গুরুচরিত' এবং (৩) দৈত্যারিসিদ্ধিতে 'গুরুচরিত'—এই তিনখানি গুরুচরিত গ্রন্থের সংবাদ পাওয়া যায়।

+ যে স্থানে একসঙ্গে বহু ধর্ম্মমালা অবস্থিত হইয়া নিজ ধর্ম্মমতের আচার প্রচার করেন, তাহাকে আসামদেশবাসিগণ 'সত্র' বলেন।

প্রতিপন্ন করাটাই খুব শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীশঙ্করদেবের নিকট যখন মহাপ্রসাদান্ন উপনীত করা হইয়াছিল, তখন শঙ্করদেব পক্কান্ন দেখিয়া "কাঁচা হউক" বলিবামাত্র পক্ক মহাপ্রসাদান্ন কাঁচা অর্থাৎ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা দেখিয়া নাকি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীশঙ্করদেবের শক্তির প্রশংসা ও শঙ্করদেবকে সমাদর করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন। এই স্থানে শঙ্করদেবের পক্ষপাতী চরিতলেখক বলেন, এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শঙ্করদেব শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য ছিলেন না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু পঞ্চজীবসমূহ—জগদ্গুরুগণেরও গুরু, নিয়ামক, তাঁহার আনুগত্য পরিহারকারী ব্যক্তিমাত্রেই স্বমতকল্পনাকারী স্বতন্ত্র। যাহা হউক, ঐরূপ ঘটনা যদি সত্যও হয়, তাহা হইলে তাহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বঞ্চনার দৃষ্টান্ত ব্যতীত আর কি হইতে পারে? প্রভু আত্মীয়কেই শাসন করেন—যাতাপিতা নিজ পুত্রকেই তাহার ভাবী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া তাহাকে শাসন, এমন কি, নির্ম্মমভাবে প্রহারাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা নির্ম্মমতার কার্য্য নহে—প্রকৃত প্রস্তাবে অত্যন্ত মমতা বা 'আমার' বুদ্ধিরই প্রকৃষ্ট পরিচয়। শ্রীগুরুদেব নিরপনস্থানে শিষ্যকে শাসন করিয়া থাকেন, আর যে শাসন মানিবে না, স্বতন্ত্র হইয়া নিজ অমঙ্গল নিজে বরণ করিবে, তাহার প্রতি হয় তিনি (শ্রীগুরুদেব) উদাসীন হন, না হয়, অত্যন্ত অকৃপা হইলে—অত্যন্ত অপরাধী জন হইলে তাহাকে আদর-সম্মানাদি দ্বারা বঞ্চনা করেন। ইহাতে আর রক্ষিত ব্যক্তির ভবিষ্যতে শোধনের উপায় থাকে না; কারণ, তিনি আদর-সম্মানাদি লাভ করিয়া মনে করেন, 'আমি ত' ঠিকই আছি,' 'আমি ত' একজন হইয়াছি,' 'আমিই ত' প্রভু, আমার আবার অপরের আনুগত্যের আবশ্যকতা কি?'—এইরূপ অবস্থা বড়ই শোচনীয়, মানুষের যেন এরূপ অবস্থা না হয়—শত্রুকেও যেন এরূপ অবস্থায় পতিত হইবার জন্য কখনও কেহ অভিশাপ প্রদান না করেন।

শঙ্করদেব-পন্থী দৈত্যারি ঠাকুরের রচিত 'গুরু-চরিত্র' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, শঙ্করদেব তাঁহার দ্বিতীয়বার তীর্থযাত্রা-কালে যখন শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে যাইবার পথে 'চৈতন্য মঠ' দেখিতে পাইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের বর্ণনানুসারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ঐ মঠের অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া শঙ্করদেবের দিকে তাকাইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোনও কথাবার্ত্তা হয় নাই। ঐ পুস্তকে আরও লেখা আছে, শঙ্করদেব তাঁহার শিষ্যগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবকে যখন কেহ প্রণাম করিলে তিনি 'দাসোঽস্মি' বলিয়া প্রতিনমস্কার করেন, তখন তাঁহাকে সাক্ষাতে প্রণাম না করিয়া মনে মনে প্রণাম করাই কর্ত্তব্য।

শঙ্করদেবের চরিত-লেখকগণ বলেন যে, শঙ্করদেব ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বিশেষভাবে নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের প্ররোচনায়ই তিনি কুচবিহারের রাজা নর-নারায়ণ কর্ত্তৃক দূত হইয়া কুচবিহারে নীত হন। বিচার-সভায় শঙ্করদেব ব্রাহ্মণগণের নিকট পরাভূত করিয়া পুনরায় পাটবাউসীতে ফিরিয়া আসেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে শঙ্করদেব পুনরায় রাজা নরনারায়ণের আহ্বানে কুচবিহারে যান এবং তথায় ছয়মাস-কাল থাকিয়া পুনরায় পাটবাউসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিছুদিন পরে রাজা নরনারায়ণ আবার শঙ্করদেবকে নিজ রাজধানীতে ডাকিয়া লইয়া যান এবং শঙ্করদেবের নিকট দীক্ষামন্ত্র প্রার্থনা করেন। রাজাকে দীক্ষাপ্রদানের নির্দ্দিষ্ট দিনে দীক্ষাদানের পূর্ব্বেই ১৬১০ শকে শঙ্করদেব কুচবিহারে দেহত্যাগ করেন। কুচবিহারের নিকট 'মধুপুরসত্র' নামক স্থানে শঙ্করদেবের অস্থি, ভস্ম, পরিধেয়, পাগড়ী প্রভৃতি আছে।

শঙ্করদেবের গ্রন্থ

শঙ্করদেব যে কএকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'কীর্ত্তন-ঘোষা' নামক গ্রন্থই প্রধান ও আসামপ্রদেশে সর্ব্ব-সাধারণের নিকট বিশেষভাবে প্রচারিত। শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ অংশের আসামীয়া ভাষায় স্বাধীন-পদ্যানুবাদ কীর্ত্তন-ঘোষায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল শাস্ত্র তিনি বারাণসী হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া 'কীর্ত্তনে' উল্লেখ করিয়াছেন,—

"ন করিবা নিন্দা মোক যবনে।
আনিল শাস্ত্র বারাণসী হৈতে॥

তাহাকে চাই নিরন্তরে। পদ।

হরি হরি বুলি উঠ আপদ।(—কীর্ত্তন ঘোষা—)

শঙ্করদেব পাটবাউসীতে অবস্থানকালে 'দশমে'র (শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের আসামীয়া ভাষায় স্বাধীন পদ্যানুবাদে) প্রথম ভাগ রচনা করেন। অবশিষ্টাংশ শঙ্করদেবের শিষ্য মাধবকন্দলী রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ শঙ্করদেবের পরলোক গমনের পর সমাপ্ত হইয়াছিল। বরপুকুরীয়া মঠের চারিখানি প্রধান পুস্তকের ভিতরে 'কীর্ত্তনঘোষা' ও 'দশম' শঙ্করদেবের সাধনজীবনের আদি ও শেষ প্রধান গ্রন্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর দুইটী গ্রন্থ মাধবদেবের; একটী 'নামঘোষা' আর একটী 'ভক্তিরত্নাবলী' (শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদরচিত ঐ নামীয় গ্রন্থের আসামীয়া ভাষায় পদ্যানুবাদ)।

শঙ্করদেবের রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে ভাগবত ১১শ ও ১২শ স্কন্ধের আসামীয়া ভাষায় পদ্যানুবাদ, ভাগবত ৯ম স্কন্ধের পদ্যানুবাদ, 'রুক্মিনী হরণ' কাব্য ও নাটকত্রয় (আসামী ভাষায়), 'অনাদি-পতন' (শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের অংশবিশেষ হইতে সঙ্কলিত), বলিছলন (শ্রীমদ্ভাগবতের ৮ম স্কন্ধের অন্তর্গত), রত্নাকর (পুরাণ ও ভাগবত হইতে সংগৃহীত), হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, ওষধালা (১২শ স্কন্ধ ভাগবতের পদ্যানুবাদ), 'ঝুমুরা' প্রভৃতি। শঙ্করদেব সংস্কৃত ভাষায় কোনও গ্রন্থ লেখেন নাই।

SWAMI BON.

Under the auspices of the Lucknow University Union a lecture on the '*Mission of Life*' was delivered by Swami B. H. Bon, a desciple of Paramahansa Saraswati Goswami Maharaj of Bengal in the Physic Theatre at 5-15 P. M. yesterday.

The learned lecturer observed that the philosophers will always differ if their object of pursuit and the platforms upon which they stand be flittering, but a single, harmonious "Darshan" is possible only when the observers and the observed are eternally existing As the Absolute Truth has reserved the right of not being exposed to human senses no inductive procedure or attempt could ever lead on to a transcendental conception of God. But the self-effulgent truth manifests itself in a pure heart only. As man has been given the special privilege of realising God as distinguished from other animals who are not allowed to enter into the Kingdom of God in this life, the mission of life will be in the transcendental conception of God.

On Saturday Swami B. H. Bon, the desciple of Paramhansa Saraswati Goswami Maharaj of Paramhansa Math Nimsar interviewed the Hon'ble Mr. Lambert. Mr. Lambert expressed deep sympathy for a mission of All Love as propagated by Lord Chaitanya who based His philosophy on Bhagabatam originally preached by Suta Goswami. Mr. Lambert said,—"As our knowledge is limited, God cannot be known; but from Swamiji he was much impressed on the Vedic principle that Self-effulgent, Absolute Truth can be realised in a pure heart when humbly approached to though human expression fails to challenge God, just as scientific attempts cannot show the sun at the dead hours of night, but the sun can be seen with its own Light.

নির্য্যাণ-সংবাদ

বিগত ৯ই জানুয়ারী বুধবার রাত্রিতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ ঢাকা, কমলাপুর, শ্রীগোপালজী মঠে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ইহ নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি কিছুকাল গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক বিষয়ের অনিত্যতা ও হেয়তা উপলব্ধি করিয়া বর্ত্তমান জগতের শুদ্ধভক্তি প্রচারক, শ্রীরূপানুবর, বৈকবাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তনের দ্বারা বহুল জনের হৃদ্গত ভাপন করিয়া বহু কৃষ্ণ-বিমুখ, কলিহত জীবকে শ্রীহরি-সেবায় নিযুক্ত করতঃ যথার্থ জীবে-দয়ার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ন্যায় গুরুগৌরাঙ্গৈক-নিষ্ঠ, পর-দুঃখদুঃখী, শুদ্ধভক্তিপ্রচারক মহানুভবকে হারাইয়া অতীব দুঃখ অনুভব করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৬ই মাঘ, ১৩৩৫ ১৯শে জানুয়ারী, ১৯২৯ | ২৩শ সংখ্যা

সমসাময়িক জগৎ

[১]

সমসাময়িক জগৎ বা উহার চিন্তা-ধারা ও কার্য্য-প্রবণতার সহিত চলিতে না পারিলে জগতে কাহারও প্রতিষ্ঠা নাই—একথা সকল অভিজ্ঞতাবাদীই স্বীকার করেন। জগতে যখন যে একটা ঢেউ উঠে, তাহাতে গা' ভাসাইয়া দেওয়াই জগতের লোকের স্বভাব। কিন্তু যাঁ'রা জগৎ-ছাড়া রাজ্য হইতে জগতে আসেন একটা শাশ্বতী শান্তি-স্বাধীনতার সরণি দেখাইতে, অবশ্য তাঁ'দের সংখ্যা খুব বেশী নহে—যুগে যুগে সেই এই একজনের হিমাচল সদৃশ অচল অটল আসন জগতের ঢেউ বিচলিত করিতে পারে না। তাঁ'রাই সত্য সত্য যুগ প্রবর্ত্তক—যুগাচার্য্য; তাঁ'দের কথা সমসাময়িক জগৎ তখন তখন গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাঁহারা যে বাণী জগৎকে বিতরণ করিয়া যান, তাহা বিশ্ব-মানব সংসারচক্রে ঠেকিতে ঠেকিতে—প্রতিপদে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত হইতে হইতে বুঝিতে পারেন। সময় থাকিতে বুঝিলে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত হইতে হয় না—কিন্তু জগতের লোক আমরা মহামায়ার প্রয়োচনায় সময়ে বুঝিতে চাই না। সেই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ জগৎকে এমন এক চিৎচিন্তামণি দিয়া যান, যাহার কদর হয়ত মানুষ পাঁচশত, সহস্র বা ততোধিক বৎসর পরে বুঝিতে পারেন, যখন মানুষের সংসার-চক্রে ঠেকিতে ঠেকিতে—বঞ্চিত লাঞ্ছিত হইতে হইতে হুঁস হয়।

এখানে কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে বাণী,—যে সত্য সহস্র বা ততোধিক বর্ষ পরে সমাদৃত হইবে, তাহার সহিত বর্ত্তমানের কি সম্বন্ধ রহিল? তাহা বর্ত্তমানের কি উপকারে আসিল? তদুত্তর এই যে, ইহাতে মহাবদান্য দাতার দোষ নাই, গ্রহীতৃবের যোগ্যতার অভাবই এখানে অপরাধী। স্বাধীনতা জীবের নিজস্ব-সম্পত্তি—নিজস্ব-সম্পত্তি বলিয়া জগজ্জীব—আজ সমসাময়িক জগৎ স্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা চাহেন। কেবল আজ নয়—সর্ব্বযুগেই চাহিয়াছেন, চাহিয়া থাকেন ও চাহিবেন। কিন্তু আমরা আজ বিকৃত স্বাধীনতা বা যাহাকে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার বলা হয়,—সেই বিকৃত স্বাধীনতার আপাত উত্তেজনায় প্রমত্ত। কিন্তু যুগাচার্য্য চা'ন আমাদিগকে অধিকারী বস্তুর অধিকারী করিতে—অবিকৃতের সন্ধান দিতে। বিকৃত-স্বতন্ত্রতার উত্তেজনায় বুদ্‌বুদ্ লুপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের অবিকৃত-স্বতন্ত্রতায় জন্য লোভ হয় না। কিন্তু পরমকারুণিক যুগাচার্য্য সেই সময়ও মহাদানের পসরা লইয়া আমাদের কাণের কাছে হাঁকিতে থাকেন, যদি কাহারও হুঁস হয়—যদি কাহারও বিকৃত স্বতন্ত্রতার উত্তেজনা কমিয়া থাকে, সেই ভাগ্যবান্ অবিকৃত স্বতন্ত্রতার ক্রেতা হইবে—শাশ্বতী শান্তি-স্বাধীনতা বরণ করিয়া লইবে।

যখন আমরা দুনিয়ার সব সমস্যার ব্যক্তি বিশেষের ঘরকন্না করি, তখন অধিকারের কথাগুলি 'উল্টা', 'অভিনব', 'নূতন', 'বিপ্লবময়' বলিয়া মনে হয়; হইবারও কথা, কারণ, 'বিকার' আর 'অধিকার', 'অন্ধকার' আর 'আলো', 'অমা' আর 'পূর্ণিমা' ইহারা যে ঠিক বিপরীত। কিন্তু ইহাদের প্রকৃতি বিপরীত হইলেও সর্ব্বসমাকাঙ্ক্ষিত পরম বস্তুর যত অধিষ্ঠান না থাকায় প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বস্তু অমি সহজ-সত্য হয়। যেমন আলোক অন্ধকারের নিকট সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিপ্লবময় হইলেও অন্ধকার নাশোন্মুখের সঙ্গেই আলোর মাত্রার বৃদ্ধি, অন্ধকার সম্পূর্ণ নাশে পূর্ণালোক; আবার পূর্ণিমা অমার সম্পূর্ণ বিপরীত, এমন কি সম্পূর্ণ বিপ্লবময়ী; কিন্তু অমার মাত্রা প্রতিকলায় বৃদ্ধ করিতে থাকে, ততই উহার পূর্ণিমার দিকে গতি হয়, অমার পূর্ণগ্রাসে চন্দ্রিকা-হাসনয়ী পৌর্ণমাসীর বিলাস সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

সমসাময়িক জগতের চিন্তাধারা প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্টভাবে যেরূপ আচার, রীতি, নীতি, ব্যবহার, লেখনী, সাহিত্য, কাব্য, কলা-কৌশল, বিজ্ঞান বা সভা-সমিতির বক্তৃতা-মঞ্চের ভিতর দিয়া উঁকিঝুঁকি দিতেছে বা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, জগৎ বর্ত্তমানে এমন একটা বিকৃত স্বতন্ত্রতার মোহন-মন্ত্রে উত্তেজিত যে, অবিকৃত স্বতন্ত্রতার কথা শুনিবার—অন্ততঃ তাহার অস্তিত্বটুকু—নৈতিকতার অধিষ্ঠানটুকু পর্য্যন্ত স্বীকার করিবার বুদ্ধি, বিবেচনা, মনীষা, বিচার, অনুধাবন—যাহা মানুষের মনুষ্যত্বের একমাত্র সম্বল—তাহারও অবকাশ নাই। সমসাময়িক জগতের অনেকের অভিমত—Religion has no place in the world. India has been tired of religion. India now wants independence and nothing else. তাৎপর্য্য এই,—জগতে ধর্ম্মের কোনও স্থান নাই। ভারতবর্ষ ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া অবসন্ন ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু চাহে না।

সমসাময়িক জগতের মনীষিগণের এই চিন্তাধারা-সম্বন্ধে অন্য কিছুই বলিবার নাই—বলিবার মাত্র একটী কথা এই যে, 'ধর্ম্ম'কে স্বাধীনতা—পূর্ণ স্বাধীনতা—অবিকৃত পরিপূর্ণ স্বতন্ত্রতা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া বুঝিতে যাওয়ায় ধর্ম্মের ধারণাটী ভুল হইয়া পড়িয়াছে। 'ধর্ম্ম' অর্থে যাহা ধারণ করে—যাহা সকলের আশ্রয়—একদিনের দু'দিনের নহে—এই বিংশ শতাব্দীর জন্য মাত্র নহে—ভারতবর্ষের জন্য মাত্র নহে—ভারতের মোক্ষ মাত্রের জন্যও নহে; তাহা সর্ব্ব-কালের—সর্ব্বদেশের—সর্ব্বপাত্রের আশ্রয়। স্বাধীনতাই জীবচেতনকে ধারণ করে—আশ্রয় প্রদান করে—পরাধীনতা আশ্রয় প্রদানের পরিবর্ত্তে পীড়ন করে—ক্লেশ দান করে। আমাদের যাহা স্ব-ভাব অর্থাৎ নিজ সত্তা, অধিষ্ঠান, অবস্থান বা অস্তিত্ব অর্থাৎ যাহা স্ব (নিজের) 'অভাব' (অনস্তিত্ব) নহে, তাহাই ধর্ম্ম। সেই স্বভাবটী আর কিছুই নহে—স্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা। আমাদের যাহা স্বভাব, তাহাই আমাদের নিজস্ব-সম্পত্তি। স্বতন্ত্রতা আমাদের স্ব-ভাব বলিয়া তাহা আমাদের নিজস্ব-সম্পত্তি। যাহা আমাদের নিজস্ব, তাহা কখনই আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না—পূর্ণ মাত্রায় আমরা তাহার ধর্ম্মকার, কিন্তু আমরা আজ যে 'স্বতন্ত্রতা'র জন্য পাগল—যে স্বতন্ত্রতা একদিন এই ভারতেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পাইয়াছিলেন, সেই স্বতন্ত্রতা তাঁহারা রাখিতে পারিলেন কই? অপর এক জাতি আসিয়া তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা কাড়িয়া লইয়া গেলেন—তাঁহাদিগকে পীড়ন করিয়া—মনে-মনে-প্রাণে বিনাশ করিয়া। যে গৌড় দেশের পূর্ব্বশৈলে শাশ্বতী স্বাধীনতা-চিৎচিন্তামণি বিতরণের পূর্ণ রবি উদিত হইয়াছিলেন, সেই গৌড়পুরেই ত' বাংলার স্বাধীন নৃপতি লক্ষ্মণসেনের চপলা স্বাধীনতা-সুন্দরী বক্তিয়ার খিলিজির দ্বারা অপহৃত হইয়াছিল, সেনরাজগণের লক্ষ্মণ-পাদি এখনও ত' তাহা নীরব করুণ প্রীতিতে জানাইয়া দিতেছে। এরূপ স্বাধীনতা আপাত দৃষ্টিতে সুন্দরী, মনোমোহিনী হইতে পারে—আমাদের সাময়িক লোভের উত্তেজনা জাগাইয়া দিতে পারে, কিন্তু এ যে ব্যভিচারিণী—চপলা—চঞ্চলা। এ ব্যভিচারিণী—চপলা ত' আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি নহে—ব্যভিচারিণী ত' আমাদের বরণীয়া, পূজনীয়া নহে। এ যে 'অমা'—পৌর্ণমাসী নহে—এ যে অলক্ষ্মী—লক্ষ্মী ত' নহে—এ যে বিকৃতি—অবিকৃতা সুন্দরী ত' নহে।

চেতনের ধর্ম্ম—শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম—আত্মার ধর্ম্ম আমা-দিগকে অবিকৃতা স্বতন্ত্রতা—শাশ্বতী স্বাধীনতা—অব্যভি-চারিণী স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর সন্ধান দেন। ভারতবর্ষ চিরদিনই সেই স্বাধীনতার সামগান গাহিয়াছেন—সেই স্বাধীনতার

উদ্ধান ভারতকে যদি আবার উজ্জীবিত করে, তবেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলাদলি, বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিবে, অচলনা স্বাধীনতা লক্ষ্মী ঘরে ঘরে বরণীয়া, বন্দনীয়া হইয়া সকলকে প্রকৃত সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিবে; ইহা রাজনৈতিকের স্বপ্ন নহে—অবাস্তব-তত্ত্ব মাত্র নহে—কবির কল্পনা নহে; পরন্তু ইহাই বাস্তব সত্য—ইহাই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায়; অপর উপায়-গুলি আপাত উত্তেজক হইলেও পরিণামে তাহা অবাস্তব কল্পনা বা আকাশ-কুসুমে পরিণত—ইহা ইতিহাস, প্রত্যেক অভিজ্ঞতা প্রতি মুহূর্তে শিক্ষা দিয়াছে, দিতেছে ও দিবে। তথাপি মহামায়ার রাজ্যে তাহার মরণ কাঠি, জীবন কাঠির এমনই প্রভাব যে, মহামায়া তাহার 'মরণকাঠি' ছোঁয়াইয়া আমাদিগকে এমন করিয়া আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখিবার জন্য ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে, কখনও বা তাহার জীবনকাঠি ছোঁয়াইয়া একটুকু জীবন্মৃত করিয়া এমনভাবে জগতের বৈচিত্র্য দেখাইতেছে যে, আমরা মনে করিতেছি, বেশ আছি। ইহাই বাস্তবতা। অবাস্তবতাই আমাদের কাছে 'বাস্তবতা' বলিয়া মনে হইতেছে, আর সত্য সত্য পরম-বাস্তবতা—যাহা একমাত্র বাস্তবতা, তাহাই আমাদের কাছে অবাস্তবতা—অসত্যতা—দার্শনিকের তত্ত্বচিন্তা—বিকৃতমস্তিষ্কের কল্পনা। মহামায়ার ক্রীড়নক হইয়া আমরা অবিকারকে বিকার, আর বিকারকে অবিকার ভাবিতেছি। আর কি কেহ আমাদিগকে অবিকৃতা অচঞ্চলা স্বাধীনতার সরলা সরণীর সন্ধান প্রদান করিয়া মৃত্যুর রাজ্য হইতে লইয়া যাইবেন না? অয়ে ঐ শোন! যুগে যুগে স্বাধীনতার সম্রাট যিনি, সেই বিশ্বম্ভর বিশ্বম্ভরা এই শাশ্বত স্বাধীনতা-সম্বন্ধি বিতরণের জন্য তাঁহার চিহ্নিত আপনজনকে পাঠাইয়া থাকেন, যাঁহার এক একটী চেতনময়ী বাণী এক একটী মহাযুগ রচনা করে—যে বৈকুণ্ঠ-দূতের এক একটী কীর্ত্তনাস্ত্র-প্রক্ষেপে জগতের চিন্তাধারায় মহাবিপ্লব ঘটায়।

সমসাময়িক জগৎ বলিবে, বর্ত্তমানে জগতে যে চিন্তা-স্রোত বহিয়াছে, তাহাতে যদি তোমরা যোগদান না কর, অন্ততঃ তোমাদের ধর্ম্মের ধরণটা সেই স্রোতের রঙে রঙাইয়া না লও, তাহা হইলে তোমাদের 'সেকেলেমী', 'গোঁড়ামী', 'সাম্প্রদায়িকতা' লইয়া তোমরা দু' চারজনই থাক, আমাদের অনুগ্রহ আর পাবে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, 'ধর্ম্ম' অর্থে যাহা ধারণ করে, যাহা সকলের আশ্রয়। জড়ের সকল জিনিষই পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া, অধিক কি 'জগৎ' শব্দটীই যখন পরিবর্ত্তনতাবাচক, তখন জড়ের ধর্ম্ম বা জগতের ধর্ম্মও পরিবর্ত্তনতা-ধর্ম্মযুক্ত; কিন্তু চেতনের ধর্ম্ম অর্থাৎ চেতনকে যাহা ধারণ করে, আর চেতন যাহাকে ধরিয়া থাকেন, সেইরূপ ধর্ম্মে চঞ্চলতা নাই—অসহিষ্ণুতা নাই। চেতনের ধর্ম্মে যিনি উদ্বুদ্ধ—চেতনকে যিনি ধারণ করিয়াছেন এবং চেতন যাঁহাকে ধারণ করিয়া-ছেন, সেখানে জগতের—পরিবর্ত্তনতার—চঞ্চলতার স্রোতে বিচলিত বা অসহিষ্ণু হইবার কিম্বা ভাসিয়া যাইবার অবকাশ নাই। সেখানে অবিচলতা, সহিষ্ণুতা। জগতে—পরিবর্ত্তন-শীল ধর্ম্মযুক্ত রাজ্যে কত কত রক্তাঘাত বহিয়া যাইতেছে—কত স্রোত আসিতেছে, যাইতেছে—কত গ্রহ-নক্ষত্র খসিয়া পড়িতেছে, আবার উঠিতেছে—কত প্রলয়-মহাপ্রলয়—যুগ-যুগান্তর সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু চেতনকে যিনি ধরিয়াছেন, আর চেতন যাঁহাকে ধরিয়াছেন, সেখানে অভিনতা অচঞ্চলতা, ধীরতা, সহিষ্ণুতা।

নিখিল চেতনের সম্রাট যিনি, সেই বিশ্বম্ভর শ্রীচৈতন্যদেব যে যুগে আসার—চেতনের ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, তাঁহার সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যা-লোচনা করুন। গোস্বামিগণ যে সময় চেতনের ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন,—শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে সময় চেতনের ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতে-ছিলেন,সেই সময়ে রাজনৈতিক গগন কিরূপ ঘুর্যাদিত,কিরূপ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ছিল, তাহা পর্য্যালোচনা করুন,—গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ প্রভৃতির সময় পাশ্চিমদেশে তৃতীয় যুদ্ধ জগতের লোকহৃদয়ে কিরূপ আতঙ্ক আনিয়াছিল, তখন রাজনৈতিক আকাশ কিরূপ ভয়াবহ ছিল, অথচ তাঁহারা সেই সমসাময়িক জগতের চিন্তাস্রোতে,—উল্লাসে—উত্তেজনায়—রঙ্গিন নেশায় কোনও প্রকারে বিচলিত, উত্তেজিত বা অভিভূত না হইয়া তাঁহাদের অবিমিশ্রচেতনের ধর্ম্মকে কোনও প্রকারে মিশ্র জগতের কথার ভিতরে না মিশাইয়া, শাশ্বতী স্বাধীনতা —পরিপূর্ণ চিৎ স্বাধীনতার বাণী জগৎকে বিলাইয়াছিলেন। জগতের সকল লোক বিচলিত হইলেও তাঁহারা সম্পূর্ণ অবিচলিত, সহিষ্ণু থাকিয়া চেতনের বাণী প্রচার করিয়া-

ছিলেন। যে সকল লোক অকৃত্রিম পূর্ণ স্বাধীনতার প্রার্থী ছিলেন,তাঁহারা লোকোত্তর আচার্য্যদেবের চেতনময়ী বাণী কর্ণে ধারণ করিয়াছিলেন, আর যাঁহারা সকল অপূর্ণ স্বাধীনতা —বিকৃত স্বাধীনতা বা স্বাধীনতার মরীচিকার ছবিতে ভ্রান্ত হইতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা চেতনের কথাকে অন্যরূপ ভাবিয়াছিলেন। যাহাতে বিশ্বমানবের—বিশ্বচেতনের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হয়, সেই চেতনের ধর্ম্মই কি "গৌড়ীয়ের ধর্ম্ম"? "সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম?" আর যাহা কোন বিশেষ দেশ, স্থান, বিশেষ কাল, বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের তাৎকালিক ভোগের সহিত বিজড়িত, যাহাতে দলাদলি—একের সুবিধায় অন্যের অসুবিধা—একের অধিকারে অন্যের অধিকারের ব্যাঘাত হয়, তাহাই কি সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম? আমরা মোহিনীর মোহমন্ত্রে এমনি মুগ্ধ যে, মানুষ হইয়াও—বিচারকের আসনের দাবী করিয়াও কাষাকালে ঠিকে ভুল করি—মুক্ত-গ্রন্থি মঙ্কটে বাঁধিতে যাই, আর তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি মারামারি করি। আজ সমসাময়িক জগদ্বৈচিত্র্যের একটী কথার দিগ্‌দর্শন করা হইল মাত্র। জগন্নাথ তাঁহার বাহ্য অঙ্গের হেয় বিক্রম-প্রভাব হইতে উদ্ধার করিয়া কবে তাঁহার অন্তর অঙ্গের উপাদেয় বিক্রম-বৈচিত্র্য-দর্শনে শক্তি প্রদান করিবেন? কবে বিকৃত স্বতন্ত্রতার গোলাম না হইয়া মন্ত্রাথ জগন্নাথ জগদ্গুরুর আনুগত্য করিতে শিখিব—অবিকৃত স্বাধীনতা মন্ত্রশিরস্ত্র করিয়া লইব?

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

[স্থান—শিলং. এম্ হিল্; সভাপতি শ্রীযুক্ত পরমেন্দু নারায়ণ রায় এম্, এ, প্রাক্তন মহোদয়ের বাংলো।

কাল—৩রা কার্ত্তিক (১৩৫৪), ২০শে অক্টোবর (১৯৪৮) শনিবার, অপরাহ্ণ।

উপস্থিত—প্রাক্তন কুমার মহোদয় স্বয়ং, আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ ভক্তিবিদ্যাপূর্ণ বিষ্ণুমহারাজ; শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনিতাভ সান্যাল এম্, এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী এম্, এ, বি, এল; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার সেন, আসামের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি সোলিসিটার জেনারেল, আসাম ও বেঙ্গল; শ্রীযুক্ত কে, এম্, সিংহ এম্, এ, বি, এল প্রভৃতি]

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

শ্রীগৌরসুন্দর মানবের মঙ্গলের জন্য বেদশাস্ত্রের তাৎপর্য্য —'সম্বন্ধ,' 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজনে'র বিচার করেছেন। চরমবস্তুজ্ঞানের একমাত্র সেতু পরাৎপর, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। যে কালে আমরা বুঝতে পারি নাই, সে কাল পর্য্যন্ত মনে হয়েছিল,তিনি একজন ভক্ত বা অন্যান্য মহাপুরুষের অন্যতম কিংবা একজন আচার্য্য বিশেষ, ধর্ম্মপ্রচারক মাত্র; কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গ শ্রীরূপপাদ বলেন,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই—শ্রীকৃষ্ণ; পরমেশ্বর-বস্তু, তিনিই সকলের মূল আশ্রয়। তিনি সচ্চিদানন্দ বস্তু, ঐতিহাসিক বা পরিণামশীল কোনও বস্তুবিশেষ ন'ন। তিনি নিত্যকাল সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি কালের অভ্যন্তরে আবির্ভূত ন'ন, কালের অধীন ন'ন, তিনি কালের পূর্ব্বে ছিলেন, কালের অভ্যন্তরে তিনি আছেন, কালের পরেও তিনিই থাকবেন। তিনি সকল কারণের কারণ-বস্তু। তাঁ'র নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, তাঁ'র রূপ—গৌরকান্তি, তাঁ'র গুণ—মহাবদান্যতা, তাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান, তাঁ'র স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণ। জগতে যে দান পাওয়া যায় না, যা' অন্যত্র সম্ভব হয় না, সেই দানের প্রকৃষ্টরূপে একমাত্র দাতা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁ'র মহাবদান্যতা গুণের বিষয়ই আমাদের আলোচ্য।

যখন বস্তুর একত্ব থাকে, তখন সম্বন্ধ ব'লে কোনও শব্দের আবশ্যকতা থাকে না। বস্তুর বৈচিত্র্য বা একের-অধিক হ'লেই 'সম্বন্ধ' শব্দের প্রয়োগ হয়।

পরাৎপর বস্তুর সহিত দৃশ্য জগতের কি সম্বন্ধ, সেই পরাৎপর বস্তুটী কি? সর্ব্বাত্মকরূপে শরণাগত হ'লে জীব জানতে পারেন যে, সেই বস্তু—শ্রীকৃষ্ণ। সকল বস্তুই কারণ-

চেতনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা ও ব্রহ্মেরও মূল আকর বস্তু; ইহা যিনি বিশেষ ক'রে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—স্বয়ং কৃষ্ণ। কৃষ্ণের সহিত বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না, এমন কি, অনস্তিত্বও কৃষ্ণের আকর্ষণ ব্যতীত থাকতে পারে না।

এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর সম্বন্ধ নির্ণীত হবার পর তা'দের পরস্পর কৃত্য স্থির হয়।

ভক্তি—জীবাত্মার ধর্ম্ম। একমাত্র বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র-চেতন, পরম নির্ম্মল আত্মার (জীবাত্মার) নিত্য সেবা—কৃষ্ণবস্তু। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই সাধারণ বিচারে 'পরমাত্মা' ব'লে উক্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ পরমব্রহ্ম; "বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম।" কৃষ্ণ অপেক্ষা বৃহদ্বস্তু আর নাই, তিনি অসমোর্দ্ধতত্ত্ব "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।" কৃষ্ণ—ভজনীয় বস্তু, জীব—ভজনকারী বস্তু; উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়া 'ভজন'।

সম্বন্ধ জানার পর ক্রিয়া; যেমন ঘড়ি দেখ্‌লাম ক'টা বেজেছে; সে সময়ে আমার কি কৃত্য আছে, তা' জেনে সেই সময়ের আবশ্যক কার্য্য করলাম। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পর 'ব্রহ্ম' নিরূপিত হ'লে—ব্রহ্মের সঙ্গে আমার 'সম্বন্ধ' জান্‌লে, তাঁর প্রতি আমার কি কৃত্য আছে, সেই কৃত্য কর্‌তে হবে।

মানবজাতির বিচার তিন ভাগে বিভক্ত—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। গীতাশাস্ত্রে এই ত্রিবিধ বিচারের কথা আছে। গীতার আদর সর্ব্বত্র। গীতার পঠন-পাঠন সর্ব্বত্র হ'লেও 'প্রণিপাত,' 'পরিপ্রশ্ন' ও 'সেবা'—গীতার তাবার যে তিনটী বৃত্তি গীতার তাৎপর্য্যোপলব্ধির প্রবেশ-পথের ভূমিকাস্বরূপ, সেই বৃত্তিত্রয়ের অভাবে আমরা অনেকেই গীতার প্রকৃত উদ্দেশ্য ধর্‌তে পারি না—গীতার অর্থকে আমাদের মনগড়া ক'রে নিয়ে এক এক জন এক এক মতবাদ বা চিদ্ভ্রমবিবর্ত্তবাদের সঙ্কীর্ণতা ও বিমুগ্ধতা এনে ফেলি।

গীতাশাস্ত্রে কর্ম্মবিষয়ে ছয়টী অধ্যায়, ভক্তিবিষয়ে ছয়টী অধ্যায়, আর জ্ঞান-সম্বন্ধে ছয়টী অধ্যায় রয়েছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান—দু'টী মণ্ডাটের মত, তা'র মধ্যে প্রয়—প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয় বা শ্রীগীতার উদ্দিষ্ট বিষয়—সারাংশ। যেমন দু'টো খোসার ভিতরে শস্য, কিম্বা শিশির ভিতরে ঔষধ অথবা খামের মধ্যে চিঠি।

কেহ মনে করেন, কর্ম্মবীর হওয়াই বাঞ্ছনীয়; কেহ বা মনে করেন, জ্ঞানবীর হওয়াই ভাল; আবার কেহ কেহ বিচার করেন, পুণ্যকর্ত্তা বা ভগবদ্ভক্তই আমাদের মুখ্য। অনেকে গীতা পাঠ ক'রে বলেন,—"গীতায় কর্ম্মের বিচারেরই প্রাধান্য র'য়েছে"; কেহ গীতা পাঠ ক'রে বলেন,—"গীতায় জ্ঞানবীর হওয়ার উপদেশ রয়েছে"; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত সম্প্রদায় গীতা-শাস্ত্রবিচারে জানেন যে, শ্রীগীতায় সর্ব্বত্র ভক্তির বিচারই র'য়েছে; কর্ম্ম-জ্ঞানাদি ও ভক্তির আনুগত্য পরিহার ক'রে স্বতন্ত্রভাবে চল্‌লে কর্ম্মবন্ধন ও জ্ঞানবন্ধন উৎপাদন ক'রে জীবের ঔপাধিক বিচারের প্রবলতা ঘটায়।

কর্ত্তার বৃত্তি-দ্বারা ক্রিয়মাণ ব্যাপারই—কর্ম্ম। কর্ত্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তি যে যে কর্ম্ম করেন, তাহা তাঁহার বন্ধনের হেতু।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

যিনি বিচার-ভ্রান্ত, তাঁ'রই "আমি কর্ত্তা"—এইরূপ অভিমান; তিনি 'বিমূঢ়'। শ্রীচৈতন্যদেব বিমূঢ় লোকদের জন্য ব'লেছেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

তৃণাদপি সুনীচ হও—কর্ত্তৃত্বাভিমান আদৌ থাকবে না। কর্ম্মী একটী 'ভোগী' সেজে ব'সে থাকেন, তিনি জানেন না যে, প্রকৃতি-উপাদানেই কর্ম্মসমূহ সাধিত হয়। কর্ম্ম আর কিছুই নয়—পরের জিনিষ নিয়ে ঘরসাজানী করা মাত্র। কর্ত্তার কর্ম্মের কালপ্রসর কতক্ষণ থাকতে পারে? ঘড়ি ধ'রে যদি দেখ যায়, তা' হ'লেও বুঝ্‌তে পারা যায়। তাই গীতা ব'লেছেন,—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি"। চন্দ্রের কলা যেমন বৃদ্ধি হ'য়ে আবার ক্ষয় হ'তে থাকে—ক্ষয় হ'তে হ'তে অমাতে উপস্থিত হয়, কর্ম্মের অনুষ্ঠান নিয়ে যাঁরা বড়াই করেন, তাঁ'দের অবস্থাও তেম্নি। ঠাকুর মহাশয় এইরূপ বলেছেন,—

"কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবলি বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।

নানা যোনি লভ্য ক্রিয়ে, কর্ম্মফল ভক্ষণ করে,
তা'র ক্রম অধঃপাতে যায় ॥"

অর্থাৎ ঠাকুর মশায়—যিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে, বক্ষে, মস্তকে পাদুকার বস্তু—ব্রাহ্মণগণের ও সন্ন্যাসীর ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ যাঁকে অনুক্ষণ নিজ স্কন্ধে, মস্তকে রাখেন, সেই ঠাকুর মশায় জগতে "হরিনাম-সুনীতি" শিক্ষা দিবার জন্য ব্রাহ্মণানুগ কুলে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। বেদান্তের চরম পরম কথা—বহু শাস্ত্রের তাৎপর্য্য—যার সিদ্ধান্ত ঠাকুর মহাশয়ের ঐ সরল ত্রিপদীটীতে আছে। কর্ম্ম—"প্রাগ-ভাববদনাদি বিনাশি চ।" বৈকুণ্ঠে অবস্থিত জনগণের সেবাধর্ম্ম বিনাশশীল নহে—কৃষ্ণোপাসকগণের কর্ম্ম সাধারণ কর্ম্ম নহে। কর্ম্মকাণ্ডের সহিত ভক্তির এতদূর পার্থক্য—অন্ধকার ও আলোকের সহিত যেরূপ পার্থক্য, দুগ্ধের শ্বেত-বর্ণে ও চুনগোলার শ্বেতবর্ণে যেরূপ পার্থক্য, সেইরূপ। দুগ্ধের শ্বেত-বর্ণে শরীরের পুষ্টি, কৃষ্টি এবং ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, আর চুন-গোলার শ্বেতবর্ণে শরীর নষ্ট হয়। স্বর্গ ও কৈবল্যের ভোগ যেরূপ, ভক্তি ও কর্ম্মের সাদৃশ্যও সেইরূপ।

সেবা 'সেব্-ধাতু'—আত্মনেপদের একটী ধাতু। ভক্তিটী একটী ক্রিয়া। নিষ্কপট হরিজনপরায়ণ পুরুষ বা ভগবদ্ভক্ত প্রসাদ সেবা করেন—ভোগ করেন না। আর ভাত-ডাল খায়—ভোগী। ভাত-ডাল খাওয়াটা কর্ম্ম। ভগবদ্ভক্তের প্রসাদ সম্মান দৃষ্টিতে কর্ম্মেরই মত দেখ্‌তে পাওয়া গেলেও তাঁর দেহ-প্রাণ-আত্মা ভগবৎ-সেবার্থে সমর্পিত ব'লে সেটা 'কর্ম্ম' নয়, 'সেবা'। মনোধর্ম্মিগণ ভজনীয় বস্তু ও ভজনকারীর স্বরূপ-নির্ণয়ে অসমর্থ হ'য়ে ভক্তিকে কর্ম্মের সহিত এক মনে করেন।

ভগবদ্ভক্ত—নৈষ্কর্ম্মবাদী। তাঁরা কর্ম্মের ধার দিয়েও যান না। ছুটো হাঁড়িতে গন্ধবৎ রাখার ন্যায় কর্ম্মফলের দশা হয়। ঘড়ির দম বা ছেলেদের খেল্‌নার ইঞ্জিনের দমের ন্যায়, চার্জ্জ করা ব্যাটারির মত কর্ম্মের ফল। কর্ম্ম অপূর্ণ-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

গীতা ব'লেছেন—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্ম-সঙ্গিনাম্"। কর্ম্মিগণ—অজ্ঞান। চঞ্চল বা ক্রীড়ামোদী বালককে যদি খেলাধূলো ছাড়িয়ে স্কুলে পাঠান যায়, তা' হলে যেমন সে সন্তুষ্ট হয় না, বৈদ্য রোগীকে কুপথ্য খেতে নিষেধ আর তিক্ত ঔষধ খেতে উপদেশ করে রোগীর যেমন তা'তে সুখ হয় না; চঞ্চল বালক স্কুল থেকে পালিয়ে খেলাধূলো ক'রেই সময় কাটাতে চায়, আর রোগীও কুপথ্যই খেতে চায়, প্রেয়ঃকামী অজ্ঞানকর্ম্মসঙ্গী কর্ম্মি-সম্প্রদায়ও সেইরূপ কুপথ্যই চায়। কর্ম্মীকে paradise, বেহেস্ত, স্বর্গ হ'তে বঞ্চিত কর্ত্তে চাইলে সে তা' বুঝবে না। প্রেয়ঃকামীকে শ্রেয়ঃ কথা বল্লে সে তা' বুঝ্‌বে না। সে মনে কর্‌বে, আমার অমঙ্গল কচ্ছে।

কতকগুলি কর্ম্মী মূর্খতাবশতঃ ভগবদ্ভক্তের ও ভগবদ্ভক্তির নিন্দা ক'রে থাকে, আর কতকগুলি কর্ম্মী জন্মজন্মান্তরে নরকভোগ কর্‌বার জন্যে ইচ্ছাবশতঃ ভগবদ্ভক্তের নিন্দা-কার্য্যে ধাবিত হয়। যেমন হরিতকী আর মিষ্টি, তেমনি শ্রেয়ঃ আর প্রেয়ঃ, ভক্তি আর কর্ম্ম। হরিতকী আপাত কষায়, কিন্তু পরিণামে মুক্তিপ্রসবকারী—মঙ্গলকারী; কিন্তু মিষ্টি আপাত সুখবোধক, পরিণামে কৃমি ও উদরাময়-বৃদ্ধিকারী।

জীবাত্মার স্বার্থ—একমাত্র কৃষ্ণসেবা। যাঁরা ভ্রান্ত, যাঁরা অপস্বার্থকে 'স্বার্থ' মনে করে, তাঁরাই প্রেয়ঃপথাবলম্বী হ'য়ে শ্রেয়ঃপথাবলম্বীকে শত্রু মনে ক'রে থাকে। যখন কেহ কৃষ্ণভজনে মনোনিবেশ-কর্ত্তে অগ্রসর হন, সত্যি সত্যি শ্রেয়ঃপথে চল্‌বার জন্য উন্মুখ হন, তখন জগতের সৎকর্ম্মী, কুকর্ম্মী, বিকর্ম্মী, দেবতাগণ পর্য্যন্ত সকলে তাঁ'কে বাধা দেন।

আমরা গীতার তৃতীয় ষট্‌কে জ্ঞানের কথা পাই। জ্ঞানের অপব্যবহারে আমাদিগকে বিবর্ত্তবাদী ক'রে দেয়। প্রকৃত প্রস্তাবে "দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।" সূক্ষ্মদেহ মাতাপিতা হ'তে পাওয়া যায়, সূক্ষ্মদেহ নষ্ট হ'য়ে গেলেও সূক্ষ্মদেহ কর্ম্মের প্রবৃত্তি বা বাসনা অনুসারে অন্যত্র গমন করে—ঘুরে' ঘুরে' বেড়ায়, আবার বাসনানুযায়ী সূক্ষ্মদেহ গ্রহণ করে। যোষিৎসঙ্গী হ'লে যোষিৎ-চিন্তা কর্ত্তে কর্ত্তে জীব মাতৃযুক্তিতে গিয়ে প্রবিষ্ট হয়।

বিষয়—এক কৃষ্ণ—অধয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন, আর আশ্রয়—পাঁচ প্রকার। বিষয়ের অবয়ব আর আশ্রয়ের বহুত্ব। বস্তু—একটী, তিনি—ব্রজেন্দ্রনন্দন; তিনি স্বয়ং-রূপ। বাইরের কোনরূপ তাঁর রূপ প্রকাশ করে নাই বা করতে পারে না; তিনি নিরুপাধিকস্বরূপ,—যত রূপ তাঁর থেকে নির্গত—তিনি মূল বস্তু—সর্ব্বকারণ-কারণ।

বলদেব—স্বয়ংপ্রকাশ। বলদেব প্রভুও সেই জিনিষ, নারায়ণও সেই জিনিষ—কারণার্ণবশায়ীও সেই জিনিষ। মায়ার অন্তর্গত বস্তুতে যেরূপ ভেদ কল্পিত হয়, বলদেব ও কৃষ্ণে, নারায়ণে ও কৃষ্ণে সেরূপ কোন ভেদ নাই। কৃষ্ণ ও রাম-নৃসিংহাদিতে কোন ভেদ নাই—বস্তুগত কোন ভেদ নাই, কেবল লীলাগত বিচিত্রতা আছে মাত্র। মধুররসে পরতমতা, তাহা কেবল কৃষ্ণপাদপদ্মে আবদ্ধ। বৈকুণ্ঠে সার্ষ্টিস্থিত হয়।

বর্ত্তমান কালে 'ভক্তি' কর্ম্মাদির অন্যতম বিষয়রূপে কল্পিত বা গৃহীত হচ্ছে। যাঁরা ভক্তির বাহক বা 'ভক্ত' ব'লে মনে করেন, তাঁদেরও বিচার মনঃকল্পিতা ভাবনাময়ী হলুতে অষ্টকাল স্মরণ (?) বা ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেই অর্চ্চনময়ী 'ভক্তি' হোলো। আত্মার বৃত্তি উন্মেষিত না হ'লে ভক্তি বুঝা যাবে না।

সাধারণ নৈতিক জগতের সমাজ দরিদ্রের বিবাহ দিয়ে দেওয়া—অন্নবস্ত্রের সংস্থান ক'রে দেওয়া—রোগীর সেবা করা প্রকৃতিকেই খুব বড় মনে করেন। 'ভক্তি' এরূপ শ্রেণীর বিষয় নহে—'ভক্তি' প্রতিবাদের বিষয় নহে—তাহা বাস্তব সত্য। ঐ সকল বিপদ হ'তে অর্থাৎ কর্ম্মাগ্রহিতা, জ্ঞানাগ্রহিতা, অন্যাভিলাষ প্রভৃতি হ'তে রক্ষা করেছেন আমাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দর। যাঁরা নিরপেক্ষ হ'য়ে comparitive study (তুলনামূলক অধ্যয়ন বা আলোচনা) করেন, তাঁরা ভক্তিকেই 'অভিধেয়' বিচার করেন। স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে কর্ম্মের ফল লাভ হয়, আর চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের গণ্ডির ভিতরে সে ফলটা মাত্র প্রযুক্ত হয়; আত্মার তাহা লাভ হয় না—নিত্য ধামে তাহা পাওয়া যায় না। একমাত্র ভক্তির দ্বারা জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, তপাদির সব ফল না চাইলেও আনুষঙ্গিকভাবে অনায়াসে উহা লাভ হয়।

ভগবদ্‌বিমুখ অনুচানমানি-সম্প্রদায়কে মোহন করবার জন্য শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য যে বেদান্তের ভাষ্য ক'রেছেন, তা' পাঠ ক'রে আত্মরক্ষাকারি-সম্প্রদায় জগৎ 'সত্য'-জ্ঞান, 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন'কে বিচ্যুত হয়। সত্যজ্ঞানই শুদ্ধ জ্ঞান—প্রকৃত জ্ঞান; নির্ভেদ জ্ঞান—সত্য-জ্ঞান বা শুদ্ধজ্ঞানের বিকৃত অবস্থা, সর্ব্বনাশকারী। ব্রহ্মসূত্রে "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা"—সূত্রের 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ 'বিষ্ণু' নিঃসন্দিগ্ধভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বিষ্ণুকে সেবা কর্ত্তে হ'লে আত্মার দ্বারা সেবা কর্ত্তে হবে। বিষ্ণু প্রাকৃত বস্তু ন'ন; বিষ্ণুকে ইতর দেবতা-সামান্যে দেখ্‌তে হ'বে না, ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেব এ কথা পুনঃ পুনঃ বলেছেন,—

"বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্ন্যস্য বা নারকী সঃ।"

বাহ্যদর্শনটী 'বিষ্ণু' নহেন, তাহা বিষ্ণুমায়া—প্রকৃতি—যোষা। যা' আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর, সে সকলই যোষা বা প্রকৃতি, আর বিষ্ণু—সর্ব্ব যোষার অধিপতি—মায়াধীশ। মায়া তাঁর বাহ্য অঙ্গের বিক্ষবিশেষ। উত্তরভারতের পাশ্চাত্য দেশের কোন উচ্চপদস্থ লোক একবার বাংলাদেশে ডাবের উচ্চ প্রশংসা শুনে বাজার থেকে ডাব আনিয়েছিলেন। বৈকালে অফিস থেকে আস্‌বার সময়ই পথে ভাব্‌তে ভাব্‌তে আস্‌ছেন, আজ বাসায় পৌঁছেই সর্ব্বাগ্রে ডাব খেতে হবে। বাড়ী গা' দিয়েই ভদ্রলোকটী কাউকে কিছু না ব'লে বুড়ি থেকে ডাবটী নিয়ে মুখ দিয়ে কামড়াতে আরম্ভ ক'রেছেন—কামড়াতে কামড়াতে মুখ দিয়ে অজস্র রক্তস্রাব! ডাব খেয়ে পরিশ্রান্তি, পিপাসা, ক্ষুধা-নিবারণ দূরে যা'ক্, বাবু বাপ বাপ আর কি! চীৎকার শুনে বাড়ীর ভেতর থেকে মেয়েরা, ছেলেপিলে এসে দেখেন যে, ডাব খেতে গিয়ে বাড়ীর কর্ত্তা একবারে মৃতাধু-প্রায় হ'য়ে পড়েছেন। তখন ডাক্তার ডাকাডাকি—হাঁকাহাঁকি, ডাক্তার এসে ঔষধ প্রয়োগ—bandage কত কি ব্যাপার! কাজেই খোসাকে—বাহ্য চেহারাটাকে—প্রকৃতিকে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়বিশেষ বা নির্ব্বিশেষভোগ্য পদার্থটাকেই যা'রা 'বিষ্ণু' ব'লে ভ্রান্ত হয়, তা'রা কখনও বিষ্ণুকে দেখ্‌তে পেলে না—বিষ্ণুর সেবা কর্ত্তে পার্‌লে না, অধিকন্তু ক্লেশ—ত্রিতাপ ভোগ কর্ত্তে থাক্‌লো। ডাকঘরের চিঠি বিলি করবার পিয়ন যদি বলে,—"আমি যখন চিঠি বিলি কচ্ছি—যাদিই যখন চিঠির দাতা,—চিঠি নিয়ে নাড়া-চাড়া কচ্ছি, চিঠির ওপরটা দেখেছি—তখন খামের ভেতরকার লেখাগুলিও আমার দেখা হ'য়ে গিয়েছে", এরূপ পিয়নের কথাগুলি যেরূপ, বিষ্ণুর বাহ্য অঙ্গ অর্থাৎ জগৎ দর্শন ক'রে—প্রকৃতিকে—যোষাকে—ভোগ্য বস্তুকে যা'রা বিষ্ণু' বল্‌তে চা'ন, তা'দের কথাগুলিও সেইরূপ, নির্ভেদ জ্ঞানীর বিচারও সেইরূপ; দূর হ'তে দেখেই বস্তু সব দেখে ফেলেছি, সব জান্‌তে পেরেছি, জ্ঞানী হ'য়েছি', মুক্ত হ'য়েছি, ইত্যাদি।

"জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

যোগী আংশিক দেখ্‌তে পায় বা না পায়, তা'তেই মনে করে আমার সবটা দেখা হ'য়েছে। ভক্ত পরমবস্তুর সর্ব্বাংশ দেখ্‌তে পান—সম্মুখে গিয়েও কৃষ্ণের নিরন্তর সেবা করেন। (ক্রমশঃ)

আমার দুর্দ্দৈব—"প্রয়াস"

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরীপাদ লিখিত)

ভক্তিবিরোধিচেষ্টা বা বিষয়োদ্যমের নামই 'প্রয়াস'। চৈতন্য শ্রীচরিতামৃত তাহার লিখিয়াছেন,—

প্রাকৃত বস্তুর আগে ভোগে যার মন।
প্রয়াসী তাহার নাম ভক্তিহীন জন॥

দেখা যায়, মানুষ মাত্রেরই, কেবল মানুষ কেন, সমস্ত জীবেরই উদ্যম আছে। উদ্যম ছাড়া কাহাকেও দেখা যায় না। ঐ যে বিষ্ঠার কৃমি,সেও বিষ্ঠাগর্ত্তে ছুটাছুটী করিতেছে; পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এক গর্ত্ত হইতে আর একগর্ত্তে যাইতেছে; শূকর বিষ্ঠা ভোজনের জন্য ছুটিতেছে; গর্দ্দভ তার বহন করিয়া যাইতেছে; কুক্কুর কখনও প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়া ঘেউ ঘেউ করিতেছে, কখনও বা বিষ্ঠা-ভোজনের জন্য চলিতেছে, আবার সময় সময় কুক্কুরীর পেছনে ঘোড়াইয়া ত্রৈণ-খ্যাতিকে বলিতেছে,—"দেখ, দেখ, তোমারও এই দুর্গতি!—তুমিও স্ত্রীর ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া আছ,—তোমার আর স্বাধীনতা নাই—ষোল আনা উদ্যম তাহার প্রীতির জন্যই চালিয়া দিয়াছ! তাই বলি, তোমার এখন আর মনুষ্যত্ব নাই,—তুমি মানুষ বলিয়া আর বড়াই করিতে পার না। তুমি যে আমা অপেক্ষাও অধম হইয়া পড়িয়াছ—মনুষ্য-জন্মে বিশেষতই যে হরিভজনাধিকার, তাহা হইতেই তুমি বঞ্চিত হইয়াছ।" এইরূপে বহুপ্রাণী বহুবিধ প্রয়াস করিতেছে,—মনুষ্যকিকা দিবারাত্রি চেষ্টা করিয়া নিজের ও স্ত্রী-পুত্রের জন্য মোটাকে মনুষ্যকর করিতেছে, কিন্তু হঠাৎ কোন ব্যক্তি আসিয়া তাহার সব আশা-ভরসা একবারে নিড়াইয়া-বইয়া যাইতেছে; কখনও বা তাহার অত সাধের সুদৃশ্য বাসস্থানটী নষ্ট করিতেছে; কখনও বা সবান্ধবে তাহার প্রাণবিনাশ করিতেছে—তখন ঐ মক্ষিকা ভন্ ভন্ করিয়া বলিতেছে,—"হে বিধাতা, সাবধান হও, সাবধান হও, আমার দুর্গতি দেখিয়া এখনও সাবধান হও! তোমার ঐ বিরোদ্যম কা'র জন্য? তুমি চব্বিশ ঘণ্টা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিতেছ, তাহার পরিণাম কি একবারও চিন্তা করিবে না? ঐ দেখ, চোর-দস্যু তোমার জন্য প্রস্তুত হইতেছে—একরাত্রেই তোমার সব সুখ মিটাইয়া দিবে—একটী পয়সাও তোমার জন্য রাখিয়া যাইবে না—তোমার প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি বলাৎকার করিবে—প্রাণপম একমাত্র পুত্রের বুকে ছুরি বসাইবে—ঘরে আগুন লাগাইয়া দিবে! তাই বলি, আমার পরিণাম দেখিয়া সতর্ক হও—সঞ্চিত অর্থগুলি হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় লাগাইয়া যাও! তুমি মনুষ্য—তোমার হাঁসটী হারাইও না—"তোমার কনক ভোগের জনক,কনকের যারে সেবহ মাধব।" এই ধ্বনিটী কি তোমার কর্ণে প্রবেশ করিবে না? তোমার অর্থোপার্জ্জন-চেষ্টাটী দোষের নহে, তবে সংগৃহীত অর্থের ব্যবহারটী দোষের হইয়াছে!

কেহ স্বামিনীর জন্য প্রয়াস করিতেছেন, কেহ উদ্যমের সহিত কনক-সংগ্রহে লা' চালিয়া দিয়াছেন; কোন কোন ব্যক্তি প্রাণপণে প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন। অন্যাভিলাষীর স্ত্রী-পুত্র-অর্থাদির জন্য উদ্যম, কর্ম্মীর তপস্যা-ব্রতাদির চেষ্টা, জ্ঞানীর জ্ঞানাভ্যাসে উৎসাহ ও মিছা-ভক্তের কপট ভক্তির আড়ম্বর, সমস্তই ভক্তি-বিরোধিনী চেষ্টা; এই সকল উদ্যমের দ্বারা মানুষ ভক্তির বিপরীত পথে চালিত হয়।

তবে কি 'প্রয়াস' বলিয়া যে বৃত্তিটী, তাহা ছাড়িয়া দিতে হইবে? আমরা ধীরভাবে বিচার করিলে বুঝিতে পারিব যে, জীবমাত্রেরই উদ্যম থাকিবেই থাকিবে; তবে কখনও কৃষ্ণেতর বস্তুর জন্য উদ্যম, কখনও বা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে। যখন কৃষ্ণেতর বস্তুর জন্য উদ্যম হয়, তখন উহার নামই 'প্রয়াস',

আবার উহা কৃষ্ণের জন্য হইলে তাহাকে 'কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা' বলে। এখন দেখা যাউক,—কাহারও বা অনিত্য বস্তুর সেবায়, কাহারও বা নিত্যবস্তুর সেবায় কিম্বা এক ব্যক্তিরই কখনও বা সদ্‌বস্তুর জন্য, কখনও অসদ্‌বস্তুর জন্য প্রয়াস হয় কেন? জীবমাত্রেই চেতন বস্তু, সুতরাং একজাতীয় বস্তু হইয়া দুইটী বিপরীত দিকে গতি হয় কেন? তদুত্তর এই যে, চেতন-বস্তুমাত্রেরই 'স্বতন্ত্রতা' আছে; সে তাহার সদ্ব্যবহার করিতেও পারে কিম্বা অসদ্ব্যবহার করিতেও পারে। তবে যাহার যেরূপ সঙ্গ-লাভ হয়, তাহার "স্বতন্ত্রতা"টীর সেইরূপ ব্যবহার করিবার যোগ্যতা লাভ হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ অসৎ-সঙ্গ হইলেই বিষয়োন্মুখ হয় এবং কাহারও ভাগ্যক্রমে সাধু-সঙ্গ হইলে 'কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা' হইয়া থাকে। তবে অনেক সময় আমরা সাধুসঙ্গের অভিনয় করিয়াও অসৎসঙ্গ করিয়া থাকি। কেবল বাহিরে দেখিতে সাধুসঙ্গে থাকি মাত্র, কিন্তু জ্ঞাতভাবেই হউক বা অজ্ঞাতভাবেই হউক, অসতের সহিত সঙ্গ হইতে থাকে। সুতরাং ক্রমে ক্রমে অসৎসঙ্গের ফলটীও পাকিয়া উঠে। আমাদের সর্ব্বক্ষণের জন্যই এই ভাবিয়া সতর্ক থাকা উচিত যে, যাহাদিগকে অসৎ জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদের সহিত কোন-প্রকারেই সঙ্গ করিব না। এমন কি, মনে-মনে নিজেদের পূর্ব্বইতিহাসও একবারও চিন্তা করিব না। কারণ, মৈথীমায়া দুরত্যয়া; সেই মায়াদেবী সকল সময়েই নানা প্রকারে সজ্জিত হইয়া সর্ব্বনাশ করিবার জন্য আমাদের নিকট আসিতেছে, একটুকু ছিদ্র পাইলেই প্রবেশ করিয়া সর্ব্বনাশ করিবে। আমি যখন গৃহাশ্রমে থাকি, তখন পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি স্বজনগণের (স্বজনাখ্য-বস্তুর) প্রতিকূল আচরণ দেখিয়া তাহাদের সঙ্গ বর্জ্জনের ইচ্ছা করিলে মায়াদেবী আমাকে ভুলাইবার জন্য আমার সম্মুখে এক একটী মনোরম চিত্র আনিয়া দেখায়, তখন আমি মনোযোগের সহিত দেখিতে পাই যে,—তাহারা আর প্রতিকূল আচরণ করে না, বরং অনুকূল হইয়াছে; আমি যাহা বলিব, তাহারা সেইরূপ আচরণই করিবে বলিতেছে; এমন কি, প্রভুপাদের চরণাশ্রয় করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেছে। তখন আমি তাহাদের কপটতার কথা ভুলিয়া গিয়া পুনরায় অসৎসঙ্গে গা' ঢালিয়া দিই। কিন্তু তাহারা যে আমাকে ভোগ্য মনে করিয়া ভোগ করিবার চেষ্টা করিতেছে ও সঙ্গদোষে আমারও বুদ্ধির বিপর্য্যয় হওয়ায় আমি তাহাদিগকে ভোগের বস্তুরূপে দেখিয়া ভোগ করিবার জন্য যে ব্যস্ত হই এবং এইরূপে গৃহ-ব্রত হইয়া পড়ি, তাহা আদৌ বুঝিতে পারি না। আমার যখন ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাস-আশ্রমে থাকি, তখনও ঐ মায়া ছাড়ে না, নানা প্রকার তীব্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে থাকে। স্বজনাখ্য-বস্তুগণ শ্রীধাম-পরিক্রমার ছলে—সাধু সঙ্গের অছিলায় আসিয়া সব সময়ে উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকে, একটুকু সুযোগ পাইলেই দৃষ্টি পথে ও কর্ণরন্ধ্রে শাণিত অস্ত্র বিঁধিয়া দেয়—কখনও বা তাহারা দুই পয়সা কি চারি পয়সা মূল্যের বিষাক্ত পত্র মধ্যে মধ্যে প্রেরণ করে, দুই তিন দিন মধ্যেই তাহা আমার হস্তে আসিয়া পৌঁছে এবং সেই বিষ-মাখান সহস্রমুখী অস্ত্রটী আমার চক্ষু-দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা যায়—বিষক্রিয়ার ফলে অনাদি কৃষ্ণবৈমুখ্য-জনিত সুপ্ত ভুক্তিবিরোধী প্রধানটী জাগ্রত হইয়া উঠে। ভক্তির কণ্টক 'প্রধানে'র হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সর্ব্বক্ষণ সাধু-সঙ্গে থাকিয়া সতর্কতার সহিত শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে নিরন্তর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকা আবশ্যক এবং পূর্ব্বোক্ত অস্ত্রসমূহ যেন কোনপ্রকারেই আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে না পারে, সে বিষয়েও বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার।

আর একটী বস্তু হস্তী আছে, তাহা যাহাতে না আসে, সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা দরকার। সেটীর নাম বৈষ্ণবাপরাধ। বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা প্রাকৃতদর্শনে দেখিয়া অক্ষজ জ্ঞানের মাপ কাঠিতে মাপিতে গেলেই বসিতে হইবে। বৈষ্ণবঠাকুরগণ জীবশিক্ষার জন্য যে কোন লীলাভিনয় করুন না কেন, তাহার মর্ম্ম আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। উক্ত মত্ত হস্তী ভক্তিলতাকে ছিঁড়িয়া ফেলে, তখন আমার স্বরূপের স্বাভাবিক বৃত্তি 'কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা'র পরিবর্ত্তে বিষোন্মত্ত বা ভক্তিবিরোধী চেষ্টার উদয় হয়। তবে এখন উপায় কি? আমার দুর্দ্দৈব ঐ প্রধানের হাত হইতে উদ্ধারের ত' কোন উপায় দেখি না! আমি যে অপরাধী! হে বৈষ্ণব ঠাকুর! আপনারা অধোক্ষজবর্শী, আপনাদের অহৈতুকী কৃপাই একমাত্র ভরসা। নিরপরাধে অধম জনের অনন্ত অপরাধ যদি মার্জ্জনা করেন, তবেই এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাই। হে প্রভো! রক্ষা করুন! রক্ষা করুন!! রক্ষা করুন!!!

ব্যবসাদারের কপটতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের ২১শ সংখ্যার পর)

ভাই কপট ব্যবসাদার, তোমার কপটতা-ব্যবসা—কেবল তোমার পেট-পূজার জন্য; আর শ্রীগুরুকথিত "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন"—এই উপদেশ তোমার ব্যবসায়েরই ক্ষতিকারক। তুমি যদি কপট না হইতে, তাহা হইলে চতুর্ব্বর্ণপ্রধানী হইয়া স্বীয় উপাধির সম্বর্দ্ধন ও হেতুমূলে উপাধি নাশ করিবার প্রয়াস ছাড়িয়া দিতে। ভাই কপট, তোমার উপাধি ক্ষণভঙ্গুর বর্ম্মে এবং অনুপাদেয় রাজ্যে অবস্থিত হওয়ায় ভগবদ্ভক্তির কোন কথাই তুমি বুঝিতে পার না। যাহাতে ভগবানের সেবা হয়, তাহাও তোমার বিচারে তোমার উদরোপস্থ-চারণের ব্যাঘাত করায়। সেই জন্য তুমি ভগবান্ ও ভাগবতের বিরুদ্ধে কাচবিশিষ্ট। তোমার স্বরূপজ্ঞানের অভাবে তুমি যে বিপৎসঙ্কুল ব্যবসার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছ, ভগবান্ ও ভক্তের কার্য্যেও তুমি সেই নীতিই অবলম্বন করিয়া দোষ দিতে প্রস্তুত হইয়াছ। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব নবীনসন্ন্যাসীকে 'শ্রীরূপ', সাকর মল্লিককে 'শ্রীসনাতন', বিজয় আখরিয়াকে 'রঘুনাথ', শিবানন্দতনয় পরমানন্দকে 'কবিকর্ণপুর' প্রভৃতি ব্রহ্মচারীকে নৃসিংহানন্দ, পুণ্ডরীককে বিদ্যানিধি, প্রেমনিধি ও আচার্য্যনিধি প্রভৃতি নিত্যনাম প্রদান করিয়া তোমার কথিত নাম ও উপাধি বিতরণ-ব্যবসা করিয়া ফেলিয়াছেন। ওজন্য তোমার কপটতার হানি হইতেছে এবং নিজের উদরোপস্থ-চারণের ব্যাঘাত হইতেছে, বুঝা যাইতেছে।

মানুষ অবৈধভাবে পরদার-পরদ্রব্যাপহরণাভিপ্রায়ে কন্যা-জামাতার পরিপোষণার্থ শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রচারের ছলনায় মুদ্রাযন্ত্রাদি স্থাপন করিয়া তাহার উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে ইন্দ্রিয়তর্পণ করে, তুমি তাহা দেখিয়াই মনে করিয়াছ যে, ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তগণ—যাঁহারা ঐ প্রকার ব্যবসা করেন না এবং ভগবান্ ও ভক্তের নিত্যসেবনার্থ আপনাদিগকে উৎসর্গীকৃত করেন, তোমার ছলনাপূর্ণ ব্যবহারে তাঁহাদিগকে তোমার সহিত সমজাতীয় মনে করা আর নরকে ডুবিয়া যাওয়া—উভয়ই এক। ভাই কপট ব্যবসাদার, ভক্তিশাস্ত্র লিখিবার ছলনায় তুমি যে পয়সা রোজগার কর, তাহা তোমারই ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যয়িত হয়। ভগবদ্ভক্তগণের নিকট প্রদত্ত অর্থ তাঁহারা হরিসেবা ও জীবের ভগবন্নোন্মুখতি সম্পাদনার্থই নিযুক্ত করেন। আর তুমি কেবল তোমার কন্যা-জামাতার ভরণ-পোষণ, নিজের উদর ভরণ-পোষণাদি অবৈধ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া হরিসেবা হইল মনে কর, আর লোক ঠকাইবার জন্য বল যে, তুমি যাহা করিতেছ, ভগবান ও ভক্তগণও তাহাই করেন। তোমার ন্যায় কপট লোকের মুখে শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ সমূহ ও শ্রীরূপসনাতনের গ্রন্থাদি-লিখন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাশা-রূপ চাঁদা-আদায় "স্বয়ং আচার্য্য দ্বিতীয়ো নাস্তি" এবং তদ্ভিন্নমাত্রেই গুরু ভক্ত জ্ঞাপন করিবার চেষ্টা প্রদর্শন কর। লোকে বুঝে যে, কপট ব্যবসাদারের কুব্যবসা স্বরূপজ্ঞানাভাবে নরকে ডুবিবারই পন্থা, আর শ্রীরূপানুগগণের বিচার-প্রণালী তোমার ন্যায় উদরোপস্থ-চারণের ব্যবসার ন্যায় অকিঞ্চিৎ নহে।

তোমাদের উদরোপস্থ-চারণের ব্যবসায়ের ক্ষতি হওয়ায় ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তগণকে তোমাদের পর্য্যায়ে গণনা করিবার যে চেষ্টা প্রদর্শন কর, তদ্দ্বারা তোমাদের ভাবক-সম্প্রদায় দিন দিন নরকের পথে ধাবমান হইতেছে। তোমাদের অনুদারতায় জগতের অনভিজ্ঞ সমাজ প্রতারিত হইতেছে। এইরূপ ঘৃণিত সর্ব্বজননিন্দিত ব্যবসায়টী কি একটুকু সঙ্কোচ করা যায় না? লজ্জার মাথা খাইয়া তুমি যে কপটিগী-সজ্জায় বিষয়ভোগের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছ, সেই প্রতারণা কি তোমার ন্যায় কপট ব্যতীত অপর কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে না, মনে কর?

ভাই কপট ব্যবসাদার, তোমার পাষণ্ডপুষ্ট ঘৃণিত বিচার-প্রণালী তোমাদের ন্যায় বঞ্চক ও বঞ্চিত সমাজেই প্রতিপত্তি লাভ করিবে; কিন্তু তুমি যে উদ্দেশ্যে ভগবদ্ভক্তগণকে বিপথে চালিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছ, সেই পরীক্ষায় তুমি শোচনীয়ভাবেই বিফল মনোরথ হইবে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ মনুষ্যমাত্রই ব্যক্তি তোমার সঙ্কীর্ণতা, কপটতা ও ব্যবসাদারী বুঝিয়া নিজীবন ত্যাগ করিতে করিতে তোমার সেবা-বিমুখ হইয়া ভগবদ্ভক্তের আনুগত্যকেই শ্রেয়স্কর বলিয়া জানিবে। তোমার চাঁদা আদায় না করায় অথবা ভিক্ষা না করায় অহঙ্কার—সবগুই প্রকৃতি ভগবান্

অধিকার নাই। ভক্তের ভিক্ষা, ভগবানের ভিক্ষার সেইরূপ নীচতা নাই। তুমি এই সকল কথা বুঝিয়াও কপটতা করিয়া নরকের পথে দৌড়াইয়া যাইবে, তাহাতে তোমাকে বাধা দেওয়া আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধকেপ যায়।

তাই কপট ব্যবসায়ীর, তোমার আচরণ অতীব দূষিত। তুমি কখনও তোমার কথা আচরণ লইয়া আচার্য্যের করিতে পারিবে না এবং আচার্য্যের আচরণ তুমি বা তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ কখনই অনুষ্ঠান করে নাই। সুতরাং তুমি 'আচার্য্য' কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারিবে না এবং 'আচরণ' কাহাকে বলে, তাহাতে তোমার অধিক প্রবেশ করিবে না; যদি কখনও করিত, তাহা হইলে তুমিও আচার্য্যের অনুগত হইয়া বৈষ্ণবের কিঞ্চিদ্বুত্ত বুঝিতে চেষ্টা করিতে। সুতরাং বৈষ্ণববিদ্বেষ করিয়া তোমার কখ বিফলেই গেল! তোমার কপটতা ও বঞ্চনাময় মুখে বচন-বিন্যাসে—যাহারা পাঠশালা শিক্ষা করিবে, ভক্তিবিদ্বেষ মূলে উপরোপস্থ চারণ করিবে, তাহাদেরই উপযোগী—এ কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু তোমার ভাবণ আসন্ন বিপদ দেখিয়া আমি তোমার দুঃখে দুঃখিত। মানব-জীবনের এইরূপ অপব্যবহার তোমার দ্বারা যে সম্ভব, তাহা আমার ধারণা ছিল না। যে দুর্ব্বুদ্ধির অনুসরণে বিষয় বিষয় আহরণ করিয়াছ, সেই ব্যবসা না করিতে পারাই তোমার ভাল ছিল। তুমি কপটতা করিয়া প্রকাশ করিয়াছ যে, ভক্তের চেষ্টা ও তোমার অপকার্য্য, উভয়ই সমভাবে অবস্থিত, কিন্তু উভয়ই বিভিন্নদিকে গতিশীল। ভগবদ্ভক্তই কৃষ্ণকৃপা পাইবেন, আর তুমি ভোগী হইয়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবে নানাবিধ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবে, সুতরাং সাবধান!!

অনধিকার-চর্চ্চা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২শ সংখ্যার পর)

শ্রীচৈতন্যদেব কি উদ্দেশ্যে কিরূপ লীলার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ জন ব্যতীত বহিরঙ্গা মায়াশক্তি-প্রভাবিত নয়নে দৃগ্গোচর হইবার সম্ভাবনা নাই। অনর্থময়ী বুদ্ধি কখনই পরমার্থের পথ প্রদর্শন করিতে পারে না। তর্করত্ন মহাশয়ের বিচার-প্রণালী পাঠ করিয়া আমাদের বৃহদ্ভাগবতামৃত-কথিত উপ্রসেন-পত্নী পদ্মার কথা মনে পড়ে। কৃষ্ণের গোপ-গোপীগণের প্রতি আসক্তি লক্ষ্য করিয়া পদ্মা দাসীগণকে এই পরামর্শ দিয়াছিল,—"কৃষ্ণ গোপ-গোপীগণের নিকট বাল্যজীবনে নানাভাবে ঋণী আছেন। সেই ঋণ পরিশোধের জন্যই কৃষ্ণের ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তনের এইরূপ আন্তরিকী চেষ্টা। ঐ চেষ্টা নিবৃত্ত করিতে হইলে কৃষ্ণ যে কাল পর্য্যন্ত নন্দগৃহে বাস করিয়াছিলেন, তাহাতে নন্দের যে অর্থব্যয়াদি হইয়াছে, তাহা পরিশোধ করিয়া দিলেই কৃষ্ণের গোপগোপীগণের প্রতি আসক্তি নির্ম্মূলিত হইবে।" আমাদের মহামহোপাধ্যায় তর্করত্ন মহাশয় প্রাকৃতিক ভোগভূমিকায় অবস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্ট বাহা আনিতে পারিয়াছেন, উহা অন্যাবধূয়ে পদ্মাবতীর বিচার হইতে অবশ্যনরূপে ভাতমাত্র। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের মনোহভীষ্ট, যাহা শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ জানিয়াছেন, তাহাই তিনি উপদেশামৃতগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাহাই শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত জনগণের অনুকরণ অনুসরণীয় ও শিক্ষণীয়। তর্করত্ন মহাশয়ের অসৎ অনুভূতিরূপ অজীর্ণোদ্গার তুতাকাশকে আরও অধিক কলুষিত না করে, তজ্জন্য গৌড়ীয়ে তাঁহার ন্যায় অবিচারিত বিধান-ব্যবস্থাপকের কথা আলোচিত হইল। যাঁহার চৈতন্যবোধের স্বরূপ উপলব্ধি ঘটে নাই, যিনি ভোগাকাশে বিচরণশীল নিম্নদৃগ্জ্ঞানে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণকে কর্ম্মফলত্যাগী মনে করেন, যিনি বিষ্ণুভক্তকে মায়িক বলিয়া বিচার করেন, তাঁহার অষ্টপাশ-মায়াবদ্ধ বুদ্ধি কখনই গীতা-কথিত "তেষাং সতত যুক্তানাং" শ্লোকের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারে না।

কর্ম্মফল-লাভাশায় উৎকণ্ঠিত সম্প্রদায় ফললাভ করিয়া ক্লান্ত হইলে তাঁহাদের বৈরাগ্যের উদয় হয়। কর্ম্মফলভোগ দৈহিক সুখসুবিধাজনক উপাধিবিশেষের দ্বারাই ভোগযোগ্য হয়। এক প্রকার ভোগ পরিত্যাগ করিয়া অপর প্রকার ভোগ-লালসাই কর্ম্মসন্ন্যাসের উদ্দিষ্ট বিষয়। যাঁহারা ঐহিক

ভোগবাসনায় অতৃপ্ত হইয়া আনুষঙ্গিক ভোগবাসনার অভিনাষ পোষণ করেন, তাঁহারাও নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রব্রতাদি পালনমুখে নির্ব্বিবাদে উপাধিবিশেষ দ্বারা ভোগলোলুপ হন। অপরাক্ষবৈরাগ্যাবলে জগতের অতৃপ্ত বাসনা অনেক সময় অত্যাভিলাষী জীবকে কর্ম্মসন্ন্যাসে নিযুক্ত করে। কেহ বা ঐহিক ভোগলালসায় সহই না হইয়া পারত্রিক ভোগে সূক্ষ্মশরীরকে কিছুকাল নিযুক্ত করিয়া ঘর্ম্মাদি দুঃখ কামনা করেন, আবার কেহ কেহ সভা, ধন, মদ ও তপ প্রভৃতি লোকসমূহের প্রাপ্ত্যাশায় ধাবমান হইয়া কর্ম্মসন্ন্যাসের স্থায়িত্ব প্রার্থনা করেন। এই সকল কর্ম্মসন্ন্যাস কদি বা বিবাদ-মুখে নিষিদ্ধ; যেহেতু প্রতিকূল তর্কসমূহ কর্ম্মসন্ন্যাসীর কল্প প্রয়োজনে নানাপ্রকার বাধাপ্রদানে সমর্থ। নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর ধ্বনিসূক্ষ্ম উপনিষদের অবলম্বনে ফলভোগাদি কামনা না থাকিলেও তাহার সন্ন্যাসের অভিলক্ষিতে ধ্বনিসূক্ষ্মানুভূতির গর্ভ দৃষ্ট হয়। আত্মস্বরূপবোধের কাল্পনিক চিন্তা-স্রোত অর্থাৎ নিজানুভূতির বৈকল্য তাহাদিগকে বিরাগরাগের কল্পনা-স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়। তাহারা স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ-রহিত ভাবসমূহে নিমগ্ন হইয়া নিজাস্তিত্ব নাশ কামনায় ভোগপ্রবৃত্তির বিরোধকল্পে ধৃষ্টতা-মান প্রদর্শন করে। আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিবর্ত্ত প্রভাবে তাহাদের স্বার্থ নিজ শান্তিপ্রিয়তা ধর্ম্ম হইতে নিজ বৈকারিক স্বার্থ দোষণ করে। সেস্থলে স্বতন্ত্র ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তির অভাব। তাহারা ভগবদ্বস্তুকে অনাত্মবস্তুর অন্তর্যামি-জ্ঞানে এবং আত্মাবহার-পোষণার্থ ভগবৎসেবায় বিলোপসাধন করিয়া আত্মবিদ্যার মর্য্যাদাকেই 'অনর্থ'-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে 'স্বার্থ' মনে করে। সুতরাং কল্পিত-জ্ঞানোত্থ নির্ভেদসন্ধান-মুখে যে কাকবিষ্ঠায় অনুভূতি ভগবদ্বৈমুখ্যের আবরণোপযোগী অনর্থবিচারে উদ্বিত হয়, তাহা কর্ম্মসন্ন্যাসের ন্যায়ই অনাদরণীয়। কলিকালে এরূপ শ্রেণীর জ্ঞান-সন্ন্যাসের বিষয় বলবর্দ্ধনে উহাও তর্কিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব উহার আদর করিতে পারেন নাই। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার মায়াবাদী অনুগণণ নিজ নিজ বুদ্ধির প্রাখর্য্য-প্রদর্শনে ব্যস্ত হইয়া কর্ম্মিসন্ন্যাসীর সহিত সমভক্তপরতা-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়াছেন। বৈষ্ণবগণ নিত্যবিষ্ণুর নিত্যোপাসক-সূত্রে কর্ম্মসন্ন্যাস ও জ্ঞানসন্ন্যাসের প্রয়োজনের অকর্ম্মণ্যতা দেখিয়া ঐ প্রকার অনিত্য সন্ন্যাসের পক্ষপাতী নহেন। এজন্যই শাস্ত্র বলেন,—কলিকালে কর্ম্মসন্ন্যাস ও জ্ঞানসন্ন্যাসের নিষেধ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কৃষ্ণজ্ঞানের অভাব যেস্থলে বর্ত্তমান, তাহাই আত্মার অমঙ্গলের কারণ 'অপরাধ'রূপে কথিত হয়। কর্ম্মী ও জ্ঞানী, এতদুভয়ের চেষ্টা-সমূহ ন্যূনাধিক অপরাধযুক্ত। উহা ফল্গু-বৈরাগ্যের প্রকার-ভেদ বলিয়া যুক্তবৈরাগ্যকেই ভগবদ্ভক্তগণ 'সন্ন্যাস' বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করেন। যেস্থলে শ্রুতির তাৎপর্য্যে গার্হস্থিক স্মৃতি ও ব্রাহ্মণ-তামস পুরাণ সমূহ প্রতিবন্ধকসূত্রে হওয়ামান হয়, সেস্থলে শ্রুতিমতেরই গ্রহণ করবা। শ্রুতির মত অবরোহণ-ক্রমে ব্রাহ্মণ ও তামস ভাবের তাণ্ডব নৃত্য পরিলক্ষিত হয়। উহা অধিকার-বিবেচনায় 'গুণ' বলিয়া কথিত হইলেও সাত্বত জনগণের উপর অধিকার বিস্তার করিতে অসমর্থ। শ্রীশঙ্করপাদ শ্রুতির অনুগত সন্ন্যাসের পরিপোষী। লৌকিক বিচারে শ্রুতিপথাবলম্বনে স্মৃতির বিরুদ্ধ শ্রুতিপথই অবলম্বনীয় ও সন্ন্যাসধর্ম্ম বহু লোকের পক্ষে সঙ্গত নহে বলিয়া বিশেষ জনগণের পরমার্থের অনুকূল শ্রুতির পথই গ্রহণীয়। সাত্বত পুরাণাদিও উহার অনুমোদন করেন। ব্রাহ্মণ তামস প্রকৃতি জনসংখ্যার আধিক্যে কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান-প্রবৃত্তি ভোগমূলে সন্ন্যাস-ধর্ম্মের অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপাদনকল্পে ঐরূপ উক্তি সঙ্গত হইলেও প্রকৃত পরমার্থ পথিকগণের অধিকারে সন্ন্যাসের প্রয়োজনীয়তা-প্রদর্শনকল্পে শ্রীচৈতন্যদেব যুক্তবৈরাগ্যের পরমার্থানুকূলতা ও ফল্গুবৈরাগ্যের অযোগ্যতা-বিষয়ে উপদেশ করিয়াছেন।

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

পক্ষান্তর শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারানুকূলে বলেন যে,—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

অতএব শ্রীচৈতন্যানুগ বৈষ্ণবমাত্রেরই জ্ঞিবণ্ড-বিবাদ অপরিহার্য্য। কিন্তু বিষ্ণুর উদ্দেশ্য যাঁহারা অনুধাবন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন,—

"পরাত্মনিষ্ঠা যাবৎ বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় যদি সংসার-তারণ॥

সেই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণ-নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া॥"

যাঁহারা শ্রীরূপশিক্ষিত উপদেশামৃত পাঠ করিয়াছেন এবং যাঁহারা মহাভারতের হংসগীতা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, ত্রিদণ্ড গ্রহণ ব্যতীত ইহ জগতে পরমার্থানুশীলন সম্ভব নহে।

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যারা দেখি' প্রীত হন গৌরভগবান্॥

এই পন্থটী আলোচনা করিলেই প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাটিত হইবে। নামসঙ্কীর্তন ব্যতীত কলিকালে যখন অন্য কোন প্রকার গতি বা উপায় নাই, তখন নামসঙ্কীর্তন করিতে হইলে ত্রিদণ্ডবিধি পরিত্যাগ করিয়া যে কৃষ্ণসঙ্কীর্তন হইতে পারে না, একথা যাহাদের উপলব্ধি হয় না, আমরা তাহাদের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে পারি না। **ইতরবাক্যের সহিত সম্বন্ধত্যাগ না করিলে কৃষ্ণকীর্তন-ছলনায় প্রজল্প হইয়া পড়ে।** আজকাল গৃহব্রত-সম্প্রদায় গৃহমেধ-ভক্তগণই কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন মনে করেন বলিয়া তাঁহাদের সহযোগী ভক্তিবিদ্বেষি-জনগণও শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকটীর সহিত পরিচয় লাভ করিতে বিমুখ হন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলেন,—কৃষ্ণসঙ্কীর্তন করিলেই জীবের চিত্তদর্পণ মার্জিত হয়, ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হয়, শ্রেয়ঃ-কুমুদজ্যোৎস্না প্রকাশিত হয়, সকল বিদ্যাই তদ্বধূজীবনতা লাভ করে, আনন্দসমুদ্র স্ফীত ও বর্দ্ধিত হয়, প্রতি পদেপদে অমৃতশক্তি বিভোত হইয়া পরমশান্তি লাভ হয়; সুতরাং স্মার্তগণের ও স্মার্তানুগ প্রজল্পকারিগণের কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনে এই সকল লাভ না করিবার উদ্দেশ্যে যে চেষ্টা দেখা যায়, তাহা 'কৃষ্ণসঙ্কীর্তন' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারে না। নামসঙ্কীর্তন ও অপরাধোদ্দেশে সঙ্কীর্তন একোদ্দিষ্ট নহে। যাঁহারা নামসেবাকেই কর্ম্মীর ফলপ্রার্থনার যজ্ঞবিশেষ মনে করেন বা নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানের পথবিশেষ মনে করেন, তাঁহাদের অপপ্রয়োগ আদরণীয় নহে—একথা শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভাদিতে জানাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আলোচনা করিতে হইলে যাঁহাদের সন্দর্ভপাঠের সুযোগ হয় নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে মীমাংসক হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা বালচাপল্যের অন্তর্গত এবং নিরর্থক। যাঁহারা যুক্তবৈরাগ্যবিষয়ক সন্ন্যাসের উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের মুখেই শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় অনুগগণের সন্ন্যাসাশ্রমের অন্যতার ন্যস্ত হয়। কিন্তু শ্রীরূপপাদের অনুগতা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগাত্মক সন্ন্যাসের আবশ্যকতা আছে। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন,—দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিবে, সৎসঙ্গ করিলে কলির মার্গের জাড্য ও বিপ্রলিপ্সা তোমার হৃদয়ে সাম্রাজ্যবিস্তার করিতে অসমর্থ হইবে। যাঁহারা ইন্দ্রিয়দাসত্বকেই জীবনের একমাত্র ব্রত জানিয়াছেন এবং তাহাকে বহুমানন করেন, সেই সকল গৃহমেধ-সঙ্ঘের জোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা শ্রীচৈতন্যদেবের অনুসরণে সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য। যাহারা মাতৃকুক্ষিতে পুনঃপুনঃ জন্মলাভাশায় সর্ব্বদা সৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অবিকৃত নৈষ্কর্ম্মের অনুশীলনে পরাঙ্মুখ, এবং ভক্তিবিদ্বেষকার্য্যে উদ্গ্রীব, তাঁহাদের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে না পারিয়া আমরা দুঃখিত হই। ভক্তির কথা করাই তাঁহাদের স্বভাব। কুতর্ক বিস্তার করিয়া কেহ বা মায়াবাদ পোষণ করেন, কেহ বা মায়াবাদ খণ্ডনমুখে কর্ম্ম-কাণ্ডরত হইয়া চতুরশীতি যোনি লাভ করেন। তৃণাবর্ত্তের জিহ্বাগ্র বৃক্তিমুক্তি-রাক্ষসীর হস্তে লাঞ্ছিত হওয়ায় ভক্তি-জননী তাহাদিগকে অঙ্কে স্থান দিতে প্রস্তুত নহেন।

এই প্রকার দুর্গত বিচার অবলম্বন করিয়া তর্করত মহাশয় জীবনের শেষ ভাগটা কাটাইয়া দিয়া মানবজীবনের সফলতায় বিমুখ না হন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা। চির-জীবন অধ্যয়ন করিয়া ঘন-পরিত্যাগ করাটা তাঁহার ন্যায় সাহিত্যসেবী, বিধিপালন-ব্রত, সংযত, আভিজাত্যসম্পন্ন জনের নিকট আমরা আশা করি না। তিনি অবশ্যই জানেন যে, ব্রত, গান, স্ত্রী, সুরা ও জাতরূপ—এই পাঁচটী কলির স্থান; তাহাতে রত থাকিলে জীবের কোনদিনই মঙ্গল হয় না এবং বিধির কঠিন নিয়তি বলে তাহাদিগের রুচি ভগবৎসেবায় প্রযুক্ত হয় না। এই সকল কারণে আমরা বলি—কাহাকে 'নামসঙ্কীর্তন' বলে, কাহাকে 'নাম' বলে—এই দুইটী বিষয় ইহলোকে অবস্থিতিকালে ব্যক্তিমাত্রেরই সকল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একমাত্র আলোচনার বিষয়। কলি বা তর্ক ছাড়িয়া নামরূপগুণের কীর্তনরসিকেই সত্তা হয়।

একায়ন

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপগোস্বামীকে 'ভক্তি' সম্বন্ধে উপদেশে বলিয়াছেন,—

"অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লেখক শ্রীকৃষ্ণদাস তাহার অনুবাদে বলেন,—

"অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥"

তাহার অনুভাষ্যে শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ বলেন,—"পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত সম্প্রদায়, উভয় মতই একার্থ প্রতিপাদক। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব পঞ্চম পুরাণে লিখিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥"

ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তগণ বহুয়ন-শাখা গ্রহণ না করিয়া একমাত্র সবিশিষ্ট-ব্রহ্মবস্তুরই উপাসক। বিশিষ্টাদ্বৈত বৈষ্ণবাদে যে একল সবিশিষ্টকত্রের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাও ন্যূনাধিক নির্ব্বিশেষ-পর্য্যায়ে পরিগণিত। শিবস্বামী বা শিবাবেশসম্প্রদায়ের সবিশেষ শিবের একত্ব-বিচার কাল-প্রভাবে পরিণত হইয়া নির্ব্বিশিষ্ট শঙ্করের বিশেষবাদে জড়-বিকার-ধারণা নিরস্ত করিয়াছে। সবিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ নির্ব্বিশিষ্ট শৈববিচারের সহিত সর্ব্বতোভাবে পার্থক্য স্থাপন করিয়াছে। বিষার্কদিবৌকঃ-লেখক অপ্পয়দীক্ষিত একায়ন-শ্রুতির কোন কথা শ্রুত না হওয়ায় তাঁহার পরিমলমধ্যে একায়ন-সম্বন্ধে স্বীয় অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। শিবস্বামী বা শিবাবেশগণ পরিণত পঞ্চরাত্রে ন্যূনাধিক পর্য্যবসিত হওয়ায় তাঁহাদের বিচারে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" শ্রুতিবাক্য মুখ্যবৃত্ত্যা বা প্রকৃতভাবে-তাৎপর্য্যেই বিলীন হইয়াছে। 'এক' শব্দের অর্থ কখনই মুখ্যার্থ প্রতিপাদক নহে; পরন্তু 'নির্ব্বিশেষ' শব্দে যে জড়বহুত্ব নিরাকৃত হইয়াছে, তাহাকে অদ্বৈতত্বে পরিণত করিবার জন্য একায়ন-শ্রুতিবিহিত পদ্ধতি নহে। নিঃশক্তিক বিচার এক-পর্য্যশক্তিত্ব বিচারের বিরোধী! 'এক'-শব্দে বহুত্ব ও শূন্যত্ব, উভয়ই নিরাকৃত হইয়াছে। যদি কেহ 'শূন্য' বা 'বহু'র সহিত 'এক'শব্দার্থের সমন্বয় প্রয়াস করেন, তাহা হইলে 'এক'-পদের বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচার বিপন্ন হয়। যে নির্ব্বিশেষ-ভাব ক্ষুদ্রত্ব-জ্ঞাপক, তাহাতে শক্তিরহিত, বিশেষরহিত বিচার একায়ন পদ্ধতির প্রতিকূল আচরণ করে।

জ্ঞেয় বস্তুর সহিত জ্ঞাতার ও জ্ঞানের একত্ব-প্রয়াসরূপ ধর্ম্ম জড়ের বহুত্ব নিরাকরণকল্পে কল্পিত প্রণালী বা নিঃশক্তিকত্বে পারমার্থিক বাস্তবসত্য-নিদ্ধারণে কখনই সমর্থ নহে। জড়-শক্তির ক্রিয়ায় জড়ের বিচিত্রতা সাধিত হয়, চিচ্ছক্তির ক্রিয়ায় চিদ্‌বিচিত্রতা সাধিত হয় এবং জড় ও চিৎএর অন্তর প্রদেশস্থ শক্তি বিচিত্রতাবিহীন হইয়া শক্তিমাত্রে অবস্থিত হয়। সেই তটস্থশক্তিপরিণত জীব নিত্যবৈকুণ্ঠ রাজ্যে ভগবৎ-সেবাপরতা এবং নশ্বর বিচিত্রতাপূর্ণ রাজ্যে প্রভুত্ব-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া জড়ের ভোক্তৃত্ব গ্রহণ করে। যে স্থলে জড় রাজ্যের জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃত্ব-বিচারে একায়ন-পদ্ধতি বিপন্ন হয়, সেস্থলে নিঃশক্তিক জড়বিচারবহিত চটস্থ বিচারকে লক্ষ্য করিয়াই নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্ম, একত্বকে চিন্মাত্র সমন্বয় প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যরহিত ভাবের উল্লেখ দেখা যায়। উহা মায়াবাদ বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদমাত্র। ঐকান্তিক ভজনা-নন্দি-ভাগবতগণ নামাশ্রিতা ভক্তি অবলম্বন করিয়া প্রত্যক্ষে বাস করেন, পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনরত একায়নিগণ বহুয়ন-বিচার পরিহার করিয়া একমাত্র ভগবানের অর্চ্চনেই মায়াতীত বৈকুণ্ঠরাজ্যের পুণ্য-বোধে মর্য্যাদা স্থাপন করেন। একায়ন-শ্রুতি ভাগবত সম্প্রদায়ে ভজন ও পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ে অর্চ্চনাদি আনুষ্ঠানিক সাধনভেদে ঐকায়ন-মত স্থাপন করেন। বহুয়ন-বেদশাখিগণ স্বরূপবিস্মৃতিফলে যে কর্ম্ম-কাণ্ডের আবাহন করেন, তাহা উপাসনা বা একায়ন-বিচারে প্রাধান্যলাভ করিতে পারে না।

সেই একমাত্র সবিশিষ্ট বস্তু সবিশেষ তাৎপর্য্যপর হইয়া ভজনীয়, ভক্ত ও ভজন-ভেদে তিনপ্রকারে অবস্থিত। ভগবদ্বস্তু নিত্যবৃত্তি ভক্তি-দ্বারাই আরাধ্য। ভগবানের

স্বতন্ত্রভাব অভাববানকালে তদ্ব্যতিরিক্তাবস্থার জ্ঞাপক না হওয়ায় নঞর্থে অবস্থিত। জড়জগতে অপ্রকটিত অবস্থায় প্রাকট্যলাভরূপ প্রবৃত্তি তার রজোগুণাবিষ্টাতা নিবিবিচিত্র ক্ষেত্রে বিলীন হইবার হেতুমূলে প্রাকট্য লাভ করে। একায়ন-প্রতি কেবল বিকৃতাৎপর্য্যময়ী। উহার আনুষ্ঠানিকগণ 'বৈষ্ণব' সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় জাগতিক ও পাকরাত্রিকগণ উভয়েই 'বৈষ্ণব'। বহুদেববাদী বহুপাষিগণ একায়ন-প্রতি বিমুখ হইয়া পরস্পর বিবাদ-রত থাকেন। সংখ্যাগত অনেকত্বধর্ম্মে বা পুরুষধর্ম্মে বিকৃতক্তি নাই, সুতরাং তাঁহারা অবৈষ্ণব বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদানে ব্যস্ত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন কলিহত জীবগণের বিভিন্ন রুচিবশে প্রলাপসমূহ শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি বদ্ধজীবকে শ্রুতি-তাৎপর্য্যের উপদেশ কালে অন্যাভিলাষিতা শূন্য কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি দ্বারা অনাবৃত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের পদ্ধতিকেই একায়ন-শ্রুতিবিহিত বিচাররূপে প্রবর্ত্তন করেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যেরূপভাবে বৌদ্ধ ও চার্ব্বাক বিচারে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা হইতে তিনি বাস্তব-সত্যকে সংরক্ষণ করিয়াছেন। প্রচ্ছন্নবৌদ্ধগণ মায়াবাদ অবলম্বনে বেদের তাৎপর্য্য যে উপাসনা, তাহা বর্জ্জন পূর্ব্বক আত্মস্তরিতা করিতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া জীবের বিদ্যাবুদ্ধি ভক্তির কথা সুষ্ঠুভাবে জানাইলেন। যাহারা ব্যক্তিচার ও ঐকান্তিকতার মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করে না, তাহাদিগের কখনই মঙ্গল লাভ হইতে পারে না। 'গোলে হরিবোল' ও 'গোরামিল' দিয়া যে সকল আপাত-সঙ্গতিপ্রধর্ম্মক মতসমূহ আবির্ভূত হইয়াছে, সেই সকল মত একত্বের বিরোধ, সত্যের প্রতিপক্ষ এবং চিজ্জড়ের সমন্বয়বোধক ব্যভিচার মাত্র। অন্বয়জ্ঞানই একায়নিগমের শ্রুতি; প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ কেবলাদ্বৈত বিচার মায়াবলে বলীয়ান্ হওয়ায় উহা অন্বয়জ্ঞানবিচারক বৈধাদ্বিকের সহিত বৈধম্য স্থাপন করিয়া শুদ্ধাদ্বৈতবিচারের বিনাশ করিয়াছে। শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত বিচার—সকলগুলিই অচিন্ত্য-ভেদাভেদনামক অন্বয়জ্ঞানাত্মক একায়নশ্রুতিসম্মত। কেবলাদ্বৈত বিচার একায়ন-পদ্ধতি বিকৃত হওয়ায় 'মায়াবাদ' নামে কথিত। উহা প্রাকৃতিক বিচার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মাত্র, তাহাতে শ্রৌতবিচার ন্যূনাধিক বিপন্ন হইয়াছে।

প্রাপ্ত-পত্র

কুরুক্ষেত্র সংস্কার-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত লালা দেবারি সামন্ত বি, এ, কতিপয় সভ্যের সহিত গত ২৬শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছিলেন। মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিবিহারী বিদ্যাভূষণ আচার্য্যত্রিক মহাশয়ের ও তদনুগ মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণের মধুর হইতে সুমধুর আলাপ-ব্যবহারে, আদর-আপ্যায়নে, সুযত্নে ও আন্তরিকতায় অতিশয় মুগ্ধ ও প্রীত হইয়া লালাজী গত ৯ই জুলাই ২৭শে সোম বুধবার কলিকাতা পরিত্যাগ-কালে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যে গভীর প্রীতি-নিদর্শন-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম,—

পরমারাধ্য গোস্বামি মহারাজ,

কুরুক্ষেত্র-সংস্কার-সমিতির আমরুক প্রতিনিধিবর্গ অদ্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিতেছেন। গৌড়ীয়-মঠবাসীগণ সকলেই তাঁহাদের প্রতি যে মধুর যত্ন, সময় ব্যবহার ও অকৃত্রিম আতিথ্যাদি প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য উক্ত সমিতির পক্ষ হইতে আমি সসম্মানে আপনার সমীপে তাঁহাদের সরল ও আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। যে কএক দিবস আমরা এস্থানে অবস্থান করিয়াছিলাম, সেই কএক দিবসই আমরা যেন স্বর্গেই বাস করিতেছি, অনুভব করিয়াছি। বাস্তবিক আনন্দের কথা এই যে, এই স্থানে সঙ্ঘের জন্য একটী গভীর আগ্রহ ও প্রয়াস, সেবা-প্রবণ, ভ্রাতৃসুলভ ভাব, সম্প্রদায়াচার্য্যগণের প্রতি সমগ্র মঠের অচঞ্চলা নিষ্ঠা এবং মঠবাসিগণের অত্যন্ত প্রশংসনীয় সুশৃঙ্খল শিষ্টাচার আমাকে একান্তভাবে মুগ্ধ করিয়াছে। সমিতির সদস্যগণ, বিশেষতঃ আমি যে কিরূপে আপনার নিকট আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা সম্যগ্‌ভাবে জ্ঞাপন করিব, তাহার ভাষা পাইতেছি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, গৌড়ীয় মঠ যখনই আমাদের নিকট যাহা অভি-

লাভ করেন, তখনই সমিতির সর্ব্বপ্রকার সেবা ও সহায়তা লাভ করিতে পারিবেন।

পুনরায় আমি আপনাকে ও আপনার অনুগত শিষ্যগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি

ভবদীয়

দেবাশিস রায়

কুরুক্ষেত্র-সংস্কার-সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক।

প্রচার-প্রসঙ্গ

দিল্লীতে মহাপ্রভুর কথা প্রচার

(৪ই জানুয়ারী শনিবারের দিল্লীর দৈনিক 'হিন্দু-সংসার' পত্র হইতে উদ্ধৃত)

দিল্লীমেঁ নবদ্বীপকে ত্রিদণ্ডিস্বামিয়োঁকা আগমন

দিল্লী ৩ জনবরী। নবদ্বীপকে পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বনে নামী সন্ন্যাসী হৈঁ, ঔর অপনে সাথ বীস ঔর স্বার্থত্যাগী শিষ্যোঁকো লেকর পারমার্থিক উদ্ধারকে লিয়ে সর্ব্বত্র ভ্রমণ কর রহে হৈঁ। যে বৈদিক জ্ঞানকা বিস্তার কর রহে হৈঁ। ভিন্ন ভিন্ন স্থানোঁ-পর পারমার্থিক জ্ঞান-বিস্তারকে কেন্দ্র খোলে জা রহে হৈঁ। ইন কেন্দ্রোঁমেঁ উন্ সবকো মুফত ভোজন ঔর নিবাস-স্থান দিয়া জাতা হৈ। যো পরমাত্মাকে নির্ম্মল স্বরূপকো সমঝনা চাহতে হৈঁ। ২৯ দিসম্বরকো পরমহংস স্বামীজীকে এক নামী বিমান দিল্লী আনে পর ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীভক্তিসুন্দর বন মহারাজ পটিয়ালে গয়ে থে, ঔর বহাঁ মহারাজাধিরাজ যাদবেন্দ্রকে অতিথি হুএ থে। যাদবেন্দ্রসে মহারাজাকী ভেঁট হুই।

স্বামীজী অপনে সাথী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজজী তথা ব্রহ্মচারিয়োঁকে সাথ পধারে হৈঁ।

দিল্লীমেঁ ইন্ বিদ্বানোঁকা কার্য্যক্রম অভী প্রকাশিত হোগা, কেন্দ্র খুলেগা, ঔর ব্যাখ্যানোঁকী ব্যবস্থা হোগী।

(উক্ত দৈনিক হিন্দুসংসার ৬ই জানুয়ারী, ১৯২৯)

দিল্লী ৫ জনবরী। আজ সবেরে নবদ্বীপসে আয়ে হুএ ধর্ম্মিক বিদ্বান্ স্বামী ভক্তিসুন্দর বন মহারাজনে ভারত-সরকারকে উদ্যোগ-বিভাগকে ডর ডরেক্টর মিস্টর ভেঁট কী, ঔর দিল্লী আনে কে উদ্দেশ্য সম্বন্ধমেঁ। ডর ডরেক্টরমেঁ সহানুভূতি ঔর প্রসন্নতা প্রকট কী, ঔর কহা কি কিসী দিন মুলাকাৎকে সময় ফির বাৎচিৎ হোগী। উপর্যুক্ত বন মহারাজনে অপনে অন্য সাথিয়োঁকো সাথ লেকর সরকার মুখ্য সিংহ কন্ট্রোলরকে বহাঁ কল মুলাকাৎ কী, ঔর ধর্ম্মপর ব্যাখ্যান দিয়া। ব্যাখ্যানমেঁ বতায়া গয়া কি, গৃহস্থাশ্রমমেঁ রহকরভী প্রত্যেক ব্যক্তি সিদ্ধ মহাত্মাওঁকী সেবা করকে ঈশ্বরকো জান সকতা হৈ। বহ পুছনে পর আপ গেরুয়া বস্ত্র ক্যোঁ পহনতে হৈঁ? শ্রীবনমহারাজনে কহা কি, বহ খাস আশ্রমকা চিহ্ন হৈ। ইসী দৌরান মেঁ বক্তাওনে বতায়া কি সন্ন্যাসী দো প্রকারকে হোতে হৈঁ। এক বিবিক্তনশী ঔর দুসরে গোষ্ঠীনশী। গোষ্ঠীনশী অপনে উদ্ধারকে সাথ জনতামেঁ ধর্ম্ম প্রচার করকে উন্কা ভী উদ্ধার সাধন করতে হৈঁ।

(দিল্লী 'দৈনিক অর্জ্জুন', ৬ই জানুয়ারী ১৯২৯)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীজী মহারাজ—

আপ বেদান্ত সত্তশিরোমণি হৈঁ। দর্শনশাস্ত্রকে আপ অগাধ পণ্ডিত হৈঁ। আপকা সারা সময় কৃষ্ণভজনমেঁ তন্ময়তা হৈ।

আপ নবদ্বীপ জিলেকে শ্রীমায়াপুর স্থান সে ভক্তিসিদ্ধান্ত কা প্রচার করতে হৈঁ। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠ আদি নামসে আপকো ৩০ মঠ ভিন্ন ভিন্ন স্থানোঁপর স্থাপিত হৈঁ। আপকে ৫০০ চেলে-চেলিয়া পূর্ণরূপ শিক্ষিত হৈঁ, আপকে সিদ্ধান্তোঁ কা প্রচার কর রহে হৈঁ। আজকল আপকে কুছ শিষ্য দিল্লীমেঁ ভী আয়ে হুএ হৈঁ। আশা হৈ কি দিল্লীবাসী আপকী উপস্থিতি সে লাভ উঠায়েঁগে।

নির্য্যাণ-সংবাদ

মানকুষ গোবিন্দপুর নিবাসী প্রহ্লাদচন্দ্র পড়াই গত ৮ই জানুয়ারী তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন। গত বৎসর ইনি স্বীয় সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া শ্রীধাম-পরিক্রমায় যোগদান করেন। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তি অনুমোদন করিয়া স্বধামে তাঁহাকে আকর্ষণ করিলেন। আমরা তাঁহার অভাবে একজন বৈষ্ণব-হিতৈষী হারাইলাম।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৩ই মাঘ, ১৩৩৫, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯২৯ | ২৫শ সংখ্যা

শ্রীমথুরামণ্ডলে শ্রীল প্রভুপাদ

[শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী হইতে]

আমরা দুই মূর্ত্তি নাগদা ষ্টেশন হইতে জনপূর্ণ গাড়ীতে কোনপ্রকারে প্রবিষ্ট হইয়া মথুরা-উদ্দেশে চলিলাম। পথিমধ্যে কতকগুলি রাজকর্ম্মচারী আমাদিগের গাড়ী হইতে নামিয়া গিয়াছিলেন। শেষরাত্রে মথুরা জংসনে গাড়ী থামিলে দেখিলাম, ষ্টেশনে অপ্রাকৃত প্রভু ও বন মহারাজ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট শুনিলাম, বিখ্যাত জমীদারের অন্যতম আমাদিগকে 'যমুনা-বাগে' লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। প্রাতঃকাল ইষ্টমন্ত্র পূর্ব্বেই আমরা যমুনা-বাগে উপস্থিত হইলাম। তথাকার রক্ষক আসিতে বিলম্ব হওয়ায় আমাদিগকে কিছুক্ষণ প্রাঙ্গনে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। প্রাতঃকালে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকা বিষ্টঠলাচার্য্য মহাশয় ও কতিপয় ভক্ত শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। আমরা যমুনা-বাগে অবস্থান করিতে লাগিলাম।

পরদিবস মধ্যাহ্নের কিছু পরে (শ্রীহরিবাসরের দিন) আমরা শ্রীবৃন্দাবনে যাই। শ্রীমান্ কুঞ্জবাবু প্রভৃতি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের মহামহোৎসবাদির আয়োজন করিবার জন্য প্রাতঃকালেই শ্রীবৃন্দাবন গিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া কতিপয় কুপন্থী তার্কিকের সহিত বিচার ও হরি-কথা বলিতে হইয়াছিল। তাঁহারা বিচার ও হরি-কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের কুতর্ক ও কুসিদ্ধান্ত পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং বিশেষ আনন্দ ও সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যায় লালাবাবুর মন্দিরে যে সভা হইতেছিল, আমরা তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। সভায় প্রবেশ করিয়া দেখি, শ্রীরাধারমণঘেরার অনেক গোস্বামী, সার্ব্বভৌম শ্রীপাদ মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়কে অগ্রণী করিয়া পণ্ডিতবর শ্রীবিষ্টঠলাচার্য্য বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম,বেদান্ত-বাচস্পতি মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছেন। আমি সভামধ্যে উপস্থিত হইলে সকলেই আমাকে অভ্যর্থনা ও অভিবাদনাদি করিলেন। পণ্ডিত মহোদয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সার্ব্বভৌম গোস্বামী মহাশয় তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

সার্ব্বভৌম গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সম্ভাষণেই আমার বহুক্ষণব্যাপী কথোপকথন হইল। তাহার মর্ম্ম এই,—গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, কতিপয় ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি যে আমাদের ভক্তগণের অযথা নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাতে গোস্বামী মহাশয়ের আদৌ সহানুভূতি নাই। আমাদের কার্য্যপ্রণালী যে পূর্ব্ব-মহাজনগণের সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তী ও অনুমোদিত, তাহা জ্ঞাপন করিয়া সার্ব্বভৌম গোস্বামী মহাশয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের রক্ষা-কার্য্যে আমাদের চেষ্টার যথেষ্টোনাধিক প্রশংসাবাদ তারস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা তথা হইতে

বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পণ্ডিত মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া শ্রীমথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

পরদিবস প্রাতে আমি, শ্রীমান্ হরবিহারী ও পণ্ডিতদ্বয় শ্রীযদুনাথ বিদ্যারত্নাচার্য্য মহাশয়ের সহিত একটী অশ্বযান-যোগে 'গোকুল'দর্শনে গমন করি। কিন্তু যাবতীয় হিন্দুযাত্রীই সেদিন মথুরা-পরিক্রমায় ভ্রমণকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় রেল লাইনের পারাপার স্থানে আমাদিগকে দুই ঘণ্টাকাল আটক থাকিতে হইয়াছিল। গোকুলে পৌঁছিতে বহু বিলম্ব ও বাধা ঘটিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেই শ্রীবৃন্দাবনস্থিত ভক্তগণ কতকগুলি মোটর বাসে (motor bus) শ্রীগোকুল দর্শন করিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের গোকুল হইতে মথুরায় ফিরিয়া আসিতে প্রায় রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। গোকুলে যাইবার পথে বল্লভাচার্য্যের কতিপয় অনুচরের বাসভূমি দর্শন করিলাম। গোকুলে স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী-সমূহের সুন্দর চিত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। সেখানে কুলিয়া-নবদ্বীপের ন্যায় নানাস্থানে নানাপ্রকার ছত্রীও নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু কাঁকড়ার মাঠের ন্যায় কোন কপ্‌চাটে কথা শুনিতে পাই নাই। প্রাচীন নন্দ গৃহ বিধর্ম্মিগণের দ্বারা অনেকটা আক্রান্ত হইলেও এখনও আরবীয়ের প্রস্তরনির্ম্মিত কোপ-ড়ার ন্যায় স্থানটী বর্ত্তমান আছে। এই সকল স্থান মামুদ প্রভৃতি বৈদেশিক মুসলমানগণের আক্রমণে এককালে বিপর্য্য-স্তুত হইয়াছিল। কুলিয়া-নবদ্বীপের ন্যায় অর্থসংগ্রহ-তৎপর ব্যবসায়িগণ সম্প্রতি এই নির্জ্জন প্রদেশেও স্ব স্ব পণ্যদ্রব্য লইয়া ব্যস্ত আছে। গোকুল মহাবন—ব্রজমণ্ডলের শ্রীযোগপীঠ শ্রীমথুরাপুর। শ্রীনবদ্বীপের আটটী দ্বীপের ন্যায় অন্যান্য একাদশ বন তাহারই পলাশ স্বরূপ। ইহাও সিদ্ধ-যোগপীঠ ব্রহ্মপুর। শ্রীনবদ্বীপ-ধামই প্রকাশ-ভেদে মাথুরমণ্ডলে অবস্থিত। এককালে নিয়মানন্দী করিরাসগণ যে প্রকার গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সহিত বিরোধ করিবার জন্য নিজ দলে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া-ছিল, সেই প্রকার প্রাকৃত-সহজিয়াদলও শুদ্ধভক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য আপনাদিগকে "গৌড়ীয়-বৈষ্ণব" বোলাইয়া কলিকাতা-Reviewএর ভ্রান্ত মত স্থাপন করিবার নিন্দিত প্রয়াস করিতেছে।

আমরা তৎপরদিবস বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী সহরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগের জন্য New Delhi stationএ অপেক্ষা করিতেছিলেন।

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ সংখ্যার পর]

শিলং শৈলে

শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণ শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের পাদোদক পান ক'রেছিলেন। মহাপ্রভু ব'লেছিলেন, আজ সমুদ্র মহাতীর্থ হোলো। যাঁরা নরকে যাবার জন্য প্রস্তুত তাঁরাই ব'লে থাকে, যবনের মুখদেশ যখন অস্পৃশ্য, তখন ব্রহ্ম-হরিদাসের নির্য্যাণের পর তাঁর পাদোদক-পানে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের জ্ঞান গিয়েছে। সাক্ষাৎ কৃষ্ণ যেরূপ পবিত্র বস্তু, বৈষ্ণবের দেহও সেইরূপ পবিত্র। তাই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য সেই চিদানন্দ দেহ কোড়ে স্থাপন ক'রে নৃত্য ক'রেছিলেন।

এই মনুষ্য জন্ম ক্ষণভঙ্গুর ও অতীব দুর্লভ; কাজেই পাষণ্ডতা, অপরাধ বা বৃথা কর্ম্মে সময় নষ্ট না ক'রে সকলের সব ছেড়ে হরিভজনেই মন দেওয়া উচিত,—

"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।"

অনেক জন্মের পর এই মানব জন্ম লাভ হ'য়েছে, আর এ জন্ম সব চেয়ে দুর্লভ—শুধু দুর্লভ নয়, সুদুর্লভ। এই জন্ম

অনিত্য হ'লেও পরমার্থপ্রদ। ধীর যিনি—প্রকৃত বুদ্ধিমান ও চতুর যিনি, তিনি এই সাধনের দেহটা পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যান্য বিষয় কর্ম্ম সব ছেড়ে দিয়ে কপটতার বিলম্ব না ক'রে চরম কল্যাণ লাভের চেষ্টা করবেন।

চরমমঙ্গল লাভ কর্ত্তে হ'লে সদ্গুরুপাদাশ্রয় করতে হবে—যে গুরুদেব আমার প্রেয়ের কথা না ব'লে যাতে ক'রে আমার নিত্যশ্রেয়ঃ লাভ হয়, সর্ব্বক্ষণ তা'রই কথা বলেন। প্রেয়ের কথা বল্‌বার গুরুর অভাব জগতে নেই—রোগী আমি আমার রুচি যে দিকে, সেই কুপথ্যের কথা—সেই রুচির অনুকূলে কথাই শুনিয়ে গুরু সব লোক বল্‌ছে। কিন্তু যিনি আমাকে ওরূপভাবে হিংসা কর্ত্তে চান না, সত্যি সত্যি আমার দুঃখে কাতর, আমার ব্যথার ব্যথী যিনি, সেই দরদী পরম বান্ধবই শ্রীগুরুদেব। অনন্তীপ্ আমাকে তিনি হাঁটু গেড়ে আমার ঠোঁট দু'টী ফাঁক ক'রে আমাকে ঔষধ খাইয়ে আমার মঙ্গল ক'রে ছাড়েন। ভাগবত এইরূপ গুরু গুরুদেবের কাছে শরণাগত—তাঁর কাছে যা কিছু সব ছেড়ে একান্তভাবে শরণাগত হ'তে বলেছেন,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

[কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তম শ্রেয়ঃ অবগত হইবার জন্য সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় করিবেন। যিনি শব্দ-ব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রবিচারে সুনিপুণ এবং পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোনও ভোগের বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্গুরু।]

জগতে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপের পরামর্শ-দাতা গুরু অনেক আছেন। অন্যাভিলাষি-সমাজে তাঁ'রাই প্রিয়; কেন না, তাঁ'রা অন্যাভিলাষীর রুচির অনুকূল কথা বল্‌তে পারেন। কিন্তু তা'তে ফললাভ-কালে কি হয়? গুরুত্রব ও শিষ্যত্রব উভয়ে হিংসক-হিংসিত, বঞ্চক-বঞ্চিত দম্বদ্বিবিশিষ্ট হ'য়ে উপযুক্ত প্রাপ্যফল লাভ করে। যাঁ'রা কেবল শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপের চরণ আশ্রয় করেন, তাঁ'রাই—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

—এই উত্তমা ভক্তিসাধনের পরামর্শ দেন।

কৃষ্ণকে politician (রাজনীতিজ্ঞ) সাজিয়ে কৃষ্ণের দ্বারা কিছু politics এর (রাজনীতির) কাজ করিয়ে নেওয়া হ'লে ভক্তি হ'লো না। গৌর-নাগরী, গৌর-ভক্তদের কৃষ্ণে ভক্তি নাই—গৌরে ভক্তি নাই। তাঁ'রা গৌরভোগী।

কৃষ্ণই এক অদ্বয় বস্তু। এক ব্যক্তি যেমন কা'রো পিতা, কা'রো মাতুল, কা'রো শ্বশুর, কা'রো ভ্রাতা, কা'রো ঠাকুরদাদা, কা'রো বেলো, কা'রো ডাক্তার, কা'রো উকিল, ইত্যাদি, সেইরূপ কৃষ্ণ। যদি নারায়ণকে 'কৃষ্ণ' বলা না গেল, তা'হলে মায়াবাদ হ'য়ে গেল, বিষ্ণুতত্ত্বে ভেদ করা হ'লো। নারায়ণ ও কৃষ্ণে বস্তুগত কোন ভেদ নাই। কেবল রসের বিচিত্রতা—লীলাবৈচিত্র্য মাত্র আছে। কৃষ্ণ ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্তুর অধিষ্ঠান না থাকায় সকলেই কৃষ্ণের উপাসনা কচ্ছে বিধিপূর্ব্বক, আর অবিধিপূর্ব্বক। কৃষ্ণই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর, আর সব তাঁর অনুচর—

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যা'রে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥"

—এই বিচারে কৃষ্ণ উপাসনার নাম বিধিপূর্ব্বক উপাসনা। গীতা সেই কথাই বলেছেন—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

[শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার পূজা কর্ম্মেরই অন্তর্বিশেষ। তাই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় ভক্ত ও সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বজীবকে উপদেশ করিতেছেন,—যাহারা স্বতন্ত্রভাবে অন্যদেবতার উপাসনা করে, হে কৌন্তেয়, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমাকেই উপাসনা করিয়া থাকে। 'অবিধি' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাদৃশ উপাসনা দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ নিত্যফল লাভ হয় না, সুতরাং তাহা অনিত্য কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত তুচ্ছ ফলপ্রদ]

কর্ম্মিগণ—ফলভোগবাদী। জ্ঞানিগণ—ফলত্যাগবাদী; কিন্তু ভক্তগণ—নৈষ্কর্ম্মবাদী।

শ্রুতিশাস্ত্র কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েরই পরিণাম বল্‌তে গিয়ে ব'লেছেন,—

"অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥"

[যাঁ'রা অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের সেবা করেন,

তাঁ'দের তমঃলোপ প্রাপ্তি ঘটে, আর যাঁ'রা নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানতপা অতিবিদ্যার রত হন, তাঁ'দের তাহা অপেক্ষা অধিক তমোময় স্থান লাভ হয়।

ভাগবত বলেছেন,—

"শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"

[হে বিভো, পরমকল্যাণস্বরূপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ, জলাশয় হইতে নির্ঝরসমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি হইতেই মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি হইতে জ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া থাকে; তাহার জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল ধান্যাভাস তুষ (আগড়া) হইতে তণ্ডুল পাইবার জন্য তাহাতেই আঘাত করে, তাহাদের যেমন কেবল কষ্টই সার হয়, তেমনি ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান-লাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্রই সার হইয়া থাকে।]

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রতঃ।
সংসারধর্ম্মেরবিমুহ্যমানস্য স্মৃতিঃ সত্যাপি ভবেদমুষ্য কিম্॥

[হে পদ্মলোচন, আপনার ভক্ত ব্যতীত অন্যে —যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা পঞ্চতপাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত অভিমান করিয়াও পরম আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করা নিবন্ধন অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।]

"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥"

[হে মাধব, আপনার ভক্তগণ আপনাতেই বদ্ধ-সৌহৃদ (সুদৃঢ় প্রীতিযুক্ত)। তাঁহারা কখনই স্থানভ্রষ্ট হন না অর্থাৎ মুক্তাভিমানীদিগের ন্যায় অধঃপতিত হন না। তাঁহারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করিতে করিতে নির্ভয়ে বিচরণ করেন]

শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া উপাসনা—সাক্ষাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দ উপাসনা—রাধাগোবিন্দমিলিততনু বা চিল্লীলামিথুনের দাসী-সূত্রে বিষ্ণুপ্রিয়ার উপাসনা। বিষ্ণুপ্রিয়া উপাসনা গোস্বামী-শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু গৌরনাগরী-মতবাদ বা গৌরভোগবাদ গোস্বামী-সিদ্ধান্তানুযায়ী নহে।

যে মুহূর্ত্তে জীব ভগবানের সেবা করবে না, সেই মুহূর্ত্তে ভোগ এসে গ্রাস করবে। কৃষ্ণ সর্ব্বদা কৃপা করবার জন্য—আমাদিগকে আকর্ষণ করবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু অন্ধকূপে পতিত আমরা তাঁ'র কেশা ধরিগাছা যদি স্বতন্ত্র বুদ্ধি-হেতু না আঁকড়ে ধরি, তার প্রতি পেছন দিয়ে দি, তা'হলে পতিতই থাকতুম—ভগবৎসেবাবিমুখ হ'য়ে অন্ধকূপে প'ড়ে রইতুম। এ জগতে কৃষ্ণের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেব জীবকে এই অন্ধকূপ হ'তে তুলতে আসেন, যাঁ'রা তাঁর কৃপারজ্জুগাছা হাত দিয়ে ধরেন, তাঁরাই মঙ্গল লাভ কর্ত্তে পারেন—পরা শান্তির ধামে যেতে পারেন।

ভক্ত কা'কে বলে? জগতের লোককে জান্‌তে দেবেন না, কি পরিমাণে তাঁ'র কৃষ্ণের প্রতি সেবাবৃত্তি জাগরূক আছে, এঁরই নাম ভক্ত। এঁরাই চতুর ও সুবুদ্ধি, আর বাকী সকলেই কুবুদ্ধি ও নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছে: নৈষ্কর্ম্যই একমাত্র অভিধেয়—

"পরিবদতু জনো যথা তথা বা নহু সুধয়া ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিকলমধিরা মধাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ॥"

অর্থ

[শ্রীপাদ হরয়ানন্দ দাস অধিকারী]

অর্থ অনর্থের মূল—একথা লোকে কথায় বলে বটে, কিন্তু কয়জন লোক এই অনর্থের মূল উৎপাটন করিবার জন্য চেষ্টা হয়? একথাটা শুধু আমাদের কথায়ই পর্য্যবসিত হয়। ইহা আমাদের অনর্থ বা অসুবিধা বলিয়া উপলব্ধি হইলে কখনই আমরা অসুবিধায় থাকিতাম না। এই অর্থের জন্য জগতে কত না পাপকার্য্য অহরহঃ সংসাধিত

হইতেছে। অর্থ আছে বলিয়া একে অপরকে হিংসা করিতেছে এবং পরস্পর দণ্ড ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হইতেছে। আমার প্রতি যদি কেহ সদ্ব্যবহারের ত্রুটী করে, তবে যে কোনরূপে হউক একদিন বা একদিন তাহাকে তদনুরূপ ব্যবহারের প্রতিফল দিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। ধন বা অর্থ আছে বলিয়াই ত' চোর-ডাকাত ধনীর বাড়ীতে প্রবেশ করে; তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী গরীব প্রতিবেশীর গৃহে ত' গমন করে না; কারণ সেখানে তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ হয় না।

ব্যবসায়ের অর্থ আছে, তাহাদের শরীরের রক্ত সর্ব্বদাই কিছু উষ্ণ থাকে, অবশ্য সকলেরই যে এইরূপ অবস্থা, তাহা নহে; তবে অনেককেই এইরূপ শোচনীয় রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়, যেহেতু আজকাল "অর্থেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ", এখন আর "পরমার্থেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ" কথাটার বাজার-কাটতি নাই।

অর্থ আছে, অথচ অর্থের বিকার নাই—এরূপ লোক আমরা অধিক দেখিতে পাই না। যাঁহারা আছেন, তাঁহারাই মানবজাতির চিরন্তন প্রকৃত অর্থশালী। এই অর্থলাভের জন্য আমরা প্রত্যহ যে কত অন্যায় কার্য্য করিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা শরীরের রক্ত জল করিয়া এই অনিত্য অর্থ উপার্জ্জনে নিযুক্ত আছি। অর্থই আমাদের ধ্যান, অর্থই আমাদের ধারণা, অর্থই আমাদের জ্ঞান, অর্থই আমাদের জপ এবং অর্থই আমাদের তপঃ। অধিক কি, অর্থই আমাদের পূজা, শাস্ত্রপাঠ—অর্থই আমাদের শ্রীবিগ্রহের উৎসব ও আশ্রয়।

ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জে অনেকের বাড়ীতেই ঝুলন উৎসব হয়। এখানে ৫।৬ খানা বাড়ীতে নিত্যসেবা আছে, কিন্তু উক্ত ঝুলন-যাত্রা উপলক্ষে উৎসবকারীর সংখ্যা এত অধিক হয় যে, কেবল ঠাকুর দর্শনার্থিনী হইয়া সন্ধ্যা হইতে প্রত্যেক বাড়ী যাইতে আরম্ভ করিলে রাত্রি ১২টার কমে সকল বাড়ী ঘুরিয়া আসা যায় না। সম্বৎসরের ভিতরে যিনি কোন দিন ঠাকুরকে এক বিন্দু জল বা একটী তুলসীও দেন না—এরূপ ব্যক্তিও উৎসব করিবেন এবং তদুপলক্ষে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিবেন। কালীবাড়ীতেও মাটীর পুতুল কিনিয়া ঝুলন করা হয়, নতুবা তাহাদের অন্ততঃ তিন চারিশত টাকা লোকসানের সম্ভাবনা।

১৩৩৩ সালে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আমার যাত্রার সুযোগ হইয়াছিল; সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক ছিলেন। তাঁহাদিগকে লইয়া শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে যাইবার পথে 'স্বর্গপুরী' নামক একটী ঠাকুর বাড়ীতে বহুলোককে যাতায়াত করিতে দেখিয়া আমার সঙ্গিগণও তথায় যাইতে উদ্যুক্ত হইলেন। উক্ত বাড়ীটী বিতল, নীচের তালায় একটী ছোট ঘরে জনৈক উপবীতধারী বসিয়াছিলেন, তাঁহার সম্মুখে টেবিলের উপর কয়েকখানা চেকবহি। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম যে, জন-প্রতি এক আনা করিয়া টিকেট করিলেই স্বর্গপুরী দেখা যায়। তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, তিনি নবদ্বীপের একজন 'গোস্বামী'-উপাধিধারী। সঙ্গিগণকে ব্যাপারটী ভালরূপে বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা আর চারি পয়সার স্বর্গে প্রবেশ করিলেন না।

এখন বিচার করিয়া দেখুন, অর্থের জন্য লোক কত রকমের ফাঁদ পাতে। কোলীবাড়ী ও বৃন্দাবনাদিধামে যে সব বণিগ্‌বৃত্তি হইতেছে, তাহা যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি বুদ্ধিমান হইলে বুঝিতে পারিবেন। অর্থের জন্যই জগতে যত কিছু কার্য্য হইতেছে। ছেলেকে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়, উদ্দেশ্য বিদ্যালাভের জন্য নহে, পরন্তু ভাবীকালে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য। সেই জন্য বর্ত্তমান কালের বিদ্যার নাম 'অর্থকরীবিদ্যা' অর্থাৎ যে বিদ্যার দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন হয়। 'বিদ্' ধাতু হইতে বিদ্যা শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে; 'বিদ্' ধাতুর অর্থ—জানা। যিনি যাঁহার লাভ হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহার জানা হইয়াছে, তিনি বিদ্বান্ বা বিদ্যান্। আমরা বিদ্যান্ হইয়া কি করি? অপরকে কি-ভাবে বঞ্চনা করিতে পারা যায়'—নিজে সাধু সাজিয়া কিরূপে মিথ্যা কথা বলা যায়—কি প্রকারে সত্যতার নামে কপটতা অধিক পরিমাণে আয়ত্ত করিতে পারা যায়—কি করিয়া সনাতন-পন্থার আদর বিদায় প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় নবভাবে বিভোর হইতে পারা যায় ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের নিকৃষ্ট রুচি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকি। আমরা বিদ্যান্ হইতে গিয়া কি করিয়া নরকের সোপানপথটীতে ধাবিত হইতে পারি, তাহাই শিক্ষা করি। কারণ কি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা যায়—এই বিষয়েই আমরা বিদ্যান্ হইয়াছি। আমাদের পিতামাতাগণও আমাদের নিকট হইতে ইহাই চাহেন; তাঁহারা ত' আমাদিগকে এতদ্ভিন্ন আরও কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, ইহা শিক্ষা দেন নাই।

যে ছেলে টাকা রোজগার করে না, পিতা মাতা, এমন কি স্বজনগণ পর্য্যন্ত তাহাকে অনাদর করেন। যে স্বামী অর্থ উপার্জ্জন করেন না, তাঁহাকে সর্ব্বদা স্ত্রীর গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়; তিনি কোনদিন আগতিক শান্তি লাভ করিতে পারেন না। এমন কি, আজকাল অনেক গুণবতী স্ত্রীও পতির মুখের নিকট বলিয়া থাকেন,—আহার-বস্ত্রাদি দিতে না পারিলে বিবাহ করিয়াছিলে কেন? এবং প্রায়ই দেখা যায় যে, ঐরূপ গুণবতী স্ত্রীগণ নৈতিক-চরিত্রহীনা হইয়া বিপথে ধাবিতা হন। উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির স্ত্রী নিজ স্বামীকে কত হাবভাব, কত বেশবিন্যাস দ্বারা মুগ্ধ করিয়া রাখেন, কত প্রীতির ভান করেন। কিন্তু অর্থ না থাকিলেও দময়ন্তীর মত নিজে উপবাসী থাকিয়া স্বামীকে ভোজন করান, নিজ পরিধেয়-বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ ছিন্ন করিয়া স্বামীকে পরিধান করান—এরূপ স্ত্রী অত্যন্ত বিরল; সুতরাং জগতে অর্থের জন্যই একের প্রতি অপরের প্রীতি।

কোন এক ব্যক্তির চারিটী পুত্রের মধ্যে তিন জন লেখা পড়া শিখিয়া অর্থ উপার্জ্জনে নিযুক্ত ও পিতার আদরের পাত্র হইল। অপর পুত্রটী অল্পবয়সে অধ্যয়ন করিয়া চরিত্রহীন হইয়া পড়িল; তৎপরে পিতামাতার তাড়নায় ও স্ত্রীর গঞ্জনায় বিরক্ত হইয়া চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিল এবং মাসিক প্রায় দুই তিন শত টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিল। তখন তাহার পিতা অপরের নিকট বলিতে লাগিলেন,—"আমার গোপাল একলী রত্ন,সেই ত' আমার সব করিয়াছে ও করিতেছে। বলা বাহুল্য, গোপাল তখন আর গোপনে মদ্যাদি পান করে না, কিন্তু প্রকাশ্যেই করিয়া থাকে; কারণ, এখন আর সে কাহাকে ভয় করিবে? এখানে গোপাল—রত্ন কি গোপালের অর্থ—রত্ন, তাহা আমাদের বিচারের বিষয়। যখন তাহার অর্থ ছিল না, তখন সে রত্ন হয় নাই, কিন্তু যখনই উপার্জ্জনশীল হইয়াছে, তখন হইতে শতদোষ থাকা সত্ত্বেও রত্ন হইয়া বসিয়াছে। সংসারে প্রতি গৃহেই এইরূপ হইতেছে।

এখন আমাদের বিচার্য্য এই যে, অর্থে কি আছে? শাস্ত্রবর্গের মুখে শুনিয়াছি যে, এই অর্থের ভিতর চুরি, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, বিষয়, মত্ততা, ভেদ, শত্রুতা, স্পর্দ্ধা, লোভ, স্ত্রীলোক, জুয়াখেলা ও পান—এই সকল প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য নিহিত আছে। অর্থের জন্যই এ সমস্ত বিষয় আমাদিগকে আক্রমণ করে; এই অর্থ উপার্জ্জন করিতে, রক্ষা করিতে এবং বৃদ্ধি প্রভৃতি সকল কার্য্যেই কষ্ট পাইতে হয়। অর্থ—ভোগপ্রবণতা-বহ্নির আহুতি; তাহা কেবল ভোগ-প্রবণতা বৃদ্ধি করে; তাই করুণাবতার শ্রীরূপদেব গাহিয়াছেন,—"তোমার কনক, ভোগের জনক" লক্ষপতি, কোটিপতি, সসাগরা পৃথিবীর ধ্রীহি, যব, ভূমি, ধন-রত্নের অধিপতি হইলেও অর্থ-লালসা নিবৃত্ত হয় না, বরং আরও বাড়িয়া যায়। কৃপাবতার আচার্য্যদেবের মনোঽভীষ্ট প্রচারে নিযুক্ত পরম ভক্তিভাজন পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ আমার মত কৃষ্ণ-বিস্মৃত, অনর্থগ্রস্ত, বিষয়াসক্ত জীবকে কয়েকদিনের জন্য দুর্ল্লভ সঙ্গ দান করায় অর্থের প্রতি লোকের কিরূপ লালসা বা প্রীতি, তাহা এবার প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। অর্থাসক্ত জীবের অর্থ অপেক্ষা প্রিয়বস্তু জগতে আর কিছুই নাই; কারণ অর্থে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হাতে হাতে লাভ হয়।

মানুষ সাধারণতঃ নিজের পুত্রকে অধিক ভালবাসে, পুত্রের অভাবে কত কি করে; পুত্র হইতে ভোগের প্রধান উপকরণ পত্নীকে অধিকতর ভালবাসে, আবার তাহা হইতে ভোগের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ নিজ দেহকে অধিক প্রিয় জ্ঞান করে। কারণ, পুত্র কি পত্নীর দেহে অধিক যন্ত্রণা হইলেও তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যক্ষভাবে কোন ব্যক্তি নিজে ভোগ করে না; কিন্তু নিজের দেহে যদি সামান্য একটী কণ্টকও বিদ্ধ হয়, তবে তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য তৎক্ষণাৎ সচেষ্ট হয়। দেহে আত্মবুদ্ধিকারী বদ্ধজীব ভোগের সর্ব্ব-প্রধান উপকরণ যে দেহ, তাহা হইতেও অর্থে অধিক আসক্ত হয়। এমন কি, অনেক সময়ে দেখা যায় যে, ভোগের বস্তু প্রাণতুল্য পুত্রের মৃত্যুতে কিছুদিন শ্মশান-বৈরাগ্যের পর পুনরায় প্রাণ-প্রিয়তমার সহিত পরমানন্দে বাস করিয়া থাকে। বহু পুত্র থাকা অবস্থায়ও যদি প্রিয়তমার মৃত্যু হয়, তখন আমরা উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক হইয়া তীর্থবাসী কিম্বা সন্ন্যাসী হই এবং বলিয়া থাকি,—"আর কাহার সহিত সংসার করিব?" কিন্তু কিছুদিন পরে আবার বিবাহ করিয়া বসি। পুত্র বা পত্নী থাকা সত্ত্বেও যদি আমাদের আসক্তির সর্ব্ব-প্রধান উপকরণ অর্থ নষ্ট হয়, তখন আমরা আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হই না। জগতে এরূপ ঘটনা অনেক দেখিতে

পাওয়া যায়। এমন কি; মৃত্যুর পরও অর্থাসক্তি দূর হয় না। এতদ্বিষয়ে একটী আখ্যায়িকা বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

এক নিধন ব্যক্তি অর্থাভাবজনিত বৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক পরমগুরুর নিকট গমন করিয়া বলিল,—হে প্রভো! আমাকে কৃপা করুন, আমাকে গ্রহণ করুন, আমার সংসারে কোন আসক্তি নাই। পরম দয়াল গুরুদেব সকলকেই উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে গুরুদেব বুঝিতে পারিলেন যে, শিষ্যটীর সংসারাসক্তি অতি প্রবল তখন একদিন তিনি শিষ্যকে বলিলেন,—তুমি কিছুদিন সংসার করিয়া আইস। শিষ্যটী উত্তর করিল,—"প্রভো! আপনি আমাকে এ কিরূপ আদেশ করিতেছেন? সংসারে ত' আমার কোন আসক্তিই নাই, তবে আপনি গুরুদেব হইয়া যখন আদেশ করিতেছেন, তখন আমাকে অবশ্যই সংসারে প্রবেশ করিতে হইবে। আমি কেবল গুরু-বাক্য পালন করিতেই চলিলাম, আপনি যখনই আদেশ করিবেন, তখনই চলিয়া আসিব।" জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অভাবগ্রস্ত শিষ্যটিকে গুরুদেব সংসারে পাঠাইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সে প্রচুর ধনের অধিপতি ও কয়েকটী পুত্রের জনক হইল। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, বিষয়াসক্ত শিষ্যকে যখন গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাহাকে উদ্ধার করিতেই হইবে—এইরূপ বিবেচনায় পরম দয়াল গুরুদেব তাহার বাড়ীতে আসিয়া বলিলেন,—"বৎস! মনে তোমার অত্যন্ত বাসনা ছিল বলিয়া তোমাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলাম; তুমি প্রচুর ধনের মালিক হইয়া বহুদিন তাহা ভোগ করিয়াছ, তোমার পুত্রাদিও হইয়াছে, অতএব এখন হরিভজন করিবার জন্য আমার সঙ্গে চল। ঘরে থাকিলে তোমার হরিভজন হইবে না; যেহেতু তোমার অর্থে অত্যন্ত আসক্তি; আর তুমি ত' বলিয়াছিলে, যখনই আদেশ করিব, তখনই চলিয়া আসিবে।"

গুরুদেব এই কথা বলিলে শিষ্য উত্তর করিল,—"প্রভো! সে কথা আমার ঠিক স্মরণ আছে, তবে ছেলেগুলি একটুকু বড় হইলেই চলিয়া আসিব।" এইরূপ উত্তর শুনিয়া গুরুদেব চলিয়া গেলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে পরদুঃখ-দুঃখী গুরুদেব তাহাকে বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হইতে পুনরায় উদ্ধার করিতে আসিলেন এবং তাহার পুত্রদিগের নিকট জানিলেন যে, শিষ্যটীর মৃত্যু হইয়াছে; গুরুদেব মনে মনে স্থির করিলেন যে, যাহার ধনে এত আসক্তি, সে নিশ্চয়ই এই গৃহেই কোন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ গুরু জানিতে পারিলেন যে, শিষ্যটী একটী কুকুর হইয়া এই বাড়ীতে পাহারা দেয়। তখন তিনি গোপনে কুকুরটীকে বলিলেন,—"বৎস! নরদেহ পাইয়াও ভগবানে আসক্ত না হইয়া ধনে আসক্ত হওয়ার দরুন কুকুর-যোনি লাভ করিয়াছ; আর কেন? এখন চল।" শিষ্য উত্তর করিল,—"প্রভো! সে কথা আমি কখনই ভুলি নাই; কি করি, ছেলেরা এমন নিদ্রালু যে, সারা রাত্রির ভিতর ইহারা আর জাগে না! আমি পাহারা না দিলে একদিন চোর আসিয়া আমার সমস্ত সঞ্চিত ধন লইয়া যাইবে। ইহারা একটুকু সংসারটা বুঝিলেই আমি চলিয়া আসিব।" গুরুদেব আরও কিছুদিন পরে আসিয়া জানিলেন যে, কুকুরটি মরিয়া গিয়াছে; তিনি তাহার শিষ্যের অজ্ঞাত অবস্থান অসম্ভব মনে করিয়া শিষ্যের ধনাগার দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। পুত্রগণ সাহ্লাদের সহিত ধনাগারের চাবি তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। তিনি একাকী ধনাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার শিষ্য একটী সর্প হইয়া তথায় অবস্থান করিতেছে। গুরুদেব তাঁহার শিষ্যের পরিণাম ও অর্থাসক্তি দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন,—"বৎস! আর কেন? এখন চল।" শিষ্য এবারও উত্তর করিল,—"প্রভো! আমার সে কথা ঠিক মনে আছে, তবে আমার ছোট পুত্রটী চরিত্রহীন হইয়া আমার সঞ্চিত বহু অর্থ নষ্ট করিয়াছে, যাহাতে আর অধিক অর্থ নষ্ট করিতে না পারে, সেই জন্যই এখানে বসিয়া আছি। ছেলেটা একটুকু ভাল হইলেই চলিয়া আসিব।" গুরুদেব এ কথা শুনিয়া তাঁহার শিষ্যপুত্রদিগের নিকট আসিয়া বলিলেন যে, তোমাদের ধনাগারে একটী সাপ প্রবেশ করিয়াছে, তোমরা ইহাকে প্রহার করিতে করিতে ফটকের বাহিরে দিয়া ঘুরে ফেলিয়া দাও; কিন্তু সাবধান, উহাকে প্রাণে বধ করিও না।

পুত্রগণ তাহাই করিয়া সর্পটীকে দূরে ফেলিয়া দিল। কৃপাবতার গুরুদেব তখন তাহার নিকট গিয়া বলিলেন যে, এখন হরিভজন কর। সর্পরূপী শিষ্য উত্তর করিল,—"প্রভো! পুত্রগণ প্রহার করিয়া আমার শরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে, এখন আপনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই করিব;

এখন আর আমার বড়াই করিবার সামর্থ্য নাই।" এই আখ্যানটী হইতে আমরা জীবের অর্থাসক্তি যে অন্ত দেহ-ধারণেও নষ্ট হয় না, তাহা শিক্ষা করিতে পারি।

যে অর্থে লালসায় মানুষ ভগবান্-কে ভুলিয়া যায়, যে অর্থে সকলের প্রকার নিকৃষ্ট বস্তু নিহিত আছে, সেই অর্থাদি প্রকৃতপক্ষে যাঁহার ভোগ্য, সেই ভগবানের সেবায় যদি ব্যয়িত হয়, তবে তাহা দ্বারাই আমার নিত্যবস্তু যে পরম অর্থ, তাহা লাভ হয়। তাই গুরুদেব গাহিয়াছেন,—

"কনক কামিনী বিষম বাঘিনী
ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে সব।
তোমার কনক ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব॥
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল রাধব।
আসক্তি রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয় সমূহ সকলি মাধব॥"

যাঁহার অর্থ, তাঁহার সেবায় উপকরণ-স্বরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেই আমার ভোগ-প্রবৃত্তি দূর হইতে পারে, এতদ্ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। আবার এই অর্থ ত্যাগ করিবার অধিকারও আমার নাই, ভোগ করিবার অধিকার ত' নাইই। কৃষ্ণের ভোগ্য-বস্তুতে ভোগবুদ্ধি করিলে অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া জন্ম-মরণ-মালার আশা গ্রহণ করিতে হইবে; যেহেতু শ্রীগীতায় ভগবান্ শ্রীমুখে অর্জুনকে বলিয়াছেন,—"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" এখানে 'হি' এবং 'এব' শব্দের দ্বারা বাক্যের নিশ্চয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব ভগবান্ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর অনাদির আদি সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বস্তুর ভোক্তা এবং প্রভু। হরিসম্বন্ধী বস্তুকে পরিত্যাগ করিলে তাহা শুষ্ক-বৈরাগ্যে পরিণত হইবে এবং উহা ভোগেরই প্রকারভেদ মাত্র। অতএব যুক্তভাবে সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণ-সেবার উপকরণস্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাতে সমর্পণ পূর্ব্বক অর্পিত বস্তুকে সেব্যভাবে যথাযোগ্য গ্রহণ করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন শ্রীল সনাতন প্রভু জীবের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ বলিয়াছেন,—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

তবে আমার মত অনাদিবহির্ম্মুখ জীব মায়াগ্রস্ত হওয়ায় ইহা তাহার বুদ্ধিতে উদয় হয় না এবং ইহার অর্থও তাহার বোধগম্য হয় না। কিন্তু ইহাই একমাত্র সনাতন পন্থা। 'অর্থ' শব্দে—ধন, কনক, সারবস্তু, সুবিধা ইত্যাদি বুঝায়। আমরা কিন্তু যাহা অর্থ নহে অর্থাৎ অনর্থকে 'অর্থ' বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক নরকের প্রশস্ত পথে দ্রুতবেগে প্রধাবিত হইতেছি।

অর্থ দুই প্রকার,—নিত্য ও অনিত্য। 'অনিত্য' অর্থ—বিষয়বৈভবে 'আমিত্ব-বুদ্ধি'। তাহা যদি কৃষ্ণ-সেবার উপকরণ না হয়, তবে তাহা অনর্থে পর্য্যবসিত হয়; আবার তাহাই যদি কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত হয়, তবে তাহা দ্বারা আমরা গুণাতীত সাধ্য-স্বরূপ পরম অর্থ বা শ্রেষ্ঠ অর্থ 'কৃষ্ণপ্রেমা' লাভ করিতে পারি। শাস্ত্র বলিয়াছেন, নিত্য অর্থ পাঁচ প্রকার,—

তাপাদি পঞ্চসংহারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥
(পদ্মপুরাণ)

অতএব তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পঞ্চ সংস্কার, শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গ-কার্য্য এবং পঞ্চ প্রকার অর্থ-জ্ঞাতা ব্যক্তিই—মহাভাগবত। সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় ব্যতিরেকে আমরা এ সমস্ত কথা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না। শ্রীল রাধারমণস্বামীর প্রশিষ্য শ্রীলোকাচার্য্য মহোদয় সংসারী জীবের তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির জন্য নিত্য অর্থকে পাঁচ প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। যথা,—জীবের স্বরূপ, ঈশ্বরের পরস্বরূপ, পরমার্থ-স্বরূপ, উপায় স্বরূপ ও বিরোধিস্বরূপ। জীবের স্বরূপ আবার নিত্য, মুক্ত, বদ্ধ, কেবল ও মুমুক্ষুভেদে পাঁচ প্রকার। ঈশ্বরের পরস্বরূপ—পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্য্যামী এবং অর্চ্চাবতারভেদে পাঁচ প্রকার। পুরুষার্থস্বরূপ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আত্মানুভব ও ভগবদনুভব—এই পাঁচ প্রকার। উপায়স্বরূপ—কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রপত্তি, আচার্য্যাভিমান ও ভক্তিভেদে পাঁচ প্রকার। বিরোধিস্বরূপ—স্বরূপ, পরতত্ত্ব, পুরুষার্থ, উপায় ও প্রাপ্যবিরোধী—এই পাঁচ প্রকার।

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু

গীতাশাস্ত্র হইতে নিত্য অর্থপঞ্চকের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—১। পূর্ণ-চৈতন্য ঈশ্বর, ২। অণুচৈতন্য-জীব, ৩। সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয়ের আশ্রয় প্রকৃতি বা মায়া, ৪। ত্রিগুণের প্রভাবশূন্য অতুলনীয় কাল। ৫। পুণ্যপাপ-নিষ্পাদ্য অদৃষ্টাদিলক্ষণা—কর্ম্ম। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল—এই চারিটী তত্ত্ব নিত্য, অবিনশ্বর; কর্ম্ম অনাদি হইলেও নশ্বর। জীব, প্রকৃতি, কাল—ঈশ্বরের অধীন। ঈশ্বর—গুণময়ী প্রকৃতি বা মায়ার অতীত তত্ত্ব। জীব স্বরূপতঃ মায়াযুক্ত হইলেও অনুতা-প্রযুক্ত মায়াবশযোগ্য। মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—"মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" জীবও ঈশ্বরে নিত্য অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ তাঁহার রচিত ভক্তিসন্দর্ভে ভগবৎ-পরমার্থ পঞ্চবায় হইতে অর্থপঞ্চকের বিস্তৃত ব্যাখ্যায় সারমর্ম্ম এইরূপ প্রদান করিয়াছেন। যথা,—ভগবান্, তাঁহার ধাম তাঁহার দ্রব্য, তাঁহার মন্ত্র এবং জীবাত্মা। ১। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য। ২। তাঁহার ধাম প্রকৃতির পরপারে শুদ্ধসত্ত্বময়, সর্ব্বভূতের আধার, সর্ব্ব-প্রলয়বর্জ্জিত কোটিসূর্য্যচন্দ্রসম জ্যোতির্ম্ময় এবং সচ্চিদানন্দ-লক্ষণ-বিশিষ্ট। ৩। সেইখানে তদ্ভাবভাব-সমূহ সর্ব্বতোগ-প্রদ, তদুৎপন্ন দ্রব্যও সেইরূপ এবং তাহাতে হেয়াংশের অধিষ্ঠান না থাকায় তাহা অপ্রাকৃত রসস্বরূপ। ৪। তাঁহার মন্ত্র বাচ্য ও বাচকরূপে ভিন্ন দেখা গেলেও তত্ত্ববিদ্‌গণ উভয়ের অভেদই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ৫। সাগরজলে বহ্নির সংযোগে তরঙ্গ হইতে যেরূপ কণিকা উত্থিত হয়, অথবা বৃহৎ বৃহৎ অগ্নিস্কুণ্ড হইতে যেরূপ স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ সেবা ভগবানের লীলাপুষ্টি-বৈচিত্র্য-জন্য জীব-স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হয়। ভগবানের সহিত স্বীয় স্বতন্ত্র সেবক-পরিচয়-জ্ঞানবিশিষ্ট নিত্য চৈতন্য-সত্তাকে জীবশক্তি কহে; ঐ জীব ভগবানের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বে বর্ত্তমান।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির অন্যতম তটস্থা শক্তি হইতে চিজ্জগৎ ও জড়জগতের মধ্যবর্ত্তী উভয় জগতের সম্বন্ধযোগ্য একটী তত্ত্ব নিঃসৃত হইয়াছে, উহার নাম জীবতত্ত্ব। জীবের গঠন চিৎপরমাণু, তবে অণুতা-প্রযুক্ত মায়াবশযোগ্য। চিদ্ধর্ম্ম সম্বন্ধে জীব কৃষ্ণের অভেদপ্রকাশ এবং অণু-চৈতন্য-ধর্ম্মবশতঃ বৃহৎচৈতন্যরূপ কৃষ্ণের ভেদপ্রকাশ; কৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদাভেদপ্রকাশরূপ উভয়বিধ সম্বন্ধ নিত্য বর্ত্তমান। ভেদ ও অভেদ যুগপৎসিদ্ধ। কৃষ্ণ—পূর্ণস্বতন্ত্র, জীব—অণুস্বতন্ত্র। এই জীব তটস্থ ধর্ম্মক্রমে স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে ভগবদ্বর্হিমুখ হইয়া জড়ভোগে প্রবৃত্ত অবস্থায় মায়াবদ্ধ হয়।

"মায়াধীশ মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ" হায় মন, আমি চিন্ময়-সমুদ্রের চিন্ময় তরঙ্গ হইয়াও নিজ স্বতন্ত্রতাকে অবৈধভাবে নিয়োগ করার ফলে তুমি বাজ হইয়া তোমার দ্বিতীয় সহোদর বুদ্ধিকে মন্ত্রীত্বে নিযুক্ত করতঃ, তৃতীয় ভ্রাতা অহঙ্কারকে সেনাপতি-পদে বরণ করিয়া আমাকে মায়ার অনর্থ-সমুদ্রের বৈদূর্য্যতরঙ্গে পরিণত করিয়াছ। মন যাহাই আমরা বদ্ধ হই, আমার সেবোন্মুখ হইলেই মুক্ত হইতে পারি।

মায়াগ্রস্ত জীব নিজে রাজা সাজিয়া সোঽহংবাদী বা 'হাম-বড়া' হইয়া কায়-মনোবাক্যের প্রধান উপকরণ অর্থে প্রবলভাবে আসক্ত হইয়া পড়ে; অর্থাসক্তি তখন এত প্রবল হয় যে, বৈষ্ণব বা প্রকৃত সাধু আমাদিগের আসক্তির বস্তু যে অর্থ, তাহা কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিয়া আমাদিগকে বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিতে চাহিলে সর্ব্বধনের অধিপতি সেই কৃষ্ণাভিন্ন বস্তুকে আমরা সাধারণ ধনের ভিক্ষুক মনে করি; অনেক সময় বলি, সাধুর আবার অর্থের দরকার কি? কিন্তু সাধু যে আমাকে কৃপা-ভিক্ষা দিতে আসিলেন—আমার অর্থাসক্তির কিয়দংশ পরমার্থে নিয়োজিত করিতে আসিলেন, তাহা অতিবদ্ধতার ফলে মায়া আমাকে বুঝিতে দেয় না।

কৃষ্ণবিমুখ হইয়া আমরা পুত্রধন, স্ত্রীধন—এইরূপ বলি; কিন্তু কৃষ্ণ-বিমুখ, ভজনহীন পুত্র বা স্ত্রী কি প্রকৃত ধন? তাই কোন মহাজন গাহিয়াছেন,—"আমি অধনে যতন কৈনু ধন তেয়াগিয়া।"

হায় মানব! তোমার এমন দিন কবে হবে, যখন তুমি অর্থ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারিবে। অর্থই আমাদের প্রয়োজন; "প্রেমা পুমর্থো মহান্"—পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমাই শ্রেষ্ঠ অর্থ। যে অর্থ আমাকে বহির্ম্মুখতারূপ মৃত্যুর করাল-কবল হইতে উদ্ধার করিয়া চিরতরে অমৃতময় অপ্রাকৃত-রাজ্যে লইয়া যাইতে পারে, সেই অর্থ লাভ করিবার একমাত্র উপায়—অত্যন্ত নিষ্কপটে শব্দ-ব্রহ্ম এবং পর-ব্রহ্মনিষ্ঠাতে নিত্যানন্দাভিন্ন সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় পূর্ব্বক ভগবদনুশীলন; ইহাই একমাত্র অর্থ।

ব্যবসাদারের কপটতা

(৬)

ভাই ব্যবসাদার, তুমি কি 'তৈয়ারী করা' কাহাকে বলে, জান? 'তৈয়ার' শব্দে কেবলমাত্র কপটতাকে লক্ষ্য করে না,—একথা কি তুমি জান? ইহা একটী বৈদেশিক শব্দ। উহার অর্থ—'প্রস্তুত বা নির্ম্মাণ করা'। তুমি কেবল গৃহব্রত-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া গৃহমেধ-যজ্ঞে তৈয়ার হইয়াছ, সুতরাং তোমার মত অন্যে তৈয়ার হইতে পারিবে না, শাস্ত্র তোমার মত তৈয়ার করিতে পারিবে না; নিষ্কপটতা, কুশিক্ষা, স্বার্থপরতা, কুতর্কশূন্য প্রভৃতি তৈয়ার-নৈপুণ্য-ব্যবসায় শাস্ত্রোক্ত ঋষিনীতির ব্রাহ্মণ-তৈয়ারী কার্য্যে আবদ্ধ থাকিবে এবং সত্য চিরদিন আবৃত থাকিবে—এই অধর্ম্মের ব্যবসা তুমি অবাধে চালাইবে, আর তাহার অসদ্ব্যবহার সৎসমাজে অতীব নিন্দার বিষয়—একথা কেহই বলিতে পারিবে না এবং শাস্ত্রীয় বিচারের পুনঃসংস্থাপনে তোমাকে বাধা দিতে গেলে তুমি শাস্ত্র বা মহাজন মানিবে না, নিজেই নাস্ত্রীর অঙ্গ ধরিয়া তাহার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে থাকিবে—এই ব্যবসাটী কি নিন্দনীয় নহে? ব্রাহ্মণ-তৈয়ারের শাস্ত্রপ্রণালী শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রে লিপিবদ্ধ আছে, উহা কল্প-শাস্ত্রের আলোচনার অভাবে অন্তর্হীন হইয়াছে মাত্র। পঞ্চরাত্রাবিরোধবাদ শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রের বিরোধীরূপে কল্পনা করিয়া তোমার যে দুর্গতি ঘটিয়াছে, সেই অশিক্ষিত 'মেয়ে পাঁচালী' আর কত দিন চালাইতে চাও? পরমার্থ-শিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, নিত্যবৃন্দাবন-বাসী গোস্বামিষট্ক ও তাঁহাদের অনুগ-সম্প্রদায়—সকলেই তোমার বিচারের 'ব্রাহ্মণ-তৈয়ারী করা' ব্যবসাকে নিন্দা করিয়াছেন। তুমি কপট ব্যবসাদার বলিয়া গোঁজামিল চালাইতে চাও, কিন্তু তোমার গোঁজামিল ধরিয়া দিবার একটী যন্ত্র শ্রীআলবন্দারু ঋষির 'আগম-প্রামাণ্য'। শ্রীআলবন্দারু ঋষি বৈদিক বিধিত্রি-সন্ধ্যাসী ছিলেন। তাঁহার ত্রিদণ্ডই ত্রিকোটী বৈষ্ণবচক্ষুলম্বিত শ্রীলক্ষ্মণমেদিকা-চার্য্য স্বয়ং গ্রহণ করিয়া পরমার্থ প্রচার করিয়াছেন। সেই দিনের বৈষ্ণববৈভব-ধ্বনি তোমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তোমার প্রতারণা-জাল ধরা পড়িয়া যাইবে বলিয়া তুমি ঐ সকল কথায় কাণ পাত না কেন? তুমি বল্লয়ন-প্রভৃতি কথাগুলি শুনিয়াছ, তাহাদের পাষাণ্ডিত গৃহ ও প্রেতসূত্র মুখে অনুমোদন কর, তথাতীত একায়ন-শ্রুতিবিহিত যজ্ঞাকর স্বীকার করা না কেন? একায়ন-যজ্ঞের নিন্দাবাদ তোমার নিকট পরমার্থ বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে; কিন্তু একায়ন-শ্রুতিবিহিত বিভিন্ন সংস্কার-যাজ্ঞগণের বিচার-প্রণালী তোমাকেই 'শ্রুতিবিরোধী অব্রাহ্মণ তৈয়ারকারী ব্যবসাদার' বলিয়া স্থাপন করে। তুমি বিশুদ্ধ বেদের ত্রয়ীবুদ্ধ। তোমার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেবা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥"

তোমার জন্যই পাঞ্চরাত্রিকগণ আগমপ্রমাণ অবলম্বন করিয়া শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন,—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

তুমি কি ইহার কোন প্রত্যুত্তর দিতে সমর্থ হও? তোমার গৌরভোগবাদ বা প্রাকৃত নারীর অঙ্গলাবদ্ধ ভাব তোমাকে কেবল ত্রীণলম্বিতে ডুবাইয়া দিতেছে। তুমি কি তত্ত্বদাবদগ্ধ হইবার একমাত্র প্রয়াসী হইয়া যে কোন প্রকারে পরমার্থ-বিরোধ করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়াছ? একথা কি কাহারও বুঝিতে বাকী আছে? তুমি ইন্দ্রিয়-পরায়ণ গৃহমেধিগণের ইন্ধন যোগাইবার জন্য ধর্ম্মের ছলনায় ধার্ম্মিকবেশে যে অনর্থ উপস্থাপিত করিয়াছ, তাহা তোমার শূদ্রতা-বিজ্ঞাপক ঘৃণ্য স্বভাবের পরিচয় মাত্র। তুমি কি শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধ পড়িয়া বুঝিতে পার নাই যে, তোমাকে লক্ষ্য করিয়াই—

"শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরোহ্যোত্তমাসনম্॥"

—শ্লোকটী কথিত হইয়াছে। তোমাকে উদ্দেশ করিয়াই হরিভক্তিবিলাসের পঞ্চম বিলাসে—

"অতস্তাঃ শ্রুতয়ো যে বৈ ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্নৈ শ্রৌতবর্ত্মনা।"

—এই বাক্যটী আলোচিত হইয়াছে। তোমাকে লক্ষ্য করিয়াই মনুসংহিতা—

"বেদনিন্দা দ্বিজো বেদমন্ত্রম্ কুর্ব্বতে প্রথম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

—এই শ্লোকটী বলিয়াছেন এবং তোমাকে ব্রাহ্মণ-বৈশ্যাদি-ব্যবসায় হইতে ৫৮ হাত দূরে ৪৩ পুরুষ পর্য্যন্ত ত্রাত্য করিয়া দিয়াছে। কি প্রকারে ব্রাহ্মণ প্রকটিত হন—এ সকল কথা তুমি আদৌ না জানিয়া ত্রাত্য হইয়া বলপূর্ব্বক আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করিতেছ। বিংশ সংস্কার প্রদর্শনাবধি তোমার একায়ন-পদ্ধতির চল্লিশ সংস্কারের অর্দ্ধেক সংস্কারও হয় নাই, জান না কেন? ত্রিদণ্ডী যতীরাজ যামুন মুনি তোমার ন্যায় অধরবর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মণ-ক্রবকে গৌরতোষ্টী অযত্ন জানিয়া তোমার কুবুদ্ধি শোধনের জন্য, তোমার বোধের জন্য ও তোমার কপট ব্যবসাদারী ছাড়াইবার জন্য আগমপ্রামাণ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবী করিবার পদ্ধতি সমর্থন করিয়াছেন। মায়াবাদি-সম্প্রদায় তোমাকে গৌরার্চ্চন ও গৌরকৃষ্ণার্চ্চন বা গৌরনারায়ণার্চ্চন হইতে বিমুখ করিবার উদ্দেশে নাস্তিকা-মতপুষ্ট বহুদেবার্চ্চন-বাদমূলে একায়নপদ্ধতিকে অনাদর করিতে শিখাইয়াছে। তুমি যে এ সকল কথা আলোচনা না করিয়া সূত-মাগধ-চারণের ন্যায় তৌর্য্যত্রিকের বশবর্ত্তী হইয়া 'ব্রাহ্মণ' সাজিতে চাও, 'ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবী করা যন্ত্র' হইতে চাও, তাহা কি তোমাকে 'বণিকের ক্রীতা', 'শূদ্র' বলিয়াই লোকে জানিয়া ফেলিবে না? একায়ন-বিহিত শ্রৌতসম্প্রদায় ত্রয়ীবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত জনগণকে নারায়ণ-সেবার অভাবে পতিত জানেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥"

ত্রয়ীবিহিত সংস্কারগুলির অনুমোদন কর বা তাহাতে অবস্থিত থাক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু ভগবৎসেবা বঞ্চিত হইয়া ঈশ্বর সাজিতে চাও, ঈশ্বরের অস্তিত্বের ডিণ্ডী-ডিণ্ডিম্ করিতে চাও অথবা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে চাও; কিন্তু একায়নপদ্ধতি বলেন,—যে শাস্ত্র—যে শ্রৌতসূত্র—যে গৃহ্যসূত্র—যে কল্পশাস্ত্র—যে স্মৃতি ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিত করাইয়া অটোপবদ্ধ জীবকে মায়াবাদী বা কর্ম্মী করিয়া তুলে, তাহাকে দূর হইতে সম্মান প্রদর্শন করাই বিহিত। আর ত্রয়ীর মন্ত্রগুলি যদি ভগবৎসেবার প্রতিকূলে কর্ম্মানুষ্ঠান-চলনার অসার্থ-প্রতিপাদক হয়, তবে তাদৃশ শব্দাকতোষীর তুল্য সম্প্রদায়কে দর্শন, স্পর্শন ও অভিবাদনাদি শাস্ত্রিয় পরিবর্জ্জন করিবে। একায়ন-পদ্ধতির কথা তুমি সামবেদ-পাঠকালে জানিতে পারিবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ দেখ থাকিলে বুঝিতে পারিবে যে,—"অস্মিন্ধর্ম্মব্রাহ্মণেভ্যস্ত্রয়ীজ্ঞান্ বৈষ্ণবঃ সদা।" সেই বৈষ্ণব অস্মিধর্ম্মজ্ঞ নহেন, পরন্তু তিনি চিদগ্নি-প্রজ্বলিত। তিনি কেবল সবিতার উপাসক নহেন, কিন্তু সবিতার বরেণ্যের সেবাভিজ্ঞ। তিনি ঘটপট-পাত্রে মূর্খতা-উপার্জ্জক আধিকিকী বিদ্যাশটু-বটুগণের কটুবাক্যে চাটুবাক্যমাত্র শিক্ষা করেন নাই। তাঁহাদের ন্যায় "ছাটু ডোবে না"-জলে "সকরী কদাচরণতে" লৌকিক ন্যায়ের চাকলো আবদ্ধ নহেন। 'ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবী করা' ব্যবসা দ্বারা উদরভরণ ও উপরচারণ-প্রভাবে বদান্য হইবার যোগাতার জন্য ব্যস্ত নহেন। একায়নশ্রুতিবিহিত পদ্ধতির শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্র সমূহের আলোচনা-বিমুখ হইয়া তিনি কেবলমাত্র বহ্বৃচনশাখীয় গৃহ্যাদিসূত্রের কূপমণ্ডূকতায় আবদ্ধ নহেন। বৈষ্ণবী ব্রাহ্মণতা দ্বারা কৃত্রিমতা আর কত দিন চলিবে? স্বভাব-লক্ষণ-বিপর্য্যয়ে যে কৃত্রিম নির্ণয়-পদ্ধতি, তাহা মূর্খসমাজেই আদর লাভ করে, তত্ত্বচিত্রের নিকট উহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর মাত্র। শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রশাসন-পালন পরিহারমুখে যে কপটতা চলিতেছে, সেই কাপট্য ধরা পড়িয়া গেলে তাহার আর কোন মূল্য থাকে না। কাপট্য-ব্যবসা ধর্ম্মাদিরূপে গৃহীত হইলে তাহার প্রতীকার হয়। তাহার পূর্ণপর্য্যন্ত আবৃত সত্য নানা অনর্থ উৎপাদন করে; কৃত্রিম নিশান-পিপাসা শাস্ত্রশাসনে কখনই স্থায়ী থাকিতে পারে না। ঐরূপ অধর্ম্মের ব্যবসা পরিত্যাগ না করিয়া যদি অধর্ম্মের ব্যবসাদারগণের শাসক-সম্প্রদায়কে, শান্তি-সংস্থাপক সম্প্রদায়কে অথবা কূটকৌশল প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে তাদৃশ কপটতার ব্যবসা আর কতক্ষণ চলিতে পারে? শ্রীভোজ—"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন" শ্লোকের বিচারপ্রণালীটী কি তোমার কোনদিনই আদরের বিষয় হইবে না? তুমি কি বেদ গৌরভোগপ্রণালীর গুরুগিরি দ্বারা বিষ্ণুতত্ত্বের অবমাননা করিতে থাকিবে? তুমি কি নির্ব্বোধের ভাণ করিয়া একায়নশ্রুতিবিহিত

পদ্ধতির চিরদিনই অসম্মান করিবে? তুমি কি কোনদিন সর্ব্বশৈক্ষববরেণ্য শ্রীগৌরকোপ ধাম এবং অবরবর্ণে আবির্ভূত দিব্যসূরিসম্রাট্, ঠাকুর হরিদাস, শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, আচার্য্যবর্য্য শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতিকে 'অব্রাহ্মণ' বলিবার ধৃষ্টতা পাইতে পারিবে না? তোমার পোড়া দুর্বুদ্ধি আলোচনা করিলে আমাদের হৃদয় কম্পিত হয়। তোমার আধ্যক্ষিক জ্ঞানের চঞ্চলতা তোমাকে কখনই সাত্ত্বিক প্রকৃতি-ব্রাহ্মণ বলিয়া স্থাপন করিতে পারিবে না।

তুমি কি জান, কাহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলে? তোমার বাক্য দ্বারা বুঝা যায়, শাস্ত্র যাঁহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলেন, তাঁহাকেই তুমি 'অব্রাহ্মণ' বল! তুমি কি একবার শ্রীযামুনাচার্য্যের কথাগুলি পাঠ করিবে?

"যদপুক্তং গর্ভাধানাদিযাহাতসংস্কারাণাম্-সেবনাদ্ভাগবতানামব্রাহ্মণ্যমিতি, তত্রাপাজ্ঞানমেবাপরাধ্যতি, ন পুনরধুনাতনো লোকঃ, যতো বংশপরম্পরয়া রাজসসেবয়াধ্যয়নযজনাদীনাং কাত্যায়নাদিগৃহ্যোক্তমার্গেণ গর্ভাধানাদিসংস্কারান্ কুর্ব্বতে; যে পুনঃ সাবিত্র্যনুবচন প্রভৃতি ত্রয়ীধর্ম্মত্যাগেন একায়নশ্রুতিবিহিতানেব চত্বারিংশৎ সংস্কারান্ কুর্ব্বতে, তেঽপি যথাযথগৃহ্যোক্তমর্থং যথাবদনুতিষ্ঠন্তীনাং ন শাখান্তরীয়কর্ম্মানুষ্ঠানাদ্ ব্রাহ্মণ্যাৎ প্রচ্যবন্তে, অন্যেষামপি পরশাখা-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠাননিমিত্তব্রাহ্মণ্যপ্রসঙ্গাৎ।"

(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্যম্)

"গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া দাহ পর্য্যন্ত যে সকল সংস্কার আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া সংস্কারান্তরের সেবা করিলে ভাগবতগণ ব্রাহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হন,"—এইরূপ উক্তিতে বক্তার অজ্ঞানই অপরাধী; কিন্তু আধুনিক বক্তার কোন দোষ নাই; যেহেতু তাঁহারা বংশপরম্পরাক্রমে রাজসসেবার-শাখা অধ্যয়ন করিয়া কাত্যায়নাদি গৃহ্যোক্ত মার্গানুসারে গর্ভাধানাদি সংস্কার করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা সাবিত্র্যনুবচন প্রভৃতি (যজ্ঞোপবীত ধারণনির্ণায়ক শ্রুতি) বেদধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একায়নশ্রুতিবিহিত চত্বারিংশৎ সংস্কারের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও যথাযথ-গৃহ্যোক্ত বিধির যথানিয়মে অবলম্বন করিয়া শাখান্তরীয় কর্ম্মের অননুষ্ঠানহেতু কখনও ব্রাহ্মণ্য হইতে প্রচ্যুত হন না। কারণ, তাহা হইলে অন্যশাখিগণেরও পরশাখোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান না করায় অব্রাহ্মণ্য-প্রসঙ্গ হইতে পারে।

মায়াবাদী ও কর্ম্মিসম্প্রদায় ভগবদ্বিদ্বেষমূলে বলিয়া থাকেন যে, গর্ভাধানাদি দাহপর্য্যন্ত সংস্কার সমূহের পালন ব্যতীত কেবলা ভগবৎসেবা করেন বলিয়া ভাগবতগণ ব্রাহ্মণ নহেন। ইহাতে মায়াবাদী ও কর্ম্মিসম্প্রদায়ের কোন অপরাধ নাই, কিন্তু তাঁহাদের অজ্ঞানতারই দোষ। বিচারক সম্প্রদায়ের চিদনুভূতি আছে, সেই চিদ্বস্তু নিত্য অবিনাশী, সেইজন্য তাঁহাদের দোষ নাই; কিন্তু অবিদ্যা তিমিরে ঔপাধিক জ্ঞান বিজড়িত হওয়ায় উপাধিই দোষের হেতু। যাঁহারা ক্ষণভঙ্গুর উপাধিকে 'আত্মা' বলিয়া বুদ্ধি করেন, তাঁহাদের অজ্ঞানই এস্থলে অতিরিক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবদিগকে 'অব্রাহ্মণ' বলা কতদূর সঙ্গত, সে বিষয়ে দুইটী ভিন্ন মীমাংসা প্রদত্ত হইতেছে।

যাঁহারা যাজ্ঞসনের শাখা প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া কাত্যায়ন প্রভৃতি গৃহ্যসূত্রের পথে রচিত প্রয়োগ-পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক গর্ভাধানাদি দাহান্তসংস্কার গ্রহণ করেন, তাঁহারা আত্মধর্ম্মানুশীলনকল্পে তদতিরিক্ত আরও পাঁচটী সংস্কার গ্রহণ করেন। সুতরাং পঞ্চদশ সংস্কারে সংস্কৃত পুরুষ দশ সংস্কারে সংস্কৃত জন অপেক্ষা সমধিক উন্নত। যাঁহারা বলেন,—ঐ দশ সংস্কার অতিরিক্ত পঞ্চ সংস্কার দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা-জ্ঞান অজ্ঞান আনয়ন করিয়াছে। অনাত্মপ্রতীতিক্ষণে পাপপরিহারের জন্য এবং পুণ্যাবস্থানহেতু যে সকল সংস্কার, তাহা ঔপাধিক মাত্র। উপাধির ক্ষুণ্ণতা রজস্তমোগুণ পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক সত্ত্বে অবস্থান মাত্র। রজস্তমোগুণের অপেক্ষারহিত সত্ত্বে অবস্থিতিরূপ পঞ্চসংস্কার আত্মানুশীলনের অনুকূল,—ইহা যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদের অজ্ঞানই আছে, বলিতে হইবে। দেহদ্বয়ের সংস্কার ও দেহীর শুদ্ধতা-সংরক্ষণে প্রতিকূল বিচার পরিহারপূর্ব্বক পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত হওয়ায় যে প্রয়োজনীয় ব্যাঘাত, তাহা তাঁহাদের বুদ্ধির অধীন না হওয়ায় গীতোক্ত,—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

—এই শ্লোকে তাঁহাদের অধিকার জানিতে হইবে। সুতরাং বিশুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবের তনয় বাসুদেবের নিরুপাধিক সেবনোদ্দেশে যাহা নিহিত হয়, তাহা কখনই জড়বুদ্ধিমূলক নির্ব্বোধের দর্শনে দুষ্ট হয় না।

নিরীশ্বর সংস্কৃত জীবন অথবা বহুদেববাদী সংস্কৃত জীবন ঔপাধিকী চেষ্টার ফল বাদ। বস্তুবৃত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উপাধিরহিত হইবার প্রযত্নমূলে পঞ্চসংস্কার বাস্তবিক পাঞ্চরাত্রিকগণের মঙ্গলবিধান করে। পঞ্চরাত্রিতে জ্ঞানের অভাবে জীব অজ্ঞানে পতিত হইয়া জড়ভোগে রত হয়। সুতরাং রুচিবিকারগ্রস্ত অনেক পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত ভাগবতগণকে 'অব্রাহ্মণ' বলিয়া নিজ মূঢ়তা বৃদ্ধি করেন।

যাঁহারা ভাগবতগণের মধ্যে নিরীশ্বর বহুদেববাদীর দশসংস্কারাদি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে পতিত ব্রাহ্মণ জ্ঞান করেন, নিজ বর্ণের ব্রাহ্মণজ্ঞানে অবজ্ঞা করেন, তথাপি তাঁহাদিগকে তাঁহারা ব্রাহ্মণের অপর পর্য্যায়ে গণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহাদের বিভক্ত ত্রয়ীবেদের কোন নির্দ্দিষ্ট শাখার নির্দ্দিষ্ট গৃহ্যসূত্রের অবলম্বনে সংস্কারসমূহ দেখিতে পান না, তাদৃশ ভাগবতগণকে অবর বা পতিত ব্রাহ্মণ বলিতেও শঙ্কান্বিত হন, তাঁহাদের এই বিচারও অজ্ঞান-দোষে দুষ্ট। মৌঞ্জীবন্ধন, চতুষ্পদী গায়ত্রীর উপদেশ প্রভৃতি ঋক্, সাম ও যজুঃকথিত বিভিন্ন শাখা গৃহ্যসূত্রসম্মত সাংস্কারিক কর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক যাঁহারা একায়নশ্রুতিবিহিত চত্বারিংশৎ সংস্কারসমূহের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা নিজ নিজ বেদশাখার গৃহ্যসূত্রকথিত প্রয়োজন পালন করিয়া বিভক্ত বেদের একায়নশ্রুতিবিরুদ্ধ বিভিন্ন শাখার কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন নাই বলিয়া ব্রাহ্মণত্ব হইতে পতিত হইয়া-ছেন—একথা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। যদি কেহ এরূপ ভ্রমপূর্ণ যুক্তি স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার রচিত তাদৃশ ভ্রমপূর্ণ যুক্তি অবলম্বন করিয়াই একায়নশ্রুতিবিহিত শাখান্তরীয়-কর্ম্মপরায়ণ ভাগবতগণ তাঁহাদিগকে শ্রুতিবিরোধী অব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি-বেন। অজ্ঞান কর্ত্তৃক অষ্টপাশবদ্ধ জীব ভাগবতের নিন্দা দ্বারা নিরীশ্বরবাদ প্রবল করিতে করিতে গৃহমেধযজ্ঞকেই পরমার্থজ্ঞান করে। কিন্তু উহা ভবরজ্জু, অজ্ঞানবিদ্ধ ও ত্রিবিধ ক্লেশের মূল। সুতরাং পণ্ডিতম্মন্য দুষ্টমত পরিহার করিয়া ভাগবতগণকেই 'পরমোত্তম ব্রাহ্মণ' বলিয়া জানিয়া থাকেন। মূর্খ অজ্ঞানিগণ ভাগবতগণের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে পারেন না। না বুঝিতে পারাই তাঁহাদের স্বভাব। এই স্বভাবের জন্যই তাঁহারা ভগবদ্বিমুখতা সংগ্রহ করিয়াছেন।

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ।

পরমারাধ্য পরম পূজনীয়

শ্রীল শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু

শতকোটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম নিবেদন মিদং

মহাশয়!

কৃপাপূর্ব্বক অধমের কয়েকটী বিষয়ের মীমাংসা মহাশয়ের শ্রীপত্রে প্রকাশ করিয়া আমার ন্যায় অধমগণের সংশয় দূর করিতে আজ্ঞা হয়।

১। "ভক্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণসেবা করিবেন"—এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি? কোন্ ইন্দ্রিয়-দ্বারা কিরূপে কোন্ সেবার বিধান? প্রতি ইন্দ্রিয়ের নামোল্লেখ পূর্ব্বক জানাইবেন।

২। চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যে যে জাতিতে জন্মিয়াছে, তাহার সেই জাতিতে থাকিবার কালে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে হইলে তাহার বিবাহ কিরূপ নিয়মে হইবে এবং পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধ কি নিয়মে করিবে ও তাহার অশৌচই বা কতদিন?

৩। শ্রীমদ্বীরভদ্র গোস্বামী প্রভুকৃত পাষণ্ডদলনে দেখা যায়,—

ন খাইবে বৈষ্ণবে স্ত্রী-তৈল-নংস্ত ভক্ষণে।
জন্মিবে বৈষ্ণবে সুর-নির্য্যাস-শ্রাদ্ধান্নভোজনে॥

অথচ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-ভোজনের যে ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা কিরূপ? বৈষ্ণব কিরূপ শ্রাদ্ধা-ন্নভোজন গ্রহণ করিবেন ও কিরূপ আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না?

৪। "কৃষ্ণসংসার" কাহাকে বলে? তাহার আচার ব্যবহার এবং চিহ্ন কি প্রকার?

৫। শ্রীএকাদশীবাসরে মহাপ্রসাদ সেবনের বাধা আছে কি না?

উপরি-উক্ত বিষয়গুলি যথাযথ মীমাংসিত হইলে বহু বহু কৃষ্ণোন্মুখজন, যাঁহারা সামান্য সামাজিক ভয়ে ভীত হন, তাঁহারা এইরূপ শাস্ত্রপ্রমাণরূপ সাহস পাইয়া যথার্থ মহাজনের নির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিতে পারিবেন। অতএব এই অধমের সংশয়গুলি দূর করিতে আজ্ঞা হয়, নিবেদন ইতি।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীযতীন্দ্রনাথ চন্দ্র
পোঃ সাং দহিজুড়ি, জেলা মেদিনীপুর

উত্তর

১। শ্রীকৃষ্ণ—হৃষীকেশ ; 'হৃষীক' শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়, ঈশ—পতি। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিপতি। জীব—নিত্য কৃষ্ণদাস। দাস—প্রভুর অধীন—বিক্রীত পশু। দাসের দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা, ধন, যৌবন, যথাসর্ব্বস্ব প্রভুর সেবার উদ্দেশ্যে। ইহাই সম্বন্ধজ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান। শ্রীগুরুদেব আমাদের ন্যায় অনাদি-কৃষ্ণবিস্মৃত জীবকে এই দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা প্রদান করেন। আমরা অনাদি-বহির্ম্মুখ, স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারবশে কৃষ্ণের অধীনতা বা নিত্যদাসরূপ আমাদের নিত্যস্বভাব বা স্বরূপের বৃত্তিটী পরিত্যাগ করিয়া দেহে আত্মবুদ্ধি পূর্ব্বক নিজদেহ ও দেহবিস্তৃতিস্বরূপ স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, সমাজ প্রভৃতির আপাততপ্রিয়া, কিন্তু পরিণামে জন্মমৃত্যুময়ের মহাদুঃখসমূহ-সৃষ্টিকারিণী ভোগবাসনার বিষয় হই। এ জগতে কৃষ্ণের প্রতিনিধিস্বরূপ, কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তম এবং জীবদুঃখে দুঃখী গুরুদেব কৃষ্ণের ইচ্ছায় অবতরণ করিয়া আমাদের জন্মজন্মান্তরের অভ্যাস—যাহা আমাদের দ্বিতীয় প্রকৃতি বা নিসর্গরূপে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে, সেই স্বভাব অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগপর নিজদেহসেবার ইচ্ছা এবং তাহা হইতে উদ্ভূত ভীষণ ও অনন্ত দুঃখময়ের পরিণাম হইতে উদ্ধার করিবার জন্য দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া জানাইয়া দেন,—"জীব, তুমি কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ তোমার নিত্য প্রভু ; তুমি ভ্রান্তি বশিয়া দিয়া দেহে আত্মবুদ্ধিহেতু সর্ব্বেন্দ্রিয়ে নিজভোগপর দেহমনের সেবায় নিযুক্ত আছে। ইন্দ্রিয়চালনা তোমার ধর্ম্ম ; তুমি কৃত্রিমভাবে এই ইন্দ্রিয়চালনা নিরোধ করিবার ভাণ দেখাইলে 'মিথ্যাচারী' বা 'কপট' মাত্র হইবে অথবা নিজেন্দ্রিয় সুখের জন্য ইন্দ্রিয়চালনা করিলে পরম অসত্য উৎপাদন পূর্ব্বক পরিণামে মহাদুঃখ পাইবে। যিনি তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের একমাত্র মালিক, তোমার প্রভু, তাঁহার সেবায় তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় নিযুক্ত কর। সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে চেষ্টা কর, একমাত্র তাঁহার উদ্দেশ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয় চালনা কর, তাহা হইলে ক্রমশঃ তোমার এত দিনের অভ্যাস—যাহা দ্বিতীয় প্রকৃতি বা নিসর্গরূপে পরিণত হইয়াছে, সেই বিকৃত প্রকৃতি বিনষ্ট হইয়া তোমার স্বরূপ প্রকৃতি বা নিত্যস্বভাব উদ্বুদ্ধ হইবে, তুমি তখন তোমার সর্ব্বচিদিন্দ্রিয় দ্বারা পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হৃষীকেশের অনুক্ষণ সেবা করিতে পারিবে। চিদিন্দ্রিয় দ্বারা সেবা করিতে করিতে তোমার এত সেবানুরাগ হইবে যে, সেবাপরাকাষ্ঠায় তুমি হৃষীকেশকে গাঢ়ভাবে সেবা করিয়াও আরও অর্ব্বুদ চিৎকর্ণ, অর্ব্বুদ চিন্নাসিকা, অর্ব্বুদ চিচ্চক্ষু, অর্ব্বুদ চিজ্জিহ্বা, অর্ব্বুদ চিৎস্পর্শেন্দ্রিয়, অর্ব্বুদ চিদ্বৃহত্ত্ব এবং অর্ব্বুদ চিৎপদ প্রার্থনা করিবে।

কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কিরূপ সেবা করিতে হইবে, তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত ও আদর্শ আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমদম্বরীষ মহারাজের চরিত্রে দেখিতে পাই,—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ
(ভাঃ ৯।৪।১৬-১৮)

মহারাজ অম্বরীষ স্বীয় মন কৃষ্ণপাদপদ্মে, স্বীয় বাক্য বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে, স্বীয় করদ্বয় হরিমন্দিরমার্জ্জনাদিতে, স্বীয় কর্ণ কৃষ্ণকথোদয়ে, কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে স্বীয় চক্ষুর্দ্বয়, কৃষ্ণদাসের গাত্রস্পর্শে স্বীয় অঙ্গ, কৃষ্ণের পাদপদ্ম সৌরভাঘ্রাণে স্বীয় ঘ্রাণ (নাসিকা), কৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে স্বীয় রসনা, কৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে স্বীয় পাদদ্বয়, হৃষীকেশের চরণে প্রণতিকার্য্যে স্বীয় মস্তক, কামরহিত দাস্যে স্বীয় কাম এরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণে আত্মযোগ্য রতির উদয় হয়।

২। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তসমাজের জাতির অন্তর্গত অভিমান থাকিলে কেহই 'বিশুদ্ধ বৈষ্ণব' হইতে পারেন না। কারণ, কর্ম্মজড় স্মার্ত্তসমাজ যোষিৎসঙ্গ-প্রভাবমূলে গঠিত বলিয়া নিতান্ত অবিশুদ্ধ। স্রৌতপ্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানকারী একান্ত পারমার্থিক সদ্গুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ করিলে ঐরূপ অবিশুদ্ধ বুদ্ধি বিদূরিত হয়। শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে ঐরূপ অশুদ্ধ পাপপঙ্কিল জাত্যভিমান হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া তাহাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন এবং সেই দীক্ষাপ্রভাবে শিষ্য পারমার্থিক বিপ্রত্বে উন্নীত হয়,—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।"

"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্যাৎ জাতানেব হি বন্ধতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥"

(নারদ পঞ্চরাত্র—ভরদ্বাজ সংহিতা)

যেরূপ কোন বিশেষ আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব লাভ করে, তদ্রূপ (বৈষ্ণবী) দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়।

আচার্য্যগুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্রগুরুভাবে শিষ্যের পুনর্জন্ম হয়। বিনীত শিষ্য-পুত্রদিগকে বৈদিক দশ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিষ্যদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন। ইহাই দীক্ষা-বিধি।

লৌকবিচার বা প্রচলিত অবৈধ বর্ণের শুদ্ধতার অভাবই সাত্বত শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"শুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্নৈবেতরত্র না॥"

(হরিভক্তিবিলাসধৃত বিষ্ণুযামলবাক্য)

কলিতে অর্থাৎ বিবাদ যুগে শ্রৌতব্রাহ্মণগণের শুদ্ধতা নাই, তাঁহারা শূদ্র সদৃশ। বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহাদের নির্ম্মলতা নাই। পাঞ্চরাত্রিক বিধানেই তাঁহাদের শুদ্ধি।

সুতরাং 'বিশুদ্ধ বৈষ্ণব' হইতে হইলে একান্ত পারমার্থিক শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। তৎপরে তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ী কৃষ্ণসেবার অনুকূল জীবন-নির্ব্বাহার্থে অপরাপর কার্য্য। পারমার্থিকগণের জন্য বিবাহাদির নিয়মপদ্ধতি শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীপাদবিরচিত শ্রীসৎক্রিয়াসারদীপিকা-গ্রন্থে দ্রষ্টব্য এবং পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধবিধান 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস', 'শ্রীগৌড়ীয়' ও 'গৌড়ীয়কণ্ঠহার' প্রভৃতি গ্রন্থরাজিতে দ্রষ্টব্য। গৌড়ীয়ে এতদ্বিষয়ে বহুবার বিস্তৃত আলোচনা হওয়ায় পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গৌড়ীয়ের উক্ত সংখ্যাগুলি পাঠ না করিয়া থাকিলে তজ্জন্য গৌড়ীয়-কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

৩। ঐ শ্লোকটী অসঙ্গত ও ভ্রমপূর্ণ। সুতরাং ঐরূপ কল্পিত শ্লোক কখনই শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রন্থে রচিত নহে। উহা পরবর্ত্তিকালে কোন মূর্খ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। কাজেই ঐরূপ ইতর বাক্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

শ্রাদ্ধ-নিয়মাদির বিষয় শ্রীহরিভক্তিবিলাসের নবম বিলাস এবং গৌড়ীয়কণ্ঠহার ষোড়শরত্নে দ্রষ্টব্য।

৪। যে সংসারের অধিদেব—কৃষ্ণ অর্থাৎ যে স্থানে সকল কার্য্যই শ্রীকৃষ্ণের সুখতাৎপর্য্যার্থে বা কৃষ্ণভক্তি বিবৃদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই—'কৃষ্ণের সংসার'। মায়ার সংসারে যেমন আহার, বিহার, নিদ্রা, বাল্যে বিদ্যা-অধ্যয়ন, যৌবনে অর্থ-সংগ্রহ, বিবাহাদি, প্রৌঢ়ে সংসারচিন্তা, বার্দ্ধক্যে অতীত কার্য্যাবলীর পুনশ্চিন্তন প্রভৃতি সকল কার্য্যই মায়ার অর্থাৎ ভোগের অনুশীলনার্থ অনুষ্ঠিত হয়, কৃষ্ণের সংসারে সেইরূপ। সমস্ত কার্য্যই কৃষ্ণভক্তি বৃদ্ধির জন্য, কৃষ্ণসেবা-বিকাশের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে মুক্ত-পুরুষ ব্যতীত কেহ 'কৃষ্ণের সংসার' করিতে পারেন না, আর মুক্তপুরুষের পূর্ণাহুগত্য ব্যতীত কেহ কৃষ্ণের সংসারে বাসও করিতে পারেন না; অধিক কি, বুঝিতেও পারেন না। কৃষ্ণের সংসারের পূর্ণ আদর্শ—শ্রীগৌড়ীয় মঠ। যে কেহ সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাহা দর্শন করিয়া নিজ চক্ষু উন্মীলন করাইয়া লইতে পারেন। তথায় কপটতাগিদগণের স্থান কপটতা নাই, প্রত্যেক কার্য্যই কৃষ্ণসেবার পূর্ণানুকূল্যে অনুষ্ঠিত হয়, কৃষ্ণ সেবার নামে কৃষ্ণকে ফাঁকি দিবার জন্য নহে। অনেক সময় মায়ার অধীন আমরা "কৃষ্ণের প্রীত্যর্থ কার্য্য করিতেছি," "কৃষ্ণের সংসারের কার্য্য করিতেছি" বলিয়া আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ ও কৃষ্ণকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করি, আত্মবঞ্চিত হই ও অপরকে বঞ্চনা করি। কেন না আমরা অনুক্ষণ অদ্ভুতবিক্রম মায়াদেবীর ছলনা ও আধিপত্য হইতে নিষ্কৃতি পাই নাই; কিন্তু যেখানে পূর্ণ মুক্তপুরুষের আনুগত্যে যাবতীয় ইন্দ্রিয় চালনা, যাবতীয় কার্য্যকলাপ সাধিত হয়, তাহাই 'কৃষ্ণের সংসার'। অনেকে ইহা না বুঝিয়া পৃথক্‌ত্ব দর্শনমানসে কপটতার আশ্রয়-গ্রহণকেই 'কৃষ্ণের সংসার' বলিয়া আত্মবঞ্চিত হন। কৃষ্ণের সংসারের আচার, ব্যবহার ও লক্ষণ এই যে, সেখানে কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যই নিজ সুখে পর্য্যবসিত, স্বতন্ত্রভাবে নিজসুখচেষ্টা নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে 'কৃষ্ণের সংসার' করিতে পারেন মুক্তগণ। কৃষ্ণের সংসারের আদর্শ দেখাইয়াছেন ব্রজজনগণ—আদর্শ দেখাইয়াছেন গৌরজনগণ। তাঁহারা সেই 'কৃষ্ণ-সংসার', 'গৌর-সংসার' হইতে কদাচারী, তপস্বী,

ত্যাগিগণের ন্যায় কখনও ছুটী চাহেন নাই। সেইরূপ সংসার-বন্ধনই তাঁহাদের বিচারে অসংখ্য মুক্তি-যোগ-তপস্যা-বনবাসের মস্তকোপরি নৃত্য করিয়া থাকে। সেইরূপ সংসার-বন্ধনই জীবের কাম্য। ব্রজজনের 'কৃষ্ণের সংসার' বা গৌর-জনের 'কৃষ্ণের সংসার' অবৈধভাবে অনুকরণ করিতে গেলে আবার প্রাকৃতসহজিয়া বা জোগী হইয়া পড়িতে হয়। কাজেই মুক্তপুরুষের মুক্ত গুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত আমাদের প্রতি পদবিক্ষেপে সমূহ বিপদ। কেবল আচার-ব্যবহার ও লক্ষণ-বর্ণনা প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া "কৃষ্ণের সংসার" বুঝা যায় না। "কৃষ্ণের সংসার" বুঝিতে হইলে পরম মুক্ত শ্রীগুরুদেবের সংসারে অর্থাৎ গুরুগৃহে সাধুবৈষ্ণবগণের সঙ্গে নিষ্কপট সেবোন্মুখ হইয়া হাতে কলমে আজীবন কৃষ্ণের সংসার করিতে হয়। নিষ্কপট ও সেবোন্মুখ না হইলে আবার মায়ার যবনিকা আমাদের প্রজ্ঞা চক্ষুকে আড়াল করিয়া ফেলে, তখন আমরা এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া ফেলি। কৃষ্ণের সংসারের চেষ্টা সমূহকে মায়ার সংসারের চেষ্টা বিবেচনা করিয়া অপরাধে অধঃপতিত হই। সতত সতর্ক থাকিয়া পরমমুক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেবোন্মুখ থাকিলে কৃষ্ণের সংসারের আচার, ব্যবহার, লক্ষণগুলি চিত্তফলকে অতি সহজেই প্রতিভাত হয় এবং দুনিয়ার সর্ব্বত্র মায়ার সংসারের হেয়তা, অবস্তুতা, নিরর্থকতা ও অসৎ সংসৃতির নাস্তুত্বের বীজ দর্শন করিয়া আমরা তাহা হইতে সাবধান হইতে পারি এবং এই মুহূর্ত্তে, অনিত্য মানব-জন্মকে একমাত্র "কৃষ্ণের সংসারের" আজীবন সেবায় নিয়োজিত করিবার জন্যই কৃতসঙ্কল্প হইতে পারি।

যাঁহারা হরিসেবানুকূল গৃহস্থধর্ম্ম (গৃহব্রত বা গৃহমেধ ধর্ম্ম নহে) যাজন করিবেন, তাঁহারাও মুক্তপুরুষের সেবা ও আনুগত্য ব্যতীত "কৃষ্ণের সংসারের" ছলনা করিতে গেলে "মায়ার সংসার" বা "ভোগের সংসার" পাতিয়া ফেলিবেন। "কৃষ্ণের সংসার" বড় কঠিন জিনিষ, আবার পরমমুক্ত গুরুদেবের আনুগত্যে অতি স্বাভাবিক ও সহজ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় কৃষ্ণের সংসার এইরূপ,—

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি,
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥
অশোক অভয়, অমৃত আধার
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয়॥
তোমার সংসারে করিব সেবন,
নহিব ফলের ভোগী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা দুখ॥
পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল,
সেবা-সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত তোমার, তুমি ত আমার,
কি কাজ অপর ধনে॥
ভকতি-বিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা মত,
থাকিয়া তোমার ঘরে॥

৫। শ্রীএকাদশী-বাসরে মহাপ্রসাদ গ্রহণ কোথায়ও বা কখনই হইতে পারে না। এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা একাধিকবার গৌড়ীয় পত্রে বহু বহু প্রমাণ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

নির্য্যাণ

গত ১৩ই জানুয়ারী রবিবার ঢাকা বালিয়াটীনিবাসী মাননীয় জমিদার শ্রীযুক্ত দেবকী মোহন রায় চৌধুরী মহাশয় ইহ-জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব রাজসভার প্রচারকগণের মুখে অনেকবার বক্তৃতা, শ্রীগ্রন্থপাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন; শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্ম-প্রচারে তাঁহার পরম উৎসাহ ও আন্তরিক যত্ন ছিল। তাঁহারই বিশেষ আগ্রহে বালিয়াটী শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং উক্ত মঠের যাবতীয় ব্যয়ভার তাঁহারা বহন করিয়াছেন। জমিদার মহাশয় এইরূপে গৌর ও গৌরভক্তগণের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া দুর্লভ মানবজন্মের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল কামনা করি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২০শে মাঘ, ১৩৩৫, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯ | ২৫শ সংখ্যা

বর্ষার্দ্ধশেষে বিজ্ঞপ্তি

দেখিতে দেখিতে 'গৌড়ীয়' সপ্তম বর্ষের অর্দ্ধভাগ অতিক্রম করিলেন। দিনের পর দিন, রজনীর পর রজনী, তিথির পর তিথি, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ কালস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। যে কাল চলিয়া যায়, সে কাল আর আসে না; কেবল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার স্মৃতিটুকু রাখিয়া যায়, উহাকে দীর্ঘনিঃশ্বাসে ব্যজন করিবার জন্য। সে স্মৃতি বৃথা, যে স্মৃতি কৃষ্ণবিস্মৃতিময়ী—সে আকাঙ্ক্ষা বৃথা, যাহা অন্যাভিলাষময়ী—সে নিঃশ্বাস বৃথা, যাহা কৃষ্ণসেবা-বিশ্বাস-রহিত, কেবল ভস্ত্রার ব্যায়ামের ন্যায়।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, পলের পর পল চলিয়া যাইতেছে, আমরা কেহ যুবা হইতেছি, কেহ প্রৌঢ় হইতেছি, কেহ প্রাচীন হইতেছি, কেহ বা সুপ্রাচীন হইতেছি, কিন্তু চলিতেছি কোথায়? প্রতি মুহূর্ত্ত অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নির্দ্দিষ্ট পরমায়ুর প্রতি মুহূর্ত্ত কমিতেছে। আমরা যে জগৎ ভোগ করিবার আশা-মরীচিকা লইয়া সংসার-মরুতে ছুটিতেছি—কতই না সুমধুর স্বচ্ছ জল পান করিয়া—তাহাতে অবগাহন করিয়া ক্লান্তি-ক্লান্তি বিদূরিত করিব, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের জগৎ হইতে বিদায় লইবার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের "নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ। দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা"—শ্লোক ত' কতবার পাঠ করিয়াছি, কিন্তু চৈতন্য হইতেছে কোথায়? শ্রীগুরুদেবের চেতনময়ী বাণী—মোহনিদ্রাবিনাশিনী বাণী—"নক্তং হ্রিয়ত ইত্যাদিঃ" শ্লোকের ব্যাখ্যাবাণী কর্ণে ধারণ করিতেছি কোথায়? প্রতি মুহূর্ত্ত দ্রুতগতিতে চলিয়া যাইতেছে; কথা বলিতে বলিতে, ভাবিতে ভাবিতে আকাশ-কুসুমের কল্পনা করিতে করিতে দিন ত' চলিয়া গেল। দিন যাইবে, থাকিবে না—কাহারও থাকিবে না, কিন্তু তাঁর দিনই দিন—যিনি সূর্য্যের গতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত্তে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতেছেন। গৌড়ীয়ের সেবায় যাঁহাদের দিন-যামিনী বিগত হইতেছে—আশা-আকাঙ্ক্ষা লাগিয়া রহিয়াছে—সঙ্কল্প, অভিলাষ, অভিনিবেশ নিষুক্ত হইয়াছে, তাঁহারাই অমর হইতেছেন; তাঁহাদের দিনের ক্ষয় নাই। গৌড়ীয়ের পাঠক যিনি, তাঁহার দিনের ক্ষয় নাই; গৌড়ীয়ের নিষ্কপট সেবক যিনি, তাঁহার দিনের ক্ষয় নাই। আমরা যতক্ষণ, যতটুকু সময় 'গৌড়ীয়' পাঠ করি, ততক্ষণ বা ততটুকু সময় আমাদের অক্ষয় ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া থাকে। জগতের ইন্দ্রিয়তর্পণ-মর্ম্মই—'ক্ষয়'; তাহা আপাত উত্তেজক বটে, কিন্তু সর্ব্ববিধ ক্ষয়কারক, আর অচ্যুতের ইন্দ্রিয়তর্পণ—বা গৌড়ীয়ের ইন্দ্রিয়তর্পণ—অক্ষয়, অব্যয়, অমৃত।

বর্ষার্দ্ধশেষে কেহ কেহ ভাবিতে পারেন, গৌড়ীয়ের গ্রাহক কেন থাকিব, গৌড়ীয় কেন পাঠ করিব, গৌড়ীয়ের

কেন সেবা করিব? এই 'কেন'র বিচার যদি সত্য সত্য নিরপেক্ষভাবে ধৈর্য্যসহকারে করি, তবে 'কেন'র উত্তরটী পাইতে পারি এবং 'কেন'র উত্তরে আজীবন, অনন্ত জীবিতোত্তরকাল গৌড়ীয়ের গ্রাহক, গৌড়ীয়ের সেবক ও গৌড়ীয়ের পাঠক থাকাকেই আমাদের নিত্যকার্য্য বলিয়া বরণ করিতে পারি। কিন্তু আমরা প্রকৃত বিষয় জানিবার জন্য বা প্রকৃত নিরপেক্ষ উত্তর পাইবার জন্য এই 'কেন' উত্থাপন করি না; 'কেন' উত্থাপন করিয়া থাকি এড়াইবার জন্য—ঔষধ সেবন হইতে এড়াইয়া যথেচ্ছ কুপথ্য-ভোজনে নির্ব্বাধ গতি পাইবার জন্য।

বর্ত্তমান জগৎটা—বৈষয়িকগণের। আমরা যে কিছু কাজ-কর্ম্ম করি, সব কাজেই লাভ-লোকসান খতিয়ান করিয়া দেখি; যে কাজে আমাদের অর্থপ্রাপ্তি নাই, কেবল অর্থব্যয় মাত্র, আমরা সেরূপ কাজ করি না বা করিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু আমাদের বিচারশক্তি, বুদ্ধি, অভিজ্ঞান এবং যে জগতে বাস করি, সেই জগৎটা খুব সঙ্কীর্ণ ও খণ্ড হওয়ায় আমাদের অর্থনীতির বিচারটীও বড়ই অসম্পূর্ণ। আমাদের সঙ্কীর্ণ ব্যবসায়-বুদ্ধির প্রাবল্যতায় বিচার—"অন্ত ভক্ষো ধনুর্গুণঃ" নীতির বিচার মাত্র। এইরূপ বিচার আপাত উত্তেজক ও মনোরম হইলেও ইহা যে আমাদের মৃত্যুর কারণ, তাহা আমাদের খণ্ড ব্যবসায়বুদ্ধি আমাদিগকে পূর্ব্বে বুঝিতে দেয় না। আমরা অনর্থকে 'অর্থ' মনে করিয়া 'পরমার্থ' পরিত্যাগ করি। কেন না, আমাদের অনর্থ আপাত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি প্রদান করিতে পারে—"অন্ত ভক্ষো ধনুর্গুণঃ" চিত্তার উত্তেজনার প্রবল কারণ হইতে পারে, পরিণামে আমাদের কি হইবে, শ্রেয়ঃকামী আমরা তাহা তলাইয়া দেখিবার সময় পাই না। যদি আমরা প্রকৃত ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিবিশিষ্ট বৈশ্য হইতাম, তাহা হইলে অপ্রাকৃত বৈশ্যরাজ নন্দের মত দান লোকসানের খতিয়ান করিতাম। অপ্রাকৃত বৈশ্যরাজ নন্দ প্রকৃত অর্থনীতি বুঝিয়াছিলেন, অপ্রাকৃত বৈশ্যরাজরাণী যশোমতী প্রকৃত অর্থনীতি বুঝিয়াছিলেন, অপ্রাকৃত বৈশ্যবালাগণ সত্য সত্য অর্থনীতি বুঝিয়াছিলেন, অপ্রাকৃত বৈশ্যবালক সুবল-শ্রীদামাদি প্রকৃত অর্থনীতি বুঝিয়াছিলেন, আর রক্তক-চিত্রক-পত্রকাদি অপ্রাকৃত বৈশ্যগণ বুঝিয়াছিলেন প্রকৃত অর্থনীতি কি? তাঁহারা প্রকৃত ধনের সেবা করিয়াছিলেন, ধনের হাট—ধনের আনন্দবাজার বসাইয়াছিলেন; সেই ধনের হাট কখনও ভাঙ্গে না—সেই ধনের ক্ষয় নাই—সেই ধন চোরাকর নহে, সেই ধনের মালিক অপরকে যত ধন দান করেন, ততই তাঁহার ধন বাড়িয়া যায়। ইহা প্রাকৃত বিদ্যা বা অবিদ্যাধনের ন্যায় কেবল এই জীবনের, এই জগতের কার্য্য চালাইবার মত বস্তুমাত্র নহে, ইহা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের অনন্ত জীবন, অনন্ত জগতের আকাঙ্ক্ষিত—একমাত্র ধন।

বর্ত্তমান বৈশ্যযুগে বেদনীতি-প্রচারক 'গৌড়ীয়' একমাত্র সেই ধনের সন্ধানদাতা। 'একমাত্র' বলিবার কারণ এই যে, অনেকে ঐরূপ 'ধনদাতা' বলিয়া আপনাকে প্রচার করিতে পারেন; কিন্তু নিকপট পরমার্থ-পিপাসু কার্য্যকালে সেখানে বঞ্চিত হন। যাঁহাদের প্রাণ নিকপটভাবে সেই ধনের জন্য ব্যাকুল হয় নাই—যাঁহারা অজ্ঞাতিনাথে প্রণত আছেন, তাঁহারা গৌড়ীয়ের আবরণীর উপরে লিখিত 'একমাত্র পারমার্থিক' কথাটীর অর্থ বুঝিবেন না, প্রাকৃত বৈশ্য-চিন্তা-স্রোতে আবদ্ধ হইয়া মনে করিবেন, 'গৌড়ীয়'ও বুঝি তাঁহাদেরই মত বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া 'একমাত্র' কথাটীর অর্থাৎ সংযোগ করিয়াছেন। তাহা নহে, গৌড়ীয়ই—একমাত্র পারমার্থিক, সেখানে অজ্ঞাতিনাথের কণিকা, ছায়া পর্য্যন্ত নাই—ইহা সত্য, সত্য, সত্য।

বর্ত্তমান জগৎ গৌড়ীয় পাঠ করিবেন কেন এবং গৌড়ীয় পাঠে কি লাভবান হইবেন? তদুত্তরে গৌড়ীয় অতি সংক্ষেপে আংশিকভাবে কয়েকটী সত্য বলিতে পারেন,—

(১) **বর্ত্তমান অর্থনীতির যুগে 'গৌড়ীয়'ই একমাত্র অর্থনীতিজ্ঞ।** জীবের প্রয়োজন-নীতি গৌড়ীয়ের মত আর কেহ বলেন না। গৌড়ীয় ব্যতীত অন্যত্র অপ্রয়োজন-নীতি বা অনর্থ-নীতিকে 'প্রয়োজন-নীতি' বা 'অর্থনীতি' বলিয়া লোক ঠকাইবার চেষ্টা। বৈশ্যজগৎ গৌড়ীয়ের অর্থনীতি গ্রহণ করিলেই পরম লাভবান হইবেন, নতুবা ঠগের পাল্লায় পড়িয়া অকূল পাথারে কাণাপানির মধ্যে বহুমূল্য বাণিজ্যের সুদৃঢ় নৌকাখানি লইয়া ডুবিয়া মরিবেন—ধনে প্রাণে নষ্ট হইবেন।

(২) **বৈজ্ঞানিকযুগে 'গৌড়ীয়' একমাত্র বিশ্ব-বিজ্ঞানাচার্য্য।** বৈজ্ঞানিক সভ্যতা মানুষকে বন্য পশু হইতেও অধিকতর পরহিংসক করিয়া তুলে। যে বিজ্ঞান হিংসা-দ্বেষের ঈর্ষানল প্রজ্বালিত করিয়া—নূতন নূতন আকাশ-

যান, কামান, বন্দুক এবং বৈজ্ঞানিক শক্তির বিবিধ প্রয়োগ আবিষ্কার করিয়া মনুষ্যজগৎ, প্রাণীজগৎ, সমগ্র সমাজ, সভ্যতাকে মুহূর্তমধ্যে ভস্মসাৎ করিবার কৌশল শিক্ষা দিয়া থাকে, তাহা কি বিজ্ঞান, না অজ্ঞান? যে বিজ্ঞান কেবল আপাত সুখের অন্বেষণ করে, পরিণামের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে না, তাহা কি বিশেষ-জ্ঞান? প্রেয়ঃ অনুসন্ধান বিশেষ জ্ঞান, না প্রেয়ঃ-অনুসন্ধান বিশেষ জ্ঞান? যে বিজ্ঞানের গবেষণা, যন্ত্রিত পরিচালনার ফল কিরূপে এক মুহূর্তে প্রাণীজগৎকে বিনাশ করা যাইতে পারে, কিম্বা প্রাণীজগৎকে আপাত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি প্রদান করিয়া উহাকে বিনাশের পথে লইয়া যাওয়া যায়—পরিণামে জড়, অলস, অকর্মণ্য করা যায়, তাহাই কি বিশেষ-জ্ঞান? যে যুগে এইরূপ 'অজ্ঞান'কে 'বিজ্ঞান' বা 'বিশেষ-জ্ঞান' মনে করিয়া সকলেই এক মোহকর্দ্দমায় পতিত, সেই যুগে 'গৌড়ীয়' বিশ্ববিজ্ঞানাচার্য্যরূপে উদিত হইয়া যে অদ্ভুতপূর্ব আবিষ্কারের কথা জানাইয়াছেন, তাহাতে বৈজ্ঞানিক জগতে একটী যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। 'গৌড়ীয়' যে বিজ্ঞানের গবেষণা করিতেছেন, সেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা-মন্দিরের মূল আচার্য্য—শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামী। কএক শতাব্দী যাবৎ এই বিজ্ঞান-মন্দিরের দ্বার রুদ্ধপ্রায় ছিল। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে এই দ্বার পুনরুদ্ঘাটন করিয়াছেন—রূপানুগবর বৈকুণ্ঠবিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ; আর সেই বিজ্ঞানমন্দিরে প্রবেশ করাইতে-ছেন—বিজ্ঞান-অন্বেষণার্থিগণকে প্রকৃত বিজ্ঞানের সন্ধান দিতেছেন—এক অদ্বিতীয় বিশ্ববিজ্ঞানাচার্য্য। 'গৌড়ীয়' সেই বৈকুণ্ঠ-বিজ্ঞানেরই বিবৃতি-বার্ত্তাবহ। এই কথাগুলি রূপক নহে—কল্পনা নহে—ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য। যদি বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কেহ প্রকৃত বিশ্ব-বিজ্ঞান ও বৈকুণ্ঠ-বিজ্ঞানের সন্ধান প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তবে সেই মহা-বিশ্ববিজ্ঞানাচার্য্য—একমাত্র 'গৌড়ীয়'। 'গৌড়ীয়' মঠ একমাত্র সেই বিজ্ঞান-গবেষণা-মন্দির। প্রথম বৎসর হইতে সপ্তম বৎসরের গৌড়ীয় সমূহ অনোযোগ সহকারে পাঠ করুন, মনোযুক্ত হইয়া দেখিতে পাইবেন—প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন, আমাদের পারমার্থিক জীবনের Psychology কিরূপে স্তরে স্তরে তাহাতে বিশ্লেষিত হইয়াছে—'গৌড়ীয়' পরমার্থ-পথের পথিককে যেন শিশুর ন্যায় পালন করিতে করিতে হাতে ধরিয়া ধরিয়া ক্রমিকধারায় দুর্গমপথের মধ্য দিয়া লইয়া চলিয়াছে—এমন ভাবে লইয়া চলিয়াছে যে, পথিকের মনে আঘাতও লাগিতেছে না—'গৌড়ীয়' পারমার্থিক জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ-সরল গতি, স্বাভাবিক গতি, একমাত্র সহজ-সরল উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন।

(৩) **শিল্পের যুগে 'গৌড়ীয়' একমাত্র বিশ্ব-শিল্পী।** একথা শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য্য হইতে পারেন, 'গৌড়ীয়' আবার কি শিল্প শিক্ষা দিয়া থাকেন? গৌড়ীয়ের কথাগুলি সব অবাস্তব (Theoretic), আর শিল্প জিনিষটা সম্পূর্ণ বাস্তব (Most practical); কিন্তু একথার উত্তরে 'গৌড়ীয়' তাঁহার স্বর্ণ সত্তাটী বলিবেন।

(৪) **বিকৃত-বাস্তবতা অনুসন্ধিৎসাযুগে 'গৌড়ীয়' একমাত্র প্রকৃত বাস্তবতার পথপ্রদর্শক।** 'গৌড়ীয়' একজন মহাশিল্পাচার্য্য। জগতের শিল্পীগণ যখন সাগর-সৈকতে তাসের সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া শিল্প-বিজ্ঞানের বড়াই করিতেছিল অথবা যখন আজ্ঞাদিত আম্রের-গিরির শিখরদেশে অত্যুচ্চ সুরম্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া দিগ্‌বিদিগন্ত বিজয় করিবার সঙ্কল্প করিতেছিল, সেই সময় মহাশিল্পী 'গৌড়ীয়' ঐ সকল শিল্পীর বাল-চেষ্টার শিল্পকার্য্যগুলি তফে অঙ্গুলী দিয়া প্রদর্শনপূর্ব্বক অক্লিষ্টনা শুদ্ধবিদ্যার মহামন্ত্রির চিৎশিল্প দ্বারা শিল্প-জগতে এক মহাযুগান্তর উপস্থিত করিলেন। মহাশিল্পী গৌড়ীয়ের dismantling বা destructive & constructive work বলিয়া দুইটী কার্য্য আছে। সাগর-সৈকতের তাসের ঘর, আজ্ঞাদিত আম্রের-গিরির উপর দুর্গের construction গুলিকে সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উত্তম সুদৃঢ় ভূমিতে স্বর্ণ-বিজয়-বৈজয়ন্তী-শোভিত শ্রীচৈতন্যমঠ-নির্ম্মাণই 'গৌড়ীয়' মহাশিল্পীর কার্য্য। অচৈতন্য অন্তঃসারশূন্যগুলিকে ভাঙ্গিয়া বিশ্বের প্রত্যেক অবকাশে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর শ্রীচৈতন্যমঠ নির্ম্মাণই সেই মহাশিল্পী 'গৌড়ীয়ে'র কার্য্য। মহাবিশ্বশিল্পী গৌড়ীয়ের শিল্পের নিকট পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য-শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহ পরিম্লান। সপ্ত আশ্চর্য্য কতিপয় সহস্র বৎসর পরে ভূমিসাৎ হইয়া "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্"রূপ অষ্টম আশ্চর্য্য আবিষ্কার করিবে, কিন্তু মহাপ্রলয়েও 'গৌড়ীয়'-শিল্পীর কার্য্য নষ্ট হইবে না। 'গৌড়ীয় প্রতি হৃদয়ে সুরম্য ভক্তিমন্দির

প্রতিষ্ঠা করিতেছেন - শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। সেই মন্দিরের শিল্পকার্য্য-শোভা, শিল্পীর পরিশ্রম ও পটুতা, যাঁহাদের শিল্প-বিজ্ঞানে সুদূরদর্শিতা আছে, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। সেই শিল্পের প্রত্যেকটী প্রস্তর অনুভবের নিকেতন—প্রত্যেকটী অনু-পরমাণু চেতন—সেই শিল্পী চেতন—শিল্পের যন্ত্র চেতন—শিল্পকার্য্য চেতন।

(৫) আজকাল অনেকেই বাস্তবতার Practicality অনুসন্ধিৎসু। কিন্তু অবাস্তবকে 'বাস্তব বলিয়া যে বিবর্ত্তবাদ, তাহা কখনও বাস্তবতা নহে; আমরা মরীচিকাকে স্বচ্ছ সরোবর মনে করিয়া উহাকে 'বাস্তব' বলিলেই বা ঐরূপ বাস্তবতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেই উহার কর্ত্তৃত্বাধিষ্ঠান 'বাস্তবতা' হইবে না। জগতের সর্ব্বত্র এইরূপ বাস্তবতার বিবর্ত্তকে 'বাস্তবতা' বলিয়া বিচারিত হইতেছে এবং প্রকৃত বাস্তবতাকে 'অবাস্তবতা' (Theory) বলিবার অবৈধ সাহস হইতেছে। প্রাতিভাসিক বাস্তবতা আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ "বাস্তবতা' বলিয়া ছলনা করিতেছে। এরূপ যুগে "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্" মন্ত্র লইয়া গৌড়ীয় সমুদিত হইয়াছেন। 'গৌড়ীয়' বাস্তবতা-হিমাচলের তুঙ্গশৃঙ্গে ধ্রুবের ন্যায় দাঁড়াইয়া সেই মন্ত্রের উদ্গান করিতেছেন, আর বলিতেছেন,—জগতের বাস্তবতা-বিবর্ত্তগুলিকে প্রকৃত বাস্তবতার কষ্টিপাথরে পরখ করিয়া লও, দেখিবে,—"যেথে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।" এই বিবর্ত্ত হইতে যে সকল প্রাতিভাসিক বাস্তবতা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের নিত্য বাস্তবতা নাই—তাহারা অবাস্তবকে 'বাস্তব' মনে করাইয়া 'বাস্তববস্তু'কে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। যে যুগে লোক এইরূপ বঞ্চিত হইতেছিল—Theory (অবাস্তব প্রস্তাবকে) 'বাস্তবতা' বলিয়া ঠকিতেছিল, সেই যুগে **'গৌড়ীয়' একমাত্র বেদ্য-বাস্তবতার বাণী ও বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।**

(৬) পরস্পর-বিবদমান দর্শনের যুগে **'গৌড়ীয়' একমাত্র সর্ব্ববিবাদ-প্রশমনকারী মহা-চিৎ-সমন্বয়াচার্য্য অদ্বিতীয় দার্শনিক।** গৌড়ীয়ের এই সত্যটী বর্ণে বর্ণে সত্য। যাঁহারা 'গৌড়ীয়'কে বাহির হইতে দেখিয়াছেন, গৌড়ীয়ের অন্তরে প্রবেশলাভের জন্য যাঁহাদের নিষ্কপট প্রচেষ্টা নাই, তাঁহারা 'গৌড়ীয়'কে উল্টা বুঝিবেন। কিন্তু গৌড়ীয়ই সর্ব্ব দার্শনিক বিবাদের প্রশমন করিয়াছেন ও করিতেছেন, গৌড়ীয়ই সুদর্শনাস্ত্র-দ্বারা জগতের মহা-অচিৎসমন্বয়-চেষ্টার তামসী মূর্ত্তিসমূহকে সংহার করিয়া মহাচিৎসমন্বয়ের বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতেছেন। জগতে দার্শনিকগণের মধ্যে পরস্পর মতভেদ, বিবাদ-বিসম্বাদ বর্ত্তমান। এই সকল মতভেদ ও বিবাদে গোঁজামিল বা "তুমভী চুপ, হামভী চুপ" ন্যায়ে আপাত বিবাদ-প্রশমনের একটা কপট-চেষ্টাই সমন্বয়— এইরূপ একটা বঞ্চনাময় বিচার মানবজাতিকে আক্রমণ করিয়াছিল। মানবজাতি চিরকালই আপাতমনোরম জিনিষটাকে খুব শীঘ্র শীঘ্র গ্রহণ ও ছোঁয়াচে রোগের মত সকলের মধ্যে বিস্তার করিয়া থাকে। তাই আপাতমনোরম অচিৎসমন্বয় বা গোঁজামিল-নীতিটা যখন বড়ই উত্তেজক হইয়া উঠিয়াছিল, সেই যুগে বৈকুণ্ঠ-দূত 'গৌড়ীয়' শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখপ্রভূত সর্ব্বসম্বাদিনীর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সুদর্শন-সিদ্ধান্তের বিচারবাণী বিজ্ঞাপিত করিয়া সর্ব্ববাদ-বিসম্বাদ প্রশমন করিলেন। যাঁহারা নিরপেক্ষ—যাঁহারা বাস্তব-সত্যানুসন্ধিৎসু—যাঁহারা প্রকৃত সমন্বয়প্রার্থী, তাঁহারা মহাচিৎসমন্বয়কারী গৌড়ীয়ের সুদর্শনালোকে দেখিতে পাইলেন যে, অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই একমাত্র সকল দার্শনিকের বিবাদ প্রশমন করিতে সমর্থ। বাজারে যাহা সমন্বয় বলিয়া প্রচলিত, তাহা কেবল গোঁজামিল-নীতি, ছেলেভুলানো আপাত-মনোরম বাগ্‌বৈখরী বা ছলনা মাত্র।

(৭) অসৎসাম্প্রদায়িকতা, অপসাম্প্রদায়িকতা, অসাম্প্রদায়িক গ্রন্থের সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির যুগে **'গৌড়ীয়' একমাত্র সাম্প্রদায়িক সার্ব্বজনীন, সার্ব্বভৌমিক, সরল, অকপট সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য।** জগতে যে কতপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা নিত্য নূতন সৃষ্ট হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রত্যহ কত ভগবান্ (?) কত অবতার (?) কত কি সৃষ্ট হইতেছে এবং তাহা হইতে কত পাষণ্ড মত বিস্তারিত হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহার একশ্রেণী আপনাদিগকে কোন এক নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ না করাকে অত্যন্ত গৌরব, শ্লাঘা ও উদারতার বিষয় মনে করিয়া এবং অপরের ঐরূপ ধারণা জন্মাইয়া দিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বার অবাধে ছাড়িয়া দিয়াছে, অতি ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা, মতবাদ, পাষণ্ডতা প্রভৃতি আনয়ন করিয়া উহাকে 'উদারতা' বলিয়া বিচারহীন ও বিচার-বিমুখ মানবসমাজে সংক্রামিত করিয়াছে

ও করিতেছে। এইরূপ এক ভীষণ দুর্দ্দিনে 'গৌড়ীয়'-ভাস্কর উদিত হইয়া সার্ব্বজনীন, অদ্বিতীয় সৎসম্প্রদায়ের বাণী ঘোষণা করিয়াছেন। এই বাণীই ব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বাণী।

(৮) অসৎ-অচিৎ-সাহিত্যাপ্লাবিতযুগে **'গৌড়ীয়ই' সৎচিৎ-সাহিত্য-সম্রাট** নৈষ্ঠিক-সাহিত্য,সজ্জন সাহিত্য অর্থাৎ পর-সারস্বত সাহিত্যই গৌড়ীয়-সাহিত্যের আকর। গৌড়ীয়-সাহিত্য-সতী অব্যভিচারিণী কৃষ্ণ-বল্লভা। এই সারস্বত-সাহিত্য যে কত অমূল্য চিৎচিন্তামণি বিতরণ করিয়া সাহিত্য জগতের যুগ পরিবর্ত্তন করিতেছে, তাহা যে দিন সমগ্র সারস্বত সাহিত্য-মনুষ্য উদ্ঘাটিত হইবে, সেইদিন মানবসমাজ বুঝিতে পারিবেন।

(৯) অশেষ অশান্তির অশনিনাদময় বিদ্রোহের যুগে **গৌড়ীয় একমাত্র মহাশান্তী শান্তি-স্বাধীনতা-বিধায়ক অধীন-কল্পবিনাশী বিশ্ববান্ধব।** 'গৌড়ীয় বিদ্রোহী শত্রু নহেন, কিন্তু কলুষ-বিনাশী পরম বান্ধব।

(১০) কপট সভ্যতার যুগে **'গৌড়ীয় একমাত্র স্বরাট পুরুষোত্তমের সভার সভ্য।**

(১১) সমাজ-সংস্কারের যুগে **'গৌড়ীয়' একমাত্র সৎসমাজের পুনঃসংস্থাপক ও অকৃত্রিম সমাজ-বন্ধু।**

(১২) হৈতুক-সেবার যুগে **'গৌড়ীয়' একমাত্র অদ্বিতীয়া অহৈতুকী সেবার শিক্ষক।**

(১৩) মনোধর্ম্ম-পরোপকার বিতরণের যুগে **গৌড়ীয় একমাত্র অমনোধর্ম্ম বাস্তব পরোপকারী।**

(১৪) কপট উদারতার যুগে **'গৌড়ীয়' একমাত্র সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ উদার।**

(১৫) অবৈধ বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষ-চেষ্টার যুগে **'গৌড়ীয়' একমাত্র দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপক ও সংরক্ষক।**

(১৬) অপস্বার্থপরতানুসন্ধিৎসার যুগে **'গৌড়ীয়' একমাত্র সৎস্বার্থপরতা, পরার্থপরতা ও নিঃস্বার্থপরতার প্রধান শিক্ষক।**

(১৭) **'গৌড়ীয়' বিশ্বের মহাভারত।**

(১৮) **'গৌড়ীয়', ভক্তভাগবতগণের নিত্য-পাঠ্য ভাগবত।**

(১৯) **'গৌড়ীয়' আপামর সকলের গেয় গীতা।**

(২০) **'গৌড়ীয়' ভক্তিসিদ্ধান্তে সরস্বতী।**

(২১) **'গৌড়ীয়' সজ্জনগণের ভক্তিবিনোদ।**

(২২) **'গৌড়ীয়' মহাবদান্যতায় গৌর-কিশোর।**

(২৩) **'গৌড়ীয়' আত্মীয়তায় জগন্নাথ।**

(২৪) **'গৌড়ীয়' অসৎসঙ্গত্যাগের বল-প্রদানে বলদেব।**

(২৫) **'গৌড়ীয়' অনাথ নিখের বিশ্বনাথ**

(২৬) **'গৌড়ীয়' বিশ্ব-নরের নরোত্তম।**

(২৭) **'গৌড়ীয়' কাব্যে কবিরাজ।**

(২৮) **'গৌড়ীয়' বিশ্বজীবের জীবপ্রভু।**

(২৯) **'গৌড়ীয়'সেবাগতিতে রঘুনাথ।**

(৩০) **'গৌড়ীয়' সেবাশোভায় শ্রীরূপ।**

(৩১) **'গৌড়ীয়' প্রাচীনত্বে সনাতন।**

(৩২) **'গৌড়ীয়' সকলের স্বরূপ।**

(৩৩) **'গৌড়ীয়' অনিত্যধামে নিত্যানন্দ।**

(৩৪) **'গৌড়ীয়' অচৈতন্য-বিশ্বে চৈতন্য।**

(৩৫) **'গৌড়ীয়' ভক্তিসিদ্ধান্তের ,কীর্ত্তন'।**

(৩৬) **'গৌড়ীয়' ভক্তিসিদ্ধান্তের মর্ম্মবাণী।**

এইরূপ অসংখ্য ভাবে সুবুদ্ধিমান, সুচতুর, অর্থ-নীতিজ্ঞ, স্বার্থসন্ধানতৎপর, শাশ্বত-সুখ-স্বাধীনতাকামী, স্বরাজকামী, অকাম, মোক্ষকাম, সর্ব্বকাম সকলেরই গৌড়ীয় নিত্যকাল পাঠ করা কর্ত্তব্য—সেবা করা কর্ত্তব্য। অর্থ-নীতির বাঞ্ছি গৌড়ীয়ের গ্রাহক হইয়া অর্থের সার্থকতা করিবেন, স্বার্থ-সন্ধানপর ব্যক্তি গৌড়ীয়ের গ্রাহক হইলে স্বার্থ পাইতে পারিবেন, স্বাধীনতা-মন্ত্রের উপাসক গৌড়ীয়ের গ্রাহক হইলে অচিরেই স্বরাজ-স্বাধীনতা লাভের সহজ সুলভ বাস্তব উপায় প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। এই জন্য বর্ষারম্ভে আমাদের নিবেদন এই যে, আমরা যেন নিত্যকাল অনুক্ষণ গৌড়ীয়ের সেবা করিতে পারি—গৌড়ীয় পাঠ করিতে পারি—গৌড়ীয়ের আদর্শ আনুগত্য বরণ করিতে পারি।

কৃষ্ণের চাকরী ও মায়ার চাকরী

ব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল জীবই চাকরী করিতেছে। রাজাই বলুন, আর প্রজাই বলুন, ব্যবসায়ীই বলুন, আর কর্ম্মচারীই বলুন—সকলেই কোনও না কোনও চাকরী করিতেছেন। সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি যিনি, তিনিও কাহারও না কাহারও অধীন; অধিক কি, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননী—যাঁহার ভ্রূভঙ্গে আমরা বাস করি, তিনিও স্বতন্ত্রা নহেন, অধীনা, আজ্ঞাবহা,—

"সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"
(ব্রহ্মসংহিতা)

এই পরিদৃশ্যমান বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা যিনি, সেই ব্রহ্মাও স্বাধীন নহেন। দেবাদিদেব মহাদেবও আজ্ঞা-বহনকারী,—

"পরা-দুর্গা—স্থানী মোর, সহেশ—কিঙ্কর।"
(চৈঃ চঃ মহাপ্রভুর বাক্য)

কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু, আর সব কৃত্তা—
"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।"

সকলেই চাকর, সকলকেই চাকরী করিতে হইতেছে, চাকরী না করিয়া উপায় নাই—কথাগুলি ঠিক হইলেও কৃষ্ণের চাকরী আর মায়ার চাকরী, কৃষ্ণের গোলামী ও মায়ার গোলামীতে আকাশ পাতাল ভেদ আছে, শুধু ভেদ নহে, দুইটীর প্রাপ্য বস্তু সম্পূর্ণ পৃথক্।

সৌভাগ্যবান্ সুবুদ্ধিশালী ব্যক্তি কৃষ্ণের চাকরী করেন, আর দুর্ভাগা কুবুদ্ধিজন মায়ার চাকরী করিতে বাধিত হয়। কৃষ্ণের চাকরী না করিলে মায়ার চাকরী করিতেই হইবে—মুহূর্ত্তকাল কেহ কৃষ্ণের চাকরীতে অগ্রসর হইলেই অসংখ্যা মায়া ঘাড়ে ধরিয়া তাহার নিজ চাকরীতে নিযুক্ত করাইবে। কৃষ্ণের চাকরী স্বরূপের ধর্ম্ম—নিত্যধর্ম্ম—অমৃত-অশোক-অভয়প্রদ, আর মায়ার চাকরী ভূতের বেগার খাটা—তাহাতে মৃত্যু, ক্লেশ, শোক—উত্তরোত্তর শোক, ভয়, অভাব।

আমরা অভাব-নিবারণ বা অর্থ-প্রাপ্তি। জন্ম মায়ার দপ্তরে চাকরীর দরখাস্ত পেশ করিয়া থাকি; কিন্তু মায়ার চাকরীতে অভাব নিবারণ হয় না, শত শত অভাব আরও বাড়িয়া যায়, নূতন তৈয়ারী হয়, ক্রমে অন্তর্জ্জগতে ভীতি-বিভীষিকাময় অভাবের রাজ্যে লইয়া গিয়া আমাদিগকে অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ দিতে থাকে। মায়ার চাকরীতে মোটেই অর্থ লাভ হয় না। 'অর্থ' শব্দের অর্থ—'প্রয়োজন', যাহা আমাদিগের অভাব বিদূরিত করিয়া আমাদিগকে শান্ত করিতে পারে; কিন্তু মায়ার চাকরীতে যে অর্থ লাভ হয়, তাহাতে আমাদিগকে ক্রমশঃ অশান্ত, আরও অভাবযুক্ত করিয়া তুলে। মায়ার চাকরীর অর্থে ত্রিতাপ উন্মূলন করিতে পারে না, ত্রিতাপ-মহীরুহের বীজ ক্রমশঃ আরও বিস্তার করিয়া জন্ম-জন্মান্তরে ত্রিতাপ-ক্লেশ ভোগ করিবার জন্য পূর্ণ বন্দোবস্ত করিতে থাকে; কিন্তু কৃষ্ণের চাকরীতে অনায়াসে, আনুষঙ্গিকভাবে, না চাহিতেও সমস্ত আধ্যাত্মিক অতৃপ্তি, অভাব, পিপাসা দূরীভূত হয়; কৃষ্ণের চাকরী আরম্ভ করিবার সর্ব্বপ্রথম ভূমিকায়ই হৃদয়ে শান্তভাব উপস্থিত হয়; "ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি", "মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধিঃ"তে চিত্ত প্রণাম হয়। কৃষ্ণের চাকরী যত প্রৌঢ়তা ও পরিপক্কাবস্থা লাভ করিতে থাকে, ততই পরম অর্থ—পরম প্রয়োজন প্রাপ্তি হইতে থাকে। কৃষ্ণের চাকরী যখন প্রৌঢ়া দশা হইতে নির্ব্বূঢ়া হইয়া চরমকাষ্ঠা লাভ করে, তখন পরম প্রয়োজনের উৎস সহস্রধারে খুলিয়া যায়। কৃষ্ণের নির্ব্বূঢ় ভৃত্য তখন কৃষ্ণের চাকরী করিবার জন্য অনন্ত হস্ত, অনন্ত পদ, অনন্ত নেত্র, অনন্ত জিহ্বা, অনন্ত নাসিকা, অনন্ত ইন্দ্রিয় প্রার্থনা করেন। সেই স্বভাবের রাজ্যে যে অতৃপ্তি-অভাব—সেই শাশ্বত শান্তির রাজ্যে যে পিপাসা, তাহা মায়ার নশ্বরের ধারণার অগোচর—তাহা বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, অনুমানের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না।

আমরা অনেক সময় মনে করি, যাঁহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য করেন, তাঁহারা পরাধীন নহেন। অনেক সময় মনে করি, যাঁহারা স্বাধীন দেশে বাস করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনাদি করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই পরাধীন নহেন। কিন্তু

স্বরূপের দাবী যেটুকুর জন্য, সেই বিচার-শক্তিটী লইয়া যদি আমরা আলোচনা করি, তবে দেখি, আমরা কাহারও অধীনে বেতন গ্রহণ করিয়াই কার্য্য করি, ব্যবসায়-বাণিজ্যই করি, স্বাধীন দেশে বাস করিয়া শিল্প গবেষণাই করি, আর গ্রাকাথিরাজ মহারাজই হই কিংবা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াছি মনে করিয়া রাবণের মত স্বর্গের সিঁড়িই প্রস্তুত করাইতে যাই, আমরা মায়ার খানিঘরের কলুর বলদ—কেবল ভূতের বেগার খাটিয়া মরিতেছি—পরম দয়ালু গৌরকৃষ্ণের নিজ-জন, পরমহংসচূড়ামণি—দুর্গত-দর্শনীর বিতরিত কল্যাণ-কল্পতরুর অমৃতফল মর্কট আমরা বন্দরী বা লোষ্ট্র ভাবিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়াছি—শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুর সেই সঙ্গীত কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে না, ভোগপ্রবণ-হৃদয়ে রক্ষিত, অঙ্কিত হয় নাই অথবা ঐ সকল উপদেশের উপরে উঠিয়া গিয়া বড় বড় কথার আলোচক, আস্বাদক হইয়া পড়িয়াছি, মনে করিয়াছি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভু আমাদের ন্যায় মায়ার চাকরী-লোলুপ গো-গর্দ্দভের জন্য গাহিয়াছেন,—

"দুর্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে॥
সংসার সংসার ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায়॥
এ দেহ পতন হ'লে কি হবে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কার লাগি এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে ব'সে॥
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি এদেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥
দেহ গেহ কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি হত॥
হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুকুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'বে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥
যে দেহের এই গতি তায় অনুগত।
সংসার বৈভব আর বন্ধুজন যত॥
অতএব মায়া-মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করহ সন্ধান॥"

পরমহংসচূড়ামণি শ্রীল নরোত্তম প্রভুও গাহিয়াছেন,—

"গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥
বিষয়-বিষম-বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া॥"

অনুক্ষণ হৃদয়-ফলকে দীপ্তিমান করিয়া রাখিবার জন্য যে সকল অমূল্য চিৎচিন্তামণি সঙ্গীতাকারে বিতরিত হইয়াছে, তাহা "আমাদের জানা আছে" মনে করায় সেই-গুলি আমাদের দৃষ্টি ও বিচারের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা অনেকে আবার মায়ার চাকরীতে অশেষ ক্লেশ দেখিয়া বিচার করি, যাহাতে স্বাধীনভাবে থাকিতে পারা যায়, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া বেড়ান যায়, নিজেই নিজের প্রভু হইয়া স্বতন্ত্রভাবে বিচরণ করিতে পারা যায়, কাহারও অধীন না হইয়া বা যাহে কাহারও অধীনতা-স্বীকারের নাম করিয়া সেই স্বপ্রতিষ্ঠিত পুরুষের নামের অবৈধ সুযোগে নিজের স্বতন্ত্রতা চরিতার্থরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণ করা যায়, এরূপ কোন পন্থা গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। তখন আমরা যাহে চাকরী পরিত্যাগ করিয়া 'ত্যাগী', 'সন্ন্যাসী' প্রভৃতি সাজিয়া থাকি। কিন্তু 'ত্যাগই' সাজি, আর "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"—কৌপীনপঞ্চক স্তোত্র পাঠ করিয়া নিজেকে মুক্ত, স্বাধীনই বিচার করি, আমি কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মায়ার নফর, তখনও মায়ার চাকরী ছাড়িতে পারি নাই। অঘটনঘটনপটীয়সী বহিরঙ্গা মায়াদেবী আমাকে 'মুক্ত', 'স্বাধীন' প্রভৃতি মনে করাইয়া—

আমাকে বঞ্চনা করিয়া তাহার গোলামী করাইয়া লইতেছে। আমি 'মুক্ত' বিবেচনায় একমাত্র প্রভু কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের নিজজনের অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিয়া মায়ার গোলাম হইয়া পড়িয়াছি।

সকলকেই চাকরী করিতে হইতেছে—চাকরী ছাড়া উপায় নাই—উপায় নাই—উপায় নাই—"নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" হয় কৃষ্ণের চাকরী করিতে হইতেছে, না হয় মায়ার চাকরী করিতে হইতেছে। যে দুধের বেগার খাটিতে চায়, সে মায়ার চাকরী করিবে, আর যিনি অমৃত পান করিতে চাহেন, তিনি কৃষ্ণ ও কৃষ্ণজনের চাকরী করিবেন।

এখানে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কৃষ্ণের চাকরীতে কি ক্লেশ নাই, দুঃখ নাই? অপরিনিষ্ঠিত জন অর্থাৎ যাঁহার কৃষ্ণের সেবায় স্বাভাবিক অনুরাগের উদয় হয় নাই, তাঁহার নিকট কৃষ্ণের চাকরীতে যে ক্লেশবোধ, সেই ক্লেশ বা দুঃখগুলিও ক্লেশ কাটিবারই হেতু। কিন্তু মায়ার চাকরীতে পরিনিষ্ঠিত অর্থাৎ মায়ার চাকরীতে অত্যন্ত ও বিরূপের নিসর্গবশতঃ মায়ার সেই গোলামীগিরিতেই সুখ বা আনন্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট মায়ার চাকুরীর 'ক্লেশ' ক্লেশরূপে অনুভূত না হইলেও তাহা অনন্ত ক্লেশের সেতু ও সোপান-পরম্পরা। কৃষ্ণের চাকরীর ক্লেশে (অপরিনিষ্ঠিত জনের নিকট প্রতীয়মান) ক্লেশ কাটে, আর মায়ার চাকরীর ক্লেশ বা অক্লেশে অনন্ত জন্মজন্মান্তরের জন্য অশেষ ক্লেশরাশি সঞ্চিত করায়। লোকে ভবিষ্যৎ সুখের জন্যই বর্ত্তমানে ক্লেশ অথবা ভূরি সুখের জন্যই অল্প ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকে—ইহাই লৌকিক বিচার এবং সাধারণ বুদ্ধিমত্তাও তাহাই অনুমোদন করে। কিন্তু যে ক্লেশ বা আপাত প্রতীয়মান সুখের ছায়া এ সময়েও ক্লেশ, পরবর্ত্তী অনন্তকালেও ক্লেশেরই সঞ্চয় এবং বিবৃদ্ধি সাধন করে, সেরূপ ক্লেশ কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীকার করিতে চায়? বুদ্ধিমান মানবজাতি—তন্মধ্যে আবার সদসদ-বিচার-প্রবণে অবকাশপ্রাপ্ত ব্যক্তির কি এ সকল কথা বিচার করা কর্ত্তব্য নহে? অহো! আমি কি করিতেছি। বর্ত্তমানে গাধার খাটুনী, দুধের বেগার খাটিলাম, আবার ইহার ফল অনন্ত ক্লেশ!! ক্লেশের উত্তরফল সুখ—এই ধারায় বিশুদ্ধ ক্লেশের উত্তরফল অধিকতর ক্লেশ—কেবল অশেষ ক্লেশপরম্পরা!!

কৃষ্ণের চাকরীর আভাসও ক্লেশ-মহীরুহের বীজ উৎপাটিত করিয়া দেয়, আর মায়ার চাকরী তৎপরিবর্ত্তে ক্লেশ-মহীরুহের শিকড় অধিকতর দৃঢ়ভাবে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তার করিয়া থাকে, যেন আর কোনদিন উহা বিনষ্ট না হইতে পারে। তাই প্রভু শ্রীল ভক্তিবিনোদ আমাদের শিক্ষার জন্য গাহিয়াছেন,—

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ।"

মায়ার চাকরীর ক্লেশ বা আপাত প্রতীয়মান সুখ—অবিদ্যা-দুঃখবর্দ্ধনের হেতু, আর কৃষ্ণের চাকরীর আপাত প্রতীয়মান ক্লেশ বা সুখ—অবিদ্যা-দুঃখ চিরবিনাশের হেতু। চতুর যিনি—বুদ্ধিমান যিনি—পণ্ডিত যিনি—বিচারবান যিনি—প্রকৃত সুখ চান যিনি, তিনি কৃষ্ণের নিজজন, পরদুঃখদুঃখী গুরুদেব যে কৃষ্ণের চাকরী প্রদান করিতে আসেন, তাহা বরণ করেন; আর ক্লেশের উত্তরফল বা নশ্বর খণ্ডসুখের উত্তরফলস্বরূপ মহাদুঃখ-প্রাপ্তির জন্য কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তি মায়ার নফরগিরী আপন ইচ্ছায় বরিয়া লয়—কৃষ্ণের নিজজনের অবাধ্য হইয়া—স্বতন্ত্র হইয়া—স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া মায়ার চাকরীর ফাঁস গলায় পরিধান করে। মায়ার চাকরীর ফাঁস বাড়িয়া বদ্ধজীবের আরও কিরূপ অধিকতর ঘনীভূত বদ্ধদশা উপস্থিত হয়, তাহার চির চৌর-নিজজন প্রভু শ্রীল ভক্তিবিনোদ জীব-শিক্ষার জন্য গীতিতুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন,—

বিদ্যার গৌরবে, ভ্রমি দেশে দেশে
ধন উপার্জ্জন করি।
স্বজন পালন, করি এক মনে,
ভুলিনু তোমারে হরি॥

যিনি পরম আত্মীয়—যাঁহারা পরম বান্ধব, তাঁহারা কখনও আত্মীয়কে ক্লেশের উত্তরফলস্বরূপ অশেষ মহাক্লেশ-পরম্পরা বা ক্ষণিক আপাত-সুখের পর অনন্ত দুঃখরাশির দাবদহন প্রদান করিতে চাহেন না। তাঁহারা হরিতত্পরদী—বাঞ্ছিতের বান্ধব—পরদুঃখদুঃখী। তাঁহারা জীবকে মুক্ত করিতে চাহেন, বন্ধনের পরামর্শ বা বন্ধন-বরণকামী ব্যক্তির রুচিতে ইন্ধন প্রদান করেন না; আর যাহারা প্রকৃত

আত্মীয় নয়—কেবল মোহান্ধযোষাভিনিবিষ্ট ব্যক্তির নিকট আত্মীয় বলিয়া প্রতীয়মান—মহাদস্যু, আত্মানুশীলনের পরিপন্থী, অনাত্মীয় (অর্থাৎ অনাত্মস্বরূপ ভোগবান-দেহের সম্বন্ধে সম্বন্ধীয়), তাহারাই বলিয়া থাকে—পরামর্শ দিয়া থাকে,—বর্ত্তমানে ক্লেশ স্বীকার কর বা দুঃখ ভোগ কর, তাহার উত্তরফলস্বরূপ সুখের আকাশকুসুম, সুখের ছায়াবাজী বা সুখের মাকাল ফলের অপেক্ষা করিতে করিতে দুষ্প্রবৃত্ত চকল মানবজীবনটা কাটাইয়া যাও অর্থাৎ তোমার ভাগ্যে যাহাতে কোনদিনই সুখলাভ না হয়, তাহারই পূর্ণ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি। অথচ, নিত্য নবনবায়মান, অবিমিশ্র উপায়ের পরম সুখ-সংগ্রহের একমাত্র মূলস্বরূপ এই দুষ্প্রবৃত্ত মানব-জীবনটীতে অতি প্রত্যক্ষ বাস্তব সুখ-লাভের যে সন্ধান পরদুঃখদুঃখী গুরুদেব তোমাকে দেখাইয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নশ্বর সুখ-মরীচিকার বৃথা সন্ধানে সংসার-মরুতে শ্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাও, আর সেই প্রাণপণ ক্লেশের বাণিজ্যের লাভস্বরূপ পাইবে, অনন্ত জন্মজন্মান্তরের জন্য অনন্ত ক্লেশরাশি।

একমাত্র পরদুঃখদুঃখী হরিভজনরতী গুরুদেব ও তদ্গতপ্রাণগণই মায়ার চাকরীর ক্লেশে বহু ভূতকালে, বর্ত্তমানে ও অনন্ত ভবিষ্যতে প্রপীড়িত, পীড়্যমান সমগ্র জগৎকে স্বাধীনতা—প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে চাহেন, আর বাদবাকী সকলে কেবল মরীচিকার লুকোচুরী খেলা দেখাইয়া—স্বাধীনতার আকাশকুসুমের স্বপ্নে বিভোর করিয়া—অভাব বিদূরিত হইবার কল্পনার রঙ্গীন নেশায় প্রবৃত্ত করিয়া—অর্থপ্রাপ্তির অলীক প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া আমাদিগকে মহাপথে মহাদস্যুগণের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া পলাইয়া যায়। তখন তাহাদের আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না, চীৎকার করিয়া ডাকিলেও কেহ সাড়া দেয় না; কিন্তু অহো! এমন পরদুঃখদুঃখী শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যে সেরূপ অসময়েও, যে চিরকাল অকৃতজ্ঞতা করিয়াছে, নিমকহারামী করিয়াছে, অবাধ্য হইয়াছে, তাঁহার কত সদুপদেশ পায়ে ঠেলিয়া ফেলিবার পাষণ্ডতা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাকেও সেই অসময়ে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে ছুটেন। অহো! যাহাদিগকে আত্মীয়-স্বজন জ্ঞান করিয়াছিলাম—যাহাদের জন্য কৃষ্ণভজন ছাড়িয়াছিলাম—কৃষ্ণের চাকরী কাকের চাকরী ছাড়িয়াছিলাম, বিপদের সময় ত' তাহারা কেহই নাই—তাহারা কি প্রকারে থাকিবে, তাহারা নিজেরাই যে রক্ষিত হইতে পারে নাই, কি প্রকারে অপরকে রক্ষা করিবে? বিপদে বন্ধু, সম্পদে বন্ধু, সকল সময়ে বন্ধু একমাত্র আমার গুরুদেব ও তাঁহার চাকরীতে যাঁহারা পরিনিষ্ঠিত, তাঁহারা।

সকলের ভাগ্যে 'গুরুদেব' মিলে না, এমন গুরুদেবের হরিভজনরতী সহচরগণও মিলে না। জগতে মায়াদেবীর রাজ্যে কেবল কপটতা, অপস্বার্থপরতা, বঞ্চনা। যে সকল ব্যক্তি গুরুবেশধারী কপট, পরের দুঃখে তাহাদের হৃদয় জ্বলে না; কারণ তাহারা মায়ার দাস, তাহারা 'স্বাধীনতা' দিতে পারে না, 'অভাব' মোচন করিতে পারে না, 'অর্থ' মানবজীবনের পরম প্রয়োজন যে 'অর্থ', তাহা দিতে পারে না—আর কেহ পারে না, পারেন—প্রত্যক্ষভাবে পারেন—হাতে হাতে দিতে পারেন—এই মুহূর্ত্তে দিতে পারেন, কেবল "আমার গুরুদেব।"

অনেকে ভেল্কীবাজী দেখাইয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির ছলনায় মায়ার চাকরীতে, ভূতের বেগারে নিযুক্ত করে—বঞ্চনা করে। অহো! তাহা যদি জানিতাম, এ সকল বহু বঞ্চকের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম—এমন এক পাদপদ্মের চেতনময়ী বাণী—সর্ব্বানর্থনাশিনী বাণী শুনিবার অবসর হইয়াছিল—যেখানে কপটতার কণিকা নাই—কোন বিভ্রম নাই—ভেজাল নাই—নিছক খাঁটি কৃষ্ণের চাকরী যিনি দিতে পারেন, এবং একজন, আর তাঁহার সঙ্গিগণও, যাঁহারা সেই কথারই সর্ব্বক্ষণ নিষ্কপট অনুশীলন করেন, বিতরণ করেন, সেই সকল পরম বান্ধব কোন প্রকারে আর এত কাল মায়ার চাকরীতে আবদ্ধ জীবকে পুনরায় মায়ার চাকরীর ফাঁসে গলায় পরাইয়া বঞ্চনা করিতে পারেন না।

হে বলদেব গুরুদেব! হে বলদেবের বলবান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ! আমার কৃষ্ণের চাকরী করিবার নিষ্কপট অধিচ্ছা ও বল কবে আসিবে? মায়ার চাকরী গ্রহণ করিয়া ভোগী হওয়া বা মায়ার চাকরী পরিত্যাগের বাহ্য অভিনয় দেখাইয়া 'ত্যাগী' সাজিয়া প্রভুর মায়ার ফাঁস গলায় বন্ধন করা ত' আমার স্বধর্ম্ম নহে; তাহাতে আমার অভাব-নিবৃত্তি ও অর্থপ্রাপ্তি কোনও কালেই ত' হইতে পারে না, অধিকন্তু ক্লেশের উত্তরফল ক্লেশ, অভাবের উত্তরফল অভাব, অনর্থের উত্তরফল অনর্থই লাভ হয়। যেদিন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ছাড়িয়া

বলদেবের বল সঞ্চার করিয়া লইব, বলদেব-বলে বলীয়ান হইয়া যেদিন কৃষ্ণের চাকরী করিতে ধাবিত হইব, সেই দিন আমার সকল অভাব, সকল অনর্থ বিদূরিত হইবে—"নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

মায়ার চাকরী পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের নিত্যচাকরী, যাহা জীবের নিত্যস্বভাব—যাহা জীবের জীবাতু—অস্তিত্ব, সেই নিত্যচাকরী গ্রহণ না করিলে অভাব ও অনর্থের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কেহই স্বভাব ও পরমার্থে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না—ইহা অনর্থময় জীবকুলকে শিক্ষা দিবার জন্যই ত' গৌর-কৃষ্ণের নিত্য অন্তরঙ্গ-সেবার অভিমিক্ত শ্রীরূপ-সনাতন প্রভু কঙ্কতলে বিষয়িরাজের চাকরীর অভিনয় এবং তাহা পরিত্যাগের লীলাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। জীবকুলকে ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই ত' শ্রীরায় রামানন্দ প্রভু রাজার চাকরী পরিত্যাগের লীলা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের মত সম্মানের চাকরী—দ্বিতীয় সম্রাট বা রাজার পদবীতে আরূঢ় থাকিবার চাকরী আজকাল কয়জন পাইতে পারেন? কিন্তু লোকশিক্ষক শ্রীসনাতন প্রভু জানাইলেন,—

"রাজা মোরে প্রীতি করে, সে মোর বন্ধন।"

বিষয়ীর প্রীতি, রাজার প্রীতি—বন্ধনের কারণ, আর বৈষ্ণবের—গুরুর—কৃষ্ণের স্নেহ-ভালবাসা-আকর্ষণ—মুক্তির হেতু। গৌরপার্ষদ শ্রীসনাতন প্রভু বিষয়ীর চাকরী পরিত্যাগের অভিনয় করিয়া পরিপ্রশ্ন করিলেন,—

"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়?"

প্রভু উত্তর দিলেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

শ্রীল সনাতন প্রভুর প্রশ্নের ভঙ্গী ও শ্রীগৌরসুন্দরের উত্তর কৃষ্ণের চাকরী ও মায়ার চাকরীর পার্থক্যের মীমাংসা করিয়াছে। শ্রীসনাতন প্রভু মায়ার নকর আমাদের জন্য জানাইলেন,—"মায়ার চাকরী করিলে কোনও দিন তাপত্রয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না, অভাবের রাজ্য হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।" মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতেও শ্রীল সনাতন প্রভু এই শিক্ষাই দিলেন,—"জীব কৃষ্ণের নিত্য চাকর, কৃষ্ণের চাকরী করাই তাহার স্বধর্ম, আর যত-বাকী —পরধর্ম, ভয়াবহ।"

"কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

শ্রীসনাতনশিক্ষাতে মহাপ্রভু জানাইলেন,—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষাত্মদাস্যে॥

হে ভগবন্! আমি মায়ার দরবারে চাকরী করিতে গিয়া মায়াদেবীর নিযুক্ত কামাদি রিপুকে আমার প্রভুজ্ঞানে বরণ করিয়া কত প্রকারেই না তাহাদের (অহংগ্রহোপাসনা-রূপ মায়াবাদ ভোগবাসনামূলে কর্তৃপদ স্বীকাররূপ) দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি ত' তাহাদের করুণা হইল না। অহো! ইহা দেখিয়াও আমার লজ্জা হয় না, বিরতির উদয় হয় না। আর না! আর না!! হে যদুপতে, সম্প্রতি আমি বুঝিতে পারিয়াছি। এখন নিষিদ্ধসেবী ঐ সকল (মায়াবাদ গুরু ও কর্মভোগবাদ গুরু) রিপুকে পরিত্যাগ করিয়া—মায়ার চাকরী ছাড়িয়া তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইলাম, তুমি এখন আমাকে আত্ম-দাস্যে নিযুক্ত কর।

অনেক সময় আমরা ভাবিতে পারি, কেন শ্রীরূপ-সনাতন যেমন চাকরী পরিত্যাগের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন, তদ্রূপ ভক্তবর্গের মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে অনেকে ব্যবসায়, চাকরী প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিয়াছেন! যেমন শ্রীমুরারীগুপ্ত কবিরাজী ব্যবসায় করিতেন, গোপীনাথ পট্টনায়কাদি রাজসরকারে কার্য্য করিতেন, মহাপ্রভু ত' তাহাদিগকে আদর করিয়াছেন! ভোগপ্রবণ মনোধর্ম্মিজীব! তোমার বুদ্ধির পরিসর, তোমার দর্শন খুব সীমাবদ্ধ, তাহা জান? তুমি আসল জিনিষটা বুঝিতে না পারিয়া বাহিরের খোসা দেখিয়া আনুকরণিক হইয়া পড়িলে জীবন অপরাধ ও তোমার সর্ব্বনাশ কুড়াইয়া লইবে। অধিক প্রমাণের আবশ্যক হইবে না, তুমি যাহে সমস্ত ছাড়িয়া—নিত্য সাধু-গুরু-সঙ্গে বাসের কপট অভিনয় করিয়াও কৃষ্ণের চাকরীতে মনঃসংযোগ করিতে পার না—মায়ার একটুকু প্রলোভনে অভিভূত হইয়া পড়, দেখ, তোমার বুকে হাত দিয়া বল, তুমি কতটুকু কৃষ্ণসেবা করিতেছ; আর দেখ, যাঁহারা মুক্ত—যাঁহারা

তেজীয়ান্—যাঁহারা সমর্থ—যাঁহারা সুবুদ্ধি—সুচতুর, তাঁহারা যাহে চাকরী বা গৃহস্থধর্ম-যাজনের অভিনয় করিয়াও শত-কর্ম্ম শত-পরিবাদ কৃষ্ণসেবা করিতেছেন, গুরু-কৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করিতেছেন, নিজে কৃষ্ণসেবায় পূর্ণমাত্রায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্ত্রীপুত্রকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিতেছেন। তোমার চক্ষে ইহা সাধারণের ন্যায় যাহা চাকরী বা ব্যবসায়, তাহা ভজনকুশলের নিকট কৃষ্ণসেবায়ই পর্য্যবসিত। তাঁহারা তোমার ন্যায় কন্ধত্যাগী বা ভেকী নহেন। তাঁহারা যেন ওস্তাদ—সাপ লইয়া খেলা করিতে জানেন, কিন্তু তুমি তাহা অনুকরণ করিতে গেলে মায়ার চাকরীতে আরও অধিকতর ফাঁসিয়া পড়িবে। তোমার জন্যই ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ গাহিয়াছেন,—

অনাদি কর্ম্ম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে নাহি যেবি উপায়।
এ বিষয়-বনানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায়॥
আশা-পাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি-ঊর্ম্মির তাহে খেলা।
কাম-ক্রোধ আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি' বেলা॥
জ্ঞান কর্ম্ম ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই',
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে।
এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি' তোল মোরে বলে॥
পতিত কিঙ্করে গণি' পাদপদ্ম-ধূলি জানি',
দেহ ভক্তিবিনোদ আশ্রয়।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
যুড় হ'য়ে আছি দয়াময়॥

তুমি তোমার নিজের দুর্ব্বুদ্ধি ও স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া দিয়া কৃষ্ণের চাকরী কর; নিজে নিজে কন্ধত্যাগী বা ভেকী সাজিতে যাইওনা। নিজে যাহা করিতে যাইবে, তোমার বিচারে তাহা যতই ভাল বা মন্দ হউক্, সেই বিচার ভ্রমপরিপূর্ণ, তাহা কোন দিন তোমাকে মায়ার গোলামী হইতে ছুটী দিবে না। যদি মঙ্গল চাও, তবে শোন,—

"তাতে কৃষ্ণভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র ও ব্রহ্মাবর্ত্তে শ্রীল প্রভুপাদ

(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী হইতে)

দিল্লী নগরে অনেকগুলি পরমার্থ-প্রধানী ভদ্র লোক আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে যে স্থানে আমাদের হরিকথা-কীর্ত্তন ও বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছিল, স্থানীয় জনৈক ভাগ্যবান তাঁহার মোটর যানে করিয়া আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া যান। সেখানে বৃহৎ সভায় আমরা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর লীলাপ্রসঙ্গ দুই ঘণ্টাকাল বলিয়াছিলাম। অনেক বাঙ্গালী বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। তৎপরদিবস স্থানীয় রাজকীয় সৌধসমূহ পরিদর্শন করিয়া বৈকালেই কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিয়াছিলাম। রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় কুরুক্ষেত্র ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখি, ষ্টেশনে বহুসংখ্যক ভদ্রলোক ঐ গাড়ীতেই আমাদের যাইবার জন্য উঠিলেন। কর্ণালের Sub-Divisional officer মহাশয় আমাদিগকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া মোটরযানে পান্ডিয়ালা-ভবনে প্রেরণ করিলেন। আমরা তৎপূর্ব্বদিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত না হওয়ায় স্থানীয় অধিবাসিগণের আমাদের প্রতি অনুরোগের অবধি ছিল না। স্থানীয় ও বিভিন্ন স্থানের অসংখ্য শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া বিফল-মনোরথে ফিরিয়া গিয়াছেন, ইহা উপস্থিত ভদ্রলোকগণ আমাদিগকে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন। পান্ডিয়ালা-ভবন একটী বৃহৎ প্রাসাদ, তবে দিন দিন সংস্কারাভাব লাভ করিতেছে। এইস্থানে আমাদের দুইদিন অবস্থিতি হইয়াছিল। অপরাহ্ণে কুরুক্ষেত্র তীর্থোদ্ধার ও সংরক্ষণ সমিতির অন্যতম পান্ডিয়ালা-রিয়াসতের শ্রীযুক্ত লালা বেয়ানিরামজীর উদ্যোগে ধর্ম্মশালা-প্রাঙ্গনে একটী বিরাট সভার অধিবেশন

হয়। শ্রীযুক্ত লালা বেহারীলালজী বি, এ, মহাশয় বিশেষ ভদ্রলোক। তাঁহার অনুরোধে আমরা ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্য-লীলাকথা কীর্ত্তন করি। তিনি আমার বক্তৃতার অর্থে আমার বক্তৃতার মর্ম্মগুলি ইংরাজীভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট উর্দ্দুভাষায় কীর্ত্তন করেন। পণ্ডিত বিঠ্ঠলাচার্য্য মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় অতি প্রাঞ্জল ও আবেগময়ী বক্তৃতার দ্বারা কুরুক্ষেত্র ও থানেশ্বরবাসী সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। তাঁহার বাগ্মিতা-দর্শনে শ্রীযুক্ত লালা বেহারীলালজী অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া বলেন যে, দেবভাষায় এরূপ বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা পাঞ্জাব প্রদেশে নিতান্ত বিরল। যদিও পাঞ্জাব-প্রদেশে অনেক সংস্কৃত শাস্ত্র-কুশল ব্যক্তি আছেন, তথাপি তাঁহারা এরূপ সুললিত-বক্তৃতা নিপুণ নহেন।

সভাস্থলে আমাদের প্রস্তাবিত শ্রীগৌর পাদপীঠের জীর্ণ-সংস্কারের কথা উত্থাপিত হইলে শ্রীবল্লভাচার্য্যের অবশিষ্ট গোস্বামীগণের পাণ্ডা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপীঠকে "শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক" বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিলেন। কিন্তু শ্রীনাভাদাস কৃত দিগ্বিজয় ভক্তমালের আলোচনা ফলে ঐ কথার কোনও মূল্য নাই, সকলেই ইহা বুঝিতে পারিলেন। বহুদিন হইতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ঔদার্য্যের হেতু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপীঠকে পশ্চিমপ্রদেশের বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ "বল্লভাচার্য্যের বৈঠক" বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এইরূপভাবে বারাণসীতে শ্রীচৈতন্যবটের শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্থানটীও শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। যদিও বর্ত্তমানকালে শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায় শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত, তথাপি শ্রীরঘুনন্দন-কৃত গদাধর-শাখা-নির্ণয় ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক বিবরণ সমূহেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সহিত শ্রীবল্লভাচার্য্যের সাক্ষাতের কথা বর্ণিত আছে। সুতরাং বারাণসী-ধামে শ্রীচৈতন্যবট ও প্রাচী সরস্বতীতীরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদচিহ্ন সহিত শ্রীবল্লভাচার্য্যের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আলোচনা ও শিথিলতার ফলে উত্তর পশ্চিমদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদস্পর্শাঙ্কিত স্থান সমূহের অধিকাংশই ন্যূনাধিক অপরের স্থান বলিয়া পরিগণিত হইতে চলিয়াছে। একমাত্র আমাদের শ্রীগৌরবিস্মৃতির ফল উত্তর-পশ্চিম ও পাঞ্জাব-প্রদেশে যে পরমার্থ-বিস্মৃতির নিদর্শন, তাহা বাস্তবিকই লজ্জাজনক। বিশেষতঃ যখন ঊষা-পরায়ণ বড়রিপুর দাসগণ পরস্পর গৃহবিবাদ ও নানাবিধ কলহে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীগৌরজন্মস্থানকে কাঁকড়ার মাঠে স্থানান্তরিত করিবার অবৈধ ও অকর্ম্মণ্য বৃথাপ্রয়াস করেন, তখন তাহাতে তাঁহাদের পরমার্থ-হানি ব্যতীত অন্য কোন ফললাভ ঘটে না। রামচন্দ্রপুরের প্রাকৃত-সহজিয়াগণ গুরুভক্তির বিরুদ্ধে যে কলহে নিযুক্ত আছেন, তাহার ফলে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা-সলিল প্রায়শঃই প্রবাহিত হইতে দেখা যায় না। ইহাতেও তাঁহাদের শ্রীচৈতন্যবিমুখতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। বিষয়াক্ত জনস্রোতের প্রবলতায় কর্ম্মজ্ঞোধাদিতে ভাসিয়া যাওয়ায় ধর্ম্মজগতে কিরূপ ঘৃণিত ভাবসমূহ স্থান পাইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। মিথ্যাচার, পাপপ্রবৃত্তি, দুর্নীতি প্রভৃতি পবিত্র ধর্ম্মের স্থান অধিকার করায় সংসার-দাবানল-নিবৃত্তির পরিবর্ত্তে ভগবদ্ভক্তিজনিত বোধিৎসঙ্গ-প্রভাব বঙ্গদেশে ন্যূনাধিক বিলুপ্তি লাভ করিতেছে। সমস্তই ভগবদিচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা হইলে অষ্টপাশবদ্ধ জীবের মলিনতা বিদূরিত হইয়া শ্রীগৌরজন্মস্থানের বিমলালোক জগতের সর্ব্বত্র বিস্তার লাভ করিবে।

কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মসরোবরতীরে "সীতাভবনে" শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীবিনোদবিহারীজীউ অধিষ্ঠিত হন। শ্রীবিগ্রহ-অধিষ্ঠান উপলক্ষে ভক্তগণ বিপুল কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসব করিয়াছিলেন।

আমরা কুরুক্ষেত্র হইতে দিল্লী, গাজিয়াবাদ প্রভৃতি স্থান হইয়া কাণপুরে আসি। কাণপুরে অবস্থানকালে একদিন ব্রহ্মাবর্ত্ত, কনৌজ ও বিঠুর দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে বাল্মীকির আশ্রমে লবকুশের অবস্থানের কথা শুনিলাম। গঙ্গাতীরে ব্রহ্মেশ্বর শিব দর্শন করিলাম। কিংবদন্তী এই যে, এখানে বিধিকি কর্ত্তৃক বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ হইয়াছিল। এই স্থানের অনতিদূরে ধ্রুবটীলা—যেখানে ধ্রুবমহারাজ তপস্যা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রপ্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ বিঠুরে নানাসাহেবের স্থানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি সেখানে আছেন। ব্রহ্মাবর্ত্ত ও বিঠুরে গঙ্গাতটে বহু প্রাচীন অট্টালিকা বর্ত্তমান। স্থানটী বহু প্রাচীন স্মৃতি-বিজড়িত। এই সকল গ্রামের অব্যবহিত সন্নিহিত স্থানে কনৌজ বা প্রাচীন কান্যকুব্জ। এই কান্যকুব্জের কায়স্থ-বংশীয় রাজার নিকট হইতে আদিশূর রাজা স্বজাতীয় সংস্কারসম্পন্ন পঞ্চ কায়স্থ ও তাঁহাদের সহিত যজ্ঞকর্ম্মনিপুণ পাঁচজন ব্রাহ্মণের আহ্বান করিয়া বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাসস্থান করান। কালপ্রভাবে সংস্কার-সম্পন্ন সেই দশজন দ্বিজ ন্যূনাধিক ভ্রষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ থাকিলেও পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

আপনাকে যদি আমরা পরিশুদ্ধ করি, তবে আমাদের সকল কার্য্যে ঈশ্বর আমাদের সহায় হইবেন।

শ্রীচরি-সেবায় যাহা অনুকূল, তাহা করিবে এবং 'বিষয়' বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করিবে না।

শ্রীগৌড়ীয়-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের সহিত যাহা মিলিবে, তাহাই গ্রহণ করিবে।

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৭শে মাঘ, ১৩৩৫, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯ | ২৬শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আধুনিক সভ্য-জগতের অনেককেই বলিতে শুনা যায়,—"মহাশয়, শুধু হরিনাম প্রচার করিয়া বেড়াইলেই কি আর দেশোদ্ধার হইবে? চতুর্দ্দিকে যে ভীষণ দুঃখ-বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে—জীবকুল 'পরিত্রাহি' 'পরিত্রাহি' চীৎকার করিতেছে, তাহাদের সেই দুঃখ নিরাকরণের জন্য বদ্ধপরিকর হউন্—কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির উন্নতি বিধান করুন্—দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করুন্—পীড়িতের শুশ্রূষা করুন্—অন্নবস্ত্রহীন দরিদ্রগণকে প্রচুর অন্নবস্ত্র বিতরণের আয়োজন করুন্—দেশকে পরাধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য যত্নবান্ হউন্—দেশের রাস্তাঘাট ভাল করুন্—স্বাস্থ্য ভাল হউক, তবেই না দেশের উপকার করিতে পারিবেন? শুধু হরিকথা বলিয়া সময় নষ্ট করিলে দেশ আপনাদের দ্বারা আর কতটুকু লাভবান্ হইবে?" তাঁহাদের এ সকল কথার উত্তর আমরা সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র 'গৌড়ীয়' ও 'নবদ্বীপ-প্রকাশে' বহুবার প্রদান করিয়াছি। অদ্য সংক্ষেপে কয়েকটী মাত্র কথা বলিব।

জীব যে মুহূর্ত্তে কৃষ্ণবিস্মৃত হইয়া এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডরূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার দুর্ভাগ্য লাভ করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই কারাধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবী তাঁহাদিগকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণনিগড়ে বদ্ধ করিয়া ত্রিতাপে দগ্ধীভূত করিতেছেন। জীবগণ কেবল যে বর্ত্তমান সময়েই ক্লেশভাক্ হইতেছেন, ইহার পূর্ব্বে ছিলেন না বা ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও তাঁহাদের দুঃখ-নিবারণের যত্ন হয় নাই, তাহা নহে। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবগণ অনাদিকাল হইতেই এই মায়িক সংসার-কারাগারের নানা অভাব-অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন, করুণা-বারিধি ভগবানও স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া অথবা তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণকে পাঠাইয়া নিরন্তর তাঁহাদের সেই দুঃখ দূর করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। যে সকল জীব শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ভক্তকেই একমাত্র বিপদ্ধারণ বান্ধব-জ্ঞানে তাঁহাদেরই পাদপদ্মে শরণাপত্তি স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যবস্থা অবনত মস্তকে মানিয়া চলিতেছেন, তাঁহারাই ক্লেশ-মুক্ত হইতেছেন, কিন্তু যাঁহারা সেই ব্যবস্থায় বিশ্বাসস্থাপন করিবার ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া নিজেরাই দুঃখ নিরাকরণের ভার লইতেছেন, তাঁহারা দুঃখ-মুক্ত হওয়ার কথা দূরে থাকুক্, আরও গভীর দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হইতেছেন, এক দুঃখ দূর করিতে গিয়া শত সহস্র দুঃখ আসিয়া তাঁহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে। ইহারই নাম আরোহপন্থা। এই সর্ব্বনাশকর পন্থানুসরণে জীবগণ অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া প্রকৃতির গুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যকে 'আমার কার্য্য'-জ্ঞানে 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অভিমান করেন। ইহাতে সর্ব্বযজ্ঞের কর্ত্তা ও ভোক্তা ভগবানকে যে অস্বীকার করা হয়, তাহা তাঁহারা কিছুতেই

বুঝিতে চাহিবেন না। তাই শ্রীভগবান্ বড় দুঃখের সহিত তাঁহাদিগকে বলেন,—

"অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভা-নাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥"

(গীতা ১৬।১৮-২০)

"যাহারা যবিধিষ্ট শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পরদেহস্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং আমার ভক্তগণের গুণে দোষারোপ করে, সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদিগকে আমি এই সংসারমধ্যেই অশুভ আসুরী যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের ভক্তিবিদ্বেষী আসুরস্বভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ় সকল জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হইয়া তাহা হইতেও অধম গতি লাভ করে।"

"সর্ব্বজীবপ্রভু শ্রীভগবানই জীবকুলকে রক্ষা করিতে পারেন"—এই শরণাপত্তিমূলক বিশ্বাস-রাহিত্যের নামই নাস্তিকতা বা ভগবদ্বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ যাঁহার হৃদয়ে যত বেশী পুষ্টিলাভ করিতেছে, তিনি ততই ভগবৎকৃপা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। শ্রীভগবান্ গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতরূপে জীবের ত্রিতাপক্লেশ নিবারণের যে সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন, তাহা স্বীকার না করিয়া জীবগণ যতই স্বকপোল-কল্পনাপ্রসূত পন্থানুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ততই মায়া আসিয়া তাহাদিগকে আরও পীড়া-প্রদান করিতেছেন। অনেকে বলিতে চাহেন,—"পূর্ব্বে লোকের এখনকার মত এত অভাব অসুবিধা ছিল না।" যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলেও আমরা বলিব,—পূর্ব্বে লোকে এত কৃষ্ণবিমুখও ছিল না। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দিন দিন যত বেশী বাড়িতেছে, জীবের অসুবিধাও ততই বাড়িতেছে। সুতরাং মূল অসুবিধা কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দূর না হইলে অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রণতি স্বীকার পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবোন্মুখ না হইলে জগতের কোন অসুবিধাই দূর হইবে না। সমস্ত অসুবিধার প্রসূতি যে দৈবী ভগবতী মহামায়া, তাঁহার আনুগত্যে জীবগণ কখনই অসুবিধার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না।

বেদ, উপনিষৎ, ভাগবত, পুরাণেতিহাসাদি শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ যে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যে ব্যবস্থা নারদ ঋষি বীণাযন্ত্রে উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া বলিতেছেন—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"—যাহার ব্যাখ্যা কলিযুগ-পাবনাবতারী ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর আরও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া জগজ্জীবকে শুনাইয়া বলিলেন,—

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার॥
তাহা লাগি' 'হরের্নাম'-উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তা'র নাহিক নিস্তার।
'নাহি', 'নাহি', 'নাহি'—তিন উক্ত 'এব'-কার॥"

—আবার মহাপ্রভুর যে কথায় জগজ্জীবকে আরও দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট করিবার জন্য অমন্দোদয়-দয়ানিধি রসিকভক্তাগ্রণী কবিকুলশেখর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিঠাকুর জগদ্বাসী সকলকেই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া কহিলেন,—

"উদ্ঘাহু করি' কহোঁ, শুন, সর্ব্বলোক।
নাম-সূত্রে গাঁথি' পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥
প্রভু-আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥"

—সেই কথাই অধুনা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভ্যবৃন্দ 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ', 'সাপ্তাহিক গৌড়ীয়', 'মাসিক সজ্জন-তোষণী' বা 'দি হারমোনিষ্ট' নামক সাময়িক পত্র ও 'বৈষ্ণবধর্ম্ম', 'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত', 'মহাপ্রভুর-শিক্ষা', 'হরি-নাম-চিন্তামণি' প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ-সহযোগে লোকের দ্বারে দ্বারে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা প্রভৃতি নানা উপায়াবলম্বনে প্রচার করিতেছেন। সেই হরিকথার সু-বহুল প্রচার হইতেই জগজ্জীবের সর্ব্বপ্রকার অনর্থ দূরীভূত হইবে। হরিকথাতেই সর্ব্ব-জীবের সর্ব্ব সু-মঙ্গল নিহিত। হরিকথা-শ্রবণ হইতেই জীবের সর্ব্বানর্থের মূল যে অবিদ্যা, তাহা ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেই জীব পরবিদ্যা-পীঠের নিত্য অন্তেবাসী হইয়া শোক-মোহ-তাপহর পরবিদ্যা-বধূজীবন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে মাতোয়ারা হন—

সেই নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতেই সঙ্কীর্ত্তন পিতা মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের মহাদান কৃষ্ণপ্রেম-ধনলাভে অধিকারী হন। কৃষ্ণ যাঁহার কর্ণে শব্দ-ব্রহ্মরূপে উদিত হইয়া নাদ-ব্রহ্মরূপে কীর্ত্তিত হন, তাঁহার হৃদয়ে মায়িক ভোগপর অভদ্রসমূহ কিছুতেই অবস্থান করিতে পারে না। অবিদ্যা হইতেই জীব-হৃদয়ে ভোগ-বাসনার উদয় হয়, আবার ভোগ-বাসনা হইতেই নানা অভাব অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা সেবিত হইলে নামী কৃষ্ণ অন্তর্যামী চৈত্য-গুরুরূপে উদিত হইয়া জীবহৃদয়ের সমুদয় পাপ-বাসনা সমূলে বিনষ্ট করেন।

"শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥"
(ভাঃ ১।২।১৭)

শ্রীমদ্ভাগবত তাই কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনকারীকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-বদান্য বলিয়াছেন, কেন না জগতের অন্যান্য কথা-কীর্ত্তনকারী দাতা জীবের তাৎকালিক অভাব দূরীকরণে সমর্থ হইলেও নিত্য অভাব দূর করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥"
(ভাঃ ১০।৩১।৯)

—অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, সংসারে যাঁহারা ত্রিতাপক্লিষ্ট ব্যক্তি-গণের জীবনপ্রদ, বৈষ্ণবগণ-পূজিত, সকল কলুষনাশক, শ্রবণ-মঙ্গল, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ও সর্ব্বব্যাপক তোমার কথামৃত বর্ণন করেন, অর্থাৎ তোমার গুণগাথা গান করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বদান্য—সর্ব্বাপেক্ষা জীব-হিতে ব্রতী।

অতএব হে ভ্রাতৃবৃন্দ, মায়া-নির্য্যাতিত নিরীহ জীব-কুলের তাৎকালিক অভাব-মোচনকার্য্যে পারদর্শিতা-হেতু 'পরোপকারী' নাম লইয়া নিত্যকালের অভাব-মোচন-কার্য্যে পারদর্শী কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারী পরম-মঙ্গলময় সাধুর কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনের অপ্রয়োজনীয়তা-বিচার দ্বারা তাঁহাকে অসম্মান করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিও না। ভাগবতাদি শাস্ত্র-দ্বারা ভগবান্ একমাত্র নামসঙ্কীর্ত্তনকেই কলিজীবের কলিকলুষ-নাশনের পরম উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া-ছেন। সাধু, শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্য অবহেলার বিষয় নহে—ইহা সকলেই স্থির-চিত্তে প্রণিধান করুন। জগতে কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রচুর আয়োজন হউক। দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে শুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তের তত্ত্বাবধানে হরিসভাপীঠ সংস্থাপিত হইয়া হরিবিস্মারক-জীবন কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণের ব্যবস্থা হউক্—কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে গগন-পবন মুখরিত হউক্—কোটি কোটি শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-করতাল-বাদ্যের সহিত কোটি কোটি কণ্ঠের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-ধ্বনি মিলিত হইয়া এক বিরাট্ কৃষ্ণ-কোলাহলের সৃষ্টি করুক্—কৃষ্ণকীর্ত্তন-বন্যায় জগৎ ভাসিয়া যাউক্, তবেই জগতের সুদিন আসিবে—জগদ্বাসীর দুঃখ-রৈক্ষ চিরতরে ঘুচিবে—জগৎ শান্তির সুশীতল ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিবে; নতুবা অশান্তির অনল জগতের বক্ষে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া জগৎকে এক মহা শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত করিবে! হে বন্ধুগণ, এখনও সময় থাকিতে সাবধান হও! অহর্নিশ কৃষ্ণকীর্ত্তনই সময়ের সদ্ব্যবহার। সংক্ষেপতঃ কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনেরই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয়তা আছে—অন্যান্য কথারই বস্তুতঃ আনুষঙ্গিক প্রয়োজনাভাব।

অধোক্ষজতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও বিধেয়—এই বিষয়টী যতদিন না আমাদের প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধির বিষয় হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গে ভগবৎ-কথা শ্রবণ, সাধুপদিষ্ট বাক্য কীর্ত্তন, সাধুনির্দ্দিষ্ট সাত্বত শাস্ত্রসমূহের পঠন-পাঠন ও সাধু-সেবনাদি কোন ব্যাপারেই আমাদের আন্তরিক স্পৃহা বা উৎসাহ বিদ্যমান থাকা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে আমরা বাহিরে যতই আন্তরিকতা প্রদর্শন করি না কেন, অনিত্য জগতের অনিত্য দেহ ও মনোধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আগ্রহ থাকায় আমাদের সে আন্তরিকতার কপটতা স্বতঃই প্রমাণিত হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া, তিনি কেমন করিয়া ঠিক সেই সময়ে পূর্ব্বদিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইতে পারেন? একই সময়ে উত্তরদিকে দৃষ্টিপাত যেমন এক ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব, একটী না একটী দিক্ পশ্চাতে পড়িবেই, সেইরূপ কৃষ্ণেতর-বিষয়ে অভিনিবেশ থাকা অবস্থায় কৃষ্ণ-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হওয়া কখনই সম্ভবপর হয় না। কৃষ্ণ-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইতে হইলে কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভি-নিবেশ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কৃষ্ণসেবায় গৌণত্ব আরোপ করিবার

প্রভৃতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ পূর্ব্বক জীব কৃষ্ণ কৃপালাভে সমর্থ হইবেন।

কৃষ্ণসেবাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হইলে কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-বিষয়ে জীবের ঐকান্তিক নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়, তখন জীব আর নিজ দেহ ও তৎ-সম্পর্কিত অন্যান্য দেহের অভাব-অসুবিধার ওজর-আপত্তি দেখাইয়া কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হওয়ার বিভিন্ন পন্থা আবিষ্কার করিবার অবসর পান না। অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে থাকিয়াই অগ্নিজ্বালা হইতে নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা যেমন নিরর্থকই হইয়া থাকে, সেইরূপ দ্বিতীয় বস্তু যে মায়া, সেই মায়াতেই অভিনিবিষ্ট থাকা অবস্থায় তজ্জন্য ভয়, শোক ও মোহমুক্ত হইবার চেষ্টা নিতান্ত বালসুলভ চাপল্য ব্যতীত আর কি বলা যাইবে? শ্রীভগবানের শরণাগতী মায়াকে জয় করিবার উপায় একমাত্র ভগবৎপ্রপত্তি স্বীকার ব্যতীত আর অন্য কিছুই নাই। শ্রীভগবৎপাদপদ্মেই আমাদিগকে প্রপন্ন হইতে হইবে—এইরূপ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিপ্রভাবেই মায়িক জগতের যাবতীয় অভাব-অসুবিধা আমাদের সেই ভগবৎপ্রপত্তির অনুকূল হইয়া পড়ে। একমেবাদ্বিতীয়ম্ অনবদ্যতত্ত্ব অধোক্ষজ-কৃষ্ণ-প্রপত্তিমূলা ভক্তিপন্থাই একায়ন-শ্রুতিবিহিত পন্থা, তদ্ব্যতীত যাবতীয় পন্থাই বহুয়ন-শ্রুতি-বিহিত। বহুয়ন-শ্রুতিই কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি ভক্তিবিরোধী অরোহ-পন্থার আবিষ্কারক।

"মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণ পানে ধাই।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদ-পদ্ম পাই॥"

কৃষ্ণকেও পাওয়া চাই, আবার মায়াকেও সঙ্গেই রাখা চাই—এরূপ দোদুল্যমান অবস্থায় থাকিয়া কৃষ্ণ-কার্য্য-প্রীতিলাভ কখনই সম্ভবপর নহে। কৃষ্ণসেবাকে আমরা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতে পারি না বলিয়াই বহুকাল ধরিয়া কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিয়াও কিছুমাত্র লাভবান হইতে পারি না, বরং জড়বিষয়াসক্তিই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে; নতুবা কৃষ্ণকেই যদি আমাদের একমাত্র ভজনীয় বস্তু বলিয়া জানিব, তাহা হইলে তাঁহার সেবা ব্যতীত আর অন্য কর্ত্তব্য কেনই বা আমাদের মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারিবে? কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবের যাহাতে প্রীতি, তাহাতেই কেন না আমাদের প্রীতি বর্ত্তমান থাকিবে? গোড়ায় গলদ রাখিয়া যতই কিছু করি না কেন, সে সবই যেন গুরু-কৃষ্ণের প্রতি উপহাস মাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

জানি না, ভগবান্ আর কবে আমাদের কায়, মনঃ এবং প্রাণ একমাত্র তাঁহার পাদপদ্মসেবায় সমর্পণ করিবার সৌভাগ্য প্রদান করিবেন যে, আমরা তাঁহার পদসেবা করার নামে তাঁহাকে উপহাস করিবার প্রবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্য সত্য সদেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহারই ইন্দ্রিয়তোষণ করিয়া ধন্য হইতে পারিব!

"আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সে শ্রীবৃন্দাবন॥"

শ্রীল প্রভুপাদ ও মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ

গত ১৫ই পৌষ (১৩৩৫), ৩০শে ডিসেম্বর (১৯২৮) রবিবার অপরাহ্ণ প্রায় ৩ ঘটিকার সময় কাশী হিন্দু-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শন প্রতিষ্ঠি প্রধান অধ্যাপক, ভারতগৌরব স্বনাম-ধন্য পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভাগমনপূর্ব্বক ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করেন। গৌড়ীয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উক্ত কথোপকথনের মূলক যথাসাধ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রভুপাদ—আপনি পূর্ব্ব থেকেই জানেন যে, আমাদের একখানা মাসিক ও একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা হয়েছে। আবার এখন একখানি দৈনিক কাগজও এক বছর থেকে নিয়মিতভাবে বের হচ্ছে।

মহামহোপাধ্যায়—এখন দিন পড়েছে। নিজেদের কাগজ নইলে চল্‌বে না। এখন লোক শুনতে চাইছে। বাংলার বৈশিষ্ট্য—প্রেমধর্ম্ম, এ ছাড়া কা'কেও পলান যাবে না। আপনি অনেক কাজ কচ্ছেন।—প্রকৃত স্বরূপের পথে আপনিই দাঁড়িয়েছেন। এতে যেটুকু সেবা আমার দ্বারা হয়, নেবেন। কাশীতে কেন্দ্র করুন। সেই স্থানটাই উপযুক্ত। আমি সেখান থেকে একখানা হিন্দী কাগজ বের করবো, আশা করেছি। এজন্য বন্ধুবরটীকে ব'লেছি। তাঁরা স্বীকার করেছেন। এবার কাশী গিয়ে কাগজ বের করবার চেষ্টা করবো। আপনি সে'বার কাশী গিয়ে কাশীকে ধন্য ক'রেছেন। এবার যাবেন না?

প্রভুপাদ—বিশ্বনাথের ইচ্ছা হ'লে হবে।

ম: ম:—আপনারা সকলই কাশী থেকে একখানা কাগজ বের করুন্।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু কয়েকখানা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" পত্র মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিলেন। ম: ম: পণ্ডিত মহাশয় পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে প্রবন্ধসমূহের নামগুলি পড়িতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—"অতি সুন্দর হ'য়েছে। কাশীতে ৭২নং সিবন চৌহাট্টা—আমার নূতন বাড়ীর ঠিকানায় পাঠা'বেন।"

শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-রক্ষক আচার্য্যত্রিক প্রভু বলিলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিপাদ শ্রীনিবাস ঠাকুর-নরোত্তমাদি আচার্য্যগণের পরে বৈষ্ণবধর্ম্মের ঠিক ঠিক আচার প্রচার বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল—সিদ্ধান্ত-কথার আলোচনা—আদর্শ-জীবন—তত্ত্ববিচারের একান্ত অভাব হ'য়ে পড়াতে নানা-প্রকার অসিদ্ধান্ত ও অনাচার বৈষ্ণবধর্ম্মের নাম দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল, প্রভুপাদ মহাপ্রভুর কথা আবার জগতে প্রচার কচ্ছেন।"

ম: ম:—বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে যে প্রকৃত প্রেমধর্ম্ম, তা' পরবর্ত্তিকালের প্রচারকেরা বর্ণাশ্রমের ভয়ে প্রচার কর্ত্তে পারে নাই।

প্রভুপাদ—সে প্রচারক কা'রা?

ম: ম:—'জাতগোঁসাই'। তাঁরা প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রভুর প্রকৃত ধর্ম্ম থেকে দূরে সরে গিয়েছেন, স্মার্ত্তের হাতে প'ড়ে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছেন—নির্ভীক হ'য়ে সত্য কথা বল্‌তে পাচ্ছেন না। সেদিন ম: ম: পঞ্চানন তর্করত্ন শ্রীগৌরাঙ্গকে বেতাবে আক্রমণ করেছেন, সে কথা ৺ গোঁসাইকে বল্‌ম,—"তুমি কি কচ্ছ? মহাপ্রভুর নামে—মহাপ্রভুর আচার-প্রচারে কলঙ্ক রটাচ্ছেন, আর তুমি বসে বসে দেখছ?" তা'তে সে নীরব।

প্রভুপাদ—তাঁ'রা আচার্য্য নন, আচার্য্যের নামের সুযোগটুকু নিয়ে অন্যান্য কার্য্য কচ্ছেন। আচার-প্রচার-পরায়ণ ব্যক্তিই আচার্য্য। আচার্য্য—নিরপেক্ষ,মুক্ত। ডিগ্রিয়ে চল্‌তে দেখাটাই 'আচার' নয়। মহাপ্রভু বলেছেন,—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।"

নিজে সম্পূর্ণ অসৎসঙ্গত্যাগ ও নিরন্তর কৃষ্ণচর্চ্চার মহান্ আদর্শ দেখিয়ে যিনি সকলকে নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে অসৎসঙ্গত্যাগের কথা বলতে পারেন—অসৎসঙ্গ ছাড়াতে পারেন—কৃষ্ণানুশীলনে প্রবৃত্ত করাতে পারেন, তিনিই আচার্য্য।

ম: ম:—হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও দ্বিজশ্রেষ্ঠ হন, দীক্ষা-প্রভাবে তাঁর চণ্ডালত্ব থাকে না—ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই,—

"শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।"

প্রভুপাদ—'হরিভক্তিপরায়ণ', অথচ 'চণ্ডাল'—এ দুটো কথা একসঙ্গে হ'তে পারে না।—ওটা "সোনার পাথর-বাটী"র মত নিরর্থক। হরিভক্তের 'চণ্ডালত্ব' নেই, আর চণ্ডালত্বে 'হরিভক্তি' নেই। মহাপ্রভু এইকথা সনাতন গোস্বামী প্রভুকে ব'লেছিলেন,—

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥"
যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

পঞ্চরাত্র বলেন,—

'স্বয়ং ব্রহ্মণি নিষ্ণাতান্ জ্ঞাতানেব হি যত্নতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংকৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥"

ম: ম:—হাঁ, এই ভাবেই দীক্ষা দেওয়া উচিত।

প্রভুপাদ—বর্ত্তমানে দীক্ষা হচ্ছে না—কাণে ফুঁ দেবার অভিনয় ক'রে নিজ নিজ অর্থ-সাধনের চেষ্টা হচ্ছে—উভয়েই বঞ্চিত হচ্ছে।

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥"

যে দীক্ষায় পাপের ক্ষয় হয় না, সাবাস্ত হোলো, সেটা কি দীক্ষা, না দীক্ষা দেবার অভিনয় ক'রে কপটতা, বঞ্চনা?

মঃ মঃ—হাঁ, খুব ঠিক।

প্রভুপাদ—তবে একথা নয় যে, শূদ্রকে 'শূদ্র' রেখে, অব্রাহ্মণকে 'অব্রাহ্মণ' রেখে তা'দের কাণে প্রণব দিতে হবে। উচ্ছৃঙ্খলতা-প্রশ্রয়ের কথা মহাপ্রভু বলেন নি। মহাপ্রভু বলেছেন,—দীক্ষায় যার নৃমাত্রের বিশ্বাস হয়। দীক্ষায়, পূর্ব্বের অবস্থা ও পরের অবস্থা এক নহে। অদীক্ষিতকে দীক্ষিতের সঙ্গে সমান মনে কর্ত্তে হবে না; তা'হলে নগ্ন-মাতৃক-ন্যায় * হয়ে পড়বে। যা'রা শিষ্যের পাণ্ডিত্য রেখে শিষ্যকে দীক্ষিত বল্‌বার পক্ষপাতী—যা'রা শূদ্রকে 'শূদ্র,' অব্রাহ্মণকে 'অব্রাহ্মণ' রেখে তাঁ'কে দীক্ষিত করেছেন মনে করেন, তাঁ'রা নিজেরাই পতিত হ'য়ে যান। পতিতপাবনত্ব যাঁ'দের নেই, তাঁ'রা দীক্ষাদাতা বা আচার্য্য হ'তে পারেন না।

মঃ মঃ—বাঙ্গালীর ঠাকুরের ধর্ম্ম—প্রেমধর্ম্ম। এই প্রেমধর্ম্মের প্রচারটা প্রাণ দিয়ে কর্ত্তে হ'লেও কর্ত্তে হবে।

প্রভুপাদ—প্রাণ না দিলে প্রচার হয় না, যিনি প্রাণ দিতে পারেন, তিনিই প্রচার কর্ত্তে পারেন,—"প্রাণ আছে যা'র, সেইত প্রচার।" আনুষ্ঠানিক সম্প্রদায়ের প্রাণ নেই, তা'রা অপস্বার্থসিদ্ধি এবং বৈষ্ণবের সঙ্গে একটা অদ্বৈত ও হাস্যাস্পদ প্রতিযোগিতা কর্‌বার জন্য যে প্রচারের অভিনয় করে, তা' শুদ্ধ কপটতা, আর অপরাধ। মহাপ্রভু বলেছেন'—

"প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা।
জন্ম যার ভূমিতে তৈল মনুষ্য জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি', কর পর উপকার॥"

মহাপ্রভু শুধু বাঙ্গালীর ঠাকুর নন। তিনি চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের ঠাকুর—চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের সীমা বিরজার,—তা'রও পরপারে গোলোক-বৈকুণ্ঠের একমাত্র অধীশ্বর।

মঃ মঃ—হাঁ, তবু আমরা আবদার ক'রে তাঁ'কে 'আমাদের' বলি।

প্রভুপাদ—'আমাদের' বল্‌তে তিনি আমাদের হাড়-মাসের ন'ন—আমাদের জল-খাবার ন'ন। তিনি কৃপা ক'রে বঙ্গদেশে এসেছিলেন। তিনি যে স্থানে এসেছিলেন, সেটা জলকাদা নয়—সেটা বৈকুণ্ঠ, তিনি বৈকুণ্ঠ বস্তু। তিনি বাঙ্গালী, তিনি পুণ্যময় ব্রাহ্মণজাতির অন্তর্গত—এসব বিচার বৈকুণ্ঠবস্তুতে আন্‌তে হবে না। তা'হলে প্রাকৃতসহজিয়া-মত হ'য়ে পড়বে—বৈকুণ্ঠকে কুণ্ঠাবস্থে আবদ্ধ কর্‌বার অবৈধ চেষ্টা হবে। আপনি ত' জানেন,—

"বস্ত্বাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

আপনার এই শ্লোকের "গরুও বটে, গাধাও বটে" অর্থ শুনে খুব আনন্দ হ'য়েছিল।

মঃ মঃ—বিশুদ্ধ প্রেমের উদয়ে সকল ক্লেশ বিদূরিত হয়, পরাশান্তি লাভ হয়। শ্রীগৌরাঙ্গদেব সেই প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার ক'রেছেন।

প্রভুপাদ—শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রেমের ধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম; তাহাতে দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্মের কোন কথা নেই—নিরন্তর কৃষ্ণানুসন্ধান। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু সেই প্রেমের ধর্ম্মের কথা ব'লেছিলেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥
আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

মঃ মঃ—প্রেমই—পঞ্চম পুরুষার্থ।

'শ্রীসজ্জন-তোষণী' ও 'গৌড়ীয়' পত্রের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ

* নগ্নমাতৃকা-ন্যায়—শিশুসন্তানই মাতৃকুক্ষি হইতে নগ্নাবস্থায় প্রসূত হয় এবং শৈশবকালে নগ্ন থাকে। কোন শিশু বালিকা সাধারণ নিয়মানুসারে শৈশবকালে নগ্না ছিলেন বলিয়া পরবর্ত্তীকালে পরিণতবয়স্কা হইয়া কাপড় পরিধান করিতে শিখিবার পর এবং তাঁহার বিবাহ, সন্তানাদি হইবার পরও যদি সেই স্ত্রীলোকের পুত্র সন্তান শৈশব-জীবনের সন্তাবনা স্মরণ করিয়া নিজ মাতাকে নগ্না নারী মনে করে, তাহা হইলে উহা যেরূপ অন্যায়, সাধারণ অদীক্ষিত সমাজ হইতে দীক্ষিত সমাজে প্রবিষ্ট হইবার পরও দীক্ষিত ব্যক্তিকে পূর্ব্ব পরিচয়ে পরিচিত করাইবার চেষ্টা তদ্রূপ অন্যায় ও অবৈধ।

অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু মঃ মঃ তর্কভূষণ মহাশয়ের হস্তে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকা প্রদান করিলেন।

প্রভুপাদ—এ সংখ্যায় "বিলাস ও বিরাগ" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ আছে।

মঃ মঃ—এ জগতে দু' শ্রেণীর লোক আছে।

প্রভুপাদ—"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তো স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥"

মঃ মঃ—আমরা অপরকে ধর্ম্মের পথে নিয়ে গিয়ে ভোগা দি' যে, তা'দের পরকালে সুবিধা ক'রে দোবো। কিন্তু ইহকালেই যা'দের চণ্ডালাদি দোষ ছাড়্‌ল না, তা'দের পরকালে কি সুবিধা হবে?

প্রভুপাদ—পাশ্চাত্য জগতে একজন্মবাদ স্বীকার করেন। তাঁ'রা বলেন,—"বহুজন্ম স্বীকার কর্‌লে, জন্মান্তর পাব ব'লে লোকে এ জন্মে পাপাদি কার্য্যে নিযুক্ত হয়, সুতরাং 'পরজন্ম নাই' বলাই ভাল। তা'হ'লে এ জন্মেই ধর্ম্মে কর্ম্মে মনোনিবেশ করা যাবে।" কিন্তু বৈষ্ণবেরা বলেন,—

"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

বৈষ্ণবগণ বলেন, আর জন্মান্তরের অপেক্ষার দরকার নেই। এই জন্মেই পরম মঙ্গল সাধন করা কর্ত্তব্য। জন্মান্তরে মানব হব কিনা, তার' নিশ্চয়তা নেই।

মঃ মঃ—"যাবোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে'—এই ভাগবতীয় প্রমাণে 'সদ্যঃ' শব্দে 'তৎক্ষণাৎ' বুঝায়, কিন্তু যাবপর পণ্ডিতবর্গ টেনেটুনে অর্থ কর্‌লেন, জন্মান্তরের অপেক্ষা করে।

প্রভুপাদ—হাঁ, এখন 'জন্ম' বল্‌তে কোন্ জন্ম, কত প্রকার, তা' বিচার করা কর্ত্তব্য। অত প্রমাণের আবশ্যক হবে না, ভার্গবীয় মনু বল্‌ছেন,—

"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-চোদনাৎ॥"

শ্রীধরস্বামিপাদ বল্‌ছেন,—

"সৌক্যং সাবিত্র্যং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম।"

পঞ্চরাত্র বল্‌ছেন,—

"জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।"

আমাদের শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও তাই ব'লেছেন,—

"এবং দীক্ষাতঃ পরস্যাদেব তস্য ধ্রুবলোব দ্বিজত্ব-সংস্কার-তদাধিক্যাৎ তন্মন্ত্রাদিদেবাজ্জাতঃ।"

শ্রীসনাতন গোস্বামীপ্রভু তাই ব'লেছেন,—

নৃণাং সংস্কারাদেব দ্বিজত্বং—বিপ্রতা।

মহাভারতও এই কথা ব'লেছেন,—

এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।"

প্রমাণ চক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

জগদ্গুরু ভক্তিকল্পতরু স্বামিপাদ ব'লেছেন,—

শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।

জন্মান্তর যদি এ জীবনেই পাওয়া যায়, তবে আবার জন্মের অপেক্ষা কর্ত্তে হবে কেন? অজরুচিতে শৌক্র-জন্মকেই 'জন্মান্তর' মনে করা হয়, বিবর্ত্তরুচিতে দৈক্ষ্য-সাবিত্র জন্মকে 'জন্মান্তর' বলা হ'য়েছে। অজরুচি কূপ-মণ্ডুকতায় আবদ্ধ, যোবিৎসঙ্গ-তাত্ত্বিক সেখানে সংক্রামক হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু বিবর্ত্তরুচি ওরূপ মেয়েলি-শাস্ত্র ও অভি-জ্ঞানে আবদ্ধ না হ'য়ে প্রকৃত শাস্ত্রবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে 'জন্ম' বল্‌তে "জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।"—(পঞ্চরাত্র) 'রাত্র' শব্দের মানে জ্ঞান, সেখানে অজরুচি বা অজ্ঞানের কথার অবসর নেই। তাই শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ 'জন্মান্তর' বল্‌তে সাবিত্র্য জন্মের কথা ব'লেছেন,—'ব্রাহ্মণকুমারোপাং সবনযোগ্যত্বাভাবাবচ্ছেদক পুণ্যবিশেষরূপ সাবিত্রজন্মাপেক্ষা-বদস্য অধীতিতদ্ধ্যাদস্য সাবিত্র জন্মান্তরাপেক্ষা বস্তুত ইতি ভাবঃ।" কারণ শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু সর্ব্বদাই জন্মান্তরের বিবর্ত্তরুচি স্বীকার করেন,—"তন্মন্ত্রাদিদেবাজ্জাতঃ।" কর্ম্ম-জড়স্মার্ত্ত শব্দের অজরুচি-দ্বারা পরিচালিত; তাই তাঁ'রা নাম-মন্ত্রকে 'শব্দ'মাত্র জ্ঞান করেন। মন্ত্র—পূর্ণ চেতনবস্তু, মনন ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ কর্ত্তে পারেন—পাপপুণ্যময় মনোধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ করিয়ে পারমার্থিক বিপ্রতা প্রদান কর্ত্তে পারেন—মন্ত্রের এ শক্তি আছে, তা' অজরুচিতে তাঁ'রা

ধারণা কর্ত্তে পারেন না; তাই যত গোলযোগ; কিন্তু বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদাই শব্দের বিশুদ্ধতা রক্ষা করেন, তাই তাঁদের বিচার—অসাধারণ, সাধারণের ধারণায় বিপ্লব আনয়ন করে।

মঃ মঃ—হাঁ, ঋষিগণেরও এই অভিপ্রায়। "কর্ম্মণি ব্রাহ্মণস্যাংশ গতঃ।" বর্ণাশ্রম যতক্ষণ service purpose এ থাকে, ততক্ষণ ভাল, পরে previlage হ'লে খারাপ হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতার চুম্বক

[স্থান—শিলং শৈলোপরি সাধারণ দুর্গামণ্ডপ

কাল—৪ঠা কার্ত্তিক (১৩৩৫), ২১শে অক্টোবর (১৯২৮)

সপ্তমী, রবিবার অপরাহ্ণ

উপস্থিত—শিলং প্রবাসী বহু বাঙ্গালী বিদ্বজ্জন]

অনেকে মনে করেন, বৈষ্ণবেরা শাক্ত নহেন; কিন্তু ঘটনা তাহা নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণবেরাই উৎকৃষ্ট শাক্ত। যাঁহারা গায়ত্রী উচ্চারণ করেন, তাঁহারা শক্তির উপাসক। গায়ত্রী একটী শক্তি। যে শক্তি গীত হইয়া ত্রাণ করে, তাহা গায়ত্রী। বৈষ্ণবেরা ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করেন, সুতরাং তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও শাক্ত। গানের দ্বারা জীবের মঙ্গল হয়। মন্ত্রের উপদেশে জননমৃত্যু হইতে পরিত্রাণ হয়। সশক্তিক ভগবানের উপাসনায় "জগতের প্রভু" বলিয়া যে তাৎকালিক অভিমান, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সর্ব্বশক্তিমানের—শক্তি। বৈষ্ণবেরা যেমন শুদ্ধভাবে শক্তি উপাসনা করেন, এমন আর কেহ করেন না। ইউরোপীয় কোয়েটার সাহেবের বিচারে যেরূপ ইউরোপ পুরুষাকার এবং প্রাচ্যদেশ ভারতাদি স্ত্রীজনোচিত শক্তিরূপে আত্মনির্দ্দেশ করেন, সেরূপ নহে।

অনেক সময় প্রেয়ঃকামনামূলে আমরা শক্তির উপাসনা-তৎপর হই। আমাদের হিতাহিত বিবেচনা যখন অসম্পূর্ণ থাকে, তখন আমরা "ধনং দেহি, পুত্রং দেহি, যশোমাং ভাগ্যং দেহি" ইত্যাদি 'দেহি' 'দেহি' রব উঠাই। ঐটী শুদ্ধ শাক্তের কর্ত্তব্য নহে। ভগবানের শক্তিলাভ আবশ্যক বটে; কিন্তু পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা প্রভৃতিতে অভিভূত হওয়া বিবেকী মানবের কর্ত্তব্য নহে। ভগবানকে দিয়ে খুব বশ করাইবার চেষ্টা কোনকালে প্রশংসনীয় নহে। যিনি এরূপ প্রার্থনাকারী, তাঁহার বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। সদাগরা ধরার অধিপতির নিকট একটী কাণাকড়ির জন্য প্রার্থনা যেরূপ, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট ধনজনের জন্য প্রার্থনাও সেইরূপ। সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের নিকট জগতের কোন বস্তুর জন্য প্রার্থনা জানাইবার আবশ্যকতা আমাদের নাই। জগতের ধর্ম্ম-অর্থ-কামপ্রার্থী তত্তৎ-কামনা এবং মুক্তিপ্রার্থী মুক্তির জন্য কামনা করেন। কিন্তু সম্রাট্ কুলশেখর বলেন,—

"নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরন্তং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥
মাস্মা ভূমে ন বসুনিচয়ে নৈব কায়োপভোগে
যদ্যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥"

হে হরে, আমি বিষয়-সুখের জন্য অথবা গুরুতর কুম্ভীপাক কিংবা অন্য নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য

তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না, কিংবা নন্দন-বনে সুন্দরী সুরকামিনীগণের সুকোমল তনুলতা-সঙ্গমে বিহার করিবার জন্যও তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না; কিন্তু কেবল তোমার সেবাসুখ-তাৎপর্য্যে ভক্তির প্রতি স্তরে অবস্থিত হইবার জন্য স্মরণ-মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করি। আমার ধর্ম্মে আস্থা নাই, বহু অর্থ লাভের প্রতি আস্থা নাই, সুরু-চন্দন-বনিতাদি কামভোগেও কোন ইচ্ছা নাই অথবা ইহজগতে সুখে বাস করি, এরূপ অভিলাষও নাই। হে ভগবন্! আমার পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে যাহা যাহা হয়, হউক্; আমার প্রার্থনীয়, আমার বহুমাননের বস্তু কেবল এই যে, যেন জন্মজন্মান্তরেও তোমার পাদপদ্ম-যুগলে অমূঢ়া ও ঐকান্তিকী ভক্তির উদয় হয়।

শ্রীগৌরসুন্দরও উপদেশ দিয়াছেন,—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

হে জগদীশ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না; আমি এইমাত্র কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক্।

শুষ্কশাক্ত-সম্প্রদায় কাত্যায়নী যোগমায়ার আশ্রয়ে শক্তিযানের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাৎকালিক বা নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণপর বস্তুর কামনা করেন না। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপরা কামনাই শুষ্কশাক্ত-সম্প্রদায়ের মনোভীষ্ট।

বৈষ্ণবের সহিত শাক্তের কোন ভেদ নাই, উভয়েই পরম আদরের বস্তু। "নিজের ইন্দ্রিয়সুখ পরিতৃপ্তির জন্য ভগবানের শক্তিকে প্রেরণ দেওয়া উচিত নহে",—বৈষ্ণবগণ এই কথাটী বলায় যাহা কিছু মতভেদ হইয়াছে। একজন নিজের উন্নতি কামনা করেন না, এই জন্য ভগবান্ তাঁহার উন্নতি বিধান করেন, আর এক সম্প্রদায় মনর্থযুক্ত অবস্থায় শোকে মুহ্যমান হন।

"নিঃশক্তিক ভগবান্" বলিয়া একটী শব্দ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে দেখা যায়। ব্রহ্মজ্ঞানের অভিজ্ঞান হইতে যাত্রা করিয়া জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিতে থাকিলে এইরূপ বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। সাংখ্যোপাসকগণ দ্বৈতাদ্বৈত Henotheist. তাঁহারা স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সহায়তাকারী এক একটী দেবতা কল্পনা করেন এবং তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধিত হইলে কল্পিত দেবতা-গণকে বিদায় দেন। অর্থকামী—গণেশ, ধর্ম্মকামী—সূর্য্য, কামকামী—শক্তি, মোক্ষকামী—শিব এবং বৈষ্ণবগণের অনুকরণ করিতে গিয়া কেহ কেহ অনিত্য বিষ্ণুর (মায়ারই) উপাসনা করেন। তাঁহারা কামদেবের কামনা ছাড়া আর কোন কামনা করেন না, তাঁহারাই কামদেবের উপাসক বা শুষ্ক শাক্ত। কামদেবের কামনাতৃপ্তির নামই—ভক্তি। শুষ্ক শাক্ত-সম্প্রদায় নিজতৃপ্তিমূলে যাবতীয় কামনারহিত। তাঁহারা—নিষ্কিঞ্চন। তাঁহাদের চেতনের বৃত্তি উদ্ধৃত কামনা দ্বারা সেব্য বস্তুকে বিপন্ন বা কৃষ্ণত্বে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা কখনও প্রশংসনীয় নহে। বাস্তবিক শক্তি উপাসনা করিয়া আমাদের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। "কেন কহি, মাপ তেন"—এই বণিগ্‌বৃত্তি-দ্বারা ভগবানের উপাসনা হয় না।

ভগবানের চিৎশক্তি—তাঁহার অন্তর অঙ্গের বিকল্প, ভগবানের অচিৎশক্তি—তাঁহার বাহ্য অঙ্গের বিকল্প। নশ্বরদৈশিক সশক্তিক ব্রহ্মের প্রচারক। পূর্ব্বকালে বৌদ্ধ, সাংখ্য প্রভৃতি 'প্রকৃতিলয়' বা বোধ-রাহিত্যবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বোধসাহিত্যমাত্রবাদ প্রচার করিলেন। কিন্তু পূর্ণ বোধই পরম প্রয়োজন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য যে বোধসাহিত্যমাত্রবাদ প্রচার করিলেন, তৎপ্রতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন,—"কে বোধ করিবেন?" "কাহার বোধ করিবেন?" শ্রীরামানুজাচার্য্য এই সকল কথা বিস্তারিত করিয়াছেন: পণ্ডিত শ্রীযামুনমিশ্র গীতার সংস্করণে শ্রীসুদর্শনাচার্য্য শ্রুতপ্রকাশিকা টীকায় এ সকল কথা প্রকাশিত করিয়াছেন।

ইহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, জগতে প্রধানতঃ দুইটী সম্প্রদায় প্রচলিত—একটী সশক্তিক ব্রহ্মবাদ প্রচারকারী সম্প্রদায়, আর একটী নিঃশক্তিক ব্রহ্মবাদ প্রচারকারী সম্প্রদায়। সশক্তিক ভগবানের উপাসক-সম্প্রদায় সরল নিষ্কপট। প্রকৃত শাক্ত-সম্প্রদায়—বৃষকপিতনয়-সম্প্রদায়। প্রকৃত শাক্তগণ মহামায়া কাত্যায়নীর নিকট কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করেন। ভাগবত ১০ম স্কন্ধে ব্রজনাগরীগণের উক্তি,—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥"

অয়ি মহামায়ে, মহাযোগিনি, অধিশ্বরী কাত্যায়নী-দেবি, তুমি নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণকে আমার পতি কর, তোমাকে প্রণাম করিতেছি।

তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের চরণে প্রার্থনা করিয়া বলেন,—

"কৃষ্ণায়নায়বিপতে গুরু গোপ-গোপী-
যোগেশ্বরাচ্যুত-সনাতন-নারায়ণেতি।
গোপেশ্বরাত্মজবিলাসি-সুরাধিপত্যে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিকষাধিকাং মে॥"

হে কৃষ্ণায়নায়বিপতে! হে উমাপতি গোপীযোগেশ! হে সনাতন-নারায়ণপূজ্য! হে গোপেশ্বর! ব্রজ-বিলাসী রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিরুপাধিক প্রেম আমাকে প্রদান করুন।

তাঁহারা নায়কীরূপে অনুক্ষণ ভগবানের সেবা করিতে প্রস্তুত। ভগবৎসেবা প্রকৃতির অন্তর্গত নহেন।

ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মায়াদেবী জীবকে জাগতিক নশ্বর অভাব অসুবিধার হাত হইতে কিছুকালের জন্য রক্ষা করেন; আর মহামায়ার মূল স্বরূপরূপ যোগমায়া জীবকুলকে বংশীধ্বনি-শ্রবণে মনোযোগ দিবার জন্য কৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া মহাপ্রেম প্রদান করেন; মহামায়াদেবী বাসনাযুক্ত শাক্তসমূহের প্রার্থিত ফলদান করেন। যোগমায়া-দেবী শুদ্ধ শাক্তগণকে সুনির্মল ভাববিশিষ্ট করাইয়া রাসস্থলীতে কামদেবের সেবায় নিযুক্ত করেন। যাঁহাদের নশ্বর ভোগের প্রবৃত্তি নাই, অন্যাভিলাষ, জ্ঞানকর্মাদির গন্ধ নাই, তাঁহারাই চিৎকর্ণে সেই অপ্রাকৃত বংশীধ্বনি শুনিতে পারেন, যোগমায়ার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে পারেন। যোগমায়া উন্মুখপালনী চিৎশক্তি, আর মহামায়া—যাঁহার উপাসনা জগতে প্রচলিত, তিনি বিমুখ-বিমোহিনী অচিৎশক্তি বা ছায়াশক্তি। শুদ্ধ শাক্তগণ চিৎশক্তির উপাসক। যোগমায়া নিষ্কিঞ্চনগণকে বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট করাইয়া কামদেবের সেবায় নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণের অপ্রাকৃত বংশীধ্বনি যাঁহাদের কর্ণে পৌঁছায় না, তাহাতে যাঁহারা আকৃষ্ট হন না, তাঁহারা ইতর কামনায় আকৃষ্ট হন। ব্রহ্মবৈবর্তে কবিকুমার ও কাত্যায়নীদেবীর আখ্যায়িকা হইতে আমরা জানিতে পারি, কাত্যায়নীদেবী যাঁহাকে অকপট কৃপা করেন, তিনিই নন্দগোপালের সেবা-সুখ-তাৎপর্য্য কামনা করিতে পারেন, আর যাঁহার প্রতি কপটকৃপা প্রদর্শন করেন, সেই ব্যক্তি প্রাকৃত মদনের বা কামের দাস হইয়া ধর্ম-অর্থাদি কামনা করিয়া থাকেন। আর কাত্যায়নী-দেবী যাঁহাদিগকে অত্যন্ত অকৃপা বা বঞ্চনা করেন, তাঁহারা মোক্ষকামী হইয়া পড়েন।

"শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"

[হে বিভো! চরমকল্যাণস্বরূপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ জলাশয় হইতে নির্ঝর সমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি হইতেই মোক্ষাদি চতুর্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি হইলে জ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া থাকে, তাহার জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল ধান্যাভাস তুষ (আগুড়া) হইতে তণ্ডুল পাইবার জন্য তাহাতেই আঘাত করে, তাহাদের যেমন কেবল কষ্টমাত্রই সার হয়, তেমনি ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবলজ্ঞান-লাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্রই সার হইয়া থাকে।]

নির্ব্বিশিষ্ট বিচারই যদি প্রবল হইল, তবে শাক্তসিদ্ধের প্রচারিত মতেই বা কি দোষ? পরমার্থ বলেন,—ভগবান্—কামদেব; তাঁহার কামনা-বিস্মৃতিই জীবস্বরূপের ধর্ম্ম। বদ্ধ-জীবের কামনা-বিস্মৃতি মহামায়ার কপট কৃপা; কামদেবের কামনা-বিস্মৃতি জীবের প্রতি যোগমায়ার অকপট-কৃপা, আর কামদেবকে 'সর্ব্বকামনা-বিবর্জ্জিত' কল্পনা করিয়া নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, ইটোরাম করিবার চেষ্টা মহামায়ার অত্যন্ত অকৃপা হইতে উত্থিত।

বাস্তব-বিচারে শক্তিপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। পারমার্থিক সম্প্রদায়ের শক্তিপূজা সুবিচারপূর্ণ। শক্তিপূজা ব্যতীত শক্তিমানের সন্ধানলাভের সম্ভাবনা নাই। যেমন বড় সাহেবের কাছে যাইতে হইলে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাছে আগে যাইতে হয়, তাঁহাকে ডিঙাইয়া যাওয়া যায় না, তদ্রূপ প্রভুর কাছে যাইতে হইলে তাঁহার সেবককে আগে জানিতে হয়। শক্তিমানের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়াও শক্তির উপাসনা হয় না। এই জন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—শক্তি-মান আমাকে যাহারা স্বতন্ত্র পুরুষ না জানিয়া আমার শক্তি-দেবতাগণের পূজা করে, তাহাদের উপাসনা—অবিধিপূর্ব্বক

উপাসনা। বড় সাহেবের অস্তিত্ব বা প্রাধান্য অস্বীকার করিলে সেক্রেটারীর কোন মূল্য নাই। তাঁহারা বড় সাহেবের খবর না রাখিয়া সেক্রেটারীকেই বড় সাহেব মনে করেন, তাঁহাদের ঐরূপ মনে করাটা ভ্রান্তিপূর্ণ। ঐরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ বিচারে যদি সেক্রেটারীকে সম্মান করা হয়, প্রকৃতপক্ষে সেক্রেটারী তাহাতে সন্তুষ্ট হন না। শক্তিমানের—শক্তি; শক্তির স্বতন্ত্রতা নাই। শক্তি পুরুষের ইচ্ছায় বা শক্তিমানের ইচ্ছায় চালিত হয়। মানুষের গমনশক্তি আছে, মানুষ ইচ্ছা করিলে শক্তি পরিচালনা করিতে পারেন, নাও করিতে পারেন। শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥"

[হে অর্জ্জুন, সর্ব্বশক্তিমান আমি যে প্রকৃতিতে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্ব্বকার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষ চালিত হইয়া প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করেন। এতদ্বিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়।]

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় শ্রীব্রহ্মা স্তব করিতেছেন,—

"সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

[স্বরূপশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াধিনী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা দুর্গা। তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।]

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥"

[যে ভগবান্ নিজের স্বরূপভূতা লজ্জিতা হইয়া তাঁহার (ভগবানের) দৃষ্টিপথের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থা হয় না, সেই মায়া দ্বারা বিমোহিত হইয়াই দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই স্থূলদেহে 'আমি' ও তদ্ভোগ্যবস্তুতে এবং বন্ধুতে 'আমার'—এইরূপ প্রলাপবাক্য বলিয়া থাকে।]

"অত্রৈতদেব হি প্রষ্টব্যং ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিজ্ঞাতুমভো মায়াং যথা জানীমো যথা ভয়ম্॥"

[স্বরূপতত্ত্বই যথার্থ তত্ত্ব। সেই তত্ত্বের সাহিধ্যে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আত্মতত্ত্ব মায়াবৈভব বলিয়া জানিবে। স্বরূপতত্ত্ব সূর্য্যস্থানীয় জ্যোতির্ম্ময় বস্তু। তাঁহার মায়া দ্বিবিধা—আভাস-স্থানীয়া জীবমায়া ও তমঃস্থানীয়া গুণমায়া।]

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥"

[সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই ছিলাম; স্থূল, সূক্ষ্ম ও প্রকৃতিতত্ত্বের কারণভূত প্রধান বা প্রকৃতি পর্য্যন্ত আমা হইতে পৃথগ্‌রূপে অন্য কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়েও একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।]

ভগবান্ সশক্তিক, মূর্ত্ত এবং চিদ্‌বিলাসময়। তাঁহার অধিষ্ঠানে চিদ্‌বিলাস আছে, বিচিত্রতা আছে। Anthromorphic idea দ্বারা যে personal Godhead-এর (বিশেষ ভগবত্তার) বিচার তাহা—পৌরুষিকতা। মানবের কল্পনা—জীবের কল্পনা বা অভিরুচি ভগবানের বাস্তব-স্বরূপ গড়িতে পারে না। ভগবান্ স্বতন্ত্র, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার নিত্যবাস্তব স্বরূপ আছে। পাশ্চাত্য দেশের anthromorphic idea প্রভৃতি প্রাচ্যদেশের "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" প্রভৃতির রূপান্তর মাত্র।

তুরীয় রাজ্যের জিনিস মায়ার রাজ্যের লোক মাপিয়া লইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে মানবজাতি ত্রিগুণে আবদ্ধ। এই জন্যই তাহারা তুরীয় বস্তুর অনুশীলন করিতেছে না। ত্রিগুণাত্মক জগতে থাকিয়া একমাত্র অপ্রাকৃত শব্দ দ্বারা তুরীয় বস্তুর অনুশীলন হইতে পারে। সেবোন্মুখ জিহ্বায় যে শব্দ উচ্চারিত ও সেবোন্মুখ চিত্তে যে শব্দের বিষয়রুচি প্রকাশিত হয়, তাহা দ্বারাই ত্রিগুণাত্মক জগতে গুণাতীত তুরীয় বস্তুর অনুশীলন হইয়া থাকে।

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"

অহৈতুকী সেবা না করিলে নারায়ণের সেবা হয় না। নির্ব্বোধ বালকগণকে সেল্‌না দ্বারা ভুলিয়ে রাখার ন্যায় মহামায়া অজ্ঞানকর্দ্দমস্থ ও কামনার দ্বারা হৃতজ্ঞান ব্যক্তিগণকে ভুলাইয়া রাখেন। যখন জীব শ্রেয়েতে আকৃষ্ট না হইয়া প্রেয়ঃপ্রার্থী হয়, তখনই কামাখ্যাদেবী জীবের প্রতি

নিকপট কৃপা বিতরণ করিয়া তাঁহাকে গোপালমন্ত্রের উপাসনায় দীক্ষিত করেন। সুরেন্দ্রনাথের জীবন পরবর্ত্তিকালে ভক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।

শাস্ত্রের বিরোধিসম্প্রদায়-সমূহের বিচার—কেবলাদ্বৈতবাদ। তাঁহারা কেবলাদ্বৈতবাদী বা বিদ্যাদ্বৈতবাদী। কিন্তু পারমার্থিকগণ শক্তি স্বীকার করেন। তাঁহারাই তত্ত্ব শাক্ত—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাক্ত। আজ দেবী কৃপা করিয়া যাহা বলাইলেন, তাহাই বলিলাম।

শিলং শৈলে প্রভুপাদ

৮ই কার্ত্তিক ১৩৩৫, ২৩শে অক্টোবর ১৯২৮, গৌর-নবমী, প্রাতঃকাল। বেডফিল্ড রোডের বাংলোতে শ্রীল প্রভুপাদ উপবিষ্ট হইয়া ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। উপস্থিত ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ-তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, ইঁহারা শ্রীলপ্রভুপাদের আদেশে গৌহাটী প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া শ্রীলপ্রভুপাদের শ্রীচরণ সমীপে আসিয়াছেন। আচার্য্যত্রিক প্রভু, শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্ত অধিকারী এম, এ, বি, এল প্রভৃতি আরও কতিপয় ভক্ত নিবিষ্টচিত্তে হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। এমন সময় কুমার যাহাদুর শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত মহোদয় তাঁহার জনৈক আত্মীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত জে, এন, সিংহ এম, এ, বি, এল মহাশয়ের সমভিব্যাহারে শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আসিয়া প্রণত হইলেন। পর-দিবস এই স্মার্ত্তিক বিজয়া দশমী; প্রাজ্ঞ কুমার বাহাদুরের একান্ত ইচ্ছা সেই দিবস শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পুণ্যদিনের সদ্ব্যবহার করেন, তাই তিনি প্রাতঃকালেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে সেই নিবেদন জানাইতে আসিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, বিজয়ার দিন পূর্ণব্রহ্ম শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবের দিন, সুতরাং হরিকীর্ত্তন দ্বারাই দিনযাপন করা কর্ত্তব্য। প্রাজ্ঞ কুমার-বাহাদুরের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ অনর্গল অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীপ্রভুপাদ বলিলেন, যেমন বিষ্ণুর বিকারী কল্পনায় রুদ্ররূপের প্রকাশ, তদ্রূপ নৃসিংহের বিকার-কল্পনায় প্রাকৃতজনপূজিত সিদ্ধিদাতা গণেশের আবির্ভাব। নরসিংহ মূর্ত্তিটী বিষ্ণুর সত্ত্বোত্তমত্ব ও অচিন্ত্যশক্তির দ্যোতকমূর্ত্তি। প্রাণীজগতে নরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা পশুজগতে সিংহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব। মানবে পশুত্ব এবং নরত্ব দুই হয়। নরত্বের মধ্যে পশুত্বের প্রাবল্যই অসুরত্ব বা দৈত্যত্ব। নৃসিংহদেব সর্ব্বোত্তম পশু ও নরোত্তমরূপে প্রকটিত হইয়া জীবের পশুত্ব ও নরত্বের বা অসুরত্বের ধ্বংসসাধন করেন অর্থাৎ পুরুষে ভ্রম-সেবার পথের বিঘ্ন বা পাষণ্ডতা বিনাশ করেন। নর ও সিংহ—দুইটী প্রাণী জগতে বাধ্য-বাধক সম্বন্ধে অবস্থিত। জগতে নর ও সিংহ একস্থানে আলিঙ্গিতভাবে থাকিতে পারে না। কিন্তু এইরূপ পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ বস্তুর একত্র সমাবেশ নরসিংহরূপে প্রকটিত। ইহা দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর অচিন্ত্যত্ব প্রকাশিত হইতেছে। এই নৃসিংহের বিকার-ভাব লইয়া প্রাকৃত জন-প্রপূজিত গণেশ—যিনি শুণ্ডদ্বারা বাহ্য অভিজ্ঞান সঞ্চয় ও তাহা পরিত্যাগের আদর্শ প্রকাশ করিতেছেন। জগতের লোক বৈশ্যবৃত্তি সম্পন্ন—গণেশের পূজক। ইঁহারা নিরন্তর বাহ্য অভিজ্ঞান সংগ্রহ করিতেছেন ও তাহা পরমুহূর্ত্তে ছাড়িয়া দিয়া অপর নূতন বাহ্য অভিজ্ঞান গ্রহণ করিতেছেন, আবার তাহা ছাড়িয়া দিতেছেন। গণেশের শুণ্ড ইহাই প্রকাশ করিতেছে। তাই জগতের লোকের আদর্শ পূজনীয় বস্তু হইয়াছেন—গণেশ, যিনি জগতের কামনা শীঘ্র শীঘ্র পূরণ করিতে পারেন। সমগ্র জগৎ নৃসিংহবিকারী গণেশের উপাসক—অর্থের উপাসক—বৈশ্য।

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

স ত্বয়া প্রেরয়া মুক্তস্তারায়ণমবীরহে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্॥
অন্যবস্তু-ফলং তেষাং তত্তদেবত্যমেধসাম্।
দেবান্ দেবজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥"

সেইদিন চেরাপুঞ্জী যাইবার কথা ছিল। কাজেই আচার্যাত্মিক প্রভু শীঘ্র শীঘ্র চেরায় যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। চেরাপুঞ্জির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টি-পাতের কথা চিরপ্রসিদ্ধ; সেখানে উৎকৃষ্ট কমলালেবু পাওয়া যায়। চেরাপুঞ্জির জলপ্রপাত ও গুহা—দেখিবার জিনিষ। প্রায় অর্দ্ধ মাইল ঘোর জঙ্গল অতিক্রমণ ও প্রস্তরময় ভূমিতে আরোহণ-অবরোহণের পর সেই গহ্বর পাওয়া যায়। স্থানীয় ব্যক্তিগণের সাহায্য ব্যতীত ঐ গুহায় প্রবেশ করা অসম্ভব ও বিপজ্জনক। গুহাটী অন্ধকারময়, মশাল লইয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। দুইটী স্থানীয় বালক মশাল জ্বালিয়া গুহাপথ দেখাইতে দেখাইতে চলিল, আমরা সকলেই তাহাদের অনুসরণ করিলাম। গুহাটী অতীব মনোরম—স্বাভাবিক-ভাবে প্রস্তরগুলি পরস্পর এরূপ বিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে যে, দেখিলে মনে হয়, কত শিল্পী কত পরিশ্রম-ফলে এখানটী এইরূপ কারুকার্য্যখচিত করিয়া রাখিয়াছে। ভক্তগণ গুহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্বরে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম উচ্চারণ করিতে থাকিলেন। ইহা দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতে লাগিল যে, বৈষ্ণবগণের বিচরণ সাধারণের ন্যায় চক্ষুরিন্দ্রিয়তৃপ্তি বা ভোগের জন্য নহে। তাঁহাদের নিজের কোন কার্য্য নাই, তাঁহারা পরহিতের জন্যই সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ কত কন্দরে গিরির গভীর নিম্নদেশে, কত গভীর গুহায়, কত শৈলশিখরে, কত নদীগর্ভে, সমুদ্রগর্ভে, ঘোর অরণ্যানীতে, কত জনপদবিত্যক্ত স্থানে, কত সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু বহুল স্থানে, কত ম্যালেরিয়া মহামারীর খাদ্যক-লীলাভূমিতে, কত দেশে বিদেশে ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া গিয়া কলিযুগের মহামন্ত্র, নিতাইগৌরের মহাদান তারকব্রহ্ম হরিনাম প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন—কত সুপ্তচেতন, মুগ্ধচেতন, সঙ্কুচিতচেতন, বিকচিতচেতন জীবের চৈতন্য উদ্বোধন করিতেছেন, নানাভাবে তাঁহাদের সুকৃতি উৎপাদন করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ কৃপির জনগণ—এইরূপ মহাসবাস পরদুঃখদুঃখী পুরুষগণ যে কত বড় দাতা, পর উপকর্ত্তা, তাহা মানুষ হঁস না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে না। যেহেঁস অবস্থায় মানুষের কর্ম্মীর কপটতামূলক নশ্বর দুই এক সেকেণ্ডের উপকার বা মনোরঞ্জন-বয়াকেই 'উপকার' বা 'দয়া' বলিয়া মনে হয়।

চেরাপুঞ্জীর গহ্বরে শত শত বৎসর যাবৎ কত প্রাণী বাস করিতেছে, সেখানে কত মনুষ্য পরিদর্শনার্থ আসিতেছেন, কেবলমাত্র নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য। কবে, কোথায়, গহ্বরবাসী ক্ষুদ্র জীবকুলের জন্য প্রাণ কাঁদিয়াছে কাহার? উহাদের জন্য ভাবিয়াছেন কয়জন? কিন্তু আজ শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার অনুচরগণ পরদুঃখে ব্যথিত হইয়া ক্ষুদ্র জীবগণের—অপস্বার্থপর মানুষের দ্বারা পরিত্যক্ত জীবগণের জন্য চিন্তিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তনের রোল উত্থিত করিলেন। সকলের কর্ণে গৌরনিতাইএর নাম প্রদান করিলেন। গৌরসুন্দর একদিন রাঢ়িখণ্ডের পথে হরিনামে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুকে নাচাইয়াছিলেন।

চেরাপুঞ্জী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীল প্রভুপাদ শিলং শিকু বা শিলং শৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখর বেশ পবিত্র করিলেন। সে স্থান হইতে হিমালয় ও কাঞ্চন-জঙ্ঘার শিখরদেশ দৃষ্ট হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে। সমস্ত প্রদেশ মেঘাবৃত হইয়া রহিয়াছে। সেখানেও হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ আরোহণ ও অবরোহণ করিতে লাগিলেন। শিলং-শিখর হইতে শিলং সহর ও তৎসংলগ্ন বিস্তৃত ভূখণ্ড সমূহের শোভা অতীব রমণীয়। পার্ব্বত্য নদী, নির্ঝরিণী, শ্যামল বনরাজি, শৈলমালা প্রভৃতি প্রকৃতিজনের বা সাধারণ ভ্রমণকারীর ভোগনেত্রে যেরূপ দৃষ্ট হয়, বৈষ্ণব-গণের চক্ষে সেরূপ ভোগ্যপদার্থরূপে দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা প্রকৃতিসুন্দরীকে জীবভোগ্যা বা আত্মভোগ্যা মনে না করিয়া কৃষ্ণভোগ্যারূপে অনুভব করেন। অপ্রাকৃত পুরুষোত্তমের সেবকগণকে প্রকৃতি গোলাম করিতে পারে না—অভিভূত করিতে পারে না, তাঁহারা প্রকৃতিশোভা দর্শন করিতে করিতে ঈশাবাস্য মন্ত্র পাঠ করেন—উপলব্ধি করেন। প্রকৃতি হইতে পুরুষের অনুমান করিয়া পুরুষকে নির্ব্বিকার, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ প্রকৃতিরূপে কল্পনা বা পাতা, সৃষ্টি-কর্ত্তারূপে ধারণা অথবা বিরাট্‌রূপের বাহ্যধারণায় অভিভূত

হন না। তাঁহারা প্রকৃতি হইতে পুরুষ দর্শন করেন না, পরন্তু এই পরিদৃশ্যমান প্রকৃতিকে পুরুষোত্তমের বাহ্য বিক্রমের পরিণতি জানিয়া পুরুষোত্তমের অন্বয় জ্ঞানের অপ্রাকৃত শোভায় আকৃষ্ট হন। প্রতিফলিত খণ্ড বিচিত্রতার ব্যবধানে বিমোহিত ও সঙ্কীর্ণ না করিয়া মূল অখণ্ড চিদ্‌বিচিত্রতায় আকৃষ্ট হন।

শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের মোটরযানে শিলঙে বেলা দুইটার সময় বোড়ের বাংলোতে সন্ধ্যাকালে আসিয়া পৌঁছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যাত্মিকগুরু ও শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী মোটরযান চালনা করিয়াছিলেন। অপর একটী বৃহৎ ট্যাক্সিতে আরও কতিপয় ভক্ত প্রভুপাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

—•—

অপস্বার্থ

'স্ব' শব্দের অর্থ—'নিজ' ও 'অর্থ'-শব্দের অর্থ—প্রয়োজন। নিজের ভ্রান্তিতে যে প্রয়োজনোপলব্ধি হয়, তাহা 'স্বার্থ' বলিয়া নিরূপিত হইলেও উহা নিজ প্রয়োজনের বিরোধী বলিয়া উহাকে 'অপস্বার্থ' বলে।

যাহারা স্বার্থান্বেষী হইয়া স্বার্থের ব্যাঘাত করে, তাহাদের অপস্বার্থপরতার প্রশংসা করিতে পারা যায় না। অনাত্ম-বস্তুতে আত্মবুদ্ধিই অপস্বার্থীনয়নের মূল কারণ। অনেকে জনককামিনী ও কনকপ্রতিষ্ঠাশাকেই 'স্বার্থ' মনে করেন। যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহাদের অপস্বার্থ জগতে নানা অজ্ঞান আনয়ন করে।

অপস্বার্থান্ধ জনগণ স্বার্থের স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া স্বার্থকেও তাহার অপস্বার্থের সহিত সমান জ্ঞান করে, কিন্তু নির্ব্বোধ ব্যতীত প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বার্থ ও অপস্বার্থের বৈষম্য দেখিতে পান। যাহারা কৃষ্ণবিমুখ হইয়া নির্ব্বুদ্ধিতাকে 'বিজ্ঞতা' বলিয়া মনে করে, তাহারা সামাজিক প্রীতি রহিত হইয়া অপস্বার্থান্ধ 'কৃপণ'-নামে অভিহিত হয়।

যদিও অপস্বার্থ স্বার্থের ন্যায় প্রতীত হয়, তথাপি স্বার্থ অনুকূলতা সাধন করে; কিন্তু অপস্বার্থ প্রতিকূলতা আনয়ন করিয়া পরিশেষে অমঙ্গল-কূপে পাতিত করায়। মানুষ অপস্বার্থে পতিত হইলে কামাদি ষড়্‌রিপুর দাস হইয়া ভগবৎ-সেবা-বিমুখ হয়, তখন সে বুঝিতে পারে না যে, অপস্বার্থান্ধ হইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাযুক্ত ব্যক্তিগণ কিরূপ ভীষণ আত্মনননকার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে! প্রকৃত স্বার্থপর জনগণ মহাজনের পথই অনুসরণ করেন। যিনি মহাজনের পথ অনুসরণ করেন, তিনিই 'ভক্ত'। মতের অনুসরণ ছাড়িয়া যিনি নিজের স্বতন্ত্র মঙ্গলপথের বন্ধ করেন, তিনি অপস্বার্থান্ধ। তাঁহার কোন মঙ্গল হয় না, পরন্তু জগতের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে নিজেন্দ্রিয়-সুখকারী হইয়া বহুবর্গের বিরাগ-ভাজন হন। যাদৃক্‌স্বভাবসেবী যেরূপ নিজের অমঙ্গল কামনা করিয়া বহুবর্গের বিরাগভাজন হয় এবং পরিশেষে আত্ম-বিনাশ কামনা করে, তদ্রূপ তিনি মহাজনানুমোদিত পথ পরিত্যাগ করিয়া তর্কপথে হাম্‌বড়া হইবার যত্ন করেন।

শ্রীচৈতন্যদেব এই প্রকার অপস্বার্থান্ধ জনগণের দুঃখ-মোচনের প্রয়াস করিয়াছেন, কিন্তু যাহারা হাড়ে হাড়ে, অস্থি-মজ্জায়, শিরায় শিরায় ঈশ্বরসেবা-বিমুখ হইয়া নিজ কাল্পনিক সুহৃৎসঙ্ঘ হয়, সেই সকল ব্যক্তিকে তাহাদের মূর্খতার নেশায় অভিভূত রাখেন। যেখানে জগতের সকলের প্রতি প্রীতির অভাব, সেখানে আত্মকল্পিত-ক্রমে মহাজন-বিদ্বেষ। কেবল মহাজনের উপর বিদ্বেষ নহে, মহাজনের উপদিষ্ট পরম বাস্তববস্তু পরমেশ্বরের প্রতিই প্রবল বিদ্বেষ উদয় হয়।

সাধারণ নীতিবাদী স্বীয় ইন্দ্রিয়সুখপরা নীতিকে বহু-মানন করিয়া ধর্ম্মহীন হয়। পারমার্থিক ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া হীনস্বার্থপ্রণোদিত হইয়া তাহারা অপস্বার্থ অন্বেষণ করে। আমরা প্রপঞ্চে প্রত্যহই উহার দর্শনে এই প্রকার অপস্বার্থান্ধ জনগণের অনুষ্ঠানিক ক্রিয়া দেখিয়া জগতের বিচারপ্রণালীর বহুমানন করিতে পারি না।

শ্রীচৈতন্যদেব কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-রত বিদ্বেষময় লোককে সঙ্গের উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া তাহারা শ্রীচৈতন্যের প্রতি অন্যায় প্রতিকূল আচরণ করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলে যে, শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশসমূহ—উন্মাদ-

অনোচিত। আপনিও মৃত ডাক্তার কুঞ্জবিহারী মিত্র প্রকাশ্যভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের বিদ্বেষী ছিলেন। এই বিদ্বেষের ফলস্বরূপ হওয়ায় তাঁহার নিজের ত' কোন মঙ্গলই হয় নাই, পরন্তু স্বার্থকামনা অপস্বার্থের উদ্দেশে দৌড়িতে গিয়া তাঁহার ঐহিক সুখাদিও বিনষ্ট হইয়াছিল এবং তাঁহার কচিবিষয়েও কেহই প্রশংসা করিতে পারেন না। এই মিত্র ডাক্তার বাবু ব্যতীত অনেকগুলি জীবিত ও মৃত ডাক্তার শ্রীচৈতন্যের মৌখিক গ্রাহক বলিয়া আপনাদিগকে প্রতিপাদন করিতে গিয়াও অধিক সফলমনোরথ হইতে পারেন নাই। কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশা তাঁহাদিগকে প্রকাশ্যে শ্রীচৈতন্যদেবানুগ বলিয়া দাঁড় করাইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা নিজকৃত কর্মানুষ্ঠানফলে ঐ পথে কুণ্ঠারাঘাত করিয়াছেন। সুতরাং ঐ সকল চেষ্টা—অপস্বার্থ-প্রণোদিত।

কিছুদিন পূর্ব্বে সহর কুলিয়াবাসী কতিপয় মহদন্যভাব ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যবিদ্বেষকল্পে কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের কনক-বর্দ্ধনের সুযোগ করিয়া দিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অবৈধকামনত জনগণের ইন্দ্রিয়পিপাসা সম্বর্দ্ধনের জন্যও গোপনভাবে যত্ন করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠাশাকামী মিছাভক্ত সম্প্রদায়ের অপর উদ্দেশ্য সম্বর্দ্ধন-কামনায় কেবল কুলিয়াবাসী কেন, কলিকাতার কতিপয় অপস্বার্থান্ধ জনও তাহাদের ঐ সকল কার্য্যে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জড়প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ জনগণের মনস্তুষ্টির জন্য কতিপয় ভাবক ডাক্তার যে সকল স্তুতিবাদ দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশ্য সাধন করেন, সেই সকল চেষ্টা সাধারণ লোকে বুঝিয়া উঠিতে না পারিলেও যাঁহাদের পূর্ব্বাপর ঐতিহ্য জানা আছে, তাঁহারা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। আমরা সাকটিয়াবাসী ডাঃ শ্রীব্রজবল্লভমোহন দাস ও কাশুয়ারী অধিবাসী ডাঃ শ্রীরসিক-মোহন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ডাক্তারগণের বিচারপ্রণালী অনুমোদন করিতে না পারিয়া পৃথক্‌ভাবে অবস্থানপূর্ব্বক ভগবৎসেবার প্রয়োজনাধিক্য বিচার করি। মৃত ডাঃ প্রিয়নাথ নন্দী ও তাঁহার শিষ্যপ্রতিম সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ শ্রীচৈতন্যদেবের পথের অনুগত নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তাঁহারা ভক্তিপ্রতিষ্ঠানের নিরোধকল্পে যে সকল প্রবৃত্তি প্রদর্শন করুন, সেই সকল প্রবৃত্তি দ্বারা সুষ্ঠুভাবে জগতের কিরূপ মঙ্গল উদিত হয়, তাহার বিচার সকল সুধীসমাজ করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

যদি প্রতিষ্ঠাশা-যুক্ত কোন ব্যক্তিবিশেষের উপকারার্থ, কোন ব্যক্তিবিশেষের কনকোপার্জ্জনের সহায়তা করিবার জন্য, অথবা সাহায্যকারিত্বসূত্রে তাহাদের অংশগ্রহণে বহুবিশিষ্ট হইবার জন্য গুপ্ত সঙ্কল্প পোষণ করা যায়, তাহা হইলে উহাকে সরল চেষ্টা বলা যাইতে পারে না। নীতির আবরণে উহা দ্বারা দুর্নীতিরই পুষ্টিসাধিত হয়।

শ্রীচৈতন্যদেব অপস্বার্থান্ধ জীবজগতের উপাস্যবস্তু কখনই হইতে পারেন না। তিনি শ্রীগৌরস্বার্থসেবকগণেরই একমাত্র আরাধ্য, সুতরাং লোভী বা ত্যাগাপঙ্কি সম্প্রদায়ের আরাধ্য 'নিজের ঘাড়ে বোঝা'—নামের উদ্দেশে উহারা যে সকল কার্য্য সৎকার্য্যের নামে আহ্বান করে, তাহা কখনই বিদ্বৎসমাজের অনুমোদিত হইতে পারে না।

যখন মুক্তজীবের স্বার্থের কথা বিচারিত হয়, তখন তাহাতে কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুর স্থান নাই। ইহাদের অনুসরণ করিলে জীব কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশা-যুক্ত হইতে পারে, কিন্তু যে ঐ বস্তুত্রিতয়ের লাভোদ্দেশে যে প্রবৃত্তি প্রদর্শন করে, তাহাতে কাঁকড়ার মাঠের জমিগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষের বা তাহাদের জমিদার ভোমিগণের ফলকালীন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের মঙ্গলকাঙ্ক্ষিজনগণ তাহাদিগকে ঐরূপ অনচ্ছেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইবারই উপদেশ দিয়া থাকেন। তাহাদের মঙ্গলোদয় হইলে কাঁকড়ার মাঠে অবৈধভাবে 'মিঞাপুর' স্থাপন করিতে যাওয়া এবং তদ্দ্বারা নিজে না বুঝিয়া পরোপদেশে পাণ্ডিত্য করিতে যাওয়াকে সুধীসমাজ মূর্খতা ও ধৃষ্টতার বিষয় জ্ঞান করেন।

যে কোন উপায়ে হউক মনোনিবেশকারী তাবৎ নিষ্কামসেবকগণের যোগ্যতার প্রশংসা করিয়া দর্শকগণও ধন্য হন, আর কৃষ্ণসেবার দ্বারা ধন্য হইবার উদ্দেশে ইন্দ্রিয়তর্পণ-প্রবর্দ্ধনকল্পে অহঙ্কারবিমূঢ় কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাশাযুক্ত ব্যক্তির সনষ্টী যে দিকে অগ্রসর হয়, তদ্দ্বারা জগতের অশান্তিই উৎপন্ন হয়। এখন কথা হইতেছে,—**হে জীব, তুমি কি সত্যস্বার্থপরায়ণ হইতে গিয়া মহাজনের অনুসরণ করিবে, না অপস্বার্থান্ধ হইয়া কামক্রোধাদির সেবায় উৎকণ্ঠিত হইবে?**

তুমি স্বতন্ত্র পুরুষ, সুতরাং তোমার স্বতন্ত্রেচ্ছা হইতেই হরিজনসেবা জগতে মহত্ত্ব আনয়ন করিবে, আর তুমি বিপথগামী হইয়া কনক-কামিনী সেবাপরায়ণ জনগণের সাহায্যার্থ যে প্রবৃত্তি দেখাইবে, তাহাতে তোমাকে ক্যাঁকড়ার মাঠে শ্রীচৈতন্যবিদ্বেষের রঙ্গমঞ্চ বাঁধিবার স্থপতিরূপে পরিণত করাইবে। অতএব নিজ স্বার্থপ্রার্থী হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে নিত্যবাস স্থাপন কর, বাহির দ্বীপে কর্কটস্বভাব শিকার জন্য ঘর ত্যাগ কর।

প্রচার-প্রসঙ্গ

পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ মেদনীপুরের অন্তর্গত কোলাঘাট, জোগপুর প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ ভাগবত ধর্মের কথা প্রচার করিতেছেন। বাগ্মিপ্রবর স্বামীজির শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী-শ্রবণে অনেক সুকৃতিমান ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ত্রিপুরার অন্তর্গত রাধিনপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত পবীন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ পোদ্দার মহাশয়দ্বয়ের গৃহে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্মের কথা কীর্তন করিয়াছেন। উক্ত চক্রবর্তী মহাশয় এবং দুর্গাচরণ পোদ্দারের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার পোদ্দার মহাশয়ের শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় সহায়তা, আগ্রহ ও সৌজন্যের বিষয় প্রশংসনীয়। স্বামীজী মহারাজ তথা হইতে ধুরাজনগরে এবং তৎপরে নবীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত মুক্তমোহন পোদ্দারের বাটীতে গীতের নিত্যপ্রয়োজনত্ব বিষয়ে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া রামচন্দ্রপুরে যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কলিকাতা ২২নং কালিদাস সিংহের লেনস্থ গৌরাঙ্গসেবক-সমিতিতে, ৯৩-সেক্রীটস্থিত পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহাশয়ের ভবনে ও ভবনাথ সেন লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ কারুণ্যকটাক্ষবৈভব মহোদয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করিয়া সম্প্রতি বহিপালে গমন করিয়াছেন। তিনি তথায় গত ২০শে ও ২১শে মাঘ স্থানবলম্বনের উদ্দেশ্য ও গৌরাঙ্গের স্থান সম্বন্ধে গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ বিহারে বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কথা প্রচার করিতেছেন। স্বামীজীর প্রচারে হিন্দুস্থানের অধিবাসিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া বহু সুকৃতি অর্জন পূর্বক শ্রীচৈতন্যচরণের চরণে ন্যস্তনিষ্ঠ হইতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ মিরাটের (যুক্তপ্রদেশের) বিভিন্ন স্থানে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাশ্রবণে স্থানীয় অধিবাসিগণ বৈষ্ণবধর্মে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি গত ১০ই মাঘ বেলা ৪টার সময় মিরাট কলেজে Gospel of the Gita সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং গীতার প্রতিপাদ্য যে একমাত্র ভক্তিযোগ, তাহা বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা সহ সকলকে বুঝাইয়া দেন। ঐ দিবস রাত্রি ৭টার সময় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে "শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ দান" সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা "কলিযুগের যুগধর্ম নাম-সংকীর্তন ব্যতীত কলিহত জনগণের অন্যগতি নাই, ইহা বিশেষভাবে প্রকাশ করেন। স্বামীজী সম্প্রতি মীরাটে যাত্রা করিয়াছেন।

—•—

নির্য্যাণ

গত সোমবার ২২শে মাঘ ৮৬২ বঙ্গাব্দে বাড়ী শ্রীহট্ট নিবাসী উমানাথ ভক্তনিধি মহাশয় হরিনাম কীর্তন করিতে করিতে প্রপঞ্চ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নিকট ভাগবতী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ শ্রীভক্তি-ভবনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। অন্তিমকালে কএকদিন যাবৎ তিনি সর্বক্ষণ শ্রীগুরুদেবের নামোচ্চারণ এবং তাঁহার অন্যতম শুদ্ধভক্তের শ্রীমুখোচ্চারিত হরিনামামৃতপানে প্রমত্ত ছিলেন। বৈষ্ণব-গণের প্রপঞ্চত্যাগ যে সাধারণ জনগণের ন্যায় দুঃখজনক নহে, তাহা তাঁহার দৃষ্টান্তেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তনিধি মহাশয়ের আত্মার নিত্য মঙ্গল বিধান করুন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৫, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯ | ২৭শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার বেদ-বিভাগকর্ত্তা ভগবান্ বাদরায়ণের সমাধি-লব্ধবস্তু, শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় শাব্দিক অবতার, নিখিল-বেদ-পুরাণেতিহাস-সার, ব্যাসসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য, পঞ্চম-বেদ মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণয়, বেদমাতা-গায়ত্রীর ভাষ্য-স্বরূপ এবং দশম বেদের তাৎপর্য্য 'অমল-পুরাণ', 'পারমহংসী-সংহিতা' 'কৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপ' একায়ন-প্রতিমর্ষ শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত তাপত্রয়োন্মূলক, শিবদ, প্রোজ্ঝিত-কৈতব পরম-সত্য, সনাতন ধর্ম্মমতের অবমাননা-মূলে অধুনা যে সকল ধর্ম্মমত ভ্রম-প্রমাদাদিদোষ-দুষ্ট বদ্ধজীব-কল্পোল-কল্পনাপ্রসূত হইয়া প্রসারলাভ করিতেছে, শ্রৌতমার্গানুসরণকামী আমরা তাহাদের আনুগত্যকে জীবাত্মার নিত্যধর্ম্মানুশীলন বা নিঃশ্রেয়ঃ-পন্থানুগমন বলিয়া স্বীকার করি না। বদ্ধজীব তাঁহার খণ্ড জ্ঞান-প্রয়াস-দ্বারা শ্রেয়োবিচার করিতে গিয়া পরম-নির্ম্মৎসর পঞ্চনাগ্রণী শ্রীমৎ শুকমুখ-বিগলিত শ্রীমদ্ভগবৎ-সম্বন্ধিনী বার্ত্তা শ্রীমদ্ভাগবতকে অসম্মানপূর্ব্বক যে শ্রেয়ঃ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা আপাত-সুখপ্রয়াসী ভাগ্যহীন ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের অনুমোদন-লাভ করিলেও, ভাগবান্ নিত্যমঙ্গল-প্রত্যাশী জীব-সাধারণ তাহার ভয়াবহ পরিণাম-দর্শনে তাহাকে সযত্নে পরিহারই করিয়া থাকেন।

জগতে যত বড় দার্শনিক বিচারই প্রতিষ্ঠিত থাকুক্ না কেন, যে বিচার অধোক্ষজ-দর্শন শ্রীমদ্ভাগবতানুগতা-লাভে বঞ্চিত, তাহার মূল্য অন্ধকপর্দ্দকতুল্য বলিয়াও স্বীকার্য্য নহে। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস নিখিল জীবের নিঃশ্রেয়স্ অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মঙ্গলবিধানের নিমিত্ত ভগবল্লীলা-কথাময় সাক্ষাৎ কৃষ্ণতুল্য এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক ভগবদ্দর্শন রচনা করিয়াছেন। পুরাকালে কলিযুগ-প্রারম্ভে শৌনকাদি-ঋষিগণ যখন বৈকুণ্ঠক্ষেত্র শ্রীনৈমিষারণ্যে রোমহর্ষণ-তনয় উগ্রশ্রবা সূত-সমীপে জীবের চরম কল্যাণ ও কৃষ্ণ-বিষয়িণী কথা জিজ্ঞাসা-প্রসঙ্গে ষট্-প্রশ্নমুখে "কৃষ্ণ স্বধামে গেলে ধর্ম্ম কাহার শরণাপন্ন হইলেন?"—এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন মহাভাগবত শ্রীসূত-গোস্বামী স্বীয় গুরু পরমহংসকুল-বুকুটনিধি ব্যাসসুত শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে প্রণামপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন—

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥"

—ধর্ম্মসংস্থাপক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বরণপূর্ব্বক ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞানাদি সহ স্বধামে গমন করিলে অধুনা এই বিদ্যমান কলিযুগে নষ্ট-দৃশ অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞানহীন ও বিবেকশূন্য জীবসকলকে দিব্যজ্ঞানালোক প্রদানপূর্ব্বক অজ্ঞানতিমির হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীভগবানের মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবতরূপ পুরাণ-সূর্য্যের উদয় হইয়াছে।

একমাত্র এই শ্রীমদ্ভাগবত-কথা সদ্গুরুর আনুগত্যে

শ্রবণ, পঠন ও বিচার করিতে করিতেই জীবকুল ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া মায়াবন্ধ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে জীবাত্মার নিত্যমঙ্গল-সম্বন্ধে যে সকল বিচার লিপিবদ্ধ আছে, তাহার অনুশীলনে পরাঙ্মুখ হইয়া যাঁহারা আধ্যক্ষিক বিচারাবলম্বনে আত্মপ্রসন্নতা লাভের প্রয়াসী হন, তাঁহারা আত্মার প্রসন্নতালাভের পরিবর্ত্তে চরিতবুদ্ধি-বলকে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে গ্রহণ বা ত্যাগ-চেষ্টাদ্বারা মুহুর্মুহু ফলভোগপরায়ণ কর্ম্মী বা মুহুর্মুহু নিষ্কিঞ্চনেতরবাদী জ্ঞানী হইয়া চিন্নানর্থ-সাগরে নিমজ্জমান হন। শ্রীমদ্ভাগবত জীবের নিঃশ্রেয়স নির্ণয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥"

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-নির্ব্বিশেষে স্ত্রীবৃদ্ধ-বালক-যুবা—সকলেরই একমাত্র তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, যাহা হইতে "প্রাকৃতেন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরিকে শ্রবণাদি-লক্ষণা কলাভিসন্ধান-রহিতা স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়। সেই ভক্ত্যনুশীলনফলেই অনর্থ-রাশি বিধ্বংস হইয়া আত্মা সম্যগ্রূপে প্রসন্নতা লাভ করে। এই পরধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন ভিন্ন জীবাত্মার দ্বিতীয় কর্ত্তব্য কিছুই নাই, যেখানেই দ্বিতীয়াভিনিবেশ বর্ত্তমান, সেইখানেই জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিগ্রস্ত হইয়া ভয়-শোক-মোহাদি বাহ্যিক অসুবিধার আকর্ষণ-ফলে নিতান্ত অপ্রসন্ন হইয়া পড়েন।

শ্রীমদ্ভাগবতের সুষ্ঠু অনুশীলনাভাব হইতেই আজ জগতে ভীষণ অশান্তির অনল প্রজ্বলিত। ভাগবতবিরোধি আরোহবাদীর দল ইহাকে হয়ত একটা সাম্প্রদায়িক খোঁড়ামি বলিয়াই উড়াইয়া দিবেন, কিন্তু আমাদের সানুনয় প্রার্থনা, তাঁহারা একপ দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক অচিরাৎ শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত সত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হউন। তাঁহারা কর্ত্তৃত্বাভিমানে কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি পন্থানুসরণে যে সকল আপাতমধুর ফলের লোভে এখন ধাবমান হইতেছেন, তাহার পরিণাম যে কি ভীষণ, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর করুন। জীবহৃদয়-জ্ঞানী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জগজ্জীবকে তত্ত্বপন্থা হইতে নিবৃত্ত করিয়া একমাত্র ভাগবত-পন্থা বা ভক্তিপন্থানুসরণে প্রবৃত্ত করাইবার জন্যই ৪৪২ বৎসর পূর্ব্বে-এই গৌড়পুর মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র অমল প্রমাণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ব্যবসায়ী পাঠকদল, হুজুগ-গানকারীর দল প্রভৃতি কয়েকটী ভক্তিবিদ্বেষী দল ভাগবতের যে অনর্থ করিতেছে, তাহা আদৌ ভাগবতের অর্থ নহে—শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণকীর্ত্তনাদি অনুশীলন করিতে করিতে নির্ম্মৎসর সুকৃতিসম্পন্ন শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে পরমেশ্বর শ্রীহরি তন্মুহূর্ত্ত হইতে (অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া) অবিলম্বেই অবরুদ্ধ হন (আর বাহির হইতে পারেন না)—ইহাই ভাগবতের সারমর্ম্ম। সর্ব্বশাস্ত্রশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবতই নিত্যকাল শ্রোতব্য—অন্য কোন শাস্ত্র বা পন্থানুসরণের আদৌ প্রয়োজন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতকেই 'প্রমাণ-শিরোমণি' বলিয়া স্বীকার করিলে জীবের যাবতীয় সংশয় দূরীভূত হইয়া যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীরই সুষ্ঠুতর প্রচারফলে জগজ্জীবের যাবতীয় অনর্থ দূরীভূত হইবে।

"অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইথা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থসার॥
ভাগবত যে না মানে সে যবন সম।
তার শাস্ত্র আছে অন্যে অন্যে প্রভু যম॥"

অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতই মাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একমাত্র প্রচার্য্য বিষয়। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারের জন্যই স্বতন্ত্রভাবে অবতীর্ণ হইয়া জগতে অবতীর্ণ। গীতাদি শাস্ত্রে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ—উভয় পক্ষের সমাবেশ থাকায় ভাগ্যহীন জীবগণ পূর্ব্বপক্ষকেই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ-দ্বারা নানা বিপক্ষে পতিত হইতেছেন। শাস্ত্রে অনেকস্থলে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগকে 'অভিধেয়' বলিয়া উক্তি করিলেও সিদ্ধান্ত-সময়ে সর্ব্বত্র ভক্তিকেই যে সর্ব্বপ্রধান নিত্য অভিধেয় বলিয়া উক্তি করিয়াছেন অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিকেই যে পঞ্চমপুরুষার্থ—কৃষ্ণ-প্রেমলাভের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বা 'সাক্ষাৎ অভিধেয়' বলিয়াছেন, এমন কি ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত যে কর্ম্ম ও হঠযোগের মুক্তি এবং জ্ঞান ও রাজযোগের মুক্তি ও সিদ্ধি নামক গৌণ ফলসমূহও প্রদান করিবার কোন ক্ষমতাই নাই, তাহা সেই মন্দভাগ্য মানবগণ কিছুতেই বুঝিতে চাহিবেন না। তাই সর্ব্ববেদেতিহাস-পুরাণাদি শাস্ত্রের বিশুদ্ধ তাৎপর্য্যানুসৃত হইয়া একমাত্র উত্তরপক্ষ

বা সিদ্ধান্তগ্রন্থরূপে শ্রীভগবানের মূর্তবিগ্রহ 'শ্রীমদ্ভাগবত' শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব। শ্রীমদ্ভাগবত "নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাব-বর্জ্জিতম্" (১।৫।১২), "জ্ঞানেপ্রয়াসমুদপাস্য" (১০।১৪।৩), "শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য" (১০।১৪।৪), 'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ" (১০।২।৩২) প্রভৃতি রাশি রাশি শ্লোকে স্পষ্টই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভক্তি-হীন কর্ম্ম-জ্ঞান-চেষ্টা সম্পূর্ণ নিরর্থক। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাই আবার সনাতনশিক্ষায় উপদেশ করিলেন,—

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।"
ভক্তি-মুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল॥
কেবল-জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥
কৃষ্ণনিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, গুরু করয়ে সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥
চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥
জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীমদ্ভাগবত যেমন ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতেরই অকৃত্রিম ভাষ্য। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদিরূপ শুষ্ক-যুক্তি প্রভৃতি কঠিন ক্লেশোৎপন্নরহিত অখণ্ড পরমানন্দ-রসময় নিগমকল্পতরুর প্রপক্ক ফল শ্রীমদ্ভাগবত যেমন শুক-মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া মুক্তকুলেরও উপাস্যরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতাশ্রিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও সেইরূপ রসবিশেষ-ভাবনাতত্পর রসিকভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ নামক শুক মুখ-বিগলিত হইয়া জগজ্জীবকে শ্রীমদ্ভাগবতামৃতের আস্বাদন জানাইয়া অজর অমর করাইবার জন্যই স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতামৃতকণ পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে বিতরণ করিবার জন্য সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং আসিয়াছিলেন এবং জগতের সকলকেই বলিয়াছিলেন—

"একলা মালাকার আমি কাহাঁ-কাহাঁ যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥
খাইয়া হউক লোক অজর অমর॥"

শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের সেই আজ্ঞামালা শিরে ধারণ করিয়া শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণ মালাকার-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। শ্রীসনাতন—হরিভক্তিবিলাস, বৃহদ্ভাগবতামৃত, দশম-টিপ্পনী (বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী), দশম-চরিত (দশমে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা-চরিত) প্রভৃতি; শ্রীরূপ—ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, বিদগ্ধমাধব, উজ্জ্বলনীলমণি, ললিতমাধব, দানকেলি-কৌমুদী, বহু স্তবাবলী (স্তবমালাগ্রন্থ) গোবিন্দবিরুদাবলী, মথুরামাহাত্ম্য, লঘুভাগবতামৃতাদি; শ্রীজীব—শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ, গোপালচম্পূ প্রভৃতি, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল বা শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি প্রেমফল বিতরণ-লীলা করিলেন। সেই সকল ফলই আবার তাঁহাদিগের নিকট হইতে শিষ্য-প্রশিষ্যাদি-পরম্পরাক্রমে অখণ্ডরূপে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরূপপ্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভায় শ্রীরূপানুগ সভ্যবৃন্দ আজ আপামরে বিতরণ-লীলা করিতেছেন।

হে বিশ্ববাসিন্, আপনারা সকলেই সেই প্রেমফল আস্বাদন করিবার যত্ন করুন। শ্রীচৈতন্যের বিতরিত অমৃত-মধুর শ্রীমদ্ভাগবতামৃত মহানিধি নিরন্তর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতপান-দ্বারা আস্বাদন করুন। মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যের বিনামূল্যে বিলাইয়া দেওয়া দানের মহার্ঘতা বিচার করুন। শ্রীচৈতন্যের-দেওয়া-নিধি কৃষ্ণভক্তিরসামৃতের নিকট কর্ম্ম-জ্ঞানাদিরূপ প্রাকৃত ধন-রত্নমণির তুলনাই হয় না,—

"ত্রিজগতে যত আছে ধন-রত্ন-মণি।
এক কৃষ্ণের ভক্তি তুল্য নাহি গণি॥"

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যচরণারবিন্দ-মধুপগণের শ্রীচরণাশ্রয়ে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আস্বাদন করুন। আপনাদের সকল সংশয়—সকল অনর্থ দূর হইয়া যাইবে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর

কৃপায় আপনারা ভাগবতামৃতাস্বাদনপূর্ব্বক অমর অমর হইয়া নিত্যকাল কৃষ্ণসেবানন্দে নিমগ্ন থাকিবেন। ঐ শুনুন, আপনাদিগকেই আহ্বান করিয়া কবিকুলচূড়ামণি গাহিয়াছেন—

"চৈতন্য দেব, চৈতন্য গাও, লও চৈতন্যনাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে, সেই মোর প্রাণ॥"

শ্রীচৈতন্যদেব কেবল দেশবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের উপাস্যমাত্র নহেন, পরন্তু তিনি নিখিল চেতনের একমাত্র উপাস্য। তিনি একটী সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মত প্রচার করিয়া জগজ্জীবের অমঙ্গল করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হন নাই। কিন্তু অমন্দোদয়-দয়াসিন্ধু গৌরহরি অনর্পিতচর স্বভক্তিশ্রিয়ং কৃষ্ণপ্রেমধন পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিশেষে বিতরণ করিয়া জীবমাত্রকেই মহাধনী করিবার জন্য প্রস্তুত। তাঁহার প্রচারিত ভাগবতধর্ম্মই একমাত্র পরধর্ম—সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম।

হে বন্ধুগণ, আপনারা শ্রীচৈতন্যের প্রদর্শিত বিচারপ্রণালী সুষ্ঠুরূপে অনুশীলন না করিয়া আপনাদের যাহা ইচ্ছা, তাহাকেই মঙ্গলের পন্থা বলিয়া বিচার করিবেন না। সর্ব্বাবতারাবতারী স্বয়ং ভগবান্ যে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতকে একমাত্র প্রমাণশিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেবেরই শক্ত্যাবেশাবতার ভাগবতপ্রণেতা ভগবান্ বেদব্যাস আমাদের ন্যায় একটী ভ্রম-প্রমাদাদি দোষদুষ্ট মানবমাত্র নহেন যে, তাঁহার সিদ্ধান্তে কোন ভ্রম প্রবেশ করিবে। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্তকে একমাত্র সর্ব্ববাদিসম্মত নিত্যমঙ্গলপ্রদ পরমসত্যরূপে স্বীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণানুগতো শ্রীমদ্ভাগবতানুশীলনই আমাদের নিঃশ্রেয়সলাভের পরমোপায়। অতএব—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ॥

সুনীতি ও দুর্নীতি

সংসারে যাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্দ্বারা জগতের মঙ্গল হয় বলিয়া উহাকে 'সুনীতি' বলে। সুনীতি প্রভাবে সাংসারিক অমঙ্গলের কথা থাকে না; কিন্তু যাহাতে নিজের অপকার ও পরের অপকার হয়, তাহা ন্যায়পুষ্ট নহে। উহা অন্যায় ও অবৈধ বলিয়া 'দুর্নীতি' নামে কথিত হয়। যে নীতি বা নীতিবিগর্হিত ক্রিয়া সংসারের অমঙ্গল সাধন করে, তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়—সমাজহিতৈষী সকলেই এই কথা সবস্বরে অভিব্যক্ত করেন। মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া লোককে বিপদে পাতিত করা সামাজিকের চক্ষে ন্যায়সঙ্গত নহে, সুতরাং উহা—দুর্নীতি। পরদ্রব্য অপহরণ, পরদারে অপহরণ বা ঐ সকল অপকার্য্যের সহায়তা করা, উৎকোচের আদান-প্রদানের দ্বারা নিজেকে বা অপরকে লাভবান্ করা—এসকলই দুর্নীতিপর্য্যায়ে গণিত। নীতিবিরোধী ক্রিয়াগুলি অপরাধমধ্যে গণ্য হওয়াতে অপরাধীকে পাপী ও দণ্ডযোগ্য বলিয়া বিচার করা হয়, পরহিংসা, পরদ্রোহ, পরস্বহরণ-ভেদে নানাপ্রকার পাপে আনয়ন করে। লৌকিক স্মার্ত্তগণ এই সকল পাপের হস্ত হইতে মুক্ত করাইবার জন্য পাপ-নীতি দণ্ডভেদের ব্যবস্থা করেন। মানুষ ক্লেশ চায় না, সুতরাং অপর মানুষের বিবেচনায় তাহাকে ক্লেশের অন্তর্ভুক্ত করাইলে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শিক্ষালাভ ঘটিবে।

ন্যায়পরায়ণ জনগণকে লোকে আদর করে এবং পুণ্যবান্ বলে। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ পাপের সংসর্গে আত্মনিয়োগ করেন না। পাপী ও পুণ্যবানের কথা জগতে বহু অনাদর ও আদর লাভ করিয়াছে। উহা কর্ম্মীদিগের কৃত্যের অন্তর্গত হওয়ায় একজন কুকর্ম্মী, অপর জন সৎকর্ম্মী নামে আখ্যাত হন। পাপের ফলে অধর্ম্মবশে জীবের দুর্গতি ও সমাজের অমঙ্গল ঘটে। পুণ্য-প্রভাবে আত্মমঙ্গল সাধিত হয় ও জগৎ পুণ্যবানের ক্রিয়ায় উপকৃত হয়। সুতরাং প্রত্যেক পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও পুণ্যের সুখাপ্তি-বাহা মানবের চিত্ত-স্রোত অধিকার করে। এইগুলি কর্ম্মীর নীতি মাত্র। নৈয়ায়িকগণ কর্ম্মীর নীতিতে আবদ্ধ হইয়া একপ্রকার

তর্কহতবুদ্ধিবশে সৎকর্ম্মের পক্ষপাতী হন ও ব্রাহ্মণগণের প্রতিকূলে স্বীয় অভিপ্রায় জানাইতে সঙ্কোচবোধ করেন না। জীব যখন আপনাকে সংসারের, সমাজের অংশবিশেষ মনে করেন, তখন তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি উপকারকারীর সহিত সহযোগ ও অপকারকারীর সহিত অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করে।

জ্ঞানিগণ জাগতিক কোন বস্তুর সহিত প্রীতি স্থাপন বা সৌহার্দ্যরহিতভাবে আবদ্ধ হইবার বিচার করেন না; তাঁহারা প্রকৃতি সর্গের অতীত বিষয়ের জন্য অগ্রসর হন।

এইপ্রকার কর্ম্মপ্রবাহের বিচারে সংসারে যোগপদ্ধতির আহ্বান লক্ষিত হয়। নিবৃত্তজীবনই পাপপুণ্য হইতে জীবকে রক্ষা করিয়া শান্তি দিবে,—এইরূপ ধারণা প্রবল করায়; তখন তিনি পূর্ব্বের পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া নির্জ্জন-বাস ও জাগতিক কার্য্যে নিরুৎসাহিতা প্রদর্শন করেন। তাঁহার এতাদৃশ কার্য্য-সমর্থনের জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রভৃতি আলোচ্য হইয়া পড়ে। কর্ম্মবীরসমূহ জাগতিক বিচারের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বহির্জ্জগতের স্থূলসূক্ষ্ম বিষয় হইতে স্বীয় চিত্তকে নিবৃত্ত করিবার জন্য যত্নবান হন। কখনও বা বিচারাগ্রহে লৌকিক ন্যায়ানুগমনে সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া নির্ব্বিশেষ বা কৈবল্য-বিচারকে আদর করিতে থাকেন। বুভুক্ষু সম্প্রদায় যেরূপ ভোগ তাড়নায় আপনাকে ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগে নিযুক্ত করে, নিবৃত্তিপরা রুচি সেরূপভাবে জীবকে কর্ম্মবীর সাজাইবার পরিবর্ত্তে ফলভোগ-বাসনা-রহিত জ্ঞানবীর সাজাইবার উত্তেজনা-মূলা রুচি প্রদান করে। ইহাও কর্ম্মচেষ্টার রূপান্তর মাত্র। তজ্জন্য ইহাকে জ্ঞানচেষ্টা-বিচারে নৈষ্কর্ম্মবাদে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া জাগতিক জাড্যই আরাধ্য বলিয়া প্রতিপাদন করে। নৈষ্কর্ম্মবাদের যে চিত্র নিবৃত্ত-জীবনে কর্ম্মীর নয়নে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা প্রবৃত্ত-কর্ম্মি-সম্প্রদায় কেহ বা ভালচক্ষে, কেহ বা মন্দচক্ষে দেখিয়া থাকেন।

আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া যাঁহারা সঙ্গত বিবেচনা করেন না, তাঁহারা ভিক্ষা-জীবিগণকে আদর করিতে পারেন না। তাঁহারা জানেন যে, তাদৃশ নিশ্চেষ্ট জীবন জীবকে কুকর্ম্মে লইয়া যাইবে, সুতরাং কর্ম্মময় প্রবৃত্ত জীবনই জীবের পক্ষে বরণীয়-বিচারে নৈষ্কর্ম্মবাদের হেয়তা প্রতিপাদন করিতে রুচি পোষণ করেন। তাঁহারা জ্ঞানিগণকে নির্ব্বিশিষ্ট ও কর্ম্মজগৎ হইতে নিবৃত্ত মনে করিয়া তাহাদের সঙ্গের আদর করেন না। আবার বহির্জ্জগতের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার যাঁহারা ক্লান্ত হইয়া "আর নাহে বাপু" বলিয়া স্তব্ধ হন, তাঁহাদের রুচিও সুষুপ্তিপর নির্ব্বিশিষ্টবিচারের অনুমোদন করে। কর্ম্মফলভোগপরবিচারে আত্মজ্ঞানরাহিত্যে প্রকৃতিতে লীন হইবার যত্ন দেখায়, আর কতিপয় ব্যক্তি মুক্ত অবস্থায় নির্ব্বিশিষ্টপর বিচারে নিমগ্ন হইয়া কেবল-চেতন-নামক চিন্তা-স্রোতের প্রাধান্য দিয়া থাকেন। নৈষ্কর্ম্মবিচারে অচিন্মাত্রবাদ ও চিন্মাত্রবাদ নামক দুইটী বিচারই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করেন, সেই জন্য তাঁহারা পরস্পরের বৈষম্য নিরাকরণপূর্ব্বক সমন্বয়বাদী হইয়া চেতনের নিত্যাধিষ্ঠানে রাহিত্য ও সাহিত্যের মধ্যে ভেদ অপসরণ করেন। এই অচিন্মাত্রবাদী ও চিন্মাত্রবাদী, উভয়ের অবস্থার বৈষম্য কর্ম্ম-বাদের অন্তরালে দুই হইলেও উভয়েই যে নাস্তিকা ও আস্তিকা-বাদ স্থাপন করেন, তন্মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য-স্থাপনের আবশ্যকতা থাকে না বলিয়া চিদ্বিলাসপরায়ণ সম্প্রদায় এই বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু সম্প্রদায়কে আদর করিতে পারেন না। মানবের জাগতিক চিন্তা-প্রাচুর্য্যে অচিন্মাত্র ও চিন্মাত্রবাদে তাহাদের অপূর্ণতা পূর্ণতা লাভ করে; যেহেতু চিদ্বিলাসবাদের অবিমিশ্র অস্তিত্ব তাহাদের হৃদয়সিংহাসনাধি-রূঢ় হয় না। চিদ্বিলাসবাদ চিন্মাত্রবাদের সহিত এক পর্য্যায়ে গণিত হইবার বিচারে অচিন্মাত্রবাদী কর্ম্মচেষ্টাপর জনগণের চক্ষে দৃষ্ট হন। কিন্তু উহাদের পরস্পরের বৈষম্য-নিরূপণ করিতে প্রকোষ্ঠস্থ বুভুক্ষু জীবকুল সমর্থ হয় না। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা এবং এতদুভয়ের ন্যায় ও অন্যায়, বৈধ ও অবৈধ বিচার চিদ্বিলাস-ভূমিকায় যাইতে অসমর্থ। মুমুক্ষুর জ্ঞান-পদ্ধতির অনুকূলে যে সকল ন্যায় বর্ত্তমান, তাহার সহিত অচিন্মাত্রবাদী কর্ম্মীর বিচার-প্রণালীর সঙ্গতি নাই। বন্ধের মোচনচেষ্টা মুক্তের সেবন-চেষ্টা হইতে পৃথক, কিন্তু বুভুক্ষু তাহা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া চিদ্বিলাসবাদকে অচিন্মাত্রবিলাস-বাদে পর্য্যবসিত করিবার জন্য ব্যগ্র হন। আমরা এই প্রকার ন্যায়ের অনুকূলে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে পারি না। জাগতিক ভূমিকায় জাগতিক ভূতাকাশে যে সুনীতি ও কুনীতির বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়, সেই বিভাগ চিদ্বিলাসময় পরব্যোমে লইয়া যাওয়া ক্ষীণবুদ্ধির পরিচয় মাত্র। চেতনের বিলাসে স্থূলতা নাই বা জাগতিক সূক্ষ্মতার প্রতীতির অভাব।

জীব যখন বুভুক্ষা-নীতি পরিহার করিয়া মুমুক্ষা-নীতির চর্চ্চা-বাদক সাজেন, তখন তিনি অচিন্মাত্রবাদ পরিত্যাগ করিয়া চিন্মাত্রবাদের-সম্মান করিতে করিতে যে আত্মবিনাশ করেন, তাহাতে চিদ্‌বিলাস-বিচারের উপযোগিতা নাই। বুভুক্ষুর নীতি ও দুর্নীতি বিচার-পর্য্যায় বুভুক্ষুর পক্ষে সঙ্গত হয় না; আবার বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর নীতির, বুভুক্ষা-মুমুক্ষা-চাঞ্চল্য-রহিত জনগণের পক্ষে উপযোগিতা নাই। চিদ্‌-বিলাসবাদের নীতি মুমুক্ষুর চিন্মাত্রবাদের নীতির সহিত প্রচুর ভাবে ভেদভাব আপন করে। মুমুক্ষু যেকালে মায়াবাদী সাজিয়া ব্রহ্মবাদ ও প্রকৃতিবাদের বৈষম্য অপসারিত করিয়া অদ্বয়তায় প্রতিষ্ঠিত করেন, তৎকালে চিদ্‌বিলাসের বিচিত্রতা তাঁহার পক্ষে দুরাবোহ হইয়া পড়ে। আধ্যক্ষিক জড়দর্শন ও আধ্যক্ষিক জ্ঞানপ্রসূত চিন্নিষ্প্রপঞ্চদর্শন তাঁহাকে প্রপঞ্চের ধূলিতে লুটাইয়া দেয়। সুতরাং পরব্যোমের বিচিত্রতা তাঁহার দর্শনের অতীত ব্যাপার হইয়া পড়ে। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা—এই বাসনা-পিশাচীদ্বয় তাঁহার অস্মিতার জননী বা ধাত্রী-বিচারে পরিদৃষ্ট না হইলে তিনি ভক্তিসুখ সমুদ্রের সন্ধান লাভ করেন; কিন্তু মুক্তি ও মুক্তি, পিশাচীদ্বয়ে তাহার জননী বোধ থাকিলে ভক্তির নিরুপাধিক ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়া চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যের মঙ্গলময়তায় অবস্থান তাঁহার পক্ষে দুর্লভ হইয়া পড়ে।

জ্ঞানীর নীতিতে কর্ম্মপথ বা উপাসনা-পথের আদর নাই। তিনি চিদ্‌বিলাসময়ী উপাসনাকেও জড়ের বিলাসের সহিত সমস্তরে স্থাপন করায় তাঁহার ন্যায় নৈয়ায়িক চিদ্‌-বিলাসের নিত্যাবৃত্তি ভক্তিকেও ক্ষণভঙ্গুর কামক্রোধাদি-পর্য্যায়ে গণনা করেন। সুতরাং নির্ব্বিশিষ্ট জ্ঞানীর আত্মসত্তারিত বোধের মধ্যে অনাত্মরূপ দুঃসঙ্গ থাকায় সৎসঙ্গাভাবে ভক্তি-সুনীতিকে দুর্নীতিপর্য্যায়ে গণনা করিবার দুষ্টতা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। জড়েন্দ্রিয়ের অসতী উত্তেজনা তাঁহার ধৈর্য্য বিলুপ্ত করিয়া চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্রের প্রতিকূলে ভক্তিবিচারে দুর্নীতিপুষ্ট জড়নির্ব্বিশিষ্ট জ্ঞানাবলম্বী আসামীমাত্রে পরিণত করে; সুতরাং নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানীর দুর্ব্বলতা ও কপটতা—ভগবদ্ভক্তি-নীতিপরায়ণের দুর্নীতি মাত্র। ভক্তিপথের সুনীতি—কেবল ভগবৎসেবা-ময়ী; তাঁহার কেবলাভক্তিতে অবস্থান বিষ্ণু মায়ার সহিত সম্বন্ধরহিত হইয়া বিষ্ণুমায়া-রচিত নির্ব্বিশিষ্ট ভাবমাত্রের প্রতি সমাদর দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে না। তিনি কর্ম্মীর সুনীতি, জ্ঞানীর সুনীতি, কর্ম্মীর দুর্নীতি ও জ্ঞানীর দুর্নীতিকে সমপর্য্যায়ে দেখিবার নিরপেক্ষতা লাভ করায় তাঁহার সুনীতির পরাকাষ্ঠা আপন দর্শন করিতে উন্নতিকামী জড়ভোগপর কর্ম্মী বা নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু প্রকৃতিবাদী প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী নাস্তিক জ্ঞানী চিদ্‌বিলাসরাজ্যের সুনীতি ও দুর্নীতির বিচারসৌষ্ঠব দর্শন করিতে অসমর্থ।

অনধিকার-চর্চ্চা

আমরা বঙ্গবাসী প্রেসের পণ্ডিত ভট্টপল্লীনিবাসী মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের প্রথম পত্রের ধারাবাহিক জবাব একটী প্রবন্ধেই দিয়াছি। তাঁহার ২য় হইতে ৪র্থ পত্র-লিখিত পত্রের প্রতিবাদ যথাস্থানে প্রদান করিবার মানসে এই পত্রিকার বিশুদ্ধতা-নীরাজন-কল্পে বর্ত্তমান প্রবন্ধগুলি লোকহিতের জন্য প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার প্রথম পত্রিকার বিষয়ের প্রতিবাদ পাঠ করিয়া তিনি পৌরোহিত্য অবলম্বনে যে পথে চলিয়াছেন, তাহার সমালোচনা ইতো-মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রে আংশিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। গৌড়ীয়-পত্রের কলেবর নাতিবিস্তৃত, সুতরাং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সহস্র প্রতিবাদের স্থানাভাব-প্রযুক্ত অনেক কথা স্পষ্টরূপে তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করাইবার ব্যাঘাত হইতেছে। যাহা হউক, তিনি ঊর্দ্ধমূলে শ্রীচৈতন্যদেবের দাসগণের হৃদয়ে অসহ্য আঘাত করিবার জন্য যে নিষ্ঠুরতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষে যে নিতান্ত অসমীচীন হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে আর তাঁহার বাকী নাই। তাঁহার অনভিজ্ঞতা ও শাস্ত্রদর্শন-বিমুখতা—যাহা তাঁহার পত্রের মধ্য ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, উহা যে কোন অভিজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ের ভাব

হইতে পারে, এরূপ বিশ্বাস করিতেও আমরা পশ্চাৎপদ হইতেছি। হরিসেবনবিমুখ-জনগণ সর্ব্বদাই কামাদি ষড়্রিপুর বাধ্য হইয়া যে সকল অহৈর্যোদ্গারে প্রাণবায়ু কলঙ্কিত করে, সেই প্রকার চেষ্টা ষড়্রিপুর ভৃত্যবর্গের প্রাকৃত সহজিয়া-ধর্ম্ম কেন তর্করত্নের ন্যায় পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, ইহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তর্করত্ন মহাশয় যে সকল শব্দ ও ভাবের সুযোগ গ্রহণ করিয়া হরিসেবাবৈমুখ্য প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভা ন্যূনাধিক ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

প্রথমতঃ, তিনি নিজের সঙ্কীর্ণ চিন্তা-স্রোতে উন্মত্ত হইয়া যে পরমার্থ গ্রহণ করিবার জন্য পাঠকগণকে উৎপীড়িত করিয়াছেন, সেইগুলি তাঁহার অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

তর্করত্ন মহাশয় শ্রীব্যাসগুরুর দ্রোহিতা আচরণ করায় শ্রীব্যাসানুগ সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার মতভেদ হইবারই কথা। ব্যাসানুগ সংসমাজ শ্রীব্যাসবিরোধী পণ্ডিতম্মন্য সমাজের সহিত মতভেদ স্থাপন করিয়াছেন। হরিবিমুখ জনের যে হরিসেবায় আকারভেদ, তাহা ষড়্রিপুর দাস্যে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প এবং তাহাদের অনুগত জনের প্রতি হিংসা প্রকাশ করিবার জন্য উদ্গ্রীব, তাহাদের পক্ষে হরিসেবা অত্যন্ত দুর্লভ—মনুষ্যজীবনে সাফল্যলাভে তাহারা চিরদিনই বঞ্চিত। সুতরাং ভগবান্ শ্রীহরি তাহাদের সেবক হইবার আবেদন গ্রহণ করেন না।

দ্বিতীয়তঃ, হরিসেবনবিমুখ আধ্যক্ষিক প্রাকৃত সহজিয়ার অনুগত পণ্ডিতাভিমানিগণ শব্দের যথার্থ অর্থ শ্রৌতপথে শ্রবণ না করায় অধিরোহবাদাশ্রিত হইয়া জড়ের ভোক্তা হইয়া পড়েন এবং হরিসেবাকেও জড়ভোগেরই অন্যতম জ্ঞান করেন। অধোক্ষজ-সেবকের ভাষা ও ভাব আধ্যক্ষিক মানবের পক্ষে হস্ত প্রসারণ দ্বারা শশধর-দৃষ্টি-বাসনা-মাত্র। কাষ্ঠের কপিবরধৃক্গণ যেরূপ বাহিরের আকারের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া মৃগয়াভিমানে বসিয়া থাকে এবং নির্ব্বোধ খর-সম্প্রদায়ের নিকট পণ্ডরাজ বলিয়া কল্পিত হয়, তদ্রূপ জড়তর্কহত জীবকুল সেবা-বিমুখ বিচার অবলম্বন করিয়া উদ্দেশভ্রষ্ট হয়। শ্রীগীতা বলেন,—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

এই প্রমাণদ্বয়ের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া যাঁহারা পুরুষোত্তমসেবা বিমুখ হন, তাঁহাদেরই নির্ব্বিশেষ-বিচার তাঁহাদিগকে তর্কমঞ্চে উন্নত করাইয়া ধৈর্য্যবিচ্যুতি ঘটায়। ভক্তিগতীত অহঙ্কারবিমূঢ় ব্যক্তিগণের ত্রিগুণ-তাড়িত ভাবপ্রবণতা প্রাকৃত-সহজিয়াকে ভক্তরূপে নির্দ্দেশ করায়, কিন্তু ভক্তির স্বরূপ বোধ হইলে ইহাদের দুষ্কার্য্যের তাণ্ডব নৃত্যরূপ বালচাপল্য তর্কজ্ঞের নিকট অনুতাপের বিষয় হয়। অধিরোহবাদী পদার্থ-বিজ্ঞানে অসমর্থ। তাহাদের ভাব-জড়ভোগে আবদ্ধ।

তৃতীয়তঃ, আধ্যক্ষিক মুমুক্ষু হ্রস্বত্ব, দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা প্রভৃতি বিচারে আবদ্ধ হওয়ায় তুরীয় তত্ত্বের কোন সন্ধান পান না। যে কালে তিনি বৈকুণ্ঠ তুরীয়তত্ত্বের আলোচনা-মানসে নিজ ত্রিগুণ-নিগড়ে বদ্ধ হইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার তুরীয়-মীমাংসা অসংখ্য দোষ-পাংশুরাশিতে আচ্ছাদিত হয়। তজ্জন্য "বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কাহাকে বলে" তিনি বুঝিতে ভুল করিয়া ঔপ-সেবা-বৈমুখ্যকেই 'ধর্ম্ম'নামে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান্।

এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয় এই যে, তর্করত্ন-মহাশয় উপরিবর্ণিত তিন প্রকার অপরাধের অনুগমন করিয়াছেন কিনা, তাহার আলোচনা আবশ্যক। তর্করত্ন-মহাশয়ের এক পত্রিকার শেষাংশে এইরূপ লিখিত আছে,—

"অতএব দেখা (১) যাইতেছে যে, চৈতন্যদেবের প্রকৃত ভক্ত-গণ ব্রাহ্মণজাতির প্রতি (২) আদর সম্পন্ন, বর্ণভেদে বিশ্বাস-বান্ (৩) অমানী (৪) ছিলেন। তাঁহারা বৈষ্ণবত্বের জন্য কখনই ব্রাহ্মণ্যাভিমান (৫) করেন নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্মময় স্মার্ত্তাচার-প্রতিষ্ঠার (৬) সহিত বিষ্ণুভক্তি প্রচার চৈতন্য-দেবের মুখ্য কার্য্য ছিল। সেই স্মার্ত্তাচারের বিরুদ্ধাচরণ (৭) যাঁহারা করেন, তাঁহারা মুখে চৈতন্যদেবের যতই ভক্ত হউন, প্রকৃত পক্ষে তাঁহারাই চৈতন্যদেবের বিদ্বেষী।"

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

পূজ্যপাদ শ্রীল গৌড়ীয় সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

অসংখ্য দণ্ডবৎপ্রতিপূর্বসর পাদপদ্মে নিবেদনম্—

মহাত্মন্! শ্রীগৌড়ীয়ের কি অনির্বচনীয় প্রভাব! "গৌড়ীয়"—এই শব্দটী কতবার শুনিয়াছি, পুস্তকাদিতে কতবার দেখিয়াছি, কিন্তু কোন দিন জানি নাই যে, যাহাকে শব্দমাত্র মনে করিতেছি, তাহার মধ্যে কোটিসূর্যের তেজঃ নিহিত; শ্রবণমাত্রে কাহারও হৃদয়কন্দরের প্রগাঢ় অন্ধকার বিলুপ্ত হইয়া হৃদয়স্থিত তত্ত্ব-বস্তু প্রকাশিত হইতেছে, আবার কেহ বা এ অত্যুজ্জ্বলপ্রভা সহ্য করিতে না পারিয়া যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে। এতদিন যাহারা শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করিয়াছে, বৈষ্ণববেশে দেশে দেশে কত সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদেরও সহসা এই ভাবের উদয় হইল! অল্পদিন পূর্বেও নাম-মন্ত্র-ভাগবত-ব্যবসায়ী, সহজিয়া-গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রবল অনৈক্য লক্ষ্য করিয়াছি, আজ অকস্মাৎ দেখি, সব অনৈক্য—সব মতভেদ কোথায় চলিয়া গিয়াছে—সকলে মিলিয়া যেন এক সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে! তাহাদের মুখে শাস্ত্রের কথা নাই, মহাপ্রভুর আচার-বিচারের সন্ধান নাই, আছে কেবল একটী শব্দ—ভীষণ বিভীষিকাময় আর্তনাদ—ঐ গৌড়ীয় মার! ঐ গৌড়ীয় মার!! ঐ গৌড়ীয় মার!!! শ্রীগৌড়ীয়ের বিরুদ্ধে এ অভিযান যতই প্রবল আকার ধারণ করিতেছে, ততই শ্রীগৌড়ীয়ের মহিমা বৃদ্ধি পাইতেছে। আর এতদিন যাহারা আত্মগোপন করিয়া সাধুর বেশে আচার্যের বেশে সরল লোকসকলকে ধর্মের প্রলোভনে বিপথগামী করিয়াছে, তাহাদের কপটতা, প্রবল বিপ্রলিপ্সা বেশ পরিষ্কার-রূপে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। আজ যশোদার অভিনয়-কারিণী পূতনাকে চিনাইয়া দিয়া 'গৌড়ীয়' মানবসমাজের যে উপকার সাধন করিলেন, তাহার আর তুলনা নাই।

আমার অনাদি-কৃষ্ণবৈমুখ্যজনিত যে-সমস্ত সংসার পুঞ্জীভূত হইয়া হৃদয় আবর্জনাময় করিয়া রাখিয়াছিল, শ্রীগৌড়ীয়ের কৃপায় সে সমস্ত আবর্জনা অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। গৌড়ীয়ই বাস্তবিক পরদুঃখদুঃখী। পতিত জনে এমন করুণারাশি আর কে বিতরণ করিতে পারে? আমি মধ্যে মধ্যে আমার সংশয়সমূহ আপনাদের শ্রীচরণে নিবেদন করিয়া হয়তো আপনাদিগকে কত বিরক্ত করি। কিন্তু আপনারা আপনাদের স্বাভাবিক করুণাবশতঃ আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে উপেক্ষা না করিয়া আমার সংশয়ছেদনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকেন।

পুনরায় আমার মনে কয়েকটী সংশয়ের উদয় হইয়াছে। আর কোথায়ও ইহার সুমীমাংসার আশা নাই দেখিয়া আপনাদের চরণে নিবেদন করিলাম। আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়েকটীর উত্তর প্রদান করিলে কৃতার্থ হইব।

১। অনেক ভাগবতব্যবসায়ী গোস্বামী (বগুড়া জেলার ধুপচাঁচিয়া গ্রামনিবাসী) আমাদের বাড়ীতে সেবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্তির শ্রীচরণ হইতে তুলসীপত্র উঠাইয়া ফেলিয়া দিয়াছেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে পুনরায় তুলসী দিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমাদের মনে সেই সময় হইতে নানাবিধ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ শক্তিমত্তত্ত্ব হইলেও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহাতে সকল স্তব সম্ভব হইলেও তাঁহাকে নাগর বলা যাইবে না। কারণ, মহাজনগণ শ্রীগৌরাঙ্গের স্বভাব অনুসারেই স্তব-বন্দনাদি করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাব-বিচারে যদি 'নাগর' বলা না যায়, তবে তাঁহার চরণে তুলসীপত্র প্রদান করিবার সময় কেন তাঁহার নিজভাব বিচার করা হইবে না? শ্রীরাধিকার চরণে যদি তুলসী প্রদান করা না যায়, তবে শ্রীরাধাভাবকান্তি-অঙ্গীকারকারী শ্রীগৌরসুন্দর-চরণেই বা কি প্রকারে তুলসী প্রদান করা যাইতে পারে? শ্রীগৌড়ীয় পত্রের ৮।১২ সংখ্যার ১৫শ পৃষ্ঠায় দেখিতেছি "পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের চরণে তুলসী দেওয়া যায়।" আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ১৫শ পরিচ্ছেদে ১৯ পয়ারে দেখিতে পাই, শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর মস্তকে তুলসী দিতেছেন,—"গলে মালা দেন, মাথায় দিল তুলসী মঞ্জরী।" চরণে না দিয়া মস্তকে তুলসী দিবার তাৎপর্য কি? সুতরাং জিজ্ঞাস্য,—শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-

অদ্বৈতপ্রভুর চরণে তুলসী দেওয়া যাইবে কিনা, তদ্বিষয়ের শাস্ত্র ও মহাজনের আচরণ-মূলে বিচার করিয়া সংশয় ছেদন করিলে সুখী হইব।

২। "অনর্থযুক্ত জীবের কৃষ্ণরূপ ধ্যানের যোগ্যতা নাই। অনর্থযুক্ত অবস্থার কৃত্রিম উপায়ে কিশোররূপ ধ্যানের চেষ্টা সৌত্তলিকতা বা প্রাকৃত সহজিয়াবাদ"—(গৌড়ীয় ৩।১২ সংখ্যা—১৫শপৃষ্ঠা)। এই বাক্য অতীব সত্য, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। তথাপি জিজ্ঞাস্য,—গৃহস্থের পক্ষে প্রত্যহ শ্রীমূর্ত্তির সেবনের আদেশ শ্রীমন্মহাপ্রভু দিয়াছেন, শাস্ত্রেও নিত্য শ্রীমূর্ত্তির পূজার বিধি আছে। যদি অনর্থ-নিবৃত্তির পূর্ব্বে ধ্যানচেষ্টা নিষিদ্ধ হয়, তবে বিনা ধ্যানে কিপ্রকারে পূজা সম্ভব? অন্যাদি নিষেধনই বা কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে? দীক্ষাগ্রহণের পরেও সম্পূর্ণ অনর্থ-নিবৃত্তি হয় নাই বলিয়া (দীক্ষিত হইলেও) কি তাঁহার পক্ষে শ্রীমূর্ত্তিপূজা নিষেধ?

৩। শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" মন্ত্রে প্রণাম করিয়াছিলেন, আবার শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়, কলিকালে সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনার ব্যবস্থা। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় খেতরীতে গোপাল-মন্ত্রে শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহের অভিষেক করিয়াছেন। সুতরাং শাস্ত্র ও মহাজনের আচরণে কোথায়ও গৌরমন্ত্রের প্রচলন দেখিতে পাই না। গৌরমন্ত্র শাস্ত্রে কোথায় আছে? শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে বা পরবর্ত্তি-কালে গৌরমন্ত্রের প্রচলন গুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজে ছিল কিনা, এবং কোন্ কোন্ আচার্য্য গৌরমন্ত্র আচার ও প্রচার দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন? গৌর-অবতার যেরূপ প্রচ্ছন্ন, গৌরমন্ত্রও যদি তদ্রূপ প্রচ্ছন্ন হন, তবে শাস্ত্রের কোন্ কোন্ শ্লোকের দ্বারা গৌরমন্ত্রের প্রচ্ছন্নতা প্রমাণিত হইয়াছে? কৃপা করিয়া এ বিষয়ে মৃদু মীমাংসা প্রকাশ করিয়া উপকার করিবেন।

৪। উপনয়ন সংস্কারাদি দ্বারা সংস্কৃত করিয়া দীক্ষা-প্রদানের প্রণালী পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল কি না? শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর ও অন্যান্য বৈষ্ণব আচার্য্যগণ এই প্রকার উপনয়ন-সংস্কার পূর্ব্বক যে দীক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ জানাইয়া সুখী করিবেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় নিজে কোন-দিন উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা?

গৌড়ীয়গ্রাহক নং৩২৬৮ { বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীকপিভূষণ বসু
বয় পি ফক শ্রীপুর হাইস্কুল।

উত্তর

১। মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্রাট্ শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু বলিয়াছেন কড়চায় স্তব করিয়াছেন এবং সেই স্তব শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যাহা উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এই,—

"রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শক্তিতত্ত্ব নহেন; মূল শক্তিতত্ত্বের ভাব-বিভাবিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। তিনি—স্বয়ং কৃষ্ণ।

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুও তাহাই বলিয়াছেন,—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামধারী বস্তু গৌরকান্তি হইলেও তিনি —সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—

"ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ম্।
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥"

শ্রীচৈতন্য হইতে আর কেহ পরতত্ত্ব নাই, তিনিই এক-মাত্র পরতত্ত্ব।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কৃষ্ণস্বরূপের হানি হইয়াছে—এইরূপ বিচার বালোচিত এবং যেহেতু শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীগৌর-সুন্দরকে 'নাগর' বলিতে নিষেধ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার শ্রীচরণে তুলসী দেওয়া যাইবে না, আর যেহেতু শ্রীমতীর চরণে তুলসী দেওয়া যায় না, সেইহেতু শ্রীমতীর ভাবকান্তি-বিভাবিত গৌরসুন্দরের চরণেও তুলসী দেওয়া যাইবে না—এইরূপ যুক্তি নিতান্ত হাস্যাস্পদ ও কুটীনাটীময়। শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে

'ভগবান্'ও বলা যাইতে পারে না,—এরূপ কথাও কখনও কেহ বলিতে পারে না; কারণ, বিষয়তত্ত্ব সর্ব্বদাই আশ্রয়-তত্ত্বের সেব্য। তুলসী আশ্রয়জাতীয়া তদীয়া। বৈধপথে মর্য্যাদামার্গে তুলসী দ্বারা পূজ্যসেবা ব্যতিক্রম কর্ত্তব্য নহে। গৌরলীলা নামাপরাধ-দুষ্ট হইতে পারে না, কিন্তু 'তিনি নারায়ণ নহেন', তুলসী দ্বারা অর্চ্চ্য-বিগ্রহ নহেন' প্রভৃতি গৌরবিরোধ পাষণ্ডমতমাত্র। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার শ্রীগৌরসুন্দরকে 'নাগর' বলিতে নিষেধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মহাপ্রভুর বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ, শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতের পূজা গ্রহণ, মহাপ্রভুকে ব্রহ্মা-শিবাদির ঈশ্বররূপে স্তব প্রভৃতি লীলা-বর্ণনে ত' বিরত হন নাই। যাঁহাকে অদ্বৈত প্রভু "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" প্রভৃতি মন্ত্রে অর্থাৎ 'সাক্ষাৎ কৃষ্ণ' বলিয়া স্তব করিলেন, তাঁহার শ্রীচরণে তুলসী-প্রদানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আপত্তি ছিল, ইহা কখনও অদ্বৈত প্রভুর আচরণের দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে না। "গলে মালা দেন, মাথায় দিল তুলসী মঞ্জরী"—ভক্তি-শিক্ষক আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর এই আচরণে মহতী শিক্ষা নিহিত আছে।

"ঘরে বসি' করে প্রভু নাম সংকীর্ত্তন।
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন॥
গলে মালা দেন, মাথায় দিল তুলসী মঞ্জরী।
যোড় হাতে স্তুতি করে, পদে নমস্করি'॥"

পরবর্ত্তিকালে অনেকব্যক্তি স্বেচ্ছাচার ও পাষণ্ডতার বশে কৃষ্ণ না হইয়া আপনাদিগকে 'গুরু-কৃষ্ণ' বোলাইয়া পরমেশে তুলসী (?) গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবে—ইহা অন্তর্যামী শ্রীঅদ্বৈত প্রভু জানিতে পারিয়াই পাষণ্ডতা-নিরোধের জন্য ঐরূপ আচরণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, নাম-সঙ্কীর্ত্তন-কারী গুরুদেব বা বৈষ্ণবের পাদপদ্মে তুলসী দেওয়া যায় না। কিন্তু গৌর স্বয়ং কৃষ্ণ হওয়ায় তুলসী না দিলে প্রত্যবায় হয়। গুরুদিগকে পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা, তাঁহাদের গলায় মালা এবং হস্তে শ্রীতুলসী দেওয়া যাইতে পারে, মহাপ্রভু নাম-সঙ্কীর্ত্তনকারী বা প্রচারকারী গুরুমাত্র নহেন, তিনি স্বয়ং তুলসীর একমাত্র সেব্য কৃষ্ণস্বরূপ, তিনি কৃষ্ণের প্রকাশস্বরূপ নহেন, গুরুতত্ত্ব-মাত্র নহেন—স্বয়ং পরমেশ্বর-তত্ত্ব। শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীনিত্যা-নন্দ-শ্রীঅদ্বৈতাদি প্রভুগণের লোকশিক্ষাময়ী লীলা মনোধর্ম্ম সাহায্যে বুঝিতে গেলে এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া ফেলিতে হইবে। বর্ত্তমান কালে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের যুক্তি যেরূপ, 'মহাপ্রভুর চরণে তুলসী দেওয়া যাইতে পারে না' বিচারের যুক্তিও সেইরূপ। মহামহোপাধ্যায় তর্করত্ন মহাশয় বলেন, যখন মহাপ্রভু আপনাকে 'ভক্ত' বলিয়া অভিমানের লীলা দেখাইয়াছেন এবং যেহেতু—

"প্রভু কহে,—'বিষ্ণু', 'বিষ্ণু', আমি ক্ষুদ্র জীব হীন!
জীবে 'বিষ্ণু' মানি—এই অপরাধ-চিহ্ন॥
জীবে 'বিষ্ণু' বুদ্ধি করে, যেই ব্রহ্ম রুদ্র-সম।
নারায়ণে জানে, তার 'পাষণ্ডে' গণন॥"

—ইত্যাদি বাক্য শ্রীপ্রকাশানন্দের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন, সুতরাং মহাপ্রভুর শিক্ষা ও আচরণ হইতেই মহাপ্রভুকে 'বিষ্ণু' বলা চলে না, 'বিষ্ণু' বলিলে অপরাধী হইতে হইবে। এস্থলে যেমন মহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষাটী মহামহোপাধ্যায় তর্করত্ন মহাশয় বুঝিতে না পারিয়া বিপথ-গামী হইয়াছেন অর্থাৎ মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের আপনা-দিগকে 'নারায়ণ' কল্পনা বা জীবে নারায়ণ-জ্ঞানরূপ অসৎ সিদ্ধান্ত ও অপরাধ হইতে সতর্ক করিবার জন্য মহাপ্রভু যে শিক্ষা-লীলাটী প্রচার করিলেন, সেই লীলার তাৎপর্য্য ও শিক্ষা-গ্রহণ করিতে না পারিয়া স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভুকেই 'জীব' মনে করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধ করিয়া বসিলেন, সেইরূপ শ্রীঅদ্বৈত প্রভু পাষণ্ড-গণের পাষণ্ডতা অর্থাৎ আপনাদিগকে গুরু বা ঈশ্বর মনে করিয়া শিষ্যাদির নিকট হইতে পরদেশে তুলসী-গ্রহণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি বা ভীষণ অপরাধ হইতে সতর্ক করিবার জন্য যে শিক্ষা স্বীয় আচরণের দ্বারা প্রচার করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া মহাপ্রভুকে জীবতত্ত্ব বা ভক্তমাত্র-বিচারে "তাঁহার চরণে তুলসী দেওয়া যাইতে পারে না" সিদ্ধান্ত করিলে ভীষণ অপরাধের আবাহন করা হইবে।

একমাত্র শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত প্রভুর চরণেই নিত্যকাল শ্রীতুলসী বিরাজিতা; ভক্তিবৃত্তির জন্য জীবকুল তাঁহাদের শ্রীচরণে চন্দন-তুলসী দ্বারা নিত্যকাল পূজা করিবেন—শ্রীবাসাদি ভক্তগণ এই আচরণই শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীধ্যানচন্দ্রের পদ্ধতিগ্রন্থে স্পষ্টভাবে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতপ্রভুর শ্রীচরণে তুলসী প্রদান করিবার

ব্যবস্থা ও প্রয়োগপত্র রহিয়াছে। অদীক্ষিত দশসাধারণের নিকট সেই সকল প্রয়োগ-পদ্ধতি উচ্চারিত ও বক্তব্য নহে বলিয়া তাহা উদ্ধৃত করা হইল না। ধ্যানচন্দ্রের পদ্ধতি-গ্রন্থ—গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, সেই গ্রন্থ হইতে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই এই কথা জানিতে পারেন ও দেখিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যাঁহারা শ্রৌতপন্থায় সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত, তাঁহারা সকলেই ইহা অবগত আছেন।

মহাপ্রভুকে 'নাগর' বলা এক কথা, আর 'বিষ্ণুপরতত্ত্ব' বলা আর এক কথা। 'বিষ্ণু' বলিলেই যে তাঁহার সহিত ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম্পট্যলীলা বা নাগর-লীলার সমাবেশ করিতে হইবে, তাহা নহে। শ্রীরামচন্দ্র—বিষ্ণু, শ্রীনৃসিংহদেব—বিষ্ণু, শ্রীনারায়ণ—বিষ্ণু; তাঁহারা লক্ষ্মীর প্রভু, লক্ষ্মীর ভোক্তা; কিন্তু তাঁহারা ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নাগর-লীলা প্রকাশ করেন নাই; এমন কি, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা-মথুরালীলায়ও নাগর-লীলা প্রকাশ করেন নাই। দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীরামচন্দ্রকে অথবা শ্রীনারায়ণকে যুবতী 'নাগর' বলেন না বলিয়া তাঁহাদের পাদপদ্মে তুলসী প্রদত্ত হইতে পারিবে না—এরূপ যুক্তি বালভাষিতা মাত্র। মহাপ্রভুতে কখনও নাগর-স্বভাব দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু তাঁহাতে নারায়ণ-স্বভাব বা বিষ্ণুপরতত্ত্বের স্বভাব বহুস্থানেই প্রকাশিত হইয়াছিল। মহাপ্রভু কখনও বয়নচৌর্য্যাদি নাগরস্বভাবের লীলা প্রকাশ করেন নাই; তাঁহার স্বভাব—,

"সবে স্ত্রীমাত্র না দেখেন দৃষ্টি কোণে।
স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥"

কিন্তু সেই মহাপ্রভুই কি স্বভাব প্রকাশ করিয়াছেন? কি বলিয়াছেন—

"গঙ্গা-দুর্গা দাসী মোর, মহেশ কিঙ্কর।"

এ স্বভাব একবার নয়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতাদি লীলাগ্রন্থে মহাপ্রভুর এইরূপ স্বভাব অর্থাৎ বিষ্ণুপরতত্ত্বের স্বভাবের কথা ভূরি ভূরি প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং মহাপ্রভুতে বিষ্ণুতত্ত্বেরই স্বভাব প্রকাশিত। তাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর স্বভাবের কথা, আকৃতি-প্রকৃতির কথা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন,—

"প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট-প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভাব॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥
আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানাযত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রাপঞ্চিক দেহকান্তি অঙ্গীকার করিলেও তিনি—স্বরূপতঃ, শক্তিতঃ নহেন। সুতরাং স্বভাব এবং স্বরূপ-বিচারে মহাপ্রভুর পাদপদ্মেই নিত্য তুলসী প্রদান জীবমাত্রেরই অনুক্ষণ কর্ত্তব্য।

২। সদ্‌গুরুর নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তি নিজমন্ত্রে শ্রীমূর্ত্তি পূজা করিবেন। গৃহস্থ ও কনিষ্ঠাধিকারীর শ্রীমূর্ত্তি-পূজা অর্থাৎ অর্চ্চন একান্ত আবশ্যক। তবে সাধুসঙ্গ, গুরুসেবা, হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদি অর্থাৎ ভক্তি-সিদ্ধান্ত শ্রবণ ব্যতীত উহাতে অধিকার অর্থাৎ প্রাকৃতত্ব হইতে অপ্রাকৃতত্বলাভ বা শুদ্ধ বৈষ্ণব হওয়ার যোগ্যতা লাভ হয় না। কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চক বা অনর্থযুক্ত অর্চ্চকের চিত্ত পরিশুদ্ধ নহে, তিনি অপ্রাকৃত শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীরূপ কিরূপে ধ্যান করিবেন? শ্রীল রূপগোস্বামিপাদও বলিয়াছেন,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।"

অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের নামরূপ-গুণলীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য ইন্দ্রিয়জ্ঞানে আবদ্ধ ব্যক্তির নিকট প্রতিভাত অর্থাৎ অনর্থযুক্তাবস্থায় ধারণার বিষয় হয় না। শ্রীল জীবপাদও ভক্তিসন্দর্ভেও তা ৭।৫।৩-২৪ শ্লোকে ক্রমসন্দর্ভে ভগবানের অপ্রাকৃত রূপস্ফুরণের ক্রম এইভাবে লিখিয়াছেন,—"তত্র প্রথমং নামঃ শ্রবণমুখ-করণতদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। ততো নামঃ করণে রূপস্য স্ফুরণম্। স্ফুরিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণম্। স্ফুরিতেষু চ গুণেষু পরিকরবৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। তত এব লীলায়াং প্রবেশঃ ইত্যাদি।"

অর্চ্চনাদিতে যে ধ্যানের ব্যবস্থা আছে, তাহা ভূতশুদ্ধি-শিক্ষা ও সামান্য ধ্যানবিধি মাত্র। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় চিত্তৈকাগ্রতা বা স্বাভাবিক ধ্যান অনর্থযুক্তাবস্থায় সম্ভব নহে। ঐরূপ সামান্য ধ্যানও আবার মন্ত্রময় অর্থাৎ কীর্ত্তনের সহিত সংযুক্ত। অনর্থযুক্তাবস্থার ধ্যান—কল্পনা বা জড়তা-ময়; ঐ জড়ভাব বিদূরিত করিবার জন্য মন্ত্রের উচ্চারণ।

কনিষ্ঠাধিকারী অর্চকের পূজা বা অর্চনচেষ্টা দাদাবুদান ব্যাপার মাত্র। অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবানের অপ্রাকৃত পাদপদ্মে আমাদের পূজা স্পর্শ করে না। ক্রমমঙ্গল-লাভের জন্য অর্চনকারী অবশ্য অর্চন করিবেন। এ সকল কথা মধ্যমাধিকার না আসা পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝা যায় না; আর কনিষ্ঠাধিকারীকে সেই সকল কথা বুঝাইতে গেলেও তাহার ক্রমমঙ্গলের পথে বৈশিষ্ট্য, একান্ত অনাদর কিংবা বৃথা বাগ্‌বিস্তার উদয় হয়। উত্তমাধিকারে স্বতঃই বুঝিতে পারা যায় যে, কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চকের ধ্যান-চেষ্টাদি বিশুদ্ধচিত্তের ধ্যান বা স্বাভাবিক ধ্যান-স্ফূরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কনিষ্ঠাধিকারীর চেষ্টা—জড়ভাবময়ী, কেবল প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতে অভিনিবেশ ও সকল চেষ্টার মেরুদণ্ড ফিরাইবার জন্য প্রাথমিক পাঠ মাত্র, উহা সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন ও গুরু-বৈষ্ণবের সেবাপ্রভাবেই নির্ম্মলত্ব লাভ করিতে পারে। অনর্থযুক্তাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপ ধ্যানের বিষয় হয় না। শ্রীকৃষ্ণ অর্চনকারী বা অনর্থযুক্ত ধ্যানকারীর অধিগম্য বস্তু নহেন, তিনি মুক্তপুরুষগণের অপ্রাকৃত সহজ প্রীতির বিষয়। অর্চনকারীর পূজা বিষ্ণুতত্ত্বের প্রতি উদ্দিষ্ট হয় মাত্র, কিন্তু উত্তমাধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ সাধুসঙ্গে শ্রবণকীর্ত্তনফলে চিত্ত বিশুদ্ধতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে পূজা নির্ম্মলতা লাভ করিলে সেই পূজা অপ্রাকৃত বিষ্ণুধামস্পর্শ করে। অনর্থযুক্তাবস্থার কৃত্রিম উপায়ে ধ্যানাদি চেষ্টা-দ্বারা অবিশুদ্ধ চিত্তে যে চিত্র বা কল্পনা অঙ্কিত হইবে, তাহা অপ্রাকৃত ভগবদ্‌মূর্ত্তি নহে। ঐরূপ কৃত্রিমতার রুচি জন্মিলে প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ এবং পরিণামে নির্ব্বিশেষবাদের গ্রাহক হইয়া পড়িতে হইবে। সুতরাং সদ্‌গুরুর নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া তাঁহার নিকট সিদ্ধান্ত-শ্রবণ করিতে করিতে কনিষ্ঠাধিকারী অর্চক শ্রীমূর্ত্তি-অর্চন অবশ্য করিবেন এবং চেতনময় মন্ত্রের দ্বারা যথাবিধি শ্রীমূর্ত্তির পূজা করিবেন; ক্রমে অর্চন-পর্ব্বের সামান্য ধ্যানাদির তাৎপর্য্য হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাস্তব (practical) কথাগুলি অনেক সময় বাক্য দ্বারা অপরের গোচরীভূত করা যায় না। এই জন্য সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় ও তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণের সহিত সেবা আবশ্যক।

৩। এ প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বে পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে এবং এতদ্বিষয়ে বহুবিচারও হইয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, শ্রীগৌরনারায়ণ—বিষ্ণুপরতত্ত্ব। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, অবতার-প্রকরণাদি লীলা সকলই নিত্য। সকল বিষ্ণুতত্ত্বেরই নিত্যনাম, নিত্যমন্ত্র ও তত্তন্মন্ত্রে নিত্য-উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর যদি নিত্যবিষ্ণুতত্ত্ব হন, তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলার নিত্যবৈশিষ্ট্য যদি থাকে, তবে তাঁহার নিত্যমন্ত্র সম্বন্ধে সন্দিহান বা কুতর্ক উত্থাপন করিবার আবশ্যকতা কি? যাঁহারা গৌরসুন্দরকে মুখে 'ভগবান্' স্বীকার করিয়া অন্তরে তাঁহার নিত্যনাম-রূপ-গুণ লীলাবৈশিষ্ট্যের প্রতি সন্দেহযুক্ত বা অবিশ্বাসী, তাঁহারাই গৌরমন্ত্র স্বীকার করিতে চাহেন না। উদ্ধারায় তন্ত্র, চৈতন্যোপনিষদে ও ধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতিতে গৌরমন্ত্রের স্পষ্ট উল্লেখ ও প্রয়োগাদি দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর ভক্তগণ গৌরমন্ত্রের উপাসক ছিলেন—সর্ব্বসম্বাদিনীতে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ এ বিষয়ের ইঙ্গিত করিয়াছেন। ত্রিকালই গৌরমন্ত্র প্রচলিত ছিল, আছেও থাকিবে। মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ব্বেও শ্রীঅদ্বৈতাদির হৃদয়ে গৌরমন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বিশেষ প্রতীতির সহিত তাঁহাদের গ্রন্থাদি আলোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। মহাপ্রভুর প্রকটকালে শ্রীবাস, হরিদাস, রঙ্কেশ্বর, মুরারি প্রভৃতি মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের মধ্যে গৌরমন্ত্র প্রচলিত ছিল পরবর্ত্তিকালে শ্রীগোপালগুরু, শ্রীধ্যানচন্দ্র, ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি গৌরমন্ত্র বিস্তার করিয়াছেন। আর মহাপ্রভুর বাণী অনুসারে সেই গৌরমন্ত্র ও গৌরনাম পৃথিবীর যাবতীয় দেশ-গ্রামে প্রচারিত হইবে। নাম ও মন্ত্র অভিন্ন, তাহাতে যাঁহারা ভেদবুদ্ধি করেন, তাঁহারা কখনও ভক্তিরাজ্যের পথিক নহেন। নামের সহিত সম্প্রদানাত্মক চতুর্থ্যন্ত বিভক্তি ও 'নমঃ'-শব্দ প্রযুক্ত এবং বীজসম্পুটিত হইয়া মন্ত্র নামেরই ন্যায় নিত্যকাল বিরাজিত আছেন। গৌরমন্ত্র অস্বীকার করিলে গৌরনামেরও অনিত্যতা স্বীকৃত হইয়া ভক্তিবিরোধী মত প্রচারিত হয়। যে সকল শ্লোকের দ্বারা গৌরমন্ত্রের প্রচ্ছন্নতা প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত নবদ্বীপ প্রমাণখণ্ডে বহু বহু শাস্ত্রীয় বচন-মধ্যে দ্রষ্টব্য।

৪। উপনয়ন-সংস্কারাদি দ্বারা সংস্কৃত করিয়া দীক্ষা প্রদানের প্রথা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে

ভারতের পারমার্থিক ঐতিহ্য মহাভারতে এ বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। ছান্দোগ্যোপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত, নারদ পঞ্চরাত্র ভরদ্বাজ সংহিতা, শ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞের মুণ্ডকোপনিষদ্ ভাষ্য, প্রাচীন বৃশ্চিক-তাত্ত্বলীয়ক ভাষ্যে প্রচুর প্রমাণ আছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু স্পষ্টভাবে দীক্ষাপ্রদানের লক্ষণ মধ্যে উপনয়ন-সংস্কারবিধির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি একদিকে যেমন "যথা কাঞ্চনতাং যাতি" শ্লোকের টীকায় স্পষ্টভাবে 'দ্বিজত্ব' অর্থে 'বিপ্রতা' (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব নহে) বলিয়াছেন, অপরদিকে উপনয়ন-সংস্কারের কথাও স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন। যথা,—"দীক্ষায়াং সাবিত্র্যাদি-বিধয়কায়া ভগবন্মন্ত্রবিষয়কায়াশ্চ যানি লক্ষণানি ক্রমেণ যজ্ঞোপবীত-কমণ্ডলু ধারণাদীনি তথা তুলসীমালা মুদ্রাদি-ধারণাদীনি তানি চ তত্র তত্র শীলনেষ্বাবিষ্টি তথা তে।

যে সকল কুলকলঙ্কিত বৈদিক ব্রাহ্মণের পাশ্চাত্যপ্রভাবিত কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্রোক্ত সাবিত্র-সংস্কার গ্রহণ করেন না, তাঁহারা একায়ন-শাখী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, কিন্তু নির্বোধ লোকেরা তাঁহাদিগকে অনেক সময় 'অচ্যুত ব্রাহ্মণ' বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া নিরয়গামী হয়; তজ্জন্য শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর বংশে, শ্রীখণ্ডের শ্রীমুকুন্দ দাসের বংশে, শ্রীনরহরী ঠাকুরের বংশে সাবিত্র ব্রাহ্মণ সংস্কার এবং গৌড়-বিপ্র-শিষ্য সম্প্রদায়ের আচার্য্য-কার্য্য আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। নরোত্তম বিলাস, রসিকমঙ্গলাদি গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায় যে,নির্বোধ লোকগণ ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসিকানন্দ প্রভু প্রমুখ একায়নশাখী পরমহংসগণের চরণে কিরূপ অপরাধ করিয়াছিল। এখনও নির্বোধ লোকগণ শ্রীল রঘুনাথ দাস, শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের চরণে কিরূপ অপরাধ করিতেছে! জীবকুলকে এই সকল অপরাধ হইতে নির্মুক্ত করিয়া বৈষ্ণবপূজা, আচার্য্যপূজা শিক্ষা দেওয়া—যাহা মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট, তাহা পূরণ করা আচার্য্যের কার্য্য। সমস্ত আচার্য্য সব কাজ পূর্ণভাবে প্রকাশিত করিয়া যান না, পরবর্ত্তী আচার্য্যের জন্য অবশিষ্ট রাখিয়া যান ইহাই রীতি। গোস্বামিগণ যাহা অস্ফুটভাবে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছিলেন, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দাদি আচার্য্যগণ তাহা বিস্তার করিলেন এবং তাঁহারা যাহা অস্ফুট রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ প্রকাশিত করিয়াছেন ও করিতেছেন—ইহাই রহস্য। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু—যিনি গৌড়ীয়ের বেদান্তাচার্য্য, তিনি স্বতন্ত্রভাবে স্কুলে আবির্ভূত হইলেও পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-গ্রহণের পর উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখনও বহু প্রাচীন বংশমধ্যে দীক্ষাগ্রহণের পর অন্ততঃ কএক-দিনের জন্য উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত থাকার রীতি বহু স্থানে দৃষ্ট হয়। মহামায়ার রাজ্যে আর্থিক স্মার্তবাদের কবলে কবলিত হওয়ায় পারমার্থিক স্মৃতির শাসন শাসনে অনেকেই পরবর্ত্তিকালে শ্লথ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে-কালে আচার্য্য-নামধারিগণই পারমার্থিকতায় শ্লথ ও বিচ্যুত হইয়া কর্ম্মজড় স্মার্তের ভয়ে ভীত এবং তাহাদের মুখাপেক্ষী ও পদাবলেহী হইয়া পড়িতে লাগিলেন—যেখানে স্মার্তের গোদান হইয়া পড়িলেন, সেখানে শিষ্যবর্গ কোথায় যাইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বর্ত্তমানে সেই প্রাচীন পারমার্থিক প্রণালী পুনরুদ্ধার, পুনঃপ্রকাশ, পুনর্বিস্তার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা আচার্য্যের কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৌর-শিক্ষায় জন্য উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার একায়নশাখী বা ঐকান্তিকের বিচারে থাকে পরমহংস-বেষাশ্রমের লীলাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের পরলোকগত পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ও পরলোকগত আশুতোষ ঘোষ বা প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দীক্ষিত করিয়া উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিয়াছিলেন। অধিক কি, কাশীর তাপসানন্দ স্বামী ঢাকার ডেপুটী চণ্ডীচরণ বসু মহাশয়কে দীক্ষাদানের পর উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণ-বিচারে তাঁহার পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা বহু লোকে জানেন ও পুস্তকাদিতেও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণের উপনয়নাদি পারমার্থিক সংস্কার কর্ম্মজড়স্মার্তের ন্যায় আর্থিক সংস্কার নহে, তাহা আর্থিক স্মার্তের "ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিত" ন্যায়ের ধ্বন্যাত্মক চিহ্নবিশেষ নহে, তাহা ব্রাহ্মণক্রবতার অনুকরণ বা প্রতিযোগিতা নহে কিংবা অপারমার্থিক সমাজের সংস্কি-প্রবেশ-লালসা নহে, পরন্তু পারমার্থিকের উপনয়নাদি সংস্কার তৃণাদপি সুনীচতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ও স্বরূপজ্ঞানের পরিচায়ক। পারমার্থিক ব্যক্তি পরমহংস গুরুদেবের নিকট

দীক্ষিত ও গুরুদেবের দ্বারা পারমার্থিক বিষয়ে বিনির্দিষ্ট হইয়া বিচার করেন,—"আমি পরমহংসদাস", "আমি গুরুদাস"; 'আমি বৈষ্ণব'—এইরূপ অভিমান হইতে দূরে সরিয়া 'আমি বৈষ্ণবদাস' এইরূপ অভিমান উদিত হওয়ায় এবং তৎসঙ্গে অদীক্ষিত অবস্থার সহিত দীক্ষিত অবস্থার পার্থক্য বিনির্দিষ্ট হইয়াছে জানিয়া তিনি অদীক্ষিতগণের সঙ্গ হইতে দূরে থাকেন, পরমহংস-বৈষ্ণবগুরুর সেবাদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব ইতিহাস সমূহ ভুলিতে থাকেন এবং ক্রমশঃ ভজনে অগ্রসর হন। তিনি কর্ম্মজড় স্মার্ত্তসমাজে প্রবেশের জন্য লালায়িত হন না, অধিকন্তু মহাপ্রভুর আদেশ-বাণী "স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর"—এই বাণীর উদ্দিষ্ট যোষিৎসঙ্গজ শৌক্রবিচারে প্রমত্ত কৃষ্ণাভক্ত ব্যক্তি-গণের বহুবিধ সঙ্গ হইতে সর্ব্বতোভাবে সতর্ক থাকেন। বহুবল্লনশাখী ছাত্রগোত্রীয়গণ—যাঁহারা শৌক্রবিচারের-প্রবলতা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা একায়নস্কন্ধী অচ্যুতগোত্রীয়-গণেরই অধস্তন, একায়ন-স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত হওয়ায় বহুবল্লন-শাখায় পতিত হইয়াছেন এবং বঙ্গদেশে শৌক্রবিচারের প্রবলতা আসিয়াছে। সুতরাং বৈষ্ণবগণ কাহারও প্রতিযোগী বা আনুকরণিক নহেন। দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ চিরকালই বৈষ্ণবাবিত্র-জন্মান্তর লাভ করিয়া উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করায় বহুবল্লন-শাখী ঋষিকুলে তাহার অনুকরণে উপনয়নাদি সংস্কার প্রচলিত হইয়াছে। কর্ম্ম-মার্গীয়গণের ৪০টী সংস্কার ভাগবতীয়গণের ৬৮টী সংস্কারেরই আনুকরণিক সংস্করণ।

দুর্দ্দৈবের কথা শুন্‌তে চাই না

(শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরীপাদ লিখিত)

আমি অনেক সময় ব'লে থাকি—"হে গুরুদেব! হে বৈষ্ণবঠাকুরগণ! আমার অনেক দুর্দ্দৈব আছে, কিন্তু আমি সেগুলি ছাড়্‌তে পারছি না, আপনারা কৃপা ক'রে দুর্দ্দৈবের কথা ব'লে দিয়ে আমাকে বিপদ হ'তে উদ্ধার করুন।" আমি এ কথা বহুবার বল্লেও সত্যি সত্যিই দুর্দ্দৈবের কথা শুন্‌তে চাই কি? যদি অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও নিরপেক্ষ হ'য়ে আমার চিত্তবৃত্তিটী—চিন্তাস্রোতগুলি তন্ন তন্ন ক'রে বিচার করি, তা'হলে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ব যে, ঐ কথাটা বল্‌তে হয়, তাই বলি, কিন্তু বাস্তবিক দুর্দ্দৈবের কথা শুন্‌তে চাই না। এখন প্রশ্ন হবে, যদি শুন্‌তে না চাই, তবে ওরূপ কথা বলি কেন? তদুত্তর এই যে,—সরলতা ও কপটতা:—এই দু'রকমের চিত্তবৃত্তি নিয়ে ঐ কথাটা বলি। আমি বহু জন্মজন্মান্তরের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনক্রিয়া ক'রে থাকি, হৃদয়শুদ্ধিচার অনেক প্রকারের অনর্থ আছে, তা'র মধ্যে কোন কোনটী বুঝ্‌তেও পারি এবং সেগুলি হেয় কর্‌তেও থাকি—আমার ইচ্ছা নয় যে ঐ অনর্থগুলি থাকে, কিন্তু অভ্যাসবশতঃ এসে প'ড়ে, ছাড়তে পারি না, সেজন্য পরে অনুতাপও হয়, তখন বলি,—"হে গুরুদেব! আপনারা কৃপা করুন—আমার দুর্দ্দৈবগুলি ব'লে দিন, (আমি নিজে যে সব দোষ বুঝ্‌তে পারছি সেই সমস্ত) কি উপায়ে ঐ অনর্থ দূর হবে তা' বলুন" ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে যে কয়টি অনর্থ আমার নজরে পড়ে, তা' ছাড়া আরও যে অসংখ্য অনর্থ আছে, সে কথা আমার মাথায় ঢোকে না, তাই আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ কৃপা ক'রে আমার অজানা দোষগুলি ব'লে দিলেও আমি তা' শুন্‌তে চাই না; কারণ, তখন আমি মনে করি, আমার যে সব অনর্থ আছে, সেগুলি ত' আমি নিজেই বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কিন্তু তাঁরা যে দোষের কথা বল্‌ছেন, সে বিষয়ে ত' আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ আছি; এইভাবে তখন আমার নিজের ক্ষুদ্র বিচারকেই বহুমানন করি, আমার দৃষ্টির অগোচরে হৃদয়ের অন্তস্তলে যে অসংখ্য মলিনতা জমাট বেঁধে আছে, সে সব যে আমার দেখ্‌বার ক্ষমতা নাই—বুঝ্‌বার শক্তি নাই, ওগুলি কেবল শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের সার্চ্চলাইটে বা দিব্যদর্শনেই ধরা পড়ে, তা আমার বুদ্ধিতে আসে না—দৈবীমায়া আমায় বুঝতে দেয় না, তাই তাঁরা দুর্দ্দৈবের কথা বল্লে বা সঙ্গের কি অবস্থানের পরিবর্ত্তন ক'রে দুর্দ্দৈবের হাত হ'তে রক্ষা কর্‌বার ব্যবস্থা কর্‌লে সে কথাটি ও ঐ ব্যবহার আমার প্রীতিপ্রদ হয় না, কারণ অন্তরের গভীর প্রদেশে লুক্কায়িত যে ক্ষীণ আকারের ভোগপ্রবৃত্তি (যা' আমি

কিছুতেই জান্‌তে পারি না—বেটি ইন্ধন পেলে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হ'য়ে অট্টালিকার চটুলুক উৎপন্ন হওয়ার মত ভবিষ্যতে বিশেষ অনিষ্ট কর্‌বে) তার ব্যাঘাত ঘটে, তখন আমি মনে করি, কোন নিন্দাপ্রিয় ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে শ্রীগুরুদেবের নিকট মিথ্যা অভিযোগ করেছেন, তার ফলে এই ব্যাপার ঘটেছে; তাঁর কথা শুনে শ্রীল প্রভুপাদ ও বৈষ্ণবগণ আমার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করেছেন এবং সেই জন্যে তাঁদের অপ্রীতিভাজন হয়েছি অথবা ব'লে থাকি, তিলকে তাল ক'রে বলার মত সামান্য দোষ (এই তিন পরিমাণ সামান্য দোষটীও অন্তরে স্বীকার করি না) অতিশয় বিস্তৃত হ'য়ে পৌছান'র ফলে আমি তাঁদের ঘৃণার পাত্র হয়েছি, সুতরাং আমার মৃত্যুই ভাল,; কখনও মনে করি, শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের প্রীতির কাজই যখন কর্‌তে পার্‌ছি না, তখন এখানে থেকে লাভ কি? এখানে বাস ক'রে বরং অপরাধ কর্‌ছি, অতএব বাড়ী যাওয়াই ভাল; সেখানে অসৎসঙ্গে থাক্‌লে আর কিছু হোক বা না হোক, অপরাধ ত হবে না! আর আমার কপাল মন্দ, হরিভজন আমার দ্বারা হবে না। আবার সময়ে সময়ে ভক্তগণের বল্‌বার প্রণালীর সম্বন্ধে বিচার করি—বলি যে, তাঁরা আমার দোষের কথা কটাক্ষ ক'রে বা ঠারেঠোরে বলেন, এরূপভাবে বল্‌বার দরকার কি? এর চেয়ে সোজাসুজি স্পষ্ট ক'রে ব'লে দেওয়াই ত' ভাল। তখন সময় সময় আমার এরূপ অবস্থা হয় যে—এত অভিমানে মত্ত হই যে, অসংযত হ'য়ে থাকি বা অব্যক্তভাবে মর্য্যাদালঙ্ঘন ক'রে ফেলি, নিজে অমানী হ'য়ে মানদ ধর্ম্ম বজায় রাখ্‌তে পারি না—তাঁদিগকে আমা অপেক্ষা ছোট মনে করি ইত্যাদি কত রকমের কত অন্যায় কথা বলি—অপরাধজনক ব্যবহার করি। বিপথগামী কপটীদের আদর্শ দেখিয়ে বলি যে, অমুক অমুক ব্যক্তিরও ত' ঐ সব দোষ আছে, তবে আমার থাকাটাই কি এত দোষের হ'ল? তখন আমার অবস্থাটী ঠিক ভূতে-পাওয়া লোকের মত হয়। তাই বলি, আমি দুর্দ্দৈবের কথা শুন্‌তে চাই না।

পূর্ব্বোক্ত চিন্তাস্রোতের প্রশ্রয় দিলে কি ক্ষতি হ'তে পারে এবং সে অবস্থায় আমার নিজ মঙ্গলের জন্য কি রকম বিচার অবলম্বন করা দরকার, সে বিষয়ের আলোচনা এখন করা যাক্। আমি মনে করি, আমার দোষগুলি যখন নিজে নিজে বুঝ্‌তে পারি, তখন অন্যে যা' বলে দেন, সে সব মিথ্যা বা অতি সামান্য—এরূপ ধারণাটা হওয়া উচিত নয়, এতে ধার্ষ্টিকতা বেড়ে যায়। নিজের হৃদয়গুহ্যতা মার্জ্জন কর্‌বার চেষ্টাটি ক্রমে ক্রমে লোপ পায়—অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে থাকি। সে সময় আমার বিচার করা উচিত যে, আমি বদ্ধজীব, সুতরাং আমার ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—এই চারিটী দোষ থাক্‌বেই থাকবে, কাজেই নিজের দোষগুণের নিরপেক্ষ বিচার কর্‌বার ক্ষমতা আমার নাই। তাই দুই মন দুর্দ্দৈবের কথা কেহ দয়া ক'রে ব'লে দিলেও স্বীকার কর্‌তে চায় না—ঐ বিপদের বন্ধুকেই তখন শত্রু ভাবি, কিন্তু আমি যে হরিভজন কর্‌ব ব'লে এসেছি। তবে আর ঐ পাষণ্ড মনের কথা শুন্‌বো কেন? না, না, আর না! আর না! কেহ দোষ দেখিয়ে দিলে তা' মিথ্যা ভাব্‌ব না, সামান্য দোষ বল্‌ব না! অন্তর্যামী ও ত্রিকালদর্শী শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ যখন আমার সঙ্গের কি অবস্থানের পরিবর্ত্তন করেন, তখন বুঝ্‌তে হবে যে তাঁরা ভাবী বিপদ হ'তে আমাকে রক্ষা কর্‌লেন—এরূপ না কর্‌লে আমার অনিবার্য্য পতন হ'ত—হরিভজন থেকে ছুটী নিতে হ'ত। আর এক কথা, শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ কোন নিন্দাপ্রিয় ব্যক্তির মিথ্যা অভিযোগ শুনেন না; কারণ, তাঁরা যে অন্তরের কথা বুঝ্‌তে পারেন—যা' হয়েছে, হচ্ছে ও যা' হবে—সবই জান্‌তে পারেন। তাঁরা ত' বদ্ধ জীব নন। তাঁদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি যে সবস্থানেই যেতে পারে। তাঁদের বিচার যে নির্ভুল। তাঁদের চোখে ধূলি দিয়ে কেউ নির্দ্দোষকে দোষী খাড়া কর্‌তে পারে না—সামান্য দোষকে অত্যন্ত বিস্তৃত ক'রে তাঁদের কাছে পৌছাতে পারে না। আবার তাঁদের অপ্রীতিভাজনও কেহ নাই বা ঘৃণার পাত্রও কেহ নাই। জীবমাত্রেই তাঁদের প্রিয়, তাই আজ তাঁরা জীবের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে ক্রন্দন কর্‌ছেন। জীবের দুঃখ দূর কর্‌বার জন্যে তাঁদের এই অখিলচেষ্টা। তাঁদের ঘৃণার পাত্র কোন্ জিনিষটা? ঐ যে চিত্তদর্পণের পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনাগুলি, ঐগুলিকেই তাঁরা ঘৃণা করেন।

আমার দোষের কথা কি প্রণালীতে বলা দরকার, তা' তাঁরাই জানেন—তাঁরাই আমা অপেক্ষা ভাল বুঝেন, কারণ আমি রোগী, তাঁরা চিকিৎসক। যতক্ষণ আমার

ভাগ্য থাকে, ততক্ষণ কাণে কাম্ড়িয়ে ব'লে দিলেও শুন্তে চাই না—বুঝতে ইচ্ছা করি না; আবার যদি কেহ ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণ অন্বেষণের জন্য ব্যাকুল হন—'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' ব'লে ক্রন্দন করেন, তিনি দুর্দ্দৈবের কথা শুন্বার জন্যে সব সময়েই কাণ খাড়া ক'রে থাকেন, তখন ঠাকুরঠোরেই তিনি বুঝে নেন—বল্বার প্রণালী শিক্ষা দেবার জন্যে ব্যস্ত হন না, কটাক্ষকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট হন না, বরং তাঁকে বিপদ হ'তে উদ্ধারকারী বন্ধু ব'লেই জানেন।

আবার দেহে আত্মবুদ্ধি ক'রে মর্ত্তার জন্যে ব্যস্ত হই—মরেই যে আছি। যখন এই দুর্লভ মানবদেহরূপ সুগঠিত নৌকা, ভগবানের কৃপারূপ অনুকূল বাতাস ও শ্রীগুরুদেবরূপ কর্ণধার পেয়েও ভবসাগর পার হচ্ছি না—স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করছি, তখন ত আত্মঘাতীই হয়েছি—মর্ত্তে কি আর বাকী আছে? এখন বরং মর্ত্তার চেষ্টা না ক'রে—অনাধ্যের কথা ছেড়ে দিয়ে বাঁচ্বার চেষ্টা করা, স্বরূপে অবস্থিত হওয়া দরকার।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণ কর্তে পার্ছি না, বরং অপরাধ কর্ছি, অতএব আমার বাড়ী যাওয়াই ভাল, সেখানে অসৎসঙ্গে থাকলেও অপরাধ ত' হবে না—একথাটি ঘোর বিকারের প্রলাপ বাক্য। হৃদয় যতই দুর্ব্বল হৌক—রোগ যতই প্রবল হৌক না কেন, অসৎসঙ্গ ছেড়ে সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে গুরুসেবা ছাড়া উদ্ধারের কোন উপায় নাই "অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার", "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥", "সংসারের পার হইবা ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে সে ডুবুক নিতাইচাঁদের॥"—এই সব শ্রৌতবাণী ভুলে গেলেই ঐ রকমের উল্টো বিচার হয়। "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব, গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।" সুতরাং আমার কপাল মন্দ ব'লে অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—এই ছ'টী দোষকে টেনে এনে হাল ছেড়ে দিলে চল্বে না। যখন সদ্গুরুর আশ্রয় পেয়েছি, সাধুসঙ্গ পেয়েছি, তখন আমি ভাগ্যবান (আমার কপাল ভাল), তা'র কোন সন্দেহ নাই। এখন উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, সঙ্গত্যাগ ও সাধুবৃত্তি—এই ছ'টী গুণের আশ্রয় নিতে হবে, তা' হলেই কপাল খুলে যাবে।

যে সব কপট প্রতিষ্ঠাশোলুপ বৈষ্ণবাপরাধী ব্যক্তি অবাস্তব উদ্দেশ্যে দিন কতক সাধুসঙ্গের অভিনয় ক'রে নরকের পথে চলে গেছে, তাদের আচরণটিই আমার আদর্শ নয়। যাঁরা সত্যি সত্যি সব সময়েই কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা নিষ্কপটে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা কর্ছেন, তাঁদের জীবন্ত আদর্শটীই আমাকে দেখ্তে হবে, তবে আমার উন্নতি হবে।

অহো! আমার কি দুর্দ্দৈব উপস্থিত! হায় হায়! আমি যে অত্যন্ত পাষণ্ড হ'য়ে পড়েছি! নাস্তিক হ'য়েছি! তাই আমার এরকমের দুর্ব্বুদ্ধি হয়েছে! শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে আজ মর্ত্ত্যবুদ্ধি কর্ছি। "আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"—একথাটি কত বার শুনেছি! কত শতবার বলেছি! কিন্তু কই শুন্বার মত ত' একবারও শুনি নাই! বল্বার মতও' একবারও বলি নাই! যদি সত্যসত্যই শোনা হ'ত, বলা হ'ত, তবে ঐ শ্লোকটী অন্তরে গাঁথা থাক্ত—আচরণের দ্বারা ফুট উঠ্ত। হে গুরুদেব! হে বৈষ্ণবঠাকুর! আপনারা অহৈতুকী, নিজগুণে এ অধমের অনন্ত অপরাধ মার্জ্জনা করুন। অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করুন। তা'না হ'লে আমার কি দুর্গতি হবে! আমি যে দুর্দ্দৈবের কথা শুন্তে চাই না!!

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মোৎসব ও বিরহ-মহোৎসব

বিগত ২রা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব ও স্বধামপ্রাপ্ত ওঁবিষ্ণুপাদ মহাশয়ের বিরহমহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। হরিকথা, ইষ্টগোষ্ঠী ও নামযজ্ঞে সমস্ত দিবস মহানন্দে অতিবাহিত হইয়াছিল। সমাগত ব্যক্তিগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং চতুর্দ্দিক মহাপ্রসাদে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। কীর্ত্তনসম্রাট্ শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ও সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের সম্পাদক শ্রীপাদ প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুললিত কীর্ত্তনে সভাস্থল মুখরিত হইয়াছিল। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠেও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মহোৎসব বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-মঠ ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সপ্তম বার্ষিক বিরহ-তিথি উপলক্ষে।

গৌড়ীয়

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-বাণী-প্রচার-সমিতি কর্ত্তৃক প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১ ও ১৬ তারিখে প্রকাশিত।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী

"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা।"

শচীসুত মায়াপুরচন্দ্র জীবদুঃখে দুঃখিত হইয়া মন্ত্রমতি, উপস্থিত জীবগণকে পরমমঙ্গলের প্রদানের জন্য—ব্রহ্মাদির দুর্লভ বস্তু প্রত্যমূলে বিলাইবার জন্য আজ মুক্তহস্ত। এস, কে কোথায় আছ কলি-প্রপীড়িত জীব, আজ মহাবদান্য-বর গৌরসুন্দরের অমায়ার দান গ্রহণের জন্য গৌরপ্রেষ্ঠ, অদ্বয়জ্ঞান-বদান্যবান্ বৈষ্ণবাচার্য্যের শরণাগত হও। এস, এস বিশ্ববাসিগণ, নিরয়বর্ত্মস্বরূপ গৃহ-পরিক্রমা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মায়াপুরাধীশের লীলাভূমি পরিক্রমা করিয়া ধন্য হও—নবদ্বীপের নবধা-ভক্ত্যাখ্য নব দ্বীপ পরিক্রমা করিয়া নবধাভক্তি লাভ কর—ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণ দিতে মহাশক্তিধর নববিধা ভক্তি লাভ করিলে আর ভয় থাকিবে না—শোক থাকিবে না—মৃত্যুভয় থাকিবে না। তাই আজ অভয়-অশোক-অমৃত-পাদপদ্ম প্রদানের জন্য শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সভ্য গৌরাঙ্গগণ বিশ্ববাসীকে শ্রীধাম পরিক্রমায় যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছেন।

মানুষ আহার, বিহার, শয়ন ও ইন্দ্রিয়তর্পণ—এই চারিটী বিষয়ের সুব্যবস্থার জন্য দিবারাত্র শারীরিক ও মানসিক কত পরিশ্রমই না করিতেছেন। যিনি নিজের বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে আবার আর পাঁচজনের বন্দোবস্তের দিকে নজর দিতেছেন, তিনি জগতের লোকের ধারণায় এক-জন বড় উদার—বড় মহৎ—বড় পরোপকারী বলিয়া প্রশংসিত হইতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের সুব্যবস্থা করিবার প্রয়াস কোথাও দৃষ্ট হয় না। 'আমি কৃষ্ণসেবা করি ও আর পাঁচ জনকেও তাহা করাই'—এরূপ উদারতা—মহত্ত্ব—ত্ব ও পরিহিংসা কাহারও নাই। জগতে অবশ্য কৃষ্ণসেবার একটা বহিশ্চেষ্টা লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কপটতা ছাড়িয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, সে সেবার মধ্যে প্রাণ নাই—চেতনতার ক্রিয়া নাই—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাসনা নাই, আছে কেবল আত্মপ্রবঞ্চনা, লোক-বঞ্চনা ও পরহিংসা।

আবার দৈবাৎ যদি কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তির নিজ-সুখ-সম্ভোগ-চেষ্টার পরিবর্ত্তে সত্যসত্যই কৃষ্ণসেবাবাসনা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে জগতের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ, পরোৎকর্ষ সহনে অক্ষম লোকগুলির এমনই দুষ্ট-স্বভাব যে, তাহারা নিজেরা ত' ভুলিয়াও একবার কৃষ্ণনাম করিবে না, বরং যে করিবে, তাহাকেই নানাপ্রকারে নির্য্যাতিত করিবে—বিষয়মোহমদিরাবৃত তাহাদের দলে টানিয়া আনিয়া তাহার সেবোন্মুখতা ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিবে। এমনই পাষণ্ডতা—এমনই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা। কিন্তু তথাপি করুণাময় সেবক-বৎসল ভগবান্ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে সমর্পিতাত্মা—শরণাগত ব্যক্তির নানা বিঘ্ন-বিপত্তি সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি দেখিয়া তাদৃশ ভক্তের সকল বাধা বিঘ্ন অপসারণ পূর্ব্বক অভয় দান করেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার শরণাগত ভক্তকে অভয় দিয়া বলেন—

"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥"

যে ব্যক্তি মৎপ্রপত্তি স্বীকার পূর্ব্বক অন্ততঃ একবারও নিষ্কপটে "হে কৃষ্ণ, আমি তোমারই দাসানুদাস" এই কথাটী বলিতে পারে, আমি তাহাকে সর্ব্বদাই অভয় প্রদান করিয়া থাকি—ইহাই আমার ব্রত।

"কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥"

শ্রীভগবান্ আবার অর্জ্জুনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াও বলিয়াছেন,—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" অর্থাৎ আমার ভক্তের বিনাশ নাই। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের সকল অমঙ্গলই নাশ করিয়া থাকেন, অভক্তকুলের সকল আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেন।

দেশের ও দশের ধারণায় যিনি যত বড় উদারই হউন, আর পরোপকারী বলিয়া যাহাদ্বারাই লউন, ভগবৎ-সেবা ব্যতীত তাঁহার সেই উদারতা ও পরোপকারিতার কোন মূল্যই নাই; উহা মৃতদেহের অলঙ্কার সদৃশ মাত্র। ভাগবত তাঁহাকে 'জীবন্মৃত', 'শবসদৃশ' 'কুণপাত্মবাদী', 'গোখর' প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন। "এষাঞ্চ বরং", "মৃতো বা এষ যোঽন্যেভ্যো" "যানি ভূতানি যারভ্যে যেন জাতানি জীবন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিবচন যে ভগবানকে আমাদের জন্মদাতা, রক্ষাকর্ত্তা, পরম পিতা বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, সেই জগৎপিতার প্রতি জগতের কি কোন কর্ত্তব্যই নাই? জগৎই কি জগতের কর্ত্তৃত্ব লইবে? কি ভ্রান্তি! কি মোহ! কি নাস্তিকতা!

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাপীর জন্মে জন্মে তাপ॥"

অনেকে "কৃষ্ণ-সেবা করিবার সময় নাই, পরে করিব, আহার বাসস্থানাদির অগ্রে সুবিধা করিয়া লই, পরে নিশ্চিন্তে কৃষ্ণভজন করা যাইবে" ইত্যাদি অজুহাতে কৃষ্ণকে বাদ দিয়া থাকেন। অনেকে আবার কৃষ্ণপ্রেমে গদগদ হইয়া বলেন, "এই যে আহার-বিহারাদির চেষ্টা, এ ত' কৃষ্ণেরই কার্য্য, তিনিই করাইতেছেন, তাই করি, "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" হা মায়ামুগ্ধ মানব। তুমি কি এতই মূর্খ হইবে? তোমার অনিত্যতার কথা—ক্ষণভঙ্গুরতার কথা কি একবারও ভাবিয়া দেখিবে না? সংসারের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে করিতেই যে তোমার এজগৎ হইতে চিরতরে বিদায় লইতে হইবে, তাহা কি তুমি ভাবিয়া দেখিবে না? এ জগতের বিদ্যা, ধন, কুল, মান যে এ জগতেই ফেলিয়া যাইতে হইবে, তাহা কি তোমার চিন্তার বিষয় হইবে না? অভাব-অসুবিধার মধ্যে কি লোকে পিতামাতার সেবা করে না? ভগবান্ ত' তোমার ধনসৌলতের প্রার্থী নহেন। তিনি ত' বলেন না, 'তোমার অবস্থা ভাল হউক, তবে আমার সেবা করিও। তিনি যে বলেন, "ওহে জীব, তোমরা যে যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আমার সেবা কর। যজ্ঞলব্ধ-প্রাপ্য পত্র, পুষ্প, ফল, জল, যাহা কিছু তোমার জুটিবে, ভক্তিসহকারে দিলে তাহাই আমি গ্রহণ করিব।" ভগবান্ যে কাঙ্গালের বন্ধু, বিদ্যা-ধন-কুল-রূপ-মদান্বিতের যে তিনি কেহই নহেন। অত্যন্ত অসুবিধার মধ্য হইতেই ত' ভগবানকে ডাকিতে হইবে। ভগবানকে ডাকার জন্যই ত' সে সকল অসুবিধা, যাহা ভগবানের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এ সংসারে সুখ-সুবিধা পাইয়া নিশ্চিন্ত হইবার মত কি কোন উপায় আছে? জগতের ইতিহাস—হে মানব, যাহা তোমার দৈনন্দিন প্রত্যক্ষীকৃত ব্যাপার, তাহা কি তোমাকে নিরন্তর মানবজীবনের নশ্বরতা ও এ জগতে সুখের অনিশ্চয়তা—অনিত্যতা প্রভৃতি শিক্ষা দেয় না? তুমি অমৃতের পুত্র, অমৃত ছাড়িয়া বিষয়বিষপানে অর্জ্জরিত হইবার ও অন্যকে সেইরূপ করাইবার এত ঘর তোমার কেন হইতেছে? "ভগবান্ যাহা করান, আমি তাহাই করি"—এই কথা বলিয়া ভগবানে আত্মনির্ভরতার যে ছলনা প্রচার পূর্ব্বক তুমি নিজ ভোগের ইন্ধন সংগ্রহ করিতে চাও, তাহা নিতান্ত অর্ব্বাচীনতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীভগবানে আত্মনির্ভরশীল শরণাগত ভক্তের কপর্দ্দকও ভগবদ্ভোগের জন্য ভক্ত-ভোগ ব্যতীত নিজেন্দ্রিয় ভোগে ব্যয়িত হয় না। ভগবদ্ভক্তাভাস-ভক্তের অন্তরের অতি নিভৃত কোণেও কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্য ছাড়া অন্য এষণা নাই। সম্পূর্ণ নিজেন্দ্রিয়-ভোগতাৎপর্য্য হইয়াও "আমি ভগবান্ যাহা করান, তাহাই করি" এরূপ আত্মবঞ্চনা করিয়া লাভ কি? ভগবান্ ত' বলিতেছেন—"মন্মনস্ক-চিত্ত হইয়া মদ্ভক্ত হও, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাগত হও, আমি তোমাদিগকে ধর্ম্মত্যাগ-জন্য সমস্ত অপরাধ হইতে মুক্তিদান করিব। তোমরা অনন্যচিত্ত হইয়া আমার সেবা কর, আমিই তোমাদের যোগক্ষেম বহন করিব।" হে ভক্তনামধারি মানব, ভগবানের সে সকল কথায় কি কোন উত্তর দিয়া থাক? তবে কেন এ কপটতা?

ভগবদ্ভজন করাটা বর্ত্তমান যুগের মতে অসভ্যতা হইলেও উহাই শাস্ত্রসভ্যগণের মতে একমাত্র সভ্যতা। সত্যসত্যই যদি এতাদৃশ সভ্য হইবার কাহারও আন্তরিক বাসনা থাকে, ভগবান তাঁহার সকল সুবিধাই করিয়া দেন; নতুবা নিজ ভোগাকাঙ্ক্ষার উপর কৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষার একটী আবরণ দিয়া গুরুপাদাশ্রয়, কৃষ্ণদীক্ষা-শিক্ষাদি লাভ ও গুরুকৃষ্ণসেবার ছলনা দেখাইলে আত্মবঞ্চনাই সার হইবে মাত্র; কৃষ্ণ সেই ব্যক্তির নিকট সাধুগুরু-রূপে আসিবার পরিবর্ত্তে মায়াই সাধুগুরুর বেশ ধারণ পূর্ব্বক আসিয়া তাহাকে বঞ্চনা করিবে—তাহার আত্মবিনাশ সাধন করিবে। কৃষ্ণভক্ত-সদ্গুরু জগতে বড় দুর্ল্লভ। ঘাটে, ঘাটে, বাজারে যেখানে সেখানে কৃষ্ণভক্ত পড়িয়া থাকে না। এরূপ কথা একটুকু স্থির চিত্তে অনুধাবন করিলেই মানুষ অমানুষী শক্তি লাভ করিয়া নিজে ধন্য হইতে পারে এবং জগৎকেও ধন্য করিতে পারে। জানি না, জগতের সে শুভমুহূর্ত্তের কখন আবির্ভাব হইবে?

আমরা ত' একেই ভগবদ্ভজন করাটাকে এই বিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের দিনে একটা সভ্যতা-বিরোধী ব্যাপার-বিশেষ বা শিথিলেন্দ্রিয়েরই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি, তাহার উপর যদিও বা কেহ কোন সময় এক আধটুকু ভজন-চেষ্টা প্রদর্শন করি, তাহার মধ্যে এত প্রতিষ্ঠার আশা মিশ্রিত থাকে যে, তাহাকে আর কোন ক্রমেই ভগবদ্ভজন বা কৃষ্ণ-সুখ-সম্পাদন-চেষ্টা বলা যায় না। কনক-কামিনীর আকাঙ্ক্ষা হয় ত' অনেকেই কোন না কোন প্রকারে বদ্ধ

করিতে পারেন বটে, কিন্তু সৎকর্ম-পরায়ণ, ধার্ম্মিক, বৈরাগ্যবান্, ভক্ত প্রভৃতি বলিয়া সম্মান পাইবার আশা কিছুতেই কেহ ছাড়িতে পারেন না। সত্যসত্যই মহাজন-পন্থানুসারে কৃষ্ণসুখ-সাধন-চেষ্টা হইতেছে কি না, এ অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি, আমাদের মধ্যে কাহারও নাই। যদি তাহাই থাকিত, তাহা হইলে আমরা আমাদের শুভানুধ্যায়ী সাধু-গুরুর উপদেশ শ্রবণের জন্য ব্যাকুল হইতাম—নিজেদের স্বতন্ত্রতাটী সাধু-গুরুর পাদপদ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক সাধু-গুরুর কৃপাভিলাষী হইতাম। যদি ভগবানের সেবায় প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্রও আসক্তি থাকিত, তাহা হইলে আমরা সাধু-শাস্ত্র-গুরুদেবের শাসনের অপেক্ষা রাখিতাম। জানিতাম, তাঁহারা ত' আমাদেরই সেবা ভগবানের সেবা-পারিপাট্য বিধানের জন্য আমাদিগকে শাসন করিতেছেন, আহা, তাঁহারা কত দয়ালু! যেখানে একমাত্র কৃষ্ণপ্রীতি-বাঞ্ছা বিদ্যমান, সেখানে সাধুগুরুর শাসন-বাক্য শ্রবণে তাঁহাদের প্রতি ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ ও মাৎসর্য্যাদির আদৌ অবকাশ নাই। তবে যেখানে আমাদের কৃষ্ণ ভজন-চেষ্টার নামে অন্তরে বাহিরে কেবল প্রতিষ্ঠা-লোলুপতা বর্ত্তমান, সেখানে সর্ব্বদাই মান-হানির ভয়, সেখানে "তোমার ভক্তি হইতেছে না, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণের পরিবর্ত্তে তোমারই ইন্দ্রিয়-তোষণ হইয়া যাইতেছে", ইত্যাদি সাধু-শাস্ত্র-গুরুদেবের হিতোপদেশগুলি যেন আমাদের কর্ণে শেল সম বাজিয়া উঠে। "কি-ই-ই আমি ভক্ত হ'লাম না? আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম হ'লো না? আমি বৈরাগী নহি?" ইত্যাদি আস্ফালন-বাক্যে ত্রিভুবন প্রকম্পিত করিতে থাকি। তাই "উল্টা বুঝিলি রাম" ন্যায় স্মরণে সাধুরা সে সকল ক্ষেত্রে মৌনাবলম্বনই শ্রেয়ঃ মনে করেন। শাস্ত্র-বিগর্হিত অন্যায় আচরণ করিব, ভগবদ্ভক্তের সুপবিত্র বেশ ধারণ করিয়া ভক্তির নিতান্ত বিরোধী কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ হইব, অথচ 'তুমি খারাপ'—এ কথাটী আমরা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না, ইহাই হইতেছে আমাদের একটী প্রধান দুর্ব্বৈব। প্রতিষ্ঠাশা ছাড়িয়া দিয়া যতদিন না আমরা সাধু শাস্ত্রের শাসন-বাক্য শ্রবণ করিবার ধৈর্য্য অবলম্বন করিতেছি, ততদিন আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকলই বৃথা, ভক্তিচেষ্টা কেবল ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ ষড়্-গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরঘুনাথ গোস্বামিচরণ তাঁহার মনঃশিক্ষাদশকে বলিয়াছেন,—প্রতিষ্ঠাশারূপ দুষ্টা স্বপচরমণী যতক্ষণ আমাদের হৃদয়ে নৃত্য করিতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে হৃদয়ে সাধু কৃষ্ণপ্রেমার স্থান কেমন করিয়া হইতে পারে? প্রভু-প্রেষ্ঠ, প্রভু-সেনাপতি ভক্ত-পাদাশ্রয় ব্যতীত সে স্বপচিনীর সঙ্গ-ত্যাগ আদৌ সম্ভবপর নহে।

"কপটতা হৈলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পুর
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহু যত্নে, আনিবারে প্রেমরত্নে
কপটা রাক্ষসী অতি দূরে॥"

যে সকল কপট ব্যক্তি 'আমি কর্ম্মী, ধার্ম্মিক, বৈরাগী' ইত্যাদি বলিয়া আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করিতে চাহেন, শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া বলিতে থাকেন,—

"নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদ সেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"

—যাঁহার স্বধর্ম্মাশ্রয়রূপ কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশে কৃত হয় নাই, যে স্বধর্ম্ম বিরাগোদ্দেশে কৃত নহে, আবার যে স্বধর্ম্ম-জাত বিরাগ তীর্থপাদ কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে কৃত হয় নাই, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃত—জীবদ্ভব অর্থাৎ কর্ম্ম ধর্ম্ম, বৈরাগ্যাদি যাবতীয় চেষ্টা কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণার্থে অনুষ্ঠিত না হইলে তাহা অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম, কুকর্ম্ম, অধর্ম্ম, ফল্গুবৈরাগ্যাদি ভক্তিবিরোধিনী-চেষ্টা ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

———

আজকাল 'বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম'-বিচার লইয়া সারাটী ভারত-ব্যাপী এক তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে। কিন্তু কোথায়ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণাদি সাত্বতশাস্ত্র-কথিতরূপ এবং কর্ম্ম-বিভাগানুযায়ী বিষ্ণুভক্তি-তাৎপর্য্যমূলক বৈষ্ণবর্ণাশ্রমের কথা আদৌ নাই, আছে কেবল রক্ত-মাংস পুরাণিঘটিত শৌক্র-বিচার-পুষ্ট বিষ্ণুবিরোধি-বিচারমূলে 'আমি ব্রাহ্মণ' 'আমি ক্ষত্রিয়' ইত্যাদি আমিত্ব-পূর্ণ আসুরভাবের তাণ্ডবনৃত্য। শ্রীমদ্ভাগবত এতাদৃশ বিষ্ণু-ভক্তি-বহির্ম্মুখ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কোন প্রতিষ্ঠাই দেন নাই। ভাগবত বলেন,—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥"

অর্থাৎ উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম যদি কৃষ্ণে রতি উৎপন্ন করিতে না পারে, তবে শ্রমমাত্রই তাহার ফল হইয়া থাকে।

মোটকথা, নিজসুখের বাঞ্ছা ছাড়িয়া দিয়া নির্ব্যলীক-ভাবে কেবল ভগবানের সুখ-বাঞ্ছার নামই ভগবদ্ভজন বা ভগবৎসেবা। যেখানে তাদৃশী সেবা নাই, বা অহৈতুকী ভক্তি-চেষ্টা নাই, সেখানে যতই না কেন ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদির আড়ম্বর-পূর্ণ অনুষ্ঠান থাকুক, তাহাকে জড় প্রতিষ্ঠাশারূপা চণ্ডাল-যমীর নিহার-ক্ষেত্র ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইবে না। সুতরাং শুদ্ধভক্তিলাভেচ্ছুগণ বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা—"গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসা"ভি-মানি শুদ্ধভক্তচরণ-কমলাশ্রয়ই একমাত্র মঙ্গলের সেতু বলিয়া জানেন। নশ্বর দেহধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লোকবঞ্চনা—আত্মবঞ্চনা করা যাইবে বটে কিন্তু অন্তর্যামিস্বরূপশক্তি-সম্পন্ন শ্রীভগবান বিষ্ণুকে বঞ্চনা করা ত' যাইবে না। সাধু-শাস্ত্রের কথা যতই না কেন, আমাদের প্রতিষ্ঠার হানিকারক হউক, তাহাই আমাদের একমাত্র মঙ্গলের উপায় বলিয়া জানিতে হইবে।

"সাধব চরণ-রেণু　　ভূষণ করিয়া তনু
যাহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন　　সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ
অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়॥"

আমরা বরাবর আলোচনা করিয়া আসিতেছি এবং শাস্ত্রও ইহাই বলেন যে, মানব সমাজ যতই না কেন আপনা-দিগকে ধার্মিক বা নৈতিক করিয়া গড়িয়া তুলুন, তাঁহাদের সে ধর্ম বা নীতি যদি কেবল ভগবৎপ্রীতিকে উদ্দেশ না করে, তাহা হইলে তাহার মূল্য অন্তকপর্দ্দক বলিয়াও স্বীকার্য্য নহে। ন্যায়ান্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সদসৎ, বিধিনিষেধাদির বিচার যদি ভগবত্তোষণ করে অনুষ্ঠিত হয়, তবেই তাহার সার্থকতা; নতুবা তাহার কি মূল্য আছে? অধুনা ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া মানবসমাজের যে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা দেখা যাই-তেছে, সে সঙ্ঘবদ্ধতা যদি কেবল রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি আধিক জগতের নৈতিক-উন্নতি-সাধন করেই পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা পারমার্থিক জগতের কি স্বার্থ সাধিত হইবে? পারমার্থিক জগতের স্বার্থগতি ত' একমাত্র—বিষ্ণুপাদপদ্মসেবা বা বিষ্ণুভক্তি। সেই ভক্তি এত দুর্ব্বলা নহেন যে, তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য উপায়ান্তরের আবশ্যক হইবে? তিনি ত' নিজেই সম্পূর্ণরূপে অন্য নিরপেক্ষা—স্বাধীনা, বরং তাঁহার সাহায্য ব্যতীত জগতের কোন নীতিই সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। কেবল ভক্তির আশ্রয় লইলে সেই ভক্তিই জীবকে সর্ব্ববিধ অভাব-অসুবিধা হইতে রক্ষা করেন; ভক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য আধিক জগতের কোন অর্থের প্রয়োজন হয় না। ভক্তিদেবী ভগবদ্বশ্যতা; কৃষ্ণানন্দবিধান ব্যতীত তাঁহার কোন ইতর কার্য্য নাই, মায়াদেবী তাঁহা হইতে বহুদূরে সসম্ভ্রমভাবে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া অবস্থান করেন। সেই ভক্তিদেবীকে টানিয়া আনিয়া আধিক জগতের কার্য্যে নিযুক্ত করা—ব্যভিচারে প্রবৃত্ত করার স্পর্দ্ধাকে ভক্তিকৃপা-প্রার্থিগণের পক্ষে নিতান্ত হইয়া ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

যাঁহাদের ইন্দ্রিয়বর্গ কেবল বহির্জগতের বিষয় সমূহকেই বহুমানন করে, তাঁহারা সেই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি বিষ্ণুভক্তকে জানিতে পারেন না; এক অন্ধ অন্য অন্ধ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া যেমন উভয়েই গর্ত্তে পতিত হয়, সেইরূপ অজ্ঞাতিনাম-কর্ম-জ্ঞানাজ্ঞানবদ্ধ এক মানব অন্য তাদৃশ মানবকে পথ দেখাইতে গিয়া ঠিক বিপরীতই ঘটাইয়া ফেলে। কে ভগবান্, কে ভক্ত, ভক্তিই বা কি, তাহা নিজে সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয়ে উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া তবে অন্যকে উপদেশ করিলেই নিজের ও জগতের প্রকৃত মঙ্গল করা হয়।

ভগবৎপাদপদ্মসেবা-রূপ পরমার্থ বা পরম প্রয়োজন লাভের জন্যই গুরুপাদাশ্রয় ও গুরুদেবের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষাদি পরমার্থ-পন্থানুসরণ। সেই পরমার্থকে জাগতিক অর্থোন্নতিকল্পে নিয়োগ-চেষ্টা আদৌ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। ভগবৎপ্রীতি-সম্পাদনই ধর্ম্ম বা ন্যায়, তদ্বিপরীত কার্য্যই অধর্ম্ম বা অন্যায় বলিয়া স্বীকৃত হউক্। জীব ভগ-বানের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধবিশিষ্ট, তিনি ভগবান্ হইতে কোন পৃথক্ তত্ত্ব নহেন—এরূপ বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার যে ভদ্রাভদ্র—সদসৎ—ন্যায়ান্যায় প্রভৃতি বিচার, তাহা সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের ধর্ম্ম বলিয়া পণ্ডিতগণ তাহার আদৌ বহুমানন করেন না। মহাজনগণ বলেন,—

"বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব মনোধর্ম।
এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥"

সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে হইবে, ইহাই বিধি এবং বিষ্ণুকে কোন ক্রমেই বিস্মৃত হইতে হইবে না—ইহাই নিষেধ। শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা এই দুইটী অবলম্বন করিয়া। সুতরাং জগতে যিনি যত বড়ই ধার্ম্মিক বা নৈতিক বলিয়া পরিচিত হউন, তাঁহার সে ধর্ম্ম বা নীতি শুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর না হইলে বিজ্ঞগণই তাহার কোন মূল্যই দিবেন না। আবার জগতের যাবতীয় যেটী ভয়ানক অধর্ম্ম ও নীতি বিগর্হিত কার্য্য, তাহা দ্বারা ভগবদ্ভোষণ হইলে বিজ্ঞগণ তাহাকেই ধর্ম্ম ও সুনীতি বলিয়া প্রশংসা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য বলেন,—

"ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈরভাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি যো ন ভক্তৈঃ কৃতো হরেঃ॥"

অর্থাৎ হে অচ্যুত, আপনার ভক্তগণের অনুষ্ঠিত অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া সিদ্ধ হয় এবং আপনার ভক্তগণের অননুষ্ঠিত ধর্ম্মও পাপ বলিয়া পরিগণিত হয়। সুতরাং ভগবদ্ভক্তির জন্যই যদি ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান হয়, তাহা হইলেই ধর্ম্ম বা নীতির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, নতুবা সকলই নিরর্থক হয়।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য

'অদ্বৈত-তত্ত্ব'

গৌর-মান্য-ঠাকুর ভক্তাবতার ভগবান্ শ্রীঅদ্বৈত—বিষ্ণুতত্ত্ব, যে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু মায়া দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন, যিনি জগৎকর্ত্তা, তাঁহারই অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য। শ্রীহরির সহিত অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম 'অদ্বৈত', কৃষ্ণভক্তি উপদেশ করেন বলিয়া তিনি 'আচার্য্য'। সেই ভক্তি-শিক্ষক জগদাচার্য্যের চরণাশ্রয় ব্যতীত জীবগণের গৌর-কৃষ্ণভক্তি লাভের অন্য কোন উপায় নাই।

সৃষ্টি-রহস্য

কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু 'নিমিত্ত' ও 'উপাদান' এই দুই মূর্ত্তিতে বিশ্বসৃষ্টি কার্য্য করেন। তিনি নিমিত্তাংশে মায়াতে ঈক্ষণ করেন এবং উপাদানে অদ্বৈত-রূপে বিশ্বের সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন।

সাংখ্যের মত

সাংখ্যাচার্য্য কপিল অধিরোহবাদাবলম্বনে প্রকৃতিকে 'কারণ' বলিয়া শক্তিমত্তত্ত্বকে শক্তির অধীন করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন, জড়া প্রকৃতি হইতেই জগতের উদ্ভব—"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতের্হান্, মহতোঽহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি, উভয়মিন্দ্রিয়ং স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণ ইতি।" অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা—প্রকৃতি; (প্রকৃতির সূক্ষ্মাবস্থাই 'প্রধান' বলিয়া কথিত হয়।) সেই প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ মহাভূত এবং পুরুষ—এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব।

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্যের শুদ্ধমত-স্থাপন

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গোবিন্দভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ ২ অঃ ২ পাঃ) অবরোহবিচারমূলে সাংখ্যের এই জড়ের চেতনবত্তার উপর কর্ত্তৃত্বরূপ মতবাদ খণ্ডন করিয়া বস্তুতই সর্ব্বকারণ-কারণত্ব স্থাপনপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—জড় কখনও চেতনের কারণ হইতে পারে না। জড় প্রধান কখনও জগতের উপাদান বা নিমিত্তকারণ নহে। অচেতনবস্তু ইষ্টকাদির পক্ষে স্বাধীনভাবে প্রাসাদ নির্ম্মাণ-কার্য্য কখনও সম্ভবপর হয় না। চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত জড়েরই প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে, বস্তুতঃ জড়ের স্বতঃপ্রবৃত্তি কিছুই নাই। প্রধানই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ বলিলে প্রধানে চেতনের অধিষ্ঠান আছে বলিয়াই প্রধানের ক্রিয়াপ্রবৃত্তি, ইহাই বলিতে হইবে। শ্রীভগবান্ নিজ সৃষ্টি-শক্তি 'প্রধানে' সঞ্চার করেন; অথবা সেই ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াই প্রধানের জগৎসর্জ্জনাদি। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু নিমিত্তরূপে এবং মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত

উপাদানরূপে মায়াতে বিরাজমান থাকিয়া জগৎসৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিলেও মায়াধীনত্বহেতুঃ মায়াধীনত্ব স্বীকার করেন না। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা হইয়াও কখনও মায়াযুক্ত হন না।

অদ্বৈত অবতীর্ণ কেন ?

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সেবা বিকৃতত্ব হইলেও জীবের মঙ্গল-বিধানকার্য্যরূপ সেবাপ্রবৃত্তি দান ব্যতীত তাঁহার অন্য কার্য্য নাই। কেবল সেব্যভাবে স্বীয় লীলাপ্রচারক হইলে লোক কেবলাদ্বৈতবাদী অসংগ্রহোপাসক হইয়া পড়ে বলিয়া তিনি গৌরাবতারে ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যরূপে স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দরের সেবকলীলা প্রকটিত করিয়া জগৎকে ভগবৎ-সেবা-শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। বায়ুপুরাণে আচার্য্যের লক্ষণ এইরূপ বলেন,—

"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"

শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যগ্‌রূপে সংগ্রহ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং সেই শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন বলিয়া আচারবান্ পুরুষ 'আচার্য্য' বলিয়া কীর্ত্তিত। গীতা বলেন,—

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

—শ্রেষ্ঠপুরুষ যাহা আচরণ করেন, শ্রেষ্ঠেতর জন তাহারই অনুসরণ করেন। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহারই অনুবর্ত্তন করে।

শ্রীমদ্ভাগবতও "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" শ্লোকে শ্রীভগবানই স্বয়ং লোকশিক্ষক আচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া লোকে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করেন'—ইহাই বলিয়াছেন।

তাই ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য্য নিখিল ভক্ত বা বৈষ্ণব-জগতের গুরু। জগৎকে ভক্তি উপদেশ করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। বৈষ্ণবগণ তাঁহার আচরণ অনুসরণ করিয়াই স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীবলদেবাভিন্ন জগদ্গুরু নিত্যানন্দে ভক্তিমান্ হন। তাঁহার আদর্শেই অনুপ্রাণিত হইয়া জীব-গণ জাত্যভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত ভগবদ্ভক্তকে সর্ব্বতোভাবে সম্মান করিতে শিক্ষা করেন। ব্রাহ্মণকুল-মুকুটমণি অদ্বৈত তাৎকালিক শান্তিপুর নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-সমাজে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ না পাইয়া যবনকুলোদ্ভূত নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে নিখিলব্রাহ্মণ-পূজ্য বৈষ্ণবজ্ঞানে শ্রাদ্ধপাত্র দান করিয়াছিলেন। সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রেমধর্ম্ম-সংরক্ষক ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত জগজ্জীবকে বিষ্ণু-বৈষ্ণববিমুখ দর্শন করিয়া জলতুলসী দ্বারা ভগবানের পূজা বিধানপূর্ব্বক হুঙ্কার করিয়া ভগবানকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ভক্তি-মাহাত্ম্য প্রচারচ্ছলে তিনি দেখাইলেন,—

"তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥"

অর্থাৎ ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া নিজেকে ভক্তের কাছে বিকাইয়া দেন—ভক্তাধীন হইয়া পড়েন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের দ্বারাই মহাপ্রভু ভক্তভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করেন। পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দরের এক অঙ্গ নিত্যানন্দ আর এক অঙ্গ শ্রীঅদ্বৈত। উভয়েই বিকৃতত্ব হইলেও মহাপ্রভুর দাস্যাভিমানেই তাঁহারা পরমোল্লাসিত—

"এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥
চৈতন্য গোসাঞিকে আচার্য্য করে 'প্রভু' জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান॥
সেই অভিমান-সুখে আপনা পাসরে।
'কৃষ্ণদাস হও'—জীবে উপদেশ করে॥
কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু।
কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥
মুক্তি সে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ।
দাস-ভাব-সম নহে অষ্টম আনন্দ॥".

কৃষ্ণদাস্য

কৃষ্ণপ্রেমের এমনই এক অদ্ভুত স্বভাব যে, ভক্ত সব ব্যক্তিকেও লঘু করায়। শ্রীভগবদ্বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী, বিষ্ণুপার্ষদবর্গ, ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসন, নারদ-শুকাদি, নারদাবতার শ্রীব্যাস—সকলেই ভগদ্দাস্য কামনা করেন। বৎসলরসরসিক নন্দযশোদার বাৎসল্যরসে সখ্য-রসরসিক শ্রীদামাদি গোপালের সখ্যরসে, মধুর রসে এমন কি, মহাভাব-স্বরূপিনী সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাণীরও কান্তরসে কৃষ্ণদাস্য অবস্থিত। মহিষীগণেরও কৃষ্ণদাস্য, স্বয়ং প্রকাশ বলদেব নিত্যানন্দেরও কৃষ্ণদাস্য, শেষরূপী অনন্তের দশবেহেও কৃষ্ণদাস্য, সদাশিবেরও কৃষ্ণদাস্য—সকলেই কৃষ্ণদাস্যের

কারণ, সকলেই ভক্তাবতার কৃষ্ণদাস-দাস্যের জন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ।

"কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ॥"

অদ্বৈত—'চৈতন্য-দাস'

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগদীশ্বর হইয়াও তাঁহার সেবক-ভক্তকে তাঁহা অপেক্ষাও বড় করিয়া মানেন। ভক্তও ভগবান্ ছাড়া আর কাহাকেও বড় বলিয়া মানেন না। তাই ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত গাহিতেন—

"চৈতন্যের দাস মুঞি, চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁর দাসের দাস॥
এত বলি' নাচে, গায়, হুঙ্কার গম্ভীর।"

শ্রীঅদ্বৈত 'চৈতন্যের দাস' বলিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন, আর জগজ্জীবকেও সেই নৃত্যে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

অদ্বৈত—'মঙ্গল'

জগতের মঙ্গলবিধান করেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের একটী নাম মঙ্গল, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"জগৎ-মঙ্গল অদ্বৈত মঙ্গল গুণধাম।
মঙ্গলচরিত্র সদা 'মঙ্গল' তাঁর নাম॥"

অদ্বৈত—'কমলাক্ষ'

তাঁহার অন্য নাম 'কমলাক্ষ', যথা—

কমলনয়নের তিঁহো ধাতে 'অক্ষ', 'অংশ'।
'কমলাক্ষ' বলি' ধরে নাম অবতংস॥

গুরু-পাদাশ্রয়-লীলা

সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভু জগজ্জীবকে গুরুবরণ শিক্ষা-প্রদানের জন্য স্বয়ং সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া গুরুপাদাশ্রয়-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের অষ্টম গুরু। শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার শিষ্য। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিবর্ত্তাবলী ও গোপালগুরুগোস্বামীর গ্রন্থে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীমাধবেন্দ্র-শিষ্যত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

'অদ্বৈত'-গ্রহণ-লীলা

শ্রীঅদ্বৈতের বাসভবন নদীয়া জেলার অন্তর্গত হইলেও তিনি মহাপ্রভুর নদীয়া-বিহার-কালে শ্রীবাসমন্দিরপুর যোগপীঠের অনতিদূরেই টোলবাড়ী করিয়া বাস করিতেন। সেই টোলে শ্রীঅদ্বৈত কেবল 'ভক্তি' ব্যাখ্যা করিতেন। এক-সময়ে তিনি তর্ক করিয়া যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে কোন স্থলে ভক্তি অপেক্ষা মুক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে দণ্ডপ্রদান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতকে খুব মর্য্যাদা করিতেন, অদ্বৈতের তাহা মনঃপূত না হওয়ায় তিনি ঐরূপ ভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছিলেন।

আচার্য্যের পুত্রগণের পরিচয়

শ্রীঅদ্বৈতের অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ—এই ছয় পুত্রের মধ্যে প্রথম তিনজনই গৌরাঙ্গে নিষ্ঠুক ছিলেন, শেষোক্ত তিনজন গৌরবিমুখ স্মার্ত্ত বা মায়াবাদী, সুতরাং অবৈষ্ণব ছিলেন। চতুর্থ পুত্র বলরামের তিন স্ত্রীর গর্ভে নয়টী পুত্র হয়। তন্মধ্যে প্রথম পক্ষীয় কনিষ্ঠ সন্তান মধুসূদন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য নাম লইয়া স্মার্ত্তধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তৎপর রাধারমণ গোস্বামী ভট্টাচার্য্যও 'গোস্বামী' শব্দের অবমাননা করেন এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অনুগত্যে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর কুশপুত্তলিকা দগ্ধ করিয়া প্রেত বা রাক্ষস শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক হরিভক্তিবিলাসাদি বৈষ্ণব-স্মৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধের চূড়ান্ত করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অদ্বৈতগণ-বর্ণন-প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

আচার্য্যের যেই মত, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে সেই ত অসার॥
অসারের নামে ইহা নাহি প্রয়োজন।
কেন জানিবারে করি একত্র গণন॥
ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা সহিতে।
পশ্চাতে পাতনা উড়াঞা সংসার করিতে॥

অর্থাৎ অদ্বৈতানুগতজন সারগ্রাহী ও অসারগ্রাহিভেদে দুই প্রকার। সারগ্রাহিগণকে ধান্যের সহিত এবং অসার-গ্রাহিগণকে পাতনা অর্থাৎ শস্যশূন্য ধান্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যাঁহারা সারগ্রাহী অচ্যুতদেবানন্দী অচ্যুতা-নন্দানুগত্য করেন, তাঁহারাই 'মহাভাগবত'—তাঁহারাই চৈতন্যকৃপাভাজন।

"যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত॥
সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ॥"

শ্রীঅচ্যুতানন্দেরই যথার্থ অদ্বৈতানুগত্য

শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত—অচ্যুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা, সুতরাং অচ্যুতসেবাই যথার্থ অদ্বৈতানুগত্য। অদ্বৈত-সন্তান বা 'অদ্বৈত-শিষ্য' পরিচয়ে পরিচিত, অথচ অদ্বৈতের মতবিরুদ্ধ ভক্তিবিরোধি-মার্তমতে আগ্রহবিশিষ্ট ব্যক্তি অদ্বৈতবিরোধী, সুতরাং কৃষ্ণ-কার্য্যবিরোধী পাষণ্ড নাস্তিক। ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত ওদনাবার প্রভাব-নির্ম্মুক্ত শুদ্ধ-সত্ত্ব-জীব-হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া জীবকে কৃষ্ণ-সেবানন্দে উন্মত্ত করান। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-প্রচারের প্রধান সহায় শ্রীঅদ্বৈতকে যাঁহারা জীববুদ্ধি করিয়া হীনজ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে মহাপ্রভু কমলাকান্ত বিশ্বাসের দৃষ্টান্তদ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন যে, আচার্য্যকে ঈশ্বর বলা কিছু অন্যায় হয় নাই, কিন্তু সেই ঈশ্বরকে সামান্য অভাবগ্রস্ত জীবজ্ঞানে দরিদ্রবুদ্ধি করিয়া বিদেশীয় বিধর্ম্মী রাজার নিকট অর্থ-ভিক্ষা:—মায়াবাদ বা বাউলমত। আবার আচার্য্য ঈশ্বর হইলেও তাঁহার জগৎ-শিক্ষকতারূপ মানবলীলাই প্রসিদ্ধ বলিয়া তিনি মহাপ্রভুর লীলাবৈশিষ্ট্য খণ্ডন করার পক্ষপাতী নহেন। আর হরিনামোপদেশের বিনিময়ে অর্থগ্রহণ-কার্য্যে নামোপদেষ্টা আচার্য্যের লোকলজ্জা ও ধর্ম্মহানি হয়। সুতরাং একমুখে তাঁহাকে অপ্রাকৃত নারায়ণ বলিয়া আবার সেই মুখেই প্রাকৃত অর্থভিক্ষু বলা সম্পূর্ণ তত্ত্ববিরুদ্ধ।

শ্রীঅদ্বৈতের আচরিত এবং প্রচারিত চৈতন্যমাত্র-অনুশীলনই আমাদের যথার্থ অদ্বৈতানুগত্য। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য-লীলার ভক্তিবিরোধি কেবলাদ্বৈতবাদ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ, আসুর বর্ণাশ্রমবাদ প্রভৃতি যাবতীয় অসত্যবাদ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া যে কৃষ্ণকার্য্যের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ বা অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞানাদি ভক্তি-প্রতিকূলচেষ্টারহিত শুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলনময় ভক্তিসিদ্ধান্ত বাদ সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার সেই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর একান্ত আনুগত্যই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকৃত সন্ধান দিয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্ব হইতেই সমগ্র বাক্ত ও অব্যক্তভাব এবং স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধি প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ—পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি, গোবিন্দ ও সর্ব্বকারণকারণ।

কৃষ্ণ কাহারও অন্তর্গত, বশীভূত বস্তু নহেন। তাঁহারই বশীভূত—প্রকৃতি, কাল, কর্ম্ম ও যোগ। তিনি নিত্য অজ্ঞানাস্পৃষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। তিনি অপভঙ্গুর নহেন। কোন অজ্ঞানই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি পূর্ণজ্ঞানময় ও নিত্যানন্দের সহিত অসংপৃক্ত। দুঃখাদি তাঁহার নিকট হইতে পারে না।

কৃষ্ণ—পুরুষোত্তম। তিনি প্রাপঞ্চিক ধারণায় গুণ-সাম্যাবস্থ অব্যক্তপ্রকৃতি মাত্র নহেন। তিনি নির্ব্বিশিষ্ট না হইয়া বিগ্রহবিশিষ্ট; জড়ের ত্রিগুণ বা জীবের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানোত্থ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণ-চালিত স্থূলসূক্ষ্মপরিচ্ছিন্ন বস্তুবিশেষ নহেন। অখণ্ডকাল তাঁহা হইতে সৃষ্ট, তাঁহাতেই অবস্থিত, তাঁহাতেই অখণ্ডের প্রতিকূল খণ্ডভাব প্রদর্শন করিয়া খণ্ডকালাতীত বস্তু। তিনি ভূতাকাশ ও পরব্যোমের সৃষ্টির ও প্রাকট্যের পূর্ব্বে আদি জনক পুরুষ।

সৃষ্টকার্য্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে যে কারণ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অন্তর্গত হয়, সেই কারণরূপ কার্য্যের প্রাগ্‌ভাবের যে কারণ নির্ণীত হয়, তাহা কার্য্য-জ্ঞানে পুনরায় কারণের অনুসন্ধান হইতে পারে। এই ধারা পুনঃপুনঃ অনুসন্ধান করিয়া যেখানে কার্য্যকারণবাদ সমাপ্তি লাভ করিবে, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ। ইতিহাসও তাঁহাকে দেশকালপাত্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু তিনি অজিত। তিনি প্রপাঞ্চের অন্তর্গত বস্তুবিশেষ হইলে এবং পূর্ণবস্তু না হইলে তাঁহাকে 'পরতত্ত্ব' বলিবার পরিবর্ত্তে ইতরতত্ত্ব বলা যাইত। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত কৃষ্ণমাত্র নহেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের 'নাম-নামী অভিন্ন'-বিচারের উদ্দিষ্টবস্তু। কৃষ্ণ—পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্তধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু। কৃষ্ণ—চিন্তামণি, তাঁহার নামও সর্ব্বকামদুঘ। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাময় ভাবসমূহ হইতে যাঁহার ভাব, সেই বস্তুসমূহ পৃথক্ নহেন; এজন্যই তিনি অধোক্ষজ।

তিনি—অজ ও শাশ্বত। দ্বাপরান্তে যে তাঁহার আবির্ভাবের কথা বর্ণিত আছে, তাহা তাঁহার প্রপঞ্চে প্রাকট্য মাত্র। তৎকালে পৃথিবীতে অপ্রাকৃততত্ত্বের প্রকাশযোগ্য অনুভূতি অবতরণ করিয়াছিল বলিয়া নিত্যকাল অন্যের কাণাধীনত্বে জন্ম স্বীকার করিতে হইবে না। তাঁহার জন্ম ও বিক্রমসমূহ নিত্যকাল পরব্যোমভূমিকায় অবস্থিত। সেই চিন্ময়-আধার বা পরব্যোম অচিৎপ্রপঞ্চের স্থূলসূক্ষ্ম-আধারের অন্তর্ভূমি ও বাহ্যভূমি—বহিরঙ্গের মধ্যে অন্তর্যাত ও পরিস্ফুট। পরিস্ফুটাবস্থায় তাঁহার অনন্ত বৈচিত্র্য অব্যক্তাবস্থায় তাঁহার অতাধিক সূক্ষ্মতা। তিনি অতি দূরে ও নিতান্ত অন্তিকে এবং সকল ভূতাতীতভাবে অবস্থিত। তিনি প্রকাশিত হইবার কেবলযোগ্যতা লইয়া সুপ্ত, নিষ্ক্রিয় ও অসাধিচিত থাকেন না। তাঁহার যখন ইচ্ছা হয়, তখনই জ্ঞানপ্রকাশিত হন যাহার প্রতি তাঁহার দয়া হয়, তাঁহাতে।

কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি বর্ত্তমান। এই সকল শক্তির পূর্ণতা তাঁহাতেই আছে এবং অন্যত্র পূর্ণতা থাকিলেও তাদৃশ ধারণাকারীর পূর্ণতা-ধারণা অপূর্ণ হওয়ায় তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার সহিত তদিতর বস্তুর বিজ্ঞতা সমান নহে বলিয়া তিনি অসমোর্দ্ধ। তিনি পুরুষোত্তম হইয়া অবস্থিত বলিয়া অসত্ত ও বস্তু-ভাবদ্বয় তাঁহার দুইপার্শ্বে অবস্থিত। খণ্ডিতজ্ঞানে যে পক্ষাবলম্বনে মানবের নৈতিকধর্ম্ম পুষ্টি করে, তিনি তদ্মাত্রে অবস্থিত নহেন। তাঁহার অধিষ্ঠান দ্বারাই তদ্মাত্রতাকে ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া ভাবের উদয় করাইয়াছে। মানবের ধারণায় যে বিদ্যাজ্ঞানলাভ ঘটে, তাহার সর্ব্বোচ্চ আরাধ্য-বিচারে তিনিই অবস্থিত। আরাধ্যবস্তু বিভিন্ন প্রকাশসমূহের মধ্যে কৃষ্ণতত্ত্বকে কেহই প্রকাশমাত্র জ্ঞান করেন না, যেহেতু তাঁহা হইতে সকল প্রকাশ উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

কৃষ্ণ—স্বয়ং কান্ত ও ঐকান্তিকগণের কান্ত। কৃষ্ণ—বাল, বাল্যগোপাল এবং বাবতীয় পিতৃ-মাতৃকুলে একমাত্র উপাস্য বালক। কৃষ্ণ—জগদ্বন্ধু, তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব না করিলে জীব নশ্বরপুরীতে অধিপণকে 'মিত্র' বলিয়া গ্রহণ করায় বিপৎসঙ্কুল হয়। কৃষ্ণেতর বস্তুতে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করিতে গেলে কিছুদিন পরে সেবক স্বীয় ক্ষণভঙ্গুর সেবা-ধর্ম্ম পরিহার করিয়া সেব্য হইয়া পড়ে। তখন তাহার ভুক্তি-মুক্তির পরিবর্ত্তে দুর্ব্বিপাক-বশতঃ সেব্যাভিমান হওয়ায় ভক্তি আসিয়া তাহাকে পশু, উদ্ভিদ্ ও প্রস্তরধর্ম্মের আসামী করিয়া তোলে। কৃষ্ণের লীলায়, নীতিকথায়, বিচারকথায় বাধা দিতে গেলে তাঁহার পরিমিতিকার্য্যে দশ অঙ্গুলি কম পড়িয়া যায়।

কৃষ্ণ—সনাতনময়। মায়িকবিচারে মরুট্-প্রত্যয়-দ্বারা জীবজ্ঞানে প্রচুর বলিয়া গৃহীত হন, আবার বৈকুণ্ঠজ্ঞানে সর্ব্বব্যাপকতা ও তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। ভাগ্যহীন জনগণ তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ মানবনীতির দ্বারা মাপিতে গিয়া পাপবদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহারা পরিচ্ছেদ প্রভৃতি সীমা-দ্বারা মাপিতে গিয়া পাত্রান্তরিত করিয়া বসে। তাহাদের অন্তীয় ভোগময়ী অভিজ্ঞতায় ভোগ্যবস্তুরূপে কৃষ্ণকে কল্পনা পূর্ব্বক মায়িকবস্তুবিশেষরূপ অবজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত করায় তাহাদের সেবা-প্রবৃত্তি ভোগে পরিণত হয়। কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিমত্তা বিচার করিয়া, যাহার যেরূপ বিমুখকল্পনা, তদ্রূপ তাঁহাকে মনগড়া পুতুল করিতে চায়। কোন সময় বা তাঁহার নির্ব্বিশিষ্ট নামক মানববারণার কারখানায় গড়া 'পুতুল' করিতে চায়। এই প্রকার কল্পনা সেবা-বিমুখতা হইতে জাগতিকতায় পরিণত করে বলিয়া বস্তুস্বরূপে জীববারণায় ব্রহ্ম ও পরমাত্মা-শব্দ দ্বারা কৃষ্ণজ্ঞান হইতে পার্থক্য কল্পনা করায়। কার্য্য বা ভাগবতের সেবা না করিলে কৃষ্ণানুশীলনে কাহারও অধিকার হয় না। সুতরাং অধিকার না পাইলে কৃষ্ণজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই, কৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভের সম্ভাবনা নাই অথবা কৃষ্ণশক্তির বিক্রমসমূহ শ্রবণ করিবার অধিকার নাই। সুতরাং অনধিকারিগণ কর্ম্মফল-বাধ্য হইয়া বিভিন্ন প্রতীতিযুক্ত জড়াবৃত স্থূলসূক্ষ্ম পরিচয়ে বহুকালের আনিদন করেন।

বদ্ধজীবের নিত্যসত্তা, নিত্য-স্থিতি প্রভৃতি আবারলাভের সম্ভাবনা নাই। তিনি সর্ব্বদা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া চতুর্দ্দশভুবন ভ্রমণ করিবার জন্য প্রাণিবিশেষ হইয়া পড়েন। ভোগ আসিয়া তাঁহাকে 'ভোগী' বা ভোগ ছাড়াইয়া 'ত্যাগী' করায়। তালবন্ধের বিচারে একদিক হইতে অপরদিকে তাড়িত হন, পুনঃ পুনঃ তাড়নায় তাঁহার মঙ্গলের উদয় হয়। এই সত্যানুভূতি তাঁহাকে ভজনরাজ্যে প্রবেশ করায়। তজ্জন্য গীতা বলেন,—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥"

শ্রীধাম-বিচার

শ্রীনবদ্বীপ নগর বহুদিন হইতে বঙ্গের পূর্ব্বগৌড়ের রাজধানীরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। শ্রীনবদ্বীপ পাণিনি-কথিত গৌড়পুরের প্রাচীন স্মৃতির ধারায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত নগর। দশশতবর্ষ পূর্ব্বে পালবংশীয় নরপতিগণ সুবর্ণ-বিহারে রাজধানী স্থাপন করেন। সুরবংশীয়গণ গুরুডাঙ্গা বা সহড়াঙ্গায় রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। সেনবংশীয় রাজগণ সেনডাঙ্গায় বাস করেন। তাঁহাদেরই বংশধরগণ মায়াপুরে যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাই অদ্যাপি বল্লালের ঢিবি বা প্রাসাদ-ভগ্নাবশেষরূপে বর্ত্তমান। এই বঙ্গের দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের অশীতিবর্ষ কালে বঙ্গের রাজধানীর গৌরবসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল।

ভাগীরথী-তীরে বহুদিন হইতে শিক্ষাকেন্দ্ররূপা ঋষি-নীতির অভ্যুদয় লক্ষিত হয়। সেনবংশীয় রাজগণের সভায় সেই বিদ্যাপ্রতিভার চরম উন্নতি হইয়াছিল। সেই সভায় কবিবর শ্রীজয়দেব 'গীতগোবিন্দ' নামক অষ্টপদী গীতিকাব্য রচনা করিয়া সেনবংশীয়গণের অভ্যুদয়-কালে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতিভালোক বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, সেনবংশীয় রাজগণের বিষ্ণুভক্তির প্রাবল্য ছিল না, কিন্তু শ্রীগীতগোবিন্দ-লেখকের তাৎকালিক অবস্থা হইতে জানা যায় যে, সেনবংশীয় নৃপতিগণ শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমের পরমোৎকর্ষ আস্বাদনে নিরত ছিলেন। কাহারও মতে, ঋষি-নীতির চরমোৎকর্ষই বিষ্ণুভক্তি এবং বিষ্ণুভক্তির চরমোৎকর্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা-সাহিত্য—শাক্তের মত-বাদের অন্তরায়।

গৌড়পুরের ব্রহ্মশোভা রাজশ্রীর দ্বারা পুনঃসম্বর্দ্ধিত হইয়া যে বিষ্ণুভক্তির প্রবল উৎস গীতগোবিন্দে স্থানলাভ করিয়াছে, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যার প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের উপাসনা-প্রণালী স্মৃতি-নীতির উপর সম্বর্দ্ধিত, কিন্তু অপরে পড়িয়া উহা বৌদ্ধ-মহাযান-সম্প্রদায়ের প্রাকৃত-সাহজিকতায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। কেহ কেহ ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া মনে করেন যে, বৌদ্ধগণের অযথোচীন বিচারানুসারে প্রাকৃতসহজিয়া-মতই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥"

গৌড়দেশের ঐতিহ্য-পাঠক সকলেই জানেন যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি মহাপুরুষ বৈষ্ণবগণের পশ্চাদ্বর্ত্তিগণের মধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি শুদ্ধভক্তগণের স্মৃতি বর্ত্তমান। সেই স্মৃতিসমূহের পূর্ব্বে বাংলা-ভাষার পরিচয় জানিতে চাহিলে সুললিত শ্রীগোবিন্দ কাব্যকেই আকরস্থানীয় জানা যায়। সেই অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থই শ্রীমদ্ভাগবতের পরিশিষ্ট বিচারে প্রচুর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। শ্রীযমুনানুসন্ধিনী-বিরোধি সম্প্রদায় শ্রীরাধা-তত্ত্বকে কালাধীন করিতে গিয়া গুরু-পরিশিষ্টবর্গের অবহেলা করিয়া থাকেন। নিত্যগ্রামের বা মুঞ্জেরপত্তনের ক্ষেত্রোৎপন্ন শ্রীনিম্বার্কের সর্ব্বাগ্রে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনায় দীক্ষিত ছিলেন বলিয়া যে ঘুষা উঠিয়াছিল, উহা অকিঞ্চিৎকর ভিত্তিতে অবস্থিত।

প্রাকৃত সহজিয়া-কুল যেভাবে প্রাকৃত জগৎ হইতে অধিরোহপথে গমন করিয়া সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিবার প্রয়াস করে, সেইরূপ প্রয়াসের কোন উপযোগিতা আমরা অপ্রাকৃত মধুর-রতিতে লক্ষ্য করি না। যাহারা হরি-বিমুখ, তাহাদের গত্যন্তর না থাকায় সকল বিষয়ই প্রকৃতির অঙ্কে লালিত, পালিত ও সম্বর্দ্ধিত বলিয়া মনে করে। কিন্তু শব্দশক্তিতে বিষয়বৃত্তিবৃত্তি বর্ত্তমান থাকায় অন্তরবৃত্তিবৃত্তি দুর্ব্বল-হৃদয়ে শব্দ দ্বারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তর্পণের দিকে চালিত করায়, তজ্জন্যই সকলে দুঃসঙ্গ-পরিত্যক্ত ত্যক্ত-গৃহমেধযজ্ঞ কৃষ্ণদেবনোন্মুখের অনুসরণ করিতে গিয়া কেহ কেহ তাঁহার অনুকরণ করিয়া বসে, তাহার ফলেই নবরসিক-সম্প্রদায়ের চিন্ময়রসের বিকৃত তাণ্ডবনৃত্য।

নিত্যগ্রাম বা মুঞ্জেরপত্তনের অধিবাসী নিম্বানন্দ—গৌর-সুন্দরের গৌণ পরিদর্শক মাত্র। বহু অনুসন্ধানেও মুঞ্জের-পত্তন বা নিম্বগ্রামের সন্ধান পাওয়া যায় না। কেবল কিম্বদন্তী এই যে, উহা দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। যদি কেহ প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অধিনস্থাধিত সুন্দর ভট্টাদির সম্বন্ধে প্রকৃত প্রস্তাবে আলোচনা করাই সঙ্গত। ভাস্কর-ভাষ্য প্রভৃতি বৈতাদ্বৈত-বিচারপূর্ণ গ্রন্থ কোন্ সময় রচিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান

হওয়ার আবশ্যক। কেনই বা হরিব্যাস ও কেশব ভট্টাদি গৌড়ীয়ের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি পাঠ করিয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহার মূলানুসন্ধানে বিরত হওয়া গৌড়ীয়গণের কর্ত্তব্য নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের পশ্চাদ্-ভূতরূপে শ্রীঠাকুর বিল্বমঙ্গল, শ্রীল জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি গণিত হন। তাঁহারা কি সকলেই অন্ধ-মোষমতাবলম্বী প্রাকৃত সহজিয়া? প্রাকৃত সহজিয়াগণ বলেন,—তাঁহারা তাহাই, যেহেতু নবরসিক-সম্প্রদায় তাঁহা-দেরই মত পোষণকরেন। কিন্তু গৌড়ীয়গণের আরাধ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণাভিন্নতনু শ্রীগৌরসুন্দর অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-লীলার যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত ও গীত-গোবিন্দের পূর্ণতম বিকাশ। তাহার অনুকরণে পুষ্টিমার্গের পুষ্টি ও নিম্বার্কের "দশশ্লোকী" প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে।

গৌড়বঙ্গীয়গণের রাজকবি শ্রীজয়দেব কবিরাজ বঙ্গ-দেশীয় বহু কবিরাজগণের আকর-স্থানীয়। গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা-বর্ম্মে প্রতিরক্ষিত হইয়া যে সকল রাধাগোবিন্দ-উপাসক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সহিত বিরোধ ও প্রীতি সংস্থাপন করিতেছেন, শত্রু-মিত্রভাবে তাঁহাদের উপযোগিতা আমরা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না।

সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, উপনিষদে, ব্রাহ্মণে এবং নানাস্থানে সম্প্রদায়ভুক্তরূপে মনীষি-গণের চিত্ত ন্যূনাধিক আকর্ষণ করিয়াছে। কেবল যে ভারতীয় ধর্ম্ম-বিকাশে এই চিন্তা-স্রোতের স্থান লক্ষিত হয়, এরূপ নহে। নরসমের ধর্ম্ম প্রচারকের চিত্তবৃত্তিতেও ভগবৎ-সেবায় কিংপরিমাণ দেশকালপাত্রোচিত ভাবের কথা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে যে অনুনীতিপ্রাধান্য-মূলে চিন্নীতির গর্হণ দেখা যায়, তাহা পরবর্ত্তিকালে বিচার-ভ্রান্তি-মূলে উদ্ভূত। অপ্রাকৃত শ্রীরাধাগোবিন্দলীলার অনুনীতি-ভ্রম ধর্ম্মজগতের বৈষ্ণব-বিচার-ধারায় যে গর্হণ দেখা যায়, তাহার মূল্য কত, সুধীগণ তাহা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন। প্রাকৃত সহজধর্ম্ম অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মের কিরূপ বৈরিতা-সাধন করিয়াছে, তাহার আলোচনা করিলেই জানা যায় যে, বস্তুর ভোগময়-দর্শন ও বাস্তব-বস্তুর নিত্যসেবোন্মুখ-দর্শনে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান।

প্রাকৃত সাহজিকগণ তাঁহাদের পূর্ব্বে গুরুদিগের দুর্নীতি-পূর্ণ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া অপ্রাকৃত সহজতত্ত্বে সাধারণের অধিকার বঞ্চিত করিয়াছেন। সাধারণ জনগণ দুইভাগে সৃষ্ট হইয়া আধ্যক্ষিক ও অধোক্ষজবিচারমূলে পরস্পর পার্থক্য স্থাপন করেন। এই ভেদবাদ যেস্থলে অস্বীকৃত হইয়াছে, তথায়ই প্রাকৃত-সহজিয়া দুর্নীতি পোষণ করিবার পরম সুযোগ পাইয়াছেন। অপরদল "সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মে কলঙ্ক আছে" বিচার করিয়া আত্মরক্ষিত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রাকৃত সাহজিকগণকে বিষ্ণুভক্তির অধস্তন জানিয়া সত্তাবিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন।

প্রাচীন গৌড়পুর শ্রীনবদ্বীপ-নগর ভাগীরথীর কূলে বিস্তৃত হইয়া অনেক গ্রাম-নগরাদির আবাহন করিয়াছে। কালপ্রভাবে রাজশ্রী ক্ষুণ্ণ হইলেও শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে বিদ্যার প্রবল স্রোত বিলুপ্ত হয় নাই। নানাদিগ্‌দেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ ও অধ্যাপকগণ আসিয়া প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়া-পুরের শোভা সংবর্দ্ধন করিতে সঙ্কোচবোধ করেন নাই। গৌড়পুর-নবদ্বীপ নদীমাতৃক-দেশ বলিয়া পরিণামশীল ভূমিকার অকিঞ্চিৎকরতা-প্রতিপাদনে কোনদিনই বিমুখ হয় নাই। সুতরাং বিদ্যার্থী অধিবাসিগণ স্রোতস্বতী জননীর বিভিন্ন ক্রোড়ে কালে কালে পালিত হইয়াছেন ও হইতেছেন।

বিংশ শতাব্দী ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়ীয় বিদ্যা-কেন্দ্র ও তীর্থবাসী ব্যক্তিগণের স্থান দিবার জন্য কোলদ্বীপে সহর নবদ্বীপ বসিয়াছে। অপরাবিদ্যার অনুশীলনে মুগ্ধ হইয়া চিরদিনই দেশবিদেশ হইতে বিদ্যার্থি-গণ আসিয়া গৌড়পুরের ক্ষীণালোক প্রদীপের স্নেহ প্রদান করিয়া আসিতেছেন। একদিন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বিষ্ণুভক্তির কথায় শ্রীনবদ্বীপের আলোক বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহাতেই শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক ও শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতি যতিরাজগণ বিষ্ণুভক্তি-লাভেচ্ছায় নবদ্বীপ নগরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। যে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদিগকে শ্রীগৌড়পুর শ্রীমায়াপুরে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই তাৎকালিক অপ্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে লোকাতীত বৈকুণ্ঠবাণী কীর্ত্তন করেন, তাহাও কাল-প্রভাবে অপরাবিদ্যা-নিপুণ তর্কবিরোধিগণের আস্ফালনে ন্যূনাধিক বিলুপ্ত হইয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের অলৌকিক

ন্যায়পাত্রাধিকার বৈদিক বেদান্তমূলে প্রতিষ্ঠিত ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্ত্তনে নব্যন্যায়ের চাকচক্য ক্ষীণপ্রভ হইয়া পরমার্থ-রাজ্যের দিকে যাইতেছিল। আবার তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়-তনয়ের হস্তে পারমার্থিক ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রাকৃত সাহজিক ধর্ম্মে পরবর্ত্তিকালে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীমধ্বমতের অবতরণসূত্রে রাঘবেন্দ্র স্বামী রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ভক্তিবিরোধিনী চেষ্টার সহায়তা করিয়াছিলেন।

শ্রীনবদ্বীপ নগর ও নগরবাসিগণের বুদ্ধি কালেকালে বিকারযুক্ত হইয়া অপরা বিদ্যার মহিমা পরাবিদ্যাকে আচ্ছাদিত করিবার প্রয়াস করে, কিন্তু পরাবিদ্যার আদিপথিক শ্রীরাধাগোবিন্দোপাসক গৌড়ীয় সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথমপুরুষরূপে শ্রীমায়াপুরে শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সেই শোভাবর্দ্ধনকারীর বিদ্যাপীঠে আচার্য্য-মন্দিরে অপরাবিদ্যার উত্তরস্তরে অবস্থিত পরবিদ্যাপীঠ পুনঃ সংস্থাপিত হইয়াছে। উহা পৃথূদকতীরে ব্রহ্মার যজ্ঞস্থলী অন্তর্দ্বীপে অবস্থিত। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এই গৌরাবির্ভাব স্থানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রীমায়াপুর অন্তর্দ্বীপ কখনই কোলদ্বীপ বা যোগদ্যম দ্বীপের অংশবিশেষে পরিণত হইতে পারে না। ইহা সেনবংশীয় রাজপ্রাসাদের সন্নিহিত প্রদেশে অবস্থিত।

প্রৌঢ়মায়া ভাগীরথীর অপরকূলে বাস করিয়া হরিবিমুখ দেবানন্দাদি পণ্ডিতের দ্বারা পরমার্থবিচারের প্রতিকূল আচরণ করিয়া শেষে অপরাধ-ক্ষমাপণের লীলা প্রকটিত করিয়াছেন। প্রৌঢ়মায়া দ্বারাহত হইয়া প্রৌঢ়-শব্দের পরিবর্ত্তে 'পোড়া' বা 'বিদগ্ধ' শব্দে অভিহিত হইতেছেন। তাঁহারই মায়াজাল বিদূরিত হইয়া লোকনেত্র আবৃত করিবার জন্য কতটিকা পল্লীতে 'মিঞাপুর' স্থাপিত হইয়াছে। 'মিঞা' শব্দটী যাবনিক-ভাষায় অন্তর্গত বিলাসপর সামাজিকগণের উপাধি। তথায় অদ্বয়জ্ঞানের মহাযবনিক অনুষ্ঠান প্রাকৃত সাহজিকগণের আনন্দবর্দ্ধন করিবে—এই বিচারই কলিজনোচিত।

একায়নশ্রুতি ও তদ্বিধান

ছান্দোগ্যোপনিষদে একায়ন-শ্রুতির কথা উল্লিখিত আছে, কিন্তু নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কোবিদবর অদ্যাবধি একায়নশ্রুতির কোন সন্ধানই পান নাই, অথচ তিনি ছান্দোগ্য পাঠ করিয়াছেন। শূন্যবাদাশ্রিত প্রকৃতিবাদী বা প্রপঞ্চ মায়াবাদী "পরিব্রজেৎ"র লেখক মহাশয় কেবলাদ্বৈতবাদকেই শুনে। প্রতিষ্ঠিত করিবার দুরভিসন্ধিমূলে একায়নশ্রুতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন।

একায়নশ্রুতি 'সূত্রায়ন' ও 'বহ্বয়ন'-শ্রুতি হইতে বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। কেবলাদ্বৈতবাদী আপনাদিগকে একায়নশ্রুতি-বিধানে বিহিত করিতে বিমুখ। কর্ম্মকাণ্ডপর জৈমিনীয় গ্রন্থে তৎপর, একায়নশ্রুতি-বিহিত ভক্তাঙ্গ পালনে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা নাই বলিয়া তিনি স্বকপোলকল্পিত আত্মিক জ্ঞানলাভের প্রয়াসকে 'মায়ায়' বলিয়া বরণ করেন। অন্যাভিলাষ হইতে মুক্ত হইবার বাসনা করিলেও তিনি মুক্তাভিমান-মুক্ত নহেন। এ জন্যই নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানের ভঙ্গীকালে তাঁহার জড়তা বিলীন করিবার প্রয়াস মুমুক্ষুত্বের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হয়। তিনি ইন্দ্রিয়জ্ঞানে যাবতীয় বস্তুবিষয়ের প্রকৃত্ব করিতে থাকেন। ইহাই তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমানে কর্ম্মাবরণ। তিনি অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের পরিবর্ত্তের কৃষ্ণের প্রতিকূল ভাব পোষণ করেন বলিয়া তাঁহার কৃষ্ণেতর মায়া-শৃঙ্খল অতিক্রম করিবার সামর্থ্য নাই। তজ্জন্যই কল্পবৈরাগ্যের আশ্রয়ে তিনি কৃষ্ণবপুকে জড়জগতের অকৃতম-জ্ঞানে মায়িকতনু বলিয়া মনে করেন এবং তাদৃশ তনুর দ্বারকত্বে মায়া-প্রসূত কৃষ্ণকে কৃষ্ণের দেহ হইতে পৃথক জ্ঞান করেন। বৈকুণ্ঠনাম, রূপ গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাকে স্বীয় কর্ত্তৃত্বাভিমানময়ী বুদ্ধির দ্বারা স্বীয় ভোগ্য বলিয়া মনে করায় সবিশেষ বিষ্ণুবস্তুতে তাঁহার প্রাপঞ্চিক বুদ্ধির উদয় হয়। হরিসম্বন্ধি সকল বস্তুই যে প্রকৃতির অতীত এবং হরিশক্তি যে মায়াপ্রসূত বস্তু নহে—এই প্রতীতির অভাবে তাঁহার কৃষ্ণানুশীলন অনুকূলভাবে না হইয়া মায়ার তাণ্ডব-নৃত্য

হইয়া পড়ে। তাই একায়নশ্রুতি-মতে তিনি 'প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ' বা 'মায়াবাদী'-নামে কথিত হন। পুরুষোত্তমের সেবাভিলাষে যাবতীয় পুরুষহীন জড়া প্রকৃতির অবাক্ সেবকত্বে আপনাকে পরিণত করিয়া মল-মায়ার পূজা করিতে থাকেন। তখন তাঁহার কর্ম্মফলভোগবাদ ও নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানেই আরাধ্য বিষয় হইয়া পড়ে, কিন্তু—

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ।
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥

"একো-নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা নেশানঃ" প্রভৃতি শ্রুতিসমূহ তাঁহার নিকট অদ্বৈতবাদের দ্যোতক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আবার সেই 'একায়ন' বা 'নারায়ণ' বা অহৈতুকী ভক্তির ভজনীয় শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমুখ ঐকান্তিক-দিগের সাত্বত একায়নশ্রুতিসমূহ তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে থাকিলেও তিনি জড়নির্ব্বিশেষকেই নিরপেক্ষ-জ্ঞানে স্বাধ্যায়ানুষ্ঠানে বিগতি আনয়ন করেন। রাম-শব্দ—সংখ্যাগত 'এক'এরই পর্য্যায়-শব্দ। 'রাম' অনেক ভিন্ন ভিন্ন নহেন। আবার **দাশরথি রাম, জামদগ্ন্য রাম ও রৌহিণেয় রাম—ত্রিমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেও রেবতীরমণ রাম ও সীতাপতি রাম তটস্থশক্তি-গত জামদগ্ন্য রামের সহিত ভেদ প্রতিপাদন করিয়াও একবিষ্ণুগতি। সুতরাং রামত্রয়ের দ্বারাও একায়নপদ্ধতি আক্রান্ত হয় নাই।**

একায়নশ্রুতি-বিহিত সংস্কার সমূহে সাধারণ কর্ম্মপর গৃহ্যসূত্রাদি কল্পশাস্ত্রের আনুষ্ঠানিক ভেদ লক্ষিত হইলেও শুদ্ধ-বিদ্ধ-ভেদে কল্প বেদাঙ্গ-বিষয়ে একতাৎপর্য্যপর। বহুয়ন শ্রুতি ও বহুয়ন শ্রুতিবিধান, একায়ন শ্রুতি ও একায়ন শ্রুতিবিধানের মধ্যে ভেদ এই যে, একপক্ষে—বহু-দেববাদ, নির্ব্বিশেষ বাদ এবং অপরপক্ষে—একমাত্র বিষ্ণু ও তাঁহার প্রকাশসমূহ। একপক্ষে—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান প্রভৃতি বহুয়ন শ্রুতিবিধান, অপরপক্ষে—একায়ন শ্রুতিবিধান অর্থাৎ একলবিষ্ণুভক্তি। একায়ন বিষ্ণুভক্তের বৈশিষ্ট্য শতশ্রবিদ্ধ বা মিশ্র-বৈষ্ণবে নাই; এক বিষ্ণুভক্ত—কোটি সর্ব্ববেদান্তবিৎ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এক সর্ব্ববেদান্তবিৎ পণ্ডিত সহস্র মন্ত্রযাজী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এক সত্রযাজী—সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—একায়ন শ্রৌতপন্থিগণের এরূপ বিচার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি গরুড়-পুরাণে লিখিয়াছেন।

একায়ন শ্রুতিবিধানপর সমাজের বর্ণাশ্রম "বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রম" নামে বিদিত। উহাই সনাতন ধর্ম্ম, আর অবৈষ্ণব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা স্বকলভোগদায়িনী কর্ম্মপদ্ধতি যে বিষ্ণুপূজার ছলনা বিস্তার করেন, তদ্দ্বারা অন্যাভিলাষ ও ফলেচ্ছার অনুপূজা সাধিত হয়। সুতরাং একায়ন শ্রুতিবিহিত চত্বারিংশৎ সংস্কার—সনাতন ধর্ম্মকৈতবাশ্রিত দশসংস্কারের চতুর্থাংশ অর্থাৎ তুরীয়ধর্ম্মে অবস্থিত। চত্বারিংশ সংস্কারের অন্তর্ভরে দশ সংস্কার আবদ্ধ। সুতরাং একায়ন-বিহিত পদ্ধতি শুদ্ধ ব্রাহ্মণতাই সাধন করে।

যাঁহারা প্রাকৃত অপসাধবশতঃ অজ্ঞানক্রমে ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রগণকে তদংশভূত ব্রাহ্মণ পরিচয়ে জানিতে অসমর্থ, তাঁহাদের কোন দোষ নাই। কূপমণ্ডূক অপসার্থগণ মূর্খসমাজে সত্যের উপলব্ধি হইতে চিরদিনই বঞ্চিত বলিয়া সঙ্কীর্ণতা ও অজ্ঞান পোষণ করেন। পাঞ্চরাত্রিকগণ ব্রাহ্মণ-জীবনে ভক্তিযোগাশ্রয়ে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিয়া নিত্যকাল ভগবানের সেবা বিধান করেন। এই নিত্য ব্রাহ্মণগণ—'পাঞ্চরাত্র' ও 'ভাগবত'-নামে বিশেষরূপে কথিত হওয়ায় যাঁহারা তাঁহা-দিগকে 'ব্রাহ্মণ' হইতে পৃথক বোধ করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ-ধ্রুব। পক্ষান্তরে, একায়নাশ্রিত ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রগণ অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্বাচক বস্তুর সেবানিরত হইয়া আপনাদিগকে সাধারণের নিকট দম্ভমুখে 'ব্রাহ্মণ' বলা-মাত্রে পরিচয় না দিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণ-রূপে নিত্যকাল ঈশ-সেবাভিবিক্ত থাকেন। একায়নপদ্ধতি প্রজল্পপরায়ণ একায়নবিরোধিগণের বাচালতা দ্বারা কখনই ক্ষুব্ধ হইতে পারে না। যদি একায়নাশ্রিত ভাগবত-গণের ব্রাহ্মণত্বের প্রতি শাখাগুরুজীবী কর্ম্ম-নিপুণাভিমানি-ব্রাহ্মণের সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ সন্দেহমূলক ঔষধ বৈদ্য নামক রোগীর প্রতি প্রযুক্ত হইলে তিনিও নিরাময় হইতে পারিবেন।

প্রতীচ্যে কার্ষ্ণ-সম্প্রদায়

কিছুদিন পূর্ব্বে মন্টেনিগ্রো-রাজ্য ইউরোপের ঊন-বিংশতি সেনীয় রাজ্যের অন্যতমরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। সেই মন্টেনিগ্রো পর্ব্বতশ্রেণী-পূর্ণ। উহার পার্ব্বত্য-অধিবাসিগণ অসম সাহসিক। এই প্রদেশকে ইটালীয় অধিবাসিগণ তদ্দেশীয় ভাষায় 'কৃষ্ণ-পর্ব্বত' নাম প্রদান করিয়াছিল। এক সময়ে আর্য্যগণ এসিয়ার প্রাগ্‌ভূমিকা হইতে পশ্চিম-মেশে এই কৃষ্ণপর্ব্বতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন ও অধিবাসিগণ সেই পর্ব্বতকে আর্য্যাগোরা নাম দিয়াছিল। উহা স্লেভিক্ ভাষায় আর্য্যগোরা-নাম হইলেও সংস্কৃত ভাষায় উহা 'কৃষ্ণগিরি' নামে কথিত হয়। 'কৃষ্ণ' শব্দে বর্ণবাচক অর্থে 'কাল' বুঝায়, আর ভূমির সহিত উক্তিই হইলে কর্ষণ বা খনন-বিচারে পরিগণিত হয়। এই কৃষ্ণপর্ব্বতের অধিবাসী কৃষকগণ আর্য্যো-ভোগ-দেবতার উদ্দেশে ভূমি-সকল কর্ষণ করিত। অধ্যাপক আর্থেট্ পি হর্‌উইচ্ বলেন,—আর্য্যাভোগ শব্দকে সংস্কৃত-ভাষায় "কৃষ্ণ ভগবান্" বলা যাইতে পারে। এই কৃষ্ণপর্ব্বত কৃষ্ণদেবের উদ্দেশে অদ্যাপি উৎসর্গীকৃত আছে। এতদ্দ্বারা সুদূরেও কার্ষ্ণ-সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট হইতে চলিল। অধ্যাপক হর্‌উইচ্ নিউইয়র্ক সহরের উচ্চবিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক, ডব্‌লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক বোম্বাই ও রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা-মূলক ভাষা-জ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতেই চতোইরাপধান্ ভাষা-তত্ত্ব-বিদ্যা-বিষয়ে বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের অনুগৃহীত গবেষণাকারক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১৯: উল্টাডিঙ্গি জংসন্ রোড্, কলিকাতা।

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু-শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশবগোস্বামি-প্রভিষ্ঠাশ্রিতেষু—

আগামী ১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে শ্রীগৌড়ীয় মঠে আচার্য্য-প্রকটদিনে শ্রীব্যাস-পূজা-উপলক্ষে শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীহরিজন-মহিমা-শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি আনন্দোৎসবে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন এবং যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। নিবেদনমিতি—

১লা ফাল্গুন, ১৩৩৫ } শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতানাং সেবকবৃন্দানাম্।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ।

শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির।

১১ই ফাল্গুন, ৪৪২ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

যথাবিচিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদম্—

আগামী ১১ই চৈত্র ২৫শে মার্চ্চ সোমবার হইতে ত্রিদিবস-ব্যাপী শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে শুভসম্মেলন, নামকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও অতিথিসেবা, যাত্রামহোৎসবাদি প্রতিদিন হইবে। ১২ই চৈত্র মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫।০ টার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সদাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রত্য সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে, মহাশয়ের ন্যায় মহোদয়দিগের অর্থসাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ শুভকার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য।

(১) ২রা চৈত্র—অন্তর্দ্বীপ, (৬) ৭ই চৈত্র—গোদ্রুমদ্বীপ
(২) ৩রা চৈত্র—সীমন্তদ্বীপ (৭) ৮ই চৈত্র—মধ্যদ্বীপ
(৩) ৪ঠা চৈত্র—গোদ্রুমদ্বীপ (৮) ৯ই চৈত্র—মোদ্রুমদ্বীপ
(৪) ৫ই চৈত্র—মধ্যদ্বীপ (৯) ১০ই চৈত্র—রুদ্রদ্বীপ।
(৫) ৬ই চৈত্র—কোলদ্বীপ

সজ্জনকিঙ্কর

শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী ভক্তিভূষণ (রায় বাহাদুর)
শ্রীনফরচন্দ্র পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ সম্পাদক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমায়াপুর

১লা মাঘ, ১৩৩৫।

বিদুষবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বিকেয়ং—

আগামী ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ শনিবার হইতে নয়দিবসব্যাপী নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে শ্রীধাম পরিক্রমা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ শুভকার্য্যের ন্যূনাধিক সাধন ফললাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীমক্ষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গগোস্বামী),
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম্, এ),
শ্রীকুঞ্জবিহারী-বিদ্যাভূষণ
শ্রীবিষ্ণবৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মস্থলী, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীমাধৈত-ভবন) ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, পরডাঙ্গা, পোনডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর) ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, বেপাড়া) ৪ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুকুর) ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সদর নবদ্বীপ, গদখালীর চর, তেঘরিয়া কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জাহানগর) ৮ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ শুক্রবার।

(৮) মোদ্রুম (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর) ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ঈশ্বরকপুর, গঙ্গার ডাঙ্গা) ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ রবিবার।

১১ই চৈত্র ২৫শে মার্চ্চ সোমবার হইতে ত্রিদিবসব্যাপী শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি পরমহংস স্বামী শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী, শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির, বামনপুকুর পোঃ আঃ, জিলা নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৫, ২রা মার্চ্চ, ১৯২৯ | ২৯শ ও ৩০শ সংখ্যা

পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাত্রোত্তরশতশ্রী-

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-মহারাজস্য

পঞ্চপঞ্চাশত্তমবর্ষীয়-শুভাবির্ভাব-মহোৎসব-বাসরে শ্রীব্যাসপূজাবাসরে

প্রশস্তিপত্রমিদম্

(১)

ধন্যং ধন্যমিদং কলৌ ক্ষিতিতলং নেব। ত্বয়া মণ্ডিতম্
আধি-ব্যাধি-প্রতাপ-পাপদহনজ্বালাকুলং দুর্গতম্।
হে বৈকুণ্ঠমহাজন। প্রভুবর! স্বেচ্ছাবশাদ্বপুস্তং
ত্বাং দৃষ্ট্বৈব বসুন্ধরেতি বিদিতা ভূমির্গতা সম্পদম্॥

(২)

আম্রপ্রস্ফুটমঞ্জরীসুরভিতা পুংস্কোকিলালাপিনী
গায়ন্তী বিজয়ং শুভং জগদ্ভি যে কৃষ্ণালি-সঙ্গীতকৈঃ।
বাসন্তী সুষমা সহাসবদনা কাশপ্রসূনোদ্গমৈ-
রানন্দায়নয়ানিলেন ভগবন্! সেবাং তবাকাঙ্ক্ষতি॥

(৩)

গৌড়ানন্তপদাশ্রয়েহস্ত পরমে হংসে জগদ্বন্দিতে
কারুণ্যাবধি কৃষ্ণপক্ষ উদিতে বিদ্বেশ্বরে ভাস্বরে।
বিশ্বাস্তিমিত্রে চিন্ময় প্রলয়ং যাতে জগৎস্রষ্টৃণা
সূর্য্যেণ্ডু পরিবিচ্ছলেন বিধিনা ব্যর্থাবিতি জ্ঞাপ্যতে॥

(৪)

সাপত্ন্যাভিভবং বিলোক্য বিনতানন্দপ্রধানৈকদী-
ক্ষিতা নাথুরিহানয়ন্ দ্বিজপতির্নামামৃতং বৈষ্ণবম্।
গানশ্রদ্ধিরুরুবন্দিতপদদ্বারিন্দ্রঃ ক্ষিতৌ
কৃষ্ণাসক্ত। মহাবদ। প্রভুবরঃ শান্তি স্বয়ং জিষ্ণবান্॥

(৫)

দিব্যা বিষ্ণুপদোদ্ভবা সুবিমলা দেবব্রতোৎপাদিকা
ব্রহ্মেশাদিভিরাদৃতা রসযুতা লোকত্রয়ে বন্দিতা।
জীবানাং দুরিতক্ষয়ায় কৃপয়া মর্ত্তেঽবতীর্ণা ক্রমাদ্-
বাণী তে চিরমঙ্গলং বিতনুতে গঙ্গেব সঙ্গার্থিনাম্॥

(৬)

শ্রীমদ্গৌরকিশোর-বাক্সুরধুনীধারা-প্রবুদ্ধাত্মনা
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদসূক্তিনিকরাদিত্যান্বয়া সঙ্গতা।
ভক্তানাং পুরতঃ কচিৎ প্রকটিতা গুপ্তা ক্বচিদ্ দুর্জ্জনে
বিদ্যা তে চ সরস্বতীব পরমা সংরাজতে সত্তমঃ॥

(৭)

বিদ্যাপীঠপ্রতিষ্ঠানেহ কৃপয়া সেবাধিকারীকৃতাঃ
স্থানং যে বরমক্ষরাধিপতয়ে নীতাঃ কৃপাসিন্ধুনা।
ছেষামন্ত্রপদপ্রদারণবিধাং যং স্তোত্রদর্গত্রয়ে
বালানাং স্খলনং ভবেৎ প্রতিপদং তং ক্ষম্যতাং সর্ব্বদা।

(৮)

মাহাত্ম্যজ্ঞ প্রণাস্তাধুধিবর! ভুবনে নিত্যভক্তিশ্রিতানাং
বাঞ্ছাকল্পদ্রুরূপ! প্রণবিজনগণপ্রেমদানে সুমেরো।
ত্যাগে ভূতেশবেশ। শ্রুতিপথপ্রণয়ব্যাসদেব-স্বরূপ।
সেবাস্থ স্বংপ্রদাধঃ প্রকটগুরুতিথৌ প্রার্থ্যতে বৈষ্ণবুক্তৈঃ॥

ভবদাশ্রিত—
শ্রীধাম-মায়াপুর-পরবিদ্যাপীঠ-
স্থিতানাধ্যাপকানাম্

ভক্তিকুসুমাঞ্জলিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীশু-
বৈকুণ্ঠলোকাদ্বিতঃ প্রপঞ্চে।
জীবস্য মোহজ্ঞানতমো নিহন্তি
বন্দামহে তং গুরুদেবদেবম্॥ ১॥

অশেষকল্যাণগুণাকরো যো
দয়ালুগো ভক্তিনয়-প্রদঃ।
দীনেষু জীবেষু দয়ার্দ্রভাবো
বন্দামহে তং গুরুদেবদেবম্॥ ২॥

জীবস্য নিত্যস্য পবিত্রধর্ম্মং
কুধর্ম্মপঙ্কেষু নিমজ্জমানম্।
উদ্ধর্ত্তুকামোঽবতার গৌড়ে
বন্দামহে তং গুরুদেবদেবম্॥ ৩॥

শিক্ষাপ্রদীপং হৃদয়ালয়ে নঃ
প্রজ্বাল্য চৈতন্যবদাপ্রভোর্যঃ।
তৎপাদপদ্মপ্রকটং করোতি
বন্দামহে তং গুরুদেবদেবম্॥ ৪॥

আচার্য্য ধর্ম্মঃ স্বয়মেব নিত্যং
প্রচার্য্যতে যেন হি ভারতেষু।
দুরীকৃতাশ্চ প্রবলোপধর্ম্মাঃ
বন্দামহে তং গুরুদেবদেবম্॥ ৫॥

জানাতি কোঽপীহ ন শুদ্ধতত্ত্বং
বিনাগুরুন্যাসবিধিং লোকে।
প্রদর্শিতো তেন কৃপয়া হি যেন
বন্দামহে তং গুরুদেবদেবম্॥ ৭॥

বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহভক্তিশাস্ত্রৈঃ
করোতি সর্ব্বত্র মহীতলে যঃ।
শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনমুপ্রচারং
বন্দামহে তং গুরুদেবদেবম্॥ ৮॥

যজ্ঞার্জ্জুনাহুয়বসৈনিকৌঘঃ
শাস্ত্রপ্রমাণৈঃ প্রবলপ্রতাপম্।
বিস্তীর্য্য গৃহ্লাতি সমীকলক্ষ্মীং
বন্দামহে তং গুরুদেবদেবম্॥ ৯॥

মহর্ষিগত্যস্ত সুরার্চ্চিতস্য
বিদ্যাচলাজ্জাত ইবেনমার্গঃ।
তব প্রতাপৈরিহভক্তিবর্ত্ম
প্রকাশতে দুষ্টজনার্দ্দিতং তং॥ ১০॥

কিশোরবিদ্যাপ্রসভং প্রজাব্যাং
ঘটৈব রূপপ্রিয়তাকরস্ত।
চকাস্তি বিদ্বাস্থনি ভক্তিপক্ষং
বন্দামহে তং গুরুদেবদেবম্॥ ৬॥

প্রসীদ দেব! প্রকটাদ্য তেঽস্ত
পুষ্পাঞ্জলিং শ্রীচরণারবিন্দে।
ভক্ত্যার্পিতাং ছাত্রগণৈর্দ্বিতীয়ৈঃ
সাম্প্রতকাম্যগুণৈর্গৃহাণ॥ ১১॥

শ্রীমায়াপুর পর-বিদ্যাপীঠস্থছাত্রস্থানীয়াঃ

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিপঞ্চকম্

সর্ব্বেষাং হৃদয়ারবিন্দরমণ-শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বিনী
শ্রীরাধেব বিরাজতে পরমহংসে মহাত্মত্বয়ো যঃ সদা।
কৃপাস্নিগ্ধমুবিগ্রহং সকরুণং তং ভক্তপুণ্যাত্মরং
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীগুরুবরং বন্দে জগদ্বন্দিতম্ ॥ ১ ॥

বৈকুণ্ঠাৎ কৃপয়াবতীর্য্য জগতো তাপত্রয়োন্মূলনং
শাস্ত্র-ভাসি-যুধৈর্বিভীর্য্য বিমলং বৈকুণ্ঠবাক্যামৃতম্।
যঃ ক্ষেমং তনুতে নৃণামবিরতং তং কৃষ্ণদেবাব্রতং
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীগুরুবরং বন্দে জগদ্বন্দিতম্ ॥ ২ ॥

সাক্ষাদ্ধরিরেব যঃ পরতরঃ শাস্ত্রৈঃ সদা গীয়তে
নিত্যানন্দস্বরূপতোঽপি বিদিতঃ পাষণ্ডখণ্ডধ্বজঃ।
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠমনাথধীনপতিতত্রাণাবলম্বপ্রদং
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীগুরুবরং বন্দে জগদ্বন্দিতম্ ॥ ৩ ॥

বিদ্যামন্দিরশাস্ত্ররত্নপ্রচয়শ্রীবিগ্রহস্থাপনৈ-
র্নানাবিদ্যাময়োৎসবপ্রকটনৈর্বর্ষিক্রমাম্নৈর্মহান্।
যো মর্ত্যো হরিসেবনেষ্ববসরং নৃণ্ডো দদাত্যদ্ভুতং
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীগুরুবরং বন্দে জগদ্বন্দিতম্ ॥ ৪ ॥

ধন্যানুগ্রহমাত্রতো ভবমহাসিন্ধুং সুখান্ লীলয়া
তীর্ত্বা গোষ্পদবৎ পরাৎপরমহো ধামাৎ পদং শাশ্বতম্।
তং মায়ান্ধতমোহরার্থং ভুবি পরৌদার্য্যপ্রকাশং মুদা
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীগুরুবরং বন্দে জগদ্বন্দিতম্ ॥

ভবদীয়-নিত্যাশ্রিত-
ধামবাসিভক্তবৃন্দানুবাসিনাম্

"বন-কুসুমাঞ্জলি"

বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, না ছিল চেতনা-লেশ।
মায়ার কুহকে আবৃত করা ঘুমায়ে সারাটী দেশ॥
দুর্গমপথ কণ্টকে ঘেরা, ভীষণ তিমির রাত্রি।
দস্যুদলের, লুণ্ঠনভীত, শঙ্কিত জীব যাত্রী॥
লক্ষ সর্প কোঁদিছে আঁধারে, ত্রস্ত ব্যথিত পাছ।
গহন নিবিড় নাই আলোরেখা, নিরাশায় চিত-ক্লান্ত॥
অবশেষে যখন ছাইল ভুবন কলির বিকট হাস্য।
বিজয়ে তার কাঁপে সংসার সবে করে তার দাস্য॥
মায়ার রাজ্যে দুঃখ অশেষ শ্রান্ত জগত জন।
কে শোনাবে হায়! চেতনার বাণী, বিলাবে অমৃতধন॥
উঠে হাহাকার বিশ্বজনের বিপুল বিলাপ-ধ্বনি।
শত অভাবের ব্যথায় ব্যথিত শোকে জরজর প্রাণী॥
অবিদ্যা-পীড়ায় ক্লিষ্ট মানব মায়ার বাধ্য ভৃত্য।
মৃত্যুর রাজ্যে বিতরিবে কেগো মহান্ অমর সত্য॥
এ হেন দুর্দ্দিনে এলে দয়াময়! আপন পার্ষদ সনে।
মায়া-পিশাচীর কবল হইতে রক্ষিতে তাপিত জনে॥

জীব নিস্তারিতে ত্যজি' বৈকুণ্ঠ আসিলে হে কৃপাসিন্ধু।
অকূল পাথারে কাণ্ডারী তুমি অগতি জীবের বন্ধু॥
ভ্রান্ত পথিকে করিতে রক্ষা দেখায়ে সরল ভক্তিপথ।
(ধরি') সুসিদ্ধান্ত-অসি নাশিলে যতেক কুতর্ক-কুটিল মত॥
পতিতে তারিতে তব অবতার ধরায় নাহিক শেষ।
মৃতসঞ্জীবনী নামপ্রেমদানে জাগালে মৃতের দেশ॥
শ্রীগুরু-কীর্ত্তন-বিগ্রহ দেব! কীর্ত্তন তব অস্ত্র।
পাষণ্ড মনের সংশয় নাশে তব সৎকীর্ত্তন শস্ত্র॥
বিমুখ ধরণী উদরে তোমার অকূল সম্পদে ধন্য।
পরশক্তি-ঘন বিতরি' জীবেরে করিলে "সেবকে"গণ্য॥
জীব—কৃষ্ণ-দাস, ধর্ম্ম—তার, তুমিই জানালে তবে।
ডাকিছ পতিতে "এস সবে এস, কেন রে পড়িয়া রবে॥"
প্রচারিছ সদা প্রকৃত স্বরাজ চির স্বাধীনতা-বাণী।
স্বরূপ ভুলব শ্রীহরি সেবায় সইছ অযোধে টানি'॥
শ্রীগৌরহরির প্রেমের ধরম হয়েছিল এবে লুপ্ত।
পুনঃ দিলে সেই সঞ্জীবনী সুধা (কোটি) কণ্ঠক করি' তৃপ্ত॥

ছলনাময়ী যত কপটী ধর্ম্ম লুকায় সভয়ে তারা।
সাধুর সমাজ পাইল রক্ষা পুলকে আত্মহারা॥
স্থাপি' শ্রুতিশাস্ত্র নাশিলে কলুষ আর্ত্তজনেরে করিলে ত্রাণ।
বেদের মর্ম্ম প্রকাশিলে প্রভো! দীনশরণ, হে মহীয়ান্!
পতিতপাবন কে আছে এমন বিনে বলদেব নিত্যানন্দ
দয়ার ঠাকুর এসেছে আজিকে বিতরিতে পরানন্দ॥
জড়বাদী ওই পশ্চিম দেশ চেয়ে আছে তব পানে।
মুগ্ধ হৃদয়ে শোনে তব বাণী অসীম শ্রদ্ধাসনে॥
জড়শক্তির উদ্দাম স্রোতে পশ্চিম আজি মত্ত।
সাজিয়াছে প্রভু "যন্ত্রশক্তি" হরিছে মানব চিত্ত॥
শুষ্কত ধরা, আশা ভরা বুকে তোমারেই আজি চায়।
(তুমি) করিবে রক্ষা ভ্রান্ত সমাজে বিমলধর্ম্ম-ছায়॥
দেশকালাতীত সনাতন গাথা গোলোক-অমিয় ধন।
প্রেমবিজ্ঞান প্রকাশিতে হেথা হবে শুভ পদার্পণ॥
জড়বিদ্যার বরপুত্রগণ বসি' তব পদমূলে।
শোনে অপ্রাকৃত দর্শনকথা আপন সত্তা ভুলে॥
কি বুঝিবে দেব! তোমার মহিমা এ ছার অবোধ জন।
কৃপা করি' যদি দাওহে বুঝায়ে মহিমার এককণ॥
দ্বাপরের লীলা প্রকাশিলে পুনঃ সূর্য্যগ্রহণে তবে।
(হেরি') রাধা মাধবের মিলন উৎসব ধন্য হইল সবে॥
ব্রহ্মকুণ্ডের বিশাল তীরেতে বিনোদরাধের প্রাঙ্গনে।
হরিকথা শোনে আট লাখ্ প্রাণ চিরপিপাসিত শ্রবণে॥
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যে লীলা প্রকাশ করেছ প্রভু।
মর্ত্ত্য মানব এমন মহিমা নয়নে কি দেখেছে কভু?
গোলোকের ভাবে বিভাবিত সদা তোমার প্রতিটী ক্ষণ।
কৃষ্ণনাম সুধা অমৃতায়ন করিতেছ বিতরণ॥
পতিতের লাগি' এসেছ ধরাতে এহীন অধম অতি।
রক্ষা কর হে মায়াঘোর হ'তে শ্রীচরণে দেহ ভকতি॥
রিক্ত প্রাণের নাহি কোন ধন, নিবেদিতে শ্রীচরণে।
অঞ্জলি পুরি' ধনহীন রাশি আসিয়াছে দীন জনে॥
ভক্তিলেশহীন শুষ্ক হৃদয়, সাধন ভজন নাই।
যাহা কিছু তুমি দেহ দয়া ক'রে অর্ঘ্য দিতেছি তাই॥

আপনার শ্রীচরণাশ্রিত
ঢাকা পল্লীবাসী-ভক্তবৃন্দ।

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

১। আজ মহা পুণ্যতিথি—জগতের ভাগ্যে আজ মহা সৌভাগ্যের ও আনন্দের দিন। যখন এই বিশ্বের ভূতাকাশ নাস্তিকতার দিগন্ত-ব্যাপি-ঘনঘটায় নিবিড় সমাচ্ছন্ন, তখন সুনির্ম্মল আস্তিক্যালোকচ্ছটা লইয়া এই শুভদিনে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইলেন—এই আচার্য্য-ভাস্কর। সেই ভাস্করপ্রভা এখন দিগ্‌দিগন্তে প্রসৃত হইয়া তমোজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতেছে। বর্ষশেষে পুনঃসমাগত সেই পুণ্যতিথিকে আজ পরমানন্দভরে—ভক্তিনম্রচিত্তে অভিবন্দিত ও অভিনন্দিত করিতেছি।

২। কোন্ অতীতযুগে কোন্ মহাজন উক্ত শ্লোক-দ্বয়ে শ্রীগুরুর চরণ বন্দনা করিয়া গিয়াছেন, আর আজও সর্ব্বত্র ভারতের সর্ব্ববিধ লোক কেহ অনুসরণে, কিন্তু অধিকাংশই অনুকরণে, ঐ শ্লোকদ্বয়ে শ্রীগুরুর চরণে প্রণাম করিয়া থাকে। পরন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এবং তদীয় স্বরূপ-রূপের

একান্ত অনুগতজনের চরণে ব্যতীত জগতের অন্যত্র কোথায়ও উক্ত শ্লোকদ্বয়ের বিশুদ্ধ অর্থ ও পরিপূর্ণ তাৎপর্য্য নাই। এই উক্তি বহু বহু লোকের নিকট অর্থহীন প্রলাপ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ইহা অতি বড় ও সত্য কথা। শ্রীভগবান্ ও জীবের মধ্যে সেব্যসেবকরূপ যে নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান, সে সম্বন্ধজ্ঞানই সকলজ্ঞানের মধ্যে প্রধানতম। ইহাই সত্য ও সম্যক্ জ্ঞান; এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল জ্ঞানই অপূর্ণজ্ঞান, কু-জ্ঞান, বা অজ্ঞান। ইহাই দিব্যজ্ঞান—যাহা একমাত্র শ্রীচৈতন্যের নিজ-জন শ্রীগুরুদেবই প্রদান করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যবিমুখ-জনের বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ দিব্য-জ্ঞান প্রদানের যোগ্যতা নাই। ইতঃপূর্ব্বে জীবনে বহু সহস্রবার আবৃত্তি করিলেও যাহার অর্থ কিছুমাত্র উপলব্ধ হয় নাই—জাগতিক বা অপরাবিদ্যার যাহার কোন তাৎপর্য্য জ্ঞান হয় না—শ্রীগুরুর কৃপাশক্তির দ্বারা চিরকাল নিরর্থক শব্দবিন্যাসমাত্রে পর্য্যবসিত থাকিয়া যায়, সেই বন্দনা-শ্লোকদ্বয়ের মূর্ত্ত-ভাষ্যরূপে যাঁহার নিজ-জন সন্ন্যাসি-বানপ্রস্থ-গৃহস্থ-ব্রহ্মচারিগণ আজ ভারতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন এবং যাঁহার অপার করুণায় তদীয় নিজজনের মধ্যে এই পরমসত্য প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইতেছি, সেই শ্রীগৌর-নিজ-জন করুণাবতার শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলে অন্ত আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম।

৩। এই মরজগতে জীবকুল সুখলাভের মিছা আশায় ছুটিয়া ছুটিয়া নৈরাশ্যে ও তৃষ্ণায় ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মায়া-মরুতে জল মিলিবে কোথায়? ব্যথার-ব্যথী, হতাশের আশা, দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায় যিনি অবরোধ হইতে নিরবধি নিত্য আনন্দের সন্ধান লইয়া আসিয়া মর্ত্ত্যে পরম অমৃতের উৎস প্রবাহিত করিয়া দিতেছেন, সেই পরমকারুণিক ত্রাতা-শিরোমণি শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলে অন্ত আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম।

৪। শ্রীকৃষ্ণের লীলা-গ্রন্থ শ্রীমহাভারত ও শ্রীমদ্-ভাগবতের মধ্যে শ্রীমহাভারতের তাৎপর্য্য লোকের অল্প-বিস্তর বোধগম্য হইলেও শ্রীমদ্ভাগবত লোকের অবোধ্য ও অবিশ্বাস্য ছিল। ৪৪২ বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং কৃষ্ণ এই বঙ্গদেশে শ্রীনবদ্বীপধামের শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক আচারপ্রচার দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতীয় অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলা ও ভজনের সত্যতা, নিত্যতা ও পরমোৎকর্ষ প্রমাণিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিমোহিনী মায়ার এমনই প্রভাব—কালক্রমে শ্রীকৃষ্ণ লীলা ও শ্রীগৌর-লীলা দুইই আবার অসম্ভাব্যতায় ও অবিশ্বাস্যতায় পরিণত হইয়া গিয়াছিল! বর্ত্তমানে সংশয়-সন্দেহ-নাস্তিকতার যুগে উদিত হইয়া যিনি স্বরূপ-রূপানুগগণের প্রবর্ত্তিত পথে বিচরণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যশিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও মুখ্যত্ব এবং শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত লীলাসকলের অপ্রাকৃতত্ব ও নিত্যত্ব ও শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্মের একমাত্র সনাতনত্ব উৎসবানুষ্ঠান-বক্তৃতা-পাঠ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা নানা প্রকারে—বিপুল আয়োজনে প্রচার করিয়া শ্রীগৌরবিহিত নামসংকীর্ত্তনধর্ম্মের পুনঃ-সংস্থাপন করিতেছেন—সুনির্ম্মল আত্মধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানিস্বরূপ আউল-বাউল-প্রভৃতি অসৎ-সম্প্রদায়সমূহের কদর্য্য ভোগপরায়ণতা ও জড়ধর্ম্মের উদ্ঘাটন ও সকল কলঙ্ক অপসারণ দ্বারা পূর্ণ বিশুদ্ধ আদর্শ জগতের সমক্ষে প্রকাশিত করিতেছেন—শ্রীগৌরলীলার সত্যত্ব সপ্রমাণ করিতেছেন, সেই যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টসম্পূরক অলৌকিক আচার্য্যবর শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলে অন্ত আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম।

৫। জগতের অজ্ঞলোকের ধারণা, শ্রীবিগ্রহসেবা—পুতুলপূজা মাত্র; ভাস্কর, কুম্ভকার বা চিত্রকর প্রতিমা গঠিত বা চিত্রিত করে, তাহাতে দেবতার আবাহনপূর্ব্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া কল্পিত পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং পূজা-শেষে আহূত দেবতার বিসর্জ্জনে জড়পুতুলের পরিবর্জ্জন হইয়া থাকে; প্রতিমা বস্তুতঃ জড়বস্তু, তাহাতে চিদ্বস্তুর আবির্ভাব হয় মাত্র। কিন্তু যিনি অজ্ঞানের ভ্রান্তবিচার নিরসন করিয়া শ্রীবিগ্রহের স্বরূপতত্ত্ব ও নিত্য-আরাধনা শিক্ষা দিতেছেন—শ্রীভগবান্ মায়াবদ্ধ জড়বুদ্ধি জীবের প্রতি অপার কৃপাবশে জীবের সুলভ সেবার উদ্দেশ্যে শ্রীবিগ্রহরূপে যাঁর অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে জগতে নিত্য প্রকট আছেন, অতএব শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ বস্তু এবং শ্রীবিগ্রহসেবাও নিত্য ও অপ্রাকৃত—পৌত্তলিকতা নহে,—এই নিগূঢ় তত্ত্বের আচার-প্রচার দ্বারা বদ্ধজীবের নিত্য-কল্যাণপথ যিনি উন্মুক্ত করিয়া দিতেছেন, সেই—অশেষ-কল্যাণ-গুণ-নিলয় পৌত্তলিকতা-নিরাসক পরম-দয়াল শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলে অন্ত আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম।

৬। শ্রীবিগ্রহের ন্যায় ভগবানের শ্রীনাম সম্বন্ধেও লোকের ধারণা তদ্রূপ জড়বুদ্ধিময়ী ও অপরাধময়ী। ইহাও তাহাদের অজ্ঞতাজনিত। মায়িক জগতের শব্দরাশি জড় ভূতাকাশে উৎপন্ন হয় বলিয়া অনিত্য, ঐ শব্দ এবং তদ্ভিন্ন বস্তুর মধ্যবর্ত্তী সম্বন্ধও অনিত্য বলিয়া কল্পিত এবং উভয়ে পরস্পর ভিন্ন। কিন্তু বৈকুণ্ঠজগতের চিদাকাশের শব্দ ও শব্দীর—নাম ও নামীর সম্বন্ধ এইরূপ অনিত্য, কল্পিত ও ভেদযুক্ত নহে। তথাকার সমস্ত বস্তুই নিত্য ও সচ্চিদানন্দ; তথায় নাম-নামীর সম্বন্ধ সনাতন এবং উভয়ে অভিন্ন। অতএব শ্রীনাম জগতের শব্দমাত্র নহে, উহা নামী শ্রীভগবানের শাব্দিক অবতার। এই নরধামে জীবের প্রতি কৃপা করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তের অপ্রাকৃত রসনায় অপ্রাকৃত শ্রীনাম অবতীর্ণ হন মাত্র। যিনি শ্রীনামের—শব্দ-ব্রহ্মের অবতারত্ব ও পরম উপাস্যত্ব প্রচার করিতেছেন, যিনি হরিবিমুখ সকল কথার বিচার-প্রচারমূলক অনুষ্ঠানাদিও বিশুদ্ধ নাম-কীর্ত্তন হইতে সম্পূর্ণ অপৃথক্ বস্তু—এই শিক্ষায় আচার-প্রচার করিতেছেন, যিনি শ্রীনাম ও নামাপরাধ এক বস্তু নহে, শুদ্ধবৈষ্ণবের মুখেই এবং শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যেই শুদ্ধনামকীর্ত্তন সম্ভব, অন্যত্র কেবল নামাপরাধ—এই ভেদরহস্য প্রদর্শন পূর্ব্বক কলিযুগীয় শ্রীহরি-কীর্ত্তন-ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়া কীর্ত্তনকৌশল-শিক্ষা দিতেছেন, সেই কীর্ত্তনরহস্যৈকবেত্তা অহর্নিশ হরিকীর্ত্তন-চেষ্টাময় কীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলে অশেষ আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম।

৭। মায়াবদ্ধ অক্ষ জীবগণ মায়িক জগতে প্রকটিত শ্রীভগবদ্ধামকে অজ্ঞতা-বশতঃ ভোগবুদ্ধিতে দর্শন করিয়া দুর্গতি সঞ্চয় করিয়া থাকে। সে বুঝিতে পারে না এবং বুঝিতেও চাহে না যে, শ্রীধাম কখনও মায়িক বস্তু হইতে পারে না। শ্রীধাম সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ বৈকুণ্ঠবস্তু, শ্রীভগবান্ জগতের কল্যাণার্থ কৃপাপূর্ব্বক অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রাকৃত-জগতে স্বীয়-অপ্রাকৃত-নিত্যধাম প্রকটিত রাখেন। শ্রীধাম আমাদের দুর্দ্দৈব বশতঃ জড়দৃষ্টিতে জড়বৎ প্রতীত হইলেও জড়দর্শনমুক্ত ভাগ্যবান্ জীবগণ তাঁহার চিন্ময়স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন। নিত্য-চিন্ময়বৃষ্টি যিনি বদ্ধজীবের অজ্ঞান দূর করিয়া শ্রীধামের অপ্রাকৃত স্বরূপ অনুভব করাইবার জন্য এবং তদনুযায়ী সুকৃতি অর্জ্জন করাইবার জন্য ধামমাহাত্ম্য প্রচারমুখে বর্ষে বর্ষে শ্রীধাম পরিক্রমার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সর্ব্বজীবের নিত্যকল্যাণকারী সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলে অশেষ আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম।

৮। শ্রীমহাপ্রসাদমাহাত্ম্য বুঝিবার ও বিশ্বাস করিবার মহাপুণ্য, দেহাত্মবুদ্ধি দেহেন্দ্রিয়তর্পণরত হতভাগ্য জীবের নাই। মহাপ্রসাদ—শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত, তাহা কখনও জড়বস্তু নহে; শ্রীকৃষ্ণ কখনও প্রাকৃত দ্রব্য গ্রহণ করেন না। মহাপ্রসাদ—সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত চেতন বস্তু এবং জড়বুদ্ধিনিরাসক। মূঢ় জীব মহাপ্রসাদের স্বরূপজ্ঞানের অভাবে তাঁহাকে সেবাবুদ্ধির পরিবর্ত্তে ভোগ্যবুদ্ধি করিয়া অপরাধের আবাহন করে। তাহার জড়বুদ্ধি ও জড়দৃষ্টিতে মহাপ্রসাদ রসনা-তর্পণের ও জড়পিণ্ডের পোষণের পার্থিব উপকরণ মাত্র। এহেন অপরাধীর কল্যাণোদ্দেশে যিনি স্বতঃ কৃপা-পরবশ হইয়া মহাপ্রসাদের স্বরূপমাহাত্ম্যের চিন্ময়ত্ব ও চিৎপ্রকাশকতার প্রচারার্থ এবং প্রসাদসেবী জীবের 'বহুপুণ্য' অর্থাৎ 'নিত্যসুকৃতে'র উৎপাদনার্থ বিভিন্ন মঠসকলে বিভিন্ন কালে কীর্ত্তন উৎসবানুষ্ঠানের এবং মহাপ্রসাদের সুব্যবস্থা করিয়াছেন,—ভবরোগের মহৌষধি শ্রীহরিনাম এবং পরম সুপথ্য শ্রীমহাপ্রসাদ বিনামূল্যে অকাতরে পাত্রনির্ব্বিশেষে বিতরণ করিতেছেন, সেই জীব-দুঃখদুঃখী অমন্দোদয়দয়-শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলে অশেষ আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম।

৯। মানব তাহার স্থূল ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে আপাতিক বস্তুর কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু সে জ্ঞান নিতান্ত বাহ্য ও স্থূল। ইন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞান তাহাকে বস্তুর স্বরূপ-তত্ত্ব-জ্ঞান প্রদানে সমর্থ নহে, তথাপি সেই স্বল্প অসম্পূর্ণ জ্ঞান-মদে মত্ত হইয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধি-জীব মনে করে, সে পরম জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্, তাহার জ্ঞান-সম্ভাবনা অসীম, তাহার অজ্ঞেয় ও অবোধ্য আর কিছুই নাই, সে মন ও বুদ্ধিবলে জ্ঞানের চমৎকারোল্লাস-পথে আত্মা এবং ভগবানকে জানিতে পারে—আয়ত্ত করিতে পারে। মূঢ় লোক আত্মা এবং ভগবানকে জড়জ্ঞের তুল্য বিবেচনায় জড়সাধ্যে বিচার করে বলিয়া আত্মা ও শ্রীভগবানের অতীত—ইন্দ্রিয়াতীত-

অধোক্ষজত্ব—সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ধারণা করিতে অক্ষম। মায়াধীশ, মায়াতীত, অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মায়াবদ্ধ মনোধর্ম্মী জীবের নিকট স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করেন না, জীবের অক্ষজ জ্ঞানের অধিগম্য—বশীভূত হন না, ইহা অক্ষজজ্ঞান-মাত্রবাদী তর্ক-জ্ঞানপণ্ডিত ব্যক্তির বুদ্ধির অগম্য। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য সর্ব্বজনসেব্য বস্তু, কখনও কাহারও ভোগ্য নহেন, তিনি স্বেচ্ছায় স্বকৃপায় একান্ত সেবকের অধীন হইলেও ভোগ্যের বশ্যতা কখনও স্বীকার করেন না,—ইহা ভোগবুদ্ধি-সমাচ্ছন্ন ভোগলোলুপ জীবের ধারণার অতীত। বদ্ধজীব অক্ষেন্দ্রিয়ে ও অক্ষবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিতে বা জানিতে পারে না; তিনি একমাত্র নিত্যমুক্ত, জীবমুক্ত, সর্ব্বানর্থমুক্ত আত্মপ্রতিষ্ঠ মহাজনগণের—নিষ্কপট অকিঞ্চন শুদ্ধ ভক্তগণের, চিদিন্দ্রিয়ের দ্বারা সেব্য ও জ্ঞেয়। শ্রীভগবান্ শুদ্ধসেবননিষ্ঠ শুদ্ধভক্ত, মহাজন বৈষ্ণবগণের নিকটেই অপ্রাকৃত নিজ-তত্ত্ব-সকল কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশিত করিয়া থাকেন। সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎপ্রণীত এই তত্ত্বজ্ঞানই নিত্যা অপৌরুষেয়ী বেদসংহিতা বাণী। এই বেদ-জ্ঞান মহাজনপারম্পর্য্যে—সদ্‌গুরুপরম্পরায় জগতে নিত্য প্রকটিত থাকিয়া সেবোন্মুখ জিজ্ঞাসু-জনের নিকট প্রকটিত হন। ইহাই সদ্‌গুরু-আম্নায়,—ইহাই তত্ত্বজ্ঞান লাভের এক-মাত্র সনাতন পন্থা—ইহাই শ্রৌতপথ—অবরোহ-ক্রম। যিনি বর্ত্তমান অক্ষজ-জ্ঞানান্ধকার-যুগে উদিত হইয়া বেদ-আম্নায় শ্রৌতপথের তত্ত্বালোক বিকিরণে জগতের জ্ঞান-মোহ ও অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতেছেন, সেই সুপ্রদীপ্ত একমাত্র ভগবজ্জ্ঞান ভাস্কর, সনাতন বৈদিক সেবাধর্ম্ম-সংস্থাপক, অধোক্ষজতত্ত্বপ্রচারক জীবশিক্ষক, জীবসুহৃদ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলে অন্ত আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম।

১০। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে জানাইয়াছেন, আচার্য্য তাঁহার নিজ-স্বরূপ, আচার্য্য সর্ব্বদেবময়,—অতএব আচার্য্যকে সাধারণ মানবজ্ঞানে কখনও বিচার করিবে না। আচার্য্য তাঁহার অতিপ্রিয় নিজজন, জীবের অজ্ঞান দূর করিবার জন্য—পতিত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য জগতে আসিয়া বিচরণ করেন। এ ধরাধামে তিনিই বৈকুণ্ঠদূত, বৈকুণ্ঠের বার্ত্তা আনিয়া ভ্রান্ত পতিত জীবকে নিত্যধামের ও নিত্যানন্দের সন্ধান দেন; তিনিই আদর্শ কৃষ্ণসেবক, আদর্শ বৈষ্ণব, মহাবদান্য, স্বয়ং আচরণ করিয়া অন্য সেবাবিমুখ জীবকে সর্ব্বতোমুখী বিশুদ্ধা কৃষ্ণসেবা শিক্ষা, কৃষ্ণ-নাম কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেন, এতাদৃশ সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম ব্যতীত অনর্থবুদ্ধি ও কৃষ্ণসেবা কখনও সম্ভবপর নহে; যেহেতু কৃষ্ণের নিজজন ব্যতীত অপরের কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণকে দিবার যোগ্যতা থাকিতে পারে না এবং বিশুদ্ধ-কৃষ্ণসেবাযোগ্য বাঞ্ছিত জীবের অনন্ত। কিন্তু আবৃতস্বরূপ আত্মবিস্মৃত জীব, ঈদৃশ অতিবর্ত্তী মহাজনকে জড়বুদ্ধিতে আত্মধর্ম্মে লৌকিক গুরুক্রবের তুলনায় বিচার করিতে গিয়া গুরু-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত-স্বরূপ ধারণা করিতে অসমর্থ হয় এবং বৈষ্ণবচরণে অপরাধী হইয়া পড়ে। সে উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর অলীক স্বাধীনতার আচরণে গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ। এমন অলীক স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতার যুগে প্রকটিত হইয়া যিনি "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" শ্লোকের তাৎপর্য্যের আচার-প্রচার পূর্ব্বক জগৎকে গুরুবৈষ্ণবের যথার্থ আনুগত্য শিক্ষা দিতেছেন—সর্ব্বকালে, সর্ব্বক্ষণে, সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বতো-ভাবে, কায়-মনোবাক্যে, পরিপূর্ণরূপে কৃষ্ণসেবা কি করিয়া জীবমাত্রের পক্ষে সম্ভব—ইহা শিক্ষা দিবার জন্য যিনি নিজ আচরণ দ্বারা অনুক্ষণ আদর্শ কৃষ্ণসেবাপরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন, সেই অদৃষ্টচর, অহর্নিশ কৃষ্ণসেবাপর, শ্রীচৈতন্যের মহাবদান্যতার প্রকটবিগ্রহ-প্রচারকারী কৃপাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলে অন্ত আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম।

১১। ভক্তি—সেবা—আত্মার শুদ্ধা, স্বাভাবিকী বৃত্তি। ভক্তিই জীবের আত্মধর্ম্ম। আত্মবৃত্তির প্রকাশ ব্যতীত ভক্তিসাধন হয় না। অথচ অজ্ঞলোকের ধারণা, মনের পিচ্ছিলতা, তরল উচ্ছ্বাস, ভাবুকতা বা ভাবকালিই 'ভক্তি'!! এই শেষোক্ত ব্যাপার বস্তুতঃ আত্মবৃত্তি-ভক্তি নহে—মনোবৃত্তি মাত্র, অতএব জড়ধর্ম্ম। কিন্তু কৃষ্ণসেবা—নিত্য চিন্ময়ী, অনিত্য দেহ-মনোধর্ম্মী জীবের সাক্ষাৎভাবে কৃষ্ণসেবা সাধ্যাতীত। তাদৃশ অযোগ্য জীবের পক্ষে কৃষ্ণের অভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ প্রিয়তমজন শ্রীগুরু এবং বৈষ্ণবের সর্ব্বক্ষণ অবস্থিতি, গুণকীর্ত্তন ও সেবা ভিন্ন আর কি করণীয় থাকিতে পারে? যাহারা আত্মবৃত্তিভ্রমে মনোবৃত্তির আশ্রয়ে গুরুবৈষ্ণবের বিনানুগত্যে স্বাধীনভাবে

ভক্তিসাধনে অগ্রসর হয়, তাহারা আমার নিষ্কাম চেতন ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে মনোধর্ম্মের—ভোগধর্ম্মেরই সাধন করিয়া আউল, বাউল প্রভৃতি ভোগী প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। যিনি শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্য-লীলার উত্তরাধিকারি-সূত্রে শুধু জগতের হিতকামনায় অন্যাভিলাষিতাশূন্য বিশুদ্ধ সেবাধর্ম্ম—নিষ্কাম হরিভজন শিক্ষা দিবার নিমিত্ত লোকের দ্বারে দ্বারে অমৃতের পসরা—কৃষ্ণনাম—কৃষ্ণকথা লইয়া স্বয়ং অথবা নিজজনদ্বারে উপস্থিত হইতেছেন, অন্যপ্রকারেও হরিকথা শ্রবণ করাইয়া সেবার সুযোগ প্রদান পূর্ব্বক ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করাইতেছেন, সনাতন সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের ও পথের সন্ধান দিয়া বিপথগামীকে কর্ম্ম-জ্ঞান-অন্যাভিলাষ, প্রাকৃত সাহজিয়া প্রভৃতির কবল হইতে রক্ষা করিতেছেন; যিনি নিজ দয়া-গুণে মায়াপতিত অজ্ঞান অযোগ্য ভোগপঙ্কমগ্ন পামরকেও কৈঙ্কর্য্যে প্রাকৃত সহজিয়ার গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়া স্বীয় সুশীতল চরণচ্ছায়ায় স্থান দিয়াছেন, সেই পতিতপাবন পতিতৈকবন্ধু শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলে অন্ত আমার কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম।

শ্রীগুরু অহৈতুকী কৃপা-বিতরণে অধমে অমিত বল, সুদর্শন ও নিষ্কপট সেবাবুদ্ধি প্রেরণ করুন্—ইহাই ঐকান্তিক আকিঞ্চন। ইতি—

শ্রীচরণাশ্রিত সেবকাধম

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্ এ, বি-এল্

সংস্কৃতসাহিত্যের অধ্যাপক,

আনন্দমোহন কলেজ, মৈমনসিং

শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে

শ্রীগৌড়ীয়-মঠীয় সেবকবৃন্দের

আচার্য্য-আরতি

আচার্য্যের আবির্ভাব-কাল—শ্রীচৈতন্যবাণী-বিনোদ-কুঞ্জ শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আজ শ্রীব্যাসপূজার আরতির জয়ন্তরন্তী রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে। শ্রীমদ্-ভাগবত বলেন,—শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীবাণী-পূজার জয়ন্তকাল জীবের সংসার-ভয়-হারক। এই বাণী-বিনোদ-কুঞ্জই—কীর্ত্তন কুঞ্জ। এখানে অনন্ত বাসুদেব-কীর্ত্তন হয়। বাণী-কুঞ্জই সকলের আশ্রয়-স্থল। বাসুদেব-কীর্ত্তন—ইহার বিশ্ব-আমন্ত্রণ-মন্ত্র। এই মন্ত্রের ধ্বনি কত শতাব্দী পথিককে কুঞ্জের দুয়ারে টানিয়া আনিয়াছে। পান্থ যখন একতারা হারাইয়া মরুপথে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন বাণী-কুঞ্জের মঙ্গল-আরতির ধ্বনি পথিকের জড়তা, মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেয়। বিশ্ব-মানব যখন অচৈতন্য-বাণী-পূজায় প্রমত্ত হইয়া উঠে, অন্বয়জ্ঞান অদ্বৈত হইতে বিচ্যুত হইয়া যখন দ্বিতীয়াভি-নিবেশ-জনিত অনিত্যানন্দ বা হেয় ব্রহ্মানন্দ বরণ করিতে ধাবিত হয়, চৈতন্য-বাণী-বিলাসের আরতি পরিত্যাগ করিয়া যখন অচৈতন্য-বাণী-বিলাসে আরতি বা বিরতি প্রদর্শন করে, তখনই অদ্বৈত-নিত্যানন্দাবির্ভাবকে অগ্রণী করিয়া চৈতন্যের আগমনী-গীতি গাহিবার জন্য জগতে চৈতন্য-বাণীর উদয় হয়। কালবিচারে প্রতিবর্ষে এমন সময়েই শ্রীচৈতন্য-বাণী স্বীয় জয়ন্তী প্রকাশ করিয়া বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী সংঘোষিত করেন—অচৈতন্য-বিশ্বে চৈতন্য প্রতিষ্ঠা করেন।

আবির্ভাব-স্থান—স্থান-বিচারে যেখানে শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলাময়ী বাণীর প্রকাশ-পরাকাষ্ঠা, সেই জগদীশক্ষেত্রে বা শ্রীক্ষেত্রেই এই বাণীর আবির্ভাব। সুতরাং এই বাণী—শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণানুসন্ধানময়ী চিদ্‌বিলাস-বাণী বা কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা-সরস্বতী। অনুক্ষণ কৃষ্ণানুসন্ধানই শ্রীরূপের ভক্তিসিদ্ধান্ত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ইহাই শ্রীচৈতন্যের বাণী। কৃষ্ণানুসন্ধান—অব্যবহিত-কীর্ত্তনময়। শ্রীচৈতন্য-চরণ-চারণ শ্রীকর্ণপুর "উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"

—এই আশ্রবাণী গ্রহণ করিয়া শ্রীক্ষেত্র হইতেই বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারের কথা ঘোষণা করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীর এই যে, তাঁহার বাণী পৃথিবীর সর্ব্বদেশ-গ্রামে প্রচারিত হইবে।

পাত্র-বিচারে আচার্য্যের বৈকুণ্ঠত্ব, স্বরূপ-রূপময়ত্ব ও জগদ্গুরুত্ব—পাত্র-বিচারে জগদীশ-ক্ষেত্র বা শ্রীক্ষেত্র যে বস্তুর আকর-স্থান, তাহাও জগদীশ, তাহাও শ্রী, তাহা বৈকুণ্ঠ, নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপ ও রূপময়। ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী জগজ্জননীর ক্ষেত্রে যে সকল বস্তুর জন্ম হয়, তাহা কর্ম্মফলবাধ্য, কুণ্ঠধর্ম্মযুক্ত, মায়াবশ, শ্রীহীন, বিরূপগ্রস্ত ও কুরূপযুক্ত, কিন্তু জগদীশ-ক্ষেত্রের বস্তু—বৈকুণ্ঠ; তাই তাঁহার জগদ্গুরুত্ব নিত্যসিদ্ধ।

আচার্য্যের অখিল চেষ্টা কেবল কৃষ্ণানুসন্ধানময়ী—কেবল কৃষ্ণানুসন্ধান-আচারই এই বাণীর তাৎপর্য্য, কেবল কৃষ্ণানুসন্ধান-প্রচারই এই বাণীর ঔদার্য্য, কেবল কৃষ্ণানুসন্ধান শিক্ষা-দানই এই বাণীর মর্ম্ম, কেবল কৃষ্ণানুসন্ধান-দীক্ষা-দানই এই বাণীর ধর্ম্ম, কেবল কৃষ্ণানুসন্ধান-বিনোদই—এই বাণীর একায়ন, কেবল কৃষ্ণানুসন্ধান-প্রমোদই এই বাণীর রামায়ণ।

বাণী-বিলাস বা শব্দ-বিজ্ঞান—বাণী বা শব্দই সমগ্র বিশ্বকে চালিত করিতেছে। শব্দ বন্ধ হইলে বিশ্বচক্র বন্ধ হইয়া যায়, শব্দ-বিভ্রাটে নীনার-মেষীয়* অধিবাসিগণের ন্যায় দশা হয়। শব্দ-বিনিময়ের মধ্য দিয়াই জগতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, সভ্যতা, স্বাধীনতা প্রচারিত রহিয়াছে। শব্দ পশু-জগৎ হইতে মনুষ্য-জগৎকে পৃথক রাখিয়াছে, শব্দ বন্ধ হইলে মানুষ মৃত, শব্দ বন্ধ হইলে মানুষের সহিত পশু বা অচেতনের কোনও পার্থক্য নাই। অত্যন্ত সঙ্কুচিত-চেতন হইতে বহুই খণ্ড-বিকচিত বা পূর্ণবিকচিত-চেতনজগতের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই শব্দ বা ভাষা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর-রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। শব্দ-সাহিত্য-ভাণ্ডার যাঁহাদের যত প্রচুর, তাঁহারা জগতে তত অধিক সভ্য, শিক্ষিত ও সভ্যজাতি বলিয়া আদরণীয়। শব্দ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের দূর-দর্শন করাইতে পারে, শব্দ চক্ষু, নাসা, জিহ্বা, ত্বগাদি ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তুর বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতে পারে, শব্দ দূরের ঘটনা চিত্রিত করিতে পারে, শব্দ দূরের দৃশ্য মূর্ত্ত করিয়া দিতে পারে, শব্দ শর-অপেক্ষা তীব্রতর হইয়া মর্ম্মে বিদ্ধ হয়, শব্দ তড়িৎ অপেক্ষা দ্রুততর-বেগে শক্তি সঞ্চার করে, শব্দ হিংস্রপশুকে মুগ্ধ করে, ব্যথিতকে শান্ত করে, দুর্ব্বলকে সবল করে। শব্দ-বিষকে বিজয় করিতে পারে। শব্দই—বল, শব্দই—শক্তি, শব্দই—শক্তিমান্ এবং আচার্য্য বা ব্যাস—শব্দেরই প্রচারক; মন্ত্র—শব্দময়, দীক্ষা—শব্দময়ী। শব্দই বেদ, ভাগবত, পুরাণ শব্দই প্রমাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। শব্দই—আরাধ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরাধ্য। শব্দই—সাধন, শব্দই—সাধ্য। শব্দ-বিজ্ঞানই—সর্ব্ববিজ্ঞানের আকর। সৃষ্টির আদি হইতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, শব্দ-বিজ্ঞানই সকলসময়ে জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

কীর্ত্তন-মূর্ত্তিকের দিনে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-বিনোদ বা ব্যাসপূজার একান্ত প্রয়োজনীয়তা—জগৎ অচৈতন্য-বাণী-বিলাসের রঙ্গভূমি। পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশকার যে 'সরস্বতী-বিনোদে'র প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন বা কুমারসম্ভব-শকুন্তলাকার প্রভৃতি যে বাণীবিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অচৈতন্য-বাণী-বিলাস মাত্র। আধুনিক যুগেও যত-সাহিত্য—তরুণগণের সর্ব্বাধিক আদরের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। কথা-সাহিত্য—শুধু তরুণ কেন, দুগ্ধপোষ্য শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া জরাজীর্ণ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, সকলেরই চিত্তহারী। আবার ভাগবতীয় চৈতন্য-কথামৃতের বিকৃত অনুকরণে কত কথা-হনাহলও আধুনিক জগতে বহুল প্রচারিত হইয়া কত জীবের যে সুকুমার বৃত্তিসমূহ চির-বিষাক্ত করিয়া দিতেছে, তাহা বলিবার নহে। অসৎকথা-সাহিত্য যেরূপ মানুষকে অচিন্ত্যবিলাসের বধ্যভূমিতে ডাকিয়া আনিয়া অকিঞ্চিৎকর লালসার যূপকাষ্ঠে বলি দিতেছে, সৎকথার মুখস পরিয়া গায়ত-কথাও তেমনি বা ততোধিক মানুষকে নিছক খাঁটি চৈতন্য-কথা হইতে বিপথগামী করিয়া বহুলোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। জগতের এই

---

* বাইবেল গ্রন্থের জেনেসিস্ ১১ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে বেবেল-বাসিগণ স্বর্গারোহণের অভিপ্রায়ে একটী মুনার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর তাঁহাদের দুরভিসন্ধি নষ্ট দিবার জন্য তাঁহাদের ভাষা-বিভ্রাট ঘটাইয়াছিলেন।

সম্প্রদায় কথা-সাহিত্যের নামে অসৎকথা, পাষণ্ড-কথা-প্রচার ছড়াইতেছে, আর এক সম্প্রদায় কথা-সাহিত্য-প্রচার বন্ধ করিয়া মূক বা নির্জ্জন ভজনানন্দীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু শ্রীবেদ, ভাগবত, ভারত, তথা শ্রীনারদ-ব্যাস-শুক-সূতাদি সকলেই চৈতন্য কথা-সাহিত্য-প্রচারই জীবের নিত্যস্বাধীনতা-লাভের একমাত্র নিদান বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সুতরাং এরূপ ভীষণ চৈতন্য-কথা-দুর্ভিক্ষের দিনে চৈতন্য-সরস্বতী-বিনোদ বা ব্যাসপূজার একান্ত প্রয়োজন। ব্যাসপূজা ব্যতীত চৈতন্য-কথা দুর্ভিক্ষ জনিত মহামারীর প্রকোপ কিছুতেই হ্রাস পাইবে না। বিদ্বান্, সকলেই কীর্ত্তন-কুঞ্জে ব্যাসপূজার আয়োজন করুন—যোগদান করুন।

বর্ত্তমানযুগে আচার্য্যের দান, সর্ব্বসমস্যার সমাধান—আমরা আজ যে আচার্য্যের জয়ন্তী পূজার লক্ষ্যে হইয়াছি, সমসাময়িক জগতে তাঁহার বিশেষ দান—চৈতন্য-বাণী-বিজ্ঞান। অনুক্ষণ চৈতন্য-কথা-কীর্ত্তনে তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতী। তিনি "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই শ্রীচৈতন্য-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ। সমসাময়িক জগৎ সাম্য-মৈত্র-স্বাধীনতা-লাভের বহুবিধ বিদ্যমান প্রস্তাব করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের আচার্য্য শ্রীচৈতন্য-বিশ্বে চৈতন্য-কথা-প্রচারই প্রকৃত সাম্য-স্বাধীনতা-প্রাপ্তি বা জগতের সর্ব্ববিধ সমস্যা-সমাধানের একমাত্র সহজ সরল প্রশস্ত রাজপথ বলিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন।

অজ্ঞত্রুটি ও সাধারণত্রুটি-প্লাবিত যুগে শব্দের বিদ্বদ্ভ্রুটি-প্রচারই আচার্য্যের বিশেষ দান—জগৎ—শব্দময়। জগতের আদান-প্রদান, হৃদয়ের ভাব-বিনিময়-কার্য্য, সকলই শব্দকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এই শব্দময় জগতের সর্ব্বত্রই শব্দের সাধারণ প্রসিদ্ধার্থ ও অজ্ঞজনগণের কল্পিত প্রসিদ্ধার্থ-সমূহ প্রচলিত আছে। শব্দের প্রকৃত বাস্তব চরম অর্থ যাহা, তাহা প্রচলিত নাই। 'ইন্দ্র' শব্দ উচ্চারণ করিলে শতকরা প্রায় শতজন ব্যক্তিই স্বর্গাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রকে বুঝিয়া থাকেন। যাঁহাদের জ্ঞান এই সাধারণের জ্ঞান অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ, সেই সকল বালকোপম অজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'ইন্দ্র' শব্দে তাহাদের গ্রাম বা পুত্রের পার্শ্বস্থ কোনও নিম্ন ব্যক্তিবিশেষকে বুঝে। কিন্তু 'ইন্দ্র' বলিতে অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য যাহার, সেই উপনিষদুক্ত 'ঐন্দ্রো বাগাদিঃ পুরুরূপ ইতি" মন্ত্রের প্রতিপাদ্য পরাৎপর পরমেশ্বরকে খুব কম লোকই জানেন। জগৎ সাধারণ-বহুল, অসাধারণ-বহুল নহে, কাজেই সাধারণের প্রভাবই সর্ব্বত্র বিস্তারিত। সংখ্যার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রভাব। সংখ্যার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া মানুষ অমানুষিক কার্য্য করিতে সাহসী হয়। একটী ক্ষুদ্র অধীন প্রজা প্রকাশ্যে কোনও প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে না, একটী মানুষ অপর মানুষকে সহজে হত্যা করিতে পারে না, কিন্তু যখন বহুসংখ্যক লোক কোন রাজশক্তির বিরুদ্ধে অভিযান করে বা সমরক্ষেত্রে যখন বহুসংখ্যক সৈন্য কোন প্রবল রাজপ্রতিনিধিকে আক্রমণ করে, তখন সেই ক্ষুদ্র অধীন প্রজাও সংখ্যার সাহসে সাহসান্বিত হইয়া প্রকাশ্যে প্রবলপরাক্রান্ত প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যাহার হৃদয় একাকী ভয়ে কম্পিত হইত, সেই ব্যক্তিই সংখ্যার উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া অম্লানবদনে বহুলোকের উপরে অসি-সঞ্চালনে সাহসী হয়। এমন কি, প্রবলতর রাজশক্তিও সংখ্যার প্রভাবকে ভয় করেন। জগতে গণ-সংখ্যার প্রভাব অপরিমিত বলিয়া জগতের কর্ম্মক্ষেত্রের আদান-প্রদান, ভাব-বিনিময়ের একমাত্র যন্ত্র শব্দ-রাশিও সাধারণ-সংখ্যার প্রভাব বা ইঙ্গিতেই সঞ্চালিত হয়। কাজেই "ধর্ম্ম" "কর্ম্ম" "সেবা" "জ্ঞান", "বিজ্ঞান" "বিরাগ", "স্বাধীনতা", "স্বরাজ", "সাম্য", "মৈত্রী", "দয়া", "প্রেম", "ভক্তি", "ঈশ্বর","ভগবান্", "জীব", "মায়া", প্রভৃতি যে কোনও শব্দ উচ্চারিত হয়, সেই শব্দের সাধারণ প্রসিদ্ধ অর্থ বা অজ্ঞজনের মধ্যে প্রসিদ্ধ অর্থ দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় ও তদনুসারে কার্য্য হইয়া থাকে। শাব্দিক বা পারিভাষিক অর্থ-বিভ্রাটে যে কিরূপ "বুঝিবার ভুল" (misunderstanding) উপস্থিত হয়, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। এই ভীষণ সমস্যার কঠিনযুগে অর্থাৎ শব্দের অজ্ঞত্রুটি ও সাধারণত্রুটি-প্লাবিত যুগে শব্দের বিদ্বদ্ভ্রুটি বা প্রকৃত তাৎপর্য্যদ্বারা বিশ্ব প্লাবিত করিবার জন্যই আচার্য্যের আবির্ভাব। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ ও তৎ-সহচরগণ একদিন যে বৈকুণ্ঠ-শব্দ-রাশিতে জগৎ ভাসাইয়াছিলেন, তাহাও বর্ত্তমানে অজ্ঞত্রুটি ও সাধারণ-ত্রুটিতে বুঝিতে গিয়া জগৎ তাঁহাদের দানের অপব্যবহার করিয়া

ফেলিয়াছিল। তাই আচার্য্যের প্রথম কার্য্য পড়িয়া গিয়াছে,—বিপ্রলব্ধি-বুদ্ধিকা-দ্বারা নিখিল শব্দ ভাণ্ডারের যাত্রোদ্ঘাটন করা। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী স্বয়ং এবং তাঁহার শব্দশস্ত্র বিলাসমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া জগতের শব্দরাশির বিপ্রলব্ধি প্রচার করিতেছেন। উপদেশ, বক্তৃতা, কথা, ইষ্টগোষ্ঠী, গীতি, আলোচনা, সাময়িক-পত্রিকা, গ্রন্থ, এবং সর্ব্বোপরি স্বয়ং আদর্শ জীবন-দ্বারা শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তন-সরস্বতী অচেতন জড়াগ্রহ অন্ধকারময় জগতে চৈতন্য-কথার নৈত্যিক আলোকমালা প্রকাশ করিয়াছেন, শব্দ সাধারণ রশ্মির ব্যতিক্রম-সমূহ অপসারিত করিয়া শব্দের বাস্তবব্যাপক অর্থ প্রচার করিতেছেন। ইহা শুধু শব্দ-বিজ্ঞানে যুগান্তর নহে, পরন্তু শব্দময় বিশ্বে এক মহা-যুগান্তর চৈতন্য-কথা-বুদ্ধিকেরমহা-বুদ্ধিনে চৈতন্য কীর্ত্তন-সরস্বতীর অনুগমন—আনুকূল্যবিধান করাই যথার্থ ব্যাসপূজা, বাণীপূজা বা গুরুপূজা। ইহারই নাম "আচার্য্য-আরতি" (আ—সমাক্, রতি—অনুরাগ, আসক্তি, আগ্রহ, পূজা, আহ্বান, নিবেদন, নীরাজন)।

ব্যাসপূজার উদ্দেশ্য বর্ত্তমান সমস্যা-সমূহের সমাধান-সমালোচনা—এই সমস্যার কঠিনযুগ গতানুগতিক কোনও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া বা উদ্দেশ্যহীন সাময়িক আনন্দোৎসব বা উত্তেজনার সময়, অর্থ, শক্তি বৃথা ব্যয় করিবার জন্য আমরা উপস্থিত হই নাই। আমাদের এই সম্মেলন—সমসাময়িক অশেষ সমস্যার সঙ্কিকণের সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য। আমাদের ব্যাসপূজা—সেই সমস্যাসমাধানের বাস্তব আয়োজন।

নিত্যসত্য বাস্তবতার মধ্যে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যই আচার্য্যের আবির্ভাব—সমসাময়িক জগতে যাঁহারা আপনাদিগকে বাস্তবতার উপাসক বলিয়া দাবী বা অভিমান করেন; তাঁহারা অনেকে মনে করিতে পারেন,—চৈতন্য-কথা-প্রচার, ঘুষতিকারের একখানা ইষ্টকের উপর আর একখানা ইষ্টক প্রথিত করিবার ন্যায় বা কুমকের ক্ষেত্রে ধান্য ফলাইবার ন্যায় বাস্তব-প্রয়োজনীয় নহে। "শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজে না"—ইহাই বর্ত্তমান বাস্তবতার উপাসকগণের প্রচলিত-নীতি। কিন্তু যদি সত্য সত্যই নিষ্কপটভাবে আমরা বাস্তবতার অনুসন্ধিৎসু হই, প্রথম-হইতে শেষ পর্য্যন্ত সহিষ্ণু হইয়া বাস্তবতার বিচার করি, তবে কি দেখিতে পাই? ইষ্টকনির্ম্মিত আশ্রয় বা ধান্য-গম—যাহাকে আমরা অত্যন্ত বাস্তব মনে করিতেছি, তাহা আমাদিগকে পরক্ষ কয়েক দিনের জন্য রৌদ্র, বৃষ্টি ও ক্ষুধা হইতে রক্ষা করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারে,—যদি ইতোমধ্যে আমাদিগকে দর্শন না করে, ভূমিকম্প আমাদিগের গৃহ ভূমিসাৎ না করে; অগ্নি আমাদিগকে ভস্মসাৎ না করে, আমাদিগের উপর যদি বজ্রপতন না হয়, মারাত্মক বিসূচিকা-ব্যাধি যদি আমাদিগকে আক্রমণ না করে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যদি অপ্রত্যাশিতভাবে সহসা বন্ধ না হইয়া যায়। এইরূপ অসংখ্য শত্রুদ্বারা চিরবেষ্টিত হইয়া কয়েকদিন বাঁচিয়া থাকিবার বা কারাগৃহে বাস করিবার উপকরণ-সংগ্রহটুকুই কি বাস্তবতা? ঐ ইষ্টকখানা ত' আমাদিগের অপেক্ষা অধিক দিন বাঁচিতে পারে, শস্য-ফুলগুলি অগ্নি বা গবাদির গ্রাসে পতিত না হইলে আমাদিগের অপেক্ষাও ত' অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে? এই বাস্তব-প্রত্যক্ষ-অধীনতাকে বাস্তবতার উপাসকগণ কি বলিবেন,—অধীনতা না স্বাধীনতা? বাস্তবতা প্রমাণিত করিবে যে, এরূপ বাস্তব-অধীনতা কাহারও কাম্য-স্বাধীনতা হইতে পারে না। এই আপাত-উত্তেজনা-পূর্ণ বাস্তবতার ছলনা হইতে সমসাময়িক মোহ-নিদ্রিত জগৎকে চৈতন্য-কথার অর্থাৎ বাস্তবতার মধ্যে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যই অব্যভিচারিণী-চৈতন্যকথার প্রচারক আচার্য্যের আবির্ভাব।

আচার্য্য সকলকে "বিচার" করিতে বলেন—সমসাময়িক জগৎকে এইজন্য আচার্য্য আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—চৈতন্য-কথার নিকষে বিচার কর। জগৎ যাহাকে 'বাস্তবতা' মনে করেন, তাহা বিচার অপেক্ষা আপাত-উত্তেজক গতানুগতিক মৌজাদিন-দেওয়া গণতান্ত্রিক মতের উপরই অধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত। নিরপেক্ষ-বিচারের কষ্টিপাথরে ঘষিয়া দেখিলে সমসাময়িক জগতের অধিকাংশ বাস্তবতার ধারণাগুলিই "নিকেল" বলিয়া প্রমাণিত হয়। দেখিতে খুবই পালিস্, খাঁটি-সোণার স্বাভাবিক পালিসকেও অতিক্রম করে, কিন্তু আগুনে দিলে অন্যরূপে পরিণত হয়। এইজন্য আচার্য্যদেব সকল কথাগুলিকেই সুসমাহিত-বিচার অগ্নিতে ফেলিয়া তাহাদের বাস্তবতা পরীক্ষা করিয়া লইতে বলিতেছেন। বিচার জিনিষটা কিন্তু আবার তর্ক হইতে পৃথক্। বিচারের দ্বারা বাস্তবতা প্রমাণিত হয়, তর্কের দ্বারা বাস্তবতা আচ্ছাদিত ও আবৃত হয়।

বিচারযুগে ইহা একটী মহাদান—সমসাময়িক জগৎ বিচার-প্রিয়। আচার্য্য আহ্বান করিতেছেন,—বিচার কর, চরম বিচার কর। খানিকটা বিচার করিয়া শেষে মৌমাছির দিয়া পলাইবার চেষ্টা করিও না—সহিষ্ণু হইয়া শেষ পর্য্যন্ত বিচার কর। দেখিতে পাইবে,—ভক্তিসিদ্ধান্ত ছাড়া, চৈতন্য-কথা ছাড়া আর কিছু চরম কথা, আর অধিকতর বেদ-বাস্তবতা, সকল সমস্যার অধিক আর কিছু সুন্দর সমাধান আছে কিনা। বিচার-প্রিয় সমসাময়িক জগতে আচার্য্যের এই উপদেশ—একটী মহাদান।

আচার্য্যের উদ্ধারণ-কার্য্য—অবশ্য গণ-গজ্জলিকার প্রভাব অতিক্রম করা সাধারণের পক্ষে সহজ নহে; যাঁহারা গতানুগতিকতার পিচ্ছিলস্রোতে প্রধাবিত হইতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কিছুতেই আপনাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে ধরিয়া রাখিতে পারেন না। কি সামাজিক ক্ষেত্র, কি রাজনীতিক ক্ষেত্র, কি শিল্প, কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি সাহিত্য সর্ব্বত্রই গণশক্তির আধিপত্য। এই গণ-গজ্জলিকার স্রোতে ভাসিয়া এবং ইহার উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া যে যুগে অপরিণামদর্শিগণ (mass) একটা মহাবিশৃঙ্খলাময় ঘনতমসাবৃত আতঙ্কীয় কারাকক্ষে (fathomless Chaotic abyss and dungeon) প্রবেশ করিতেছে, সেই ভীষণযুগে বিপুল গণগজ্জলিকা হইতে এক একটীকে উদ্ধার করিয়া সম্যক্-সাম্য-স্বাধীনতার-শান্ত-স্নিগ্ধ-সমন্বিত রাজ্যে (Harmonious blissfull Abode) আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন আমাদের আচার্য্য। ইহা আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। সমসাময়িক জগৎ সাময়িক উত্তেজনা হইতে নিষ্পৃহ হইতে পারিলে বুঝিতে পারিবেন,—আচার্য্যের দান এ-যুগে কত বড়—কত মহান্, কত উদার ও কিরূপ অমর্ত্য।

সমসাময়িক জগৎ আচার্য্য-বাণীরই প্রতিধ্বনি করিতে চেষ্টা করিয়াও আনুগত্যের অভাবে সফলকাম হয় নাই—সমসাময়িক জগতের যে যুগান্তরীয় সন্ধিক্ষণে আচার্য্য উদিত হইয়াছেন, তৎপ্রতি একটুকু বৈজ্ঞানিক চক্ষু লইয়া দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, বিশ্বের সকল দিক্ হইতেই যেন এই সময়ে এই যুগপ্রবর্ত্তক আচার্য্যের প্রাচার্য্য বাণীই অসম্যক্ অবাস্তব-অভয় ও বিকৃত-ব্যতিরেকভাবে ঘোষণা করিবার একটা চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে মৌলিক তত্ত্বের আনুগত্যাভাবে কোথাও আসল বস্তুটীর শুদ্ধ-ভূমিকার সন্ধান লাভ হইতেছে না। তাই অবাস্তব প্রতিবিম্বিত বা প্রাতিভাসিক বস্তুর চতুর্দ্দিকে বিবর্ত্ত-বুদ্ধিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। সমসাময়িক জগতের অনেকের মুখেই 'স্বাধীনতা', 'উদারতা', 'সাম্যনীতি', 'বর্ণাশ্রম', 'সামাজিকতা', 'সমন্বয়', 'ঐক্য', 'ধর্ম্ম' 'কর্ম্ম' প্রভৃতি শব্দগুলি শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া বোঝাপড়া করা যায় যে, ঐ সকল বিষয় ও ধারণা—ন্যূনাধিক আচার্য্যের ভুবনমঙ্গলকর, পূর্ণ উপাদেয় ও বাস্তব প্রাচার্য্য-বিষয়েরই ছেঁড়া, বিকৃত, খণ্ড প্রতিবিম্বিত সংস্করণ। আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভু যে যুগপ্রবর্ত্তনের মহান্-ব্রত লইয়া উপস্থিত, সমসাময়িক সমগ্র জগৎ যেন অসম্যক্ অভয়-বাস্তিরেকভাবে সেই যুগান্তরীয় কার্য্যেরই আনুকূল্য করিতেছে। আচার্য্য এই যুগে বিশ্বমানবকে সম্যক্ বাস্তব-স্বাধীনতা দিতে চাহিতেছেন, সমসাময়িক জগৎ সেই সম্যক্ স্বাধীনতারই বিকৃতা আপাত-গণতোষণী ছায়ার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া বৃথা শ্রান্ত, ক্লান্ত হইতেছে। সমসাময়িক জগতের যাঁহারা সাক্ষাদ্ভাবে আচার্য্যের দান-গ্রহণে প্রস্তুত, তাঁহারা বাস্তব-বস্তু পাইতেছেন, আর যাঁহারা গণগজ্জলিকার প্রভাব, মোহ, ও উত্তেজনা অতিক্রম করিতে না পারিয়া বিকৃত-ছায়ার আপাত-মনোহারিণী মূর্ত্তিতে ভুলিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদেরই বাস্তবতার অবাস্তবতা, আর অবাস্তবতার বাস্তবত্ব-বুদ্ধিরূপা বিপরীত মতির উদয় হইতেছে। সমসাময়িক জগতের আলোচিত বা আকাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলি আচার্য্যের প্রাচার্য্য ও বিশ্বরূপীয় বাস্তব উপাদেয় বস্তুরই বিকৃত ও প্রতিবিম্বিত খণ্ড-সংস্করণরূপে সাধারণের আরাধ্য বস্তু হইয়া পরোক্ষভাবে আচার্য্যের মহা-দানেরই জয় ঘোষণা করিতেছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, এমন একদিন আসিবে,—যেদিন এই গণ গজ্জলিকার রঙ্গিন্ মোহ নেশাটুকু কোনও প্রকারে কাটিয়া গেলেই এই বৃষাচার্য্যের দানের মহামহত্ত্ব গণ-সমষ্টির (mass-এর) হৃদয়ঙ্গমের বিষয় হইবে।

সত্যানুসন্ধিৎসু গণ-নায়কগণেরও আচার্য্য-দামোপলব্ধি—সমসাময়িক জগতের অনেকে বাস্তবতার বিচার বা বাস্তব-স্বাধীনতাকে অবাস্তব দার্শনিক কল্পনা বা রূপক-কথা-মাত্র মনে করিয়া তাঁহাদের বিবর্ত্ত-বুদ্ধির পরিচয়

দিতে পারেন। কিন্তু আচার্য্য সুধীসমাজের নিকট নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন যে, জগৎ যে "স্বাধীনতা" নামের মোহে উত্তেজিত,তাহা একটা গণতোষণী মায়াবিনী। এই মায়াবিনীর কার্য্যই—গণের উল্টা-বুদ্ধিতে সত্যে অসত্য-ভ্রম ও অসত্যে সত্য-ভ্রম উৎপাদন এবং গণ-সমষ্টিকে আপাত-প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া চির-অধীনতার কারাগৃহে নিক্ষেপ। আচার্য্য এইরূপ গণসমষ্টির নিকট বাস্তব-স্বাধীনতার-মন্ত্র লইয়া উপস্থিত। আচার্য্য বিচারের মধ্য-দিয়া এই বাস্তব-স্বাধীনতার মন্ত্র প্রতি-রাজধানীতে, প্রতি-পল্লীগ্রামে, প্রতি নগরে, অরণ্যে, পর্ব্বত-গুহায়, সাগরগর্ভে, নদীগর্ভে, খনিগর্ভে, তীর্থে, অতীর্থে, দেশবিদেশে সকলের কর্ণে কর্ণে প্রদান করিতেছেন। সেদিন কলিকাতা-রাজধানীর আল্‌বার্ট হলে আচার্য্য যখন গণসমষ্টির নিকট এই বাস্তব স্বাধীনতার বার্ত্তা ঘোষণা করাইতেছিলেন, তখন সমসাময়িক জগতের স্বাধীনতার আজীবন উপাসক, সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ গণনায়ক শ্রীচৈতন্যের দান-বিতরণকারী আচার্য্যের মেয় বাস্তব-স্বাধীনতা ও অবাস্তব-স্বাধীনতার গণতোষণী মায়া-বুদ্ধিটীর পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা গণসমষ্টিকে করুণস্বরে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বহু সত্যানুসন্ধিৎসু গণনায়ক শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আচার্য্যের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যের বাণীই যে বাস্তব-স্বাধীনতা ও সর্ব্বসমস্যার সমাধান নিহিত, তাহা শ্রবণ করিয়া আচার্য্য-বাণীর চরম-বাস্তবতা স্বীকার করিয়াছেন।

সমসাময়িক জগতের ধর্ম্মসম্বন্ধে ধারণা—সমসাময়িক জগতের ধারণা এই যে 'ধর্ম্ম' জিনিষটা বর্ত্তমান-যুগে অপ্রয়োজনীয়। ইহা মানুষকে অলস, অপটু, অকর্ম্মণ্য এবং মানুষের জীবনকে বিষাদ-চিন্তা-পূর্ণ করিয়া দেয়। সর্ব্বদাই কেবল জীবনের অনিত্যতা, সংসারের অনিত্যতা, আমোদ-প্রমোদ-বিলাসের অস্থিরতা চিন্তা করিতে করিতে মানুষ স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া সকল প্রয়াস ছাড়িয়া দেয় এবং ভারগ্রস্ত ভাবাবহ জীবন যাপন করে। তাহার পরে সমসাময়িক সাময়িক-ভাবাপন্ন জগতে ভাবপ্রবণ-ধর্ম্ম একবারে টিকিতেই পারে না। যে যুগে অবলাগণ পর্য্যন্ত পুরুষোচিত বলসঞ্চয় ব্যতীত আত্মরক্ষা করিতে পারে না, সেই যুগে ভাবপ্রবণ ধর্ম্মগুলি পুরুষকে মেয়েলীভাবাপন্ন, দুর্ব্বল, কাপুরুষ করিয়া ফেলিবে, জগতের উদ্যম হইতে—অনুদ্যম-চেষ্টা হইতে পুরুষকে উদাসীন করিয়া একটা বিভূতকিমাকার অস্বাভাবিক জীব-বিশেষে পরিণত করিবে,—ইহা কখনও সামাজিকগণ সহ্য করিতে পারেন না। সমসাময়িক জগতের সামাজিকগণ তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক চিত্র হইতে অনুমান করিয়া লন যে, ভাবপ্রবণ-ধর্ম্মের সঙ্গে-সঙ্গেই ব্যভিচার, অনীতি, অলসতা, কাপুরুষতা —চির-অনুস্যূত। বর্ত্তমান সামাজিকগণের মতে, 'ধর্ম্ম' হইবে এমন একটা জিনিষ,—যাহা মানুষকে জগতের অভ্যুদয়ের জন্য নানাদিকে বিপুল-প্রয়াসযুক্ত করিয়া তুলিবে, যাহা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সামাজিক উন্নতি, দেশের শিল্প-বিজ্ঞান-সাহিত্য-কৃষি-সম্পদ্ প্রভৃতিকে গড়িয়া তুলিবে, স্বদেশকে সমগ্র সভ্যজগতের কাছে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইবার উপযোগী করিয়া দিবে।

বাস্তবতার জন্য অখিল প্রয়াসই আচার্য্যের প্রচারিত ধর্ম্ম—সমসাময়িক জগৎ যে-ভাবে ভাবিতে শিখিয়াছেন, সেই ভাবের অবিকৃত আদর্শ আমরা আচার্য্যের প্রচারের মধ্যে দেখিতে পাই। আচার্য্য কেবল সম-সাময়িক জগৎকে ভূমিকাটুকু বদলাইতে বলিতেছেন। আচার্য্যের বাণী এই,—'বাস্তবতার ভূমিকায় দাঁড়াইয়া বাস্তবজগতের জন্য বিপুল প্রয়াস কর—অখিল চেষ্টা কর, তাহাতে 'অনিত্য' ভাবিও না, তাহাতে স্ফূর্ত্তিহীন, উদ্যমহীন হইও না। আকাশ-কুসুম বা অবাস্তবতার জন্য উদ্যমে কোনও লাভ নাই। তোমাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বিপুল প্রয়াস-দ্বারাও যাহা রক্ষিত হয় না বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন, ইতিহাস অসংখ্য বাস্তব উদাহরণের দ্বারা যাহার অস্থিরতা প্রমাণিত করিয়াছে,সেই পরীক্ষিত অবাস্তবতার জন্য বিপুল-প্রয়াসে তোমাদের শক্তি ব্যয় করা কি বুদ্ধিমত্তা না উদ্যম-সাফল্য? তাই আচার্য্য সমসাময়িক জগতের যত কিছু প্রয়াস-প্রবৃত্তি আছে, তাহা বাস্তবভূমিকায় নিয়োগ করাইবার জন্য স্থানে-স্থানে আদর্শ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই প্রতিষ্ঠানসমূহে শত শত বাস্তব শিল্পী শত শত বাস্তব বৈজ্ঞানিক, শত শত বাস্তব সামাজিক, শত শত বাস্তব সাহিত্যিক, বাস্তব বেদান্তসেবক, বাস্তব অর্থনীতিজ্ঞ, বাস্তব রাষ্ট্রনীতিক নিজ হাতে গড়িয়া তুলিতেছেন।

কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাই আচার্য্য-প্রচারিত নৈষ্কর্ম্মবাদ—বাস্তবতার জন্য এত বিপুল প্রয়াস, এরূপ অখিল চেষ্টা, এরূপ উদ্যম-উৎসাহ, সমস্ত সত্তা-সম্বন্ধের সঙ্গে

সন্নিকৃষ্টভাবে সংগ্রাম করিয়া এমনভাবে প্রবল সমসাময়িক ঘূর্ণাবর্ত্তের ইতিহাস ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় না। তাহার কারণও যথেষ্ট আছে, সমসাময়িক জগৎ যেরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মে সন্মিলিত হইয়া অসাধ্য কঠিন সমস্যার মত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে বড় বিরল। যে ভারত একদিন অধ্যাত্মবিদ্যাবাদ লইয়া সমস্ত প্রাণ হইতে বিশ্বতিই মুক্তির দ্বার' বলিয়া রাখিয়াছিল, আবার যে ভারত আগন্তুক-প্রলয়ন্ত্রীন বিশ্বের সংঘর্ষে আসিয়া তদনুকরণে আগন্তুক প্রয়াসে প্রবৃত্ত হইয়া উঠিল, সেই সমসাময়িক ভারতে আচার্য্য উদিত হইয়া বলিলেন,—বাস্তবতার জন্য ব্যাকুলতার প্রয়াস—বাস্তবতার জন্য অধিক চেষ্টা—বাস্তবতার জন্য উদ্যম-উৎসাহই বাস্তব স্বাধীনতা প্রাপ্তির রাজপথ। জগৎ মিথ্যা বা জগৎ চিরসত্য অভিনিবেশ—এই দুইটী মতবাদই আচার্য্য স্বীকার করিলেন না। আচার্য্য বলিলেন,—প্রয়াস-উদ্যম হীন হইয়া জগৎ মিথ্যা চিন্তা করা অথবা অব্যক্তব-জগৎকে বাস্তব কল্পনা করিয়া তাহে ঘৃতাহুতির ন্যায় প্রয়াস-প্রবৃত্তির অপব্যবহার করা, কোনটীই যুক্তিসঙ্গত কার্য্য নহে। আচার্য্য বলিলেন,—পরম-বাস্তবতার জন্য বিপুল প্রয়াস কর—বাস্তব স্বাধীনতা হাতে হাতে পাইবে, সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন বাস্তবতার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিবে।

আচার্য্য সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক লৌকিক-ধর্ম্মের প্রচারক নহেন, তিনি সার্ব্বজনীন, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বকালিক পরম-ধর্ম্মের আচারবান্ প্রচারক—সমসাময়িক জগতের সর্ব্বত্র ধর্ম্মের যে ধারণা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মকে একটা সাময়িক "সুবিধা বাদ" বা "খেয়াল-বাদ" বলা যাইতে পারে। আচার্য্য বলেন,—যে-'ধর্ম্ম' মানুষের সুবিধা বা কল্পনা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা ঐ সকল সুবিধা বা কল্পনার ন্যায়ই অচির-স্থায়ী ও অলীক। ঐ সকল পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম-মাত্র; তাহা সার্ব্বজনীন সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বকালিক সনাতনধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম নহে। মাতা-পিতার বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাদিগকে সযত্নে রক্ষা করা বা পালন করা পুত্রের ধর্ম্ম, কিন্তু আফ্রিকা মহাদেশের কোন অসভ্যজাতিকে মাতা-পিতাকে তাহাদের বৃদ্ধত্বকালে হত্যা করাই পরম-ধর্ম্ম! সেই প্রদেশে যদি কোন পুত্র বৃদ্ধত্বকালে মাতা-পিতাকে হত্যা করিবার পরিবর্ত্তে যত্নেরসহিত তাঁহা-দিগকে যত্নে রক্ষা বা পালন করেন, তাহা হইলে সেই পুত্র সমাজে বিশেষ নিন্দিত হন এবং বৃদ্ধ মাতাপিতাকে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, ঈদৃশ কুলাঙ্গার পুত্র গর্ভে ধারণ করার তাঁহাদের শেষ-বয়সে অসদ্গতি হইল! সেই দেশের প্রথানুসারে সামাজিক ভোজ-কালে যে ব্যক্তি তাঁহার নিজের বৃদ্ধ মাতা-পিতার 'মাথার খুলি' ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহার এবং বৃদ্ধ মাতা-পিতার অস্থিসমূহের চূর্ণ ভোজনান্তে সামাজিকগণের পাতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া পরিবেশনপূর্ব্বক "মনুষ্যেণ সদা প্রেয়ঃ" নীতি রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই সামাজিকগণের নিকট কুলোজ্জ্বল-কারী পুত্ররত্ন বলিয়া বিবেচিত!! আমাদের আচার্য্য এইরূপ বহু বিদ্যমান লৌকিক অচৈতন্য-ধর্ম্মের অন্যতম কোন ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া সমসাময়িক জগতের সময়ের অপব্যয় বা দুর্লভ জীবনের বহুমূল্য মুহূর্ত্তগুলিকে অনর্থে পর্য্যবসিত করিবার পক্ষপাতী এবং তদুদ্দেশ্যে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার পরিচয়-প্রদানে অভিলাষী নহেন। তিনি যে চৈতন্যধর্ম্মের কথা আজ বিশ্ব-মানবের নিকট প্রচার করিতেছেন, তাহা সার্ব্বজনীন, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বকালিক পরম-ধর্ম্ম। আচার্য্যের এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বরণ করিলেই মানুষের কল্পনায় সৃষ্ট বহু পরস্পর-বিরুদ্ধধর্ম্ম ও পরিবর্ত্তনশীল সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের অন্তর্দ্বন্দ্ব সমস্যার সমাধান হইবে। গণতন্ত্রবাদী মহাশয়গণ কপট-কৃপা-পাত্রে মুগ্ধ না হইয়া যাঁহারা সত্যসত্যই গণসাধারণের নিষ্কপট কৃপা চাহেন অর্থাৎ যাঁহারা প্রকৃত স্বাধীনতার প্রার্থী, তাঁহারা গৌরাঙ্গমিলের আপাত-চাকচিক্যে না ভুলিয়া,—জনসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় পতিত না হইয়া বিশ্বজনীন চৈতন্যের ধর্ম্ম—যাহা শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ-সভার আচার্য্যগণ এই বিশ্বের সর্ব্বত্র বিলাইতেছেন, তাহা বরিয়া লইবেন।

অসৎসাম্প্রদায়িকতা কি?, সৎসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যের প্রচার—বর্ত্তমানের নীতি, সাধুতা, সভ্যতা, নিরপেক্ষতা এইত্যে, সব কথা বল, অনেক সব আলোচনা কর, কিন্তু ভগবানের কথাটী কহিও না। "ঐ নামটী নারে বাপ"—"কৃষ্ণ" শব্দটী বলিলেই 'সাম্প্রদায়িকতা' আসিয়া পড়িবে!! সাধারণের—হরি-মন্দিরে অনেক-সময় আসা-যাওয়া করা, কীর্ত্তিক শোনা, উপাসনার ব্যাপার দেখা

পড়িবে,—অনেকে এরূপ আশঙ্কা করিয়া থাকেন, অথচ সেই ধর্ম্মমন্দিরে আহারের পর, মহিলা-সংবাদ, কোন ব্যক্তিবিশেষের পারিবারিক দৌর্ব্বল্য বা কদর্য্যের কথা, কিম্বা কোন দেশ বা সমাজের নিন্দা-প্রশংসা আলোচিত হইলে তাহাতে সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়ে না, নিরপেক্ষতার হানি হয় না!—ইহা অপরোক্ষদর্শী মহাত্মাগণ যদি সমসাময়িক-জগতের বিচারক সম্প্রদায়েরও ধারণার বিষয় করাইয়া থাকেন, তাহা হইলে বড়ই শোচনীয় কথা। এইরূপ এক বিবর্ত্তবুদ্ধিগ্রস্ত ভীষণ-মূলে আচার্য্য বাস্তবসত্যের উদারবাণী লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।

"শ্রীগৌড়ীয়মঠ"—সমসাময়িক জগতে "গৌড়ীয়মঠ" আচার্য্যের নিকট অনুগতজনীয় বাস্তবসত্যের বিপুল প্রয়াস ও উদ্যম-প্রদর্শনের একটী আদর্শ মহা-প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-সমূহের সঙ্ঘ-সংকলনের অন্যতম 'অনুকরণ' নহে। ইহার সম্পূর্ণ মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্য সুবৈজ্ঞানিক-চক্ষে অনুধাবন করিবার বিষয়। গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ আপন-আপন-কুঠরীতে নিরাকৃ-নীরব হইয়া বিষয়-চিন্তায় ধ্যানমগ্ন, বা অলস নহেন কিংবা অফিসিয়াল, সিদ্ধি, চরস, মৃর্ত্তি, অর্ফী, বিড়ি, সিগারেট, পান, তামাক, মদ, মাংস, মৎস্য বা অন্নশোণিতের শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি-চর্চ্চা ও গবেষণায় প্রয়াসযুক্ত নহেন। তাঁহারা কপট-সভ্যতা, খোঁয়ামিদ-সেবা সমন্বয়, কপট-দীনতা-মূলক অহমিকা, নিঃস্বার্থপরতার নামে ভীষণ অপস্বার্থপরতা, 'দয়া','পত্রোপকার','সেবা'র নামে জগতের হিংসা, উদারতার নামে ঘৃণ্য সঙ্কীর্ণতার উৎসাহবর্দ্ধিষ্ণু নহেন বা তাহাতে নিরুৎসাহ দেখাইয়া অন্যপ্রকার অপস্বার্থপরতার প্রশ্রয় নহেন। তাঁহারা প্রয়াসশীল, উদ্যমশীল, উৎসাহশীল—তাঁহারা ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে অর্দ্ধরাত্র-পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত প্রয়াস করিতেছেন, বিশ্রামের সময়টুকুও বিপুল-প্রয়াসের উদ্যম-বৃদ্ধির জন্য স্বীকার করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের জীবন—অনুক্ষণ সেবা-প্রয়াসময়। সে প্রয়াস—পরম-বাস্তবসত্যের জন্য। এই প্রয়াসের মধ্যে কত শিল্প, কত বিজ্ঞান, কত দর্শন, কত সাহিত্য, কত সমাজ-সভ্যতা-স্বাধীনতা-সমস্যার সমাধান স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে।

গৌড়ীয়মঠ বাস্তব-শিল্পবিদ্যার মন্দির—গৌড়ীয়-আচার্য্যের একটী মহা-শিল্প-মন্দির। এখানে কত চেতনময়ের বিশ্বশিল্পাচার্য্যের হাতে সুগঠিত হইতেছে, বাস্তবসত্যের সুদৃঢ়-ভিত্তিতে কত কারুকার্য্যমণ্ডিত রত্নসিংহাসন প্রকাশিত হইতেছে। অসংখ্য তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন কালের নিয়মানুসারে বিলীন হইয়া তাহাদের অবাস্তবতা বা ক্ষণিক বিকৃত বাস্তবতা প্রমাণিত করিবে, এমন কি, বিশ্বশিল্পী বিধাতার শিল্পকলাগুলিও মহাপ্রলয়ে বিলুপ্ত বা কালে-কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, কিন্তু গৌড়ীয়মঠ-শিল্পমন্দিরে আচার্য্য যে বাস্তবশিল্প-কলা শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, তাহা সমগ্রজগতে বাস্তব-শিল্প-বিদ্যা প্রচার ও অসংখ্য বাস্তব-শিল্পের নিদর্শন বিস্তার করিবে। ইহা কল্পনা নহে, দার্শনিকের অলস স্বপ্ন বা কাব্যামোদীর রূপক অবাস্তবচিন্ত নহে; যাঁহারা এই শিল্পমন্দিরে প্রবেশ করিয়া এই বাস্তব-শিল্পাচার্য্যের হাতে সুগঠিত হইবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, ইহা—তাঁহাদেরই প্রত্যক্ষীকৃত কথা। আবার আর এক দিকে আচার্য্য বিশ্ব-শিল্পকেও তাঁহার বাস্তব-প্রতিষ্ঠানের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া জাগতিক শিল্প-বিদ্যারও সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন।

গৌড়ীয়-মঠ বাস্তববিজ্ঞান-মন্দির—গৌড়ীয়মঠ আচার্য্যের বিশ্ব-বিজ্ঞান-গবেষণা-মন্দির। সমসাময়িক জগৎ বিজ্ঞানকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছেন। বিজ্ঞান সকলের ঈর্ষ্যাস্থান অধিকারেরই বস্তু। কিন্তু যে জিনিষ সকলের ঈর্ষ্যাস্থান অধিকার করিয়া পরিণামে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহা সর্ব্বোচ্চে স্থাপিত হইলেও শত্রুর ন্যায় পরিত্যাগের বস্তু। 'বিজ্ঞান' জিনিষটা বাস্তব, কিন্তু তাহা যদি জড়তা বৃদ্ধি করিয়া মানুষকে উহার অধীন করিয়া দিল, মানুষকে স্বাধীনতা প্রদান করিবার পরিবর্ত্তে বিপুল পরাধীনতা—জড়-তার বন্দীকৃত করিয়া দিল, তাহা হইলে ঐরূপ বিজ্ঞানকে 'বিজ্ঞান'-নামে অভিহিত না করিয়া 'অজ্ঞান' বলিলে কিছু অযৌক্তিক হয় কি? সমসাময়িক জগতের বিজ্ঞানের চরম পরিণতির ফল সেদিনকার মহাযুদ্ধের ভীষণ হিংসা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল,—ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই জড় বিজ্ঞান আরও উন্নততর হইয়া তাহার ফলস্বরূপে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও যে এক ভয়ঙ্করতর ভীষণতর মহাযুদ্ধের সৃষ্টি করিবে না, তদ্বিষয়ে কি সুদৃঢ় প্রমাণ আছে? জড়বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে মানুষ বিলাসের অধীন, কৃত্রিমতার অধীন হইয়া পড়িতেছেন—

স্বভাবের পথ হইতে কেবল অভাবের রাজ্যে আনিয়া পড়িতেছেন, ইহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু আচার্য্য গৌড়ীয়মঠে বিজ্ঞানের যে গবেষণাগার উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহা বিশ্বমানবকে স্বভাবের পথে, স্বাধীনতার পথে, অজ্ঞান হইতে বিজ্ঞানের পথে, বিদেশ হইতে স্বদেশের দিকে ফিরিবার বাস্তব সন্ধান দিতেছেন;—শুধু সন্ধান নহে, এই বিজ্ঞান-গবেষণা-মন্দিরের আবহাওয়া, সঙ্গ, সাধনা, আচার-বিচার, বাণী-বিলাস প্রতিমুহূর্ত্তে স্বাধীনতাকে—পূর্ণস্বাধীনতাকে—বাস্তবস্বাধীনতাকে হাতে-হাতে মিলাইয়া দিতেছে।

আচার্য্যের বিশ্ব বিজ্ঞানের সার্থকতা-সম্পাদন—যে বিজ্ঞান আমাদিগকে প্রলোভনের ছবি দেখাইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে, আপাত-প্রয়োজন-সিদ্ধির আশু সাধকরূপে প্রতিভাত হইয়া ভাবী ভীষণ জগদ্ব্যাপক কার্য্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া যাইতেছে, সেই বিজ্ঞানকেই আচার্য্য তাঁহার অনাসুষী বিজ্ঞান-বিজ্ঞতা-প্রভাবে অশেষ জগন্মঙ্গলকর কার্য্যের অনুকূল করিয়াছেন। যেমন, যে বৈদ্যুতিকশক্তি মুহূর্ত্তমধ্যে শত শত রাজধানীর শিল্প-বিজ্ঞান-সাহিত্য-মন্দির ভস্মসাৎ করিতে পারে, তাহাই আবার বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের হস্তে পতিত হইয়া বহু প্রয়োজনীয় কার্য্যের, বহু বিজ্ঞান-শিল্পের উন্নতি-সাধক হয়, তদ্রূপ যে জড়বিজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী জগন্নাশকর কার্য্যের সাধক, তাহাই আবার এই যুগাচার্য্যের হস্তে বাস্তববিজ্ঞানের আনুকূল্য বিধান করিয়া মহাজগন্মঙ্গলকর কার্য্যের সাধক হইয়াছে। সমসাময়িক জগৎ আচার্য্যের এই বিজ্ঞান কৃপাপূর্ব্বক অনুধাবন করুন, নিশ্চয়ই চমৎকৃত হইবেন এবং বৈজ্ঞানিক-জগৎকে এই বাস্তববিজ্ঞানের সেবায় নিয়োজিত করিয়া মহাজনমঙ্গলকর ও আত্মমঙ্গলকর কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীচৈতন্য-শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্য—সমসাময়িক জগতে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়-মঠ ও ইহার শাখা-প্রতিষ্ঠান-সমূহ—আচার্য্যের এক-একটী মহাদান। সমসাময়িক জগতের যে বিরাট্ গণ-গজ্জলিকা স্বদেশ ভুলিয়া—প্রকৃত স্বাধীনতা ভুলিয়া বিদেশের কালা-পানিতে ঝাঁপ দিতে চলিতেছে, অধীনতা-দুঃখদ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইতেছে, আচার্য্যের প্রতিষ্ঠানগুলি—যেন সেই কালাপানির তীরে-তীরে সেই বিরাট্ গণ-গজ্জলিকা হইতে লোক উদ্ধার করিবার এক একটী watch-tower। গজ্জলিকার স্রোতের বেগ উত্তেজনা ও প্রভাব ছাড়িয়া উহা কি সহজ? আচার্য্য কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক আমাদিগকে সেই গজ্জলিকা-স্রোত হইতে টানিয়া তীরে তুলিতেছেন। আমাদের আশুচক্ষে আপাত-নিষ্ঠুর প্রতীয়মান হইবার ভয়টী তিনি তাঁহার পরদুঃখকাতরবহননীল স্কন্ধে স্বেচ্ছায় বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াও আমাদিগকে বিদেশের পথ ও অভিমান হইতে ফিরাইতেছেন এবং গণ-গজ্জলিকার মোহ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য আমাদিগকে শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠের স্বদেশ-যাত্রিগণের সঙ্গে মিলাইয়া দিতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গের এমনই গুণ, যে আমরা সেই সঙ্গে মিশিয়া অতি-সহজে স্বদেশের দিকে—স্বাধীনতার পরশিতে চলিয়া যাইতেছি। বাস্তবিক-জ্ঞানে যেমন একবার উঠিয়া বসিতে পারিলেই হইল, নানাবিধ দুর্গন্ধ, কণ্টকাকীর্ণ, পর্ব্বত বহুল, নদ-নদী-নালাযুক্ত, হিংস্রজন্তু-পরিপূর্ণ পথগুলি হাঁটিয়া যাইবার ক্লেশ, পরিশ্রম বা বিপদ স্বীকার করিতে হয় না, তেমনই আচার্য্যের শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের চৈতন্য-গৌড়ীয়গণের সঙ্গ ধরিতে পারিলেই অতি-সহজে স্বদেশে পৌছা যায়, কেবল অজ্ঞানবশ হইয়া বা স্বেচ্ছায় মাঝ-পথে ছট্‌কাইয়া পড়িয়া না গেলেই হইল। এদেশে বিবিধ প্রতিষ্ঠানের অভাব নাই। সাময়িক সুখশান্তির নানাবিধ প্রস্তাব ও প্রলোভন দেখাইয়া আমাদিগকে চিরকাল বিদেশেই ভুলাইয়া রাখিবার প্রতিষ্ঠান অনেক আছে। আচার্য্যের প্রতিষ্ঠান-সমূহ আমাদিগকে সেরূপ আপাত-সুখশান্তির লোভ প্রদান করিতে না পারিলেও আমাদিগকে পরিণামে স্বদেশে—স্বাধীনতার রাজ্যে লইয়া যায়।

আচার্য্যের অর্থনীতি—'সময়ই পরমার্থ'—সমসাময়িক জগতে অর্থনীতির প্রশ্ন একটা সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন। অর্থনীতিজ্ঞগণ বলেন,—"Time is money"—'সময়ই অর্থ'। শিল্প-বিজ্ঞান-রাজনীতি-সাহিত্য, যে কোনও বিভাগে যে কোনও কাজ হউক না কেন, পরিণামে উহাদিগকে অর্থে পরিণত করাই সকল-কাজের অন্তর্নিগূঢ় তাৎপর্য্য। অর্থ-নীতিজ্ঞগণ বলেন,—যে জাতি বা দেশ যত সভ্য, যত উন্নত, যত বিচক্ষণ,—যে জাতি ও দেশ যত অল্প-সময়ে অধিক অর্থ উৎপাদন করিতে পারে। সময়ের সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার, অর্থপরিণতির পরিমাণদ্বারাই পরিমাপ করা হয়। এইরূপ

সমসাময়িক জগতে আচার্য্য যে অর্থনীতি প্রচার করিতেছেন, তাহা বিশেষ অনুধাবনের বিষয়। আমরা যদি সময়কে পূর্ণভাবে অর্থেই পরিণত করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের বিচারে যাঁহারা অর্থনীতিতে অভিজ্ঞ, তাঁহাদের গবেষণা পরিণামে কতটা স্থায়ী অর্থ উৎপাদন করিবে, তাহা আচার্য্যের প্রচারিত অর্থনীতির সহিত কি যাচাইয়া লওয়া আবশ্যক নহে? মনে করুন,—কোন ব্যক্তি পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ সময়ের প্রতি-ঘণ্টাকে শত-মুদ্রায় পরিণত করিয়া চারি-কোটি আটত্রিশ-লক্ষ মুদ্রা সঞ্চিত রাখিয়া কালের নিয়তি বরণ করিতে বাধ্য হইলেন, তাঁহার উত্তরাধিকারী সেই অর্থনীতিজ্ঞ ব্যক্তির যাবতীয় মুদ্রা কয়েকদিনেই নষ্ট করিয়া ফেলিল অথবা কোন দৈবদুর্বিপাক-বশতঃ সেই ব্যক্তির জীবদ্দশাতেই সমস্ত অর্থ নষ্ট হইয়া গেল। তখন উক্ত অর্থনীতিজ্ঞের অর্থ নষ্ট হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার সময়গুলিও বৃথাই ব্যয়িত হইয়াছিল বলা যাইবে না কি? কিম্বদন্তী এই যে, ঊনবিংশ-শতাব্দীর পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান ধনী রথস্-চাইল্ড্ (Rothschild) সাহেব একদিন তাঁহার বিপুল অর্থাগারে প্রবেশ করিয়া পুনরায় বহির্নিগমনের পথ না পাওয়ায় বিপুল অর্থরাশির মধ্যে অনাহারে ও অচিকিৎসায় পচিয়া মরিয়াছিলেন। তাহা হইলে কি উক্ত অর্থনীতিজ্ঞের প্রতি-সেকেণ্ডগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থে পরিণত হইয়া তাঁহার মৃত্যুরূপ অন্তিম অর্থ বা অনর্থেরই কারণ হয় নাই? আচার্য্য এইরূপ অনর্থপ্রসবিনী অর্থনীতির প্রচারক নহেন। তাঁহার অর্থনীতি—প্রকৃত অর্থনীতি বা পরমার্থনীতি। তিনি বলেন,—"প্রেমা পুমর্থো মহান্"; তিনি সর্ব্বক্ষণ প্রচার করেন,—প্রতি-মুহূর্ত্তকে তথা জীবনের ও জীবিতোত্তরকালের সমস্ত সময়কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরমার্থে পরিণত করাই প্রকৃত অর্থনীতি। আচার্য্য এই পরমার্থনীতির আচারকারী প্রচারক। তাঁহাতে অব্যর্থকালত্ব বা "সময়ই পরমার্থ"—এই আদর্শ পরিপূর্ণরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে,—ইহা যে কেহ লক্ষ্য করিতে পারেন। কালবিজ্ঞানজ্ঞ আচার্য্য "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্গীর্ণ অর্থনীতির আদর্শ আচার-প্রচার করিয়া সময়কে কিরূপে প্রকৃত অর্থে পরিণত করিতে হয়, তাহা সমসাময়িক জগৎকে জলন্তমূর্ত্তিতে শিক্ষা দিতেছেন। কৃপাপূর্ব্বক আচার্য্যের প্রচারিত এই অর্থনীতি অনুধাবন করিতে থাকুন।

সমসাময়িক জগৎ অবাস্তব-বৈশ্যত্বের উপাসক, আচার্য্য বাস্তব-বৈশ্যত্বের শিক্ষক—সমসাময়িক জগৎ বৈশ্য-জগৎ। চিন্তাশীলগণ বলেন,—জগতে বৈশ্য ছাড়া জাতি নাই। শুদ্র-কর্ম্মে চারি বর্ণে বিভক্ত হইলেও প্রয়োজনে সকলেই 'বৈশ্য'। গণসমষ্টি বর্ত্তমানে গণতোষণী মহামায়ার পুত্র অর্থদাতা গজানন গণপতিরই উপাসক। তাই বৈশ্যজগতে পরমার্থও বাণিজ্যে পরিণত হইতে বসিয়াছে। কিন্তু পরমার্থদাতা গজারিবদন নৃসিংহদেবের ভক্ত প্রহ্লাদ-মহারাজের কথিত "ন ন ভূতাঃ ন বৈ বণিক্" কথাটি বিকৃত হইয়া "বণিক্ও ভক্ত বা যাজ্ঞিক"—ইহাই বর্ত্তমানে বিকারি-নৃসিংহ বা গণনাথের উপাসকগণের ধারণার বিষয় হইয়াছে। অপ্রাকৃত বৈশ্যরাজ শ্রীনন্দ, অপ্রাকৃত বৈশ্য-রাজপত্নী শ্রীযশোমতি, অপ্রাকৃত বৈশ্য-সখা শ্রীদাম, সুদাম ও বসুদাম, অপ্রাকৃত বৈশ্যসেবক রক্তক-পত্রক-চিত্রক ও গোপেন্দ্রাদি বৈশ্যসম্পর্কযুক্ত বৃন্দাবনের বৈশ্যবালাগণ সময়কে কতটা পরম-অর্থ জানিতেন, তাঁহারা কতদূর সর্ব্বোত্তম অর্থনীতিজ্ঞ ছিলেন, তাহা বর্ত্তমানে গণসমষ্টির ধারণার বহুদূরে রহিয়াছে। আচার্য্য বৈশ্যজগৎকে নিয়ত এই কথাই জানাইতেছেন,—জগতে বৈশ্য ছাড়া জাতি নাই, প্রয়োজনে সকলেই বৈশ্য অর্থাৎ স্বরূপে সকলেই অপ্রাকৃত বৈশ্যকুলচন্দ্রমা শ্রীনন্দনন্দনের উপাসক, নন্দনন্দন ব্যতীত অন্য কোন পরম-অর্থ বা প্রয়োজন নাই। যিনি নিজ সময়কে যত অধিক-পরিমাণে সেই প্রয়োজনে পরিণত করিতে পারিতেছেন,—সময় যাঁহার নিকট যতটা কৃষ্ণরূপে প্রতিভাত হইতেছে; অর্থাৎ যিনি প্রতিক্ষণ গাঢ়কৃষ্ণানুসন্ধানে যতটা প্রমত্ত আছেন, তিনি তত পরম অর্থ-নীতিজ্ঞ, তিনি তত পাকা বৈশ্য, তিনিই অপ্রাকৃত বাস্তব বৈশ্যজগতে বাস করিতেছেন।' আমাদের আচার্য্য—এইরূপ অর্থনীতিজ্ঞতারই আদর্শ শিক্ষক।

কপটব্যবসায়ীর অর্থকে 'পরমার্থ' ও পরমার্থকে 'অর্থ' প্রতিপাদন করিবার দুরভিসন্ধি আচার্য্য ধরাইয়া দিয়াছেন—বঞ্চক ব্যক্তিগণ অর্থ ও পরমার্থের বাহ্য-সাম্যের সুযোগ লইয়া যখনই পরমার্থকেও জাগতিক পণ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তখনই এই অর্থনীতিজ্ঞ আচার্য্যের সূক্ষ্মবিচার ও আদর্শ সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। পরমার্থ-ব্যবসায়িগণ

নিরুপায় হইয়া পূর্ণ পরমার্থনীতিজ্ঞ আচার্য্যের পরমার্থ-চেষ্টাকে যখন তাহাদেরই মত অর্থচেষ্টা বলিয়া লোক-বঞ্চনা করিবার প্রয়াস দেখাইল, তখন আচার্য্য বিচার-দ্বারা ব্যবসায়ীর অনর্থনীতি, বিদলিত বাণিজ্যবুদ্ধি এবং শ্রীচৈতন্য-দেবের পরমার্থনীতি ও অপ্রাকৃত বৈশ্যকুলচন্দ্রমা শ্রীনরহরি-সরকারের নিকট উপাসকগণের অপ্রাকৃত বৈশ্যত্বের পার্থক্য সুধীসমাজে বিদিত করাইয়া দিলেন। সপ্তমবর্ষের গৌড়ীয়ে প্রকাশিত 'ব্যবসাবাদের কপটতা' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি পরমার্থ ও অর্থ বুঝিয়া লইবার এক-একটী কষ্টিপাথর।

শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠাদির অর্থাদি সম্পূর্ণ পরমার্থে ও জীবে দয়া-কার্য্যে নিযুক্ত—শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠাদি প্রতিষ্ঠানের অর্থ, বৈজ্ঞানিক যান, বৈজ্ঞানিক আলোক, বৈজ্ঞানিক বাত্যাবহ প্রভৃতি পরমার্থ-নীতির সম্পূর্ণ অনুকূল। সেই অর্থের প্রত্যেক অংশ বিশ্বের প্রত্যেক-জীবের প্রতিমুহূর্ত্তকে পরমার্থে পরিণত করিবার জন্য। গৌড়ীয়-মঠের বৈজ্ঞানিক যানাদি আচার্য্যের পরমার্থ-নীতিজ্ঞতারই নিদর্শন। ঐ সকল বস্তু ভোগীর বিলাসাদিতে সময়ের অসদ্ব্যবহার বা সময়কে মুদ্রায় উপকরণ-স্বরূপ অর্থ-সংগ্রহের নীতি শিক্ষা না দিয়া মুহূর্ত্তগুলিকে মানব-জীবনের অত্যল্প-সময়ে কিরূপে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-পরিমাণে পরমার্থ সঞ্চয় করা যায়, কিরূপে 'অব্যর্থকালত্ব' রক্ষা করা যায়, তাহাই শিক্ষা দিতেছে। সমন্বয়বিচারপরায়ণ জগৎ গতানুগতিক মনোধর্ম্মাক্রান্ত না হইয়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আচার্য্যের এইসকল শিক্ষা পরিদর্শন করুন। অসহিষ্ণুতা বা ক্ষিপ্রকারিতা-দ্বারা পরমার্থনীতি বুঝা যায় না। অসত্য ও অশুভের কৃত্রিম বিষয়—আপাত-চমৎকারী বটে; কিন্তু যতই তাহা বিশ্লেষণ করা যায়, ততই তাহার গলদ্ বাহির হইয়া পড়ে, আর সত্য বা ধ্রুবপন্থার অকৃত্রিম বিষয় আপাত-চমৎকারী না হইলেও যতই সহিষ্ণুতা-সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে তাহা বিচার ও বিশ্লেষণ করা যায়, ততই তাহা তাহার সৌষ্ঠব, মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্য বিকসিত করিয়া থাকে। এইজন্য আমরা সমন্বয়বিচারক জগৎকে কৃপাপূর্ব্বক সহিষ্ণুতা ও বৈজ্ঞানিকবুদ্ধির সহিত গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানাদির দ্বারা সমগ্র-বিশ্বে আচার্য্যের অমূল্য বিরাট্ দান অনুধাবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। ইহাতে জীবের সময়ের প্রতিমুহূর্ত্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-অর্থে পরিণত হইবে,—এ বিষয়ে আমরা বোধ হয় একটু জোর গলায়ই বলিতে পারি।

আচার্য্যের প্রচার-ফলে সমসাময়িক জগতের সর্ব্ববিধ জটিল ও বিবদমান সমস্যা-সমূহের সু-সমাধান—সমসাময়িক জগৎ কতকগুলি এমন প্রয়োজনীয় সমস্যা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, যে বহু মনীষীর মস্তিষ্কালোড়ন-সত্ত্বেও বিবাদ-প্রশমিনী কোনও সুমীমাংসায় উপনীত হওয়া যাইতেছে না। যে সকল প্রস্তাবিত মীমাংসা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা অপূর্ণ ও অসত্য নূতন সমস্যার প্রসূতিস্বরূপা। দুঃখমার্গ, নীচ-জাতির উন্নতি, স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি সমস্যার প্রস্তাবিত অপূর্ণ বা বিকৃত সমাধানের দ্বারা প্রকৃত জগন্মঙ্গল ও সুশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। ঐ সকল প্রস্তাবিত সমাধানের ভাবিবিষময় ফল অনেকেই দূরবীক্ষণে দর্শন করিতেছেন। কিন্তু আচার্য্য যে বিশ্বনবীন শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্মের কথা জগতে আনয়ন করিয়াছেন, তাহাতে ঐসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা-গুলি আনুষঙ্গিকভাবে এত সহজ ও স্বাভাবিকরূপে মীমাংসিত হইতেছে যে, তাহা সমসাময়িক জগৎ ও ভাবি-জগতের সকল বিবাদ-বিসম্বাদ, মতভেদ সর্ব্বতোভাবে প্রশমন করিয়া বিরাট্ সমাজ-দেহকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, শান্তশ্রীসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যবান্ করিয়া তুলিবে। ইহা কাগজ-কলমের, সভা-সমিতির, বক্তৃতা-গ্রন্থের প্রস্তাবিত সমাধান-মাত্র নহে, পরন্তু পরম-বাস্তব ও সুপরীক্ষিত প্রকৃত জগন্মঙ্গলকর সমাধান। সমসাময়িক জগতের বিচারকগণের একসম্প্রদায় সর্ব্বজাতির হস্তস্পৃষ্ট বা হস্তস্পৃষ্ট জল বিনা-বিচারে গ্রহণই রাজ-নীতিজ্ঞানের একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, আবার কোন সম্প্রদায় একটুকু পর্দ্দার আড়ালে ঐরূপ নীতির আচরণকারী হইলেও নবীন সামাজিকগণের নিকট বাহিরে প্রতিষ্ঠা-হানি স্বীকার করিতে সম্মত হইতেছেন না। এইরূপ মতভেদ বা বহু মতবাদ এক-একটী সমস্যাকে এত জটিল ও আরও অসংখ্য-সমস্যার প্রসূতি করিয়া তুলিতেছে যে, সামাজিকগণ কেবল প্রস্তাব লইয়াই শক্তি ব্যয় করিতেছেন। আচার্য্য এইরূপ সময়ের যুগে শ্রীচৈতন্যের বাণী প্রচার করায়, ঐসকল সমস্যার ভুবনমঙ্গলময়ী সুমীমাংসা হইয়া যাইতেছে। আচার্য্যের প্রচারিত "নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ। তদ্যাতদ্ব্যধিকারেণ নাস্তি

তত্ত্বতঃ বিজ্ঞাতঃ"—প্রভৃতি সনাতন শাস্ত্রবাক্য কিরূপ সুন্দরভাবে ছুঁৎমার্গের জটিল সমস্যাটী সুসমাধান করিয়াছেন, তাহা সমসাময়িক জগৎ কিছুকাল ধরিয়া অনুধাবন করিতে থাকুন। এ সমাধানে বিশৃঙ্খলতা নাই, কপটতা নাই, ধর্ম্মদ্রোহিতা নাই, স্বেচ্ছাচার নাই, বিবাদ নাই, অনাচার নাই। ইহা আপাত-সুন্দর কিন্তু ভাবি-অমঙ্গলের জনক নহে, অথবা আপাত-রক্ষক পরিণামে ভক্ষক নহে। ইহা সর্ব্ববিবাদ-প্রশমনকারিণী ভুবনমঙ্গল বিধায়িনী আদি-অন্ত-শূন্যে পরব্রহ্মসাক্ষাৎকারিণী বাস্তব-সুষীমাংসা।

স্ত্রী-স্বাধীনতা—সমসাময়িক জগতে স্ত্রী-স্বাধীনতা একটী সমস্যার বিষয় এবং এই সমস্যার যে-সকল সমাধান হইয়াছে, তাহাও বহু জটিল সমস্যার জনক। এই সমস্যার অচৈতন্য-যুগে আচার্য্যের দ্বারা শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম বা আত্ম-ধর্ম্ম-প্রচারের ফলে ঐরূপ জটিল মীমাংসা-গুলির ভুবন-মঙ্গলময়ী মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। যে গণতোষণী মায়া স্বাধীনতার মোহিনী-মূর্ত্তিতে ঘৃণ্য অধীনতা-পরাকাষ্ঠার ফাঁদ গলায় পরাইয়া দেয়, তাহাই কি 'স্বাধীনতা'? যদি স্বাধীনতাই কাম্য হয়, তাহা হইলে জগতে কোন্ বুদ্ধিমান্ স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় কলঙ্করূপ অধীনতা লাভ করিতে চান? বর্ত্তমানে মাতৃকুলের স্বাধীনতা-লাভের যে মীমাংসা বা পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে কি স্বাধীনতা-লাভ হইতেছে? যেখানে ভোগ্য-ভোক্তৃ-দ্বন্দ্ব, সেখানে স্বাধীনতা কোথায়? আর ঐরূপ দ্বন্দ্বাত্মক স্বাধীনতা বা অধীনতার জটিলতা কতদূর বিষময়, প্রকাণ্ড ও জগদ্ধ্বংসক, তাহা কি সুধী-সমাজ এখনও দেখিতে পাইতেছেন না? অনেকে গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির দোহাই দিয়া বর্ত্তমানের স্বাধীনতাকে সমর্থন করিতে চাহেন! কিন্তু গার্গী, মৈত্রেয়ীর স্বাধীনতা কোন্ বিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত,—মৈত্রেয়ী কিরূপ স্বাধীনতা, কিরূপ অর্থনীতির কথা বলিয়াছিলেন,—"যেনাহং নামৃতাঃ স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্? যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি"? মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হে ভগবন্, যদি আমার ধন দ্বারা এই সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণা হয়, তাহা হইলে কি আমি তাহাতে অমরত্ব লাভ করিতে পারিব?" যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্টতঃ বলিয়া-ছিলেন,—"না, জগতের বহু ভোগি-ব্যক্তি যেরূপ বিলাসে কালাতিপাত ভোগ করে, তুমি ততটুকু-মাত্র সুখ লাভ করিতে পার, কিন্তু তাহা স্বাধীনতা নহে"—তদুত্তরেই মৈত্রেয়ী ঐরূপ বলিয়াছিলেন,—"হে ভগবন্, আমি যাহার দ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে পারিব না, সেই ধন লইয়া কি করিব? যাহা অমৃতত্বের সাধন—প্রকৃত স্বাধীনতার সাধক, আপনি তাহাই আমাকে উপদেশ করুন।" যেখানে-সেখানে-পূর্ণ জগতে আজ আত্মধর্ম্মের কথার, চৈতন্য-কথার তাহার দুর্দ্দিক! জগতে ভোগ ছাড়া যাঁহার আত্মধর্ম্মের কথা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আচার্য্য এইরূপ ভীষণ দুর্দ্দিনের দিনে চৈতন্যকথার প্লাবন আনিয়া সমসাময়িক জগতের বহু বহু ক্ষুদ্র অথচ জটিল সমস্যার সহজে সমাধান করিয়াছেন।

জাতীয়তা ও আত্মধর্ম্ম—জাতীয়তা-বাদিগণ অনেক সময় আত্মধর্ম্মকে খুব সঙ্কীর্ণ এবং জাতীয়তার পক্ষে অন্তরায় বলিয়া বিবেচনা করেন। বুদ্ধদেব বা কপিল-মুনিকে বাঙ্গালী বলিয়া প্রমাণিত করিতে যে-সকল মস্তিষ্ক আলোড়িত হয়, শ্রীচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীন আত্মধর্ম্মের শিক্ষা গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে খর্ব্ব বাঙ্গালী কৌম-সমষ্টির শোণিত-প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত করিতে যে-সকল সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, Mount Everest ও Wireless Telegraphyর আবিষ্কার-কর্ত্তৃগণ যে বাঙ্গালী, ইহা প্রচার করিতে যে-সকল শক্তি ও মনীষা ব্যয়িত হয়, তাহাই বর্ত্তমানে উদারতা, দেশপ্রেম বলিয়া গণিত হইয়া থাকে। এই-সকল দেশপ্রেমের আদর্শ হইতে অনেক সময়ে উহার অবশ্যম্ভাবী পরিণামরূপে অপর-দেশের প্রতি হিংসা-দ্বেষ যুদ্ধ-বিগ্রহাদির উদ্ভবও কিছু অস্বাভাবিক নহে। পাশ্চাত্য-দেশের অন্ধ অনুকরণে এইরূপ জাতীয়তার আদর্শ "উদারতা" বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে; আর তৎসঙ্গে-সঙ্গে আত্মধর্ম্মকে সঙ্কীর্ণ অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহার কারণ এই যে, আত্মধর্ম্ম গণতোষণী মায়ার বিক্রম হইতে উদ্ভূত নহে বলিয়া তাহা গণতন্ত্রিকার আদরের বস্তু হইতে পারে নাই। অবশ্য এইরূপ জাতীয়তা বা দেশ-প্রেমের আদর্শ সকল-দেহধারীতেই স্বাভাবিক। ইতর-প্রাণি-জগতেও ন্যূনাধিক এইরূপ জাতীয়তার উদারতা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের চক্ষে অনেকেই লক্ষ্য করিতে পারেন। কিন্তু আচার্য্য আমাদের বিজ্ঞান-বুদ্ধির প্রতি প্রশ্ন করিয়াছেন,—যাহা দিবসে আলিঙ্গন করে, যাহা বর্ষাগমনে আলিঙ্গন

করে, জগতে চৈতন্য বিস্তার করে, তাহা উদার, না যাহা ক্ষণস্থায়ুকতা-ধর্ম্ম লইয়া নিজের দেহ-মনের অর্থাৎ যতটুকু আমাদের চর্ম্মচক্ষের ও অনুমানের গণ্ডীতে দেখা যায়, সেই গণ্ডীটুকু, আর সেই গণ্ডীর ভিতরের কতক জন—(তাহাও অনেক সময় অকৃত্রিমভাবে নহে—নিজের গৌরববৃদ্ধির জন্য—নিজেকে গৌরবময় জাতির অন্তর্গত জানাইবার জন্য) আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, তাহা উদার ? জগতের প্রত্যেক জাতি বা প্রত্যেক মনুষ্য যদি এইরূপ জাতীয়তা বা দেশপ্রেমের উদারতা পোষণ করিয়া একদেশকে 'আপন', অপর দেশকে 'পর' ভাবেন, জার্ম্মেনী যদি ভারতকে অপরজন ভাবেন, আর জার্ম্মেনীকে 'আপন' ভাবিয়া জার্ম্মেন-জাতির গৌরব-বৃদ্ধি ও দেশপ্রেমের পরিচয় দান করেন, আবার ভারত জার্ম্মেনীকে 'পরজেন' ভাবিয়া ভারত বা ভারতবাসীরই গৌরববৃদ্ধিতে পচেষ্ট হন, তাহা হইলে এইরূপ জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কি ভীষণ দ্বেষ-প্রতিহিংসায় পরিণত হইবে না ? আর নিরপেক্ষ-বিচারের তুলাদণ্ডে কি তাহা 'সঙ্কীর্ণতা' বলিয়া বিবেচিত হইবে না ? আচার্য্য এই যুগে যে শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্মের বাণী লইয়া সমুপস্থিত, তাহা বিশ্বকে সমভাবে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত, যেহেতু দেশবাসীর গৌরব বর্দ্ধন করিবার অবান্তর উদ্দেশ্য তাঁহার নাই, দেশবাসীর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবার অন্তর্নিহিত চেষ্টা তাঁহার নাই, মানবজাতির সকল নিত্য কল্যাণের আকর ভগবৎসেবাই তাঁহার উদ্দেশ্য ; সুতরাং তাঁহার চেষ্টাই—বিশ্বের সর্ব্বজীবকে সর্ব্বোচ্চ অধিকার-প্রদানে সমর্থ,—তাহা সকলকে সমভাবে স্বাধীনতা-প্রদানে প্রস্তুত। বলশেভিজ্‌ম-মতবাদ যে সাম্যনীতির প্রচারক, তাহা জগতে অস্বাভাবিক এবং পরিণামে সংঘর্ষের জনক। কিন্তু আচার্য্যের প্রচারিত শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্মে যে সাম্যনীতি, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, সার্ব্বজনীন ও পরিণামে পরমশান্তিপ্রদ। সমস্যাসঙ্কুল জগৎ আচার্য্যের এই দান অনুধাবন করুন,—ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন।

অসত্যের প্রতিবাদ ও বাস্তব সত্যের পুনঃসংস্থাপন—গণতন্ত্রতন্ত্রিকার চক্ষে "বিপ্লব" বলিয়া প্রতিভাত—রাষ্ট্রতন্ত্রে দুইটী কথা শুনিতে পাওয়া যায়—"বিপ্লব" ও "বিদ্রোহ"। যাহা কোনও প্রচলিত তন্ত্র বা মতকে পল্টাইয়া দেয়, তাহাই 'বিপ্লব', আর যাহা প্রচলিত তন্ত্র বা মতের বিরুদ্ধে ক্রোধ, প্রতিহিংসা, প্রতি-যোগিতা, দ্বেষ, শোণিত-পিপাসা প্রভৃতি প্রবৃত্তির মূলে অবৈধভাবে অভিযান আনয়ন করে, তাহাই 'বিদ্রোহ'। সত্যের বিরুদ্ধে যে দ্রোহ, তাহাই বিদ্রোহ ; আর অসত্যের প্রতিবাদ ও সত্যের পুনঃসংস্থাপনে যে আপাত-বিপর্য্যয় লক্ষিত হয়, তাহা সাধারণের নিকট 'বিপ্লব' বলিয়া মনে হয়। বিপ্লবে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহার উত্তর-ফল অনেক-সময় মঙ্গলজনকও হইতে পারে, কিন্তু বিদ্রোহে যে পরিবর্ত্তন, তাহার ফল ভয়াবহ, হিংসা-বহুল ও আততায়ী। যখন ভগবদিচ্ছায় কোন যুগপ্রবর্ত্তক আচার্য্য জীবকল্যাণ-কামনায় ভগবৎপ্রতিনিধি-স্বরূপে বিশ্বতন্ত্রের প্রচলিত ও অত্যন্ত বিকৃত ধারণার গতি পরিবর্ত্তন করিয়া যথার্থ পুরুষোত্তমের শাসনতন্ত্রের আনুগত্য-শিক্ষা-প্রচারের জন্য জগতে আগমন করেন, তখন সাধারণ গতানুগতিক-সমাজে আচার্য্যের সেই কার্য্য দুর্ভাগ্যবশতঃ বিপ্লবময় বলিয়া মনে হয়। ইহা সর্ব্বযুগাভ্যন্তরীণ কালের একটী সত্য প্রতিজ্ঞা। যাঁহারা গতানুগতিক মতেরই কেবল রাশি-রাশি ইন্ধন যোগাইয়া যান, তাঁহারা গণসমষ্টির নিকট গণনায়ক-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সভাসমিতিতে বহু হাততালি কুড়াইয়া লইবার সুযোগ পান বটে, কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা—যে স্বাধীনতা জীবের অন্তরতম প্রদেশের চির আকাঙ্ক্ষণীয়, সেই স্বাধীনতার কতটুকু তাঁহারা বাস্তবপক্ষে দিতে পারেন, তাহা বিচার্য্য। রাজরাজেশ্বর বিশ্বতন্ত্রের প্রতিনিধি যুগাচার্য্য কিন্তু প্রচলিত মতের ইন্ধন দান করেন না বা প্রচলিত-মতের বিদ্রোহীও হন না। তিনি বিশ্ব-সুশাসন-তন্ত্রের পুনঃস্থাপনা ও পুনঃসংস্থাপন করিতে আসেন। যাহারা যথার্থ বিশ্বতন্ত্রের শাসন-তন্ত্র হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া মায়ার অধীনতা-শৃঙ্খল ধারণ করিয়া লইয়াছে, তাহাদিগকে স্বাধীনতার মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিতে আসেন। বহুকাল ধরিয়া গণতোষণী মহামায়ার অধীনতা ও গোলামীতে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে যে একটা দ্বিতীয়া প্রকৃতি বিরাট্ সমাজ-দেহের উপর স্তরে-স্তরে জমাট্ বাঁধিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে যে একটা নৈসর্গিক মোহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা উন্মোচন করিয়া কেহ স্বাধীনতার মহা-মন্ত্র শুনাইতে আসিলে, বিশেষতঃ স্বাধীনতা-লাভের বাস্তব উপাদানগুলি আমাদিগের নিকট

যার আচরণের দ্বারা উপস্থাপিত করিলে, সেই পুরুষের কথা ও ক্রিয়া আমাদের নিকট বড়ই বিপ্লবময় অর্থাৎ সাধারণ প্রচলিত ও অভ্যস্ত ভাব, ভাষা ও কার্য্যকলাপ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া মনে হয়। তখন অনর্থময় আমরা তাঁহাকে 'বিশ্ব-বিপ্লবী' বলিতে কুণ্ঠিত হই না। কিন্তু আমরা যাহাকে 'বিশ্ব-বিপ্লবী' বলি, তিনি প্রকৃত-প্রস্তাবে বিশ্ব-বান্ধব—এই বিশ্বে বিশ্বম্ভরের দূত; আমাদিগকে বিশ্বম্ভরের শাসনতন্ত্রে পুনঃসংস্থাপন করিয়া জড়ভোগবাদ হইতে প্রকৃত স্বাধীনতা—বাস্তব স্বাধীনতা-প্রদানে সচেষ্ট। ইনি বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ-সভার পাত্ররাজ আমাদের আচার্য্যদেব।

কলিকাতা কংগ্রেস ১৯০০ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা-প্রদানের প্রস্তাব করিতে পারেন, কিন্তু পরমদুঃখী আচার্য্যের ধর্ম্মশ্রী তখন আমাদিগকে আর এক-মুহূর্ত্তও অধিক অধীনতা-শৃঙ্খলে রাখিয়া আমাদের দুঃখ দেখিতে প্রস্তুত নহেন। আমাদের অধীনতার এক-একটী মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার প্রাণ দুঃখে কাটিয়া যাইতেছে। তিনি, প্রস্তাবিত অবাস্তব অনিত্য স্বাধীনতা নহে, পরন্তু এই মুহূর্ত্তে হাতে করিয়া বাস্তব-স্বাধীনতা প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমরা তাহা বরিয়া লইলেই হইল।

আমরা অধীনতায় অভ্যস্ত হইতে হইতে উহার মোহে এতদূর আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, নাগা-ধন অবাধে পায়ে ঠেলিতেও কুণ্ঠিত হই না। আচার্য্য তখন কত ব্যথিতের ন্যায় আমাদিগের কাছে আসিয়া বলেন,—'তোমরা আজ অনাদিকাল ধরিয়া তোমাদের জন্মগত অধিকার স্বরাজের প্রতি বিমুখ হইয়া রহিয়াছ। এমন সুযোগ উপস্থিত, এবার আর তোমাদিগকে এক-মুহূর্ত্তও যাবার—জড়ের অধীনতা-শৃঙ্খলে থাকিতে দিব না। এস, এই বাস্তব স্বাধীনতা বরিয়া লও। এ স্বাধীনতা একবার পাইলে কোন প্রবল জড়শক্তিই তোমাদিগকে আর অধীন করিতে পারিবে না। তোমার লালসা-মূল্যটুকু দিয়া এত বড় জিনিষ কিনিয়া লও।' আচার্য্যের এই সকল বাস্তব-বাণী প্রতি-বিম্বিত জগৎ হইতে বিপরীত মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। তাই বহু বিষয়ে তাঁহার বিচার আমাদের নেশাময় ধারণায় 'বিপ্লব' আনয়ন করে।

শৌক্র ও শ্রৌত ধারা—এই জগতে, এই বদ্ধ-ভূমিকায় আমরা শৌক্র-ধারাকেই সকল অধিকার-লাভের একমাত্র মাপকাঠি এবং দৈব-ব্যবস্থিত বিধান বলিয়া স্থির করিয়াছি। এই ধারণার কোন বিপরীত কথা বাস্তব-কর্ম্মরাজ্যে কেন, আমাদের চিন্তা-জগতেও মহা-বিপ্লব আনয়ন করে। কোন সাম্রাজ্যের সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁহার শৌক্র-সন্তানই স্বাভাবিক নিয়মে সাম্রাজ্য-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। ধনীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণই পিতার বিষয়ের শালিক হন; কেননা, এই বিধান দৈব-বিনির্দ্দিষ্ট বিধান। যদি তদপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তিও সম্রাটের সাম্রাজ্য-সিংহাসন বা ধনীর ধনের উত্তরাধিকার দাবী করেন, তাহা হইলে মহাসমর ও ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হয়। শৌক্র-ধারার প্রভাব বদ্ধভূমিকায় এতদূর বিস্তারিত যে, উহা মহাসমর সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু ইহা আর্থিক-রাজ্যের কথা। পরমার্থ-রাজ্যের সহিত আর্থিক-রাজ্যের আকারগত সাম্য থাকিতে পারে; কিন্তু বস্তুগত ঐক্য নাই,—ইহাই রহস্য। সমসাময়িক জগৎকে আচার্য্য চৈতন্যবাণী-প্রচারের দ্বারা জানাইয়াছেন যে, আর্থিক-জগতে শৌক্রধারা শৌক্রিক অধিকার-লাভের পরিমাপক হইলেও, পারমার্থিক-জগতে তাহা নহে। অর্থ ও পরমার্থ, জড় ও চেতনকে যাঁহারা একাকার করিয়া ফেলেন, তাঁহারাই আর্থিক অধিকার-লাভের মাপক-যন্ত্রকে পারমার্থিক অধিকার-লাভের পরিমাপক যন্ত্র বলিয়া মনে করেন। শ্রৌতধারাই পারমার্থিক অধিকার-লাভের মাপক যন্ত্র। শ্রৌতধারা বা শ্রৌতবংশের জন্ম, তাহাই দিব্য জন্ম, তাহাই 'দীক্ষা', তাহাই স্বরাজের অধিকার। "তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্"—এই সনাতনী বাণী যখন আচার্য্য পুনঃপ্রচার করিয়া শ্রৌত-ধারার রুদ্ধ পথ খুলিয়া দিলেন, তখন গতানুগতিক-ধারণার 'মহা-বিপ্লব' উপস্থিত হইল। কিন্তু যাঁহারা গণ-গজ্জলিকার প্রবাহে না ভাসিয়া আত্মস্থ হইয়া বিচার করিলেন, তাঁহারা ইহাতে আচার্য্যের মহাবদান্যতা দেখিতে পাইয়া চমৎকৃত হইলেন। সমসাময়িক জগৎকে আচার্য্য চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা বিচার করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছেন। আমরা চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা-বিতরণকারী আচার্য্যের কৃপা বিচার করিতে সমসাময়িক বিচারপ্রিয় জগৎকে অনুরোধ করিতে পারি কি?

সত্যসাধনায় অশেষ বিঘ্ন ও আচার্য্যের অহৈতুকী কৃপা—যেদিকে গজ্জলিকা-প্রবাহের বর্ত্তমান

বিকৃত সংজ্ঞা ধরি নাই, সেই সাধন-রাজ্যে আমাদিগের একটা স্কুল-পালান (truant) ছেলেমি-প্রবৃত্তি সময়ে-সময়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার স্কুল-পালান ছেলের দল যখন আমাদিগের ঐ প্রবৃত্তিকে আরও ইন্ধন দিয়া বাড়াইয়া তোলে, তখন আমরা নির্ভীক হইয়া ঐরূপ প্রবৃত্তিতে বেশ চালিত হইয়া পড়ি। যাঁহারা অধীনতার শৃঙ্খলে বাস করিতে করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং সেই দুঃসময় অবস্থার মোহে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল উদাহরণ দেখাইয়া বলিয়া থাকেন যে, স্বাধীনতার প্রয়াস—বৃথা। কারণ, কেহই সেই স্বাধীনতার সাধনায় শেষ-পর্য্যন্ত জয়ী হইতে পারেন না। কিন্তু স্বাধীনতা-লাভের সাধন-রাজ্যে যখন আমাদের এইরূপ দুর্বলতা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আচার্য্য আমাদিগকে বাস্তব স্বাধীনতা-লাভের একান্ত-প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করাইয়া ভজনের বৃদ্ধি ও ভজন পরিত্যাগের দুর্বুদ্ধির পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন। আচার্য্য বলেন,—যত বিঘ্নই আসুক না কেন, স্বাধীনতাই যখন আমাদের প্রয়োজন, তখন তাহা লাভ করিতেই হইবে। বিঘ্ন যতই ঘনাইয়া আসিবে, ততই আমাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া উঠিবে। বণিকেরা, সমুদ্রযাত্রা-বিঘ্নে বা অর্থসঙ্কটে প্রত্যহ বহুলোক নানাবিধ বিপৎপাতে পতিত হইতেছে দেখিয়া অর্থকামী ব্যক্তি বাণিজ্যাদির প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকে না, প্রসূতির সূতি-প্রসব-কালে জীবনাশঙ্কা আছে বলিয়া জননী পুত্ররত্নলাভে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন না। যদি অল্পের অনিত্য সাময়িক লাভের জন্য লোক সমস্ত বিপৎপাত ও আশঙ্কা অগ্রাহ্য করিয়া কার্য্যসিদ্ধির জন্য আকাশ পাতাল আলোড়ন বা তোলপাড় করিতে পারে, তবে চির-স্বাধীনতা-লাভের জন্য কেনই বা না তদপেক্ষা কোটিগুণ উৎসাহ ও প্রযত্ন লইয়া কোটি কোটি বিভীষিকাকে, বিঘ্নকে বিঘ্নবিনাশন নৃসিংহ-দেবের, বরাহদেবের, সর্ব্ব-বলাধার বলদেবের চেতনময়কৃপা-বলে দলিত মথিত না করা যাইবে? স্বাধীনতার সংগ্রাম-ক্ষেত্রে যখন আমরা—

"দৃষ্ট্বা তান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপি সৈন্যেষ্ব্ স্বব্স্থিতান্।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।
যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে।
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ।"

গীতার কথা আওড়াইতে অনেকেই পারেন, কিন্তু আচার্য্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার আচরণ ও বাণীর প্রত্যেকটী চেতনের বিজলী সঞ্চার করিয়া দেয়—সম্মুখে-একটা প্রত্যক্ষ চেতনের-ডিনামাইট্‌শক্তি আমাদিগের দুর্বলতাকে মুহূর্ত্ত-মধ্যে ভাঙ্গিয়া দেয়। আচার্য্যের শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠান—এখন একটী স্থান, যেখানে আমরা প্রাত্যহিক-জীবনে পারিপার্শ্বিক দৃষ্টান্তের মধ্যে, আচার্য্যের চেতনময়ী বাণীতে উৎসাহিত হইয়া প্রতি-মুহূর্ত্তে কুরুক্ষেত্রের মহা স্বাধীনতার সংগ্রামে জয়ী হইতে পারি এবং আচার্য্যের কৃপায় সেই ভবভয়-পঙ্কজ তীর্থে সরস্বতী-কুণ্ডে প্রবেশাধিকার পাইয়া স্বাধীনতার চরম-কাষ্ঠায় উপনীত হইতে পারি।

আচার্য্য বলেন,—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। কিন্তু সমসাময়িক জগৎ "আত্মা" বা "বলে"র যে সাধারণ রূঢ়ি ও অকিঞ্চিৎকর অর্থ জানিয়া রাখিয়াছেন, আচার্য্য উপনিষদ্‌কে সেই অল্প বা সাধারণের গণ্ডীতে বিচার না করিয়া আমাদিগকে তাহার অসাধারণ অর্থ জানাইয়াছেন। সমসাময়িক জগৎ এই আচার্য্য-কথিত "বলে"র উপাসক হউন। এই বল—সচ্চিদানন্দ শক্তির ঈশ্বর শ্রীবলদেব; নিখিল সত্তা তাঁহা-হইতেই সত্তা-যুক্ত। তাঁহার উপাসনাই স্বরাজ্য-লাভের একমাত্র পথ। এই কথাগুলি সমসাময়িক জগৎ আচার্য্যের নিকট ভাল করিয়া শ্রবণ করুন, সকল সমস্যার সমাধান হইবে।—ইহাই আমাদের বিনীত অনুরোধ।

কপটতাময় অপস্বার্থজড়া জগতে একজন অকৃত্রিম ব্যথার ব্যথী কে?—জগতের চতুর্দ্দিকে কত পরিচিত, কত অপরিচিত মুখচ্ছবি দেখিতে পাই, সকলেই আমার দিকে তাকাইয়া রয়। আমার অন্তরের তীব্র বেদনার প্রতিচ্ছবি-প্রতিফলিত মুখখানি দেখিয়া কেহই আমার বেদনার ভাগী বা ব্যথার ব্যথী হয় না। কেহ মুখের দুটী ভাল-বাসাবাসী কথা বলিয়া কোনো রকমে কর্ত্তব্য করিয়া যায়, কেহ বা আমার দিকে মুখ বিঁচাইয়া চলিয়া যায়।

আমার অন্তর অনাদিকাল হইতে যে ব্যথায় জর্জ্জরিত, সেই ব্যথার কথা আমাকে ত' কেহই জিজ্ঞাসা করে না। আমি মরি আর বাঁচি, তাহাতে কাহারও কিছু আসিয়া যায় না; বরং আমি মরিলেই সকলের হাততালি বাজাইবার সুযোগ হয়। কিন্তু এরূপ অপদার্থের, অনাত্মীয় বা কৃত্রিম আত্মীয়-বেষ্টিত জগতে একজন কে আমার মলিন মুখ দেখিতে পাইয়া, অন্তর্যামিসূত্রে আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের অনাদিকালের দুঃখের কাহিনী জানিতে পারিয়া আমাকে যাচিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—'তোমার মুখ মলিন কেন? তোমার ভাবনা নাই, আমি তোমার সব অভাব পূরণ করিব।' "দুনিয়া-ভরা এত লোক; কিন্তু আমার অভাবের দরদ কেহই কিছু ধার করিতে আসে না, মাত্র একজন আমার ব্যথায় ব্যথী হইয়া যাচিয়া আমার অভাব পূরণ করিতে আসিয়াছেন! ইহা গল্পের কথা নহে। ইহা প্রত্যক্ষীকৃত প্রাণের কথা। ইনিই পরদুঃখ-দুঃখী আচার্য্যদেব। ইনি জগতের প্রতি-দ্বারে-দ্বারে যাচিয়া-যাচিয়া সকলের অভাব মিটাইবার চিরব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। যে সময় কৃত্রিম আত্মীয়-স্বজন সকলে পলাইয়া যাইতেছে, সে-সময়ে তিনিই একমাত্র তাঁহার অকৃত্রিমসহগণ-সঙ্গে জনমণ্ডলীর অভাব বিদূরিত করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। দুনিয়ার কোন্ কোণায় কোন্ অভাব-গ্রস্ত দুঃখী পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য তিনি দুনিয়ার দ্বারে-দ্বারে অমূল্যধনের পসরা লইয়া হাঁকিয়া বেড়াইতেছেন।

আচার্য্যের অখিল-চেষ্টায় অচৈতন্য-বিশ্বে চৈতন্যপ্রাণপুরুষের প্রতিষ্ঠা—অচৈতন্য বিশ্বকে চৈতন্য-লীলায় লীলিত করা—অচৈতন্যভাবের বিষাক্ত বাষ্প বিদূরিত করিয়া সকল অবকাশ চেতনতায় ভরপূর করিয়া দেওয়া—বাক্যে, চিন্তায়, কর্ম্মে, ধ্যানে, জ্ঞানে, অন্বিতায়, আকাঙ্ক্ষায়, সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পে, বিজ্ঞানে, অর্থার্জ্জনে, ব্যবসায়ে, সন্ন্যাসে, ভ্রমণে, পর্য্যটনে, আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে অচৈতন্যবিশ্বে চৈতন্য-সঞ্চার করাই আচার্য্যের অনুক্ষণ কার্য্য হইয়াছে। সমস্ত জগতে 'চৈতন্য'-শব্দ অবতীর্ণ করাইবার জন্য তিনি সাহিত্যিক পত্র, গ্রন্থ, শব্দকোষ, কীর্ত্তন, সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, উপদেশ ও তীর্থভ্রমণাদির দ্বারা সর্ব্বত্র শব্দের বিদ্যুদ্ঝড়ি প্রচার করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবস্থান গৌড়দেশের আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে পরিব্রাজকাচার্য্য এবং চৈতন্য-সাহিত্যাসন, চৈতন্য-ঐতিহাসন, সম্প্রদায়-বৈভবাসন, ভক্তিশাস্ত্রাসন, তত্ত্ব-শাস্ত্রাসন, বেদান্তাসন, একায়নাসন সংস্থাপন করিয়া চৈতন্য-সম্বন্ধীয় সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানের অনুশীলন করাইতেছেন, বিবিধপ্রদেশের রাজধানী, গ্রাম, নগর, তীর্থাদিতে মঠ স্থাপন করিয়া পরমমঙ্গলময় চৈতন্যগণের সঙ্গলাভের সুযোগ দিতেছেন, দেশীয়-বিদেশীয় সমস্ত যুবা পর্য্যটনকারিগণের হৃদয়েও বেদান্তাধ্যয়নের চরম-ফল চৈতন্য-জিজ্ঞাসায় উদয় করাইবার জন্য শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধিত ভূমিসমূহে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন করিতেছেন, অচৈতন্য-বিশ্বকে সর্ব্বক্ষণ চৈতন্য-চিন্তায়, চৈতন্য-কার্য্যে, চৈতন্য-আলোচনায় নিযুক্ত রাখিবার জন্য বিভিন্ন মঠে বিভিন্ন সময়ে কীর্ত্তনময় উৎসবসমূহ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, অচৈতন্য-বিশ্বের ধ্বংসতার প্রয়াস চৈতন্যময় করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানসমূহে বিচিত্র ভগবৎসেবার প্রকার-ভেদ আবিষ্কার করিয়াছেন, অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি দূর করিয়া চৈতন্যানুসন্ধান শিক্ষা দিবার জন্য লুপ্ত-তীর্থাদি উদ্ধার করাইতেছেন। এই সকল চৈতন্যানুশীলনের এক একটি প্রকার আবার বিচিত্র চৈতন্যানুশীলনের নিত্য নিত্য নব-নবায়মান পরম্পরা আবিষ্কার করিতেছে। অর্থচেষ্টায় চৈতন্যানুশীলন বা পরমার্থ-চেষ্টা সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য অর্থের দ্বারা চৈতন্যকীর্ত্তনশ্রী, চৈতন্যপ্রতিষ্ঠান প্রকাশ এবং চৈতন্যকথা-প্রচারে বিভিন্নভাবে আনুকূল্যরূপ চৈতন্যসেবা শিক্ষা দিতেছেন। চৈতন্য-গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের সেবকগণকে অনুক্ষণ বিভিন্ন চৈতন্য-সেবোদ্যমে সঞ্জীবিত ও নিযুক্ত রাখিয়া তাঁহাদিগকে শয়নে, স্বপনে, ভ্রমণে, পর্য্যটনে, আহারে, বিহারে চৈতন্য চিন্তায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন। বৃথা জড়ভাবময় সমাজকে চৈতন্যভাবময় সমাজে পরিণত করিবার জন্য তিনি চৈতন্যসেবা-যুক্ত বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের পুনঃস্থাপন করিয়াছেন। জড়সঙ্গদোষদুষ্ট আত্মমঙ্গল-বিমুখ জীবগণকে চৈতন্যসঙ্গরূপ পরম-মঙ্গল-প্রদানার্থ আদর্শ সাধুসঙ্ঘাশ্রমসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন, স্থানে-স্থানে আদর্শ-চরিত্র সাধুগণকে প্রেরণ করিয়া চৈতন্যকীর্ত্তন প্রচার করাইতেছেন।

প্রার্থনা—বর্ত্তমান যুগ যেরূপ অসংখ্য জটিল সমস্যাময়, সংঘর্ষময় ও অতীব জড়ভাবাক্রান্ত, এই অচৈতন্যবিশ্বে

চৈতন্য-প্রাণপুরুষের প্রতিষ্ঠার জন্য আচার্য্যের বিপুল প্রয়াসও কেমনি আশ্চর্য্যজনক ও অভিনব! অচৈতন্য বিশ্বে—অচৈতন্য-ভাবাক্রান্ত জগতে—অচৈতন্য পণ্ডসমষ্টির, অচৈতন্য পশুতোষণী মায়ার পরাঘর্ষে অশেষপ্রকার বিদ্রোহোদ্গেরণের মধ্যে সহিষ্ণুতার সীমা প্রদর্শন করিয়া অনুক্ষণ অখিলভাবে চৈতন্যবাণী-প্রচারে আচার্য্যের যে অসামান্য চেষ্টা, তাহা কতদূর ধরার পরাকাষ্ঠা, তাহা পশ্বাক্রান্ত না হইয়া স্বস্থভাবে সমসাময়িক জগৎ পুনঃ পুনঃ বিচার করুন। যতই বিচার করিবেন, ততই চমৎকৃত হইবেন, ততই আকৃষ্ট, ততই আরতি বাড়িবে। এই আরতি বুদ্ধিই চরমস্বাধীনতা-লাভের সোপান। আচার্য্যের এই সকল ধরার কথা কেবল মৈথিল-কবির ছন্দে বলিতে হয়,—

"কস্য ত কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।"

শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবিনোদ অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণকারী আচার্য্যের কথা কবিরাজের ভাষায় আমরা বলিতে পারি—

"চৈতন্যজনের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

উপসংহারে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ভাবগর্ভ শিব-ভাষায় শ্রীল আচার্য্যদেবের আরতি করিতেছি,—

"যেনৈব দুস্তর কৃতেন স দীননাথঃ
যো নাম তৎপ্রতি বিনাপনিমন্ত কুর্য্যাৎ॥"

'অন্য কাহার-দয়া-বিতরণকারী সেই দীননাথ আচার্য্যদেব নিজের কার্য্যদ্বারা নিজেই সন্তুষ্ট হউন। কেবল অঞ্জলি-রচনা ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি ভগবানের কৃতোপকারের প্রতিদান করিতে পারে?'

"ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

ওঁ

বিষ্ণুপাদঅষ্টোত্তরশত শ্রী-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি-

মহারাজের শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

(আসামীয়া ভাষায়)

গুরুদেব!

যেতিয়া নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধু-শাস্ত্র-মহাজন-নির্দ্দিষ্টপথে গৈ বাস্তব সত্যর অনুশীলনক সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি ইতর বিশেষণত বিভূষিত কবিছিল, যেতিয়া সিবিলাকর জড়ীয় প্রতিভাবলত উদ্ভাবিত নানা তরহর মতবাদ-কুহুলীয়ে বৈষ্ণব-ধর্ম্মর বিমল জ্যোতিক সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন কবিছিল; যেতিয়া—

"দবীয়ক মই বোলো বুদ্ধি ভৈল হত।"—এই বিবর্ত্ত-বুদ্ধির আশ্রয়ত অবাস্তবক বাস্তব বুলি ভ্রম কবি পুত্র, ভার্য্যা আৰু বিত্তর মোহত কাল নিয়াবলৈ ধবিছিল, যেতিয়া—"আপুনি বিষয়ী হয়া", "বিভূতি বিত্তর হোক" বুলি পাষণ্ড গুরুর পরা উপদেশ গ্রহণ কবি বিষয়র ধ্যানকে ভগবদ্ধ্যান বুলি ভ্রম কবিছিল, যেতিয়া পিতা হিরণ্যকশিপুর প্রতি পুত্র প্রহ্লাদর ব্যবহারক নীতিবিরুদ্ধ বুলি ভাগৱতক শাসন কবিবর দুঃসাহস জগতত পোষণ কবিছিল, তেতিয়া আপোনার নিচিনা এজন—"আচারে আচার্য্য প্রচারে পণ্ডিত"—ব্যক্তির অভাব বিশেষরূপে অনুভূত হৈছিল। আপুনি যি দার্শনিক ভিত্তিমূলে বৈষ্ণব-ধর্ম্মর সার্ব্বভৌমিকত্ব প্রতিপাদন কবি ইয়ার বৈজয়ন্তি নিশান আকৌ ভারতর ধর্ম্মগগণত উড্ডীয়মান কবিছে, সি আপোনার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যপ্রভা আৰু মহাসাধনার নিচক প্রমাণ।

"বিদ্যা ভাগবতাবধি।" শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবে মুকিলাস

ভাগবত। বৈষ্ণবাচার্য্য সকলের ভিতরও তেওঁর স্থান বহুত ওপরত। তেওঁর শিক্ষাতে ভাগবতধর্ম্ম অবধি প্রাপ্ত হৈছে। শ্রীরূপানুগ আপোনাতে তেওঁর শিক্ষার পূর্ণ অভিব্যক্তি। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি এই সম্প্রদায়াচার্য্য সকলর অপ্রকটর দিনর পরা আজি লৈকে শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত ভাগবত ধর্ম্মত যি গ্লানি: উপজিছে তাক কবলৈ গৈ লাগে। এই গ্লানির বাবে আজি পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম লোক-সমাজৰ চকুত এটা ইতিকিণ্ডর বিষয় হৈ উঠিছে। আউল, বাউল, স্মার্ত্ত, জাতি-গোঁসাই প্রভৃতি অসৎ-সম্প্রদায়বিলাকে অপস্বার্থ-মূলত এই ধর্ম্ম প্রচার কৰিবলৈ গৈ যে মহা গ্লানি আনিছে, তাক নকলেও হব। এই গ্লানি দূর কৰিবলৈ যোগ্যতা মানুহৰ নেথাকিলেও অমিত-বিক্রম উৰুক্রমৰ প্রেরিত আপোনাতে যে পূর্ণমাত্রায় আছে, তাক অস্বীকার কৰিবলৈ উপায় নাই। আপোনার অলপ দিনর প্রচারর ফলতে এই বিলাক প্রচারকে তেওঁলোকর অতি উন্নতশির দোন্তাবলৈ বাধ্য হৈছে। আজি ভাৰতৰ বহু কৃতবিদ্য সন্তানে আপোনার নিচিনা এগৰাকি পুরোহিতর অধীনত পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ মহা-যজ্ঞর অনুষ্ঠান কৰি জগতবাসীক নতুনভাৱে ইই এই ধর্ম্মর প্রতি সম্মান দেখুৱাবলৈ যোগ্যতাবিধান কৰিছে হি।

আপোনার শিক্ষা—কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি সমাজনীতি, প্রত্যেক নীতির ওপরত সমপ্রভাৱ বিশিষ্ট। ভাৰতৰ যি রাষ্ট্র-নীতি-বিশারদ সকলে রাজনীতি ক্ষেত্রর পরাধর্ম্মক একেবারে নির্ব্বাসিত কৰি জাতীয় জীৱন পুন: প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প কৰিছে, তেওঁলোকে আজি আপোনার শিক্ষার প্রভাৱত বুজিবলৈ পাৰিছে যে, নিরীশ্বর কোনো নীতির অৱলম্বনতেই জীৱন প্রতিষ্ঠিত নহয়—তেওঁবিলাকে ভালকৈ গম পাইছে যে কোনো নিরীশ্বর নীতির অনুসরণকারীক সংশোধন কৰিবলৈ গলে সেই নীতির অনুসরণ কৰাটো তেনেই নিষ্ফলতা মাত্র। আপুনি যি বিশ্ব-প্রেমর আহ্বি লৈ আজি জাতীয় জীৱন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে চেষ্টা কৰিছে, ই কেবল হিন্দুজাতির নহয়, নাইবা কেবল ভাৰতবাসীরে নহয়, ই হিন্দু-মুছলমান-পার্শী-জৈন-খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকলো ধর্ম্মাবলম্বীর—ই সমগ্র মনুষ্য-জাতির। একমাত্র প্রেমর ভিতরে যি হে জগতত প্রকৃত শান্তি স্থাপনর সম্ভাৱনা। যি সকল মনিষীয়ে জগতত শান্তিস্থাপনর প্রয়াসী সিবিলাকে আপোনার শিক্ষাক হেতিয়াও ইতিকিং কৰিব নোৱাৰে; ই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

"আগভিনবিত, সবহুসহিং, বিজ্ঞ সকল সকলো আধ্র।
কামিনীর কাম, নোহে তনু ধাম, ইয়ার পরাকি কেবল বাধর॥"

—এই মুক্ত বৈরাগ্যর আশ্রয়তে সকলো অনাচার এরি যি কৃষ্ণর সন্ধার শান্তিবলৈ আপুনি জীৱক শিক্ষা দিছে, মাত্র সেই সন্ধানর ভিতরে যি হে জগতত শান্তি স্থাপিত হব পারে

বৈধ-বর্ণাশ্রম-বিধির ব্যতিচারর ফলত সমাজর মাজত অধর্ম্মর প্রতিষ্ঠা হয়। এই বৈধ-বর্ণাশ্রম-বিধি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত নহলে এই অধর্ম্মর উচ্ছেদ সম্ভৱপর নহয় জানি আপুনি আনুষঙ্গিক বর্ণাশ্রম-বিধির নির্ম্মূল কৰ্ত্তে যি মহতী চেষ্টা কৰিবলৈ ধৰিছে ই আপোনার মহত্বর প্রকৃষ্ট চানেকি।

কিছুমান দিনর আগতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরে নানাগ্রন্থ রচনা কৰি বৈষ্ণব-ধর্ম্মর যি সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন কৰি গৈছে, আপুনি তার ওপরত এক অপূর্ব্ব সৌধ নির্ম্মাণ কৰি জগতর ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্ররে দৃষ্টি আকর্ষণ কৰিছে। আজি নানাদেশর পরা বিভিন্ন ধর্ম্মর মানুহ আহি আপোনার শ্রীমুখত শ্রীহরির গুণ-গাথা শ্রবণ কৰি নিজর নিজর জনম সার্থক বুলি মনে কৰিছে। আজি সকলোরে আপোনার আচার্য্যর একবাক্যে স্বীকার কৰি নিজর নিজর গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিছে, আরু জীৱ উদ্ধার ব্রতর বাবে আপোনাক অতি উলাহেৰে পলাগিছে।

এই দিনিতে আমি কবলৈ বাধ্য হে—জীৱ উদ্ধার ব্রতত দীক্ষিত হৈ আপুনি যি শুদ্ধ খাঁটর ধর্ম্ম কথা আমার ওচরত প্রচার কৰিছে, তাক গ্রহণ কৰিবলৈ যোগ্যতা আমার সমুনি নাই। আমি বিষয়-বশতঃ ডুবি থাকি কৃষ্ণ-বদামৃত পান কৰিবলৈ মাজি নহওঁ। সেই নিমিত্তে ভাগবত ধর্ম্মর খাঁহি জগতক দেখুৱাবলৈ মন কৰি নিজর জনেৰে সৈতে আপুনি বৈকুণ্ঠর পরা নামি আহি জগতত গুরুর লীলা প্রদর্শন কৰিছে হি।

"অক্রোধী পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমানশূন্য নিতাই নগরত বেরায়॥"

—নিত্যানন্দ প্রভুর জীৱ উদ্ধার কার্য্যর এই আহি আজি আপোনাতে পূর্ণভাবে দেখিবলৈ পাই আপোনাক

পঠাওঁতা জনৰ আমাৰ ওপৰত কি দয়া, তাক মুঁৱৰি আনন্দতে চকুৰ লো ৰবলৈ ধৰিছে ইক।

আজি আপোনাৰ এই জন্ম তিথিৰ মহোৎসৱত আপোনাৰ দিগন্তব্যাপী গুণগৰিমাৰ কথা মুঁৱৰি আমি নথৈ আনন্দ লাভ কৰিছোঁ। আপোনাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ যোগ্যতা আন আন দেশৰ মানুহৰ তুলনাত, আমাৰ নিচেই তাকৰ হলেও আপুনি অলপ দিনৰ আগতে সপাৰিষদে আমাৰ দেশত শুভ-পদাৰ্পণ কৰি আক ৰবিকথা প্ৰচাৰ কৰি আমাৰ প্ৰতি যি অমায়িক স্নেহ-প্ৰীতি দেখুৱাইছে তাৰ বাবে আজি আমি আপোনাক নথৈ পলাগ লৈছোঁ। প্ৰভো! আমাৰ কোনো গুণ নাই, তথাপি আন আন ভকতৰ আৰ্হি লৈ আমি এই মহা আনন্দৰ দিনত এই কেৱা ভক্তিকুসুমাঞ্জলি যাচিবলৈ আগ বাঢ়িছোঁ। নিচেই নৰাধমীয়া ভক্তিহীন নিঃকিন শিষ্যনামৰ অযোগ্য আমাৰ সকলো অপৰাধ মাৰ্জ্জনা পূৰ্ব্বক এই অঞ্জলী কেৱা গ্ৰহণ কৰি শ্ৰীশ্ৰীচৰণত ঠাঁই দিয়ে যেন—নিবেদনমিতি,—

আসাম
তাং ১৬ই ফাল্গুন
১৩৩৫ চন।

প্ৰণত—
আসামৰ নিঃকিন
সেৱক সকল।

ভক্তিগীতি-কুসুমাঞ্জলি

(ঔড়িয়া)

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

(ৰাগ—কলহংস কেদার)

কি শুভযোগে প্রভাতিলা এ রাতি।
যে দিনে আবির্ভূত ভক্তিসম্পত্তি যে॥
ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ভাস্কর।
জ্ঞানো বিভাতিলে ভারত অম্বর যে। ১।

জ্ঞানালোকে অজ্ঞান তিমির নাশি।
জন-হৃদ-নলিন-বন বিকাশি যে॥
আমরে কৃপাবারি বরষি কেতে।
তোষিলে জন-মন-চাতক-পোতে যে। ২॥

কাম লোভ ত্রিগুণে লীবকু বান্ধি।
সংসারাণ্ডবে নেই দিগন্তি কৃষ্টি যে।
তীক্ষ্ণ ক্রোধ-নক্র করই গ্রাস।
মদ-মাৎসর্য্য-কীটে কাটন্তি মাংস যে॥ ৩॥

ত্রিতাপ উদাগি দগ্ধই দেহ
আকুল হৃদয়রে সন্তরে কোহ যে।
তার তারণে প্রভো! তব উদয়।
কেতে কেতো তারিছ করুণাময় যে॥ ৪॥

ধরা বক্ষা শীত তুষার সহি।
জগদ্ধিতে সতত মহী যে।
এ উপকার কেবা করিব জন।
যেনে ছুটে জীবর ভববন্ধন যে। ৫॥

দুর্ল্লভ নরদেহ পাইবে পাই।
পরম পুরুষার্থ যেনে মিলই যে॥
নরক কীট নির্ব্বিশেষ তোগরে।
বৃথা করন্তি সিনা এ মূঢ় নরে যে॥ ৬॥

দেখি গুরু জীবর এ ঘোর ক্লেশ।
ডাকি যাকি দউছ সু-উপদেশ যে॥
যেনে লভিব জীব পরমগতি।
কাল-কৃতান্তে আউ ন করি ভীতি যে॥ ৭॥

নাম কীর্ত্তন রবে উল্লসে ভুই।
শ্রবণে পাপ তাপ যাএ পলাই যে।
তারতে তব নামে বাজিছে চঙ্কা।
বনজ বন্ধু দূর মনরে হঙ্কা যে॥ ৮॥

শুনিখিলি দুষ্কর সুশুণ কর্ণে।
সচ্চিদানন্দ মঠে যেখিলি দিনে যে॥
চক্ষু কর্ণ বিবাদ মেন্দিলা মোর।
ভাবিনে তারপরে নাহিঁকে আর যে॥ ৯॥

কেতে সাধো বেদান্ত দর্শন সার।
মুখক অনর্গল হেলা যাহার যে॥
শুনি চিত্র পিতুলা পরি রহিলি।
স্বয়ং ভারতী যোগি মনে ভাবিলি যে॥ ১০॥

সুদীর্ঘ কলেবর উন্নত নাসা
আজানু ভুজ যাঁর গম্ভীর ভাষা যে॥
মহাপুরুষ চিহ্ন যেহেঁ দেখিলি।
মন নয়ন দেহ কৃতার্থ কলি যে॥ ১১॥

আহে ভারতবাসী! নকর মঠা
লভি সুযোগ মায়াতলপুঁ উঠ হে॥
আজি এ শুভ দিনে মাত আনন্দে।
হোই পদে প্রণিপাত শত বন্দে হে॥ ১২॥

কৃপাভিক্ষু—
পণ্ডিত শ্রীশ্রীধর কাব্য ব্যাকরণতীর্থ,
বেদান্তোপাধ্যায়, কটক।

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

(উড়িয়া)

গাও হে সঘনে গুরুদেব-গীতি,
মহা আনন্দে মাতেন্দ্র ক্ষণে।
বাজি উঠু তুরী ভেরী শঙ্খরব,
মৃদঙ্গ সহ মধুর তানে॥

শ্রীচৈতন্যপ্রেষ্ঠ বলদেবাত্মিক,
গুরুদেব আজি আসিছন্তি ভবে।
আচার প্রচার করি ভক্তিযোগ,
অযাচিতভাবে বিতরন্তি জীবে॥

এহি গুন তাঙ্ক অমর বাণী,
এহি গুন তাঙ্ক পূতঃ আদেশ।
সর্ব্বত্র প্রচার হেব কৃষ্ণাভিন্ন,
শুদ্ধ হরিনাম যেণ বিশেষ॥

সাজয়ে সরবে কীর্ত্তন সাজে,
ভক্তি সিদ্ধান্ত বিমল পথে।
আসিছন্তি সেনাপতি শ্রীসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী প্রভু কৃপাণ হস্তে॥

ভাঙ্গি দিব মায়ামোহ-কারাগার,
ভাঙ্গি দিব নিজ ভক্ত অভিমান।
শুদ্ধ নিত্য সত্য অজয় আখাসে,
সকল কর দুর্গম ক্ষয়॥

ছলধর্ম্ম যেতে আছি এ জগতে,
বিনিহত কর বাস্তব পথে।
লুঠিবাই জানী কর্ম্মীর ভাণ্ডন,
আজ ধর্ম্ম যাও সুদূরে মর্ত্তে॥

মায়াবাদ জ্ঞান-তর্ক নাশিবাদ,
নিত্য ভক্তি আদি সত্য স্তম্ভ।
খণ্ডিত করিব স্থাপন করহে,
পাতিমু শুদ্ধ ভক্তির পথ॥

শ্রৌত পন্থানে অশেষ কল্যাণ,
হেব এ বিশ্বাস রাখি অন্তরে।
ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু চরণে শরণ,
যেন ভক্তিভরে সুজানী লভে॥

দেখি পাই আজি দীন দয়াময়,
প্রেরিছহি তবে শুদ্ধ বৈষ্ণব।
তাঁর পাদতলে, আত্মসমর্পণ,
কর করি এহি মাগি আহব॥

নাদ-তরঙ্গরবে ধ্বনিত কর,
ত্রিতাপদগ্ধ শুষ্ক জগত।
সুদূর পাশ্চাত্য বিধ্বনিত হেউ,
শ্রীভক্তি-মহিমা-মঙ্গল-গীত॥

তুঙ্গ হিমাচল শীখর চুম্বী,
শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম-নিশান।
কর কর রবে ঘোষু দিগন্তকে,
বেদমহিত প্রণব তান॥

জলি উঠু পুনি প্রেমভক্তি-ধনে,
দূর নৈমিষ অরণ্য বঙ্গ।
উৎসব উল্লাসে মাতু কাশী ধন্য,
উৎকলয় প্রতিবেশীক কক্ষ॥

তবহু ঘোর যাউ অমঙ্গলরাশি,
ঘুচি যাউ জড় পাণ্ডিত্য-জ্ঞান।
পরাবিদ্যা ঘনে প্রজ্বলিত হেউ,
সমগ্র জগত তপন সম॥

মধুর মধুর সুমধুর স্বরে,
বহুত হেউ সরস্বতী-তীর।
মঙ্গল সঙ্গীত অমৃত প্রবাহে,
কর্ম্ম-কোলাহল ঘোই যাউ স্থির॥

আস আস সর্ব্বে এ শুভ লগনে,
উচ্চ তানে গাও মঙ্গল গান।
জয় শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী জয়,
সবদে উঠুলু তিনি ভুবন॥

শুদ্ধ বৈষ্ণবচরণপ্রার্থী—
শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়, সচ্চিদানন্দ মঠ,
উড়িষ্যা বাজার কটক।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌড়ীয়-মঠে গত শ্রীব্যাসপূজার পর আজ আর একটি বর্ষ পূর্ণ হইল। শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আজকার ব্যাসপূজা যথারীতি সম্পন্ন হইতে চলিল। শ্রীব্যাসপূজা—চারি আশ্রমেই বিহিত অনুষ্ঠান; তবে তুর্য্যাশ্রমিগণ ইহা বিশেষ সহিত বিধান করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ পূর্ণিমা-দিনে শ্রীব্যাস-পূজার আবাহন হয়। আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীব্যাসদেবের অনুগত-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বেদানুগ-সম্প্রদায়-নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রতিবর্ষে স্ব-স্ব-জন্মদিনে পূর্ব্বগুরুর পূজা বিধান করেন। পূর্ণিমা-তিথিই—যতিধর্ম্মগ্রহণের প্রশস্ত কাল। যতিগণ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ-বাদি-নির্ব্বিশেষে সকলেই গুরুদেবের পূজা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমাতেই গুর্ব্বাবির্ভাব-তিথি-বিচারে ব্যাস-পূজার আবাহন হয়। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবকগণ বর্ষে-বর্ষে ভাদ্রী কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে তাঁহাদের গৌরবের পাত্র-বোধে শ্রীব্যাসপূজার আনুকূল্য বিধান করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও পূর্ণিমা-তিথিতে ব্যাসপূজা করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি বিভিন্ন শাখার ন্যূনাধিক পৃথক্।

চারি-আশ্রমে অবস্থিত সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজগণ সকলেই শ্রীব্যাসগুরুর আশ্রিত বলিয়া প্রত্যহই স্বকর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেবের ন্যূনাধিক পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বার্ষিক-অনুষ্ঠানের বিচারে বর্ষকালব্যাপী স্ব-স্ব-গুরু-পূজার সাধক দিবস। এই অকিঞ্চনও দ্বিজতিগণের দাসসূত্রে বিগতবর্ষে শ্রীব্যাসানুমোদিত যে সকল হরিসেবার সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহাদের স্মৃতি হইতে বিচ্যুত না হইয়া সেইসকল কথার আলোচনায় নিযুক্ত থাকিলে, বোধ হয়, বর্ত্তমান প্রারব্ধ-বর্ষেও শ্রীগুরুবর্গের অভীষ্ট-বিষয়ে অগ্রসর হইতে উৎসাহান্বিত হইবে।

শ্রীব্যাসপূজার ব্যাখ্যাতৃ "শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদার্ঘ্য" বুঝাইলে শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট যে সুষ্ঠু ভগবৎসেবন, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়। তজ্জন্যই আমাদের গুরানুধ্যায়ী নিয়ামক, পূর্ব্বগুরু শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীরূপানুগবরূপে আদিগুরুকে অর্ঘ্যপ্রদানোদ্দেশে বলিয়াছেন,—

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

আমরা অকিঞ্চন এবং পতিত হইলেও শ্রীগুরুবর্গের প্রদর্শিত-পথে অগ্রসর হইয়া গুরুপূজা-বিধানরূপ সেবা-ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইবার দাবী রাখি। পরম-কৃপা-পরবশ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-লীলা—যাহা শ্রীরূপ তাঁহার অনুগগণের জন্য নিত্য সেবা-বৈমুখ্যরূপ রোগমোচনের জন্য ঔষধ ও পথ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের শ্রীব্যাসপূজার উপায়নার্ঘ্য হউক। এতৎপ্রসঙ্গে আমরা প্রয়োজন-তত্ত্বে কৃষ্ণপ্রেমারই উদ্দেশ লক্ষ্য করি এবং তদুদ্দিষ্ট অভীষ্টলাভে আনুষ্ঠানিক-কার্য্যে শ্রীগৌরের প্রকৃত বদান্যতা অনুসরণ করিবার যত্ন করি। দুর্ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণবস্তুর ধারণা-বিপর্য্যয়-ফলে আমাদের উপায়-বিচারে যে মলিনতা প্রবেশ করিয়াছে,—যে সত্য-বিষয়-সেবার কালোচিত আবরণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাবৃশ সেবা-বৈমুখ্য সর্ব্বতোভাবে অপসারিত করিয়া কৃষ্ণপ্রীতিকেই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া জানিব। সেই কৃষ্ণপ্রীতি অর্জ্জন করিতে হইলে আমাদের বর্ত্তমান প্রপঞ্চে অবস্থান-কালে সামাজিক সকল-অনুষ্ঠানের মধ্যেই কৃষ্ণভক্তির আবশ্যকতা লক্ষ্য করিব। কৃষ্ণেতর-বিষয়-সেবায় আমাদের কোন মঙ্গল হইতে পারে,—এরূপ দুরাশায় আমরা যেন অত্যল্পক্ষণও ব্যয় করিতে নিযুক্ত না হই। ইহজগতে কৃষ্ণভক্তিই আমাদের একমাত্র আনুষ্ঠানিক বৃত্তি হউক।

কোন্ বস্তু—কৃষ্ণ, এবং তাঁহার সেবার সুষ্ঠু-বিধান—কি, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশের মধ্যেই নিহিত আছে। শ্রীরূপপাদ স্বীয় অনুগগণের প্রতি অত্যন্ত কৃপা-পরবশ হইয়া ভক্তিপথের নির্দ্দেশস্বরূপ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু দান করাইয়াছেন,—তাহাতে অবগাহন করিবার জন্য সুযোগ দিয়াছেন। সেই সুশীতল অমৃতপানে জীবন ধারণ করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণসেবা-ফলে প্রেমার্জ্জনে সমর্থ, তাঁহাদের লোকাতীত অনুষ্ঠানে বর্ত্তমানে আমাদের ঔদাসীন্য বা নৈরপেক্ষ হইলেও তাহা—বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়। কৃষ্ণের সেবা বিধান করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কৃষ্ণেতর-বস্তুর সেবা-ন্যূনাধিক্য হইয়া পড়ে। কৃষ্ণতত্ত্বের জ্ঞানাভাবে আমাদের সেবা-প্রবৃত্তি বিপথগামিনী হইয়া শুদ্ধভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট হইলে কৃষ্ণপ্রেমলাভের সম্ভাবনা থাকে না।

কৃষ্ণজ্ঞানের অভাবে কৃষ্ণেতর অজ্ঞান আমাদের সেব্যবস্তুরূপে পরিণত হইলে আমরা দার্শনিক কচ্‌কচি ও আত্মম্ভরিতা-পঙ্কে ডুবিয়া যাই। তজ্জন্য আমার কৃপাময় শ্রীরূপপাদ তাঁহার অত্যন্ত অনুগগণের জন্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দ্বিকে যাইবার পরিখা-দ্বার রুদ্ধ করেন নাই। উহাতে যে-সকল অপ্রার্থিত কণ্টক বর্ত্তমান থাকিলে আমাদের গন্তব্য-স্থানে যাইবার পরিবর্ত্তে যন্ত্রণা উপস্থাপিত করিবে, তাহা হইতে রক্ষা-কল্পেই তাঁহার কৃপা। এই কৃপানুগানুশাসন আমাদের নিয়ামক না হইলে আমরা প্রতি-পদে-পদেই কৃষ্ণেতর-সেবায় নিযুক্ত হইয়া প্রেমার পরিবর্ত্তে কর্ম্ম-প্রতিপাদ্য ভুক্তি ও জ্ঞান-প্রতিপাদ্য মুক্তি প্রভৃতিকেই প্রয়োজন-তত্ত্ব মনে করিব এবং চিরদিনের জন্য নিজ-মঙ্গল হারাইব। আমাদের জীবন কৃষ্ণসেবা-বিমুখ হইলে প্রেমার পরিবর্ত্তে উহা ধর্ম্মার্থকাম ও মুক্তির উদ্দেশে বৃথা ব্যয়িত হইবে। হয় ত' একথা ঔপাধিক-গগনে আদরের সহিত গৃহীত হইবে না, কিন্তু ভূতাকাশাভ্যন্তরে পরব্যোম অবস্থিত না হওয়ার স্বরূপের বৃত্তিবিচারে ঔপাধিক-চেষ্টার আবাহন নিত্যত্বের বিরোধি, কেবলজ্ঞানের পরিপন্থি এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের প্রতিযোগি হইয়া পড়িবে। মহা-বদান্য শ্রীগৌরসুন্দর যে অসাধারণ্যময়-পরবশ হইয়া জীবের দুর্গতি অপনোদন করিবার জন্য স্বীয় বৈকুণ্ঠলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তদন্তর্গত শ্রীরূপোপদেশ—মনোধর্ম্মজীবীর নিকট অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য অধিষ্ঠান। শ্রীচৈতন্যদেবের মহাবদান্য-লীলা শ্রীরূপগোস্বামী যে-ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই নিরুপাধিক-গুরুবর্গের একমাত্র অনুষ্ঠানময়ী ভক্তিপদ্ধতি। আমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রৌতপন্থাবলম্বনে প্রতিপন্থিগণের সহিত বিরোধ না করিয়া স্বীয়-সচ্চিদানন্দস্বরূপানুগমনে বিভু-সচ্চিদানন্দের সেবা করিবার রুচি প্রদর্শন করিলে অচিরেই আমাদের কৃষ্ণপ্রেমা লভ্য হইবে।

'কৃষ্ণ'-শব্দ যদি মনোধর্ম্মের দ্বারা সেবিত হয়, তাহা হইলে আমরা অনেক-সময় কৃষ্ণসেবা-বিমুখ জনগণের কৃপাপ্রার্থনে প্রেমা অর্জ্জন করিতে রুচিবিশিষ্ট হইব না। শ্রীগৌরসুন্দর অদ্বাশ্রিত-জীবগণকে মনোধর্ম্মের তাণ্ডব-নৃত্য হইতে বিরত করাইবার জন্য বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণসেবা-রহিত-অভিলাষ-বর্জ্জিত। অহঙ্কার-বিমূঢ় কর্ত্তৃত্বে যে সেবকাভিমান এবং সেবা-পর্য্যায়, তাহা যেন আমাদের কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিকে আবরণ না করে। দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক ভোগপর অনুভূতি হইতে অবসর লাভ করিবার জন্য যে মানিকী বুদ্ধি, তাহা যেন চিদ্‌বিলাসকে আবরণ করিয়া আমাদের নিত্যসেবা-শ্রবণকে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-রাহুরূপে গ্রাস না করে,—মন্ত্রাঙ্গ-যোগাদি-তিরিঞ্চিন যেন করাল-বদনে আমাদের অস্মিতাকে গ্রাস করিয়া নিত্যসেবা হইতে বঞ্চিত না করে,—কর্ম্মজ্ঞানমিশ্র ভোগ-ত্যাগ-পিপাসা যেন আমাদিগকে কৃষ্ণসেবা-পথ হইতে বিভিন্ন-বর্ত্মে চালিত না করে;—আমরা যেন কোনদিনই সেবা-বিপরীত প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলনে আত্মনিয়োগ না করি। যদি শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্টপালনে আমরা পশ্চাৎপদ হই, তাহা হইলে শ্রীব্যাস-পূজার পরিবর্ত্তে শ্রীব্যাস-গুরুর গর্হণমূলে আমরা কৃষ্ণজ্ঞানে বঞ্চিত এবং ভক্তিবিমুখ হইব,—আমাদের কৃষ্ণপ্রেমা-লাভ সুদূরপরাহত হইবে। শ্রীরূপপাদ যেরূপভাবে মায়ামুগ পতিত জীবগণের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট ধ্রুবতারা-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা যে পরিমাণ দূরে বিক্ষিপ্ত হইব, সেবা-বৈমুখ্য-বশতঃ আমাদের প্রয়োজনলাভ-তত্ত্বেও সেই পরিমাণেই ব্যাঘাত ঘটিবে।

শ্রীরূপভক্তি কৃষ্ণজ্ঞানাভাবে ন্যূনাধিক বিপন্ন হয় বলিয়া ভবদাবদগ্ধ অজ্ঞার তুল্য ভাগ্যহীন আমাদের মঙ্গল-বিধানের জন্য শ্রীরূপানুশাসন-স্বরূপ শ্রীব্যাসগোস্বামী ও শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভুর পাদ-যুগল-রহি সর্ব্বক্ষণ প্রজ্বলিত রাখিতে-ছেন। ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থের ব্যাখ্যায়, শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবপাদের সুচীতল উপদেশ প্রভুপদেশরূপে কার্য্য করিতেছে। অদ্য শ্রীব্যাসপূজা-দিবসেও আমরা শ্রীল দাস-গোস্বামীর নিত্যোপদেশ বিস্মৃত না হইয়া শ্রীমধ্বাচার্য্যাবলম্বিত শ্রীব্যাসানুগত্যের আদর করিতে পরাঙ্মুখ হইব না। শ্রীচৈতন্য-চরিত-লেখক শ্রীল কবিরাজগোস্বামী শ্রীরূপানুশাসন-দ্বয়ের ঔজ্জ্বল্যবিধানের জন্য কান্তোপদেশরূপা লীলাখ্যাপনা-দ্বারাই আমাদের যে মঙ্গল বিধান করিয়াছেন, সুষ্ঠুভাবে তাহার অনুগমন করিয়া আমাদের জীবন ধন্য করিতেও পশ্চাৎপদ হইব না। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীরূপানুগত্যে শুদ্ধ আদর্শ বিধান করিয়া আমাদিগকে শ্রীব্যাসপূজা করাইতে শিখাইয়াছেন। আজ সে সকল কথা বিস্মৃত না হইয়া আমরা শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর-রচিত "গুর্ব্বষ্টকে"র বাণী হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তির অনুগমন করিতেছি। যিনি

একান্তভাবে শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের অবিসংবাদিত আদর্শন-সূত্রে শ্রীচৈতন্যবাণী বিস্তার করিবার জন্য ধরাধামে যাঁর অলৌকিক ভজন-সম্পত্তিস্বরূপ শ্রীশ্রীমদ্ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের অহৈতুকীকারুণ্যোপলব্ধির উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, যাঁহার লেখনী আমাদের শ্রীরূপানুগত-রত্নাকরের তটে স্থাপিত আলোকস্তম্ভরূপে একমাত্র নিদর্শনস্বরূপ হইয়াছে এবং তাদৃশ হরিসেবাময় জীবন যাঁহার অসামান্য কৃষ্ণেতর বিরক্তির পূর্ণ-বিকাশ লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছে, সেই বৃন্দা-বিপিনের নিত্যাধিবাসিত্বয়ের পূজায় আমরা অন্য কোন্ কোন্ উপায়নদ্বারা অঞ্জলি প্রদান করিব,—এই জিজ্ঞাসার ফলে বহু কুসুমরাজির সন্ধান পাইয়াছি। যে সকল পুষ্প—ভগবানের অতিপ্রিয়—ভগবদ্ভক্তের অতিপ্রিয়, সেই প্রসূনসমূহ পূর্ব্বেই অর্পিত হওয়ায় বৃন্দাবনাধিষ্ঠাত্রীর সেবায় সমর্পণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। আর অন্য শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট তথা শ্রীরূপ ও তদনুগ-মনোঽভীষ্ট-কল্পতরুর সেচন-সম্বর্দ্ধন কল্পে যাঁহারা গৌড়ীয়-গুরুবর্গের অভীষ্টসাধনে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, সেইসকল বর্ত্তমান পুষ্পসমূহেরও বন্দনা করিতেছি। তাদৃশ ভক্তিপ্রসূন-সমূহই অদ্য আমার শ্রীব্যাসপূজায় সম্ভার উপায়ন। ষোড়শোপচারে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবার যোগ্যতা তাঁহার প্রিয়তম আশ্রয়-বিগ্রহেরই আছে। তাদৃশ আশ্রয়বিগ্রহের কিঞ্চিৎ আংশিকী সেবা আমা-দ্বারা সম্পাদিত হইলে আমার প্রবৃত্তির সাফল্য হইবে। শ্রীবার্ষভানবীবরিষ্ঠের অনুগ প্রেমসেবা পঞ্চপ্রকার চিন্ময়ী রতিদ্বারা সাধ্য হইলেও উহা—অনাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট জনগণের নিতান্ত দুরবিগম্য ব্যাপার। আমার ন্যায় অকিঞ্চন পলাশের বৃন্দারণ্যে কুসুম হইবার যোগ্যতা নাই, তথাপি কৃষ্ণপ্রেমের উপযোগি-পুষ্পসমূহের সুগন্ধের সম্প্রভাবে আরোপিত সেবার সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার বাসনা একেবারে পরিহার করিবার সামর্থ্যও আমার নাই। তাই বড় আশা হয় যে, জীবিত-কালের অবশিষ্ট কএকটি দিবস বৃন্দারণ্যের কুসুম-সমূহ চয়নপূর্ব্বক শ্রীব্যাসপূজার ব্যপদেশে নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় অর্পণ করি।

পঞ্চরাত্র

যেকালে ভারতবর্ষে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু বিচারক-গণের চিত্তচাঞ্চল্য প্রবল হইয়াছিল, তৎকালে তাঁহারা আপনাদিগকে একায়ন-বিচারে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ভগবদ্-পাসনাকে ইতরক্রিয়ার সহিত সমজ্ঞান করিবার দুষ্টতা করিতেছিলেন। এই অপব্যবহার অপনোদনকল্পে সংস্কৃত সাহিত্যে একায়ন বিষ্ণুসেবকগণের বিচার-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এক অদ্বিতীয় বিষ্ণুবস্তুকে বহুদেববাদে পরিণত করা অথবা একবিষ্ণুবস্তুকে শূন্যবাদে পরিণত করিয়া তাহাতে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপ অকর্ম্মণ্যতা স্থাপন-প্রয়াস ভগবদ্ভজনের ঐকান্তিক প্রতিকূল চেষ্টা—ইহা জানাইবার জন্যই পাঁচ প্রকার জ্ঞানের কথা একের বিলাস-বৈচিত্র্যে এবং বিলাসবৈচিত্র্যাভাবে শূন্যত্ব প্রতিপাদন কল্পে একায়ন-পদ্ধতিতে 'পঞ্চরাত্র'শব্দ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চরাত্র-জ্ঞানাভাবে একবিষ্ণুসেবনধর্ম্ম উপদ্রুত হওয়ায় নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু-গণের সময়য়-নীতির মধ্যে পঞ্চোপাসনার সৃষ্টি করাইয়াছে।

জ্ঞান পাঁচপ্রকারে অবস্থিত হইয়া পাঁচপ্রকার রূপে বিচিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের রতির 'বিষয়' 'আশ্রয়' বিচারে পঞ্চ-আশ্রয়ের একমাত্র বিষয় একায়ন-বিচার বিনষ্ট করে নাই। যেখানে বিষয়ের বহুত্ব অর্থাৎ পঞ্চোপাস্যত্ব নির্দ্দিষ্ট হইলে এক এবং সগুণ উপাসনার পক্ষ উপাস্য,—এরূপ কল্পনা প্রবলতা লাভ করিয়াছে, সে স্থলে আলঙ্কারিকগণ বিভাব-বিভাগে আলম্বন ও উদ্দীপন শ্রেণীদ্বয় লক্ষ্য করেন এবং শ্রেণীদ্বয়ের অন্তর আলম্বনে বিষয় ও আশ্রয়ভেদ লক্ষ্য করিয়া থাকেন। বিষয়ের একত্ব শ্রুতিকথিত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এর ব্যাঘাত-কারক নহে এবং অবিমিশ্র পঞ্চরসভেদে আশ্রিত পঞ্চ-আশ্রয়ের এক বিষয়ের একায়নত্ব বহুশাখা দ্বারা অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকে বিনাশ করিয়াছে। তখনই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি গীতার চরম উপদেশে সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র একায়ন-পদ্ধতি গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছেন। পঞ্চোপাসকগণ নির্দ্দি-

শিষ্টবিচারে যে একত্বের কল্পনা করেন, উহা শুদ্ধবাদমাত্র—বিবর্ত্তবাদে উহার সম্ভাবনা সিদ্ধ। তজ্জন্য শক্তি পরিণাম-বিচার পাঞ্চরাত্রিকগণের ভেদবৈশিষ্ট্যবাদ নির্ব্বিশিষ্টকে পরাজিত করিয়াছে। এমন কি, নির্ব্বিশিষ্ট বিচারে যে বৈশিষ্ট্যভেদ অস্বীকৃত হয়, তাহাও নির্ব্বিশিষ্টবিচারের হানিজনক। একান্তবিচার পাঞ্চরাত্রিক শাস্ত্রসমূহে যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, সেই পাঞ্চরাত্রিকপদ্ধতির কথাই নিগমকল্পতরুর গলিতফল শ্রীমদ্ভাগবতে তারস্বরে গীত হইয়াছে। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত অতিপ্রাচীন বেদান্তভাষ্য হইলেও উহা পাঞ্চরাত্র-সংহিতা ও পাঞ্চমহৎত্ত্ব একায়নবিচারের অতিপ্রধান গ্রন্থরূপে বলিয়া অভিহিত হন। তজ্জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—ভাগবত ও পঞ্চরাত্রে একায়নপদ্ধতিই লক্ষিত হয়।

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা

নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে শ্রীধাম পরিক্রমা হইবে—

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তিটী, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈতভবন) ২রা চৈত্র ১৬ই মার্চ্চ শনিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, সোনডাঙ্গা, বেথার সর, বেলপুকুর) ৩রা চৈত্র ১৭ই মার্চ্চ রবিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ৪ঠা চৈত্র ১৮ই মার্চ্চ সোমবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামন-পুরা) ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর চর, ভেয়রির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ) ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাইতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরসদাধরের শ্রীমন্দির) ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, আমঘর) ৮ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ শুক্রবার।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর) ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ শনিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা) ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ রবিবার।

শ্রীধাম-পরিক্রমা-ভঙ্গ্যন্তে সকলেরই শুদ্ধ ভক্তের অনুগতো যোগদান করিবার অধিকার। ইহাতে কোন 'ফেট'-প্রথা নাই। এক দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে পদযাত্রিগণাদি বহনের সুব্যবস্থা করা হয়। যাত্রিগণের স্কোপ্রকাশের ব্যয় নাই। এতদ্ব্যতীত সমুদয় মঠে যাবতীয় ভক্তগণ আশ্রিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগ-পীঠ সন্দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর-শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগ-পীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ-ঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। কৃষ্ণনগর হইতে (*Light Railway*) ছোট ট্রেণ গাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগর ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	দিবা	সন্ধ্যা	রাত্রি
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫ মিঃ	১০-৪০	১-৩২ ৫-২০ ৮-২০
মহেশগঞ্জ—	৭-২৮ মিঃ	১১-৩৩	২-১৫ ৬-৩৬ ৯-০

মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	দিবা		
মহেশগঞ্জ—	৫-০৪ মিঃ	৯-১৪	১২-১৮ ৩-৪ ৬-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৫ মিঃ	১০-৫০	১২-৫৭ ৩-৫৫ ৭-০৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কলিকাতা, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের যাত্রিগণের পক্ষে শ্রীমায়াপুরে যাইতে হইলে ই, বি, আর কৃষ্ণনগর হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা কম সময়ে ও অল্প ভাড়ায় শ্রীমায়াপুরে যাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২রা চৈত্র, ১৩৩৫, ১৬ই মার্চ্চ, ১৯২৯ | ৩১শ সংখ্যা

শ্রীধাম-পরিক্রমায় আবাহন

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ]

"এস এস সবে কে কোথা রয়েছ
ছাড়িয়া আপন কাজ।
পঁয়ষট্টি বরষ গিয়াছে চলিয়া
মজিয়া সংসার-মাঝ॥
কি সুখের তরে ভুলেছ সকলে
আপন প্রভুর কথা।
সুখের লাগিয়া দুখের সাগরে
চলেছ—সাগরে ব্যথা॥"
ওই শুন ওই ডাকিছে সবায়
অদ্ভুত পুরুষ-বর।
গোলোক হইতে এসেছে ভূলোকে
তারিতে দীন পামর॥
জীবের স্বরূপ নিত্য কৃষ্ণদাস
কৃষ্ণের সেবাই ধর্ম্ম।
কৃষ্ণ-নাম-গান বৈষ্ণব-তোষণ
কৃষ্ণ-সেবাপর কর্ম্ম॥
কৃষ্ণের চিন্তন উপকার সার
কৃষ্ণই পরম জ্ঞান।
শয়নে স্বপনে আহারে ভ্রমণে
কৃষ্ণই কেবল ধ্যান॥

হেন কাজ ছাড়ি মায়ার কুহকে
জীবের দুর্গতি হায়।
সব বিপরীত আচারে তাহার
হয়েছে অধুনা দায়॥
নিজধাম ছাড়ি সংসার-কারায়
কত না যাতনা তা'র।
হয়েছে অস্থির সদা শান্তিহীন
তবু ত না পায় পার॥
সুখ সব লাগি অমূল্য জীবন
দিয়েছে দুঃখের কাছে।
সুখলাভ দূরে দুখ পদে পদে
জীবন সংশয় পাছে॥
এ হেন দুর্গতি দেখি জীবপ্রভু
অপার করুণাময়।
ধাম-নাম-সহ হৈলা অবতীর্ণ
নবদ্বীপে লীলাময়॥
নিজ ভক্ত সব প্রভু শক্তিধর
প্রভু সহ অবতরি'।
প্রভু সঙ্গে রঙ্গে কহি' প্রভুকথা
প্রচারিল বিশ্বভরি॥

সেই নানাক্ষেত্র নবধা প্রকাশে
নবধা ভকতিরূপ।
যাহার আশ্রয়ে শ্রীগুরু-কৃপায়
লভে জীব স্ব-স্বরূপ॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মৃতি, পাদসেবা;
অর্চ্চন বন্দন আর।
দাস্য, সখ্য আর আত্ম-নিবেদন,
সকল সাধন সার॥
তা'র মাঝে হয় আত্মনিবেদন
সকল সাধন মূল।
ছাড়িয়া তাহার সাধন প্রয়াস
কেবল জীবের ভুল॥
সেই ভক্তি এবে যোগপীঠরূপে
জাহ্নবী পূরব পার।
অন্তর্দ্বীপ মাঝে, শোভে মায়াপুর
শচী জগন্নাথ ঘর॥
গৌর-জন্মস্থান, অপ্রাকৃত ধাম
গোকুল শ্রীমায়াপুর।
আত্মনিবেদন করি' সেই ধামে
কর সবে মায়া দূর॥

'নীলম্ব', 'গোদ্রুম', 'নব' আর 'কোল'
'ঋতু', 'জহ্নু', 'মোদ্রুম'।
'রুদ্র',—দ্বীপ নয়, করি' পরিক্রমা
লভে জীব কল্পদ্রুম॥
গৃহ পরিক্রমা জীবের বন্ধন
গৃহেতে বাড়য়ে রতি।
গ্রামপরিক্রমা, বদ্ধ বিমোচন
শ্রীগুরুচরণে প্রীতি॥
গোপাগার গৃহে ভোগিকুল মনে
ভোগ-বহ্নি বাড়ি' যায়।
কৃষ্ণলীলা ক্ষেত্র ধামবাসি মনে
'সেবায়' উদয় হয়॥
বহির্ম্মুখ সঙ্গে দেহ মনোময়
জীবের সংসার ফাঁদ।
কৃষ্ণভক্ত সনে কৃষ্ণ আলাপনে
নিত্য গোকুল বাস॥
তাই বলি ভাই, এস সবে ছুটে
ছাড়িয়া সকল কাম।
শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে
পরিক্রমা কর ধাম॥

দ্বীপ-দিগ্দর্শন

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-কাহিনী যেরূপ অনন্ত, অপার ও অতলস্পর্শ, তদ্রূপ, তদ্ভক্তপরিবৃত গৌরধাম নবধাভক্তির মহাপীঠ কৃপাবতার গৌরলীলাস্থলী নবদ্বীপের কাহিনীও অনন্ত, অপার ও অতলস্পর্শ। এই সকল বাস্তবসত্য গৌর-প্রেমিক-জনের আনুগত্যে গৌরধাম-সেবাফলে স্বয়ং স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়। শ্রীধাম-পরিক্রমাকারিগণের সহায়তা কল্পে নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের অনন্ত তথ্যরাজির উদ্দেশে নিম্নে দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইল।

নবদ্বীপ

ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে নবদ্বীপ নগর। বহু পূর্ব্ব হইতেই ইহার সেনরাজগণের রাজধানী অবস্থিত ছিল। সেই স্থান সম্প্রতি 'নবদ্বীপ'-নামে পরিচিত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পল্লী-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে স্থলে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাসের অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতের ভবন, শ্রীমুরারী গুপ্তের স্থান প্রভৃতি অবস্থিত ছিল, তাহা সম্প্রতি 'শ্রীমায়াপুর'-নামে খ্যাত। গঙ্গার বিভিন্ন গর্ভের পরিবর্ত্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালীন নবদ্বীপ-নগরের অধিকাংশই জলমগ্ন হইয়াছিল, সুতরাং উহার অধিবাসিগণের অনেকেই নিকটবর্ত্তিস্থানে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। প্রভুর প্রকটকালীন কুলিয়াগ্রামে বা পাহাড়পুরেই আধুনিক নবদ্বীপ সহর বসিয়াছে এবং সেই স্থানেই বর্ত্তমান নবদ্বীপ-মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টাদশ-শতাব্দীতে নবদ্বীপনগর 'কুলিয়াদহ বা কালীহ্রদের বর্ত্তমান চড়ায় অবস্থিত ছিল। আবার খৃষ্টীয় সপ্তদশ-শতাব্দীর নদীয়া-নগর বর্ত্তমান 'নিদয়া', 'শঙ্করপুর,' 'রুদ্রপাড়া' প্রভৃতি স্থানে লক্ষিত হয়। তৎপূর্ব্বে ষোড়শ-শতাব্দী পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমকালীন নবদ্বীপ

নগর শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘি, রামনপুকুর, শ্রীনাথপুর, ডাকইডাঙ্গা, গঙ্গানগর, বিল্বলিয়া, কদ্রপাড়া, ভারণবাস, কলিয়াটী, রামজীবনপুর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। তখন বর্ত্তমান রামনপুকুর-পল্লীর নাম 'বেলপুকুর' ছিল, পরে 'মেঘার চড়া'র প্রাচীন বিল্ব-পুষ্করিণী-গ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় উহা সপ্তদশ-শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান 'রামন-পুকুর' নাম লাভ করিয়াছে। রামচন্দ্রপুর, কাঁকড়ার মাঠ, শ্রীরামপুর, বাবলা-আড়ি, প্রভৃতি স্থান গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত। উহার কিয়দংশ কোলদ্বীপ ও কতকটা মোদ-দ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত ছিল। চিনাডাঙ্গা, পাহাড়পুর প্রভৃতি নাম সম্প্রতি বিলুপ্ত হইলেও 'তেঘরিয়া কোল,' 'কোল-আমাদ', 'কুলিয়ার গঞ্জ' প্রভৃতি বর্ত্তমান নবদ্বীপ-সহরের স্থান সমূহ আজও সেই প্রাচীন কোলদ্বীপের সংস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। গঙ্গার পশ্চিম-পারে বিদ্যা-নগর, জামগর, বাদ্-গাছি, কোর্ল্লা প্রভৃতি স্থান নবদ্বীপের উপকণ্ঠ বা সহরতলী-রূপে অবস্থিত ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তি কালে প্রাচীন নবদ্বীপ সম্বন্ধে বহুবিধ যুক্তিহীন কুতর্কমূলক ধারণা এক্ষণে নানাকারণে জীবন্ত-মূর্ত্তি ধারণ করিবার অবসর পাইলেও ঐগুলি প্রকৃতস্থান-নির্ণয়বিষয়ে কোন প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই বা করিবে না। চাঁদকাজীর সমাধির কিছু-দূরে শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠেই শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ বা শচীর অঙ্গন (প্রভুর জন্মস্থিতী) অবিসম্বাদিতভাবে দিব্য-সূরি শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী প্রভৃতি সিদ্ধভক্তগণের নির্দ্দেশমতে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত নিঃসঙ্গ যুক্তিপুষ্ট ঐতিহাসিক ও অলৌকিক প্রমাণাবলী অবিসম্বাদিত-ভাবে শ্রীমায়াপুরের সন্নিহিত স্থানগুলিকেই প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করে।

নবদ্বীপের পরিধি

শ্রীনবদ্বীপধামের পরিধি ষোলক্রোশ। 'ষোলক্রোশ' বলিলে শ্রীধামের কিছু পরিচ্ছিন্নতা প্রমাণিত হয় না বা জড় জগতের মাপিক পরিমিত যন্ত্রের সহিত সম্বন্ধাধারে গণিত হইবার যোগ্যতাও নির্দ্ধারিত হয় না। শ্রীনবদ্বীপধাম স্বরূপশক্তির সঙ্কিনী-প্রভাব দ্বারা প্রপঞ্চে প্রকটিত। প্রপঞ্চে উদিত হইয়াও শ্রীনবদ্বীপধাম প্রপঞ্চাতীত। কেবল-মাত্র সেবোন্মুখ বৃত্তির দ্বারাই শ্রীধামের স্বরূপ গ্রাহ্য। শ্রীভগবান্ যেরূপ অপরিচ্ছিন্ন বস্তু হইয়াও তাঁহার সেবোন্মুখ ভক্তবৃন্দের নিকট অচিন্ত্যশক্তিক্রমে নিত্য শ্রীবিগ্রহবান্, তদ্রূপ তদ্বরূপোত্তম শ্রীধামাদিও অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও সেবোন্মুখ ভক্তগণের নিকট পরিচ্ছিন্নবিশিষ্ট। ইহা মাপিক পরিমিযুক্ত নহে। সেবোন্মুখ ব্যক্তিই এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

নবদ্বীপের বিভিন্ন দ্বীপ-সংস্থান

এই ষোলক্রোশ নবদ্বীপের মূলগঙ্গার পূর্ব্বপারে চারিটী দ্বীপ ও পশ্চিমে পাঁচটী দ্বীপ। পূর্ব্বপারে চারিটী দ্বীপের নাম—(১) অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর, তাহার উত্তরে (২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ; মায়াপুরের দক্ষিণে (৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ; এবং (৪) মধ্যদ্বীপ; গঙ্গার পশ্চিম পারে (১) কোলদ্বীপ; (২) ঋতুদ্বীপ, (৩) জহ্নুদ্বীপ; (৪) মোদদ্রুমদ্বীপ এবং (৫) রুদ্রদ্বীপ (সম্প্রতি পূর্ব্বপারে);—সর্ব্বসাকল্যে নয়টী দ্বীপ বা নবদ্বীপ।

নবদ্বীপের স্বরূপ

এই নবদ্বীপ নববিধ ভক্তিস্বরূপ অর্থাৎ অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর—আত্মনিবেদন; সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণ; গোদ্রুম-দ্বীপ—কীর্ত্তন; মধ্যদ্বীপ—স্মরণ; কোলদ্বীপ—পাদসেবন; ঋতুদ্বীপ—অর্চ্চন; জহ্নুদ্বীপ—বন্দন; মোদদ্রুমদ্বীপ—দাস্য ও রুদ্রদ্বীপ—সখ্যরূপা ভক্তির পীঠ। এই সকল স্থানে পরিক্রমা অর্থাৎ বিচরণ করিলে ভক্তভক্তির উদয় হয়। নববিধা ভক্তির যে কোন একটী কৃষ্ণতোষণের হেতু হইলেও আত্মনিবেদনই সর্ব্বমূল। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

নবদ্বীপ-পরিক্রমা-প্রণালী

পরিক্রমা-বিধি মহাজনগণের বাক্যে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"বিশেষতঃ মাকরী সপ্তমী তিথি গতে।
ফাল্গুনী পূর্ণিমাবধি শ্রেষ্ঠ ভালমতে॥
পরিক্রমা সমাধিয়া যেই মহাজন।
অন্যদিনে মায়াপুর করেন দর্শন॥
নিতাই গৌরাঙ্গ তা'রে কৃপা নিরখিয়া।
ভক্তি অধিকারী করে পদছায়া দিয়া॥

—মহাজনগণের এইরূপ বিধানানুসারে প্রতি বৎসরই শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা হইয়া থাকে।

(১) অন্তর্দ্বীপ-শ্রীমায়াপুর

(ক) **শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন**—শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য মহাপ্রভুর নিকট আত্মীয়। ইনি নবদ্বিপের অন্যতম 'আচার্য-রত্ন' নামে বিখ্যাত। এই চন্দ্রশেখরের গৃহই 'ব্রজপত্তন' নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিনয়াচার্য ও দেবীভাবে নৃত্য হইয়াছিল। সেই মধুর লীলাকথা শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য ১৮শ অধ্যায়ে (গৌড়ীয় সংস্করণ) সুবিস্তৃতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। বৈষ্ণবেরা ইহাই প্রথম অভিনয়। এই স্থানেই গৌড়মণ্ডলের কৃষ্ণভোষণপর রসকের সর্ব্বপ্রথম গৌরচন্দ্রিকা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

(খ) **শ্রীচৈতন্য মঠ**—শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্য মঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্য মঠ বর্ত্তমান যুগে সমগ্র বিশ্বে চৈতন্যকথা প্রচারের একমাত্র আকর-প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের সর্ব্বত্র অচৈতন্য-ধর্ম বা জড়-ধর্মের প্রকারান্তর বিচিত্র মনোধর্ম এবং দেহধর্ম প্রচারিত ও প্রসারিত রহিয়াছে। এই অচৈতন্য বিশ্বে সর্ব্বজোগাবে চৈতন্যকথার মহাপ্লাবন আনয়ন করিবার জন্য পরমকারুণিক গৌরজন এই শ্রীচৈতন্য মঠের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই স্থান হইতেই সমগ্র জগতে শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইতেছে। এই আকর মঠরাজ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বহু বহু চৈতন্যপ্রতিষ্ঠান-সমূহ প্রকাশ করিয়া বিশ্বময় চৈতন্যকথা বিলাইতেছেন। এই চৈতন্যমঠ বাস্তববিজ্ঞান-বিদ্যামন্দির বা গৌরবাণী-বিনোদ-কুঞ্জ। বিশ্বের জীবকুলকে অচৈতন্য জগতের নক্র-সেলিহান-জিহ্ব দাবাগ্নি হইতে কল্যাণকল্পতরুর সুশীতল শান্তিচ্ছায়ায় আনয়নের জন্য চৈতন্য-আবির্ভাব ভূমিতে এই মঠরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আচার্যের অনুক্ষণকীর্ত্তিত চেতনময়ী বাণী অচৈতন্য আত্মাপ্রস্ত জীব হৃদয়ে চেতনতার বিজলী সঞ্চার করিয়া চৈতন্যপ্রাণপুরুষের চিরপ্রতিষ্ঠা করিতেছে। "সমগ্র বিশ্বের চরমশ্রেয়ঃকামী ও বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সকলেই এই শ্রীচৈতন্য মঠের পাদপীঠে আসিয়া তাঁহাদের মস্তক অবনত করিবেন"—লোকোত্তর মহা-পুরুষের এই ভবিষ্যবাণী আজ সফল হইতে চলিয়াছে।

(গ) **উনত্রিংশ চূড়ার মন্দির**—এই মন্দিরের চারিদিকে সাতত-পুরাণশাস্ত্রকথিত শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই বৈষ্ণব সংসম্প্রদায় চতুষ্টয়ের আচার্যবর্গের অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য শ্রীপাদ রামানুজ, শুদ্ধদ্বৈত বা তত্ত্ববাদাচার্য শ্রীপাদ আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্ব, শুদ্ধাদ্বৈত-বাদাচার্য শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামী এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য শ্রীপাদ নিম্বাদিত্যের শ্রীবিগ্রহ-সমন্বিত চতুষ্কোণবিশিষ্ট মন্দির এবং সকলের কেন্দ্রস্থলে উক্ত বৈষ্ণবাদ চতুষ্টয়কে ক্রোড়ীভূত করিয়া ব্রহ্মসূত্রের যে একমাত্র প্রতিপাদ্য নিগমকল্পতরুর গলিত ফল, বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দিষ্ট অচিন্ত্যভেদাভেদ সত্য—তৎপ্রবর্ত্তক সাবরণ বিষ্ণুপরতত্ত্ব শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি এবং সজ্জন-নয়নমনোজিরাম **শ্রীশ্রীবিনোদপ্রাণজীউর** শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত রহিয়াছেন। এই মন্দিরের শিখরপ্রদেশে কলিযুগপাবন স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মহামহিমময়ী বিজয়-বৈজয়ন্তী কৃপাসুপ সুসিদ্ধান্তসংরক্ষক সুদর্শন সুশোভিত থাকিয়া—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"

—এই শ্রীচৈতন্যমুখনিঃসৃতবাণীর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

(ঘ) **পরবিদ্যাপীঠ বা সারস্বতীর্থ**—শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীই—পরা বাণী বা পরা বিদ্যা। এই পরা বিদ্যা বা শুদ্ধা সরস্বতীর কৃপায় জীবকুল অক্ষর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর কৃপা ব্যতীত অক্ষর বস্তু জানিবার দ্বিতীয় উপায় নাই। ইহাই মুণ্ড-কোপনিষদ্ ভারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপে দিগ্বিজয়ী-গর্ব-দমন-লীলায় সরস্বতীপতি শ্রীগৌরসুন্দর জানাইয়াছেন যে, প্রাকৃতজন-পূজিত সরস্বতী সেই শুদ্ধা সরস্বতীরই বিকৃত ছায়ামাত্র। তাঁহার অক্ষরবক্ষ শ্রীচৈতন্য-দেবের সম্মুখে উপস্থিত হইবার সামর্থ্য নাই। প্রাকৃত সরস্বতীর দ্বারা মায়িক জীবসমূহ মোহিত হয়। বিশ্বে যত দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সাহিত্যাদি প্রচারিত রহিয়াছে, তাহা শুদ্ধা সরস্বতীরই বিকৃত আংশিক খণ্ড প্রতিফলন মাত্র। বুদ্ধিমানগণ খণ্ড, প্রতিফলিত, ছায়া-প্রায় বস্তুর জন্য সুদুর্লভ মানবজীবনের শক্তি ও সময় ব্যয় না করিয়া আকর, পূর্ণ, পরব্রহ্মতত্ত্ববস্তুর সেবাতেই আত্ম-নিয়োগ করিয়া থাকেন। শ্রীমায়াপুরে শ্রীসারস্বত তীর্থে সেই পরবিদ্যার অনুশীলন হইয়া থাকে,—যে বিদ্যা সকল

চৈতন্য-জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাতৃকা—যে বিদ্যা অবিদ্যাধ্বংস-কারিণী—যে বিদ্যা কৃষ্ণসেবানুকূলাময়ী—কৃষ্ণানুশীলনময়ী। এই বিদ্যাবধূর জীবন—অক্ষরাকৃতি পরব্রহ্ম। এই সারস্বত-তীর্থ বা পরবিদ্যাপীঠ সমগ্র বিশ্বে বিশ্বাতীত অমৃতের বার্ত্তা বিলাইবার জন্য প্রকটিত হইয়াছেন। বিশ্বে যচ্চৈতন্য-বিশ্বভারতী প্রসারিত করিয়া অচৈতন্য বিশ্বকে আরও ভাল করিয়া ঘুম পাড়াইবার জন্য এই বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হয় নাই, পরন্তু জাগরণের দিনে অচৈতন্য, নিদ্রামগ্ন বিশ্বকে মহা-জাগরণের চেতনময়ী বাণী শুনাইয়া চির উদ্ধার করিবার জন্য এই বিশ্বগুরু-বাণীর মহাপীঠ ভুবনমঙ্গলাবতাররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই সারস্বততীর্থ কুরুক্ষেত্রে সামন্ত-পঞ্চকের সারস্বত হ্রদের সমীপে ভাগবত-পাঠশালা; নৈমিষ-ক্ষেত্রে ভাগবত-পাঠশালা, মাথুরমণ্ডলে বিনোদ-বিহারের, প্রভৃতি আবিষ্কার করিতেছেন—শ্রীল জীবপ্রভুর শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণ অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে পাঠার্থিগণকে শব্দের বিবর্ত্তবৃত্তি শিক্ষা প্রদান করিতেছেন এবং পরমাহিতাসন, ঐতিহাসন, সম্প্রদায়-বৈভবাসন, ভক্তিশাস্ত্রাসন, তত্ত্বশাস্ত্রা-সন, বেদান্তাসন, একায়নাসন প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়া অচৈতন্যবিশ্বে চৈতন্যশব্দ-ব্রহ্মের প্লাবন আনয়ন করিতে-ছেন। ইহা সমগ্র বিশ্বে একটী যুগান্তর। যে যুগে পাশ্চিম-সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যাসনে সমাদৃত হইয়া, বিংশ-শতাব্দীর পতিমুখর পথ বাহিয়া, নদ-নদী-কান্তার পার হইয়া জগৎ পরিপ্লাবনে বাহির হইয়াছে—যে যুগে নীট্‌শের (Nietz) দর্শনবাদ ও সমসাময়িক য়ুরোপের সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া জড়ধর্ম্ম চরমসীমায় উপনীত হইতেছে এবং যে যুগের বাংলার অলস জীবনেও সেই সাহিত্য নৈমেষিক তাপ উঁকিঝুঁকি মারিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই অচৈতন্য-বিশ্বভারতীয় যুগে—সমন্বয়ের নাম করিয়া চিচ্ছড়ের গোঁজামিল দেওয়া যুগে শ্রীমায়াপুর-পরবিদ্যাপীঠ আবিষ্কৃত হইয়াছেন।

(ঙ) **পরমনাট্যমঞ্চ**—জগতে ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক যে সকল নৃত্য-গীতবাদিত্রাদির অনুশীলন হয়, তাহা কৃষ্ণ-তোষণপর চিদনুশীলনের বিকৃত অপব্যবহার বলিয়া তৌর্য্য-ত্রিক ও ব্যসন নামে কথিত হইয়া থাকে। ঐ সকল তৌর্য্যত্রিক বা ব্যসন জগতের লোকের বিচারে কলাবিজ্ঞান বলিয়া বিবেচিত হইলেও উহা পরিণামে জগন্নাশকর কার্য্যের সোপান। আবার প্রাকৃত সহজিয়া-সমাজে কৃষ্ণ-তোষণের ছলনা করিয়া যে বিপ্রলিপ্সাময় তৌর্য্যত্রিকের আবাহন করা হয়, তাহাও মানবমঙ্গলের পরম পরিপন্থী। কৃষ্ণই সমস্ত কলার অধিনায়ক। তাঁহার অহৈতুকী সেবায় সেই সকল কলাকলাপ নিযুক্ত হইলেই তাহা পরমমঙ্গলের সেতু হইয়া থাকে। যাহারা অতত্ত্বজ্ঞ, অযুক্ত, ভজনে অনিপুণ, তাহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে কোন বস্তুকেই নিযুক্ত করিতে পারেন না। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামীপ্রভু বঙ্গদেশীয় বিপ্র-কবির উদাহরণে দেখাইয়াছেন যে, সিদ্ধান্তবিরোধযুক্ত রসাভাসপূর্ণ নাটকাদি মহাপ্রভুর কর্ণোৎসব বিধান করিতে পারে না। শ্রীরূপের নাটকাদি শ্রীনবদ্বীপপ্রভুর সেবায় পরিবেশিত হইতে পারে। পরবিদ্যাপীঠ শ্রীমায়াপুরে শ্রীস্বরূপরূপানুগবর আচার্য্যের আনুগত্যে গৌরকৃষ্ণতোষণপর নাট্যমঞ্চ নির্ম্মিত হইতেছে। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কেবল হরিগুরুবৈষ্ণবতোষণপর।

(চ) **নদীয়াপ্রকাশ কার্য্যালয়**—এই স্থান হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ নিয়মিতরূপে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকেন। মহামারীর ধ্বংসে আপাত-প্রেয়ঃকথা-প্রচারকারিণী গণতোষণী পত্রিকাসমূহের দৈনিক সংস্করণ কিছু বিস্ময়কর নহে, কিন্তু একান্ত শ্রেয়ঃকথা-প্রচারকারিণী পত্রিকার দৈনিক সংস্করণ বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র বিশ্বে অভিনব ও আশ্চর্য্যকর। বিশেষতঃ এই পত্রিকার সম্পাদক ও লেখকগণ বেতনভোগী ভূতক নহেন বা আচারহীন প্রচারক নহেন। এই নদীয়াপ্রকাশের সম্পাদক প্রত্নবিদ্যালঙ্কার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একজন গুরুগৌরাঙ্গসেবাপরায়ণ, কৃষ্ণার্থে সর্ব্বত্যাগী নৈষ্ঠিক আচারবান্ মহাপুরুষ এবং এই পত্রিকার বিভিন্ন লেখক ও সেবকগণও আদর্শ নিকপট সেবাপ্রাণ ভাগবত। ইহারা সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবানুগতো এই অসামান্য সেবা-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই দৈনিক সংবাদ-পত্রের ত্রৈমাসিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক সংস্করণও প্রকাশিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

(ছ) **নদীয়াপ্রকাশ যন্ত্রালয়**—চৈতন্যকথা-প্রচারাঙ্গ। জগতে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে অচৈতন্য কথা, জড় কথা অথবা উহারই বিভিন্ন রূপান্তর বিভিন্ন মনোধর্ম্ম, মায়াবাদ, নাস্তিক্যবাদ প্রভৃতি প্রচারিত হইয়া থাকে। এই বৈশ্ব

জগতে শিল্পাদির যাথার্থতা প্রাকৃত অর্থ-বিনিময় দ্বারাই পরিমাপ করা হয়। কিন্তু কেবল-পরমার্থ প্রচারের উদ্দেশ্যে শিল্প বিজ্ঞানের নিয়োগ কিরূপে হইতে পারে, তাহার আদর্শ নিদর্শনস্বরূপ এই নদীয়াপ্রকাশ স্থানের। সম্প্রতি এই নদীয়াপ্রকাশ স্থানের হইতে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ শ্রীচৈতন্যমনন প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছেন এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত ও দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইতেছেন।

(জ) **ভারতী-কুটীর**—এই গৃহেই নদীয়াপ্রকাশ-মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত। শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের নামানুসারে এই কুটীরটী সংস্থাপিত হইয়াছে অথবা এই স্থান হইতেই কথা অচ্ছাকারে শ্রীচৈতন্যসরস্বতী বা বিশ্বগুরু-ভারতী বিশ্বে প্রচারিত হইতেছেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'ভারতী-কুটীর'। এই কুটীরের গাত্রে সর্ব্বদা অঙ্গীয় কতকগুলি মহাজন-গীতি অঙ্কিত থাকিয়া অনুক্ষণ নিষ্কপট হরিভজনের কথা সকলের চিত্তে দেদীপ্যমান করিয়া দিতেছে। এই সকল-আচার্য্যের কৃপার নিদর্শন।

(ঝ) **আশ্রম-কুটীর**—এই কুটীরটী শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কয়েকবৎসর কাল বহু যাত্রীর আশ্রয় স্থল হইলেও দুইবৎসর যাবৎ বাসুদেব কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হইয়াছেন; কিন্তু আশ্রম-কুটীরের প্রশস্ত ভিত্তি আজিও বহু যাত্রীর আশ্রয় স্থল রহিয়াছে। আমরা শুনিতে পাইলাম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিরাট চতুর্থ সংস্করণ-বিতরণকারী, বৈষ্ণবজগতের অকৃত্রিম বন্ধুবর পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় এই আশ্রম কুটীরের সেবাকার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ করিবেন।

(ঞ) **তীর্থ-কুটীর**—শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডী-অগ্রণীবর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ-তীর্থ মহারাজের নামানুসারে এই কুটীর সংস্থাপিত হইয়াছে। বহু যাত্রী সর্ব্বতীর্থ সমাশ্রয় শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠে তীর্থকুটীরে ভক্তি প্রদীপের নির্ম্মল আলোকে আলোকান্বিত হইয়া নারদবন্দ্য-কুঞ্জসেবায় অধিকার পাইবার যোগ্যতা লাভ করেন।

(ট) **শ্রীরাধাকুণ্ড**—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ-গোস্বামী-মহারাজ প্রভুবর রাধাকুণ্ড শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরের ব্রজপত্তন-শ্রীরাধাকুণ্ডতটে সর্ব্ববিধ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গগোস্বামী-মহারাজ প্রভু

পূর্ব্বক অনুক্ষণ নিষ্কপট কৃষ্ণসেবার চরম আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। সে সকল কথা একান্ত সেবোন্মুখ ভক্তজনবেদ্য। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মধুপুরী শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতে রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গন শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতে গোবর্দ্ধন শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রেষ্ঠ এবং তাহা হইতে রাধাকুণ্ড-ব্রজপত্তন শ্রেষ্ঠ। কোন্ কৃতী শ্রীশ্রীবার্ষভানবী-বরিত-দাস প্রভুবরের চরণ আশ্রয় পূর্ব্বক ব্রজপত্তনে নিরন্তর অবস্থান করিয়া সেবা-পরাকাষ্ঠা বরিয়া না লইবেন?

(ঠ) **পৃথুকুণ্ড**—অধুনা বল্লালদীঘি নামে প্রসিদ্ধ। সত্য-যুগে শক্ত্যাবেশাবতার মহারাজ পৃথু পৃথ্বীর উচ্চনীচ-ভূমিখণ্ড সমূহ সমান করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যখন এইস্থানে মহারাজের কর্ম্মচারীবৃন্দ ভূমি-সমতল-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন চতুর্দ্দিক হইতে এক মহাজ্যোতির্ম্ময়ী প্রভা উদিত হইলে কর্ম্মচারীবৃন্দ সেই কথা পৃথু মহারাজকে জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ স্বয়ং এইস্থানে উপনীত হইয়া সেই আশ্চর্য্য জ্যোতিঃপুঞ্জ প্রত্যক্ষ করিলেন। শক্ত্যাবেশাবতার পৃথু মহারাজ ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে, এই স্থান নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত সেই স্থান—যেখানে কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ হইবেন।

মহারাজ পৃথু স্নানের জন্য যাবতীয় তীর্থ রাখিবার জন্য ঐ স্থানে এক মনোহর সুবিস্তৃত কুণ্ড নির্ম্মাণ করাইলেন। এই কুণ্ডই নবদ্বীপমণ্ডলে 'পৃথুকুণ্ড' নামে বিখ্যাত হইল। গ্রামবাসিগণ এই যজ্ঞকুণ্ডের জলপান করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্তিলাভ করিতে থাকিলেন। পরবর্ত্তিকালে বাঙ্গালার নৃপতি বল্লালসেন পীয় পিতৃপুরুষের উদ্ধার-কল্পে এই স্থলে এক সুবিস্তৃতা দীর্ঘিকা খনন করাইলেন। এই দীর্ঘিকাই বল্লালদীর্ঘিকা নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এখনও শ্রীমায়াপুরে এই বল্লালদীর্ঘিকা বিরাজিত থাকিয়া গৌড়পুরের অতীত স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে। এখানে 'বল্লালচৌকি'নামে একটী উচ্চ স্থপও বল্লালসেনের আবাস-গৃহের শেষচিহ্ন বা ভগ্নাবশেষরূপে বিরাজিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ এই স্থানে অনুসন্ধান করিলে অনেক প্রাচীন তথ্য লাভ করিতে পারেন।

(ঙ) **অদ্বৈত-ভবন**—এই স্থান শ্রীবাস-অঙ্গন হইতে ১০ রজ্জু উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানের আচার্য্য অদ্বৈত প্রভু জল-তুলসী মুখে পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে কৃষ্ণ আরাধনা করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তিনি হুঙ্কার করিয়া কৃষ্ণকে জগতের দুঃখ জানাইয়াছিলেন। এই স্থানেই শ্রীল বিশ্বরূপ, ঠাকুর হরিদাস, শ্রীবাস, গঙ্গাদাস, শুক্লাম্বর, চন্দ্রশেখর, মুরারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ মিলিত হইয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণকথারসে মগ্ন থাকিতেন এবং সকলে একত্রিত হইয়া বহির্ম্মুখ জগতের কৃষ্ণবৈমুখ্যের কথা আলোচনা ও কিরূপে জগতের শুভোদয় হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা ও ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন। এই স্থানটীকে 'শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চৌলদুহ' বা 'অদ্বৈত সভা'ও বলিয়া থাকে।

(চ) **শ্রীবাস-অঙ্গন**—এই স্থান শ্রীযোগপীঠের শতধনু উত্তরে অবস্থিত। শ্রীবাস-অঙ্গন সর্ব্বার্থ গৌরসুন্দরের মহাসংকীর্ত্তনস্থলী। শ্রীবৃন্দাবনলীলায় রাসস্থলী ও শ্রীবাস-অঙ্গন একই বস্তু। এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর পঞ্চতত্ত্বাত্মক হইয়া পূজিত হইতেছেন। শ্রীবাস আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য-লীলাভিনয়কালীন প্রধান সহায় ছিলেন। গয়াধামে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া দীক্ষা-গ্রহণ-লীলাভিনয়ান্তে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ভক্তপ্রবর শ্রীবাসের ভবনেই মহাপ্রভু সর্ব্বপ্রথম বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন ও তাঁহার রাজরাজেশ্বর ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীবাস-ভবনেই ভক্তগণ মিলিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করেন। লোকশিক্ষার্থ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের নিকট শচীদেবীর বৈষ্ণবাপরাধাভিনয়-ক্ষমাপন-লীলা প্রদর্শন করিয়া শচীদেবীকে প্রেমদান, অদ্বৈত প্রভুকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন, নিত্যানন্দ প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীব্যাসপূজা, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি প্রদর্শন, দশ-প্রহরব্যাপী ভগবদ্ভাবাবেশ, সপ্তসংখ্যক দ্বার রুদ্ধ করিয়া সপ্তপ্রকোষ্ঠব্যাপী সঙ্কীর্ত্তনানন্দ আস্বাদন, প্রভুর নৃসিংহ-ভাবাবেশ প্রভৃতি লীলা প্রভুর নিত্যপার্ষদ মহাভাগ্যবান ভক্তপ্রবর শ্রীবাসের ভবনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন ছিলেন, এমন সময়ে শ্রীবাস আচার্য্যের এক পুত্র পরলোক গমন করিল। শ্রীবাস কীর্ত্তন-সেবার বিঘ্ন আশঙ্কা করিয়া সকলকে শোকপ্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। মহাপ্রভু অধিকরাত্রি পর্য্যন্ত নিত্যকীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তন ভঙ্গ হইলে মহাপ্রভু বুঝিতে পারিলেন, শ্রীবাসের গৃহে কোন বিপদ ঘটিয়াছে। শ্রীবাসের পুত্রের পরলোকগমন সংবাদ পাইয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে পূর্ব্বে এ সংবাদ না দেওয়ায় মনো দুঃখপ্রকাশ করিলেন এবং শিশুকে নিকটে আনাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওহে বালক, তুমি শ্রীবাসকে কেন পরিত্যাগ করিতেছ? মৃত বালক উত্তর করিল,—ইহার গৃহে যে কয়দিন আমার নির্দ্ধন্ধ ছিল, তাহা অতীত হওয়ায় আপনার ইচ্ছাক্রমে অন্যত্র যাইতেছি। আমি আপনার নিত্যদাস—অস্বতন্ত্র জীব। আপনার ইচ্ছার বাহিরে আমার নিজের কিছুই করিবার নাই। মৃত শিশুর মুখে এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীবাসের পরিবারবর্গের দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। প্রভু শ্রীবাসকে কহিলেন,—তোমার যে পুত্র ছিল, সে ত' ছাড়িয়া গেল। আমি ও নিত্যানন্দ তোমার নিত্যপুত্র, আমরা তোমাকে কখনই ছাড়িতে পারিব না। শ্রীবাসের সাধ্বী পত্নী নারায়ণীকে মহাপ্রভু স্বীয় উচ্ছিষ্ট প্রদান করিয়া কৃপা করেন। এক দরজী শ্রীবাসের বস্ত্রাদি সেলাই করিয়া দিত, মহাপ্রভু তাহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে নিজরূপ দর্শন করাইলেন। দরজী প্রেমোন্মত্ত হইয়া অলৌকিক নৃত্য করিতে লাগিল। মহাপ্রভু একদিন ভাবাবেশে শ্রীবাসের মুখে ব্রজগোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মধুর-রসলীলা-কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাসকে আলিঙ্গন দান করিয়াছিলেন। আর একদিন মহাপ্রভু

ভগবদ্ভাবাবেশে শ্রীবাসকে ভগবান্ঠ করিতে বলিলেন। মহাপণ্ডিত শ্রীবাস করযোড়ে অতীব ভক্তি সহকারে স্তুতি বন্দনা করিলেন। শ্রীবাসের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবাসের পরিবারবর্গ, দাসদাসী সকলকেই স্বীয় রূপ প্রদর্শন করাইলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর নীলাচল হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কয়েকদিন শ্রীবাসভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন।

(গ) **যোগপীঠ বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থলী**—এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন। মিশ্র পুরন্দর এই স্থানে নিত্য বিষ্ণুপূজা ও অতিথিসেবা করিতেন। এই স্থানেই বালক নিমাই দৈবাধিক বিপ্র-অতিথিকে কৃপা করিয়াছিলেন। এই স্থানে অজ্ঞেয় তুলসীবন বিরাজিত। এই স্থানে নিম্বতরুবর অদ্যাপি বালক নিমাইএর স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছেন। যোগপীঠে শ্রীগৌরসুন্দরের বাম-ভাগে বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী ভূশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, দক্ষিণে শ্রীশক্তি শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া এবং নীলা বা দুর্গাশক্তি শ্রীমায়ারূপিণী হইয়া তাঁহার পাদপদ্মান্তিকে চিন্তামণি-ভূমিরূপে বিরাজিতা। শ্রীবিগ্রহের দ্বিতীয় বক্ষে মাধুর্য্য-মূর্ত্তি শ্রীরাধামাধব-যুগলমূর্ত্তি শোভিত রহিয়াছেন, তৃতীয় কক্ষে পঞ্চতত্ত্ব বিরাজ করিতেছেন। কিঞ্চিদূরে **নিম্বতরুরাজ**; তলদেশে একটী ক্ষুদ্র কুটীর—ইহাই শ্রীশচীমাতার **সূতিকা-গৃহ**। এই স্থানে শিশু নিমাই খট্টোপরি শয়ন করিয়া আছেন। পার্শ্বে শচীমাতা উপবিষ্টা।

(ঙ) **ক্ষেত্রপাল-শিব**—শ্রীযোগপীঠে ঈশান কোণে শ্রীধামরক্ষকরূপে শ্রীক্ষেত্রপাল-শিব নিত্য পূজিত হইতেছেন। ভক্তবৃন্দ এইস্থানে শ্রীরূপানুগ পদ্ধতিতে ক্ষেত্রপাল-শিবকে প্রণাম করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু গৌরসুন্দরের নিরুপাধিকা নিত্যসেবা যাচ্ঞা করিয়া থাকেন। ক্ষেত্রপাল শিবের প্রণাম-স্তোত্র এই,—

"বৃন্দাবনাবনীপতে জয় সোম-সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রিপদ্ম
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥"

(ঘ) **শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির**—এইস্থানে ভক্তবিঘ্ন-বিনাশন শ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীগৌরগদাধর শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত। এই মন্দিরের দৃশ্য অতীব সুন্দর। এই মন্দিরের চূড়া গঙ্গার পশ্চিম-পার হইতেও লোকলোচনে পতিত হইয়া থাকে।

(ঙ) **শ্রীগৌরকুণ্ড**—মাথুরমণ্ডলে যেরূপ শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের মহিমা, অভিন্নস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডলেও সেইরূপ রাধাগোবিন্দমিলিততনু গৌরকুণ্ডের মহিমা ভক্ত-গণের বেদ্য। গৌরভক্তগণ এই কুণ্ডে নিত্যনিয়ত থাকিয়া গৌরবনে ব্রজদেবীর মাধুরী আস্বাদন করেন। গৌরকুণ্ডের জল মস্তকে ধারণ করিলে জীবের অনর্থরাশি বিদূরিত হইয়া গৌর, গৌরজন ও গৌরধামে সুনির্ম্মলা ভক্তির উদয় হয়। গৌরকুণ্ডের তীরে বাস ব্রহ্মাদি দেবতাগণও কামনা করেন। তাই বহু ভজনপিপাসু ভক্ত এই গৌরকুণ্ডের তীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিতেছেন। কোন কোন মহৎ-হৃদয় মহান্ পুরুষ যাযাবরিগণের সেবাকল্পে ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়া-ছেন ও করিতেছেন। শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে 'ভক্তিসুহৃদ্-ভোজন', 'ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা', 'চিন্তামণি-প্রাঙ্গণতরুযুগল' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ছ) **খোলতাজার ডাঙ্গা**—মহাপ্রভু নাম-প্রচার করিবার সময় শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটবর্ত্তী নগরবাসীদিগকে প্রথমে করতালির সহিত হরিনাম করিতে আজ্ঞা দেন। ক্রমশঃ নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে মৃদঙ্গ-করতালাদি বাদ্যের সহিত সংকীর্ত্তন প্রচারিত হইয়া পড়িল। বক্তিয়ার খিলিজীর আগমনের পর নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা কোতোয়াল চাঁদকাজীর সময় পর্য্যন্ত নবদ্বীপে 'হিন্দুয়ানী' অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুগণ ভয়ে কখনও ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে সাহস করিতেন না। কিন্তু মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে যখন নবদ্বীপের ঘরে ঘরে মৃদঙ্গ করতালের সহিত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন হইতে লাগিল, তখন নবদ্বীপের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা চাঁদকাজী ইহা জানিতে পারিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীমায়াপুরের শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটবর্ত্তী জনৈক কীর্ত্তনকারী নগরবাসীর গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং ভবিষ্যতে কোন নগরবাসী এইরূপ কীর্ত্তনাদি করিলে তাঁহাকে বিশেষভাবে দণ্ডিত এবং তাঁহার জাতিপ্রাণ করা হইবে,—এইরূপ ভয় দেখাইয়া গেলেন। যেখানে চাঁদকাজী নগরবাসীর খোল ভাঙ্গিয়াছিলেন, সেই ভূখণ্ড তখন হইতেই 'খোলতাজার ডাঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধ

হইয়া শ্রীমায়াপুরে বিরাজমান রহিয়াছে। এই যোগপীঠের ভাঙ্গা দর্শন ও বন্দনা করিলে ভক্তিকথা কীর্ত্তনে বিরোধ-প্রবৃত্তি বিদূরিত এবং অসৎসঙ্গ বর্জ্জনে বিপুল বললাভ হয়।

(ঙ) **বারকোণা ঘাট**—এই ঘাটের উপর ছাত্রগণ সহ উপবিষ্ট সরস্বতীপতি শ্রীগৌরসুন্দর এক অপরা-বিদ্যাগর্ব্বিত দিগ্বিজয়ীর গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। যখন নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে অধ্যাপক-শিরোরত্নরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, তখন সরস্বতী দেবীর বরপ্রাপ্ত এক দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত সর্ব্বদেশজয়ান্তে পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্কযুদ্ধে জয় করিবার পর তাৎকালিক নবদ্বীপস্থ পণ্ডিত-বর্গের ভারত-প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্য-মাহাত্ম্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকেও জয় করিবার জন্য মহা-গর্ব্বভরে তথায় আগমন করিলেন। মহাপ্রভু একদিন সন্ধ্যাকালে এই স্থানে সেই গর্ব্বিত দিগ্বিজয়ীর উদ্ধারের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় দিগ্বিজয়ী মহাপ্রভুর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পড়ুয়াগণের নিকট হইতে অদ্ভুত তেজঃকান্তিবিশিষ্ট নিমাই পণ্ডিতের পরিচয় জ্ঞাত হইলেন। প্রভু প্রথমতঃ দিগ্বিজয়ীর সহিত কয়েকটী কথা বলিয়া পরে যথোচিত শিষ্টাচার ও সুকৌশলের সহিত তাঁহাকে গঙ্গার মহিমা বর্ণন করিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতিতে অনর্গল গঙ্গা-দেবীর মাহাত্ম্যবিষয়ক শ্লোক রচনা করিয়া শতমেঘ-গর্জ্জন-ধ্বনির ন্যায় আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। সকলেই দিগ্বিজয়ীর ঐরূপ অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইলেন। দিগ্বিজয়ী প্রহরকাল এইরূপ অনর্গল শ্লোক উচ্চারণ করিয়া নিরস্ত হইলে প্রভু তাঁহাকে সেই সকল শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যা আরম্ভ করিবামাত্রই প্রভু সেই বর্ণনার আদি, মধ্য ও অন্তে পদ, অলঙ্কার ও বিবিধ বিষয়ে অসংখ্য দোষ প্রদর্শন করিলেন। দিগ্বিজয়ী মহাপ্রভুর প্রশ্নের কোন উত্তরই দিতে পারিলেন না; তাঁহার সমস্ত প্রতিভা সম্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া প্রভুর শিষ্যগণ হাস্য করিতে উদ্যত হইলে প্রভু তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং দিগ্বিজয়ীকে নানাভাবে আশ্বস্ত করিয়া সেই রাত্রির জন্য বিশ্রাম করিতে ও ভাবিতে এস্থানে দেখিয়া পরদিন পুনরায় আসিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী অন্তরে অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"বহু দর্শনে অসামান্য পণ্ডিতগণকেও আমি পরাজিত করিয়াছি, কিন্তু দৈবদুর্বিপাকবশতঃ শিশুমাত্র সামান্য ব্যাকরণের একজন তরুণ অধ্যাপকের নিকট আজ আমাকে পরাভূত হইতে হইল!!—ইহার কারণ কি? হয়ত' বা সরস্বতী দেবীর নিকটই আমার কোনপ্রকার দোষ ঘটিয়া থাকিবে।" এই ভাবিয়া সরস্বতী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে পণ্ডিত নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, সেই রাত্রিতেই স্বপ্নযোগে সরস্বতী দেবী দিগ্বিজয়ী কেশবভট্টের নিকট উপস্থিত হইয়া নিমাই পণ্ডিতের স্বরূপ জানাইলেন এবং বলিলেন,—"নিমাই পণ্ডিত সামান্য মর্ত্ত্য পণ্ডিত নহেন,—সাক্ষাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্; সরস্বতীদেবী তাঁহারই স্বরূপশক্তি পরবিদ্যার ছায়াশক্তিমাত্র, সেই ছায়াশক্তিরূপা সরস্বতী নারায়ণের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ করেন,—তিনি শ্রীনারায়ণেরই অপাশ্রিতভাবে অবস্থান করেন মাত্র।" দেবী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে আরও বলিলেন যে, পণ্ডিত এতদিনে প্রকৃত প্রস্তাবে মন্ত্ররূপের ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যেহেতু তিনি অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথের দর্শনসৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। অতঃপর দিগ্বিজয়ীকে শীঘ্রই প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। দিগ্বিজয়ী জাগরিত হইয়াই প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নানাবিধ কাকুক্তি করিয়া স্বীয় স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ও সরস্বতীদেবীর উপদেশ জানাইলেন। সরস্বতীপতি প্রভুও দিগ্বিজয়ীকে ভগবদ্ভজনের অনুকূল পরবিদ্যারই উপাদেয়তা এবং দিগ্বিজয় বা জড়প্রতিষ্ঠাদিমূলা অপরা বিদ্যার হেয়তা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। প্রভু বলিলেন,—কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্তবিত্ত সকল রাখাই বিদ্যার্জ্জনের ফল এবং বিষ্ণুভক্তি বা পরবিদ্যাই একমাত্র সত্য ও কাম্যবস্তু। এই সকল কথা উপদেশ করিয়া প্রভু, সরস্বতী দেবী দিগ্বিজয়ীর নিকট যে বেদগুহ্যতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ঘাটন করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিলেন। প্রভুর কৃপায় দিগ্বিজয়ী কেশবভট্টের দেহে যুগপৎ ভক্তি, বিরক্তি ও বিজ্ঞানের অধিষ্ঠান হইল,—তিনি পরা ভক্তি লাভে কৃতকৃতার্থ হইয়া প্রকৃত "তৃণাদপি সুনীচ" হইলেন।

(চ) **মহাপ্রভুর ঘাট**—যোগপীঠের নিকটবর্ত্তী

ছাড়িগঙ্গার গর্ভে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়. ঐ ঘাটই প্রভুর বাড়ীর অতি সন্নিকট। এই ঘাটে নিমাই বিবিধ জলক্রীড়া করিয়া গঙ্গাদেবীকে যমুনার সৌভাগ্য প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন।

(ক) **মাধাইর ঘাট**—পতিতপাবন শ্রীনিতাই-গৌরের অপার কৃপায় জগাই-মাধাই উদ্ধার হইলে মাধাই নিত্যানন্দের অঙ্গে কলসীর কাণা নিক্ষেপ করার অপরাধ স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ কাকুতি, নিত্যানন্দ-চরণে ক্রন্দন ও স্তব করিতে থাকেন। মাধাই জীবহিংসা-পাপবিমোচন সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিলে নিত্যানন্দ প্রভু মাধাইকে নিত্য গঙ্গাঘাট পরিষ্কার করিতে আদেশ করেন। গঙ্গার সেবা অপরাধভঞ্জনের উপায়। নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে মাধাই গঙ্গা-স্নানার্থ বৈষ্ণবগণের নিকট কাকুবাদে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন। বৈষ্ণবগণ সকলেই মাধাইর প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সেবাবৃত্তির প্রশংসা করিতেন। মাধাই এই গঙ্গার ঘাটে অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করায় তাঁহার 'ব্রহ্মচারী' খ্যাতি হইল। তিনি স্বহস্তে কোদালী লইয়া গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার করিতেন। এই ঘাট 'মাধাইর ঘাট' নামে প্রসিদ্ধ হইল,—

"পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
'ব্রহ্মচারী' হেন খ্যাতি হইল তথাই॥
নিরবধি গঙ্গা দেখি' থাকে গঙ্গাঘাটে।
স্বহস্তে কোদালি লঞা আপনিই খাটে॥
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য-কৃপায়।
'মাধাইর ঘাট' বলি' সর্ব্বলোকে গায়॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৪শ অঃ)

(খ) **প্রাচীন পল্লী**—বর্ত্তমান বামনপুকুর গ্রামের যে অংশ আজও তাঁতীপাড়া নামে বিখ্যাত, মহাপ্রভুর সময়ে তথায় তন্তুবায় পল্লী ছিল। বাসুদেবাড়ার ঘাট ও কুলিয়ার তন্তুবায় সমাজের সহিত মহাপ্রভুর সমকালীন প্রাচীন তন্তুবায় সমাজ এক নহে। মহাপ্রভুর সমকালীন তন্তুবায়বংশ আজও মহাপ্রভুর বিরোধী নহেন, কিন্তু কুলিয়া-নিবাসী কোন কোন তন্তুবায়-বংশ মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া শাক্তের মতবাদ স্থাপনকল্পে বৃথা বিতর্ক উপস্থাপন করে। বর্ত্তমান বল্লালগঞ্জ বা গাদিগাছা ও মহেশগঞ্জের একাংশে মহাপ্রভুর সময়ের গোপ-পল্লী ছিল। এই সকল স্থানে গৌরসুন্দর নগর-ভ্রমণকালে যে সকল লীলা ও ইঙ্গিত করিতেন, তাহা শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন অতীব সজীব ভাষায় আদি খণ্ড দ্বাদশ অধ্যায়ে (গৌড়ীয় সংস্করণ) বর্ণন করিয়াছেন।

(ঙ) **চাঁদকাজীর সমাধি**—গৌরলীলায় চাঁদকাজী শ্রীকৃষ্ণলীলার কংস ছিলেন। এই জন্যই মহাপ্রভু কাজিকে মাতুল বলিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তনারম্ভে এই চাঁদকাজী মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন গৌড়রাজেশ্বর হোসেনশাহের বলে নানাবিধ উৎপাত করিয়াছিলেন। এই হোসেন সাঁ কৃষ্ণলীলায় জরাসন্ধ ছিলেন। ভক্ত চাঁদকাজীর সমাধির উপর চারিশত বৎসরের পুরাতন গোলোক চাঁপাবৃক্ষ শোভিত থাকিয়া এখনও ভক্তকে গৌরপার্ষদের অঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক অতীত স্মৃতি অঙ্কুর রাখিয়াছে। এই কাজির নগর অতিক্রম মথুরাধাম। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাজী-উদ্ধার-লীলা এই স্থানে পঠিত হইয়া থাকে এবং ভক্তগণ এই স্থানের রজঃ গায়ে মাখিয়া থাকেন। চাঁদকাজী নবদ্বীপবাসীর খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন,—এই কথা মহাপ্রভুর কর্ণগোচর হইলে মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রোধলীলা প্রকাশ পূর্ব্বক সমস্ত নগরবাসীকে আরও প্রবলভাবে সংকীর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। নগরিয়াগণের অন্তরে কাজীর ভয় রহিয়াছে জানিয়া মহাপ্রভু সেইদিনই সন্ধ্যাকালে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং সমস্ত নগরবাসীকে আহ্বানে করিয়া তিনটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে কীর্ত্তনমণ্ডলী বিভাগ পূর্ব্বক উচ্চ সংকীর্ত্তনমুখে নবদ্বীপ নগর ভ্রমণ করিতে করিতে কাজীর গৃহদ্বারে উপনীত হইলেন। কাজী ভয়ে স্বীয় গৃহের অভ্যন্তরে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করিলে মহাপ্রভু লোক দ্বারা কাজীকে বাহিরে আনাইয়া তাঁহাদের ধর্ম্মাচার সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কাজী প্রভুর সিদ্ধান্ত শুনিয়া নিরুত্তর ও স্বশাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। কাজী প্রভুর সমীপে বলিলেন, যে দিন তিনি মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া নবদ্বীপবাসীদিগকে কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই রাত্রেই নরদেহ-সিংহমুখ এক মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তাঁহার বক্ষের উপরে লম্ফ-প্রদানে আরোহণ পূর্ব্বক দন্ত কড়মড় করিতে করিতে তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া বলিতেছিলেন যে, মৃদঙ্গের পরিবর্ত্তে তিনি কাজীর হৃদয় বিদীর্ণ এবং

তাঁহাকে সবংশে বিনাশ করিবেন। কাজী ইহা বর্ণন করিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ তাঁহার বক্ষের নখচিহ্ন দেখাইলেন। কাজী আরও বলিলেন যে, সেই দিন তাঁহার এক পেয়াদা—যাহাকে তিনি কীর্ত্তন নিষেধার্থে পাঠাইয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি তাঁহার (কাজীর) নিকট আসিয়া বলিল যে, হঠাৎ অগ্নি উল্কা কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার মুখে পতিত হওয়ায় তাহার সমস্ত শ্মশ্রুরাজি দগ্ধ এবং মুখে ব্রণ উপস্থিত হইয়াছে। কাজী আরও বলিলেন যে, তাঁহার পেয়াদা তাঁহাকে জানাইয়াছিল,—"আমি হিন্দুদিগকে বলিলাম, তোমরা কেহ কেহ কৃষ্ণদাস, রামদাস, হরিদাস—এই নাম পরিচয়ে 'হরি' 'হরি' বলিয়া থাক, 'হরি' 'হরি'—শব্দে 'চুরি করি', 'চুরি করি',—এই অর্থ হয়, তাহাতে বোধ হয় অপরের গৃহের ধন চুরি করিবার অভিপ্রায়েই তোমরা 'হরি' 'হরি' উচ্চারণ কর। যে দিন আমি তাঁহাদের সহিত এইরূপ পরিহাস করিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার জিহ্বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'হরি হরি' বলিতেছে।" কাজী আরও জানাইলেন যে, ইহার পর একদিন কতকগুলি পাষণ্ডী হিন্দু তাঁহার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়া বলিলেন,—নিমাই হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিতেছেন, পূর্ব্বে মঙ্গল-চণ্ডী, বিষহরি পূজায় রাত্রি জাগরণ করা একটা ধর্ম্মের কার্য্য ছিল, কিন্তু নিমাই গয়া হইতে আসিয়া সমস্ত বিপরীত ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মুরজ করতালের সহিত উচ্চৈঃস্বরে সময়ে অসময়ে কীর্ত্তনে তাহাদের কাণে তালা লাগিতেছে, রাত্রে নিদ্রাদির ব্যাঘাত ও নগরের শান্তি ভঙ্গ হইতেছে। নিমাই নিজের নাম পরি-বর্ত্তন করিয়া এখন আবার আপনাকে গৌরহরি বলিয়া প্রচার করিতেছেন, ইহাতে হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গেল। নবদ্বীপ উচ্ছন্ন হইল। ইহার ফলে কেবল কতকগুলি নীচ ব্যক্তির আস্পর্দ্ধা মাত্র বাড়িয়া যাইতেছে। হিন্দুর ধর্ম্মে 'ঈশ্বরের নাম' মনে মনে লইবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এই নিমাই বিপরীত মত প্রচলন করিয়া সমস্ত নবদ্বীপের শান্তি ভঙ্গ করিতেছেন। অতএব আপনি যবন গ্রামের শাসনকর্ত্তা, তখন ইহার ব্যবস্থা করুন। নিমাইকে ডাকাইয়া তাঁহাকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করুন। মহাপ্রভু কাজীর মুখে হরিনাম উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন যে, যখন তিনি 'হরি' 'কৃষ্ণ', 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সমস্ত অশুভ বিদূরিত হইয়াছে। কাজীও মহাপ্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রভুচরণে ভক্তি যাচ্ঞা করিলেন। যাহাতে নবদ্বীপে আর সংকীর্ত্তন বাধা প্রাপ্ত না হয়, মহাপ্রভু কাজীর নিকট এই ভিক্ষা চাহিলে কাজী প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন যে, আমার বংশের কেহই কোন দিন কীর্ত্তনে বাধা দিতে পারিবে না, আমি বংশে এই তালাক দিয়া যাইব। চাঁদকাজীর যাবণ অবস্তনগণ এখনও এই গ্রামে বাস করিতেছেন।

(ঘ) **শ্রীধর-অঙ্গন**—শ্রীনবদ্বীপে কদলীকানন মধ্যে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পরমপ্রিয় নিষ্কিঞ্চন ভক্তরাজ শ্রীধরের গৃহ ছিল। শঙ্খডাঙ্গা গ্রামের নিকট মায়াপুরের একপ্রান্তে এবং চাঁদকাজীর সমাধির এক মাইল পূর্ব্বদিকে ডেঙ্গা-মাঠের উপরে শ্রীধর অঙ্গন অবস্থিত। ইহার নিকটে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। শ্রীধর যাবণ গোপালের অন্যতম, ব্রজের কুসুমাসব গোপাল। বিষয়মদান্ধ নরকযাত্রী ব্যক্তি-গণের চক্ষে ব্যবহারিক দুঃখে প্রপীড়িত বলিয়া প্রতিভাত বিশ্বগুরু-ভক্তগণের অসমোর্দ্ধ মহত্ত্বের সাক্ষ্যস্বরূপ শ্রীধর নবদ্বীপমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর কাজীর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে পরিশ্রান্ত হইবার লীলা অভিনয় করিয়া শ্রীধরের দ্বারে উপনীত হইলেন। শ্রীধরের ভাঙ্গা ঘর, চালে খড় নাই, গৃহে আসবাব পত্র কিছুই নাই। প্রভু শ্রীধরের অঙ্গনে সংকীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীধরের গৃহের ক্ষুদ্র বারান্দায় এক ভাঙ্গা-কুটা লৌহপাত্র ছিল। উহার কতস্থানে যে তালি দেওয়া, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রভু তাহা দেখিতে পাইয়া হস্তে তুলিয়া লইলেন এবং তন্মধ্যস্থ জলপান করিতে লাগিলেন। শ্রীধর দূর হইতে দেখিয়া হায়! হায়! করিতে লাগিলেন এবং ম'লাম ম'লাম বলিয়া কাতরস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। প্রভু আমাকে মারিবার জন্য আমার বাড়ীতে আসিয়া ছিলেন—এই বলিয়া শ্রীধর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু তাঁহাকে হাতে ধরিয়া সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন,—"শ্রীধরের জলপান করিয়া আমার দেহ পবিত্র হইল। কৃষ্ণের চরণে আজি আমার ভক্তিলাভ হইল।" বৈষ্ণবের জলপানে বিষ্ণু ভক্তি হয়—ভক্তবৎসল প্রভু এই তথ্য জ্ঞাপন করিয়া সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে বৈষ্ণবমাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট

সংস্থাপক ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ এই শ্রীধাম অঙ্গনে শ্রীগৌরপার্ষদপীঠ সংস্থাপন করিবার যত্ন করিতেছেন।

(২) সীমন্তদ্বীপ

(ক) **সীমুলিয়া**—সীমন্ত দ্বীপকে সাধারণ ভাষায় সীমুলিয়া বলে। এই দ্বীপে আদিনী স্বরূপশক্তি শ্রীমতী রাধিকার অংশ-স্বরূপিণী শ্রীপার্ব্বতী দেবী বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর কৃপা ও ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতা উপলব্ধি এবং গৌরপার্ষদত্ব দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। বৈষ্ণবী-শক্তি শ্রীপার্ব্বতী দেবী এই স্থানে শ্রীগৌরপার্ষদত্বের ধূলি সীমন্তে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া বিজ্ঞজনগণ ইহাকে শ্রীসীমন্তদ্বীপ বলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিভিন্ন স্থানে এই সীমুলিয়ার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"বারকোণা ঘাটে নগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গায় নগর দিয়া গেল সীমুলিয়া॥
• • •
নদীয়ার একান্তে নগর 'সীমুলিয়া'
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিল গিয়া॥"

(চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৩০০, ৩৪৭)

মহাপ্রভু কাজীকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রা করিয়া মাধাইর ঘাট, বারকোণা ঘাট হইয়া পরে এই স্থানে উপস্থিত হন।

(খ) **শরডাঙ্গা**—এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ দেব শবরগণকে কৃপা করিবার জন্য বিরাজমান। এই স্থান অতিশয় শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র। প্রাচীন একটী মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ দেব বলরাম ও সুভদ্রার সহিত বিরাজমান রহিয়াছেন। পূর্ব্বকালে রুক্মবাহু নামক জনৈক বিষ্ণুবিদ্বেষী ব্যক্তি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে অর্চ্চাবতার শ্রীজগন্নাথদেব পরম সমর্থ হইয়াও অসমর্থের লীলা আবিষ্কার পূর্ব্বক ভক্তগণের প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু মন্থন করিবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে এই স্থানে দয়িতার সহিত আগমন করেন এবং তদবধি এইস্থানের ভক্তগণের নিত্যপূজা গ্রহণ করিতে থাকেন।

(গ) **শোন ডাঙ্গা মেঘার চর**—একদিন মহাপ্রভু মুক্ত-ভূমিতে সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় অত্যন্ত মেঘাড়ম্বর হইল। প্রভু ইচ্ছা করিয়া সেই মেঘকে সরিয়া যাইতে আজ্ঞা করায় মেঘ তৎক্ষণাৎ অপসারিত হইল। এই কারণে সেই গঙ্গা-চরভূমি মেঘের চর বা মেঘার চর বলিয়া প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি গঙ্গার স্রোতের পরিবর্ত্তনক্রমে বেলপুখুরিয়া গ্রাম সেই মেঘার চরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে বেলপুখুরিয়া ছিল, সে স্থানের বর্ত্তমান নাম 'তারণ বাস' ও 'টোটা' হইয়াছে।

"কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইল মেঘগণ।
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ॥

(চৈঃ চঃ আ ১৭।৮৯)

(ঘ) **বেলপুকুর**—প্রাচীন নবদ্বীপ গঙ্গানগর হইতে শ্রীমায়াপুরের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহাতেই শ্রীচৈতন্য-ভাগবতোক্ত মহাপ্রভুর ঘাট, মাধাইএর ঘাট, বারকোণা ঘাট, নগরিয়া ঘাট ও গঙ্গানগরের ঘাট—এই পাঁচটী ঘাট ছিল। ঐ গঙ্গানগর হইতেই তাৎকালিক নবদ্বীপ নগর গঙ্গা পরিত্যাগ করিয়া উত্তর ও পূর্ব্বদিকে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তন্মধ্যেই তারণবাস, সীমুলিয়া, বেলপুকুর, বামনপুকুর, শঙ্খবণিকপল্লী, তন্তুবায়পল্লী ও খোলাবেচা শ্রীধরের বাড়ী ছিল।

বর্ত্তমান বামনপুকুর পল্লীর নাম তৎকালে 'বেলপুকুর' ছিল। পরে সেখার চরায় প্রাচীন বিল্বপুষ্করিণী গ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় উহা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান 'বামনপুকুর' নাম লাভ করিয়াছে। কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকালে বেলপুকুর হইতে গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী হইয়া শ্রীমায়াপুর ও গঙ্গানগরে আসে নাই। কিন্তু দক্ষিণবাহিনী হইয়া পূর্ব্বস্থলীর পাশ দিয়া জাহ্নবার ও বিদ্যানগর পর্য্যন্ত গিয়াছিল, তথা হইতে পূর্ব্বোত্তরবাহিনী হইয়া গঙ্গানগরে আসে এবং সেখান হইতে শ্রীমায়াপুর হইয়া পুনরায় দক্ষিণ-পশ্চিমে গতি ধারণ করিয়া বর্ত্তমান খুলিয়া নবদ্বীপ হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। গভর্ণমেণ্ট অফিসের মাপে নক্সায় গঙ্গা ও জলঙ্গীর ধারা ঠিক দেখান হইয়াছে।

(৩) গোদ্রুম দ্বীপ

(ক) **সুরভিকুঞ্জ**—গোদ্রুমকে অপভ্রংশ-ভাষায় 'গাদিগাছা' বলে। এই স্থানে সুরভি-গাভীর কৃপায় মার্কণ্ডেয় মুনি গৌরভজনোপদেশ লাভ করিয়া তদ্ভক্তি আশ্রয় করেন। এই মার্কণ্ডেয় মুনিই কৃষ্ণলীলায় ব্রজে

বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র ছিলেন। এইস্থানে একটী বিস্তৃত অশ্বত্থ-দ্রুম ছিল। সুরভী গাভী এই দ্রুমতলে অবস্থান করিতেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'গোদ্রুম'। এই স্থানে শ্রীশ্রীসুরভিকুঞ্জ বিরাজমান।

(খ) **আনন্দ-সুখদকুঞ্জ**—এই স্থানটী সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পরমপ্রিয় ভজনস্থলী। ঠাকুরের অতিশয় সুহৃৎ অবধূতাগ্রণী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরেরও একটী ভজন কুটীর এই কুঞ্জমধ্যে বিরাজমান রহিয়াছে। কুঞ্জের দ্বারদেশে ক্ষেত্রপাল শিব, মধ্যস্থানে ঠাকুরের ভজনগৃহ এবং একপার্শ্বে তাঁহার সমাধি-মন্দির। এই সমাধিমন্দিরে ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীগৌর-গদাধর এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যসেবা বিরাজমান। এতৎসংলগ্ন স্থানে ঠাকুরের প্রিয়সেবক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির বর্ত্তমান। ঠাকুরের ভজন-মন্দিরে ঠাকুরের ভক্তিগ্রন্থাগার বিরাজিত রহিয়াছে।

(গ) **সুবর্ণবিহার**—সত্যযুগে শ্রীসুবর্ণসেন নামে এক বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি অতি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য-সিংহাসন ভোগ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব-সঞ্চার্জ্জিত কোন বিশেষ সুকৃতির ফলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নারদ সুবর্ণসেনের প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হন। মহারাজ সুবর্ণসেন বিষয়ী হইলেও অতিথি, বিশেষতঃ বৈষ্ণবসেবা-পরায়ণ ছিলেন। তিনি নারদকে অতীব সমাদরের সহিত পূজা করিলেন। শ্রীনারদমুনি মহারাজকে কৃপা পূর্ব্বক যে সকল তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজার মনে যথার্থ বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি নারদের কৃপায় জানিতে পারিলেন, যেস্থানে তিনি বাস করিতেছেন, সেইস্থান নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত। কলিকালে এইস্থানে স্বয়ংবর্ণ গৌরহরি সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অদ্ভুত-পূর্ব্বা লীলা প্রকাশ করিবেন। শ্রীনারদমুনি 'গৌর' নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া বীণাযন্ত্রে গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমে বিহ্বল হইলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—কবে সেই ধন্য কলি আগমন করিবে, যেদিন গৌরহরি সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বময় প্রেমের বন্যা ছুটাইবেন? শ্রীনারদ অন্তর্হিত হইয়া চলিয়া গেলে শ্রীনারদমুনিনিঃসৃত গৌরনাম শ্রবণ করিয়া রাজার বিষয়-বাসনার বীজ নির্ম্মূলিত হইল। তিনি প্রেমে 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদ্রেক হইল। একদিন মহারাজ সুবর্ণসেন নিদ্রাযোগে দেখিতে পাইলেন, গৌর-গদাধর সপার্ষদে মহারাজের অঙ্গনে 'হরেকৃষ্ণ' বলিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর সকলকে আলিঙ্গন দ্বারা কৃতার্থ করিতেছেন। মহারাজ আরও দেখিলেন, গৌরহরি যেন একটী সাক্ষাৎ সুবর্ণের পুতলী; উপনিষদোক্ত সেই কনকবর্ণ পুরুষ অনর্পিতচর প্রেম প্রদানের জন্য প্রেমের পসরা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছেন। ইহা দেখিতে দেখিতে নৃপতির নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গে অত্যন্ত বিরহকাতর হইয়া তিনি 'গৌর' 'গৌর' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল,—"হে মহারাজ, আপনি আশ্বস্ত হউন, গৌরহরি যখন কলিকালে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, তখন আপনি বৃদ্ধিমন্ত খান নামে পরিচিত হইয়া তাঁহার পার্ষদে গণিত হইবেন এবং তাঁহার শ্রীচরণ-সেবার অধিকার পাইবেন।" দৈববাণী শুনিয়া মহারাজ আশ্বস্ত হইলেন এবং একান্তভাবে গৌরভজনে মনোনিবেশ করিলেন। এই সুবর্ণবিহার সেই সুবর্ণসেন নৃপতির স্থান। গৌরজনের আনুগত্যে এই স্থানের সেবা করিলে অত্যন্ত বিষয়ীরও কৃষ্ণবিষয়ে বৈরাগ্য ও গৌরাঙ্গ-চরণে একান্ত ভক্তিলাভ হয়। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নারদ শ্রীসুবর্ণসেনকে যে সকল তত্ত্বোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেকের শ্রবণের বিষয়। নিম্নে সেই উপদেশগুলি উদ্ধৃত হইল,—

"নারদের কৃপা হৈল, তত্ত্ব উপদেশ কৈল,
রাজারে ত লইয়া নির্জ্জনে।
নারদ কহেন রায়, বৃথা তব দিন যায়,
অর্থচিন্তা করি মনে মনে॥
অর্থকে 'অনর্থ' জান, পরমার্থ দিব্যজ্ঞান,
হৃদয়ে ভাবহ একবার।
দারাপুত্র বন্ধুজন, কেহ নহে নিজজন,
মরণেতে কেহ নহে কার॥
তোমার মরণ হ'লে কেহটী ভাসারে জলে,
সবে যাবে গৃহে আপনার।
তবে কেন মিথ্যা আশা, বিষয়জল-পিপাসা,
যদি কেহ নাহি যৈল কার॥

যদি বল নহি সুখ, জীবনে না পাই দুঃখ,
অতএব অর্থ চেষ্টা করি।
সে মিথ্যা কথা হয়, জীবন অনিত্য হয়,
নাহি রহে শতবর্ষোপরি॥
অতএব জ্ঞান সার, যেতে হবে মায়াপার,
যথা সুখে দুঃখ নাহি হয়।
কিসে বা সাধিব বল, সেই ত অপূর্ব্ব ফল,
যাহে নাহি শোক-দুঃখ-ভয়॥
কেবল বৈরাগ্য করি, তাহা না পাইতে পারি,
কেবল-জ্ঞানেতে তাহা নাই।
বৈরাগ্য জ্ঞানের বলে, বিষয়বন্ধন গলে,
জীবের কৈবল্য হয় তাই॥
কৈবল্যে আনন্দ নাই, সর্ব্বনাশ বলি তাই,
কৈবল্যের নিতান্ত ধিক্কার।
এদিকে বিষয় গেল, শ্রেষ্ঠ কিছু না মিলিল,
কৈবল্যের করহ বিচার॥
অতএব জ্ঞানী জন, ভুক্তি মুক্তি নাহি লন,
কৃষ্ণভক্তি করেন সাধন।
বিষয়েতে অনাসক্তি, কৃষ্ণপদে অনুরক্তি,
সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন॥
জীব সে কৃষ্ণের দাস, ভক্তি বিনা সর্ব্বনাশ,
ভক্তিবৃক্ষে ফলে প্রেমফল।
সেই ফল প্রয়োজন, কৃষ্ণপ্রেম নিত্যধন,
ভুক্তি মুক্তি তুচ্ছ সে সকল॥
কৃষ্ণ চিদানন্দ-রবি, মায়া তার ছায়াছবি,
জীব তার কিরণানুকণ।
তটস্থ ধর্ম্মের বশে, জীব যদি মায়া স্পর্শে,
মায়া তারে করয়ে বন্ধন॥
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ যেই, মায়াস্পর্শী জীব সেই,
মায়া স্পর্শে কর্ম্মসঙ্গ পায়।
মায়াজালে ভ্রমি' মরে, কর্ম্মজ্ঞানে নাহি তরে,
কষ্টনাশ যন্ত্রণা করায়॥
কভু কর্ম্ম আবরয়, অষ্টাঙ্গাদি যোগময়,
কভু ব্রহ্মজ্ঞান আলোচন।
কভু কভু তর্ক করে, অবশেষে নাহি তরে,
নাহি মানে আত্মতত্ত্ব-ধন॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে, শুদ্ধজনসঙ্গ হবে,
তবে শ্রদ্ধা লভিবে নির্ম্মল।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভজি', দূরয় অনর্থ ত্যজি,
নিষ্ঠালাভ-করে সুবিমল॥
ভজিতে ভজিতে তবে, সেই নিষ্ঠা রুচি হবে,
ক্রমে রুচি হইবে আসক্তি।
আসক্তি হইবে তার, তাহে হবে প্রেমলাভ,
এই ক্রমে হয় শুদ্ধভক্তি॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন-যতি, সেবা, কৃষ্ণার্চ্চন, নতি,
দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন।
নবধা সাধন এই, ভক্ত সঙ্গে করে যেই,
সেই লভে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
তুমি রাজা ভাগ্যবান্, নবদ্বীপে তব স্থান,
ধামবাসে তব ভাগ্যোদয়।
সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা পেয়ে, কৃষ্ণনাম-গুণ গেয়ে,
প্রেম-সুখে কর ভাসাও উদয়॥
যদ্যকলি আগমনে, দেখা কৃষ্ণ নয়নে,
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রকাশিবে।
যেই গৌরনাম লবে, তাতে কৃষ্ণকৃপা হবে,
ব্রজে বাস সেই ত করিবে॥
গৌরনাম না লইয়া, যেই কৃষ্ণ ভজে গিয়া,
সেই কৃষ্ণ বহুকালে পায়।
গৌরনাম লয় যেই, সদ্য কৃষ্ণ পায় সেই,
অপরাধ নাহি রহে তায়॥

(ঘ) **হরিহরক্ষেত্র**—গণ্ডকী নদীর তীরে অলকানন্দার পূর্ব্বপারে শ্রীহরিহরক্ষেত্র। এই স্থানে ভগবান্ শ্রীহরি নিজ প্রিয়তম সখা মহাদেবের তত্ত্ব জীবকুলকে জানাইবার জন্য প্রকটিত রহিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীশিবের জন্ম-সৃষ্টি মহামোহকরী বলিয়া গণিত হয়। যাঁহারা হরকে শ্রীহরির প্রিয়তম বলিয়া জানেন, তাঁহারাই শ্রীহরি ও হরে শুদ্ধভক্তিসম্পন্ন। মহাদেবের প্রসাদে দক্ষ প্রচেতা প্রভৃতি বহু বহু ভক্ত শ্রীহরির প্রেমাস্পদতা লাভ করিয়াছেন। পার্ব্বতীর প্রসাদেও কতশত লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীহরি ও হরে ভেদ-দর্শনকারিগণই হরকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর হরির ন্যায় স্বতন্ত্র ঈশ্বর

জ্ঞান বা সর্ব্বমূলাধার পরাৎপর শ্রীহরিকে হয় হইতে ভিন্ন জ্ঞান করিয়া অপরাধে পতিত হয়।

(ঙ) **মহাবারাণসী**—মণিকর্ণিকার পশ্চিমে এই বৈষ্ণব-ক্ষেত্র বিরাজিত। এখানে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভু বৈষ্ণবী শক্তি গৌরী-সহ বিরাজিত থাকিয়া অনুক্ষণ গৌরকীর্ত্তন করিতেছেন। সহস্র বৎসর কাশীতে বাস করিয়া সন্ন্যাস ও জ্ঞানসিদ্ধি-ফলে লোকে যে মুক্তি লাভ করে, সেই মুক্তিকে পিশাচীর মত পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে অনায়াসে জীব গৌর-নাম-কীর্ত্তন-নর্ত্তন-পরায়ণ বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর কৃপায় গৌরনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে উৎকৃষ্টা ভক্তি লাভ করেন। এই স্থানে শম্ভু নির্য্যাণ-সময়ে সকলের কর্ণে গৌরনাম প্রদান করেন। এখানে জীবের মরণে কোন ভয় নাই।

(চ) **দেবপল্লী**—ইহাকে সাধারণ ভাষায় 'দে'পাড়া' বলিয়া থাকে। এই স্থানে সত্যযুগে শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্য-কশিপু বধ ও প্রহ্লাদকে কৃপা করিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ এই স্থানে মন্দাকিনীতটে টিলার উপরে স্ব-স্ব-ভজনকুটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে ভাগীরথী এবং ভজনকুটিগুলি লুপ্ত হইলেও এখনও ঐ স্থানে বহু ভজনটীলা প্রাচীন নিদর্শনরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। এখনও এই স্থলে সূর্য্যটীলা, ব্রহ্মটীলা, ইন্দ্রটীলা প্রভৃতি উচ্চভূমিসমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিছুকাল পরে শ্রীনৃসিংহকৃপাপ্রাপ্ত অনেক ভক্তবর এই স্থানে বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেব প্রকাশ করেন। সেই মন্দির এখনও এই স্থানে বিরাজমান রহিয়াছেন।

(৪) মধ্যদ্বীপ

(ক) **সপ্তর্ষি ভজনস্থলী**—মধ্যদ্বীপকে অপভ্রংশ ভাষায় 'মালিয়া' বলে। এই স্থানে সপ্তর্ষি গৌরভজন করিয়া-ছিলেন। সত্যযুগে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য বশিষ্ঠ ও ক্রতু—এই সপ্ত ঋষি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কনকবর্ণ গৌরহরির ভজন ও গৌর-প্রেমতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মা বিশেষ আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগকে নবদ্বীপে গমন পূর্ব্বক গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে আদেশ করেন এবং যাহাতে কৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ে গৌরপ্রেমের স্ফূর্ত্তি হইবে, জানান। ব্রহ্মা আরও বলেন যে, নবদ্বীপে যাঁহাদের প্রীতি, তাঁহারাই ব্রজবাস লাভ করেন। শিবদেবের শ্রীমুখে শ্রীনবদ্বীপের এতাদৃশ মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা নবদ্বীপে আগমন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে গৌরনামগুণ কীর্ত্তন করিতে থাকেন এবং বৈষ্ণবস্বরে গৌরসুন্দরের কৃপা যাচ্ঞা করেন। তাঁহারা অনাহারে অনিদ্রায় গৌরনাম-সুধাপানে প্রমত্ত হইয়া এইরূপে গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে থাকিলে একদিন মধ্যাহ্নসময়ে মাধ্যাহ্নিক শতসূর্য্যপ্রভাসমন্বিত পঞ্চতত্ত্বাত্মক গৌরসুন্দর সপ্তর্ষিকে দর্শন দান করেন। সপ্তর্ষি গৌরসুন্দরের রাধাভাবদ্যুতিসুবলিততনু দর্শন করিয়া প্রভুর চরণে আত্ম-নিবেদনপূর্ব্বক বলিতে থাকেন যে, তাঁহারা অকৈতব প্রেমপ্রার্থী। শ্রীগৌরসুন্দর ঋষিগণকে অন্যাভিলাষ, জ্ঞান কর্ম্ম, যোগ, তপাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের উপদেশ করেন এবং আরও বলেন যে, তিনি অল্প দিনের মধ্যেই নদীয়া নগরে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিবেন। সেই সময় তাঁহারা তাঁহার নামসংকীর্ত্তনলীলা দর্শন করিতে পাইবেন। সপ্তর্ষি সপ্তটীলার উপরে অবস্থান করিয়া গৌর-হরির আদেশ এস্থানে গৌরকৃষ্ণভজনে রত হইলেন।

(খ) **মৈমিষারণ্য**—এই সপ্তটীলার দক্ষিণে একটী সুপবিত্রা জলধারা গোমতী নদী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। গোমতীর পার্শ্ববর্ত্তী কাননগুলি মৈমিষারণ্য নামে খ্যাত। মহাজনগণ বলেন, এই স্থানে শ্রীসূত গোস্বামীর শ্রীমুখে শৌনকাদি ঋষিগণ গৌরভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। পঞ্চানন বৃষাসন পরিত্যাগ করিয়া হংসবাহন হইয়া এই স্থানে স্বগণ সহিত গৌর-গুণগাথা শ্রবণ করেন।

(গ) **শ্রীব্রাহ্মণ পুষ্কর**—(বামন পোখরা বা বামনপুরা) —সর্ব্বতীর্থময় শ্রীনবদ্বীপ ধামের এই স্থানে সত্যযুগে দিবোদাস নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভ্রমণ করিতে করিতে উপস্থিত হন। তাঁহার পুষ্কর তীর্থে স্নান করিতে বড়ই আগ্রহ হয়। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে শ্রীধামকৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ করেন এবং এই স্থানে পুষ্কর তীর্থরাজের দর্শন পান। তখন তিনি অন্য তীর্থে ভ্রমণের বৃথা আশা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতীর্থময় শ্রীনবদ্বীপধামের সেবায় নিযুক্ত হন।

(ঘ) **উচ্চহট্ট**—উচ্চহট্ট বা হাট-ডাঙ্গা গ্রাম সাক্ষাৎ মুক্তক্ষেত্র। এইস্থানে দেবতাগণ হাট বসাইয়া অর্থাৎ সকলে একত্র মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে গৌরকথা আলোচনা করিতেন। এইজন্য ইহার নাম উচ্চহট্ট বা হাট-ডাঙ্গা।

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য]

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে

শ্রীনবদ্বীপ ধামে

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব মহামহোৎসব

হিন্দু-তীর্থযাত্রীগণের গঙ্গাস্নান, দোলযাত্রা-উৎসব দর্শন ও গ্রামপরিক্রমায় যোগদানের অপূর্ব্ব সুযোগ

আগামী ২রা চৈত্র (ইংরেজী ১৬ই মার্চ্চ) শনিবার হইতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে হিন্দুদিগের নানা ধর্ম্মোৎসব হইবে। উৎসব একপক্ষ কাল স্থায়ী হইবে। নিম্নে কয়েকটী বিশেষ উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

২রা চৈত্র (ইংরেজী ১৬ই মার্চ্চ) শনিবার যাত্রিগণ শ্রীমায়াপুর হইতে বহির্গত হইয়া ১০ই চৈত্রের মধ্যে নবদ্বীপ পরিক্রমা করিবেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ৪৪৩ তম আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে (প্রাচীন নবদ্বীপ) আগামী ১০ই চৈত্র রবিবার হইতে আরম্ভ হইয়া কয়েক দিবস-ব্যাপী ধর্ম্মোৎসব হইবে। আবির্ভাব পূর্ণিমা তিথিতে এবং দোলযাত্রা উপলক্ষেও শ্রীনবদ্বীপধামের নানাস্থানে উৎসব হইবে।

এই সকল বিরাট্ ধর্ম্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপে বহু সাধু সমাবেশ হয় এবং মেলা, যাত্রা, গান প্রভৃতির আয়োজন থাকে। শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ সমাগত যাত্রীবর্গকে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে প্রসাদ বিতরণ করেন ও থাকিবার স্থান দেন।

রেলকর্ত্তৃপক্ষ এই উৎসব উপলক্ষে প্রয়োজনমত অতিরিক্ত সংখ্যক গাড়ী দিবার এবং স্বাস্থ্য-পরিদর্শক ও প্যাসেঞ্জার সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

৩নং কয়লাঘাট ষ্ট্রীট
কলিকাতা
তারিখ ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৯

জি, এস, বোকে,
ট্রাফিক ম্যানেজার।

[উদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটী ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী বৃহদাকারে প্রকাশিত করিয়া বিভিন্ন ষ্টেশনের গায়ে সংলগ্ন করিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীও তাঁহাদের বিভিন্ন ষ্টেশনে এই বিজ্ঞাপনটী প্রচার করিয়াছেন—গৌঃ সঃ]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৯ই চৈত্র, ১৩৩৫, ২৩শে মার্চ্চ, ১৯২৯ | ৩২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগৌরজন্মলীলা

নিম্নে কতিপয় গৌরপার্ষদ প্রাচীন মহাজনের গ্রথিত শ্রীশ্রীগৌরজন্মলীলা-কীর্ত্তন সংগৃহীত হইল। গৌরজন্মবাসরে ভক্তগোষ্ঠি মধ্যে এই সকল স্তুতি পাঠ ও সংকীর্ত্তন ভক্তি-বিবৃদ্ধির বিশেষ অনুকূল। গৌরজনের আনুগত্যে ঐ সকল কীর্ত্তন শ্রীগৌরজন্মবাসরে শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে পঠিত ও কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

ধানশী রাগ

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।
জনমিলা গোরাচাঁদ শচীর উদরে॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমাতিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি॥
পূর্ণিমার চান্দ যিনি করিল প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইল নৈরাশ॥
দ্বাপর যুগেতে ভেল কৃষ্ণ অবতার।
আপনে করিল সেই অসুর সংহার॥
শচীর উদরে ভেল গোরা-অবতার।
কলিযুগে জীব গোরা করিলা উদ্ধার॥
বাসুদেব ঘোষে গায় মনে করি আশ।
গোরা পহুঁ পদ দুই করিয়া ভরসা॥

ধানশী রাগিণী

ফাল্গুন পুর্ণিমা, মঙ্গলের সীমা,
প্রকট গোকুল ইন্দু।
নদীয়া নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
উথলে আনন্দ-সিন্ধু॥
বালকে খেলিতে, ধায় চারিভিতে,
কেহ না ধরয়ে ধৃতি।
গ্রহণান্ধকারে, কে চিনে কাহারে,
অসংখ্য লোকের গতি॥
বালক মাধুরী, দেখি আঁখি ভরি,
পাসরে আপন দেহা।
নরহরি কয়, শচীর তনয়,
প্রকাশে কি নব লেহা॥

ধানশী

রাহু কবল ইন্দু, প্রকাশ নাম সিন্ধু,
কলি-মর্দ্দন বাজে বানা।
পহুঁ ভেল প্রকাশ, ভুবন চতুর্দ্দশ,
জয় জয় পড়িল ঘোষণা॥
দেখিতে গৌরাঙ্গচন্দ্র।
নদীয়ার লোক, শোক সব নাশল,
দিনে দিনে বাড়ল আনন্দ॥

দুন্দুভি বাজে, শত শঙ্খ গাজে,
বাজে বেণু বিষাণ।
শ্রীচৈতন্যঠাকুর, নিত্যানন্দ প্রভু,
বৃন্দাবন দাস গান॥

ধানশী

জিনিয়া রবিকর, শ্রীঅঙ্গ সুন্দর,
নয়নে হেরই না পারি।
আয়ত লোচন, ঈষৎ বঙ্কিম,
উপমা নাহিক বিচারি॥
আজু বিজয়ে গৌরাঙ্গ, অবনী মণ্ডল,
চৌদিকে শুনিয়া উল্লাস।
এক হরিধ্বনি, আব্রহ্ম ভরি' শুনি,
গৌরাঙ্গচাঁদের পরকাশ॥
চন্দনে উজ্জ্বল, বক্ষ পরিসর
দোলয়ে তথি বনমাল।
চাঁদ সুশীতল, শ্রীমুখ-মণ্ডল
আজানু বাহু বিশাল॥
দেখিয়া চৈতন্য, ভুবনে ধন্য ধন্য
উঠয়ে জয়-জয়-নাদ।
কোই নাচত, কোই গায়ত,
কলি হৈল হরিষে বিষাদ॥
চারি বেদ শির- মুকুট চৈতন্য,
পামর মূঢ় নাহি জানে।
শ্রীচৈতন্য চন্দ্র নিতাই ঠাকুর,
বৃন্দাবন দাস গানে॥

নটমঙ্গল রাগ

চৈতন্য অবতার, শুনিয়া দেবগণ,
উঠিল পরম মঙ্গল রে।
সকল তাপহর, শ্রীমুখচন্দ্র দেখি,
আনন্দে হইলা বিহ্বল রে॥
অনন্ত, ব্রহ্মা, শিব, আদি করি যত দেব,
সবাই নরবপ ধরি রে।
গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল করি',
লখিতে কেহ নাহি পারি রে॥
দশদিকে ধায়, লোক নদীয়ায়,
বলিয়া উচ্চ হরি হরি রে।
মানুষে দেবে মেলি', একত্র হঞা কেলি,
আনন্দে নবদ্বীপ পুরী রে॥
শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে
প্রণাম হইয়া পড়িলা রে।
গ্রহণ অন্ধকারে, লখিতে কেহ নারে
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যের খেলা রে॥
কেহ পড়ে স্তুতি, কাহারো হাতে ছাতি,
কেহ চামর ঢুলায় রে।
পরম হরিষে, কেহ পুষ্প বরিষে,
কেহ নাচে, গায় বায় রে॥
সব ভক্ত সঙ্গে করি', আইলা গৌরহরি,
পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ
বৃন্দাবন দাস রস গান রে॥

মঙ্গল (পঞ্চম রাগ)

দুন্দুভি ডিণ্ডিম, মঙ্গল জয়ধ্বনি,
গায় মধুর রসাল রে।
বেদের অগোচর, আজি ভেটব,
বিলম্বে নাহি আর কাল রে॥
আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল কোলাহল,
সাজ সাজ বলি' সাজ রে।
বহুত পুণ্যভাগ্যে, চৈতন্য পরকাশ
পাওল নবদ্বীপমাঝে রে॥
অন্যোন্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘন ঘন,
লাজ কেহ নাহি মানে রে।
নদীয়া পুরন্দর, জনম উল্লাসে,
আপন পর নাহি জানে রে।
ঐছন কৌতুকে, আইলা নবদ্বীপে,
চৌদিকে শুনি হরিনাম রে।
পাইয়া গৌররস, বিহ্বল পরবশ
চৈতন্য জয় জয় গান রে॥
দেখিল শচীগৃহে, গৌরাঙ্গ সুন্দরে,
একত্র যৈছে কোটি চান্দরে।

মানুষরূপ ধরি',　　গ্রহণ ছল করি',
বোলয়ে উচ্চ হরিনাম রে ॥
সকল শক্তিসঙ্গে　　আইলা গৌরচন্দ্র,
পাষণ্ডী কিছুই না জানেরে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ-　　চাঁদ প্রভু জান,
বৃন্দাবন দাস রস গান রে ॥

শুভদিন শুভক্ষণ পূর্ণিমার তিথি।
ফাল্গুনের শুভ নিশি হিমকর জ্যোতি ॥
রাহুচন্দ্র গরাসয়ে অদ্ভুত বেলে।
উঠিল চৌদিক ভরি' হরি হরি বোলে ॥
চৌদিক ভরল আর দিব্য চারুগন্ধ।
পরসন্ন দশদিগ্—বায়ু মন্দ মন্দ ॥
বড় ঋতু উদয় হৈ গেল সেইকালে।
প্রভু-শুভজন্ম পৃথিবীতে হেন বেলে ॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ দিব্য-যানে চাহে।
গৌর অঙ্গ দেখিবারে অনুরাগে ধাএ ॥
একমাত্র শুনি ধ্বনি-হরি-হরি-বোল।
জন্মমাত্র প্রকাশ করিল প্রভু মোর ॥
শচীর অঙ্গনে হৈল বৈকুণ্ঠ সম্পদ্।
আনন্দে বিভোল শচী বোলে গদগদ ॥
জগন্নাথ পণ্ডিতেরে ডাকে হাথসানে।
জনম সফল—দেখ পুত্রের বয়ানে ॥
পুরনারীগণ জয় জয় দেই সুখে।
আনন্দে বিভোর সবে দেখিয়া বালকে।
বেদ-দেব-নাগকন্যা সবাই আইলা।
দেখিয়া গৌরাঙ্গ জয়-জয়-ধ্বনি কৈলা ॥
গৌর-গাগরিমা-গন্ধে ভরিল ব্রহ্মাণ্ড।
প্রতি অঙ্গ রসরাশি অমিয়া অখণ্ড ॥
দেখিতে দেখিতে সভার জুড়াইল নয়ান।
সবার মনে হৈল—ব্রজ-নাগরীর প্রাণ।
এ হেন বালক কভু দেখি নাহি শুনি।
ইহারে দেখিয়া হিয়া করয়ে কি জানি ॥
মানুষের হেন দিন না দেখিয়ে কিছু।
দিব্য বিলাসিনী বোলে—জানিব ইহা পাছু ॥
জগন্নাথ নিতোল দেখিয়া পুত্রমুখ।
ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তর-কৌতুক ॥
কত চান্দ-উদয় দেখিয়া মুখখানি।
প্রফুল্ল কমলদল নয়ান বাখানি ॥
উন্নত নাসিকা তিল-কুসুম জিনিয়া।
ঝলমল গোরা অঙ্গ কিরণ অমিঞা ॥
অধর অরুণ—আর চারুগণ্ডদ্যুতি।
সুন্দর চিবুক দেখি উঠয়ে পীরিতি ॥
সিংহ-গ্রীব গজ-স্কন্ধ বিশাল হৃদয়।
আজানুলম্বিত ভুজ—তনু রসময় ॥
বিশাল নিতম্ব উরু-কদলীর যেন।
অরুণ কমলদল দু'খানি চরণ ॥
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ সে পঙ্কজ পদতলে।
রথ, ছত্র, চামর, স্বস্তিক জম্বুফলে ॥
ঊর্দ্ধরেখা ত্রিকোণ কুম্ভর কুম্ভবরে।
সব-অপরূপ রূপ অমিয়া উগরে ॥
হেন অপরূপ রূপ পৃথিবীর মাঝে।
মহারাজ রাজাদিক লক্ষণ বিরাজে ॥
ইন্দ্র, চন্দ্র, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেবগণ।
পৃথিবী আইলা কিবা কৌতুক কারণ ॥
নয়ানে লাগিল সভার অমিয়া অঞ্জন।
চির অনুরাগে যেন প্রিয় দরশন ॥
জন্মমাত্র বালক হইল যেই দেখা।
কত কাল ছিল পূরবের যেন সখা ॥
প্রতি অঙ্গে অমিয়া সঞ্চরে রাশি রাশি।
নিরখিতে নয়নে হৃদয়ে কেনে বাসি ॥
বালক দেখিয়া বুক ভরল আনন্দে।
আলসিত আঁখি কেনে মুখ নীরবন্ধে ॥
জন্মমাত্র বালক দেখিল যেই ক্ষণে।
কত কোটি কাম জিনি সুন্দর বদনে ॥
হেন অনুমানি সবে দেই জয় জয়।
স্বরূপে মানুষ নহে শচীর তনয় ॥
অভিনব কামদেব শচীর নন্দন।
শ্রবণে অমৃত যবে করয়ে ক্রন্দন ॥
আপনে গোলোকনাথ কৈল অবতার।
নির্দ্ধারিল নারীগণ অনুমান সার ॥

সবলোকনাথ এ অবনী পরকাশ।
আনন্দে বিভোর কহে এ লোচনদাস॥

চৌদ্দশত সাতসকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ।
সিংহ-রাশি, সিংহ-লগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
অ-কলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
স-কলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন॥
এত জানি' চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি' নামে ভাসে ত্রিভুবন॥
জগৎ ভরিয়া লোক বলে—'হরি' 'হরি'।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমে অবতরি॥
প্রসন্ন হইল সব জগতের মন।
'হরি' বলি' হিন্দুকে হাস্ত করয়ে যবন॥
'হরি' বলি' নারীগণ দেই হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য-নৃত্য করে দেব কুতূহলী॥
প্রসন্ন হৈল দশদিক্ প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল॥

নদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি' হইল উদয়।
পাপ-তমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস
জগভরি' হরিধ্বনি হয়॥
সেইকালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাস লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্ত্তন-রঙ্গে,
কেবে নাচে, কেহ নাহি জানে॥
দেখি' উপরাগ হাসি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ ছলে, আপনার মনোবলে
ব্রাহ্মণেরে দিল নানাদান॥
জগৎ আনন্দময়, দেখি' মনে সবিস্ময়,
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি—কিছু কার্য্য আছে তাস॥

আচার্য্যরত্ন, শ্রীনিবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই' স্নান কৈল গঙ্গা-জলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি-সংকীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে॥
এই মত ভক্ত যতি, যাঁর যেই দেশে স্থিতি,
তাহাঁ তাহাঁ পাঞা মনোবলে।
নাচে, করে সংকীর্ত্তন আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন-নারী, নানা-দ্রব্যে পাত্র ভরি
আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা-সোনা-দ্যুতি দেখি বালকের মূর্ত্তি,
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা॥
সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, রুদ্রাণী, শ্রীঅরুন্ধতী,
আর যত দেব-নারীগণ।
নানা-দ্রব্যে পাত্র ভরি', ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি',
আসি' সবে করেন দর্শন॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণ,
স্তুতি-নৃত্য করে বাদ্য-গীত।
নর্ত্তক বাদক, ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সবে আসি' নাচে পাঞা প্রীত।
কেবা আসে কেবা যায়, কেবা নাচে কে গায়,
সম্ভালিতে নারে কার বোল।
খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক, প্রমোদপূরিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥
আচার্য্যরত্ন, শ্রীনিবাস, জগন্নাথ মিশ্র-পাশ,
আসি' তাঁরে করে সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধি-ধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান॥
যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক, গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সবার মান॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর 'মালিনী',
আচার্য্যরত্নের পত্নী-সঙ্গে।
সিন্দুর, হরিদ্রা, তৈল, খই, কলা, নানা ফল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে॥

অদ্বৈত আচার্য্য-ভার্য্যা, জগৎ পূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর 'সীতাঠাকুরাণী'।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দেখিতে বালক-শিরোমণি॥
সুবর্ণের কড়ি-বউলি, রজতমুদ্রা-পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ, কঙ্কন।
দু-বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক,
স্বর্ণ মুদ্রার নানা হারগণ॥
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি-পট্ট সূত্র-ডোরী,
হস্ত-পদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, বুনি ফোতো পট্ট পাড়ী,
স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহুধন॥
দুর্ব্বা, ধান্য, গোরচন, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, চন্দন,
মঙ্গল দ্রব্য পাত্র ভরিয়া।
বস্ত্র-গুপ্ত ঘোলা চড়ি, সঙ্গে লঞা দাসী-চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, উপহার, সঙ্গে লইল বহু ভার,
শচীগৃহে হৈল উপনীত।
দেখিয়া বালক-ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল-কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত॥
সর্ব্ব অঙ্গ—সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ-প্রতিমা-তান,
সর্ব্ব অঙ্গ—সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্য জ্যোতি, দেখি' পাইল বহুপ্রীতি
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়॥
দুর্ব্বা, ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে
চিরজীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী-শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
তরে নাম থুইল 'নিমাই'॥
পুত্রমাতা-স্নানদিনে, দিল বস্ত্র বিভূষণে,
পুত্র-সহ মিশ্রেরে সম্মানি'।
শচী-মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতা-ঠাকুরাণী॥
ঐছে শচী জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত।
ধন-ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য-কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত॥
মিশ্র—বৈষ্ণব, শান্ত, অনভিমান, শুদ্ধ দান্ত
ধনভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি' মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান॥
লগ্ন গণি' হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি,— এই তারিবে সংসারে॥
ঐছে প্রভু শচী-ঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌরপ্রভু দয়াময়, তাঁরে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ॥
পাইয়া মানুষ জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃতঘুনী, পিয়ে বিষগর্ত্ত-পানি,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথ দাস।
ইঁহা সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস॥

একাদশীব্রতকথা

চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা আদি এ তিথির করে আরাধনা॥
পরম পবিত্র তিথি ভক্তিস্বরূপিনী।
যাঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥
নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘীশুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী॥
সর্ব্ব-যাত্রা মঙ্গল এ দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব্ব-শুভ-লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন॥
ঈশ্বরের জন্মতিথি যে হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবের সেইমত তিথির চরিত্র॥

গৌরচন্দ্র আবির্ভাব শুনে যেই জনে।
কভু দুঃখ নাহি তার জন্মে বা মরণে॥

শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তিফল ধরে।
জন্মে জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে॥

দ্বীপ-দিগ্দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ সংখ্যার পর)

৫) কোলদ্বীপ

(ক) **অপরাধ ভঞ্জন পাট**—কোলদ্বীপই বর্ত্তমানে মিউনিসিপাল সহর নবদ্বীপ নামে পরিচিত। গঙ্গার পূর্ব্বপারে শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ ও পশ্চিমপারে কুলিয়া গ্রাম। শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহা স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে,—"গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া। সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।" এই কুলিয়াই 'অপরাধ ভঞ্জনের পাট' বলিয়া খ্যাত। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতের চরণে অপরাধী চাপাল গোপাল নামক বিপ্র এবং ভাগবতভক্ত দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ক্ষমা করেন। এই জন্যই ইহাকে অপরাধ ভঞ্জনের পাট বা দেবানন্দের পাট কুলিয়া বলিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রামাণিক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। এই স্থান '**শ্রীকুলিয়া পাহাড়**' নামেও খ্যাত। সত্যযুগে বাসুদেব নামে একজন ব্রাহ্মণকুমার ভগবানের দর্শন পাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিলে শ্রীবিষ্ণু পর্ব্বতসমান উচ্চশরীরধারী কোল বা বরাহরূপে বাসুদেবকে দর্শন প্রদান করেন। এই স্থানে সত্যযুগে ব্রহ্মার যজ্ঞে ভগবান বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বিনাশ করেন। এইস্থানে এই সকল প্রাচীন শাস্ত্রীয় কথা শুদ্ধ ভাগবতগণের শ্রীমুখে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিলে হিরণ্য বা কনকের প্রতি অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণের মঙ্গল হইতে পারে। কিন্তু সাধুগণের মুখবিগলিত কথায় বিমুখ হইলে ভাগবতোক্ত কলির স্থান হিরণ্যে অক্ষি অধিকতর সংলগ্ন হইয়া অনৃত, মদ, কাম, হিংসা ও বৈর—এই পঞ্চবিধ অনর্থ প্রবলরূপে উদিত হয়। ইহা সাধুগণকে লঙ্ঘনরূপ অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড।

(খ) **কুলিয়া সমাধি মঠ**—অবধূতাগ্রণী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি কুলিয়ার নূতন চড়ায় বিরাজমান। ইনি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রিয় নিত্যসঙ্গী এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী-বিরচিত দাস প্রভুর শ্রীগুরুদেব। ১৩২২ সালের চাতুর্মাস্যব্রতারম্ভের দামোদর মাসে উত্থানৈকাদশী দিবসে ইনি অপ্রকট-লীলা প্রকাশিত করেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ

(গ) **কুলিয়া ধর্ম্মশালা**—অবধূত পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর ভজনস্থলে পরিণত হওয়ায় এই স্থানটী (ধর্ম্মশালা) শুদ্ধ ভক্তগণের নিত্য আরাধনার বস্তু হইয়াছে। অনেকে ভগবদ্ভক্তির ভাণ করিয়া লোকচক্ষে শাস্ত্রীয় সদাচার দেখাইয়া নিজ নিজ বিষয়-চেষ্টায় ব্যস্ত হন, তাঁহাদের সেই বিষয়-চেষ্টা গোস্বামী শাস্ত্রে বিষ্ঠার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহা প্রত্যক্ষ দেখাইবার জন্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু এই কুলিয়া-ধর্ম্মশালার সাধারণের পল্লীবাসীর ত্যাগের স্থানে প্রায় ছয়মাসকাল বাস

করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র পদানুসরণ করিয়া যাঁহারা বিষয়-বিষ্ঠাকে আবাহন করেন, সেই প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠার দুর্গন্ধ প্রচার করিবার জন্য তাঁহাদের শিক্ষার আদর্শ-স্বরূপ হইয়া শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বৈষয়িক মেথরের অভিনয় করেন। গৌরজনানুগতো শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা-কালে গৌরজনের মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিলে আমাদের কপটতা, কুটীনাটী প্রভৃতি ভজনপথের প্রতিবন্ধক-সমূহ বিদূরিত হয়। এইস্থানে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস গোস্বামী

(ঘ) **ভজন-কুটী**—ওঁবিষ্ণুপাদ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের ভজনস্থান। শ্রীল জগন্নাথ প্রভু শ্রীব্রজ ও নবদ্বীপমণ্ডলের একচ্ছত্র বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ছিলেন। এই মহাপুরুষই শ্রীগৌরজন্মস্থানের নির্দ্দেশক শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার প্রাক্তন মূলপুরুষ। তাঁহার শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অনুরাগ মানবজাতির কোন প্রতিভা বর্ণন করিতে পারে না। বর্ত্তমান কালে যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-দেবের আশ্রিত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দাস বলিয়া আপনা-দিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহারা সকলেই এই মহাত্মার শ্রীচরণাশ্রিত। এই মহাপুরুষ ১৩০০ সালে শ্রীগৌর-জন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুর নির্দ্দেশ করিয়া বর্ষীয়সের মধ্যেই নিজ প্রকটলীলা সংগোপন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে জীবোদ্ধারকল্পে এই প্রপঞ্চে প্রেরণ করিয়া স্বীয় জন্মস্থান নির্দ্দেশ করাইয়া দিয়াছেন। এই মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যমঠ ও বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমাদি প্রচারের পৃষ্ঠপোষক, শ্রীনামভজনের একনিষ্ঠ প্রদর্শক এবং কায়মনোবাক্যে নিরন্তর হরিভজনের উপদেশক। ইনি নয়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার কোন গণ্ডগ্রামে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে প্রকটিত হন। ইঁহার অপ্রকট কাল ১৩০২ সাল। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ হরিভজনের নামে কপটতা বা অবহেলা কখনও সহ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার কোন কোন শিষ্যাভি-লাষী ব্যক্তি কৌপীনধারী হইয়া মনে করিতেন যে, তাঁহারা যখন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা-দিগকে আর গৃহস্থের ন্যায় শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা হরিভজন করিতে হইবে না, কেবল অনবহিত হইয়া মালা টানিয়া সংখ্যা রাখিলেই তাঁহাদের দৈনিক কৃত্য সাধিত হইবে। কিন্তু সিদ্ধ বাবাজী মহারাজ অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া ঐ সকল নামাপরাধিগণকে সর্ব্বক্ষণ 'ভজনকুটীরে'র পার্শ্ববর্ত্তী শাকসব্জীর ক্ষেত্র পরিষ্কারপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার্থে বিবিধ বীজরোপণাদি করাইয়া তাঁহাদের দৈহিক শ্রম কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিতে বলিতেন। এই ভজনকুটীরে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত তাঁহার সদোপাস্য প্রভুবর শ্রীশ্রীল জগন্নাথের যে সকল প্রসঙ্গাদি হইত, তাহা গৌরজনগণের শ্রীমুখে শ্রবণ করিলে জীবের অনর্থ বিদূরিত ও ভজনে উৎসাহ পরিপুষ্ট হইতে পারে। পরিক্রমাকালে এই সকল লীলাপ্রসঙ্গ শুদ্ধভক্তগণের শ্রীমুখে শ্রবণীয়।

(৬) ঋতুদ্বীপ

এই স্থানে ছয় ঋতু সর্ব্বদাময় বিরাজমান বলিয়া ইঁহার নাম ঋতুদ্বীপ। রাইতপুর, চম্পকহট্ট বা চাঁপাহাটী এই দ্বীপের অন্তর্গত।

চম্পকহট্ট—বর্দ্ধমান জেলায় পূর্ব্বস্থলী থানা ও ই, আই, আর, সাইদে সমুদ্রগড় বা নবদ্বীপ ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে চাঁপাহাটী গ্রামে গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের গৃহ। দ্বিজ বাণীনাথ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধর বিগ্রহ এই স্থানে বিরাজমান। এই প্রাচীন শ্রীপাটের সেবায় নিতান্ত বিশৃঙ্খলা দর্শন করিয়া ১৩২৮ বঙ্গাব্দে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণ এই পাটবাটীর সংস্কার সাধন পূর্ব্বক একটী নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীবাণীনাথ-প্রতিষ্ঠিত প্রমাণাকার নয়নমনোভিরাম

বিপ্রচরণ দ্বারা অর্চ্চিত হইতেছেন। এস্থানের পূর্ব্ব ইতিহাস ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি প্রাচীন-গ্রন্থে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে,—সত্যযুগে একদল ভক্ত ব্রাহ্মণ এই স্থানে বাস করিতেন; তৎকালে এখানে প্রচুর পরিমাণে চাঁপাফুলের আমদানী হইত, এইজন্য এই গ্রাম চাঁপাহাটী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন চম্পকহট্ট হইতে পুষ্প সংগ্রহ করিয়া মনের আনন্দে রাধাগোবিন্দের পূজা করিতেন। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রের ঐকান্তিক ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিতে ইচ্ছা করিলেন। বিপ্র একদিন পূজায় বসিয়া স্বীয় ইষ্টদেব শ্যামসুন্দরের ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে চম্পকহট্টে দর্শন প্রদান করেন; বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের এই গৌররূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন এবং কৃষ্ণের এই রূপ ধারণ করিবার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহার নিকট গৌরাবতারের রহস্য জ্ঞাপন করিলেন এবং এই রূপে তিনি কলিকালে অবতীর্ণ হইবেন—একথাও বলিয়া দিলেন। কলিকালে শ্রীকৃষ্ণের গৌররূপে অবতার জানিতে পারিয়া বিপ্র আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

অত্যন্ত ব্যাকুল, ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
প্রভুর ইচ্ছায় নিদ্রা আকর্ষিল তাঁরে॥
স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিল প্রভু গৌরহরি।
চম্পক কুসুম সম রূপের মাধুরী॥

গৌরহরি বিপ্রের মনোভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"ওহে বিপ্র, তুমি ব্যাকুল হইও না। আমি কলিযুগে বারাণসীতে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে তৎপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব। তৎকালে তুমিও চম্পকহট্ট গ্রামে আবির্ভূত হইবে এবং আমার এই রূপ নিরন্তর দর্শন করিতে পাইবে।" এই বিপ্রই গৌরলীলায় গিরি বাণীনাথ। আবার ইনিই ব্রজলীলায় কামলেখা।

কথিত আছে, গীতগোবিন্দ-রচয়িতা কবিবর শ্রীজয়দেব ঠাকুর লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে এইস্থানে পদ্মাবতীর সহিত অবস্থান করিয়া রাগমার্গে শ্রীরাধাগোবিন্দের ভাবসেবা করিতে করিতে পুরটসুন্দরদ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তগণ এই স্থানকে বৃন্দাবনের রাধা কুণ্ডের অভিন্ন বলিয়া বলিয়া থাকেন। পরমশ্রেষ্ঠ সখী-অষ্টকের অন্যতমা চম্পকলতা এই স্থানে চম্পক পুষ্পের মালা রচনা করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিয়া থাকেন বলিয়া এই স্থান মধুর রসাশ্রিত ভক্তগণের অতীব প্রিয় ভজনস্থলী। মহাভারতেও এই স্থানের উল্লেখ দেখা যায়,—

"তথা চম্পাং সমাসাদ্য ভাগীরথ্যাং কৃতোদকঃ॥"

এই চম্পকট্টে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার সময় প্রতি বৎসর দিবসত্রয়ব্যাপী মহামেলা বা গ্রামমহোৎসবাদি হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র নরনারী এই মহামেলা দর্শনার্থ আগমন করিয়া বিনামূল্যে শ্রীশ্রীগৌরসুধাগৃহের দর্শন ও মহাপ্রসাদ সেবন-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ভক্ত্যনুযী সুকৃতি অর্জ্জন করিবার সুযোগ লাভ করেন। যাত্রিগণের যাহাতে কোন প্রকার জলকষ্ট না হয়, তজ্জন্য শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভ্যবৃন্দ এখানে নলকূপাদি প্রোথিত করাইয়া দিয়াছেন।

সমুদ্রগড়—এইস্থানে সমুদ্র গঙ্গার আশ্রয়ে আগমন করিয়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের লীলা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। এইস্থান সাক্ষাৎ গঙ্গাসাগর তীর্থ। এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস এই,—

দ্বাপর যুগে সমুদ্রসেন নামে এক কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধাবসানে ভীম বসুদিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমুদ্রগড় আক্রমণ করিলে ভক্তপ্রবর সমুদ্রসেন মনে করিলেন,—"কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অত্যন্ত প্রিয়। পাণ্ডবগণ বিপদে পড়িলে কৃষ্ণ থাকিতে পারেন না। আমি যদি ভীষ্মকে জব্দ দেখাইতে পারি, তাহা হইলে অনায়াসেই কৃষ্ণদর্শন করিতে পারিব।" এইরূপ বিচার করিয়া সমুদ্রসেন শ্রীকৃষ্ণস্মরণ পূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। রাজার বাণে ভীষ্ম অত্যন্ত ভীত হইবার অভিনয় প্রদর্শন-পূর্ব্বক নিজ রক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকে রক্ষা করিবার ছলে এইস্থলে আগমন পূর্ব্বক ভক্তপ্রবর সমুদ্রসেনকে দর্শন প্রদান করেন। সমুদ্রসেন স্বীয় ইষ্টদেবকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারে প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে—

"ক্ষণেকে হইল সেই লীলা অদর্শন।
শ্রীগৌরাঙ্গরূপ হেরে ভরিয়া নয়ন॥

মহাসঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণ।
নাচিয়া নাচিয়া প্রভু করেন কীর্ত্তন॥
পুরটসুন্দরকান্তি অতি মনোহর।
নয়ন মাতায় অতি কীপায় অন্তর॥
সেই রূপ হেরি' রাজা নিজে ধন্য মানে।
বহু স্তব করে তবে গৌরাঙ্গচরণে॥

(৭) জহ্নুদ্বীপ

জহ্নুদ্বীপকে অপভ্রংশ ভাষায় 'আমগর' বলে। এই-স্থান বৃন্দাবনলীলার দ্বাদশবনের অন্যতম ভদ্রবন। এইস্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইয়া জহ্নুমুনি তাঁহার তপস্যা সার্থক করিয়াছিলেন। এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস এইরূপ,—

এই স্থানে গঙ্গাতীরে বসিয়া জহ্নুমুনি একদিন সন্ধ্যা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভাগীরথী জহ্নুমুনির কোশাকুশি প্রভৃতি ভাসাইয়া লইয়া যান। তাহা দেখিয়া জহ্নুমুনির অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হয়। তিনি গণ্ডুষে সমগ্র গঙ্গাজল পান করিয়া ফেলেন। ভগীরথ তাঁহার পিতৃপুরুষের উদ্ধারার্থ বহু তপস্যা করিয়া গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিতেছিলেন। গঙ্গাদেবীর অদর্শনে ভগীরথের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তিনি উহার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। পরে জহ্নুমুনিকে দর্শন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে থাকিলে মুনি সন্তুষ্ট হইয়া নিজ অঙ্গ হইতে গঙ্গাকে বাহির করিয়া দেন। তদবধি গঙ্গার একটী নাম 'জাহ্নবী' হইয়াছে। কিছুকাল পরে দ্বাদশ মহাবনের অন্যতম, গঙ্গাতনয় শ্রীভীষ্মদেব মাতামহ জহ্নুর নিকট অবস্থান করিয়া ভগবদ্ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। এই ধর্ম্মতত্ত্বই আবার তিনি যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করেন। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে বিষ্ণুসহস্র নাম-স্তোত্রে কথিত হইয়াছে,—"একদিন যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—হে ব্রহ্মন্, জগতে নানাপ্রকার ধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ? কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই বা জীব সর্ব্বধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে? আপনি ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, এই সকল বিষয় সুষ্ঠুরূপে অবগত আছেন। নানা মতবাদে আমার চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়াছে, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ করুন।" তদুত্তরে শ্রীভীষ্মদেব ভক্তির সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের পূজাই একমাত্র ধর্ম্ম—ইহাই উপদেশ করিয়াছিলেন।

বিদ্যানগর—এই স্থান সর্ব্ববিদ্যার পীঠস্বরূপ। ইহা 'সারস্বত-পীঠ' নামেও কথিত হয়। ঋষিগণ এই স্থানের আশ্রয়ে অবিদ্যা জয় করেন। সর্ব্বযুগের সর্ব্ব ঋষি এই স্থান হইতেই বিবিধ বিদ্যা লাভ করিয়াছেন। এই স্থানে বাল্মীকি—কাব্যরস, ধন্বন্তরী—আয়ুর্ব্বেদ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। এই স্থানে সৌনকাদি ঋষিগণ বেদমন্ত্র উদ্গান করেন, দেবাদিদেব মহাদেব তন্ত্রশাস্ত্র কীর্ত্তন করেন। এই স্থানে ঋষিগণের প্রার্থনায় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বেদ-চতুষ্টয় প্রকাশিত করেন। এই স্থানেই কপিল—সাংখ্যশাস্ত্র, গৌতম—তর্কশাস্ত্র, কণাদ—বৈশেষিক শাস্ত্র, পতঞ্জলি—যোগশাস্ত্র, জৈমিনী—মীমাংসাশাস্ত্র, মহামুনি বেদব্যাস—পুরাণাদি শাস্ত্র, নারদাদি ঋষিগণ পঞ্চরাত্রশাস্ত্র প্রকাশ করিয়া জীবগণকে উপদেশ করেন। এই উপবনেই উপনিষদ্‌গণ দীর্ঘকালব্যাপী শ্রীগৌরাঙ্গের আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর অনন্ত শ্রুতিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, যেহেতু নির্ব্বিশেষ-বুদ্ধিতে তাঁহাদের চিত্ত মুগ্ধিত হইয়াছে, সেই হেতু তাঁহারা নীয় তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারিবেন না; তবে তিনি যখন কলিকালে এই নবদ্বীপমণ্ডলে প্রকট লীলা আবিষ্কার করিবেন, তখন তাঁহারা প্রভুর পার্ষদরূপে অবতীর্ণ হইয়া উচ্চ-গৌরকীর্ত্তনে অধিকার পাইবেন এবং গৌরসুন্দরের নিত্যা চিদ্বিলাসলীলা দর্শন করিয়া ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইবেন। শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপমণ্ডলে শ্রীবাসপুরে অবতীর্ণ হইবেন জানিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রসভা পরিত্যাগ করিয়া নিজগণ সঙ্গে শ্রীগৌরদেবার্থ নবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত বিদ্যানগরে বাসুদেব সার্ব্বভৌমরূপে অবতীর্ণ হন এবং তথায় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পাছে বিদ্যামদে মত্ত হইয়া তিনি সর্ব্ববিদ্যাপতি গৌরসুন্দরের সেবা হইতে বিচ্যুত হন, এই আশঙ্কায় গৌরাবির্ভাবের পূর্ব্বেই শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম নীলাচলে গমন করেন এবং মনে মনে বিচার করেন যে, যদি আমি প্রকৃত গৌরাঙ্গদাস হইতে পারি, তাহা হইলে প্রভু নিশ্চয়ই আমাকে কৃপা করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম-সন্নিধানে আকর্ষণ করিবেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম নীলাচলে মায়াবাদী-সন্ন্যাসিগণের গুরু ও

অধ্যাপকরূপে মায়াবাদশাস্ত্র প্রচার করেন। এই বিদ্যানগরে বিদ্যাপতি শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার কাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া সার্ব্বভৌম-শিষ্যগণকে হাস্য-পরিহাসে পরাজিত করেন। এই স্থান বিদ্যাপতি-গৌরসুন্দরের পাদপদ্মরজ-পরাগের দ্বারা বিভূষিত হওয়ায় এই স্থানকে কেহ কেহ "বেদনগর" বা "ব্যাসপাঠ" বলিয়াও বন্দনা করেন। গৌরসুন্দরের নীলাচল-লীলাকালে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় অবিদ্যাবিলাস পরিত্যাগ করিয়া পরবিদ্যা ভক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাংখ্য, তর্কবিদ্যা প্রভৃতি অনিত্য জগতে অমঙ্গল প্রসব করে, কিন্তু নবদ্বীপ-মণ্ডলের সারস্বত তীর্থে সেই সকল বিদ্যাই পরমমঙ্গলের প্রসূতিস্বরূপা হইয়া বিরাজ করেন। আগন্তুক অস্মিতায় যাহা কেবলা আনয়ন করে, অভিমন্যু গৌরধামে তাহাই আবার পরমমঙ্গলের কারণ হয়। এই স্থানে তর্ক-সাংখ্যাদি সমস্ত শাস্ত্রই ভক্তির অধীন হইয়া ভক্তিযাজ করিয়া থাকে। এই স্থানে ভক্তিদেবীই সম্রাজ্ঞী, আর সকলেই তাঁহার দাস। সকলেই ভক্তিদেবীকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। নবদ্বীপে নবধা ভক্তির অধিষ্ঠান। এই স্থানে কর্ম্মজ্ঞানাদি ভক্তির সেবা করিয়া থাকে। মায়াদেবী কেবল ধামাপরাধী বহির্ম্মুখ জনের দুর্ম্মতি উদয় করাইয়া কুতর্ক-স্পৃহা ও অপরা-বিদ্যার রতি জন্মাইয়া দেন। তৎফলে ইহাদের কুম্ভীপাকরূপ ভীষণ দণ্ড লাভ হয়। এই স্থানের অধিষ্ঠাতৃদেবীরূপে গৌরধামী প্রৌঢ়মায়া সর্ব্বমুখে বিরাজিতা রহিয়াছেন,—

"প্রৌঢ়মায়া গৌরদাসী অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
সর্ব্বমুখে এই স্থানে থাকে গৌর সেবি'॥
অতি কর্ম্মদোষ যার বৈকুণ্ঠেতে ছেষ।
তারে দণ্ড করি দেয় নানা ক্লেশ॥
সর্ব্বনাশ সর্ব্বকর্ম্ম ছেদা হয় তার।
প্রৌঢ়মায়া বিদ্যারূপে করে কর্ণধার॥
কিন্তু যদি শ্রীবৈষ্ণবে অপরাধ থাকে।
তবে দূর করে তারে কর্ণের বিপাকে॥
বিদ্যা পড়ি নবদ্বীপে সে সব দুর্জ্জন।
কভু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
বিদ্যার অবিদ্যা দাস করে সেই সব।
নাহি দেখে শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়াবৈভব॥
অতএব বিদ্যা নহে অমঙ্গলময়।
বিদ্যায় অবিদ্যা ছাড়া অমঙ্গল হয়॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠে জানা যায় যে, মহাপ্রভুর প্রকট-কালে এই স্থানে যাইতে হইলে গঙ্গাতীরের পথরিয়া কাঁটা-খোঁচা, বাঁশ ও জঙ্গলপূর্ণ ভূমি অতিক্রম করিয়া জাহ্নবীর নিকট গঙ্গাপার হইতে হইত। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সার্ব্ব-ভৌমপিতা মহেশ্বর বিশারদের গৃহে বিদ্যানগরে আসেন, তখন নগরের লোক গঙ্গানগর হইতে তীরে তীরে বহু কাঁটা-খোঁচা ও জঙ্গলভূমির উপর দিয়া জাহ্নবীর নিকট গঙ্গার এক ঘাটে পার হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন।

"নবদ্বীপ আদি সর্ব্বদিকে হৈল ধ্বনি।
বাচস্পতি ঘরে আইলা ন্যাসি-চূড়ামণি॥
শুনিয়া লোকের হৈল চিত্তের উল্লাস।
স্বপনেরে যেন হৈল বৈকুণ্ঠেতে বাস॥
• • •
বন ভাঙ্গি' লোক সব দিকে চলে।
• • •
লোকের গহনে পথ অরণ্য আছিল।
ক্ষণেকে সকল দিয়া পথময় হইল॥
চলিয়া যায়েন সভে পরানন্দ মন।
• • •
ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়া-ঘাটে॥"

(৮) যোগদ্যমন্দীপ

মাউ গাছি, অর্কটিলা বা একডালা মাতাপুর এই দ্বীপের অন্তর্গত। এই স্থান বৃন্দাবনের দ্বাদশবনের অন্যতম শ্রীভাণ্ডীর বন। এই স্থান দর্শনে ভক্তগণের সেবাযোগ বৃদ্ধি হয় বলিয়া বিজ্ঞগণ ইহাকে 'যোগদ্যম দ্বীপ' বলেন। রামলীলায় ভগবান্ যখন বনবাসী হইয়াছিলেন, তখন তিনি এইস্থানে একটী মহাবটবৃক্ষ তলে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিয়া-ছিলেন। এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস এইরূপ,—

মায়াপাছি গ্রামে এক ন্যায়-উপাসক বিপ্র বাস করিতেন। যেদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথমিশ্রের গৃহে অবতীর্ণ হন, সেইদিন এই বিপ্র মিশ্রভবনে উপস্থিত ছিলেন। গৌরপ্রকটোৎসব দর্শনে বিপ্র স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই আমার প্রভু রামচন্দ্র নিজ ঐশ্বর্য্যলীলাবহ্যাকৃতি আবৃত করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে তৎপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই বিপ্র

কখনই প্রাকৃত নহে। প্রাকৃত শিশুর অঙ্গে এরূপ অলৌকিক লক্ষণসমূহ থাকিতে পারে না। মিশ্র ও তৎপত্নী সামান্য মর্ত্ত্য জীবমাত্র নহেন। ইঁহারাও দশরথ-কৌশল্যার অনুরূপ সন্দেহ নাই। বিপ্র এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিপ্রচরণকে পুনঃ পুনঃ বর্ণন করিয়া নিজ ভবন মাধবাহিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু স্বীয় প্রভুর এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন এবং নিজ ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের দূর্ব্বাদলশ্যামমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে গৌরসুন্দর তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন। স্বপ্নে বিপ্র স্বীয় ইষ্টদেবকে গৌরমূর্ত্তিতে দর্শন করিতেছেন, এমন সময় আবার সেই মূর্ত্তিকে নবদূর্ব্বাদল-শ্যামরূপে দর্শন করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং গৌরতত্ত্বে নিগূঢ় রহস্য জানিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। গৌরসুন্দর স্বীয় ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নিজ তত্ত্ব জ্ঞাপনপূর্ব্বক ভক্তের নিকট এই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে নিষেধ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এই মোদদ্রুম-দ্বীপেই শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসাবতার শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তাঁহার জন্মস্থিতী সেবাবুদ্ধির শিথিলতা-নিবন্ধন কিছুকাল যাবৎ তৃণগুল্মাচ্ছাদিত হইয়া লোকলোচনের নিকট অপ্রকাশিত ছিল। কিন্তু গৌর-গৌরজনের পদাঙ্কলুপ্ত লুপ্ততীর্থ সমূহের পুনঃপ্রকাশকারী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যসার্ব্বভৌম-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রযত্নে তাহা লোকলোচনের নিকট পুনঃ-প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-বেদব্যাস মহাভারত, ভাগবতাদি শাস্ত্র রচনা করিয়া জীবকুলকে হরিভক্তির কথা জানাইয়াছেন, ঠাকুর বৃন্দাবনও তদ্রূপ বঙ্গবাসী আপামর সকলকে সহজ সরল বাঙ্গালা-ছন্দে মহাপ্রভুর লীলাকথা জানাইয়াছেন। ব্যাসমুখে ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে যে করুণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা কলিমুখে মোদদ্রুম দ্বীপে অবতীর্ণপূর্ব্বক অধিক দয়ার পরিচয় দান করিয়াছেন; এবারকার দয়া নিষ্কপট দয়া। মহাভারতাদিতে যাহা গোপন করিয়া বলা হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহা অনায়াসে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্রাহ্মকথা অর্থাৎ গৃহিধর্ম্ম-কর্ত্তব্যাদি-লক্ষণা ব্যবহারিকী বুদ্ধিক-বিদ্যাপ-গৃহ-গোমায়ু-প্রভৃতি-ইতর প্রাণীর দৃষ্টান্ত-সংযুক্তা কথার দ্বারা প্রাকৃত লোকের চিত্ত হরিকথায় আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু এবার মোদদ্রুমদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া দ্বৈপায়ন-ব্যাস গৌরাঙ্গের পরম-মধুর-লীলাময়ী কথার দ্বারা সকল শ্রবণোন্মুখ জীবের হৃদয়ই নির্ম্মল করিয়াছেন। পতিতপাবন নিত্যানন্দ-প্রভুর কৃত্যসূত্রে যাবতীয়নয়ন ঠাকুর বৃন্দাবন নিত্যানন্দ-নিন্দকগণকে পর্য্যন্ত তাহাদের শিরে পদাঘাত করিয়া কৃপা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সর্ব্বপ্রথমে ঠাকুর বৃন্দাবনই বাঙ্গালা ভাষায় নবদ্বীপে রূপসংমুদ্রিত অপ্রাকৃত চন্দ্র-সূর্য্য নিতাই-গৌরাঙ্গের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালার আদি কবি। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণবমহাজনগণের পদাবলী এবং জগদানন্দ স্বীয় 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' প্রভৃতি গ্রন্থে ভক্তিকথা কীর্ত্তিত হইলেও সেই সকল পদাবলী ও কবিতাদি আদৌ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত নহে। অন্যের কি কথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী প্রভু পর্য্যন্ত আপনাকে ঠাকুর বৃন্দাবনেরই উচ্ছিষ্টচর্ব্বণকারী বা শেষামৃতপানকারী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাবভূমি কেবল বাঙ্গালার নহে, সমগ্র বিশ্বের অধিবাসীর গুরুপীঠ বা ব্যাসপীঠ। এই ভক্তিপীঠ হইতেই সমগ্র জগতে গৌরকৃষ্ণ-ভক্তি-মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। এজন্য ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনীতে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখনিঃসৃতা ভবিষ্যদ্বাণী মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে —

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

বাগ্দেবী-পতির বাণী মিথ্যা হইবার নহে। অদূর ভবিষ্যতেই সমগ্র জগতের লোক এই ব্যাসপীঠের পূজা করিবার জন্য ঠাকুরের আবির্ভাবভূমি এই মোদদ্রুমদ্বীপে আগমন করিয়া গৌরনিত্যানন্দের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই চিন্ময় রজে সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিবে, তাহার পূর্ব্বাভাস এখন হইতেই পাওয়া যাইতেছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপায় সর্ব্ব প্রথমে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতেই ঠাকুর বৃন্দাবনের মহাগ্রন্থ

শ্রীচৈতন্যভাগবত ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন। হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষায়ও শীঘ্র এই মহাগ্রন্থ অনূদিত হইবেন।

এই স্থান **গৌড়ের নৈমিষ**। এই ব্যাসপীঠ এবং ঠাকুর বৃন্দাবনের সেবিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-শ্রীবিগ্রহযুগলের সেবা এতদিন সেবাবৃত্তির লুপ্ততার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক মুন্সাচার্য্যের কৃপায় এই স্থান ও ঠাকুর বৃন্দাবনের মনোহভীষ্টের সেবার পুনরুদ্ধার হইতেছে। অচিরেই যাহাতে এই স্থানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য একটী শ্রীমন্দির এবং তৎসংলগ্ন নাটমন্দির ও সেবকবৃন্দ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইবে। শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলী যোগপীঠের সেবা অপেক্ষা এই ব্যাসপীঠের সেবা আরও বড়, ইহা ঠাকুর বৃন্দাবনই বেদভাগবতসাক্ষ্য উদ্ধার করিয়া তাঁহার গ্রন্থের উপক্রমে, উপসংহারে এবং মধ্যে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দড়॥"

গত বৎসর (২০শে ফাল্গুন ১৩৩৪) বাম-পরিক্রমার সময় এই বৃন্দাবন বাস ঠাকুরের স্থানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ভক্তগণ সঙ্গে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। এই শ্রীমন্দিরে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ও তৎপূজিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহ নিত্য-সেবায় অধিষ্ঠিত হইবেন।

এই মোদদ্রুমদ্বীপেই শ্রীবাসগৃহিণী **মালিনী দেবীর পিত্রালয়** ছিল। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্মস্থিতীর অদূরেই চট্টগ্রামবাসী শ্রীল মুরুন্দ ঠাকুরের ভ্রাতা অশেষ পরদুঃখদুঃখী শ্রীগৌরপার্ষদ **শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ** বিরাজিত রহিয়াছেন। স্বধামগত হরেকৃষ্ণ কবিরাজের অনেকেই এই সেবা পরিচালনা করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্প্রতি সেবায় বড়ই অযত্ন হইতেছে। শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের মহিমা স্বয়ং মহাপ্রভু এইরূপভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"প্রভু বলে, আমি বাসুদেবের নিত্য।
এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার॥
দত্ত আমার যথা বেচে তথাই বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছুই নাই॥
সত্য আমি কহি শুন বৈষ্ণবমণ্ডল।
এ দেহ আমার বাসুদেবের কেবল॥"

এই বাসুদেব দত্ত ঠাকুরেরই অনুগৃহীত শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য, যিনি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর দীক্ষাগুরু বলিয়া কীর্ত্তিত। বাসুদেবের বৈষ্ণবসেবার্থ ব্যয়-বাহুল্যপ্রভৃতি দেখিয়া মহাপ্রভু শ্রীশিবানন্দ সেনকে ইঁহার 'পরখেন' হইয়া ব্যয় সমাধান করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। ইনি জীবের দুঃখ দর্শনে মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

"জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাহ ভবরোগ॥"

এই মামগাছি গ্রামে গৌরপার্ষদ শার্ঙ্গ ঠাকুর (শার্ঙ্গপাণি, শার্ঙ্গধর) প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাগোবিন্দের একটী প্রাচীন সেবা রহিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীঠাকুরের একটী মন্দির একটী প্রাচীন বকুল বৃক্ষের সম্মুখে নির্ম্মিত হইয়াছে। সেবার বন্দোবস্ত ভাল হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। শ্রীল শার্ঙ্গ মুরারী প্রভু এই মোদদ্রুম দ্বীপে বাস করিয়া গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে ভজন করিতেন। ভগবানের পুনঃ পুনঃ প্রেরণাক্রমে তিনি শিষ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া স্থির করিলেন যে, যাঁহার সহিত আগামী কল্য প্রাতে দেখা হইবে, তাঁহাকেই তিনি শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবেন। ঘটনাক্রমে পরদিবস প্রত্যূষে ভাগীরথী স্নানকালে তাঁহার পাদদেশে একটী মৃতদেহ সংলগ্ন হওয়ায় তাঁহাকেই পুনর্জ্জীবন প্রদান করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। ইনিই 'শ্রীঠাকুর মুরারী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহার অনুগগণ বংশপরম্পরায় সম্প্রতি সরু নামক গ্রামে বাস করিতেছেন।

বৈকুণ্ঠপুর বা নারায়ণ পীঠ—এই বৈকুণ্ঠপুরের প্রাচীন ইতিহাস এইরূপ,—

একদিন দেবর্ষি নারদ শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভুর নিকট কৈলাস পর্ব্বতে আগমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শম্ভু আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরিত কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীনারদ দূর

হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনরত মহেশকে দেখিতে পাইয়াই প্রেমে বিহ্বল হইলেন এবং ভূতলে পতিত হইয়া শম্ভুকে প্রণাম করিলেন। শম্ভু নারদকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার কোন্ স্থান হইতে বর্ত্তমানে আগমন হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ অতীব উল্লসিত হইয়া বলিলেন, তিনি শ্রীনারায়ণের দর্শনার্থ শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। তথায় দেখিতে পাইলেন, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নিজ পার্ষদগণ সঙ্গে নবদ্বীপপ্রসঙ্গে নিমগ্ন রহিয়াছেন। ভারতবর্ষে পরমরম্য নবদ্বীপ নগরে গগনস্থ নারায়ণ অবতীর্ণ হইবেন। এই প্রসঙ্গ লইয়া বৈকুণ্ঠে মহারঙ্গ হইতেছিল। নারদ সেই আনন্দ-কোলাহল প্রত্যক্ষ করিয়া বৈকুণ্ঠ হইতে ফিরিতেছেন। নারদের মুখে এই সকল কথা শুনিতে পাইয়া শম্ভুর স্বাভাবিক ভগবৎপ্রেমসিন্ধু দ্বিগুণতর উদ্বেলিত হইয়া পড়িল। হুঙ্কার, অশ্রু, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার শম্ভুতে সমকালে উদিত হইল। শ্রীনারদ মহেশকে এইরূপ নবদ্বীপ-লীলাগত দর্শন করিয়া নবদ্বীপাভিমুখে গমন করিলেন। বর্ত্তমানে যে স্থানে বৈকুণ্ঠপুর, সেই স্থানে দেবর্ষি নারদ আগমন করিয়া নবদ্বীপের শোভা দর্শন করিতে করিতে মনে মনে বিচার করিতে থাকিলেন,—"অহো! আমি বৈকুণ্ঠে যে শ্রীনারায়ণের দর্শন করিয়া আসিলাম, এই স্থানে কি সেই বৈকুণ্ঠনাথের দর্শন পাইব?" শ্রীনারদমুনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সপার্ষদ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারদের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। শ্রীনারদমুনি প্রেমে বিহ্বল হইলে তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। শ্রীনারদমুনি শ্রীনবদ্বীপধামকে নানা বিচিত্র স্তবে বীণার মধুরতান সহযোগে বন্দনা করিয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীরুক্মিণীনাথের দর্শন করিলেন। রুক্মিণীবল্লভ 'কোথা হইতে নারদের আগমন হইল'—ইহা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনারদ নবদ্বীপের কথা বলিলেন। মুনির মনোবৃত্তি জানিয়া রুক্মিণীনাথ কৃষ্ণ নারদের নিকট গৌরমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন। নারদ নবদ্বীপচন্দ্রকে দর্শন করিয়া প্রেমে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। সেই সময় শ্রীগৌরমূর্ত্তি শ্যামসুন্দর কৃষ্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া নারদের হৃদয়ে গৌরকৃষ্ণ-নামরূপ-গুণ-লীলার নিত্যত্ব ও নিত্যবৈশিষ্ট্য প্রকাশিত করিয়া দিলেন। দ্বারকানাথ অতীব সন্তুষ্ট হইয়া নারদকে কৈলাসপর্ব্বতে শিবের নিকট গমন করিয়া এই সকল বার্ত্তা জ্ঞাপনার্থ আদেশ করিলেন। নারদ বীণাযন্ত্রে গৌরকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণন করিতে করিতে কৈলাস পর্ব্বতে উপনীত হইলেন এবং মহাদেবের নিকট সমস্ত কথা কীর্ত্তন করিলেন। মহাদেব প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া নারদকে ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক অদ্ভুত নৃত্য-কীর্ত্তন-ধ্বনি দ্বারা কৈলাসধাম মুখরিত করিলেন। নারদ পুনরায় এই নবদ্বীপমণ্ডলান্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরে আগমন করিলেন এবং মনে মনে বিচার করিতে থাকিলেন,—"আমি দ্বারকায় ভগবানের যে রূপ দর্শন করিয়াছি, এই স্থানে কি সেই রূপ দর্শন করিতে পাইব?" এইরূপ চিন্তা করিবামাত্রই নারদ এই স্থানে দ্বারকার সমস্ত ঐশ্বর্য্যবিলসিত গৌরসুন্দরকে রত্ন সিংহাসনমধ্যে দেখিতে পাইলেন। প্রভুর রূপ ও ঐশ্বর্য্যমাধুরী দেখিয়া নারদ আনন্দে বিহ্বল হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর নারদকে সুমধুর বচনে বলিলেন যে, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই এই স্থানে স্বপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ বেদগুহ্য লীলা বিস্তার করিবেন। এইরূপ বাক্যে নারদকে তুষ্ট করিয়া মহাপ্রভু গৌরহরি অন্তর্হিত হইলেন। প্রভুর অদর্শনে শ্রীনারদ অত্যন্ত বিরহকাতর হইয়া এইস্থানে কিছুদিন গৌরনাম-কীর্ত্তন-নর্ত্তনে অতিবাহিত করিবার পর গৌরনাম গান করিতে করিতে বিবিধ স্থান পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। এই স্থানে বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া এই স্থান 'বৈকুণ্ঠপুর' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এই স্থানে শ্রীনারদ শ্রীনারায়ণের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, এইজন্য এই স্থানকে বিজ্ঞগণ 'নারায়ণপীঠ' ও বলিয়া থাকেন। এই স্থানের তদানীন্তন সুযোগ্য রাজা এখানে শ্রীনারায়ণের সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই স্থানে একজন পণ্ডিত ও প্রবীণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, লক্ষ্মীনারায়ণে তাঁহার অনন্যপ্রীতি ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীবল্লভমিশ্রের গৃহে গমন করিয়া নিভৃতে লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা করিতেন। বল্লভ মিশ্রের প্রতি তাঁহার অতিশয় স্নেহ ছিল। মিশ্র মহাশয়ও এই বিপ্রকে গুরুবৎ ভক্তি করিতেন। যে দিবস লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের বিবাহলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই দিবস এই বিপ্র বিবাহস্থলে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও গৌরনারায়ণের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে অদ্ভুত নৃত্য সহকারে প্রেম-

পুলকাকুলে বিভূষিত হইয়াছিলেন। সেই রাত্রে বিপ্র নিজ জীর্ণ কুটীরে আগমন করিয়া মিশ্রগৃহে লক্ষ্মীগৌরচন্দ্রের লীলা স্মরণ করিতে করিতে প্রেমানন্দে বিভোর হইতেছিলেন এবং লক্ষ্মীপ্রাণনাথ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা যাচ্ঞা করিতেছিলেন। বিপ্রের ঐ প্রকার অদ্ভুত আর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রের কুটীরে বিপ্রকে দর্শন দানে করেন। দরিদ্র বিপ্রের কুটীরে বৈকুণ্ঠের মহা-ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইল। রত্নসিংহাসনে লক্ষ্মীসহ গৌরবিগ্রহ প্রকাশিত হইলেন। সেই সময় গৌরসুন্দর চতুর্ভুজমূর্ত্তি প্রকাশ করায় বিপ্রের পরম বিস্ময় হইল। বিপ্র প্রভুপদে পতিত হইয়া বহু স্তুতি করিলেন। প্রভু বিপ্রকে তাঁহার নিত্যকিঙ্করত্বে স্বীকারপূর্ব্বক ঐ সকল কথা গুপ্ত রাখিতে আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই বৈকুণ্ঠপুরেই ঐ ভক্তিমান বিপ্রের কুটীর ছিল।

মহৎপুর বা মাতাপুর—বনবাসকালে পাণ্ডবগণ ভ্রমণ করিতে করিতে গৌড়দেশে প্রবিষ্ট হইলেন এবং রাঢ়দেশের একচাকা গ্রামে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। একচক্রা প্রদেশে যে সকল অসুর ছিল, ভীমসেন তাহাদিগকে বধ করিয়া মহা সুযশ অর্জ্জন করিলেন। দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব একচক্রার নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা বংশীবদন-কৃষ্ণচন্দ্রের স্মরণে নিযুক্ত থাকিলেন। একচক্রার শোভা দর্শন করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির বিচার করিলেন,—"অনেক দেশ দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ চিত্তাকর্ষক স্থান ত' আর কোথাও দেখি নাই। মনে হয়, এই স্থান কৃষ্ণের কোন লীলাস্থান। যদি কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক জানান, তাহা হইলেই এই স্থানের মহিমা জানিতে পারি।" এইরূপ বিচার করিতে করিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইল, কৃষ্ণের ইচ্ছায় মহারাজ যুধিষ্ঠির কিঞ্চিৎ নিদ্রাগত হইলে স্বপ্নমধ্যে মোহিনীমোহন বলরামের দর্শন পাইলেন। বলদেব মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে অদ্ভুত স্নেহবশে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—"যুধিষ্ঠির, তোমার চিত্তে যাহা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে, তাহা সত্য। এই স্থান হইতে অনতিদূরে সুরধুনীবেষ্টিত শ্রীনবদ্বীপ নামক এক পরম রম্য স্থান আছে। তথায় কলির প্রথমে কৃষ্ণচন্দ্র প্রচ্ছন্নাবতারী হইয়া বিপ্রকুলে অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার প্রিয় পার্ষদগণ নানাদেশে জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহারই ইচ্ছাবশে এই একচক্রা নগরে আমার জন্ম হইবে।" বলদেব এই সকল কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং একচক্রা গ্রামকে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠজ্ঞানে দর্শন করিতে লাগিলেন। কুমিশোভা দর্শন করিবামাত্রই যুধিষ্ঠিরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ভ্রাতৃগণকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইলেন। একচক্রা গ্রাম হইতে পঞ্চপাণ্ডব নবদ্বীপে আসিয়া উপনীত হইলেন। নবদ্বীপের শোভা দর্শন করিয়া মহৎশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মনে মনে চিন্তা করিলেন,—"একচক্রা গ্রামে যেরূপ স্বপ্নমধ্যে ভগবানের দর্শন পাইয়াছি, এখানেও কি সেইরূপ দর্শন পাইব?" কৃষ্ণের ইচ্ছায় এইরূপ চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির নিদ্রাগত হইলে স্বপ্নমধ্যে অনুপম লাবণ্যলহরীসিন্ধু কৃষ্ণবলদেব ভ্রাতৃদ্বয় যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এই স্থান আমার জন্মভূমি নবদ্বীপধাম। এখানে আমি কলিযুগে গণসহ অবতীর্ণ হইয়া সঙ্কীর্ত্তন-বন্যায় সমগ্র জগৎ প্লাবিত করিব এবং তোমাদের সহিত ভাগীরথীতটে বিবিধ বিলাস করিব।" যুধিষ্ঠিরের মনোবৃত্তি জানিয়া কৃষ্ণচন্দ্র পরমসুন্দর গৌরমূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। যুধিষ্ঠির ঐ রূপ দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরমানন্দে বিহ্বল হইলেন এবং দুই প্রভুর পদতলে লুটাইতে লুটাইতে নেত্রজলে তাঁহাদের পাদ্য রচনা করিলেন। প্রভুদ্বয় যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন ও প্রবোধবাক্যে আশ্বস্ত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর যুধিষ্ঠির সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত ভ্রাতৃগণকে জানাইলেন এবং এইস্থানে কয়েকদিন গৌরনিত্যানন্দের নামরূপগুণলীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে মহানন্দে অবস্থান করিলেন। ব্যাসদেবকে আহ্বান করিয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত গৌরপুরাণ শ্রবণ করিলেন। মহতের শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহাশয় এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'মহৎপুর' হইয়াছে। এই স্থানে বিস্তীর্ণশাখ পঞ্চ-বটবৃক্ষ এবং যুধিষ্ঠির বেদী নামে এক উচ্চ টিলা বিরাজিত ছিল।

(৯) রুদ্রদ্বীপ

রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গজের ডাঙ্গা প্রভৃতি এই দ্বীপের অন্তর্গত। এই রুদ্রদ্বীপকে অপভ্রংশভাষায় 'গাদিপুর' ও বলিয়া থাকে। এই রুদ্রদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস এইরূপ,—

রুদ্রবর্ণ গৌরহরি নবদ্বীপে প্রকটিত হইবেন জানিয়া

শ্রীরুদ্রদেব মনা উন্নসিত চিত্তে পূর্ব্ব হইতেই এই স্থানে নিজ গণসঙ্গে আগমন করিয়া নানাবিধ বাদ্যাদি সংযোগে গৌরচরিত্র কীর্ত্তন করিতে থাকেন। গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গণসহ রুদ্রদেব যে কালে এই স্থানে অদ্ভুত নর্ত্তনলীলা আবিষ্কার করিতেন, তখন ধরিত্রীদেবীও অধৈর্য্যা হইয়া বৈষ্ণবের পাদস্পর্শে প্রেমভরে কম্পিতা ও পুলকিতা হইতে থাকিত। এই অদ্ভুত নর্ত্তন-কীর্ত্তন দর্শন করিয়া স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে থাকিতেন। তাঁহাদের অন্তরে এই আনন্দের লহরী প্রবাহিত হইত,—এতদিনে বুঝি জীবের দুঃখভার খণ্ডিত হইল। নিশ্চয়ই নবদ্বীপমণ্ডলে শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন। আমরা প্রভুর অদ্ভুতলীলা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব। রুদ্রদেব গৌরগুণগানে আত্মবিস্মৃত হইয়া যখন হুঙ্কার করিতেন, তখন পাষণ্ডগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইত। শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্রদেবের এই প্রকার আর্ত্তি ও মনোবৃত্তি দর্শন করিয়া অন্তের অলক্ষিতে রুদ্রদেবকে দর্শন প্রদান করিলেন এবং অবিলম্বেই এই নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শচীগর্ভসিন্ধুতে উদিত হইয়া রুদ্রদেবের মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন জানাইলেন। রুদ্রদেব শ্রীগৌরসুন্দরকে বিবিধ বিচিত্র স্তবে আবৃত্তি করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্রদেবকে আলিঙ্গন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বিজ্ঞগণ বলেন, এই দ্বীপে নীললোহিতাদি একাদশ রুদ্র গৌরভজন করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'রুদ্রদ্বীপ' হইয়াছে। কৈলাসধাম এই রুদ্রদ্বীপেরই প্রভা মাত্র। অষ্টাবক্র, দত্তাত্রেয়াদি যোগিগণ অপরাধময়ী অদ্বৈতবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে শ্রীরুক্মপাদপদ্ম ধ্যানে রত হইয়াছেন। এই স্থানেই শুদ্ধাদ্বৈতবাদগুরু শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্র-কৃপা লাভ করিয়া সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আচার্য্য হইয়াছিলেন। শ্রীধরস্বামিপাদের হৃদয়ে এই স্থানেই অলক্ষ্যে গৌরকৃপা সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাই তিনি শুদ্ধাদ্বৈত মতে ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের স্নেহভাজন হইয়াছিলেন।

রুদ্রগণ রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া সঙ্কীর্ত্তনমুখে পুনরায় মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীমায়াপুর হইতে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, ও সখ্যভক্তির পীঠস্বরূপ দ্বীপ সমূহ পরিক্রমা করিয়া পুনরায় আত্মনিবেদনক্ষেত্রে আগমন করেন। আদিতে আত্মনিবেদন, অন্তে আত্মনিবেদন। আদৌ আত্মনিবেদন করিয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদি নবধাভক্তিযাজনে রত হন, আবার অন্তেও আত্মনিবেদন করিয়া নবধাভক্তি যাজনের সার্থকতা সম্পাদন করেন। এই আত্মনিবেদনই চেতনের ধর্ম্ম। আত্মনিবেদনকারী শ্রীচৈতন্যমঠের নিত্য অধিবাসী।

—:০:—

ধামযাত্রিগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য উপদেশাবলী

নামকীর্ত্তনকারী যেরূপ দশবিধ নামাপরাধ বর্জ্জন না করিয়া নামকীর্ত্তন করিলে নামীপ্রভুর কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হন না, ধামযাত্রিগণের পক্ষেও তদ্রূপ দশবিধ ধামাপরাধ বর্জ্জন না করিলে শ্রীধাম-যাত্রার ফললাভ হয় না। ধামাপরাধ এই,—

(১) ধামপ্রবর্ত্তক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, (২) ধামকে অনিত্য বোধ, (৩) ধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) ধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীধাম-সেবাচ্ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থ উপার্জ্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, (৮) নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, (৯) শ্রীধাম-মাহাত্ম্যমূলক শাস্ত্র-নিন্দা এবং (১০) ধামমাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনা-জ্ঞান ;

ধামাপরাধী ব্যক্তি শ্রীধামের নিকট যে সকল অপরাধ করিবার চেষ্টা করিবেন, শ্রীধামে প্রপন্ন হইয়া 'শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য' গ্রন্থ (শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ করিলে তাহা বিনষ্ট হইবে।

পাঠক, ধামাপরাধীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত সাধুর চিন্ময় ভাবের অনুসরণ করুন্—সভক্তিচিত্তে 'শ্রীধাম-মাহাত্ম্য' হৃদয়ে ধারণ করুন্—শ্রীধামের কৃপায় অচিরেই বৈষয়িক-ধামে বাস-প্রবৃত্তি বিদূরিত হইবে। শ্রীধামের অপ্রাকৃত উদ্দীপনাসমূহ প্রবল হইলে জড়ভোগপর বিষয়-কথা আদৌ ভাল লাগিবে না। তাই বলি, 'শ্রীধাম-মাহাত্ম্য' ও 'শ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রদক্ষিণ' পাঠ করুন,

শ্রীধাম-পরিক্রমা করুন এবং পরিক্রমাকালে হরিকীর্ত্তন করুন—বিষয় কথা ছাড়িয়া ভোগময় বুদ্ধি ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে শ্রীধামের শরণাগত হউন্। সংসারে আর ক্লেশের স্থান থাকিবে না, শ্রীধামবাসী বৈষ্ণবগণের কৃপায় কৃষ্ণবিমুখতার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া পরানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

তন্ত্রশাস্ত্র

বেদবিস্তৃতিই তন্ত্র। বেদবিরোধবিস্তৃতিকেও কেহ কেহ 'তন্ত্র' নামে অভিহিত করেন। সুতরাং বেদবিহিত তন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্যে ভেদ আছে। তন্ত্রগুলি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে ত্রিবিধ পর্য্যায়ে পরিলক্ষিত হয়। রাজস-তামস তন্ত্র সাত্বততন্ত্রের পর্য্যায়ে গণিত হইলে উহা অপব্যবহারে পরিণত হয়। রাজস ও তামসতন্ত্রের বক্তা বিষ্ণু নহেন এবং শ্রোতৃবর্গও বৈষ্ণব নহেন। কিন্তু সাত্বততন্ত্রের শ্রোতৃগণ 'বৈষ্ণব' নামে অভিহিত ও সত্বতন্তু বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য। তাঁহাদের সকল ব্যবহারিক ক্রিয়া-কলাপাদিতে বিষ্ণুই একমাত্র সেব্যবস্তুরূপে পরিপূজিত হন। রাজস-তামস-তন্ত্রবিচার এই একমাত্র প্রয়োজনীয় পদ্ধতির সহিত ঐক্যমত স্থাপন করে না। এজন্য সাত্বততন্ত্রগুলি 'পঞ্চরাত্র' নামে অভিহিত হয়।

যামলের মধ্যেও রাজস ও তামস ভেদ আছে। তাহা হইলেও উহাদের সহিত সাত্বততন্ত্রের বিরোধ না হইলে সেই সকল তান্ত্রিক উপদেশও গ্রহণ করিবার বাধা নাই। অনুকূল-বিচার প্রতিকূল-শাস্ত্রের অভ্যন্তরে অজ্ঞাতভাবে ভগবদিচ্ছা-ক্রমে প্রবিষ্ট আছে। যদি তাহা না থাকিত, তাহা হইলে বদ্ধজীবের প্রলয় হইতে মুক্তিলাভের আর কোনও উপায় থাকিত না। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমগণ বলেন, তাঁহারা রাজস-তামস-পুরাণ-তন্ত্রাদির অসম্মান করেন না। পরন্তু জীবহিতকর ব্যবস্থাসমূহ তন্মধ্যে পাওয়া গেলে উহাদের অনাদর করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের নাই। যাহাতে ভগবদ্ভক্তি বিলুপ্ত হয়, তদ্রূপভাবে প্রতিকূল অনুশীলন ভক্তির বিরোধী বলিয়া উহাই অনাদরের প্রতিষ্ঠা মাত্র। সুতরাং সর্ব্বজীবে করুণচিত্ত একায়ন-বিচারময় পারমার্থিকগণ আসুরভাবের অনুমোদন করিতে না পারিয়া আপনাদের অবস্থিতি বর্ণনে তদিতর জনগণের সহিত ভেদ স্থাপন করেন।

কেহ কেহ বলেন, তন্ত্র মাত্রেই বেদবিরোধী; কিন্তু সাত্বতগণ ঐরূপ উক্তির যাথার্থ্য বিষয়ে অভিজ্ঞানবিশিষ্ট থাকায় বেদবিরোধী বিচার পরিহারপূর্ব্বক বেদানুকূল বিচারকে বেদবিরুদ্ধ বলেন না। যে স্থানে বেদ-তাৎপর্য্য-বহির্ভূত হিংসা প্রভৃতি ধর্ম্মের অপব্যবহার দেখা যায়, সে স্থলেই নিগম ও আগমের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য আছে, জানিতে হইবে। নতুবা বেদবিস্তৃতিকেও বেদবিরুদ্ধ বলিয়া স্থাপন-প্রয়াসে বিশেষ পাণ্ডিত্য দেখা যায় না। "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" অধিকরণে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য যে বিচার-প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক চতুর্ব্যূহ-বিচারকে বেদবিরুদ্ধ এবং শাণ্ডিল্যের ভক্তিবিচারে দোষারোপ করিয়া উহাকে বেদের প্রতিকূল মত বলিয়া স্থাপন-প্রয়াস করিয়াছেন, তাহাতে অধিক পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। যে সকল অনভিজ্ঞজন সেই বিচারের আপাতদর্শনে বিমূঢ় হইবেন, তাঁহাদিগকে আমরা পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সৎসঙ্গ গ্রহণে পরামর্শ দিতেছি। নির্ব্বিশিষ্ট বিচারে একতত্ত্বসিদ্ধির ব্যাঘাত না করিলেই শ্রীনারায়ণের উপাসনার নিত্যত্ব স্বীকৃত হইবে। নতুবা শুষ্কবাদের বিচার-প্রণালী বদ্ধজীবকে নাস্তিকতা-কূপে নিক্ষেপ করিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গৌড়ীয় এক সপ্তাহকাল প্রকাশিত হইবেন না। পরে আবার যথানিয়মে প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৭ম বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২০শে চৈত্র, ১৩৩৫, ৬ই এপ্রেল, ১৯২৯ | ৩৩শ সংখ্যা

পরিক্রমা ও মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় এ বৎসরের শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-মহামহোৎসব নিষ্কপট ভক্তগণের অক্লান্তচেষ্টায় বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা পরিক্রমায় এ বৎসরের যাত্রীসংখ্যা দ্বিগুণিত হইয়াছে। আর গৌরাবির্ভাব-মহামহোৎসবের দিনে যাত্রীসংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা চতুর্গুণিতেরও অধিক হইয়াছে। সুদূর মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, আসাম, মাধ্বমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার বহু বহু যাত্রী এই শ্রীধাম-পরিক্রমা ও মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বহু বহু সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তি পরিক্রমা ও মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পরিক্রমার সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা একমাইলেরও দীর্ঘতর হইয়াছিল। শ্রীনামাঙ্কিত পতাকা, সুসজ্জিত রথোপরি সুবৃহৎ ঘণ্টা, পাশ্চাত্য ঐক্যতানবাদ্য, আসাসোটা, ছত্র, পতাকা, সুসজ্জিত অশ্ব, হস্তী ও তদুপরি শ্রীধামেশ্বর গৌরসুন্দর এবং তদগ্রগমনে মৃদঙ্গ-করতাল শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর-নিশান-বিভূষিত বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের অগ্রণীরূপে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ পরিক্রমা-শোভাযাত্রার পরম শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের 'কীর্ত্তনদাস' নামক তিলকাঙ্কিতললাট অপূর্ব্বদর্শন গজরাজ শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রের বৈভব প্রদর্শন করিয়া মানবসঙ্ঘকে গৌরজন আচার্য্যের সর্ব্বজীবব্যাপিনী কৃপা ও জীবমাত্রের হরি-ভজনের আবশ্যকতা প্রচার করিতেছিল। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কোলদ্বীপ-পরিক্রমাকালে যখন বিরাট্ সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের নেতৃরূপে গজপৃষ্ঠস্থিত শ্রীশ্রীধামেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি অঙ্গুলিবদ্ধ হইয়া সংকীর্ত্তন-সমুত্থিত নগরীর মধ্য দিয়া চলিতেছিলেন, তখন যে কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত! কুলিয়াবাসী সজ্জনগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে ছিন্ন কদলীর ন্যায় সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া কৃপা ভিক্ষা করিতেছিলেন; কেহ বা পুষ্পবৃষ্টি, কেহ বা মিষ্টান্নবৃষ্টি করিতেছিলেন; কেহ বা হরিধ্বনি করিতেছিলেন; নগরনাথুন উলুধ্বনি ও করতালি দিয়া নর্ত্তন করিতেছিলেন, আবার মাৎসর্য্যপরায়ণ অভক্তগণ এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মৎসরতার জ্বালাময়ী শিখায় জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতেছিলেন। শ্রীধামেশ্বর বিশ্বম্ভরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মৎসর ব্যক্তিগণ বলিতেছিলেন, "দীন দরিদ্র" নিমাই পণ্ডিত আবার কাহাতে আরোহণ করিয়াছেন কেন? বৈষ্ণবের আবার ঐশ্বর্য্য থাকিবে কেন?

যত কিছু ঐশ্বর্য্য নরকযাত্রী ভোগীর ভোগানলের ইন্ধনের জন্যই কি থাকিবে? ধামেশ্বর লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ গৌরনারায়ণই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের দ্বারা সেবা,—গৌরনারায়ণের

নির্হেতুক সেবকগণের সেবা করিবার জন্যই নিখিল ধর্মার্থ-কাম অনুক্ষণ সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকে,—এই সাম্রাজ্য বাণী প্রচার করিয়া বিশ্বের বহির্মুখ সমাজের মঙ্গলবিধানের জন্য আচার্য্য পরিক্রমায় এরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত করিয়াছেন। ভগবানের ঐশ্বর্য্য না দেখিলে বহির্মুখগণ তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণমুখে ঐশ্বর্য্যের অপব্যবহার করিয়া থাকে এবং ভগবানে প্রণত ও আকৃষ্ট হয় না; কাজেই তাহাদের মঙ্গলের জন্য সকল ঐশ্বর্য্যের একচ্ছত্র অধিপতি শ্রীগৌরনারায়ণ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপে একদিন গৌরসুন্দর কীর্ত্তনবিরোধী কাজীর নিগ্রহকালে কিরূপ স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ঠাকুর বৃন্দাবনের সজীব ভাষায় বর্ণিত রহিয়াছে।

কুলিয়া-নবদ্বীপের সজ্জন ব্যক্তিগণ এই সকল কথা বুঝিতে পারেন এবং বুঝিয়া তাঁহারা শ্রীমায়াপুরের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন, কিন্তু অপরার্থাঢ্য মৎসর ধর্ম্মধ্বজী সম্প্রদায় বিষ্ণুবৈষ্ণবের পরম কৃপাকে 'হিংসা' মনে করিয়া আপনাদের ঈর্ষাবহ্নিতে আপনারাই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরেন,—

"নগরীয়া সকলের উন্মাদ দেখিয়া।
মরয়ে পাষণ্ডী সব জ্বলিয়া পুড়িয়া॥"

নবদ্বীপ সহরের 'গোড়া-মা-তলায়' ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ 'শ্রীভক্তিরত্নাকর,' 'শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য' প্রভৃতি মহাজনগ্রন্থ হইতে কোলদ্বীপের বিবরণ পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। কুলিয়াবাসীর পক্ষে বড়ই লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় যে, যে অপরার্দ্ধ-ভজনের পাট কোলদ্বীপে একদিন কীর্ত্তনবিরোধী চাপাল গোপাল প্রভৃতিরও অপরাধভঞ্জন হইয়াছিল, যে স্থান 'গঙ্গা মাত্র' দ্বারা ব্যবহিত হওয়ায় শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের পাদপদ্মপরাগে অহরহঃ অভিষিক্ত হইত, সে স্থানে আজ শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের নামকীর্ত্তন করিতে হইলে বিধর্ম্মিরাজের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়! সভা-সমাজে এই সকল কথা বিঘোষিত হইলে অপরার্দ্ধাঢ্য কুলিয়াবাসীর যে মুখ দেখাইবারও উপায় থাকিবে না। নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের মধ্যে কেবলমাত্র কোলদ্বীপেই শান্তি রক্ষার জন্য সশস্ত্র পুলিশের সাহায্য গ্রহণ নবদ্বীপ সহরবাসীর পক্ষে কতটা লজ্জাকর, তাহা বিবেচনা করিয়া সৎসর ব্যক্তিগণ তাহাদের ঐবৈষ্ণব অসহিষ্ণুতা ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিতে পারিলে তাহাদের মঙ্গল হইতে পারে।

নবদ্বীপ-পরিক্রমার নয় দিবসই ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ ও শুদ্ধ-ভক্তগণ শ্রীগুর্ব্বাদিগণের অনুক্ষণ হরিসঙ্কীর্ত্তন ও হরি-কথা প্রচার করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ অনর্গল হরি-কথা-মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়া মানবজীবনে ঐকান্তিকী হরিসেবার কর্ত্তব্যতা সকলের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

পরিক্রমাকারী ভক্তসম্প্রদায় শ্রীশ্রীল পরমহংস ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীযোগপীঠে অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীযোগপীঠ শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীপাট এবং গৌড়ের দৈমিষক্ষেত্র। এই স্থানে শ্রীগৌরপার্ষদ **শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের** প্রতিষ্ঠিত **শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ, শ্রীনাড়া ঠাকুরের** সেবিত **শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ** এবং শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের অভীষ্ট **নিতাই-গৌর শ্রীমূর্ত্তির** সম্মুখে ভক্তবৃন্দ সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্যাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীযোগপীঠচন্দ্র কৃষ্ণজন্মস্থান ও মহামহোৎসবের আনন্দধ্বনিতে অনুক্ষণ মুখরিত ছিল। শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের অনুগমনে শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীপাটে ঠাকুরের অসামান্য করুণার কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের হৃদয়স্পর্শিনী বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বর্ত্তমান জড় সাহিত্যিক জগতের দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সমাজ ক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রভাব খুব বেশী। সাহিত্য অতীত ও বর্ত্তমানের ইতিহাস এবং ভবিষ্যতের সমাজ-গঠনের আদর্শ উপকরণ। বালক-বৃদ্ধ যুবা-স্ত্রীপুরুষ সকলেই সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। শুধু শিক্ষিত সমাজেই সাহিত্যের প্রভাব বিস্তারিত নহে, অশিক্ষিত সমাজও সেই প্রভাব হইতে বিমুক্ত নহে। যাঁহারা বর্ত্তমান বিশ্ব-সাহিত্যের খবর রাখেন এবং নিরপেক্ষভাবে এই সাহিত্য-স্রোতের গতি অনুধাবন করিবার জন্য সময় ও সুবিধা নিয়োগ করিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, বর্ত্তমান বিরাট্ বিশ্ব-সমাজ দেহ কিরূপ সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত। বর্ত্তমানের সমাজ-দেহে যে ধারাবাহিক সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন। এই বিষাক্ত বীজাণু জড়-সাহিত্যের পূতি-গন্ধময় প্রণালিকা হইতেই জীবন লাভ

করিয়া বিশ্ব-মানবের জীবনীশক্তি হরণ করিতেছে। বাঙ্গালার সমাজ-দেহের অবস্থা আজ শোচনীয়; বাঙ্গালার বিরাট্ সমাজ-দেহ আজ যেন মারাত্মক রাজ-যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ মৃত্যুর পথ বরণ করিয়া লইতেছে। সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে ঐ ভীষণ মারাত্মক রোগের বীজাণু সমাজ-শরীরে প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গালার আদি-কবি অপ্রাকৃত-সাহিত্যিক-কুলগুরু ঠাকুর বৃন্দাবন জগতে যে বলদেব-নিত্যানন্দের আরাধনার কথা প্রচার করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার প্রাকৃত সাহিত্যের নিরন্তুবর্গ তাহা উপেক্ষা এবং আদিকবির চরণে অপরাধ করায় সমস্ত বল হারাইয়া আজ ভয়াবহ দুর্ব্বলতা ও সাংঘাতিক সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালার বর্ত্তমান জড় সাহিত্যের কতিপয় নিরন্তু যেন নিসর্গবশতঃই নারায়ণী-নয়ন অপ্রাকৃত-সাহিত্যিক-গুরুর উপর চাড়ে চাড়ে চটা। যদি আবার বাঙ্গালার বিরাট্ সমাজ-দেহকে এই ভীষণতম মারাত্মক ব্যাধি হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া সবল ও সুপুষ্ট করিতে হয় এবং তদ্দ্বারা অতীত, বর্ত্তমান এবং ভাবি-জগতের সুযোজ্জ্বল ও অশেষ উপকার সাধন করিতে চয়, তাহা হইলে এই ব্যাসপীঠে—গুরুপীঠে বাঙ্গালার আদি-কবির আরাধনা, তথায়গুরুতো তাঁহার অপ্রাকৃত সাহিত্যের আচারময় বিপুল প্রচার একান্ত প্রয়োজনীয়। সমাজ-দেহ আজ যে মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত, অপ্রাকৃত ভিষক্‌কুলে আদিকবির প্রবরাজ ঐ ব্যাধির অব্যর্থ নিদানগ্রন্থস্বরূপ। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বিশ্ব-মানবকে এক একটী চৈতন্য-ভাগবত করিবার জন্য ঐ মহাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্যবর্য্য বিশ্ব-মানবকে চৈতন্যভাগবতরূপে প্রকাশিত করিবার জন্যই আজ এই ব্যাসপীঠ পরিক্রমা ও নানাবিধ ভগবৎসেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আচার্য্য ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, যেরূপ নৈমিষক্ষেত্রে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা শ্রবণ করিবার জন্য ষষ্টিসহস্র ব্রাহ্মণঋষির আগমন হইয়াছিল, তদ্রূপ এই গৌড়-নৈমিষে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকথা শ্রবণ করিবার জন্য বিশ্বের সমস্ত স্থান হইতে অচিরেই ষষ্টি লক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসুর আগমন হইবে, তাঁহারা বিশ্বময় অপ্রাকৃত সাহিত্যের মহিমা ঘোষণা করিবেন এবং এক সুস্থ ও সবল সমাজ গঠন করিয়া জগতে আদর্শস্থানীয় হইবেন।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীপাটে যাহাতে একটী সুরম্য শ্রীমন্দির ও শ্রীচৈতন্যভাগবতকথা প্রচারের ব্যবস্থা হয়, তজ্জন্য বক্তৃমণ্ডলীগণ সর্ব্বসাধারণের নিকট অনুরোধ করেন। বহু শ্রদ্ধাবন্ত ব্যক্তি এই পরমমঙ্গলপ্রদকর কার্য্যে আনুকূল্য করিয়াছেন ও করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

পরিক্রমা-সম্প্রদায় সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রামুখে ১০ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ রবিবার শ্রীকুম্ভদ্বীপ-পরিক্রমা পূর্ণ করিয়া দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনকারী জনমণ্ডলীর বিরাট্ শিরঃসমূহ, শত শত পতাকা, হস্তী, অশ্ব, রথ, শত শত শকট-শোভিত বিপুল সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার অপূর্ব্ব শোভা ও দিগন্তব্যাপী কলরব শ্রীযোগপীঠ হইতে শত শত ভক্তের শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত হইলে দর্শকগণ ও বিদ্যুৎপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুগমনে পরিক্রমা-সম্প্রদায়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকিলেন এবং শ্রীমায়াপুরচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে যোগপীঠে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সেই সময়ে যোগপীঠে তিলধারণের স্থানও ছিল না। সঙ্কীর্ত্তন-বৃত্তান্ত দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত ও কম্পিত হইল। চতুর্দ্দিকে আনন্দের লহরী ছুটিল। সকলেই দেহস্মৃতি হারাইয়া শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রের জয়ধ্বনি উচ্চারণে সহস্র-মুখ হইয়া পড়িলেন। ১০ই চৈত্র হইতে ১৩ই চৈত্র পর্য্যন্ত শ্রীমায়াপুর বিপুল মহানগরীর শোভা ধারণ করিল। আবার যেন লীলাশক্তি দ্বারা শ্রীধাম মায়াপুর আপনাকে সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের শ্রীনবদ্বীপ-রূপে প্রকাশিত করিলেন, "নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে। এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥"—শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাসের এই উক্তি আবার প্রত্যক্ষরূপে প্রকটিত হইল। হুগলীর ঘাট হইতে চাঁদকাজির সমাধি-প্রাঙ্গন পর্য্যন্ত লোকশ্রেণী পিপীলিকা-পংক্তির ন্যায় অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিলেন। সকলেই শ্রীধাম মায়াপুর ও শ্রীধামের সেবকগণের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য এবং অহৈতুকী সেবা-চেষ্টা দর্শনে বিস্মিত হইয়া আসল ও নকল, কৃষ্ণার্থাভিসন্ধি ও অপরার্থাভিসন্ধি, সেবা-চেষ্টা ও ভোগচেষ্টার মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য, তাহা বুঝিতে পারিলেন।

প্রতিবৎসর শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জয়োৎসবে যাত্রিসংখ্যা বিপুল হইতে বিপুলতররূপে

বৃদ্ধি পাইতেছে, প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীধামের নিকটে সেবাকাঙ্ক্ষী কতিপয় মহৎহৃদয় শ্রীধামাগত যাত্রিগণের অধিকতর আবাস-স্থান-বিস্তারকল্পে কতিপয় ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ ও যাত্রিগণের জলকষ্ট-নিবারণকল্পে পুষ্করিণী প্রভৃতি সংস্কার ও খননের আনুকূল্যের প্রস্তাব করিলে শ্রীগৌর-জন্মবাসরে সঙ্কীর্ত্তনমুখে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীযোগপীঠে নিম্নলিখিত কয়েকটী ধর্ম্মশালার ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

কলিকাতা-প্রবাসী শ্রেষ্ঠীবর পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ের আনুকূল্যে শ্রীচৈতন্যমঠের বিস্তৃত ভূখণ্ডের সম্মুখে 'ভক্তিবিজয়-ভবন' নামক একটী সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণের ভিত্তি সংস্থাপিত হইল। কলিকাতা-নিবাসিনী বদান্যবরা শ্রীযুক্তা পাত্রাময়ী দাসীর আনুকূল্যে শ্রীচৈতন্যমঠে যে একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইবে, তাহারও ভিত্তি সংস্থাপিত হইল। কলিকাতা-নিবাসিনী পরম ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা গিরিবালা দাসী বাতাহত "আশ্রমকুটীর" পুনর্নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইলে তাহারও একটী নব ভিত্তি সংস্থাপিত হইল। কলিকাতা-নিবাসিনী পরম সুকৃতিশালিনী শ্রীযুক্তা হরিমণি দাসী শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীরাধাকুণ্ডের ঘাট নির্ম্মাণকল্পে আনুকূল্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাহারও একটী ভিত্তি সংস্থাপিত হইল। চৌবেড়িয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার, সর্ব্বজনহিতকর কার্য্যে অগ্রণী রায় বাহাদুর মহেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় শ্রীশ্রী-যোগপীঠে "মহেন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা" নির্ম্মাণকল্পে সাড়ে সাত হাজার টাকা প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলে তাহারও একটী ভিত্তি সংস্থাপিত হইল। মৈমনসিংহ ও খুলনা-বাসী ভক্তবৃন্দ সৌরকুণ্ডের তীরে এক একটী পৃথক্ পৃথক গৃহ নির্ম্মাণের আনুকূল্য করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে সৌরকুণ্ডের তীরে সঙ্কীর্ত্তনমুখে সেই সকল ভিত্তি-সংস্থাপিত হইল।

রাধাগঞ্জনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সারদাচরণ পাল মহাশয় শ্রীচৈতন্যমঠে পরনাট্যমঞ্চ ও গ্যালারী নির্ম্মাণের জন্য গতবৎসর যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন, তাহার কার্য্য শীঘ্র আরম্ভ করিবার জন্য পরমভাগবত পাল মহাশয় বিশেষ চেষ্টান্বিত হইয়াছেন। এদিকে যোগপীঠে অভ্রভেদী 'ভক্তি-সুহৃৎ তোরণ' ও "ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা"র কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সারদাচরণ পাল মহাশয় যোগপীঠের সমাগত যাত্রিগণের জন্য আরও নলকূপোপকরণ সংযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

শ্রীধামাগত যাত্রিগণের পর্য্যবেক্ষণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বহু স্বেচ্ছাসেবক এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ নিযুক্ত ছিলেন। আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অমানুষিক পরিচালন-শক্তির প্রভাবে কোন বিভাগে কোন প্রকার অভিযোগের কারণ হয় নাই। শ্রীধামাগত প্রত্যেক যাত্রী কীর্ত্তনমুখে আকণ্ঠপূর্ণ করিয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীধামে প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া কাহারও ফিরিয়া যাইবার জো ছিল না। শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু ও শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু অনিদ্রায় অনাহারে থাকিয়াও প্রত্যেক শ্রীধামাগত যাত্রীর যথোপযুক্ত সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের অমায়িকা সেবাবৃত্তি ও সর্ব্বোপরি শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অধ্যক্ষতা-ফলে শ্রীপরিক্রমা ও মহানামোৎসব সর্ব্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীধামবিদ্বেষী অপরাধান্ধ কপট ধর্ম্ম-ব্যবসায়িগণ যতই সত্যে বাধা প্রদান করিতে বদ্ধ-পরিকর হইতেছে, ততই সত্যের ঔজ্জ্বল্য আপাতভাবে বিকসিত হইয়া উঠিতেছে।

শ্রীগৌরাবির্ভাব-দিবসে অহোরাত্র সংকীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পারায়ণ হইয়াছিল। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীলভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি মহারাজ সমাগত শ্রবণ-পিপাসু-গণের নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীগৌরাবির্ভাব ও শ্রীযোগপীঠ সম্বন্ধে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বক্তা শাস্ত্রানুগত যুক্তিমূলে যাবতীয় পাষণ্ড-মত নিরাস করিয়া বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা কীর্ত্তন করেন।

বক্তা বলেন যে, সুগোপ্য পরম প্রয়োজনকে সাধারণের নিকট আবৃত রাখাই ভগবদিচ্ছা। যেমন, প্রয়োজনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন যে বার্ষভানবীর ভজনকথা—যাহা প্রচার করিবার জন্য গৌরসুন্দরের আবির্ভাব, আর সেই অবলম্বনের একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ যে শ্রীগৌরসুন্দর-প্রদর্শিত শ্রীমদ্ভাগবত, যোগমায়া সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনকে সাধারণের নিকট গোপন রাখিবার জন্য গৌরসুন্দরের প্রচারিত প্রমাণ-গ্রন্থরাজে সেই ভজনের কথা সূক্ষ্মভাবে

উল্লেখ থাকিলেও 'ভাগবতে শ্রীরাধার কোন নাম নাই' এই ছল উঠাইবার অবসর প্রদান করিয়া বিমুখ ব্যক্তিগণকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন এবং শ্রীরাধাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপে প্রতীয়মান করাইয়া প্রাকৃত সহজিয়াগণকে অনর্পিতচর প্রেমপ্রাপ্তি হইতে বহু যোজন দূরে রাখিয়াছেন, তদ্রূপ ঔদার্য্যধাম আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীমায়াপুর—যাহা শাস্ত্রে রাধাধাম বা পরমকরুণাময় ভুবনমঙ্গল অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেই বেদগুহ্য ব্রহ্মপুর গৌরজনের দ্বারা সুপ্রকাশিত হইলেও মায়াদেবী তাহাতে ছল উঠাইবার অবসর প্রদান করিয়া বৈষ্ণবাপরাধিগণকে সেই ঔদার্য্য ধামের মহাবদান্যতা হইতে লক্ষযোজন দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। শ্রীমায়াপুর আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র। মায়াদেবী দেখিলেন, আত্মনিবেদন-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শ্রীগৌরবাণী-বিনোদের কৃপায় অভিষিক্ত হইলে জীবের শ্রেয়ঃ অনিবার্য্য ; কারণ আত্মনিবেদনই সমস্ত ভজনের মূল। এমন কি, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিও আগে আত্মনিবেদন করিয়াই বাঞ্ছিত হইলে উচ্ছিষ্ট ফল প্রসব করিয়া থাকে। অতএব যাহাতে লোক প্রকৃত আত্মনিবেদন-ক্ষেত্রের সন্ধান প্রাপ্ত না হয়, যাহাতে জীব অতি সহজে হাতে হাতে পরম ফল প্রাপ্ত না হয়, তজ্জন্য মায়াদেবী আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীমায়াপুরের বিষয়ে ছল উঠাইবার অবসর প্রদান করিলেন। কলির চরণপ মায়াদেবীর বুদ্ধিতে বিভ্রান্তমতি হইয়া বলিতে লাগিলেন,—'আসল মায়াপুরে যাইও না অর্থাৎ আত্মনিবেদন-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিও না করিও না', তাহা হইলে অতি সহজে আশু পরমমঙ্গল লাভ হইয়া যাইবে, দুনিয়াদারীটা আর থাকিবে না।' এইরূপ পরামর্শ নিত্যকালই মায়ার চরণপ প্রদান করিয়া থাকে ; শুক্রাচার্য্য প্রভৃতিও রুকে আত্মনিবেদন-কার্য্যে বাধা দিয়াছিলেন। বিমুখ ব্যক্তিমাত্রেই আত্মনিবেদনের বিরোধী।

বক্তা আরও বলেন যে, গৌরধাম প্রকাশ করিতে পারেন কে? যিনি গৌরধাম স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহার গৌরধাম আবিষ্কারচেষ্টা জড়প্রত্নতত্ত্ববিৎ জড়সাহিত্যিকাদির ন্যায় অনুমানাদির প্রভাবের উপর নহে, কিম্বা ধর্ম্মব্যবসায়ী প্রকৃতির ন্যায় অসদ্বার্ত্তাভিসন্ধি-প্রণোদিত নহে, তিনিই গৌরধাম আবিষ্কার করিতে পারেন। যদি গৌরধাম হইতে প্রপঞ্চে আগত কোন পুরুষ প্রপঞ্চে উদিত শ্রীগৌরধাম শ্রীমায়াপুর প্রত্যক্ষ করিয়া অর্থাৎ শ্বেতদ্বীপস্থিত শ্রীমায়াপুর ও অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ শ্রীমায়াপুরের অভিন্নতা, সমতা, সৌসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া জগতে তাহা প্রচার করেন, তাহা হইলেই আসল শ্রীগৌরধাম আবিষ্কৃত হইতে পারে। যাহারা গৌরধামের লোক নহে—যাহারা সে রাজ্য হইতে জগতে আসে নাই—যাহারা কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীব—যাহারা যোষিৎসঙ্গী—যাহারা অপসার্থীভূত—যাহারা ধর্ম্মের নামে উদরোপস্থচারণে রত, যাহারা অন্যাভিলাষী, যাহাদিগের নিকটে তীর্থবুদ্ধি, মাটীতে পুণ্যবুদ্ধি, স্ত্রী পুত্রাদিতে আত্মীয়বুদ্ধি, ভাগবতের পরিভাষায় যাহারা গো-খর, তাহারা চিরকাল ধরিয়া ত্রিভুবন তোলপাড় করিলেও গৌরধাম শ্রীমায়াপুর আবিষ্কার করিতে পারিবে না। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ—ইঁহারা সকলেই শ্বেতদ্বীপ শ্রীগৌরধাম শ্রীমায়াপুরের নিত্য অধিবাসী, গৌরধাম সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা গৌরধাম হইতে জগতে আগমন করিয়াছেন ; তাই তাঁহারা প্রপঞ্চে উদিত প্রকৃত শ্রীধাম মায়াপুর কোন্‌টী, তাহা তাঁহাদের নিত্য বাস্তব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা জানাইয়া দিতে পারেন। অতএব আমরা বাস্তব প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া সজ্জনবিরোধি-শয়তানদের অনুমানাদি-প্রলোভনের চাকচিক্যে কখনই ভুলিব না, তাহা হইলে আমাদের আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীমায়াপুর দর্শন হইবে না ; শয়তানীর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যোষিৎ ও যোষিৎসঙ্গীর চরণে আত্মনিবেদন হইয়া গেলে আমরা কেবল কর্ম্ম-প্রবৃত্তিতে ঘূর্ণায়মান হইতে থাকিব।

বক্তৃতার পর শ্রীযোগপীঠে সন্ধ্যারাত্রিক ও জন্মলীলা-সঙ্কীর্ত্তনে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইল। সকলেই উপবাসাদি দ্বারা গৌরজন্মতিথির বিধিবৎ আরাধনা করিয়াছিলেন। সেইদিন সমস্ত রাত্রিব্যাপী আনন্দোৎসব চলিয়াছিল। আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু অক্লান্ত পরিশ্রম-সহকারে উৎসবের যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

গৌরজন্ম-বাসরে বহু বহু সম্মানিত ও শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এরূপ বিপুল জনতামধ্যে নাম, ধাম সংগ্রহ বা পরিচয় জিজ্ঞাসা করা

সম্পূর্ণ অসম্ভব ; অনুপস্থিত সহস্র সহস্র উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল—

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সন্তোষনাথ ঘটক এম, এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এ, বি, এল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ মণ্ডল এম, এল, সি, শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম, এ, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ রায়গুপ্ত ট্রান্সলেটার কলিকাতা হাইকোর্ট, রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী জমিদার চৌকরশি, রায়বাহাদুর সতীশচন্দ্র চৌধুরী ব্যাঙ্কার ও জমিদার, ম্যানেজিং ডিরেক্টার বেঙ্গল্লী কটন মিল, রায়-বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বসু বি, ই, অবসরপ্রাপ্ত সার্ভেয়ার জেনারেল অফিসের কর্মচারী, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার জমিদার লোহাগড় ; শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র ব্যাঙ্কার, জমিদার ও কোলিয়ারী সত্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জমিদার, শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা জমিদার মাগুরা, শ্রীযুক্ত অধিনীকুমার সর্দ্দার জমিদার, শ্রীযুক্ত হরিনাথ মল্লিক, প্রেসিডেন্সী শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস অধিকারী ভক্তিরঞ্জন, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বানার্জ্জী দিল্লী, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বানার্জ্জী, শ্রীযুক্ত অতীন্দ্র নাথ বানার্জ্জী, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জী, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি এল, শ্রীযুক্ত হরিপদ বিশ্বাস এম, এ, বি, এল, পুলিশ বিভাগের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী ব্যবহারাজীব বরিশাল, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ কন্ট্রাক্টর, শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায়, শ্রীযুক্ত ঘনোদানন্দন ভাগবতভূষণ, শ্রীযুক্ত সর্ব্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাধা-গোপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রমথকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার সেন ইত্যাদি ইত্যাদি সহস্র সহস্র।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার অধিবেশন-বিবরণী (৪৪৩ গৌরাব্দ)

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব মহামহোৎসবের দ্বিতীয় দিবস ১ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৩, ১২ চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৫, ২৬শে মার্চ্চ খৃষ্টাব্দ ১৯২৯, মঙ্গলবার শ্রীশ্রীগৌরকিশোরজননী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগ-পীঠস্থ শ্রীনাটমন্দিরে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার পঞ্চত্রিংশদ্বার্ষিক অধিবেশন হয়।

সকল অনর্থনিবর্ত্তক কার্য্যে অগ্রণী পরম ভাগবত বরি-শালনিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার গুপ্ত মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, অদ্যকার সভার সুযোগ্যতম সভাপতির আসন ও বিষ্ণু-পাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক সমলঙ্কৃত করিলে সর্ব্বসাধা-রণের বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহের বিষয় হয়। শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু আরও বলেন, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, বহু বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত মিশিয়াছেন, কিন্তু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ন্যায় এরূপ নিরপেক্ষ সত্যের একনিষ্ঠ প্রতিপালক আর দ্বিতীয় কাহাকেও দেখেন নাই। বর্ত্তমান যুগে তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য পুরুষ ভারতে ত' নাই-ই, পৃথিবীর অন্যত্র কোথায়ও আছে বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। অতএব পরমহংস গোস্বামী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক এই সভার সভা-পতির পদ গ্রহণ করুন, ইহাই তাঁহার বিনীত প্রার্থনা। শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু এই সভাপতি-নির্ব্বাচন-বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিলে সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ সুদর্শনবাচস্পতি মহাশয় পরম ভক্তিভরে সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশানুসারে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ মহোদয় একটী উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। সঙ্গীত-কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয় বিগত বৎসরের শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীযদুনাথচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় কার্য্যনির্ব্বাহিকা সভার সম্পাদকীয় সঙ্ঘ হইতে প্রস্তাব করেন যে, দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্, এ প্রাজ্ঞ মহোদয়কে সাধারণ সভার অন্যতম সম্পাদক-পদে বরণ করা হউক। সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ ঘোষ বি, এ মহাশয় প্রাজ্ঞ কুমার বাহাদুরের সততা ও যোগ্যতার প্রশংসা করিয়া এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

অতঃপর নিম্নলিখিত সর্ব্বসম্মতি মহাশয়গণকে শ্রীধাম-

প্রচারিণী সভার কার্য্যকরী সমিতির সভ্যপদে মনোনীত করা হয়। শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিরত্নাকর মহাশয়ের প্রস্তাবে ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের সমর্থনে (১) অনারেবল রাজা কুশলপাল সিং মিনিষ্টার ফর্ এডুকেশন, (ইউ, পি) মহাশয়, শ্রীপাদ ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের সমর্থনে (২) অনারেবল মেজর কুমার মহীন্দ্রজিৎ কুমার সিং মিনিষ্টার ফর্ এগ্রিকাল্‌চার ইউ পি, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ ভক্তি নারায়ণ গোস্বামী প্রভুর সমর্থনে (৩) মিষ্টার মদনগোপাল সরধানা এক্‌জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনীয়ার সীতাপুর, পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ মহোদয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু বি, এ মহাশয়ের সমর্থনে (৪) বিডনোর-প্রবাসী ঠাকুর সাহেব শ্রীযুক্ত টিকম্ সিংহ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের সমর্থনে (৫) ঠাকুর শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন সিংহ জমীদার মহাশয়, শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের সমর্থনে (৬) শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ ব্যানার্জ্জী গোপালনগর, শ্রীপাদ বন মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার ঘোষ বি, এ মহাশয়ের সমর্থনে (৭) শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র হালদার বাসুয়াটী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে (৮) শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ রায় রমানাথপুর, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে (৯) মিষ্টার বে, এম, বোস, সেসন জজ, উনাও, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার গুপ্ত ডি, এল, পি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারবিৎ শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে (১০) রায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুর জমীদার চৌধরনী মহাশয়, পণ্ডিত শ্রীঅনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি,এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সমর্থনে (১১) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র বসু কলিকাতা, শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ রাধা-চরণ গোস্বামী মহাশয়ের সমর্থনে (১২) শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী জমিদার ভোলা, শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় ভক্তিরত্নাকর মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে (১৩) মৈমনসিংহ সিটী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল মহাশয়, শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজের সমর্থনে (১৪) শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য জমীদার মহাশয়, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহা-রাজের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের সমর্থনে (১৫) শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মার্চ্চেণ্ট মহাশয় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার কার্য্যকরী সমিতির সভ্যপদে বৃত হইলেন।

অতঃপর নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয় সেবানুষ্ঠাতৃগণকে ভক্তি-সূচক উপাধিতে বিভূষিত করা হয়। কলিকাতানিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অনাবন্ধু দাস অধিকারী মহাশয় **'শ্রেষ্ঠ্যার্য্য'** ও **'ভক্তিরঞ্জন'** উপাধিতে বিভূষিত হন। কলিকাতাপ্রবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়কে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা হইতে **'ভক্তিবিজয়'** উপাধি প্রদত্ত হয়। আসামপ্রদেশে শুদ্ধহরিকথা-প্রচারকারী সেবোৎসাহী শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস অধিকারী বি, এল্, বি, টি, মহোদয়কে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা **'সেবাতীর্থ'** এই ভক্তি আখ্যায় আখ্যাত করেন এবং শ্রীমায়াপুর পরিক্রমা-পীঠের অধ্যাপক ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরদাস বাবাজীকে **'উপদেশক'** উপাধি প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

অর্থোঽনর্থাপগমো ন বৈ স পরমং যাবৎ প্রয়ত্নে বয়ং
যুক্তা চেৎ পরমার্থসাধনবিধৌ যুক্তো ভবেন্নিত্যশঃ।
তত্তৎ গুহ্যবিধং ফুটং সমর্পিতজনৌকে মহান্ যঃ সুধীঃ
শ্রীগৌড়ীয় মঠস্য নির্ম্মিতিকৃতাবর্ষব্যয়ং সাধয়ন্ ॥ ১ ॥
শ্রীমদ্ভক্তি সুধাপ্রয়ং ভুবি জগদ্বন্ধুং যথার্থাভিধম্।
ধীরং দক্ষমহোদয়ং কুশলিনং বিষ্ণুপ্রিয়ং সজ্জনম্ ॥
কৃষ্ণানন্দময়স্য তস্য নরবরঃ **শ্রেষ্ঠ্যার্য্য** ইত্যাখ্যয়া
সানন্দং সহ **ভক্তিরঞ্জন** ইতি খ্যাতা শিবং বাঞ্ছতি ॥২॥

১ বিষ্ণু
৪৪৩ গৌরাব্দ

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমাধ্বগৌড়েশ্বরো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টস্থাপকো যঃ প্রভুঃ কৃতৌ
শ্রীচৈতন্যমঠস্য সেবনব্রতে সার্থব্যয়ীকৃতঃ।
নমস্তস্মৈ ভক্তিবিনোদসংজ্ঞা ভক্তিঃ সদা বর্ধতে
যেন শ্রীগুরুগৌরচন্দ্রচরণে কল্যাণসঙ্ঘধনী ॥ ১ ॥
নমস্তস্মৈ পরার্থায় তস্মৈ দদাতি সাধনম্
উপাদেয়ং তদ্ভক্তিবিজয় ইতি বিশ্রুতম্ ॥ ২ ॥

১ বিষ্ণু
৪৪৩ গৌরাব্দ

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমাধ্বগৌড়েশ্বরো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

অসোমাধ্বপ্রদেশে নিখিল জনগতে বিষ্ণুধর্ম্মস্য বার্ত্তা-
প্রখ্যাতার্থানুকূল্যং কলয়তি পরমং শ্রদ্ধয়া সর্ব্বদা যঃ।
পুণ্যৈঃ কৃত্যৈস্তথান্যৈঃ সুখয়তি বিবিধৈঃ সজ্জনান্ বিষ্ণুভক্তান্
বীরো বাদ্যাধিকারী হরিগুরুপদবিত্তঃ শ্রীনিবাসশ্চ নাম্না ॥১॥
তস্মৈ সেবাবিধি বিজ্ঞায় দাতুং বিমলাত্মনে।
উপাধিরপি সংপ্রীত্যা সেবাতীর্থ ইতি শ্রুতঃ ॥ ২ ॥

১ বিষ্ণু
৪৪৩ গৌরাব্দ

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীমাধ্বগৌড়েশ্বরো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম

শ্রীমাধ্বগৌড়পূর্ণপ্রজ্ঞসংস্থাপিতেঽস্মিন্ পদ-
বিদ্যাপীঠবরে মহামতিবরং শ্রীগৌরবাণীশ্রিতঃ।
নানাশাস্ত্রবিশারদঃ পরময়া ভক্ত্যা যুতঃ সন্ততং
শিষ্যাধ্যাপনসৎকৃতৌ নিপুণতাং প্রাপ্যাপদদ্বন্দ্বং সুধীঃ ॥১॥
তস্মৈ প্রদীয়তে ব্যাকরণতীর্থায় সাদরম্।
উপদেশক ইত্যেবরূপাবিভূষণং মহৎ। ২ ॥

১ বিষ্ণু
৪৪৩ গৌরাব্দ

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
সভাপতিঃ

অনন্তর শ্রীসভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয় সেবাগ্রহীতৃগণকে তাঁহাদের সেবার উপলব্ধি এবং গুণাবলী প্রশংসামুখে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বাগ্মিপ্রবর বিদগ্ধিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণ-বিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অপ্রাকৃত সেবাচেষ্টার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন,—

এই শুভ বাসরে যাঁ'র কথা বলিবার জন্য দাঁড়িয়েছি তাঁর যোগ্যতা বর্ণন করা আমার ন্যায় সেবাবিমুখ জনের পক্ষে অসম্ভব। তবে যদি শুদ্ধা সরস্বতী স্বয়ং কৃপা করেন, তবেই আচার্য্যত্রিক প্রভুর কিছু কথা বর্ণন করতে এবং তদ্দ্বারা জীবনকে সার্থকতামণ্ডিত করতে পারি। আচার্য্যত্রিক প্রভু গৌরপ্রিয়তম প্রভুপাদের প্রিয়তম। তিনি বৈষ্ণব-শিরোমণি—আমার শিক্ষাগুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ—শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টস্থাপক গৌরজনের শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূলস্তম্ভ। তিনি বিবিক্তানন্দী গুরুদেবকে জগতের সম্মুখে প্রকাশ ক'রে জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান করেছেন। যে বৈকুণ্ঠবাণীতে—যে শ্রীচৈতন্যবাণীতে আজ সমগ্র জগৎ মুখরিত হ'তে চলেছে, শ্রীশ্রীআচার্য্যত্রিক প্রভু তাহার মূল। তাঁ'র কৃপা ব্যতীত কেহ জগতের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা লাভ ক'রতে পারে না, আর গৌরপ্রিয়তম প্রভুপাদের কৃপা না পাইলে গৌরকৃপাও লাভ করা যায় না। তাঁহার বৈরাগ্যের আদর্শ অতুলনীয়। তিনি মূর্ত্তবৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। তিনি অহৈতুক কৃপাসিন্ধু পতিতপাবন। তিনি আমাদের ন্যায় কত লোককে প্রতি মুহূর্ত্তে দুরত্যয়া দৈবী মায়ার হস্ত হ'তে উদ্ধার ক'রে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় নিত্য নিযুক্ত করেছেন। নিতান্ত অপরাধীও তাঁ'র কৃপায় অপরাধমুক্ত হ'য়ে আবার ভগবৎসেবার অধিকার পেয়েছেন। তাঁ'র মধুর স্নিগ্ধ স্বভাব, তাঁ'র সর্ব্বপরিচালনক্ষমতা সকলকে নিয়মন করবার অপূর্ব্ব কৌশল, তাঁ'র গুরুদেবতাত্মতা অতুলনীয়। আমরা তাঁ'র সুশীতল পাদপদ্মছায়ায় আশ্রয় না পেলে প্রতি মুহূর্ত্তে বিপথগামী হ'তাম।

অনন্তর শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ, আচার্য্য প্রভুর গুণকীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বলেন,—

আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, তৎসঙ্গে সঙ্গেই আর একটী শ্রীমূর্ত্তি আমাদের চিত্রপটে উদিত হইয়া থাকে। ইনি আচার্য্যত্রিক প্রভুর অকৃত্রিম অভিন্নাত্মা আচার্য্যবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, যাঁহাকে আমরা 'বাসুদেবদা' বলিয়া ডাকিয়া থাকি। আমরা বৈষ্ণব-ইতিহাসে ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের অকৃত্রিম নিত্যবন্ধুত্বের কথা শুনিয়াছিলাম, আর এখন প্রত্যক্ষ করিতেছি কৃষ্ণদা' ও বাসুদেবদা'র অকৃত্রিম গুরুগৌরাঙ্গ-সেবাময় চিত্তের সমগতি। গোলোকের গুরুগৌরাঙ্গ-সেবা যেন দুইটী মূর্ত্তিতে মূর্ত্ত হইয়া জগতের কল্যাণবিধানের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। একজন সেবা-বিগ্রহ, আর একজন সিদ্ধান্ত-বিগ্রহ; শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর এই দুইটী অঙ্গ। একটী হইতে আর একটীকে পৃথক্ করা যায় না। সিদ্ধান্ত জিনিষটা intellectualism নহে। সিদ্ধান্তই সেবা। যিনি ভক্তিসিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই সেবা জানেন। আর যিনি সেবানিপুণ, তিনিই সিদ্ধান্তবিৎ।

কৃষ্ণদা' ও বাসুদেবদা' যে কত বড়, তাহা আমরা বাহ্য চিন্তাস্রোতে অভিভূত থাকিলে বুঝিতে পারি না। তাঁহারা এই উত্তপ্ত সংসার-মরুতে যে কিরূপ শ্রীচৈতন্যসেবা-সিদ্ধান্তের সুশীতল মলয়সমীরণ প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহা শ্রীগৌড়ীয়চৈতন্য-প্রতিষ্ঠানের দ্বার ছাড়িয়া একটুকু বাহিরের 'মু' গায়ে লাগিলেই বেশ বোঝা যায়। গৌড়ীয় মঠের প্রণালিকা-পরিচারকারী একজন সেবকও কত বড়—যার সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোন বস্তুর তুলনা হয় না। গৌড়ীয় মঠের সাধারণ-সেবাপর একজন সেবকও কত বড় স্বাধীন—কত বড় বলীয়ান্—কত বড় পণ্ডিত—কতবড় বুদ্ধিমান্—কত বড় ত্যাগী—কত বড় মহাপ্রাণ! সর্ব্বোপরি সকল মহত্ত্বের মূল আদর্শরূপে কৃষ্ণদা' ও বাসুদেবদা'। আমরা দুই চারিজন, পরিবারবর্গসমষ্টিতে একটী ক্ষুদ্র সংসারের চিন্তা করিতে গিয়া হাঁপাইয়া পড়ি, ভুবৈক, কণ্ঠাগত হইয়া যাই, আর কৃষ্ণদা' বিরাট কৃষ্ণের সংসারভারসমগ্র আর কৃষ্ণকে লইয়াও কিরূপ নিশ্চিন্ত ভাব দীপ্ত অনুক্ষণ প্রদর্শন করিতেছেন। শুধু এতগুলি মঠ প্রতিষ্ঠান এবং তাঁহাদের অন্যান্য প্রকার সেবাকার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত নহেন, এই বিরাট কৃষ্ণের সংসারের সহিত যে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত সংসারের কার্য্যকলাপ, বিষয়কর্ম্ম, সুখদুঃখ, বিপদের আবেদন-অভিযোগের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত তিনি একা নিজস্কন্ধে বহিয়া লইয়া গুরুগৌরাঙ্গের অলৌকিক আদর্শ জগতের সমক্ষে স্থাপন করিয়াছেন। প্রভুপাদ সমগ্র বিশ্বভক্তিয়-এর সংসারটী পাতিয়াছেন ও পাতিতেছেন, সেই সংসারের সমস্ত লোকের রক্ষক, পালক, ব্যবস্থাপক—কৃষ্ণদা'। আজ সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যসরস্বতী কীর্ত্তন করিতেন না, যদি কৃষ্ণদা' না আসিতেন। আজ কলিপঙ্কের প্রধানস্থান কলিকাতায় কে বৈকুণ্ঠ অবতরণ করাইত, যদি কৃষ্ণদা' জগতে না আসিতেন? আজ যে গৌড়ীয় মঠের বার্ত্তা বিশ্ব ব্যাপিয়া প্রচারিত হইতে চলিয়াছে, সেই গৌড়ীয় মঠ আজ কে প্রকাশিত করিত, যদি অচিন্ত্যশক্তিধর কৃষ্ণদা' স্বয়ং জীবন্ত গৌড়ীয় মঠ হইয়াও গৌড়ীয়মঠরক্ষকরূপে জগতে প্রকাশিত না হইতেন? আজ কে শ্রেয়ার্থী ভক্তিরহিত জগদ্বন্ধুকে গৌড়ীয় মঠের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিত? আজ কে ভক্তি-মধুকর মদনমোহনকে শ্রীচৈতন্য মঠের সেবাকার্য্যে অনুপ্রাণিত করিত? আজ কে ভক্তিবিজয় শ্রীযুক্ত সখিচরণকে গুরু-গৌরাঙ্গসেবায় নিযুক্ত করিত? আজ কে আমার ন্যায় অসংখ্য সেবানভীজ্ঞ হৃদয়ে সেবোন্মুখতার অনুরোধন করিতে পারিত? আজ কে আমার ন্যায় পতিতকে, অপরাধীকে পাণ্ডিত্য ও অপরাধগর্ত্ত হইতে টানিয়া উঠাইত, যদি কৃষ্ণদা'র কৃপায় রক্ষিত হইতাম, আর তাঁহারই অভিন্নাত্মা বাসুদেবদা' জগতে না আসিতেন? কৃষ্ণদা' নামটী উচ্চারণ করিলেই যেন সেবাবিমুখতারূপ জড়তা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে সেবাকুসুম শুভ্র হাস্যলাস্যে ফুটিয়া উঠে। কৃষ্ণদা'র আবেশ পাইলে দুর্ব্বলের চিত্তেও শত হস্তীর বল ও শত অশ্বের গতিবেগ আপনি জাগিয়া উঠে। কৃষ্ণদা'র আদেশে তোপাগ্নির সম্মুখেও বুক পাতিয়া দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। এম-ই তাঁহার কৃপাবাপ্রীণতা। অনেকে মনে করিতে পারেন, কৃষ্ণদা'র আদেশ সকলে বিনা বিচারে পালন করুন বা না করুন, তাঁহাকে খুসী রাখাই কৃষ্ণদার অভীষ্ট সাধনে ব্যস্ত হন কেন, আর অনেকের পুনঃ পুনঃ চীৎকারও কার্য্যকারী হয় না কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কৃষ্ণদা'র অকপট স্নেহপ্রবণতা। ইহাতে ঈর্ষা না করিয়া আমাদের সেবাবিমুখতার জন্য অনুতাপ করাই উচিত। গুরুসেবাতায় কৃষ্ণদা', নিজের ভোগে কখনও কিছু লাগান

না। প্রভুপাদের সেবা করিবার ছল করিয়া তাহাতে নিজে কখনও ভাগ বসান না। তাঁহার অধীনে ছোটখাট সেবক এবং সকলেই তাঁহার বিশেষ অনুগত। কিন্তু তিনি তাহাদিগকেও কোনদিন গুরুগৌরাঙ্গের সেবা ছাড়া পৃথকভাবে নিজের সেবায় নিযুক্ত করেন নাই। তাঁহার গুরুগৌরাঙ্গ-সেবা ছাড়া মুহূর্ত্তের জন্য অন্য অপেক্ষা নাই। গুরুগৌরাঙ্গ-সেবারূপ তাপমান (temperature) মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহা হইতে হ্রাস হয় না। কুরুদা' শুধু প্রভুপাদের বিশ্বব্যাপী বিরাট সংসারের ও তাঁহার সহিত যে কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট অসংখ্য সংসারের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তিনি প্রভুপাদের ব্যক্তিগত সকল সেবা বিন্দুমাত্র অমনোযোগী না হইয়া সম্পূর্ণরূপে ও সুষ্ঠুভাবে করিয়া থাকেন। এত বড় গুরুসেবাময় শক্তিধর পুরুষ কোন যুগে কেহ দেখিয়াছেন কিনা, আমাদের জানা নাই। তাঁহারই অপর সংস্করণ বাসুদেবদা'।

বাসুদেবদা'র গুণের কথা স্বয়ং অনন্তদেবও বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। এই সকল চরিত্র ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তিগণের (Fanatics) সাক্ষাৎ চরিত্র প্রশংসাবাদ নহে। ইহা বাস্তব হইতেও বাস্তব। বাসুদেবদা'র দুরবগাহ চরিত্র আমার মত অনর্থগ্রস্ত লোক কিছুই বর্ণন করিতে পারে না। তবে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বাসুদেবদা'র সম্বন্ধে যেটুকু চারিটী কথা শুনিয়াছি, তাহাই বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে একদিন—একদিন, কেন, বহুদিন প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, সোদপুর দু' এক দিনের বাস, অতিথি আমার ডাইরিতে লিপিবদ্ধ আছে, কৃষ্ণেতর-বিষয়-গন্ধ-দুষ্কৃতি শূন্য তৎসঙ্গে কৃষ্ণবিষয়গন্ধলেশ-আরতি যদি তাহারও বিশেষভাবে থাকে, তাহা হইলে সেটী পরবিদ্যা-বধূর শ্রীবাসুদেব শ্রীদুঃখনিবর্ত্তন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আরও শুনিয়াছি,—আমাদের আমার কথা যেরূপ সম্পূর্ণ-ভাবে—আমি বলিতে চাই, ঠিক সেইরূপ পূর্ণভাবে বুঝিতে পারেন, এমন আর কেহই পারে নাই। শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আরও একটী কথা শুনিয়াছি, মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, তৎপরে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি কয়েক জন সঙ্গীত-বিদ্যায় অদ্বিতীয় হইয়াও বৈষ্ণবচূড়ামণি ছিলেন। কিন্তু তদুত্তরবর্ত্তিকালে অধিকাংশ সঙ্গীতনিপুণ ব্যক্তিই চরিত্রদুষ্ট, না হয় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণবাধক নানা প্রকার আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিকর অন্যাভিলাষ, জনকামিনী-প্রতিষ্ঠাদির তাণ্ডব নৃত্যই দেখা যাইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানযুগে একমাত্র অনন্ত বাসুদেব প্রভু সঙ্গীতবিদ্যায় পরম নিপুণ হইয়াও বৈষ্ণবরাজ সুপ্রতিষ্ঠিত। আর একটী কথা, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীবাসুদেবদা'র পাণ্ডিত্যের অলৌকিকতার কথা শ্রীচৈতন্য মঠে ও শ্রীগৌড়ীয় মঠে একাধিকবার শুনিয়াছি, আমরাও একথা জোর গলায় বলিতে পারি যে, এই বাসুদেব প্রভুর মত পরবিদ্যার অনুসরণকারী, গুণা পরবর্ত্তীর অনুগমনকারী জগতে আর দ্বিতীয় নাই। বহু বহু মহামহোপাধ্যায়, বহু বহু প্রাকৃত বিদ্যায়-বরপুত্রগণ, তাঁহার অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্যপ্রতিভার নিকট পরাস্ত ও ম্লান হইয়াছেন—ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। অদূর ভবিষ্যতে অনেকেই চোখ থাকিলে এই বাসুদেব বাণীর সত্যতা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। বাসুদেবদা'র নিকট কাহারও সিদ্ধান্তবিরোধী বাক্য বলিয়া পার পাইবার উপায় নাই। যে কোনপ্রকার সিদ্ধান্তবিরোধী বাক্য বা কার্য্য তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে ধরিয়া ফেলেন। বাসুদেবদা'র চরিত্রে আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তিনি যে সেবা করেন, তিনি তাঁহার সেই সেবার কখনও advertise করিয়া বেড়ান না। তিনি নীরবে, একান্তভাবে সহিষ্ণু হইয়া তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্যদেবের সেবা করিয়া যান। অল্পপ্রতিষ্ঠার কোন প্রকার কোনদিনই তাঁহার নিকট বিন্দুমাত্রও আস্ফালন দেখাইতে পারে না। মায়ার কোন কার্য্য কোনদিনই এই নিত্যমুক্ত পুরুষপ্রবরের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে না। আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বাসুদেবদা' আমাদের অনেকের বিভিন্ন প্রকার দুঃস্বপ্ন বলাইয়া দিয়া থাকেন এবং স্বপ্নচ্ছলে তিনি আমাদের সেই অনর্থগুলি এরূপভাবে চিত্রিত করেন, যে, চক্ষুমিয়া কেমন আমাদের সেগুলি মূর্ত্তিমানরূপে দেখিতে পাই। বাসুদেবদার ঐরূপ স্নায়ুর এত করুণা; স্নেহময়ী শিক্ষা ও মঙ্গলোপদেশ বিদ্যমান রহিয়াছে যে, তাঁহা প্রকাশ করিলে আমরা অচিরেই অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারি। যাহারা বাসুদেবদা'র ঐরূপ স্নেহময় শিক্ষাদান ও শাসন-প্রণালীকে 'হিংসা' মনে করেন, তাঁহারা চিরতরে শ্রীমন্মহা-

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৭ম বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৩০শে চৈত্র, ১৩৩৫, ১৩ই এপ্রিল, ১৯২৯ | ৩৪শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

সেদিন কলিকাতায় 'হিন্দুসমাজ-সম্মেলনে' ও রঙ্গপুরে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে'র অধিবেশন-উপলক্ষে গণসমষ্টির মধ্যে নানাপ্রকার আন্দোলন, মতবাদ ও মতভেদের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কাণ্ড হইয়া গেল। হিন্দুসমাজ-সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন, কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, আর রঙ্গপুরের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন, বাঙ্গালার বর্ত্তমান তরুণ সমাজের নেতা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু। হিন্দুসমাজ-সম্মেলনের আর একটী প্রতিযোগী সম্মেলনও হইয়াছিল অন্যত্র, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের নেতৃত্বে। অনেকে মঃ মঃ তর্করত্ন মহাশয়ের প্রতিযোগী অধিবেশনটীকে তদ্বিপতি-শ্যালকের গৃহবিবাদ বহুত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, কথা কি ঠিক?

হিন্দু-সমাজ-সম্মেলন বা বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন যে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য লইয়া গণসমষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, সেইরূপ কোন উদ্দেশ্যের আনুকূল্য করা বা উহার কোনপ্রকার প্রতিকূলাচরণ করা আমাদের বিন্দুমাত্রও উদ্দেশ্য নহে। তবে বাঙ্গালার—বাঙ্গালার কেন, সমগ্র বিশ্বের যে মঙ্গলময় সমাজ-ব্যবস্থা—যাহা বিশ্বম্ভর শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই সমাজ-ব্যবস্থার বিকৃত ধারণা বর্ত্তমান সমাজের যতমুখ্যবিধাতার আসন পরিগ্রহকারিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া যেরূপ বিকৃতভাবে গ্রহণ বা অনুকরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের কিছু বলিবার অবসর আছে, আমরা মনে করি।

গৌড়ীয়ের আবরণীর উপরে একটী প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে যে, "গৌড়ীয়" সমাজ-বর্ণাশ্রমাদির নিরপেক্ষ পরিদর্শক। সেই সূত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা লইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট এবিষয়ে গৌড়ীয়ের কিছু নৈবেদ্য পরিবেশন করিবার অধিকার আছে। দ্বিতীয়তঃ "গৌড়ীয়" কেবল নিরপেক্ষ পরিদর্শক মাত্র নহেন। "গৌড়ীয়" ভুবনমঙ্গলময় সনাতন সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠাপক; সেইদিক হইতেও বর্ত্তমান বিভিন্ন সামাজিকগণের বিভিন্নপ্রকার বিবদমান মতবাদের সমালোচনা করিয়া বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত সনাতন সমাজের আদর্শ উপস্থিত করিবার আকাঙ্ক্ষা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি "গৌড়ীয়" অবহেলা করিতে পারিতেছেন না।

"হিন্দু-সমাজ-সম্মেলন" এবং তাহার প্রতিযোগী মঃ মঃ তর্করত্ন মহাশয়ের "সনাতন হিন্দুসমাজ সম্মেলন" নাম দিয়া কুতর্ক-পিপাসার বহ্নি ইন্ধনযুক্ত করিবার চেষ্টা কিম্বা "বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন" ততটা অপ্রাকৃত ঐহিক উদ্দেশ্যনির্ম্মুক্ত, তাহা সুধীসমাজের বিচার্য্য। তবে নিরপেক্ষ সুধীগণ একটুকু সুস্থচিত্তে বিচার করিলে উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, হিন্দুসমাজের পরমনিয়ন্তা শ্রীবিশ্বম্ভর বা

ভারতের সনাতন সমাজের ইতিহাস শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবত যে সমাজ-ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন, তাহাতে কোনপ্রকার ঐহিক অনাদর উদ্দেশ্য নাই। আবার বর্ত্তমান বিপ্লবময়, বিকৃতমান সমস্যাময়, বিকৃত ধারণাময় ভীষণ যুগে "গৌড়ীয়" যে বিশ্বমঙ্গল-সমাজ-বিধানের বার্ত্তা আজ "হিন্দু-সমাজ-সম্মেলন" বা "বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের" নবীন মতবাদ সমূহ প্রকাশেরও বহুপূর্ব্ব হইতে ঘোষণা করিতেছেন তাহাও সম্পূর্ণ অনাদর ঐহিক-উদ্দেশ্য-নিষ্কুক।

সেদিন হিন্দুসমাজ-সম্মেলনের সভাপতি মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় উক্ত সম্মেলনের সভাপতির পদত্যাগের কারণ দর্শাইয়া অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে,—

"বাঙ্গালার হিন্দু-মাত্রেরই ব্রাহ্মণ হইবার অধিকার আছে, এইরূপ যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে সমাগত প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে অধিকাংশই এই প্রস্তাবের আনুকূল্য করিয়াছেন। সভাতে এই প্রস্তাব লইয়া যেরূপ গণ্ডগোল হইয়াছিল এবং এই প্রস্তাবের বিরোধকারিগণ যে সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে অধিক সংখ্যক প্রতিনিধিগণ যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। ময়মনসিংহ হিন্দু-মহাসভার সভাপতিরূপে আমি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছি এবং তাহার পর হইতে হিন্দুসমাজ সংস্কারের জন্য আমি যে আন্দোলন করিতেছি, তাহাতে সকলেই জানেন যে, **আমি উপবীত ও নামমাত্রের উপর যে ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠিত, ব্রাহ্মণোচিত গুণ বা কর্ম্মের সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ ব্রাহ্মণ্য হিন্দু-সমাজের অনিষ্টকারক,** ইহা বলিয়াছি। **ঐ ব্রাহ্মণ্য যাহাতে শাস্ত্রানুসারে গুণ ও কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই আমার উদ্দেশ্য।** 'হিন্দু সমাজ-সম্মেলনে' যে প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য কেবল সূত্র ও ব্রাহ্মণ এই নামগত ব্রাহ্মণ্য জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল হিন্দুরই হউক। আমি এই সভার সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছি, তাহাতেও স্পষ্টভাবে আমি বলিয়াছি যে, **গুণ কর্ম্মগত বর্ণাশ্রম আমার অভিপ্রেত।** হিন্দুসমাজে জন্মগত স্থাপন হওয়া উচিত। আমার এই **সর্ব্বজনবিগর্হিত** অভিমতের বিরুদ্ধ প্রস্তাব যে সমাজ সম্মেলনে অঙ্গীকৃত হইবে, তাহার নেতৃত্ব আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। এই কারণে আমি হিন্দুসমাজ সম্মেলনের সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিতেছি।"

মঃ মঃ প্রমথ নাথ তর্কভূষণ মহাশয় উপরে 'হিন্দু সমাজ সম্মেলনে'র অভিমতের বিরুদ্ধে যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সমীচীন। গুণকর্ম্ম বা বৃত্তবিচারে ব্রাহ্মণতার কথাই মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি সমস্ত সমাজ ধর্ম্মের সুপ্রাচীন ইতিহাস সমূহ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। "যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প যুক্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ। যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ। (মঃ ভাঃ শান্তি পঃ ১৮০।২৬) —হে সর্প, যাঁহার ব্রাহ্মণ স্বভাব দেখা যাইবে, তিনিই 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া কথিত। ব্রাহ্মণস্বভাব না থাকিলে তিনি 'শূদ্র'। "ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্। সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে। বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি।" (মঃ ভাঃ অনুঃ শাঃ ১৪৩।৫০, ৫১)—জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি,—কোনটীই দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই একমাত্র কারণ। বৃত্তে অর্থাৎ বর্ণাভিব্যঞ্জক স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। "এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ। শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।" (মঃ ভাঃ অনুশাঃ ১৪৩।৫৬) —হে দেবি, নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও এই সকল কর্ম্মফল দ্বারা আগমসম্পন্ন অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যের বিধানানুসারে রক্ষিত হইয়া দ্বিজত্ব সংস্কার লাভ করেন। কিংবা শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্যানুসারে—"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ"—যদি শৌক্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যত্রও ব্রাহ্মণে অর্থাৎ যাহার ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা নাই, এরূপ ব্যক্তিতে শমাদি-গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে শৌক্রজাতি নির্দ্দিষ্ট বাধ্য না করিয়া লক্ষণ-দ্বারা তাহার বর্ণ নিরূপণ করিবে, অন্যথা প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইতে হইবে।—প্রকৃতি অনাদি এবং উপনিষদোক্ত গৌত্রায়ণ, ছান্দোগ্যোক্ত গৌতম, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নাভাগ, দিষ্টপুত্র, ধৃষ্টবন্ধ, সুচেতা, ঋষভদেবের শতপুত্রের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণত্বে ও বর্ণান্তর

শারম্বহংস্যাবস্থানের কথা বস্তুগত বর্ণবিচারেই যে সনাতন সমাজের সনাতনী রীতি, ইহাই নিঃসংশয়িত ও সুদৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছে। "শ্রীসজ্জনতোষণী" "গৌড়ীয়" একবাক্যে বর্তমান সমাজ সম্মেলন সমূহের প্রচারের বহু বহু পূর্ব হইতে তারস্বরে ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। এই সকল কথারই বিকৃত আনুকরণিক প্রতিধ্বনি আজ বিভিন্ন সমাজ-সম্মেলনের মেগাফোনে (megaphone) ধ্বনিত হওয়ার গণসমষ্টির কর্ণে ও সংবাদ পত্রের স্তম্ভে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

কোন কোন সংবাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন যে, হিন্দুসমাজ সম্মেলনের সভাপতি প্রভৃতির মত গৌড়ীয় মঠের প্রচারিত মতেরই দ্বিতীয় সংস্করণ। আবার কেহ কেহ বলেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন, নিখিল-বঙ্গ-শিক্ষক সম্মেলন প্রভৃতিরও কতিপয় মত গৌড়ীয়মঠানুকরণ। এ বিষয়ে যাঁহারা নিরপেক্ষভাবে তলাইয়া দেখিবার সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, কোন পরমোপাদেয় বস্তুর বিকৃত প্রতিফলন, বিকৃত অনুকরণ সেই বস্তুবিশেষের অপর সংস্করণ বিশেষ বলিয়া ভ্রান্ত প্রতীতিতে আপাততঃ মনে হইলেও বস্তুগত ও উদ্দেশ্যগত বিধ ও প্রতিবিধে, বস্তুতে ও বস্তুর অনুকরণে সর্ব্বথা ভেদ রহিয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ সমাজ-সংস্কারক বলিয়া দাবী করেন না বা 'সমাজ সংস্কার কার্য্য সনাতনী রীতির অনুসরণ ও ভুবনমঙ্গলকর'—একথাও স্বীকার করেন না। গৌড়ীয় মঠ বিশ্বে সনাতন সমাজ পুনঃসংস্থাপক। যেখানে সংস্কার কার্য্য, সেখানেই মানুষের কৃত্রিমহস্তস্পর্শে সমাজ দেহ কলঙ্কিত। সনাতন-সমাজ-সৌধ যে অতিমর্ত্য শিল্পী রচনা করিয়াছেন, সেই সৌধে কোন প্রকার নূতন উপকরণ সংযোগ বা তাহা হইতে কিছু বিয়োগ করিতে গেলেই তাহা কৃত্রিম হইয়া পড়িবে। যে উপকরণের সাহায্যে মহাবিশ্বশিল্পীরা সনাতন সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই উপকরণ মর্ত্যরাজ্যে পাওয়া যায় না। তবে যদি সেই মহাবিশ্বশিল্পীরই অন্তরঙ্গ প্রতিনিধি সেই অতিমর্ত্য রাজ্য হইতে আগমন করিয়া লুপ্ত-সৌধের পুনরায় আবিষ্কার করেন—পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইলেই ভুবনমঙ্গল-কার্য্য সাধিত হইতে পারে নতুবা "সমাজ সংস্কারের" নামে ব্যষ্টি বা সমষ্টির "নিজের হাঁড়ে ঝোল" নীতি অনুসরণী রূপে প্রবিষ্ট হইয়া ভুবনমঙ্গলকে নিমজ্জন করে।

ঐরূপ সমাজসংস্কারকগণ অধিকাংশ সময়েই কোন অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হন। অনেক মনীষী বলেন যে, বর্ত্তমান সকল সমাজ সংস্কার কার্য্যগুলিরই মূলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কোন না কোন প্রকারে লুক্কায়িত রহিয়াছে। গৌড়ীয় মঠ সনাতন সমাজের পুনঃসংস্থাপক বলিয়া ঐ সকল কোন নবীন উদ্দেশ্যের আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্যকারী নহেন। গৌড়ীয়মঠের ইচ্ছা, বিশ্বে পূর্ণ আস্তিকসমাজ বা বিষ্ণুভক্তের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হউক। যে সমাজের কার্য্য হইবে, অনুক্ষণ অন্যাভিলাষরহিত হইয়া একমাত্র কৃষ্ণানুসন্ধান। কৃষ্ণ স্বরাট্ পুরুষ, তিনি Spiritual Despot অর্থাৎ নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়; তাঁহার ইচ্ছার পূর্ণ পরিতৃপ্তি করাই এই সমাজের উদ্দেশ্য। মানুষের বা জীবের ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, ঐহিক নশ্বর স্বাধীনতার নামে পরাধীনতা, সাম্যের নামে বিদ্রোহ, মৈত্রীর নামে প্রচ্ছন্ন শত্রুতা এই সমাজে কোন স্থান পাইবে না। এই বাস্তব সনাতন সমাজের সহস্র বিকৃত অনুকরণ হইতে হইয়াছে ও হইবে, কিন্তু তাহা কখনও সেই বস্তুর দ্বিতীয় সংস্করণ বা অনুসরণ নহে।

গৌড়ীয়-মঠের মূলমন্ত্র,—"অসৎসঙ্গ ত্যাগ"। যে সকল সমাজের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অসৎসঙ্গ, কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গ-বরণ বা উহাদের বর্দ্ধিত প্রতিযোগিতা, সেইরূপ কোন অবান্তর উদ্দেশ্যযুক্ত সমাজসংস্কারের প্রতি গৌড়ীয়-মঠের কোনপ্রকার অনুমোদন থাকিতে পারে না। গৌড়ীয়-মঠ বলেন,—সর্ব্বাগ্রে অসৎসঙ্গ ত্যাগ কর, সৎ ও অসতে সমন্বয় করিবার চেষ্টারূপ অসৎসঙ্গের মূল অন্তর্নিহিতা প্রবলা স্পৃহা দূরে নিক্ষেপ কর, কৃষ্ণাভক্ত ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ পরিত্যাগ কর। যে সমাজ আপাত শান্তি-সমন্বয়ের নামে, হিন্দুত্ব রক্ষার নামে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনের নামে বা উহার বিরোধাচরণের আদর্শে কেবল কৃষ্ণে অভক্তি, যোষিৎ-সঙ্গে আসক্তির অনাদিকালপ্রদর্শিত অগ্রিমুণ্ডের ইন্ধন সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত, সেরূপ সমাজ অপজ্ঞানকর।

সেদিনকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে এইরূপ একটী অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে,—

"জনগণের আরব্ধ কার্য্য সমাধা করিবার জন্য অর্থাৎ সাম্যবাদের ভিত্তির উপর হিন্দুসমাজকে গঠন করিবার

উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের আবির্ভাব। সাম্যবাদপনের প্রচেষ্টা এখনও সফল হয় নাই। ইহা সফল করিতে হইলে তিন দিক দিয়া কার্য্য করা সম্ভব।

১। জাতিভেদ একেবারে তুলিয়া দাও। বৈষ্ণব ও ব্রাহ্ম আন্দোলন মোটের উপর এই চেষ্টাই করিয়াছে।

২। সব বর্ণকে শূদ্রে পরিণত করা।

৩। সব বর্ণকে ব্রাহ্মণ করা।"

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে যে সকল ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে, তাহা মনে হয়, বাগ্মিতা ও সংশ্লিষ্ট সাময়িক উত্তেজনার আবরণে ঢাকা পড়িয়া থাকায় অনেকেই ধরিতে পারেন নাই। রঘুনন্দনের সাম্যবাদ বর্ত্তমান চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের আরব্ধকার্য্য হইলেও তাহা বিশ্বম্ভরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বমঙ্গলময় সাম্যবাদের অন্তরমুখী কার্য্য নহে। তবে ঐরূপ চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের যে নান্দী বাঙ্গালার সমাজ-সংস্কারের ধূয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণবসমাজ পুনঃ-সংস্থাপন-কার্য্যে বাতিরেকভাবে বীজ পুষ্টি করিয়াছিল।

রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের পূর্ব্বেই শ্রীলসনাতনের হরিভক্তিবিলাস সনাতন সমাজের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাহাই প্রকৃত বিশ্ব সাম্যবাদের একমাত্র বার্ত্তা।

ব্রাহ্ম আন্দোলন প্রভৃতি রঘুনন্দনের আপাত বা 'লোক দেখান' বিরোধী হইয়াও তাঁহারই চিজ্জড়সমন্বয়বাদের আরব্ধযজ্ঞের আহুতিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু বৈষ্ণব-সমাজ রঘুনন্দনের বাল্যলীলারও বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া চিজ্জড়-সমন্বয় বা সবসংসমন্বয়রূপ অস্বাভাবিকী চেষ্টাকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া মহা উদার প্রকৃত সাম্যবাদের উপর সমাজ-সংস্থাপনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

যোবিৎসঙ্গ জাতিসংরক্ষণে বদ্ধপরিকর রঘুনন্দনের আপাতবিরোধী ব্রাহ্ম-আন্দোলন "জাতিভেদ একেবারে তুলিয়া দাও" এইরূপ মনগড়া মতবাদ প্রচার করিলেও সনাতন বৈষ্ণবসমাজ ঐরূপ কোন সমাজ-মঙ্গলময় অস্বাভাবিক বিদ্রোহ উপস্থিত করেন নাই। বৈষ্ণবগণ চিরকালই চিরন্তনী, সনাতনী, পুরাতনী প্রণালী স্বীকার করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণের বিচার—বৃত্তগত বিচার, যোবিৎসঙ্গ বিচার নহে। বৈষ্ণবগণ বলিয়াছেন, বহির্ম্মুখ সমাজে জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া সকলের গলায় উপবীত পরাইয়া দিলে জগজ্জঞ্জাল মাত্র উপস্থিত হইবে। যাঁহারা একমাত্র ব্রাহ্মণ্যদেব কৃষ্ণের সেবায় অগ্রসর হইবেন, আচার্য্য তাঁহাদেরই অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণপ্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে অসৎ অর্থাৎ বহির্ম্মুখ সঙ্গ হইতে দূরে রাখিবার জন্য এবং তাঁহাদিগকে বেদ পাঠ বা আচার্য্যত্বে অধিকার প্রদান করিবার জন্য—

"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্য জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংকৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥"

সকল বর্ণকে ব্রাহ্মণ করা কার্য্যটী কাষ্ঠের বহ্নিরূপের আকারের ন্যায় মাত্র হইলে তদ্দ্বারা জগতের কি উপকার সাধিত হইবে? যদি কেহ সকলকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রচার করেন, আর সেই সকল নামমাত্র ক্ষত্রিয়গণকে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান করিয়া দেওয়া যায়, কিন্তু কার্য্যকালে যদি কেহই যুদ্ধবিদ্যা না জানেন, তাহা হইলে ঐরূপ নাম মাত্র ক্ষত্রিয় শত্রুকে ঘরে ডাকিয়া শত্রুর পায়ে আত্মাঞ্জলি প্রদান ছাড়া আর কি অধিক কার্য্য করিতে পারেন? যেরূপ ব্রাহ্মণব্রুব-সমূহ সমাজে জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছেন, সেইরূপ সকল বর্ণকে বা হিন্দুমাত্রকে ব্রাহ্মণ সাজাইলে উহারই দ্বিতীয় অভিনয়ের সম্প্রদায় হইবে মাত্র।

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥"
"যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥"

বৃত্তগতবর্ণ বিচারই সনাতন শাস্ত্রের মত। জগতে বৃত্তগত ব্রাহ্মণতা প্রতিষ্ঠিত হইলেই বিশ্বসমাজের মঙ্গল হইবে। ভগবদ্দীক্ষার দাক্ষিণ্যব্যতীতই পারমার্থিক 'ব্রাহ্মণ' —ইহাই সনাতন শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সমাজশুভানুধ্যায়িগণ এই সকল কথা পর্য্যালোচনা করুন। হিন্দুসমাজসম্মেলন, ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন প্রভৃতির প্রস্তাবের ন্যায় 'একেবারে জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া সকলকে ব্রাহ্মণ করিয়া দাও' এইরূপ প্রস্তাব যেরূপ জগজ্জঞ্জালকর, আবার মঃ মঃ তর্করত্ন মহাশয়ের সনাতন-শাস্ত্রবিরোধী কেবল যোবিৎসঙ্গনিষ্ঠ বর্ণবিচার এবং "অন্তঃশুক্লো বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ" নীতি অনুসরণকারী, তর্করত্নীয় শ্রীচৈতন্যবিরোধী কর্ম্মজড়পন্থার

বহুমাননকারী তর্কবাগীশ-শিষ্য "বুঝিয়াও বুঝিব না"—প্রতিজ্ঞাকারী, বৈষ্ণবাগ্রগণ্যবংশধরনামধারী রঘুনন্দনের বংশের প্রমুখ ব্যক্তিগণ, 'জন্ম' বলিতে যে অন্তরচ্ছিদ্রাত যোষিৎসঙ্গজ জন্মই বুঝিতে চাহেন এবং তদ্দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত ও 'ভক্তোকরক্ষক' শ্রীধরস্বামিপাদের অনুমোদিত সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্মের কথা অবহেলা করিয়া বৃত্তগতবিচার অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমন্মহাভারতের বিচারের বিরোধ করেন, তদ্দ্বারা তদ্রূপ জগজ্জঞ্জাল ও সমাজবিপ্লব উপস্থিত হয়। যোষিৎসঙ্গনিষ্ঠ বিচারে বহুকাল অভ্যস্ত সমাজের সম্মুখে সমুপস্থিত সনাতন শাস্ত্রের অতি পুরাতন বৃত্তগত বিচারকে নূতন অতিথি বা আগন্তুক বলিয়া মনে হইলেও তাঁহার সৎকার ও সেবা করিলেই এই দুর্দ্দিনে আমাদের ধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারিবে নতুবা এই ভীষণ বিদ্যমান সমস্যা ও বিপ্লবময় যুগে অন্য কোন প্রকারেই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার উপায় নাই।

গত ৩০শে মার্চ্চ বাঙ্গালীতে সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে "নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলন" হইয়া গিয়াছে, তাহাতে উক্ত সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্, এ, পি এইচ, ডি, পি, আর এস, মহাশয় যে একটী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই,—

"আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, যে কুলেই আমরা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি না কেন, আমাদের ব্রত এবং বৃত্তি ব্রাহ্মণের; সুতরাং আমরা ব্রাহ্মণ। আদর্শ সমাজে সেবা আমাদের ধর্ম্ম; সরস্বতীর আরাধনাই আমাদের একমাত্র তপস্যা।"

উক্ত সম্মিলনের সাহিত্যশাখার সভাপতি মহাশয়ের এই কয়েকটী কথা যদি প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব না হইয়া অবিকৃত বাস্তব কথা হয়, তাহা হইলে তাহা পরমসত্য রূপে সমাজের অনিবার্য্য মঙ্গল আনয়ন করিতে পারিবে। ঐ কথাগুলি গৌড়ীয়ের অজ্ঞাত বা জ্ঞাতকথারই প্রতিবিম্বিত প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের ব্রত ও বৃত্তি ব্রাহ্মণেরই কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঐরূপ বৃত্তি ও ব্রত কাহারও জীবনে প্রতিফলিত হইলে তাহাতে কোন প্রকার প্রাকৃত প্রচেষ্টার প্রাবল্য থাকিবে না। ব্রহ্মণ্যদেবের সেবাই আমাদের ব্রত হইবে। ব্রহ্মণ্যদেবের অনুক্ষণ অনুশীলনই আমাদের বৃত্তি হইবে। কোন প্রকার আগন্তুক আবরণ আমাদিগের সেই স্বপ্রতিষ্ঠিতা বৃত্তিকে যেন কখনও আড়াল করিতে না পারে, এ বিষয়ে সর্ব্বদা মনোযোগী থাকিতে হইবে। পরব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যের বা শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর আরাধনাকেই একমাত্র চিরতপস্যাব্রত না করিলে আমাদিগের ব্রাহ্মণবৃত্তিতে অলক্ষিতভাবে আড়াল আসিয়া পড়িবে। শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেই আদর্শ সমাজ অর্থাৎ ভগবৎসেবায়ন সমাজের সেবাই—আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম, ইহা উপলব্ধির বিষয় হয়। শিক্ষিত সমাজ যোষিৎসঙ্গনিষ্ঠ জন্মের বিচার পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্যের নিকট মন্ত্র হইতে অপ্রাকৃত জন্ম লাভ করুন এবং বিচার করুন যে আমাদের ব্রত এবং বৃত্তি পারমার্থিক ব্রাহ্মণের সুতরাং আমরা পরমহংস-বৈষ্ণবরাজ ব্রাহ্মণ। আদর্শ ভগবৎসেবাপূর্ণ সমাজের সেবাই আমাদের ধর্ম্ম। শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর আরাধনাই আমাদের একমাত্র তপস্যা।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার অধিবেশন-বিবরণী (গৌরাব্দ ৪৪৩)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩০শ সংখ্যার পর)

অনন্তর শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গগোস্বামী প্রভুর গৌর-প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠানসমূহের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, এই মহাত্মার শুদ্ধগৌরাঙ্গসেবায় আদর্শ জগতে অতুলনীয়। ইনি অমূঢ়প্রতিগ্রাহী এবং বহুবেগবিজয়ী গোস্বামী। ইনি প্রকৃত নিত্যানন্দবংশ বা নিত্যানন্দের বংশধর। নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ও বল ইঁহাতেই যথার্থভাবে প্রকাশিত

হইয়াছে। অন্যান্য বিমুখ, জড় ব্যক্তিগণকেও ইনি অত্যাশ্চর্য্যরূপে হরিসেবায় নিয়োগ করিয়া তাহাদের মঙ্গল বিধান করিবার অদ্ভুতপূর্ব্ব আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা যেখানে মনে করি, অত্যন্ত সেবানতীপ্সু ব্যক্তিগণকে হরিসেবায় নিযুক্ত করা তাহাদের প্রতি নির্ম্মমতা ও অত্যাচার, তিনি সেইরূপ স্থলেও তাঁহার অপূর্ব্ব গুরুপাদপদ্ম শক্তির দ্বারা অতি সহজে ঐ সকল সেবাবিমুখ ব্যক্তিকে হরিসেবায় নিযুক্ত, এমন কি তাহাদের হৃদয়ে ভগবৎসেবার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার বল-সঞ্চার করিতে পারেন। আমরা তখন বুঝিতে পারি যে, আমরা শ্রীভক্তিসারঙ্গগোস্বামী প্রভুর যে অসদ্ভোদয়-ধরাকে নির্ম্মমতা বা অত্যাচার মনে করিয়াছি, তাহা আমাদেরই দুর্ব্বলতা ও সেবাবিমুখতার পরিচয়—আমরা ততটুকু পরিমাণে অনর্থযুক্ত। কিন্তু শ্রীভক্তিসারঙ্গগোস্বামী প্রভু সর্ব্বতোভাবে অনর্থমুক্ত ও গুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মে সর্ব্বস্বসমর্পণকারী বলিয়াই তিনি সকল জীবের সর্ব্বস্ব গুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে সমর্পণ করাইবার অদ্ভুতপূর্ব্ব বল স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর ন্যায় আদর্শ সর্ব্বত্যাগী পুরুষ জগতে নাই। তিনি যে কত বড় তাহা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির ধারণার অতীত। দৈনিক নদীয়া প্রকাশ পত্রের যে সংখ্যায় (২৫ শে মাঘ ১৩৩৫) এই মহাত্মার গুণাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, আমি সকলকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন উক্ত পত্রের সেই সংখ্যাটী সংগ্রহ করিয়া শ্রীভক্তিসারঙ্গগোস্বামী প্রভুর আদর্শ বৈষ্ণব-চরিত্র পাঠ করেন। সেই আদর্শ জীবন অনুসরণ করিয়া অনেকে নিত্য মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন।

অনন্তর শ্রীযুক্ত বছনন্দন অধিকারী বি, এ মহাশয় শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের গুরুগৌরাঙ্গ-সেবানিষ্ঠার প্রশংসা-প্রসঙ্গে বলেন, আমি আজ এই মহাত্মার কথা বলিবার অধিকার পাইয়া নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি। প্রহ্লাদের "সোনার চাঁদ ছেলের হাটের" মধ্যে এই "সোনার চাঁদ ছেলেটী" শ্রীচৈতন্যের বাণী গুরুদেবের আনুগত্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত অভিজাতসম্প্রদায়ের কর্ণে ধ্বনিত করিতেছেন। ইনি পূর্ব্বাশ্রমে সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ-কুলে আবির্ভূত এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশেষ কৃতী ছাত্র ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি গুরুকৃপায় মহামহোপদেশক পরিব্রাজকাচার্য্যরূপে সুশিক্ষিত সমাজে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রকাশ করিতেছেন। ইনি যখন বোম্বাই সহরে গুরুদেবের বাণী প্রচার করিতেছিলেন, তখন সেখানকার সাময়িক পত্রগুলি একবাক্যে তাঁহার গুণ-গরিমা ঘোষণা করিয়াছিল। বোম্বাইএর একটী পত্র সেই সময় এই স্বামীজীর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"They say that the Right Light comes from the East and so we should deem of our Swamiji who comes from the eastern corner of India to the western extremity of the country and the Vidvad Parishad—why only Vidvad Parishad? Whole Bombay is proud—not only Bombay; India—the world should boast of such a spiritual giant luminary of the spiritual firmament, who will sure be enriching and ameliorating the spiritual atmosphere of the present day." ইনি যখন উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মহামান্য লাট বাহাদুর লাম্বার্ট সাহেবের সহিত শ্রীচৈতন্য দেবের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপ করেন, তখন অভিজাত সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় মাননীয় লামবার্ট সাহেব শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সুযোগ্য শিষ্যবর এই শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের কিরূপ ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং মহারাজের বাক্যে শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রধান প্রধান কেন্দ্রসমূহে এই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারকারী গুরুগৌরাঙ্গ-সেবক স্বামীজীর আলাময়ী বক্তৃতায় মুখরিত হইয়াছে। W. L. B. Egerton I. C. S, Assistant Pirvate, Secretary to His Excellency the Viceroy, The Hon'ble Maharaja Kumar Major Mahijit Singh of Kapurthala, Minister for agriculture U. P. Govt., The Hon'ble Mr. Justice Gokarna Nath Misra, Chief Court, Lucknow, The Hon'ble Raja Bahadur Kushal Pal Singh, Education Minister and the Hon'ble

[Minister for Self Government, Mr. J. K. Chapman, Librarian Imperial Library, Calcutta, প্রভৃতি অসংখ্য অভিজাত সম্প্রদায়ের নেতৃগণ এই স্বামীজী মহারাজের কীর্ত্তিত শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার ঘোষ, বি, এ, মহাশয় কটক রাভেন্শ কলেজের ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান ইতিহাস পরীক্ষক পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন, এই মহাত্মা হারমনিষ্ট পত্রিকায় অনেক অনুসন্ধেয়পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া ভারতের সর্ব্বত্র এবং পৃথিবীর যাবতীয় শিক্ষিত সভ্যসমাজের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। যাঁহারা ইঁহার রচিত Erotic Principle and Unalloyed Devotion নামক পুস্তিকাটী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই গুরুগৌরাঙ্গ-সেবানিষ্ঠ মহাত্মার অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্য এবং কৃষ্ণানুশীলনের গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইনি পাণ্ডিত্য ও আভিজাত্যে পরম উচ্চপদ অধিকার করিলেও অমায়িকতা, দৈন্য, বৈষ্ণবে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, গুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে সুদৃঢ়া নিষ্ঠা প্রভৃতি মহদ্গুণরাজি ইঁহাতে সর্ব্বথা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইনি সাধারণ পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ন্যায় প্রভুর জীবন যাপনে রত নহেন। ইনি কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবাকল্পে নিরন্তর গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবা, ভক্তিশাস্ত্রানুশীলন, হরিকথা প্রচার এবং সদাচারময় জীবনযাপনের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। ইঁহারই বিশেষ চেষ্টায় কটক নগরীতে শুদ্ধভক্তির বহুল প্রচার হইতেছে। কটকের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হরি-কথা প্রচার, ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাব-উৎসবাদির অনুষ্ঠান, উড়িয়া ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ প্রচার প্রভৃতি নানাবিধ সেবাকার্য্যে ইঁহার অসামান্য চেষ্টা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজের গুরুগৌরাঙ্গসেবাচেষ্টা ও হরি-কথা প্রচারের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, এই স্বামীজী মহারাজ শ্রীগুরুপাদপদ্মে যথার্থ অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা লাভ করিয়া জগতের যত বড় ঐশ্বর্য্যপ্রমত্ত-শ্রীমদগর্ব্বিত ব্যক্তিই হউক না কেন, সকলকেই বিচারে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে ভগবৎসেবায় পরতন্ত্রতা হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারেন। তাঁহার গুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় মুগ্ধ হইয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে অনেক বারবার প্রদান করিতেছেন।

অনন্তর শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গগোস্বামী প্রভু বাগবাজারবাসী শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভুর বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, যিনি ভক্তিমহাগুরুর ধনি, তাঁহার গুরুগাহি ও স্পর্শ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। কারণ "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর"। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভক্তিগুণাকর প্রভুর উপর ভারতের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপনসেবার ভার অর্পণ করিয়াছেন। এত বড় কার্য্যের ভার আমার ন্যায় অযোগ্যের উপরে ন্যস্ত হয় নাই। সুযোগ্য ভক্তি গুণাকরের উপরেই এই মহান্ বিপ্রলম্ভসেবার ভার অর্পিত হইয়াছে। তবে আমার প্রার্থনা এই, তিনি যখন সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন কৃপা পূর্ব্বক আমার এই জন্ম-মস্তকে যেন একটী শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ সংস্থাপন করিয়া আমাকে ভক্তিগুণাকরের গুণ কীর্ত্তনে অধিকার প্রদান করেন।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয় পণ্ডিত শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, ইনি অতি বাল্যকালেই শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহভাজন হইয়াছেন। মঠগৃহাদি নির্ম্মাণ, মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য পরিচালন প্রভৃতিতে ইঁহার বিশেষ দক্ষতা আছে। ইনি চাঁপাহাটীর শ্রীমন্দির সংস্কারাদি কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ ও যত্ন প্রদর্শন করিয়া-ছেন। শ্রীধামের উন্নতি কল্পে এই সকল জনহিতকর কার্য্য করায় তিনি শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিশেষ ধন্যবাদ-ভাজন।

অনন্তর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, যেমন আচার্য্যাত্মজ শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী গোস্বামী প্রভুর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে আচার্য্য

শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর বিষয় স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হয়, তদ্রূপ আচার্য্যদিক প্রভুর নামের সঙ্গেই অবিচ্ছেদভাবে এই কীর্ত্তনানন্দ প্রভুর নামও আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। গৌর-প্রিয়তম প্রভুপাদের প্রিয়তম কুলদা'কে কীর্ত্তনানন্দ প্রভু যেরূপ হৃদয়ের ঘোল আনা অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত আর কোথাও নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কুলদা'র আজ্ঞায় আমাদের তোপাগির নিকট বুক পাতিয়া দিতেও দ্বিধা হয় না। কিন্তু ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ গুরুগৌরাঙ্গসেবার এত প্রবল যে, তাঁহার দেহস্মৃতি নাই। একটী কিংবদন্তি আছে যে, কোনও সময় কেহ শ্রীরামচন্দ্রের একান্ত দাস বজ্রাঙ্গজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—আর কি তিথি? তদুত্তরে বজ্রাঙ্গজী বলিয়াছিলেন—আমি শ্রীরামচন্দ্রের চিন্তা ছাড়া তিথিনক্ষত্রের খবর রাখি না।' আমাদের কীর্ত্তনানন্দ প্রভুর চরিত্রে তাহাই দেখিতে পাই। তাঁহার স্নান-আহার-বিশ্রামের কোনও সময় নাই। তিনি গুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতে করিতে স্নানাহারের সময় ভুলিয়া যান। অনেক সময় সারাদিন অনাহারের পর রাত্রি দুই ঘটিকার সময় তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইবার পর প্রসাদ গ্রহণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বহু রাত্রি বিনা বিশ্রামে কাটাইয়া দেন। অনেকগণ তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে, ইহা শত শতবার স্মরণ করাইয়া দিলেও তিনি নিজের দেহের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না। সেবাতে তাঁহার নেশা এতদূর স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা হইতে কেহই তাঁহাকে অন্য অবস্থায় আনিতে পারে না।

"কুষ্ঠি বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা শিরোমণি,
পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা।
গুঙ্গিল সূর্য্যের পতি, জীয়াইল মৃত পতি
তুষ্ট কৈল সূর্য্য তিন দেবা॥"

—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর এই উক্তি পূর্ণ মাত্রায় আমরা কুলদা' ও তাঁহার পরম স্নেহভাজন ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনানন্দে লক্ষ্য করিতে পারি।

আমরা আর একটী রত্নের কথা শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বলিতেছি। এই রত্নটীর নাম প্রত্নবিদ্যালঙ্কার পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী। ইনি শ্রীধাম নবদ্বীপের একমাত্র মুখপত্র বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশে'র সুযোগ্য সম্পাদক। দৈনিকপত্র-সম্পাদন-কার্য্য কিরূপ দায়িত্ব পূর্ণ ও পরিশ্রম-সাধ্য, তাহা যাঁহারা এ বিষয়ের ভুক্তভোগী তাঁহারাই জানেন, কিন্তু প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভু এই কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার নিজ মস্তকে বহন করিয়া অমায়ায়ী, অক্লান্ত সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি ভূতক সম্পাদক নহেন, কিংবা তিনি কাগজ কলমে এক কথা লেখেন নিজে অন্য কার্য্য করেন, এরূপ বিদ্যা-চারী কপট ব্যক্তিও নহেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য কেবল পরোপদেশে নহে। তিনি বেদোজ্জ্বল-বুদ্ধিবিশিষ্ট পণ্ডিত, তিনি আচারবান প্রচারক, তিনি কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগী আদর্শ বৈরাগ্যবান মহাপুরুষ ভাগবত। তিনি শ্রীগুরুমুখে যাহা শ্রবণ করেন, লেখনীতে তাহারই অনুকীর্ত্তন করেন এবং নিজ জীবনে তাহাই সর্ব্বতোভাবে আচরণ করেন। "কাম ত্যজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি। দেব ঋষি পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥"—এই শাস্ত্র-বাক্যের আদর্শ প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভু প্রদর্শন করিয়াছেন। আমার ব্যক্তি-গত জীবনে আমি তাঁহার নিকট বহু বিষয়ে ঋণী। তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য ও গুরুসেবার আদর্শ আমাকে নিয়তই মুগ্ধ করিতেছে।

শ্রীল প্রভুপাদ যে সকল "সোনার চাঁদ ছেলের হাট" পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সুন্দর। আর একটী গুরুগৌরাঙ্গ-সেবানিষ্ঠ ব্রহ্মচারীর নাম করিতেছি। ইনি ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমে সুদূর মধ্য দেশের অধিবাসী এবং 'আয়ার' ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। ইনি আজ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া গুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় সর্ব্বতোভাবে অভিনিবিষ্ট আছেন। আমরা বঙ্গদেশের অধিবাসী হইয়া জাতিকুল-পাণ্ডিত্যের বৃথাগর্ব্বে বাঙ্গালার ঠাকুর শ্রীরামানুরচন্দ্রকে চিনিলাম না, গৌরজনের মুখে গৌরসুন্দরের কথা শুনিলাম না আর আজ সুদূর অন্ধ্রদেশবাসী ব্রাহ্মণ, যাঁহার আবির্ভাবস্থান মায়াবাদগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থানের কালড়ির অতি

পরিচয়, তিনি আজ নগর সঙ্কীর্ত্তনাদি বা বাহ্যাড়ম্বরাদি অবলম্বনে প্রবৃত্ত না হইয়া—সর্ব্বস্ব দ্বারা গুরু-গৌরাঙ্গের সেবা করিতেছেন। এই মহাত্মা আমাদের নিকট "শ্রীগৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী" নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহার অমায়িকতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য এবং গুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় অক্লান্তি আদর্শস্থানীয়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের আর একটী ব্রহ্মচারী শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া গুরুবৈষ্ণবগণের বিশেষ প্রীতি-ভাজন হইয়াছেন। এই মহাত্মার নাম শ্রীপাদ প্যারী মোহন ব্রহ্মচারী। ইনি সর্ব্ববিধ সেবাকার্য্যে সুনিপুণ। শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের বাণীর প্রকট সঙ্কলনে, মুদ্রাযন্ত্র-বিভাগের সমস্ত সেবা-কার্য্য-পরিচালনে, গুরু-বৈষ্ণবগণের যাবতীয় সেবা-সাধনে ইহার দক্ষতা—আদর্শস্থানীয়। ইনি শাস্ত্রসিদ্ধান্তাদি বিষয়েও নিপুণ। বাল্যবয়সে আগন্তুক সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত থাকিয়া গুরুগৃহে নিরন্তর অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময় আদর্শ এই কলিকালে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় মঠের "সোনার চাঁদ ছেলে" সমূহেই পূর্ণরূপে বেদীপ্যমান।

শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারীরই সহকারী সেবকরূপে ব্রহ্মচারী শ্রীদ্বয়-গোবিন্দ কৈশোরকালেই গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক নিষ্কপট ও অক্লান্ত গুরুগৌরাঙ্গ-সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন।

আসাম প্রদেশের মুখোজ্জলকারী আদর্শ-গুরুসেবাপরায়ণ ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ যাদবানন্দ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবা-সৌষ্ঠব ও ভক্তিপ্রচারে অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ ও যত্ন প্রদর্শন করিয়া গুরুবৈষ্ণবগণের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"—এই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত বাণী ব্রহ্মচারী যাদবানন্দের চরিত্র ও ভাষায় প্রতিফলিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক ব্রহ্মচারী পাশ্চাত্য-চিকিৎসা-বিদ্যায় সুনিপুণ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী মহাশয় অতি অল্পকালের মধ্যেই যেরূপ গুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় অনুরাগ ও নিষ্কপটতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি গুরু-বৈষ্ণবের বিশেষ কৃপা ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আর একটী সেবক, ব্রহ্মচারী শ্রীসিদ্ধ-স্বরূপ তাঁহার নিষ্কপট সেবাফলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের দ্বারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রচারিত সত্যকথা কীর্ত্তনে তাঁর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অতি প্রাঞ্জল ও মধুর ভাষায় শ্রীগুরু-দেবের কীর্ত্তিত কথাগুলি বক্তৃতাদি মুখে অনুকীর্ত্তন করিতে পারেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহার উক্তরোধের চরিত্রেদাম আকৃষ্ট ও নিষ্ঠা কামনা করিতেছেন।

বারেন্দ্র-বিপ্রকুল-গৌরব ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ অতি যত্নসহকারে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নানাবিধ সেবায় রত আছেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চরণে একান্ত আনুগত্য, অমায়িকতা, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত তিনি ভজন-পথে অগ্রসর হউন, গুরুবৈষ্ণবগণ ইহাই অভিলাষ করিতেছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা তাঁহার সেবাকার্য্যের বিশ্বস্ততার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

আর এক মহাত্মার নাম আমরা এখানে কীর্ত্তন করিতেছি। এই মহাত্মার নাম শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়। ইনি উত্তমশ্লোকের গানসায় সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রয় করিয়াছেন এবং নিরন্তর গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক হরি-গুরুবৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত আছেন। ইনি পূর্ব্বে মহাজনগতপ্রাণে কথা কহিতেন। জীব-জগতের শিক্ষার জন্য তিনি দেখাইলেন যে, মায়ার চাকরীতে মজিয়া থাকিয়া কৃষ্ণের চাকুরীর একমাত্র পরমযোগ্য মুহূর্ত্তে অনিত্য মানব জীবনটীকে নষ্টভ্রষ্ট করণও বুদ্ধিমান অর্থনীতিজ্ঞের কার্য্য নহে। তিনি নিষ্কপটে "কৃষ্ণ তোমার হউ"—এই কথা বলিয়াছিলেন, তাই কৃষ্ণ তাঁহাকে আমাদের বহির্ম্মুখদৃষ্টিতে পরিলক্ষিত তাঁহার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে আত্মসাৎ করিলেন। তাঁহার মঠাশ্রয়ের কয়েকমাস পরেই তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের ভার্য্যা মহামায়াদেবী প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত বা অনাথ সন্ততির জন্য কোনও প্রকারে চিন্তিত না হইয়া সমস্ত কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আরও বিপুল উৎসাহের সহিত কৃষ্ণভজনে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। এই সকল আদর্শ বর্ত্তমান জড়ভোগময় যুগের ইতিহাসে এক একটী মহাযুগান্তর আনয়ন করিবে। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ প্রাকৃত সহজিয়াগণের ন্যায় "লোকদেখান গৌর-ভক্ত" নহেন। তাঁহারা সত্য সত্য মহাপ্রভুর আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠের এক একটী সেবক এক একটী চৈতন্যমঠ, গৌড়ীয়মঠ বা চৈতন্য-ভাগবত।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীল প্রভুপাদ যে সকল "সোনার চাঁদ ছেলের চাই" পাঠিয়াছেন, তাঁহাদের যে কোন একটীর কথা বলিতে যেন হৃদয় স্বতঃই নাচিয়া উঠে। সেই সকল আদর্শ জীবনের কথা স্মরণ হইবামাত্র নিজ স্থগিত জীবনে ধিক্কার উপস্থিত হয়—আর কেবল গুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্মের অঞ্জলিস্বরূপ সেই সকল আদর্শ জীবনকুসুমের, শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় "দুষ্কারণ্যের কুসুমরাজির" সৌরভে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। আমরা শ্রীগৌড়ীয় মঠের আর একটী সেবকের নাম বলিতেছি। এই মহাত্মার নাম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ। ইনি জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী সকল বিষয়ে জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াও সমস্ত ঔপাধি বিমুক্ত হইয়াছেন। ইঁহার স্নিগ্ধ সৌম্য দর্শন, ইঁহার সুমধুর সরলতা, ইঁহার নিষ্কপট সেবানুরাগ আদর্শ স্থানীয়। ইনি কিছুকাল শ্রীগুরুদেবের আদেশে শ্রীকুরুক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া তৎপ্রদেশবাসীর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি বিরাট গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়ে অবস্থানপূর্ব্বক বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে হিন্দী, ইংরাজী ও উর্দ্দু ভাষায় হরিকথা প্রচার করিতেছেন। অকৃত্রিম সেবাকলে ইনি অতি অল্পকাল মধ্যেই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিশেষ প্রীতি-ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আর একজন সেবক ও পৃষ্ঠপোষক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় বিবিধ গৌরপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠান করায় শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। এই মহাত্মা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা বহুল প্রচারের জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিরাট চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশের বিপুল ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীধাম মায়াপুরের প্রতিও যথেষ্ট অনুরাগ পরিলক্ষিত হইয়াছে। তিনি শ্রীচৈতন্যমঠের "ভক্তিবিজয় আদি ভবন" নামক একটী সুবৃহৎ সেবকগণ নির্ম্মাণের আনুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং শ্রীধাম বাসিগণের আবাস স্থান বিস্তৃতির জন্য তিনি প্রতি বৎসর এক একটী করিয়া বৃহৎ সেবকগণ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, ইহাও জানাইয়াছেন, এরূপ বদান্যতা ও শ্রীধামসেবায় আদর্শ নিষ্কপট গুরুবৈষ্ণবানুরাগীতেই সম্ভব। তিনি কেবল অর্থের দ্বারাই হরিসেবা করিয়া তৃপ্ত নহেন, কায়মনোবাক্যদ্বারাও তিনি হরিসেবায় বিপুল উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার নয় দিবস এবং শ্রীযোগপীঠে জন্মোৎসবের তিন দিবস কাল তিনি মহানন্দের পর্য্যবেক্ষণ-সেবা-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়া স্বয়ং প্রসাদ বিতরণাদি সেবাতে ব্যাপৃত ছিলেন। পরম ভাগবত ভক্তিবিজয় মহোদয়ের আদর্শ সেবাচেষ্টায় গুরুবৈষ্ণবগণ বিশেষ প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছেন।

আর এক বিশ্রুতকীর্ত্তি মহাত্মার নাম আপনারা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন। ইনি সেই শ্রীগৌড়ীয় মঠের দান প্রধানকারী পরমভাগবত শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস অধিকারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয়। এই মহাত্মা জগতে যে অক্ষুণ্ণনীয় কীর্ত্তি রাখিলেন, তাহা ধরণীতলের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। যে গৌড়ীয় মঠের বাণী আজ সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হইতে চলিতেছে, সেই গৌড়ীয় মঠের কথার সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের নামও অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংলগ্ন থাকিবে। আমরা আশা করি, এই মহাত্মার সেবোৎসাহে আমরা শ্রীগৌড়ীয় মঠের আগামী বার্ষিক মহামহোৎসব—তাঁহার নবনির্ম্মিত শ্রীমঠেই অনুষ্ঠিত হইতে দেখিতে পারিব। কারণ জীবন অনিত্য, আর—"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"। অতএব অতি শীঘ্র তাঁহার সঙ্কল্পিত পরমশুভ সেবা-কার্য্যের পূর্ণতা দর্শনে আমাদের অভিলাষ হইতেছে।

কলিকাতা-নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন মহাশয়ও গুরুগৌরাঙ্গের সেবায় বিবিধ আনুকূল্য করিয়া গুরুবৈষ্ণবগণের কৃপাদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের বিরাট তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের আনুকূল্য করিয়াছিলেন। কিছুদিন হইল তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-সেবার আনুকূল্যে একটী অশ্বসংযুক্ত শকট দান করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত অশ্ব ও শকট আজ শ্রীধামাগত সজ্জনবৃন্দের বহু সেবা করিতেছে। ভোগীকুল গাড়ী-ঘোড়া চড়িয়া ভোগদানে যাইবার সেবায় গমন করে, আর আজ সজ্জনগণ গাড়ী-ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া শ্রীধাম ও শ্রীধামেশ্বরের সেবায় গমনাগমন করিতেছেন। ভক্তের গৃহে কোন সুকৃতিমান অশ্ব আগমন করিয়াছিল বলিয়াই অশ্বও আজ গুরুবৈষ্ণবগণের সেবা ও শ্রীধামপরিক্রমার অবসর পাইল। ভক্তের গৃহের অশ্ব

অভক্তকুলের ভার বহন করিয়া মায়ার অপবিত্র স্থানসমূহ পরিক্রমা করিয়া থাকে। ইহা হইতেই ভক্ত ও অভক্তের পার্থক্য বুঝা যায়।

নিরসাচটী নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চক্র মহোদয় শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে পঞ্চসহস্র মুদ্রা-ব্যয়ে একটী ধর্মশালা-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করিয়া শ্রীধামের যে সেবা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার শ্রীধাম ও শ্রীবৈষ্ণবনিষ্ঠার পরিচায়ক। তিনি তাঁহার জামাতা এবং তাঁহার পরমা ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীগৌর-পাদপীঠ-সংস্থাপনের সেবার আনুকূল্য করিয়া সপরিবারে গৌরপাদপদ্মের কৃপায় বিভূষিত হইয়াছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

ঢাকা মনোমোহন প্রেসের সত্বাধিকারী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহাশয় বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ ও শুদ্ধ হরিকথা প্রচারের বহু ভাবে আনুকূল্য করিয়া থাকেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিতে পাইলাম, তিনি অচিরেই শ্রীধাম-মায়াপুরে ঢাকাবাসীর পক্ষ হইতে একটী সেবকগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অনেকের ধামবাসের সুযোগ করিয়া দিতেছেন। আশা করি, তাঁহার এই শুভ সঙ্কল্প শীঘ্রই যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে তিনি যত্ন করিবেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহার এই সকল সদনুষ্ঠান-চেষ্টার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি, এ মহাশয়ের হরিকথা-প্রচার ও ভক্তিবৈরিদমন এবং তাহাদের অনর্থ-নিরসনকার্য্যে বিপুল উৎসাহ ও অকৃত্রিম সেবানুরাগ দেখিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবগণ বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। বর্ত্তমান জগতের শিক্ষিত ও অজ্ঞতামূলে বিপথগামী সম্প্রদায়কে পরম বাস্তব ভাগবতসিদ্ধান্ত বাণী শ্রবণ করাইবার জন্য তাঁহার চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি তাঁহার নিকপটতা ও সরলতাপূর্ণ সেবাচেষ্টার ফলে আচার্য্যাত্মিক প্রভুর বিশ্রম্ভ-ভাজন হইয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারে তাঁহার সেবাচেষ্টাও বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

বর্দ্ধমান রামগ্রাম নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত এন্, কি, ঘোষ মহাশয় শ্রীগৌরপদাঙ্কিত ভূমির কোন একটী স্থানে গৌরপাদপীঠ সংস্থাপনের আনুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিভিন্ন সময়ে বহুপ্রকারে ভগবৎসেবাচেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহার এই সকল সাধুকার্য্যের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

বরিশালনিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয়ের শ্রীধাম মায়াপুর ও বৈষ্ণবগণের প্রতি প্রীতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মহাত্মা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদিন 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান কোথায়' অনুসন্ধান করিতে করিতে সস্ত্রীক শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করেন। তিনি পূর্ব্বে অজ্ঞলোকের নিকট কিংবদন্তী শুনিয়াছিলেন যে, গৌর-গৃহ গঙ্গাগর্ভগত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে কে যেন বলিয়া দিলেন, ভগবৎগৃহকে কখনও গঙ্গাদেবী বিনষ্ট করেন না এবং শ্রীমদ্ভাগবতের কথা জানাইয়া আরও তাঁহাকে বলিলেন, "যাবদ্ধাং হরিণা তাবাং সমুদ্রোহপ্লাবয়ৎ ক্ষমাং। বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্॥ নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ। স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্॥" সমুদ্র কখনও মধ্যে কুরুপরিত্যক্ত দ্বারকা জলপ্লাবিত করিলেও শ্রীমদ্ভগবদালয়,—যে স্থানে ভগবান্ মধুসূদন স্বীয় পার্ষদ যাদবগণের সহিত নিত্য বাস করেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য স্থানগুলি প্লাবিত করিয়াছিল। শ্রীভগবদ্ধা-লয়ের চতুর্দ্দিকে উহা পরিখার ন্যায় আবরণ জানিতে হইবে। যেখানে জলমগ্ন হইয়াছে, তথায় বহিরঙ্গ লোকের বাসস্থান ছিল, কিন্তু যে আলয়ে ভগবান্ মধুসূদন নিত্য সন্নিহিত আছেন, যাহা স্মরণ করিলে সমুদয় অশুভ বিনষ্ট হয়, যাহা সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ, সেই নিত্য দ্বারকা কখনও জলপ্লাবিত হইতে পারে না। শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরের যোগপীঠও কখনই গঙ্গাদ্বারা প্লাবিত হইতে পারে না,—পরমভাগবত গুপ্ত মহাশয়ের হৃদয়ে এই সকল গুপ্ত কথা উদিত হইলে তিনি ব্যাকুল হইয়া শ্রীযোগপীঠ দর্শনে আগমন করিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীযোগপীঠে নিম্বতরুরাজের তলে আসিলে তাঁহার বুঝ উপলব্ধি হইল যে, এই স্থান ছাড়া অন্য কোন কল্পিত স্থানে শ্রীগৌরজন্মস্থলী হইতে পারে না। বহুধামবিদ্বেষী ব্যক্তি বহুপ্রকারে পরমভাগবত গুপ্ত মহাশয়ের শ্রদ্ধায় অবৈধভাবে হানা দিবার বহুবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু গুপ্ত মহাশয় সকলকে একবাক্যে বলিয়াছেন যে, তিনি

অলৌকিকভাবে উপলব্ধ বাস্তব সত্যকে কখনও অস্বীকার করিতে পারেন না। তিনি শ্রীধাম মায়াপুরের সেবকগণের নিষ্কপট ধামসেবার চেষ্টা দেখিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন এবং স্বয়ং শ্রীধামের সেবা-ঔজ্জ্বল্য ও শ্রীধাম-প্রচারের জন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত হইয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এই মহাত্মার সাধু কার্য্যের জন্য অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন।

পরমভাগবত ওপ্ত মহাশয়ের বন্ধুবর বরিশাল-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়েরও শ্রীধাম মায়াপুর এবং শ্রীধামের নিষ্কপট সেবকগণের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি শ্রীধাম মায়াপুরের শান্তিময় ও সেবাময় ভাব লক্ষ্য করিয়া দুইবার শ্রীধাম মায়াপুরের উৎসবে সপরিবারে যোগদান করিয়াছেন এবং বরিশালের সংবাদপত্রে এ সকল কথা বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন। এই মহাত্মার সজ্জনতা, শ্রদ্ধা, দৈন্য, হরিকথা-শ্রবণে স্পৃহা, বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণকে নিজগৃহে স্থান প্রদানপূর্ব্বক বরিশালে হরিকথা প্রচারে প্রতিবৎসরই বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকেন। ইনি বলেন, 'শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ যতদিন কৃপাপূর্ব্বক আমার গৃহে থাকেন, ততদিন আমি গৃহে বৃন্দাবনের শান্তি ও মধুরতা অনুভব করি।' শ্রীধামপ্রচারিণী সভা এই উচ্চহৃদয় সজ্জনবর পরম ভাগবত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

রাজপন্থনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন পাল বি, এল মহোদয়ের শ্রীধাম মায়াপুরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারই মাতৃদেবীর একান্ত ইচ্ছায় ও আনুকূল্যে শ্রীযোগপীঠের নিম্বতরুরাজের তলে এবার শ্রীসূতিকা-গৃহ বা 'খোকা ঠাকুরের' একটী নূতন পাকা গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা এই মহাত্মার সাধুকার্য্যের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

আসাম-নিবাসী ভক্তবর শ্রীযুক্ত নিমানন্দ দাস অধিকারী বি, এ জি, বি, টি সেবাতীর্থ মহাশয় আসাম প্রদেশে শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের কথা প্রচারে কয়েক বৎসর যাবৎ যেরূপ বিপুল চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার হরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রচারিত বাস্তব সত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচায়ক। সেবাতীর্থ মহাশয় আসাম প্রদেশে প্রচলিত অপসিদ্ধান্তবাদ সমূহ নিরাস করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিকথা প্রচারে যেরূপ আদর্শ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও ভগবদ্বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আদর্শ স্থানীয়। তাঁহারই একান্ত আগ্রহে গত শারদীয়া পূজাবকাশকালে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ আসামপ্রদেশে শুভবিজয় করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা এই মহাত্মাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

অতঃপর শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ নিম্নলিখিত গৌরকিঙ্কর-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে তাঁহাদের বিভিন্ন সেবায় আনুকূল্যের কথা উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীধামে উৎসবাদির আনুকূল্যের জন্য শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগৌড়ীয় মঠে অক্লান্তভাবে গুরুবৈষ্ণবের সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহ মন্দিরের সেবাসৌষ্ঠবের জন্য শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস বাবাজী, শ্রীপুরীধামে শ্রীরাধা-গোবিন্দ শ্রীবিগ্রহযুগল প্রকাশের সেবানুকূল্যের জন্য মধুরভঞ্জ-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস ও পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস মহোদয়দ্বয়, কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ-সেবার আনুকূল্য প্রদান জন্য কটক নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়, আমলাজোড়ানিবাসী শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস ও শ্রীমাধবেন্দ্র দাস অধিকারী, খুলনা নিবাসী শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ, শ্রীনিত্যানন্দোৎসব ও শ্রীধামে সেবকগণ নির্ম্মাণের আনুকূল্য প্রদানের প্রতিশ্রুতির জন্য শ্রীযুক্ত হরিনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্ত উরুক্রম দাসাধিকারী, আদিলিনাথের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের আনুকূল্যের জন্য বালেশ্বর-নিবাসিনী শ্রীযুক্তা গোপালের জননী প্রভৃতি বহু বহু সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি অশেষ গৌরাশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধামসেবায় আনুকূল্য

১। চৌদ্দশিব সুপ্রসিদ্ধ বদান্যবর জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে 'মহেন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা'র নির্ম্মাণকল্পে ৭৫০০৲ **সাড়ে সাত হাজার টাকা** দানের প্রতিশ্রুতি করিয়া গৌরাবির্ভাববাসরে শ্রীযোগপীঠে ধর্ম্মশালার ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন।

২। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহাশয় শ্রীচৈতন্যমঠে 'ভক্তিবিজয়-ভবন' নামক একটী **সুবৃহৎ সেবকখণ্ড নির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার** গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া **শ্রীশ্রীগৌরজন্মবাসরে** উক্ত ভবনের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন।

৩। কলিকাতা-নিবাসিনী বদান্যবরা শ্রীযুক্তা পান্নাময়ী দাসী শ্রীচৈতন্যমঠে একটী বৈষ্ণবখণ্ড নির্ম্মাণের জন্য ৪০০০৲ **চারি হাজার টাকা** প্রদানে অগ্রসর হইয়াছেন।

৪। কলিকাতানিবাসিনী সাধুজনহিতৈষিণী শ্রীযুক্তা গিরিবালা দাসী শ্রীচৈতন্যমঠে বাতাহত শ্রীআশ্রম-কুটীরের পুনর্নির্ম্মাণকল্পে ২০০০৲ **দুই হাজার টাকা** দান করিতেছেন।

৫। ময়মনসিংহ নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত হরিনাথ মল্লিক শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে একটী সেবকখণ্ড নির্ম্মাণের জন্য ২০০০৲ **দুই হাজার টাকা** প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়া শ্রীগৌরজন্মবাসরে উহার ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন।

৬। কলিকাতা-নিবাসিনী বদান্যবরা শ্রীযুক্তা হরিমণি দাসী শ্রীবল্লভতনে শ্রীরাধাকুণ্ডের ঘাট নির্ম্মাণকল্পে ২০০০৲ **দুই হাজার টাকা** দান করিতেছেন।

৭। পুলনানিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দাস শ্রীযোগপীঠে একটী সেবকখণ্ড নির্ম্মাণকল্পে ১০০০৲ **এক হাজার টাকা** দানের প্রতিশ্রুতি করিয়া উক্ত গৃহের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন।

৮। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাস শ্রীযোগপীঠে গৌরকুণ্ডসংস্কারের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া বর্ত্তমানে ৫০০৲ **পাঁচ শত টাকা** দান করিয়াছেন।

৯। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণকল্পে ভক্তগণ ২০০০৲ **দুই হাজার টাকা** দান করিয়াছেন।

পদবরণ-পত্র

সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, অদ্বৈতবংশোদ্ভূত শ্রী-বিভূষিত, বিদুৎসম্মানভাজন দিনাজপুরের **কুমার বাহাদুর রাও সাহেব পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয়** শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সাধারণ সভার অন্যতম সম্পাদকের (শ্রীধামপ্রচারিণী সভার গত অধিবেশনে প্রস্তাবিত ও সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে একবাক্যে সমর্থিত) পদ গ্রহণ করিবার আন্তরিক সম্মতি জানাইয়া শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিকট নিম্নলিখিত পত্রটী প্রেরণ করিয়াছেন,—

"শ্রীবাস পোঃ ত্রিবেণী"
(হুগলী)
৭ই এপ্রিল ১৯২৯।

শ্রীচরণকমলেষু,

অদ্যকার প্রণামান্তে সবিনয় নিবেদন—

অনুগ্রহ-পত্রী প্রাপ্তে পত হইলাম। আমি অযোগ্য হইলেও আপনারা অনুগ্রহ করিয়া মহাসম্মানের পদ আমাকে প্রদান করিয়াছেন। ইহা আমি শ্রীশ্রীপ্রভুপাদেরই শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদ জ্ঞান করিয়া বহু মান ও বিনয়সহ মস্তকে ধারণ করিতেছি।

আপনাদের

অযোগ্য সেবক

ভক্তবৃন্দালয়াসাদ্য দাসত্বপ্রার্থী

(স্বাঃ) শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ রায়।

'কীর্ত্তনদাস' হস্তী

সমস্তীব-দুঃখকাতর গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অহৈতুক অকৃত্রিম অনুকম্পা কেবল বিশ্বমানব-সমাজের উপরে নহে, মানবেতর জীবের উপরেও বর্ষিত হইতেছে। গত শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রকে বহন করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ আসামপ্রদেশ হইতে একটী হস্তী আনয়ন করিয়াছেন। শ্রীমায়াপুরনাথ মহাপ্রভুকে বহন করিবার জন্য এই হস্তী সংগ্রহের প্রধান উৎসাহী ও উদ্যোগী আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর পরম প্রিয় ও অকৃত্রিম স্নেহভাজন ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ। সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদ ঐ হস্তীটীর নাম **'কীর্ত্তনদাস'** রাখিয়াছেন। এই হস্তীটী সর্ব্বসুলক্ষণ-সংযুক্ত, সুশোভন-দন্তযুগলোপেত এবং অতীব সুদর্শন। মনে হয়, কোন পূর্ব্বজন্মে মহাপুরুষ জগদ্গুরু আচার্য্যের আনুগত্যে শ্রীধাম, শ্রীধামেশ্বর এবং আচার্য্যের মনোভীষ্ট কীর্ত্তন-প্রচার সেবা করিবার জন্যই এই গজরাজরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। রাজা, মহারাজা, জমিদার, বিষয়ী প্রভৃতির হস্তী বিষয়ীকে বহন, বিষয়ীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য মৃগয়াদি পরপীড়ন এবং বিষয়কার্য্যার্থ গ্রামপরিক্রমাদি করিয়া থাকে; কিন্তু ভগবৎসেবা-কৌশলী আচার্য্যের কৃপায় ঐ গজরাজ কোনপ্রকার জীব-হিংসা বা পরপীড়নের সহায়ক না হইয়া অতি অল্প বয়সেই দেবতা-মানবেরও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য আচার্য্যানুগত্যে হরিসেবার অধিকার পাইয়াছে, পরপীড়নের পরিবর্ত্তে 'কীর্ত্তনরসে' আজ বিশ্বময় নিত্য পরোপকারের বার্ত্তা ঘোষণা করিবার সহায়ক হইয়াছে, বিষয়ীকে বহন করিবার পরিবর্ত্তে বিষ্ণুবৈষ্ণবকে বহন করিতেছে, ভূবিষয়-কার্য্যার্থ গ্রামপরিক্রমার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণসেবার্থ ধামপরিক্রমা করিতেছে। বৈষ্ণব ইতিহাসে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর 'গোপালদাস' নায়ক হস্তীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলাকালে শ্রীল সেন শিবানন্দের কুকুর ও বারিষওপথে মহাপ্রভুর অহৈতুক-কৃপা-লব্ধ ব্যাঘ্রদ্বয়াদি পশুর মহাসৌভাগ্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃত সহজিয়াগণ ঐ সকল অকৃত্রিম পরজীব-দুঃখকাতর মহাপুরুষগণের অনুকরণে জড়া প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য কুক্কুরাদিকে ছত্রাগান প্রভৃতিতে দীক্ষিত করিবার যে সকল অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা জীব-হিংসা মাত্র। কিন্তু আজ 'কীর্ত্তন-দাস' হস্তী আচার্য্যের যে অকৃত্রিম-কৃপা লাভ করিল, তাহা বৈষ্ণব ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর 'গোপালদাস' হস্তী, শ্রীল সেন শিবানন্দের অকৃত্রিম কৃপালব্ধ প্রিয় কুক্কুর, কিম্বা মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ প্রসাদপ্রাপ্ত ব্যাঘ্রিযুগের হিংস্রস্বভাব তাঁহাদের স্ব স্ব জীবন ধন্য করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু আজ 'কীর্ত্তনদাস' আচার্য্যের আনুগত্যে ভারতবর্ষের পশুকুলে আবির্ভূত হইয়াও মানব-সমাজের উপর মহাপ্রভুর যে বাণী বর্ষিত হইয়াছিল, তাহার সেবা করিতে বসিয়াছে,—

"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

'কীর্ত্তনদাস' আজ মনুষ্যজন্মের পরিবর্ত্তে ভারতে পশু-জন্ম লাভ করিয়াও আচার্য্যের কৃপায় নিজ-জন্ম সার্থক করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র কীর্ত্তন-পিতার কীর্ত্তন-প্রচারের সহায়ক হইয়া পরোপকারে ব্রতী হইয়াছে। পশু আজ কীর্ত্তন প্রচারের আনুকূল্যকারী হইল—পরোপকারে ব্রতী হইল, আর মানব আমরা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে মজিয়া রহিলাম!

শ্রীধামনবদ্বীপ-পরিক্রমাকালে এই **"কীর্ত্তনদাস"** যখন যাদপাঙ্গে চিনকাঙ্কিত শ্রীহরিমন্দির ধারণ করিয়া স্ব-পৃষ্ঠে বিষ্ণু-বৈষ্ণবকে বহনপূর্ব্বক শ্রীধামপরিক্রমা করিয়াছিল, তখন কে না আচার্য্যের অহৈতুকী কৃপা স্মরণ করিয়াছিলেন?

পরিশেষে কলিকাতানিবাসিনী সাধুজন-হিতৈষিণী, উদারহৃদয়া শ্রীমতী বিজয়বল্লভ ঘোষী এই 'কীর্ত্তনদাস' হস্তীসংগ্রহের আনুকূল্য করিয়া যে মহতী সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শ্রীগৌরনিত্যানন্দের চরণে শুদ্ধভক্তির উদয় হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

দিল্লীতে শ্রীগৌড়ীয় মঠ

গত ৩রা মাঘ ১৩৩৫, ১৬ই জানুয়ারী ১৯২৯, বুধবার ভারতের রাজধানী দেহলী নগরীর 'নূতন দিল্লী, রাজাবাজার' নামক স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী কার্য্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুযোগ্য প্রচারকগণ অবস্থান করিয়া শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে সমগ্র সভ্য জগতের অধিবাসীর নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ বন মহারাজ 'নিখিল-ভারত-সনাতন-ধর্ম্মসভা'র "বর্ত্তমানে সনাতন ধর্ম্মের অবস্থা" এবং "সনাতন ধর্ম্ম কি?"—এই সম্বন্ধে দুই দিবস দুইটী গবেষণাময়ী বক্তৃতা করিয়া বহু শিক্ষিত ও অভিজাতসম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। বহু বিদ্বজ্জন ও আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্মের বার্ত্তা ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদের জ্ঞানগর্ভী বক্তৃতার মধ্যে শ্রবণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে আকৃষ্ট হইয়াছেন। উক্ত সভায় সভাপতি ছিলেন—একদিন আলোয়ারের মহারাজ বাহাদুর, আর একদিন সভাপতি ছিলেন—বিকানীরের মহারাজ বাহাদুর। সভাপতি মহোদয়দ্বয় গুরুগৌরাঙ্গনিষ্ঠ আদর্শ আচারগণ প্রচারকবর বাগ্মিপ্রবর স্বামিজী মহারাজের মুখরী প্রশংসা করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত শুদ্ধসনাতনধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। স্বামিজী মহারাজ দিল্লী টীমারপুর নামক স্থানে মহামান্য ভারত-সচীবের ষ্টাফ্‌এর (Personel Staff of Viceroy) সম্মুখে "মানব ও ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ, মহাশয়ও দিল্লীর গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়ে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। পরমভাগবত ব্রাহ্মণ-কুলগৌরব শ্রীযুক্ত তারাপদ রায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ হোম ডিপার্টমেণ্ট্ মহোদয় দিল্লী প্রচারকার্য্যে প্রচারকগণকে বিশেষভাবে সাহায্য ও উৎসাহিত করিয়া পরম সুকৃতিভাজন হইয়াছেন।

ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম

হাওড়া জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমের বড়ঠাকুর মহাপ্রভুর সেবা উক্ত আশ্রমের পূর্ব্বতন সেবক শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় সর্ব্বতোভাবে শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণের উপর সমর্পণ করিবার একান্ত প্রার্থনা ও অভিলাষ জানাইলে গত ২৪শে চৈত্র (১৩৩৫), ৭ই এপ্রিল (১৯২৯) রবিবার দিবস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তের সহিত ঐ স্থানে শুভবিজয় করেন। শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে ছিলেন—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ, শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় চক্রিশেখর প্রভু, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি। শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত প্রপন্নাশ্রমে উপস্থিত হইয়া বড়ঠাকুর মহাপ্রভু দর্শন ও বন্দনা করেন এবং ভক্তগণকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভাবে বিভাবিত হইয়া সার্ব্বভৌমকৃত শ্লোকদ্বয় স্মরণ করিতে বলেন। শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় কীর্ত্তন করিয়া তাহার অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করেন,—

"বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ

শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট-সংস্থাপকবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোভীষ্ট শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-সংস্থাপন-কার্য্য শ্রীমায়াপুরে ও কোলের নটশালায় প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। ঐ দুই স্থানেই এক একটী শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ সেই সকল গৌরপদাঙ্কিত স্থানে শুভবিজয় করিয়া গৌরপাদ-পীঠার্চ্চা সংস্থাপন করিবেন। শীঘ্রই ছত্রভোগ, পুনপুন, খাটিয়ারা, পিছলদা, রামকেলী প্রভৃতি স্থানে শ্রীপাদপীঠ-সংস্থাপন-কার্য্য আরম্ভ হইবে। শ্রীধাম মায়াপুরে যে পথ দিয়া মহাপ্রভু শ্রীমন্নবদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছিলেন, সেই পথে শ্রীমন্মহাপ্রভু কালী উদ্ধার দিবসে মহাসঙ্কীর্ত্তন লইয়া অভিযান করিয়াছিলেন, সেই পথের প্রভুর সেই পদাঙ্কিত স্থানসমূহেও শ্রীগৌরপাদপীঠ সংস্থাপিত হইবেন। শ্রীধর-অঙ্গিনায়—যেখানে মহাপ্রভু কাজীদলনের পর বিশ্বরূপ লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই স্থানেও গৌরপাদপীঠ সংস্থাপিত হইবেন। শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ সংস্থাপন-সেবার ভারপ্রাপ্ত ভাগবতবর ভক্তিকুমুদাকর প্রভু বিশেষ উৎসাহের সহিত তাঁহার সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আশা করি, দাক্ষিণাত্যপ্রদেশেও শীঘ্রই সেবাকার্য্য আরম্ভ হইবে।

শ্রীএকায়ন মঠ

১৮ই চৈত্র ৩০শে মার্চ্চ রবিবার রামগোপাল টাউন হলে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ এবং তদনুগত বাগ্মি-প্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ "বর্ত্তমান যুগের সমস্যা" সম্বন্ধে একটী চমৎকারিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়া বলেন যে, কারণনাশে কার্য্যনাশ—ইহাই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। সমস্ত সমস্যার মূলকারণ নাশ না হইলে কখনও অসংখ্য নব নব-বর্দ্ধমান ও উৎপত্তিশীল সমস্যা-রাশির সমাধান হইতে পারে না। স্থূলতুষাবঘাতের দ্বারা তণ্ডুলকণা লাভ হয় না, পরিশ্রম মাত্র সার হয়। বর্ত্তমানযুগের মননাত্মকগণের দৃষ্টি সমস্যাকারণ কার্য্যের মূল কারণের প্রতি অনেক স্থলেই আকৃষ্ট নহে বলিয়া কোন সমস্যারই স্থায়ী সমাধান হইতেছে না ও হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্য মঠ সকল সমস্যার মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার যথোপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য মঠের আচার্য্য-প্রচার অনুসরণ করিলে কেবল বর্ত্তমান কেন, সার্ব্বকালিক সকল দেশের সকল পাত্রের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীনাম বা বৈকুণ্ঠ-শব্দের পরতত্ত্বতা সম্বন্ধে বহুশাস্ত্রব্যাপী নানাপ্রকার সুবৈজ্ঞানিক-বিচারপূর্ণ সজ্ঞানহৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল, শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রচন্দ্র মৈত্র, অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডাঃ এন, এন, দে এম, বি লণ্ডন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ কাহালী এম, এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী পণ্ডিত এম, এ, শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ ঘোষ ম্যানেজার গোয়াড়ী চেটনাঙ্গিয়া ষ্টেট, শ্রীযুক্ত তোলানাথ ঘোষ নায়েব চেটনাঙ্গিয়া ষ্টেট, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু নায়েব হৃষীকেশ মাহা-ষ্টেট, শ্রীযুক্ত বাবু দীনেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত থাকিয়া হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

নির্য্যাণ

গত ২৪শে চৈত্র ত্রয়োদশী তিথিতে প্রাতঃকালে ৯ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সাধুমঠ চাকা কমলাপুর শ্রীগোপালজীর মঠের একজন একনিষ্ঠ সেবক **শ্রীপাদ গৌরগোপাল** দাস প্রভু উচ্চ শ্রীমঠে শ্রীহরি-নাম গ্রহণ করিতে করিতে নিজধামে আরোহণ করিয়াছেন। ইনি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার্থ বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক নির্ভণ্ডপুষ্ঠাশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রপঞ্চাবস্থানের শেষদিন পর্য্যন্ত শুদ্ধগৌরাঙ্গসেবায় অন্বিতা লইয়া প্রপঞ্চ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবের প্রপঞ্চ-পরিত্যাগ-লীলা—আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের জীবনের অনিত্যতা এবং এই আবিদ্যাবি-দগ্ধ ক্ষণভঙ্গুর জীবনে সময় থাকিতে হরিসেবার একান্ত কর্ত্তব্যতা শিক্ষা প্রদানের জন্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৭ই বৈশাখ, ১৩৩৫, ২০শে এপ্রিল, ১৯২৯ | ৩৫শ সংখ্যা

"বুঝিয়াও বুঝিব না"

গত ১৬ই চৈত্র (১৩৩৫) তারিখের সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী পত্রে ব্যবসায়ী কথক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ তর্ক-ভূষণ মহাশয়ের হিন্দুসভার অভিভাষণ সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া "বুঝিলাম না" বলিয়া যে একটী চা'ল চালিয়াছেন, তাহা যে কোন নিরপেক্ষ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধরিয়া ফেলিতে পারেন। কথক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধটীর নাম "বুঝিলাম না" না দিয়া "বুঝিয়াও বুঝিলাম না" বা "বুঝিয়াও বুঝিব না" নাম প্রদান করিলে ব্রাহ্মণোচিত আর্জ্জব বা সরলতার পরিচয় পাওয়া যাইত। কপটতা ত' কখনই বৈষ্ণবত্ব বা গোস্বামীত্ব নহেই, কপটতায় ব্রাহ্মণতা পর্য্যন্ত নাই। শূদ্র ও অন্যান্যগণেই কপটতা-বৃত্তি দৃষ্ট হয়।

কথক গোস্বামী মহাশয় দুর্গমসঙ্গমনী-টীকার লেখককে শ্রীল জীব গোস্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করায় তাঁহার 'ভ্রম' হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার লিখিত বিষয়ে ও বিচারে ভ্রমাদি দোষ-চতুষ্টয়ের অন্যতম 'বিপ্রলিপ্সা' নামক দোষ প্রবেশ করিয়াছে। কথক মহাশয় মহামহোপাধ্যায় তর্ক-ভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণের ২১শ পৃষ্ঠায় লিখিত 'জীব-মাত্রেরই ব্রাহ্মণ্যবাদীর' কুমত প্রচারের পক্ষপাত-দুষ্টই হইয়াছেন। শুনা যায়, গোস্বামী মহাশয় গৌর-প্রেম-বিরোধী অদ্বৈত-সন্তানত্ব 'আর্ত্তাগুগ সম্প্রদায়ের' অবতন-সূত্রে গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তের অপব্যাখ্যায় পরম নিপুণ। আরও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, তিনি গোস্বামি ও আচার্য্যগণের সম্মানিত সাধক পক্ষপাত্র মানেন না। এই গোস্বামী মহাশয়েই গুরুদেব মঃ মঃ শ্রীকণীভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় 'ভারতবর্ষ' নামক গ্রামাবার্ত্তাবহে (১৩৩২ ভাদ্র সংখ্যা) গৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের বিচারে ভ্রম (?) দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন! এইরূপ গোস্বামি-মতবিরোধী স্মার্ত্ত-সমাজের অধস্তন এবং গোস্বামি-সিদ্ধান্ত-বিরোধী গুরুর শিষ্য হইয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের দুর্গমসঙ্গমনীর সিদ্ধান্ত কতটা বুঝিতে পারিবেন বা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিবেন না, তাহা নিরপেক্ষতার সহিত বিচার করিলে অনেক অনুসন্ধিৎসু সহৃদয়ের উপলব্ধি হইয়া পড়িবে।

কথক শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় 'বঙ্গবাসী'র পণ্ডিত মঃ মঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের শ্রীচৈতন্য-দেবের বিরুদ্ধে লিখিত প্রবন্ধরাজির কোন প্রতিবাদ করিবার সংসাহস না দেখাইয়া মঃ মঃ তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণের চাটুতা ও কাপট্যপূর্ণ সমালোচনা করিতে অগ্রসরই বা হইলেন কেন? ইহা দ্বারা গোস্বামী মহাশয়ের হৃদয় কতটা চৈতন্য-বিরোধে এবং কতটাই বা কপটজড়-স্মার্ত্ত-মতপোষণে পরিপূর্ণ, তাহা যে কোন সুধীব্যক্তিই ধরিয়া ফেলিতে পারেন।

কথক গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতকে যখন তাঁহার

কনক-প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের যত্ন করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চাধ্যায়ের বাহ্য-প্রতীতির সহিত অন্ততঃ পরিচিত আছেন। সেই শ্রীমদ্ভাগবতে তিনি অবশ্যই দেখিয়াছেন, জন্ম একটী নহে, কিন্তু তিনটী। স্মার্ত-গণের প্রামাণিক পুস্তক মনুসংহিতায়ও তিনি দেখিয়া থাকিবেন, জন্ম তিনটী। দুর্গমসঙ্গমনীর মধ্যেও তিনি শৌক্র এবং সাবিত্র্যজন্মের কথার প্রমাণ লাভ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার স্বকপোল-কল্পনাবলে জন্মের একত্ব প্রতি-পাদন করিবার চেষ্টা কি বিপ্রলিপ্সা বা 'বুঝিয়াও বুঝিব না' নীতি নহে? নিদ্রিত মানুষকে জাগান যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি নিদ্রার ভাণ করিয়া জাগিয়া রহিয়াছে, তাহাকে আবার কিরূপে জাগান যাইবে? গোস্বামী মহাশয় যদি সত্য সত্য প্রতিপাদ্য ও সেবাবুদ্ধির সহিত "বুঝিলাম না" বলিয়া পরিপ্রশ্ন করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বিপ্রলিপ্সার আশ্রয়ে অপস্বার্থে গোপনকরে "বুঝিয়াও বুঝিব না" বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কস্মিন্‌কালেও সত্যকথা বুঝান যাইবে না।

গোস্বামী মহাশয় 'গোলে হরিবোল' দিবার নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক পরম বিজ্ঞ শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের কথিত 'জন্মান্তরাপেক্ষা' শব্দের অন্তর্হিত করিয়া যে 'শৌক্র-জন্মান্তরাপেক্ষা' ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছেন, তাহাই যদি গোস্বামি-সম্মত ব্যাখ্যা হয়, তাহা হইলে গোপাল-সম্মত ব্যাখ্যা আর কিরূপ? শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—গোপালগণই ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া প্রত্যক্ষে শৌক্র-সংসারের আবাহন করিয়া থাকেন। গোপালগণের মস্তিষ্কে যোষিৎ-সঙ্গর বিচার ছাড়া অন্য কোন উন্নত বিচার স্থান পায় না। কিন্তু গৌস্বামিগণ সেরূপ যোষিৎসঙ্গী বা যোষিৎ-সঙ্গজ বিচারের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারানুকূলে ত্রিবিধ জন্মই স্বীকার করেন।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর ভাষায় যিনি 'ভক্তৈক-রক্ষক', সেই অপরোক্ষ স্বামিপাদও ভাবার্থদীপিকায় (১০।২৩।৩২) "শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষমিতি ত্রিবিধং জন্ম" এই বাক্যে ত্রিবিধ জন্মের কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং শ্রীজাতিমাত্রগত ব্রাহ্মণ্যবাদি'-গণের কুমত খণ্ডন করিয়া ভাগবতের বিচারানুকূলে লিখিয়াছেন,—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তত্তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ॥"

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদও স্বয়ং ব্রহ্মসংহিতার টীকায় "দীক্ষাতঃ তত্ত্বজ্ঞাদিবোদ্ভাতঃ" প্রভৃতি বাক্যে দৈক্ষ-সাবিত্র জন্মের কথা স্বীকার করিয়াছেন। 'দীক্ষা' শব্দে যখন দিব্যজ্ঞানকে বুঝায় এবং গোপালসঙ্ঘের আধ্যক্ষিক-জ্ঞানমাত্রকে বুঝায় না, তখন পণ্ডিত রাধাবিনোদ কি প্রকারে জন্মান্তরাপেক্ষা বিচার করিতে গিয়া ভক্তি-বিরোধী স্মার্তগণের ন্যায় কেবলমাত্র শৌক্রজন্মকেই লক্ষ্য করিলেন? তিনি কি বলিতে চান, শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ তাঁহার ন্যায় কপটতাবলে দৈক্ষজন্মের কথা জানিতেন না? গোপালগণের বিচারানুসারে ভগবদ্ভক্তের পুনরায় শৌক্রজন্ম ঘটিবে, এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা কখনই গোস্বামি-সিদ্ধান্তবিদের সম্ভবপর হয় না। ভগবদ্দেবক চণ্ডালকুলে আবির্ভূত হইলেও তাঁহাতে ভগবদ্দেবনকালে চণ্ডালত্ব থাকে,—এরূপ কথায় যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের বুদ্ধির বহর শৌক্রজন্মেই পরিমিত হয়। 'ভক্তের পরজন্ম','সোনার-পাথর-বাটী,' 'বুঝিয়াও বুঝিলাম না' বা অপরভাষায় 'কপটতা' প্রভৃতি অনভিজ্ঞসমাজে আদরের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু তাদৃশী ভক্তির পরিণাম শ্রীমদ্ভাগবতের "যেষাং স এষ ভগবান্" (ভাঃ ২।৭।৪২) শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তের পরিণামেও ভগবন্নামে, নামোচ্চারণ-ফলে পুনরায় মাতৃ-কুক্ষিতে প্রবেশ পূর্ব্বক শৌক্র-শরীর ধারণ—যাহাদের প্রয়োজনতত্ত্ব বলিয়া সিদ্ধান্তের বিষয় হইয়াছে, তাহাদের পাণ্ডিত্যের তুচ্ছতা শ্রীমদ্ভাগবতই তারস্বরে গান করিয়াছেন, সুতরাং পণ্ডিত রাধাবিনোদ মহাশয়ের 'ঠিকে ভুল' হইয়াছে। তিনি শৌক্রকুলগত বিচারে গোস্বামি-সিদ্ধান্ত বা ভাগবতী সিদ্ধান্ত বুঝিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়াই 'বুঝিলাম না' প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের "যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ" যে শ্লোকটীর দুর্গমসঙ্গমনীর 'জন্মান্তরাপেক্ষ,' শব্দটী লইয়া "শ্বপাদমপ্রকো-মমাধিমিতিথীঃ" কুপথাশ্রয়ী কর্ম্মজড়স্মার্তগণ বিকৃত ও অন্তর্হিতার্থ করিতে উদ্গ্রীব হইয়া পড়িয়াছেন, সেই শ্লোকটীর প্রকরণ বিচার করিলে দেখা যায় যে, শ্বপচকুলে আবির্ভূত হইলেও যাঁহাদের জিহ্বায় একান্তভাবে ভগবানের নাম একবারের জন্যও উচ্চারিত হইয়াছে

অর্থাৎ নাম দূরে থাকুক, নামাভাস পর্য্যন্ত যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা "তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুঃ"—তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ববেদাধ্যয়ন এবং সদাচারাদি অর্থাৎ ব্যবহারিক ব্রাহ্মণাধিকারোচিত যাবতীয় কৃত্য সমাপন পূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে নাম গ্রহণ করিতেছেন। এই স্থানে প্রত্যেকটী ধাতুতে লিটের প্রয়োগ দ্বারা চণ্ডালকুলে আবির্ভূত নামগ্রহণকারী ব্যক্তির আর্য্যত্ব, সদাচারত্ব, স্বাধ্যায়, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি ব্রাহ্মণাধিকারোচিত কৃত্যের জন্য শৌক্রজন্মান্তরাপেক্ষা নিরাকৃত হইয়াছে। নামাভাস-মাত্রেই যখন মুক্তি হয়, তখন সেইরূপ মুক্তপুরুষের আবার মাতৃকুক্ষিতে শৌক্রজন্মলাভ সাধারণ যুক্তি ও ন্যায় পর্য্যন্ত স্বীকার করিবে না। যে সকল কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও তাঁহাদের অনুগ অপরাজ্ঞিগণের নামে অর্থবাদ কল্পনা, তাঁহারাই চণ্ডালকুলে আবির্ভূত নামগ্রহণকারীর আবার তুচ্ছ কর্ম্ম-ফলবাধ্য ব্যবহারিক ব্রাহ্মণজন্ম লাভের জন্য পুনরায় শৌক্র জন্মের অপেক্ষা আছে বিচার করেন। চণ্ডালকুলে আবির্ভূত ব্যক্তির জিহ্বায় যদি নামাভাসও উদিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার আর কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের মত মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করিতে হয় না, তবে যাঁহারা ঐরূপ নামাপরাধী ও ভাগবত-সিদ্ধান্তবিরোধী অর্থাৎ যাঁহারা মনে করেন, শ্রীনামের প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ বিনাশ করিবার ক্ষমতা নাই, এই জন্মেই চণ্ডালত্ব দূর করিবার সামর্থ্য নাই—যাঁহারা "তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা"—ভাগবতের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না, সেই সকল কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও স্মার্ত্তানুগ ভাগবতব্যবসায়ী অপরাজ্ঞিগণ বা ভাগবতকে উদরম্ভরণের যন্ত্ররূপে নিয়োগ-কারী ব্যক্তিগণেরই অপরাধের ফলস্বরূপ নানাপ্রকার যোনি ভ্রমণ করিতে হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাগবতের টীকায় জানাইয়াছেন যে, নামগ্রহণকারীকে কখনও মাতৃ-কুক্ষিতে প্রবেশ করিতে হয় না, কিন্তু কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ আপনা-দিগকে পবিত্র ও শাস্ত্রজ্ঞ পুণ্যময় এমবিধিষ্ট মনে করিলেও তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করিতে হয়,—

"যথা নামাভাসবলেনাজামিলো দুরাচারোঽপি বৈকুণ্ঠং প্রাপিতস্তথৈব স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞাঅপি বহবো নামগ্রাহিণোঽপ্যর্থবাদকল্পনাদি-নামাপরাধদোষেণ ঘোরসংসার-মেব প্রাপ্নুবন্তে।"*

সুতরাং নানাপরাধী কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের পক্ষাবলম্বন করিতে গিয়া ভাগবতব্যবসায়ী পণ্ডিত রাধাবিনোদ মহাশয় আপনাকে এবার স্পষ্টভাবেই সেই দলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা একদিন তাঁহার "অন্তঃশাক্ত বহিঃশৈব সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ"—এই বিপ্র-লিপ্সানয়ী নীতি ধরিতে পারিতেছিলেন না, তাঁহারাও তাঁহার 'বুঝিলাম না' প্রবন্ধে তিনি এবার যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে বুঝিয়া ফেলিবেন।

ক্রমসন্দর্ভের সুস্পষ্টতা কেবল মাত্র অনভিজ্ঞ সমাজের জন্যই উদ্দিষ্ট, এরূপ নহে। পরন্তু অনভিজ্ঞ সমাজের জন্যই শ্রীজীব প্রভু "ব্রহ্মসংহিতার টীকায়" ও "শ্রীসনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃতের টীকায়" যে কথা লিখিয়াছেন তাহা আলোচনা করিবার ভাগ্য 'বুঝিলাম না' প্রবন্ধের লেখকের ঘটে নাই। শ্রীল সনাতনের 'দিগ্‌দর্শিনী টীকা' তিনি খুলিয়াও দেখেন নাই। 'তন্ত্রসাগর' গ্রন্থ শৌক্র-বিচার-পরায়ণ স্মার্ত্তগণেরও যে প্রামাণিক গ্রন্থ, একথা পণ্ডিত মহাশয়ের জানা নাই বলিয়া জন্মান্তরাপেক্ষা বিচারে 'দীক্ষিত', 'অদীক্ষিত' বলিয়া কোন কথা নাই—এরূপ অনভিজ্ঞতামূলা উক্তি করিয়াছেন। "তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্" এই তন্ত্রসাগর-বচন একান্ত শ্রুতিবিহিত সংস্কারের কথা স্বীয় আচার্য্যের নিকট উপদেশ লাভ না করায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের অধিক প্রশংসা আমরা করিতে পারিলাম না। তাঁহার গুরুদেব মঃ মঃ কবিভূষণ তর্কবাগীশ যদি তাঁহাকে শ্রীহরিভক্তিবিলাস অধ্যয়ন করাইতেন, একায়ন-শ্রুতিগণের বিচার-গ্রন্থ আগম-প্রামাণ্য পড়াইতেন, শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রের—

"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিষ্ণিতান্ জ্ঞাতানেব হি যত্নতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥"

—প্রভৃতি বিধি শিক্ষা দিতেন, শ্রীমহাভারতের সর্ব-বিনির্ণয়কারী শ্রীভাগবতে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রবেশ করাইতেন, তাহা হইলে তিনি "যত্র যল্লক্ষণং প্রোক্তং" শ্লোকটীর সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ভক্তিবিরোধী সঙ্কীর্ণ-স্মৃতির বিচার পরিহার-পূর্ব্বক শ্রীগোপালভট্টপাদ ও শ্রীজীবপাদ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেন। দীক্ষা-সংস্কারের সহিত পরিচিত না হইয়া কেবল মাত্র বাস্তিকতা অর্জ্জনের জন্য তদীয়গণের চরণার্চ্চন পরিহারেচ্ছাই

স্মার্তমতাবলম্বী শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয়কে বিপথে চালিত করিয়াছে।

আর একটী কথা এই যে, দিব্যজ্ঞানলব্ধ ভগবদ্ভক্ত মূলচর্ম্মকেও পরাহাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ইহ জন্ম ও পর জন্মে কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করিবেন—এরূপ ভগবদ্ভক্তকে জ্ঞানহ ভক্তির বাধক বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অধস্তনগণ বিচার করিয়া থাকেন। তবে কেন গোস্বামী মহাশয়ের এরূপ বিপ্রলিপ্সার উদয় হইল? ভগবদ্ভক্ত কখনই চতুর নহেন, স্মার্ত্তের চর্ম্মবিচারের কারখানার দ্রব্য নহেন যে, তিনি গোস্বামিমহাশয়ের ন্যায় মাৎস্য-ভোগের লোভকে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তিবিরোধী 'বঙ্গবাসী' পত্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। গোমহাগজাদীর পুত্রাদ্য—কর্ম্মনিপুণ-ব্রাহ্মণ-সমাজে আদরের বস্তু! ভগবদ্ভক্ত কখনই কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণ হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা করেন না, তাই বলিয়া তাঁহাকে সোমযাজী ব্রাহ্মণাপেক্ষা নিম্নস্তরে কল্পনা করার তর্কবাগীশ মহাশয়ের শিষ্য ঘোঁসাইর কর্ত্তব্য নহে। ভরতের কর্ম্মনিপুণ একাশীতি ব্রাহ্মণপুত্রের মধ্যে কেহই নবদ্বীপ ভক্তব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত হইবার জন্য কোনদিন ইচ্ছা প্রকাশ করেন না, পরন্তু দশটী ক্ষত্রিয় পুত্রের ন্যায় পার্থিব সম্মানে বিভূষিত হইবার জন্যও প্রয়াস করেন না, কিন্তু নবযোগেন্দ্রের সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নির্ব্বিবাদে ভাগবতপুরোক্ত বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ-নামে নির্দ্দিষ্ট হন। বাদরায়ণসূত্রের ব্যাখ্যাতৃবর্গ শ্রীমদানন্দ-তীর্থকথিত শ্রীসাত্বত-সূত্রের সংবাদ না রাখায় 'ব্রহ্ম' শব্দকে আধ্যক্ষিক কল্পনার নিম্নস্তরে আবদ্ধ করেন, পরন্তু 'ব্রহ্ম'-শব্দ বিদ্বদ্-বৃত্তিবৃত্তিতে একমাত্র 'বিষ্ণু'শব্দেরই অভেদত্ব প্রতিপাদন করে। আমরা বলি,—পণ্ডিতমহাশয় কিছুকাল গোস্বামি-সম্মত সিদ্ধান্তপাত্রে বৈষ্ণবের নিকট আলোচনা করিয়া অক্ষেন্দ্রিয়ের মাৎসর্য্যভোগের ভাব হইতে বিরত থাকিলে ভক্তিবিদ্বেষী বঙ্গবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার আর কৌতূহল প্রকাশ করিবেন না।

পরবিদ্যার আলোচ্য বিষয়, অপরবিদ্যার পরতন্ত্রতায় দর্শন সম্ভব নহে, যতদিন তিনি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উল্লিখিত 'যদ্যদি মম চেতঃ' শ্লোকের তাৎপর্য্যময় শৌক্ল-পদ্ধতি নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে না শিখিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত 'পাষণ্ডি-হিন্দুগণের' গোলামী হইতে পরিত্রাণের উপায় দেখিতে পাইবেন না।

শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার অধিবেশন বিবরণী (গৌরাব্দ ৪৪৩)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ সংখ্যার পর]

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু যুক্তপ্রদেশের লাটসাহেব বাহাদুর মাননীয় G. D. Lambert C. S. I., I. C. S. মহোদয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলেন যে, যখন ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদেশে আমরা লক্ষ্ণৌনগরে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছিলাম, তখন যুক্তপ্রদেশের মহামান্য সচীব বাহাদুরের নিকটও শ্রীগুরুদেবের ঐ বার্ত্তা বহন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। মহামান্য লাটসাহেব বাহাদুর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী, শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের নিকট ঐসকল কথা অতীব মনোযোগ, আগ্রহ, ধৈর্য্য ও যত্নের সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রচারিত সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, বিশেষতঃ মহামহাবদান্য শ্রীল প্রভুপাদের মহাপ্রভুর ধর্ম্মপ্রচারের প্রণালী শ্রবণে পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণকে যুক্তপ্রদেশে মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের সহায়তা করিবেন, বলিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা মহামান্য লাটসাহেব বাহাদুরের মহাপ্রাণতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বিপুল ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

The hon'ble Khan Bahadur, Sir Muhammad Habibullah Sahib Bahadur K. C. S. I., K. C. I. E. M.A., Member for Education, Health & lands of the Executive council to His Excellency the Viceroy মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের

অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের নিকট হইতে তাঁহার বহুমূল্য সময়ের অনেককাল শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারপ্রণালীর কথা শ্রবণে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং ঐসকল কথা শ্রবণে বিশেষ প্রীতি ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি একজন মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী এবং ভারতসরকারের ব্যবস্থাপক-সভার উচ্চপদে আরূঢ় হইলেও শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণের নিকট শ্রবণ-ফলে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা মাননীয় খানবাহাদুর মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

Mr Cassels, Commissioner, Lucknow Division, শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ শ্রীনৈমিষারণ্যস্থিত পরমহংসমঠের প্রচারকগণের প্রতি তাঁহার গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রচারকগণের প্রচারের সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক পরমহংস আচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আলেখ্য দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন বলিয়া প্রচারকগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্য প্রিয়তম আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

মহামান্য ভারত-সম্রাট্‌প্রতিনিধি বা বড়লাট সাহেব বাহাদুরের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী Mr. G. Cunningham, C. I E., O. B. E. I. C. S. এবং সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী Mr. W. Le. B. Egerton. I. C. S. মহোদয়দ্বয় উভয়েই পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবপ্রচারিত প্রেমধর্ম্ম এবং বর্ত্তমান গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রচার-প্রণালীর কথা বহুক্ষণ-যাবৎ শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। তাঁহারা এই সকল কথা বড়লাট সাহেব বাহাদুরের নিকট জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং তদ্বিষয়ে দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়ে পত্রাদিও প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা মহামান্য ভারত-সম্রাট্‌প্রতিনিধি মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীদ্বয়ের মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

His Highness the Moharajadhiraj Sahib of Patiala state, president of the chamber of Princes of India শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন-ধর্ম্মের বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু হইয়া বহু হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন এবং প্রচারকগণের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা পাতিয়ালার মহারাজাধিরাজ সাহেব বাহাদুরকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

Col. Amrikh singh, deorhi officer to the patiala State মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে state-guests রূপে সম্মান ও অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন এবং প্রচারকগণের জন্য সর্ব্ববিধ যত্ন লইয়াছেন। তাঁহার সদাশিকতা ও প্রচারকগণের প্রতি সৌজন্য প্রভৃতির জন্য শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

Her Highness the Maharani sahiba of kapurthala state শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে অতীব সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বিশেষ মনোযোগ ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদের নিকট হইতে দুই দিবসকাল শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করিয়াছেন। মাননীয়া মহারাণী সাহেবা তাঁহার প্রাসাদে বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত শ্রোতার সম্মুখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ তদনুসারে রাজপ্রাসাদে অভিজাত-সম্প্রদায়ের সম্মুখে বক্তৃতামুখে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মাননীয়া রাণী সাহেবার মহাপ্রভুর কথায় প্রীতি ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সৌজন্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

Col. German Das, Military Secretary to the Maharaja Sahib of Kapurthala সর্ব্বদা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের প্রতি নানাপ্রকারে সৌজন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বিশেষ মনোযোগ ও শ্রদ্ধা

সহকারে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের মুখে শ্রীচৈতন্যের বাণী শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

Mr. kilburn, S. P of Karnal মহোদয় কুরুক্ষেত্রে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং ব্যাসগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে অতীব মনোযোগ সহকারে দীর্ঘকালব্যাপী শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেম-ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"I have never seen before such a true "Sadhu" at least in the whole of the Punjab." আমি পূর্ব্বে কখনও এরূপ অকৃত্রিম সাধু দেখি নাই, অন্ততঃ সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশে এরূপ খাঁটি সাধু আমার চক্ষে পড়ে নাই। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা কার্ণালের পুলিশ সাহেব মহোদয়ের শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথায় প্রতি শ্রদ্ধা ও আচার্য্য-গুরুগ্রাহিতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

Mr. kripalani, collecter of Karnal মহোদয় গত সূর্য্যগ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারক-গণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারে নানাবিধভাবে সহায়তা এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

Hon'ble Justice Gokarnanath Misra of the Lucknow Chief Court, মহোদয় শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারক-গণকে তাঁহার নিজ ভবনে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের শ্রীমুখে সপরিবারে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীভাগবতধর্ম্মই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণকে হরিকথা প্রচারে যে প্রকারে সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

নাকাশীপাড়ার জমিদার সজ্জনবর শ্রীযুক্ত বিবেকনারায়ণ সিংহ রায় মহাশয় শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমায় গৌরাঙ্গজীর শ্রীমায়াপুরচন্দ্রকে বহন করিবার জন্য তাঁহার একটী হস্তী প্রদান করিয়া তাঁহার বংশোচিত মহাপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। উহাতে তাঁহার একদিকে যেমন যশঃ প্রকাশিত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি তিনি শ্রীধাম-সেবায় ঐরূপ আনুকূল্য করিয়া নিজ মানবজন্ম এবং তাঁহার আশ্রিত হস্তীরাজ পশুটীর জন্মও সুকৃতিবিমণ্ডিত করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহার সজ্জনতা ও মহত্ত্বের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

Mr. W. E. G. Dunne, Special Manager of the Court of wards, Sitapur মহাশয় নৈমিষারণ্য শ্রীপরম-হংসমঠের প্রচারকগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি হারমনিষ্ট্ পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক ও মহাপ্রভুর কথায় শ্রদ্ধাবান্। নবীনগর রাজকোল হইতে তিনি নৈমিষারণ্য মঠে আনুকূল্য প্রদানের সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা উক্ত মহাত্মাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

মরৌনের মহারাজ বাহাদুর নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠে একটী গৃহ নির্ম্মাণের আনুকূল্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা-প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

কুমার বসন্তীয় সিং special Manager Court of Wards, Balarampur Estate মহাশয় শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারে আনুকূল্য করায় শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সাধারণ সভার অন্যতম সম্পাদক সর্ব্বগুণবিভূষিত পরমভাগবত দিনাজপুরের কুমার বাহাদুর রাও সাহেব পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পরমিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয় শ্রীচৈতন্যদেবের বিরোধী অদৈববর্ণাশ্রমত নিরসনে অকৃত্রিম অভিনিবেশ, সপার্ষদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শিলংপ্রদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারকালে নানাবিধ-ভাবে আনুকূল্য ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। সঙ্ঘের প্রতি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুরের প্রতি তাঁহার যে অপার শ্রদ্ধা, অকৃত্রিম প্রীতি, অদম্য সৎসাহস ও ঐকান্তিকী নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এবং তিনি যেরূপ তাঁহার পরম সম্মানিত বৈষ্ণব-

সংসোচিত আদর্শ বৈষ্ণবতার নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী-বিভূষিত হইয়াও তিনি যেরূপ বৈষ্ণবাচার্য্য ও শুদ্ধবৈষ্ণবগণের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার আদর্শ দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ গৌরাশীর্ব্বাদে বিভূষিত, বিপুল ধন্যবাদে বিমণ্ডিত এবং বহু সম্মানে অলঙ্কৃত করিতেছেন।

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অদ্বৈতকুমার সামন্ত সবডিভিসনাল্ অফিসার কৃষ্ণনগর মহোদয় কোনদীপ পরিক্রমাকালে গোডাধাত্রা মধ্যে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ভক্তিবৈরিগণকে দমন ও শান্তিরক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকবারই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে নিবিষ্টচিত্তে হরিকথা শ্রবণ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার নদীয়ার ডি, এস্, পি মহাশয় কোনদীপ পরিক্রমার শান্তিরক্ষা ও বহুসংখ্য ভক্তিবৈরিগণকে দমন করিয়া পরিক্রমা-সম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক কৃত্য সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

Lala Dewali Ram, B.A. Secretary Kuruksetra Restoration Society মহাশয় কুরুক্ষেত্রে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের কথা প্রচারে প্রচারকগণকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন। তিনি ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে কুরুক্ষেত্রে এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের অতিথি-রূপে দীর্ঘকাল অবস্থান-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়া পঞ্জাবপ্রদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীনধর্ম্ম প্রচারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহার এই সজ্জনতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

রায়সাহেব পরমভাগবত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয় শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপন-কার্য্যের জন্য আনুকূল্য করিয়া গৌরভক্তগণের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন। তিনি বহু বৈষয়িককার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার আন্তরিক পিপাসা প্রদর্শন করিয়াছেন। গতবৎসর সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের মানভূম অঞ্চলে হরিকথা প্রচারকালে তিনি বিপুল উৎসাহের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং এমন কি, কয়লার খনির অভ্যন্তরেও সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে লইয়া গিয়া সঙ্কীর্ত্তন-প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার মহত্ত্বের জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

পরমভাগবত বদান্যবর শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনারায়ণ চক্র মহাশয়ের সুযোগ্য ধর্ম্মপরায়ণ জামাতা শ্রীযুক্ত শ্রীপতিনাথ পাল মহাশয় শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপনের জন্য আনুকূল্য করিয়াছেন। তাঁহার মহাপ্রভুর প্রতি প্রীতি, মহাপ্রভুর ভক্তগণে শ্রদ্ধা ও ভক্তি, দৈন্য, অমায়িকতা প্রভৃতি গুণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য; শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

ভূমুরকুণ্ডাগৌরব ডুবুরকোন্দানিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রমানাথ রায় মহাশয় শ্রীচৈতন্য পাদপীঠের শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণকার্য্যে বিশেষ দক্ষতা ও পরিশ্রম সহকারে সেবা করিতেছেন। তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ চৌদ্দবশির সুপ্রসিদ্ধ বদান্যবর জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই ধর্ম্মপরায়ণ, সর্ব্বজনহিতকরকার্য্যে অগ্রণী, শ্রেষ্ঠীকুলগৌরব, মহাপ্রাণ রায় বাহাদুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থলীতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর জন্মবাসরে মহোৎসবের আনুকূল্য এবং শ্রীধামাগত যাত্রিগণের বাসস্থানের জন্য ৭৫০০৲ সাড়েসাত হাজার টাকা ব্যয়ে একটী বৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণের প্রতিশ্রুতি করিয়া যে মহতী কীর্ত্তি ও অক্ষয় সুকৃতি সঞ্চয় করিলেন, তাহা স্বর্গের মহেন্দ্রাদি দেবতাগণেরও দুর্লভ। আজ রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনারায়ণ এই মহৎকার্য্য করিয়া মহেন্দ্রনারায়ণরূপে অক্ষয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাকে গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছি। সভার সভাপতি প্রভুপাদ পরমভাগবত রায়বাহাদুর মহেন্দ্র-নারায়ণের ললাটে প্রসাদী চন্দন দ্বারা তিলক অঙ্কিত করিয়া দিলেন এবং হস্তে শ্রীধামপুরচন্দ্রের নির্ম্মাল্য তুলসী প্রদান করিয়া মহাপ্রভুর পরিহিত বসনের দ্বারা রায়বাহাদুরের মস্তকে পাগড়ী বন্ধন পূর্ব্বক গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন।

বরিশালনিবাসী পরমভাগবত বদান্যবন্ধুবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার গুপ্ত ও তদীয় মিত্র মহাশয়দ্বয়কে ও প্রভুপাদ মহাপ্রভুর সচন্দন নির্ম্মাল্য তুলসী গৌরাশীর্ব্বাদস্বরূপ প্রদান করিলেন।

অনন্তর শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীপাদ ভক্তিদয়িত গোস্বামী প্রভু কলিকাতা কোড়াপাননিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত সুনিনবিহারী মিত্র ভ্রাতৃদ্বয়কে তাঁহাদের পিতৃদেবের স্মৃতি-রক্ষাকল্পে শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা ও ভক্তি-সুন্দর তোরণ নির্ম্মাণের আনুকূল্য করায় তাঁহাদিগের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করেন।

পরমবদান্যবরা শ্রীযুক্তা বিজয় রসন্ত দাসী শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার শ্রীমায়াপুরস্থকে বহন করিবার জন্য একটী ডুলী সংগ্রহার্থ ৪২০০ সাড়ে চার হাজার টাকা দান করিয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন ও ভগবৎসেবা করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ ও গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন।

বদান্যবরা শ্রীযুক্তা পারাবরী দাসী শ্রীচৈতন্যমঠে একটী বৈষ্ণবগৃহ নির্ম্মাণের জন্য ৪০০০৲ চারি হাজার টাকা প্রদানে অগ্রসর হইয়াছেন। এইরূপ মহৎকার্য্যে অর্থদান করিয়া তিনি অর্থের সার্থকতা করিলেন। তাঁহার কীর্ত্তি দেবতাগণেরও কাম্য। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহার এই মহৎকার্য্যের জন্য অশেষ ধন্যবাদ ও গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন।

বদান্যবরা শ্রীযুক্তা গিরিবালা দাসী শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীআম্রকুটীর পুনর্নির্ম্মাণকল্পে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দানে অগ্রসর হইয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তিসূচক সেবা কার্য্য করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ ও গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন।

বদান্যবরা শ্রীযুক্তা হরিমতি দাসী শ্রীব্রজপত্তনে শ্রীরাধা-কুণ্ডের ঘাট নির্ম্মাণকল্পে ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দানে অগ্রসর হইয়া যে অক্ষয় কীর্ত্তি সংগ্রহ ও বহুতী সুকৃতি-সঞ্চয়ের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ ও গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন।

পরমভাগবত বদান্যবর মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার সরদার মহাশয় শ্রীধামাগত যাত্রিগণকে পানীয়জল বিতরণের সুব্যবস্থার জন্য গৌরকুণ্ডের সংস্কার এবং ভগ-বদ্ভক্তি প্রচারের জন্য শ্রীচৈতন্যভাগবতচরিতা ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীপাটে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের অর্থানুকূল্য করিয়া মহতী সুকৃতি ও দেব-দুর্লভ কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া-ছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহার এই মহদনুষ্ঠানের জন্য অশেষ ধন্যবাদ ও গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন।

সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার পঞ্চত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি প্রভুপাদ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ উপসংহারে সমবেত সভ্য ও শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে একটী অভিভাষণ প্রদান করেন। নিম্নে তাহার চুম্বক প্রকাশ করা হইল,—

"রাত্রি অধিক হ'য়েছে। সকলেই বহুক্ষণ ধরে এরূপভাবে বসে থেকে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন। আপনারা একটা কৌতুহল চাইতে পারেন, এত অধিককাল এ'সব কথা আলোচনা করা বা কতকগুলি লোকের প্রশংসা করার আবশ্যকতা কি? এটা হচ্ছে বার্ষিক সভার অধিবেশন, সংবৎসর ধাবৎ সকল লোক কি প্রকারে ভগবানের প্রীতিবিধান ক'রেছেন, ভগবানের সেই প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের চরিত্র আলোচনা করলে আমরাও উত্তরোত্তর সেই সকল আদর্শ অনুসরণ ক'রে ভজনে উন্নতি লাভ করতে পারি। উপদেশের চেয়ে প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ অর্থাৎ যাঁরা উপদেশগুলি জীবনে প্রতিপালন ক'রেছেন, তাঁদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আলোচনা করলে আমরা খুব শীঘ্র শীঘ্র ভজনপথে অগ্রসর হ'তে পারি। নিষ্কপটে ভগবৎসেবকগণের গুণ বর্ণনা করলে আমাদের হৃদয়ে যে সকল মৎসরতাবৃত্তি, আত্মগত-প্রতিষ্ঠাকামনা, ভোগ-পিপাসা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি অনর্থ রয়েছে, সেগুলি বিদূরিত হয়, আর হৃদয় পরমার্থপথে অগ্রসর হওয়ার উপযোগী হ'য়ে উঠে।

যাঁরা এই সকল গৌরপ্রিয়-কার্য্য ক'রেছেন, তাঁ'দের মধ্যে এ বছরে আমরা আমাদের কয়েকজন লোককে হারিয়েছি। আমাদেরই অন্যতম ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস পর্ব্বত মহারাজ, এই প্রপঞ্চ হ'তে বিদায় গ্রহণ ক'রেছেন। গৌরসুন্দর তাঁ'র প্রিয়পাত্রকে আকর্ষণ করেন, আমরা দুর্ভাগা, তাই জগতে থেকে জগতের কাছে যে-

সকল কথা শ্রেয়ঃ নয়, সেই সকল কথা অসুক্ষণ ব'লে ব'লে জগতের লোকের বৈমুখ্যবরণরূপ শাস্তিভঙ্গ কচ্ছি।

আমাদেরই পরিচিত, মহাপ্রভুর সেবাকার্য্যে উৎসাহী মনুরঞ্জন পার্ব্বত্যপ্রদেশের অধিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত দুর্লভ পাত্র মহাশয় ইহজগৎ হ'তে বিদায় গ্রহণ ক'রেছেন। তিনি মহাপ্রভুর প্রিয়-কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন ব'লে জগতের কুকেন্দ্রিয়তর্পণবিরোধি-সমাজ তাঁ'কে তা'দের ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিঘ্নকারক বিবেচনা ক'রে হত্যা ক'রেছে। তিনি যেখানেই এই জগৎ হ'তে চলে যান না কেন, যেখানেই থাকুন না কেন, তিনি যখন গৌরপ্রিয়-কার্য্যের অনুষ্ঠান ক'রেছেন, মহাপ্রভু নিশ্চয়ই তাঁ'র মঙ্গল কর্ব্বেন।

আমরা মহাপ্রভুর আর একজন অকৃত্রিম একনিষ্ঠ সেবককে হারিয়েছি, ইঁহার নাম—শ্রীভগবদ্ভক্ত বাল অধিকারী। ইনি অল্প বয়সেই মঠাশ্রয় ক'রে একান্তভাবে গুরুগৌরাঙ্গের সেবা ক'রেছেন, ইঁহার তিতিক্ষা, ভগবৎ-সেবায় নিষ্ঠা—আদর্শস্থানীয়। গৌরসুন্দর তাঁ'র প্রিয়জনকে আকর্ষণ ক'রে নিয়েছেন।

আর একজন মঠসেবক এই জগৎ পরিত্যাগ ক'রেছেন, ইঁহার নাম—গ্রামলোক ব্রহ্মচারী। ইনি শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে ও ভাগবত আশ্রমে বহুদিন সেবা ক'রেছিলেন।

শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী নামে আর একজন ভগবৎসেবক গত বৎসর শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমায় বহু সেবা ক'রে এ জগৎ হ'তে বিদায় গ্রহণ ক'রেছেন।

আমরা আর একজন অকৃত্রিম বান্ধবকে হারিয়েছি, তিনি পরম ঐশ্বর্য্যশালী হ'য়েও দৈন্য-ভূষণে বিভূষিত ছিলেন এবং আমাদের ন্যায় অকিঞ্চন ব্যক্তিগণকেও যথেষ্ট অনুগ্রহ কর্ত্তেন। ইঁহার নাম—রেবতীমোহন রায় চৌধুরী; ইনি বালিয়াটীর প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। যখন তাঁ'র বিষম ব্যাধি উপস্থিত হোলো, তখন তিনি আমাদের দেখ্‌বার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ কর্ত্তেন। আমি তাঁ'র নিকট উপস্থিত হ'লে তিনি হৃদয়ের যে ভাব প্রকাশ করেছিলেন, তা'তে যথেষ্ট স্নেহ ছিল। তাঁ'রই প্রধান ও বিশেষ যত্নে বালিয়াটীর গৌরগদাধরমঠ স্থাপিত হ'য়েছে। তিনি ভগবদ্ভক্তগণকে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখ্‌তেন। তিনি আজ পৃথিবী হ'তে চলে গিয়েছেন; তাঁ'র জন্য বিশেষ দুঃখের উদয় হচ্ছে।

আর একজনকে আমরা হারিয়েছি, তাঁ'র নাম ছিল —শ্রীযুক্ত উমানাথ তত্ত্বনিধি। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও পরমার্থ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন; তাঁ'র জন্য আমরা আজ দুঃখিত।

আমরা বহুস্থানের বহুকার্য্যে-ব্যাপৃত লোক আজ আমাদের সেই একপ্রভু বিশ্বম্ভরের জন্মস্থানে মিলিত হ'য়েছি; আমাদের পরস্পরের অনেক বক্তব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। আজ এক বৎসরের অনেক কথা এক নিশ্বাসে বল্‌তে হচ্ছে ব'লে আপনাদের সময়ের উপর অনেকটা হস্তক্ষেপ কর্‌তে হচ্ছে। আজ বার্ষিক উৎসবে ভগবানের ভক্তের গুণ-কীর্ত্তন বহুমুখে শুন্‌বার সৌভাগ্য লাভ হলো। এ সকল দৃষ্টান্ত আমাদের আগামী বারো বছরের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার আদর্শরূপে কার্য্যে লাগ্‌বে।

আমি সকল বিষয়ে অযোগ্য। আমার এমন কিছু যোগ্যতা নাই—যা' দিয়ে আমি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-গণের পূজা কর্‌তে পারি। শব্দই আমার সম্বল। যদি আমি গৌরসুন্দরের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে শব্দের সাহায্যে কিছু সেবা কর্‌তে পশ্চাৎপদ হই, তা'হলে আমি চিরবঞ্চিত হ'লাম—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

সকল আরাধনা হ'তে বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, তার চেয়েও বিষ্ণুজনের আরাধনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সৌভাগ্যের অধিকার লাভ ক'রেছি আমরা। সাধারণ জাগতিক শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণের কার্য্য 'বিক্রম' নামে অভিহিত হয়, কিন্তু অতিমর্ত্ত্য-কার্য্য 'ত্রিবিক্রম' নামে বিদিত। ত্রিবিক্রমের ভক্তগণের গুণকীর্ত্তন আমাদের ভজনের উন্নতি বিধান ক'রে থাকে। ভগবদ্ভক্তের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি আমাদের **অনুসরণীয়, অনুকরণীয় নহে।**

ভগবদ্ভক্ত কা'কেও দুর্ব্বাক্য বলেন না। ভগবদ্ভক্তের বাক্যকে যাঁ'রা দুর্ব্বাক্য ব'লে শ্রবণ করেন, তাঁ'দেরই শ্রবণ-ভ্রান্তি ও দুর্ভাগ্য। ভগবদ্ভক্ত কখনও কৃতঘ্নগণকে উপেক্ষা দেন না; তাঁ'রা ক্ষুদ্র-মঙ্গলের জন্য যে ক্ষুব্ধোদ্বেগের আচরণ দেখান, তা' অনন্ত-মঙ্গলের জনক। ভাগবত ব'লেছেন,—

"অতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

ষোল পনর বছর পূর্ব্বে শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার অনুকরণ

ক'রে তা'র প্রতিযোগিতাচরণ, ও প্রতিকূলাচরণ কর্‌বার জন্য "বৈষ্ণবসম্মিলনী" নাম দিয়ে যে একটী শুদ্ধবৈষ্ণব-বিরোধী দলের সম্মিলনী সৃষ্টি হ'য়েছিল—যা'তে আউল, বাউল, প্রাকৃত-সহজিয়া, ভক্তিবিরোধি-জাতিগোস্বামী সমস্ত ভক্তিবিচারে দুঃসঙ্গের একত্র সমাবেশ ছিল, আমরা তা'র আদর কর্‌তে পারি নাই। যেখানে ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়ী দল নিজ নিজ উদরোপস্থ-চারণের জন্য ভক্তি-বিরোধী সাধারণ জনপ্রিয় ভালমানুষ ধনীকে তা'দের সমর্থনকারী সাজাতে চান, সেখানে আমরা ভাগবতের বাক্য লঙ্ঘন ক'রে তা'দের সঙ্গে মিশ্‌তে পারি না। আমাদিগের হৃদয়ের বন্ধু যাঁ'রা, আমরা যাঁ'দের সত্য সত্য শুভ কামনা করি, তাঁ'দিকে কখনও ছলজীবী উদরোপস্থ চারণকারিগণের সহিত যোগদান কর্‌তে বল্‌তে পারি না। একটী মহান্ বৈষ্ণব-চরিত্রের কলঙ্ককারী অশিক্ষিত ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে যে সকল দৌরাত্ম্য হচ্ছে, তা'তে যদি বাংলার মুষ্টিমেয় কোন কোন গণ্যমান্য লোক যোগদান করেন, অধিক কি, যদি পৃথিবীর ঐরূপ অনন্তকোটী লোকও সেখানে মিলিত হন, স্বর্গের ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি অসংখ্য দেবতাও যদি সেই সকল অবৈধকার্য্যের সমর্থক হন, তা'হলেও আমি মহাপ্রভুর বাণী—ভাগবতের বাণী—"অতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্", "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার" অবিচলিতভাবে শিরে ধারণ ক'রে আমার সমস্ত বন্ধুবর্গকে আমার শেষদিন পর্য্যন্ত সেরূপ দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগের জন্য তার-স্বরে বল্‌তে থাক্‌ব। আমি ত' একদিন আমার অনর্থ-যুক্ত অবস্থা শুরুপাদপদ্মে নিবেদন ক'রে তাঁ'র প্রসাদে অনর্থ-নিষ্মুক্ত হবার পথ কোন্‌দিকে জান্‌তে পেরেছি,—বৈষ্ণব-দাসের কোন অনর্থ নাই—থাক্‌বার দুর্ভাগ্যও নাই, বুঝেছি; সুতরাং আমরা সেবাহীন অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে কিছুতেই যোগদান কর্‌তে পারি না। একদিন হঠাৎ শুদ্ধবাজারে দেখ্‌লাম, সকল বৈষ্ণবচেহারাওয়ালা একত্রে মিলিত হয়েছেন; কিন্তু আমি কেন সেরূপ সঙ্ঘের মিলন-মন্দিরে প্রবেশ করি নাই? আমি ত' শুদ্ধদাস; আমার গুরুর আদর্শ—অসৎসঙ্গত্যাগ। আমার প্রভুর প্রভুর আদর্শ,—"সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।" ৺ সোরা হ' আনার পিত্ত-বুদ্ধির যন্ত্রে—ইন্দ্রিয়তর্পণের যন্ত্রে আমরা কখনও যোগদান কর্‌তে পারি না। তা'রা যত বড় প্রতিষ্ঠাসম্পন্নই হউক না কেন, আমরা উচ্চৈঃস্বরে—তার-স্বরে, শুদ্ধভক্তির প্রচার যতদিন থাক্‌বে, আমাদের যতদিন একটী লোকও থাক্‌বে, তারস্বরে বল্‌তে থাক্‌ব, উহা ধর্ম্ম নহে—ইন্দ্রিয়তর্পণ ধর্ম্ম নহে—বণিগ্‌বৃত্তি ধর্ম্ম নহে—ব্যভিচার ধর্ম্ম নহে—লোকের মনোরঞ্জন ধর্ম্ম নহে—মানুষকে বঞ্চনা কর্‌তে দেওয়া ধর্ম্ম নহে, উহা কলির ধর্ম্ম। ভাগবতের বাণী তারস্বরে কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে বল্‌ব,—

"অহার্ষিত্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্বিধঃ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥
অমূনি পঞ্চস্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ।
ঔন্নত্যেবেণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নিদেশকৃৎ॥
অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা
লোকপতির্গুরুঃ॥"

লোকপতি, গুরু, আচার্য্য কখনই কলি-পঞ্চকের সেবক হন না। ধনলোভিতসম্প্রদায়, ইন্দ্রিয়পরায়ণসম্প্রদায় সাধুর প্রতিষ্ঠা-পিপাসু হ'য়ে যে সকল সাধুতার ভাণ করে, তা' দেখে আমরা কখনও ভুলব না। আমাদের যত আত্মীয়-স্বজন, সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ব'লে দিব, পূতনা—প্রলম্ব—অঘাসুর—বকাসুর-সেবা কখনই কৃষ্ণসেবা নহে। তা'দের ভোগায় ভুলো না।" জগতের মঙ্গলের ছলনায় যারা অমঙ্গল বিধান করে, তা'দের ক্রিয়া-কলাপ সেবাটায় জয়ী হয় না।

আমাদের retire কর্‌বার বয়স, আমাদের বহুদিন civil death হ'য়ে গিয়েছে। যা'রা এ জগতে চিরদিন থাক্‌বে মনে ক'রে রেখেছে, তা'রা লোকবঞ্চনা করুক। তা'রা কি চিরদিনই এরূপ লোক-বঞ্চনা কর্ত্তে পারবে? সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি চারিযুগ ধরে ত' তা'রা এ সকল কার্য্য ক'রে এসেছে—মিথ্যাকথাকে সত্যকথা ব'লে চালাবার চেষ্টা ক'রেছে। মানুষ কি এত বড়ই নাস্তিক—এত বড়ই দুর্ভাগা যে, তা'দের ঐ সকল লোক-ভুলান কথা শুনে চিরকালই মুগ্ধ হবে?

ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তের প্রিয়-কার্য্য করতে না পারাই তা'দের দণ্ড, এ'র মত দণ্ড আর নেই, এরূপ দণ্ড যেন অনুভূতির না হয়।

আমি আজ সাতাশ (২৭) বৎসর যাবৎ শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত থাকবার সুযোগ পাচ্ছি; তা'তে ভগবানের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের কথাই আলোচিত হয়, অন্য কথা আলোচিত হবার আবশ্যক হয় না। আমাদের আজ অপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের কথা ব'লে একটা অপ্রিয় কাজ করতে বাধ্য হ'তে হচ্ছে। আমরা মরব, ভক্তিবিরোধিগণও মরবে, কিন্তু ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের অপ্রিয় কার্য্য ক'রে মরা—পাপক্লেশময় পথের যাত্রী হওয়া কতটা শ্রাদ্ধা, তা' তা'দের বর্ত্তমানের ধারণায় অবকাশ পায় না। চতুর্ম্মর্গকে থুৎকার করেন যাঁরা, এমন গুরুর নিত্যদাস—জন্মে জন্মে দাস আমরা, যে সকল লোক ভগবৎপ্রিয়গণের অপ্রিয়কার্য্য করে, তা'দের সঙ্গে কস্মিন্‌কালে আমাদের সহযোগিতা থাকতে পারে না। তবে আমরা তা'দের বিরোধী নই, তা'দের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিশ্বম্ভরের দাসসূত্রে আমাদের বিশ্বম্ভরা যত বাক্স আছেন, তাঁ'দের সতর্ক হবার জন্য এই সকল কলি-পঙ্কজের সেবক ধনবণিকগণের প্রত্যেক ব্যক্তির কেতেকারী উচ্চৈঃস্বরে জানিয়ে দিব। তা'দের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বন্ধুর—ভক্ত লোকের সহিত দেখা হবে, সকলের কাছে জানিয়ে দিব,—"হে বান্ধবগণ! ঐ দুঃসঙ্গে মত্ত হয়ো না।"

বাহ্যদৃষ্টিতে অনেকের কাছে আমরা—একটা দল, তা'রা—একটা দল। কিন্তু আমরা দুঃসঙ্গ ত্যাগ করতে গিয়ে একটি দল হ'য়ে পড়েছি, আর তা'রা কলি-পঙ্কজের সেবা করতে গিয়ে, সকল সমবীল মিলে গুরুদ্রোহিতা কর্ত্তে গিয়ে বৈষ্ণবিনাশ-কার্য্যে ব্রতী হ'বার জন্য দল বেঁধেছে। বৈষ্ণবগণের কথা তা'দের নিকট তিক্ত মনে হচ্ছে। যে সকল কথা বর্ত্তমানের আদৌ কথা নয়—অত্যন্ত অন্যায়—অত্যন্ত অবৈধ, তা'ও বক্তৃতার গলাবাজি, কাঁদুনী, পায়ে ধরা, পায়ে পড়া, কিম্বা লোকচিত্তরঞ্জনকর অনুপ্রাসের ছটা ও ভাষার বাহাদুরীর ভিতর দিয়ে জগতে বিকাচ্ছে; কিন্তু আমরা সকলকে জানিয়ে দিব,—ও সকল হরিকথা নয়—সত্য কথা নয়—পরমার্থ কথা নয়, উহা অর্থ কথা। ঐ সকল গলা-বাজি, ভক্তিবিরোধি-জীববিশেষের কীর্ত্তন—কেবল 'টাকা', 'টাকা'-কীর্ত্তন। ঐ সকল চাঁচর-চিকুর কেশ, অঙ্গুলী সঞ্চালন, ভাবে গড়াগড়ি যাওয়া—কেবল 'কামিনী', 'কামিনী', 'কামিনী'-কীর্ত্তন। ঐ সকল অনুপ্রাসের ছটা, ভাষার বাহাদুরী, বিনয়ের ভণিতা, আনুপূর্ব্বিকভাব—কেবল 'প্রতিষ্ঠা', 'প্রতিষ্ঠা', 'প্রতিষ্ঠা'-কীর্ত্তন। তা'রা যদি বৈষ্ণের কথায় কর্ণপাত না ক'রে রোগগুলিকেই পুষে রাখতে চায়, তা'হলে ওগুলি তা'দের দণ্ড—ধর্ম্ম-অর্থ-কামাদি ত্রিবর্গই তা'দের দণ্ড। আমরা আমাদের বিশ্বম্ভরা সকল আত্মীয়কে জানিয়ে দিব,—ঐরূপ লোকের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে ভগবৎপ্রিয়গণের সঙ্গ কর। যা'রা ভগবানকে বঞ্চনা ক'রে আত্মসুখে মত্ত থাকতে চায়, তা'রা আত্মবঞ্চিত। আমরা তা'দের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিয়ে ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করতে বসেছি ব'লে আমাদের অর্থ কথায় তাদের আদর নাই।

"শিশ্নোদরকার যাবা উঠে মরিবার তরে।" তা'রা বৈষ্ণব-বিনাশ-কার্য্যে সকলে মিলে কোমর বাঁধলেও শেষে সত্যেরই জয় হবে। গৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী কোথায়? যেখানে ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়—যেখানে ঠাকুর দাঁড় করিয়ে পয়সা নিয়ে স্ত্রীর পায়ের মল গড়ান, ছেলের বাতিগাছের পয়সা যোগান বা পরস্ত্রীর কেশ-শোভা বর্দ্ধনের জন্য নারিকেল তৈল সংগ্রহ, সেখানে গৌর নাই। পাষণ্ডতার মধ্যে—ব্যবসায়ের মধ্যে—অপরাধের মধ্যে—ব্যভিচারের মধ্যে—নরকের মধ্যে—ইন্দ্রিয়তর্পণের মধ্যে—কুবিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের মধ্যে—অপস্বার্থের মধ্যে—কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের মধ্যে গৌরজন্মস্থলী নাই—নাই—নাই। গৌর-প্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের আদর করা যেরূপ ভগবৎসেবার অঙ্গবিশেষ, অপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের অনাদর করাও তদ্রূপ ব্যতিরেকভাবে ভগবৎসেবার অঙ্গবিশেষ। একটী—সৎসঙ্গ-বরণ, আর একটী—দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন। দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না করলে সৎসঙ্গ হয় না, আবার সৎসঙ্গ না হ'লে দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনে স্পৃহা হয় না। তাই আবার ভাগবতের ভাষায় বলছি,—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

অতঃপর শ্রীধামমায়াপুর পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রমণ্ডলীর পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্‌দর্শনতীর্থ সুদর্শন বাচস্পতি মহাশয় নিম্ন-লিখিত স্তোত্রটী পাঠ করেন,—

প্রশস্তিষট্‌কম্‌

শ্রীকান্তারতীর্থা নিখিলভবিমতাং মার্জ্জনী মানসানাং
প্রজ্ঞব্যাখ্যাদিতীর্থা ভুবনপরিগতা বাহিকান্ সংহরন্তী।
বিদ্যা ভক্ত্যাখিলা তং তি চ নিতরামাশ্রিতং সা যয়াজ্ঞা
ভীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা সাত্বতী রাজসংসৎ ॥ ১ ॥

দৃষ্ট্বা গ্লানিং হি ধর্ম্মে সকলনরগণে নিত্যমুদ্ধূলনীতে
আগত্যাগত্য পৃথ্বীমকপটভবনাৎ কৈতবং নাশয়ন্তী।
সদ্ধর্ম্মালোকবর্ত্তিং প্রথয়তি বিধয়ং নিত্যধাম্নোঽবতীর্ণা
ভীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা সাত্বতী রাজসংসৎ ॥ ২ ॥

শ্রীবিষ্ণুস্বামিমুখ্যাঃ সুবুধজনগণাঃ শুদ্ধ আম্নায়তত্ত্বে
যান্ যান্ সিদ্ধান্তবাদান্ কলিজনসুখদান্ স্থাপ্য সংরক্ষ্য যাতাঃ।
মধ্যে তেষামতীব প্রবলনিগমবৎ সূত্র-সংস্থাপিকা যা
ভীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা সাত্বতী রাজসংসৎ ॥ ৩ ॥

যস্যাঃ কারুণ্যধারা পতিতমতি নবদ্বীপমণ্ডে পুনীতে
নাম্নাখ্যাং গৌরভানোর্বিলসিতমুভগাং গোকুলস্থিত্র গোত্রাম্।
শাখাস্তস্যাশ্চ দিক্ষু প্রচরণমননীঃ শুদ্ধরাধাবিবাহং
ভীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা সাত্বতী রাজসংসৎ ॥ ৪ ॥

যা কৃত্বা পাদপীঠান্ গমনপরিসরে কৃষ্ণচৈতন্যপূতে
সৈবান্ বর্ণাশ্রমাংশ্চ প্রচলিত-সকলানাসুরাংস্তান্নিরস্য।
বিদ্যাধনীশ্চ কার্ষ্ণীর্জনচয়-মহনীর্দ্যোততে সংপ্রকাশ
ভীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা সাত্বতী রাজসংসৎ ॥ ৫ ॥

সন্ন্যাসে চ ত্রিদণ্ডং নিয়তমবিধিনা শ্রীনদীয়া প্রকাশং
গৌড়ীয়ং ধাম নিত্যং কলিযুগতরণীং সাত্বিকীং ব্রহ্মবিদ্যাম্।
ব্যাখ্যাং সোপাধিশূন্যামপি বিতরতি যা ভূমিশো লোকমধ্যে
ভীয়াৎ সৈষা ধরণ্যাং হরিগণবিমলা সাত্বতী রাজসংসৎ ॥ ৬ ॥

শ্রীমায়াপুরধামস্থ পরবিদ্যাপীঠান্তেবাসিনাম্।
শ্রীবিষ্ণু ৪৪৩ গৌরাব্দ।

সভায় সমবেত বহু বৈষ্ণব, পণ্ডিত, সভ্য ও সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ, আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ সুদর্শনবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক রাজেন্দ্র কলেজ, কটক এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান ইতিহাস-পরীক্ষক, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ এম, এ, বি, এল সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যাপক সি, টি, কলেজ ময়মনসিংহ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পরীক্ষক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিদায়ক গোস্বামী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম, এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ মণ্ডল সি, টি, কলেজ ময়মনসিংহ, শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নায়েব নাটোর, শ্রীযুক্ত উমেশনারায়ণচন্দ্র ব্যাঙ্কার, জমিদার ও কোলিয়ারীস্বত্বাধিকারী, রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী জমিদার চৌহরশি, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ব্যবহারজীবি বরিশাল, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত বরিশাল, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল উকিল হাইকোর্ট, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী বসু বি, এল, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু বি, এ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ সুখন মিত্র বি; এ, শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর ধানবাদ, শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মার্চ্চেন্ট কলিকাতা, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বানার্জ্জি কলিকাতা, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিউ দিল্লী, শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা জমিদার মাধবগাড়ি, শ্রীযুক্ত হরিনাথ মল্লিক জমিদার ময়মনসিংহ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত উদ্ধবদাস অধিকারী ময়মনসিংহ, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস ভক্তিসিন্ধু খুলনা, শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ খুলনা, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বেদান্তভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্যাকরণতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমরজ্ঞানানন্দ অধিকারী বি, এ, শ্রীযুক্ত সর্ব্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত এম, এস্, জি, আয়ার, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পরমানন্দ

ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক ধানবাদ, শ্রীযুক্ত রসিকলাল বসাক ঢাকা, শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ চট্টগ্রাম, শ্রীযুক্ত রাধামোহন দাস ব্রহ্মচারী গোয়ালপাড়া আসাম, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয় মার্চ্চেণ্ট অফ্ ব্যাঙ্কার কলিকাতা, প্রেষ্ঠার্য্য শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্ত ভক্তিরঞ্জন মার্চ্চেণ্ট অফ্ ব্যাঙ্কার কলিকাতা, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ধানবাদ, শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রিশপরগণা, শ্রীযুক্ত অবনেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমান, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন পাল বি, এল, রাজগঞ্জ, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিঃষেণ নদীয়া, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাস অধিকারী ঢাকা, শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দত্ত মার্চ্চেণ্ট ঢাকা, ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিরত্নাকর খুলনা, শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দাস অধিকারী ভক্তিবিপ্রতি, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী কৃষ্ণনগর প্রভৃতি সহস্র সহস্র।

অনধিকার চর্চ্চা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ সংখ্যার পর)

তর্কপন্থ মহাশয়ের 'দেখা যাওয়া' ক্রিয়ার কর্ম্মকের, বৃত্তের ও দর্শনের বিশ্লেষণ আবশ্যক। তিনি আধ্যক্ষিক, না অধোক্ষজ সেবক? তাঁহার শব্দ ও ভাবময় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত সেবকগণের শ্রোতব্য না অশ্রোতব্য? তিনি ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-দোষনির্ম্মুক্ত শ্রৌতপন্থী, না অতর্কপথের আদরকারী? তিনি বাস্তব নিত্যবস্তুতে অধিষ্ঠিত, না ক্ষণভঙ্গুর ত্রিকালবিনাশী বিচার লইয়া বাল-চাপল্যপরায়ণ? তাঁহার করণের অপটুতা এবং অভিজ্ঞ করণসমূহের অভিজ্ঞতায় পারদর্শিতা, অপস্বার্থপরতা-বিমুক্ত নিরপেক্ষতা, দৃশ্যবস্তুবিষয়ে দর্শনোপকরণের উপযোগিতা এবং ব্যক্তিবিশেষের তাহাতে যোগ্যতা—এই সকল বিষয় আলোচিত হওয়া আবশ্যক। তাঁহার প্রস্তাবিত বিচার বৃত্তজাতীয় জ্ঞেয়স্তরে সংস্থাপিত হওয়ায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত ভক্ত-নিত্রপথে কর্ম্মকের ও দর্শনের যোগ্যতা বিষয়ে তাঁহার কতদূর অধিকার, তাহা অগ্রে বিচার করা কর্ত্তব্য। যদি তিনি শ্রৌতপথ-গ্রহণকারী বলিয়া অভিমান করেন, তাহা হইলে তাঁহার অজ্ঞতাধিকারে যেরূপ ভাষা ও ভাব তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে, তাদৃশ কর্ম্মকসূত্রে যে দর্শন, তাহা শ্রৌতপথের অন্তরায়। যদি তিনি শ্রৌতপথ ত্যাগ করিয়া তর্কপথ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অক্ষসমূহ সরল ও সুস্থ আধ্যক্ষিকগণের পরীক্ষার বিষয়। তাঁহার করণের অপটুতা, পার্থিবজ্ঞানবিকাশের পশ্চাৎপদত্ব জগতের বিভিন্ন ভাষাকুশলতা বা ভাষাকুশলতার অভাব হইতে তিনি মুক্ত কিনা? যাহাদের জন্য তিনি নিজ ভাষা ও ভাব ব্যক্ত করিতেছেন, তাহাদের বঞ্চিত হইবার অধিকার কতদূর বর্ত্তমান, তদ্বিষয়েও বিচার হওয়া আবশ্যক। অণুবীক্ষণ যন্ত্র, দূরবীক্ষণ যন্ত্র, আধ্যক্ষিক বিজ্ঞানবিদের সেবা-বিমুখতা থাকিলে তর্কসাধারণাধ্যয়ন-বিষয়ে তাঁহার অনধিকার জ্ঞাপন করিবে, ইহা প্রতিবাদিসূত্রে আমরা উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারি। মানবজ্ঞান যে পরিমাণে বর্ত্তমান-কালে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার তুলনায় তর্কস্থ মহাশয় কিরূপ বিচক্ষণতা লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ বর্ত্তমান F. R. S.গণ, Ph. D. D. Sc. বা D, C, L.গণ, যতটুকু আধ্যক্ষিক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই তিনি পরাজয় করিয়াছেন কিনা? মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় আয়ু-লাভ করিয়াছেন কিনা? যদি অভিজ্ঞতা বিচারে তারতম্য নির্দ্দেশ হয়, তাহা হইলে তাঁহার তর্কপথ করণাপাটব দোষে গুরু ফল লাভ করিতে সমর্থ করাইবে না। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া শ্রৌতপথের ন্যূনাধিক বিচার স্বীকার করিতে হইবে। ভক্তিহীন শ্রৌতপথ—সোণার পাথরবাটী অর্থাৎ

প্রজ্ঞ ও স্পষ্ট তার্কিকগণ নিজ নিজ বিচার দ্বারাই আত্ম-বিনাশসাধনে সমর্থ। সুতরাং তাঁহার 'দেখা যাওয়া'-রূপ অসম্ভাবনিত চেষ্টার মূল্য তার্কিক ও শ্রৌতপন্থী, উভয়ের নিকট অকিঞ্চিৎকর মাত্র।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় শাস্ত্রার্থ যেরূপে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার দর্শনে যেরূপ ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে পঞ্চম পত্রিকার দর্শনে ভ্রান্তি ও অযোগ্যতা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার পঞ্চম পত্রিকার পরিশেষে দ্বিতীয় বিষয় অবতারণা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'চৈতন্যদেবের প্রকৃত ভক্তগণ ব্রাহ্মণ-জাতির প্রতি আদরসম্পন্ন।' তর্করত্ন মহাশয়ের এতাদৃশী উক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত অবজ্ঞার উদ্রেকে আবৃত গাত্রে উকি-ঝুঁকি মারিয়াছে। তিনি বলিতে চান যে, চৈতন্যদেবের অন্যান্য ভক্তগণের কেহ কেহ ব্রাহ্মণজাতির প্রতি অনাদর-বিশিষ্ট, কিন্তু প্রকৃত ভক্তগণ ব্রাহ্মণজাতির প্রতি আদর-সম্পন্ন। তর্করত্ন মহাশয়কথিত ব্রাহ্মণজাতি আর চৈতন্য-দেবের ভক্ত ও প্রকৃত ভক্তগণের উদ্দিষ্ট ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে যদি কিছু পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে উহাতে মৌজামিল প্রবেশ করা উভয়পক্ষেরই বিচার-বিভ্রাট আনয়ন করিবে। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত ভক্তগণ অথবা অপ্রকৃত ভক্তগণ কেহই শ্রুতিবিরোধী নহেন, সকলেই শ্রৌতপন্থী, সুতরাং শ্রুতিকথিত ও শ্রুত্যনুগ শাস্ত্রকথিত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-জাতির প্রতি আদরসম্পন্ন না হইয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত ভক্তগণ ও ভক্তগণ সকলেই প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণোত্তম, সুতরাং ব্রাহ্মণগণের প্রতি সমপর্য্যায়ে গণনা করিবার অধিকার তাঁহারাই রাখেন। কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি ও উত্তমে শুশ্রূষাই শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণের একমাত্র কৃত্য। ব্রাহ্মণগণের প্রতি তাঁহারা স্নেহ করিয়া আদর করেন—একথা বলাই বাহুল্য। ব্রাহ্মণাভিমান প্রবল হইলেই শ্রীচৈতন্যপ্রদর্শিত ভক্তিপথে কনিষ্ঠতা সিদ্ধ হয়। তখন তাদৃশ ব্রাহ্মণজাতি শ্রীচৈতন্যভক্তগণকে গুরু-পাদপদ্ম জানিয়া তাঁহাদের নিকট আদর লাভ করেন। মধ্যমাধিকারে শ্রীচৈতন্যভক্তগণ ব্রাহ্মণোত্তম, ব্রাহ্মণবর্য্য ও ব্রাহ্মণ কনিষ্ঠাধিকার বিচারের দর্শনসূত্রে কনিষ্ঠাধিকারস্থিত ব্রাহ্মণগণকে ভজন করিতে দেখেন। তখন তাঁহাদিগকে আদরের পরিবর্ত্তে 'ভক্ত' জানিয়া সেবা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণোত্তম মহাভাগবতগণ শ্রীচৈতন্যধামাভিমানে সর্ব্বতো-ভাবে অবস্থিত হওয়ায় কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারস্থিত ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণোত্তম মহাভাগবতের শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তিবিরোধী স্মৃতিশাস্ত্রের 'দোলাই'-ধারিগণ প্রকৃত ব্রাহ্মণ-গণকে আদর, প্রণতি ও শুশ্রূষার পরিবর্ত্তে আক্রমণ করিয়া স্বীয় অমঙ্গল সাধন করেন। ব্রাহ্মণজাতির ব্রহ্মবন্ধু, ব্রাহ্মণব্রুব প্রভৃতি জাতিগুলির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া তাঁহাদের বর্ত্তমান কুমতপোষণের প্রশ্রয় দেন না। ব্রাহ্মণ-জাতির দোহাই দিয়া যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন দশসংস্কারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ না করিয়া "যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদম্" প্রভৃতি মানবধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারের প্রতিকূলে মৌজামিল দিয়া কপটতা নামক দ্যূতক্রীড়া, তাম্বূল, শুষ্ক, তাম্রকূট, নস্য, বিড়ি-চুরুটাদির ধূম, ইন্দ্রাসনধূম, আসবজাতীয় পেয়, চরস, গুলি, চণ্ডু, গোঁড়ী, পৈষ্টি, মাধ্বী, মৈরেয়াদি মাদকদ্রব্য গ্রহণ, কামাদি ব্যভিচারানুষ্ঠান ও আত্মবিস্মারক প্রমাদ আবাহন, তথা মৎস্য, কর্কট, পক্ষপক্ষীর মাংস এবং অজ-মেষাদি পশুমাংস ভোজন, তথা অনৃত, মদ, কাম, রজ ও বৈর—এই পঞ্চদ্রব্য-প্রসবকারী জাতরূপের আশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতি বহুবিধ অধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণজীবন হইতে প্রকাশ্যে বা গোপনে অন্তর চ্যুত হইয়া ব্রাহ্মণজাতির অভিমান করিলে তাহাদের আদর করা দূরে থাকুক, শ্রীচৈতন্যভক্তগণ তাহাদের সঙ্গ প্রার্থনাও করেন না; অধিকন্তু "শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্" বিধি পালনরত হইয়া ব্রাহ্মণেতর জাতিজ্ঞানে তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতেও প্রস্তুত নহেন।

তর্করত্ন মহাশয় অশেষ শাস্ত্রের প্রুফ্ দেখিবার কালে এই সকল কথা বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের তাঁহাকে ঐ সকল কথা বুঝাইতে যাওয়ার অধিক সার্থক না হইলেও তিনি মৌজামিল দিয়া যাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে যাইতেছেন, তাহাদিগকে বিপথ-গমন হইতে সতর্কী-করণার্থই আমাদিগের এই সকল শাস্ত্র কথার পুনরুক্তি।

ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যসেবাপরায়ণ হওয়ায় ব্রহ্মবন্ধুকে বধ করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ জানেন বলিয়াই ছলনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদের সাধুসঙ্গেই প্রসক্তি। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত ভক্তগণ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য এবং শ্রীচৈতন্যের

ভক্তমণ্ডলী সকলেই ন্যূনাধিক শ্রীগুরুমুখ হইয়া শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। সুতরাং তর্কপর মহাশয়ের ব্রাহ্মণে অনাদরাপরাধাক্রান্ত হওয়াই ভাল।

শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠকগণ ক্রমসন্দর্ভ টীকা সহ শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারপ্রণালী শ্রীজীবপাদের নিকট হইতে ন্যূনাধিক লাভ করিয়াছেন। সুতরাং ভক্তিসন্দর্ভকথিত বিচারপথে তাঁহাদের প্রচুর অধিকার আছে, জানিতে হইবে—যে অধিকার অনধিকার-চর্চ্চাকারী ভক্তিশাস্ত্রানভিজ্ঞ পণ্ডিতম্মন্য সম্প্রদায়ে দুর্লভ পদার্থ। ভক্তিবিদ্বেষী স্মার্ত্তমতাবলম্বী আচার্য্যাভিমানী কখনই ব্রাহ্মণজাতির প্রতি আদরসম্পন্ন বলা যাইতে পারে না। কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যভক্তকেই ব্রাহ্মণজাতির প্রতি যথোচিত আদর সম্ভব।

ব্রাহ্মণোত্তম বৈষ্ণবরাজ শ্রীদাস গোস্বামিপ্রভু মনঃশিক্ষাগ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"অরে গোষ্ঠে গোষ্ঠানধিপসুজনে দূরতরগে
সমস্রে শ্রীনাদ্রি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরাম্
অয়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুলিরভিবাঞ্ছে ধৃতপদঃ॥"

এই দূরতরগ প্রকৃতি জন-সঙ্গের পরমোচ্চতায় অবস্থিত। তাঁহারা সুজন বৈষ্ণবগণের দাসাভিমানী। বিষ্ণুবৈষ্ণব দাস্য-বর্জ্জিত ব্রাহ্মণতা—সোনার পাথরবাটীর ন্যায় নিরর্থক ও অকিঞ্চিৎকর। ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্তনামধারীর ব্রাহ্মণজাতির 'আদর' শব্দ কখনই 'আদর' শব্দের যাথার্থ্য স্থাপন করিতে সমর্থ নহে। তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ-ধারণায় সঙ্কীর্ণতা প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা প্রতি পদে পদে শ্রুতির 'ব্রাহ্মণ' সংজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে উদ্‌গ্রীব। তাঁহারা বৃদ্ধব্যবহারাজীবকলিখিত কুলপঞ্জিকেই 'ব্রাহ্মণ' জাতি বলিয়া সত্যবস্তুর ধারণা হইতে বিক্ষিপ্ত হন। অদ্বয়বস্তুতে আদরসম্পন্ন হইয়া আগাছাকে 'বৃক্ষ' বোধ, স্থাণুঘাসকে 'ধান্য' বোধ করিয়া 'ব্রাহ্মণ'-শব্দে কলঙ্ক আনয়ন করেন। তাদৃশ আরোপিত কুলপঞ্জিকা কখনই ব্রহ্মণ্যের পরিচায়ক নহে এবং উহা কখনই ব্রাহ্মণজাতির ধর্ম্ম হইতে পারে না। অযোগ্যতা কখনই যোগ্যতার স্থান অধিকার করে না। সাধারণ ভক্তিবিদ্বেষী স্মার্ত্তের বিচারে স্মৃতিশাস্ত্রের অপব্যবহারই দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিবৈমুখ্যবশতঃ যে সকল চৈতন্যবিদ্বেষি-জনগণের ভগবদ্ভক্তের চরণে অপরাধপুঞ্জ সঞ্চিত হয়, তাহারা কখনই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত ভক্তের পদনখশোভা সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদিগের শাস্ত্রাধিকারাভিমান—বাস্তবিকতা মাত্র। তজ্জন্যই স্মৃতি বলেন,—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥"

(ক্রমশঃ)

বারাকপুরে হরিকথা প্রচার

হরিকথা-কীর্ত্তন প্রচারে বিশেষ অনুরাগী শ্রীযুক্ত ধূপল কিশোর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসবের পর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য মঠের প্রচারকবৃন্দ বারাকপুরে হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। নগর সংকীর্ত্তন এবং কীর্ত্তনাদির দ্বারা ঐ নগরটী মুখরিত হইয়াছিল। বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও পণ্ডিত ব্যক্তি প্রচারকগণের শ্রীমুখে তিন দিবসব্যাপী পাঠ বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া মানব জীবনের চরমোদ্দেশ্যের কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভগবদ্ভক্তির প্রচারকগণ, ব্যবসাদার ও প্রতিষ্ঠাভিলাষী লোকচিত্তরঞ্জনকারী প্রচারকের বেষধারী প্রতারকগণের দ্বারা জগতে কি প্রকার শ্রীগুরুবৈষ্ণব-নাম ও ভক্তিদ্রোহিতা হইতেছে এবং তাহার কি ভয়ানক পরিণাম, তাহা শাস্ত্রবাক্য ও যুক্তিদ্বারা প্রদর্শন করিয়া আচার্য্যানুগত্যে বা নিষ্কপটে আত্মনিবেদনের সহিত হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের অত্যাবশ্যকতা স্থাপন করেন। বিপুল মহামহোৎসবে সমাগত ব্যক্তিমাত্রকেই বিচিত্র প্রসাদাদির দ্বারা তৃপ্ত করা হইয়াছিল।

কলিকাতায় প্রচার

গত সপ্তাহে কলিকাতার বিভিন্ন সাধারণ স্থানে ও শ্রদ্ধালুভক্তগণের ভবনে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারে গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের দুই দিন বক্তৃতা হইয়াছিল। শ্যামবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গৌরকান্তলাবটীকৈষ্ণব মহোদয়ের ভবনে গত ২১শে, ২২শে ও ২৩শে চৈত্র গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠের অন্তেবাসী ব্রহ্মচারী শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দের শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা অতি মধুর ও হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। পরবিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তনে অহৈতুক রুচিবিশিষ্ট হইলেই বিদ্যাপীঠে অধ্যয়নের সার্থকতা; কারণ প্রসিদ্ধিও আছে, "বিদ্যা ভাগবতাবধি।"

গত ২৩শে চৈত্র শনিবার দিবস কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকবিক্রেতা পরলোকগত এস, সি, আঢ্য মহোদয়ের ভবনে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নীলমনি আঢ্য মহোদয়ের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ পাঠ, বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গত শনিবার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন মহাশয় তাঁহার পরলোকগতা পরমা ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর আত্মার তৃপ্তি-কল্পে শ্রীগৌড়ীয় মঠে হরিকথা কীর্ত্তন-মহোৎসবের বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে ভক্ত সম্মেলন ও স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং সদ্ভাবন্ত সর্ব্বসাধারণ আহূত হইয়াছিলেন। অপরাহ্ণে আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ত্তৃক একটী উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইবার পর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-অগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ জন্ম-মৃত্যুরহস্য সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। তাঁহারই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় নচিকেতা-উপাখ্যান ও উদ্ধবগীতা হইতে 'জন্ম-মৃত্যু-রহস্য' বিষয়ে শ্রোতব্যাণী কীর্ত্তন করিয়া মুহূর্ত্তে অনিত্য মানবজীবনে হরিভজনের একমাত্র কর্ত্তব্যতা স্থাপন করেন এবং শ্রীভক্তিরত্ন মহাশয়ের পরলোকগতা শ্রদ্ধেয়া সহধর্ম্মিণীর বৈষ্ণবোচিত চরিত্রের কয়েকটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া শুদ্ধশ্রাদ্ধ ও প্রেতশ্রাদ্ধের মধ্যে পার্থক্য বিচার করেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ, বি, এল মহাশয় একটী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে সমাগত শত শত ব্যক্তিকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

আগামী ৮ই বৈশাখ (১৩৩৬), ২১শে এপ্রিল (১৯২৯), রবিবার গৌরত্রয়োদশী তিথিতে দ্বিপ্রহর ১॥ ঘটিকার সময় পরমভাগবত শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস অধিকারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয়-প্রদত্ত বাগবাজারস্থিত ভূমিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির ও প্রাসাদ-মূলের কার্য্য যথাবিধি সঙ্কীর্ত্তনমুখে আরম্ভ হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের সহিত উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয় মঠের সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলীও সেই স্থানে উপস্থিত থাকিবেন। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৪ই বৈশাখ, ১৩৩৬, ২৭শে এপ্রিল, ১৯২৯ | ৩৬শ সংখ্যা

শিলং শৈলে শ্রীল প্রভুপাদ

[স্থান—এল হিল, রাও সাহেব কুমার পরমিন্দু নারায়ণ রায় এম্. এ প্রভৃতি মহোদয়ের বাংলো

তারিখ—বিজয়া দশমী শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্যের আবির্ভাব দিবস

উপস্থিত—কুমার প্রাণ বাহাদুর পঞ্চ, Mr. B. K. Sen. শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার গুপ্ত, বরিশাল; আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ হৃষিকেশী বিদ্যাভূষণ আচার্য্য শ্রীপাদ অমর নাথের বিদ্যাভূষণ বি. এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সান্যাল এম্. এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ, এম্. এ, বি, এল; চারু মোহন নাথ ঘোষ এম্. এ, প্রভৃতি]

কুমার—শাক্ত ও বৈষ্ণবের উপাসনা-প্রণালীতে ভেদ কি?

প্রভুপাদ—বৈষ্ণবগণ ভগবানের Sonhood (পালাভাব) বিচার করেন। তাঁহারা বলেন, ভগবত্তা কখনও মাতৃত্ব হইতে পারে না। মাতৃত্বভাব ঈশ্বরে আছে বটে, কিন্তু মাতৃত্বের সেবাপরা ক্রিয়াকে সেবাপর পরমেশ্বরত্ব বলা যায় না। সেখানে জন্ম-জনক-ভাব, সেখানে প্রাকৃতত্বের কোন না কোন প্রকার লেশ বর্ত্তমান আছে। Christ যে ঈশ্বরের Fatherhood (পিতৃত্ব) স্বীকার ক'রেছেন, তা'তে গৌরব জ্ঞান ও কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে। তাহা দাস্যরসের সহিতই সমান। ভাগবতের বিচার আরও অনেক উন্নত, তা'তে পরতত্ত্বের পালাভাব স্বীকৃত হ'য়েছে।

কুমার—মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই বেদান্ত সূত্র হ'তে শাঙ্কর মতবাদ স্থাপনের চেষ্টা ক'রেছেন।

প্রভুপাদ—ব্রহ্মসূত্র আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত শাঙ্কর মতবাদই খণ্ডন ক'রেছেন। 'অথ'-শব্দে অনন্তর, 'অতঃ'-অতএব, 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'-শব্দে বৃহৎএর জিজ্ঞাসা। যাবতীয় দৃষ্ট পরিচ্ছিন্ন বস্তুর জিজ্ঞাসা শেষ হ'য়ে যাবার পর অর্থাৎ পূর্ব্ব-মীমাংসক জৈমিনি ঋষির কর্ম্মকাণ্ডীয়, বা জৈমিনির দ্বারা 'ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা' নামে অভিহিত হ'য়েছে, তার পর 'ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা' আরম্ভ হয়। 'ব্রহ্ম'-শব্দে বৃহৎ সব জিনিষের আকর। যাকে ব্রহ্মসংহিতা সর্ব্বকারণকারণ ব'লেছেন, শক্তিরও আকর যিনি, শক্তি যাঁহা হইতে নিঃসৃত হ'য়েছে, সেই পূর্ণ শক্তিমত্তত্ত্ব বা শক্তিধর পুরুষের নামই—পরব্রহ্ম। একথা সাঙ্কর্ষণসূত্রে ব্যাখ্যাত হ'য়েছে। সাঙ্কর্ষণসূত্র 'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ 'বিষ্ণু' ক'রেছেন। আমাদের অভিজ্ঞান কাল-ধারার পাত্রবিচারে তিনটী জিনিষ দেখ্‌ছে,—জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ। আমার কাছে যার origin আরম্ভ হলো, তা'কে আমরা সেই বস্তুর সম্বন্ধে 'জন্ম' বলি। কিছু দিন সেই বস্তুর ভাবরূপে অস্তিত্বের নাম—স্থিতি। আর সেই ভাবের অভাবের নাম—ভঙ্গ।

মিঃ বি, কে, সেন—তা' হলে যা যা দেখ্‌ছি, সবই ত' Finite?

প্রভুপাদ—হাঁ। space ও timeএর অন্তর্গত জিনিষ মাত্রেই finite, তবে যে সকল কাল ও অবকাশের অতীত বস্তু কোন অচিন্ত্যশক্তিবলে বিশেষ কোন কালের

বস্তু জগতে উদিত হ'য়ে space ও timeএর অন্তর্গত ব'লে সাধারণ লোকলোচনের নিকট প্রতিভাত হয়, সেইরূপ নিত্য বিশেষ বস্তুকেও অনিত্য finite বস্তুর জাতিমাত্র বিচার করলে আমাদের বিচারে ভ্রান্তি প্রবেশ করবে। কৃষ্ণ-বস্তু অস্তাক্ষেপ ও কালাবর্গত বস্তুর ন্যায় বাহ্য প্রতীতিতে জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গশীল বস্তু মনে হ'লেও তিনি কাল সৃষ্টি হ'বার পূর্ব্ব হ'তেই আছেন। কাল তাঁহা হ'তেই সৃষ্টি হয়েছে। অনন্ত কালের পরও তিনি থাকবেন। যেমন আমরা কুমারবাহাদুরের বাংলোর নীচে ঘোড়দৌড়ের বড় ময়দান দেখতে পাচ্ছি। এই ময়দানে যদি ঘোড়দৌড়ের Jocky দৌড়াতে থাকে, আর আমরা এই ক্ষুদ্র জানালা দিয়ে দেখতে থাকি,—তখন কি দেখবো? Jocky যেই এই জানালার কাছে, আমার চোখের সামনে উপস্থিত হলো, তখন থেকে যদি এর দৌড়াবার অস্তিত্ব বা জন্ম স্বীকার করি, আর যে সময়টুকু আমার দৃষ্টির অবকাশের মধ্যে থাকলো, সেই সময়টুকু এর অস্তিত্ব স্বীকার করি, তারপর যেই আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হলো, অমনি তা'র ভঙ্গ বিচার করি, তা'হলে আমার বিচারে ভুল হ'লো।

মিঃ বি, কে, সেন—তা' হলে কি ভগবানের জন্মাদি নাই বলতে হবে?

প্রভুপাদ—ভগবান্ স্বপ্রকাশ। সূর্য্যের আবির্ভাবকে যদি কেহ সূর্য্যের জন্ম বলেন, সেইরূপ। সূর্য্য পূর্ব্বদিকে আবির্ভূত হয়, কিন্তু পূর্ব্বদিক সূর্য্যের জননী নয়।

কুমার—সর্ব্বকারণকারণকে কেন 'মাতৃত্ব' বলা যাবে না? শক্তি হ'তেই ত' সমস্ত প্রসূত হয়।

প্রভুপাদ—বেদান্তের উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে এই শাক্তের মতবাদ নিরাকৃত হ'য়েছে। কেবল মাতৃজাতি সৃষ্টি করতে পারেন না। পুরুষের সংযোগ ব্যতীত মাতৃজাতির সৃষ্টি করবার ক্ষমতা নাই।

কুমার—ইহা চিন্ত্যজগতের চিন্ত্য ব্যাপার সম্বন্ধে হ'তে পারে। কিন্তু অচিন্ত্যজগতে অচিন্ত্য ব্যাপারে অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে কেনই বা ঐরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম হ'বে না?

প্রভুপাদ—অচিন্ত্য জগতে যা' পরিপূর্ণরূপে, পরম উপাদেয়রূপে, অবিকৃতরূপে বর্ত্তমান, তাই অপূর্ণরূপে হেয় ও বিকৃত ধর্ম্মের সহিত প্রতিফলিত চিন্ত্য জগতে দেখতে পাওয়া যায়। আর একদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, যাতে যে জিনিসের ingredient নাই, তা'তে সে জিনিষের সৃষ্টি হ'তে পারে না। বালার চেষ্টা করলেও জল জমে বরফ হয় না, জল জমে বরফই হয়। আর দুধ হ'তেই দই হ'য়ে থাকে। শক্তির সর্ব্বকারণকারণত্ব নাই। নিখিল শক্তি যা'র অধীন, সেই শক্তিমান পুরুষেরই সর্ব্বকারণকারণত্ব। আমরা 'আকাশকুসুম', 'শশশৃঙ্গ', 'কূর্ম্মলোম' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করতে পারি, কিন্তু আকাশে কুসুম হয় না, শশকেরও শৃঙ্গ হয় না, আর কূর্ম্মেরও কোনকালেই রোম হয় না। শক্তিকে বিশ্বের কারণ বললে, আকাশকুসুম প্রভৃতির ন্যায় কেবল শব্দমাত্রের কাল্পনিক প্রয়োগ হ'য়ে থাকে। Cause এবং effectএর Theoryকে cross ক'রে Rational world এ কেউ চলতে পারে না। Prime Cause এর অনুসন্ধান দু'টো systemএর দ্বারা হ'য়ে থাকে। একটা Chaotic principle এর দ্বারা, আর একটা Absolute knowledge এর দ্বারা। প্রথমটা leaping into the dark or Empericism, আর একটা searching after Absolute truth বা deductive method.

যোগেনবাবু—Empericism নিয়ে কেন Prime Cause এর খবর পাওয়া যা'বে না? আমরা বিচার করতে করতে 'নেতি নেতি' ক'রে Prime Causeকে ধ'রতে পারবো।

প্রভুপাদ—যাকে বেদান্ত 'অন্ত' ব'লেছেন, সেটা perspective world বা concievable matter, এখানকার VIBGYOR colour বা A. B. C. D. বা Alfa, Bita, Gama, delta ক, খ, গ, ঘ, প্রভৃতি soundগুলির আমাদের চক্ষু বা কর্ণেন্দ্রিয়ের উপর predominate করবার একটা capacity আছে। এরা প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে delude করতে পারে, এরূপ শক্তি এ'দের আছে। একে দার্শনিক পরিভাষায় বলা হ'য়েছে 'আবরণাত্মিকা বৃত্তি'। অর্থাৎ আমাদের senseকে ঢেকে দিতে পারে। এদের আর একটা শক্তি আছে, যাকে repelling energy বলা যায়। দার্শনিক পরিভাষায় 'বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি' বলে অর্থাৎ আমাদের senseগুলিকে ঢেকে দিয়ে proper বা absolute knowledge হ'তে আমাদিগকে দূরিয়ে দিতে পারে। এখানকার প্রত্যেক objectএর এইরূপ শক্তি আছে।

এখানে একজন দেখ্‌ছে, আর একজন দেখাচ্ছে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি প্রকৃতি বা জননীর কার্য্য কর্‌ছে, আর খণ্ডিত জিনিষগুলি পিতৃত্ব ক'রে ধারণা কর্‌ছে। এই মাতা-পিতার সংযোগে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য খণ্ডিত বিষয়ের মিলনে আধ্যক্ষিক জ্ঞানরূপ পুত্র উদিত হচ্ছে। এই পুত্র-গুলি সকলই কুণ্ঠধর্ম্মযুক্ত। ইহাই Empericism. এইরূপ খণ্ডিত জ্ঞান নিয়ে অখণ্ড বস্তু যে Prime Cause বা সর্ব্বকারণকারণ, তাঁর অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। যে সকল জিনিস আমাদিগকে দেখাচ্ছে, তা' আমাদের উপর প্রাধান্য কর্‌ছে, আমরা তা'র বশ হ'য়ে পড়্‌ছি অর্থাৎ জিনিসগুলি হ'য়ে যাচ্ছে পুরুষ, আর আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি হ'য়ে যাচ্ছে প্রকৃতি। কিন্তু যাঁরা Prime Cause থেকে, Absolute Knowlege থেকে অবতীর্ণ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হচ্ছেন, তাঁদের Sense বিষয়রূপ পুরুষের প্রকৃতি হ'তে পাচ্ছে না। তাঁরা বিষয়বোধ লাভে প্রতারিত হচ্ছেন না। মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকাবৃত্তি তাঁদের উপর আধিপত্য বিস্তার কর্‌তে পাচ্ছে না। তাই তাঁরা প্রত্যেক জিনিষকে 'কৃষ্ণ' দেখ্‌ছেন। চেয়ার, খাট, পালঙ্ক, হাতী, ঘোড়া, বাড়ী সবই কৃষ্ণময় দেখ্‌ছেন, অথবা সব জিনিসই কৃষ্ণের সেবোপকরণ—তদ্রূপবৈভব। প্রত্যেক অণু কৃষ্ণের বিলাসাধারে আছে।

কুমার—তা'হলে শাক্তমত কিরূপে জগতে এত প্রচারিত হ'লো ?

প্রভুপাদ—শক্তিমান পরম পুরুষ বিষ্ণুর বহিরঙ্গা শক্তি মায়া হ'তেই এই মায়িক জগৎ প্রকাশিত হ'য়েছে। এর নাম—দেবীধাম। তাই ভাগবত ব'লেছেন—"বিকোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ।" এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী—মহামায়া দুর্গা। এই সংসার-দুর্গের সকলকে মহামায়া নানা প্রকারে 'চুমি' দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন, কাজেই এখানকার গণ-সমষ্টি—মহামায়ারই উপাসক। শৈবমতের অন্তর্ভুক্ত শাক্তমত। রুদ্র—সংহারের দেবতা। শৈবমতের শেষ উদ্দেশ্য নির্ব্বিশেষ, যা' বৌদ্ধগণের পরিভাষায় ও চিন্তা-স্রোতে 'শূন্য'। শাক্তমত, বৌদ্ধমতবাদের ধারণা হ'তে কিছু develope ক'রেছে। ভোগবাদ হ'তেই শাক্তমতবাদ প্রসূত হ'য়েছে। আমরা মনে কর্‌ছি, ওকে ভোগ কর্‌বো, আর সে মনে কর্‌ছে, আমাকে ভোগ কর্‌বে। মেয়েকে ভোগ কর্‌তে গিয়ে মেয়ে আমার উপর চড়ে বস্‌ছে। মেয়ে তখন প্রভু পুরুষ হ'য়ে গেল, আর আমার ইন্দ্রিয়গুলি বশ হ'য়ে হলো প্রকৃতি। পুরুষ তখন আমার উপর চড়ে প্রচণ্ড নৃত্য কর্‌তে থাক্‌লো, শাক্তের-মতবাদ সৃষ্টি হলো। সব জিনিস কোথা হতে Emanated হ'য়েছে, proper methodএ তা'র অনুসন্ধান হ'লে সত্যের মূল কারণের অনুসন্ধান হয়। বহির্জগৎ আমাকে কিছুকালের জন্য পুরুষ সাজিয়ে misguide কর্‌ছে বোধাবস্থে। আমি এই বোধা হ'তে আমার পরিবৃদ্ধমান দেহ ও মনের উপাদান লাভ ক'রেছি ব'লে জন্ম-জনকসূত্রে তাকে মাতৃত্ব আরোপ কর্‌ছি। আবার বোধার প্রতি 'মা' 'মা' বলে আবদার দেখাতে গিয়ে —তার কাছ থেকে অনেক জিনিস চাইতে গিয়ে মাতৃত্বকে বামাত্ব ক'রে ফল্‌ছি। সেখানে তখন আপাত লোক দেখান পূজ্যভাবটীও থাক্‌ছে না—ভোগ্যভাব এসে পড়্‌ছে। আমি তখন পুরুষ সেজে পড়েছি। পুরুষ সাজ্‌তে গিয়ে প্রকৃতির প্রকৃতি হ'য়ে পড়্‌ছি। প্রকৃতি তখন পুরুষ আর আমার ইন্দ্রিয়গুলি তখন প্রকৃতি হ'য়ে যাচ্ছে। এইরূপ পুরুষ-প্রকৃতি ভাব কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের ভোগ চেষ্টা হ'তে উদ্ভূত।

কুমার—আমাদের এই সকল মতবাদ হ'তে রক্ষা পাবার উপায় কি ?

প্রভুপাদ—এই সকলই মনোধর্ম্ম। এই মনঃধর্ম্ম হ'তে নিস্তার লাভ হতে পারে, যদি আমরা 'মন্ত্র' লাভ করি, তা'হলেই সুবিধা হয়।

কুমার—আমরা ত অনেকেই মন্ত্রগ্রহণ ক'রেছি ও ক'রে থাকি। কই, আমাদের মনঃধর্ম্ম ত' বিমুরিত হয় না।

প্রভুপাদ—আমরা মন্ত্রলাভ করি নে'। 'মন্ত্র'-মানে কাণে 'ফুঁ' দেওয়া নয়। দিব্যজ্ঞানের নাম 'মন্ত্র-দীক্ষা', যে দিব্যজ্ঞান আমাদের পূর্ব্বসঞ্চিত জন্মজন্মান্তরের যাবতীয় অবিদ্যা জ্ঞান-সংগ্রহের আপাতসুরম্য সৌধগুলিকে উহাদের ভিত্তির সহিত চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দেয় এবং সমস্ত আবর্জ্জনা পরিষ্কার ক'রে সেখানে অধোক্ষজ জ্ঞানের নিত্য বাস্তব-ভিত্তিময় সৌধ নির্ম্মাণ করে। ভগবান্ যখন ব্রহ্মাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তখন ব'লেছিলেন—

"যাবানহং যথাভাবো রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥"

অর্থাৎ ভগবান্ ব্রহ্মাকে বল্লেন—আমিই Absolute

truth. এই Absolute truth শক্তি দ্বারা সঞ্চারিত হয়। সেই শক্তিই—গুরু। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Agents বা Messengers জগতে এসে থাকেন। কিন্তু যে মহাশক্তিশালী Messengers. sent by god to suit the adaptability of all the recepients, সেই Sole Agencyএর নাম—গুরু। সেই Expert-এর মধ্য দিয়ে Revelation হয়। তিনি আমার অজ্ঞানতা দূর ক'রে আমার চেতনতার বৃত্তিতে যুগান্তর আন্‌তে পারেন।

যোগেন বাবু—কেন, আমাদের নিজের জ্ঞান নিয়ে ত' আমরা সত্যের সন্ধান পেতে পারি। অপর লোকের নিকট হ'তে জ্ঞান-সংগ্রহের আবশ্যকতা কি?

প্রভুপাদ—এতক্ষণ যে সকল কথা বলা হলো, বোধ হয়, সেগুলি অনেকটা অন্যমনস্ক হ'য়ে শোনা হয়েছে। যাঁরা নিজের আধ্যক্ষিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে চান, তাঁদের চেষ্টা একটা উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে,—কোন ব্যক্তি একটী পর্ব্বতের গুহায় তপস্যা করবেন বিচার ক'রে পর্ব্বতের উচ্চপ্রদেশ হ'তে একটী বড় পাথর সংগ্রহ ক'রে আনলেন। আর যাতে ক'রে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু তাঁকে আক্রমণ করতে না পারে, এই জন্য গহ্বরের মুখে পাথরখানা দিয়ে রাখলেন। কিন্তু তিনি তখন বুঝতে পারেন নাই যে, কয়েকদিন উপবাস ও তপস্যার পর যখন দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বেন, তখন তাঁর পক্ষে ঐরূপ একটী ভারী পাথর সরিয়ে গুহা হ'তে বের হওয়া অসম্ভব হবে। আমাদের আধ্যক্ষিক জ্ঞানের বিচার ঐরূপ একদেশী। আমরা হিংস্রজন্তুর হাত হ'তে রক্ষা পেতে গিয়ে, আধ্যক্ষিক জ্ঞান অবলম্বন ক'রে শেষে আপনার মৃত্যু আপনিই ডেকে আনি। আধ্যক্ষিক জ্ঞানাবলম্বিগণ—আত্মঘাতী। গুরুদেবের নিকট হ'তে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তা' আধ্যক্ষিক জ্ঞান নয়—অধোক্ষজ বা দিব্যজ্ঞান। সেটী অপর সাধারণ মনুষ্যজাতির জ্ঞান বা মনুষ্যজাতির মধ্যে কোন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কোন মনীষিবিশেষের জ্ঞানমাত্রও নয়। সেই জ্ঞান সাক্ষাৎ Absolute Knowledge বা কৃষ্ণ, পূর্ণজ্ঞান সাক্ষাৎ সচ্চিদ্‌বিগ্রহ।

কুমার—ব্রহ্মসূত্রকে 'শারীরক' বলা হয় কেন?

প্রভুপাদ—ভগবানের দুইটী শরীর বা অঙ্গ। একটী বাহিরের দিকের অঙ্গ, আর একটী ভিতরের দিকের অঙ্গ। ব্রহ্মের দুইটী অঙ্গ বা শরীর আছে ব'লে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বেদান্তসূত্রকে 'শারীরক' বলা হয়। নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুগণ এই শারীরকের বাহিরের দিকের অঙ্গের বিক্রমে মুহ্যমান হ'য়ে যাচ্ছে, আর "সত্যং পরং"এর ধ্যানকারিগণ ব্রহ্মের অন্তর অঙ্গে তাঁহাকে বিলাসময় দর্শন করছেন।

কুমার—রাধিকাকেও ত' প্রকৃতি বলা হয়। তাঁর সহিত দুর্গাদি শক্তিতত্ত্বের ভেদ কি?

প্রভুপাদ—বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা মুখ্যা প্রকৃতি, আর ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী দুর্গা—গৌণী প্রকৃতি। তিনি ভগবানের বাহিরের অঙ্গের পরিচালিনী শক্তি। যাঁরা ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে সব বস্তু মেপে নিতে ব্যস্ত, যাঁরা তুরীয় তত্ত্বের আলোচনায় উদাসীন, তাঁদের জন্য মহামায়া আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা—দুইটী বৃত্তি পরিচালনা করছেন, পরব্যোমকে অভিজ্ঞতাবাদীর চক্ষু হ'তে অনেক দূরে রেখে দিচ্ছেন। মহাদেব যাতে মহামায়ার কার্য্য maintain করতে পারেন, জীব সেই কার্য্যে ব্যস্ত। মহাদেব বিকারী বিনাশ-শক্তি, আর ব্রহ্ম জননশক্তি। Mather-hood should never be ascribed to Godhead. Mather-hood is dependent on the fatherhood. All mathers are to store up properties from the father. মাতার কোন সম্পত্তি নাই, তাঁর কার্য্য শুধু লালনপালন করা।

কুমার—Christionরা যে ভগবানে Parent-hood বা পিতৃত্বের আরোপ করে, তা' কি প্রকার?

প্রভুপাদ—ভগবানে পিতৃত্বের আরোপ হেতুমূলক—কোন নিমিত্ত উপলক্ষ্য ক'রে। 'কর্ত্তব্যবুদ্ধি', 'কৃতজ্ঞতা' প্রভৃতি হেতু হ'তেই ভগবানে ঐরূপ ভাব আরোপিত হয়। নিমিত্ত-উপাদান Phenomenaর অন্তর্গত হ'য়ে যাচ্ছে। Creator ব'লে Godheadকে দেখা, Ghodheadএর বাস্তব স্বরূপ দর্শন হ'তে অনেক দূরে থাকা। ঐরূপ দর্শন হ'তে gratitude (কৃতজ্ঞতা) বা কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদয় হয় এবং সেইরূপ হেতু বা নিমিত্ত হ'তে ভগবানে পিতৃত্বাদির আরোপ দেখতে পাওয়া যায়। ভগবানকে সৃষ্টিকর্ত্তামাত্র দেখতে গিয়ে আমরা প্রকৃত ভগবত্তার সন্ধান পাই না। 'কারণ' অনুসন্ধান করতে গিয়ে কারণের কারণ, সর্ব্ব কারণের কারণ

যিনি, তাঁর অনুসন্ধানের মাঝপথে বিরত হ'য়ে পড়ি, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, হেতুমূলে জাতা। যাঁরা ভগবানে পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব আরোপ করেন, তাঁদের ভক্তি অহৈতুকী ভক্তি নয়—উহা অভাভিলাষিতাযুক্ত। ভগবানের নিত্য বা বাস্তব স্বরূপ হ'তে তাঁদিকে বহুদূরে রাখে। তা'রা আপাতিক নীতিতে অভ্যস্ত থেকে ভোগপথ অবলম্বন ক'রে out of love ভগবানকে চান না। Out of awe and reverence তাঁর কাছে যেতে চান ব'লে তা'রা ভগবানের বাস্তব-স্বরূপ হ'তে বহু দূরে থাকেন। Son-hood God-hood হ'চ্ছে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত মত। তিনি Parenthood এর idea reject করেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শুনলে Christianity fully developed এবং বাস্তবিক ethical হ'তে পারবে।

কুমার—শাক্ত ও বৈষ্ণবের ঝগড়া বহুকাল হ'তে চলে আসছে।

প্রভুপাদ—প্রকৃত বৈষ্ণবগণ কা'রও সহিত ঝগড়া করেন না। তাঁদের বিচার এই—"প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।" তাঁরা—নির্বৈরের। নির্বৈরের ব'লেই তাঁ'রা জীবের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেন—জীবের যা'তে প্রকৃত মঙ্গল হয়, সেই বিচার জানিয়ে দেন। বিষ্ণু-সেবা ছাড়া আত্মার মঙ্গল আর কিছুতেই হ'তে পারে না। বিষ্ণুমায়ার সেবা-দ্বারা দেহ-মনের আপাত মঙ্গল বা প্রীতি হ'তে পারে; তা'তে ক'রে আত্মা আরও অধিক ঢাকা প'ড়ে যায়। তা'র যেটা নিত্য ধর্ম, তা' হ'তে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে যায়। বৈষ্ণবগণের এই উপকারকে বিষ্ণুমায়ার মোহিত জগতের লোক 'হিংসা', 'বিবাদ' মনে ক'রেন। তাঁরা বৈষ্ণবের সহিত বিবাদ বা বৈষ্ণব-বিনাশ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়ে পড়েন, শাক্তপ্রকৃতির লোক জননী বা মাতা পর্য্যন্ত দেখেন, কেননা তাঁহা হ'তে ভোগের উপাদান ও ভোগ-প্রবৃত্তির লালন-পালন হয়। মাতার স্বামীকে তাঁরা জানেন না। যতক্ষণ বৈষ্ণব-বিরোধ-ভাব, ততক্ষণ মাতা-পর্য্যন্ত দর্শন। তখন শক্তিকেই অন্ধ-ভোগময় বিচারে আকর মনে হয়। তখন বিচার হয়—"She is the fountain-head of everything;" but she is the custodian of my physical frame only and not of Soul. আত্মা—অজ; তাদের জননী কেহ নাই। আত্মার বৃত্তি ভোগ বা ত্যাগ চাওয়া নয়—'দেহি', 'দেহি' কথা আত্মার নাই। আত্মা বিষ্ণুপরতত্ত্বের associated Counterpart. পরতত্ত্বের সুখকামনাই আত্মার একমাত্র স্বার্থ। শুদ্ধ শালগ্রাম সর্ব্বাস্বার্থ-পরতত্ত্বের প্রসন্নতা-সন্ধান করেন।

অক্ষয় বাবু—Physical frame এর Custodian বলেই ত' মা'র কাছে, আমরা "ধনং দেহি, বিদ্যাং দেহি" প্রভৃতি ব'লে থাকি।

প্রভুপাদ—হাঁ, তা' বই কি।

যোগেনবাবু—বৃক্ষলতাদির কি ধর্ম্ম নাই?

প্রভুপাদ—নিশ্চয়ই আছে। তা'রা সঙ্কোচিতচেতন। তা'দের নিত্যধর্ম্ম চেতনের সঙ্গে সুপ্ত—সঙ্কোচিতচেতনের যে ধর্ম্ম, তা'ই বর্ত্তমানে তাদের মধ্যে প্রকাশিত।

যোগেনবাবু—তা'দের ত' free will (স্বতন্ত্রতা) নেই?

প্রভুপাদ—আছে বই কি? পশুকে মারতে যান, পালাবে; আর বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের সাহায্যে ত' অনেকেই দেখতে পেয়েছেন যে, তৃণ-গুল্ম-লতাকে কাটতে গেলে তা'রা ও বাধা দিতে অগ্রসর হয়।

যোগেনবাবু—Duty (কর্ত্তব্য) হ'তে কার্য্য করাকে 'ভক্তি' বলা যাবে না কেন?

প্রভুপাদ—Duty is but a regulation. যাহা out of pure love নয়, সেটা ভক্তি নয়। কর্ত্তব্যবুদ্ধির ক্রিয়া মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারের উপর; আর প্রেম, ভক্তি বা অনুরাগের ক্রিয়া আত্মার ভূমিকায়। অন্তরাত্মা হ'তে অনুরাগ বা ভক্তি প্রসূত হয়। আত্মার বৃত্তি—ভক্তি, আর মনের বৃত্তি—কর্ত্তব্যবুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি। আত্মধর্ম্ম ব্যতীত আমাদের কল্যাণের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। জগতের সর্ব্বত্র মনোধর্ম্ম ও দেহধর্ম্মের প্রাচুর্য্য। শ্রীচৈতন্যদেবই একমাত্র আত্মধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ স্তরের কথা জগতে বিতরণ ক'রেছেন। পশুপক্ষী, তৃণ-গুল্মলতা-মনুষ্য—সর্ব্বশ্রেণীর জীব শ্রীচৈতন্যদেবের আত্মধর্ম্মের কথায় উদ্বুদ্ধ হ'য়েছিলেন। আপনারা সকলে শ্রীচৈতন্যদেবের সেই পরম-বার্ত্তার কথা বিচার করুন।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ৺কলিকাতা
২৭শে মার্চ্চ, ১৯২৯

পরমকল্যাণীয় শ্রীযুক্ত ঠাকুর প্রসাদ অধিকারী—
স্নেহবিগ্রহেষু

আপনার ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রে সকল সমাচার অবগত হইলাম। ইহার পূর্ব্বে আপনার স্থানান্তর গমনের কথা শুনিয়াছিলাম। আপনি দীঘাপুর হইতে অন্যত্র যাওয়ায় বাস্তবিকই আমাদের উৎসাহ ও সাহস কম হইয়াছে। যাহা হউক, ভগবদিচ্ছায় আপনার সুবিধা হইলেই আমাদের সুবিধা। সম্প্রতি এখানে শ্রীধাম-পরিক্রমা ও মহাপ্রভুর প্রকটোৎসবের জন্য আমরা নিযুক্ত আছি। এই কার্য্য শেষ করিয়া এপ্রিল মাসের শেষভাগে অথবা মে-মাসে হরিদ্বার যাইব, ইচ্ছা করিয়াছি। হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রমে তীর্থযাত্রা করিব। সুবিধা হইলে আপনাদের দর্শন করিবার ইচ্ছা আছে।

শাস্ত্রে সকলেরই পারমার্থিক দীক্ষার অধিকার আছে, তাহা সাধারণ লৌকিকী দীক্ষার ন্যায় সম্প্রদায়-বিশেষে আবদ্ধ নহে। কতিপয় প্রমাণ এস্থলে উদ্ধার করিতেছি। তাহার অর্থ পণ্ডিত মহাশয়কে বুঝাইয়া দিবেন,—

"তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি।
সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সত্তিমাম্॥"

তথা চ স্মৃত্যর্থসারে। পাদ্মে চ বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষ সংবাদে—

"আগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রীশূদ্রৈশ্চৈব পূজনম্।
কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণোশ্চিন্তয়িত্বা পতিং হৃদি॥
শূদ্রাণাং চৈব ভবতি নান্যা বৈ দেবতার্চ্চনম্।
সর্ব্বে চাগমমার্গেণ কুর্য্যুর্বেদানুসারিণঃ॥
স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি বিষ্ণোরারাধনাদিষু।
পতিপ্রিয়হিতানাঞ্চ শ্রুতিরেষা সনাতনী॥"

অগস্ত্যসংহিতায়াং শ্রীরামমন্ত্রাঙ্গমুদ্ধিশ্য,—

"শুচিব্রতত্তমাঃ শূদ্রা ধার্ম্মিকা দ্বিজসেবকাঃ।
স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাশ্চাত্র প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
লোকাশ্চণ্ডালপর্য্যন্তাঃ সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ৯১ সংখ্যা)

যথা বৃহৎগৌতমীয়ে,—

"অথ কৃষ্ণমনূন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্ট ফল প্রদান্।
যান্ বৈ বিজ্ঞায় মুনয়ো লেভিরে মুক্তিমঞ্জসা॥
গৃহস্থা বনগাশ্চৈব যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব সর্ব্বে ত্বত্রাধিকারিণঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ১০৩ সংখ্যা)

বিশেষতঃ জীবমাত্রেই ভগবানের সেবা করিবার জন্যই মনুষ্যজন্ম লাভ করে। পশ্বাদি জন্মে দীক্ষা সম্ভবপর হয় না বলিয়া মানবজন্মেরই প্রাধান্য শাস্ত্রে উক্ত আছে।

"দ্বিজানামপ্যনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ তাচ্ছোপনয়নাদমু॥
তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্কৃতম্॥"

স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মনারদ সংবাদে,—

"তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্।
যৈর্ন লব্ধা হরের্দীক্ষা নাচ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ॥"

তত্রৈব শ্রীরুদ্রানন্দ-মোহিনী সংবাদে বিষ্ণুধামগে চ,—

"অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৩ ও ৪ সংখ্যা)

আত্মা—স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক নহে। কর্ম্মফলবাধ্য জীব আত্মবিস্মৃতিক্রমে অনাত্ম-উপাধিতে স্ত্রী-পুরুষাদি বুদ্ধি করিয়া থাকে। তাহা পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না।

"যত্তাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

ভাগবতের এই শ্লোকের অর্থ এই যে, যাহাদের

আছে' পুরুষ ও স্ত্রী বুদ্ধি হয়, মূল ধর্মশাস্ত্রের বিচারে আবদ্ধ থাকিবার বিচার আছে, তাহারা—গরুর মধ্যে গর্দ্দভ।

বিশেষতঃ—

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেবো বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥"

(ভাঃ ৬।৩।২৫)

ভাগবত-বিচার বুঝিতে না পারিয়া বহুমোক্ষবিৎ না হইয়াই অনেকে পারমার্থিক দীক্ষা লাভ করিতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু স্ত্রীপুরুষ সকলেরই পারমার্থিক-দীক্ষায় অধিকার আছে—ইহা কোন সনাতনধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিত অস্বীকার করিতে পারেন না। আত্মা কখনই প্রকৃতির স্ত্রী নহে। স্বরূপবোধের অভাবে যে সকল মায়িকধর্ম্ম লৌকিক বিচারে আবদ্ধ, উহা অতিক্রম করিয়া সকলেরই সাধুপথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

নিত্যানীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

অনধিকার চর্চ্চা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৫শ সংখ্যার পর)

মঃ মঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বঙ্গবাসী-পত্রে যে পঞ্চম পরিচ্ছেদের পরিশেষে সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতে গিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে দুইটী প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার তৃতীয় সিদ্ধান্ত বিষয়ে আমাদের বক্তব্য বর্ণিত হইতেছে।

তিনি বলেন,—"চৈতন্যদেবের প্রকৃত ভক্তগণ বর্ণভেদে বিশ্বাসবান্।" এই নবীন সিদ্ধান্তের আমরা আদর না করিয়া থাকিতে পারি না। বর্ণভেদ-বিচার শ্রুতিশাস্ত্রে, শ্রীমদ্ভাগবতে, মহাভারত-পুরাণাদি স্মৃত্যনুগ স্মৃতিগ্রন্থে সর্ব্বত্রই স্পষ্টীকৃত আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণ যখন শ্রৌতপন্থী ও উৎকৃষ্ট বৈদিক ব্রাহ্মণ, তখন তাঁহারা বেদানুগ সকল শাস্ত্রেই প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করিয়া সকলেই কৃতবিদ্য। সাধারণ কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের পণ্ডিতম্মন্যগণের ন্যায় তাঁহাদিগকে শাস্ত্রতাৎপর্য্যের অজীর্ণ-উদ্গার-রোগে পীড়িত হইতে হয় না। তাঁহারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়া বর্ণভেদে আস্থাবান্। কিন্তু ভগবানের দৈব ও আসুর ভেদে সর্ব্বত্রই অধিক আস্থাবান্ থাকায় তাঁহারা অদৈব বর্ণবিচারের মাত্র পক্ষপাতী নহেন। তবে যে অসুর স্বভাব ভগবৎসৃষ্টিতে লক্ষিত হয়, তাহা দৈব-বর্ণাশ্রমের প্রতিকূল এবং বেদবহির্ভূত। ঔড়ুম্বর, ফেনপ, বৈখানস, বালিখিল্য প্রভৃতি আশ্রমভেদ জন্য যে বর্ণভেদের প্রকার সমূহ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহাতে বিশ্বাস হারাইয়া যোষিৎসঙ্গজ বর্ণভেদ-বিচার গুণকর্ম্মবিভাগে বিরোধ স্থাপন করে,—এ কথা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত ভক্ত ও ভক্তগণ ব্যতীত অপর ক্ষীণপুণ্য অনর্থগণের বোধগম্য বিষয় নহে। শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণ—শ্রদ্ধাবান্, শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। শ্রীচৈতন্যবিদ্বেষী অনর্থগণের শাস্ত্রপঠন-পাঠন নিজ অমঙ্গলের জন্য বিহিত হয়। তাঁহারা কর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া অহঙ্কারবিমূঢ় ভাবে অবস্থিত হন। উহাই অনাত্ম প্রতীতিগত আসুর-দর্শনে স্মৃতির আলোচনা মাত্র। বৈষ্ণবগণ স্মৃতির তাৎপর্য্যবোধে পারদর্শী। বৈষ্ণববিদ্বেষ-মূলে অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবের বৈষ্ণব স্মৃতিতে অনাদর হওয়ায় তাহাকে বাধ্য হইয়া রজস্তমোগুণদ্বয়ের কৈতবে ন্যূনাধিক আপনাকে স্থাপন করিতে হয়। ভক্তিমান্ অনর্থগণ শ্রদ্ধা-নাম্নী প্রথমা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হন। সুতরাং তর্করত্নমহাশয়ের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর আলোচনা থাকিলে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে,—

"আদৌ শ্রদ্ধা অথ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাশক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি
সাধকানামযং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥"

সুতরাং প্রেমতাৎপর্য্যময় শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার দাসগণকে শাস্ত্র ও শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য কৃষ্ণপাদপদ্মসেবায় প্রেমা-

ধিকার প্রদান করিয়াছেন। সঙ্কীর্ণ প্রাপঞ্চিক তর্কাধিকারে বাস্তব হইয়া তাহারা অচিচ্ছব্দস্পর্শে কখনই যোগ্যতা লাভ করে না। শ্রীচৈতন্যভক্তগণ যোগমায়া, বীরা, বৃন্দা, পৌর্ণমাসী ও গোপগোপীগণের বর্ণভেদে আস্থাবান্। কিন্তু সেই সকল বর্ণ প্রাপঞ্চিক বর্ণের জড়তা হইতে সুদূরে অবস্থিত। শ্রীচৈতন্যভক্তগণ শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণ-চতুষ্টয়যুক্ত যুগাবতার-ভেদে আস্থাবান্। বনপক্ষিলিখিত গোলক, কুণ্ড, আরজাদি সকলেই পিতৃপরিচয়ে পরিচিত না হইয়া পিতৃপরিচয়াকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে বলিয়া পৌরুষবর্ণ-বিচারের পরিবর্তে বৃত্তবর্ণ-বিচারের সমধিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। মহাভারতাদি ঐতিহ্য ও স্মৃতির আকর শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাসরহিত হইয়া আসুর বর্ণবিচার নানা প্রকারে দৃষ্ট হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িয়াছে।

কোন কোন স্থানে শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের অপব্যবহার নিরাসন-কল্পে যে সকল প্রতিষেধ-বিধি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাৎপর্য্য বিস্মৃত হওয়া মূঢ়তার লক্ষণ নহে বলিয়া প্রচারিত হইতেছে। তর্করত্ন মহাশয়ের কালগত শব্দবোধের অভাব থাকায় 'ছিলেন'-শব্দের প্রয়োগ দ্বারা বর্ত্তমান কালের শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত ভক্তগণের বিশ্বাসরাহিত্য ও মানবধর্ম্মের অভাব হইয়াছে বলিয়া দুরভিসন্ধি-মূলে ভূতকালের প্রয়োগ। তিনি চৈতন্যদেবের ভক্তগণের ও প্রকৃত ভক্তগণের উপর 'মুরুব্বিয়ানা' দেখাইবার যে ধৃষ্টতা ও দম্ভ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ফলেই ভূতকালের প্রয়োগে, বর্ত্তমানকালে ঐ প্রকার চৈতন্যশক্তি অভাবগ্রস্ত—এরূপ ধৃষ্টতা দ্বারা তাঁহার ন্যায় সুধীর কলঙ্কিত ভাব জ্ঞাপন না করাই উচিত ছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের স্বরচিত উপদেশের মধ্যে অমানী ব্যক্তিই সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনে অধিকার স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। সেই 'অমানী'-শব্দের বিকৃত অর্থ গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অভক্ত তথাকথিত স্মার্ত্ত সম্প্রদায় প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের প্রাকৃতাপ্রাকৃত-বিবেক না থাকায় 'অমানী'-শব্দের অর্থগতীতির অভাব তাঁহাদিগকে ক্লিষ্ট করিয়াছে। জড়াভিমান ও জোগপূর্ণ-রাহিত্য প্রভৃতি যে অমানিত্বের জ্ঞাপক,—ইহা বুঝিতে না পারিয়া কর্ম্মকুল অনভিজ্ঞতাক্রমে জড়াভিমানে প্রকৃত থাকায় তাদৃশ অভিমান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর,—এরূপ অভিমান জনগণের নিকট প্রবল থাকায় তাঁহাদিগের প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া যে মনের কুভাব প্রচারমুখে অভিজ্ঞতার জ্ঞান করিয়াছেন, তাহা আমরা আদর করি না। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত ভক্তগণ ও সাধারণ ভক্তগণ, সকলেই প্রকৃতিজন-সর্গের ব্রাহ্মণতাকে যে সম্মান দিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃতি-জনসর্গের কেহই বুঝিতে সমর্থ হন না। তাঁহারা যেদিন হরিজনের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন, সেই-দিনই বুঝিতে পারিবেন যে, বর্ণের গুরু—ব্রাহ্মণ ও আশ্রমের শ্রেষ্ঠ—যতি, এই দুই প্রকার প্রাপঞ্চিক সম্বন্ধজ্ঞানরহিত না হইলে অকিঞ্চনতা ও মহত্ত্ব বা সর্ব্বধর্ম্ম-পরিত্যাগরূপ কৃষ্ণ-বাক্যের অনুসরণ করা যাইতে পারা যায় না। বর্ণাভিমান ও আশ্রমাভিমান এবং উহাদের চিহ্ন সমূহের আদর দূর না হইলে কেহই বর্ণাশ্রম পরিহার করিয়া ঐকান্তিক একায়ন-প্রকৃতিবিহিত পথে চলিতে পারেন না। তর্করত্ন মহাশয় যদি শ্রীসনাতনশিক্ষা লাভে অধিকার লাভ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার 'অমানী' শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ হৃদ্গত হইতে পারিত। তিনি যোগিসঙ্গত্ব পৌরুষপদ্ধতি মাত্রের বিচার অবলম্বন করিয়া বৃত্তবর্ণ বিচারে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া শাস্ত্রবিমুখতারই আবাহন করিয়াছেন। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপালন—জীবের শ্রদ্ধার অনুদিত অবস্থা মাত্র। তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ঘটিয়া থাকিলে ইহা অবশ্যই বুঝিতে পারিতেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণ সকলেই—

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥"

—ভাগবতের শ্লোকটী আলোচনা করিয়া থাকেন এবং কর্ম্ম-নৈপুণ্য তাঁহাদের আদৌ শোভনীয় নহে, জানেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা সৎকর্ম্মাধিকার-বঞ্চিত অর্থাৎ অধর্ম্ম-পর নহেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত ভক্ত ও ভক্তগণ কখনই পাপমতি কীটপুরুষ নহেন। তাঁহারা পরম মাননীয় হইয়াও অমানী অভিমান করিয়া থাকেন বলিয়া মূর্খ অনভিজ্ঞগণ তাঁহাদিগের মানবর্জ্জিত ধর্ম্ম দেখিয়া যে মূঢ়তার তাণ্ডব নৃত্য প্রদর্শন করে, তদ্দ্বারা উহারা শ্রীচৈতন্যভক্ত-গণের উপরিস্থরে স্থাপিত 'পরীক্ষক'-শব্দবাচ্য নহে। বরং

উহাদের চেতনরহিত জড়ভাব অপসারিত করিতে সমর্থ শিক্ষকগণ শ্রীচৈতন্যবাক্যেই প্রতিষ্ঠিত।

মঃ মঃ তর্করত্ন মহাশয় যে "চৈতন্যদেবের প্রকৃত ভক্তগণ বর্ণভেদে বিশ্বাসবান্ হইয়া অমানী ছিলেন" বলিয়াছেন, তাঁহার এরূপ বলিবার অভিসন্ধি আলোচনা করিতে হইলে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি আত্মসমর্থের বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক শুদ্ধবর্ণের আদর সুদূরে বর্জ্জন করিয়া কিম্বদন্তীমূলে আশ্রিত বর্ণভেদের যোগ্যাযোগ্য বিচার-রহিত ভাবপ্রবণমূলে যে বিশ্বাসের কথা ও অমানিত্বের আদর্শ ধারণা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বৈষ-বর্ণাশ্রম ভেদবিচারকারী শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত ভক্তগণ কাপট্যাশ্রিত বর্ণবিচারপ্রণালীর নিরর্থকতা সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত ভক্তগণ শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে পারঙ্গম হওয়ায় সপ্তম-স্কন্ধ ত্রয়োদশাধ্যায়োক্ত বিচার-প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

—এই বিচার অবলম্বন করিয়া বৈষবর্ণ-ভেদ-বিচারের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে পক্ষান্তর কুপিত হইয়া শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত ভক্তগণের বিদ্বেষ করিলে উহা দার্শনিকতা-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

"তর্করিক্ষা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতোজ্ঞেয়ঃ কেবলং দার্শিকঃ স্মৃতঃ॥"

—শ্লোকের মর্ম্ম অবগত হইলে শ্রীচৈতন্যবিদ্বেষ কার্য্য ও শ্রীচৈতন্যানুশীলনের পার্থক্য উপলব্ধ হয়।

শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত ভক্তগণ অধ্যোক্ষজবস্তুর মহাধানী প্রাকৃত সহজিয়া নহেন। ঐরূপ বিচার ভট্টপল্লীর সন্নিহিত গ্রামবাসী মঃ মঃ শাস্ত্রী মহাশয় পোষণ করিতে পারেন এবং তর্করত্ন মহাশয়ের বিদ্যাল-মন্দিরে সংক্রামিত করাইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া উহাই সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। প্রাপঞ্চিক বিচার অবলম্বন করিয়া প্রাকৃত সাহজিক বিচারপর জনগণ অপ্রাকৃতের কোন সন্ধান পান না বলিয়া নির্ব্বিশেষবাদী মায়াবাদোপাধিক সন্ন্যাস উদাসীন মহাশয় অপ্রাকৃত-শব্দার্থে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতই "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ" শ্লোকে প্রাকৃত সাহজিক বিচার সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন।

শৌক্রবর্ণ বিচার যে-স্থলে পরমার্থকে আক্রমণ করে, সে-স্থলে আধ্যক্ষিকদর্শনে 'দেহে আত্মবুদ্ধি করা'—অমানিত্ব-ধর্ম্মের ব্যাঘাতকারক। শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত ভক্তগণ বিষ্ণু-বৈষ্ণবের দেহে প্রাকৃত বুদ্ধি করেন না, পরন্তু নিজদেহে কুক্কুর শৃগালতুল্য প্রাকৃত বুদ্ধির আরোপ পরিহারের জন্য সর্ব্বদা তৃণাদপি সুনীচতার অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। বিষ্ণু-সেবকাভিমানে জড়াভিমানরাহিত্য স্বাভাবিক বলিয়া মহাভাগবত-পরমহংসাধিকারে বৈষ্ণবেরই একমাত্র অমানিত্ব-ধর্ম্মে অধিকার বিদ্যমান। প্রাকৃতসাহজিক মহাযান-সম্প্রদায়ানুগত ভাগবতকথিত অতিবর্ণাশ্রমের মধ্যে গোখর-সংজ্ঞক জনগণে অমানি ধর্ম্মের সৌভাগ্য কখনই উদিত হয় না। প্রাকৃতসাহজিকো অন্তর্বাসী স্মার্ত্তগণ একাধারে শ্রুতিবিহিত বৈষ্ণবাখ্য স্মার্ত্তগণের সহিত নিত্যকাল পৃথক্ আছেন। প্রাকৃত সাহজিক ও অপ্রাকৃত সহজপথের পথিক-মধ্যে যে ভেদ বর্ত্তমান, তাহা শ্রীচৈতন্যাপীতে পরিস্ফুট হইয়াছে,—

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥"

সুতরাং প্রাকৃতসাহজিক বৌদ্ধানুগত স্মার্ত্তগণের সহিত অপ্রাকৃত মূর্ত্তবিগ্রহ নারায়ণের সেবক স্মার্ত্তগণের আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। যে সকল কপট ব্যক্তি মায়া-মুক্ত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে ব্রাহ্মণাক্রবগণের সহিত সমপর্য্যায়ে বা তদপেক্ষা নিম্নস্তরে গণনা করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তাদৃশ নীচতা শ্রীচৈতন্যভক্তের প্রকৃত দাসগণের নাই। শ্রীচৈতন্যের প্রকৃতদাসগণের সেবক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণবগুরুগণের নিকট সমাদর লাভ করেন। শ্রীবৈষ্ণবগুরু তাঁহার দাসগণের কল্যাণোদ্দেশে মনঃশিক্ষার একটী শ্লোকে বলিতেছেন,—"হে দার্শিক মন, তোমাকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেছি যে, তুমি সকল প্রকার দম্ভ এবং স্বয়ং ব্রাহ্মণাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুমুল ব্রাহ্মণগণে, বৈষ্ণব-গণে, শ্রীগুরুদেবে, অপ্রাকৃত ব্রজভূমিতে, ব্রজবাসী-বৈষ্ণবে, অপ্রাকৃতমন্ত্রে, অপ্রাকৃত নামীর সহিত অভিন্ন অপ্রাকৃত-নামে, শ্রীরাধা-গোবিন্দে ও তাঁহাদের স্থায়িভাবরতিতে সাধনীর সম্বিদনরূপ নিত্যরসে রসিক হও। জড়াভিমানী

ব্যক্তিগণ শ্রীদাস-গোস্বামিপ্রভুর এইকথা বুঝিতে না পারিয়া মানসিক অস্থিরতা-সহকারে দুর্দিবশ পূর্ব্বক তাঁহার গোস্বামিত্ব ও ব্রাহ্মণের প্রতি অনুগ্রহ-নিগ্রহ-কর্তৃত্ব বুঝিতে সমর্থ হন না। শ্রীদাসগোস্বামীর কৃপাশ্রিত সুনিপুণ জীবাত্মা কোন-দিনই প্রকৃতিজনের অকৃত্রিম রজস্তমোগুণদ্বয়াবস্থিত মিশ্র-সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্রাহ্মণক্রবাভিমানে ব্যস্ত হন না। শ্রীচৈতন্যের প্রকৃতদাসগণ সাধারণ প্রাণিকুলের মধ্যে গণিত হইবার দুষ্পিপাসা রাখেন না, প্রাণিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী মানবত্বে পরিগণিত হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা করেন না, মানব-গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ণাশ্রমত্বে পরিগণিত হইবার অসতী আশার বশীভূত হন না। বিষ্ণুভক্তিহীনতা কলিহতাধিকার-গত ব্রাহ্মণত্ব, বৈষ্ণবগুরুর ধারাভিমানী ব্রাহ্মণ-মর্য্যাদা ভগবদ্ভক্তের আনুগত্যমূলা ব্রাহ্মণোত্তমতা-লাভে আরূঢ় হইবার অসতী পিপাসা পরিহার পূর্ব্বক

"বলিষ্ঠানাশ্রমা স্বাক্তা চরেদবিধিগোচরঃ"

—রূপ পারমহংস্যাবস্থার আপনাকে গণনা করিয়া ভজন-প্রাচুর্য্যের খর্ব্বতার কোন দিন আদর করেন না। সুতরাং বৈষ্ণবত্বের জন্য ব্রাহ্মণাভিমান করিবার কোন প্রয়োজন তাঁহার নাই—একথা তর্করত্ন মহাশয় ধীরচিত্তে স্থিরমতি হইয়া জানিতে পারিবেন। বৈষ্ণব নিরভিমান বলিয়া বিষ্ণুভক্তির যোগ্যতা-হীন পক্ষোপাসক ব্রাহ্মণগণের সঙ্গ পরিহারার্থ তাঁহাদিগকে নিকৃষ্টজ্ঞানে দূর হইতে সম্মান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সম্মানলাভের অযোগ্যতা থাকায় তাঁহারা বৈষ্ণবের উদারতা বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণবদিগের নিন্দা স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতাই গোপন করিয়া লন। ফলতঃ তাঁহাদের বিচারহীনতা তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবাপরাধী করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব হইতে অবস্থাপিত করে। যদি কোন মূঢ় নিজের ভ্রান্তি অপসৃত হইবার বাধা দিয়া বলে,—"পণ্ডিতগণ আমাদের মূঢ়তার অংশ গ্রহণ করিয়া নিজেদের পুষ্টিসাধন করিবেন, তজ্জন্য আমাদের মূঢ়তার দ্বারা তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধন করিতে দিব না"—এইরূপ ন্যায় অবলম্বন করিয়া যদি তর্করত্নমহাশয় বলেন—বৈষ্ণবগণের পাদোদক দেহ রক্ষিতপুণ্য ব্রাহ্মণদেহের পাপসমূহ গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ বলিবেন—'অন্তরঙ্গ শূদ্রের পাপ বা অন্তরঙ্গ শূদ্র-পর্য্যায়ে উন্নতস্তরে স্থাপিত ব্রাহ্মণক্রবের তথাকথিত পুণ্য উভয়ই বৈষ্ণবের বুদ্ধিতে মনুস্তরবৎ বিসর্জ্জনীয়। পক্ষান্তরে বৈষ্ণবগণ আরও বলেন,—কলিহত মূঢ়প্রকৃত ব্রাহ্মণদের ধারণা ও অভিমান যাঁহাদিগের প্রবল, তাঁহারাই কপটতা-ক্রমে বর্ণপর্ব্বের মূঢ়বর্ণবিচার আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতেছেন। তাদৃশ অপস্বার্থ-ভিত্তির ভক্তিসিদ্ধান্তালোকে সমূলে বিনষ্ট হইবে। বেদের আধুনিক ব্যাখ্যাতৃগণের পঠন, সদাগরা পৃথ্বীপতি পৃথুর ভাণ্ডারে অচল কড়ির স্থান নাই, জানিয়া আত্মসম্মান-সংরক্ষণে যে চেষ্টা-প্রাগল্ভ্য, উহা তাঁহাদের বিচারেই শোভা পায়।

বৈষ্ণবগুরু অপ্রাকৃত বস্তু। তিনি কর্ম্মফলবাধ্য জীব নহেন। কর্ম্মনিপুণ প্রকৃতিজন ব্রাহ্মণাভিমানী কলিহত ব্রাহ্মণক্রব—বৈষ্ণবগুরুর স্বরূপদর্শনে অন্ধ। তিনি নিজনিপুণ কর্ম্মফল-পিপাসু নিজপরিচয়ের সঙ্কুচিত জীবজ্ঞানে বৈষ্ণব-গুরুকে গণনা করেন বলিয়া তাঁহার বিচারভ্রম উদিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত দাস নিজগুরুবর্গকে, পরমেশ্বর শ্রীচৈতন্যদেবকে, তাঁহার প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে, তাঁহার অংশ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে, তাঁহার শক্তি শ্রীগদাধররূপ-প্রমুখ আশ্রিত ভক্তকে এবং তদংশ শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তবৃন্দকে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত অন্বয় জানিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যভেদের যুগপৎসত্তায় অচিন্ত্য উপলব্ধি করেন। তাঁহারা কেবলাদ্বৈতবাদিগণের ন্যায় 'গোলে হরিবোল দেওয়া' 'স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত নির্ব্বিশিষ্ট' চৈতন্যদেবের বৈচিত্র্য-সম্বন্ধের জন্য ব্যস্ত হন না। বলা বাহুল্য, শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত ভক্তগণ নৈগমীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের লক্ষিত প্রাকৃত সাহজিক নহেন। শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত ভক্তগণ প্রাপঞ্চিক অপস্বার্থ পোষণকল্পে ব্রাহ্মণক্রবগণের আত্মম্ভরিতার বিরুদ্ধ নহেন বলিয়া বিমুক্ত পাপ আদর্শ ব্রাহ্মণতারও উচ্চস্তরে অবস্থিত, সুতরাং কামান্ধ, ক্রোধান্ধ, লোভান্ধ, মোহান্ধ, মদান্ধ ও মাৎসর্য্যান্ধ স্মার্ত্তাধিকারের প্রভা হইতে দূরে রহেন। তাঁহারা মুকুন্দ-স্মরণ-প্রভাবে মুক্ত পুরুষ বলিয়া

"এত সব ছাড়িয়া ধর্ম্ম বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥"

—এই শ্রীচৈতন্যবাণীর অর্থগ্রহণে সমর্থ। শুদ্ধভক্তি-পাঠক পাঠশালার ছাত্র কিম্বা কোয়ার্টারনেস্ বা ইন্টিগ্র্যাল ক্যাল্‌কিউলাসে অধিকারসম্পন্ন হইতে পারে না। পাটী-

পণ্ডিতের দ্বার চরণনিতাধিকারে পারঙ্গত,—একথা বলিলে লোকে হাস্য করিবে মাত্র।

বৈষ্ণবের অধিকার বামনরূপ ব্রাহ্মণক্রবের চন্দ্রস্পর্শাধিকারের ন্যায় দুঃসাধ্য। সুতরাং বৈষ্ণবত্বের জন্য কখনই ব্রাহ্মণ্যাভিমান করেন নাই' বলিতে যাওয়া—নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র। কাহাকে ব্রাহ্মণবন্ধু, ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ কি ?—এই কথার যে সকল স্মার্ত্তের শব্দের বিবর্ত্তরুচি-বৃত্তিতে উপনীত হইবার যোগ্যতা নাই, তাঁহারা শব্দের অজহল্লক্ষণা-বৃত্তিতে পাবঙ্গত হইয়া আলার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের ন্যায় শ্রীচৈতন্যানুশীলন দুষ্টতার নিদর্শনস্বরূপ। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ বলেন, কামাদি ষড়রিপু দ্বারা যাহাদের চিত্ত আক্রান্ত ও নষ্ট হইয়াছে, তাহারা কোনদিনই কৃষ্ণসেবা করিতে সমর্থ হইবে না। জড়ের আকর্ষণে ভোগের তরঙ্গে ডুবিয়া গেলে মানুষ পরব্যোমের সর্ব্বারণ-সেবনে অসমর্থ হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জগতের একমাত্র পালক হইয়া পালিত জগৎকে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণবিষয়ে উদ্বুদ্ধ করাইয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করাইয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষার প্রতিকূলে শ্রীঅদ্বৈত-তনয় বলরামের পৌত্র রাধামোহন যে স্মার্তগুরু রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সেবা করিয়াছেন, মায়াবাদগুরু শ্রীশঙ্কর-বিদ্যারণ্যাদির স্মার্তকুলপ্রথায় যে অনর্থ আনয়ন করিয়াছেন, সেই বিষয় হইতে নিষ্কৃতি হইতে প্রকৃত উপাধ্যায়রূপ অনুরূপ ঔষধ আবশ্যক আছে।

দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও বৈষ্ণবস্মৃতিক্রমের প্রণয় এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণলিখিত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য তথা শ্রীমদ্ভাগবতের পঠন-পাঠনাদি-দ্বারা বহুজন্মার্জ্জিত বিমুখতা পরিমার্জ্জিত হইতে পারিবে। নতুবা শাস্ত্রের অস্বীকার এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্গমুগ্ধ জনগণের কলুষিত নাড়ীর অপানবায়ুর দুর্গন্ধে বিষ্ণুভক্তিসুরভির সন্ধান পাওয়া যাইবে না। যেস্থলে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, কনকৈষণা চিত্তকে চঞ্চল করিয়া ভুক্তোগের দিকে প্রধাবিত করিবে, আর মুখে ভোগরহিত নিষ্কামের বিষয়ভিত্তিতে নির্ব্বোধিত হইবে, সেস্থলে সত্যের আবির্ভাব একমাত্র তলবকারোপনিষৎ-কথিত উমা-দেব সংবাদের পুনরাবাহনকাল পর্য্যন্ত সম্ভাবনা নাই। আধ্যক্ষিকজ্ঞানবৃদ্ধ-সম্প্রদায় পরবিদ্যালোচ্চিক অধোক্ষজ ব্যাপারের নির্ব্বোধসমূহ শ্রবণ করিলে সত্যের দিক্ নিরূপিত হইবে, সত্যের দেশ নিরূপিত হইবে এবং সত্যের পাত্র নিরূপিত হইবে। ত্রিদণ্ডগ্রহণ না করিলে কেহই ত্রিসত্যের উপলব্ধি দ্বারা বিবর্ত্তবাদগ্রস্ত জীবের ভ্রান্তি অপনয়ন করিতে সমর্থ হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীএকায়ন মঠ

গত ১৮ই চৈত্র, ১লা এপ্রিল, সোমবার শ্রীএকায়ন মঠে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু বহু স্থানীয় ভদ্রলোক শ্রীএকায়ন মঠে উপস্থিত থাকিয়া অতীব মনোযোগ সহকারে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

গত ১৯শে চৈত্র ২রা এপ্রিল মঙ্গলবার শ্রীএকায়ন মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সভাপতিত্বে ত্রিদণ্ডিপ্রবর পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ "নববোগেন্দ্র ও নিমিরাজের সংবাদ" অতি মর্ম্মস্পর্শিনী বাগ্মিতা সহকারে ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশ অনুসারে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয় একায়ন মঠ সম্বন্ধে বক্তৃতামুখে বলেন যে, বর্ত্তমান যুগের বিক্ষিপ্ত ধারণায় 'একায়ন'-কথাটী আপাত-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। কারণ, বর্ত্তমানের গতানুগতিক চিন্তাস্রোতে যাঁহারা ভাসমান, তাঁহারা বলিয়া থাকেন,—"যত মত, তত পথ"। 'একায়ন'-কথাটী এই প্রচলিত গতানুগতিক সাধারণ প্রবাদের প্রতিবাদী, (এক + অয়ন) একমাত্র পন্থার প্রচারকারী, "নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" কৃষ্ণানুসন্ধান বা অহৈতুকী ভক্তি ব্যতীত অন্য পন্থা নাই। দেহ ও মনের বহু স্বভাব, মত বা রুচি

থাকিতে পারে এবং সেইরূপ স্বভাব-রুচির অনুকূলে "যত মত, তত পথ" সৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু আত্মা অপরিবর্ত্তনশীল অবিকৃত বস্তু। হরিসেবা ব্যতীত অনাবৃত আত্মার অন্য কোন রুচি, স্বভাব, মত বা ধর্ম্ম নাই। আত্মার সেই এক অদ্বিতীয় রুচিই—একায়ন। তাহাই আনুকূল্যে অনুক্ষণ কৃষ্ণানুশীলন। বর্ত্তমানে মনোধর্ম্ম-সম্প্রদায় বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের অনেকে নানাপ্রকার ছেলেভুলানো দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিয়া থাকেন, কৃষ্ণনগরে যাইতে হইলে যেমন ট্রেণে, গাড়ীতে, নৌকাতে বা পদব্রজে যাওয়া যায়, সেইরূপ ঈশ্বরের নিকটও বিভিন্ন পথে পৌঁছান যায়। যার যেরূপ রুচি, তিনি সেরূপ পথে চলিলেই ভগবানের নিকট পৌঁছিতে পারেন। ভগবান্ কাহারও একচেটিয়া নহেন। কোন এক বিশেষ পথে চলিলেই ভগবানকে পাওয়া যাইবে, অপর পথে চলিলে ভগবানকে পাওয়া যাইবে না—ইহা কেবল গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা মাত্র। গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

উপরি-উক্ত কথাগুলি একটু আলস্য হইয়া নিরপেক্ষ-ভাবে অনুশীলন করিলে আমরা জানিতে পারি যে, যদি পথ, বিভিন্ন উপকরণ বা যানগুলির গতি কৃষ্ণনগরের দিকে হয়, তবেই ত' উহারা কৃষ্ণনগরে পৌঁছিতে পারে, আর যদি উহাদের গতি কৃষ্ণনগরের বিপরীত দিকে হয়, তবে ঐরূপ অসংখ্য যানে আরোহণ করিয়া বা ঐরূপ অসংখ্য পথ হাঁটিয়া কেহ কোনকালেই কৃষ্ণনগর পৌঁছিতে পারিবেন না, কেবল কৃষ্ণনগর হইতে ক্রমাগত দূরে সরিতে থাকিবেন। পূর্ব্বদিকে এক পা হাঁটিলেও সেই 'এক পা' পরিমাণ পূর্ব্বদিকের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্বদিকের সম্পূর্ণ বিপরীত পশ্চিমদিকে শত মণের রেলে থাকিতে হইলে বা শত শত কাননের সাহায্যে অগ্রসর হইতে থাকিলে পূর্ব্বদিক হইতে আরও অধিকতর দূরে সরিয়া যাইতে হয়। যদি আমরা ভক্তিপন্থার ভক্তিরই বিচিত্র অঙ্গসমূহ যাজন করি, তাহা হইলেই আমরা পরমেশ্বরের কাছে পৌঁছিতে পারিব, কিন্তু যদি আমরা অভক্তিপন্থা অর্থাৎ অজ্ঞাতিবাদ, কর্ম্মফলবাদ, ফলত্যাগবাদ, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসা, ঈশ্বর-সাযুজ্য প্রভৃতি ভক্তির বিপরীত পন্থা সমূহে অর্থাৎ যে দিকে পরমেশ্বরসূর্য্য বেদ্যায় প্রকাশিত হন, তাহার বিভিন্ন বিপরীত দিকে ধাবিত হই, তাহা হইলে আমরা পরমেশ্বর-সূর্য্যের বিপরীত দিকেই অধিকতর পরিমাণে অগ্রসর হইব। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—গীতার এই পরম সত্যবাণীর অর্থ ইহা নহে যে, চোর ও সাধু একরূপ ফলপ্রাপ্ত হইবে। যে চুরি করিবে, সে তদ্রূপ ফল অর্থাৎ দণ্ড লাভ করিবে, আর যিনি সাধুকার্য্য করিবেন, তিনি তদ্রূপ ফল অর্থাৎ পুরস্কার লাভ করিবেন। তিরস্কার ও পুরস্কার উভয়ই ফল হইলেও উভয়ে একশ্রেণীর নহে, তদ্রূপ যাঁহারা অব্যভিচারিণী ভক্তি অর্থাৎ একায়নের অনুশীলন করিবেন, তাঁহারা যে পরম ফল প্রাপ্ত হইবেন, তাহা কখনও ব্যভিচারিণী ভক্তি বা অভক্তির প্রাপ্যফলের সহিত সমান হইতে পারে না।

শ্রীগীতায় ভগবান্ আদি, মধ্য ও অন্তে এই একায়নের কথাই বলিয়াছেন।

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্।"

"পরমেশ্বরস্তুষ্টৈব ভবতি তরিষ্যামীতি" পরমেশ্বরে অব্যভিচারিণী ভক্তি-দ্বারাই পরম আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভ হয়,—এইরূপ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিতেই একায়নভক্তিগণ অবস্থিত, আর অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি বহু শাখায় ও বহু পথে ধাবিত। যদি আমরা গীতাশাস্ত্রের উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি বিশেষভাবে অনুধাবন করি অর্থাৎ যদি অবিমৃষ্যকারীর ন্যায় হঠাৎ কোন একদেশী বিচার না করিয়া সহিষ্ণুতা ও নিরপেক্ষতার সহিত গীতার সর্ব্বদেশী বিচার করিতে প্রস্তুত হই, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, গীতাশাস্ত্রে যে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পন্থার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা জীবের বহুধাবনধাবন-স্পৃহাকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিয়া একায়নভক্তির দিকে আনয়ন করিবার জন্যই। বদ্ধজীবের ঔপাধিক ধর্ম্মে যে বহুধাবন-প্রবৃত্তিশীলতা নিসর্গ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে পঞ্চদিক্ বৈজ্ঞানিক উপায়ে উন্মূলাবরণ করিয়া নিত্যস্বভাবের মূলে, অর্থাৎ একায়ন-ভক্তিপথে আনয়ন করিবার জন্যই গীতাশাস্ত্রের প্রচেষ্টা। গীতার চরম শ্লোকে সমস্ত বহুধাবন-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া একায়নস্থ আশ্রয়ের কথাই কীর্ত্তিত হইয়াছে—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

এই সর্ব্বধর্ম—"যত মত, তত পথ" অর্থাৎ বহুরূপ শাখাসমূহ সম্পূর্ণভাবে স্বরূপতঃ ত্যাগ করিয়া একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রহ্মের শরণাপত্তিলক্ষণা একায়ন-পন্থা আশ্রয় করিবার জন্যই "ভগবান্" তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত জীব বহুরূপবাদী থাকেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার শোক অপগত হয় না। একায়নবাদী পরমহংসে শরণাপত্তির উদয় হইলেই সর্ব্বশোক, সর্ব্বমোহ, সর্ব্বসন্দেহ বিদূরিত হয়।

"নষ্টমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

অতএব এই একায়ন বা অব্যভিচারিণী ভক্তির কথা কীর্ত্তন করিবার জন্য জগতের বহুরূপবাদী "যতমত, তত পথ"-বাদী, চিজ্জড়সমন্বয়কারী জীবকুলের মঙ্গলবিধানের জন্যই শ্রীচৈতন্য মঠের শাখারূপে এই একায়ন মঠ পরমহংস আচার্য্যের মহামহাবদান্যতার নিদর্শনস্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই একায়ন মঠ—এক অয়ন অর্থাৎ একমাত্র ভক্তি পন্থা, যাহা দ্বারা একমাত্র পুরুষ ব্রজেন্দ্রনন্দন সন্তুষ্ট হন, তাহা ব্যতীত অন্য কোন অন্যাভিলাষময় কর্ম্মজ্ঞানাদিযুক্ত পন্থার কথা কীর্ত্তন করিয়া জীবকুলের হিংসা ও দ্রোহ আচরণ করেন না। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে যে এক অয়ন বা একমাত্র পন্থার কথা জানাইয়াছেন, শ্রী-একায়ন মঠ তাহাই আচার ও প্রচার করিবার জন্য প্রকাশিত হইয়াছেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

গত ৩১শে চৈত্র (১৩৩৪), ৪ঠা এপ্রিল (১৯২৮) শ্রীএকায়নমঠের প্রচারকগণের পক্ষ হইতে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ কৃষ্ণনগর গ্রাম-গোপাল টাউন হলে "মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটী বক্তৃতা করেন। শিক্ষক ও ছাত্রসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ঐ সভার সভাপতি হইয়াছিলেন Shams ul-ulama M. Kamaluddin Ahmad M.A (Calcutta), B.A. (Cantab) I. E. S. Principal, Krishnagar College, Krishnagar, Nadia (শামস্ উল উলামা এম্ কামালুদ্দিন আহাম্মদ এম এ, (কলিকাতা), বি,এ, (ক্যানটাব) আই, ই, এস্, প্রিন্সিপাল কৃষ্ণনগর কলেজ, কৃষ্ণনগর, নবীয়া)। উক্ত সভায় স্থানীয় কলেজের অধিকাংশ অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিয়া শ্রীনবীনবিহারী গৌরসুন্দর-প্রচারিত নিত্যধর্ম্মের আচার প্রচারই যে মানবজীবনের একমাত্র মহান্ উদ্দেশ্য, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরধামে ব্রজভজনানন্দী বিরক্ত বৈষ্ণব

শ্রীবংশীবট-পরিবারভুক্ত শ্রীপাদ ব্রজবল্লভ দাস নামক জনৈক বিরক্ত বৈষ্ণব প্রায় দুই মাসকালাবধি শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া ভজন করিতেছেন। ইনি পূর্ব্বে ৭।৮ বৎসরকাল শ্রীব্রজমণ্ডলের নন্দগ্রামে মাধুকরী করিয়া ভজনে নিবিষ্ট ছিলেন। সম্প্রতি শ্রীব্রজ-মণ্ডলাস্থিত গৌরধামে প্রকৃত নিষ্কপট সাধুগণের সঙ্গে ভজন করিবার চেষ্টা তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইতেছে। ইনি বিরক্ত বেষধারী হইলেও সাধারণ প্রাকৃতসহজিয়া অষ্ট-সেবাপরিগণের ন্যায় চরিত্রহীন বা অন্য কোন ইতর অভিলাষে প্রমত্ত নহেন। ইঁহার দর্শনে স্নিগ্ধতা, অমায়িকতা, সৌম্য ও নিষ্কপটতা পরিলক্ষিত হয়। ইনি শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণের আদর্শ চরিত্র এবং সর্ব্বোপরি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের পরমদুঃখ-কাতরতা ও মহামহাবদান্যতা দর্শন করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণের প্রতি ইঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা অতুলনীয়। ইনি আচার্য্য ও বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্ট ভোজন এবং চরণরজঃ গ্রহণের জন্য নিষ্কপট আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই মহাত্মা এখন শ্রীধাম মায়াপুর আশ্রয় এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে ভজনরহস্য শ্রবণ করিয়া নিরন্তর ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত আছেন।

শ্রীধামনবদ্বীপ-পরিক্রমা

(প্রতিনিধির পত্র)

[আমৃত শাসন, ঢাকা ২৩শে চৈত্র ১৩৩৮]

শ্রীশ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক মহাশয়ের আমন্ত্রণে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্র-মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থিত শ্রীমায়াপুর হইতে উক্ত সভার বৈষ্ণবমণ্ডলের আনুগত্যে ও অনুসরণে ভারতের বিভিন্নস্থান হইতে সমাগত ভক্তগণ নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা করিয়া যে বিপুল আনন্দ লাভ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। প্রথম দিবস অন্তর্দ্বীপ, তৎপরে যথাক্রমে সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুম-দ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতু দ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া সমবেত ভক্তমণ্ডলী শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন ও বিরাট উৎসব করিয়াছেন। পরিক্রমায় মিছিলের আগে বৃহৎ ঘণ্টা বাজাইয়া একটী গাড়ী, পরে দুইটী হাতী, ঘোড়া, গাড়ী, আশাসোটাধারী ও পতাকাবাহী সেনাদল ব্যাণ্ডপার্টী, কীর্ত্তনদল এবং অগ্রপশ্চাতে ভারতের বিভিন্নদেশ হইতে আগত ভক্তগণ ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে পরিক্রমার অনুসরণ করিয়াছিলেন। ভক্তগণ পরিক্রমার নয়দিন নয়টী দ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় অনুগতজনের গুণকাহিনী সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন ও প্রচার করিয়া সকলের সন্তোষবিধান করিয়াছিলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতেই ভক্তগণ মিছিলের অগ্রপশ্চাতে সহ কীর্ত্তন করিতে করিতে একদ্বীপ হইতে অন্যদ্বীপে যাইয়া থাকেন। ভক্তবৃন্দ হাতী, ঘোড়া, গাড়ী ও অগণিত লোকজন সহ গঙ্গানদী পার হইয়া যেদিন বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ (কোলদ্বীপ) যাইতেছিলেন, সেদিনকার সেই অপূর্ব্বদর্শন শোভা সন্দর্শনে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। বহু নৌকায় যাত্রিদল নদী পারাপার হইতেছিলেন। গাড়ী, ঘোড়া, হাতী নদীর এক ধার হইতে অন্যপারে প্রেরিত হইতেছিল। শিশু এবং বালকদলকেও গরুর গাড়ীতে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। গোস্বামী মহারাজের এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি শুধু আমাদিগকে নয়, যাহারা এই দৃশ্য দেখিয়াছে, তাহাদিগকেই বিমলানন্দ দান করিয়াছে। অগণিত লোক এবং গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি যখন নদী পার হইতেছিল, তখন বিখ্যাত মেসার্স জে, এফ, মদন বায়স্কোপ কোম্পানীর লোকজন এই সমুদয় মনোহর দৃশ্যের ফটো ফিল্মস্থ করিবার জন্য লইয়াছিলেন। নদীর পরপারে পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ বহুসংখ্যক পুলিশ লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যাত্রিগণ নবদ্বীপ-ঘাটে পৌঁছিবামাত্র পুলিশ কর্ম্মচারিগণ শৃঙ্খলার সহিত মিছিলের আগে ভক্তগণের অগ্রপশ্চাতে গমন করিয়া সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ পাইয়াছিলেন। সহর নবদ্বীপ পৌঁছিলে স্থানীয় বহুলোক ইহাতে যোগদান করায় পরিক্রমার শোভাযাত্রা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। ভক্তগণ অনবরত গৌরাঙ্গ ঠাকুরের জয়ধ্বনি করিতে করিতে সহর অতিক্রম করিয়া ষ্টেশনের নিকট গমন করিলে বিশাল আম্রকাননের নীচে ভক্ত এবং সমাগত লোকদিগকে প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ ও জল দেওয়া হয়। সেখানে কিছুকাল বিশ্রাম লাভ করিয়া ভক্তগণ চাঁপাহাটী চলিয়া যান। এইদিনকার পরিক্রমার সহিত বায়স্কোপ কোম্পানীর লোকজন সর্ব্বক্ষণ থাকিয়া সমুদয় পরিক্রমার নানাপ্রকার দৃশ্য লইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে লোকজন ভক্তিপথ হইতে বহুদূরে সরিয়া আছে। শ্রীশ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজসভার অনুগত জন এই সমুদয় লোকদিগকে ভক্তিপথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কত যে চেষ্টাযত্ন করিতেছেন, তাহার তুলনা নাই। শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠ এবং মহাপ্রভুর বাড়ীতে বৃহদাকারের মন্দির, নাটমন্দির, যাত্রীগৃহ, হত্তীঘার প্রভৃতি অট্টালিকা সমূহ মহাপ্রভুর স্মৃতি সকলের হৃদয়ে জাগাইয়া দিতেছে। আনন্দসুখের বিষয় এই যে, এই স্থানে কোন ভেট-প্রথা নাই। পরন্তু পরিক্রমায় যে সমুদয় লোকজন যোগদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ভক্তগণ অকাতরে প্রসাদ বিতরণ করেন। যাহারা এই দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য হইয়াছেন। বর্ত্তমানকালে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে কত উপধর্ম্ম গজাইয়া দেশকে, জাতিকে নরকে নিক্ষেপ করিতেছে, শ্রীধামনবদ্বীপের দোহাই দিয়া কত পাষণ্ডী ব্যভিচারী সাধারণ অজ্ঞ লোকদিগকে প্রতারণা করিতেছিল, এই সভা সেই সমুদয় দুষ্টপ্রকৃতি লোকের স্বরূপ ধরাইয়া দিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। শ্রীধাম মায়াপুর হইতে প্রকাশিত 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' নামক একখানি পত্রিকায় এতদ্দেশের সুবক্তা

ও বৈষ্ণবনামধেয় এক ব্যক্তির কাহিনী পাঠ করিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গিয়াছি। ধর্ম্মের নামে উহারা কি না ব্যভিচারেরই সীলা করিতেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার সদস্যগণ সহজ-বিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রাণ লোকদিগকে এই প্রকার ব্যভিচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন।

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

নবদ্বীপ পরিক্রমা শেষ

(বাঙ্গালার কথা সোমবার ১৮ই চৈত্র, ১৩৩৫ হইতে উদ্ধৃত)

৫ সহস্র যাত্রী সমাগম

নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে নয় দিবসকাল ভ্রমণের পর পরিক্রমার যাত্রিগণ মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। যাত্রী-সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রায় পঞ্চ সহস্র যাত্রী পরিক্রমার শেষভাগে যোগদান করিয়াছিলেন। হস্তী, অশ্ব, পতাকা, মাল্যাদি বিচিত্র শোভাযাত্রা সহকারে এবং ঐকতান বাদ্য ও হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যাত্রী সকল এক মাইলেরও অধিক পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া এক বিচিত্র শোভা রচনা করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ জে, এফ, মদন কোং কার্য্যোদ্ধারের জন্য পরিক্রমার শোভা-যাত্রার আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। মায়াপুরের চৈতন্য মঠস্থ সেবকবৃন্দ এরূপ সুচারুরূপে সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন যে, যাত্রিগণের বিনাব্যয়ে মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং শতাধিক গো-শকটে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে তাহাদের শয্যাদি বহনের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কলিকাতার গৌড়ীয়মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণের পরিচালনাধীনে চৈতন্য-মঠের শত শত সেবক দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে যাত্রিগণের সর্ব্বপ্রকার সুবিধার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। চৈতন্যমঠ কর্ত্তৃক নিযুক্ত কয়েকজন সুদক্ষ চিকিৎসক যাত্রিগণকে বিনাব্যয়ে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান করিয়াছেন। নদীয়া কৃষ্ণনগরের এস, ডি, ও এবং ডিষ্ট্রীক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কুলিয়া সহর অতিক্রম-কালে বহু সশস্ত্র প্রহরী সহ শান্তিরক্ষার্থে শোভাযাত্রার অনুগমন করিয়াছিলেন।

SRI CHAITANYA ANNIVERSARY

Sri Mayapur Celebrations

(*Amrita Bazar Patrika, Friday April 5, 1929.*)

The 443rd Advent anniversary of Sri Chaitanya Deva was celebrated with great eclat at Jogapitha, the houses of Srila Jagannath Misra at Sri Mayapur (a part of the ancient city of Nabadwip lying on the Eastern bank of the Ganges.). Many highly respectable gentlemen, Zamindars, merchants, Government officials and the public from every district of Bengal, Assam and Orissa and many people from Behar, U. P. Madras and the Punjab joined the festival. In the course of the week more than 60 to 70 thousand pilgrims visited this holy place. *Mahaprasad* was distributed freely to all the pilgrims by the devotees of Sri Chaitanya Math who erected long lines of temporary sheds for the accomodation of the people.

Sankirtan, perusal of teligious Scriptures and interesting lectures explaining the esoteric significance of the birth of Sri Chaitanya Deva and the various incidents of His life went on throughout day and night. Paramahansa Srila Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami Maharaj himself addressed the pilgrims everyday. The mela around the Jogapitha is still continuing.

Sri Nabadwip Dham Parikrama Return to Sri Mayapur

The party of pilgrims on tour for Sri Nabadwip Dham Parikrama safely returned at Sri Mayapur after 9 days of tour. The number of pilgrims daily increased and towards the latter end of the journey it extended to five thousand. The huge procession with horses, elephants, flags and festoons and attended by various kinds of musical bands and Sankirtan, extended throughout a length of one mile and presented a spectacular show. The representatives of Messrs J. F. Madan and Co., of Calcutta took films of the processions. The devotees of Sri Chaitanya Math, Sri Mayapur most successfully managed the whole affair with great tact and no inconvenience was felt

by the pilgrims who were supplied with food free of charge throughout all these days and whose luggages were carried free in hundreds of carts throughout the journey. Hundreds of devotees of Sri Chaitanya Math under the able lead of Pandit Kunja Behari Vidyabhusan laboured hard day and night to see to the comforts of each and every pilgrim. Several qualified doctors engaged by Sri Chaitanya Math with medicines were kept in free attendance for the pilgrims. Religious lectures explaining the true tenets of Sri Chaitanya Deva and the religious antiquities and specialities of the respective places were explained by Pandits and Sannyasins and Paramahansa Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj was personally present in all the places and delivered highly erudite lectures.

শ্রীগৌড়ীয়-মঠ

গত ৮ই বৈশাখ (১৩৩৬), ২১শে এপ্রিল (১৯২৯) রবিবার গৌরত্রয়োদশী তিথিতে দিবা ১৪ ঘটিকার সময় পরমভাগবত শ্রোতাগ্র্য শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস অধিকারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয়-প্রদত্ত বাগবাজারস্থ ভূমিতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের মন্দির ও প্রাসাদ মূলের কার্য্য সঙ্কীর্ত্তনমুখে আরম্ভ হইয়াছে। প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডতাপে ধরণী উত্তপ্ত এবং গৃহ হইতে বহির্নির্গমন দুষ্কর হইলেও বহু ভক্ত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ ঈশানচন্দ্র ভক্তিবিগ্রহ প্রভুর সুললিত কীর্ত্তনে তৎস্থান মুখরিত হইয়াছিল এবং ভুবনমনোহারিগণ সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি-প্রসঙ্গে বিপুল উদ্যমে কার্য্যারম্ভ করিয়াছিল। শ্রীপাদ জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন-প্রভু যেন ধৃতব্রত হইয়া কার্য্যারম্ভের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি তৎকালাবধি মাধ্যাহ্নিক মহাপ্রসাদ গ্রহণ না করিয়াই কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন।

ভক্তিরঞ্জন প্রভু যেরূপ উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, অনতি-বিলম্বেই গৌড়ীয়মঠ নির্ম্মাণ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। আশা করি, শ্রীগৌড়ীয় মঠের পৃষ্ঠপোষকগণ এবং সদ্ভক্ত জনগণ এই শুভ সংবাদ শ্রবণে সুখী হইবেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-অগ্রণী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মুর্শিদাবাদে শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ উড়িষ্যান্তর্গত অনেকের নায়ক স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা জীবের নিত্যধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন।

গত ১লা বৈশাখ ১৩৩৬ রবিবার বিহার কটক সচ্চিদানন্দ মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে 'বর্ত্তমান যুগের সমস্যা' সম্বন্ধে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বহু শ্রোতা স্বামিজীর উপদেশ শ্রবণ করিয়া বর্ত্তমান বিদ্যমান সমস্যা-সমূহের প্রকৃত সমাধান লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি উড়িষ্যান্তর্গত মধুপুরে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ২৫শে চৈত্র সোমবার হাটখোলা সাধারণ হরি-সভার সাম্বৎসরিক উৎসবোপলক্ষে উক্ত সভার সভাবৃন্দের সাগ্রহ আহ্বানে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "ধর্ম্মসভার বক্তৃতা" বিষয়ে দীর্ঘকালব্যাপী একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আদি ও অন্তে শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ ও দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী মহাশয়দ্বয়ের কীর্ত্তন হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপপুরী মহারাজ মেদিনীপুরের অন্তর্গত চিকুলিয়া বাসুদেবপুরে ভগবৎকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

বৈষ্ণবমতে শ্রাদ্ধ

বিগত মঙ্গলবার ১০ই বৈশাখ, (১৩৩৫) যশোহর জেলান্তর্গত নাথবপুর ঠাকুরবাড়ী-নিবাসী শ্রীযুক্ত আচার্য্যদাস দেবশর্ম্মা পরব্রাজকাচার্য্য মহাশয় তদীয় পত্নীর শ্রাদ্ধ দশাহে শ্রীগৌড়ীয়মঠে সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও আমরা "বেহালার পাচনের" নববর্ষের ক্যালেণ্ডার পাইয়াছি। দুই রংয়ে ছাপার জন্য ইহা দেখিতে সুন্দর হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু ধর্ম্মকর্ম্মের যাবতীয় বিষয় সন্নিবেশিত থাকায় প্রতি গৃহস্থেরই একান্ত প্রয়োজনীয়। অধিকন্তু ইহাতে অমাবস্যা পূর্ণিমা একাদশী ইত্যাদি বিশদভাবে লিখিত আছে। ৩১শে বৈশাখের ভিতর ১১নং ইণ্টালীবাজার শ্যামবাজার কলিকাতা এই ঠিকানায় দুই পয়সার টিকিট পাঠাইলে বিনামূল্যে মফঃস্বলে পাঠান হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়া

৭ম বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২১শে বৈশাখ, ১৩৩৬, ৪ঠা মে, ১৯২৯ | ৩৭শ সংখ্যা

গোয়ালপাড়ায় প্রভুপাদ

(১০ই কার্ত্তিক ১৩৩৫ সাল, ২৭শে অক্টোবর, ১৯২৮, শনিবার)

ঔঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গিনঃ শৈলে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা প্রচার করিয়া শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দের অন্যতম পরমভাগবত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি, ও, বি, টি, মহোদয়ের আগ্রহাতিশয্যে গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থানে শ্রীহরিকথা প্রচারের জন্য শুভ বিজয় করেন। গোয়ালপাড়াবাসী বহু সজ্জন এবং স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলী সঙ্কীর্ত্তন-মুখে শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা ও বহু পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়াছিলেন। উচ্চ গুরুগৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনি এবং সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্পমাল্য-বিভূষিত মোটর-যানে আরোহণ করাইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীর হইতে নগরীর অভ্যন্তরে লইয়া যাওয়া হয়।

পরম-ভাগবত শ্রীপাদ সেবাতীর্থ মহাশয়ের ভবন ব্রহ্ম-পুত্র নদের তীরে একটী উত্তুঙ্গ শৈলের উপরে অবস্থিত। শৈলের পাদদেশ বিধৌত করিয়া বিস্তৃতবক্ষঃ নদ কি জানি কি এক উদাসকরা গাহিয়া চলিয়াছে! চতুর্দ্দিকে নীলমৌলি শৈলমালা ও অদূরে শ্যামল অরণ্যানি দর্শকগণের হৃদয়ে এক শান্ত-শ্রীর অপূর্ব্ব মধুরিমা জাগাইয়া দিতেছে। যে শৈলটীর উপর সেবাতীর্থ মহোদয়ের নব-নির্ম্মিত কুটীর বিরাজিত, সেই শৈলের পাদদেশ হইতে শিখরস্থিত কুটীরের শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত সেবাতীর্থ মহাশয় করবীরক-শ্রেণী, 'নব-চূত কিশলয় এবং নানাবিধ বনকুসুমরাজি দ্বারা বিমণ্ডিত করিয়াছিলেন। শৈলে উঠিবার পথের বিভিন্ন স্থানে এক একটী বস্ত্র-কারুকার্য্যখচিত তোরণ এবং তাহার ললাট-দেশে "গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্", "যত মতে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ", "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ", "আচার্য্য-বান্ পুরুষো বেদ", "বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্" প্রভৃতি স্বরচিত শাস্ত্রবাক্য সমূহ বিচিত্র অক্ষরে শোভা পাইতেছিল। সেবাতীর্থ মহোদয়-সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে সেই সুসজ্জিত শৈলারোহণ-পথের মধ্য দিয়া শৈলোপরি লইয়া গেলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানের জন্য যে স্থানটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তথা হইতে সমগ্র দৃশ্যটী সুস্পষ্ট-রূপে নয়ন-পথে পতিত হয়। অনেক সময়েই শ্রীল প্রভুপাদ শুকগণকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও শ্যামল 'তরুরাজি-শোভিত শৈলশ্রেণী দেখাইয়া তাঁহাদিগকে গিরীশ-গিরিরাজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন এবং—

"বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মনে হয় এই গোবর্দ্ধন॥
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
মহাপ্রেমাবেশে মহাপ্রভু পড়েন কান্দি'॥"

—প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতোক্ত বাক্য উচ্চারণ করিতেন।

যাহাতে গোয়ালপাড়াবাসী সর্ব্বসাধারণ গৌরজন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখকীর্ত্তিত হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন, তজ্জন্য স্থানীয় জনহিতকর কার্য্যে সর্ব্বাগ্রণী শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ সেন বি, এল (প্রবীন গভর্ণমেণ্ট প্লীডার গোয়ালপাড়া) প্রমুখ কতিপয় সজ্জন একটী বিরাট সভা আহ্বান করিবার প্রস্তাব করেন। তদনুসারে অক্টোবর অপরাহ্ণে গোয়ালপাড়া হরিসভায় 'বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে বক্তৃতার বিষয় নির্দ্দিষ্ট হয়। গোয়ালপাড়া ধর্ম্মসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ সেন বি, এল, মহোদয় ধর্ম্মসভার পক্ষ হইতে সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,—

"আজ গোয়ালপাড়াবাসীর—গোয়ালপাড়াবাসী কেন, সমগ্র আসামপ্রদেশের অনির্ব্বচনীয় পরম সৌভাগ্যফলে এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের পদধূলি এই স্থানে পতিত হইয়াছে। আমরা বিষয়ী, নানা ইতর কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত। এই প্রকার ভুবনপাবন মহাপুরুষের চরণসঙ্গ লাভ করিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আমাদের কাহারও মনে উদিত হয় না। তাই আমাদের দুঃখ দেখিয়া—দুরবস্থা দেখিয়া এই মহাপুরুষের আসন টলিয়াছে। তিনি আজ কত ক্লেশ স্বীকার করিয়া এইরূপ দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে শুভাগমন করিয়াছেন। দীনহেতু গৃহিগণের গৃহে এইরূপ মহাজনের আগমন আমাদের পরম মঙ্গলের জন্য। আমরা এই মহাপুরুষের বিশুদ্ধিত দান যেন অবহেলা না করি। আমি গোয়ালপাড়া ধর্ম্মসভার সভ্যবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করিতেছি যে, আজিকার সভায় পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করুন।'

পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত কামাখ্যা বাবুর এই সাধু প্রস্তাব শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ লাহিড়ী বি, এল মহাশয় সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিবার মুখে বলেন,—

"আমি এরূপ মহাজনগণের সভার সভাপতিত্ব গ্রহণে সম্পূর্ণ অযোগ্য। তবে মহদ্ব্যক্তিগণের আদেশ অমান্য করিবারও সামর্থ্য আমার নাই। সুতরাং আমি তাঁহাদের আদেশ গ্রহণ করিলাম।"

শ্রীল প্রভুপাদ সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলে গোয়ালপাড়া ধর্ম্মসভার সভ্যবৃন্দের সভাপতি শ্রীযুক্ত কামাখ্যা চরণ সেন বি, এল মহোদয় একটী "অভিনন্দন-পত্র" পাঠ করেন। নিম্নে সেই অভিনন্দন-পত্রটী, যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

অভিনন্দন-পত্র

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য
শ্রীল শ্রীযুক্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের শ্রীচরণকমলে—

"শচীতনয়াত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥"

করাঞ্জলি-পুটের সবিনয় নিবেদন—

গোয়ালপাড়াবাসিগণ বহুদিন হইতে এই স্থানে আপনার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে আপনার শ্রীচরণ সাক্ষাৎলাভে কৃতার্থ হইয়াছে। এতদঞ্চলে বর্ত্তমানে শরৎ ঋতু হইলেও ঋতু বিপর্য্যয়ে যেন ঘনঘটাচ্ছন্ন দুর্য্যোগ উপস্থিত। আপনি এই সময়ে যে গৃহ ক্লেশ সহ্য করিয়া, অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য উপেক্ষা করিয়া এই স্থানে আমাদের ন্যায় দীনচেতা ব্যক্তিগণকে দর্শন দিয়াছেন, ইহা আমাদের অতি সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। শারদীয়-পূজা উপলক্ষে এই স্থানের গণ্যমান্য ও বর্দ্ধিষ্ণু অনেকেই স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, তথাপি আপনার শুভাগমনে সকলের প্রাণে যেন একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আপনার ন্যায় মহাজনের উপযুক্ত অভিনন্দন করিতে পারি, আমাদের এরূপ সাধ্য নাই, তথাপি দুঃসাহসের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবার জন্য অদ্য আমরা আপনার সুশীতল অভয় পাদমূলে

সমুপস্থিত হইয়াছি। আমরা আপনার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, এরূপ বলিবার ধৃষ্টতা আমাদের নাই। আপনি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের পবিত্র ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা-মূলে বহুকালের সঞ্চিত আবর্জ্জনা-রাশিকে আপনার অলৌকিকসামান্য ক্ষমতা ও প্রতিভার বলে দূরীভূত করিয়াছেন ও করিতেছেন—ইহাতে আপনার নাম শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদগণের পার্শ্বে সমুজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

যখন ইস্‌লাম ও বৌদ্ধধর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাতে হিন্দুধর্ম্ম উলটপালট হইতেছিল, যখন কাপালিকগণের নরহত্যা-শোণিতে বঙ্গদেশ কলঙ্কিত হইতেছিল, যখন তান্ত্রিকগণ সুরার সরোবরে ডুবিয়া পঞ্চ'ম' কারের সাধনায় ব্যভিচারের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতেছিল, সেই দুর্দ্দিনে শ্রীশ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমভক্তির মহাবন্যায় সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া সকলকে মাতাইয়া উঠাইয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তিকালে সেই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম কিরূপ ফলফুলে সুশোভিত হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন পূর্ব্বক সমাজকে প্রকৃত ধর্ম্মোন্মুখী করিয়াছিল, তাহা ইতিহাসের পত্রে অমর অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আজকাল আমরা কি দেখিতে পাই? শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ধর্ম্মের নামে কিরূপ বীভৎস তাণ্ডবলীলা, ব্যভিচারের উদ্দাম স্রোত, মূর্খতার ভয়াবহতা, নীচতার হুঙ্কার অবাধ ভাবে অবিরোধে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই সকল ব্যাপারের বিস্তৃত উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। ধর্ম্মের আবরণে এই সব অধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও তাহাতে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের আসক্তি দর্শনে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ হিন্দুধর্ম্মকে প্রকৃতই অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেছেন। এই সকল মর্ম্মন্তুদ নিদারুণ ঘটনাবলী আপনার মহানহৃদয়কে ব্যথিত ও উদ্বেলিত করিয়াছে। তাই আপনি অমিত তেজে, বলদৃপ্ত শাসনে, সিংহের হুঙ্কারে এই সকল অনাচার ও ব্যভিচারের প্রতিকূলে উত্থানশীল হইয়া এক মহাযুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন এবং প্রকৃত ধর্ম্মের সহজ সরল নিষ্কপট পথ প্রদর্শনের অগ্রদূত হইয়া সনাতন ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন ও সমস্ত মহান্ জীবনকে এই পরোপকার-ব্রতে নিয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিকই ইহা সময়োপযোগী হইয়াছে। কারণ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মে যেরূপ গ্লানি উপস্থিত হওয়ায় অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে, তাহাতে এই দুঃসময়ে আপনার ন্যায় মহাশক্তিশালী পুরুষপ্রবর আচার্য্যের আবির্ভাব সনাতনধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের জন্যই—ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমরা যেন যথা তথা আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া তদীয় শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণে ধন্য হইতে পারি। এই প্রার্থনা জানাইয়া আপনার শ্রীচরণযুগলে আমাদের প্রদ্ধাপূত যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শনস্বরূপ এই অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিলাম। কিমধিকমিতি

বিনয়াবনত দীনাতিদীনানাং

গোয়ালপাড়া ধর্ম্মসভায়াঃ সভ্যবৃন্দানাং

(স্বাক্ষর)—

শ্রীকামাখ্যাচরণ সেন শর্ম্মা—সভাপতি
গোয়ালপাড়া-হরিসভা।
শ্রীকেশবচন্দ্র মিত্র—সহকারী সম্পাদক।
শ্রীকেদারনাথ ভৌমিক।
শ্রীহরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, নাজির।
শ্রীহরিপ্রসাদ নাথ, মোক্তার।
শ্রীকরমচাঁদ নাথ।
শ্রীমদনাথ ঘোষ।
শ্রীফুলদাচরণ শর্ম্মা লাহিড়ী বি, এল্।
শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন, নাজির, বিজলি এষ্টেট্।
শ্রীবিপিন বিহারী দাস শর্ম্মা, উকীল।
শ্রীকমলেশ্বর নাথ, মোক্তার।
শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সেন।
শ্রীনারায়চন্দ্র দাস, মৌজাদার।
শ্রীরামচন্দ্র নাথ
শ্রীমাধবচন্দ্র মিত্র, কবিরাজ
শ্রীনিধানন্দ দাস, বি, এল্, বি, টি,
শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী
শ্রীহরিচরণ দাস, প্রভৃতি।

অভিনন্দন পত্র পাঠের পর শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে 'গৌড়ীয়' পত্রের অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহোদয়, বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

অতঃপর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্থানীয় বহু শিক্ষিত ও সম্মানিত সজ্জনবৃন্দের সম্মুখে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতার সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

সর্ব্বাগ্রে আমি বৈষ্ণবদিগের পাদপদ্মে প্রণাম বিধান করিতেছি।

জগতে প্রাণীমাত্রেই বৈষ্ণব। প্রাণরহিত বস্তু-মাত্রও বৈষ্ণব। যাঁ'রা স্বতঃকর্তৃত্ব প্রকাশ কর্ত্তে পারেন, তাঁ'রা বৈষ্ণব, আর যাঁ'রা স্বতঃকর্তৃত্ব প্রকাশ কর্ত্তে পারে না, তাঁ'রাও বৈষ্ণব। এই সকল বৈষ্ণবের সেবা এক মাত্র মূল—যাঁহাতে সকল বস্তু আশ্রিত, সেই পুরুষোত্তম বিষ্ণু।

এই জগতে কতকগুলি বস্তু চেতন এবং কতকগুলি অচেতন। চেতন ও অচেতন, সকল বস্তুর নিমিত্ত-কারণ অনুসন্ধানে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন প্রকার মনোধর্ম্মগত মত দৃষ্ট হ'য়ে থাকে। আমরা সেই প্রকার মনোধর্ম্মগত কোন বিচার অবলম্বন না ক'রে শ্রৌত-বাণীর আশ্রয় গ্রহণ ক'র্ব।

পরবস্তুর অনুসন্ধান কর্ত্তে প্রবৃত্ত হ'য়ে কেহ সেই বস্তুর নাম—'ব্রহ্ম', কেহ বা 'পরমাত্মা', আবার কেহ বা 'ভগবান্' শব্দে নির্দ্দেশ ক'রে থাকেন। মানবজাতির বিচারে তিন প্রকারে সেই বস্তু লক্ষিত হন। মালিক দু'দশ জন নহে। যাবতীয় চেতন ও অচেতন পদার্থের মালিক—একজনই। সেই বস্তুটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় ব'লে তাঁ'র নাম 'ব্রহ্ম',—

"বৃহত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম।"

যাঁহা হ'তে চেতন-অচেতন বস্তু সমূহ তা'দের অধিষ্ঠান রক্ষা কর্ত্তে পারে, যাঁহা হ'তে সমস্ত বস্তু নিঃসৃত হ'য়ে পালিত হচ্ছে, যিনি ব্যাপক এবং আত্মার ন্যায় সকল বস্তুকে পালন কচ্ছেন অর্থাৎ যাঁহা হ'তে সমস্ত বস্তু নিঃসৃত, যাঁ'তে সমস্ত বস্তু আশ্রিত এবং যাঁ'তে সমস্ত বস্তু প্রবিষ্ট হয়, সেই বস্তুই—'পরমাত্মা'।

আর যিনি সমগ্র ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, যাঁ'র ক্রোড়ে ব্রহ্মরূপ ধর্ম্ম, যাঁ'র অংশ-বৈভবে পরমাত্মরূপ ধর্ম্ম বিরাজিত, সেই পরিপূর্ণ পরম বস্তুর নামই 'ভগবান্'। তিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, তিনি পর হ'তেও পর। তাঁরই শক্তি দ্বারা ক'রে জগতে বিভিন্ন ঈশ্বর প্রকাশিত হ'য়েছেন—সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রকাশমান হ'য়েছে। বেদ বলেন,—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ।"
"স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা"

সেই বস্তুকে আমরা 'তুরীয়' বা 'বৈকুণ্ঠ' শব্দে অভিহিত ক'রি। সেই বস্তুটী অধোক্ষজ—"অধঃকৃতং অক্ষজং জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ।" তিনিই ভগবান্,—যিনি নিজ অমিত শক্তির প্রভাবে জীবের ইন্দ্রিয়ের অধীনরূপে পরিণত না হ'য়ে নিজের পূর্ণ স্বতন্ত্রতা রক্ষা ক'রে থাকেন।

আমরা রেখা, দীর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চ ভাব বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু বিষ্ণুবস্তু ত্রিগুণের অন্তর্গত তৃতীয় মানের বস্তুবিশেষ ন'ন। বিষ্ণুবস্তুর বাইরের দিকে এইটা চেষ্টা আছে, সেটা অক্ষেন্দ্রিয়-জ্ঞানের ক্রীড়া-পুত্তলিমাত্র। তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—ত্রিগুণের অন্তর্গত বস্তুকে যাঁ'রা 'বিষ্ণু' ব'লে ভ্রান্তি করেন, তাঁ'দিকে 'মায়াবাদী' বলা হয়। বিষ্ণুবস্তু Natural Products ন'ন। চা'রের নম্বর dimension (মান) হ'তে infinite dimension (অসংখ্য মান) পর্য্যন্ত যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, সেইরূপ বস্তুকে 'বিষ্ণু' নামে অভিহিত করা যায়। তাঁহার হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই ত্রিবিধ শক্তি আছে। চতুর্থমান হ'তে উর্দ্ধ বৈচিত্র্য বিষ্ণুতে অবস্থিত বলে ত্রিগুণ বিচারে আবদ্ধ ভাব মাত্র বিষ্ণু, এরূপ না বুঝবে হ'বে।

রেখা, বর্গ ও ঘনত্বে মানবের ইন্দ্রিয়জ্ঞান বাধ্য। Empiricist রেখা, বর্গ, ঘন পর্য্যন্ত মাত্র বুঝ্‌তে পারেন। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ ও যাবতীয় শ্রীশক্তি যাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান, তিনিই—ভগবান্, তিনি অখণ্ড পরিপূর্ণ জ্ঞানময় বস্তু মানবলক্ষিত-ক্ষিতি-বৃত্তের(Horizon) যে কোনও বস্তু দেখেন, বিষ্ণুকে তাহার অন্তর্ভুক্ত জান্‌তে হ'বে না। তিনি

অখণ্ড, বাস্তব, পূর্ণ-জ্ঞান। অখণ্ড জ্ঞান ও খণ্ড জ্ঞানকে এক কর্‌তে হবে না।

তিনি সমগ্র বৈরাগ্যের আধার। তাঁর বৈরাগ্য কত-দূর? ইহ জগতে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বিরাগ—বিলাসের অভাব-বোধক। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারা যা'কে স্পর্শাদি করা যায়, তা' বিলাসাধীন, কিন্তু সেই পুরুষোত্তমকে ইহ জগতে স্পর্শ করা যায় না—খুঁজে পাওয়া যায় না। ইহ জগতে ব্রহ্ম ও রুদ্রের ভেদ প্রকাশে বিষ্ণুর অখণ্ড প্রকাশ খণ্ডিত হয়েছে। এই স্থানে ব্রহ্ম ও রুদ্রের প্রকাশ বুঝা যায়। কিন্তু ঐ দেবদ্বয়ের প্রকাশ পরিহার ক'রে বিষ্ণুর প্রকাশ স্পর্শ করা যায় না। **যে জিনিষটাকে ইহ জগতে পাওয়া যায়, তাহা বৈরাগ্যবিশিষ্ট নয়। যদি বিষ্ণুকে ইহ জগতে পাওয়া যেত, তা'হ'লে তাঁ'কে সমগ্র বৈরাগ্যের আধার বলা যেত না।** তা'হ'লে তিনি 'অষ্টপাশবদ্ধ' আমাদেরই ন্যায় ভোগমাত্র হ'তেন—কিন্তু তিনি মায়াধীশ। সমগ্র বৈরাগ্য তাঁকে আশ্রিত। তাই তাঁর নাম—অধোক্ষজ।

বিষ্ণুর বাহ্য অঙ্গের দ্বারা এই জগৎ সৃষ্ট। যে জিনিসটা অবকাশের ভিতর অবস্থান লাভ করেছে, সে জিনিসটা বিষ্ণু ন'ন। বিষ্ণুর খণ্ডাংশ হওয়া বিষ্ণুমায়া মাত্র।

ভগবানকে ভক্তি দ্বারা সেবা করা যায়। কেবলজ্ঞান বিষয়ে তাঁকে দেখ্‌তে গেলে,—'ব্রহ্ম' বলা যায়। পরমাত্ম-বিষয়ক জ্ঞানে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করা যায়। সান্নিধ্য লাভ ক'রে যদি তাঁর সেবা করা যায়, তা' হ'লে সেই নিত্যসেব্য বস্তুকে 'ভগবান্' বলা যায়।

বিষ্ণু বিকারী বস্তু ন'ন। কোন বস্তুস্তর হ'তে বিষ্ণুর উৎপত্তি হয় নাই। যে জিনিষটা জ্ঞানের বিকার, যোগের বিকার, তাহা ইন্দ্রিয়াধীন হ'য়ে পেল। জ্ঞানের দ্বারা—'ব্রহ্ম' লভ্য, যোগের দ্বারা 'পরমাত্মা' লভ্য, আর কেবল জ্ঞান-যোগময়ী সেবাবৃত্তির দ্বারা 'ভগবান্' লভ্য।

বাহ্য বিষয় হ'তে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য,—কিন্তু তাহা কি সম্ভবপর? ভাগবত বলেন,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥

জঙ্গলে বাঘ-ভালুক আছে। যেমন তা'রা খেতে আস্‌বে, অমনি হ'তে লাঠি কেটে নিয়ে অমনি তা'দিকে মারবো—এই বিচার ক'রে কেউ যদি জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং সেখানে গিয়ে লাঠি কাট্‌তে আরম্ভ করে, আর লাঠি কাট্‌বার পূর্ব্বেই যদি বাঘ এসে পড়ে, তা হ'লে আর বাঘ মারা হলো না। তা'কেই বাঘের দ্বারা নিহত হ'তে হলো। যোগে সিদ্ধি বা সমাধি লাভের পূর্ব্বেই যদি যোগিগণের আদর্শ বিশ্বা-মিত্রের মেনকা-দর্শনের অবস্থার ন্যায় কাম-ক্রোধাদি ব্যাঘ্র-ভল্লুকের দ্বারা নিহত হ'তে হয়, তা হ'লে আর বাঞ্ছিত চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ হ'লো না। বহু পরিশ্রম স্বীকার ও চেষ্টা ক'রে ফুটো হাঁড়িতে কমল মধু রক্ষা কর্‌বার ন্যায় বহুকষ্টা-র্জ্জিত কর্ম্মমার্গের মধু নষ্ট হয়ে যায়। বাহ্য জগতের কার্য্যে নিবিষ্ট হ'লে তাৎকালিক মনের শান্তি হ'তে পারে, কিন্তু তা'তে বাস্তব নিত্য আনন্দ বা আত্মার পরাশান্তি লাভ হয় না। মুকুন্দসেবা ব্যতীত প্রতীকের সেবা দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয় না। যাঁরা প্রতীকের সেবা করেন, তাঁরা—"ঈশ্বর-প্রণিধানাৎ বা" এই বিকল্পে ঈশ্বরের প্রণিধান কল্পনা করেন অর্থাৎ কার্য্যসিদ্ধির জন্য গৌণভাবে ঈশ্বর স্বীকার কর্‌লেও হয়, না কর্‌লেও হয়, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার হরকরার নেই, আমার প্রয়োজন কেবল চিত্তবৃত্তি নিরোধ। কিন্তু ঐ-সকল অনভিজ্ঞ সম্প্রদায় বোঝেন না যে, ওরূপভাবে কখনও চিত্তবৃত্তি নিরোধ হ'তে পারে না। মুকুন্দসেবা ব্যতীত কখনও মুক্তিলাভ হ'তে পারে না। সেবা ছেড়ে দিলে জড় সেবা আমাদের গ্রাস করে, সুতরাং হরিসেবা ব্যতীত কখনই মুক্ত হওয়া যায় না।

আমরা কি প্রকারে জীবন্মুক্ত হ'তে পারি?

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

বেচক-পূরক করতে গিয়ে যদি আমার সঙ্গে মেনকার দেখা হ'য়ে যায়, তবে আমি পতিত হ'য়ে যাব। লাঠি সংগ্রহ কর্‌তে কর্‌তে ব্যাঘ্রের দ্বারা আক্রান্ত হ'লে আমার আর কার্য্যসিদ্ধি হলো না।

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥"

আমরা শাস্ত্রে অনেক পন্থা দেখতে পাই, কিন্তু প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে—শ্রীনামগ্রহণের পন্থা,—

ওঁ আহৃত জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁতৎসৎ।

(ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৫৬ সূক্ত ৩য় ঋক)

পুরাণশাস্ত্র তারস্বরে বলেন,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

তোমরা যদি বিবাদমুখোচিতধর্ম হ'তে উদ্ধার লাভ করতে চাও, তাহ'লে—"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরে-হরে। হরেরাম হরেরাম রামরাম হরে হরে"—এই কলি-সন্তরণ নাম গ্রহণ কর।

বৈকুণ্ঠনাথ-নামীতে মায়িক অবৈকুণ্ঠ-নামনাথীর ন্যায় ভেদ নাই। যাঁরা বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণ করেন, তাঁদের সন্ধ্যাদির নিয়মানুবন্ধ নাই,—

"সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতো ভোঃ স্নান তুভ্যং নমঃ
ভোঃ দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে॥"

"স্মরণে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥

শাস্ত্রবিহিত হরির উদ্দেশক ক্রিয়াই ভক্তি। আমরা উদরতর্পণের উদ্দেশ্য ক'রে যদি বিষ্ণুসেবার ভাণ করি, তবে তাহা ভক্তি নহে—বিকর্ম বা অপরাধ মাত্র। আত্মীয়-স্বজনের বা লব্ধ শরীরের প্রীতির জন্য যে চেষ্টা, তাহা কর্ম। মুক্তির পথ অনুসন্ধান ক'রে যে কিছু চেষ্টা, তাহাও বিষ্ণু উপাসনা নহে। তাঁরা বাহ্য প্রতীতিতে বিষ্ণুর উপাসক-সূত্রে কার্য করেন বটে, কিন্তু পরবর্তিকালে বিষ্ণুর সেবার নিত্যতা স্বীকার না করায়,—

"আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।"

কর্মমার্গের পথিকগণ "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।"

কর্ম ও জ্ঞানের দ্বারা কখনও দিব্যানুবিদ্ধগণের কাম্য পরম-পদ লাভ হয় না।

পরকথা শত পরিমাণ হরিভজন করেন যিনি, তাঁর নিকট যদি হরিকথা শ্রবণ করার সৌভাগ্য হয়, তা'হলেই—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥"

[শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ স্মরণে অন্তঃকরণশুদ্ধি এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমলক্ষণাভক্তি লাভ হয়]

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

[সাধুদিগের প্রসঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে সকল হৃদয়কর্ণের প্রীতিউৎপাদক শুদ্ধ কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, পরে রতি এবং অবশেষে প্রেমভক্তির উদয় হইবে]

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥"

কৃষ্ণ সকল নিরপেক্ষ বস্তুর একমাত্র ভোক্তা, সমস্ত বস্তুর একমাত্র প্রভু; সমস্ত বস্তুর একমাত্র সখা, সমস্ত মাতা-পিতার একমাত্র পুত্র, সমস্ত যোষাকুলের একমাত্র কান্ত। কৃষ্ণ যাঁর সেব্যবস্তুরূপে প্রকাশিত হন, তিনি আর অন্য বস্তুর সেবা করেন না।

আমি যা' বুঝে উঠ্‌তে পারি, আমার যা' ভাল লাগে, আমাকে যে যোগাযোগ করে, তা'কে আমি ভাল বল্‌বো, তা' না হ'লে তা'কে বরবাদ করবো—এটা প্রেয়ঃকামীর কথা। ভাগবতের কথা—শ্রেয়ের কথা—হরিতকীর মত। ভাগবতগণ এই প্রেয়ঃকথা কীর্তন ক'রে বেড়ান। যাঁরা এই প্রেয়ঃকথা শুন্‌তে নারাজ, ভাগবত তাঁদিগের জন্য এইরূপ সুক্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা ক'রেছেন;—

"তানানায়ঝষকতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলেঽলমন্যৈ-
র্দুশ্চাদ্ গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্।"

[বিষ্ণুদূত কর্ত্তৃক পরাহৃত যমদূতগণের প্রতি যম বলেন "যাহারা ভগবৎসেবারূপ হইতে সর্ব্বদা বিমুখ এবং নরকপ্রাপ্তি গৃহসুখমাত্রে অনুক্ষণ রত হইয়া নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুলের সঙ্গসুখে বঞ্চিত, সেই অসজ্জনগণকে আমার নিকট দণ্ডলাভের জন্য আনয়ন করিবে।"

"যাহাদের জিহ্বা ভগবানের গুণকীর্ত্তনে বিরত, চিত্ত ভগবৎপাদপদ্ম স্মরণ করে না এবং যাহাদের মস্তক কখনও কৃষ্ণপদে নত হয় না, সেই বিষ্ণুসেবাহীন অসদ্‌ব্যক্তিদিগকে দণ্ডের জন্য আমার সমীপবর্ত্তী করিবে]

আমাদের ইন্দ্রিয়ের jurisdiction (গতি বা সীমা) এর বস্তু বিষ্ণু নহেন। ব্রহ্মা কৃষ্ণকে তাঁ'রই সৃষ্টির অন্তর্গত কোন অধীন বস্তু-বিশেষ মনে ক'রে কৃষ্ণের গো-বৎস হরণ ক'রেছিলেন। কৃষ্ণ যখন তাঁ'র অচিন্ত্যশক্তিবলে উক্ত গো-বৎস-সঙ্ঘেরই অবিকল প্রকাশ-মূর্ত্তি সমূহ আবিষ্কার ক'রে ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ করলেন, তখন ব্রহ্মা কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিমত্তা হৃদয়ঙ্গম ক'রে এইরূপ স্তব ক'রেছিলেন—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"

[হে অজেয়, তোমাকে ত্রিলোকের মধ্যে তাঁহারাই জয় করিতে পারেন, যাঁহারা স্বস্থানে অবস্থিত হইয়া কর্ণের সাহায্যে সাধুমুখে কীর্ত্তিত ভগবৎকথা শুনিয়া কায়মনোবাক্যে তোমাপর আরোহবাদাবলম্বনে জ্ঞান সংপ্রাপ্তেচ্ছা পরিহার পূর্ব্বক আনুগত্য ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেবোন্মুখ হন।

হে বিভো, যাহারা কেবল-বোধ লাভের জন্য ভগবৎসেবা পরিহার করিয়া শ্রুতভোগ্যজ্ঞানকেই মঙ্গল বলিয়া বরণ করে, তাহারা ক্লেশ লাভ করে। যেরূপ নির্গুণস্তম্ভ সেবা পরিত্যাগ করিয়া তদভ্যন্তরে বস্তু না পাইয়া বঞ্চিত হইতে হয়, তদ্রূপ ক্লেশই তাহাদের শ্রমের ফলস্বরূপ অবশিষ্ট থাকে।]

সকল কারণের একমাত্র কারণ—কৃষ্ণ। তিনি ব্রহ্মের কারণ, পরমাত্মার কারণ, যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের কারণ,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

কৃষ্ণকে ইতিহাসের আসামী মনে করলে কৃষ্ণের অনুসন্ধান হ'বে না। জড় বিচারককে কৃষ্ণমায়ার আসামী হ'য়ে যেতে হ'বে।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

সমস্ত আচার্য্যই ন্যূনাধিক কর্ম্মমিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির প্রচারক, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবই একমাত্র অকিঞ্চনা শুদ্ধভক্তির প্রচারক।

যত্ন ক'রে অন্ততঃ কৃষ্ণভক্ত মহাভাগবতের নিকট হরিকথা শ্রবণ ছাড়া, তাঁ'র সেবা ছাড়া মঙ্গলের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

বর্ত্তমানে আমাদের নিত্যবৃত্তি বিকৃতরূপে বিভিন্ন বস্তুতে জড়িয়ে পড়েছে। মহৎসঙ্গে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পুরুষের আনুগত্য-ফলে কেবল-জ্ঞানের উপকণ্ঠে কৃষ্ণদর্শন হ'লে আমাদের আর অন্য কোন ইতরদর্শন-স্পৃহা থাকে না।

ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে, অনন্তদেব সহস্র বদনে যখন "বৈষ্ণব-ধর্ম্মে"র কথা ব'লে শেষ কর্ত্তে পারেন না, তখন ক্ষুদ্র আমি একমুখে কতটুকু বল্‌বো? তবে আমার শেষদিন পর্য্যন্ত যেন সত্য সত্য হরিজনকারীর নিকট হ'তে হরিকথা শ্রবণ হয় এবং শেষদিন পর্য্যন্ত হরিকথা—বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন কর্ত্তে পারি।

অক্ষজেন্দ্রিয়ের প্রেম ও ভগবানের প্রেম যেখানে এক নয়, তা'কে 'ভগবৎপ্রেম' বলা যায় না। যেমন, ছাগল খেলে ছাগমাংস-লোভীর অক্ষজেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অপস্বার্থময় প্রেমা হয়, কিন্তু ছাগলটীর প্রেম হয় না, পরন্তু ভৈরবীও ঘটে।

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"

অনধিকার-চর্চ্চা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৬শ সংখ্যার পর)

বৈষ্ণবের প্রতিকূলাচরণকারী বঙ্গবাসী পত্রের পণ্ডিত ম: ম: পঞ্চানন তর্করত্ন-মহাশয় বলিয়াছেন,—'চৈতন্য দেবের প্রকৃত গুরুগণ বৈষ্ণবের জন্য কখনই ব্রাহ্মণাভিমান করেন নাই।' তর্করত্ন মহাশয়ের এই কথা বড়ই সত্য; যেহেতু শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত গুরুগণ সকলেই শাস্ত্রমতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বতঃসিদ্ধভাবে মৌখিক ব্রাহ্মণাভিমান করেন নাই। তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ হওয়ায় ব্রাহ্মণব্রুব নহেন—এই কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা শাস্ত্রমতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহেন, তাঁহারাই আপনাদিগকে 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত করিয়া অবৈধভাবে সেই সম্মান গুণবিশেষে প্রার্থনা ও দাবি করেন। প্রকৃত গুরুগণ সেই অনর্থময় ব্রাহ্মণাভিমানের ভিক্ষুক হওয়ার প্রতি ঘৃণা বোধ করেন। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব আপনাকে সর্ব্বজীবাধম ও নিতান্ত হীনপুণ্য মনে করিলেও যাবতীয় শ্রীচৈতন্য গুরুগণকে ব্রাহ্মণেতর হীনপুণ্য মনে করেন না। যে সকল হীনপুণ্য অবৈষ্ণব স্বীয় পাপপ্রবৃত্তি আবৃত রাখিবার জন্য আপনাদিগকে পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম-হেতু অবৈধভাবে পুণ্যময় বলিয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রকৃত গুরুগণের নিত্য-ব্রাহ্মণতার ব্রাহ্মণেতর বিচার স্থাপন করেন। এরূপ ধর্ম্মব্রাহ্মি তাঁহাদিগকে নরক-পথে লইয়া যায়। এই সকল কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। তর্করত্ন মহাশয়ের পক্ষ পত্রিকায় লিখিত "বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মময় স্মার্ত্তাচার-প্রতিষ্ঠার সহিত বিষ্ণুভক্তি-প্রচারই চৈতন্য-দেবের মুখ্য কার্য্য ছিল।"— এই উক্তির যাথার্থ্য অধুনা আলোচিত হইতেছে। বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্ম কার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার কারণরূপে মানবের কৃতানুষ্ঠানই নির্দ্দিষ্ট হয়। বর্ণবিষয়ে তাদৃশ অনুষ্ঠান পুণ্যজনক হইলে বর্ণোত্তমতা এবং পাপের প্রাবল্যে উত্তরোত্তর অবরবর্ণত্ব সিদ্ধ হয়। আশ্রম-বিষয়ে গৃহস্থাশ্রমের অবরতা ও অপর আশ্রমত্রয়ের তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব-ধর্ম্ম শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। মহ, জন, তপঃ ও সত্য—এই চতুর্ব্বিধ উত্তম-লোক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুগণেরই প্রাপ্য। গৃহস্থগণের প্রাপ্য ভূমি—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ—এই ব্যাহৃতিত্রয় ও নরকাদি অধর লোক। ভগবদ্ভক্তিরহিত শৌক্রবর্ণ বিচার অথবা বৃত্তবর্ণ বিচার—অধঃপাতিত হইবারই হেতু। আশ্রমত্রয় হইতে পতিত হইয়া জীব গৃহস্থ এবং পাপাধিক্য-হেতু অবৈধ গৃহস্থত্ব লাভ করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের গুরুগণ যে কোন বর্ণে ও যে কোন আশ্রমে বাহ্য অবস্থান স্বীকার করিলেও তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত জগতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পরমোচ্চতম সোপানে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ভক্তিমান্ শুদ্ধজীবাত্মাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও তুর্য্যাশ্রমস্থিত। বিষয়-লোলুপ ইন্দ্রিয়পরায়ণ কর্ম্মফলবাধ্য তাঁহাদের সীমা নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হইয়া যদি অবজ্ঞা করেন, তাহা হইলে তাঁহার অপরাধ হয়। বিষ্ণুভক্তগণের শ্রীচৈতন্যদেবকে যাঁহারা কর্ম্মফলবাধ্য জীব-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আসুরবর্ণের অন্যতম জ্ঞান করেন, তাঁহারা তাদৃশ বিচার দ্বারা বিষ্ণু নিন্দক শ্রেণীতে আপনাদিগকে পরিগণিত করেন মাত্র। কর্ম্মফল-বাধ্য জীবকুল আপনাদিগকে বর্ণাভিমানশূন্য জানিয়া যে স্মৃতির আচার পালন করেন, উহা কখনই ভক্তি-পরায়ণগণের স্মৃতি নহে। যদি তর্করত্ন মহাশয় আপনাকে পাপপুণ্যের ফলভোগী জানিয়া পঞ্চকোষাশ্রিত মায়িক-দেহবিশিষ্ট জ্ঞান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কর্ম্মফলবাধ্য হইতে হইবে। তখন তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃতভক্ত-গণের বিহিত স্মৃতি বুঝিতে অসমর্থ হইবেন। অপরার্দ্ধাক্ষ কৃষ্ণভুক্তাবশেষী পাপপুণ্যাতীত স্মার্ত্তপ্রকৃতিগণ বিষ্ণু-ভক্তিসম্মত স্মৃতিশাস্ত্র বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বৈষ্ণববিদ্বেষকেই যদি স্মার্ত্তাচার বলিয়া জানেন, তাহা হইলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মময় স্মার্ত্তাচারপ্রতিষ্ঠা কিরূপভাবে বিষ্ণুভক্তি প্রচারে চৈতন্যদেবের মুখ্য সহায়তা করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিবেন না। বর্ণাশ্রমধর্ম্মময় স্মার্ত্তাচার বিষ্ণুভক্তিসম্পন্ন স্মার্ত্তের দর্শনে যেরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই কি আসুরবর্ণাশ্রমধর্ম্মময় স্মার্ত্তাচার নহে? বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্ম্মময় স্মার্ত্তাচার ও বিষ্ণুভক্তি প্রচারের সহিত কোন ভেদ নাই। যাঁহারা ইন্দ্রিয়তর্পণপর

বিচার অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুভক্তি প্রচারিত হয়, মনে করেন, তাঁহারা অপরাধ-ফলে কোনদিনই বৈকুণ্ঠভক্তির কথা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তর্করত্ন মহাশয় এরূপ কথা জানিয়া শুনিয়াও যদি লোকবঞ্চনাভিপ্রায়ে শ্রীচৈতন্যদেবের বিষ্ণুভক্তি প্রচারের মুখ্যতাৎপর্য্যমধ্যে অবৈধবিচার প্রবর্ত্তিত করিবার অবৈধভাবে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার সত্যাগ্রহে আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধের ১১শ অধ্যায়ের ৩৫ (মত্ত বল্লক্ষণং প্রোক্তং) শ্লোকের তাৎপর্য্যবিরুদ্ধ কোন বর্ণধর্ম্ম স্বীকার করেন না এবং ১১শ স্কন্ধের আশ্রমনির্ণয়াধ্যায়ের মত হইতে পৃথগ্‌বিচারযুক্ত হইয়া হরিবিমুখ কাল্পনিক স্মৃতি-শাস্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বিষ্ণু ব্যতীত মায়ার প্রভু হইবার প্রচারকারী শাস্ত্রবিমুখ স্মার্ত্তক্রবের কুমত কোন-দিনই সোধন করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে নির্ব্বোধ কর্ম্মফল-ভোগপ্রয়াসী জনগণের কুতর্কবৃদ্ধির জন্য তর্করত্ন মহাশয়ের যে সকল উপদেশ বঙ্গবাসীর পাঠকগণ পাঠ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের শাস্ত্রসিদ্ধান্তের বিরোধ করিবার রুচি উৎপন্ন না হয়,—ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। আমাদের কথার কর্ণপাত করিতে কেহ যদি বিকর্ণ হন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই বিপথগামী হইবেন।

শ্রীচৈতন্যদেব বিষ্ণুভক্তি প্রচারোদ্দেশে বলিয়াছেন যে, বৈধাবৈধ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একায়ন পদ্ধতিতে একমাত্র নারায়ণকে পূজা না করিলে জীবের কোনপ্রকারেই মঙ্গললাভ ঘটে না। সুতরাং তর্করত্ন মহাশয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠকালে শ্রীচৈতন্যের বাণী—

"এতঁহি ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥"

—এই প্রকৃত কথা স্মরণ করিয়া সংযতবাক্ হইবেন। গীতার ১৮শ অধ্যায়ের শেষভাগে—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

—শ্লোক আলোচনা করিলে তর্করত্ন মহাশয় শ্রীচৈতন্য-দেবের বিষ্ণুভক্তি প্রচার বুঝিতে পারিবেন। বিষ্ণুভক্তি-রহিত জনগণ বহুজন-পাখাবলম্বনে বেদের যে অনর্থ করেন, সেই অর্থ-বিপর্য্যয়কে তর্করত্ন মহাশয়ের বেদার্থ-জ্ঞানরূপে ধারণা আমরা সমর্থন করি না। শ্রীচৈতন্যদেবের বিষ্ণুভক্তি প্রচারের উদ্দেশ্য বুঝিবার পূর্ব্বেই কায়মনোবাক্যে সংযমন করিবার উপদেশ আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতপ্রারম্ভে লিখিত শ্রীভাগবতোক্ত—

"হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

—এই শ্লোকের আলোচনার অভাবে শ্রীচৈতন্যচরিত-কথা আলোচনা করিতে গিয়া তর্করত্ন মহাশয় 'নেই' হারাইয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার 'আবোল তাবোল' কথা তর্কশাস্ত্রের সীমা অতিক্রম করায় অতিবাহুল্যকল্পনা 'যাহাতুরে' বিচার তাঁহার প্রতিভাকে গ্রাস করিয়াছে। নতুবা তাঁহার নিকট হইতে আমরা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত লাভ করিতে পারিতাম।

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

মাননীয় শ্রীযুক্ত গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয়
শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণাম্বুজেষু

অসংখ্য সাষ্টাঙ্গপ্রণতি পূর্ব্বক এ দাসের বিনীত নিবেদন এই যে, এ অধম শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার একজন গ্রাহক। শ্রীগৌড়ীয় এ পাষণ্ডের যে কি উপকার করিয়াছেন, তাহা ভাষায় বর্ণন করা এ অধমের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার ন্যায় পাষণ্ড—যে কোনদিনই সাধুসঙ্গ করে নাই, তাহার প্রতিও আপনাদের অযাচিত কৃপা গৌড়ীয়ের দ্বারা বর্ষিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় জগতের যে কি উপকার করিতেছেন, তাহা প্রকাশ করিবার মত ভাষা এ অধমের নাই। নিম্ন-লিখিত কয়েকটী প্রশ্নের সংশয় ও নানাবিধ তর্ক উপস্থিত হওয়ায় আপনাদের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, দয়া-পূর্ব্বক এ দাসানুদাসকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মীমাংসা দানে

কৃতার্থ করিবেন, শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—২৭শে শ্রাবণ, ১৩৩৫ সাল।

শ্রীচরণ কৃপাভিক্ষু,
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দাস
পোঃ মিরজোদা, মেদিনীপুর

প্রশ্ন

১। ব্রাহ্মণেতর গৃহী বৈষ্ণবদের পারলৌকিক পিতৃশ্রাদ্ধ করা উচিত কিনা? যদি হয়, তাহা হইলে আমার দত্তাক্ত আতপ তণ্ডুল দ্বারা, কি পক্কান্ন দ্বারা হইবে এবং কি রকম উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা হওয়া উচিত?

২। কন্যাদিকামী হইলে কোনও বৈষ্ণব লক্ষ্মী প্রভৃতি পত্নিদেবীর আরাধনা করিতে পারেন কিনা? আতপ তণ্ডুল দ্বারা নৈবেদ্য হইতে পারে কিনা এবং তৎপ্রসাদ সেবনে বৈষ্ণবের পক্ষে কোনও দোষ হইবে কিনা?

৩। ব্রাহ্মণেতর গৃহী বৈষ্ণব গৃহে শ্রীশ্রীশালগ্রাম স্থাপন করিয়া তাঁহার নিকট আতপতণ্ডুল দ্বারা নিত্য ভোগ দিতে পারেন কিনা বা ডিপিটক দিলে কোনও দোষ হইবে কিনা বা পাকান্ন-পক্কান্ন দিতে পারা যায় কিনা?

৪। পূজার প্রণালি ছাড়া বিষ্ণুর নিকট করিতে পারা যায় কিনা এবং তাহার প্রক্রিয়া ও উপকরণ কি?

৫। উক্ত পূজা-পদ্ধতি প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য বিষ্ণুমন্ত্রহীন লৌকিক ব্রাহ্মণ দ্বারা করাইতে পারা যায় কিনা?

৬। ভাগবত-শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তি ভাগবত শ্রবণ করিয়া দক্ষিণা না দিলে ভাগবত-শ্রবণের ফল হয় কিনা এবং ভাগবতপাঠী দক্ষিণা গ্রহণ করিলে কিছু দোষ হয় কিনা?

৭। প্রসাদ ও মহাপ্রসাদ কাহাকে বলে, পুরীধামের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ বৈষ্ণবগণের সেব্য কিনা?

৮। পুরীধামে সর্ব্বজাতি একত্র অন্ন মহাপ্রসাদ সেবা করেন, সেই প্রসাদ পুরীধাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আনীত হইলে তাহা সেই প্রকারে সেব্য কিনা?

উত্তর

১। পরমহংস-বৈষ্ণব-সদ্গুরুর নিকট যথাশাস্ত্র বিষ্ণু-দীক্ষায় দীক্ষিত বৈষ্ণব, গৃহস্থই হউন আর বনস্থই হউন, কিম্বা যে কোন কুলে আবির্ভূত হউন, তাঁহাকে তাঁহার অদীক্ষিতাবস্থার জাতি-সমাজে দর্শন করিলে অমার্জ্জনীয় অপরাধে পতিত হইতে হইবে। দীক্ষিতকে অদীক্ষিতের সহিত সমান জ্ঞান মনে করিলে 'দীক্ষা' কথাটী "বসমুজে"র ন্যায় শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। অদীক্ষিতগণ অথবা বিষ্ণুমন্ত্র-শক্তিতে অবিশ্বাসী নাস্তিক অপরাধী কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও তদনুগগণ সদ্গুরুর নিকট বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণবকে সাধারণ জাতি-সমাজে টানিয়া আনিবার যৎপরোনাস্তি চেষ্টা দেখাইলেও সাত্বতশাস্ত্র ও সাত্বতসদ্বিগণ তাহা কোনদিনই অনুমোদন করেন না। সাত্বতশাস্ত্র বলেন,—

"অদ্যেহ বিপ্রো বিধিবদ্দীক্ষিতঃ কিল নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিপ্রোবা বৈষ্ণবানাং কলিমলদমনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

নামাশ্রয়ী ঐকান্তিক বৈষ্ণব-গৃহস্থের শ্রাদ্ধকর্ম্মাদির আবশ্যকতা নাই। যথা—শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামিকৃত সৎক্রিয়া সার দীপিকাধৃত সংহিতা বাক্যে,—

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ।
দৈবং কর্ম্ম তথা পৈত্রং ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো গৃহী॥"

টীকা,—স গৃহী অনন্যশরণত্বেন কেবলং শ্রীবিষ্ণুপূজা-দিকং বিনা নিত্যাদিকং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥

—বিষ্ণুতে অনন্যশরণ গৃহস্থ-বৈষ্ণব নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, দান, সঙ্কল্প, দৈব এবং পৈত্র কর্ম্ম (শ্রাদ্ধাদিও) করিবেন না। তথাপি যদি কাহারও কর্ম্মমিশ্রা প্রবৃত্তি থাকে, তিনি শ্রীভগবন্মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা নামসঙ্কীর্ত্তন-মুখে শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিতে পারেন,—

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তেনৈবান্নেন কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৮৪ সংখ্যাধৃত কূর্ম্মপুরাণ)

ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি শ্রাদ্ধদিনেও প্রথমতঃ ভগবান্‌কে অন্ন প্রদান পূর্ব্বক সেই নিবেদিত অন্নের শেষভাগ দ্বারাই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন।

"প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ" বাক্যে পক্কান্নই বুঝিতে হইবে। কারণ কোনও সদ্গুরুর দ্বারা দীক্ষিত বৈষ্ণবই অপক্ক অন্ন ভগবান্ বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া নিজে কর্ম্ম-বিপাক বশতঃ স্বভোগের জন্য প্রপক্ক অন্ন গ্রহণ করেন না।

কোন কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত পুরোহিতব্রুবের দ্বারা ভক্ত

শ্রাদ্ধ হইতে পারে না। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের কাম্য প্রাকৃত অর্থাদি দ্বারা বরণ করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবের উপদেশানুসারে ভগবৎপ্রসাদ-নির্ম্মাল্যের দ্বারা শ্রাদ্ধাদিই সাত্বতশাস্ত্র-বিহিত বিধি,—

"স্বভাবৈঃ কর্ম্মভান্ বরুন্ দ্রবিণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।১০৩ সংখ্যাধৃত প্রহ্লাদপঞ্চরাত্রবাক্যং)

এই সকল কথার উত্তর "গৌড়ীয়ে" বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে। অধিক জানিতে হইলে পুরাতন "গৌড়ীয়" দ্রষ্টব্য।

২। বৈষ্ণব কখনও কৃষ্ণসেবাসুখ-কামনা ছাড়া অন্য কোন প্রকার ঐহিক লৌকিক বা পারত্রিক কল্যাণ কামনা করেন না। কৃষ্ণসেবাসুখকামনাই কল্যাণকল্পতরুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। ঐহিক কামনামূলে লক্ষ্মী প্রভৃতি প্রাকৃতজনাধিষ্ঠাত্রী প্রাকৃতজন-পূজিতা শক্তির আরাধনা ইন্দ্রিয়পরায়ণ অশুদ্ধ শাক্তগণই করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ শুদ্ধ-শাক্ত। তাঁহারা মহালক্ষ্মী বা তদংশভূতা বিষ্ণুস্বরূপ-শক্তি শ্রীলক্ষ্মী-দেবীর নিত্য আরাধনা করিয়া থাকেন। সেই আরাধনা মূলে ঐহিক কল্যাণকামনা নাই। প্রাকৃতজন-পূজিতা প্রাকৃত ধনাধিষ্ঠাত্রী বিমুখ-বিমোহিনী লক্ষ্মী—যিনি শ্রীনারায়ণের স্বরূপশক্তি শ্রীলক্ষ্মীর ছায়ারূপা কল্পিত প্রতীক, তাঁহার পূজা বা কল্পিত প্রসাদাদি গ্রহণ করিলে অবৈষ্ণবতা অর্থাৎ বিষ্ণুবিমুখতা বা কৃষ্ণবহির্দ্মুখবৃত্তির অভাবই বর্দ্ধিত হইবে। 'অর্থ' শব্দে কৃষ্ণ। তাহাই 'প-মার্থ' শব্দবাচ্য। সেই পরমার্থের সেবাবিমুখ হইলে অনর্থ বর্দ্ধিত হইবে। যাঁহারা অনর্থ বৃদ্ধি করিতে চাহেন, তাঁহারা প্রেয়ঃ-প্রাপ্তিকেই কল্যাণপ্রাপ্তি মনে করিয়া প্রাকৃতগণসমষ্টির বিচারে ধাবিত হন। তাঁহাদের কর্ণে শ্রেয়ঃকথা বিপরীত বলিয়া মনে হয়। সাত্বতশাস্ত্র (—পাঞ্চে) বলেন,—

"বৈষ্ণবো নাস্তবিষ্ণুনার্চ্চয়েত্তান্ত্বং নো নমেৎ।
ন পশ্যেত্তান্ন গায়েচ্চ ন নিন্দেৎ ন স্মরেত্তথা॥
তেষাং ন ভক্ষেদ্ভিক্ষেৎ অন্নং নৈষ্কিঞ্চনো মুনিঃ।
ন তজ্জনানাং সেবার্থে সঙ্গং কুর্য্যাৎ প্রয়ত্নতঃ॥"

বৈষ্ণব অন্য দেবতাকে অর্চ্চন করিবেন না, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবেন না, তাঁহাদিগকে দর্শন করিবেন না, তাঁহাদিগের কথা গান করিবেন না, তাঁহাদিগকে নিন্দাও করিবেন না, তাঁহাদিগকে স্মরণও করিবেন না। অনন্যনিষ্ঠ বৈষ্ণব মুনি তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবেন না। হে দেবর্ষে, চেষ্টা করিয়া সেই সকল অন্যদেবতাভক্তগণের সঙ্গও করিবেন না। দেবগণকে কৃষ্ণসম্বন্ধে অবস্থিত কৃষ্ণভৃত্যজ্ঞানে কার্পণ্য ত্যাগ করিয়া প্রণতি ও ভগবন্নির্ম্মাল্যদ্বারা সম্মান করিলেও অপরাধ হইবে না।

৩। 'ব্রাহ্মণেতর গৃহী বৈষ্ণব প্রভৃতি বাক্য প্রাকৃত সহজিয়াগণের কল্পিতা অপরাধময়ী পরিভাষা। ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণব' কথাটী 'লোহার পাথরবাটী'র ন্যায় নিরর্থক। হয় পাথর-বাটী বলুন, না হয় লোহার বাটী বলুন। হয় বৈষ্ণব বলুন, না হয় বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র ও অন্ত্যজ বলুন। সদ্গুরু দ্বারা যথাশাস্ত্র দীক্ষিত গৃহস্থ বৈষ্ণব যে কোন কুলোদ্ভূতই হউন না কেন অবশ্যই শালগ্রাম অর্চ্চন করিবেন এবং ভূতশুদ্ধি অর্থাৎ চিন্ময় বুদ্ধির সহিত ভগবান্‌কে নিত্য পঞ্চাঙ্গ, পঞ্চামৃত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য যথাশক্তি প্রদান করিয়া তাহা বৈষ্ণব ও অতিথিগণকে বিতরণ করিবেন। চিপিটক বা মাল্পা ভোগ প্রভৃতি কল্পিত ব্যবস্থা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ কখনই অনুসরণ করিবেন না। তাঁহারা শুদ্ধ তণ্ডুলাদি রন্ধন করিয়া শ্রীশালগ্রামকে নিত্য নিবেদন করিবেন। যথা:—হরিভক্তি বিলাসে ৯ম বিলাসে ২২২-২২৩ সংখ্যাধৃত বচন,—

"শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন।
স চণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ॥
এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥"

যে ব্যক্তি শালগ্রামের প্রসাদ ব্যতীত কিছুমাত্র ভোজন করে, সেই ব্যক্তি চণ্ডালাদি অন্যান্য জাতিগণের বিষ্ঠামধ্যে কল্পকাল পর্য্যন্ত কৃমি হইয়া অবস্থান করে। শ্রীশালগ্রামকে শ্বেতকুষ্ঠরোগের রোগী বা অন্য প্রকারে পর্য্যবর্দ্ধিত করিবার ভীষণ অপরাধ শিরে লইয়া যদি শ্রীশালগ্রামকে লবণবর্জ্জিত সামগ্রী বা অশুষ্ক তণ্ডুল, কলামূলা মাত্র নৈবেদ্যরূপে প্রদান করা হয় এবং নিজে লবণ সংযুক্ত মুখরোচক দ্রব্য ও পঞ্চান্ন গ্রহণ করা যায়, তবে সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠাতাকে কল্পকাল চণ্ডালাদির বিষ্ঠার কৃমি-

হইয়া থাকিতে হয়। যে ব্রাহ্মণক্রব কর্ম্মজড়গণ ঐরূপ ব্যবস্থা দেন, তাঁহারাও বহুকাল পর্য্যন্ত চণ্ডালাদি অন্যান্য জাতির বিচার করিয়া প্রাপ্ত হন।

৪। কলিকালে শ্রীনামকীর্ত্তন-যজ্ঞেরই মুখ্যতা এবং সর্ব্বাঙ্গপরিপূর্ণ-কার্য্যতা বিহিত থাকায় বিষ্ণুর নিকট পৃথক পুরোডাশ ঘৃতাদি হোমের আবশ্যকতা নাই। শ্রীনামকীর্ত্তন-মুখেই সর্ব্বাঙ্গ সিদ্ধ হয়।

৫। বিষ্ণুমন্ত্রের দীক্ষায় দীক্ষিত শৌক্র ব্রাহ্মণের দ্বারা বিষ্ণুসেবার কোন কার্য্যই হইতে পারে না। এমন কি, বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণের অভিনয়কারী অপসাচারী দেবল ব্রাহ্মণাদির দ্বারা বিষ্ণুপূজায় কোনও কার্য্য করাইলে শুরুতর সেবাপরাধ হয়।

"অপি চাচারভ্রষ্টেভ্যো মন্ত্রব্রাহ্মণাং প্রতীয়তে।
বৃত্তিতো দেবতাপূজাদীক্ষা-নৈবেদ্যভক্ষণম্।
ইত্যাদিভিরনাচারৈরব্রাহ্মণ্যং সুনির্ণয়ম্॥"

(আগমচামাস্তৃত সাত্বতবাক্য শাস্ত্র)

বৃত্তি লইয়া দেবপূজা, দীক্ষা, নৈবেদ্য ভোজন—এই সকল আচরণ হইতেই সেই সকল ব্যক্তির অব্রাহ্মণতা প্রতীয়মান হয়।

"দেবকোপোপজীবী যঃ স দেবলক উচ্যতে।
বৃত্ত্যর্থং পূজয়েদ্যো বৈ ত্রীণি বর্ষাণি যো দ্বিজঃ।
স বৈ দেবলকো নাম সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ॥"

(—আগমপ্রামাণ্যে)

যে ব্যক্তি দেব সেবায় প্রদত্ত সম্পত্তি দ্বারা নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে দেবল নামে কথিত হয়। যে দ্বিজ, বৃত্তির নিমিত্ত তিন বৎসর যাবৎ দেবপূজা করেন, সেই দেবলক সর্ব্ব কর্ম্মে অত্যন্ত নিন্দিত।

"এবং বংশক্রমাদেব দেবার্চ্চাবৃত্তিতো ভবেৎ।
তেষামধ্যয়নে যজ্ঞে যাজনে নাস্তি যোগ্যতা (ঐ)॥

যাঁহারা বৃত্তি লইয়া বংশানুক্রমে দেবপূজা করেন, তাঁহাদের বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও যাজন—এই সকল ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে যোগ্যতা নাই।

অতএব এইরূপ নামমাত্র ব্রাহ্মণের দ্বারা কখনও বিষ্ণু-পূজায় কোন কার্য্য হইতে পারে না।

৬। ভাগবতপ্রবণেচ্ছু ব্যক্তির লক্ষণ এই যে, "জগতে অধিক দিন থাকিতে হইবে না"—তাঁহার এইরূপ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। এই বুদ্ধি যাঁহার যতদূর তীব্রা, তিনি ততদূর নিকপট ভাগবতশ্রবণেচ্ছু। মহারাজ-পরীক্ষিৎ এই বাক্যের আদর্শ। বর্ত্তমানে যাঁহারা ভাগবতশ্রবণেচ্ছু বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী বা পরিচিত, তাঁহারা পুণ্যাদি-কামী কর্ম্মী মাত্র, এবং সেইরূপ কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-বিধানকারিগণই 'ভাগবত-বক্তা' প্রভৃতি নামে সমাজে পরিচিত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অনুক্ষণ কৃষ্ণানুসন্ধান-কারী নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতই ভাগবত বক্তার আসন অধিকারে যোগ্য। পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীই তাঁহার আদর্শ। কর্ম্মি-শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে যে দক্ষিণা বা আদানপ্রদানের ব্যবস্থা আছে, তাহার দ্বারা উভয়েই দক্ষিণামার্গ যমদ্বারে দণ্ডিত হইবার জন্য নীত হইয়া থাকেন। আর জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতার সতত উপলব্ধিকারী আত্মমঙ্গলেচ্ছু ভাগবতশ্রোতা ও অনুক্ষণ কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণানুসন্ধানে রত মহাভাগবত-বক্তার মধ্যে যে দক্ষিণা বা আদানপ্রদান হইয়া থাকে, তাহা কর্ম্মি-বক্তা-শ্রোতার ন্যায় বণিগ্‌বৃত্তি নহে। প্রকৃত ভাগবতশ্রবণেচ্ছু আত্মা পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করেন, আর মহাভাগবত বক্তা সেই সর্ব্বস্ব 'সর্ব্ব'-নিয়ন্তৃক কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া থাকেন। তিনি উহা নিজে গ্রহণ করেন না। সেইরূপ দক্ষিণা না দিয়া পুরাণ-শ্রবণেচ্ছু কর্ম্মী পুণ্যাদিরূপ ব্যক্ত ইতরাভিলাষ বা অব্যক্ত অজ্ঞাতিলাষের জন্য যে দক্ষিণাদি প্রদান করিয়া থাকেন এবং ভাগবত-বক্তা, যিনি সেই প্রচার ব্যক্ত বা অব্যক্ত ইতরাভিলাষের দ্বারা চালিত হইয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা উভয়েই ভীষণ অপরাধে পতিত হন।

"মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়না স্বধর্ম্ম-
ব্যাখ্যা-রহোজপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবত্যুত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥"

(ভা ৭।৯।৪৬)

মৌন, ব্রত, পাণ্ডিত্য, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বধর্ম্ম, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, নির্জ্জনবাস, জপ এবং সমাধি—এই দশটী অপবর্গের হেতু বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ইহারা প্রায়ই অজিতেন্দ্রিয় গো-দাসগণের ইন্দ্রিয়তোষার্থ জীবনোপায় হইয়া থাকে।

কথঞ্চিদ্ধনাদিককাঙ্ক্ষয়া যদি কর্ম্মী বক্তা শ্রোতা বা তদ্ভবেৎ স বিরজোদেবেত্যাদৌ পশুঘাতিনা।

(ভা ১০।১।১৪ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকা)

ফলভোগাভিলাষীকে 'কর্ম্মী' বলে। যদি সেই কর্ম্মী কথঞ্চিৎ ধনাদি কামনা-বশতঃ বক্তা বা শ্রোতা হয়, তাহা হইলে সে-ই শ্রবণকীর্ত্তন হইতে বিরত হইবে অর্থাৎ ফলভোগী কর্ম্মীর ফলভোগে ব্যাঘাত হইলেই কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া যায়। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন "বিনা পশুঘ্নাৎ" অর্থাৎ পশুঘাতী ব্যাধ ব্যতীত আর কে-ই বা হরিকথা শ্রবণে বিরত হইবে ?

৭। অনুগ্রহমাত্রকেই 'প্রসাদ' বলে। ইতর দেবতাদির উচ্ছিষ্ট হইতে বিষ্ণুর উচ্ছিষ্টকে স্বতন্ত্র রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং বিষ্ণুর উচ্ছিষ্টের পরমপাবনত্ব নির্দ্দেশকল্পে বিষ্ণুর উচ্ছিষ্টের 'মহাপ্রসাদ' সংজ্ঞা। কোনও ইতর দেবতার উচ্ছিষ্ট 'মহাপ্রসাদ' নামে আখ্যাত হইতে পারে না।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলেন,—

"কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
ভক্ত-শেষ হইলে 'মহামহাপ্রসাদ' আখ্যান॥

অখিল দেবতা, অখিল জীবই বিষ্ণুতত্ত্ব সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-পর্য্যায়ে পরিগণিত। এই জন্যই শাস্ত্রে বিষ্ণু-নৈবেদ্য দ্বারা অন্যান্য দেবতা ও পিত্রাদি-তত্তদ্বর্গের পূজার ব্যবস্থা আছে। কৃষ্ণ নৈবেদ্য কৃষ্ণদাস দেবান্তরে নিবেদিত হইলে তাহা 'নামহাপ্রসাদ' নামে আখ্যাত হয়। স্বতন্ত্রভাবে যে ইতর দেবতার উচ্ছিষ্ট, তাহা গ্রহণ করিলে 'চান্দ্রায়ণ'-প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা শ্রীহরিভক্তি-বিলাসাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। শ্রীজগন্নাথদেব—সাক্ষাৎ বিষ্ণু। তাঁহার উচ্ছিষ্ট—মহাপ্রসাদ। তাহা বৈষ্ণবগণের অবশ্যই সেব্য। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যখন ভক্তের লীলায় অভিনয় করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ স্বীকার করিয়াছেন এবং মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন সকল বৈষ্ণবেরই সেই মহাপ্রসাদ চিন্ময়-বুদ্ধিতে **সেব্য, ভোজ্য** নহে।

৮। 'মহাপ্রসাদ' সর্ব্ব পাবন বস্তুশ্রেষ্ঠ। তিনি পুরীতেই থাকুন, আর পুরী হইতে সকলেই নীত হউন, তাঁহার পাবনত্ব কোথাও খর্ব্ব হয় না। যে জিনিস ইতর বস্তুর সঙ্গ দ্বারা নিজের নিত্য অর্থাৎ পাবনত্বধর্ম্ম রাখিতে পারে না, তাহা বিষ্ণু নহে, সুতরাং মায়িক প্রাকৃত-বস্তু পর্য্যায়ে গণিত হয়, কিন্তু মহাপ্রসাদ বিকারহীন বিষ্ণু। ভোগ্য ভাগবত জাতিদোষে দুষ্ট হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীমহাপ্রসাদে কোনও দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব যেরূপ সর্ব্বত্র অবতীর্ণ হন, "কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট" মহাপ্রসাদও তদ্রূপ সর্ব্বত্রই অবতীর্ণ হইতে পারেন। পুরীধামেই কেবল মহাপ্রসাদ হয়, অন্যত্র হইতে পারে না,—এরূপ নহে। যাহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে অর্থাৎ শ্রীভাগবতোক্ত "অর্চ্চায়ামেব" শ্লোক-নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃত ভক্ত, তাহারা যেরূপ কোন মন্দির বা তীর্থবিশেষে মূর্ত্তি দেখিয়া একমাত্র সেখানেই লৌকিক শ্রদ্ধানুসারে দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া থাকেন, সর্ব্বত্র ভগবদধিষ্ঠান উপলব্ধি করিতে পারেন না, বৈষ্ণবকে চৈতন্যবন্ত অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তুজ্ঞানিয়া তাঁহার ঐকান্তিক সেবায় রত হইতে পারেন না, তদ্রূপ প্রাকৃত ও লৌকিক কোনলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ—"পুরী ধামেই মহাপ্রসাদ হয়, অন্যত্র জগন্নাথ বা মহাপ্রসাদ নাই"—এরূপ প্রাকৃত বিচার করেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ বলেন,—"কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টই মহাপ্রসাদ"—জগন্নাথ কৃষ্ণ জগতের সর্ব্বত্র বিরাজিত, তাঁহার উচ্ছিষ্ট সর্ব্বত্রই অবতীর্ণ হইতে পারেন এবং সেই উচ্ছিষ্টে কোন প্রকার স্পর্শাদি দোষ সংলগ্ন হইতে পারে না। যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ৯।১৩৪ শ্লোক ধৃত বিষ্ণুপুরাণ-বাক্য—

"নৈবেদ্যং ভগবদ্ভক্তৈ অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজঃ॥
ব্রহ্মবদ্বিধিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্বিজাতয়ঃ॥
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ সূকরত্বমবাপ্নুয়ুঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥

পদ্মপুরাণে—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা।

"মালসা-ভোগ"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র বর্ণন করিতে গিয়া স্থানবিশেষে "পাষণ্ডি-হিন্দুর" কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই "পাষণ্ডি হিন্দুগণের" বিচারে শুদ্ধাশুদ্ধি ও স্পর্শদোষ-আলোচনা পরিহার-বিষয়ে মালসা-ভোগের সৃষ্টি হইয়াছে। মালসায় থাকে শুক্না চিঁড়া, দই, পাকা কলা, মিঠাই প্রভৃতি। মালসোহে জল ঢালিয়া "ডিঙ্গানজল" প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া প্রসাদ হইতে দূরে পতিত হন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাস যাহাকে বিমূত্র বলেন, সেই সকল বাহ্যদ্রব্যকে স্পর্শ-দোষে দুষ্ট জ্ঞান করিয়া যাঁহারা তাহা হইতে বিমুক্ত হইবার চেষ্টা করেন, তাঁহারাই মালসা-ভোগের আসামী।

শ্রীনামশক্তি ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভক্তের ত্রিগুণ হস্তের দ্বারা যে সকল দ্রব্য রন্ধন করান, সেই প্রপঞ্চাতীত শুদ্ধদ্রব্যসমূহই শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ ভগবন্নৈবেদ্যরূপে প্রদান করেন। শ্রীঅদ্বৈতবংশজ রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের লম্বাবিত মালসা-ভোগের কোন দ্রব্য শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের দ্বারা গৃহীত হয় না। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ শুষ্ক চিপিটক ভিজাইয়া মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন না। পরন্তু ভগবানের সেবকসূত্রে শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ের সহিত ঐক্যমত স্থাপন করিতে না পারিয়া অনভিজ্ঞ গোস্বামিগণের ন্যায় প্রসাদে শুদ্ধবুদ্ধি করেন না এবং ভক্তিবিরোধী স্মার্তগণের সৃষ্ট কোন দ্রব্যকে ভগবন্নৈবেদ্য বলিয়া গ্রহণ করেন না। "শুক্লাম্বুবিন্দুঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্য যাহাদের জ্ঞান নাই,—তাদৃশ অনভিজ্ঞসম্প্রদায়ের সৃষ্ট দ্রব্যকে কখনই তাঁহারা ভগবন্নৈবেদ্য বলিয়া জ্ঞান করেন না। সুতরাং মালসা-ভোগের ব্যবস্থা-কারকগণ ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্ত মাত্র। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ ইহারই সুতীব্র-প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। পার্ষিহাটী মহোৎসবের মালসার জল দিবার পরে স্মার্ত্তগোলাম-গণ স্পর্শদোষের বিচার আনয়ন করেন নাই। কিন্তু অর্ব্বাচীন "ডিঙ্গিয়ে চলা" স্মার্ত্তগুলি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বিষ্ণু-প্রসাদেও স্বীয় পাপবুদ্ধির পরিচয় দিয়া হীন-পুণ্য হইয়া পড়ে। শুদ্ধবৈষ্ণবের নিবেদিত পুষ্পার—মহা-প্রসাদ। তাহার স্থানের সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছে, "যুক্তিমল্লিকায়" সৌরভ তাহাদের উত্তর-গন্ধ নাশ করিয়া পিরালিগন্ধের অবকাশ দেয় নাই। কিম্বদন্তী এই যে, পিরালি-পরগণার কতিপয় স্মার্ত্ত-কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণের নাসিকায় পাচিত আমিষ মাংস-গন্ধ ও নিষিদ্ধ গব্যাদন্ত ঘৃতের গন্ধ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। উহা বিষ্ণুনৈবেদ্য না হওয়ায় গন্ধগ্রাহি-দ্বিজগণ ঘটপদের স্মৃতির আশ্রয় লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাম-বজ্রোখ ধূম্রসমূহ অর্চ্চি-রাদি-মার্গের পথিকগণকে বিপথগামী করে না। দক্ষিণা-পথের পথিকগণ উত্তরায়ন পথের পরিপন্থী হওয়ায় যে সকল বিচিত্র উদ্গারগন্ধ অনভিজ্ঞ জনগণের নাসাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইতেছেন, সেইরূপ দুর্গন্ধ পারমার্থিক-বিচারে ফল-প্রদ নহে।

মেঠো বৈরাগীর বৈরাগ্য

বৈরাগী মহাশয়ের বৈরাগ্যের অবধি নাই। বৃদ্ধকালেও স্ত্রী-সম্ভাষণটী ছাড়িতে পারেন না, বরং নিজেকে 'সংযোগী' বলিয়া পরিচয় দিতে তাঁহার বুকটা পাঁচহাত হইয়া উঠে। মহাপ্রভু তাঁহার মুখ দেখিতে পারুন, আর না পারুন, তা'তে আর তাঁর যায় আসে কি? এহেন বৈরাগ্যের আদর্শ তিনি কয়েকখানি জাল ন্যাপ ও মিথ্যা কাগজ পত্র বগলে করিয়া সঙ্কোচশি পুরুষের ন্যায় হাটে ঘাটে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, আর যাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকেই বলিতেছেন—"এই দেখুন মশায়, কাঁকড়ার মাঠেই 'মায়াপুর' না হ'য়ে যায় না, মাটী খুঁড়লেই মায়াপুর বেরিয়ে প'ড়বে। আপনারা সকলে আনুকূল্য করুন"। পাষণ্ড চিনেছেন গোপাল ঠাকুর। মহাপ্রভু যাহাকে "বৈরাগী হঞা করে স্ত্রী-সম্ভাষণ। দেখিতে না পারোঁ মুঞি তাহার বদন॥" বলিয়া তাহার মুখদর্শন পর্য্যন্ত করিতে চাহেন না, সেই বৈরাগ্যের অবতার বাইবেন কিনা ধাম নির্ণয় করিতে! সাহসটারও বলিহারী যাই। কথায় বলে—"যত ছিল

উলুবনে, সব হ'ল কীর্ত্তনে, কাজে কেঙ্গে গড়া'ল করতাল।''

আবার শুধু যে ঐ বাবাজীরই মাথা খারাপ, তাহা নহে, যে সমস্ত লোক উহার ঐ পাগ্‌লামির সমর্থন করিতে চাহেন, তাঁহারাই বা কেমন বুদ্ধিমান্ লোক? সাধু শাস্ত্র মহাজন-বাক্যের কি কোনদিনই আদর হইবে না? স্বেচ্ছাচারিতা ও খামখেয়ালিকেই কি ধর্ম্মাদর্শরূপে ভাবিয়া লইতে হইবে? শ্রীভগবানের নাম কি এ জগতের রামাশ্যামার ন্যায় কোন প্রাকৃত নাম বা শ্রীধাম ইট, মাটী, পাথরের ন্যায় কিছু যে, রামাশ্যামার মত লোকই তাহা চিনিয়া লইতে পারিবে? যত ব্যভিচার-রত ভক্তিগন্ধ-লেশশূন্য লোকই হইবে শ্রীধাম-নির্দ্দেষ্টা? এত দামান্য বস্তু নাম ও ধাম? কখনই নহে।

মানুষ যদি মৎসরতা ও কুটীলতা ছাড়িয়া একটু নিরপেক্ষভাবে এ সকল কথা চিন্তা করিবার অবসর করিয়া লইতেন, যদি আরোহপন্থা বা তর্কপন্থাকে ছাড়িয়া অবরোহ-বা শ্রৌতপন্থাকে অবলম্বন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাদিগকে এমন করিয়া বৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বা অসত্যকে সত্য বলিবার দুষ্প্রবৃত্তি পোষণ করিতে হইত না। তাঁহারা বুঝিতেন, শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী সার্ব্বভৌম মহারাজ, পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি-মহারাজ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ন্যায় মহাজন-প্রদর্শিত স্থানই প্রকৃত শ্রীধাম যোগমায়াপুর, তদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থান সমস্তই ভক্ত মায়াপুর। জানি না, জগৎ মহাজনানুগত্যে আর কবে নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত সত্য দর্শন করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়া ধন্য হইবেন?

মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয় পার্ষদ রূপ সনাতনের ন্যায় আদর্শ বৈরাগীর উপরই শ্রীধাম বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা-স্থান নির্দ্দেশের আদেশ দিয়াছিলেন; মহাপ্রভুও তাঁহার প্রিয়-জনের উপর তাঁহার প্রকট স্থল নির্ণয়ের ভার দিয়াছেন; যাহাদের নৈতিক চরিত্রের পর্য্যন্ত অভাব, যাহারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ধরিয়া নামাপরাধ, সেবাপরাধ ও ধূমাপরাধ ব্যতীত আর কিছুই করে না, যাহাদের ভজন সাধন হইয়াছে—মাটীর নিম্ন হইতে জল বোদাই পাথর বাহির করিয়া দেওয়ানজীর মন্দিরের নিদর্শন বলিয়া প্রচার করা, গঙ্গার ধারাগুলি নিজের মনগড়া মৎলব অনুযায়ী পরিবর্ত্তন করিয়া ম্যাপ আঁকা, লোকের কাছে কাঁদাকাটী করিয়া, লোকের হাতে পায়ে ধরিয়া সহানুভূতি প্রার্থনা করা, জমীদারের জমীর মূল্যবৃদ্ধির জন্য লোকপত্তন করা, গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ সুপ্রাচীন গোদ্রুমপুর শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরা প্রভৃতি, তাহারাই কমিটির ধার্য্য নির্ণয়, আর শিক্ষিত সম্প্রদায় নির্ব্বিচারে হইবেন তাহার সহায়? ইহাই কি শিক্ষিতাভিমানীর শিক্ষার পরিণাম? ইহারই নাম কি সত্যানুসন্ধান? শ্রীধামকে ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক গড়ীয় স্থানের অন্যতম জ্ঞানে মানব কেন যে মহাপ্রভুর লীলাশক্তি তদ্রূপ-বৈভব শ্রীধামের চরণে অপরাধ করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। মহাপ্রভুর প্রীতিবিধানই যদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে মহাপ্রভুর শিক্ষা উল্লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রভুর প্রিয়জনের সহিত বিরোধ করিয়াই কি তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে?

যাঁহারা জন্মের মধ্যে ইহার কখনও নদীয়ার মাটীই স্পর্শ করেন নাই, তাঁহাদের নিকট হাঁটাহাঁটী কাঁদাকাটী করিয়া, জাল ম্যাপ ও কাগজপত্র দেখাইয়া তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠপোষক করাইতে পারিলেই কি তাঁহারা ধাম-নির্ণয়ের হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা হইয়া পড়িবেন? কলিকাতায় বা মুর্শিদাবাদে চেয়ারে বসিয়া হাত-পা ছুড়িলেই কি শ্রীধাম নির্ণয় হইয়া যাইবে? শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া সত্যের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিলেই ত হয়। প্রতি বর্ষ সহস্র সহস্র যাত্রী লইয়া শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পক্ষ হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা হইয়া থাকে। সেই পরিক্রমায় যোগদান করিয়া মহাজন-নির্দ্দিষ্ট মহাপ্রভুর লীলাস্থানগুলি দেখিয়া গেলেই ত' চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটিয়া যায়। সরল পন্থার দিকে না গিয়া কেবল কুটিলতা ও মৎসরতার পক্ষ লওয়া এবং বৈরাগ্যের নামে ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেওয়া কি সাধারণ নীতিকেও উল্লঙ্ঘন করা নহে?

মনুষ্যসমাজ কি আমাদের এ-সকল কথার কর্ণপাত করিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা বুঝিবেন না? কাঁদিয়া ভিজিলেই কি প্রকৃত-পক্ষে অধমাধম হওয়া যাইবে? শ্রীধাম-নির্ণয়-কার্য্যে কি শ্রীরূপসনাতনের আনুগত্যের কোনই আবশ্যক নাই? ব্যভিচারিতা ও স্বেচ্ছাচারিতাই কি ধামনির্ণয়ের প্রধান অবলম্বন হইবে? ধামনির্ণয়কারিগণের 'মহাপ্রভুর ভক্ত

বলিয়া কি কোন পরিচয়ই থাকিবে না? কেবল ভ্রমপ্রমাদ-দোষদুষ্ট মনুষ্যগণের স্বকপোলকল্পিত প্রমাণাবলীই কি মূল প্রমাণ হইয়া দাঁড়াবে? শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্য ও মহাজন-কথিত প্রমাণাবলীর কি কোন মূল্যই নাই? যত সত্য আবিষ্কার হইবে কি কাঁকড়ার মেঠোদলের আড্ডা হইতে? নিরপেক্ষ বিচার কি জগৎ হইতে একেবারেই উঠিয়া যাইবে? মধ্যস্থ কে হইবে?

মোটকথা, সত্যের অপলাপকারি-দল সত্যের বিরোধ করিবার পক্ষে যতই না নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবন করুক, সত্যে প্রতিষ্ঠিত সজ্জনগণ তাদৃশ লক্ষ লক্ষ লোকের সমবেত চেষ্টাকে ভ্রূক্ষেপও করেন না। সত্যই তাঁহাদের বল, সত্যই তাঁহাদের সহায়, সত্যই তাঁহাদের সম্পত্তি। নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে তাঁহারা বিশেষ আদর করিয়া সত্যের অনুসন্ধান প্রদান করেন। বাস্তিক তর্কপরা তাঁহাদের কৃপালাভ হইতে চিরবঞ্চিত।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভাগবতজনানন্দমঠ,
চিংলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

বিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমেতৎ—

আগামী ২৮শে বৈশাখ ১৩৩৬ সাল, ১১ই মে শনিবার ও তৎপরদিবস শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে গোলোকধামপ্রাপ্ত **শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুর চতুর্থ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব হইবে।** এতদুপলক্ষে হরিগোষ্ঠী, হরিকীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহামহোৎসবে সকল ভাগবতগণের যোগদান প্রার্থনীয়। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতমপ্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী** মহারাজ এবং আরও কতিপয় বক্তা উৎসবে যোগদান করিবেন। অতএব মহাশয়গণ এই উৎসবে যোগ দান করিলে আমাদের পরমানন্দের বিষয় হয়।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর

তাং ২২ চৈত্র, সন ১৩৩৫ সাল।

শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী (ত্রিদণ্ডিভিক্ষু)
শ্রীভগবান্দাস ব্রজবাসী
শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাহাড়ী।

শুদ্ধি-পত্র

(গৌড়ীয় ৩৩ সংখ্যা মধ্যে)

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২	২৪	Concievable	Conceivable
৩	১	৩৪	Develope	Develop
ঐ	২	৬	Methed	Method
৪	১	৪	ceaepients	Recipients
ঐ	ঐ	৬	Revealation	Revelation
ঐ	২	১২+২০	Mt herhood	Motherhood
ঐ	ঐ	২১	Mathers	Mothers
ঐ	ঐ	২৪	Christion	Christian
ঐ	ঐ	৩০	Ghodhead	Godhead
৭	১	১০	বর্ত্তব্য	কর্ত্তব্য
ঐ	২	২৬	আদৌ ভ্রষ্টা অথ	আদৌ ভ্রষ্টা তঃ
ঐ	ঐ	২৮	অথাসক্তি	অথাসক্তি
১৫	১	১০	৫ সহস্র	৫০ সহস্র
ঐ	১	১৩	পঞ্চ সহস্র	পঞ্চাশ সহস্র

আগামী ২৮শে বৈশাখ (১৩৩৬) শনিবার হইতে দিবসত্রয় ঘুসুরকোণা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব হইবে। সকলে যোগদান করুন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়া

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৮শে বৈশাখ, ১৩৩৬, ১১ই মে, ১৯২৯

৭ম খণ্ড | ৩৮শ সংখ্যা

শ্রীনীলাচল-প্রসঙ্গ

আজ অক্ষয় তৃতীয়া। অদ্য হইতে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমধামের শ্রীচন্দন-যাত্রা-মহোৎসব আরম্ভ হইল। এ বৎসর শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহা-মহোৎসবও শ্রীচন্দন-যাত্রা হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র বর্ত্তমানযুগে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক আচার্য্য-বর্য্যের আবির্ভাব স্থান, শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র আমাদের প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণান্বেষণ-লীলাক্ষেত্র। শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রেই বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, মহাপ্রসাদে প্রাকৃত-বুদ্ধিরূপ কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-পাষণ্ডমত জগদ্গুরুলীলাভিনয়কারী মহাপ্রভুর দ্বারা শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দৃষ্টান্তে নিরাকৃত হইয়াছিল; শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রেই সার্ব্বভৌমের মায়াবাদ নিরাস হইয়াছিল; শ্রীপুরুষোত্তমেই কমলাকান্ত বিশ্বাসের 'বাউলিয়া মঠ', প্রাকৃত সাহিত্যিক কবির সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস-দোষযুক্ত ভগবচ্চরিত্র বর্ণন-ছলনাময় কাব্যের অকর্ম্মণ্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছিল, শ্রীপুরুষোত্তমেই বিপ্রলম্ভলীলাময়-বিগ্রহের বিপ্রলম্ভময়ী ঔদার্য্য-লীলা বিস্তার এবং গৌরনাগরী-ত্ব-মতবাদীর অভদ্রলোপবাদ নিরাস হইয়াছে।

শ্রীপুরুষোত্তম নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের আচার-প্রচার-ক্ষেত্র। শ্রীপুরুষোত্তমেই ছোট হরিদাসের দণ্ডলীলা প্রচার করিয়া লোকশিক্ষক-লীলাভিনয়কারী শ্রীচৈতন্যদেব মর্কট বৈরাগ্য ও প্রাকৃতসহজিয়া-বাদের আদর্শে লণ্ডভাণ্ড করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তমেই অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু একান্তে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি, ভ্রমরগীতি, গোপীগীতি, মহিষীগীতি প্রভৃতি আস্বাদনের লীলা প্রকট করিয়া এক-দিকে যেমন প্রকৃত স্বরূপরূপানুগ বৃক্ষকুলের সেবানন্দ-পরো-নিধি বর্দ্ধন করিয়াছেন, আবার অন্যদিকে ব্যতিরেকভাবে প্রাকৃত সহজিয়াগণের রাধাকৃষ্ণের ন্যায় দীতাহরণ-বুদ্ধি, ঘর ভঙ্গ কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন-প্রণালীর নামে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহেচ্ছারূপ অন্যাভিলাষ ও অপরাধের আদর্শ 'অভক্তিমার্গ' বা অন্ধযোগীর মহাযান সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক বৌদ্ধবাদের রূপান্তর বিশেষ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তমেই সাধারণিরোবনী শ্রীবার্ষভানবীর প্রেমের কথা, প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তের কথা বিস্তারিত হইয়াছিল।

শ্রীপুরুষোত্তমে যেমন একদিকে সর্ব্বত্রইষত নিরস্ত হইয়াছে, আবার অন্যদিকে সর্ব্বজন-সম্পৎও দম্প্রকাশিত হইয়াছে। "শ্রীপুরুষোত্তম হইতেই সর্ব্ব মানবসম্প্রদায়ের সমন্বয়বিধানকারী এক সার্ব্বজনীন সার্ব্বভৌমিক প্রেমধর্ম্ম প্রচারিত হইবে"—এই পুরাণবাণীর সার্থকতা সম্পাদনের জন্যই শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীচৈতন্যবাণীর আবির্ভাব এবং বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণীর ভক্তিবিনোদ-ধারা বিস্তারার্থই শ্রীপুরুষোত্তম মঠের প্রতিষ্ঠা।

অক্ষয় তৃতীয়া হইতে জ্যৈষ্ঠ শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত শ্রীপুরুষোত্তম-ধামের শ্রীচন্দন-যাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীপুরুষোত্তম-

দেবের চলন্ত প্রকাশবিগ্রহ শ্রীশ্রীমদনমোহনদেব নীলাচলের প্রসিদ্ধ মলয়র চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া ঐ কয়েকদিবস নরেন্দ্র-সরোবরে নৌকাবিহার করেন। শ্রীপুরুষোত্তম মঠের ভক্তগণ এই সময়ে আচার্য্যের আনুগত্যে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীরাধাপুর-চন্দ্রের চন্দনসেবা ও নৌকা-বিহার-সেবা করিয়া থাকেন।

কলিকাতা চোরবাগানের খ্যাতনামা স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র লাল মল্লিক মহাশয়ের পুরীর রাজবাটিতে এই বৎসর শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্থানান্তরিত হইয়াছে। প্রাসাদটী সুবৃহৎ। সম্মুখে বিশাল বারিধি নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের পাদপদ্ম-পরাগ স্পর্শস্মৃতির উদ্দীপনা করিয়া অবিরাম শ্রীনামোচ্চারণ করিতেছে। শ্যামল বিটপিশ্রেণী সাগর সমীরণে সমস্ত শরীর দোলাইয়া দুলাইয়া নৃত্য করিতেছে। স্বর্ণসিকতাস্তূপ দিবাকর ও নিশাকরের উজ্জ্বল প্রভার সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া অনুপম সৌন্দর্য্য-সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। নিকপট কৃষ্ণানুসন্ধানকারীর হৃদয়ে বহুই কৃষ্ণকামকেলি-নিকেতন যমুনা, গোবর্দ্ধন ও বৃন্দাবনের উদ্দীপনা করিয়া দিতেছে। আর অজ্ঞাভিনাষি-কোপীর হৃদয়ে কৃষ্ণকামকেলিনিবাসের স্মৃতি ও উদ্দীপনার পরিবর্ত্তে ক্ষুৎপিপাসাভঙ্কা দেহের স্বাস্থ্যনিবাস বা আরামনিবাসের উদ্দীপনাময়ী প্রতীতি জাগাইয়া দিতেছে। অজ্ঞাভিনাষি-জ্ঞানি-যোগি-তপস্বীর হৃদয়ে কৃষ্ণসেবাবিলাসবাধক আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণময় শান্তভাব জাগাইয়া দিয়া নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসাকল্পা আত্মহত্যার উত্তেজনা আনিয়া দিতেছে। নিখিল জীবগণকে এই আত্মবিনাশ সত্বর-পঙ্কনিকা-প্রবাহ হইতে উদ্ধার করিয়া পুনর্জ্জীবন প্রদানের জন্য আচার্য্যের কৃপায় শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-ভূমি শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখামঠ রূপে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্থাপিত হইয়াছে। গৌরজন আচার্য্যের অহৈতুক করুণার নিদর্শনস্বরূপ গৌরপদাঙ্কিত উড়িষ্যার তিনটী প্রধান স্থানে তিনটি মঠ প্রকাশিত হইয়া শুদ্ধ গৌরকীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনগণের জীবনসঞ্চার করিতেছে। যেরূপ বিশাল জলধির তীরে বাস করিয়াও পানীয় জলের জন্য কূপ খনন করিতে হয়, কিন্তু যাহারা নদনদীদিকে সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় করে, সেই প্রাণিগণের জলপ্রাপ্তির জন্য পৃথক কূপ খনন করিতে হয় না, তদ্রূপ মরুকোণরবালিবি গৌরপদাঙ্কিত ভূমিতে বাস করিয়াও যাহারা একান্ত-ভাবে গৌরকৃপা-সমুদ্রে আশ্রয় না করায় স্বকল্প বিষয়রসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কূপ খনন করিতেছেন,, তাঁহাদিগকে গৌরকৃপা-সমুদ্রে নিমজ্জিত ও সর্ব্বাঙ্গনাশ্রিতপদ, করাইবার জন্যই আচার্য্য উৎকলের তিনটি প্রধান স্থানে শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্র ও ভক্তসমারাম স্থাপন করিয়াছেন। একটি গৌরপদাঙ্কিত কটক নগরে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, আর একটি গৌরগৌরধনের সেবাসমুদ্র-প্রাবিতা পুরুষোত্তম পুরীতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ এবং আর একটি অনবসর-কালে রূপানুগগণের কৃষ্ণবিরহ-গীতি গানের অনুকূল একান্তস্থান ব্রহ্মগিরি আলবরনাথে (আলালনাথে) শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ। শ্রীচন্দনযাত্রা হইতে পুনর্যাত্রা অর্থাৎ 'উল্টা রথ' পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলার ক্রমানুসারে উক্ত মঠত্রয়ে সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব হইয়া থাকে এবং শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-স্মৃতি উপলক্ষে বিশ্ববৈষ্ণব-সম্মেলন ও সাধারণ মহামহোৎসব সম্পাদিত হয়।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রায় একমাসকাল হইতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে অবস্থান পূর্ব্বক অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি শ্রীচৈতন্যলীলা-গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন। ব্যারিষ্টার মিঃ এস্. এন্. ব্যানার্জ্জি, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায়সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম মহান্তি; রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ সেন; শ্রীযুক্ত যদুনন্দন পট্টনায়ক প্রভৃতি; শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র ভাদুড়ী, বি, এল; শ্রীযুক্ত সুরেশনাথ চৌধুরী, গভর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার; শ্রীযুক্ত রাধানদাস গুহ, এম, এ; পুরী সংস্কৃতকলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ মহান্তি; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ কবিভূষণ বড়দণ্ডী প্রভৃতি বহু বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম শুদ্ধগৌরাঙ্গ-গৌরজনগণের কৃষ্ণান্বেষণ-লীলাক্ষেত্র। এই স্থানের প্রতি রেণু পরমাণু শুদ্ধগৌরাঙ্গ-গৌরজনের স্মৃতিবিজড়িত। সুতরাং এই স্থান বিশ্বমানবের নিত্যসিদ্ধ-হরিসেবা-বৃত্তি উদ্দীপনের বিশেষ অনুকূল। আচার্য্যের আনুগত্যে এইস্থানে ভজনসমূহ যাজন করিতে করিতে অতি সহজেই আমরা পুরুষার্থশিরোমণি প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইতে পারি। অতএব এই মহোৎসবে আমরা "বহুভি-

মিলিয়া যং কীর্ত্তনম্ তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্"—এই আচার্য্য গোস্বামী-বাক্য পরিপালনের জন্য আমাদের বিশ্বব্যাপকতাকে আহ্বান করিতেছি। আপনারা সকলে এই সংকীর্ত্তন-মহোৎসবে যোগদান করুন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণ আপনাদের হরিভজনের জন্য ভজনানুকূল স্থান, ভগবৎপ্রসাদ, সাধুসঙ্গ, ধর্ম্মকথা এবং যাবতীয় অনুকূল উপকরণের আয়োজন করিয়াছেন। কোন যুগে কেহ বিশ্বপ্রাণীকে হরিভজনের জন্য এরূপ অযাচিত সুযোগ প্রদান করেন নাই। অতএব অন্যান্য যাবতীয় আপাতপ্রয়োজন বা অনর্থ কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিয়া আমাদের এই নিত্য প্রয়োজন বা অর্থের জন্য অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত ও অনিত্য জীবনের কিয়ৎকাল ব্যয় করিলে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থনীতিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে পারিব।

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ দরজায় মহাপ্রভু-খণ্ডে শ্রীমন্দিরের পাণ্ডাবর্গ প্রায় ৫০ বৎসর যাবৎ শ্রীশ্রীষড়্‌ভুজ মহাপ্রভু-বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতাবৎকাল অনেক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেও প্রায় সকল সময়েই মন্দিরদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া তাঁহাদিগকে ভগ্নমনোরথে ফিরিয়া আসিতে হইত। সেবাসৌবিধ্যই উহার একমাত্র কারণ। শুনা গেল, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঘরটী একটী গুদাম ঘরে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ত্তমানে পুরীর অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম মহান্তি মহাশয়ের চেষ্টায় অনেকটা সেবাসৌষ্ঠবের ব্যবস্থা হইতেছে। শ্রীশ্রী-ষড়্‌ভুজ মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণদিকে শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের বিরক্ত বৈষ্ণব শ্রীল বাসুদেবরামানুজদাস মহারাজ একটী নৃসিংহমন্দির নির্ম্মাণ করাইতেছেন। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম মহান্তি মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে গত ২২শে বৈশাখ (১৩৩৬) রবিবার শ্রীনরসিংহের দিবস অপরাহ্নে শ্রীশ্রীষড়্‌ভুজ মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে একটী বৈষ্ণবসভা আহূত হয়। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সভাপতিত্ব ও নিয়ামকত্বে গৌড়ীয় পত্রের অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীচৈতন্যমঠের কীর্ত্তন-প্রচারক শ্রীঈশানচন্দ্র দাস ভক্তিবিপ্রহৎপ্রভুর সুললিত কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীবাসুদেবরামানুজ দাস মহারাজ, শ্রীরাধাকান্ত মঠের কতিপয় সেবক, শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের বিশিষ্ট পাণ্ডাগণ, প্রীডার শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম মহান্তি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিধিকান্ত সান্যাল, এম, এ এবং শ্রীক্ষেত্রবাসী বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই গৌরজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

পুরীর মহারাজ শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির বৈদ্যুতিক আলোক মণ্ডিত করিবার পক্ষপাতী হইয়া মন্দিরের প্রাকার সমূহের গাত্রে বৈদ্যুতিক তার সংলগ্ন করাইয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনতা সংরক্ষণের পক্ষপাতী পাণ্ডাগণ উহার পরিপন্থী হওয়ায় বর্ত্তমানে কার্য্য স্থগিত আছে।

আলালনাথের শ্রীমন্দিরের সংস্কারকার্য্য আজ প্রায় ২।৩ মাস কালযাবৎ কয়েকজন পাণ্ডার দ্বারা আরব্ধ হইয়াছে। সাধারণের নিকট আনুকূল্য ভিক্ষা দ্বারাই এই কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। আলালনাথের শ্রীমন্দির অতি সুপ্রাচীন। এই শ্রীমন্দির একদিন শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মপরাগে বিভূষিত হইয়াছিল। এই স্থানে অনবসরকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিপ্রলম্ভলীলা প্রকাশ করিয়া জীবকুলকে কৃষ্ণানুসন্ধান শিক্ষা দিয়াছেন। এই স্থানেই শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ স্থাপিত হইয়াছে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইতেছে।

জড়াভিনিবেশ আসে কেন ?

শ্রীচৈতন্যদেবের ভজনপ্রণালী—চেতনময়ী, শ্রীচৈতন্য-ভজনস্থলী শ্রীচৈতন্যমঠাদি নিত্যধাম—চেতনোল্লাসময়, শ্রীচৈতন্যপ্রকাশ-বিগ্রহ আচার্য্যের অবিশ্রান্ত উপদেশ—অনর্গল চেতন-সঞ্জীবন-ঘন-বর্ষণ, শ্রীচৈতন্যভাগবত গুরু-বৈষ্ণবগণের সঙ্গ—অফুরন্ত চেতনবিজলীপ্রবাহ-সঞ্চার, এইরূপ সর্ব্বচেতনময় সংস্পর্শে থাকিয়াও আমার জড়াভিনিবেশ আসে কেন ?

যখন গৃহে ছিলাম, তখন সন্তুষ্ট ছিলাম না; অর্থ থাকিলেও আরও অর্থ লাভের চেষ্টা করিয়াছি, বিদ্যা থাকিলেও আরও বিদ্যা অর্জ্জনে প্রয়াস করিয়াছি, জন থাকিলেও আরও অধিক জনের জন্য প্রযত্ন হইয়াছি, কিন্তু মঠে হরিভজন করিতে আসিয়া "জড়ে অতৃপ্তি বা প্রবৃত্তি" পরিত্যাগের উপদেশ কুলাঙ্গারে বুদ্ধিতে যাইয়া হরিসেবার অতৃপ্তি ও প্রবৃত্তিকেও নির্ব্বাসিত করিয়াছি।

শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগুরুর একান্ত শিষ্যসেবকগণের যে আদর্শ প্রতিমুহূর্ত্তে দেখিতেছি, তাহাতে তাঁহাদের শ্রীচৈতন্যসেবার "আরও"-র স্পৃহা ও প্রয়াস অনুক্ষণ এত প্রবল হইতে প্রবলতর, বিপুল হইতে বিপুলতর, তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া বর্দ্ধমান যে, অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অখিল বস্তুর দ্বারা সেবা করিতে পারিলেও তাঁহাদের "সেবার আরও"র স্পৃহা শান্ত হয় না—শান্ত হওয়া দূরে থাকুক, অনন্তগুণে, অনন্ত প্রতিভায়, অনন্ত বিভূষণে সমুজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

দশাননের "আরও"র-স্পৃহা আর কতটুকু ছিল ? তাহার "আরও"র স্পৃহা স্বাবরত্ব বা জড়ত্ব-প্রাপ্তিতেই নিরস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু জড়ের ন্যায় চেতন পরিচ্ছিন্ন, পরিমিত বা গতিবাধক নহে বলিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীচৈতন্যসেবার স্পৃহা অনন্ত চেতনরাজ্যের অনন্ত চেতন-বিভব-ভূমিকার কোটি দ্রুত-অবলম্বন-গতিকেও পরাস্ত করিয়া নিত্য বর্দ্ধমান। ইহারই নাম—প্রগাঢ় চেতনাভিনিবেশ—অনন্তচিদ্বিলাসে চৈতন্যানুশীলন—নিত্যসিদ্ধ জীবমুক্তি।

যেখানে ঐরূপ চৈতন্যানুশীলনের সহজ ও অকৃত্রিম অনুগমন নাই, যেখানে বদ্ধ ডোবার জলের ন্যায় চৈতন্যানুশীলন-প্রবাহ প্রতিহত বা রুদ্ধ, সেখানে সেই সঙ্কীর্ণ স্রোতটুকু দুর্গন্ধময় প্রকাশ করিয়া কিছুকাল পরেই একেবারে শুকাইয়া যাইবেই যাইবে।

জীব তটস্থ-শক্তি-প্রসূত হইলেও তটে তাহার অবস্থান নাই; তটস্থবস্তু হয় জলে পড়িবে, না হয় স্থলের দিকে অভিযান করিবে। জীব হয় মায়ার রাজ্যে, না হয় কৃষ্ণের রাজ্যে অগ্রসর হইবে, মাঝামাঝি 'আপোষ' বা অবস্থান তাহার নাই।

আমি মাঝামাঝি আপোষ করিতে চাই বলিয়াই আমার জড়াভিনিবেশ আসিয়া পড়ে। মাঝামাঝি 'আপোষে' করিতে চাহিলেই তট হইতে ছটকাইয়া গিয়া ভোগ-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে হয়, না হয় কৃত্রিমত্যাগী সাজিয়া কখনও বা অবৈধ ও প্রচ্ছন্ন ভোগ, কখনও প্রকৃতি-লয়, জড়নির্ব্বাণ প্রভৃতি বিনাশের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়।

যে যে দিকে আমার প্রয়াস-প্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়পরিচালনার ভোগোন্মুখী বৃত্তিগুলির নৈসর্গিক গতি রহিয়াছে, আমার সেই গতির মোড় ফিরাইয়া নিত্যস্বরূপের নিত্যধর্ম্মের প্রতি উন্মুখী বা ঐ সকল প্রবৃত্তির চিন্নাভাবিক গতি প্রকট করিবার জন্যই আমার একান্ত শুদ্ধানুধ্যায়ী গুরুবৈষ্ণবগণ আমার যোগ্যানুযায়ী সেবাসমূহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি কিন্তু সেই সকল সেবাকে 'কর্ম্ম' মনে করিয়া অধিকাংশ সময়ই 'বেগার' বা দেনা শোধ দিবার চেষ্টা করি। 'বেগার' —এই অর্থে আমি মনে করি, এরূপ কার্য্যকরণে আমার কিছু (অপ)-স্বার্থ নাই, যাহাদের জন্য কার্য্য করিতেছি, তাহাদেরই স্বার্থ; একান্ত বাধ্যবাধকতায়, চক্ষুলজ্জায় বা নানা কারণে পড়িয়া 'বেগার' খাটিয়া দিলেই আমি ছুটী পাইলাম। আর 'দেনা শোধ'—এই অর্থে আমি মনে করি, যেহেতু মঠ হইতে খাদ্যাদি আকারে আমার কিছু গ্রহণ করিতে হইতেছে, সেইজন্য বা তদ্বিনিময়ে আমার কিছু করিয়া দেওয়া উচিত।

আবার অনেক সময় খুব মন লাগাইয়াও কাজ করিয়া থাকি। সাধারণে আমার অভিনিবেশ দেখিয়া মনে করেন,

ইঁহার যখন সেবাকার্য্যে এতদূর মন বসিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ইঁহার জড়াভিনিবেশ নাই। কিন্তু আমার ঐরূপ "মন লাগা," আর পরমুহূর্ত্তেই মন অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার কারণ কি? গৃহস্থের ঘরের বেতনভোগী ভৃত্য যে সকল সময়েই ফাঁকি দেয়, বেগার দেয়, তাহা নহে; অনেক ভৃত্য খুব মন লাগাইয়াও কাজ করে, অন্যান্য ভৃত্য অপেক্ষা অধিকতর নিপুণতা এবং অভিনিবেশও দেখাইয়া থাকে; তাহার উদ্দেশ্য কি? অন্তর্নিহিত অভিলাষ কি?—কোন না কোনও প্রকার শুল্ক বা পারিশ্রমিক প্রাপ্তি। কৃষ্ণই যাঁহাদের একমাত্র ধন, এইরূপ নিষ্কিঞ্চনগণের মধ্যে টাকা-পয়সার আকারে শুল্ক বা পারিশ্রমিক পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা অনেক সময়ে না থাকিলেও আমার বঞ্চিত হওয়ার অন্তর্নিহিত উদ্বেগজনিত ভাগ্য-দোষে অন্যরূপে পারিশ্রমিক প্রাপ্তির পথগুলি আমি আবিষ্কার করিয়া লই। আমার অন্তরের অন্তঃস্থল খুঁজিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, আমি সেই পারিশ্রমিকের জন্যই এত পরিশ্রমী, এত কাজের লোক, এত অভিনিবিষ্টের অভিনয়কারী!

যেখানে অকৃত্রিম ও সহজ "আমার"-বুদ্ধি নাই, সেখানে পারিশ্রমিকের জন্য গুপ্ত বা ব্যক্ত অভিলাষ থাকিবেই। সেই পারিশ্রমিক—অনেক প্রকার। শ্রীরূপ-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহাদিগকে ভক্তিলতার উপশাখা বলিয়াছেন অর্থাৎ যে সকল সেবার ন্যায় আকৃতি বা সৌষ্ঠবযুক্তবিশিষ্ট হইলেও 'সেবা' নহে, সেইরূপ দ্রব্যসমূহই আমার কাম্য পারিশ্রমিক হয়—"লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ।" আমি দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে বঞ্চিত হইতে চাহিলে মায়াদেবী আমার জন্য সেই সকল পারিশ্রমিকের পসরা সাজাইয়া লইয়া সমুপস্থিত হয়। নিষ্কপটে "কৃষ্ণ তোমার হউ," "পড়েছি তোমার জয়ে" বলি না বলিয়াই, "অর্পিতৈব সতী ধত্তে হন্তু কৃতা সতী পশ্চাদপোহতি" ভক্তলোকরক্ষক জগদ্গুরুর এই উপদেশ, "যত্ত আশীর আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্"—এই ভাগবত-শিক্ষা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখি না বলিয়াই মায়াদেবী লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির সুসজ্জিত পসরা লইয়া আমার নিকটে হাজিরাতে আসিতে দেরী করে, আর আমি সেই কামা-ডালি বরণ করিয়া হরিজনের অভিনয়, ঘটবাসের অভিনয় করিতে করিতে জড়াভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ি।

আমি মঠে আসিয়া ভাবনারহিত হইয়াছি। এখানে সংসারের ন্যায় অর্থের ভাবনা, খাওয়া-পরার ভাবনা, অসংখ্য প্রকার ভাবনা ভাবিতে হয় না বা সংসারের অসংখ্য প্রকার ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে হয় না। সে সব ভাবনা ভাবিবার, সে সব ঝঞ্ঝাট ঝুঁকিবার পালাটা গৃহ-কর্ত্তার ন্যায় মঠ-রক্ষা-কর্ত্তারই উপর। আমার সংসারের ভাবনা ভাবিবার, ঝঞ্ঝাট ঝুঁকিবার ভাগ্যটা বিষ্ঠার কৃমি হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর মানুষ, স্বর্গের দেবতা পর্য্যন্ত সকলেরই ভাগ্যে হয়। কিন্তু কৃষ্ণ-সংসারের রক্ষাকর্ত্তা হওয়ার অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য কোটিমুক্তের মধ্যে একটীরও হয় কিনা সন্দেহ। তাই অত বড় ঝঞ্ঝাট ঝুঁকিবার অধিকারটা অন্তাভিলাষী-অবিশ্বস্ত আমার উপর গুরুদেব প্রদান করেন নাই। সময়ে সময়ে কৃষ্ণের সংসারের জন্য আমি যতটুকু অর্থাদি ভাবনার অভিনয় দেখাই, সেটা অকৃত্রিমভাবে বা পূর্ণরূপে কৃষ্ণের সংসারের আনুকূল্যের জন্য নহে, অন্তরাত্মায় খুঁজিয়া দেখিলে জানা যায়, সেটা আমার দেহমনোভূমিকার গুপ্ত একটা ব্যক্তিগত সংসারের পূর্ণ বা আংশিক আনুকূল্যের জন্য। আমি মনে করি, আমি যখন লোকদৃষ্টিতে সংসার ছাড়িয়াছি বা সংসার হইতে তফাৎ আছি, তখন গুরুবৈষ্ণবকে, কৃষ্ণের সংসারের রক্ষাকর্ত্তাকে আমার কপটানিঃস্বার্থপরতা ও সেবাবুদ্ধির অভিনয় দেখাইয়া ভোগা দিতে পারিব। কিন্তু আমি যে আমার দেহ ও অন্তরে একটা গুপ্ত সংসার পাতিয়াছি, তাহা অনেক পূর্ব্বেই অন্তর্দর্শী গুরুবৈষ্ণবগণ ধরিয়া ফেলিয়াছেন। তথাপি কৃপা করিয়া যে আমাকে স্থান দিতেছেন, উৎসাহ দিতেছেন, ইহা আমার দুর্ব্বুদ্ধি সংশোধনের জন্য তাঁহাদের কৃপাপ্রদত্ত সুযোগমাত্র। নির্ম্মৎসর শুভানুধ্যায়ী তাঁহারা—পরদুঃখদুঃখী তাঁহারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মাতাপিতার ন্যায় মারাত্মক অনর্থ-পীড়ায় শয্যাশায়ী আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ সুচিকিৎসার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিতেছেন না।

আজ যদি আমার দেহ ও অন্তরে পাতা সংসারের তাগে কিছু না থাকিত, তাহা হইলে আমাকে কেহ এতদিন মঠে রাখিতে পারিতেন না। আমার এই আত্মবঞ্চনা-রোগ আমি বৈদ্যের নিকট ব্যক্ত করিয়া আমার প্রতিষ্ঠার লাঘব করিতে চাই না; কিন্তু এই সকল আত্মবঞ্চনার মূল হইতে

একটুকু সরিয়া গেলেই যে আমি 'ধপ্' করিয়া পড়িয়া যাইব!

বিশ্বপ্রাণীর মঙ্গলোদ্দেশে মঠাদিতে আচার্য্যের প্রবর্ত্তিত কৃষ্ণ-যাত্রা মহোৎসবাদির তাৎপর্য্য গুরুবৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম না করিয়া উৎসবাদির বাহ্যপ্রতীতির উত্তেজনা ও ধুমধামে সংসারের কর্ম্মঠতা, অনাস্তি, অভাব-অভিযোগ বা সংসার-সেবার অক্ষমতা লাঘব ও আবরণ করিবার জন্য আমি অনেক সময় মঠবাস, কার্য্যনিপুণতা এবং মঠ সেবার অতিনিবেশের অভিনয় দেখাইয়া থাকি। কিন্তু আমাকে ঐরূপ বাহ্যপ্রতীতিগত উত্তেজনা কতদিন ধরিয়া রাখিবে? আবার অন্য কোন উত্তেজনা তাহা হইতে প্রবলতররূপে উপস্থিত হইলে ঐ প্রবৃত্তি আমাকে মুহূর্ত্তেই ঘাড়ে ধরিয়া মঠের প্রাঙ্গণ হইতে বাহির করিয়া দিবে।

নবদ্বীপ, কাশী, বৃন্দাবন, নৈমিষ, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, পুরী, ভুবনেশ্বর, হরিদ্বার, বদরিকা, আরও কত নূতন নূতন দেশ এমন কি বিলাত পর্য্যন্ত দর্শন ও ভ্রমণের সুযোগ ও আশা, গ্রহণ-স্নান, শিলাশৈলাদিতে বায়ু পরিবর্ত্তনের সুযোগ, সেবাপর গৃহস্থ গুরুভ্রাতৃগণের আদর-যত্ন, নীলাম্বুধির কূলে মৃদু সমীরণ-সেবন, প্রাসাদ-বাস, মোটর যানারোহণ, চশ্মা, চুল, সেভ, পেন, ঘড়ি, সুটকেশ, সার্চ্চলাইট, এতিব চাদর, ভাল ভাল বাঁধান পুস্তক, উৎসবাদির ধুমধাম, বহুলোকের দণ্ডবৎ নমস্কার, প্রশংসা, অসুখ হইবামাত্র শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণের যেচ্ছায় সসম্মানে চিকিৎসা এবং নানাবিধ কচিকর পথ্যাদির ব্যবস্থা প্রভৃতিই আমাকে এতদিন মঠে রাখিয়াছে। শ্রীগুরুদেব, শ্রীগুরুর নিষ্কপট সেবকগণ কৃষ্ণানুসন্ধান আচার প্রচারের জন্য নিজ কার্য্য না থাকিলেও দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতেছেন, আর আমি দুর্বুদ্ধি ও দুর্ভাগ্যবশে ভোগানুসন্ধানের জন্য তাঁহাদের সঙ্গ ধরিয়াছি! কপাল মন্দ হইলে, আত্মবঞ্চিত হইবার অভিলাষ থাকিলে এমনই দুর্বুদ্ধি হয়। কেহ আত্মমঙ্গল জিজ্ঞাসার জন্য মহাভাগবত সাধুর সঙ্গ করেন, কেহ বা ধান-চাল-কলা-মূলার গন্ধ, সংসারের পাখা-পাটুনীর পরিশ্রান্তির পর পাখার বাতাস উপভোগ বা আজ্ঞার জন্য সাধুর কাছে আসিয়া থাকেন।

একমাত্র নিষ্কপট হরিসেবকেরই হরিসেবার আনুকূল্যের জন্য অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণের জন্য সর্ব্ববিধ হরিজনানুকূল বিষয় কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত করিয়া গ্রহণ করিবার অধিকার আছে, তাহাতে সেবকের কোনপ্রকার আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের গন্ধলেশমাত্র থাকে না, কন্থা-বৈরাগীর ন্যায় কৃষ্ণসেবানুকূল বিষয়-সমূহ পরিত্যাগের অভিনয় করিয়া গুরু-প্রাতৃষ্ঠ-সংগ্রহের দুষ্ট-আশাও হৃদয় অধিকার করে না। উত্তম বসন-ভূষণ, প্রভূ-চন্দন, রাজা-ঐশ্বর্য্য যেরূপ সুখানন্দ-সম্ভৃত ব্যক্তির সুখোৎপাদনে সমর্থ হয় না, সেইরূপ বহির্মুখ দৃষ্টিতে যাহা ভোগের উপকরণ, তাহা কৃষ্ণসেবানুসন্ধানকারীর দ্বারা যখন কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত হয় অর্থাৎ কৃষ্ণকথা-প্রচার বা কৃষ্ণসেবা-প্রচারাদির অনুকূল হয়, তখন ঐ সকল বস্তু সেই সতত-কৃষ্ণসেবানুসন্ধান-পরের পুরুষের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-পৃহার উদ্রেকে সমর্থ হয় না; কেন না, হৃষীকেশেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা ব্যতীত যে তাঁহার পৃথক্ ইন্দ্রিয় পরিচালনা-বৃত্তির অধিষ্ঠান নাই।

যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রৌতপন্থী গুরুদেব "ঈদৃশেষ্বং"—যাহা প্রাণীজগৎ পরস্পর স্ব-স্ব ভোগার্থ গ্রহণ করিতেছিল, সেই 'সর্ব্বং ইদং'কে ঈশ-সেবায় নিযুক্ত করিবার আদর্শ-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, যে কৃপাসুন্দর গুরুদেব নিখিল-বিষয়কে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত করিবার পরমনিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই গুরুদেবের অকপট অহৈতুক অনুরাগ, আনুগত্য বা "আপনার বুদ্ধি" আমাকে মঠে রাখে নাই, এই দুর্ভাগ্যের কথা আমি কি দিনান্তেও একবার স্মরণ করি, আর সেই দুর্দ্দৈবের কথা নীরবে নিত্যানন্দ-প্রভুর পাদপদ্মে অন্তরের অন্তরতমস্থল হইতে নিষ্কপটে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাই?

মঠ-রক্ষাকর্ত্তা যে অভ্যাভিলাষী আমার সেবা করিতেছেন, তাহা ত' তাঁহার গুরুদেবতাত্মতার পরিচয়। "কৃষ্ণ বিপ্রের রমণী, পতিব্রতাশিরোমণি, পতি লাগি' কৈল বেশ্যার সেবা"। তিনি পূর্ণ হরিজন করিতেছেন, আর অভ্যাভিলাষী আমি গুরুসেবকের দ্বারা আমার অভ্যাভিলাষ চরিতার্থ করিয়া—আমার সর্ব্বোপাস্য, সর্ব্বাশ্রয় গুরুসেবকের দ্বারা আমার চাকুরী করাইয়া আত্ম-বঞ্চিত হইতেছি। এই আত্মবঞ্চনা-কামনা, এই অপরাধের ফল, এই গুরুসেবা বিষয়ে অন্যমনস্কতা, এই আত্মমঙ্গল-চিন্তার অভাব, আমাকে কিছুকাল মঠের সেবার অভিনয় করাইতে করাইতে অন্ধের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

যদি আমার চৈতন্য-সরস্বতী-বিনোদেই আসক্তি জন্মিত, তাহা হইলে মঠ-রক্ষাকর্ত্তা আমার জন্য কত সুবিধা করিয়া দিয়াছেন,—যে সকল সুবিধার সহস্রাংশের একাংশও কোন যুগে কোন হরিজনেচ্ছুকে প্রদত্ত হয় নাই, আমি সেই সকল সুবিধা হরিজনে বিমুক্ত না করিয়া নিজের ব্যক্তিগত অন্যাভিলাষ চরিতার্থতায় আত্মসাৎ করি কেন, আর চৈতন্য-সরস্বতী-বিনোদের সেবা ছাড়িয়া অচৈতন্যবাদী বিষ্ণুশর্ম্মার কথিত অচৈতন্য-সরস্বতী-বিনোদের জন্য আগ্রহবিশিষ্ট হই কেন? চৈতন্য-সরস্বতী-সেবায় অকপটে নিযুক্ত থাকিলে কি আর অচৈতন্য-সরস্বতীর সেবার জন্য চিত্ত ধাবিত হয়? পরবিদ্যাপীঠের ছাত্র হইতে পারিলে কি আর অপরবিদ্যাপীঠের অন্ধকূলের বেত্রাঘাত গ্রহণের সাধ হয়? পরবিদ্যালয় পাইলে কাহার অবিদ্যাকাচ অন্বেষণে স্পৃহা হয়?

পরমকারুণিক আচার্য্য কি তাৎপর্য্যে পরবিদ্যাপীঠ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অন্যাভিলাষী আমার মস্তিষ্কে ত' ধারণার বিষয় হইবেই না, গুরুবৈষ্ণবগণের নিকট তাহার তাৎপর্য্য শ্রবণ করিয়াও আমার অন্যাভিলাষযুক্ত মস্তিষ্ক তাহা ধারণা করিতে পারে না। তাই বাহ্যদৃষ্টিতে আমাকে পরবিদ্যাপীঠের ছাত্র বলিয়া প্রদর্শন করিয়াও আমি অপরবিদ্যারই ছাত্র হইয়া পড়ি। পরবিদ্যাপীঠের তাৎপর্য্য—চৈতন্য-সরস্বতী বিনোদ, ইহা দুর্দ্দৈব-দোষে ভুলিয়া গিয়া আমি অনুষ্ঠায় বিসর্গ বা ভূরুক্করণের অর্থাৎ ভড়ের বিনোদে আবদ্ধ হইয়া পড়ি। চৈতন্য সরস্বতী-বিনোদ করিলে ত' শ্রীচৈতন্য-সেবাবর্ষ, শ্রীচৈতন্যানুশীলনই প্রবল হইত। আমি আত্মেন্দ্রিয় তর্পণের অন্তর্নিহিত স্পৃহার সহিত পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রের অভিনয় মাত্র করি বলিয়াই আমার জড়াভিলাষ বা অচৈতন্যানুশীলন-স্পৃহাই প্রবল হইয়া উঠে। মহাপ্রভু নবদ্বীপের পড়ুয়াগণকে সমগ্র-শব্দ-শাস্ত্র-সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, ধাতুপ্রত্যয়ের যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, শব্দশাস্ত্রের সেই বিদগ্ধচিত্তবৃত্তি শ্রীগুরুদেব অসংখ্যবার আমার কর্ণের নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমার হৃদয়ের অন্তঃস্তরে পাষাণের রেখার ন্যায় আঁকিয়া দিতে চাহিলেও আমি অন্যাভিলাষ কর্ণদ্বয় দ্বারা আমার কর্ণদ্বয় রুদ্ধ করিয়া রাখি। আমি আচার্য্যের দ্বারা কর্ণবেধ-সংস্কারেই সংস্কৃত হইলাম না, সুতরাং কি করিয়া তৎপরবর্ত্তী কৃতা বেধ-সরস্বতী-বিনোদের সেবায় উপনীত হইতে পারিব?

আমাকে বৈষ্ণবগণ 'পণ্ডিত', 'আচার্য্য', 'গোস্বামী', 'ভাগবত', 'বৈষ্ণব', 'ব্রজবাসী' প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করেন, আমাকে বঞ্চনা বা হিংসা করিবার জন্য নহে। তাঁহারা আচার্য্যকুল বা প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের ন্যায় মৎসর, হিংসক হইয়া ঐসকল নামের একচেটিয়া চর্ব্বণ্যবসা করেন না; তাই তাঁহারা চাহেন, সকলেই বেদোজ্জ্বল বুদ্ধিবিশিষ্ট পণ্ডিত হউক্—সকলেই আচরণশীল আচার্য্য হউক্,—সকলেই ষড়্বেগজয়ী গোস্বামী হউক্,—সকলেই ভগবৎসেবক ভাগবত হউক্,—সকলেই একান্তবিষ্ণুসেবাপর বৈষ্ণব হউক্,—সকলেই ভবের পথ ছাড়িয়া ব্রজের পথে চলুক্। যদি আমার সেবোন্মুখিনী সুবুদ্ধি হইত, তাহা হইলে আমি বিচার করিতাম, আমার একান্ত শুভানুধ্যায়ী গুরুবৈষ্ণবগণ আমাকে পণ্ডিতাদি নামে বিভূষিত করিয়া আমাকে আবার নিত্যসিদ্ধ বেদোজ্জ্বলবুদ্ধি প্রকট করাইবার জন্যই যত্নবান্ হইতে বলিতেছেন, আমাকে আচারবান্ হইতে উপদেশ দিতেছেন। আমার ইন্দ্রিয়সমূহকে ভোগোন্মুখতা হইতে মোড় ফিরাইয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার স্নেহময় ইঙ্গিত করিতেছেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের এই স্নেহময় স্নিগ্ধ উপদেশ ও অহৈতুকী কৃপার তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া আপনাকে 'পণ্ডিত', 'আচার্য্য', 'গোস্বামী', 'বৈষ্ণব', 'ব্রজবাসী' প্রভৃতি মনে করিয়া বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছি। কোথায় বৈষ্ণবগণের ঐ অহৈতুকী করুণা প্রতিমুহূর্ত্তে আমার মর্ম্মে মর্ম্মে নিজ অযোগ্যতা স্মরণ করাইয়া আমাকে অকৃত্রিম "তৃণাদপি সুনীচত্ব" ও চৈতন্যানুসন্ধান শিক্ষা প্রদান করিবে, আমাকে ভবের পথ ছাড়াইয়া ব্রজের পথে লইয়া যাইবে, আমার অন্যাভিলাষগুলির জন্য আমাকে অনুতপ্ত করাইয়া পাঠ হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাভিলাষে প্রমত্ত করাইবে, তাহা না করিয়া আমার ভাগ্যদোষে কল্যাণকল্পতরুর উপদেশটী পর্য্যন্ত বিস্মরণ করাইয়া দিতেছে,—

"আমি ত' বৈষ্ণব,　　এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি,　　হৃদয় দুষিবে
হইব নিরয়গামী॥"

"কাকেরে গরুড় করে"—এই স্বভাবানুসারে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-গুরুবৈষ্ণবগণ তাঁহাদের নিজগুণে আমার ন্যায় বিষয়-বিষ্ঠা-ভোজনকারী গ্রাম্যকথায় কর্ণধারণকারী কুৎসিত কাকেরও বিষ্ণুবাহক ও বিষ্ণুকথা-কীর্ত্তনকারী-

সুবর্ণন গরুড়ের অনুযায়ী পদবী প্রদান করিতে চাহেন, চতালকেও বৈকুণ্ঠে আরোহণ করাইতে চাহেন, কুকুরকেও তাহার কুকুরত্ব মোচন করাইয়া রাজসিংহাসন দিতে চাহেন, কিন্তু আমি আমার পূর্ব্ব ইতিহাস, সেই বিবর-বিদ্যা-ভোজন-স্বভাব কিছুতেই ভুলিতে পারি না। আমি যদি নিষ্কপটে হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবা-সুখ বলিয়া লইয়া আমার পূর্ব্ব ইতিহাস-সমূহ ভুলিতে পারিতাম, তাহা হইলে ঐ সকল পদবী আমাকে উত্তরোত্তর কৃষ্ণপদ-কমল-স্পর্শ করিবার অধিকার প্রদান করিত। কিন্তু আমি গুরু-বৈষ্ণবগণের ঐ কৃপাকে—ঐ বৈকুণ্ঠ পদবীকে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা-রূপে গ্রহণ করিতে পারি নাই। বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা—প্রাপঞ্চ বৈকুণ্ঠ সেবকাভিমান, যাহা হইতে সার্ব্বভৌম-পদ, ব্রহ্মপদ বা অন্যকোনও পদবীই সেই প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত পুরুষকে বিন্দুমাত্রও টলাইতে পারে না। আমি জড়-প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক বলিয়া আমাকে গুরুবৈষ্ণবগণ সর্ব্বোত্তম পদবী প্রদান করিলেও আমি পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিতে পারি না।

"যা যদি ক্রিয়তে রাজ্ঞা সা কিং নারায়ণায়তে।"

যখন আমার জড়প্রতিষ্ঠা-পারিপ্রবিক-প্রাপ্তির প্রচ্ছন্ন প্রবল স্পৃহা কনক-কামিনী-স্পৃহা হইতে কিছু সময়ের জন্য অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে, তখন আমি প্রতিষ্ঠার জন্য খুব পরিশ্রমী সেবকের অভিনয় করি, আর যখন ঐ প্রতিষ্ঠা-স্পৃহা অপেক্ষা কনক-কামিনী স্পৃহাটা প্রবলতর হইয়া উঠে, তখন আমি মঠ হইতে পলাইয়া যাই।

আমি খুব কাজ করি, সেবা করি, ইহার বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্য অনেক সময়েই আমার প্রাণ আইঢাই করিতে থাকে। অনেক সময় গুরুবৈষ্ণবগণকে পাকে-প্রকারে জানাই, আমি এত সেবা করি যে, সেবা করার পূর্ব্বে কিছুতেই আনাহার করিবার সময় পাই না, শরীরের প্রতি উদাসীন হইয়া সেবা করিতে করিতে আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া গেল, ইত্যাদি। এ সকল কথা, কোনপ্রকারে মঠকর্তৃপক্ষ-গণের গোচরে আসুক, ইহা আমার আন্তরিক অভিপ্রায় থাকিলেও 'আমি ঐ সকল কথা কর্তৃপক্ষগণের নিকট লুকাইতে চাই' এরূপও একটা 'লোক-দেখান-লুকাইবার-চেষ্টা' কপটতা করিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকি। অনেক সময় কপটতা করিয়া ছিন্ন কাপড় পরিধানপূর্ব্বক আমার বৈরাগ্য, জড়ে উদাসীনতা ও অনন্যভক্তি-বৃত্তির বিজ্ঞাপন প্রচার করি। আমি অনেক সময় বলিয়া থাকি, আমার উপর এত হরিসেবার কার্য্যের ভার যে, আমি মোটেই গ্রন্থপাঠ বা হরিনামাদি করিবার সময় পাই না। হরিসেবায় কর্ম্মবুদ্ধি, হরিসেবা বা হরিনামে প্রাকৃত বুদ্ধি ও জ্ঞেয়বুদ্ধি-নিবন্ধনই যে আমার ঐ দুর্ব্বুদ্ধি উদ্গার নির্গত হইতেছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমি গুরুদেবের পরম কৃপা গ্রহণ করি না। আমাকে সেবাকার্য্য হইতে একটুকু অবসর দিলেই যে আমার ঘাড়ে শয়তান চাপিবে, আমাকে হরিনামের বাহ্য আকৃতি দেখাইয়া অপরাধ করাইতে করাইতে ভক্তিগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় আবৃত করিয়া ভক্তিগ্রন্থপাঠের নামে ইন্দ্রিয়-সুখকর নাটক নভেল পড়াইতে পড়াইতে আমাকে নরকে লইয়া যাইবে, তাহা আপাতঃপ্রেয়ঃকামী, ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি বুঝিয়াও বুঝি না। আমি চোখ থাকিতে দেখিনা যে, প্রভুপাদ যাঁহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্নেহ করেন, তাঁহাদেরই উপর সেবা-কার্য্যভার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম, তাঁহাদের নিঃশ্বাস ছাড়িবার পর্য্যন্ত সময় নাই। আমি যেরূপ দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন, তাহাতে আমার স্বতন্ত্রবুদ্ধিতে গ্রন্থ পড়িবার অবকাশ পাইলেই আমি বাড়ী পলাইব। সুদুরদর্শী পরদুঃখ-দুঃখী, পতিত অনর্থগ্রস্ত জীবের একমাত্র অকৃত্রিম ভভাকাঙ্ক্ষী প্রভুপাদ অন্তর্দৃষ্টি-সূত্রে আমার দুর্ব্বুদ্ধির কথা জানেন বলিয়াই হরিসেবা হইতে পৃথগ্‌ভাবে নূতন করিয়া কোনও প্রকার বিদ্যা বা নিপুণতা সংগ্রহ করাইবার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার শ্রৌত উপদেশ—"তূর্ণং যতেত ন পতেদনু-মৃত্যুযাবৎ", "স্বানে হিতাঃ ক্রতিপয়াঃ তনবাঙ্‌মনোভিঃ।" কারণ হরিসেবা হইতে পৃথক্ হইয়া নূতন করিয়া কিছু শিক্ষা বা সংগ্রহ করিতে করিতে যদি আমার ঘাড়ে দুর্ব্বুদ্ধি চাপিয়া বসে, "লাঠি কাটিয়া বনের বাঘ মারিব" বিচারে বৃক্ষ হইতে লাঠি কাটিতে কাটিতে যদি "ব্রহ্মেন বেঙ্গল টাইগার"-রূপ আধ্যক্ষিক জ্ঞান আমার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে, তবে যে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য। তাই অহৈতুক গুরুদেব আমাকে বলেন, "তুমি যেখানে আছ, যেরূপ অবস্থায় আছ, তোমার মৃত্যু পর্য্যন্ত হরিভজন ছাড়া আর কিছু তোমাকে করিতে দিব না।" গুরু-দেবের এত বড় কৃপা গ্রহণ না করিয়া আমি স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিতে গেলেই জড়ে আসক্ত হইয়া পড়ি।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমি অনেক সময় মনে করি, গুরুবৈষ্ণবগণ বুঝি আমাকে বিশ্বাস করেন না, সন্দেহের চক্ষে দেখেন! গুরুবৈষ্ণবগণের একান্ত বিশ্রম্ভ-ভাজন হইতে না পারা যে আমারই দুর্দৈব, তাহা কিন্তু আমি একবারও বিচার করি না। শত অনর্থ-দোষদুষ্ট আমার নিজদোষ আমার চক্ষে পড়ে না, মৎসর-বুদ্ধিতে অদোষদর্শী গুরুবৈষ্ণবগণের দোষ আছে কল্পনা করি! **অজ্ঞাতিলাষীই—গুরুবৈষ্ণবগণের অবিশ্রম্ভ, আর কৃষ্ণসেবৈকাতিলাষীই পরম বিশ্রম্ভ।** আমার যতটা অজ্ঞাতিলাষ থাকিবে, আমি ততটা কৃপানুগবর গুরুদেবের নিকট অবিশ্রম্ভ থাকিব, আর আমার যতটা কৃষ্ণসেবাতিলাষের নিষ্কপটতা প্রকাশিত হইবে, আমি শ্রীগুরুদেবের ততটা বিশ্রম্ভভাজন হইব। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-সেবা-বিগ্রহের—মূল আশ্রয়-বিগ্রহের পক্ষপাতী। সেই সেবাবিগ্রহের নিষ্কপট-অনুগমন যাঁহার যতটা অধিক, তিনি গুরুদেবের ততটা বিশ্রম্ভ-ভাজন। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেবাভিলাষী, তিনিই গুরুদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্রম্ভ, তাঁহাকে তিনি ঘরের সকল কথা বলেন, তাঁহাকে তিনি সিন্দুকের গুপ্ত চাবিটী দেন, তাঁহার উপর সমগ্র গৌড়ীয়গণের ভার সমর্পণ করেন। দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ ইহা বিচার না করিয়া অদোষদর্শী-গুরুবৈষ্ণবগণের পক্ষপাতিত্ব ও দুর্ব্বুদ্ধিদোষদুষ্ট-নিজের দোষরাহিত্য বিচার করিয়া গুরুবৈষ্ণবচরণে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অপরাধ করিতে করিতে আমি জড়রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ি।

আমি কয়েকদিন, কয়েকদিন কেন, যুগপরিমিত বা অতোধিক কাল খুব সেবাবৃত্তির উজ্জ্বলতার অভিনয় দেখাইবার পরও হঠাৎ কোন্ প্রবলতর আকর্ষণে আবার জড়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার যত কিছু সেবার অভিনয়, তাহা ঐ প্রতিষ্ঠা-পারিশ্রমিকের জন্য; তাই আমার হৃদয়ে পূর্ব্ব ইতিহাসের চাপা বহ্নি অনর্থের বাতাসে আবার জ্বলিয়া উঠে। যদি বৈষয়ী প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইতাম, যদি অস্থায়িভাবে স্থিত না হইয়া স্থায়ি-ভাবস্থিতে অবস্থিত হইতাম, তাহা হইলে আমার ঐরূপ অবৈধ চাঞ্চল্য আসিত না। নানাপ্রকার অজ্ঞাতিলাষরূপ অস্থায়ি-ভাবে আমার স্থিতি, জড় প্রতিষ্ঠাতে আমার প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়াছিলাম বলিয়াই ঐ সকল বুভুক্ষা সেই উহাদের নিসর্গবশতঃ আমার নিকট নূতনত্বের আপাত-আকর্ষক চাকচিক্যটা হারাইয়া ফেলিল, অমনি পরিত্যক্ত বস্তুর, যাহার প্রতি একদিন অবৈধ ক্রোধ ও ঘৃণার ভাব দেখাইয়াছিলাম, সেই পরিত্যক্ত দ্রব্যই কালকামিনীর পরিবেষণ-নৈপুণ্যে আমার নিকট এক পুনরাস্বাদনীয় মধুরতার উত্তেজনা জাগাইয়া দিল। তখন আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। অস্থায়ী ভাব-বৃত্তির সামগ্রীগুলি আমাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। আমি জড়ের দিকে ধাইয়া চলিলাম।

'আমার দুর্ব্বৃত্তিগুলি দুর্ব্বলতা-জনিত, কপটতা-জনিত নহে' বলিয়া আমি অনেক সময় মনকে সান্ত্বনা দেই অর্থাৎ আত্মগ্লানির মুখটা চাপা দিয়া থাকি। কিন্তু আমার দুর্ব্বলতাই থাকুক, আর কপটতাই থাকুক, এই দুইটী বিশ্বাস-ঘাতিনী সাপিনীকেই নিশ্চিন্ত হইয়া পুষিতে থাকিলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য। দুর্ব্বলতাই—কপটতার জননী। দুর্ব্বলতা স্বীয় অবৈধ আচরিত্রদোষ গোপন করিতে ইচ্ছুক হইয়া অনেক সময় লুক্কায়িতভাবে অর্থাৎ আমার অজ্ঞাতসারে কপটতা-কন্যা প্রসব করে এবং কিছুকাল কপটতাকে লালন-পালন করিয়া অন্তিম শয্যায় শায়িতা হয়। কপটতা দুর্ব্বলতা জননীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদনের পর বৈরিণী হইয়া আমার এবং বহুলোকের সর্ব্বনাশ করে। জগতে প্রাকৃত সহজিয়া ধর্ম্ম-সমূহ প্রথমে দুর্ব্বলতা হইতে ক্রমে কপটতা-পরিণতির ফলেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। দুর্ব্বলতার অবৈধ কন্যা—কপটতা, কপটতা হইতে অসংখ্য অনর্থ ও অপরাধের জন্ম। সুতরাং আমি কপট নহি, অপরাধী নহি, দুর্ব্বল মাত্র—ইহা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে পার পাইব না, আমাকে প্রবলবেগে জড়ের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে।

(ক্রমশঃ)

প্রতিবাদ

[পরম পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু

সাষ্টাঙ্গপ্রণতি পুরঃসর নিবেদন—

গত ফাল্গুনের 'ভারতবর্ষের' প্রথম পৃষ্ঠায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট মহোদয়ের "শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবসান"-শীর্ষক এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। প্রবন্ধে তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, মহারাজা প্রতাপরুদ্র সমস্ত ভক্তের অজ্ঞাতে শ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা বাড়াইবার উদ্দেশে গুণ্ডিচামন্দিরে মহাপ্রভুর সমাধি দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর শ্রীপাদকমলে ইষ্টক বিদ্ধ হইয়া তার সন্ধাপে তাঁর দেহত্যাগ হইয়াছে; দীনেশ বাবু গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর সমাধিস্থানটী পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন—ইহাও তাঁহার প্রবন্ধে অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়। তিনি তাঁর প্রবন্ধে কতিপয় বৈষ্ণব-গ্রন্থের যে অদ্ভুত গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন এবং সেই সম্পর্কে শ্রীপাদ ঠাকুর বৃন্দাবন দাস সম্বন্ধে যে সকল কদর্য্য উক্তি করিয়াছেন, তারই একটি প্রতিবাদ ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছিলাম। 'ভারতবর্ষ' প্রতিবাদটি প্রকাশ করা আবশ্যক মনে না করিয়া অথবা ফেরৎ পাঠাইয়াছেন তাই আজ প্রতিবাদটি বৈষ্ণব-জগতের মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয়ে প্রকাশের জন্য পাঠাইলাম।

বৈষ্ণবচরণাশ্রয়প্রার্থী

কাঙ্গাল **শ্রীজয়কৃষ্ণ দত্ত**

পোঃ কুড়িগ্রাম, রংপুর]

রায় বাহাদুর ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ডিঃ লিট মহাশয় কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পুস্তকে বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনা করিতে যাইয়া ভোগের অন্ন সেবনে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি-প্রাপ্তির সুগম সহজসাধ্য পন্থা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বৈষ্ণব-সাহিত্যে অসীম জ্ঞান ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গত ফাল্গুনের ভারতবর্ষে দেখিলাম, আবার তিনি বৈষ্ণব-সাহিত্য (?) আসরে অবতীর্ণ হইয়া পুরীধামে গুণ্ডিচা মন্দিরাভ্যন্তর হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমাধি-স্থানটি আবিষ্কার পূর্ব্বক প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্যাতেও শ্রেষ্ঠ উপাধিযোগ্য হইয়াছেন! মহাপ্রভুর তিরোভাবের সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পরে ডক্টর বাহাদুরের এই অভিনব আবিষ্ক্রিয়ার জন্য বৈষ্ণব-জগৎ চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবেন !!

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমাধিস্থান আবিষ্কার করিতে যাইয়া তিনি তাঁহার প্রবন্ধধৃত শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে যে অদ্ভুত গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমাদের 'গোপাল ঠাকুরের পালুক চেনা'র কিম্বদন্তীটাই কেবল মনে পড়িতেছে।

প্রথমতঃ, আমরা রায় বাহাদুরের শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ আলোচনায় বাহাদুরীটাই পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন,—"বৃ-াবন দাসের জন্ম এক গূঢ় রহস্যিকা-বিজড়িত। ঠাকুর চৈতন্যের আদেশে তিনি পার্থিব নিয়ম অতিক্রম করিয়া অলৌকিকভাবে উপজাত হইয়াছেন, এই কথা তিনি তার-স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন।" কোথায়, কোন্ গ্রন্থের কোন্ পরিচ্ছেদে ঠাকুর ঐরূপ কথা ঘোষণা করিয়াছেন, দীনেশ বাবু সেই গ্রন্থের নামোল্লেখ ও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন কি? তারপরেই তিনি লিখিয়াছেন, —"যাহারা তাঁহার একথায় প্রত্যয় করেন নাই, তাঁহাদের মাথায় তিনি লাথি মারিবেন।" ঠাকুর বৃন্দাবন দাস তাঁর ব্যক্তিগত নিন্দকের মাথায় লাথী মারিতে চাহিয়াছেন,— দীনেশ বাবু শ্রীচৈতন্যভাগবতের কোন্ পরিচ্ছেদে ইহা পাইয়াছেন?

চৈতন্যভাগবতে ঠাকুর বৃন্দাবন আত্মনিন্দকের মাথায় লাথী মারিবার ভয় দেখান নাই। শ্রীগৌরনিত্যানন্দদ্বেষী অসুরকুলের মাথায় লাথী মারিয়া কৃপা করিতে চাহিয়াছিলেন। লাথী মারিয়াও কৃপা করা ঠাকুর বৃন্দাবনের গুরুপ্রদর্শিত পন্থা। পরমদয়ানিধি নিতাইচাঁদ মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীপাদ শিবানন্দ সেনের গৌরচরণার্পিত শিরেও পাদ প্রহার করিয়া কৃপা করিয়াছিলেন,—

"লাথী মারি কৃপা কর তোমার স্বভাব।" (শ্রীচরিতামৃত)

ঠাকুর বৃন্দাবন লাথী মারিতে চাহিলে কি হইবে? মায়া-

পিশাচীর দাবীদার আমরা, ঠাকুর বৃন্দাবনের পাদস্পর্শ পাইবার যোগ্যতা আমাদের কোথায়? শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের বা তাঁহার সেবকানুসেবকগণের কৃপাযাত্র পরমেণু যাঁহারা পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, তাঁহারা অনন্তকালের জন্য কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন। আমাদের পাশ কাটাইয়া চলিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের এমন ভাগ্য নাই যে, আমাদের পথে তাঁহারা কখনও পদার্পণ করিয়া আমাদিগের উর্দ্ধতন ও অধস্তন ষষ্ঠপুরুষের মঙ্গল-বিধান করিবেন।

রায়বাহাদুরের আলোচ্য দ্বিতীয় গ্রন্থ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুপ্রণীত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, "চৈতন্য-চরিতামৃত ও অনেকগুলি দিগ্‌দর্শনী গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, ১৪০৭ শকে বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁহার (শ্রীমন্মহাপ্রভুর) জন্ম। অনেকগুলি দিগ্‌দর্শনী গ্রন্থ যে কোন্ কোন্ গ্রন্থ, তাহাদের তিনি নামোল্লেখ করেন নাই। উহা কি সি, আই, ডি বাবুর লিখিত ও রায়বাহাদুরের দর্শিত সহস্র ভ্রমপূর্ণ অবৈষ্ণবতা-দিগ্‌দর্শনী? শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাপ্রভুর আবির্ভাব বর্ণিত আছে—দীনেশ বাবুর চরিতামৃত গ্রন্থে এই অদ্ভুত জ্ঞান দেখিয়া কোন বৈষ্ণবগৃহের নিরক্ষর ভৃত্যও হাস্য-সম্বরণ করিতে পারিবে না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত দূরে থাকুক, যাঁহারা কখনও ঘটতলার একখানা পঞ্জিকারও পাতা উল্টাইয়াছেন, তাঁহারাও জানেন, মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমা। দীনেশ বাবু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের নামটী মাত্রই বোধ হয় লোকপরম্পরায় শুনিয়াছেন, গ্রন্থ দর্শনের সৌভাগ্য এবাবৎ তাঁহার জীবনে ঘটিয়া উঠিয়াছে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। মহাপ্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলার ১৩শ পরিচ্ছেদে আমরা দেখিতে পাই,—

"চৌদ্দ শত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকাল হৈল শুভক্ষণ॥
　　•　　•　　•
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কিবা প্রয়োজন॥"

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করেন। তিনিও মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে নির্ব্বাক্। শুধু ১৪৫৫ শকে তিনি স্বর্গারোহণ করেন, এই কথা প্রস্তাবান্তে লিখিয়াছেন।" কবিরাজ গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে 'স্বর্গারোহণ' শব্দটী আদৌ ব্যবহার করেন নাই; শ্রীচরিতামৃতের আদিলীলার ১৩শ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে,—

"চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান॥"

'অন্তর্দ্ধান' ও 'স্বর্গারোহণ' একার্থবোধক বাক্য নহে। যে বৈষ্ণবমহাজনগণ "স্বর্গ নরক দুই তুল্য করি মানে", স্বর্গের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা "নরক বাঞ্ছয়ে তবু মোক্ষ নাহি লয়", সেই বৈষ্ণবজগতের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার আরাধ্য বস্তুকে স্বর্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন, ইহা দীনেশ বাবুর নিছক "আজগুবি" কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। তবে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোধান' ব্যাপারটী লইয়া দীনেশ বাবু যে এতদূর মাথা ঘামাইয়াছেন এবং ঘরের পয়সা (?) খরচ করিয়া মহাপ্রভুর সমাধিস্থান আবিষ্কার করিবার জন্য পুরীর শুণ্ডিচা মন্দির পর্য্যন্ত অভিযান করিয়াছিলেন, সেই তিরোধান-ঘটনার সহিত শ্রীযুৎ কবিরাজ গোস্বামিপাদের "অন্তর্দ্ধান" কথাটীর বিশেষ সংযোগ আছে, পরে তাহা বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, "চৈতন্যের বড় কুল হওয়া, চতুর্ভুজ হওয়া, এক মুহূর্ত্তে আঁটী পুতে আম ফলান, সুদর্শন চক্রের আহ্বান প্রভৃতি আজগুবি ব্যাপার এই বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত যুবকগণ বিশ্বাস করিতে পারেন না।" সৌভাগ্যের বিষয়, দীনেশ বাবুই বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত যুবকগণের একমাত্র ভবপারের কাণ্ডারী নহেন। বিংশ শতাব্দীই হৌক, আর বৈদিক যুগই হৌক্, দৈবী সম্পৎশালী ও আসুরসম্পৎশালী লোক চিরদিনই পৃথিবীতে ছিল, আছে ও থাকিবে। মহাপ্রভুর প্রকটকালে বাসুদেব সার্ব্বভৌম, প্রকাশানন্দ সরস্বতীর ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা-শালী ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত বর্ত্তমান যুগে ভারতে কেহ আছেন কিনা জানি না। তাঁহারাও নবদ্বীপচন্দ্রের শ্রীচরণ-তলে দেহ, মন, প্রাণ অর্পণ করিয়া নিজেরা কৃতার্থ হইয়া-ছিলেন, অন্যকেও কৃতার্থ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে আমাদের চক্ষের সামনে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় অনেকেই বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী কৃতবিদ্য

পূর্বক। ইঁহারা বাস্তবীয় পার্থিব সম্পদ্ মুনিমুষ্টির ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া একান্ত মনে শ্রীগৌরাঙ্গের অলৌকিক লীলাতরঙ্গে আত্মনিক্ষেপ করিয়াছেন। তবে ইহাও সত্য যে,—

"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥"

(শ্রীচরিতামৃত)

অতঃপর দীনেশ বাবুর তৃতীয় আলোচ্য গ্রন্থ—শ্রীভক্তি-রত্নাকর। ও হরি! এখানে যে দেখ্‌ছি "বিহঙ্গিনাতেই গলদ্!" দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে নরহরি সরকার তাঁহার প্রসিদ্ধ ভক্তিরত্নাকর মহাগ্রন্থ রচনা করেন"। যিনিই রচনা করুন, দীনেশ বাবু যে ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের টাইটেল পেজটীও কখনও চোখে দেখেন নাই, তাহা তাঁহারই লেখাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। "ভক্তিরত্নাকর" আদৌ শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের রচিত নহে। বৈষ্ণবাচার্য্য-প্রবর বিশ্ববিখ্যাত টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভক্তিরত্নাকরের রচয়িতা। ইনি শ্রীঘনশ্যাম দাস, বহুধা নরহরি নামেও প্রসিদ্ধ আছেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অদর্শনের অল্পদিন পরেই ইনি অপ্রকট হন। ইনি সর্ব্বজনবিদিত বৈষ্ণব জগতের আরাধ্য শ্রীখণ্ডের সেই শ্রীসরকার ঠাকুর। আর ভক্তিরত্নাকরের রচয়িতা শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী আচার্য্যত্রিক শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুরের সমসাময়িক বা কিছু পরবর্ত্তী মহাজন। ইনি একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তাও ছিলেন।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থেও মহাপ্রভুর তিরোধানের কোন কথাই নাই। কথা বেশই আছে, তবে দীনেশ বাবুর দৃষ্টি কখনও ভক্তিরত্নাকরের পৃষ্ঠায় পড়ে নাই, এই যা' দুর্ভাগ্য। যে সমস্ত গ্রন্থে দীনেশ বাবুর কিছুমাত্র অধ্যয়নের পরিচয় পাইতেছি না, সেই অনধীত গ্রন্থসম্বন্ধে দীনেশ বাবুর মত একজন শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিকে এইরূপ বালকোচিত চপলতা করিতে দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হইয়াছি।

যাহা হউক অতঃপর ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে মহাপ্রভুর তিরোধান-ঘটনাটী কি ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দেখাইয়া আমরা পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির চেষ্টা করিব। কেহ ইচ্ছা করিলে বহরমপুর বাধারমন প্রেস, খাগড়া হইতে মুদ্রিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ আনাইয়া সন্দেহভঞ্জন করিতে পারেন।

ভক্তিরত্নাকরের তৃতীয় তরঙ্গে বর্ণিত আছে যে, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় নিজ বাসস্থান বাঘনাপাড়া হইতে তৎকালীন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্য, প্রভুপার্ষদ শ্রীখণ্ডের শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহোদয়ের চরণান্তিকে উপনীত হইয়া নীলাচলে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণ দর্শন করিতে যাইবার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

"শ্রীনিবাস কহয়ে যাইব নীলাচল।
আজ্ঞা দেহ দেখি গিয়া শ্রীপদকমল॥
শুনিতে এ বাক্য অতি উল্লসিত হৃদয়ে।
আজ্ঞা দিলা যাহ শীঘ্র বিলম্ব না সয়॥
পুনঃ শ্রীনিবাস কহে গদ্‌গদ বচন।
প্রভু করিবেন এই লীলা সম্বোপন॥"

অতঃপর শ্রীসরকার ঠাকুরের অনুজ্ঞা লইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু—

"মাঘ শুক্লা পঞ্চমী দিবস শুভক্ষণ।
মনের উল্লাসে শ্রীনিবাসের গমন॥"

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৩য় তরঙ্গ)

পথে নীলাচল-প্রত্যাগত যাত্রিগণের সহিত ক্রমেই আচার্য্য প্রভুর দেখা হইতেছে এবং যাত্রীদের মুখে শুনিতেছেন,—

"কেহ কহে গৌরচন্দ্র ব্রজেন্দ্রকুমার।
নীলাচলে দেখিলাম অদ্ভুত বিহার॥
কেহ কহে, উৎকলের ভাগ্যের সীমা নাই।
সচল অচল দুই প্রভু এক ঠাঁই॥"

পাঠক, দেখিবেন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু মাঘের শুক্লা পঞ্চমী দিবসে নীলাচলে যাত্রা করেন, তখনও মহাপ্রভু প্রকট ছিলেন, তাহা নীলাচল-প্রত্যাগত পথিকগণের উপর্য্যুক্ত উক্তিতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ক্রমেই নীলাচলের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। তিনি যাইতেছেন কি ভাবে, তাহা ভক্তিরত্নাকরের ভাষাতেই শুনুন,—

"উড়িয়া যাইতে পাথা প্রভুরে প্রার্থয়।
দিবানিশি চলে পথে শ্রম না জানয়॥"

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রহ্ম-শিবসম্বিত রাতুল চরণযুগল দর্শনলালসায় তৃষিত চাতকের মত যেন নীলাচল-পথে উড়িয়া চলিয়াছেন। এই দারুণ আনন্দোৎকণ্ঠার মধ্যে যেন দৈবপ্রেরিত হইয়া তাঁহার ত্রিলোক পবিত্রকারী নির্ম্মল আনন্দময় জীবনের সর্ব্বাধিক হৃদয়ময় মুহূর্ত্ত অকস্মাৎ উপস্থিত হইল। তাঁহার গৌর-প্রেম-পরিপূর্ণ হৃদয়খানি একবারে জাগিয়া দিল,—

"মনের আনন্দে শ্রীনিবাসের গমন।
কত দূরে শুনিল চৈতন্য-সঙ্গোপন॥"

(ভক্তিরত্নাকর ৩য় তরঙ্গ ১০০ পৃঃ)

এক্ষণে আমরা শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের আলোচিত্য ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ হইতে ইহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলাম যে, শ্রীপাদ আচার্য্য প্রভু মাঘের শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীখণ্ড হইতে নীলাচলে যাত্রা করেন। তিনি শ্রীগৌরপাদপদ্ম দর্শনাশায় দিবারাত্র অবিশ্রামগতিতে ছুটিয়াছেন। পথে যাইতে যাইতে নীলাচল-প্রত্যাগত যাত্রীদের মুখে শুনিলেন, তাঁহারা মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া আসিতেছেন। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া শুনিলেন, মহাপ্রভু সঙ্গোপন করিয়াছেন।

গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময় নাচিয়া গাহিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে ২০ দিনে নীলাচলে পৌঁছিতেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু ১২দিনে নীলাচলধামে পৌঁছিয়াছিলেন—এ সব কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আমরা দেখিতেছি। তাহা হইলে ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলা মাঘী শুক্লা পঞ্চমীর পরে খুব বেশী হইলেও ২০ দিনের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে। কারণ মাঘী শুক্লা পঞ্চমীর পরেও যে কিছুদিন তিনি প্রকট ছিলেন, তাহা নীলাচল হইতে প্রত্যাগত প্রথম যাত্রীদলের মুখে শ্রীআচার্য্যপ্রভু শুনিয়াছেন। সুতরাং সেই মাঘের পূর্ব্ব আষাঢ়ে মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়া অসম্ভব এবং ঐ অপ্রকট লীলাটী সেই মাঘের পরের আষাঢ়ে হওয়াও কিছুতেই সম্ভবপর নহে; কারণ ভক্তিরত্নাকরই সাক্ষ্য দিতেছেন যে, শ্রীআচার্য্য-প্রভু মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে গৌড়দেশ হইতে যাত্রা করিয়া নীলাচল ২০দিনের পথের মাঝখানে মহাপ্রভুর অপ্রকটের সংবাদ পাইলেন।

সুতরাং দীনেশবাবু যে লিখিয়াছেন,—"আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময়ে মহাপ্রভু নৃত্য করিতে করিতে পায়ে একখানি ইষ্টক বিঁধিয়া যায়। তাহাই সম্ভবতঃ রথযাত্রার সপ্তমীর দিন গুণ্ডিচা মন্দিরে তাঁর দেহত্যাগ হয়,—ইহা দীনেশ বাবুরই স্বীকৃত প্রামাণিক গ্রন্থ ভক্তিরত্নাকরের মতে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক।

শ্রীল লোচন দাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের সকল গ্রন্থে গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর জগন্নাথ দেহে লীন হওয়ার কথা নাই। ঐ অংশ যে পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, পরে আমরা তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। ঈশান নাগরের 'অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থ কল্পিত আধুনিক গ্রন্থ। জয়ানন্দের নাম আমরা কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে পাইতেছি না। শ্রীমদ্ভাগবতের অবৈদ প্রতিযোগিরূপে যেমন দেবীভাগবত শাক্তেয়বাদিগণ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলও যে ঐরূপ ঈর্ষামূলে চৌদ্দ সাহিত্যিকগণের দ্বারা রচিত হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে? জয়ানন্দ ও তাঁহার গ্রন্থের সবিশেষ আলোচনা পাঠকগণ প্রবন্ধের শেষভাগে দেখিতে পাইবেন।

এখন কথা হইতেছে যে, মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলাটী কোথায় সংঘটিত হয়? গুণ্ডিচা মন্দিরে, কি টোটা গোপীনাথের মন্দিরে? ভক্তি রত্নাকরের মতে টোটা গোপীনাথের মন্দিরে। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর নীলাচল-গমনের অল্পদিন পরে শ্রীআচার্য্য প্রভুর সমসাময়িক এবং পরম সুহৃদ্ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় নীলাচল ধামে শুভাগমন করেন। তাঁহার নীলাচলে পৌঁছিবার অল্পদিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব হইয়াছিল। টোটা গোপীনাথের সেবাভার তখন পণ্ডিতগোস্বামীশিষ্য শ্রীমৎ-মামু গোস্বামী ঠাকুরের উপরে অর্পিত ছিল। এই মামুঠাকুরের নাম শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও গদাধরগণের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই।

শ্রীপাদ মামুগোস্বামী ঠাকুর, ঠাকুর নরোত্তম দাসকে দেখাইতেছেন :—

"ওহে নরোত্তম এইখানে গৌরহরি।
না জানি পণ্ডিতে কি কহিল বারি বারি।

দোঁহার নয়নধারা বহে অনিবার।
তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষাণ হৃদয়॥
কাশী মিশ্রাদিনি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার।
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে। ৎ
হৈলা অদর্শন পুনঃ না আইলা বাহিরে॥"

(ভক্তিরত্নাকর ৮ম তরঙ্গ ৫৫০।৫৫১ পৃঃ)

সে সময়ে প্রভুর আরও অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। মাধু গোস্বামী ঠাকুর নরোত্তমকে বেখাইতেছেন,—

"এইখানে গোপীনাথ হইলা অদৃশ্য।
দেখা সব মহাশয়ের উঠিল ক্রন্দন॥"

রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর লিখিয়াছেন "গোপীনাথে লীন হওয়ার কথা আমরা কোন লিখিত গ্রন্থে পাই নাই, তবে মাঝে মাঝে দুই একটি ছত্র বৈষ্ণবেরা আবৃত্তি করিয়া থাকেন,—

কি করিব কোথা যাব বাক্য নাহি সরে।
গোরাচাঁদ লুকাইল গোপীনাথের মন্দিরে॥"

পাঠক মহোদয়গণ! এখন বুঝিতে পারিলেন, দীনেশ বাবুরই সম্বন্ধিত প্রাচীনিক গ্রন্থ ভক্তিরত্নাকরে গোপীনাথ মন্দিরে মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে। এখনও কি আমরা বিশ্বাস করিব যে, রায় দীনেশচন্দ্র সেন সাহিত্যিক ভক্টর বাগচির চক্ষু কখনও ভক্তিরত্নাকরের পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত করিবার সৌভাগ্য-লাভ করিয়াছিল? গোপীনাথ মন্দিরেই মহাপ্রভু অপ্রকট-লীলা প্রদর্শন করেন, ওড়িচা মন্দিরে কখনও নয়,—ইহা ভক্তিরত্নাকর দ্বারা সিদ্ধ সত্য হইতেছে। সুতরাং গোপীনাথ মন্দির হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে ওড়িচা মন্দিরে সকলের অজ্ঞাতে মহারাজ প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর সমাধি দিয়াছেন,— কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক স্বপ্নেও ইহা মনে করিতে পারেন না। পক্ষিসাদৃশ্যবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যদি "পড়েই থাকিত" তবে ওড়িচা মন্দিরের এক নগণ্য কোণে তাঁহার সমাধি হইত না। আজ সে সমাধি মন্দির দ্বিতীয় জগন্নাথমন্দিররূপে পরিদৃষ্ট হইত। ' উড়িষ্যার সম্রাট্ মহারাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার সমস্ত বৈভবের বিনিময়ে সে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিতেন।

ঠাকুর লোচন দাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের এ যাবৎ যে সমস্ত হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ পুঁথিতেই পুরীর ওড়িচা মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীন হওয়ার কথা লিখিত হয় নাই।

শ্রীমৎ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী-সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণ আর এ-পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে কিনা জানি না। শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের আর একটী পরিশুদ্ধ সংস্করণের মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে, এখনও উহা সমাপ্ত হয় নাই। শ্রীমৎ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় তাঁহার গ্রন্থের শেষ খণ্ডের শেষ ভাগে (বঙ্গবাসী-প্রেসে মুদ্রিত গ্রন্থের ১৮৭ পৃষ্ঠা) ফুটনোটে লিখিয়াছেন "একখানি (সংস্কৃত কলেজ-লাইব্রেরীর) পুঁথিতে এবং ১৭৭৩ শকাব্দায় মুদ্রিত পুস্তকে এইখানেই গ্রন্থসমাপ্তি হইয়াছে। নিম্নলিখিত পদগুলি কেবলমাত্র মুদ্রিত গ্রন্থে, এবং একখানি আধুনিক হস্তলিখিত পুঁথিতে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠের সহিত আধুনিক হস্তলিখিত পুঁথি-খানির পাঠের অনৈক্যও আছে।" সম্পাদককথিত "নিম্নলিখিত পদ্য"-নিচয়ের মধ্যেই মহাপ্রভুর ওড়িচা মন্দিরে জগন্নাথ-দেহে লীন হওয়ার আখ্যানটি লিখিত আছে। তাহা হইলে ইহা কি একান্ত সম্ভবপর নহে যে, ঠাকুর লোচন দাসের পরবর্ত্তী কোন লিপিকার জনশ্রুতিমূলে মহাপ্রভুর জগন্নাথদেহে লীন হওয়ার আখ্যানটী পরে চৈতন্য-মঙ্গল মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন? পাঠক যদি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন, তাহা হইলে মূল গ্রন্থের ভাষার সহিত নব-সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলির যথেষ্ট ভাষাগত বৈষম্যও স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। প্রবন্ধের আয়তন-বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা উহার আলোচনায় বিরত হইলাম।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের ঐ সমস্ত অতিরিক্ত পংক্তিনিচয়ের শেষভাগে আমরা দেখিতে পাই, মহাপ্রভু ওড়িচা মন্দিরে প্রবেশ করিলে মন্দিরের দ্বার ভিতর থেকে আপনা হতেই রুদ্ধ হইয়া গেল। তখন বহির্দ্বারে—

কাশী মিশ্র সনাতন আর হরিদাস।
উৎকলের সঙ্গে কাঁদে ছাড়িয়া নিশ্বাস॥

(চৈতন্যমঙ্গল ১৮৮ পৃঃ)

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলোক্ত 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোধান'-ব্যাপারটী

যে পরবর্ত্তী কোন খিপিকার দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারদেশে উপস্থিত ঐ সমস্ত ভক্তমণ্ডলীর নামের তালিকা হইতেই পরীক্ষিত হইতেছে। মহাপ্রভুর অপ্রকট সময়ে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভু নীলাচলে ছিলেন না; তৎকালে তিনি শ্রীবৃন্দাবন ধামে ছিলেন এবং সেই স্থান হইতেই তিনি মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হন। আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় একবারমাত্র শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নীলাচল ধামে যাওয়ার উল্লেখ দেখিতে পাই এবং মহাপ্রভুর প্রকটকালেই তিনি তাঁহার আদেশে শ্রীবৃন্দাবন ধামে চলিয়া আসেন। ইহার পরেও চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার অবশিষ্ট ১৬টী পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর নানাবিধ লীলা বর্ণিত আছে। দ্বিতীয়বার সনাতন গোস্বামী প্রভুর নীলাচল গমন অন্য কোন গ্রন্থ দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে না। সুতরাং মহাপ্রভুর অপ্রকটকালে নীলাচলে সনাতন গোস্বামী প্রভুর উপস্থিত থাকা নিতান্তই অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, নীলাচলে মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে আমরা দুইজন হরিদাসের নামোল্লেখ দেখিতে পাই। একজন সর্ব্বজনবিদিত সুপ্রসিদ্ধ নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস। ইনি মহাপ্রভুর প্রকটকালেই লীলাসম্বরণ করেন। মহাপ্রভু স্বয়ং নীলাচলে ইঁহাকে সমাধি দিয়াছিলেন। সে সমাধিমন্দির এবং সেবা প্রভৃতি পুরীর সিদ্ধ-বৈষ্ণবে প্রকট আছে। দ্বিতীয় হরিদাস 'ছোট হরিদাস' নামে বিখ্যাত। প্রকৃতি সম্ভাষণজনিত অপরাধে ইঁহাকে মহাপ্রভু বর্জ্জন করেন। মহাপ্রভুর প্রকটকালেই ইনি প্রয়াগে ত্রিবেণীসঙ্গমে দেহ বিসর্জ্জন করেন। সুতরাং চৈতন্য-মঙ্গলের লিখিত অতিরিক্ত পদ্য-নিচয়ে মহাপ্রভুর জগন্নাথে লীন হওয়ার সময়ে দ্বারদেশে কোন হরিদাসের উপস্থিত থাকা একেবারেই অসম্ভব। শ্রীমৎ কাশী মিশ্র মহাশয় মহারাজ প্রতাপরুদ্রের গুরুদেব এবং মহাপ্রভুর একান্ত পার্ষদ ভক্ত। মহাপ্রভু নীলাচলে অষ্টাদশ বর্ষকাল এই কাশী-মিশ্র মহাশয়ের গৃহেই গম্ভীরা মন্দিরে অবস্থান করিয়াছিলেন। চৈতন্যমঙ্গলের ঐ প্রক্ষিপ্ত পদ্যগুলিতে তৎকালে গুণ্ডিচা-মন্দিরের দ্বারদেশে শ্রীল সনাতন গোস্বামী, হরিদাস ঠাকুর এবং কাশীমিশ্র মহাশয় ব্যতীত আরও কতিপয় প্রসিদ্ধ পার্ষদ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন দেখিতে পাই। যথা;—

শ্রীবাস পণ্ডিত, আর রত্ন বৃকুন্দ।
গোবীদাস, বাসুদেব, আর শ্রীগোবিন্দ॥
কাশী মিশ্র, সনাতন, আর হরিদাস।
উৎকলের সবে কাঁদি ছাড়য়ে নিশ্বাস॥

এই সমস্ত ভক্তগণের ঐকান্তিক চেষ্টাতেই মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিয়াছিলেন, ইহা চরিতামৃত গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। ঐসমস্ত ভক্তগণের, বিশেষতঃ নিজ গুরুদেব কাশীমিশ্র মহাশয়ের অজ্ঞাতে ও বিনা অনুমতিতে মহারাজ প্রতাপরুদ্র কয়েকজন পাণ্ডামাত্র লইয়া গোপনে গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর সমাধিদান কার্য্য সম্পন্ন করিলেন—একথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয় এবং অসম্ভব।

শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিতেছেন, 'গুণ্ডিচা মন্দিরের দ্বারদেশ রুদ্ধ করিয়া, ঐ সমস্ত মন্ত্রী পার্ষদ ভক্তগণকে বাহিরে রাখিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্র গোপনে কয়েকজন পাণ্ডার সাহায্যে তাড়াতাড়ি গুণ্ডিচা মন্দিরের প্রস্তরগাঁথুনী ভিত্তি খনন করিয়া মহাপ্রভুর দেহ (?) সমাধিস্থ করতঃ সমাধি-স্থান পাথর দিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন।' চমৎকার যুক্তি!

গুণ্ডিচা মন্দিরের বহুবর্ষ প্রস্তর-গাঁথুনী কি নখদর্পণের সাহায্যে মহারাজ প্রতাপরুদ্র খনন করাইয়াছেন? পাবল হাতুড়ীর শব্দটাও কি দ্বারদেশে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই? জগন্নাথের পাণ্ডাগণ নিশ্চয়ই রাজমিস্ত্রীর কার্য্যে দক্ষ নহেন। মন্দিরের ভিতরে রাজমিস্ত্রী সমাগম কিরূপে সম্ভবপর হইল? সমাধি স্থান গাঁথিবার পাথর, সুরকি, মশলা প্রভৃতি কিছু পূর্ব্ব হইতেই গুণ্ডিচা মন্দিরে মজুত ছিল না। চুণের বালাগুলি না হয় জানালা গলাইয়া ভিতরে আনেন। চুণ, সুরকী, পাথর প্রভৃতি দ্বারোপস্থিত ভক্তগণের দৃষ্টি ভ্রম ঘটাইয়া কি কৌশলে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল?

(ক্রমশঃ)

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৬

বিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদন—

আগামী ২৮শে বৈশাখ ১৩৩৬ সাল, ১১ই মে শনিবার অক্ষয়-তৃতীয়াতিথিতে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের** (শ্রীশ্রীল রাধা-মদনমোহন ও **শ্রীশ্রীরাধাপুরুষোত্তমের** **শ্রীচন্দন-যাত্রা** হইতে ৩০শে আষাঢ়, ১৬ই জুলাই মঙ্গলবার **শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের পুনর্যাত্রা** পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। **২২শে আষাঢ়, ৬ই** জুলাই শনিবার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের** পঞ্চদশ-বার্ষিক **বিরহমহোৎ-সব** হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবত-ধর্ম্মবিবৃতিপর বক্তৃতা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তন, ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। **সাত্বত-শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যে, শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতেই সমগ্র বিশ্বে সর্ব্ব-সাত্বতধর্ম্ম-সমন্বয়-কারিণী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইবে।** অনবসরকালে ব্রহ্মগিরি **আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে** শ্রীগৌরাঙ্গ-গমনে গুরুভক্তির অনুষ্ঠান-মুখে **মহামহোৎসব** হইবে। মহাশয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী,**

শ্রীভক্তিহৃদয় বন,

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ)

শ্রীধামপুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে-মহোৎসব

('দৈনিক বসুমতী' [illegible] ২৮শে বৈশাখ ১৩৩৬, ১১ই মে ১৯২৯)

১১ই মে শনিবার শ্রীধামনাবাপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্তর্গত শাখামঠ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে সাতদিনব্যাপী বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এই উৎসব **শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের** পুনর্যাত্রা উপলক্ষে পর্য্যন্ত চলিবে। প্রত্যহ মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সনাতনধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যাখ্যা, জিজ্ঞাসুগণের সর্ব্ববিধ প্রশ্নের সদুত্তর দান, পদাবলী কীর্ত্তন ও সমাগত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ বিশেষতঃ গৌড়দেশ হইতে সহস্র সহস্র ভক্ত সমাগম হইয়াছে ও হইতেছে। পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উৎসবের দুইবেলা-কাল শ্রীমঠে অবস্থান করিয়া সকলকে দর্শনদান ও হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের সুপ্রসিদ্ধ পোড়াকুঠী নামক ভবন শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের মহোৎসব নিমিত্ত গৃহীত হইয়াছে। এ স্থানের বর্ত্তমান অবস্থা উত্তম। বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকসহ সমস্তাবলম্বীগণকে এই উৎসবে যোগদান ও সাধুসমাগম দর্শনার্থ আহ্বান করিতেছেন।

নির্য্যাণ

গত ৮ই বৈশাখ বেলা ৪ ঘটিকার সময় সহর নবদ্বীপবাসী শ্রীযুক্ত লালিত মোহন দাস অধিকারী মহাশয়ের ধামপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। তাঁহার আত্মীয়বর্গের ইচ্ছায় শ্রীল প্রভুপাদের অনুগতে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীমহাপ্রসাদান্ন দ্বারা শ্রীহরিভক্তি বিলাস মতে একাদশ দিবসে তাঁহার শ্রাদ্ধমহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১৭ই বৈশাখ মঙ্গলবার আচার্য্যত্রিক প্রভুর জননী ঠাকুরাণী স্বধাম যাত্রা করিয়াছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ময়ূরভঞ্জের রাজ-ধানী বারিপদার শুভ শ্রীহরিকথা প্রচার করিতেছেন। প্রত্যহ স্থানে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও গৌরবিহিত হরি-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সুকৃতিবান্ বহু লব্ধ কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মে আস্থাবান্ হইতেছেন। প্রাচীন গৃহভক্ত, সবজজ্‌ার অনারেবল শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র, ষ্টেট্ সেরেস্তাদার মহাশয় এবং প্রীণ, সর্ব্বাদি দ্বারা হরিসেবাপরায়ণ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস ভ্রাতৃদ্বয় প্রচারকার্য্যে নানা-ভাবে সহায়তা করিতেছেন। হরিজনপ্রবাসী সকলেরই তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণীয়।

গত ১৯ই বৈশাখ হইতে চারিদিবস কাল শ্রীল ভারতী ও গিরি মহারাজদ্বয় ময়ূরভঞ্জের রাজধানী প্রাচীন বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রচারকার্য্যে শ্রীযুক্ত মীনকেতন দাস মহাশয়ের উদ্যোগ ও আনুকূল্যাদি বিশেষ প্রশংসনীয়।

গৌড়ীয়া

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬, ১৮ই মে, ১৯২৯

৭ম বর্ষ | ৩৯শ সংখ্যা

শ্রীচন্দনযাত্রায় প্রভুপাদ

সত্যযুগে পরমসত্যবাদী, বিদ্বান্, বিষ্ণুভক্ত-প্রজাপালক, বৈষ্ণব-সেবাতৎপর, অশেষ মহাসদ্গুণবিভূষিত ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক এক ভাগবত-নৃপতি মালবদেশের অন্তর্গত অবন্তী-পুরীর অধীশ্বররূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মসম্প্রদায়ের অন্তর্গত বৈষ্ণব নৃপতি এবং আদিগুরু ব্রহ্মা ও নারদের কৃপাভিষেকে বিশেষ অনুগৃহীত ছিলেন। বৈকুণ্ঠাবতার শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম অপ্রাকৃত-দারুময় অর্চ্চাবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মার কৃপাভিষিক্ত ভাগবতবর ইন্দ্রদ্যুম্নকে বহু বৈষ্ণবজনসমক্ষে স্বীয় পূজাবিধি বিধিত করাইলেন। শ্রীনীলাচলনাথ বৈষ্ণবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম অনুরাগবশতঃ আমার প্রীতির জন্য রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, প্রজা প্রভৃতি যাবতীয় ভোগোপকরণ ত্যাগ করিয়াছিলে, আমি তোমার সেই অনুরাগে আকৃষ্ট হইয়া তোমার নিকট আবির্ভূত হইয়াছি এবং তোমাকে আমার প্রতি পরমপাবনী ভক্তি বরস্বরূপে প্রদান করিতেছি। আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, এই প্রাসাদ ভূমিসাৎ হইলেও আমি কদাচ এই স্থান পরিত্যাগ করিব না। অতএব তুমি আমার নির্দ্দেশমত আমার পূজার সুব্যবস্থা কর। ইহাতে তোমার ভক্তি অচিরস্থিতা এবং তোমার বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা অপ্রতিহতা হইয়া অনন্তকাল জগতে বিরাজিত থাকিবে। আমি জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় অবতীর্ণ হইয়াছি, সুতরাং ঐ দিবস আমার পবিত্র জন্মদিন। সেই দিন আমার মহাস্নান ও পূজাদি করিয়া পক্ষকাল দিবস পর্য্যন্ত আমার শ্রীমন্দির বন্ধ রাখিবে। পুনরায় আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী তিথিতে আমার শয়ন, শ্রাবণী পূর্ণিমাতে ঝুলোৎসব, ভাদ্র শুক্লা একাদশীতে আমার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশীতে আমার উত্থান, অগ্রহায়ণী শুক্লাষষ্ঠীতে দর্শন, পৌষ-পূর্ণিমাতে পুষ্যাভিষেক, উত্তরায়ণ মকর সংক্রান্তিতে মাঘোৎসব, ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে হিন্দোলোৎসব, চৈত্রী শুক্লা চতুর্দ্দশীতে দমনারোপণ এবং বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় চন্দনযাত্রা মহামহোৎসবের যথারীতি অনুষ্ঠান করিবে।

বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিকা।
তত্র মাং লেপয়েদ্গন্ধলেপনৈরভিশোভনম্॥

(স্কন্দ পুঃ উৎকলখণ্ড ২৯শ অঃ)

অর্থাৎ বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয়তৃতীয়া নাম্নী তিথিতে সুগন্ধী চন্দন দ্বারা আমার অঙ্গ লেপন করিবে।

যেহেতু মায়াবিলাসী ভোগিকুল নিদাঘতাপ হইতে মুক্ত এবং স্নিগ্ধ শীতলতা অনুভব করিবার জন্য গাত্রে চন্দনাদি লেপন করিয়া থাকেন। কিন্তু জড়বিলাসীর স্ব-মৃগাদগন্ধকা ভোগময়দেহ অনাদি-ত্রিতাপতপ্ত বলিয়া তাহাদের ঐরূপ আপেক্ষিকপ্রীতি-ইচ্ছা অধিকতর ত্রিতাপ ক্লেশেরই প্রসূতিস্বরূপা হইয়া থাকে। ত্রিতাপতপ্ত জীবের

ঐরূপ 'ভোক্তা' সাজিবার অধিকার নাই। দুর্বুদ্ধিক্রমে 'ভোক্তা' সাজিতে গেলে ভোগীর কল্পিত ভোগোপকরণগুলি ভোক্তৃ-অভিমানী পুরুষকেই ভোগ্য-কৃত্যরূপে পরিণত করিয়া ফেলে। আবার এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অর্থাৎ, ঐরূপ ভোগবিষয়ে ক্ষণভঙ্গুরতা এবং তাহার পরমদুঃখময় ফল দর্শন করিয়া কতিপয় একদেশী ভ্রান্ত বিচারক প্রকৃতচন্দনাদি ভোগপরিত্যাগকেই তাহাদের সাধনোপায় বলিয়া মনে করেন। এইরূপ বিচার পরম নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। ইহারা 'ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ'-শ্রেণীর অন্তর্গত। জগতের বিচিত্র ভোগোপকরণগুলি যদি একশ্রেণীর লোক বৃথা বিনষ্ট হইয়া যাইবার জন্য কাকবিষ্ঠাবৎ দূরে নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে ঐরূপ ভোগদাতৃক দ্রব্যগুলি বৃথা নষ্ট হইয়া যাইতেছে দেখিয়া আর একশ্রেণীর লোক নিশ্চয়ই তাহা ভোগদ্বারা সার্থকতা-মণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে আহরণ করিয়া লইবেন; সুতরাং ত্যাগিসম্প্রদায় পরোক্ষভাবে ভোগি-সম্প্রদায়ের ভোগেরই ইন্ধন যোগাইয়া দিয়া তাহাদের প্রতি হিংসা করিয়া থাকেন। আর নিজেরাও অবৈধ ও অযাচারিক ত্যাগের আদর্শদ্বারা প্রয়োজনীয় বস্তুগুলিকে অযথা বিনষ্ট করিবার অনধিকারোচিত কার্য্যের অপরাধে অপরাধী ও ভোগিকুলের দ্বারা প্রতিহিংসিত হন।

সেবাসিদ্ধান্তবিৎ সম্প্রদায় কিন্তু প্রকৃতচন্দনাদির উপভোগ-লালসার কটুবিলাসী বা প্রকৃতচন্দনাদি ত্যাগের অত্যাগ্রহে বিলাস বিরোধী হন না। তাঁহাদের ভোগ ও ত্যাগ অতীব যাভাবিক ও পরম শুভদায়ক।

তাঁহাদের "যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ"-

তাঁহাদের, "সে যুক্ত-বৈরাগ্য, তাহা ত সৌভাগ্য।

তাঁহারা জানেন, স্ব-স্বরূপোচিত দেহকে কতক্ষণ সজীব রাখা যাইবে; তাঁহারা জানেন, চন্দনাদি জীবের অনাদি ত্রিতাপের অন্তর্গত অগণিত ও অপরিমিত দৈহিক তাপের কতটুকু শীতল করিতে পারিবে। তাই তাঁহারা সচ্চিদানন্দবিগ্রহকেই চন্দনাদি অনুলেপন দ্বারা অভিষিক্ত করেন। সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীপুরুষোত্তমের পুরুষার্থগণের ন্যায় ত্রিতাপ নাই। তিনি—মায়াধীশ। সেই পুরুষোত্তমের সুখানুসন্ধানে আনুসঙ্গিকভাবেই পুরুষার্থ-গণের ত্রিতাপ বিনষ্ট হয় এবং পুরুষোত্তমের নিত্য-সুখদায়িনী সেবাকেই পুরুষার্থ-শিরোমণি বলিয়া উপলব্ধি করায়। পুরুষোত্তমের সেবায় প্রকৃতচন্দনাদি নিযুক্ত করিলে অতি স্বাভাবিকরূপে ও স্বার্থকতার সহিত ত্যাগসিদ্ধি হইয়া থাকে। প্রকৃতচন্দনাদি পুরুষোত্তমের সেবায় নিযুক্ত হইলে পুরুষগণের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছারূপা-ভোগবুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং আপনিই ত্যাগ হইয়া পড়ে, আর সেই ত্যাগ নিরর্থকও হয় না, পুষ্পচন্দনাদি ভোগোপকরণগুলি বৃথা শুষ্ক বা বিনষ্ট হইয়া যায় না অথবা ভোগিকুলের দ্বারা তাহাদের ভোগের ইন্ধনস্বরূপেও নিযুক্ত হইতে পারে না। এই জন্যই আমাদের পরমবৎসলাকাঙ্ক্ষী হরি-গুরু-ভাগবত-গীতা যাবতীয় ভোগোপকরণ, পরিদৃশ্যমান "ইদং সর্ব্বং" পুরুষোত্তমের সেবায় নিযুক্ত করিতে বলিয়াছেন। ইহারই নাম 'যুক্তবৈরাগ্য' বা 'সেবা'।

হরিসেবকগণ স্বভোগার্থ প্রকৃতচন্দনাদি গ্রহণ বা ত্যাগ করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা শ্রীহরির প্রসাদরূপে শ্রীহরির উচ্ছিষ্ট প্রকৃতচন্দনাদি নিষ্কপট সেবা-বুদ্ধির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন।

"ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥"

(ভাঃ ১১।৬।৪৬)

শ্রীউদ্ধব কহিলেন,—হে ভগবন্, আমরা তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস। তোমার নির্ম্মাল্য, বস্ত্র, গন্ধ, অলঙ্কার প্রভৃতি তোমারই প্রদত্ত জানিয়া অনাসক্তভাবে গ্রহণ করিতে করিতে তোমার মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হইব।

সাত্বত শাস্ত্র নিদাঘকালে শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীঅঙ্গে চন্দনাদি অনুলেপনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীচন্দনলেপনের বহু ফলশ্রুতি ভগবদ্বিমুখগণের সেবোন্মুখতা উৎপাদনের জন্য লিখিত হইলেও সেবোন্মুখ ভগবদ্ভক্তগণ অহৈতুকী সেবাবুদ্ধির সহিতই শ্রীহরির অঙ্গে চন্দনাদি অনুলেপন করিবেন।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে,—

"অনুলেপনমুখ্যন্তু চন্দনং পরিকীর্ত্তিতম্।"

অর্থাৎ অনুলেপন দ্রব্যগণের মধ্যে চন্দনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

শ্রীনারদপুরাণে লিখিত আছে,—

"যথা বিষ্ণোঃ সদাতীষ্টং নৈবেদ্যং শালিসম্ভবম্।
তথৈবোক্তং পুরাণে চ তথা তুলসীচন্দনম্॥"

শ্রীশুকদেব পুরাণ সমূহে বলিয়াছেন, যেরূপ শালিগ্রামোৎপন্ন শঙ্খ শ্রীহরির প্রীতিকর, তুলসী চন্দনও সেইরূপ।

অগস্ত্য সংহিতায় লিখিত আছে,—

"সংঘৃষ্য তুলসীকাষ্ঠং যো দদ্যাদ্রামমূর্দ্ধনি।
কর্পূরাগুরুকস্তূরীরুক্ষং ন চ তৎসমম্॥"

তুলসীকাষ্ঠ সংঘর্ষণ পূর্ব্বক যদি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শিরোদেশে প্রদান করা যায়, কর্পূর, অগুরু, কস্তূরী ও রুক্ষও বিষ্ণুর সেইরূপ সুখদায়ক হয় না।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে,—

"যেন মলয়জাভাবে শীতলত্বাৎ কদম্বজম্।
যথা কিঞ্চিৎ সুগন্ধিত্বাচ্চন্দনং দেবদারুজম্॥"

গারুড়ে,—"হরের্নগন্ধং শ্রেষ্ঠত্বাৎ দেবদারুজম্॥"

মলয়জচন্দনের অভাব হইলে কদম্ব কাষ্ঠোদ্ভব চন্দনও দেওয়া যাইতে পারে। কেননা, ঐ চন্দনও শীতল। কিঞ্চিৎ সুগন্ধ থাকা হেতু দেবদারুর চন্দনকেও চন্দন বলা যাইতে পারে। বিষ্ণুসেবায় মলয়জচন্দনই শ্রেষ্ঠ। তদভাবে দেবদারুচন্দন গ্রাহ্য।

অনুলেপন ক্রিয়ায় রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠোদ্ভব চন্দন প্রভৃতি নিষিদ্ধ। যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"দারিদ্র্যং পঙ্কজং কুর্য্যাদ্রক্তাঙ্গং রক্তচন্দনম্।
উশীরং চিত্তবিভ্রংশমন্তে কুষ্ঠস্বরূপত্রয়ম্॥"

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করিলে পুরুষার্থমগণের ত্রিতাপক্লিষ্ট দেহের তাপসমূহ অনায়াসেই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"চন্দনেনানুলিপ্যৈনং চন্দ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ।
শারীরৈর্মানসৈর্দ্দুঃখৈর্দ্দৈবতৈশ্চৈব চ বিমুচ্যতে॥"

শ্রীবিষ্ণুর শ্রীঅঙ্গে চন্দনানুলেপন করিলে মানুষ চন্দ্রলোকে গমন করে এবং দৈহিক ও মানসিক তাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

গারুড়ে লিখিত আছে,—

"যো হি ভাগবতো ভূত্বা কলৌ তুলসীচন্দনম্।
নার্পয়তি সদা বিষ্ণোর্ন স ভাগবতো নরঃ॥"

কলিযুগে যে ব্যক্তি ভগবানের ভক্ত হইয়া নিরন্তর বিষ্ণুকে তুলসীকাষ্ঠ চন্দন প্রদান না করেন, তিনি কখনও ভগবানের ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না।

প্রহ্লাদ সংহিতায় লিখিত আছে,—

"ন তেন সদৃশো লোকে বৈষ্ণবো বিদ্যতে ভুবি।
যঃ প্রযচ্ছতি কৃষ্ণায় তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্।
তুলসীদারুজাতেন চন্দনেন কলৌ নরঃ।
বিলিপ্য ভক্তিতো বিষ্ণুং ভবতে পরিধৌ হরেঃ॥"

যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন প্রদান করেন তাঁহার ন্যায় বৈষ্ণব ভূলোকমধ্যে আর নাই। কলিযুগে শ্রীহরির শ্রীঅঙ্গে ভক্তির সহিত তুলসীকাষ্ঠ চন্দন লেপন করিলে শ্রীহরির নিকট গমন পূর্ব্বক নিত্য ভগবৎ-সেবাসুখ লাভ হইতে পারে।

শ্রীহরির শ্রীঅঙ্গে চন্দনাদি অনুলেপনের পর বিচিত্র ব্যজন ও চামর দ্বারা ব্যজন করিলে তাহা প্রভুর পরম সুখদায়ক হয়,—

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"ততো ভগবতঃ কুর্য্যাদনুলেপাদনন্তরম্।
বিধিনা বিচিত্রৈর্ব্যজনৈশ্চামরৈরপি বীজনম্॥"

সেবাভিজ্ঞ পুরুষ শ্রীপুরুষোত্তমদেবের শ্রীঅঙ্গে চন্দন অনুলেপনান্তে বিচিত্র ব্যজন ও চামরাদি দ্বারা প্রভুকে ব্যজন করিবেন।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"অত্যোত্তমাঙ্গং দেবেশ ব্যজতে স্বমুখেন যৈ।
উৎকালে স্থিরং তেষাং ধনং পশ্যঃ সৌখ্যমাযুষঃ॥"
"শীতলত্বাদ্মলয়জমপি নৈবার্পয়ন্তি হি।"
"ন শীতে শীতলং দেয়ম্॥"

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ষষ্ঠ বিঃ)

যিনি শ্রীহরির শ্রীমঙ্গ শ্রীচন্দনে অনুলেপন করিয়া তালবৃন্তাদি দ্বারা ব্যজন করেন, শ্রীপুরুষোত্তম স্বমুখে সেই ব্যজনকারীর অত্যুত্তম হস্তের প্রশংসা করিয়া থাকেন। গ্রীষ্ম ঋতুই এই ব্যজনে প্রশস্ত। সাধুগণ পৌষ ও মাঘমাসে শৈত্যাধিক্য বলিয়া চন্দনলেপন নিষেধ করিয়া থাকেন। অতএব শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে শীতঋতুতে শীতল দ্রব্য প্রদান করিতে নাই।

শ্রীপুরুষোত্তমদেব তৎসেবক বৈষ্ণবরাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নদেবকে বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের অক্ষয়তৃতীয়া নাম্নী তিথিতে নিজ শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি চন্দন লেপনের আজ্ঞা প্রদান

করিয়াছিলেন, আজও তদনুসারে অক্ষয়-তৃতীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা অষ্টমী তিথি পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়বিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীমদনমোহনকে শ্রীমন্দির হইতে বিমানে আরোহণ করাইয়া শ্রীনরেন্দ্র সরোবরকূলে আনয়ন করা হয়। শ্রীমদনমোহনদেব স্বীয় মন্ত্রী লোকনাথ মহাদেবাদির সহিত সরোবরে নৌকাবিলাস করেন। শ্রীমদনমোহনের শ্রীচন্দনযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া শ্রীনরেন্দ্র সরোবরকে 'চন্দনপুষ্কর' ও বলা হয়।

শ্রীনরেন্দ্র সরোবরে শ্রীবলভদ্রদেব ও শ্রীমদনমোহনদেবের শ্রীচন্দনযাত্রা

শ্রীচন্দনযাত্রা শ্রীজগন্নাথদেবের একটী নৈমিত্তিক লীলা অর্থাৎ নিদাঘতাপরূপ নিমিত্ত-আশ্রয় করিয়া ভক্তগণ গ্রীষ্মকালে শ্রীভগবানের বায়সিকী সেবা করিয়া থাকেন। যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলায় পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন-করে নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় মহাপ্রভুর দর্শনার্থ গৌড় হইতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, আচার্য্যরত্ন চন্দ্রশেখর, আচার্য্যনিধি শ্রীবাসপ্রমুখ ভক্তগণ নীলাচল যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভুর নিষেধ সত্ত্বেও প্রভু-প্রেমিক শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য নীলাচলের পথে ছুটিলেন। শ্রীল বাসুদেবঠাকুর, শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীগঙ্গাদাস, শ্রীমান্ সেন, শ্রীমান্ পণ্ডিত, শ্রীগরুড় পণ্ডিত, শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান, শ্রীসঞ্জয় পুরুষোত্তম, শ্রীভগবান্ পণ্ডিত, শ্রীকমলাকর, শ্রীনৃসিংহানন্দ, কুলিনগ্রামী ভক্তগণ, খণ্ডবাসি-ভক্তগণ সকলেই কাঞ্চনপল্লীর সেন শিবানন্দের সহিত পুরীর পথে চলিলেন। এদিকে পানিহাটীর রাঘব পণ্ডিত দময়ন্তীদেবীর রচিত প্রভুপ্রিয়-দ্রব্যপূর্ণ ঝালি সহ নীলাচল-পথে যাত্রা করিলেন। রাঘবের ঝালি মহাপ্রভুর ভোগের জন্য প্রাণের সহিত রচিত কতই না অপূর্ব্ব জিনিষে পরিপূর্ণ ছিল। আম্রকাশন্দি, আদা-কাল-কাশন্দি, নেম্বু-আদা-আম্রকলি, আমসি, আমখণ্ড, তৈলাম্র, আমসত্ত্ব, পুরাণ সুখড়া, ধনিয়া মৌরীর তণ্ডুল দ্বারা চিনির পাক করা নাড়ু, শুষ্ঠীখণ্ড, কোলিমুষ্টী, কোলিচূর্ণ, কোলিখণ্ড, শত-প্রকার আচার, নারিকেল খণ্ড, গঙ্গাজলী নাড়ু, চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার, চিরস্থায়ী ক্ষীরসার, মণ্ডাদি বিকার, বিবিধ-প্রকার অমৃতকর্পূর, শালিধান্যের আতপ চিঁড়া, ঘৃতভর্জ্জিত হুড়ুম, শালিধান্যের তণ্ডুল-ভাজা-চূর্ণ-দ্বারা চিনির পাক করা নাড়ু প্রভৃতি, শালিধান্যের খই ঘৃতভর্জ্জিত করিয়া উখ্‌ড়া, কুইকলাইচূর্ণ ঘৃতভর্জ্জিত করিয়া চিনির পাক করা নাড়ু প্রভৃতি সহস্র সংখ্য ভোজ্যদ্রব্য রাঘবের নির্দ্দেশানুসারে দময়ন্তী দেবী পরম স্নেহ-ভক্তির সহিত

প্রস্তুত করিয়াছিলেন। গন্ধমৃত্তিকার পর্পটী ও অপর মৃৎপাত্রে চন্দনাদি পরিপূর্ণ করিয়া রাঘব পরম যত্নের সহিত ঝালি সাজাইলেন এবং ঝালির মুখ বন্ধ করিয়া তাহার উপর মোহর প্রদান করিলেন। এই ঝালির 'ঘুনসিব' অর্থাৎ পরিদর্শক ও পরিচালক হইলেন পানিহাটী গ্রাম-বাসী রাঘব পণ্ডিতের অনুগত গৌরসেবাপরায়ণ শ্রীমকরধ্বজ কর। তিনি নদীয়ে ঝালিরক্ষক হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সহিত মহা আর্ত্তি সহকারে নীলাচলের পথে চলিলেন।

এদিকে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দপ্রমুখ ভক্ত-গোষ্ঠীর বিজয়বার্ত্তা জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কটক পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন এবং আঠার নালা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গোষ্ঠীর অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রমুখ গৌড়ীয়-গোষ্ঠীর ও শ্রীগৌরসুন্দরপ্রমুখ নীলাচল-গোষ্ঠীর পরস্পর মিলনে মহানন্দ-গঙ্গাসাগর-সঙ্গম-প্লাবন উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। নৃত্য-গীত-সঙ্কীর্ত্তন সহকারে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগোষ্ঠী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অগ্রণী করিয়া নরেন্দ্রের কূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—

এই মতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা।
দেখে জগন্নাথের সেহি জলকেলি।
নরেন্দ্রের জলে 'গোবিন্দ' নৌকাতে চড়িয়া।
জলক্রীড়া করে সব ভক্তগণ লঞা।
সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলি রঙ্গে।

• • •

গৌড়ীয়-সম্প্রদায় সব করেন কীর্ত্তন।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন।
জলক্রীড়া, যাত্রা, গীত, নর্ত্তন, কীর্ত্তন।
মহাকোলাহল তীরে, গগনে যেমন।
গৌড়ীয়া-সঙ্কীর্ত্তনে আর রোদন মিলিল।
মহাকোলাহল-শব্দ ব্রহ্মাণ্ড ভরিল।
সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিলেন জলে।
লঞা লঞা জলক্রীড়া করেন কুতূহলে।

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০।৩১-৪০, ৪৬-৪৯)

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৮-ম-অধ্যায়ে) শ্রীনরেন্দ্র সরোবর বা চন্দনপুষ্করিণীতে শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা-লীলা ও মহাপ্রভুর সহিত গৌড়ীয় ভক্তগণের সেই লীলায় যোগদানের এইরূপ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন,—

• • •

মহাপ্রভু আইলেন নরেন্দ্রের কূলে।
হেনকালে রামকৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ।
জলকেলি করিবারে আইলা নরেন্দ্রে।
হরিধ্বনি কোলাহল মঙ্গল কাহাল।
শঙ্খ ভেরী ঝাঝরাদি বাজয়ে বিশাল।
লক্ষ লক্ষ ধ্বজ পতাকা চামর।
চতুর্দ্দিকে শোভা করে পরম সুন্দর।
মহা জয় জয় শব্দ, মহা হরিধ্বনি।
ইহা বই আর কোন শব্দ নাহি শুনি।

• • •

রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহাকুতূহলে।
উত্তরিলা আসি সবে নরেন্দ্রের কূলে।
জগন্নাথ-গোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠী সনে।
মিলাইলা তাহাও চৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তনে।
দুই গোষ্ঠী এক হই কি হৈল আনন্দ।
কি বৈকুণ্ঠ-সুখ আসি হৈল মূর্ত্তিমন্ত।
চতুর্দ্দিকে লোকের আনন্দ-অন্ত নাই।
সব করেন কারণে চৈতন্য গোসাঞী।
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকায় বিজয়।
দেখিয়া সন্তোষ শ্রীগোবিন্দ মহাশয়।
প্রভুও সকল ভক্ত লই কুতূহলে।
ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচন্দনযাত্রার দিনে মহাপ্রভু ও ভক্তগণের নরেন্দ্র-জলবিহার-লীলা এইরূপ সজীব-ভাষা-তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন,—

শুন ভাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
যেরূপে নরেন্দ্রজলে করিলা বিহার।
পূর্ব্বে যমুনায় যেন শিশুগণ মিলি।
বণ্ডলী হইয়া করিলেন জলকেলি।
সেইরূপ সকল বৈষ্ণবগণ মিলি।
পরস্পর করে ধরি হইলা বণ্ডলী।

• • •

শ্রীগোবিন্দ রামকৃষ্ণ বিজয় নৌকায়।
লক্ষ লক্ষ লোক জলে হরিষে বেড়ায়।
সেই জলে বিরজা সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী।
সবেই আসিয়া তাঁরা জলক্রীড়া করি।

যেবে সে চৈতন্য-যাত্রা সেবারে আসিতে।
তাঁর শক্তি নাহি কেহ না পায় দেখিতে।

• • •

যে প্রভাব পাইলেন জাহ্নবী যমুনা।
নরব্রহ্মদেরও হইল সেই ভাগ্য সীমা।
এ সকল লীলা, জীব-উদ্ধার কারণে।
কর্ণবন্ধ দিয়া ইহা শ্রবণে পড়িলে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচন্দনযাত্রা দিবসে শ্রীচন্দন-পুষ্করিণীতে জলকেলি করিয়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিবার জন্য সকল ভক্তের সহিত উপস্থিত হইলেন,—

তবে প্রভু জলক্রীড়া সম্পন্ন করিয়া।
জগন্নাথ দেখিতে চলিল দয়া করিয়া।
জগন্নাথ দেখি' প্রভু সর্বভক্তগণ।
লাগিলা করিতে সবে আনন্দে যোজন।

• • •

জগন্নাথ দেখি, জগন্নাথ নমস্করি'।
বাসায় চলিলা যোগ্য সহ গৌরহরি।
যে ভক্তের যেমন চিত্তের অভিলাষ।
সেইরূপ সিদ্ধ করে সবারও কামনা।
পুষ্পপ্রায় করি সবে রাখিলেন কাছে।
নিরবধি ভক্ত সব থাকে প্রভুপাছে।
যতেক বৈষ্ণব গৌড়দেশে নীলাচলে।
একত্র থাকেন সবে কৃষ্ণ-কুতূহলে।

গত ২৮শে বৈশাখ (১৫৩৬), ১৮ই মধুসূদন (শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৩) শনিবার অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীপুরুষোত্তমদেবের শ্রীচন্দনযাত্রা-মহোৎসব এবং শ্রীপুরুষোত্তম-গৌড়ীয়-মঠের সার্বিক সঙ্কীর্তন-মহা-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। কৃষ্ণানুসন্ধান লীলাভিনয়কারী-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য অদ্বিতীয় ভোক্তা ব্রজেন্দ্রনন্দনের যে সকল লীলাগাথার সেবাধর্ম আচার প্রচার করিয়াছেন, তাহা বর্তমান যুগের জড়-সম্ভোগময় বিলাসবাদ ও বিলাসত্যাগবাদরূপ পিশাচীদ্বয় লোক-লোচনের নিকট আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা এখন জড়সম্ভোগবাদী বিলাসী হইয়া আমাদের স্ব-স্বরূপ-ভক্ষ্য দেহের আত্মবুদ্ধির জন্য নিদাঘকালে চন্দনাদি লেপন বা ম্লেচ্ছদেশাচারের অনুবর্তনে ও অনুকরণে পশুর দেহমজ্জাজাত নানাবিধ অনুলেপনাদি লেপনপূর্বক ভোগ-সহচরগণের সহিত বৈদ্যুতিক যানে ইডেন্ গার্ডেনে পরি-ভ্রমণ, তদ্রূপ সরোবরাদিতে নৌকাবিলাস, হ্রদভ্রমণ, নানা-প্রকার ভৌমাত্রিক প্রভৃতি ব্যসনে প্রমত্ত হইয়া পড়িয়াছি। কেহ বা অর্থাভাবে, কেহ বা ইন্দ্রিয়সামর্থ্যাভাবে ঐ সকল বিলাসের আস্বাদে বঞ্চিত হইয়া 'মনের দুঃখে বনে যাওয়ার' মত উহাদের প্রতি অযৌক্তিক ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া গায়ে ভস্মাদি লেপন করিতেছেন। ভোগ-পিশাচী ও ত্যাগ পিশাচী আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া আমাদের কাণে ধরিয়া এই উভয়প্রকার চেষ্টাই করাইতেছে।

জগতের বোধ হয় প্রায় শতকরা শতজন লোকই এই পিশাচীদ্বয়ের কবলে কবলিত। "কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা, তিনিই চিদ্বিলাসময় সম্ভোগবিগ্রহ"—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এই চেতন-সঞ্জীবনী-শিক্ষা আজ কাহারও স্মরণপথে অবস্থিত নাই। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভক্তগণের লীলানুস্মরণ, আচার-প্রচারানুসরণ কোথায়ও নাই; স্থানে স্থানে কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্য ভক্তের দোহাই দিয়া তাঁহাদের অতিমর্ত্য লীলার অবৈধ বিকৃত অনুকরণই 'শ্রীচৈতন্য-পন্থানুসরণ' নামে প্রচলিত থাকিয়া জগন্মঙ্গলের পরিবর্তে জগজ্জঞ্জাল বৃদ্ধি করিতেছে।

ভগবদ্যাত্রা-মহোৎসবাদি দর্শনও আজকাল অচৈতন্য-মাত্রার আবরণে 'ইডেন গার্ডেনে' বিলাসসহচরগণ-সঙ্গে ভ্রমণাদির ন্যায়ই আক্ষেন্দ্রিয়-তর্পণপরা বিলাসচেষ্টার অন্যতম হইয়া পড়িয়াছে। "কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা"—এই কথাটী যেন একটা অভিনব, অস্বাভাবিক কথা বলিয়া অনেকের মনে হইতেছে।

জীব যখন এইরূপ জড়সম্ভোগবাদে প্রমত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের আচার প্রচারানুসরণ বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন শ্রীচৈতন্যদেব "হৃৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"—তাঁহার এই সনাতনী ভবিষ্য-বাণীর সার্থকতা সম্পাদনের জন্য তাঁহারই কোন নিজ জনকে জগতে প্রেরণ করিলেন। আজ যে শ্রীচৈতন্য-বাণীর সাহায্যে এই ভীষণ অচৈতন্য-যুগে, অচৈতন্য বিশ্বে কৃষ্ণ-চৈতন্য সঞ্চার হইতেছে,—আজ যাঁহার কৃপায় অচৈতন্য বিশ্ব মরুভূমিতে ভক্তিবল্লাকিনীর মহাপ্লাবন উপস্থিত হইয়াছে,—আজ যাঁহার কৃপায় চৈতন্যানুকরণের পরিবর্তে চৈতন্যের আচার প্রচারের প্রকৃত অনুসরণ প্রবর্তিত ও প্রচলিত হইতেছে, সেই আচার্যবর্য গৌরজন

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য ও চৈতন্যভক্তগণের লীলাস্থল এই বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্রে বঙ্গোপসাগরতটস্থিত শ্রীজগন্নাথমন্দিরের সংলগ্ন বৈকুণ্ঠ-ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অবতীর্ণ হইয়া তিনি শ্রীজগন্নাথ-দেবের মহাপ্রসাদ সেবন, ভগবৎকীর্ত্তন ও শ্রবণ ব্যতীত অন্য কোন ইতর বস্তুর সেবায় মুহূর্ত্তমাত্রও ব্যয় করেন নাই, তাঁহারই কৃপায় শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার প্রচারলীলার অনুসরণে প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্ব্ব হইতে গৌড়মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডলের নিষ্কপট বৈষ্ণব-মণ্ডলী এবং সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের সম্মেলন-সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব হইয়া থাকে। এবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলানু-সরণে শ্রীচন্দনযাত্রা-মহোৎসব এবং তৎপূর্ব্বেই গৌড়ীয় ভক্তগণের আগমন-সংঘটন করাইবার জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচন্দন-যাত্রার মাসাধিক কাল পূর্ব্বে শ্রীপুরুষোত্তমে শুভ-বিজয় করিয়াছেন।

গত অক্ষয়-তৃতীয়া দিবস শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট-পরিপূরণ-কারী গৌরজন শ্রীল প্রভুপাদের অভিলাষানুসারে শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে শ্রীমায়াপুরচন্দ্র-বিজয়-বিগ্রহ গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে উপস্থিত হইয়াছেন এবং গৌড়ীয়-ভক্তগণ শ্রীপ্রভুপ্রিয়-দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ রাঘবের ঝালিও গৌড়দেশ হইতে আনয়ন করিয়াছেন। "দৈবে জগন্নাথের সেদিন জলকেলি।" প্রভুপাদ ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে মহাপ্রভুর সেবার জন্য বৈদ্যুতিক যান আনয়ন করাইয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠের ব্রহ্মচারী-ভক্তগণ তিনশত মাইলের অধিক পথ এবং তেরটী নদী পার হইয়া বহু ব্যয় ও পরিশ্রম সহকারে প্রভুপাদের নির্দ্দেশ মত মহাপ্রভুর সেবার জন্য পুরুষোত্তমে এই যান আনয়ন করিয়াছেন। নানাবিধ পুষ্প, মালা ও বিচিত্র পতাকায় সুশোভিত বৈদ্যুতিক যানে শ্রীমায়াপুরচন্দ্র-বিজয়বিগ্রহকে আরোহণ করাইয়া সুরম্য তালবৃন্ত ও চামর ব্যজনে ব্যজন করিতে করিতে, চৈতন্য-গোষ্ঠীর সর্ব্বাগ্রণীরূপে শ্রীচৈতন্যের আচার-প্রচারের বিজয়-বৈজয়ন্তী শ্রীহস্তে ধারণ পূর্ব্বক শ্রীমন্মহা-প্রভুর যানের অনুগমন করিতে করিতে, বিপুল সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রামুখে গৌরজন শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে নরেন্দ্রের পথে পরমানন্দভরে বিজয় করিতেছিলেন। পথিমধ্যে বহু উৎকল ভক্ত সংকীর্ত্তনে যোগদান করিতেছিলেন এবং রাজপথের দুই পার্শ্ব হইতে সমুৎসুক দর্শকবৃন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমান-বিজয় দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছিলেন। মহাপ্রভু যখন সংকীর্ত্তন-মণ্ডলীর সহিত শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে

শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বার

উপস্থিত হইলেন, তখন জগন্নাথ গোষ্ঠীও উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুকে দর্শন এবং বন্দনা করিতে থাকিলেন। শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠী ও শ্রীজগন্নাথ-গোষ্ঠীর সম্মিলনে এবং মহাসংকীর্ত্তনের ধ্বনিতে অম্বরজোড়ী তুমুল কৃষ্ণকোলাহল উপস্থিত হইল। চৈতন্য-গোষ্ঠী ও জগন্নাথ-গোষ্ঠী একত্র সম্মিলিত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য-সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বিমান-বিজয়-কালে শ্রীরাধামদনমোহনদেবের বিশ্রামের জন্য সিংহদ্বার হইতে রাজপথের বিভিন্ন স্থানে সুশীতলছায়-মণ্ডপসমূহ বিরচিত হইয়াছিল। মণ্ডপ সমূহ তালপত্রের চন্দ্রাতপে এবং তাহা হইতে লম্বমান বনফুলমালঞ্চ, নব-কিসলয়-তোরণ এবং বিচিত্র ফলসম্ভারে বিভূষিত হইয়া শ্রীরাধামদনমোহনের সুখকর ও সুরম্য বিশ্রামাগার রচনা করিয়াছিল। নরেন্দ্রের

দিকে বিজয়কালে শ্রীরাধামদনমোহনদেব সেই সকল স্থানে বিমান স্থগিত করিয়া স্বারসিকী সেবানিপুণ ভক্তগণের প্রদত্ত গ্রীষ্মকালোপযোগী সুশীতল পানীয়, মিষ্ট ফলমূল ও নানাবিধ উপকরণ এবং চামর ব্যজনাদি দ্বারা সেবিত হইতেছিলেন।

এদিকে শ্রীল প্রভুপাদও শ্রীরাধাপুরচন্দ্রকে লইয়া শ্রীরাধামদনমোহনদেবের অনুগমন করিতেছিলেন এবং সেই সুশীতল-ছায়-বিশ্রামস্থলে মহাপ্রভুস্থানের পরিরোধ করিয়া মহাপ্রভুকে মিষ্টপুষ্পচন্দন, গৌড়দেশ হইতে রাঘবের ঝালি-মধ্যে গৌড়ভক্তগণের আনীত নানাবিধ মিষ্ট দ্রব্যসম্ভার এবং চামর ব্যজনাদি দ্বারা সংকীর্তনমুখে সেবা করিতেছিলেন। শ্রীরাধামদনমোহনদেব তাঁহার ঐশ্বর্যের সহিত বিমান-বিহার ও সঙ্কীর্তন-নৃত্য প্রবণ-দর্শন করিতে করিতে ক্রমে শ্রীজগন্নাথবল্লভ অতিক্রম করিয়া শ্রীনরেন্দ্র সরোবরের কূলে সমুপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লইয়া তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ নরেন্দ্রে আগমন পূর্বক বৈশ্রান্তিক যান হইতে শ্রীরাধাপুর-চন্দ্রকে নরেন্দ্রের কূলে অবতরণ করাইলেন। শ্রীচৈতন্যমঠের কীর্তনপ্রচারক শ্রীপাদ ঈশান দাস ভক্তিবিল্লবপ্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতোক্ত শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠী ও শ্রীজগন্নাথগোষ্ঠীর নরেন্দ্রের কূলে সম্মেলন এবং গোবিন্দের শ্রীচন্দন-যাত্রা-লীলা-কীর্তন গান করিলেন। সকলেই সঙ্কীর্তনে যোগদান করিয়া নরেন্দ্রের কূলে আনন্দকোলাহল-নৃত্যে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলানুসরণে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাপুরচন্দ্রকে জলক্রীড়া করাইবার জন্য নরেন্দ্র সরোবরের সলিলে সমুপস্থিত করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র কণ্ঠে 'শ্রীরাধাপুরচন্দ্রের জয় জয়' ধ্বনি আকাশ ভূতল মুখরিত করিয়া তুলিল। এবৎসর শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরের সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় জলের নির্ম্মলতা ছিল না। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ভক্তগণ শ্রীনরেন্দ্রের সলিল মস্তকোপরি ধারণ করিলেন এবং কর্দ্দম-ক্রীড়া করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জলকেলী-লীলা ও শ্রীজগন্নাথমন্দিরে পুনরাবর্ত্তন-লীলা কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপ্রভুকে লইয়া শ্রীমন্দিরাভিমুখে চলিতে লাগিলেন।

শ্রীমন্দিরের সম্মুখীন হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব-মণ্ডলী শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুপাদের চরণযুগল বন্দনা করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাপুরচন্দ্রকে লইয়া মৃদঙ্গ-করতালনিনাদিত সঙ্কীর্তনমুখে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে সিংহদ্বারস্থ পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথকে দর্শন, তৎপরে 'বাইশপাহাড়ে' শ্রীনৃসিংহদেব দর্শন এবং শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম-দর্শন-বন্দনা করিয়া শ্রীগরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলানুসরণে ভক্তগণের সহিত শ্রীজগন্নাথদেব দর্শন ও বন্দনা করিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনকালে পুনরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে দণ্ডবৎ নমস্কার করিয়া সঙ্কীর্তন করিতে করিতে সিংহদ্বারের বহির্দ্দেশে আগমন করিলেন। সঙ্কীর্তন-সম্প্রদায় উচ্চ-কীর্তন করিতে করিতে ভক্তগৌরাঙ্গের অনুগমন করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীগৌরবিনোদ-মাধবগৌড়ীয় সন্ধ্যারাত্রিক-সংকীর্তন সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ, মহাপ্রসাদ সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া যামিনী যাপন করিলেন।

শ্রীচন্দন-যাত্রা উৎসবের প্রথম দিবসের এই বিবরণ।

প্রতিবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ সংখ্যার পর)

জয়ানন্দ ও তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল সম্বন্ধে যথাসম্ভব দুই একটী কথা আলোচনা করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দীনেশ বাবু বলেন, মহাপ্রভুর তিরোধানের মাত্র ৭ বৎসর পরে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। যদি ইহা সত্য হয়, তবে ঠাকুর বৃন্দাবন দাস জয়ানন্দের গ্রন্থ রচিত হইবার অনেক পরে নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহার নাম চৈতন্যমঙ্গল দিয়াছিলেন কেন? সকলেই অবগত আছেন যে, ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতের নাম পূর্ব্বে 'চৈতন্যমঙ্গল' ছিল।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সুবিখ্যাত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য-ভাগবত 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' নামেই উল্লিখিত দেখিতে পাই। পরে ঠাকুর শ্রীলোচন দাস যখন তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার গুরুদেব শ্রীখণ্ডের শ্রীল ঠাকুর নরহরি সরকার মহাশয়ের চরণাশ্রিতকে উপস্থিত হইয়া নিজ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন, তখন শ্রীসরকার ঠাকুর, ঠাকুর বৃন্দাবনের গ্রন্থের নামানুসারে নিজ শিষ্যের গ্রন্থের নামকরণ দেখিয়া শ্রীলোচন দাসকে বলেন,—"শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের গ্রন্থের অনুকরণে তোমার গ্রন্থের নাম রাখায় তুমি শ্রীপাদ বৃন্দাবন দাসের চরণে অপরাধী হইয়াছ। এজন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর।" শ্রীলোচন দাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে গেলে শ্রীলোচন দাসকে ঠাকুর বৃন্দাবন বলিলেন —"তোমার গ্রন্থের নাম 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'ই থাকুক, আমি আমার গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "শ্রীচৈতন্যভাগবত" নামকরণ করিলাম।" তদবধি ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং ঠাকুর শ্রীলোচন দাসের গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্যমঙ্গল হইল। যদি জয়ানন্দের গ্রন্থ মহাপ্রভুর তিরোভাবের ৭ বৎসর মাত্র পরে রচিত হইয়া থাকে, তবে শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুর জয়ানন্দের গ্রন্থের পরে নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহার নাম "চৈতন্যমঙ্গল" রাখিয়াছিলেন কেন? উহা বর্ত্তমান যুগেও প্রথা-বিরুদ্ধ, সে যুগে ত' সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং অপরাধজনকই ছিল। সুতরাং মহাপ্রভুর তিরোধানের ৭ বৎসর পরে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইয়াছে বলিয়া দীনেশ বাবু যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহা অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা কতদূর নিরাপদ, তাহা বুদ্ধিমান পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন।

জয়ানন্দ যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর এতই সমসাময়িক হইবেন, তবে তাঁহার নামটী পর্য্যন্ত আমরা কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে পাইতেছি না কেন? মহাপ্রভুর লীলাগ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও ঠাকুর লোচনের শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল—এই তিনখানি গ্রন্থে বিশেষতঃ চরিতামৃতে শাখা-পর্য্যায়ক্রমে তাৎকালিক সমস্ত প্রধান প্রধান ভক্তদের নামোল্লেখ আছে, তাহার কোনখানিতেই আমরা জয়ানন্দের নাম দেখিতে পাইতেছি না। শ্রীযুত দেবকীনন্দন দাসের বৈষ্ণব-বন্দনায় তিনি কোন প্রসিদ্ধ ভক্তের নামই বাদ দেন নাই; তিনি কি ভাবে বৈষ্ণবগণের নাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের উক্তিতেই শ্রবণ করুন :—

বৈষ্ণব গোসাঞির নাম উদ্দেশ কারণ।
নানা ক্ষেত্র তীর্থ ভূমি করিনু গমন॥
যথা যথা যাঁর নাম শুনিনু শ্রবণে।
যাঁর যাঁর পাদপদ্ম দেখিনু নয়নে॥
শাস্ত্রে বা যাঁহার নাম দেখিনু শুনিনু।
সর্ব্ব প্রভুর নামমালা গ্রন্থন করিনু॥

এত নিপুণ অনুসন্ধানমূলক বন্দনায় জয়ানন্দের নাম কোথায়?—তবে এই জয়ানন্দ কে? শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থের একবিংশ অধ্যায়ে ২৫৮ পৃষ্ঠার ফুটনোটে লিখিয়াছেন "গদাধরশিষ্য জয়ানন্দ"। কোন্ গদাধর? শ্রীনিত্যানন্দ পরিকর ধনঞ্জয়াবধূত, আর মহাপ্রভুর পরিকর পণ্ডিত গদাধর—এই দুই গদাধরই বৈষ্ণব-জগতে চিরবিখ্যাত। শ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শাখাবর্ণনা আমরা শ্রীচরিতামৃতে দেখিতে পাইতেছি। কৈ, তাহার মধ্যে ত জয়ানন্দের নাম নাই?

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, "মহাপ্রভুর মায়া শরীর পড়িয়া রহিল!"

"এ মায়া শরীর তথা রহিল যে পড়ি"—এই কথা নাকি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আছে।—মহাপ্রভুর দেহ মায়িক বা তাঁহার দেহদেহীভেদ আছে,—একথা মহাপ্রভুর আবির্ভাবের দিন হইতে অদ্যাবধি কোন বৈষ্ণবের মুখে বা বৈষ্ণব গ্রন্থে কেহ শুনে নাই বা পাঠ করে নাই।

ইহা বৈষ্ণবদের গোঁড়ামী হউক, মূর্খতাই হউক, দীনেশ বাবু-প্রমুখ আধুনিক শিক্ষিতসম্প্রদায় যাহাই কেন মনে করুন না, কোন বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবাশ্রিত জন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ বা কোন অবতার অবতারী বিষ্ণুতত্ত্বকে কখনও মায়িক দেহধারী ভাবিতে পারেন না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ কেন, রামচন্দ্র, নৃসিংহ, বরাহ, কূর্ম্ম, মৎস্য প্রভৃতি সমস্তই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—ইহাই নিখিল বৈষ্ণব জগতের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত। জয়ানন্দ যদি বাস্তবিকই বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রিত লোক হইতেন, তবে "মহাপ্রভুর দেহ মায়িক",—একথা তিনি কখনও বলিতে পারিতেন না।

এই "মায়াশরীর" কথাটা কি সূত্রে জয়ানন্দ জানিতে

পারিলেন, তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ তাঁহার গ্রন্থে আছে কি না জানিনা, দীনেশ বাবুও সে সম্বন্ধে কিছু লিখেন নাই। কাজেই মনে হয় উহা জয়ানন্দের সাধারণ জীবসংস্কারমূলক অনুমান ব্যতীত আর কিছুই নহে। জয়ানন্দ যাহাই লিখুন, মহাপ্রভু যে আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময়ে অপ্রকট লীলা প্রদর্শন করেন নাই, ঐ লীলা যে মাঘ মাসে সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে চারিটি কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—সমুদ্রে নিমজ্জন, জগন্নাথে লীন হওয়া, গোপীনাথে লীন হওয়া, ও চরণকমলে ইষ্টক বিঁধিয়া তৎসকাশে (লেপ টিকৃ'য়ে নাকি ?) দেহত্যাগ; আমরা এই চারিটী কিম্বদন্তীরই প্রতিবাদ করিতেছি। মহাপ্রভুর দেহ মহারাজ প্রতাপরুদ্র গোপনে গুণ্ডিচা মন্দিরে সমাহিত করিয়াছেন,—ইহা একেবারেই ভিত্তিহীন একটা মনগড়া মতবাদ বিশেষ, তাহা বোধ হয় এই প্রবন্ধে বিশদভাবে দেখান হইয়াছে।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, পাছে গৌরলীলার নিত্যত্বে কাহারও সন্দেহ হয়, এইজন্য মহারাজ প্রতাপরুদ্র গোপনে মহাপ্রভুর দেহ গুণ্ডিচা মন্দিরে সমাহিত করিয়া "তিনি জগন্নাথে লীন হইয়াছেন",—এই কথা রাষ্ট্র করিয়াছেন। গৌরপার্ষদ মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রতি এমন অপরাধজনক উক্তি দীনেশবাবুর পক্ষেই সম্ভবপর হইয়াছে। অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ ত' দূরের কথা, ভগবদ্ভক্ত, এমন কি, যোগিপুরুষগণের পর্য্যন্ত জগতে দেহ না রাখিয়া প্রয়াণের কথা প্রত্যক্ষিত সত্যরূপে পৃথিবীর ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমৎ কবীরজী এইজগতে দেহ রাখিয়া যান নাই,—ইহাও জগতে প্রসিদ্ধ আছে। পাশ্চাত্য দেশেও ধর্ম্ম ইতিহাসে এরূপ বহু বহু প্রমাণ আছে। এমন কি, বর্ত্তমান কালেও সিদ্ধ ভক্তদের মধ্যে এ দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নহে।

স্বয়ং ভগবান্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণও জগতে দেহ রক্ষা করিয়া অপ্রকট হন নাই,—ইহা ভাগবতপ্রসিদ্ধ কথা। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর যে স্ব-স্বরূপে অপ্রকট হইয়াছেন, ইহাতে বিস্ময় বা অবিশ্বাসের কি হেতু আছে? শুধু যে সঙ্গোপন-লীলাকালেই তিনি আপনাকে অন্তর্হিত করিয়াছেন, তাহা নয়, তাঁহার প্রকট-লীলাতেও একাধিকবার একাধিক স্থান হইতে আমরা তাঁহার অন্তর্ধান দেখিতে পাই। শ্রীচরিতামৃতে 'মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ' পাঠ করিলে পাঠক এ কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

জানিনা, কেন দীনেশবাবু শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের উপর জাতক্রোধ। তিনি ত' কৃষ্ণলীলার ব্যাসের ন্যায় কাহাকেও "হরিদাস" বলেন নাই। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনকে তিনি কথায় কথায় ব্যঙ্গ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। "বৃন্দাবন দাস প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় গৌরাঙ্গের অলৌকিক লীলা বর্ণন করিয়াছেন।" "প্রত্যক্ষদর্শী" শব্দটী দীনেশবাবু যেভাবেই প্রয়োগ করিয়াছেন, দেবী সরস্বতী ঐ শব্দটী দ্বারা ঠাকুর বৃন্দাবনের মহিমাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। সত্যই বৃন্দাবন দাস গৌরলীলার প্রত্যক্ষদর্শীই বটেন। শ্রীব্যাসদেব যেমন চিৎসমাধিযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা দর্শন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, গৌরলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনও চিৎসমাধিতে গৌরলীলা সন্দর্শন করিয়াই বর্ণন করিয়াছেন। তাই কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন :—

"বৃন্দাবন দাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।"

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, "এমন কি বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের বাল্য জীবনের শিক্ষক গঙ্গাদাসকে শ্রীকৃষ্ণ-গুরু সান্দিপনীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। চৌলে অধ্যাপননিরত নদিয়া চৈতন্যকে বৃন্দাবনদাস নৈমিষারণ্যে ঋষিগণবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে উপমা দিয়াছেন। এই সময়ের চেষ্টা যতই সুন্দরপরাহত হোক, গোঁড়া বৈষ্ণবেরা উহাই শুনিতে চাহিতেন এবং চৈতন্যের সঙ্গীরা যে রাধিকার সখীদের অবতার, তাহা কড়চাকারে সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় লিখিয়া কৃষ্ণতত্ত্ব ও চৈতন্যতত্ত্বের অভেদত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত ছিলেন।" দীনেশবাবু শ্রীকৃষ্ণকে নৈমিষারণ্যে ঋষিগণবেষ্টিত কোন্ শাস্ত্রে দৃষ্টি করিয়াছেন, জানি না। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবলরামকে মাত্র দুইবার নৈমিষারণ্যে ঋষিগণমধ্যবর্ত্তী দেখিতে পাই। একবার ভগবৎ অবমাননাকারী স্বার্ত্তবাদী লোমহর্ষণের নিধনকালে, আর একবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানের প্রাক্কালে। ঠাকুর বৃন্দাবন যে এরূপ ভিত্তিহীন দৃষ্টান্তের অবতারণা করেন নাই, তাহা নিশ্চিত। সান্দিপনী মুনি নৈমিষারণ্যে ছিলেন না, তিনি

ছিলেন অবস্তিপুরে। তবে সান্দিপনী মুনি যে সমাধান পণ্ডিতে সাযুজ্যপ্রাপ্ত এবং শ্রীমতীর সখীগণ ও মহাপ্রভুর কতিপয় পার্ষদ যে একতত্ত্ব, ইহা ঠাকুর বৃন্দাবনদাস ও ত্রিকালদর্শী সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্য একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্নস্থলে পাষণ্ডের [illegible] ক্ষণিকের তরে দ্রবীভূত বা সিদ্ধিদচক্ষুগণের চক্ষে অশ্রুসঞ্চার হইতে পারে। সে নিমিত্ত মহাপ্রভুর সমাধি-স্থানের কষ্টকল্পনা করিবার নিতান্তই প্রয়োজনাভাব। বিশ শতাব্দীর শিক্ষিত যুবকই হউক, আর অতীত যুগের বৃদ্ধই হউক, শ্রীগুরু-চরণে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা ভগবৎতত্ত্বের শিক্ষালাভ করিতে হয়,—ইহাই শাস্ত্রীয় বিধান। সাধারণ লৌকিক বিদ্যা ও যখন গুরুপাদপদ্মের ভিন্ন অর্জ্জন করিবার উপায় নাই, তখন পারমার্থিক বিদ্যা যে মার্কিন মন-বুদ্ধি-মহত্তত্ত্বের একটা খেয়ালের দ্বারা অর্জ্জিত হইতে পারে না, ইহা রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট বাহাদুরের ন্যায় একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে আমাদের বলাই বাহুল্য। প্রস্তুতত্ত্ব বিদ্যালোচনার জন্য দেশে স্থানাভাব নাই, সে জন্য ভক্ত ও ভগবদ্দ্বেষী হইবার কোন প্রয়োজন আছে মনে হয় না।

[সম্পাদকীয় মন্তব্য পরে প্রকাশিত হইবে। গৌঃ সঃ]

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

পূজ্যপাদ শ্রীল "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু:—

শ্রীশ্রীচরণ-কমলেষু,

অসংখ্য দণ্ডবৎপ্রণতিপুরঃসর নিবেদনম্—

মহাত্মন্! শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভেচ্ছায় এবং শান্তিপিপাসু গৌড়ীয় পাঠকবর্গের আগ্রহানুকূল্যে কয়েক বৎসর হইতে গৌড়ীয়-প্রচারকার্য্য সুসম্পাদিত হইতেছে। কিন্তু এ কার্য্যের মূলপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আজ কোথায়? নিখিল বিশ্ব কালের কুক্ষিগত। কালকে আশ্রয় করিয়াই এ সংসারে সকল বস্তুর উদ্ভব ও বিলয় হইতেছে বটে এবং সাধারণতঃ কালকে ঐ সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হয় সত্য, কিন্তু উহার সহিত কালের স্বরূপতঃ কোন সম্বন্ধ নাই। কাল নিমিত্ত মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ঐ সকলের কর্ত্তা যিনি, যাঁহার ইচ্ছায় প্রভাকর নিত্য নিয়মিত সময়ে সমুদিত হইয়া প্রভা বিকীরণ দ্বারা জগতের নব-জীবন সঞ্চারপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট সময়ে অস্তমিত হইতেছে, যাঁহার ইচ্ছায় কাদম্বিনী প্রাবৃট্‌গগনে ঘনীভূত হইয়া প্রচুর বারিবর্ষণ দ্বারা মেদিনীর সস্য-সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনপূর্ব্বক নির্দ্ধারিত সময়ে অন্তর্হিত হইতেছে, যাঁহার ইচ্ছায় ওষধি ও কুসুম সমূহ যথাকালে ফলবান্ ও বিকসিত হইয়া শস্য ও সৌরভ বিতরণ দ্বারা জীবের শারীরিক ও মানসিক পুষ্টি সম্পাদনপূর্ব্বক নিরূপিত সময়ে পরিম্লান হইতেছে, সেই কালাতীত লীলাময় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ইচ্ছাবশেই আমাদের ইহকালের আশ্রয় আদর্শ-চরিত্র মহাপ্রাণ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভুপাদ উপযুক্ত সময়ে আবির্ভূত হইয়া মাদৃশ আত্মবিস্মৃত জীবের দুর্গতি দূরীকরণ জন্য মায়া-সাগর-পারের তরণীস্বরূপ এই ভবজ্ঞানাধার 'শরণাগতি' ইত্যাদি বৈষ্ণবগ্রন্থাবলী রচনা করিয়া এবং স্বীয় সৎসংকল্প সাধুগুরু বৈষ্ণবাচার ও বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ববিষয়ক প্রচার করিয়া আজ বিশ্ব সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছেন।

আমি অল্পদিন হইল গৌড়ীয় পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক হইয়াছি। আজীবন আমার যে সমস্ত বৈষ্ণবধর্ম্মের সংস্কার রাশিকৃত হইয়া হৃদয়কে আবর্জ্জনাময় করিয়া রাখিয়াছিল, শ্রীশ্রীগৌড়ীয়ের কৃপায় সে সমস্ত আবর্জ্জনা অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমি বহুদিন হইতে অজ্ঞতাবশতঃ ও ভ্রমধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সুনির্ম্মল আত্মধর্ম্ম বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানিস্বরূপ কৃত্রিম ভেকধারী, আউল বাউল প্রভৃতি অসৎসম্প্রদায় সমূহের কদর্য্য ভোগসুখরত ব্যবসায়িগণের শাস্ত্রের কুব্যাখ্যাকারী লৌকবিরোধিদিগের কবলে পড়িয়া প্রকৃত পথভ্রষ্ট হইয়া

অন্তের রাস্তায় ছিলাম। শ্রীশ্রীল ঠাকুরের দয়ায় পুরুলিয়া-নিবাসী বহুদিনের গৌড়ীয়-গ্রাহক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সহিত আমার হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় পত্রের একখণ্ড পাঠ করিতে দেন। পাঠ করিয়া প্রকৃত বিশুদ্ধ সুনির্ম্মল পথ পাইয়াছি। আমি প্রত্যেক বৈষ্ণবাচারী মহোদয়গণকে করযোড়ে নিবেদন করি, তাঁহারা যদি প্রকৃত সুপথ চাহেন, অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া মূর্খিধর্ম্মমত প্রকৃত তারকব্রহ্মনাম গ্রহণ ও প্রচারী হইতে চাহেন, তবে "গৌড়ীয়" সাপ্তাহিক পত্র ও শ্রীশ্রীল ঠাকুরের "শরণাগতি" পাঠ করুন, নিশ্চয়ই মহাপ্রভু কৃপা করিবেন ও প্রকৃত সুপথ বুঝিতে পারিবেন।

মহাত্মন্, কয়েকদিন হইতে দুইটী প্রশ্নের উত্তর লইয়া ভয়ানক তর্কবিতর্ক হইতেছে ও আমাদের মনে সংশয়ের উদয় হইয়াছে, কিন্তু এখানে কোন সুমীমাংসার আশা নাই দেখিয়া আপনাদের শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম। আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্ন দুইটীর উত্তর প্রদান করিলে কৃতার্থ হইব।

(ক) মহাভারতে, ভাগবতে ও হরিবংশে রাধার নাম নাই কেন? শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতে এত ব্যাপার করিলেন, তখন রাধা কোথায় ছিলেন? 'রাধা' শব্দ পর্য্যন্ত কোথায়ও নাই।

(খ) শ্রীশ্রীনবদ্বীপের চরণদাস বাবাজীর শিষ্য রামদাস বাবাজী—"তত্ত্ব নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।"—অপ্রতম বেদবিধি ছাড়া, ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর তারক-ব্রহ্ম-নাম বাদ দিয়া, মহাপ্রভুর মুখনিঃসৃত বাক্যাদি ও নাম বাদ দিয়া এই নূতন কল্পিত পদ কোথায় পাইল? বৈষ্ণব শাস্ত্রের কোথায়ও আছে কি না? আমরা জানিতে চাহি, যদি প্রকৃত শাস্ত্রগাড়া হয়, তবে ইহার মধ্যে সুবিস্তীর্ণ রহস্যপূর্ণ ব্যাপার গৌড়ীয় পত্রে লিপিবদ্ধ হইলে এখানে ২।৩ শত ঐ পন্থাবলম্বী ব্যক্তি ঐ রাস্তা ত্যাগ করিবে। ফল কথা, শাস্ত্রের কোন স্থানে আছে কি? না ওটা—মনগড়া? নিজেদের ব্যবসায় বিস্তীর্ণ করিবার জন্য গৌর-বিরোধীরা ঐ কৃত্রিম অশাস্ত্রীয় ব্যবসাদারী নূতন অসম্পূর্ণ নাম বাহির করিয়াছেন।

আমি শুধু গ্রাহক নহি, শ্রীশ্রীল ঠাকুরের কৃপায় ভিখারী হইয়া যাহাতে গৌড়ীয় প্রচার হয়, তদ্বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি ও করিব। যাঁহারা অন্ধবিশ্বাসে সহজিয়া, ভাড়া, কর্ত্তাভজাদের ও আউল বাউলদের কবলে পড়িয়া যথার্থ সুপথ পাইতেছেন না, তাঁহাদিগকে "শরণাগতি" দিয়া প্রকৃত শরণ করাইবার জন্য আজীবন কায়মনোবাক্যে শপথ করিলাম। কারণ, আধুনিক দেশে প্রকৃতযুগধর্ম্ম প্রচার হইলে বা অন্ততঃ গৌড়ীয় পাঠ করিলে দেশে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম-সংস্থাপন হইত, 'যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়।' অতএব এত "স্বদেশী স্বদেশী" করিয়া লোককে হৈচৈ ও ধাঁ পাইতে হইত না।

বৈষ্ণব দাসানুদাস-সেবকাধম
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত।
সাং বিউর বাঁকুড়া,
হাঃ সাকিন পুরুলিয়া, নদিয়া।

উত্তর

(ক) মহাভারত, হরিবংশাদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সাধারণ উচ্ছৃঙ্খল জীবগণের মঙ্গলের জন্য ব্যাস-মুনিকাদির গল্প বা নানা প্রকার চরিত্রের অবতারণা করিয়া সাধারণ নীতি এবং কর্ম্মজ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির কথাই অধিকাংশ-রূপে তত্তদধিকারী জনগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। কোথায়ও কোথায়ও দাস্যরসসাম্য গৌরবপ্রধান সখ্য-বাৎসল্য-মধুররসাদির কথা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উন্নতোজ্জ্বলরস এবং সাধ্যশিরোমণি শ্রীবার্ষভানবীর রতির কথা যাহা,—

"কহিবার কথা নয়, কহিলে কেহ না বুঝয়,"
* * *
"সেই প্রেম নরলোকে না হয়।"

—তাহা সাধারণ নীতিবাদ বা ভগবদ্ভক্তির উপমানস্বরূপ দাস্যরসমাত্র-প্রতিপাদ্য গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারতাদি অখিল শাস্ত্র রচনা করিয়াও যখন হৃদয়ে পরমশান্তি অনুভব করিতে পারিতেছিলেন না, এইরূপ অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীনারদের কৃপায় বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ দ্বারা তাঁহার কর্ম্মজ্ঞান-যোগাবৃত ভক্তিসূর্য্যের চিত্ত পরিমার্জ্জিত হইয়া পরম নির্ম্মল শুদ্ধভক্তিরসময় হইলে তিনি সেই নির্ম্মল হৃদয়ে পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন এবং অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাকথারসমন্বিত পারমহংস্য সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রোজ্ঝিত-কৈতব শুদ্ধভক্তির উপদেশ আছে। তাহাতে পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নানা অংশাবতারগণের চরিত্র দ্বারা শুদ্ধভক্তির উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি সেবোন্মুখচিত্তে ঐ সকল বিষ্ণুতত্ত্বের চরিত্র আলোচনা করিলে সর্ব্বানর্থমুক্ত হইয়া দশম স্কন্ধের বর্ণিত পূর্ণ পুরুষ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অতিমর্ত্য-লীলার কথা ধারণা করিবার অধিকারী হন। অনর্থযুক্ত পুরুষ ব্যতীত পূর্ণপুরুষের সর্ব্বোত্তমলীলার কথা আলোচনার অপরের অধিকার নাই, একমাত্র পরমহংস-গণেরই তাহাতে অধিকার। ইহা ভাগবত-বক্তা, পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশুকদেব গোস্বামীপ্রভু ১০ম স্কন্ধের—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।"

—শ্লোকেই জানাইয়াছেন। স্বরূপ-রামরায়াদি পরমহংস-কুল যে অতিমর্ত্য সাধ্যশিরোমণির কথা আলোচনা করেন, তাহা অনর্থযুক্ত সর্ব্বসাধারণের বিচারানুকূল করিয়া ব্যক্ত করা হয় নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা শ্রীরাধার নাম ইঙ্গিতমাত্রে বলা হইয়াছে; কারণ,—

"এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ়—কহিতে না যুয়ায়।
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ়॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥
যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৪র্থ পঃ)

"অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়। বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়।"—এই বাক্যের সত্যতা রক্ষা করিবার জন্য শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু (ভাঃ ১০।৩০।২৮) গোপীগণের উক্তিতে—"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরী-শ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ।"—শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। এই শ্লোকে যে নিগূঢ়-ভাবে শ্রীরাধার নাম ও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভাত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা রসিক ভক্ত অর্থাৎ পরমহংসগণই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভাগবত-বক্তার উদ্দেশ্য নয় যে, অভক্ত মায়ামুগ্ধ মূঢ়লোক, অনর্থযুক্ত লোক, অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপস্যাবৃত অভক্ত উষ্ট্র বা প্রাকৃত সহজিয়া, মিছাভক্তরূপ অভক্ত উষ্ট্রের ইহাতে প্রবেশ হয়। কারণ, পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর যেরূপ যুবা-ধর্ম্মের কথায় প্রবেশ নাই, উহাকে জোর করিয়া প্রবেশ করাইতে গেলে তাহা শিশুর পক্ষে সমূহ অমঙ্গলেরই কারণ হয়, সেইরূপ অনর্থযুক্ত অ-পরমহংসকুলের সাধ্যশিরোমণি-কৃষ্ণপ্রিয়তমার কথায় প্রবেশ নাই, তাই মঙ্গলকামী ভাগবতবক্তা মধুররসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলম্বন শ্রীরাধার নামটী সঙ্কেতমাত্রে জানাইয়া-ছেন। ইহাতে "রাধার নাম ভাগবতে নাই" মনে করিয়া যে অনেক ভবপথের পথিকগণ অযোগ্যাবস্থায় শ্রীরাধার নাম বা লীলা (?) লইয়া ছিনিমিনি খেলা হইতে বিরত হইয়াছেন বা হইবেন, তাহাতে ভালই হইয়াছে,—

"যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ, আছে ত্রিভুবনে॥"

প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায়, গ্রাম্য সাহিত্যিক সম্প্রদায় যে গায়ের জোরে "রাধার নাম" (?) লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছেন, নানাপ্রকার ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদেরও প্রকৃত প্রস্তাবে রাধাতত্ত্বে বা উহার তাৎপর্য্যে প্রবেশ হয় নাই। তাঁহাদের "রাধাতত্ত্ব বুঝিয়া ফেলিয়াছি" মনে করা রাবণের মায়াসীতাহরণের ন্যায়। এই সব কারণেই শ্রীমন্মহাভারতাদি ধর্ম্মগ্রন্থে শ্রীরাধার নাম নাই এবং পরমহংসগণের পরমনিধি শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে শ্রীরাধার নাম ও লীলার সঙ্কেতমাত্র আছে।

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টভাবে কেন শ্রীরাধা নামের উল্লেখ নাই, তাহা জানাইয়াছেন।

"গোপীনাং মহিমা কশ্চিজ্জ্ঞায়তেঽপি পরাত্মনে।
ন যয়া স্বমুখে কর্ত্তুং বেদধর্ম্মদিকয়া যথা॥
অহো! কৃষ্ণপ্রিয়াঃ সদা নামানি কীর্ত্তয়েৎ।
কৃষ্ণস্য তৎপ্রিয়ানাঞ্চ ভৈষ্ম্যাদীনাং স্বকর্ম্ম॥
গোপীনাং বিত্তভাস্কুতস্ফুটতরপ্রেমানলার্চ্চিশ্ছটা-
ধ্বস্তাঘানাং কিল নামকীর্ত্তনকৃতাত্তাসাং বিশেষাৎস্ফুতেঃ
ভক্তীকৃত্যমনোজ্ঝিতাত্রকণিকাস্পর্শেন সদ্যো মহা-
বৈকল্যং স ভবন্ কথাপি ন মুখে নামানি কর্ত্তুং প্রভুঃ॥"

(শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১ম খণ্ড ৭ম অঃ)

মল্লিকা যেরূপ তন্তুযে মেরু ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও গোপীগণের কোন একজনেরও মহিমা এই মুখে বলিতে পারি না। আমার গুরুদেব পরমহংস-কুলশেখর শ্রীল গুরুদেব গৌরাঙ্গপ্রভু কৃষ্ণাবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রিয়া রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণের নামসমূহ সর্ব্বদাই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি মর্য্যা-প্রতি-বিগ্রহ ব্রজগোপীগণের নাম কখনও মুখে উচ্চারণ করিতে পারেন না। কারণ তিনি কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট হইয়াই নামকীর্ত্তন করিতেন। তাহাতে গৌরব বা মর্য্যাদার অবকাশ নাই। অতি বিস্তৃত, সর্ব্ব-বিলক্ষণ, পরমপ্রকটিত প্রেমানল শিখার তাপে দগ্ধ গোপীগণের নাম কীর্ত্তন করিলে তাঁহাদিগের স্মরণে তৎ-সম্বন্ধীয় তীক্ষ্ণ প্রেমানল হইতে সমুত্থিত উচ্চশিখাগ্র-কণিকার স্পর্শমাত্র বৈকল্যের উদয় হয় বলিয়া তিনি ব্রজগোপীগণের নাম মুখে উচ্চারণ করিতে পারেন না।

(খ) এই প্রশ্নের উত্তর একাধিকবার বিস্তৃতরূপে শ্রীপত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। গত ৬ষ্ঠ বর্ষের গৌড়ীয়ের ২০শ সংখ্যার ১০ম পৃষ্ঠায় "কুরাহাস্ত-স্বাস্থ-ভাস্কর"-শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ের চরম মীমাংসা প্রদত্ত হইয়াছে অর্থাৎ "গৌর নিতাই রাধে শ্যাম" প্রভৃতি নবকল্পিত ছড়া যে সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বমহাজন ও সর্ব্বগুরুবর্গের দ্বারা অননুমোদিত ও বিগর্হিত, তাহা বহুভাবে দেখান হইয়াছে। কি শাস্ত্রগত, কি ভাবগত, কি ব্যাকরণগত, কোন বিষয়েই উহার সঙ্গতি নাই। বর্ত্তমান বর্ষের গৌড়ীয়েও (৭ম বর্ষ, ১৭শ সংখ্যার ১৩শ পৃষ্ঠায়) বাঁকুড়ার শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ দত্ত মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে উহার মীমাংসা প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং ঐ বিষয়ের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাদৃশ ছড়াগানে সুরের তাঁত তাল থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া উহা সংকীর্ত্তনই নহে, এরূপ বলা যায় না।

সমগ্র বৈষ্ণব-শাস্ত্রের কোথাও ঐরূপ নবকল্পিত ছড়া কল্পনা করিবার অধিকার-বিষয়ে উল্লেখ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু —স্বয়ং ভগবান্। তিনি ইচ্ছা করিলে নিজেও রচনা করিয়া যে কোন নাম-মন্ত্র প্রচার করিতে পারিতেন। কিন্তু লোকশিক্ষক জগদ্গুরুলীলার অভিনয়কারী শ্রীশ্রীমন্মহা-প্রভুও শ্রৌতপন্থা লঙ্ঘনের আদর্শ প্রদর্শন করিলেন না, তিনি জগতে কলিজীবের পরম মঙ্গলের একমাত্র নিধি যে তারকব্রহ্ম নাম প্রচার করিয়াছেন, তাহা তিনি শ্রৌতপথ হইতে আবিষ্কার করিয়াই জগতে বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীকলিসন্তরণোপনিষদ্, বৃহন্নারদীয় পুরাণাদি শ্রুতি ও শ্রুত্যনুগগ্রন্থে যে মহামন্ত্র গ্রথিত আছে, তাহাই তিনি 'মহামন্ত্র' বলিয়া প্রচার করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও তদনুগ গোস্বামিবর্গ, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস, ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাসাদি আচার্য্যবৃন্দ একে একে যখন অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিলেন, অমনি ধর্ম্মজগতে আবার কলি নানা আকারে হানা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বৈষ্ণবনাম-ধারিগণের মধ্যে দ্যূত অর্থাৎ পাশাখেলা, পান অর্থাৎ পান, তামাক, গাঁজা, অহিফেনাদি মাদক দ্রব্য, স্ত্রীসঙ্গ অর্থাৎ মর্কট বৈরাগ্যের বেশ গ্রহণ করিয়া অবৈধ কামপিপাসা, হূনা অর্থাৎ জীবগণকে বিপথে চালিত করা রূপ হিংসা এবং জাতরূপ অর্থাৎ নানাপ্রকার অবৈধভাবে কনক-সংগ্রহের চেষ্টা প্রচলিত করিয়া কলি তাহার স্থান খুঁজিয়া লইল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি কলি ভাবিয়া দেখিল—"আমি ত জগতের সর্ব্বত্রই আধিপত্য বিস্তার করিলাম, কেবল জগতে আমার একটী মাত্র বৈরী রহিল, সেটী ঐ কলিসন্তরণ তারকব্রহ্ম নাম। কোনও প্রকারে ইহাকে আক্রমণ করিতে না পারিলে জগন্নাথের আমার একচ্ছত্রতা কিছুতেই বিস্তৃত হইতে পারিবে না। কিন্তু নাম যে সর্ব্বশক্তিমান, তিনি যে অপ্রাকৃত সাক্ষাৎ শ্রীহরি, আমার সাধ্য কি তাঁহাকে স্পর্শ করি—আক্রমণ করি। তবে নামকে আক্রমণ করিতে না পারিলেও লোকের ইন্দ্রিয়ের নিকট আবরণ করিবার শক্তি আমার আছে।"—এই বিচার করিয়া কলি একদিকে মায়াবাদী, স্মার্ত্ত, কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-তপস্বি-সম্প্রদায়ের লোকসঙ্ঘের "অপ্রাকৃত শ্রীনামে সহজ প্রাকৃত বুদ্ধি" পরিবর্দ্ধিত করাইয়া তাহাদিগকে নামের প্রতি সন্দেহযুক্ত করাইয়া দিল। ইহাতেও কলি নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। কারণ, শত্রুর শেষও রাখিতে নাই। কলি মনে মনে ভাবিল,—"কর্ম্মী জ্ঞানী প্রভৃতির উপর আমার আধিপত্য হইল বটে, কিন্তু যাঁহারা অন্ততঃ মুখে ভক্তি স্বীকার করেন, তাঁহারা যদি কোন দিকে আমার কবল হইতে এড়াইয়া যান, তাহারও পথ রুদ্ধ করিতে হইবে।" তাই কলি মুখে-ভক্তিস্বীকারকারী ইন্দ্রিয়পরায়ণ সম্প্রদায়ের নামাপরাধে 'নাম'-বিবর্ত্তবুদ্ধির উদয় করাইয়া দিল।

লোক-দেখান-তিলক-মালাধারী প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায় অপরার্থ সিদ্ধির জন্য নামাপরাধকেই 'নাম' বলিয়া চালাইতে থাকিল এবং নামাপরাধের পুণ্যময় ফলস্বরূপ ধর্ম, অর্থ, কাম, কখনও পাপময় ফলস্বরূপ অধর্ম, অনর্থ ও কামের অতৃপ্তি লাভ করিতে থাকিল। এই সময় সংকীর্তন-পিতা গৌরনিত্যানন্দের ইচ্ছায় অকৃত্রিম নাম-চিন্তামণির এক অভিমর্ত্য বহুরী গোলোক হইতে ভূলোকে আসিয়া সকলকে নকল ও আসল নামের অর্থাৎ নামাপরাধ, নামাভাস ও শ্রীনামের পার্থক্য বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। কলি ভীষণ বিপদ গণিল, এবার আর একজন রাজা বিস্তার চেষ্টা বুঝি সফল হইল না। কলি বিচার করিল,—"এতদিন ত' আত্মবঞ্চনাকামী ও বঞ্চক লোকদিগকে নামাপরাধকেই 'নাম' বলিয়া বুঝাইয়া আমার প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছি, এবার যে এক নিত্যমুক্ত বৈকুণ্ঠের বহুরী ঘরে ঘরে শ্রীহরিনাম-চিন্তামণির কষ্টিপাথর বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে লোকে নামাপরাধ ছাড়িয়া কোনও দিন যদি নামাভাস করিয়া ফেলে, তবে আমার হাত এড়াইয়া ফেলিবে।" তখন দুষ্টবুদ্ধির অগ্রণী কলি চিন্তা করিয়া এক উপায় স্থির করিল, যদি কোনরূপে তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রটা একেবারে বাতিল করিয়া বা ছাঁটকাট করিয়া একটা তত্ত্ববিরুদ্ধ নূতন ছড়া সৃষ্টি করাইতে পারি এবং সেই অপরাধপূর্ণ ছড়াকে 'মহানাম' প্রভৃতি কল্পিত ও বিপ্রলিপ্সার নামে অভিহিত করাইয়া অপরাধের প্রতি অবিচারক গণমজ্জলিকার রুচি উৎপন্ন করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রারম্ভে এই সকল কথার ইঙ্গিত আছে; নিষ্কপট, ভজনেচ্ছু, সত্যানুসন্ধিৎসু সাধুগ্রাহিগণ বুঝিতে পারেন।

ভবিষ্যতে কলির এই মৌরাসা হইবে, ইহা লোকহিতকারক, সুদূরদর্শী সাধক শাস্ত্র পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়া সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে সাবধান হইতে বলিতেছেন। যথা শ্রীঅনন্ত সংহিতায় শ্রীনামতত্ত্বপ্রকরণে—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্ বর্ণকানি হি।
কলৌ যুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে॥
বর্জয়িত্বা তু নামৈতদ্ দুর্জনৈঃ পরিকল্পিতম্।
ছন্দোবদ্ধং পুরিদ্ধান্তবিরুদ্ধং নাভ্যসেৎ পদম্॥
তারকং ব্রহ্মনামৈতদ্ ব্রহ্মণা গুরুণাদিনা।
কলিসন্তরণাদ্যাসু শ্রুতিষদিগতং হরেঃ॥
প্রাপ্তঃ শ্রীনারদেনেশ শ্রীনারায়ণ ধীমতা।
নামৈতদ্বহুমং শ্রৌত-পারম্পর্যেণ ব্রহ্মণঃ॥
উৎসৃজ্যৈতন্মহামন্ত্রং যে স্বনাম্নঃ কল্পিতং পদম্।
মহানামেতি গায়ন্তি তে স্যুর্গুরুপদস্পিনঃ॥
তত্ত্ববিরোধসংপূক্তং তাদৃশং দৌর্জনং মতম্।
সর্বথা পরিহার্যাং স্যাদাত্মহিতার্থিনা সদা॥"

অর্থাৎ "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"—এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কলিযুগে মহামন্ত্র এবং জীব তারণে অভিমত। এই নাম বর্জন করিয়া দুর্জন-পরিকল্পিত ছন্দোবদ্ধ, পুরিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ রসাভাসদুষ্ট পদ কদাচ অভ্যাস করিবে না। এই তারকব্রহ্ম হরিনাম আদিগুরু ব্রহ্মা 'কলিসন্তরণাদি শ্রুতিতে পাইয়াছেন, ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রুতি-পরম্পরায় যথাযথ শিষ্য ধীমান্ নারদ এই উত্তম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই মহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহারা অন্যায় কল্পিত পদকে মহানাম প্রভৃতি বলিয়া কীর্তন করে, তাহারা শাস্ত্র ও গুরুজনবঞ্চকাই। আত্মহিতার্থী সর্বদা সর্বতোভাবে তত্ত্ববিরোধপূর্ণ সেই সব দুর্জনের মত (দূরসঙ্গস্থানে) পরিত্যাগ করিবেন।

"গৌরনিতাই রাধে শ্যাম" প্রভৃতি প্রচারকারী কোথা হইতে ঐ ছড়া পাইলেন? বৈষ্ণব ও আচার্যগণ শ্রৌতপন্থী; তাঁহারা গুরুজনবঞ্চনপূর্বক কখনও স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করেন না। ঔঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, যাঁহাকে শুনা যায়, ছড়াকল্পনাকারী সম্প্রদায় পরমগুরু বলিয়া নাকি মুখে স্বীকার করেন, তিনি ঐ ছড়ার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ছিলেন এবং একদিন তাঁহার ভজন কুটীরের নিকট কেহ ঐ ছড়া গান করিতে করিতে আসিলে বৈষ্ণব সার্বভৌম জগন্নাথ বাবাজী মহারাজ তাঁহার কোন সেবককে বলিয়াছিলেন,—"ঐ তত্ত্ববিরুদ্ধ ছড়াকীর্তনকারী জড়প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তির যার মানা, তাহাকে এখানে আসিতে দিও না।" যাহাকে গুরুবর্গ তত্ত্ববিরুদ্ধ অপরাধ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, ঐরূপ অপরাধকে 'মহানাম' প্রভৃতি বলিতে

যাওয়া এবং তদ্দ্বারা নামপুত্রাপ্রতিষ্ঠাদি ভক্তির উপশাখা বৃদ্ধির চেষ্টা করা কি কলির মন্ত্রণা নহে? ব্যক্তিবিশেষকে অবৈধভাবে "গৌরনিতাইবিদলিত-ভক্ত" প্রভৃতি অবতার খাড়া করিবার জন্য ঐ সকল নবকল্পিত ছড়া সৃষ্ট হইলেই যে তাহা নাম বলিয়া পরিগণিত হইবে, ইহা কোন মহাজন স্বীকার করেন নাই বা করিবেন না। অতএব যদি কেহ মঙ্গল চাহেন, তবে কখনও ঐরূপ অপরাধপূর্ণ নবকল্পিত ছড়া প্রভৃতিকে 'মহানাম' বা 'নাম' প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া "মহাপ্রভুর দান", 'নামাচার্য্যের দান' 'গোস্বামিগণের দান,' কলিযুগে একমাত্র ভুবনমঙ্গল পরম কৃপাময় অবতার, জীবের একমাত্র সাধন ও সাধ্য শ্রীনাম—তারকব্রহ্ম শ্রীনামকে কলির বহুবিধি মন্ত্রণায় পড়িয়া হারাইবেন না। যতদিন পর্য্যন্ত এইবুদ্ধি থাকিবে যে, সই ছড়াও—নাম, আর তারকব্রহ্ম নামও—নাম, ততদিন অসৎ ও সৎএ, অনর্থ ও পরমার্থে অপরাধ ও শ্রীনামে কলির দুষ্ট মন্ত্রণা ও কলিসন্তরণের মহামন্ত্রে সমন্বয় বুদ্ধিরূপ আর এক সর্ব্বনাশকারিণী মায়াপিশাচী আমাদিগকে শ্রীনামভজন হইতে—বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবে। অতএব এই সকল ছড়াকে অপরাধ ও দুঃসঙ্গজ্ঞানে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনামাচার্য্যের কীর্ত্তিত তারকব্রহ্মনাম, পরমকৃপাময় শ্রীগৌরনিতাইয়ের 'নাম,' দশ অপরাধবর্জ্জিত শ্রীরাধাশ্যামের 'নাম' উচ্চৈঃস্বরে সদ্‌গুরুর আনুগত্যে নিরন্তর কীর্ত্তন করিতে হইবে।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহোৎসব

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখা শ্রীপুরুষোত্তম মঠে বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ দুইবেলা নামসংকীর্ত্তন, হরিকথা কীর্ত্তন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছে। বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন।

চিরুলিয়া ও ডুমুরকোন্দা মঠে মহোৎসব

বিগত ২৮শে বৈশাখ (১৩৩৬) শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ শ্রীভাগবতমঠ ও শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে দিবসত্রয়কাল হরিসংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী ও পাঠ-বক্তৃতাদি হইয়াছিল। বহুব্যক্তি মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সকলকেই প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-অগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বারহামপুরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতা দ্বারা জীবগণের নিত্য মঙ্গলের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজদ্বয় কটকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর ও শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরীমহারাজত্রয় শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়ার বার্ষিক মহোৎসব সমাধা করিয়া মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীচৈতন্য মঠের শাখা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকোন্দার বার্ষিক মহোৎসব সম্পন্ন করিয়া ধানবাদে শুদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-মঠ ও শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কর্ত্তৃক

শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক

প্রাণাধিকতমা বৃত্তিঃ চাতুরীমদ্বিতয়ে।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যায় ফল্গু কথ্যতে
শ্রীরূপ-গোস্বামী
'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে ১।২।২৫৫

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬, ২৫শে মে, ১৯২৯ | ৪০শ সংখ্যা

নীলাচলে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ

তৃতীয়-দর্শন-পরিশিষ্ট

(১)

যাঁহার কৃপায় বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তি-ভাগীরথী পুনঃ-প্রবাহিতা হইয়াছে, সেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নীলাচলনাথের তৃতীয় দর্শনে আত্যন্তরীণ প্রয়োজনানুষ্ঠানের কথা বিগত বর্ষের "গৌড়ীয়" পত্রে কিঞ্চিৎ অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

শ্রীরাধামদনমোহনদেব নিত্য অপ্রাকৃত সবিশেষ-বিগ্রহ; তিনি সকল অণুচেতনের এবং অচেতনের মূল আশ্রয়। শ্রীরাধামদনমোহনদেব আধ্যক্ষিক জ্ঞানীর নিকট তাহাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থ ও জড়দ্রব্যের অন্তর্ভূত। সবিশেষ বস্তুতে সেবাবুদ্ধির অনুষ্ঠানমুখে যে কৃত্য, তাহা কনিষ্ঠাধিকার-গত। এই অধিকারে অবস্থিত জনগণ ক্রমোন্নতিক্রমে অধিরোহের প্রথম সোপান দর্শন করিয়া তদুপরি আরোহণ করিবার সামর্থ্য লাভ করেন। দিব্যজ্ঞানের সহিত পূজা-চেষ্টা বিহিত হইলে জীব ক্রমশঃ ভোগ্য বাস্তুজ্ঞানের হস্ত হইতে অবসর লাভ করেন। বাস্তুজ্ঞানে বহির্জগতের ব্যাপার-সমূহ উপাসনার শ্রেণী বলিয়া বিবেচিত হয়। নির্ব্বিশেষ-বিচার বিশেষ-রহিত জড়বর্গে অবস্থিত। জড়-বিশেষে প্রেয়োধর্ম্মমাত্র অবস্থিত বলিয়া জড়নির্ব্বিশেষবাদ জড়-বিশেষবাদকে অতিক্রম করিতে অভিলাষ করে, কিন্তু অনর্থযুক্ত স্বধেচ্ছাচারী অনভিজ্ঞ বদ্ধজীবের চেতনের সহিত জড়ের মিলন-প্রয়াস হইতে প্রেয়োধর্ম্মের অধিষ্ঠান লক্ষ্য করিবার বিষয় হয়। তিনি প্রেয়ঃপথকে স্বীয় স্বভাব-প্রণে তাহাকে শ্রেয়ঃপথের সহিত অভেদ জ্ঞান করিবার জন্য যে প্রয়াস করেন, তাহাতে সংহার-ধর্ম্ম প্রবল হইয়া রৌদ্র-রসের উৎপত্তি-ক্রমে সৌম্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বিচার আহূত হয়। প্রেয়ঃপথে তমোগুণ দ্বারা চালিত হইয়া শ্রেয়ো-বিচারে যে জড়-বিশেষ-বিনাশ উদ্দেশ করে, তাহার সেই প্রাথমিক ভাবটী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রবৃত্তির তাড়না দ্বারা বিনাশ-নিবন্ধনে শ্রেয়ঃ উৎপত্তি লাভ করিবে, ইহা কেবল তাহার অনুমান মাত্র। তমোগুণের ধর্ম্ম যখন প্রবৃত্তিমার্গ ব্যাপারকে স্তব্ধ করিবার প্রয়াস করে, সেইকালে জড়-নির্ব্বিশেষকে চরমগতি বলিয়া লক্ষিত হয়। তখন শ্রেয়ঃ-পুরুষোত্তম হইতে বিপরীত দিকে গমন করিবার প্রেয়োবিচার বস্তুজ্ঞানকে গ্রাস করে।

সূর্য্যোপরাগে চন্দ্রাধিষ্ঠিত রাহু লোকলোচনের দৃষ্টিতে সূর্য্যের তেজঃপুঞ্জকে আবরণ করিয়া দিবাকরের শরীরে তিমির আনয়ন করে এবং সেইকালে সূর্য্যোপরাগ-আলোচনকারীর বিচারে ইহাই নিরূপিত হয় যে, আলোকময় সবিতা কোন কালধর্ম্মে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বে অন্ধকারই প্রবল ছিল, আলোক তাহার-তাৎকালিক অবস্থা মাত্র এবং সূর্য্যের আলোক-রহিত অবস্থিতি নিত্য।

বলিয়া চন্দ্রাধিষ্ঠিত বাহু বা তাহার পুচ্ছ কেতু তাহাকে গ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কিন্তু যেকালে পুচ্ছ-কেতু বা মুখ রাহু চন্দ্রাধিষ্ঠানে অবস্থিত হইয়া সূর্য্যালোককে তাহাদিগের তমঃ মুক্ত করে, সেইকালে দ্রষ্টা জানিতে পারেন যে, সূর্য্যের আলোক-ধর্ম্ম তাৎকালিক বিচারে দ্রষ্টার নয়নপথ আবরণ করিয়াছিল মাত্র, কিন্তু সমস্ত বস্তু আবৃত হয় নাই ;—বস্তুর দ্রষ্টা অক্ষি-গোলকের সাহায্যে দর্শন-শক্তি-বিশিষ্ট থাকায় তাহার দর্শন-ক্রিয়া বাধা প্রাপ্ত হয় নাই, আলোকময় সূর্য্যেরও বিনাশ ঘটে নাই, সূর্য্যের আলোকের বিদ্যমানতা লুপ্ত হয় নাই, পরন্তু দ্রষ্টার তাৎকালিক অবস্থানরূপ অনর্থই সেই আলোক-দর্শনের প্রতি রোধ করিয়াছে। অভ্যাগত প্রতিবন্ধক-রূপ অনর্থ নিবৃত্ত হইলেই দর্শন-শক্তি প্রভাবে সূর্য্যস্থিত আলোকের সহায়তায় সূর্য্য-দর্শনের কোন ব্যাঘাত হয় না। যখন নির্ম্মল সেব্যবস্তু আলোক সঞ্চার করিয়া অক্ষিগোলকের সেবায় নিযুক্ত হইবে, তখন অক্ষিগোলক আলোকময় রবির মহিমা দর্শন করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না।

ভগবচ্ছক্তি সঞ্চারিত হইলেই জীবের অক্ষিগোলকে বস্তু-দর্শনের যোগ্যতা লাভ হয়। সঞ্চারিত-শক্তি জীব বস্তু-দর্শনযোগ্য কৃপা লাভ করিয়া ভগবৎকৃপা-শক্তির উপলব্ধি-ক্রমে সেবোন্মুখ হইতে পারেন। নির্ব্বিশেষ বিচারপর জনগণ কালের আদিতে অবিদ্যমানতার কল্পনা করেন, এবং প্রকাশধর্ম্ম-রাহিত্যে পুনরায় অবিদ্যমানতা কল্পনা করিতে বাধ্য হন, প্রকাশ-ধর্ম্মকে তাৎকালিক মাত্র জ্ঞান করেন, আদি ও অন্তে শূন্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেন, যথার্থিত প্রকাশধর্ম্মকে তমোগুণের বিনাশধর্ম্মেরই বস্তুবিশেষ বলিয়া বিবেচনা করেন এবং যাবতীয় সবিশেষ-প্রতীতি বিনাশধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া কেনবুদ্বুদের ন্যায় জাত হয়, পরিশেষে বুদ্বুদ-বৎ নির্ব্বিশিষ্ট হইয়া পড়ে, মনে করেন। শূন্যবাদের এইরূপ ধারণা চেতনময় সবিশেষবাদকে খড়্গহস্তে আক্রমণ করিবার যে প্রয়াস করে, তাহা নিরাস করিবার জন্য চিদ্বিলাসময় বাস্তববস্তু যে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি প্রপঞ্চে প্রেরণ করেন, তাহাই আপেক্ষিক বিচারে সন্ধিনীশক্তি বা নিত্যসত্তা-প্রকাশকারিণী অপ্রতিহতা শক্তি। কালাধীন প্রকাশে পরিলক্ষিত হওয়ায় সেই সত্তার বিশুদ্ধির অভাবে মিশ্রভাবের আপেক্ষিক ধর্ম্মে তাহার উদয় খণ্ডপ্রতীতিতে লক্ষিত হয়।

বস্তু-ধর্ম্ম, যাহাকে ভাষান্তরে 'শক্তি' বলা হয়, তাহা যখন অচিৎকে নির্দ্দেশ করে, তখনই অচিচ্ছক্তিপরিণত জগৎ চিচ্ছক্তির আংশিক প্রতীতিতে দৃষ্ট হইবার যোগ্যতা লাভ করে। জড়জগতে চেতনধর্ম্ম বিনষ্ট হয় না, পরন্তু খণ্ডপ্রতীতিতে অণুচিদ্ধর্ম্ম প্রবল থাকায় আবৃত হয় মাত্র, আবৃত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইবার ধারণা পোষণ করে। বিক্ষিপ্ত অণুচিৎ সংশ্লিষ্ট বিভুচিৎ হইতে বিক্ষিপ্ত বলিয়া যে 'ভেদ' শব্দের উৎপত্তি, সেই 'ভেদ' প্রাপঞ্চিক অনুপাদেয়তায় আবদ্ধ। জাগতিক হেয়তায় আবদ্ধ বলিয়া তাহাকে অনন্তত্ব বা বৈকুণ্ঠত্ব হইতে ভিন্ন বিচার করিলে যে জড়-ভেদবাদ বেদতাৎপর্য্যময় বেদান্তকে অতিক্রম করে, তাদৃশ ভেদবাদই বিষ্ণুসেবাপর আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক নিরস্ত হইয়াছে।

বৈকুণ্ঠরাজ্য—উপাদেয়, মায়িকরাজ্য—হেয়; বৈকুণ্ঠ-রাজ্য—অনন্ত, মায়াসৃষ্টরাজ্য—খণ্ডিত; বৈকুণ্ঠরাজ্য—বরেণ্য, প্রপঞ্চ—অবরপ্রতীতিতে অবস্থিত। প্রপঞ্চ ও কুণ্ঠের এইসকল ভেদ-বৈষম্যের উপলব্ধিতে অসমর্থ আধ্যক্ষিক জ্ঞানীকে যে অদ্বৈত সমতা-জ্ঞান অভিনির্ব্বিশেষ-বাদের দিকে আকর্ষণ করে, উহাই মায়াপ্রসূত বৈকুণ্ঠ-বিরোধবাদ উৎপাদন করিয়া থাকে।

অচিদ্বিশেষের অনুসন্ধান লইয়া একসময় কণভুক্-সম্প্রদায় পরমাণুবাদের আবাহন করিয়াছিলেন, অক্ষপাদ গৌতম সেই কণভোজিগণের বিচারপ্রণালীর গৌণভাবে সহায়তা করেন, ক্রমশঃ জগতে চেতনবাধক বিচার প্রবলতর হইয়া নিরীশ্বর সাঙ্খ্যবাদে পর্য্যবসিত হয়। আবার প্রকৃত বেদতাৎপর্য্যে প্রবেশাধিকার না পাইয়া যে-সকল গৌড়পাদশিষ্য-সম্প্রদায় প্রজ্ঞয়বৌদ্ধবিশ্বাসের শিষ্য-বৃত্তিতে অবস্থিত হন এবং বিবর্ত্ত-বাদাশ্রয়ে চিন্মাত্রবাদের অংশমাত্র গ্রহণ করিয়া খণ্ডিত-বিচারে বৈকুণ্ঠ আক্রমণ করিবার জন্য রাবণ-জরাসন্ধ প্রভৃতির ন্যায় অবলম্বনপূর্ব্বক চিৎসবিশেষবাদকে আক্রমণ করেন, তাহাদের সেই কেবল-জ্ঞানধর্ম্মি প্রয়োজনীয়ত্ব অভিনির্ব্বিশেষবাদে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত অদ্বয়তায় অজ্ঞান পোষণ করে। তাদৃশ অভদ্রূপ অজ্ঞানকে তাঁহারা 'অদ্বৈতজ্ঞান' নাম দিয়া অদ্বয়জ্ঞানের সহিত বিরোধ কল্পনাপূর্ব্বক অতত্ত্ববিদ্ হইয়া পড়েন।

শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্ববিদ্গণের অদ্বয়জ্ঞান-পরিচয়ে যে 'ব্রহ্ম',

'পরমাত্মা' ও ভগবদ্‌বাস্তবতা প্রপঞ্চাতীত শব্দরাজ্যে অন্বয়-জ্ঞানের প্রকাশক বলেন, তাহাই প্রপঞ্চে ভূতাকাশে আগত হইয়া আধ্যক্ষিকজ্ঞানীর ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সার অক্ষজজ্ঞানকে বিপন্ন করে এবং বিপন্ন-বুদ্ধিতে 'অড়ানির্দ্দিষ্ট বিচারই গ্রহণীয়' বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করাইয়া চিচ্ছক্তিসমন্বয়ের প্রয়াস ও ভগবানের সগুণ নির্গুণ বিচারকে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানাধীন খণ্ডিত-বিচারের আসামী মনে করাইয়া থাকে; কিন্তু এখানে স্বয়ং বাধীই মায়া-বাধাবরণী অর্থাৎ প্রাকৃত-বিচারপরায়ণ। শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার যেকালে কেবলাদ্বৈত-মায়াবাদ বিচার হইতে পৃথগ্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া অদ্বৈতবৈশিষ্ট্য-নিরূপণে অগ্রসর হয়, সেই কালে প্রাপঞ্চিক তর্কবিচার অবলম্বনপূর্ব্বক 'ভেদধিক্কার', 'অদ্বৈতসিদ্ধি', 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি', 'পঞ্চদশী', 'সংক্ষেপ-শারীরক' প্রভৃতি গ্রন্থগুলির বিচার শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, চিন্ত্য-ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত এবং তত্ত্বদ্বৈত বিচার-সমূহকে আক্রমণ করিবার ছলনামুখে কীর্ণ-বিচারপর জনগণের বোধ স্তম্ভিত করে।

ভগবৎকৃপায় সেইকালে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত জীবকে নির্ব্বিশেষবাদের কবল হইতে মুক্তি বিধান করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রম ও উপসংহার আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, মায়াবাদীর আধ্যক্ষিক জ্ঞান—প্রাকৃত বিবর্ত্তে আবদ্ধ।

বিবর্ত্তবাদমুক্ত অপ্রাকৃত শক্তি-পরিণাম-বিচার কোন দিনই বস্তুবিকারবাদের হেয়ত্ব ক্রোড়ীভূত করে নাই। ভগবদ্‌বিশ্বাসরহিত জনগণের মধ্যে যে জড়নির্ব্বিশেষবাদের ন্যূনাধিক অপমল প্রবিষ্ট আছে, তাহার বিমোচনকল্পে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ স্বয়ংরূপ স্বয়ংপ্রকাশ, বাসুদেব ব্যূহচতুষ্টয়, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চারূপে প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া ক্রমোন্নতিক্রমে শ্রীরাধামদনমোহনের সহিত পরতত্ত্ব-বিচারে সমগ্র জগৎ অচিন্ত্যভেদাভেদ-তাৎপর্য্যে প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীরাধামদনমোহনদেব অন্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত স্বীয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহ প্রকটিত করিলে পরমমুক্ত নিত্যসিদ্ধ পার্ষদসমূহ জড়ীয় স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত অপ্রাকৃত চিদ্বিলাসময় শ্বেতদ্বীপ গোলোক-ভূমিকার পরমোচ্চস্তরে অবস্থিত জানিতে পারেন। অড়ের ত্রিপুটী-বিনাশ কখনই চিদ্‌বিলাসরাজ্যে স্বপ্ন-বিক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না।

যাঁহারা "অণ্ডঃ সদ্ভাবিত"-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নির্ব্বিশেষকে চরম-বিশেষ জ্ঞান করেন, তাঁহারা প্রাপঞ্চিক সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক, কুযুক্তি তাড়িত বিবর্ত্তবাদী। আর যাঁহারা "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুসেবনতৎপর, তাঁহারা জানেন যে, বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রকাশসমূহের অন্তরালে জড়নির্ব্বিশিষ্ট ও জড়তা-বিশিষ্ট আংশিক প্রকাশ এবং অপ্রকাশতত্ত্বগণ স্ব স্ব নীড় স্থাপন করিয়া যে শক্তিবিশেষের পরিচালনায় সত্তের অভ্যন্তরেই জড়জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার নিত্য আড়া লাভ করাইবার বিচার আনয়ন করে, সেই বিচারও অনিত্য কালধর্ম্মে অবস্থিত। তাদৃশ অনিত্যতা পরিস্থিত হইলে খণ্ডকালাতীত কাল উহার অভাব পূরণ করে।

নির্ব্বিশেষ ধারণা কালের মধ্যে প্রসূত হইয়াছে, কালরূপী সূর্য্যের খণ্ড আলোকরাহিত্য অবস্থায় যে তমোগুণের ক্রিয়া দেখা যায়, তাহা দর্শকের অনর্থজাত। দর্শক অন্ধ হইবার প্রয়াস করিলেই আলোক ও অন্ধকার উভয় ধর্ম্ম বিগত হইবে,—এরূপ বিচারের পক্ষপাতী হওয়া তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়মাত্র। যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য নির্ভেদজ্ঞানোন্মত্ত বৈদ্যকে আহ্বান করিয়া তাহার নিকট হইতে চিদ্‌বিনাশ-কামনায় মূর্খলোকের কেবল-চেতনরাজ্যের বিলাস-বর্জ্জিত হেয়তা ও অপরতাকে বরণ করিবার যে প্রয়াস, ভগবৎকৃপালব্ধ জনগণ স্বাভাবিক মুক্ত বলিয়া তাহা সর্ব্বদাই অতিক্রম করিতে সমর্থ।

নির্ব্বিশেষ জড়বিচারপর মায়াবাদিসম্প্রদায় জড়ে উপলব্ধ সত্ত্বগুণাধিকারীকে 'বিষ্ণু' সংজ্ঞায় স্থাপিত করিয়া তমোগুণাধিকারী রুদ্রদেব ও রজোগুণাধিকারী বিরিঞ্চিকে সমপর্য্যায়ে স্থাপিত করিবার যে বিচার পোষণ করেন, তাহা অতীন্দ্রিয় বেদমন্ত্রের অবতারণা নহে, ভূতাকাশোত্থ শব্দসমূহে ভোগকল্পে নীয় অবৈধ অহঙ্কার-পোষণ মাত্র। **তদ্ভক্তই শ্রীজগতের নাথ অর্চ্চারূপে অবতীর্ণ হইয়া 'সারং শুদ্ধতরম্মিরং"-বিচারে লক্ষ্মীপতি-স্বরূপে প্রাপঞ্চিক জনগণের উদ্ধারমানসে ভবসিন্ধুতটে বসিয়া আছেন।** তিনি গর্ভবারিতে শয়ন করিয়া অন্তর্যামিরূপে, সমষ্টি-বিচারে প্রদ্যুম্ন ও ব্যষ্টি-

বিচারে অনিরুদ্ধব্যূহগণের আধার-সমুদ্র তাসমান, তাহাতে বাষ্টি সমষ্টির প্রাকৃতিক বিচার-জলধিতে ডুবিয়া যায় না।

জীব যখন বহিঃপ্রজ্ঞা হইতে উন্মুক্ত হইয়া শ্রীঅর্চ্চাবতারে শ্রীজগন্নাথের অন্তর্যামিত্ব এবং ভবজলধির তারক অর্চ্চার অভ্যন্তরে অন্তর্যামিত্ব লক্ষ্য করেন, তখন তাঁহার ব্যাপকরূপে রাম-নৃসিংহাদি বিভবাবতারসমূহের প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠ-বৈভব দর্শন করিতে সমর্থ হন। কারণজলে শয়ান মহাবিষ্ণু নৈমিত্তিক অবতারসমূহরূপে প্রপঞ্চাভ্যন্তরে যে অবতরণ করেন, তাহা যে জগতের কালভাব-অপনোদনের জন্য, ইহা মুক্তজীবেরই সুষ্ঠু দর্শনের বিষয় হয় এবং বদ্ধজীবের কর্ম্মবৈচিত্র্যের ধ্বংসাভাবের আবর্ত্তরূপ অবস্থা পরিহার করিবার একটী সুযোগ উপস্থিত হয়। এই বিভবাবতার-সমূহ ও তাঁহাদিগের শ্রীঅর্চ্চা নানাস্থানে বর্ত্তমান আছেন; লব্ধাবস্থ জীবের মানসপটে অন্তর্যামিরূপে উপাস্য-বিষয়ে যে বাস্তবভাব প্রকাশ করেন, তাহার বৈশিষ্ট্য উপাস্যতত্ত্বে লক্ষিতব্য। নির্ব্বিশেষ-বিচারানুগত কেবলকর্ম্মকামী কর্ম্মি-গণের উহা দুষ্প্রাপ্য হইলেও কর্ম্মমিশ্রভজন-প্রভাবে ভজনীয় বস্তুর আংশিক সেবার পথ রুদ্ধ হয় না।

অর্চ্চাবতারের সেবা, অন্তর্যামীর সেবা, বৈভবপ্রকাশ-সমূহের সেবা, মহাবৈকুণ্ঠে চতুর্ব্যূহের সেবা—পরতত্ত্ব শ্রীরাধা-মদনমোহনেই পর্য্যবসিত। এই জন্যই ভগবান্ অর্জ্জুনকে গীতার মর্ম্মে একমাত্র তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। সেই শ্রীরাধামদনমোহন অর্চ্চাবতার মূর্ত্তিতে, অন্তর্যামিসূত্রে, বৈভবপ্রকাশের অভ্যন্তরে, চতুর্ব্যূহের মধ্যে বৈকুণ্ঠ বিস্তারপূর্ব্বক এবং তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবনে প্রেমাভিধেয়ের বাস্তবসত্যের নিরুপাধিক সচ্চিদানন্দ স্বাংরূপ বিগ্রহরূপে অবস্থান করিতেছেন।

অর্চ্চাবতারের সহিত সম্বন্ধ আপাতপ্রয়োজনীয় বলিয়া কনিষ্ঠাধিকারগত বিমুক্তিকামীর সেব্যই মুকুন্দ। তিনিই উত্তরোত্তর চতুর্দ্দশ ভুবন ভেদ করিয়া, বিরজা পার হইয়া, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোক উত্তীর্ণ হইয়া সবিশেষ চিদ্বিলাসময় পরব্যোমের উচ্চ স্তরে বিশ্রম্ভসেবা-নিরত জনগণের উত্তরোত্তর মাধুর্য্যসেবা-পরাকাষ্ঠার পারম্পর্য্য হন। সেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যই আদিপুরুষ, তিনিই আদি আচার্য্য উপদেশক। তাঁহারই সম্ভোগবিলাসময় অবস্থায় স্বরূপশক্তি ও হ্লাদিনী-সারসমবেত মহাভাবপ্রকাশিনী গোবিন্দানন্দিনী অবস্থিত। সকল গোপীর একমাত্র আরাধ্যা—গোবিন্দানন্দিনী কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি গোবিন্দমোহিনী গোবিন্দসঙ্গস্থ-চিদ্বিলাসলীলাময়ী।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বীয় স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহের চতুর্ব্যূহ বিস্তার-পূর্ব্বক মহাবৈকুণ্ঠে ইন্দ্রনীলঘনশ্যামবর্ণে অনন্তশক্তিমদ্বিগ্রহ-রূপে স্বীয় মহিমা আবরণপূর্ব্বক ষড়ৈশ্বর্য্যবিকীরণে বৈকুণ্ঠ প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রপঞ্চের নিমিত্ত ও উপাদান-স্বরূপ স্বীয় কারণবারিতে মহাবিষ্ণু-রূপ প্রকাশিত করিয়া-ছেন। শ্যামের হস্তদ্বয় ও রামের হস্তদ্বয় মিলিত চতুর্ভুজ ঐশ্বর্য্যপ্রকটনে যে চৈতন্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহার সহিত শ্রীচৈতন্য-আচার্য্যের হস্তদ্বয় মিলিত হইয়া জগতের কল্যাণ-ক্রিয়ার আহ্বান করিতেছেন। দৃষ্টিভেদে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য শ্রীচৈতন্যোৎপাদনে অক্ষয় করণত্রয় দ্বারা যাঁহাদের শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহারাই শ্রীরূপানুগত্য উপলব্ধি করিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিতে সমর্থ। সবিশেষ বিচারপ্রণালী মর্য্যাদাপথের ঐশ্বর্য্যে মলিনতা লাভ করিলে শ্রীরাধামদনমোহনের মাধুর্য্যের উপলব্ধি ঘটে না। পরতত্ত্ব-বিচারে লক্ষ্মীপতি শ্রীনাথকে যাঁহারা বিষ্ণুতত্ত্বের আকরস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করেন, সেবায় বিশ্রম্ভবিচারাভাবহেতু তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যপ্রধানতা জানিতে হইবে অর্থাৎ তাঁহা শান্ত-দাস্য ও নিত্যসখ্যার্দ্ধে গোলোকার্দ্ধের নিম্নস্তরে অবস্থিত।

যেরূপ পৃথ্বীগোলকে নিরক্ষ রেখা (Equatorial line) মধ্যবর্ত্তিস্থানে অবস্থিত হইয়া উত্তর-গোলার্দ্ধ ও দক্ষিণ-গোলার্দ্ধ নিরূপণ করে, সেইরূপ চিদ্বিলাসরাজ্যের উত্তরগোলার্দ্ধে বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতিত্রয় তত্তদ্-রূপ প্রকটিত করে। রসিকশেখর ব্রজেন্দ্রনন্দনের ঐশ্বর্য্যগত প্রতীতিমূলে পরতত্ত্বের মাধুর্য্য-নির্য্যাসে যে ঐশ্বর্য্য বা সর্ব্বশক্তিমত্তার সবিশেষত্ব লক্ষিত হয়, উহা শান্ত, দাস্য ও গৌরবসখ্যার্দ্ধরতিমাত্রে প্রকাশিত। চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক দেবীধাম, তদুপরি মহেশধাম প্রভৃতি হইতে গোলোকের দর্শনে নিম্নার্দ্ধে পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া উহাতে পূজ্যত্ব, মর্য্যাদা, সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। কিন্তু বিশ্রম্ভসখ্যারূঢ় দর্শক, বাৎসল্যলীলোপ যোগী দর্শক এবং মধুরলীলার দর্শকগণ অপ্রাকৃত ধামের সার্দ্ধত্বসত্ত্বে আবদ্ধমাত্র না থাকায় তদুত্তর-রসসমূহের দর্শক-সূত্রে গোলোকদক্ষিণার্দ্ধমাত্রেই বিচার আবদ্ধ করেন না।

প্রাপঞ্চিক বিশ্বকে 'ব্রহ্মাণ্ড' বলা হয়। ব্রহ্মাণ্ড 'গোলোক' নহে, কিন্তু অন্তর্যামিতত্ত্বের প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত। অন্তর্যামী ও অপ্রাকৃত, উভয়ের বিচারে বিভু সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অবস্থিত। যাঁহারা পরমাত্মাকে তুচ্ছ বলিয়া সন্তুষ্ট হন, 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি শব্দে তাঁহাদের বিপরীত বিচার লক্ষ্য করে। অপ্রাকৃত ও অন্তর্যামীর মধ্যবর্ত্তিস্থানে ব্যক্ত জগৎ। এই ব্যক্ত জগৎ প্রপঞ্চান্তর্গত জনগণের ভাষায় 'ব্যক্ত'। প্রপঞ্চান্তর্গত জনগণ অন্তর্যামিত্ব ও অপ্রাকৃতত্বকে অব্যক্তের অন্তর্গত মনে করিয়া তদ্বিষয়ে মস্তিষ্ক-আলোড়নের প্রয়োজন বোধ করেন না। আবার খণ্ডিত ব্যক্তভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অন্তর্যামিত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া কেহ জড়নির্ব্বিশেষ, কেহ বা চিজ্জড়নির্ব্বিশেষ-সমন্বয় করিয়া বলেন, অথবা অধ্যাত্মরাজ্যে জড়বিশেষরাহিত্য-ভাবকেই আধ্যাত্মিক বলেন, তজ্জন্য সবিশেষ-বিচারপর জনগণ উহাকে 'অতীন্দ্রিয়' 'অপ্রাকৃত' প্রভৃতি ভাষার দ্বারা যোগী ও নির্ভেদ-জ্ঞানিসম্প্রদায়ের মতবাদের সহিত পার্থক্য স্থাপন করেন।

আত্মবিচারে অণুত্ব-সংজ্ঞাকে জীবাত্মা এবং বিভুত্বকে 'পরমাত্মা' বলা হয়। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারপর জনগণ 'অণুচিৎ' ও 'বিভুচিৎ' শব্দের নির্দ্দেশ করায় নির্ভেদ-জ্ঞানী ও নির্ভেদ-যোগীর পরিভাষার সহিত যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, উহা শক্তিপরিণামবিচারে প্রতিষ্ঠিত। জড়-জগতের মানবগণকে অতীত তত্ত্ব বুঝাইতে গেলে সৌপর্ণ্যবাদ, আহার্য্যত্বে প্রভৃতি স্বীকার করিতে হয়। তাদৃশ উপমান, ঐতিহ্য ও অন্যান্য প্রমাণসমূহ প্রত্যক্ষানুগত প্রত্যক্ষ ও অনুমিতির আন্তর্গণিক প্রকারভেদরূপে স্বীকৃত হয়।

মনোধর্ম্মের বিকারফলে প্রপঞ্চরাজ্যে নানা মতবাদ আবির্ভূত হইয়াছে। ইহারা পরস্পর অপ্রেমধর্ম্মে অবস্থিত। এমন কি কেবলাদ্বৈতবাদ, জড়চিৎসমন্বয়বাদ, ত্রিপুটী-বিনাশ-বাদ, চিন্মাত্রবাদ, অচিন্মাত্রবাদ ও মায়াবাদ,—যাঁহারা প্রত্যেকেই নিজেকে নিজ-প্রতিভাবলে অসম্পর্শী বলিয়া অভিমান করেন, উহারা সকলেই অন্বয়জ্ঞানের বিরোধী সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক। চিৎসবিশেষবাদী অচিৎসবিশেষ ও অচিন্নির্ব্বিশেষবাদকে তাহাদের যথাপ্রাপ্য একটী অপকৃষ্ট স্থান প্রদান করিয়া প্রকৃত সমন্বয় বিধান করেন, একেবারে তাহাদের বিনাশ কামনা করেন না। কিন্তু আত্মবিনাশী চিন্মাত্রবাদী বা অচিন্মাত্রবাদী মুখে 'চিন্মাত্র' বা 'অচিন্মাত্র' স্বীকার করিয়া চিদ্বিলাসের অমর্য্যাদা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশেষত্বই চিদ্বিলাসবিরোধবাদে অবস্থিত বলিয়া উহা সাম্প্রদায়িক ও ভ্রমাধিরোহ-চতুষ্টয়ে অবস্থিত, তাহা মুক্তপুরুষের মুক্তবাণী নহে। সেইরূপ কথার শ্রোতা মুক্তপুরুষ নহে; যাহা প্রপঞ্চের কল্পনাবিশেষ, তাদৃশী মুক্তি—জড়গ্রাহকগণের কামনার বস্তু মাত্র।

সর্ব্বসম্ভববাদী, কল্পনাধাতী মায়াবাদী ভগবদ্-বিশ্বাসরহিত বিচারের আবাহন করেন বলিয়া সেই ভগবদ্বিশ্বাসকে কখনই বাস্তবসত্য 'প্রাণ' বলিয়া স্বীকার করিবে না; উহার ও মৃত্যু আছে, ধারণার পরিবর্ত্তন আছে,—জানাইয়া দিবে, এবং প্রতিকূলে সত্তা অবস্থিত,—ইহাও বলিয়া দিবে। এজন্যই নির্ব্বিশেষবাদী—বিতণ্ডা-প্রিয়তার্কিক, আর চিৎসবিশেষবিচার-নিপুণ—প্রকৃতপক্ষে সমন্বয়বাদী। তিনি কোনপ্রকার অসত্যের ভেদে অবস্থিত নহেন।

যাহাতে নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ বিচার, মায়াবাদ ও ব্রহ্মবাদের বিবদমান ধর্ম্ম প্রপঞ্চের অভাব প্রভৃতি সংশয় উপস্থাপিত করে, তাহাতে পূর্ব্বপক্ষের ভ্রম হয় এবং উত্তর-পক্ষে মীমাংসার দ্বারা সঙ্গতি লাভ করে। তাহাকে বাধা দিবার অধিকার চেতনের নাই। চৈতন্যবিরোধী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ অচিতের বাধা গ্রহণ করিয়া মুখে জড়বাদ-নিরাসের ভঙ্গী দেখাইলেও তাহা ভগবৎপ্রতীতিবাদিগণের আনন্দ উৎপাদন করে না। ভগবদ্বিশ্বাসরহিত জনগণ নানা প্রকার বাধাপ্রদান-মুখে বাস্তবসত্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহারা জড়-নীতিবাদ, ভোগপরতাবাদ প্রভৃতির অনুসরণ করিতে গিয়া যে প্রাপঞ্চিকী দুর্ব্বলা নীতিকে ভগবৎপ্রতীতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাতেও অনেক দোষ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-বিরোধী ফল্গুভক্তি-জনগণ কর্ম্মমিশ্র-বিচার ও জ্ঞানমিশ্র বিচার অবলম্বন করিয়া শুদ্ধভক্তির আক্রমণমুখে বস্তুতঃ তাঁহাদেরই ন্যায় জড়কামের আরোপ করেন এবং উচ্ছৃঙ্খলতাকে তাহার ফল বলিয়া প্রচার করেন। তাদৃশ বিচারকগণ নিরপেক্ষতার অভাবে একদেশদৃষ্টিতে কামাদি রিপুবর্গের দাস হইয়া শ্রীরাধামদনমোহনের ধর্ম্মনাট্য পরিণামশীল জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন।

আমাদের বর্ত্তমানকালে শুদ্ধভক্তিস্রোতের মূল-প্রবর্ত্ত

গৌরনিজজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পূর্ব্বকথিত তত্ত্ববৎপ্রণীতি-বাদ ও তদ্ব্যতিরিক্ত বহুবিধ উপাস্তবিষয়ক-নির্দ্দেশমূলা ঐসকল বিচারপ্রণালীর আলোচনামুখে শ্রীনীলাচলনাথের আদি-দর্শনে কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তীর্থ পাণ্ডরপুর

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা-প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই 'পাণ্ডরপুর' নামক পুণ্যনগরের নাম শুনিয়া থাকিবেন। 'পাণ্ডরপুর' বোম্বাই প্রদেশে শোলাপুর জেলার অন্তর্গত নহকুমা, শোলাপুর নগর হইতে ৩৮ মাইল দোজা পশ্চিমে। ভীমানদীর পূতসলিল নিয়ত এই পরম পবিত্র তীর্থের পদপ্রক্ষালনসেবায় নিযুক্ত আছে। কুর্দ্দুবাড়ী জংসন্ হইতে বাষ্পীয় শকট যাত্রিগণকে লইয়া পাণ্ডর-পুরে যাতায়াত করে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পূর্ব্বাশ্রমের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ দুর্ব্বাসনে অবস্থিতিকালে শঙ্করারণ্য নামে পরিচিত হইয়া এই পাণ্ডরপুর নগরে বিঠ্ঠলদেবের সন্নিধানে অপ্রকটলীলার অভিনয় করেন। এখনও সেই পুণ্যসলিলা ভীমানদীর নীর, পুত বৈকত ও তদুপকণ্ঠে বহু দেবমন্দির বিরাজমান থাকিয়া অতীতের স্মৃতির উদ্দীপনা করিয়া দিতেছে।

এখানে বিঠ্ঠল্ বা বিঠোবা-দেব বিরাজিত আছেন, তিনি চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তি। এখানে কার্ত্তিকমাসে, একটী বৃহতী মেলা হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে এই নগরে একটী মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হইয়াছে। প্রাচীন সহর বলিয়া সহর হিসাবে ইহার অধিক মহিমা নাই। এই স্থানে যাত্রিগণের সাময়িক অবস্থানের জন্য কয়েকটী ধর্ম্মশালা আছে। পাণ্ডরপুর সহরটী সেরূপ বৃহৎ নহে। এখানে একটী বাজার আছে। পাণ্ডার অত্যাচার খুবই বেশী। ভীমানদীর গর্ভে কয়েকটী মন্দির প্রোথিত হইয়া গিয়াছে, তাহার নিদর্শন লোকলোচনে পতিত হয়। পাণ্ডরপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে বহু হরিণ ও ময়ূর স্বেচ্ছায় বিচরণ করে।

১৪০৩ শকাব্দায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই পাণ্ডরপুরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এখানে এখনও শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ প্রকাশিত হন নাই। এইস্থানে তুকারাম, নামদেব, জ্ঞানেশ্বর, বা জ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি অন্তরঙ্গচরিতা ভক্তগণের অবস্থান-ক্ষেত্র। ইঁহারা নিজ নিজ ভজন-গীতি দ্বারা বিঠোবা বা বিঠ্ঠলদেবের সেবার কথা প্রচার করিয়াছেন। চন্দ্রভাগানদী, মুখ্য মন্দির ও বিঠ্ঠলমন্দির-প্রবেশদ্বারের বহির্ভাগে বিঠ্ঠল-দেবের ঐকান্তিক ভক্তগণের কয়েকটী অর্চ্চামূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এইস্থান এককালে ভজনানন্দী ভক্তগণের ভজন-গীতিতে মুখরিত ছিল। তাঁহারা সেবাপ্রাণতার সহিত বহু হৃৎকর্ণরসায়ন-ভজনগীতি রচনা করিয়া বিঠোবাদেবের পাদপদ্মে ভক্তিকুসুমাঞ্জলিস্বরূপে প্রদান করিতেন। কবড়-ভাবার পুরন্দর দাস, জগন্নাথ দাস, কনক দাস, ব্যাসরাজ, বাদিরাজ প্রভৃতি ভক্ত আচার্য্য মনীষিগণও বিবিধ ভজন-গীতি রচনা করিয়া বিঠোবাদেবের চরণে ভক্ত্যুপহার প্রদান করিতেন।

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াশ্রিত আচার্য্যগণ ভজনানুরাগ প্রদর্শন ও ভজনগীতি রচনাসূত্রে আপনাদিগকে 'দাসকূট' নামক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ঐ সম্প্রদায়ের যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রকুশল ও বাদিবদনে বিজয়-শালী হইয়া আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা আপনা-দিগকে 'ব্যাসকূট' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ভজনানন্দী ও তত্ত্ববিচারকভেদে 'দাসকূট' ও 'ব্যাসকূট' শ্রেণীদ্বয় শ্রীব্যাসতীর্থের সময় হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন; তবে ঐ সকল কথা ৪০ বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনেকটা অপ্রচলিত ছিল। সম্প্রতি শ্রীমধ্বমুনির আশ্রিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্র আলোচনার প্রকৃত চেষ্টা পুনরুদ্দীপ্ত হওয়ায় 'ব্যাসকূট' ও 'দাসকূট' শ্রেণীর প্রকৃত প্রচলন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

পাণ্ডরপুরের ভজনানন্দিসম্প্রদায় গীতিমুখে যে ভক্তির কথা, প্রেমভক্তির সন্ধান প্রভৃতি প্রকাশিত করেন, সেই সকল কথার পরম নৈপুণ্য লাভ করিয়া শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থ

ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ তিরহুত, গৌড় প্রভৃতি স্থানে হরি-ভক্তির প্রবল স্রোত আনয়ন করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী ও ষোড়শ শতাব্দীর গৌড়ীয়গণের ইতিহাসেও পাওয়রপুরের মহিমা ও তত্রত্য ভক্তগণের অবস্থানসমূহ শ্রবণ করা যায়।

প্রেমবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিতজনগণ তাঁহাকে প্রভূত আদর করিতে জানেন। তাঁহাদের মধুর আচরণফলে বঙ্গদেশ প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইয়া আপামর জনসাধারণের হৃদয়ে তর্কপন্থার অকর্মণ্যতা, তর্কনিষ্ঠ বেদান্তবিচারের ব্যর্থতা প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের অসামান্য প্রেমভক্তি সমগ্র জগতে তর্কপন্থার দুর্দমনীয় স্রোতকে বিমর্জ্জিত করিয়া জীবহৃদয়ে প্রেমের সঞ্চারে ব্যস্ত হইলেও তাহা ভাগ্যহীন প্রদেশে কোথাও জড়বস্তু-লাভের ইন্দ্রিয়চাপল্য, কোথাও বা মানসিক চাঞ্চল্য প্রভৃতিতে পর্য্যবসিত হওয়ায় বড়ই দুঃখের বিষয় হইয়াছে। আজ উচ্ছৃঙ্খলিত প্রেম কত প্রকারেই না কর্ম্মনিষ্ঠ মায়া-বাদীর ন্যায়পরতায় বিদ্রুত হইতে চলিয়াছে।

পাওয়রপুরের স্মৃতি গৌড়ীয়গমনে বিলীনপ্রায় হইলেও শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবিগ্রহের কথার সহিত অসম্পৃক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। পাওয়রপুরে শ্রীগৌরবিগ্রহের আগমন, তথায় বিট্‌ঠলদেব দর্শনে মহাপ্রভুর নৃত্যগীত, বৈষ্ণব বিপ্র-গৃহে ভিক্ষা, তথায় শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত মহাপ্রভুর সম্মেলনে ভক্তিকল্পতরুর মূল মাধবেন্দ্র-পুরীর স্মৃতি উদ্দীপনা ও প্রেমবিকার, মহাপ্রভুর এক সপ্তাহকাল পাওয়রপুরে অবস্থান, শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত নানাবিধ ইষ্টগোষ্ঠী এবং তাঁহার নিকট হইতে শ্রীল শঙ্করারণ্যদেবের পাওয়রপুরে সিদ্ধিপ্রাপ্তির কথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে,—

"তথা হইতে * পাওয়রপুরে আইলা গৌরচন্দ্র।
বিট্‌ঠল-ঠাকুর দেখি', পাইল আনন্দ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহুত কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
তাহাঁ এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ॥
বহুত আদরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভিক্ষা করি' তথা এক শুভবার্ত্তা পাইল॥
মাধবপুরীর শিষ্য 'শ্রীরঙ্গপুরী' নাম।
সেইগ্রামে বিপ্রগৃহে করিলা বিশ্রাম॥
শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্রগৃহে বসি' আছেন, দেখিলা তাঁহারে॥
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ড-পরণাম।
অশ্রু, পুলক, কম্প, সর্ব্বাঙ্গে পড়ে ঘাম॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা শ্রীরঙ্গপুরীর মন।
'উঠহ শ্রীপাদ' বলি' বলিলা বচন॥
শ্রীপাদ, ধর মোর সোসাঞির সম্বন্ধ।
তাহা বিনা অন্যত্র নাই এই প্রেমার গন্ধ॥
এত বলি' প্রভুকে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গন।
গলা-গলি করি' দুঁহে করেন ক্রন্দন॥
ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি' দুঁহে বৈসে হৈলা।
ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ সোসাঞি জানাইলা॥
অদ্ভুত প্রেমের বন্যা দুঁহায় উথলিল।
দুঁহে মাস্ত করি' দুঁহে আনন্দে রহিল॥
দুইজনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি-দিনে।
এমতে গোঙাইল পাঁচ-সাত দিনে॥
কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্মস্থান।
গোসাঞি কৌতুকে কহেন 'নবদ্বীপ' নাম॥
শ্রীমাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী।
পূর্ব্বে আসিয়াছিলা তিঁহ নদীয়া-নগরী॥
জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাহাঁ যে খাইল॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী, তিঁহ—মহাপতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয়েন তিঁহ যেন জগন্মাতা॥
রন্ধনে নিপুণা তাঁ-সম নাহে ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহ করেন সন্ন্যাসী-ভোজনে॥
তাঁর এক যোগ্যপুত্র করিয়াছে সন্ন্যাস।
'শঙ্করারণ্য' নাম তাঁর অল্প বয়স॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল।
প্রভাবে শ্রীরঙ্গ-পুরী এতেক কহিল॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম পঃ)

শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপঙ্কজপরাগরঞ্জিত মহাতীর্থ এবং সঙ্কর্ষণাবতার বিষ্ণুরূপের অপ্রকট লীলার স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে সপার্ষদ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই পাওয়রপুরে শুভবিজয়

* কোলাপুর হইতে।

করিয়াছিলেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ 'গৌড়ীয়' ৯ম খণ্ড ৩য় সংখ্যায় "শ্রীল পরমহংসঠাকুরের পত্রাবলী" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টপরিপূরক শ্রীল প্রভুপাদ গৌর-গৌরাঙ্গ এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রমুখ ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় আচার্য্যগণের চরণরেণুতে অতিরিক্ত এই পরম পবিত্র তীর্থে শ্রীগৌরপাদপীঠার্চ্চা সংস্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। কোন সেবা প্রাণ, সুকৃতিশালী ব্যক্তি পরম পবিত্র মহাতীর্থে গৌরপাদপীঠার্চ্চা-স্থাপনে অনুকূলা করিলে গৌর ও গৌরজনগণের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে গণ্য হইয়া ধন্যতম হইতে পারেন।

গোয়ালপাড়ায় প্রভুপাদ

হরিসভায় দ্বিতীয় দিবসের বক্তৃতা

(১১ই ভাদ্রিক ১৩৩৫, ২৮শে অক্টোবর ১৯২৮ রবিবার)

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নামে গৌরত্বিষে নমঃ॥

আমি কৃষ্ণদাস, কিন্তু কৃষ্ণ-রাজ্যে আমার বর্ত্তমান সময়ে সম্পূর্ণ অধিকার হচ্ছে না। যাতে আমার অধিকার লাভ ঘটে, সেরূপ অর্থাৎ আমার যে স্বরূপ, আমি যে জিনিষ, তার পূর্ণবিকাশ বা সত্তা অবস্থানই আমার প্রয়োজনীয় বিষয়। বর্ত্তমান সময়ে আমি ভগবানের—কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ কর্ত্তে অসমর্থ, ভগবদ্‌জ্ঞানের কথা জান্‌তে অসমর্থ। আমার আবশ্যক হ'চ্ছে, আমি যে কৃষ্ণদাস, তা'র সফলতা যাতে হয়, সেজন্য সোল আনা যত্ন করা।

আমরা প্রত্যেক কাজেই যাঁদের যে বিষয়ে নিপুণতা আছে, সে বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ ক'রে থাকি; এমন কি, একটা হাঁড়ি গড়্‌তে চাইলেও আমাদের একজন অভিজ্ঞ কুম্ভকারের কাছে শিক্ষা লাভ কর্ত্তে হয়। একটা সামান্য সাময়িক প্রয়োজনের জন্য যদি আমাদের অভিজ্ঞ ব্যক্তির আনুগত্য স্বীকার কর্ত্তে হয়, তা'হলে আমাদের অনন্ত জীবনের নিত্য প্রয়োজনের জন্য যে কোন সর্ব্বোত্তম অভিজ্ঞ গুরুদেবের আনুগত্য ছাড়া আর গতি নেই, এবিষয়ে আর কাউকে অধিক ক'রে বল্‌তে হবে না।

জীবমাত্রেই কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণের সহিত অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধযুক্ত, কৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট; সেই আকর্ষণ-চ্যুত হ'লেই তার অধঃপতন। ভগবানে প্রীতির অভাব-জন্য, ভগবদ্বিস্মৃতির বস্তুতে আবদ্ধ হওয়ার জন্য আমি সেখান হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়েছি, আমার আকর্ষণ-বস্তু-হ'তে বর্ত্তমানে আমার কতিপয় পার্থক্য লাভ হ'য়েছে, রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় আমার চেতন বর্ত্তমানকালে ঢাকা প'ড়েছে, আর একটা আগন্তুক প্রতিবন্ধক আমার চেতনকে আবৃত ক'রেছে। আমার সেই আবরণটী যদি কেউ কৃপা ক'রে উন্মোচন ক'রে দেন, তা'হলে চন্দ্রকে ও আমার নিজেকে দেখ্‌তে পাই।

কুশলীর কাছে যদি জিজ্ঞাসা করি, কি ক'রে আচ্ছাদন হ'তে নির্ম্মুক্ত হ'তে পারব, তা'হলেই আমরা তা'র উপায় জান্‌তে পারি; নতুবা নিজের নিজের মন-গড়া উপায় নিয়ে আচ্ছাদন হ'তে মুক্ত হওয়া কারো সাধ্য নয়।

শ্রুতিশাস্ত্র 'প্রেয়ঃ' ও 'শ্রেয়ঃ'—এই দুটী কথা ব'লেছেন। শ্রেয়ঃকামী হ'য়ে যদি শ্রেয়ঃপ্রদাতা কোন ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করি, তাঁ'র নিকট হ'তে শ্রেয়ঃ-কুশলতা লাভ কর্‌তে চাই, তা'হলে কেবল প্রেয়োলাভের জন্যই স্বর্গ মর্ত্ত্য-পাতাল আলোড়ন কর্ব্বো। কিন্তু শ্রেয়ঃকামীর এরূপ অসুবিধার মধ্যে পড়্‌বার কোন আবশ্যক হ'চ্ছে না। তাঁর অন্য কোন প্রার্থনা নেই, প্রার্থনার মধ্যে কেবল আত্মকল্যাণ-কামনা মাত্র।

শ্রেয়ঃকামী বর্ত্তমানে সত্য সত্য কোন অসুবিধার মধ্যে পড়েন না ব'লে মনে হয়। কিন্তু প্রেয়ঃকামীর বর্ত্তমানে কিছু অসুবিধা দেখা যায়; সে অসুবিধাটুকু স্বীকার কর্‌তে

হবে, ঐরূপ অসুবিধা স্বীকার করাকে 'সহগুণ' বলা যায়। একটুকু নম্র হ'তে হবে, অপরকে সম্মান দিতে হবে।

আমার বিবেচনা শক্তি—চেতনের বৃত্তি রাহুগ্রস্ত সূর্য্য-চন্দ্রের ন্যায়, সুতরাং আমার বুদ্ধি দ্বারা—বিবেচনা দ্বারা আমার মঙ্গল আমি করতে পারি না। রূপসনাতন ও সাকর মল্লিক বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ছিলেন। গৌড়ের বাদসাহ হুসেন সা তাঁ'দের বুদ্ধি নিয়েই তাঁর রাজ্য শাসন ক'রতেন, কিন্তু সেরূপ বুদ্ধিমত্তা পূর্ণব্রহ্মকে কি আদর দেখালেন? তাঁরা শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট উপস্থিত হ'য়ে নিজেদের সর্ব্ব-বিষয়ে অযোগ্যতা জানা'লেন। চৈতন্যপাদপদ্মে শরণাগত হ'লেন; ব'ল্লেন আমাদের বুদ্ধি কু-বিষয়ের গণ্ডিতে সীমা-বদ্ধ। পরমার্থ-বিষয়ে বুদ্ধিযোগ প্রদানের মালিক এক-মাত্র আপনি: আপনিই কৃষ্ণবিষয়ক চৈতন্য প্রদান করতে পারেন। অত বড় বুদ্ধিমান যখন নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর না ক'রে স্বয়ং কৃষ্ণবস্তুর উপর বুদ্ধিযোগ প্রদানের ভার দিলেন, তখন ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণযুক্ত সাধারণ মানবের যে নিজের বুদ্ধি-বৃত্তি নিয়ে পরমার্থ-বিষয়ের জ্ঞান লাভ হ'তে পারে না, তা আর অধিক ক'রে বলতে হবে না। অধিক কি, লোক পিতামহ ব্রহ্মা একদিন নিজের বুদ্ধির বড়াই করতে গিয়ে শেষে নিজে বুঝতে পেরেছিলেন যে, কৃষ্ণপাদ-পদ্মে শরণাগত না হ'লে কেউ নিজের বুদ্ধি দিয়ে সেই অজিতকে জয় করতে পারে না।

মানুষের সর্ব্বস্ব,— সমগ্র পৃথিবীর লোকের সর্ব্বস্ব যা'তে কৃষ্ণপাদপদ্মে নিযুক্ত হয়, সেরূপ শতকরা শতপরিমাণ সুবিধা দিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব উপদেশ দিয়েছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব এরূপ অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন ক'রেছিলেন যে, ভুবনরাজ হুসেন সা পর্য্যন্ত তাঁর প্রভাব শুনে বিস্মিত হ'য়ে ব'লেছিলেন,—

"বিনা দানে এত লোক যাঁর পাছে হয়।
সেইত' গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥"

মহাপ্রভু যখন প্রয়াগে গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছিলেন, তখন শ্রীরূপ দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে মহাপ্রভুকে এইরূপ স্তব ক'রেছিলেন,—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! তুমি মহাবদান্য। তুমি তথাকথিত শিক্ষাবিধির স্থাপন করছ না, তথাকথিত ধনাগম মাত্রের স্থাপন করছ না, তুমি পূর্ত্তকার্য্য কূপ-খননাদি করছ না, হাঁসপাতাল করছ না, কিন্তু তুমি মহাবদান্য। তুমিই জগতে প্রকৃত পারমার্থিক শিক্ষাবিধির স্থাপন ক'রেছ, তুমিই প্রকৃত অনাবশ্যকের মাত্রার স্থল, তুমিই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু আবিষ্কার ক'রেছ, তুমি গৌড়ের হাঁসপাতাল অর্থাৎ ভবরোগ-চিকিৎসাগার স্থাপন ক'রেছ; তোমার দয়া-অমোঘের দয়া; জগতের দয়ার মস্ত উদয় করায়। কিন্তু তোমার দয়া জীবের সর্ব্বশুভ এনে দেয়, তাই তুমি মহাবদান্য ও তুমি কৃষ্ণপ্রীতির প্রকৃষ্টদানকারী, আমার আত্মার সঙ্গে সঙ্গে যে সহজ-সেবাবৃত্তি র'য়েছে,—তাঁর সেবা —তুমি। অনর্থনিবৃত্ত চেতনবৃত্তির আকর্ষক তুমি, তুমি শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তিগণের চেতনের উন্মেষের জন্য মহাবদান্যলীলা প্রকাশ করতে এসেছ।

তুমি সবিশেষ-পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তোমার নিত্য নাম, রূপ, গুণ ও লীলা র'য়েছে। কৃষ্ণকে যিনি শতকরা শতপরিমাণ সেবা করেন, সেই সেবামূর্ত্তির ভাব তোমার চিত্তকে এরূপভাবে বিভাবিত ক'রেছে যে, তাহা অন্তরে আবদ্ধ থাকতে পারে নাই, তোমার অঙ্গেও ফুটে উঠেছে, ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছে, সেই বৃত্তির রঙে তোমার অঙ্গ সুরঞ্জিত হ'য়েছে। সেইজন্য তোমার অন্তর ও বা'র সর্ব্বতোভাবে ঢেকে ফেলেছে।

তুমি শক্তিমদ্বিগ্রহ কৃষ্ণ। তোমার যে শক্তিদ্বারা ভুবনবাসী সকলে মোহিত হ'চ্ছে, সেই শক্তির নাম 'ভুবনমোহিনী'। সেই শক্তির শক্তিমদ্বস্তু কৃষ্ণ—ভুবনমোহন। সেই ভুবনমোহনকেও যিনি মোহিত করেন, তিনি ভুবনমোহনমোহিনী শ্রীরাধিকাপ্রকরী। তুমি সেই রাধিকার ভাবকান্তিতে বিভাবিত। **তোমার এই ঔদার্য্যময়ী লীলায় কৃষ্ণের চিত্তবৃত্তিতে যে রাধারমণ ভাব, সেই ভাব নাই। কৃষ্ণের পূর্ণসেবাময়ী মূর্ত্তি যে রাধা তাঁর চিত্তবৃত্তিতে তাঁ'র ভাবেই তোমার চিত্ত বিভাবিত।**

তুমি কৃষ্ণপ্রেমের প্রদানকারী ব'লে মহাবদান্য। তুমি প্রেমময়বিগ্রহ, প্রকৃষ্টরূপে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করতে এসেছ।

শ্রীচৈতন্যদেব সনাতনকে শিক্ষা দিবার সময় ব'লেছেন,— কৃষ্ণের ত্রিবিধা শক্তি—অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা বা

মহামায়া-শক্তি, তটস্থা বা জীবশক্তি। স্বরূপশক্তির উপাসক শাক্তগণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

শাক্তগণই হরিভজন কর্ত্তে পারেন, শাক্ত না হ'লে কখনও হরিভজন হয় না। যাঁরা শাক্তবিরোধী, তাঁ'রা কখনও বৈষ্ণব ন'ন অর্থাৎ যাঁরা নিঃশক্তিক ব্রহ্মের উপাসকাভিমানী বা মায়াবাদী, তাঁরা বৈষ্ণব ন'ন। শাক্তসিদ্ধান্ত-বিরোধি নিঃশক্তিক ব্রহ্মবাদী কৃষ্ণকে হস্তপদবিশিষ্ট করে চান। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং বলেন,—

"বাণীমেহং যথাভাগো বজ্রপাণিরহং হরে।
ওষধে। তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥"

আমার মুখ আছে, হাত আছে, পা আছে, মাথে তিন হাত শরীর আছে, কিন্তু বদ্ধ জীবের মত পাঁচ হাত নহে পা নহে, পাঁচ হাত শরীর নহে।

বৈষ্ণবমাত্রেই ব্রহ্মগায়ত্রীর উপাসক শাক্ত। বিষ্ণুশাক্ত, নহে—শুদ্ধশাক্ত। যে শক্তিকে উপাসনা ক'রে, গান ক'রে ত্রাণ লাভ করা যায়, তাহাই গায়ত্রী শক্তি। বৈষ্ণব সেই শক্তির উপাসক।

মায়াবাদিগণ বলেন,—"ব্রহ্মবস্তু নিঃশক্তিক।" অশুদ্ধ-শাক্তগণ বলেন,—"আমরা শক্তিকে ধার ক'রে নিয়ে বহুতঃ 'দেবী' প্রকৃতি অনিত্য নামরূপগুণ কল্পনা ক'রে আমাদের ভোগোপকরণ সরবরাহকারী খাজাঞ্চীরূপে খাড়া করছি!" কিন্তু শুদ্ধশাক্তগণ বলেন, শক্তিমানেরই—শক্তি, সেই শক্তি নিত্যা, অপ্রতিহতা। অশুদ্ধশাক্তগণের অশুদ্ধা বুদ্ধির নিকট শক্তিমানের শক্তি বিমুখবিমোহিনীরূপে শক্তিমান্ হ'তে তা'দের আবরণ ও বিক্ষেপ করে, আর বিশুদ্ধ শাক্তগণের সেবোন্মুখী বুদ্ধির নিকট শক্তিমানের শক্তি উন্মুখ-পালনীরূপে শক্তিমানের সেবার বিচিত্র বিলাস সাধন ক'রে থাকেন। বেদ বলেন,—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥"

[সেই ভগবানের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় সাধ্যে কোন কার্য্য নাই; যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। কোন বস্তুই তাঁহার সমান বা তাঁহা হ'তে অধিকরূপে দৃষ্ট হয় না। তিনি অচিন্ত্য-শক্তির আধার। তাঁহার সেই শক্তির নাম—পরা শক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী পরাশক্তি জ্ঞান (সন্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী)-ভেদে ত্রিবিধা]

কৃষ্ণের দুইটী অঙ্গ—একটী বাইরের অঙ্গ, আর একটী ভিতরের অঙ্গ। তাঁর বহিরঙ্গের যে শক্তি, তা'তে অশুদ্ধ শাক্তগণ মোহিত হন, আর বিশুদ্ধ শাক্তগণ অন্তরঙ্গা শক্তির নিত্যকাল উপাসনা করেন।

সাঙ্খ্যশাস্ত্রে প্রকৃতিকে 'অন্ধ', আর পুরুষকে 'পঙ্গু' বলা হ'য়েছে। অন্ধ স্ত্রীলোকটী বহন করছে পঙ্গু পুরুষকে। অন্ধের চল্‌বার শক্তি আছে, পঙ্গুর চল্‌বার শক্তি নেই, কেবল দ্রষ্টা মাত্র। সাঙ্খ্যের এই প্রকৃতিই ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী জগজ্জননী মহামায়া,—যাঁর কপট কৃপায় বহির্ম্মুখ-কামী জীবসকল অধোক্ষজ ভগবান্ হ'তে বিচ্যুত, বিক্ষিপ্ত হচ্ছে—অনর্থযুক্ত হচ্ছে—ভোগিতে প'ড়ে যাচ্ছে—বঞ্চিত হ'য়ে যাচ্ছে।

শক্তিমানেরই—শক্তি; শক্তিমান হ'তে নিঃসৃত—শক্তি। শক্তিমান্—সর্ব্বকারণ-কারণ, সকলের প্রাণ। প্রতিমা-পূজাকালে নারায়ণ-সান্নিধ্য না হ'লে প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠাই হয় না।

শক্তিমানের বাহ্য অঙ্গের শক্তিতে পরিবৃত্তমান জগৎ বঞ্চিত হচ্ছে। বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া—অনিত্য; আর অন্তরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া—নিত্য। অন্তরঙ্গা শক্তি অনর্থযুক্ত শুদ্ধ শাক্তগণের আরাধ্যা। অন্তরঙ্গা শক্তি—অর্থ-যোগমায়া, আর বহিরঙ্গা শক্তি—অর্থবিয়োগ-মায়া। জগতের প্রায় সকল লোকই অর্থবিয়োগ-মায়ার উপাসনায় প্রমত্ত, কারণ সেই মায়া আপাত-শ্রেয়ঃকেই 'অর্থ' ব'লে ভ্রান্তি করায়। 'অর্থ'-শব্দের অর্থ—'প্রয়োজন'; দেহ ও মনের প্রয়োজন—অনেক লোকের অনেক প্রকার, কিন্তু দেহ ও মনের সর্ব্বাধিকারী আত্মার প্রয়োজন—একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্ম। অর্থযোগমায়া সেই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সর্ব্বজীবের আত্মাকে যুক্ত ক'রে দেন। বৃষভানু-নন্দিনীর চরণ আশ্রয় করলে কৃষ্ণ সহজপ্রাপ্য হন।

"রাধারমণ" একপ্রকার বিচার, আর "ভবানীভর্ত্তা" আর একপ্রকার বিচারে প্রতিষ্ঠিত। Deviation from the Absolute Truth হ'চ্ছেন বিকারী-বিষ্ণুদর্শনে শম্ভু বা রুদ্রদেব,—তিনি 'ভবানীভর্ত্তা'-নামে অভিহিত হন। বিষ্ণু

হ'তে যাবতীয় শক্তি আংশিকভাবে দেবতাগণে অর্পিত হ'লে তত্তদ্দেবতাগণের অধিকার লাভ হয়। এখান হ'তে অগ্রসর হ'য়ে বিকৃত বিচার ক'রলে তাঁ'র আংশিক দর্শন ছাড়া সমগ্র দর্শন হয় না। 'ব্রহ্ম'-শব্দটী বস্তুবাচক নহে, বস্তুর গুণবাচক। শাস্ত্র ব'লেছেন,—

"জ্যোতিরন্তরে স্থানমতুলং শ্যামসুন্দরম্।"
"বিরজেন শাস্ত্রেণ সত্যাত্মাপিহিতং মুখম্।"

জীবের চেতন ধর্ম্ম যখন মানবজ্ঞানের বা দেবতাজ্ঞানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, তখন চৈতন্য-বিবর্ত্ত প্রকৃতি উদিত হ'য়ে থাকে,—পরমচৈতন্যকে নির্ব্বিশেষ বা অংশের বিকৃতাভাস বিচার হ'য়ে থাকে। বস্তুর বিকৃত মাত্র বস্তুর জ্ঞান নহে।

অশুদ্ধ শাক্ত-সম্প্রদায় মায়াবাদ হ'তে জাত, মায়াতে প্রতিষ্ঠিত, মায়াতে বিনষ্ট (শক্তু চা-পান-চেষ্টা জন্য)। এই প্রকার শক্তির উপাসনা, 'উপাসনা'-নামে কথিত হ'তে পারে না। আমার বা জীবের অমার খাতায় কিছু আদায় ক'রে নেওয়া কিছু উপাসনা নয়। ঈশ্বরতত্ত্ব কখনই অশুদ্ধ শাক্তের মতবাদে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না। সে জিনিষটা 'ঈশ্বর-সেবা' নয়, নিজে ঈশ্বরভোগে আত্মভোগ। ভগবানকে মানী, দুষ্ট, স্ত্রী, সৌন্দর্য্য ব'লে খাটাতে নেই। এজন্য কৃষ্ণ গীতায় ব'লেছেন,—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥"

যাঁরা সুবুদ্ধিমান্, তাঁ'রা শ্রীরূপের আনুগত্য ক'রে শ্রীচৈতন্যপাদাশ্রয় করেন। আর যাঁ'রা বহুরূপিণী মায়ার নানাবিধ বিরূপে আকৃষ্ট হন, তাঁ'রা অচৈতন্য প্রকৃতিবাদী বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী প্রভৃতি হ'য়ে আত্মবিনাশ-কামনারূপ অনর্থকেই 'অর্থ' ব'লে জ্ঞান করেন। অচৈতন্য বিশ্ব যদি এখনও চরম মঙ্গল চা'ন, তা'হলে শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্ম আশ্রয় করুন।

মাণিক্যভাস্কর

দাক্ষিণাত্যে অনেকগুলি ভাস্করাখ্য আচার্য্য স্বস্ব-সিদ্ধান্ত করেন; তন্মধ্যে ভট্টভাস্কর, নিম্বভাস্কর এবং মাণিক্যভাস্কর বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ব্রহ্মসূত্রের ভাস্করভাষ্য নামক যে গ্রন্থখানি বর্ত্তমান-কালে প্রচারিত, উহা কোন্ ভাস্করের রচিত, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে ভাস্করভাষ্যকার বৈষ্ণব বা শৈব সম্প্রদায়ের কোন পরিচয় না দিয়া বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈতপর বিচারমাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্বভাস্করের বেদান্ত ভাষ্য 'পারিজাত' নামে প্রসিদ্ধ। তাহার টীকাকার শ্রীনিবাস পারিজাত সৌরভ রচনা করিয়া নিম্বভাস্করাখ্য ভাষ্যকারের প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাস্কর ভাষ্যের লেখনী হইতে তাঁহাকে ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী বলিয়া জানা যায়। ভট্টভাস্করের বেদান্ত বিচারে রামানুজ যে দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা নিম্বভাস্কর অথবা ভাস্করভাষ্যের বিচারদোষ নহে। সুতরাং তাঁহাকে তৃতীয় বিচারক বলা যাইতে পারে।

মাণিক্যভাস্কর শৈব সম্প্রদায়ের আচার্য্য। তাঁহার উদ্ভবকাল ডাক্তার পোপের বিচারমতে দশম বা অষ্টম খ্রীষ্টীয় শতাব্দী। আধুনিক বিচারে দশম বা একাদশ

খ্রীষ্টীয় নবমশতাব্দীর ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া নিরূপিত হন।[১] তিনি যে শিবাদ্বৈতবাদের সম্প্রদায়ভুক্ত, একথারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। কথিত হয় যে, তিনি পাণ্ড্যবংশের জনৈক নৃপতির প্রধান সচীব ছিলেন। তিরুবাসকম্ নামক তামিল পদ্যগ্রন্থের রচনাকারীরূপে তিনি তামিল-মণ্ডলে সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। শৈবসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে তাঁহার স্থান সর্ব্বোচ্চ। তাঁহা হইতে ক্রমশঃ বাসব নামক কল্যাণের নরপতি বিজ্জল-রাজের মন্ত্রী ছিলেন। বাসব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে শৈবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে জৈনপরাক্রমনিষ্পেষকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং মাণিক্য ভাস্করের লিখিত গ্রন্থাবলম্বী।

মাণিক্যভাস্করের রচিত আর একখানি গীতিগ্রন্থ তামিলভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। উহা সংগ্রহ গ্রন্থ হইলেও শিবনাকোম্ 'নামে' প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যেরূপ বিষ্ণু-বিচার স্থাপন মানসে ব্রহ্মসূত্রাদির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে শৈবাচার্য্যগণ উপাস্যবিচারে শিবভক্তি-প্রাধান্য-স্থাপনকল্পে সমধিক প্রয়াসবিশিষ্ট। শ্রীকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি শৈবগণের ভাষ্যে শিবতাৎপর্য্যপর ব্রহ্ম-ব্যাখ্যান স্থাপিত হইলেও শিবের নিত্যাস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। মুক্তিকালে সেব্যসেবক ভাবের সংরক্ষণ জন্য কোন দার্শনিক বিচার তাঁহাদের গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় হয় নাই। বিশিষ্টাদ্বৈত শৈবদর্শনে উপাস্যের নিত্যত্ব সংরক্ষণে কোন বিচার উত্থাপিত হয় নাই। মাণিক্যের গীতিসমূহ এবং তৎসম্পর্কের বিবরণী সমূহে প্রকাশ এই যে, শিব তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ সহ তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া প্রভূত কৃপা করিয়াছিলেন; তদবধি তাঁহার শিবভক্তিপ্রচারে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠাধিকার হইয়াছিল।

মেকাণ্ডারের "শিবজ্ঞানবোধম্" গ্রন্থ মাণিক্যভাস্করের পরবর্ত্তিকালে রচিত গ্রন্থ হইলেও তাহার প্রবল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মাণিক্যভাস্করের দ্বারা সমাদৃত গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধির ব্যাঘাত হয় নাই।

"তিরুবাসকম্"-গীতির ভাব সমূহ শিবভক্তিতে এরূপ আপ্লুত যে, খ্রীষ্টীয় হৃদয়ও বিগলিত হয়। শৈবাচার্য্য মাণিক্যের শিবভক্তিতে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কেবলাদ্বৈতবাদ সমর্থিত। শৈবসম্প্রদায়ের পরিণতিক্রমে অহংগ্রহোপাসনা বল লাভ করিয়াছে। অনেক খ্রীষ্টভাবাপন্ন ব্যক্তি শিবের দৌম্য মূর্ত্তি ও ক্রিয়াকলাপের পক্ষপাতী নহেন। যদিও বিষ্ণুর অবতারাবলীর বিচারাবলম্বনে শিবমূর্ত্তির তাৎকালিক অবস্থান শৈবগণ স্বীকার করেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের বিচার শিবমূর্ত্তির নিত্যত্ব স্থাপনকল্পে ন্যূনাধিক নির্ব্বিশিষ্টবাদেই স্থান লাভ করে। 'তিরুবাসকম্' শব্দ তামিলভাষায় 'বেদবাণী' অর্থে ব্যবহৃত হয়। শৈব-সিদ্ধান্ত শিবভক্তগণের অন্তরস্থ ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশক।

বৈষ্ণব-স্মৃতি

ভারতীয় আর্য্যগণ যে বিশেষ শাস্ত্রের বিধান-মতে নিজ ব্যবহারিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তাহাই সাধারণতঃ 'স্মৃতিশাস্ত্র' নামে পরিচিত। কর্ম্মফলবাদী যে সকল বিধান পালন করিয়া ধর্ম্মসংরক্ষিত হয় মনে করেন, জ্ঞানকুশল মুমুক্ষুগণ কর্ম্মফলভোগীর ন্যায় সেই সকল বিধান গ্রহণ করেন না; পরন্তু তাঁহারা জ্ঞানজ রুচিক্রমে ফলভোগে উদাসীন হইয়া বৈরাগ্যপর বিধেয়সমূহকে ব্যবহারিক বিধান মনে করেন। এজন্য বিজ্ঞানরত বিরাগবিশিষ্ট জ্ঞানিসম্প্রদায় ব্যবহারকুশল কর্ম্মিগণকে 'অর্থী' ও আপনাদিগকে 'পরমার্থী' সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। আবার কর্ম্মজ্ঞানাতীত ভক্তগণ জ্ঞানীর ফলভোগ-কামনা লক্ষ্য করিয়া উভয়কে 'অর্থী' জানিয়া কামনারহিত শান্ত বৈষ্ণবগণকে 'পরমার্থী' সংজ্ঞা প্রদান করেন। প্রাকৃত যে কোন ফল উদ্দেশ করিয়া যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত সকলগুলি ফলান্তর্গত। সুতরাং প্রাকৃত চেষ্টার অধীন স্বার্থীকৃতাত্মাত্ব। ভক্তের বিবিধ চেষ্টাসমূহ কৃষ্ণের জন্য বিহিত

হয়; এজন্য তর্কের চেষ্টা তত্ত্বিত্তর ফলভোগকারী কর্ম্মী বা জ্ঞানীর ন্যায় নহে। প্রাকৃত অর্থী যে স্মৃতিবিধানের বশীভূত, অপ্রাকৃত পরমার্থীর তাহা উদ্দেশ্য নহে। এই কারণে আমরা বলিতে পারি যে, অভক্ত ও ভক্তগণের ব্যবহারিক বিধানে ভেদ আছে। ফলবাদী ও কামগন্ধহীন ভক্ত কখনই একপ্রকার বিধানে শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারেন না। অভক্তের বিধান—তাহার নিজ মঙ্গলের জন্য, ভক্তের বিধান—কৃষ্ণসেবার জন্য। একের উদ্দেশ্য—নিজ মায়িক অনুবৃত্তির ফলসাধন, অপরের উদ্দেশ্য—অপ্রাকৃত ভগবৎসেবা।

বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য-মত অপরগুলি হইতে বৈষ্ণবের অপেক্ষাকৃত আদরের বস্তু। বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীত পুরাণ সমূহে কথিত বিধানসমূহও বৈদিক প্রয়োগ-পদ্ধতির ন্যায় ব্যবহারকুশল স্মার্ত্তগণের আদরের বিষয়। বৈষ্ণবগণও বৈদিক প্রয়োগগ্রন্থ ও পুরাণ সমূহে তাঁহাদের উপযোগী অনুষ্ঠানসমূহ স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। মধ্বমুনির ব্যবহারিক স্মার্ত্তগণ দেশ বিদেশে কয়েকখানি স্মৃতিনিবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; বৈষ্ণবগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের জন্য শাস্ত্র হইতে প্রমাণসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক বৈষ্ণব-জীবনের জন্য বিধিবিধান গ্রন্থাকারে লিখিয়াছেন।

বঙ্গদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের জন্য বিশুদ্ধশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর আদেশক্রমে সঙ্কলিত শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী সম্পাদন করেন। তাহার অন্যূন অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বন্দ্যঘাটীয় শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বঙ্গীয় ব্যবহারকুশল স্মার্ত্তগণের পক্ষে প্রাকৃত ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য অষ্টা-বিংশতি তত্ত্ব নামে কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন। উহাতে হরিভক্তিবিলাস হইতে অনেকস্থলে মতের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতের অন্যান্য স্থানে নিজ নিজ প্রদেশের ব্যবহারোপযোগী স্মৃতিনিবন্ধ রচিত হইয়াছে।

এক্ষণে অনেকের নিকট ইহা প্রশ্নের বিষয় হইতে পারে যে, যখন স্মৃতিলেখকগণের মূল অবলম্বন এক, তখন বিধান-বিধায়ক সিদ্ধান্তের পার্থক্য হইল কেন? তদুত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, বৈষ্ণবস্মৃতিলেখক—ভগবানের নিত্যসেবক এবং কর্ম্মফলবাদীর স্মৃতিলেখক—স্বীয়ভোগ-তাৎপর্য্যপর। ভগবদুপাসনায় কর্ম্মফলবাদীর নিষ্ঠাকচি ও বিশ্বাস নাই; এজন্য তাঁহার নিকট হইতে নিরপেক্ষ বিধান পাওয়া দুর্ঘট।

হিন্দুসমাজ ব্যবহারিক স্মার্ত্তমহাশয়ের বিধানের অনুগমন করিতে বাধ্য হইলেও তদন্তর্গত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কর্ম্মফলবাদীর স্মৃতিপালনে বাধ্য নহেন। পরমার্থিগণের কৃষ্ণভজনের সংসারেও কোন কোন স্থলে স্মার্ত্তের বিধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৈষ্ণবস্মৃতির অনুগমন করা ঘটে না। ইহা কেবল তাঁহাদের দুর্ব্বলতা ও মূঢ়তার ফল। পরমার্থিগণ বৈষ্ণবস্মৃতি অনুসারে কৃষ্ণসংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। নিরীশ্বর স্মার্ত্তগণ তাঁহাদিগের প্রতি বল-প্রয়োগে কখনই সক্ষম হইবেন না।

বৈষ্ণব সমাজ তাঁহাদের আচার্য্যের যাথার্থ্য অনুসরণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে জগতে কোন বিশৃঙ্খলতা উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্যবহারিক স্মার্ত্তগণ কখনও কখনও বিষ্ণুভক্তির প্রতি কটাক্ষ করিয়া নানাপ্রকার মূঢ়তার পরিচয় দেন; কিন্তু ঐ প্রকার সঙ্কীর্ণ বিচার কখনই তাঁহাদিগকে উদার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাল প্রবৃদ্ধ হওয়ায় বৈষ্ণবগণের বিশুদ্ধ বিচারও তার্কিকের বৃথা বিতণ্ডার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। সকলই পরমার্থনিষ্ঠার শিথিলতাজ্ঞাপক। যাঁহারা প্রাকৃতবলে বলী, সেই অপ্রাকৃত বিচাররহিত স্মার্ত্তগণের আনুগত্য কখনই পরম মহান্ বৈষ্ণবগণের শোভনীয় নহে। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব স্মৃতির অনুগমন করিবেন, ইহাই আমাদের বিশেষ অনুরোধ।

প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচনা

ভক্তজীবনী—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র সাহী সম্পাদিত। গ্রন্থখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। এই গ্রন্থখানিতে রাজর্ষিবরণীর পুণ্যকীর্ত্তি দিনাজপুরের রাজর্ষি রায়সাহেব রাধাগোবিন্দ রায় বাহাদুরের পুত্র জীবনী বিভিন্ন কৃতী লেখকের লেখনী হইতে সংগৃহীত করিয়া একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে। রাজর্ষি রাধাগোবিন্দের জীবনী জগতের বহুলোকের জীবন গঠনের আদর্শ হইতে পারিবে।

পরলোকগত রায়সাহেব বাহাদুর মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বৈষ্ণবাধ্যুষিত পাঁচথূপী নামক গ্রামে পুণ্যচরিত্র জগচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরলোকগত জগচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া বেষ গ্রহণপূর্ব্বক ৪০ বৎসর কাল বৃন্দাবনে বাস এবং বৈষ্ণব সমাজে "জয়কৃষ্ণদাস বাবাজী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র রাধাগোবিন্দ শৈশবকাল হইতেই সত্যনিষ্ঠা ও বিষ্ণুবৈষ্ণব-ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। শৈশবকালেই রায় রাধাগোবিন্দকে দিনাজপুরের স্বর্গীয় রায় কমললোচন রায়সাহেব দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। 'পোষ্যপুত্র গ্রহণেই নীতি, বিদ্যা, ধর্ম্ম প্রভৃতি হইতে বিমুখ হইয়া স্বতন্ত্র-পথে বিচরণ করে'—এই অপবাদের প্রতিবাদী আদর্শরূপে রায়সাহেব শ্রীরাধাগোবিন্দের চরিত্র, নীতি, বিদ্যা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার সমুজ্জ্বল উদাহরণস্বরূপ ছিল। তিনি অল্পবয়সেই বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও অর্থকে কখনও অনর্থে ব্যয় করেন নাই; কিন্তু অর্থকে সর্ব্বদাই পরমার্থের উদ্দেশে ব্যয় করিয়াছেন। তিনি জিতেন্দ্রিয়, ভক্তিমান্, ধার্ম্মিক, নিরভিমানী, সম্মানদাতা, অতিথিবৎসল, বৈষ্ণবজনাশ্রয়, বৈষ্ণব-সেবায় মুক্তহস্ত এবং ঐশ্বর্য্যমদে শ্রী-বিভূষিত হইয়াও ভগবন্নামগুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তনে রত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ তাঁহার নিত্য প্রাতাহিক কার্য্য ছিল। "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে"—এই শাস্ত্রীয় বাণী তাঁহাতে সার্থকতা-মণ্ডিত হইয়াছিল।

তিনি ভাগবত মহারাজ অম্বরীষের অনুসরণে বহু দাস দাসী ও সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও আপনাকে গোবিন্দ-দীয় একটী নগণ্য ভৃত্যজ্ঞানে নিজ হস্তে ঠাকুরমন্দির সংমার্জ্জন করিতেন। তিনি জীবনে কখনও কোন নীতি-বিগর্হিত কার্য্য করেন নাই, এমন কি, বিবাহিত ধর্ম্ম-পত্নীতেও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি গুরু-প্রতিষ্ঠাকে শূকরী-বিষ্ঠা জ্ঞান করিতেন। পরলোকগত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত কোন পুস্তকের পাদটীকায় রায়সাহেব মহোদয়কে গৌরপার্ষদ শ্রীল বাসুদেব ঘোষঠাকুরের বংশধর বলিয়া উল্লেখ করিলে রায় সাহেব মহোদয় শিশির বাবুকে অনুরোধ করিয়া উক্ত পুস্তকের পরবর্ত্তী সংস্করণে ঐ পাদটীকাটী উঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ"—এই শ্লোকের অনুসরণ করিয়া একমাত্র শ্রীঅচ্যুতের পাদপদ্মে একনিষ্ঠ ছিলেন; অন্য ইতরকামনাপূর্ব্বক দেবদেবীর অর্চ্চনাতে তাঁহার আসক্তি ছিল না।

বর্ত্তমানের যে সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণবক্রব প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায় মনে করেন যে, ব্যভিচার ও স্ত্রীবিৎসঙ্গাদিতে সিদ্ধ না হইলে ভজনকারীকে 'সিদ্ধ' বলা যায় না,—যে সকল প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় মনে করেন, আপনাদিগকে অদ্বৈতভাবে নিত্যানন্দের বংশধর, অদ্বৈত প্রভুর বংশধর, রামানন্দ বসুর বংশধর প্রভৃতি পরিচয়ে পরিচিত করাইয়া গৌরপার্ষদগণকে তাহাদেরই ন্যায় শুক্রশোণিতসম্ভব জীববিশেষ-বিচারে তাঁহাদের চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ ও প্রাকৃতবুদ্ধি এবং তৎসঙ্গেসঙ্গে প্রতিষ্ঠা-শূকরী-বিষ্ঠা ভোজন না করিলে আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠিত হয় না, তাঁহারা চক্ষুষ্মান্ হইয়া প্রভুপার্ষদবংশে রাজর্ষি রায়সাহেব রাধাগোবিন্দের চরিত্র আলোচনা করুন।

অনেক সময় পুস্তকাদিতে অনেকের প্রশংসা পাঠ করা যায় এবং তাহা পাঠ করিয়া দূর হইতে অনেক সাধারণ ব্যক্তিকেও মহদ্ব্যক্তি বলিয়া ধারণা হয়। কিন্তু রাজর্ষি

রায় সাহেব রাধাগোবিন্দের চরিত্র সেইরূপ কাগজে-কলমে প্রশংসিত বা অতিরঞ্জিত কোন বস্তু নহে। আমরা তাঁহার জীবনীতে যাহা পাঠ করিলাম, আমাদের প্রচারকবৃন্দ একদিন তাহা তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দের মুখে রাজর্ষি রাধাগোবিন্দ শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং কিছুকাল নিয়মিতভাবে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িকতা, সৌজন্য, বৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তি, বৈষ্ণবের প্রতি অতুলনীয়া ভক্তি, যাহা গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ সেই রাজর্ষির চরিত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই জগতে আদর্শস্থানীয়।

এই ভক্তদ্বয়ের জীবনী সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী সংশ্লিষ্ট জীবনীর কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিলে সমালোচনাটীর সম্পূর্ণতা সাধিত হইবে না বলিয়াই আমাদের মনে হয়। যেমন উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ, তদ্রূপ সুযোগ্য রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ প্রাজ্ঞবরেষু। রায়সাহেব শরদিন্দুনারায়ণ পিতৃদেবের এবং বৈষ্ণবাগ্রহ পবিত্র বংশের সর্বগুণে সমলঙ্কৃত, একাধারে আভিজাত্য, বিদ্যা, সৌন্দর্য্য ও সম্পদ এই মহাত্মাকে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। কুমার শরদিন্দু নারায়ণ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতাহেতু লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'প্রাজ্ঞ' উপাধি লাভ করেন। ইনি কাশীতে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের নিকট মায়াবাদীয় বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রেরও বহু গ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন। এইরূপ বিদ্যার পারংগতি লাভ করিয়াও তিনি বিনয়ে বিনম্র তুল্য। আমরা বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি, তিনি নিষ্কপটে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত হইয়া তৃণাদপি সুনীচতার সহিত নানাবিধ প্রশ্ন করিয়াছেন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা অতুলনীয়া। আমরা শুনিয়াছি "বড়কুমার" শ্রীশরদিন্দুনারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা "ছোটকুমার" শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় (ভাইস্ চেয়ারম্যান নিজামপুর-মিউনিসিপ্যালিটী) মহোদয়ও উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র এবং উপযুক্ত ভ্রাতার উপযুক্ত ভ্রাতা। কুমার শরদিন্দুনারায়ণ—শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সাধারণ সভার অন্যতম সম্পাদক।

আমরা "ভক্তজীবনী" পাঠ করিয়া সত্যসত্যই এই সত্যযুগানুকল্প-নির্ব্বাসিত কলিযুগে একটী প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যকীর্ত্তি-জীবনের আদর্শ পাইলাম। এই গ্রন্থ পাঠে জগতের অনেক লোক উচ্চ আদর্শ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

ভাগবত পাঠশালা

(নিজস্ব সংবাদ-দাতার পত্র)

পূতসলিলকণাবাহিনী গোমতী-উপকূলে পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীব্যাসদেব, শ্রীশুকদেব প্রভৃতি যাগ প্রপূজিত সর্ব্বতীর্থ-আকর নৈমিষারণ্যক্ষেত্র অবস্থিত। শৌনক-প্রমুখ ঋষিবৃন্দ মুনিবৃন্দের দ্বারা যে স্থান নিয়ত অপ্রাকৃত সামগানে নিনাদিত হইত, আজ কলিযুগপ্রভাবে সেইস্থান সহস্র সহস্র বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুগণের কোলাহলে মুখরিত হইতেছে। তাই পরদুঃখদুঃখী করুণাবতার যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অতীত গৌরবের পুনরুদ্ধারকল্পে কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট নিষ্কপটচিত্ত সেবকবৃন্দের দ্বারা ভাগবতধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠে শ্রীভাগবত-পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। ভাগবত পাঠশালার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ইহাই লক্ষ্য হয় যে, শিক্ষার্থিগণ সৎ-সম্প্রদায়ভুক্ত, শুদ্ধচিত্ত, আদর্শ বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ, একান্ত হরিজন-প্রয়াসী সেবক দ্বারা জগৎ স্বার্থপরতা, নিঃস্বার্থ-পরতা এবং পরার্থপরতা শিক্ষালাভ করিয়া সত্যসঙ্কল্প হইতে কখনও বিচ্যুত না হইয়া বাস্তবিক জগন্মঙ্গলকর কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই প্রকার সদনুষ্ঠানের জন্য সজ্জনমাত্রেরই প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—যাহার যাহা কিছু আছে, সকলই নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ তীর্থ মহারাজ মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি পাঠ, বক্তৃতা প্রভৃতির দ্বারা জীবের তত্ত্বানুযায়ী সুকৃতির উদয় করাইতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী ও শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজদ্বয় এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্ এ ভক্তিসুধাকর প্রভু কটকের অন্তর্গত ধানকানা-রাজবাটীতে এ পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা দ্বারা জীব মাত্রের নিত্যধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহোৎসবোপলক্ষে শ্রীধাম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও বক্তৃতা দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার কথা ও জীবমাত্রের ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ হাবড়া উলুবেড়িয়াতে শুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ মেদিনীপুর জেলান্তর্গত নাড়াজোল-রাজবাটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ মেদিনীপুর জেলান্তর্গত বাগনাপাড়ে হরিকথা প্রচার করিয়া কেশিয়াড়ীতে যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাদনাড়ের নিকটবর্ত্তী নির্সাচটীতে ভগবৎকথা প্রচার করিতেছেন।

বিগত ৫ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ কলিকাতা ৭৫নং গড়পারোডস্থিত "হরিসভায়" শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ-মুখে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কার্য্য ও শ্রীরূপের অন্যান্য অবতার অপেক্ষা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণবিলিততনু শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে কীর্ত্তনসম্রাট শ্রীপাদ বৈষ্ণবাচার্য্যনাথ দাস ব্রহ্মচারী প্রভুর সুললিত কীর্ত্তনে শ্রোতৃবর্গ বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

নির্য্যাণ

বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ বুধবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদের অন্যতম বেষাশ্রিত শিষ্য শ্রীশ্যামমায়াপুর যোগ-পীঠস্থ শ্রীনৃসিংহ-মন্দিরের সেবাভারপ্রাপ্ত শ্রীপাদ হরিচরণ দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নাম গ্রহণ করিতে করিতে সজ্ঞানে শ্রীযোগপীঠে শ্রীধামলাভঃ লাভ করিয়াছেন। বাবাজী মহাশয় উক্ত বুধবার প্রাতেই তাঁহার স্বধাম-প্রয়াণের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। দেহরক্ষার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও তাঁহাকে কয়েকবার 'ঐ যে প্রভু আসিয়াছেন' একথা বলিতে শুনা গিয়াছে। শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারীপ্রমুখ বৈষ্ণবগণ বাবাজী মহাশয়কে স্নান করাইয়া তাঁহার বাসপাত্রে তিলক অঙ্কন করিয়া এবং প্রদত্ত পুষ্পমালাদি মস্তকে ও বক্ষে অর্পণ করিয়া উচ্চ নাম-সংকীর্ত্তনের সহিত তাঁহার দেহকে শ্রীবাস-অঙ্গনে লইবার ব্যবস্থা করেন এবং তৎপরে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-পাদের সৎক্রিয়াসারদীপিকান্তর্গত সংস্কার-দীপিকোক্ত বিধানানুসারে তাঁহার অঙ্গে সমাধিমন্ত্র লিখিয়া যথারীতি নাম-সংকীর্ত্তনমুখে মুহুর্মুহুঃ গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির সহিত তাঁহার সমাধি প্রদান করেন। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীমদ্বৈতভবন ও শ্রীযোগপীঠের গুরুবর্গ ও পরিব্রাজকপীঠের ব্রহ্মচারিগণ এই সমাধি-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৭ম বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬, ১লা জুন, ১৯২৯ | ৪১শ সংখ্যা

ব্রহ্মগিরি

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে রত্নাকরের তীরে তীরে দক্ষিণে যাইতে প্রায় ৮ ক্রোশ দূরে নানাবিধ শ্যামল বনরাজিবিমণ্ডিত এক রেবতন্য উচ্চপ্রদেশ সুপ্রাচীনকাল হইতে 'ব্রহ্মগিরি'-নামে খ্যাতি লাভ করিয়া আসিয়াছে। কথিত হয় যে, এইস্থানে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের আদিগুরু ব্রহ্মা সত্যযুগে ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনায় মগ্ন ছিলেন। ব্রহ্মার তপস্যার স্থান বলিয়া এইস্থানের নাম 'ব্রহ্মগিরি' হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এইস্থানে ব্রহ্মা কৃষ্ণবর্ণ গৌরহরির দর্শন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। সেই "কৃষ্ণবর্ণ গৌরহরি" ব্রহ্মাকে দর্শন দান করিয়া বলিয়াছিলেন, কলিকালের প্রথম সন্ধ্যায় তিনি (গৌরহরি) অবতীর্ণ হইবেন। সেইকালে তিনি শ্রৌতপ্রণালীর মর্য্যাদা স্থাপনের জন্য কৃপাপূর্ব্বক ব্রহ্মসম্প্রদায়-স্বীকার-লীলা প্রদর্শন করিবেন এবং পুরুষোত্তম হইতে এইস্থানে আগমন করিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্য-প্রদেশ নামপ্রেমবন্যায় প্লাবিত করিবেন। পুনরায় তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেম-প্রচার লোক-সমাজে আবৃত হইলে উৎকল-পুরুষোত্তমে 'ব্রহ্মগিরির' ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত হইয়া সমগ্র বিশ্বে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের বাণী প্রসারিত হইবে। 'ব্রহ্ম' শব্দে বৃহৎ অর্থাৎ পূর্ণচেতন এবং 'গিরি' শব্দে বাণী। ব্রহ্মগিরি শব্দে চৈতন্যবাণী। 'গিরি'—সপ্তমীতে গিরি। চৈতন্যবাণীতেই শ্রীচৈতন্যের ব্যাপ্তি, অধিষ্ঠান বা ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের বাস্তব সত্যের আকর নিহিত রহিয়াছে।

সুপ্রাচীনকাল হইতেই দক্ষিণদেশ নারায়ণপরায়ণ ভক্তগণ দ্বারা অধ্যুষিত। মায়াবাদধ্বান্তবিনাশক প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড আচার্য্য শ্রীশঙ্করের দাক্ষিণাত্য-গমনে উদিত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই বহু নারায়ণপরায়ণ সিদ্ধমহাপুরুষ দক্ষিণদেশে অবতীর্ণ হইয়া জগতে শ্রীহরিভক্তির কথা প্রচার করিয়াছিলেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণগণের নিত্য আচমনীয় মন্ত্রে যে বিষ্ণুর পরমপদ সদা-দর্শনকারী সূরিগণের কথা শ্রুত হয়, সেই দিব্যসূরিগণ কালে কালে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের ইতিহাসলেখক শ্রীঅনন্তাচার্য্য তাঁহার 'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থের ৭৪ অধ্যায়ে দ্বাদশ জন পূর্ব্বদিব্যসূরির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই দিব্যসূরি অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদগণকে তামিল ভাষায় 'আলোয়ার' বা 'আল্বর' বলা হয়।

ব্রহ্মার ভজনসিদ্ধি-স্থান ব্রহ্মগিরি নির্জ্জনতা ও পবিত্রতায় শ্রীনারায়ণোপাসনার বিশেষ অনুকূল বলিয়া দক্ষিণদেশের মধ্যবর্ত্তীয় কতিপয় দিব্যসূরি বা আলোয়ার এইস্থানে চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক পাঞ্চরাত্রিক বিধিতে শ্রীঅর্চ্চাবতারের পূজা করিয়াছিলেন। 'আল্বর' বা 'আলোয়ার'গণের 'নাথ' বা প্রভু বলিয়া শ্রীনারায়ণ "আল্বর বা আলোয়ার নাথ"-নামে খ্যাত হন এবং ব্রহ্ম-গিরির কিয়দংশ আলোয়ারনাথের নামানুসারে "অল্বর-পত্তনম্—অলারপাট্টনা, অলারপুর—অল্বরপুর প্রভৃতি নামে অদ্যাপি খ্যাত রহিয়াছে। 'আল্বরনাথ বা আলোয়ার-

নাথের' অপভ্রংশ হইতে 'আলালনাথ' শব্দের প্রচলন হইয়াছে।

দক্ষিণদেশের আলোয়ার বা দিব্যসূরিগণের দ্বারা আলবন্দরনাথ অর্চিত হইবার পর দক্ষিণদেশের কোলা-ব্রাহ্মণগণের হস্তে আলবন্দরনাথের পূজা ন্যস্ত হয়। দক্ষিণদেশ হইতে ১২০০ ঘর কোলা-ব্রাহ্মণ ব্রহ্মগিরিতে আসিয়া বাস করেন এবং পর্য্যায়ক্রমে আলবন্দরনাথের সেবা করিতে থাকেন। কিম্বদন্তী এই যে, কোন এক বৎসর উক্ত কোলা-ব্রাহ্মণগণের অন্যতম পূজারি-বিপ্র কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করেন এবং নিজ অল্পবয়স্ক পুত্রের উপর আলবন্দরনাথের নিত্যপূজার ভার অর্পণ করিয়া যান।

সরলহৃদয় ব্রাহ্মণ-বটু তাঁহার সাধ্যমত কিছু ভোগাদি রন্ধন করিয়া আলবন্দরনাথের নিকট উপস্থিত করিলেন এবং নিবেদন-মন্ত্র না জানায় ঠাকুরকে বলিলেন,—"প্রভো, আমি অতি অল্প বালক, আপনার মন্ত্র-তন্ত্র জানি না; আমার পিতা বিদেশে গমন করিয়াছেন, আপনি কৃপাপূর্ব্বক এই ভোগ গ্রহণ করুন।" আলবন্দরনাথের নিকট এই প্রকারে ভোগ নিবেদন করিয়া সেই ব্রাহ্মণ বটু ভোগ মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং বহির্দ্দেশে আসিয়া বয়স্যগণের সহিত বালক-সুলভ ক্রীড়াদিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বালকের মাতা পুত্রকে এইরূপ খেলাধূলায় প্রবৃত্ত দেখিয়া ঠাকুরের ভোগ সমাপ্ত হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় বালক বলিলেন, "আমি ঠাকুরকে ভোগ দিয়াছি।" ইহা শুনিয়া বালকের মাতা বলিলেন,—"ভোগ দিবার কিছুকাল পরে ভোগ সরাইতে হয় এবং সেই প্রসাদ পুত্রে লইয়া আসিতে হয়।" বালক মাতার আদেশমত ভোগ-মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, ভোগপাত্রে যে সকল বস্তু প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার কিছুই অবশিষ্ট নাই। বালক এই কথা মাতাকে জানাইলেন। বালকের মাতা ইহা বিশ্বাস করিলেন না দেখিয়া বালক মাতাকে ভোগ-মন্দিরে লইয়া গিয়া ইহা প্রত্যক্ষ করাইলেন। তথাপি বালকের মাতার ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। তিনি মনে করিলেন, হয় ত' বালকই চাপল্যবশতঃ নারায়ণের সমস্ত ভোগ খাইয়া ফেলিয়াছে এবং প্রকাশের ভয়ে এইরূপ মিথ্যাকথা রচনা করিয়াছে। কিন্তু ক্রমাগত কয়েকদিনই বালক মাতার সম্মুখে একইভাবে ঠাকুরকে ভোগ প্রদান এবং কিছুকাল পরে ভোগ-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেখাইলেন যে, সত্যসত্যই আলালনাথ সমস্ত ভোগ নিঃশেষিতরূপে গ্রহণ করেন। বালকের মাতা ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বালককে বলিলেন,—"তোর পিতা ষোড়শোপচারে আলবন্দরনাথের পূজা করেন, কিন্তু ভগবান্ এইরূপভাবে সমস্ত সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া ফেলেন না, আর তুই ভগবানের পূজাবিধি, এমন কি, ভগবন্মন্ত্রোচ্চারণে পর্য্যন্ত অনভিজ্ঞ, তথাপি ভগবান্ তোর প্রদত্ত ভোগদ্রব্য গ্রহণ করেন।

কিছুকাল পরে পূর্ব্বোক্ত পূজারী ব্রাহ্মণ বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিলে ব্রাহ্মণ পত্নী স্বামীর নিকট সমস্ত বিষয় সবিস্তারে বর্ণন করিলেন। ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুত্রকে তৎপরদিবসই ঠাকুরের ভোগের সময় ভোগমন্দিরে লইয়া গিয়া, বালক কিপ্রকারে নারায়ণকে ভোগ প্রদান করেন এবং নারায়ণই বা তাহা কিপ্রকারে গ্রহণ করেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ব্রাহ্মণবটু পূর্ব্বের মত রন্ধন করিয়া আলবন্দরনাথকে ভোগ প্রদান করিলেন। বালকের পিতা ভোগমন্দিরের অভ্যন্তরে এক কোণে লুকাইয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ লুক্কায়িত স্থানে থাকিয়াই শুনিতে পাইলেন, বালক নারায়ণকে ভোগ প্রদান করিয়া বলিতেছেন,—"হে ঠাকুর, আমি আপনার মন্ত্রতন্ত্র জানি না, আপনাকে নিবেদন করিতেও জানি না, আমার পিতা উপস্থিত নাই, তিনি না আসা পর্য্যন্ত আপনি এই ভোগ গ্রহণ করুন।" এই বলিয়া বালক মন্দিরদ্বার বন্ধ করিলে ভোগমন্দিরে-লুক্কায়িতভাবে-স্থিত বালকের পিতা দেখিতে পাইলেন যে শ্রীনারায়ণ চারিহস্তে বালকের প্রদত্ত সমস্ত সামগ্রী অতি আগ্রহের সহিত ভোজন করিতেছেন। ঠাকুর সমস্ত ভোগই ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেছেন দেখিয়া উক্ত পূজারী ব্রাহ্মণ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন,—"আপনি যখন সমস্ত ভোগ ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেছেন, তখন আমরা কি খাইয়া বাঁচিব?" আলবন্দরনাথ বলিলেন,—আমি বালকের প্রীতিতে সমস্ত ভোগ ভক্ষণ করিতেছি, তুমি আমার নিকট কি বর চাও বল।" পূজারী ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আমি আর কি বর চাহিব? আপনি যখন আমাদের প্রাপ্য সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেছেন, তখন আমাদিগকে

অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। শ্রীআলবর-নাথ বলিলেন,—"আজ হইতে আমি আর তোমার প্রদত্ত কোন বস্তু গ্রহণ করিব না। জগতে সমস্ত দ্রব্যই আমার ভোগ্য, আমি কৃপা করিয়া যতটুকু প্রদান করি, তাহাই আমার অবশেষ ও মৎপ্রদত্ত কৃপাকণে তোমাদের গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। যেহেতু তোমরা আমার ভোগে ভোগবুদ্ধি করিলে, সেইহেতু তুমি তোমার জ্ঞাতিবর্গের সহিত অচিরেই নির্ব্বংশে হইয়া যাইবে, কেবল তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ আমার নিত্যভক্তকে আমি বৈকুণ্ঠলোকে মৎসমীপে স্থান প্রদান করিব।"

শ্রীআলবনাথের এই প্রকার উক্তির পর দক্ষিণদেশের যাবন পর কোমা ব্রাহ্মণ একে একে বিনষ্ট হইয়া গেলেন, তাঁহাদের বংশে আর কেহ থাকিলেন না।

এই সময়ে আলবর-নাথ পুরীর রাজা শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজকে স্বপ্ন প্রদান করিয়া অন্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা সেবার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। পুরুষোত্তম মহারাজ ব্রহ্ম-গিরিতে দুইঘর বশিষ্ঠগোত্রীয় এবং এক ঘর ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিলেন। ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ আলবর-নাথের অর্চ্চনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এবং বশিষ্ঠগোত্রীয়গণ সূপকার ও রন্ধনাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলেন। এই তিন ঘর ব্রাহ্মণ হইতে ক্রমশঃ বর্ত্তমানে ত্রিশঘর পাণ্ডা ব্রাহ্মণের বিস্তার হইয়াছে। ইঁহারাই বর্ত্তমানে আলালনাথের যাবতীয় সেবাভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কতিপয় ব্রাহ্মণের উপাধি মোহান্ত (সূপকারের অপভ্রংশ), ইঁহারা আলবরনাথের ভোগ রন্ধনাদি করেন; কতিপয় ব্রাহ্মণের উপাধি 'পাণ্ডা', ইঁহারা আলবরনাথের অর্চ্চনাদি করেন; কতিপয় ব্রাহ্মণের উপাধি 'পুষ্পালেখ', ইঁহারা আলবরনাথের পূজারাদি সেবা করেন; অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ-গণের উপাধি 'শতপত্তি'; ইঁহাদের শ্রীবিগ্রহ পূজা করিবার অধিকার নাই, কিন্তু ইঁহারা জলছিটান, পূজারী পাণ্ডাগণের নিকট ধূপদীপ প্রভৃতি আনিয়া দেওয়া, ঘর অবরুদ্ধ ও উন্মোচন করণ প্রভৃতি কার্য্যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহারা বর্ত্তমানে সকলেই পঞ্চোপাসক। উক্ত ৩০ ঘর পাণ্ডার মধ্যে প্রত্যেক ঘরের বর্ত্তমান বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল—

(১) বাছা মহাসোয়ার, (২) কাদালী মহাসোয়ার, (৩) অগাধু মহাসোয়ার, (৪) ত্রিবারী মহাসোয়ার, (৫) মার্কণ্ডেয় মহাসোয়ার, (৬) জগন্নাথ মহাসোয়ার, (৭) সুদর্শন মহাসোয়ার, (৮) নারায়ণ মহাসোয়ার, (৯) হাড় মহাসোয়ার, (১০) দীনবন্ধু মহাসোয়ার, (১১) বামন মহাসোয়ার, (১২) নটবর মহাসোয়ার, (১৩) মোহনাথ মহাসোয়ার, (১৪) গৌরাঙ্গ মহাসোয়ার, (১৫) মাধব পাণ্ডা, (১৬) মাওনী পাণ্ডা, (১৭) বাবু পাণ্ডা, (১৮) হরিপাণ্ডা, (১৯) অর্জ্জুন পাণ্ডা, (২০) গদাধর পাণ্ডা, (২১) ধর্ম্ম পাণ্ডা, (২২) জগু পাণ্ডা, (২৩) উদ্ধনাথ পাণ্ডা (২৪) মোহন পাণ্ডা, (২৫) তীন পাণ্ডা, (২৬) অগাধু পাণ্ডা, (২৭) চিন্তামণি পুষ্পালেখ, (২৮) রামকৃষ্ণ পুষ্পালেখ, (২৯) গোবর্দ্ধন শতপত্তি, (৩০) বামন শতপত্তি।

শ্রীআলালনাথ—অতীব সুন্দরবর্ণন চতুর্ভুজ শ্রীমূর্ত্তি। ইঁহার দক্ষিণদিকের নিম্ন হস্তে পদ্ম, ঊর্দ্ধহস্তে চক্র, বাম-দিকের ঊর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ, এবং নিম্ন হস্তে গদা। সিদ্ধার্থ সংহিতায় এইরূপরূপে আদুবরণী শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তির নাম —শ্রীজনার্দ্দন।

"পদ্মং সুদর্শনং শঙ্খং গদাং হস্তে জনার্দ্দনঃ।"

শ্রীআলালনাথদেব প্রায় ৫০ ফিট উচ্চ সুন্দর কারুকার্য্য খচিত প্রস্তরনির্ম্মিত একটী শ্রীমন্দিরে বিরাজমান রহিয়া-ছেন। শ্রীমন্দিরমধ্যে আলালনাথের সহিত লক্ষ্মী, সরস্বতী, রুক্মিণী, সত্যভামা এবং পাণ্ডাগণের উক্তিমতে ললিতা-বিশাখাদেবী বিরাজিতা আছেন। আলালনাথের পদতলে অঞ্জলিবদ্ধ গরুড় উপবিষ্ট। শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন—ভোগ মন্দির, নাট্যমন্দির ও জগমোহন। উড়িষ্যার দেবমন্দির সমূহের রীতি অনুসারে আলোকাভাবে শ্রীমন্দির ও জগমোহনের অভ্যন্তর চর্চ্চটিকাকুলের আবাসস্থল হইয়াছে। উড়িষ্যা-প্রদেশে তদ্দেশজাত "সোণার" ফলের তৈল এবং ঘৃতের প্রদীপ ব্যতীত দেবতার মন্দিরে অন্য কোন প্রকার আলোকের ব্যবস্থা নাই।

এ প্রদেশে মূল শ্রীমন্দিরাধিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ কোথাও অভিযান করেন না বলিয়া বিভিন্ন যাত্রাদি মহোৎসবে চল-শ্রীমূর্ত্তিরই বিজয় হইয়া থাকে। চল শ্রীমূর্ত্ত চলন্ত-বিগ্রহ' বা 'বিজয়বিগ্রহ'-নামে অভিহিত হন। তবে শ্রীপুরুষোত্তমে রথ ও স্নানযাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথদেব বাহিরে বিজয় করেন।

আলালনাথের শ্রীমন্দিরের জগমোহনে বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন, বলরাম, কৃষ্ণ এবং "পতিতপাবন আলাল-নাথ" বিরাজিত আছেন। যে সকল অবরজুলোদ্ভূত ব্যক্তির মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, তাঁহারা মন্দিরের বহির্দেশ হইতেই "পতিতপাবন-আলাল-নাথ"-শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন।

বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহনেরই চন্দনযাত্রা, দোলযাত্রা, রাস, দশহরা প্রভৃতি উৎসবোপলক্ষে বহির্বিজয় হইয়া থাকে। পুরীর শ্রীমদনমোহনের ন্যায় আলালনাথেও অক্ষয় তৃতীয়া হইতে বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহনের চন্দনযাত্রা উৎসব আরম্ভ হইয়া একুশ দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে 'চন্দনপুষ্কর' অবস্থিত। এই পুষ্করটী 'পশ্চিমা পুষ্করিণী' নামে খ্যাত। পশ্চিম দিকে অবস্থিত বলিয়া ইহার ঐরূপ নাম হইয়াছে। আলালনাথের চন্দনপুষ্করটী পুরীর 'নরেন্দ্র-সরোবরে'র ন্যায় বৃহৎ নহে। বর্ত্তমানে পুষ্করের মধ্যস্থলে চন্দনমণ্ডপ বা পুষ্করের ঘাট বাঁধান নাই। চন্দনপুষ্করের পঙ্কোদ্ধার, ঘাট নির্ম্মাণ এবং একটী চন্দনমণ্ডপ নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক। চন্দনযাত্রা উৎসব-কালে প্রত্যহই অপরাহ্ণে শ্রীমদনমোহনদেবকে বিমানে আরোহণ করাইয়া বাদ্যভাণ্ডাদি সংযোগে চন্দনপুষ্করে লইয়া যাওয়া হয়। চন্দনপুষ্করের উপকূলেই একটী সুন্দর কুটীর। সেই কুটীরে মদনমোহনদেব, লক্ষ্মী, সংস্বতী, রুক্মিণী, সত্যভামা, ললিতা, বিশাখা এবং রামকৃষ্ণ দুই ভাই মূলমন্দির হইতে বিজয় করিয়া বিশ্রাম করেন। সেখানে চন্দনকুঙ্কুম বিলেপন, নানাবিধ বনকুসুমের শৃঙ্গার, এবং শ্রীঅঙ্গোপযোগী স্নিগ্ধ উপকরণসমন্বিত ভোগ হইয়া থাকে। শ্রীমদনমোহনদেব অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত সেই স্থানে অবস্থান করিয়া দেবদাসীগণের নৃত্য-সঙ্গীত ও নানাবিধ গীতবাদ্য শ্রবণ এবং যাত্রাদি দর্শন করিয়া নৌকোপরি বিহার করেন। এইরূপে বলয়-চন্দন, বায়ুসেবন ও নৌকাবিলাসাদি করিয়া নানাবিধ সুমিষ্ট দ্রব্য ভোজনান্তে শ্রীমদনমোহনদেব রাত্রি ১ ঘটিকার সময় বাদ্যভাণ্ডের সহিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে পাণ্ডাগণ গৌড়দেশীয় ভক্তগণের রীতি অনুসারে বঙ্গভাষায়,—"নিতাই এল ঘরে, আমার গৌর এল ঘরে"—এই কীর্ত্তনটী গান করিয়া থাকেন।

জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় "পতিতপাবন জগন্নাথে"র স্নানযাত্রা হয়, কিন্তু এখানে রথ হয় না; শ্রাবণী পূর্ণিমাতে বিজয়বিগ্রহ শিবিকারোহণে নিকটবর্ত্তী কোনও উন্মুক্ত স্থানে বিজয় করেন। সেইখানে ঠাকুরের ভোগ-আরতি, পরিক্রমা এবং নৃত্যগীতাদি হইয়া থাকে। এই উৎসব 'গমাপূর্ণিমা'-যাত্রা নামে খ্যাত। শ্রাবণ মাসে চিত্রা অমাবস্যায় শ্রীআলালনাথের রাজবেশ হয়। তখন শ্রীআলালনাথ স্বর্ণাভরণে বিভূষিত হন। ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমী এবং আশ্বিনে দশহরা উৎসব হয়। দশহরার সময় বিজয়-বিগ্রহ সিংহ-দরজায় বিজয় করেন। কার্ত্তিক মাসে এক মাস কালের মধ্যে ২৫ দিন দামোদর-বেশ, ৪ দিন লক্ষ্মীনারায়ণ বেশ এবং একদিন রাজবেশ হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে প্রথমাষ্টমী পূজা ও উৎসব হয়। পৌষ মাসের অমাবস্যায় একটী বিশেষ উৎসব হইয়া থাকে এবং পৌষ পূর্ণিমায় রামাভিষেক ও রাজবেশ হয়। মাঘ মাসে মকর সংক্রান্তি ও বসন্ত-পঞ্চমী উপলক্ষে বিশেষ উৎসব হইয়া থাকে। ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রার সময় শ্রীমদনমোহন বাদ্যভাণ্ড সহ পাঁচ দিন নগর পরিক্রমা করেন এবং দোলযাত্রা উৎসব হইয়া থাকে। চৈত্র মাসে রামনবমী, অশোকাষ্টমী প্রভৃতি উৎসব হয়।

প্রাত্যহিক ভোগ-রাগাদি নিম্নলিখিতক্রমে হইয়া থাকে,—

প্রাতঃকালে—শঙ্খোত্থান-আরতি-অবকাশ, সূর্য্যপূজা, ধারপালপূজা ও বালভোগ।

বেলা ৯ ঘটিকায়—সকাল-ধূপ; এই সময় খেচরান্ন ভোগ হয়।

বেলা ১২টায়—'রাজ-ধূপ,' এই সময় অন্ন, তরকারী, ডাল, কণিকা, ও পরমান্ন প্রভৃতি ভোগ হইয়া থাকে। তৎপরে ভোগ-আরতি হয়।

অপরাহ্ণে—আলালনাথের নিদ্রাভঙ্গ এবং ফলাদির সহিত মিষ্টান্ন ভোগ হয়।

সায়ংকালে—সন্ধ্যাধূপ, সন্ধূপ বা সান্ধ্য ভোগে পাকান্ন, ভাজা প্রভৃতি ভোগ হইয়া থাকে।

রাত্রে—বড় শৃঙ্গার বা নৈশভোগ হয়। এই সময় 'দন্তকাষ্ঠ' নাড়ু প্রভৃতি ভোগ হয়।

পাণ্ডাগণের পর্য্যায়ক্রমে সেবার বন্দোবস্ত আছে। ত্রিশ

ঘর পাণ্ডার মধ্যে প্রতিমাসে পাঁচ দিন করিয়া ছয় ঘর পাণ্ডা আলালনাথের সেবা করেন। প্রতিদিন সাত জন সেবককে আলালনাথের সেবা করিতে হয়।

আলালনাথের সেবার জন্য প্রায় ১০০০ এক হাজার বিঘার জমিদারী আছে। এই জমিতে ধান, আম, কাঁঠাল, বাঁশ, পোয়াল, কাঠ প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। পাণ্ডা এবং ঠাকুরের সিংহাসন-বহনকারী, শিবিকা-বহনকারী, বিমান-বহনকারী ও বিভিন্নসেবায় বিভিন্ন ব্যক্তিগণের জন্য জমির নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রদত্ত আছে। দীনবন্ধু মহাপোত্রোরের নামে পাণ্ডাগণের পক্ষ হইতে আমমোক্তার-নামা দেওয়া আছে। পাণ্ডাগণের উক্তিতে জানা যায় যে, পূর্ব্বে পুরীর মহারাজা আলালনাথের সেবার সাহায্য করিতেন; কিন্তু বর্ত্তমানে আর কোনরূপ রাজসাহায্য পাওয়া যায় না।

পাণ্ডাগণ বলেন, আলালনাথের মন্দির কতকাল যাবৎ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারা তাঁহাদের প্রাচীন পূর্ব্ব পুরুষগণের নিকট হইতেও সঠিক জানিতে পারেন নাই। মন্দির-প্রাঙ্গনে একটী কূপ, রন্ধনগৃহ এবং অপর পার্শ্বে দোলবেদী প্রভৃতি রহিয়াছে। মন্দিরের এক পার্শ্বে স্থানে স্থানে গোলাকার গর্ত্তবিশিষ্ট একটী বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পড়িয়াছিল। বর্ত্তমানে সেই প্রস্তরখণ্ডটীকে "মহাপ্রভুর সর্ব্বাঙ্গচিহ্ন" বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা হইতেছে এবং তদুপরি একটী মন্দিরও নির্ম্মিত হইতেছে। এইরূপ চেষ্টা কতদূর অকৃত্রিম, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

আলালনাথের শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন উত্তরপূর্ব্বকোণে একটী বিস্তৃতশাখ প্রাচীন অশ্বত্থ-বৃক্ষ বিরাজিত। সেই বৃক্ষের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ বিঘা-পরিমিত ভূখণ্ডে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা-মঠ শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠ বিরাজিত। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠের দেব সীমায় একটী বৃহৎ পুষ্করিণী। ইহাকে গৌড়ীয়গণ 'রাধা-কুণ্ড' বলেন। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশ্রাম করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং মহাপ্রভুর ভক্তগণও এই স্থানে মহাপ্রভুর সহিত হরিকথা-রসরঙ্গে ব্রজের ভাবে উন্মত্ত হইতেন। ব্রহ্মগিরিতে ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের আরাধনা ও হেমবর্ণ গৌরহরিকে সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলীর সহিত দর্শন করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়গণের মূল-পুরুষোত্তম শ্রীমন্মহাপ্রভু এই স্থানে ভজন-পন্থা প্রচার করিয়াছিলেন, তাই বর্ত্তমান যুগের ব্রহ্মগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য এই স্থানে 'শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ' সংস্থাপন করিয়াছেন। "উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"—এই শাস্ত্রীয় শাস্ত্রবাণী অনুসারে যে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হইবেন, তাহা শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপুরুষোত্তম হইতে আলালনাথ হইয়া দক্ষিণদেশে নাম প্রচারোদ্দেশে গুরু বিরহ-লীলার অনুসরণের ন্যায় অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ হইয়া সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হইবেন,—ইহাই রহস্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪০৭ শকাব্দায় প্রথমবার ব্রহ্মগিরিকে স্বীয় পাদপদ্মরাগে বিভূষিত করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলালনাথ-গমনেচ্ছার পাঁচটী প্রকার দৃষ্ট হয়,—

(১) অনবসর কালে জগন্নাথ দর্শন না পাইয়া—

"অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১।১২২)

"গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১১।৯৩)

(২) ভক্তগণের সহিত বিবশা হইয়া শ্রীল পরমানন্দ-পুরী যখন ছোট হরিদাসকে ক্ষমা করিবার জন্য মহাপ্রভুর নিকট আবেদন জানাইলেন, তখন মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের আদর্শের প্রশ্রয় দিতে না পারিয়া বলিলেন,—

"মোরে আজ্ঞা হয়, মুঞি যাঙ্ আলালনাথ।
একলে রহিব তাহাঁ গোবিন্দমাত্র সাথ॥"

(চৈঃ চঃ অ ২।১৩২)

(৩) যখন শ্রীভবানন্দের আত্মজ শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক রাজবিত্ত গ্রহণ করার ফলে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন গোপীনাথ পট্টনায়কের উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভুকে রাজার নিকট আবেদন করিতে বলায় মহাপ্রভু বিরক্তি-লীলা প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"আলালনাথ যাই' তাহাঁ নিশ্চিন্তে রহিমু।
বিষয়ীর ভালমন্দ বার্ত্তা না শুনিমু॥"

(চৈঃ চঃ অ ৯।৯০)

(৪) দাক্ষিণাত্য যাত্রার সময় মহাপ্রভু আলালনাথ হইয়া গিয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দ প্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ আলালনাথ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর অনুব্রজন করিয়াছিলেন। আলালনাথে আসিয়া মহাপ্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তিদর্শনে অধিকতর বিরহে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অদ্ভুত প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মগিরিবাসী যাবতীয় লোক এইরূপ অদ্ভুত মহাপুরুষের দর্শনার্থ শ্রীমন্দিরের নিকট আগমন করিয়া প্রভুর দর্শনমাত্রে হরিনামের রোল তুলিয়াছিলেন। মহাপ্রভু পুলকাশ্রু-কম্প-স্বেদ-চুম্বনে তুষিত হইয়া ভক্তগণের সহিত ব্রহ্মগিরিবাসিগণের মণ্ডলীমধ্যে নৃত্য করিয়াছিলেন। আবালবৃদ্ধ-বনিতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনে 'কৃষ্ণ', 'গোপাল' প্রভৃতি নামোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রেমের বন্যায় ভাসমান হইয়াছিলেন। লোক সংঘট্ট এবং তাহাদের মহাপ্রভুকে ছাড়িতে অনিচ্ছা দেখিয়া নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুকে মাধ্যাহ্নিক করাইবার ছলে মন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া গিয়াছিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর নিজভক্তগণকে লইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং দ্বার রুদ্ধ করিলেন। গোপীনাথ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। ভক্তগণ অবশেষ প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে মন্দিরের বহির্দ্দেশে মহাপ্রভুর দর্শনার্থ বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল এবং সকলে হরিনামের কলরব উঠাইয়া প্রভুর দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন। মহাপ্রভু সেই প্রেমের লোক সমূহের আর্ত্তি দর্শন করিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করাইলেন। তখন সমস্ত লোক মহাপ্রভুকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে মহাপ্রভু ব্রহ্মগিরিবাসিগণকে সমস্তদিবসব্যাপী দর্শন দান করিয়া তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন এবং তথায় ভক্তগণের সহিত কৃষ্ণকথারঙ্গে সেই রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ৭ম পরিচ্ছেদে ইহা বর্ণন করিয়াছেন।

(৫) দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালেও শ্রীমন্মহাপ্রভু আলালনাথ হইয়া নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন।

"আলালনাথে আসি কৃষ্ণদাসে পাঠাইল।
নিত্যানন্দ আসি নিজগণে মিলাইল॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।৩৩৮)

ব্রহ্মগিরি-আলালনাথ মহাপ্রভুর কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা-পরাকাষ্ঠার স্থান বলিয়া গৌরজন ও বিপ্রলম্ভরসাশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমপ্রিয় এবং ভগবৎসেবোদ্দীপনের বিশেষ অনুকূল স্থানরূপে বিবেচিত হইয়াছে। নবদ্বীপের পড়ুয়া-পাষণ্ডী-মার্ত্তগণ যখন মহাপ্রভুর বিরোধী হইয়া উঠিলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁহাদিগের নিকট হইতে অন্তর্ধান থাকিবার জন্য সন্ন্যাসলীলা আবিষ্কার পূর্ব্বক নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে আসিলেন। আবার নীলাচলে আসিয়া যখন ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুর মতের অমিল হইত, তখন মহাপ্রভু নীলাচল হইতে আলালনাথে যাইতেন। সুতরাং ব্রহ্মগিরি আলালনাথ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় সন্ন্যাসলীলা বা দ্বিগুণিতসহর্দ্ধিত বিপ্রলম্ভের স্থান। চতুর্ভুজ দর্শন—গোপীর একটী মহাবিপ্রলম্ভ। এ সকল কথা নিষ্কপট মুক্তভজনানন্দিমাত্রই উপলব্ধি করিতে পারেন। সুতরাং এস্থলে বর্ণন-বাহুল্য অনাবশ্যক।

শ্রীআলালনাথ-মন্দির সংস্কার

শ্রীপত্রের ৭ম খণ্ড ৩৮শ সংখ্যায় পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন যে, আলালনাথ শ্রীমন্দিরের সংস্কার-কার্য্য প্রায় ২।৩ মাস কাল যাবৎ স্থানীয় কয়েকজন পাণ্ডার যত্নে আরব্ধ হইয়াছিল। গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার (১৩৩৬) শ্রীশ্রীজাহ্নবাদেবীর আবির্ভাব-দিবসে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আলালনাথের শ্রীমন্দিরের সংস্কার-কার্য্য দর্শন এবং শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিবার জন্য আলালনাথে শুভ বিজয় করেন। পুরী হইতে আলালনাথে যাইবার পথ বড়ই

দুর্গম। বর্ষাকালে যাতায়াত অতীব কষ্টকর। অনভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অল্প সময়েও বিপুল বালুকারাশি অতিক্রম করিয়া প্রায় ১৬ মাইল পথ পদব্রজে যাওয়া সাধারণের পক্ষে বিশেষ পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার। বিশেষতঃ আলালনাথে রাত্রিবাসের উপযুক্ত স্থান নাই। সুতরাং একবার ১৬ মাইল পথ পদব্রজে যাইয়া দর্শনাদি করিবার পর পুনরায় ১৬ মাইল পথ হাঁটিয়া আসা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে। গো-যানে যাইতে হইলেও অন্ততঃ ৭ ঘণ্টায় কমে পৌঁছান যায় না। যাহাতে আলালনাথে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত হয় এবং গৌড়ীয়গণের, তথা সমগ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরম প্রিয়স্থান আলালনাথে যাত্রিগণের অবস্থান, দর্শন ও বিশেষতঃ অনবসরকালে এক পক্ষকাল নিরুদ্বেগে থাকিয়া হরিভজন করা যায়, হরিকথা শ্রবণাদির বিঘ্ন দূরিভূত হয়, তজ্জন্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বহুদিন হইতেই যত্ন করিতেছেন। তাঁহারই ঐকান্তিকী ইচ্ছায় আশ্রয়রহিত স্থানে আজ প্রায় তিন বৎসর হইল, দর্শনাকাঙ্ক্ষী ভক্তগণের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ সংস্থাপিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে সেইস্থানে একটী কুটির মাত্র বিরাজিত। জনৈক সেবাপ্রাণ ভক্তের আনুকূল্যে সেইস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির, নাটমন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণকার্য্যের উপযোগী উপকরণ সমূহ সংগৃহীত হইতেছে।

গৌড়দেশীয় যাত্রিগণ আলালনাথে গমন করিলে অনেক সময়ই শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে আশ্রয়, মহাপ্রসাদ ও হরিকথা শ্রবণের সুযোগ পাইয়া নিরুদ্বেগে দর্শনাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু আলালনাথের দুর্গম পথের ক্লেশ স্বীকার করিয়া অনেকেই শ্রীগৌরপদাঙ্কিত মহাতীর্থে যাইতে পারেন না। শ্রীল প্রভুপাদ পুরী হইতে আলালনাথের পথ সংস্কারের জন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত হইয়া কোন্ কোন্ স্থানে পথের সংস্কার আবশ্যক এবং সেই পথে বৈদ্যুতিক যান গমনাগমনের সুবিধা অসুবিধা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈদ্যুতিক যান লইয়া আলালনাথের পথে গমন করেন। বালুকাপূর্ণ স্থানে বৈদ্যুতিক যান সঞ্চালনের জন্য বলবান্ কাশীশ্বরের অনুগত কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। লোকনাথ মহাদেবের পথ দিয়া বৈদ্যুতিক যান চলিতে পারে না। কারণ সেই পথ বালুকা-রাশির স্তূপ মাত্র। মঙ্গলাঘাটের পথ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর হইলেও সেই পথটী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের নির্ম্মিত কাঁচা রাস্তা। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে কোন প্রকারে যানাদি চলিতে পারে, কিন্তু সেই রাস্তাও অধিকাংশ স্থানেই অসম, ভগ্ন ও বালুকাপূর্ণ।

গৌড়ীয় মঠের বৈদ্যুতিক যান মঙ্গলাঘাটের পথ দিয়া বহুলোকের সাহায্যে আলালনাথের পথে চলিয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ সেই পথের অসুবিধা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বৈদ্যুতিকযানের কষ্টপ্রদ সঞ্চালন স্বীকার এবং স্থানে স্থানে যান হইতে অবতরণ, উত্তপ্ত বালুকা ও ভগ্নসেতু প্রভৃতি পদব্রজে অতিক্রম পূর্ব্বক আলালনাথে উপনীত হন। আলালনাথে গোযানে যাইতে হইলে ৭ ঘণ্টা সময় লাগে, পদব্রজেও ৫ ঘণ্টার কমে যাওয়া যায় না। কিন্তু বৈদ্যুতিক যানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ১৪।১৬ মাইল পথ খুব বেশী ৪৫ মিনিট সময়ে যাওয়া যায় এবং পুরী হইতে বহুলোকই সেই পরম পবিত্র স্থান দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদ পুরীর জনসাধারণ এবং ব্রহ্মগিরি আলালনাথের জনসাধারণের দ্বারা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের নিকট আলালনাথের পথ সংস্কার, স্থানে স্থানে পথ ও সেতু নির্ম্মাণের জন্য একটী আবেদন-পত্র পেশ করিয়াছেন। আলালনাথের পাণ্ডাগণ ও স্থানীয় জনসাধারণ সকলেই ঐ দরখাস্তে অনুমোদনসূচক নাম-স্বাক্ষর করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর হইল, আলালনাথে পুরীর শ্রীরাধাকান্ত মঠেরও একটী স্থান হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে একটী ডাকবাংলা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং একটী দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের জন্য ইষ্টকাদি সংগৃহীত হইয়াছে। ডাকবাংলাটী আলালনাথের শ্রীমন্দির হইতে কিঞ্চিদ্দূরে 'ব্রহ্মগিরি' নামক স্থানে অবস্থিত। এখানকার ডাকঘরের অবস্থা ভাল নহে। চিঠিপত্র প্রায়ই নষ্ট হইয়া যায় এবং পত্র বিলির জন্য পিয়নের ব্যবস্থা নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরপদাঙ্কিত বিপ্রলব্ধ-ভূমি এবং ব্রহ্মগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদিগুরু ব্রহ্মার ভজনস্থান ব্রহ্ম-গিরিতে ব্রহ্মগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পরমোপাস্য সাবরণ বিষ্ণুপঞ্চতত্ত্ব গৌরসুন্দরের অর্চ্চাবতার ও পাদ-পীঠার্চ্চার

শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্কারার্থ আলালনাথে গমন করিয়া শ্রীআলালনাথের মন্দিরের ভগ্নাবস্থা দর্শনে বিশেষ ব্যথিত হইয়াছেন। শ্রীমন্দিরের এই প্রকার অবস্থা যে, সামান্য বৃষ্টি হইলেই ভগ্ন মন্দিরের মধ্য দিয়া শ্রীবিগ্রহের উপর জল পতিত হইতেছে এবং তজ্জন্য প্রচুর বারিপাতজনিত বিশেষ আশঙ্কা আছে। দ্বিতীয়তঃ, মন্দিরের চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাকার বা সিংহদ্বারাদি না থাকায় কুক্কুরাদি জন্তু অতি সহজেই মন্দিরের প্রাঙ্গণ কলুষিত করিয়া থাকে। আলালনাথের সুপ্রাচীন শ্রীমন্দিরের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠের নূতন শ্রীমন্দির নির্ম্মাণকার্য্য আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া এখনই শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দির-সংস্কার-কার্য্যের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছেন। এই প্রাচীন শ্রীমন্দির-সংস্কার যাহাতে অনবসরের পূর্ব্বেই সমাপ্ত হয়, তজ্জন্য প্রভুপাদ বিশেষ যত্ন করিতেছেন। সুবর্ণন মহাসোহার নামক যে একটী স্থানীয় পাণ্ডার দুরভিসন্ধি চেষ্টায় মন্দির-সংস্কার-কার্য্য অতি সামান্যভাবে নামমাত্র আরব্ধ হইয়াছিল, তাহাও অর্দ্ধাভাবে অকালে অপ্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীমন্দির সংস্কার, প্রাকার ও সিংহদ্বার নির্ম্মাণ, আলালনাথের পথ সংস্কার, শ্রীচন্দনপুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন স্থাপন প্রভৃতি সেবার ভার শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণ গ্রহণ করিলেন। এতদ্বিষয়ে পাণ্ডা এবং স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে কিনা জানিবার জন্য গত ৩১শে চৈত্র ১৮ই মে অপরাহ্ণে আলালনাথের শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে পাণ্ডা ও স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের একটী বৃহতী সভা আহূত হইয়াছিল। সভায় ব্রহ্মগিরি-বাসী সকলেই এক বাক্যে শ্রীল প্রভুপাদের এই মহদনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করার জন্য আন্তরিক অনুমোদন ও সাধুবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের অনুমোদন লইয়া সেই সময়েই স্থপতিবিদ্যানিপুণ ভগবদ্গৃহ নির্ম্মাণাদি কার্য্যে বিশেষ দক্ষ ও অভিজ্ঞ, শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি ও সেবক শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের দ্বারা সমস্ত স্থানের মাপ-জোক ও অর্থব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া আবশ্যক উপকরণ সংগ্রহের আদেশ দিয়াছেন এবং রাজমিস্ত্রীও নিযুক্ত করিয়াছেন। আমরা আশা করি, স্থপতিবিদ্যানিপুণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অকৃত্রিম ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে গৌড়ীয় ভক্তগণ অনবসর কালে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পদাঙ্কানুসরণে আলালনাথে উপস্থিত হইয়া অন্ততঃ শ্রীমন্দির-সংস্কার-কার্য্যটী সম্পূর্ণ দেখিতে পাইয়া হৃদয়ে আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

অচিরেই শ্রীমন্দিরসংস্কার না হইলে মন্দিরটী পড়িয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। শ্রীমন্দির-সংস্কার, প্রাকার নির্ম্মাণ, সিংহদ্বার নির্ম্মাণ, গাদীপীঠ সংস্থাপন এবং চন্দন-পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতি কার্য্যে অন্ততঃ ২০০০০৲ বিংশ সহস্র মুদ্রার আবশ্যক। এইরূপ পুণ্যতম কার্য্য, বিশেষতঃ মহাপ্রভুর প্রিয়তম স্থানের সেবা-কার্য্যে আনুকূল্য করা জীব-মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ এক বৎসরের মধ্যেই প্রাণপণে এই কার্য্য সমাপনের সংকল্প করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণের আনুকূল্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। আশা করি, যাঁহাদের শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি বিন্দুমাত্রও প্রীতি আছে, তাঁহারা এইরূপ শ্রেষ্ঠতম সেবার যথাসাধ্য আনুকূল্য করিয়া সেবা-কার্য্যটীর পূর্ণতা-বিধান ও সুকৃতিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন। কেহ ইচ্ছা করিলে একাকী বা আংশিকভাবে যে কোন একটী কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারেন অথবা সংস্কার-সমিতির হস্তে তাঁহাদের অভিলষিত আনুকূল্য প্রদান করিতে পারেন। ৫০০৲ পাঁচশত মুদ্রা হইতে তদূর্দ্ধ দাতৃগণের নাম গৌরপ্রিয়তম-ক্ষেত্রে মর্ম্মর-প্রস্তর-ফলকে চিরস্মরণীয়রূপে খচিত করিয়া রাখা হইবে।

নীলাচলে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ

(রায়-রামানন্দ-সংবাদ-আস্বাদন)

(২)

চতুর্দশ-ভুবন-শিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর একদিন বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধবিচ্যুতির অভিনয়-প্রদর্শনকল্পে উত্তরাপথে যাইবার প্রতিকূলে দক্ষিণাপথে গমন করিতে করিতে বিদ্যানগরে উপস্থিত। সাধারণ আধ্যক্ষিকগণ মনে করেন, উত্তরাপথ যোগিগম্যা-মার্গ; কিন্তু ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাদৃশ বাহ্য-বিচারের পরিবর্ত্তে দক্ষিণদিকে কৃষ্ণান্বেষণে বাহির হইলেন।

বাহ্যজ্ঞানযুক্ত সম্প্রদায়ের বিচারে উপাস্য বস্তু কৃষ্ণেতর-বর্ণ-বিশিষ্ট; সুতরাং কৃষ্ণই উপাস্য সমূহের আকর বস্তু নহেন। লোহিত-কৃষ্ণ-শুক্ল প্রভৃতি গুণ-তাৎপর্য্যপরতা বহির্জগতের বাহ্যজ্ঞান-তাড়িত ভোগী মানবগণের ভ্রম উৎপাদন করায়। 'কৃষ্ণ' শব্দ অবয়তাৎপর্য্যজ্ঞাপক, 'লোহিত'-শব্দ প্রকৃতিবোধক, 'শুক্ল'-শব্দ সত্তা-বাচক। বর্ণসমূহ বিশিষ্ট হইলে 'শুক্ল'-বিচার বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত নরগণের উদ্ভিষ্ট বিষয় হয়। তখন তাঁহারা রজস্তমোগুণদ্বয়কে শঙ্খের দ্বারা নিষ্কাশনে স্থাপিত করে। নির্ব্বিশেষ বিচারপর শুক্লবাদী বর্ণরহিত হইয়া যে শুক্লবর্ণের পরতত্ত্বতা বিচার করেন, তাহাই বলদেবতত্ত্বের বর্ণরূপে নির্দ্দিষ্ট। সর্ব্বশক্তিমান ষড়ঙ্গের প্রকাশতত্ত্ব বলদেব হইতেই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ প্রকাশিত হইয়াছেন। স্বয়ংরূপের প্রকাশ বলদেব-শুক্লবিগ্রহ হইলেই মহাবৈকুণ্ঠ-রাজ্যে চতুর্ব্যূহ প্রকাশিত। সুতরাং শুক্ল-তত্ত্ববিচারে রামতত্ত্ব স্বয়ংরূপ শ্যামতত্ত্ব হইতে উন্নত বলিয়া মূঢ়জনের বিচারে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এমন কি, অন্ধ্রদেশীয় পরলোকগত রাজা রামমোহন রায়, রায়রুক গোপাল ভাণ্ডারকার এবং তদনুগত পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ সকলেই কৃষ্ণোপাসনা হইতে সীতারামের উপাসনার প্রাধান্য লক্ষ্য করেন। ইহা তাঁহাদিগের বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত বিচার হইতে কৃষ্ণপরমব্যোমাধর্ম্মত্বাভাব যায়।

অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর বহিঃপ্রজ্ঞা-বিশিষ্ট নরকুলের আধ্যক্ষিক জ্ঞান নিরাসের জন্য তুর্য্যাশ্রম নিষ্কিঞ্চন আচার্য্যবিগ্রহের স্থান স্বীকার করিয়া নরজগতের বিচারভ্রান্তি প্রদর্শনকল্পে উপদেষ্টা-স্বরূপ হইয়াছেন। আবার তিনিই শুষ্কার্থ-বিচারকারী জড়বুদ্ধিযুক্ত জনগণের মঙ্গলের জন্য পরমনীতিপুষ্ট উত্তরাপথের পরিবর্ত্তে দক্ষিণাপথে কৃষ্ণান্বেষণে চলিয়াছেন।

গৌরসুন্দর নীলাচলে কনিষ্ঠাধিকারোচিত অর্চ্চামূর্ত্তির সেবার বাহ্যপ্রতীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক পরে নামভজন-প্রচারার্থে দক্ষিণদিকে চলিতে চলিতে বিরহ-বিহ্বলিত হইয়া আদিকেশব (আদিকেশবে) বিষ্ণুবিগ্রহ দর্শন করিলেন। তথা হইতে দেবাবরীর পশ্চিমতটস্থ করিঙ্গ-রাজধানী বিদ্যানগর নামক স্থানে উপনীত হইলেন।

সাধারণ আধ্যক্ষিকগণ মনে করেন, বাহ্য অভিজ্ঞতা হইতে শুক্রশোণিতজাত দেহে যে চেতনবৃত্তির জন্ম হয়, তদ্দ্বারা ভূমিবস্তু ও ভূতাকাশ-নিঃসৃত ভূতভূত সম্বন্ধীয় ব্যাপারসমূহের তাৎপর্য্যলাভই 'বিদ্যা'। তাদৃশী বিদ্যা যে নগরে অবস্থিত, সেখানে গমন পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ ভুবনের নিত্য-শিক্ষক নিত্যানন্দ পরিহারের জন্য আধ্যক্ষিক দার্শনিক-গণের ন্যায় গুরুমুখে কথা শ্রবণ করিয়া বিদ্যাদানের অভিনয় করিলেন।

যাঁহারা জড়োপাদান হইতে চেতনের উদ্ভব এবং চেতন আবৃত হইলে জড়োৎপত্তির ব্যাঘাত হয়, বিচার করেন, তাঁহারাই অভিজ্ঞতাবাদী হইয়া বহিঃপ্রজ্ঞা তাড়নে প্রাকৃত-জনের আসামী হইয়া পড়েন এবং অবিদ্যাকে 'বিদ্যা' নামে অভিহিত করিয়া স্ব স্ব মূঢ়তা পরিবর্দ্ধন করেন।

"জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য-সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা॥"

—এই সত্য-বাণী-বক্তার অনুবাদে যে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের মনোঽভীষ্টপ্রচার, তাহাই যুগধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার বিদ্যাধরের দৃষ্ট ব্যাখ্যা। যে-কালে বিদ্যার দ্বারা বাহ্যজ্ঞান পুষ্ট হয় এবং

লৌকিক-তাৎপর্য্যপরতায় বিনষ্ট হয়, সেই 'বিদ্যা' 'অবিদ্যা' নামে কথিত। উহা গৌণী-'বিদ্যা' বা 'অবিদ্যা'। মুখ্যা বিদ্যা —ব্রহ্মবিদ্যা বা অবিদ্যারহিত বাস্তবধর্ম্মবিজ্ঞানে চেতনের উন্মেষ। যাহজ্ঞানে প্রবর্ত্তিত হইবার কৈতব গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর বিদ্যানগরে উপস্থিত হইলেন এবং আপাত-বহির্ম্মুখসম্প্রদায় জনগণের নিকট কৃষ্ণ-বংশে উদ্ভূত বলিয়া পরিচিত রায় রামানন্দের নিকট প্রশ্নচ্ছলনায় পঠদ্দশাবিশারদ, প্রবন্ধক-চূড়ামণি ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের গর্ব্ব জানিতে উদ্গ্রীব হইলেন।

যে স্মার্ত্ত-কৃষ্ণের রূপ আধ্যক্ষিক জ্ঞানিগণের বিচারে আদর লাভ করে না, শুষ্কতর্কে প্রাধান্য দিবার রুচি উপস্থিত হয়, তাঁহার গার্হস্থ্য গুণগুলি জড়ধর্ম্মজীবি জনগণের নিকট 'নীতিরহিত' 'অন্যায়', 'অবৈধ' প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞা লাভ করে। শ্রীগৌরসুন্দর এই প্রকার কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মত্ততায় প্রবিষ্ট আধ্যক্ষিক-জ্ঞানীর শিক্ষক-সূত্রে কৃষ্ণতত্ত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যদি শ্রীল রামানন্দ রায়ের মুখে এই দুর্ম্মতি নাম, রূপ ও গুণ অবিদ্যাগ্রস্ত জীবগণের নিকট প্রচার না করাইতেন, তাহা হইলে আজ জীবকুল শ্রীরামানুজীয় বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারই বিষ্ণু-সেবার চরমতাৎপর্য্য বলিয়া জানিত, পরতত্ত্বের নির্দ্দেশ চিরদিনই বহুদেটিকার রবিকিরণ দর্শনে অসমর্থ থাকিত।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতগণ কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের রূপ ও কৃষ্ণের গুণে মুগ্ধ হওয়ায় তাঁহাদের স্বরূপজ্ঞানে কোন আধ্যক্ষিক দোষ, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা প্রবিষ্ট হয় নাই। তাঁহারা ভগবানের নিত্যপরিকর; সেই পরিকর-বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভাগবতগণই পরতত্ত্বলীলায় প্রবেশ করিতে সমর্থ।

যদি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শ্রীরায় রামানন্দ, জয়দেব, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি আত্মবিদ্গণ আত্মস্বরূপের নিত্যনিত্যস্বরূপ অপ্রাকৃত কাব্যরসের আবির্ভাব না করাইতেন, যদি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ সেই রসের অঙ্কুর স্বীয় জীবনে প্রকাশিত না করিতেন, তাহা হইলে কি আমরা পর্ব্বদদ্ভগবন্নিলয়, পরতত্ত্ব, স্বয়ংরূপের নাম, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার কথায় প্রভাবিশিষ্ট হইতে পারিতাম? অবিদ্যা আমাদিগকে ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব, শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-ছন্দঃ-জ্যোতিষ এবং বর্ণাশ্রমিকুলাচার প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র ও রাজস-তামস-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদির কবলে কবলিত করিয়া বস্তুপরিণাম-বাদের তাক শৌকরী বিদ্যার বহুমাননে করিবারই সুযোগ করাইয়া দিত; কিন্তু চৈতন্যদেবের নিঃসৃত বাণী বেদ যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, সেই ইঙ্গিত পরিস্ফুট হইয়া শুদ্ধভক্তি-প্রবাহের পুনরুদ্ভব করিয়াছে শরণাপত্তির বিদ্যা ও অবিদ্যার বিচার।

শ্রীল রায় রামানন্দ ব্রহ্মসংহিতা, গোপীগীতা, মহিষী-গীতা, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব, বিল্বমঙ্গলাদিতে বিভোর ছিলেন। সেই ভগবৎপার্ষদ রামানন্দ চণ্ডীদাসাদির গীতি ক্রোড়ীকৃত করিয়া যে বিদ্যার পারমতি লাভ করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যার কীর্ত্তনকারী রায় রামানন্দ বিপ্রেতর কুলে উদ্ভূত হইয়া যে বৌদ্ধ-বিচারাক্রান্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন-পরতাই সাধ্যরূপে নির্ণয় করিয়াছিলেন, গৌরসুন্দর উহাকেই 'ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তির পরিণতি' বলিয়া মল-মূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করিবার উপদেশ আত্মবিদ্গণের শিক্ষা-বস্তুরূপে রাখিলেন।

আধ্যক্ষিক জ্ঞানী আর্য্য-সমাজী, মহাযানানুগত প্রাকৃত-সাহজিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়, ভোগময় সংসারের বিধিনিষেধের ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নকারী স্মার্ত্ত, মধুররসের বিপর্য্যয়-বুদ্ধিকারী অধুনাতন গৌড়ীয়ক্রব প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায় যে পাপে লিপ্ত, তাহা হইতে ত্রিতাপতপ্ত বিশ্ব ও বিশ্বস্থিত ত্রিতাপ-পরিহারেচ্ছু মানব কিপ্রকারে মঙ্গলের পথ বুঝিতে পারিত, যদি না শ্রীরামানন্দ ও অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দনের কথোপকথন জগতে প্রবর্ত্তিত হইত?

একদিকে অরসজ্ঞ সমুদ্রের উপকূলে আশ্রমবর্ণাশ্রমধর্ম্মের অন্ধুরে অসুর-মন্থনতার উপাসক-শ্রেণী, অপরদিকে শচীসূতিস্তাকাঙ্ক্ষী নৈমিত্তিকগণের ইন্দ্রিয়পরায়ণ শুষ্ক সুরক্রব স্মার্ত্ত সম্প্রদায়। উভয়েই নিজ নিজ আধ্যক্ষিক বিচার অবলম্বনকারী। একজন শ্রুতিবিরোধী, অপরজন শ্রুতির অনর্থকারী কর্ম্মকাণ্ডী। আজও গ্রন্থই এই সকল কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করে। ইক্ষু ও বরণের পরস্পর-বিপরীতভাবে অবস্থানরূপ সুরাসুর-বিবেক দেশভেদে লিখিত ও এসিরিয়ার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিরদিনই ভারতবর্ষ বিষ্ণুগৌরবে প্রতিভান্বিত। বিষ্ণু-সেবকগণ অন্যবস্তু ধরিয়া মত গ্রহণ বা সংহিতা-অংশের অনর্থনে কর্ম্মকাণ্ডমাত্রের আবাহন করেন না।

যখন শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে আধ্যক্ষিক জ্ঞানীর বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত বর্ণবিষয়ক নৈতিক-বিচার উপস্থাপিত করিলেন এবং সামাজিকগণের উপাস্য অক্ষপরিচয় দ্বারা পরিচিত পূর্ণ চিদ্বস্তু বিষ্ণুকে লক্ষ্য করিয়া পরমপুরুষের সেবা বর্ণাশ্রম-বিধি-পালনপরেই সম্ভব জানাইলেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দর আধ্যক্ষিক জ্ঞানীর মোক্ষাকাঙ্ক্ষা কালে নিযুক্ত পার্শ্বপ্রবর রামানন্দকে বলিলেন, যে ঐরূপ সাধ্যনির্ণয় বহিঃপ্রজ্ঞা হইতে চালিত হইয়া অমুষ্ঠাতার পুরুষ পর্য্যন্ত স্থায়ী অন্তর্যামী পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতেছে, সুতরাং উহা ভগবানের বহিরঙ্গশক্তির মায়া-সংশ্লিষ্ট আদর্শ ধারণামাত্র। এই ধারণা প্রতিকূল পক্ষ দ্বারা নিরস্ত হইতে পারে। অতএব ভগবদ্ভক্তকে কেবলমাত্র বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত অনিষ্টানের আধার বা অকর্তাকে স্থাপন করা পূর্ণপ্রজ্ঞের অনুমোদিত নহে, তাহা অজ্ঞের মায়াবাদীর প্রকারভেদ মাত্র।

জড়াভিনিবেশ আসে কেন ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ সংখ্যার পর)

আমি দুর্ব্বলতাকে হৃদয়ে পুষিয়া কিরূপে কপটতায় অভ্যস্ত হই, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিতেছি। দুর্ব্বলতার দরুণ কোন একটী কুকার্য্য করিয়া ফেলিলে আমার প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে ভাবিয়া আমি আমার ঐরূপ কার্য্যকে গোপন করি ; কখনও বা গোপন করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িলে ঐরূপ কার্য্যকে 'সাধুকার্য্য' বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করি। তখন আমার ঐরূপ কপটতায় সাহায্য করিবার জন্য শাস্ত্র হইতে "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" প্রভৃতি শ্লোক এবং পরমহংসগণের স্বতন্ত্র আচরণের নজির সংগ্রহ করিয়া থাকি। কখনও বা বৈষ্ণবের অসদাচারের বাহ্য অভিনয়ের সুযোগ লইয়া আমার সত্য সত্য অসদাচারকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করি। প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী আমাকে এইরূপ নানাবিধ দুর্বুদ্ধি যোগাইয়া দেয়। আমি তখন মুক্ত বৈষ্ণবের সহিত অযুক্ত ও যথা-অনর্থযুক্ত আমার সাম্য-কল্পনারূপ অপরাধের ভীষণ আবর্ত্তে ঘুরপাক খাইয়া আমার কাপটানাটা আরও বাড়াইয়া তুলি।

আমি পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম আমি অপরাধী নহি, দুর্ব্বল মাত্র ; কিন্তু ঐ দুর্ব্বলতাই আমার ভীষণাদপি ভীষণ অপরাধের ভাবী প্রসূতি হইয়া দাঁড়ায় এবং আমাকে চিরতরে কল্যাণের পথ হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয়। দুর্ব্বলতা বেশীদিন একাকিনী থাকিতে পারে না। সে সর্ব্বদাই অন্য সঙ্গীর সন্ধান করিয়া বেড়ায়। দুর্ব্বল আমি, আমার সর্ব্বদাই সন্ধান থাকে, কোথায় আমার ন্যায় দুর্ব্বল বা আমা অপেক্ষা অধিকতর দুর্ব্বল ব্যক্তি আছে। সেইরূপ ব্যক্তির সঙ্গ পাইয়া গেলে আমার দুর্ব্বলতার সহিত তাহার দুর্ব্বলতার একটা বেশ সখীত্ব পাতাইয়া দুর্ব্বলতার ঘরকন্না বিস্তার করিতে পারি এবং তখন আমরা একজাতীয় সকলে মিলিয়া আমার দুর্ব্বলতাবিনাশকারিণী সদুপদেষ্টা হরিকথা বা আমার শুভানুধ্যায়িগণের শক্তিসঞ্চারিণী চেষ্টাকে সপত্নী বিচার করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য নানাপ্রকার কপটতার ষড়যন্ত্র পাকাইয়া ফেলিতে পারি। আর যদি আমার আরও দুর্দ্দৈববশে আমার শুভানুধ্যায়িগণের কেহ বক্তা করিয়া কদাচারের কোন আপাত বাহ্য অভিনয় দেখান, তাহা হইলে আমি আমার যে দুর্ব্বলতা-বিষবল্লরীকে এতদিন গোপনে ও সত্বরে বর্দ্ধিত করিতেছিলাম, সেই ক্ষীণা দুর্ব্বলতা-লতাটীকে তাল করিয়া ফলফুল-সুশোভিত মজবুতরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য খুব একটা বড় আদর্শ পাইয়া থাকি। তখন আমার ভয়ের পরিবর্ত্তে সাহস বাড়িয়া যায়, আমি পরমোৎসাহে আমার দুর্ব্বলতাকে সবর্দ্ধিত করিয়া আমার অনর্থের সহিত প্রণয়-রজ্জুতে বদ্ধ করি। তাহার ফলস্বরূপে যাবতীয় প্রাকৃত সহজিয়া ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। প্রাকৃত রস শতদূষণীকে আমার দুর্ব্বলতার সহিত অনর্থের প্রীতি-সঙ্গমের প্রতিবন্ধক

জানিয়া আমি দুর্বলকে দোষ দিয়া থাকি কিংবা দুর্বলের প্রতি বিমুখ হইয়া আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির তোষণীর সহিত মিলিত হই।

শ্রীগুরুদেব তাঁহার শত সহস্র গ্যালন চিদ্‌রক্ত ব্যয় করিয়া আমাকে যে চেতনময়ী শ্রৌত-সরস্বতী শ্রবণ করাইতেছেন, আর সেই সকল বাস্তব বাণী হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবজীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্য আমাকে কীর্ত্তনে অধিকার দিয়াছেন, আমি শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখোক্ত "তাবদ্ভয়ং প্রবিণদেহসুহৃদ্বিনিষ্ঠঃ শোকঃ স্পৃহা-পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ", "অন্তর্হৃদে বা বিনষ্টে বা ভক্ত্যা-চ্ছাদন-সাধনে অবিক্লবমতির্দুর্বা হরিমেব ধিয়া ধরেৎ", "যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে", "যন্মৈথুনাদি-গৃহমেধি-সুখং হি তুচ্ছং", "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা", "ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ" ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র", "যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ", "তেষেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো", "লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে" প্রভৃতি বাণী চেতনের উন্মুক্ত কর্ণে শুনিয়াছি কিনা? চেতনময় জিহ্বাদ্বারা কীর্ত্তন করিতেছি কিনা? এবং আমার জিহ্বা অব্যভিচারিণী কিনা, তাহা সর্ব্বসমক্ষে প্রমাণ করিয়া আমাকে জানাইয়া দিবার জন্য আমার নিকট নানা-প্রকার সাময়িক বিপদ-আপদের অগ্নি-পরীক্ষা উপস্থিত হয়। যদি আমি চেতনের কর্ণে, চেতনের জিহ্বায়, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম চেতন-শক্তি আচার্য্যের সেই চেতনবাণী শুনিয়া থাকি, কীর্ত্তন করিয়া থাকি, যদি আমি নির্ব্বলীক হই, তবে ঐ অগ্নিপরীক্ষায় আমার ঐ অকৃত্রিম সেবাবৃত্তি আরও কোটিগুণ সমুজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। আর যদি অভ্যক্তি-নাবিতা-ফলে অবশ্য আমার কর্ণে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চেতন-শক্তির চেতনবাণী প্রবিষ্ট না হইয়া কেবল চেতন-বাণীর আবৃত জড়ভাব আমার জড় কর্ণ ও জড় জিহ্বা স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার কৃত্রিম সর্ব্বোপরি সেবাবৃত্তি সাময়িক বিপদ-আপদের অগ্নিপরীক্ষায় পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। গুরুকৃপাবলৈকগতি হইয়া সাময়িক বিপদ-আপদের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে যেরূপ আমাকে কোটিগুণ বলবান্, কোটিগুণ সৌভাগ্যমণ্ডিত এবং আমার সেবাবৃত্তিকে কোটিসূর্য্যসমুজ্জ্বলকান্তি করিয়া দেয়, অন্যদিকে নিজ ধারণাহীন উপর নির্ভরকারী আমার ঐ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে আমাকে ততধিপরীত কোটিগুণ দুর্ব্বল, কোটিগুণ দুর্ভাগা ও কোটিগুণ সেবাবিমুখ করিয়া দেয়।

সেবোন্মুখ চিৎকর্ণে চৈতন্যসরস্বতী শ্রবণ করিয়া সেবোন্মুখ চিজ্জিহ্বায় চৈতন্যসরস্বতী কীর্ত্তন করিলে শত শত সাময়িক বিপদ-আপদের অগ্নিপরীক্ষা আমাকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিত না। সামান্য সাময়িক দেবতা-কৃত বিপদ-আপদ চৈতন্যসরস্বতীর নিত্য-সেবা হইতে বিচ্যুত করিবার শক্তি ধারণ করিতে পারে, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা। যাঁহারা নিষ্কপটে চৈতন্যসরস্বতীর সেবা করেন, জগতের ভীষণাদপি ভীষণ বিপদরাশি তাঁহাদের নিকট যেন পরমোপাসিত মহাত্মগণের ন্যায় আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে আরও অধিকতর তীব্রতা ও অনুরাগের সহিত গুরুপাদপদ্মে সংলগ্ন করিয়া দেয়। ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ নিষ্কপট গুরুসেবকগণের চরিত্রে দেখা যায়। আমার হৃদয়ে অন্তর্নিহিত ভোগা-ভিলাষ আছে বলিয়া আমি সাময়িক বিপদ-আপদের 'অহিল্যা' করিয়া স্বেচ্ছায় অভক্তিশাটীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ি; অভক্তিনিবেশের আলেয়ার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইয়া যতই না কেন শান্তির আলোক খুঁজিয়া বেড়াই, অভক্তি-নিবেশ আমাকে কখনও বাস্তব আলোক প্রদান করিবে না।

প্রতিষ্ঠার জন্য আমি 'বিরাগী' সাজিয়া থাকি। প্রকৃত প্রস্তাবে অসৎসঙ্গের সহিত আমার বিরাগ নাই। আমার বৈরাগ্য নিষ্কপটতার সঙ্গে, আমার বৈরাগ্য,—আত্মার সহজ অকৃত্রিম বৈরাগ্য যে কৃষ্ণানুসন্ধান, তাহার সঙ্গে আমি নিষ্কপটে অন্তরাত্মার সর্ব্বস্ব দিয়া—সমগ্র আত্মা-খানা দিয়া হরিগুরুবৈষ্ণব সেবা করিতে পারিলাম না। এই যে অন্তরাত্মার অকৃত্রিম আন্তরিক আন্তর বৈরাগ্য, ইহার সহিতই আমি বৈরাগ্য করিয়াছি। তাই আমার বৈরাগ্য জড়ে বৈরাগ্য নহে, চেতনের প্রতি বৈরাগ্য। আমার বৈরাগ্য লোকদেখান মর্কটবৈরাগ্য। সেইজন্য আমি অধিকক্ষণ সহিষ্ণু থাকিতে পারি না। যতদিন প্রতিষ্ঠাশাবৃষ্টা পঞ্চ রমণীর আপাত সৌন্দর্য্য আমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখে, ততদিন স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-সংসারের প্রতি আমি উদাসীন বা বিরাগী থাকি। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠাশা-বৃষ্টা নারী যখন তাহার নৈসর্গিক স্বভাবনিবন্ধন আমার প্রতি একটুকু উদাসীন হইয়া অন্য পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ

করে, তখন আমার শ্মশান-বৈরাগ্য ছুটিয়া যায়। ঐ নৈষ্কর্ম্য, কৃত্রিম, অ-যুক্তবৈরাগ্যের প্রতিক্রিয়া আমাকে কোটিগুণ বিপরীত দিকে লইয়া গিয়া আমার সর্ব্বস্ব ভোগানলকুণ্ডে আহুতি দেয় এবং আমার শ্মশান-বৈরাগ্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। যাহা আমি একদিন লোক দেখাইবার জন্য উপায় করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম, আমি তখন সেই পরিত্যক্ত নাসা-এলাই পারদারের ন্যায় সুমধুর মনে করিয়া উহার ভূরিভোজন-লালসায় তদ্দিকে দৌড়াইতে থাকি।

যে জিনিষটা যত শক্তি লইয়া উপরের দিকে উঠে, পতিত হইবার সময় সেই জিনিসটা তাহার বিগলিত শক্তির সহিত নীচের দিকে অতি দ্রুতবেগে অবতরণ করিতে থাকে এবং যে ভূমিকা হইতে উঠিয়াছিল, সে ভূমিকাটী পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া অতলরাজ্যে প্রবেশ করে। আমার প্রতিক্রিয়াশীল পতনোন্মুখতা আমাকে এমন একটা অবৈধ উত্তেজনায় উত্তেজিত করিয়া দেয় যে, তখন আমি মনে করি,—"নামিয়াছি ত' ভাল করিয়াই নামিব।" তখন আমি সেবায় উদ্বীয়মান ব্যক্তিগণের আদর্শ ভুলিয়া যাই এবং পতনশীলগণের পতনোন্মুখতার সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করি। যে পর্য্যন্ত না আমার চিদ্বিনিবেশ সহজ হইবে, সে পর্য্যন্ত আমার কৃত্রিম বৈরাগ্য, কৃত্রিম ত্যাগ, কষ্টকল্পিত যাবতীয় চেষ্টা, লোকদেখান সেবার অভিনয়, লোকদেখান গুরুত্ব-বৈষ্ণব বা মঠস্থ বৈষ্ণবের অভিনয় সকলই কয়েক মুহূর্ত্তের প্রহসনরূপে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িবে। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকৃপা-বলে—অনুক্ষণ হরিগুরুবৈষ্ণব-চরণে নিষ্কপটে আর্ত্তি জ্ঞাপন, অনুক্ষণ নিষ্কপটে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে কার্পণ্যনিবেদন, অনুক্ষণ ধন্যাণকল্পতরুর নিঃশ্রেয়স্ ফল লাভের জন্য তীব্রতম লৌল্য, অনুক্ষণ অন্তরাত্মা হইতে কৃত্রিমতা বিদূরিত করিয়া সহজতা লাভের জন্য বিরলে গুরুবৈষ্ণবের চরণে দুঃখ নিবেদন ও রোদন করে যেদিন সহজ চিদ্বিনিবেশ উদিত হইবে, সেইদিনই আমি জড়াভিনিবেশের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিব।

যেদিন আমি অনুক্ষণ বুঝিব, আমি নিষ্কপটে হরিভজন করিতে আসিয়াছি, আমি অন্যাভিলাষ ভজন করিতে আসি নাই, সার্ব্বভৌম সম্রাটের কাছে অন্ততঃপক্ষে ভিক্ষা করিতে আসি নাই, গৌরকৃষ্ণপ্রিয়তম গুরুদেবের গৃহে কাচকুনা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা, আপাতিক সুখশান্তি, সাময়িক সম্মান, উত্তম খাদ্যদ্রব্য, বসন, ভূষণ, নানাদেশ পরিভ্রমণ কিম্বা সংসারের দুর্নিবার যাতনার হস্ত হইতে সাময়িক বিমুক্তিমাত্র প্রভৃতি তুচ্ছ ফল লাভ করিতে আসি নাই, আমাকে সত্য সত্য হরিভজন করিতে হইবে, আমাকে অপ্রাকৃত সহজ হইতে হইবে, আমার যাবতীয় কৃত্রিমতা, কষ্টকল্পিত ও লোকদেখান চেষ্টা বিদূরিত করিয়া আমার নিত্য সহজ ভাবটী জাগাইতে হইবে, আমাকে তীব্রতম আর্ত্তির সহিত গুরুপ্রসাদবলে সেই সিদ্ধি এখনই লাভ করিতে হইবে, সেই সহজে সিদ্ধি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন"—এই তীব্র-প্রতিজ্ঞা হইতে কিছুতেই টলিব না, উদাসীন হইয়া কোন অন্যাভিলাষ বরণ করিব না, বহুরূপিণী মায়ার কোন পরামর্শ শুনিব না, কোন প্রকার জড়তৃপ্তি, শান্তভাব, এমন কি আত্মারামত্ব পর্য্যন্ত আসিয়াও আমার সহজ চিদ্বিনিবেশ উদ্বোধনের তীব্রতম আকাঙ্ক্ষার অনলকে নিবাইতে পারিবে না, সেইদিনই আমার হৃদয়াকাশ হইতে জড়াভিনিবেশ-মেঘটী সরিয়া যাইবে এবং সেখানে গুরুপ্রসাদবলে চিদ্বিনিবেশ-সূর্য্য উদিত হইয়া আমার অনুধাবনের সকল চেষ্টাকে সহজ করিয়া দিবে।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত

আমরা বৈষ্ণবসাহিত্যে ও ভক্তবৈষ্ণবের মুখে 'অপ্রাকৃত' শব্দ শুনিতে পাই। ভক্তিগ্রন্থাদিতে 'প্রাকৃত'-শব্দেরও অনেক স্থলে উল্লেখ দেখা যায়। ঐ শব্দ দুইটী ব্যবহার করিয়া শাস্ত্রকার ও মহাজনগণ কি লক্ষ্য করেন, তাহাই আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়।

প্রকৃতি—অব্যক্ত অর্থাৎ যাহা প্রকাশমান না হইয়

সর্ব্বকারণ-কারণরূপে নিজ অধিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্পাদন করে। প্রকাশমান কোন কার্য্যের কারণ প্রকাশিত হইলে তাদৃশ প্রকাশিত কারণের কারণ জানিতে জ্ঞানবৃত্তির স্বাভাবিক কৌতূহল জন্মে। মানব জ্ঞান যেকালে কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কারণকে প্রকাশমান দেখিতে না পান, তখন তাদৃশ কারণকে 'অপ্রকাশিত' বা 'অব্যক্ত প্রকৃতি' সংজ্ঞা দেন।

প্রকৃতি হইতে জাত প্রকাশমান দ্রব্য বা দ্রব্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান—সমস্তই প্রাকৃত। জীব ঐগুলি জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া ভোগ করেন। তাহাতে কোন সময় তাঁহার নিজেন্দ্রিয়ের প্রীতি হয়, কখনও বা অপ্রীতি অথবা বা দুঃখের উদয় হয়। প্রকৃতির অধীনে তিনটী গুণ প্রকাশমান আছে। তাহাদিগকে 'সত্ত্ব', 'রজঃ' ও 'তমঃ' আখ্যা দেওয়া হয়। রজোগুণের ধর্ম্ম অপ্রকাশিত বস্তুকে প্রকাশ করে। সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম প্রকাশদত্তাকে রক্ষা করে। তমোগুণের ধর্ম্ম প্রকাশিত বস্তুসত্তার বিনোশ সাধন করে। সত্ত্বপ্রাপ্তে রজোগুণ এবং অন্যপ্রান্তে তমোগুণ; সুতরাং ঐ অন্যতরগুণদ্বয়ের সত্ত্বা প্রাকৃত সত্ত্বে আবদ্ধ। এই তিনটী গুণের গুণী ত্রিনয়নকে ভগবানের 'গুণাবতার' বলা হয়। সত্ত্বগুণের ঈশ্বর—ভগবান্ বিষ্ণু; সত্ত্বগুণের অধীশ্বর হইলেও প্রকৃতি বা জড়কলভোগ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। অন্য তাঁহার আশ্রিত রজোগুণাধীশ্বর ব্রহ্মা এবং তমোগুণাধীশ্বর রুদ্র প্রকৃতিবাধ্য হইয়া পরমেশ্বর বিষ্ণুর সমকক্ষে অধিকারী হন না। বিষ্ণু—প্রকৃতির অধীশ্বর। ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রাকৃত ও প্রকৃতিপতি হইয়াও প্রকৃতির অধীন। ভগবান্ বিষ্ণু প্রাকৃত বিকার স্বীকার করেন না; কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্র বিকার স্বীকার করিয়া বিষ্ণুর সর্ব্বশক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। সেইজন্যই কেহ কেহ ব্রহ্মা ও রুদ্রকে অঘটন-ঘটনপটীয়সী বিষ্ণু-মায়ার 'পুত্র' বলিয়া অভিহিত করে। বিচারবহিত অবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে অপর দুইটী গুণাধীশ্বরের সহিত সমজ্ঞানে অপরাধ করিয়া বসেন। শাস্ত্র বলেন,—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডীভবেদ্ধ্রুবম্॥"

"বিষ্ণো সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যত বা নারকী সঃ।"

প্রাকৃত রাজ্যে ফলভোক্তা—বদ্ধজীব। তিনি কখনও বা ব্রহ্মার দেহ লাভ করিয়া দেবতা, কখনও বা রবিকিরণ-তপ্ত পশুতেতন স্থাণু। এই সকল অবস্থায় জীবকে আমরা অনিত্য বস্তু ভোগকামনায় নিযুক্ত দেখিতে পাই। দেবী-ধামের অন্তর্গত প্রকাশমান চতুর্দ্দশ ভুবন সমস্তই—প্রাকৃত। এই চতুর্দ্দশ ভুবনে ভ্রমণকারী পথিকরূপে অজ্ঞাতিলাষের দাস হইয়া জীব প্রাকৃতাভিমানে বিচরণ করেন। প্রাকৃত, অনিত্য, অনুপাদেয় জড়দ্রব্য ভোগ-বুদ্ধি লইয়া অপ্রাকৃত জীব প্রাকৃত ভোগের কঠোর নিগ্রহ ভোগ করিতে থাকেন। ইহাই তাঁহার স্বরূপবিভ্রান্তি বা মতি-ভ্রংশতা। আপেক্ষিক দুঃখতার লাঘব করিতে সমর্থ হইলে অপ্রাকৃত জীব প্রাকৃতাভিমানে আপনাকে 'সুখী' মনে করেন; আবার ভোগপিপাসার প্রাবল্যে ভোগ্যদ্রব্যের অপ্রাপ্তিতে সুখরহিত দরিদ্রতায় অবস্থিত হইয়া আপনাকে 'দুঃখী' জ্ঞান করেন। প্রাকৃত বস্তুসত্তার মূলশক্তি—প্রকৃতি। বদ্ধজীবের নির্ম্মল জড়ভোগরহিত নিজ স্বরূপানুভূতি তটস্থ ধর্ম্মে আবদ্ধ। গুণপ্রকৃতি ও জীবপ্রকৃতি পরস্পর ভিন্ন। একটী—বিষ্ণুর বহিরঙ্গা শক্তি ও অপরটী—তটস্থা শক্তি। তটস্থাশক্তিপরিণত জীব বহিরঙ্গাশক্তির গুণসমূহকে আহ্বান করিলেই জীবের সদ্ভাবস্থা বা প্রাকৃতাভিমান।

বিষ্ণুর অন্তরঙ্গাশক্তি-পরিণামই—অপ্রাকৃত চিজ্জগৎ। সেখানে জীবের প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি নাই। ভগবান্ বিষ্ণুই তথাকার একমাত্র ভোক্তা, তদ্ভগবৎসেবার আনুগত্যে শুদ্ধ জীব ভগবানের ভোগ্যরূপে সেবা বিধান করেন। জীব অপ্রাকৃত রাজ্যে নিজের সুখভোগাভিলাষে ব্যস্ত নহেন; পরন্তু হরিতজনই তথায় তাঁহার নিত্যকৃত্য। প্রাকৃত জগতে মায়ার সুখদুঃখ-ভোগের অন্তরালে জীব যেরূপ প্রাকৃত অভিমানে বদ্ধ হন, অপ্রাকৃত রাজ্যে ভগবদ্দাস্যে তদ্রূপ নিত্যকাল ভগবানের সেবাকার্য্যে আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষমতে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে তটস্থ-ভাবময় নির্ভেদতা অবস্থিত। তথায় অপ্রাকৃত বিচিত্রতা নাই। তাঁহাদের মতে মায়াশক্তিতে বিচিত্রতা আবদ্ধ, সুতরাং তদ্ভিন্ন 'অপ্রাকৃত' শব্দের অর্থ—নিত্যবিচিত্রতাহীন 'অব্যক্ত'শব্দ-বাচ্য। কিন্তু 'অব্যক্ত'-শব্দে নির্ব্বিশেষবাদী শক্তিরহিত ব্রহ্মকেই বুঝিয়া থাকেন। প্রাকৃত ভোগময় রাজ্যে ত্রিবিধ তাপে প্রতপ্ত হইয়া প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অপ্রাকৃত শক্তি নানা বিচিত্রতা

প্রকাশ করিতে পারেন,—এরূপ তথ্যের কোন সংবাদই রাখে না। বৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রাকৃত গুণসমূহ নিষ্ক্রিয় হইলে অপ্রাকৃত পরম চমৎকার চিদ্বৈচিত্র্য প্রকাশনময়ী অন্তরঙ্গা শক্তি জড়ের জ্ঞেয়তা, সসীমতা, কালনাশিতা প্রভৃতি ধর্মসমূহ রহিত করিতে পারেন। বিশুদ্ধ ভগবৎসেবাপরতাই অপ্রাকৃত রাজ্যের বিশেষত্ব। সেখানে ব্রহ্মাণ্ডের মত জীবের প্রাকৃত ভোগ নাই। ভগবৎসেবাজনিত আনন্দও জীবকে ভোগ নিমগ্ন করাইতে পারে না। জীব বদ্ধরাজ্যে অনুভববিশিষ্ট হইয়াও তাহা পরিহার পূর্ব্বক অপ্রাকৃত রাজ্যের বিশেষত্ব বুঝিতে পারেন। কেবল জড় নিষ্ক্রিয়তার ও নিজের বদ্ধভোগাভিমান পোষণ করিয়া হরিসেবাবিমুখ তর্কজ্ঞানাদির বাধা হইলে জীবকে কখনই প্রাকৃত অভিমান ছাড়িয়া দিবে না। বৈকুণ্ঠ বস্তুর অনুশীলনে জীবের ভোগবাসনা বিদূরিত হয়। পার্থিব মাটিয়া অনুভূতি বদ্ধজীবের ভোগপর কর্ম্মফল। অপ্রাকৃত শরীর দ্বারা অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহের অপ্রাকৃত সেবাপর হইলে প্রাকৃত জড় মনের জড়তা উপলব্ধি হয় এবং নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের জড় পরিমার নশ্বর দৃষ্ট হয়। জ্ঞানীর 'অধ্যাত্ম'-শব্দে অপ্রাকৃতত্বের কোন চিত্র থাকিলেও উহা কখনই অপ্রাকৃত-শব্দোদ্দিষ্ট নির্ম্মলরাজ্য নহে। 'অপ্রাকৃত বৃন্দাবন' বলিলে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট ভোগপর নরগণ নিজবদ্ধভোগপর প্রবেশবিশেষকে বুঝেন। আবার নির্ব্বিশেষ মতাবলম্বী মুমুক্ষুগণ মায়াশক্তিরহিত চিদ্বিচিত্রতাহীন আত্মাকে বুঝিয়া থাকেন। তাহা তাহাদের উত্তরের মাটিয়া জ্ঞানের পরিচয় মাত্র। তাদৃশ জ্ঞানগম্য প্রদেশ অপ্রাকৃত নহে। মায়াশক্তির ক্রিয়ারহিত চিদ্বৈচিত্র্য-কৃষ্ণসেবানন্দ ক্রিয়াবিভূতিবিশিষ্ট ভূমি—অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত বিচিত্রতার সহিত প্রাকৃতবিশেষের কোন কোন বিষয়ের অন্বয়তা আছে, আবার কোন কোন বিষয়ের ব্যতিরেকত্বও দৃষ্ট হয়। জ্ঞানিসম্প্রদায় মনে করেন যে, অপ্রাকৃত লীলা ও ভক্তবৈষ্ণব তাঁহাদের জড়ভোগচিন্তার অন্তর্গত অথবা মনোময় কল্পভূমির রাজ্যের আখ্যায়িকাবিশেষ, কিন্তু তাঁহাদের তাদৃশ ভাব প্রাকৃত-অপ্রাকৃতের সহিত বিরুদ্ধ ভাববিশিষ্ট। ভগবদ্রাজ্যে মায়াশক্তির অন্তর্গত মনে করায় অপরাধফলে তাঁহাদের এইরূপ ধারণা। ভোগময় ব্যাধি বা ত্যাগময় শান্তি, উভয়ই—প্রাকৃত ভোগের প্রকারভেদ। অপ্রাকৃত তাহা হইতে স্বতন্ত্র। উহা নিত্য হরিসেবাপর, অবিনাশিত্বধর্ম্মবিশিষ্ট ও নিত্য অধিষ্ঠিত।

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার কৃষ্ণত্রয়ী দ্বাদশী তিথিতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠে একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলার কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরিব্রাজকাচার্য্য বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে "শ্রীক্ষেত্রে আগমনের সার্থকতা" সম্বন্ধে একটী হৃদয়স্পর্শিনী ভাষাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। চারি সম্প্রদায়ের শ্রীক্ষেত্রবাসী বৈষ্ণবগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত সাধারণ ব্যক্তিরও সমাবেশ হইয়াছিল, বহু ভদ্র মহিলা হরিকথা শ্রবণার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ সেন, পুরীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট জ্ঞানেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, কটকের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মনিমোহন গুহ এম্ এ, শ্রীযুক্ত মদনমোহন পট্টনায়ক প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং ভদ্র মহিলাগণের মধ্যে জননেতা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর জননী ঠাকুরাণী, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটীর মহিলা মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্তা আশালতা অধিকারী এম এ, মিসেস্ পি, সি, সেন, মিসেস্ আর, সি, গুপ্ত (ডি, টি, এস, ই, বি, আর) বঙ্গবাসীকলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন বসু এম, এ মহাশয়ের পরিবারবর্গ, ঢাকা জগন্নাথকলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এম এ মহাশয়ের পরিবারবর্গ ও কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মল্লিকবংশের পরিবারবর্গ উপস্থিত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। আদি ও অন্তে শ্রীপাদ ঈশানচন্দ্র দাস ভক্তিবিগ্রহ প্রভুর

মুখরিত কীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তনের পর সকলকে শ্রীজগন্নাথদেবের চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত বহুপ্রকার মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরিত হইয়াছিল।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ রামানন্দ সংবাদের শেষদিকে যে তেরটী প্রশ্নোত্তর সিদ্ধান্তবাক্যরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহার বিশদ-ব্যাখ্যা বিবর, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত ও দলতি দ্বারা বিবৃত করিতেছেন। প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ২২শে মে তারিখে কোনারকে সূর্য্যমন্দির দর্শনচ্ছলে যে—

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি॥"
(ঈশোপনিষৎ ১৫শ ও ১৬শ মন্ত্র)

সেই পরমাত্মার রূপ জ্যোতির্ম্ময়-পাত্রে আচ্ছাদিত আছে। হে পরমাত্মন্, সত্যধর্ম্ম প্রকাশ ও আত্মতত্ত্ব-দর্শনের জন্য সেই আচ্ছাদন দূর করুন।

হে ভগবন্, আপনি ভক্তিপোষক, আপনি জ্ঞানময়, আপনি সর্ব্বনিয়ন্তা, আপনি ভক্তগণের ভক্তিবেদ্য, আপনি বেদোপদেশ দ্বারা ব্রহ্মার প্রিয়, আপনার তেজোরাশি সঙ্কোচিত করুন; তাহা হইলে আপনার কল্যাণতমরূপ আমি দেখিতে পাই। আমি সেই রূপ দেখিবার অধিকারী। যেহেতু আপনি—পূর্ণপুরুষ, জগৎপ্রবিষ্ট পরমাত্মা—আপনার অংশস্বরূপ এবং আমরা (জীব) সকলেই চিৎ-স্বরূপ। আপনার কৃপা হইলেই আপনাকে দেখিতে পাই।

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ (কঠঃ ২।২।১৫)

সেই স্বপ্রকাশ পরব্রহ্মকে সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্ররাজি বা এই বিদ্যুৎসকল প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নির কথা আর কি বলিব? কিন্তু সেই স্বপ্রকাশ-পরব্রহ্মকে অনুসরণ করিয়া শশীচিমালী প্রভৃতি সকলেই দীপ্তি পাইয়া থাকে, সেই পর-ব্রহ্মের অঙ্গকান্তিতেই এইসকল অর্থাৎ জগৎ দীপ্তিপ্রাপ্ত হয়।

"যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সম্ভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

[অর্থাৎ গ্রহ সকলের রাজা, অশেষ তেজোবিশিষ্ট সুরমূর্ত্তি সবিতা অর্থাৎ সূর্য্য জগতের চক্ষুস্বরূপ। তিনি যাঁহার আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি]

—প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে মাধ্যাহ্নিক অর্কপূজালীলা দর্শনমুখেই সূর্য্যকুণ্ডযাত্রার অভিনব তত্ত্বগণের হৃদয়ে প্রতি-ভাত হইয়াছিল এবং অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিতভাবে সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে। কোণারকের বিবরণও পরে প্রকাশিত হইবে।

প্রভুপাদ কোনারক হইতে ভুবনেশ্বরে শুভবিজয় করেন এবং সেখানে কেদারগৌরে দুইদিবস বাস করিয়া অনু-ক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে ভুবনেশ্বরেও একটী শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপিত হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ তীর্থ মহারাজ বিগত মঙ্গলবার ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৩১) সন্ধ্যা ৬৷০ ঘটিকায় ১১১ হরিমোহন রায় লেন, বেলেঘাটানিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত কুলীনগ্রামীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে উপদেশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া গৃহস্থগণের সহজ সরল ধর্ম্মপন্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক গৃহস্থমাত্রের দ্বারা পরম সম্মানিত হইয়াছেন। স্বামিজী মহারাজ বিগত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার তারিখে কলম্ব রোড বালিগঞ্জ হালদার কাছারীতে পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত মাণিকলাল সেন ভবনে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ভাগবত মহারাজ অম্বরীষের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা দ্বারা সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াও মহারাজ অম্বরীষ কিরূপে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করিতেন, তাহা বিশেষ যুক্তিপূর্ণ বিচারের সহিত শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬, ৮ই জুন, ১৯২৯

৭ম খণ্ড | ৪২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীমদনমোহনদেবের শ্রীচন্দনযাত্রা পূর্ণ হইয়াছে। উড়িষ্যাপ্রদেশে শ্রীভগবানের শ্রীচন্দনযাত্রা-উৎসবের প্রচলন সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যা প্রদেশে গ্রীষ্মাধিক্য এবং মলয়জ চন্দনের সদ্ভাব হেতু শ্রীভগবানকে গ্রীষ্মকালে মলয়-চন্দন চর্চ্চিত করিয়া সরোবরে নৌকাবিহারাদি সেবা করা হয়। শ্রীপুরুষোত্তমে, শ্রীভুবনেশ্বরে, শ্রীআলালনাথে সর্ব্বত্রই এক একটী চন্দন-সরোবর ও চন্দন-মণ্ডপ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সর্ব্বত্রই অক্ষয় তৃতীয়া দিবস হইতে শ্রীমদনমোহনদেবের শ্রীচন্দন-যাত্রা-মহোৎসব আরম্ভ হয়।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যহ শ্রীরামানন্দ-সংবাদের বিশদ ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্থানীয় ও তীর্থযাত্রী বহু সম্ভ্রান্ত, সজ্জন ও পণ্ডিত শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখবিগলিত অপূর্ব্ব ব্যাখ্যামৃত শ্রবণপুটে পান করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ অহর্নিশ হরিকথা কীর্ত্তন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা অনুসরণ করিয়া বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্রে শ্রীকুরুক্ষেত্র-সূর্য্যোপরাগ-লীলার উত্তরার্দ্ধের মহিমা প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীরামকেলি-সংস্কার-সমিতির একনিষ্ঠ সুযোগ্য কর্ম্মী ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী গোস্বামী এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগ ও পরিশ্রমের ফলে শ্রীরামকেলি তীর্থ সংস্কার প্রতি বৎসরই বিশেষ ঔজ্জ্বল্য লাভ করিতেছে। শ্রীরামকেলির বার্ষিক উৎসব আগামী ৩১শে জ্যৈষ্ঠ আরম্ভ হইবে। শ্রীরামকেলি-সংস্কার-সমিতির সম্পাদক মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে ১৬।২৯ তারিখে তাঁহার ৪২২৯ নং পত্রে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পণ্ডিতকুলগৌরব, বৈষ্ণবজগতের বান্ধব মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে শ্রীরামকেলির সংস্কারসমিতির বর্ত্তমান বর্ষের অধিবেশনে সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য যে অনুরোধ-পত্র প্রদানার্থ লিখিয়াছিলেন, তদনুসারে শ্রীল প্রভুপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করিলে বৈষ্ণবজগতের বন্ধু তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির পদ সানন্দে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। সুতরাং আশা করা যায়, এ বৎসর রামকেলির উৎসব বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী বাবুর ২৬।৫।২৯ তারিখের ৪২৫৯ নং পত্রে আরও প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শান্তিনিকেতনের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং নানাস্থান হইতে বহু সুধী সজ্জন ব্যক্তি রামকেলি-সংস্কার-সমিতির বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিবেন। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে স্থানীয় হিন্দুসভা ও পূর্ণিমা-সম্মিলনী হইতে অভিনন্দন পত্র প্রদান

করা হইবে। মালদহের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মিষ্টার এচ, ও, কাটার রূপসাগরের পশ্চিম ঘাটের পুনঃ সংস্কারের ভিত্তি স্থাপন করিবেন এবং মালদহের সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু হতীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় অভ্যর্থনা-অভিভাষণ পাঠ করিবেন।

শ্রীরামকেলি-সংস্কার-সমিতির অক্লান্ত কর্ম্মী সম্পাদক মহাশয়ের সর্ব্বতোমুখী চেষ্টায় শ্রীরামকেলির উন্নতি হইলে সকলেরই আনন্দের বিষয় হয় সন্দেহ নাই। আমরা সম্পাদক মহাশয়ের পত্রে আরও জানিলাম যে, এবার সরকার বাহাদুর সংস্কার সমিতির নানাপ্রকার কার্য্যের জন্য ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা ও জিলাবোর্ড ১০০০৲ এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। পূর্ণ উদ্যমে সংস্কার-কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বাবু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদকে এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথপ্রভুর সেবায় ব্যস্ত থাকায় এই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের গমন সম্ভব হইবে না। সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রতিনিধি বক্তার জন্য আহ্বান-পত্র দিয়াছেন। শ্রীল রূপসনাতন প্রভুর লীলাভূমি, শ্রীজগন্নাথপ্রভুর পদাঙ্কপূত তীর্থের রেণু মস্তকের ভূষণ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? আমরা আশা করি, শ্রীরামকেলি সংস্কার-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধমত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে মূলস্তম্ভ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের জীবাতু মূল পুরুষ শ্রীরূপ-সনাতনের স্থানে তাঁহাদের মনোহভীষ্টের কথা কীর্ত্তন করিবার জন্য শ্রীরূপ-সনাতনের দাসগণের পদাঙ্কানুসরণকারী বাগ্মি-প্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ অথবা সুপ্রসিদ্ধ বক্তা আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়কে প্রেরণ করিবেন। শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মপরাগরঞ্জিত পবিত্রতম মহাতীর্থ শ্রীরামকেলিতে যে শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন সংস্থাপনের সঙ্কল্প হইয়াছে, তাহাও এই সময় হইতে পারিলে ভাল হয়।

শ্রীরামকেলি উৎসবের কার্য্যবিবরণী ও তীর্থযাত্রি-গণের কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয় উক্ত সমিতির নিদর্শনী পত্র হইতে উদ্ধৃত হইল—

৩০শে পৌষ—মালদহ ষ্টেশনে সভাপতি মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা এবং সহরে তাঁহার অভিনন্দন ও বক্তৃতা।

৩১শে পৌষ—(ক) প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীমদনমোহন জিউর মন্দিরে সংকীর্ত্তন, বিগ্রহের সেবাপূজা ও উৎসব। (খ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের মিলন-স্থান কেলি-কদম্বমূলে সংকীর্ত্তন, উৎসব এবং তৎপরে শ্রীরামকেলি পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-লীলা-মন্দিরের সম্মুখে সমিতির আশ্রমে বিশ্রাম। বৈকালে বেলা ৫-৩০ মিঃ বিরাট সভা।

তীর্থযাত্রিগণের জ্ঞাতব্য বিষয়—

১। মালদহ রেল ষ্টেশনে নামিয়া সহর হইতে ৮।০ মাইল দূরে অবস্থিত প্রাচীন গৌড়ের সন্নিকট শ্রীরামকেলী তীর্থে মোটরযোগে, শকটবাহনে ও অন্যান্য উপায়ে গৌড়-রাস্তা দিয়া পিয়াসবাড়ী ডাক বাঙ্গালার পশ্চিম দিক দিয়া যাইতে হয়।

২। তীর্থক্ষেত্রে ৪টী নলকূপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রূপসাগর ও নলকূপের দ্বারাই জলকষ্ট নিবারিত করিবার চেষ্টা করা হইবে।

৩। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য বহু জঙ্গল পরিষ্কৃত করা হইয়াছে ও সমিতির আশ্রমের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৪। তীর্থযাত্রিগণের নানাবিধ কষ্ট নিবারণ জন্য নানাস্থান হইতে আগত স্বেচ্ছাসেবকগণ সমাগত ব্যক্তি-গণের কষ্টের লাঘব করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

৫। যথেষ্টরূপ আলোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৬। সমাগত ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও শ্রীরামকেলী ধাম পরিষ্কারের জন্য জিলাবোর্ড হইতে বিশেষরূপে ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৭। সরকার বাহাদুর শান্তিরক্ষা ও অন্যান্য বিষয় পরিদর্শন জন্য উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৮। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যাত্রিগণের যাতায়াত স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ঝুবড়ীতে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ১১ই কার্ত্তিক ১৩৩৫, ২৮শে অক্টোবর ১৯২৮, রবিবার অপরাহ্নে গোয়ালপাড়া হরিসভায় দ্বিতীয় দিবসের বক্তৃতা সমাপনপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণসঙ্গে সন্ধ্যা ৭টায় ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় ঝুবড়ীতে পৌঁছেন। হরিকথা কীর্ত্তনাদিতে ষ্টীমারেই রাত্রি যাপন করা হয়। অতীব প্রত্যূষে ঝুবড়ীবাসী জনসাধারণ শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সংকীর্ত্তন, পতাকা, পুষ্পমাল্য ও বৈদ্যুতিক বাদনসহ ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে আগমন করেন। প্রভুপাদকে মাল্যাদি ভূষণে বিভূষিত করিয়া সংকীর্ত্তনের সহিত ষ্টীমার হইতে অবতরণ করান হয়। তৎপরে সুসজ্জিত বৈদ্যুতিক যানে আরোহণ করাইয়া সিল্‌লির স্বাধীন রাজার সুরম্য আবাসনিবাসে প্রভুপাদকে লইয়া যাওয়া হয়। সেইস্থানে স্থানীয় বহু সজ্জন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রভুপাদকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করেন। স্থানীয় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণার্থ আগমন করিয়াছিলেন। নিম্নে কয়েকজন মাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল,—

(১) শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব কুমার ঘোষ বি, এল, প্লীডার ও চেয়ারম্যান, ঝুবড়ী মিউনিসিপ্যালিটী, (২) শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল, (৩) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, (৪) কুমার ললিতনারায়ণ দে বি, এল, বিজলি এষ্টেট, (৫) শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শিক্ষক, ঝুবড়ী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, (৬) শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস, (৭) শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত ভট্টাচার্য্য, (৮) শ্রীযুক্ত রামচরণ চট্টোপাধ্যায়, (৯) শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু চক্রবর্ত্তী, (১০) শ্রীযুক্ত আনন্দচরণ দত্ত, (১১) শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ বি, এল, (১২) শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বসু বি, এল, (১৩) শ্রীযুক্ত ললিতনারায়ণ দাস, (১৪) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র সরকার, (১৫) শ্রীযুক্ত নিধানন্দ দাস অধিকারী বি এল্‌সি, বি, টি, (১৬) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন চৌধুরী, জমিদার মেচ্‌পাড়া এষ্টেট, (১৭) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রী বি, এল, (১৮) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, হেড্‌ মাষ্টার ঝুবড়ী (১৯) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন গুপ্ত বি, এল, (২০) শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু, বি, এল, (২১) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র সেন বি, এল, রেজিষ্টার সেরেস্তাদার, (২২) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সীল বি, এ, (২৩) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র রায় বি, এল, (২৪) শ্রীযুক্ত রাজীবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল, (২৫) শ্রীযুক্ত হিমাংশুমোহন রায় এম, এ, মেওয়ান মেচ্‌পাড়া এষ্টেট, (২৬) শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাস বি, এজি এসিষ্টেণ্ট ইত্যাদি।

শ্রীল প্রভুপাদ নির্দ্দিষ্ট ভবনে অবতরণ পূর্ব্বক কোনপ্রকার বিশ্রামাদির অপেক্ষা না করিয়াই উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর নিকট বহু হরিকথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রভুপাদ 'বিলাস ও 'বিরাগ', 'ধনমত্ত ও সজ্জনমত্ত', 'গণমত্ত ও গৌরগণমত্ত' সম্বন্ধে সময়োপযোগী অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন। শতকরা প্রায় শতজন মানুষই কিরূপে গণমত্তকে প্রামাণিক মনে করিয়া প্রকৃত কল্যাণময় গৌরগণমত্তকে উপেক্ষা করেন, তাহা অতীব জ্বালাময়ী ভাষায় বলিতে লাগিলেন। প্রভুপাদ আরও বলিলেন,—"যেমন, বালকের অন্নপ্রাশনের সময় তাহার রুচি পরীক্ষা করা হয়, সেই প্রকার আমাদেরও প্রত্যহই অন্নপ্রাশন হইতেছে এবং ভগবান্ আমাদের রুচি পরীক্ষা করিতেছেন। কুক্কুরের রুচি আমাদিগকে কৃষ্ণ হইতে বিক্ষিপ্ত করাইয়া থাকে।" এইরূপ অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করিবার পর শ্রীল প্রভুপাদ মাধ্যাহ্নিক কৃত্য করিতে গেলেন। কিছুকাল পরেই স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন ও উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগের নিকট আবার হরিকথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

ঝুবড়ীবাসী জনসাধারণ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার জন্য স্থানীয় হরিসভার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। হরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে সায়াহ্ন কাল উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণ সঙ্গে ঝুবড়ী হরিসভায় শুভবিজয় করিলেন। সভায় বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, হিন্দু, মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোকই উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ, মহোদয় তাঁহার স্বভাবসুলভ সেবাবৃত্তি-উদ্বোধনকারিণী সুমধুর রাগিনীতে

"কবে হবে বল সে দিন আমার"—এই সঙ্গীতটী কীর্ত্তন করিয়া বি, এল. মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদকে উৎসৃষ্ট করিলেন। তৎপরে ধুবড়ীবাসী এন সাধারণের পক্ষ পুষ্পমালা ও চন্দনে বিভূষিত করিয়া নিম্নলিখিত অভিনন্দন-পত্রটী ধুবড়ী হিন্দুসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রশরণ পত্রটী পাঠ করিলেন।

অভিনন্দন-পত্র

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীকরসরোরুহেষু।

মহাশয়!

আমরা ধুবড়ীবাসী জনমণ্ডলী আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি। ভগবৎকৃপায় ভবাদৃশ বিশ্রুতকীর্ত্তি ধর্ম্মপ্রাণ মহানুভবের সাহচর্য্য লাভ করিতে পারিয়া আমরা নিজকে ধন্য মনে করিতেছি এবং যাঁহার কৃপায় আমরা এই আশাতীত সৌভাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, সেই ভগবানকে আমরা কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি।

ধর্ম্মপরায়ণ ভগবদ্বাণীর আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য পারমার্থিক অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করিয়া এবং দেশ-দেশান্তরে হরিকথা প্রচার করিয়া আপনি হিন্দুমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জগদ্বাসীর মঙ্গলের জন্য যে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন, যুগধর্ম্মের প্রভাবে তাহার প্রকৃত মর্ম্মার্থ আমরা আজ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। আপনি নানারূপ গ্রন্থাদি প্রণয়ন দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশিষ্টতা আমাদের গোচরীভূত করিয়াছেন এবং নানাবিধ ক্লেশ সহ করিয়াও ভারতের নানাস্থান পর্য্যটন ও হরিকথা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া বহু মানবহৃদয়ে ভগবৎপ্রেমের অঙ্কুর উদ্গীরিত করিয়াছেন ও করিতেছেন; তজ্জন্য আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমরা আপনার মহদ্ভাবণীর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া সর্ব্বান্তরে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা-সহকারে আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

বশংবদ—

শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী জমিদার মেহপাড়া।
শ্রীঅপূর্ব্ব কুমার ঘোষ বি, এল, চেয়ারম্যান, ধুবড়ী মিউনিসিপ্যালিটী।
শ্রীউপেন্দ্রশরণ সান্যাল বি, এল, সভাপতি ধুবড়ী হিন্দুধর্ম্ম সভা।
শ্রীপ্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল, সম্পাদক, গোয়ালপাড়া জিলা সমিতি।
শ্রীনরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু।
কুমার শ্রীললিত নারায়ণ দেব বি, এল।

ধুবড়ীবাসী সজ্জনমণ্ডলী শ্রীল প্রভুপাদকে এইরূপভাবে অভিনন্দন প্রদান করিলে শ্রীল প্রভুপাদ সভায় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন;—"ধুবড়ীর সজ্জনমণ্ডলী ও সুধীমণ্ডলী আমাদিগের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চন ও বরাক ব্যক্তিকে যে প্রকারে সম্ভাষণ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের যোগ্যতার অভাব ও তাঁহাদের মহত্বেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তাঁহারা একটী অকিঞ্চন আগন্তুক ব্যক্তিকে তাঁহাদের স্বভাবসুলভ স্নেহে সম্বর্দ্ধিত করিবার যে আদর্শ প্রদর্শন

ক'রিলেন, তাহা তাঁহাদের অতিবিবৎসলতারই পরিচায়ক। আমি তাঁহাদের এই কৃপার প্রতিদান প্রদানে সম্পূর্ণ অযোগ্য। তবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যে সকল অমূল্য সন্দেশ লাভ করিয়াছি, তাহাই তাঁহাদের যোগ্য উপহার মনে করিয়া অযোগ্যতার সহিত কীর্ত্তন করিতে অভিলাষী হইয়াছি।

শ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ ধৈর্য্য প্রকাশ করিয়া বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-পরিশোভিত বিরাট সভার একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। নিম্নে বক্তৃতার সংক্ষেপ প্রদত্ত হইল,—

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥"

আমরা সেই সত্য বস্তুকে ধ্যান করি, যে সত্য বস্তু ঐন্দ্রজালিকের বিদ্যার ন্যায় আমাদিগকে প্রতারিত কর্ত্তে প্রস্তুত ন'ন। সত্য সর্ব্বকালে বর্ত্তমান। 'সত্য' ছই ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টার জন্য সত্য, এরূপ নয়, স্বপ্নের ন্যায় 'সত্য' নয়, আত্মারাম সরকারের মন্ত্রে যে ওই ঘুঁটির জায়গায় চাষ ঘুঁটি দেখিয়ে দেয়, কোন সময় ঘুঁটি নেই দেখিয়ে দেয়, কোন সময় গলাকাটা দেখিয়ে দেয়, সেরূপ 'সত্য' নয়। এরূপ সত্যের অনুসন্ধানে কোন ফল নেই, অথচ দুনিয়াভরা লোক—শতকরা প্রায় শতজনই এইরূপ সাময়িক সত্যের পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে।

চারিযুগে চারি প্রকারে সত্যের অনুসন্ধান দেখা যায়। যে যুগে সত্য চারিপাদ পূর্ণ ছিল, যে যুগে সকলেই সমদর্শী ছিল, সেই যুগে ধ্যান সম্ভব হ'ত। যে সময়ে কতকগুলি লোক কিঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হ'য়ে প'ড়্‌ল, যখন একপাদ কপটতা এসে উপস্থিত হ'ল, সে সময় যজ্ঞের বিষ্ণুর আরাধনার বিধান প্রকাশিত হ'ল। সত্য যখন পূর্ণমাত্রায় ছিল, তখন মানবজাতির মধ্যে অভাব সৃষ্টি হয় নাই। যখন পূর্ণ সত্য ক্ষুণ্ণ হ'ল, তখন কামনা বা অভাভিলাষ এসে প'ড়্‌ল। সেই অভাভিলাষ পূরণ ক'র্‌বার জন্য নানা-প্রকার দেবতার আরাধনা প্রচলিত হ'ল। অশ্বিনীকুমার, বিভাবসু, বহ্নিদেবতা প্রভৃতির উপাসনায় লোকের বিশেষ রুচি দেখা গেল। তখন তর্ক উপস্থিত হ'ল, যখন পরাৎপর পরমেশ্বরের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য তাঁর আরাধনা চল্‌তে পারে, তখন আমাদের অভাভিলাষ পূরণের জন্য—আমাদের ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য কেনই বা পরমেশ্বরের আরাধনার অনুকরণে কামনাপূরক ঈশ্বর বা দেবতাগণের আরাধনা সৃষ্ট হ'তে না পার্‌বে? যজ্ঞের এক প্রকার বিরোধিবর্গের অভ্যুদয় হ'য়েছিল, তাহাদিগকে তার্কিক সম্প্রদায় বলা যায়। তার পরবর্ত্তী সময়ে যজ্ঞবিধি দ্বাপরের অর্চ্চনবিধিতে পরিণত হ'য়েছিল। ঘৃতশুদ্ধি প্রভৃতি কার্য্য সমাপন ক'রে বাহ্য উপকরণের সাহায্যে অর্চ্চন বাধিত হ'ত। বিষ্ণুর অর্চ্চনে আমরা কোন হিংসার কথা পাই না। যখন অভাভিলাষবশে বিষ্ণুর পূজার অনুকরণে বিষ্ণু ব্যতীত অভাভ কামদাতৃ দেবতার পরিচর্য্যা-বিধি প্রচলিত হ'ল, তখন পূজায় বলি প্রভৃতির মধ্যে হিংসা-বিধি প্রবিষ্ট হ'য়ে প'ড়্‌ল। সেই দ্বাপর যুগে অর্দ্ধ সত্য উপস্থিত হ'য়েছিল। বাকী অর্দ্ধ পরিমাণ সত্য আবৃত হ'য়ে প'ড়েছিল।

কলিকাল—বিবাদ যুগ। এই যুগে চিত্তবিক্ষেপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং এখন ধ্যান, যজ্ঞ বা পরিচর্য্যায় লোকের সহিষ্ণুতা বা সাকল্য নেই। হরিকীর্ত্তনমুখে ভগবৎ-সেবাই—যুগধর্ম্ম। বিক্ষিপ্তচিত্তে ধ্যান সম্পূর্ণ অসম্ভব। জড় সাকার বা জড় নিরাকার, যে বস্তুই ধ্যান কর্ত্তে যাওয়া যা'ক্ না কেন, তা'তেই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর ধ্যান এসে প্রতি পদে আমাদের চিত্তবিক্ষেপ ঘটিয়ে দেয়। নিরাকার বস্তু ধ্যান কর্ত্তে বস্‌লে আকাশের বা অবকাশের জড় রূপ এসে আমাদিগকে বিরক্ত কর্ত্তে থাকে। ন্যূনাধিক যুগাবকাশের বস্তুগুলি আমাদের ধারণার বিষয় হয়। আমার জড় সাকার-রূপ ধ্যান কর্ত্তে গিয়ে রাধুল চরণ ভাব্‌তে ভাব্‌তে পাখী বা জাগলকাটা রক্ত বা বন্ধুকের ধ্যান এসে আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় এবং আমাদিগকে দুশ্চিন্তক বা ব্যুৎপন্ন ধর্ম্মের বাধক ক'রে তোলে। জড়ের নিরাকার বা সাকার সবই পৌত্তলিকতা—সবই ভোগ্য বস্তু। যাহা আমার কল্পনা বা মনোধর্ম্মের অধীন হ'ল, তাহা আমার ভোগ্য বা ভৃত্য হ'য়ে পড়্‌ল—'ব্রহ্ম' বা 'পরমেশ্বর' হ'ল না।

এই বিবাদযুগে আমাদের দ্বারা যজ্ঞবিধিও সম্পাদিত হ'তে পারে না। আমাদের চিত্তবিক্ষেপ আমাদিগকে সর্ব্বদা আমাদের ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের জন্য পরিদৃশ্যমান জগৎ হ'তে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন দ্বারা বিষয়ের ইন্ধন সংগ্রহে চালিত কচ্ছে।

আমরা যা' কিছু যজ্ঞ করে যাই, সবগুলিই আমাদের ইন্দ্রিয়-যজ্ঞ হ'য়ে পড়ে। আমরা সকলেই ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি সংগ্রহের জন্য সেনিহানহিহ্ন হ'য়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হচ্ছি।

এই বিক্ষোভের যুগে পরিচর্য্যার নানাপ্রকারে বাধা প্রাপ্ত হ'য়েছে। বর্ত্তমানে আমাদের পরিচর্য্যা ও সেবা-চেষ্টা বিরূপের সেবাচেষ্টা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা বিক্ষিপ্তচিত্তে, আবৃত নেত্রে নারায়ণের স্বরূপ দর্শন না ক'রে, অন্যকে 'নারায়ণ' কল্পনা ক'রে, অন্যের সেবক হ'য়ে, সেখাকে 'নারায়ণ' মনে ক'রে সেবার সেবক মাত্রাল হ'য়ে পড়্ছি। কেউ প্রতিষ্ঠার সেবা, কেউ বিক্ষিপ্ত জ্ঞানের সেবা, কেউ দরিদ্রতার সেবা, কেউ প্রাচুর্য্যের সেবা কর্চ্ছে। নারায়ণের সেবা—বিষ্ণুর পরিচর্য্যা বিক্ষিপ্ত চিত্তে হচ্ছে না। বিক্ষিপ্তাবস্থার যে মূঢ়তের যবনিকা আমাদের স্বরূপকে ঢেকে ফেলেছে, বিরূপকে স্বরূপ জ্ঞান করাচ্ছে, সেটী বিক্ষিপ্ত আমরা বুঝ্তে পার্ছি না।

সত্য বস্তুটী—পরমেশ্বর। এই বিশ্ব তাঁর মৌখী শক্তির কার্য্যবিশেষ। তাঁকে বিশ্বের মধ্যে পুরে দেওয়ার চেষ্টা বিক্ষিপ্ত চিত্তের বাতুলতা মাত্র। সেই সত্যবস্তুটী—স্বরাট। তিনি কা'রও সাহায্য অপেক্ষা করেন না। সেই সত্য-বস্তুটী—অদ্বিতীয়—"স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা।"

বড় বড় বুদ্ধিমান, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী, দেবতা, মনুষ্য সেই সত্য বস্তুর বিচারে ভ্রান্ত হন। তাঁদেরও অ-কর্ত্তব্যে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি উপস্থিত হয়, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে প্রয়োজন বোধ হয়, বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা, ভোগ ও ত্যাগে রুচি হয়। বিশ্বের পতি হব, খাদ্যের ভক্ষক হব কিম্বা বিশ্ব ত্যাগ ক'র্ব, খাদ্য ত্যাগ ক'র্ব, জগতে প্রভু হব কিম্বা নিবৃত্ত হ'য়ে চেতনের ক্রিয়া লুপ্ত ক'র্ব, এ সকলই পরের সোণা কাণে দেওয়ার মত। যার সোণা, সে হ্যাঁচ্কা টানে টেনে নেবে।

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

"হে ভগবন্, আমি কামাদি রিপুগণের কত প্রকার দুই আদেশ পালন ক'রেছি, তবুও আমার প্রতি তাঁদের করুণা হলো না; লজ্জা ও উপশান্তিরও উদয় হ'লো না; হে যদুপতে, সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ ক'রেছি। তাই তাহাদিগকে পরিত্যাগ ক'রে তোমার অভয় চরণে শরণাগত হ'য়েছি। তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।" —এই ভাবে একজন ভক্তরাজ আমাদিগকে প্রকৃত সত্যা-শ্রয়ের পথ, প্রকৃত বুদ্ধিমানের পথ শিক্ষা দিয়াছেন।

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥"

[যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীহরিকে প্রবণাদিলক্ষণা ফলাভিসন্ধানরহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিফলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সম্যগ্ রূপে প্রসন্নতা লাভ করে]

ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করাই স্বাভীষ্ট স্বাধীনতা লাভের আর অন্য উপায় নাই। স্বর্গাদুপস্থো অধোক্ষজ পূর্ণ পুরুষের অধীনতাই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার, তাহাই পূর্ণ স্বাধীনতা।

"কেন কহি, বাপ তেন"-নীতি দ্বারা তাড়িত হ'য়ে নিজ সুখ বা মুক্তি চাইলে আমরা 'যে তিমিরে সেই তিমিরে'ই প'ড়ে থাক্বো। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনগীতায় আমাদিগকে ব'লেছেন,—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

মনোযোগ দিয়ে হরিকথা শ্রবণ দ্বারাই সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হয়। সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'লে ভগবানের বীর্য্য ও জগতের দৌর্ব্বল্যের কথা আমরা বুঝ্তে পারি। আমরা তখন সাধুগণের কথামত সেবা কর্তে কর্তে কৃষ্ণ সেবায় সুদৃঢ় বিশ্বাস, আসক্তি ও প্রীতি লাভ কর্তে পারি। কৃষ্ণসেবায় প্রীতিই নিখিল জীবের চরম প্রয়োজন।

মহান্ত গুরুতত্ত্ব

(শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী, ২৯শে মে বুধবার, ১৯২৯)

শ্রীচৈতন্যদেবের অবিসংবাদিত শিক্ষায় যাঁহারা পারঙ্গত হইয়াছেন, তাঁহাদের শিক্ষকতার পরিভাষায় আমরা "চৈত্যগুরু" ও "মহান্তগুরু" শব্দদ্বয় দেখিতে পাই। ভগবান্ প্রত্যেক জীবহৃদয়ে চৈত্যগুরুরূপে অবস্থান পূর্ব্বক জীবের সদসৎ প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করেন, তাদৃশ প্রযোজক বস্তুত্বে চৈত্যগুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। চৈত্যগুরু মহান্তগুরু নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত মহান্তগুরুর সেবনসম্প্রদায় বর্ত্ম প্রদর্শক গুরুর কার্য্য করেন।

শাস্ত্রকীর্ত্তনকারী, শাস্ত্রব্যাখ্যাকারী, শাস্ত্রীয় শাসনানুমোদিত অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি অনর্থযুক্ত, অপ্রাকৃত, অনভিজ্ঞ বালিশের চঞ্চল চিত্তের সুষ্ঠুগতি বিধান করিয়া থাকেন। তাদৃশ শিক্ষা-গুরু দিব্যজ্ঞানদাতা গুরু-প্রাপ্তির পূর্ব্বে সাহায্য করেন বলিয়া তাঁহাকে 'বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু' নামে অভিহিত করা হয়।

শাস্ত্র শ্রবণ, সাধুমুখে ভগবৎ কথা কীর্ত্তনে অনুগমন প্রভৃতিতে রুচি উৎপত্তি হইলে জীব আপনাকে দিব্যজ্ঞানের সংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত করেন। এখানেও চৈত্যগুরু জীবকে তারতম্য নির্দ্দেশে শ্রৌতপথের উপকারিতা প্রদর্শন করেন। চৈত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত বর্ত্মপ্রদর্শক, মহান্তদীক্ষাগুরু এবং মহান্তশিক্ষাগুরুগণের পাদপদ্মসেবা লাভ করিবার কোন প্রকারই যোগ্যতা হয় না। কৃষ্ণপ্রসাদজ সুকৃতি উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবগণ চৈত্যগুরুর নিকট কৃপা লাভ করিতে পারেন না। যে-কালে জীবের হৃদয়ে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ বৈতব চতুষ্টয় প্রবল থাকে, তৎকালে চৈত্য-গুরু জীবকে কৃষ্ণোন্মুখবৈভবানন্দ বিবেকানন্দ করায়। কিন্তু ভক্তিবিবেকের মহিমা লাভের যোগ্যতা হইলে চৈত্যগুরু কৃপা করিয়া অমায়ায় বৈষ্ণব-মহান্ত দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরুগণের প্রতি বিশ্বাস লাভ করিবার প্রসাদ প্রদান করেন।

মহান্তগুরু আদি-শিক্ষাগুরুরূপে জীবের ত্রিগুণ-তাড়িত অহঙ্কার শোধনকল্পে যত্ন করিয়া থাকেন এবং সেই যত্নের ফলে জীব মহান্তদীক্ষাগুরুর সান্নিধ্য লাভ করেন। বলা বাহুল্য, শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠ লীলাময়। ইহাও ইহজগতে অবতরণ করেন। তাদৃশ অবতরণের অবলম্বনরজ্জু—ভগবদ্ভক্তি। তিনি নিমজ্জমান প্রাণিগণকে উদ্ধার করিতে গিয়া কোনদিনই ভগবানের সেবা পরিহার পূর্ব্বক আত্মবলিদানে প্রস্তুত হন না। কিন্তু তাদৃশ অভিনয় দেখাইতে গিয়া আপনাকে যে মর্ত্যবুদ্ধিতে বিপন্ন করিবার লীলা প্রদর্শন করেন, তাহাতে আমরা তাঁহাকে ভগবৎ-কৃপাবত্তার না জানিয়া নিজ দুর্দ্দমনীয় অপরাধক্রমে আমাদেরই ন্যায় জীববিশেষ কল্পনা পূর্ব্বক অসূয়ার অনুষ্ঠানে গুরুপাদপদ্মসেবা-বিমুখ হইয়া পড়ি।

শ্রৌতপথেই গুরুগ্রহণ-প্রথা বর্ত্তমান। অশ্রৌত বা তর্কপথে গুরুগ্রহণানুষ্ঠান আদৃত হয় না। যাঁহারা সেরূপ আদর করিবার বুদ্ধি লাভ করেন নাই, তাঁহারা চৈত্যগুরুর দ্বারা বিমূঢ় হইয়া তর্কপন্থা অবলম্বন করেন। অশ্রৌত তর্কপথাবলম্বী অহঙ্কারবশে স্বয়ং গুরু হইবার চেষ্টা প্রদর্শনেও কুণ্ঠিত হন না।

তার্কিক কখনই গুরু হইতে পারেন না, শ্রৌতপন্থই গুরু হইতে পারেন। তর্কের আয়ায়-পারম্পর্য্যের মূলে কাপট্য-জনকের পুত্ররূপে তর্কপন্থার উদ্ভব হয়। আয়ায় গুরুপারম্পর্য্য সেরূপ নহে, তাহার মূল আছে। তর্কপন্থা অশ্রোত্রিয়-মূল জাতমান শৈবালের ন্যায় সমর্দ্ধিত হইয়া সাময়িকভাবে চেতনস্রোত রুদ্ধ করিতে পারে।

চৈত্যগুরুর কৃপায় মহান্তগুরু নির্দ্দিষ্ট হন। চৈত্যগুরুর কৃপা—দ্বিবিধা। সেই দুই প্রকার কৃপাফলে কেহ বা আধ্যক্ষিক, কেহ বা অধোক্ষজসেবক। যাঁহারা জড়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণই জীবের একমাত্র আরাধ্য চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের নামই 'অজ্ঞাতিনাথী'। তাদৃশক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রযোজক কর্ত্তার নিয়মনপ্রভাবে সৎকর্ম্মপ্রবৃত্তির আদর দেখা যায়। সেইকালে তিনি কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করেন। "আমি কর্ত্তা"—এই অভিমানে প্রকৃতির ত্রিবিধগুণে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকে স্বায়ত্ত করিবার বাসনায় অহঙ্কার-বিমূঢ়তাকেই

প্রেয়ঃ বলিয়া ধারণাপূর্ব্বক প্রেয়ঃপথের পথিক হন। আবার প্রেয়ঃপন্থার বিভিন্ন তারতম্য বিচারে কৃতকগুলি আপাত প্রেয়োবিচারকেই শ্রেয়োরূপে পরিবর্ত্তন করে। উহাই চৈত্যগুরুর মায়াবিস্তারতপা কপট কৃপা। যাঁহারা মুণ্ডক শ্রুতি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, প্রযোজক কর্ত্তা প্রযোজ্য কর্ত্তৃস্বাধীনে অবস্থান করিলে তাঁহার শ্রেয়োলাভ ঘটে, আর প্রযোজক কর্ত্তার প্রতি সেবাবিমুখ হইলেই জীব প্রযোজ্যকর্ত্তৃত্বে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রযোজক কর্ত্তার প্রতি উদাসীন হন এবং তাদৃশ ঔদাসীন্য তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করে।

দিব্যজ্ঞানদাতা মহাগুরু অনেক নহেন। যেহেতু তিনি অধ্বয়জ্ঞানের প্রিয়তম সেবক। অধ্বয়জ্ঞানের সেবক সূত্রে তাঁহার বেদিতব্য বিষয় কিছু না থাকায় তিনিও অসম্বোদ্ধ, তিনি বিষয়জাতীয় অসম্বোদ্ধ না হইলেও আশ্রয়জাতীয় অসম্বোদ্ধের লীলাপ্রদর্শনকারী।

শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরুর বাস্তব জ্ঞানলব্ধ শরণাগত শিষ্যকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহার অনুকূল শিক্ষা দিব্যজ্ঞানের প্রয়োগ-বিচারকে নিয়মিত করে। এইজন্য শিক্ষাগুরুর বহুত্ব থাকিলেও অধ্বয়জ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরুর সহিত তাঁহাদের মতভেদ নাই, পরন্তু তাঁহারা দীক্ষাদাতার অকৃত্রিম বন্ধু।

দিব্যজ্ঞান লাভে জীবের স্বরূপ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধিত স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ইহজগতে ও পরজগতে যে প্রকার হরিসেবা করিতে হইবে, তাহার উপদেষ্টৃকুলের নামই শিক্ষাগুরুবর্গ। এই সেনাবাহিনীর অগ্রগামী (Precursor বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু শিক্ষাগুরুই প্রাগ্‌ভাব। মধ্যে দীক্ষাদাতা মহাগুরু অবস্থান করেন।

ভগবানের জীবে-দয়া-ধারার প্রসাদ-বিতরণকারিরূপে শ্রীগুরুতত্ত্ব জগতে মঙ্গল বিধান করেন। যাঁহারা জ্ঞানের বিকারে বিভ্রান্ত, কর্ম্মাধীনে আবদ্ধ, যথেচ্ছাচারিতার স্রোতে প্রবহমান, সেইসকল ব্যক্তির সদ্‌বুদ্ধি প্রদান ও জীব-মাত্রকেই কৃষ্ণ-সেবা-তৎপর করিবার উদ্দেশে শ্রীগুরুদেবের ইহজগতে আগমন। তিনি সন্তপ্তহৃদয় জনের ন্যায় অনাসক্তভাবে সংসারের নিত্য সকল প্রকার বিষয়ের বাহ্য-ভোগধারণা অপসারণপূর্ব্বক জীব-কুলকে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করেন তাহাতে তাঁহাকে বিষয়াসক্ত অভ্রান্তিনিবিষ্ট প্রভৃতি জনগণ বিষয়বিরক্ত বলিয়া ঘৃণা করেন। আবার তদপেক্ষা মূঢ় মৎসর জনগণ হিংসা-প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া ভগবদ্ভক্তের নির্ব্বিশিষ্টী চেষ্টাকে তাঁহাদেরই ন্যায় বিষয়চেষ্টার অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানে তাঁহার দোষ-বিমুখ হন। এখানে চৈত্যগুরু তাঁহাদিগকে তাঁহাদের শ্রেয়ঃপন্থার অনুযোধন করিয়া যথার্থ-কাম মোক্ষ বিষয়-চতুষ্টয়ে 'প্রয়োজন' বোধ করান। সেকালে তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হন এবং নিত্যবৃত্তি ভজন ও ভজনীয় বস্তু সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। ভগবান্ চৈত্যগুরুরূপে যাঁহার অকপট মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনিই ভগবদ্ভক্তকে মহাগুরুরূপে নির্দ্দেশ করিবার সদ্‌বুদ্ধি প্রাপ্ত হন। ভক্তের ন্যায় নিত্য পরবিদ্যাপারঙ্গত, মহত্তম, সজ্জন-কুলদার অন্য কেহই নাই। ভগবদনুগ্রহ-ক্রমে জীব মহান্ মহাভাগবত শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-নখ-শোভা দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিতে সমর্থ হন।

একগুরুবাদিগণ একমাত্র মেরিকন্যকেই জগদ্‌গুরুর প্রতিষ্ঠা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার আশ্রিত অকৃত্রিম সুহৃদবর্গকে 'মহাগুরু' বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন না। তাঁহারা বলেন,—"মহাগুরু-মাত্রেই দোষমুক্ত হইবার নিশ্চয়তা থাকায় যীশু খ্রীষ্ট ব্যতীত অপর কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না। যীশুর প্রকৃত অনুগামী যাবন জন শিষ্য অথবা কালে কালে উদিত তাঁহাদেরই বিশুদ্ধ অনুগত জনগণ 'জগদ্‌গুরু' হইতে পারেন না"—তাঁহাদের এইরূপ গুরুবাদের বিচার অথবা এক গুরু-বাদের বিচার পাপে সংশ্লিষ্ট হইবার আশঙ্কায় কলিত হইয়াছে মাত্র। ন্যূনাধিক পাপপরবশ জনগণ মুক্তের পরিচয় বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন একগুরু-মতের উদ্দেশ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া ন্যূনাধিক পাপে লালিত-পালিত এবং তাঁহাদিগের অবতন গুরুবর্গের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া থাকেন। কাজেই তাঁহারা মহান্ গুরু-পারমার্থিকতা ও প্রপঞ্চাবতরণ বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হন। এই অপরাধফলে তাঁহাদের বিচারে "গুরু হইতে চেতনের সৃষ্টি" প্রভৃতি সাময়িক অজ্ঞতা উপস্থিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহারা মহান্ গুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। তাঁহারা জানেন, চৈত্যগুরু কোন কোন স্থলে সহভাগী করিয়া থাকেন। এইরূপ ভগবান্ অপেক্ষা সহভাগের অধিক সামর্থ্য-কল্পনারূপ অপরাধ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে। এক-অদ্বিতীয়বাদে

কখনই এরূপ সঙ্কীর্ণ শিক্ষা প্রদত্ত হয় না। মিশাইটগণের মধ্যে অধিকাংশ স্থলেই আশঙ্কা-মূলে একতত্ত্ববাদ, একজন্মবাদ প্রভৃতি মতবাদের যে সকল প্রস্তাব পরমার্থের বাধা দিয়াছে, তাহা অপসারিত হওয়া আবশ্যক। মিশাইটগণের বিচার বলিতে অসুরবর্গ, ইথিওপিয়নস্, ব্যাবিলিনিয়নস্, হিব্রু, ফিনিশিয়নস্, ইরাণী প্রভৃতি জাতি সমূহের পূর্ব্বাশ্রিত বিচার।

সেমেটিক চিন্তাস্রোত জড়সাকারবাদ নিরসনপূর্ব্বক চিৎসাকারবাদ সংস্থাপন না করায় জড়নিরাকারবাদ তাঁহাদের শেষুষী বুদ্ধিকে অবরুদ্ধ করিয়াছে। জড় নিরাকারবাদী জড়সাকারবাদীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া যে তুমুল সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, বিষ্ণুভক্ত মহান্ত গুরুবর্গ দ্বারা সেই বিবাদ প্রশমিত হইয়াছে। পৌত্তলিকবাদ ও জন্মান্তরবাদের অকর্ম্মণ্যতার বিচার তাহাদিগের আনুষ্ঠানিক সেবাপদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও শিক্ষাস্বরূপ অভাবে অনেকস্থলে মহাগুরুপ্রদত্ত অন্ধবিশ্বাসও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে।

পিছলদা

[পণ্ডিত শ্রীনন্দলাল কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর, বি এ]

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসান্তে নীলাচলে বর্ষ পঞ্চক যাপনের পর শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের উৎকট অভিলাষ জ্ঞাপন পূর্ব্বক সার্ব্বভৌমাদি পার্ষদগণকে অনেক সান্ত্বনা দ্বারা নিরস্ত করিয়া বিজয়াদশমীতে গৌড়ের পথে যাত্রা করেন। তৎকালে উৎকল দেশ হইতে বৃন্দাবনে যাইবার সুগম পথ ছিল না, অথচ অধিকাংশ দেশ হিংস্র জন্তু ও তন্দ্রা-তস্করে পরিব্যাপ্ত ছিল। আবার গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে গমন করিতে গঙ্গাতীর দিয়া শতমুখীতে গঙ্গাপার হইয়া মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়া রেমুণার পথে ক্রমে কটক ও পুরীতে পৌঁছিতে হইত। তৎকালে উৎকল দেশের সীমা মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশের অধিকাংশ স্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতেও কথিত আছে, আরো মহাপ্রভু নীলাচল গমনার্থ গঙ্গাতীরে ছত্রভোগে শতমুখে-পতিতা গঙ্গা পার হইয়া নৌকাযোগে উৎকলদেশে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীপ্রয়াগ ঘাটে উত্তরণ করিলেন। মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত বর্ত্তমান নন্দীগ্রাম নামক থানার অস্তিত্ব প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ছিল না এবং উহার পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলির কিয়দ্দূরেই উড়িষ্যা দেশের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইত। মহাপ্রভুর সময়ের গঙ্গাপ্রবাহ ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর, বিষ্ণুপুর, মথুরাপুর প্রভৃতি ডায়মণ্ডহারবার নামক স্থানের প্রায় ১৫।১৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমভাগ দিয়া প্রবাহিত হইবার পর শতমুখী নামে দামোদরনদের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিল। তথা হইতে পশ্চিম পারে তমলুকের ১৭।১৮ মাইল দক্ষিণে আসিয়া ক্রমে তাৎকালীন উড়িষ্যার সীমায় পদার্পণ করা সম্ভব ছিল।

মহাপ্রভু জননী ও জাহ্নবীর দর্শনান্তে মথুরা গমনের অভিপ্রায় করিয়া খানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী রেমুণা হইতে রায় রামানন্দকে বিদায় দানানন্তর ওড্রদেশের সীমায় উপস্থিত হইলেন। তৎপরবর্ত্তী স্থানগুলি দুর্দ্দান্ত যবনের করতলগত ছিল। সেই যবনরাজের অধিকার পিছলদা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই যবনের এক বিশ্বাস উড়িষ্যা মহাপাত্রের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া উড়িষ্যার তাৎকালিক সীমায় অবস্থিত মহাপ্রভুর গমের সান্নিধ্যে রাজাকে আনয়ন করিল। প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত সেই যবনরাজ মনোহর গৃহসমন্বিত এক নৌকাতে সগণ মহাপ্রভুকে স্থাপনপূর্ব্বক দশ নৌকায় অসংখ্য সৈন্য পূর্ণ করিয়া জলদস্যু প্রভৃতি দ্বারা সঙ্কুল মত্রেশ্বর নামক নদ উত্তীর্ণ করাইল। অতঃপর তাহার অধিকারের সীমান্ত পিছলদা পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় প্রাপ্ত হইল। অনন্তর মহাপ্রভু পার্ষদগণের সহিত গঙ্গাতীরে গমনার্থ সমুদ্রের সহিত গঙ্গার মিলনক্ষেত্র শতমুখী নামক স্থানে আসিয়া নৌকাযোগে পানিহাটীর রাঘব ভবনে উপস্থিত হইলেন।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম থানার পশ্চিম সীমায় একটী পিছলদা গ্রাম পাইতেছি। কলিকাতা হইতে বি, এন, আর ট্রেণযোগে ৬৪ মাইল পাঁশকুড়া ষ্টেশন, পরে মোটরযোগে ১৮ মাইল

পূর্ব্বদক্ষিণে তমলুক, তাহার দক্ষিণে মোটরে ১২ মাইল নরঘাট দিয়া যাইতে হয়। শেষোক্ত স্থান হইতে পদব্রজে ৬৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ঐ গ্রাম অবস্থিত অথবা কলিকাতা আর্ম্মাণীঘাট হইতে বি, এস, এন্ কোং ষ্টীমার-যোগে তমলুক এবং তথা হইতে উক্ত স্থানে পৌঁছানও সহজ উপায়। এই গ্রামটী বর্ত্তমানে প্রায় তিন মাইল দীর্ঘ ও এক মাইল বিস্তৃত। ৮০।৯০টী গৃহস্থ বাটীর মধ্যে প্রায় ৬০ ঘর বৈষ্ণব, অবশিষ্ট কংসবণিক ও মাহিষ্য। ঐ স্থানের অধিকাংশ প্রাচীন লোকের নিকট হইতে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদস্পর্শ দ্বারা ঐ গ্রাম পবিত্র হইয়াছিল, এইরূপ কিংবদন্তী পুরুষপরম্পরাক্রমে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে বলিয়া শুনা গেল। ৯৪ বৎসরের এক বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী বলিলেন যে, তাঁহার জ্ঞানের সময় তিনি তাঁহার পিতৃমুখ হইতে শুনিয়াছিলেন,—প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবলরাম দাস নামক কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাপ্রভুর পাদপূত স্থান অনুসন্ধিৎসু হইয়া তাম্রলিপ্তবন্দর (বালিপুরের) পথে ঐ স্থানে আসিয়া নানা প্রমাণবলে এবং তাঁহার অতীন্দ্রিয় অনুভূতিক্রমে ঐ গ্রামের সন্ধান পূর্ব্বক তথায় কিছুদিন বাস করেন। পরে ঐ স্থানে তিনি স্থায়িভাবে গৃহাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বৈষ্ণবগৃহস্থরূপে ভজনপরায়ণ ছিলেন। অদ্যাপি তদীয় সপ্তমাধস্তন এক বালক ঐ গ্রামে বাস করিতেছে। তাঁহার প্রপৌত্র শ্রীগোলোকবিহারী দাস বক্তার সমান বয়স্ক ছিলেন। ঐ গ্রামের শ্রীচিন্তামণি অধিকারীর গৃহে শ্রীবলরামপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি ও পাদুকাদ্বয় অদ্যাপি পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ঐ ব্যক্তি নিঃসন্তান এবং অধুনা পিছলদার পার্শ্বে কাশিমপুর নামক গ্রামের সীমান্তে বাস করিয়া অতি দৈন্যাবস্থায় সেবা প্রকট রাখিয়াছে। সেবক দ্বারা অন্নভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু কোন্ মহাজন কতদিন পূর্ব্বে ঐ শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন, তাহার কোন সন্ধান দিতে পারিল না, তাহাদের বংশপরম্পরায় উহা চলিয়া আসিতেছে বলিল। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ঐ স্থানে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চিত হইতেন। কিন্তু সেবকগণের দুরবস্থাক্রমে সেবাপরাধক্রমে প্রায় ৪৫০ বিঘা দেবোত্তরসহ ঐ বিগ্রহ ২।৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামবাসী তাঁহাদের পুরোহিতকে দান করা হইয়াছে। পিছলদার পার্শ্ববর্ত্তী রাইচক ও কাশিমপুর প্রভৃতি গ্রামে অদ্যাপি শতাধিক বৈষ্ণব গৃহস্থ বাস করিতেছেন। উঁহাদের অধিকাংশ লোকেই পূর্ব্বোক্ত কিংবদন্তী জানেন ও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন।

হাওড়া জেলার দক্ষিণাংশে রূপনারায়ণের তীরে অপর একটী পিছলদা নামক ক্ষুদ্র গ্রাম পাওয়া যায়। উহা বি, এস, এন্ কোং ষ্টীমার ষ্টেশন আলাবাগের এক মাইল দূরে বর্ত্তমান। ২০।২৫টী গৃহস্থ মাত্র ঐ স্থানের অধিবাসী। কিন্তু প্রাচীন রেকর্ড প্রভৃতি হইতে পাওয়া যায় যে, হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার দক্ষিণের প্রায় ত্রি-চতুর্থাংশ বেড়শত বৎসরের নূতন চর। তথাকার প্রাচীন লোকগণের প্রমুখাৎ অবগত হওয়া যায় যে, উঁহারা ৩।৪ পুরুষ পূর্ব্বে কৃষি-কার্য্যার্থ ঐ স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। বিশেষতঃ দশশালা-বন্দোবস্তের অমলের জরিপের সময় ঐ অংশের অস্তিত্ব কোন রেকর্ডে পাওয়া যায় নাই। ঐ স্থানে কোন কিংবদন্তী বা ঐতিহ্যাদির বিদ্যমানতার সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিশেষতঃ ঐ স্থানে যাইতে হইলে মহাপ্রভুকে গঙ্গার মোহানা হইতে নিরর্থক ২০।২২ মাইল উত্তরে গিয়া পুনরায় গঙ্গাপ্রবাহ ধরিতে হয়। রূপনারায়ণ ও দামোদরের সঙ্গম-স্থান ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান স্থান অপেক্ষা অনেক ক্রোশ উত্তরে ছিল। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ভাগীরথীর সহিত দামোদরের সংযোগ বিধান করিলে হাওড়া জেলার ঐ স্থানগুলি রূপনারায়ণের চরস্বরূপে উদ্ভূত হয়। রূপনারায়ণের পূর্ব্বপারে গমন করিয়া ঐ পিছলদা পৌঁছিবার কোন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ বর্ণনামূলে জানা যায় যে উড়িষ্যা-পার্শ্বেই পিছলদার স্থান হওয়া উচিত। কেবল মন্ত্রেশ্বর নামক জলবহুলপূর্ণ কোন নদ-মুখ এবং তৎপরবর্ত্তী দেশগুলি ব্যবধান থাকিবে।

এই সমুদয় ঘটনা হইতে সহজেই অনুমিত হইবে যে, শেষোক্ত পিছলদা অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত স্থানেরই মহাপ্রভুর পাদপূত হইবার সৌভাগ্যের সম্ভাবনা অধিক। অনেক অনুসন্ধানেও ঐ প্রদেশের নিকটবর্ত্তী স্থানে পিছলদা নামে কুত্রাপি স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। আশা করি, বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার প্রস্তাবিত শ্রীগৌরপদাঙ্ক পূর্ব্বোক্ত স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া তত্রত্যস্থানীয় সৌভাগ্যশালী নরগণের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রদর্শিত কৃষ্ণাবেষণ-লীলা স্মরণ করাইয়া দিবে।

সেনবাহাদুর ও লীলাবসান

গত ফাল্গুন ১৩৩৪ সনের ভারতবর্ষে রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ডি. লিট মহাশয় যে "শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-বসান" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদ শ্রীযুক্ত অরুণ দত্ত মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় পত্রের ৩৮শ ও ৩৯শ সংখ্যায় (৭ম বর্ষ) করিয়াছেন। গত বৈশাখ (১৩৩৬) মাসের ভারতবর্ষের ৭৩৫ পৃষ্ঠায় শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, নামক একব্যক্তি 'চৈতন্যদেবের তিরোভাব' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বসন্তবাবু ও দীনেশবাবুর উভয় প্রবন্ধেই মূল অভিসন্ধিগত কোন পার্থক্য নাই অর্থাৎ উভয়ের বিচারেই মহাপ্রভুর শরীর তাঁহাদের ন্যায় মর্ত্যজীবকুল!! তাই তাঁহারা অন্যান্য বিষয়ের গবেষণা পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর শরীরের উপর ডাক্তারী ও মাষ্টারী করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন!! বসন্তবাবু ও দীনেশবাবুর মতভেদ কেবল চৈতন্যদেবের সমাধিস্থান লইয়া। সেনবাহাদুরের মতে চৈতন্যদেবের সমাধিস্থান ভক্তিচা এবং বসন্তবাবুর মতে পুরীতে। উভয়েরই প্রামাণিক গ্রন্থ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, যাহার ভাষা, সিদ্ধান্ত, বর্ণনা প্রভৃতি দ্বারা সহজেই প্রমাণিত হয় যে, উহা অশ্বঘোষীয় মহাযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের কল্পিত আধুনিক পুস্তকবিশেষ। গত ৩৮শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে শ্রীযুক্ত অরুণ দত্ত মহাশয় কল্পিত জয়ানন্দের কল্পিত মূল পুঁথির আধুনিকত্ব বিবিধভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন; সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক। অতএব যেখানে মূল প্রমাণই অপ্রামাণিক, সেখানে সিদ্ধান্তের অপ্রামাণিকতা ন্যায়সিদ্ধ।

সেন বাহাদুরের 'লীলাবসান' প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত কিরূপ ভ্রমমূলক, তাহা দেখাইতে গেলে একটি বৃহদ্গ্রন্থ হইয়া পড়ে। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার প্রবন্ধের শিরোনামটীই ভ্রমপূর্ণ। তিনি গোড়াতেই ভুল করিয়াছেন। অপ্রাকৃতসাহিত্যের ডি, লিটগণ প্রথম দৃষ্টেই দীনেশ বাবুর 'গোড়ায় গলদ' দেখাইয়া দিবেন। গোড়ায় গলদ থাকায় তাঁহার বাকীবাকী সমস্ত সিদ্ধান্ত ও গবেষণা কেবল ভ্রমপ্রমাদের স্তূপমাত্র হইয়াছে। নিদান-নিরূপণে ভুল থাকিলে ডাক্তার বা বৈদ্যের সমস্ত চিকিৎসা-প্রণালীতেই দোষব্যাপ্ত ও নিরর্থক হয়। 'লীলাবসান' কথাটীই হয় না। লীলা ও ক্রিয়ার ভেদ আছে। ক্রিয়া—অনিত্যা, কিন্তু লীলা—নিত্যা। ক্রিয়ার অবসান আছে, লীলার অবসান নাই। বদ্ধজীবের নিকট লীলার যে সঙ্গোপন দৃষ্ট হয়, তাহা অবসান নহে। 'অবসান'-অর্থে—পরিসমাপ্তি। লীলা—অনাদ্যনন্তবৎ নিত্যা। ক্রিয়ার কর্ত্তার কর্ম্মফলবাধ্যতা আছে, কিন্তু লীলা কর্ত্তার সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছা ও স্বতন্ত্রতা-প্রসূত। সুতরাং যাহা স্বতন্ত্রতাপ্রসূত, তাহাকে যে সর্ব্বদা সাধারণ জাগতিক বিধিবাধ্যই হইতে হইবে, ইহা কোন যুক্তিবাদীই স্বীকার করেন না।

বৈশাখ মাসের ভারতবর্ষে শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের শিরোনাম "চৈতন্যদেবের তিরো-ধান" প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু 'তিরোধান' শব্দের অর্থ তাঁহার জানা নাই। তিনি লিখিয়াছেন—"চৈতন্যদেব পায়ে আঘাত লাগিয়া প্রাণত্যাগ করেন, এ বর্ণনা খুব স্বাভাবিক।" তিনি তিরোধানের অর্থ জানিলে এইরূপ ভীষণ অপরাধব্যঞ্জক কথা বলিতেন না।

"অনাদেরয়মত্যন্তং রূপং ভগবতো হরেঃ।
আবির্ভাবতিরোভাবাবস্যোক্তে গ্রন্থমোচনে॥"

ভগবান্ হরির রূপ জড়ীয় হেয়তা ও অনুপাদেয়তা-রহিত। তবে যে উহার সম্বন্ধে 'গ্রহণ' ও 'মোচন' (অর্থাৎ ত্যাগ) এই শব্দদ্বয় কথিত হয়, তাহা তাঁহার 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাব' বলিয়া জানিতে হইবে।

যেখানে অনিত্য অজ্ঞানময় নিদানযুক্ত হেয়তা আরোপিত হয়, সেখানে কখনও 'তিরোধান' বা 'অপ্রাকট্য'-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দরের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। তাহাতে কোন প্রকার জড়ীয় হেয়তা বা অভদর্শ নাই বলিয়াই তাঁহার ও তদীয় ভক্তগণের সম্বন্ধে 'তিরোধান' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে।

শ্রীচৈতন্যদেবের দেহ সাধারণ জীবের ন্যায় শব-রূপে পড়িয়া না থাকিয়া কিরূপে অদৃশ্য হইল, এই গবেষণায় অত্র ডাক্তার বাহাদুরের যাথাব্যথা জাগতিক প্রমাণের দ্বারাও বিদূরিত হইতে পারে। যেখানে যোগিগণের পর্য্যন্ত দেহাদি সাধারণের অলক্ষিতভাবে অদৃশ্য হইবার ভূরি ভূরি

প্রত্যক্ষ প্রমাণে এখনও দৃষ্ট হয়, তখন সমস্ত যোগেশ্বরগণের পরমেশ্বর, ভক্তযোগিগণের নিত্যধ্যেয়, ধ্যানধারণামঙ্গল সচ্চিদানন্দ তনু কি প্রকারে অদৃশ্য হইয়াছিল, তাহা সামান্য বালকেরও বুঝিতে অধিক বুদ্ধি খরচ করিতে হয় না। শ্রীরামচন্দ্রাদি ভগবদবতারেরও সশরীরে বৈকুণ্ঠবিজয়ের কথা ভারতবর্ষের শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ব্যাপার।

দীনেশবাবু বাঙ্গালার সাহিত্যের ডাক্তার সূত্রে যাহাকে "নরহরি সরকারের প্রণীত ভক্তিরত্নাকর মহাগ্রন্থ" বলিয়া ভুল করিয়াছেন, সেই শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের রচিত ভক্তিরত্নাকর মহাগ্রন্থে অতি স্পষ্টভাবেই লিখিত আছে,—

"প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হইলা অদর্শন পুনঃ না আইলা বাহিরে॥"
(ভক্তিরত্নাকর অষ্টম তরঙ্গ)

মহাপ্রভুর প্রকটলীলাতেও তিনি একাধিকবার একাধিক স্থান হইতে অন্তর্দ্ধান-লীলা প্রদর্শন করিতেন। আর অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের পক্ষে একই সময়ে বহুস্থানে অদর্শনও অসম্ভব ব্যাপার নহে। অচিন্ত্য শক্তি ভগবানের সম্বন্ধে কিছুই অসম্ভব নাই। যিনি একই সময়ে সাত সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সম্প্রদায়ে সমভাবে নর্ত্তন-কীর্ত্তন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যিনি শ্রীবাসের মৃত পুত্রের মুখে তত্ত্বোপদেশ প্রচার করাইয়াছিলেন, যিনি বিসূচিকা-ব্যাধিতে মুমূর্ষাপন্ন অদ্বৈতের জীবন দান করিয়াছিলেন, যে লীলায় ভগবান্ নীলাচলের বিজনস্থলী নীলাম্বুধির মধ্যে অপ্রাকৃত ভাবমূর্চ্ছায় সারারাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন, যে কৃপাস্ত্র ভগবান্ বাসুদেব নামক গলিত কুষ্ঠরোগীকে আলিঙ্গন মাত্র দানে রূপপুষ্ট ও ভক্তিপুষ্ট করিয়াছিলেন, সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্য-প্রকাশকারী মহা অচিন্ত্য-শক্তি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণকারণ ভগবান্ সশরীরে অদৃশ্য বা একই সময়ে বহু স্থানে অদৃশ্য হইতে পারেন না, মর্ত্ত্যজীবেরই ন্যায় তাঁহার দেহের অবসানে প্রকৃতি কল্পিত অশ্বঘোষীয় বৌদ্ধ বিচার যদি ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের মনীষা ও গবেষণাকে কলুষিত করে, তাহা হইলে ভীষণ ধর্ম্মনাশকর বিদ্রোহ উপস্থিত হইবার আর বিলম্ব নাই।

যে শ্রীজগন্নাথমন্দিরে বা গুণ্ডিচামন্দিরাদিতে উৎকল-দেশীয় ব্রাহ্মণ পাণ্ডাগণের নৈষ্ঠিক বিচারানুসারে ছত্র, যষ্টি এমন কি, ভগবদ্দেবোপযোগী বৈদ্যুতিক আলোকের পর্য্যন্ত প্রবেশ নিষেধ; এমন কি, কিছুদিন পূর্ব্বে মুদ্রণ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইতে পারিত না, রাজার বিশেষ প্রভাব ও চেষ্টা সত্ত্বেও যে মন্দিরের প্রাঙ্গনে পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক আলোক সন্নিবিষ্ট হইতেছে না, সেই স্থানে দীনেশবাবু বা বসন্ত বাবুর বিচারে শবদেহের সমাধি প্রদান কখনই সম্ভব নহে। যাঁহার যে কোন স্মৃতিচিহ্ন, যাঁহার উপবেশন ও বিহরণ স্থানগুলি এক একটী মহা তীর্থের উদ্ভব করাইয়াছে, আজ যদি সত্য সত্যই তাঁহার সমাধি থাকিত, তাহা হইলে সেইস্থান লোকের নিকট সম্পূর্ণ অবিদিত অপরিজ্ঞাত স্থানরূপে অবস্থিত থাকিয়া সাড়ে চারিশত বৎসর পরে দীনেশ বাবুর গবেষণার জন্য নিশ্চয়ই পড়িয়া থাকিত না।

শ্রীভগবত্তনু

ওমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥
(ভাঃ ১।৩।২৩)

অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবানই সর্ব্বাধিকারণ। তিনি এই চিন্ময়ী স্বরূপশক্তি-দ্বারা মায়াকে অভিভূত করিয়া নিত্যশুদ্ধ স্ব-স্বরূপে অবস্থিত। সুতরাং প্রাকৃত বা মায়িক রজঃ, সত্ত্ব ও তমো-গুণত্রয়ের ত্রিবিধ বিকার সৃষ্টি (রজঃ), স্থিতি ও নাশ (তমঃ) প্রভৃতি ব্যাপার ভগবান্ বিষ্ণু, তদীয় স্বরূপশক্তি ও তদ্রূপ-বৈভব ধাম-পরিকরবিগ্রহকে কখনও আক্রমণ করিতে পারে না,—ইঁহাদের মায়া-বশীভূত কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের ন্যায় দেহ-দেহিভেদ নাই, ইঁহারা সকলেই অপ্রাকৃত, মায়াতীত, নির্গুণ, তুরীয় ও নিত্যশুদ্ধ চিন্ময়। তাই ভাগবতে,—

"অগৃহ্যমাণগুণতশ্চিন্মাত্রো ভগবানৃষিঃ।
পঞ্চত্বে তমসা মূঢ়ঃ সংযুক্তঃ সদসদ্বুদ্ধিবাপেক্ষয়া॥"

কৃষ্ণ ও রামাদি অবতারে পরমেশ্বর ভগবান্ দেহ পরি-

গ্রহ ও ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রে যে উক্তি পঠিত হয়, তাহা মূঢ়লোকের বুদ্ধি অনুসারেই পঠিত হয়।

ন তস্য প্রাকৃতা মূর্ত্তির্মাংসমেদোঽস্থিসম্ভবা।
ন যোগিষ্বাধীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোঽচ্যুতো বিভুঃ॥ (বারাহে)

তাঁহার (ভগবানের) বা তাঁহার স্বরূপশক্তির মাংস-মেদ ও অস্থিজাত কোন প্রাকৃত মূর্ত্তি নাই। যোগিষ্ব নিবন্ধন অর্থাৎ যোগৈশ্বর্য্য লাভপ্রভাবে যে তাঁহার তাদৃশ অপ্রাকৃত রূপ, তাহা নহে, পরন্তু স্বয়ংই সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া তিনি—সত্যরূপ, অচ্যুত ও বিভু।

সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥
পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বশঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বে ভেদবিবর্জ্জিতাঃ।
ন্যূনাধিকাভাবশ্চৈব গুণৈঃ সর্ব্বৈশ্চ সর্ব্বতঃ॥
দেহিদেহভিদা চৈব নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।
তৎস্বীকারাদি শব্দস্তু হস্তস্বীকারবৎ স্মৃতঃ॥
কেবলৈশ্বর্য্যসংযোগাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
অতো গতদ্বিদং রূপং তদিত্যাদি বিবক্ষতে॥ (মহাবারাহে)

সেই পরমাত্মরূপী ভগবদ্‌বিষ্ণুবিগ্রহগণের দেহাদি সমস্তই নিত্য ও শাশ্বত, জড়ীয় হেয়তা ও অনুপাদেয়তা—উভয় ভাব-মুক্ত এবং কখনও প্রকৃতিজাত অর্থাৎ প্রাকৃত নহে। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে অখণ্ড পরমানন্দসমষ্টি, কেবল চিন্ময় এবং সকলেই অপ্রাকৃত সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণ ও পরস্পর ভেদ-রহিত অর্থাৎ অভিন্ন। তাঁহারা সকলেই সকলগুণের দ্বারা পরস্পরের নিকট সর্ব্বতোভাবে ন্যূনতাধিক্যশূন্য। ঈশ্বর-বিষ্ণু-বস্তুতে কখনও দেহ এবং দেহীর ভেদ নাই, তবে যে ঈশ্বর বিষ্ণুর একটী 'দেহস্বীকার' প্রভৃতি শব্দ শ্রুত হয়, তাহা নট কর্ত্তৃক অভিনয়ার্থ পরিহিত অঙ্গরক্ষণীয় বস্ত্রের ন্যায় উক্তিই হইয়াছে। কেবল অর্থাৎ অবিমিশ্র চিন্ময় ঐশ্বর্য্য-সংযোগ হেতু প্রকৃতির অতীত বস্তু ঈশ্বর বিষ্ণু অবতীর্ণ ও অন্তর্হিত হইলেও 'তাঁহার এই রাম-রূপ', 'তাঁহার এই কৃষ্ণ-রূপ' ইত্যাদি উক্তি তাঁহার সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়।

আমি যোগমায়া-দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সকল লোকের সমক্ষে প্রকটিত হই না (গীতা ৭।২৫)—এই বাক্যে ভক্তিবলেই যোগিগণের নিকট ভগবান্ জনার্দ্দন পরিদৃষ্ট হন, কখনও কোথায়ও অভক্তিমার্গে দৃষ্ট হন না।

"রোষ বা মাৎসর্য্যবশে কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না"—এই পাদ্মোত্তর খণ্ডের নির্ণয় বাক্যে এবং "মল্ল-গণের নিকট কৃষ্ণ বজ্রস্বরূপ"—এই ভাগবতের সিদ্ধান্ত-বাক্যে অসুরগণের সমক্ষে ভগবানের যে রূপ স্ফূর্ত্ত অর্থাৎ প্রতিভাত হয়, তাহা তাঁহার স্বরূপ নহে, পরন্তু মায়াকল্পিত। ভগবানের স্বরূপ দর্শন করিলে প্রাকৃত ভেদভাব দূরে চলিয়া যায়। সুতরাং অসুরগণের নিকট স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত বা যে প্রতিভাত যে তনু-দ্বারা ভগবান্ তৃতীয়-রূপ অসুরগুলিকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই তনুকেই তিনি ত্যাগ করিলেন, পুনরায় আর উহার প্রতিসংধান করেন নাই। সুতরাং কোন মৎস্য-বেশধারী নট বা ঐন্দ্রজালিক যেমন স্বীয় ভক্ষক বকপক্ষীর নিগ্রহের নিমিত্ত মৎস্যের আকার ধারণ করিয়া নিজের প্রতি লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করায়, এবং সেই বকপক্ষীর নিগ্রহ হইলে যেমন সে তাৎকালিক মৎস্যরূপটী ত্যাগ করে, তদ্রূপ সেই ভগবান্ কৃষ্ণ 'অজ' (প্রাকৃত জীবদেহবৎ জন্মরহিত) হইলেও বহির্ম্মুখ প্রাকৃত লোকের অক্ষজ বুদ্ধির গোচরীকৃত তাঁহার যে মায়িক রূপের দ্বারা ভূ-ভারস্বরূপ অসুরবর্গ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই অসুরবর্গকেই ক্ষয় করিয়া অজ ভগবান্ ঐ প্রাকৃতরূপ বা কলেবরটীকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'যোগমায়া-সমাবৃতঃ' পদের অর্থ—সর্পকঞ্চুকের ন্যায় মায়ারচিত দেহাভাসের দ্বারা সমাবৃত।

ঐন্দ্রজালিক নটের ন্যায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে মিথ্যাকৃত স্বদেহ ত্যাগের ভাণ করিয়া প্রত্যয় উৎপাদন করাইয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ রূপ বা তনু ধারণও (প্রকটও) করেন এবং পরিত্যাগও (অপ্রকটও) করেন (অর্থাৎ দেহত্যাগের ভাণ করেন মাত্র), কিন্তু রূপ বা তনু ধারণ করিয়া আর তাহা পরিত্যাগ করেন না,—এতদ্দ্বারা ভগবানের তনুত্যাগ (অপ্রকট)-কালেও তাঁহার সেই অপ্রাকৃত তনু-ধারণ বর্ত্তমানই থাকে, জানিতে হইবে। যদি বলা যায় যে, উহা কিরূপে বুঝিতে পারা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, নট অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক যেমন ছেদ-দাহ-মূর্চ্ছাদি-দ্বারা নিজদেহ পরিত্যাগ করে এবং সকলের সমক্ষে নিজদেহ ত্যাগ প্রদর্শন করিয়া সকলের প্রত্যয় উৎপাদন করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে নিজদেহ ধারণ করিয়াই অবস্থান করে, মৃত্যু লাভ করে না, তদ্রূপ

ভগবান্ মৎস্যাদি স্বীয় শরীর ধারণও করেন, পরিত্যাগও করেন অর্থাৎ ধারণ করিয়া ত্যাগের ভাণ করেন মাত্র। অতএব নটের নিজদেহ ধারণই যেমন প্রকৃতপক্ষে সত্য, তাহার নিজদেহ ত্যাগই মিথ্যা, তদ্রূপ ভগবানেরও মৎস্যাদি স্বীয় শরীর ধারণই বস্তুতঃ সত্য, প্রকৃত শরীর ত্যাগই প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা—ইহাই তাৎপর্য্য। ভগবান্ যেমন অপর মৎস্যাদি স্বীয় আগন্তুক শরীর পরিত্যাগ করেন, তদ্রূপ যে প্রাকৃত কলেবর দ্বারা তিনি ভূভার হরণ করিয়াছিলেন, তাহাই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কলেবর পরিত্যাগরূপ সমস্ত ব্যাপারটীই মোহজনক ও মিথ্যা বলিয়া নরাকৃতি পরব্রহ্ম হইয়াও তিনি নটরূপ নরের দেহ ত্যাগাদি কর্ম্মের অনুকরণ করেন মাত্র, তদ্ভাবে করেন না, দেহেতু তাঁহার শ্রীবিগ্রহ অতৌতিক (ভূতাতীত, অপ্রাকৃত) বলিয়া তাহার বিনাশ হইবার সম্ভাবনা নাই।

অথ মহাভারতে—"এই পরমাত্মা কৃষ্ণের দেহে প্রাকৃত পঞ্চভূতাদির সম্বন্ধ বা অবস্থিতি নাই।" বৃহদ্বিষ্ণু-পুরাণেও,—"যে ব্যক্তি পরমাত্মা কৃষ্ণের দেহকে 'ভৌতিক' বলিয়া জানে, তাহাকে সমস্ত শ্রৌত-স্মার্ত্ত বিধান হইতে বহিষ্করণ করা কর্ত্তব্য, তাহার মুখ দর্শন করিবামাত্র সবস্ত্রে স্নান করা কর্ত্তব্য।" বৈশম্পায়নকথিত বিষ্ণুসহস্রনামেও "অমৃত তাঁহার অংশ, তিনি স্বয়ংই অমৃত তনু।"

মহাভারত মৌষলপর্ব্বে,—

তথা ভারাবতরণং পৃথিব্যাঃ পৃথুলোচনঃ।
মোচয়িত্বা তনুং কৃষ্ণঃ প্রাপ্তঃ স্বস্থানমুত্তমম্॥

এস্থলে 'মোচয়িত্বা' (মোচন করাইয়া)—পদটী 'ভূভারাবতরণ-কার্য্য হইতে ত্যাগ করাইয়া অর্থাৎ অবসর প্রদান করিয়া'—এই অর্থে প্রযুক্ত; 'ভূভারাবতরণ-কার্য্য হইতে মুক্ত হইয়া'—এই অর্থে নহে। (—ক্রমসন্দর্ভ)

এস্থলে ভগবান্ লোকসমক্ষে নিজের মূর্ত্তি প্রদর্শিত বা প্রকটিত করিয়া এবং পুনরায় তাহা লইয়াই অন্তর্হিত হইলেন। এই বাক্যের দ্বারা (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়দেহ) পরিত্যাগ করিয়া (অন্তর্হিত হইলেন)—এইরূপ বিরুদ্ধ আপত্তি উত্থাপনকারী ভগবদ্বপু-পরিত্যাগবাদিগণ পরাহত হইল। পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহে নিজমূর্ত্তির বিশেষণ প্রয়োগ নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণ নরবপু পরিত্যাগ করিয়া দিব্য দেববপু গ্রহণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া যাহারা কৃষ্ণের নরবপুরের বিরুদ্ধবাদী, তাহারাও পরাহত হইল। আবার, 'নিজের শ্রীমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া তাহা লইয়াই অন্তর্হিত হইলেন'—এই বাক্যে প্রদর্শন ও অন্তর্দ্ধান-লীলায় তাঁহার ইচ্ছাই কারণ; সুতরাং ভগবানের কর্ম্মাধীনত্ব-বিবাদিগণও (ভগবান্ও জীবের ন্যায় জন্ম ও মৃত্যুরূপ কর্ম্ম বা অদৃষ্টের অধীন,—যাহারা এইরূপ বিচার করে, তাহারাও) পরাহত হইল।' (—শ্রীবিশ্বনাথ)

আনন্দরূপং মূর্ত্ত্যাপি লোকো লৌকিকমেব তু।
মন্যতে বিষ্ণুরূপং চ অতো ভ্রান্তির্বহির্দৃশাং॥ (তন্ত্রে)

মায়ামুগ্ধ লোক শ্রীবিষ্ণুর (সৎ, চিৎ ও) আনন্দময় রূপকে দেখিয়াও 'লৌকিক' বলিয়া মনে করে,—অহো বহির্লোকের কিরূপ ভ্রান্তি!

স্কন্দপুরাণে অন্যত্র বলেন যে,—"শ্রীহরির 'দেহত্যাগ' শব্দে তাঁহার পৃথিবীত্যাগই কথিত হয়। তিনি নিত্যানন্দস্বরূপ বলিয়া উহার অন্যবিধ অর্থের উপলব্ধি হয় না। ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং পরম জ্ঞানরূপ হইয়াও অসজ্জনগণের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত নটের ন্যায় নিজ সদৃশ একটী মৃত রূপ বা শবদেহ প্রদর্শন করেন।"

(শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত ভাগবততাৎপর্য্য)

"যস্য মর্ত্যমায়ায় জানন্তি উপেক্ষকঃ।
'মন্মায়ারচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ॥"

(ভাঃ ১১।৩০।৪৯ সারথি-দারুকের প্রতি শ্রীভগবদুক্তি)

দারুককে দারুণ প্রয়াণের নিমিত্ত যৌষল ও দেহ-ত্যাগাদি লীলা যে ইন্দ্রজালবৎ ভগবন্মায়া-বলে রচিত, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। অধুনা প্রাকৃত লোক চক্ষে প্রকাশিত 'যৌষল' ও 'দেহত্যাগাদি' এই সমস্ত লীলাই যে ইন্দ্রজালবৎ আমার মায়া-রচিতা, তাহা বিশেষভাবে জানিয়া তুমি উপেক্ষাশীল হও। 'তু'-শব্দে বলিতেছেন যে, মহিরোধী অন্য প্রাকৃত লোক উহাতে মুগ্ধ হয় হউক, কিন্তু তোমার মোহ যুক্তি-সঙ্গত নহে। (ক্রমসন্দর্ভ)

লোকাভিরামং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।
যোগধারণয়াগ্নেয্যাদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্॥ (ভাঃ ১১।৩১।৬)

যোগিগণ 'যজ্ঞেশ-মূঢ়' (এইজন্য-বিশিষ্ট) হওয়ায় তাঁহারা নিজদেহকে আগ্নেয়ী যোগধারণার দ্বারা দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করেন, পরন্তু ভগবান্ কৃষ্ণ সেরূপ নহেন; স্বতনু দগ্ধ না করিয়াই তাহার সহিত নিজধাম

বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লোক সমূহের সর্ব্বতোভাবে রমণ অর্থাৎ অবস্থিতি; সুতরাং জগতের আশ্রয়স্বরূপ তাঁহার শরীরটী ধ্বস্ত হইলে জগতেরও ধ্বংসপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। • • অন্যাপি দেখা যায় যে, ভগবদ্বিগ্রহপরিচারকগণের ধ্যান-ধারণা দ্বারাই ভগবদ্রূপের সাক্ষাৎকার লাভ ও ফল প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। • • ভগবদ্বস্তুর 'লোকাভিরামাং' ইত্যাদি বিশেষণগুলি অনর্থক হইয়া পড়ে বলিয়া ভগবান্ স্বতনু ধ্বংস না করিয়াই তিরোহিত হইয়া প্রস্থান করিলেন;—ইহাই যুক্তিযুক্ত অর্থ। (—শ্রীধরস্বামী)

"রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা
মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।
সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য কামং
সংহৃত্য চাত্মমহিমোপরতঃ স আস্তে॥
মর্ত্যেন যো গুরুসুতং যমলোকনীতং
ত্বাকান্যরন্ধরণতঃ পরমাস্ত্রদগ্ধম্।
নিস্যোঢ়মুত্তকমমীলয়দাত্মবীর্য-
কিং স্বাবনে স্বরনয়ন্নু সহং সশেষম্॥
তথাপ্যশেষস্থিতিসম্ভবাপ্যয়ে-
ষনন্তমেকং দুরবগমাত্মতত্ত্বম্।
নৈজং প্রপেদ্যে বপুরত্র শেষিতং
মর্ত্যেন কিং স্বস্থগতিং প্রদর্শয়ন্॥

(ভাঃ ১।১০।১১-১৩)

সর্ব্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণের দেহধারী মর্ত্যগণের মধ্যে যে আবির্ভাব-তিরোভাব-চেষ্টা, তাহা নটের ন্যায় তাঁহার স্বয়ং অবিকৃত অবস্থায় মায়াশক্তিবলে অনুকরণমাত্রের মাত্র বলিয়া জানিবে। তিনি স্বয়ংই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া অন্তর্যামিরূপে তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া প্রপঞ্চোদিত লীলা হইতে উপরত হইয়া স্ব-মহিমাবলে নিত্য অপ্রকটব্রজে অধিষ্ঠিত থাকেন। যিনি যম কর্ত্তৃক স্বলোকে-নীত গুরুপুত্রের যমালয় গমন পূর্ব্বক আনয়ন করিয়াছেন, যিনি গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধ পরীক্ষিতকে রক্ষা করিয়াছেন, অন্তকেশ শ্রীরুদ্রকে বাগযুদ্ধে পরাজয় করিয়াছেন এবং যিনি মৃতককে স্বর্গে আনয়ন করিয়াছেন, তিনি কি স্বরূপে অসমর্থ? যদি বলা যায়,—ভগবান্ যদি আত্মরক্ষণে সমর্থই ছিলেন, তবে কেন তিনি কিঞ্চিন্মাত্র কালও স্বীয় তনুর সহিত অবস্থান করিলেন না? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যদিও উক্তপ্রকারে তিনি অশেষ শক্তিমান্ বলিয়া অনন্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণ, তথাপি তিনি প্রাকৃত মর্ত্যদেহের দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না ভাবিয়া কেবলমাত্র আত্মনিষ্ঠগণের দিব্যগতি প্রদর্শন পূর্ব্বক মর্ত্য বাদীদিকে সংহারানন্তর স্বীয় তনুকে অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না, পরন্তু নিজলোকেই লইয়া আসিলেন। অন্যথা, পূর্ব্বোক্ত আত্মনিষ্ঠগণও পাছে দিব্যগতি লাভকে অনাদর পূর্ব্বক যোগবিভূতিবলে স্ব-স্ব-দেহ-সিদ্ধি বিধান করিয়া এই প্রাপঞ্চিক সংসারে নিয়ত থাকিবার জন্য যত্ন করিতে থাকে,—এই আশঙ্কায় তাহা যাহাতে না হয় তদুদ্দেশেই অর্থাৎ তাহা নিষেধ করিবার জন্যই তাঁহার অন্তর্দ্ধান-লীলা। (—শ্রীধরস্বামিপাদ)

'প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তঃ অজায়মানো বহুধা-বিজায়তে' ইতি,—সর্ব্ব জীবের বিভু ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে বিচরণ করেন। তিনি বদ্ধজীববৎ জন্মরহিত হইয়াও বহুরূপে অবতীর্ণ হন। (শ্রুতি)

"অজায়তাত্তবদ্ বিকুরমৃতস্তবদ্ যথা।
মায়য়া দর্শয়েদ্বিভো মূঢ়ানাং মোহনায় চ॥"

(—ব্রাহ্মে)

ভগবান্ বিষ্ণু মায়াবলে অজ্ঞান-ব্যক্তিগণের মোহনের নিমিত্ত জাত না হইয়াও জাত জীবের ন্যায় এবং মৃত না হইয়াও মৃত জীবের ন্যায় আপনাকে প্রদর্শন করেন। তথাহি—

"জগতো মোহনার্থায় ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
দর্শয়েন্মানুষীং চেষ্টাং তথা মৃতকবদ্ বিভুঃ॥
প্রকাশয়েদ্দেহোঽপি মোহায় চ দুরাত্মনাম্।
মায়য়া মৃতকং দেহং তথা সৃষ্ট্বা প্রদর্শয়েৎ।
কুতো হি মৃতকং তস্য মৃত্যুস্তাবৎ পরাত্মনঃ॥"

ভগবান্ পুরুষোত্তম জগতের মোহনের নিমিত্ত মানুষী-চেষ্টা প্রদর্শন করেন। আবার, বিভু বিষ্ণু স্বয়ং জড়দেহধারী না হইয়াও দুরাত্মগণের মোহের নিমিত্ত মর্ত্যজীবের ন্যায় প্রকাশিত হন, তৎকালে তিনি মায়া-বলে মৃতদেহ সৃষ্টি করিয়া প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃ পরমাত্মা শ্রীহরির অমৃতত্বনিবন্ধন মৃতদেহ কিরূপে হইতে পারে?

জীববিক্ষোভভেদশ্চ দেহ-যোগ-বিয়োজনে।
বিক্ষোভ্যত্বং ত্রিবিধাদি পরাভবস্তথৈব চ ॥
অন্যাভয়াক্ষ বেদাদাবুক্তবন্ত্যাসতে বিভোঃ।
ক্বচিদ্‌বিমোহায় দৈত্যানাং সুরযাচ্ঞয়া ॥
অপ্রাবর্ত্তয়দে চৈত্তী সত্যভামা বনে তথা।
ন তু দেহবিয়োগোঽস্তি তয়োঃ শুদ্ধচিদাত্মনোঃ ॥ ব্রহ্মাণ্ডে

দেবতাদিগে কোথাও কোথাও সুর-দুরাত্মা দৈত্যগণের মোহনের নিমিত্ত জীব ও ঈশ্বর বিষ্ণুর অভেদ, জীবের ন্যায় বিষ্ণুর দেহযোগ ও দেহত্যাগ, তাঁহার দুঃখ, বিপক্ষের শস্ত্রাদি-নিক্ষেপজনিত তাঁহার দেহের ছেদ-ভেদাদি, তাঁহার পরাজয় এবং অন্যাভয়া অর্থাৎ অন্যের বশ্যতা প্রবৃত্তি চেষ্টা দেন আপাত দৃষ্টিতেই কথিত হইয়াছে। অগ্রে ভীষক-চরিতা রুক্মিণী, পরে সত্যভামা বনমধ্যে অন্তর্হিতা হইলেন। শুদ্ধ চিদাত্মা তাঁহাদের উভয়েরই প্রাকৃত-জীববৎ দেহবিয়োগ নাই।

(মহাভারত ভীষ্মপর্ব্বে ৩২ অঃ ৩৩-৩৪),—

ভগবান্ হরি যে যে আবির্ভাব-কালে ভ্রান্তি বা মায়া প্রদর্শন করেন না, সর্ব্বজীবপ্রভু ঈশ্বর অজাত স্বয়ং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হইয়াও সেই সেই তিরোভাবেই আবার জীব-দেহের ত্যাগানুকরণে অসুরগণকে অজ্ঞতমোমোহ লাভ করাইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে মোহিত করিয়া পরিত্যক্ত মৃতদেহবৎ অপর একটী লৌকিক দেহ সৃষ্টি করিয়া উহাকে পৃথিবীতে শয়ান রাখিয়া স্বয়ং বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

প্রাপ্ত-পত্র

(ইংরেজী হইতে অনূদিত)

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মে মাসের প্রারম্ভে বহরমপুরে শুভ বিজয় করিয়া তথাকার বিভিন্ন স্থানে 'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম' ও 'ব্রহ্মচর্য্য' সম্বন্ধে কএকটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

স্বামিজী গোরাবাজার হাইস্কুল এবং পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাধারমণ মুখোপাধ্যায় এড্‌ভোকেট, শ্রীযুক্ত অম্বিকা-চরণ সেন অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্লীডার এবং চৌয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত প্রজ্ঞেন্দ্রনারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারী মহোদয়গণের ভবনে ভগবৎ কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বিগত ১৭ই, ১৮ই এবং ১৯শে মে মহীম ভবনে স্বামিজীর শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য ও অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। উক্ত দিবসত্রয়ই বহু বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা ও পুরুষের আগমন হইয়াছিল। সকলেই একবাক্যে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামিজীর পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ব্যাখ্যার প্রশংসা এবং মর্ম্মে মর্ম্মে উহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আমি স্বামিজীর অনন্যচিত্তাকর্ষক অসাধারণ প্রভাব, সরলতা ও অকৃত্রিম উৎসাহ দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছি। স্বামিজী বর্ত্তমান যুগে পরমার্থ-জ্ঞানান্ধ জনগণকে পরব্যোম ও ইতরব্যোমজাত শব্দের পার্থক্য, নামনামীর অভিন্নত্ব এবং বাস্তব সত্যের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া আমাদের প্রজ্ঞা-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন।

আমার বিশ্বাস, স্বামিজী যেখানে পদার্পণ করিবেন, তথায়ই সর্ব্বজন কর্ত্তৃক সমাবৃত হইবেন এবং সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিবেন।

শ্রীসত্যপ্রসন্ন মজুমদার
সাবজজ, মুর্শিদাবাদ।

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর

গত ১লা জুন ১৮ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে ডাকঘর খোলা হইয়াছে। সুতরাং নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহকগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্রাদি লিখিবেন।

ম্যানেজার নদীয়াপ্রকাশ,
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর, শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস অঙ্গন অথবা শ্রীঅদ্বৈত ভবনে পত্র লিখিতে হইলে "পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া"—এই ঠিকানায় লিখিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠ, কলিকাতা।
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৫ গৌরাব্দ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ

শ্রীহরি-গৌরাঙ্গ জয়তু।
"বিষয়" বলিয়া তাহেলে হয় ভুল।

৭ম বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১লা আষাঢ়, ১৩৩৬, ১৫ই জুন, ১৯২৯ | ৪০শ সংখ্যা

শ্রীরামানন্দস্বামী

ইতিহাসপাঠকমাত্রেই শ্রীরামানন্দস্বামীর নাম শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীরামরেৎ বা রমারেৎ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীরামানন্দস্বামী মধ্বমুনির আচার্য্যগণের পরে অভ্যুদিত হইয়া এক বিপুল সম্প্রদায়ের অধিনায়ক ও আচার্য্য-পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শ্রীরামানন্দ স্বামীর প্রকৃত ঐতিহ্য নানাবিধ প্রহেলিকা ও মতানৈক্যে সমাচ্ছন্ন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও কবি নানা মতানৈক্যের সহিত শ্রীরামানন্দ স্বামীর যে সকল জীবনী অঙ্কন করিয়াছেন; এমন কি, শ্রীরামানন্দ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লেখকগণের মধ্যেও যে সকল মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহাতে শ্রীরামানন্দস্বামীর প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করা সুকঠিন। সাম্প্রদায়িক বৈভব-বিজ্ঞান-গবেষণায় অধিতীয়, আচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সাম্প্রদায়িক তথ্য আবিষ্কারের জন্য স্বয়ং সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ, বহু মনীষীর সহিত আলাপ এবং দুর্লভ গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থরাজি আলোড়ন করিয়া বৈষ্ণব সমাজের জন্য যে সকল তথ্য চয়ন করিয়াছেন, আমরা তাহারই কিয়দংশ পাঠকবর্গকে বিভিন্ন সময়ে উপহার প্রদান করিতেছি। গণ্ডকাদ্রি, তোতাদ্রি আবুগিরি, ডাকোর, অযোধ্যা, প্রয়াগ, বারাণসী প্রভৃতি রামানন্দ সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং রামানুজীয় সম্প্রদায়ের প্রাচীন ও নবীন হস্তলিখিত পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থরাজি তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের ইতিহাস গ্রন্থসমূহ হইতে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, আমরা তাহাই 'গৌড়ীয়'-পাঠকবর্গকে শ্রীরামানন্দস্বামীর সম্বন্ধে উপহার প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছি।

শ্রীরামানন্দ সম্প্রদায়ের লেখকগণের বর্ণনানুসারে জানা যায়, ভারতবর্ষে যেকালে যবনগণের যথেচ্ছাচারিতা প্রবল এবং বৈদমতের পাষণ্ডতা প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে পৃথিবীর ভার হরণার্থ শ্রীরামানন্দস্বামীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। মদমত্ত, লোভান্ধ ও বেদনিন্দক পাষণ্ডগণের দ্বারা পীড়িতা পৃথিবী গোরূপ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মার সমীপে গমন করেন। ব্রহ্মা দেবতাগণের সহিত অযোধ্যালোকে শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে আগমন করিয়া পৃথিবীর দুর্দ্দশা জ্ঞাপন করেন। শ্রীরামচন্দ্র প্রয়াগে অবতরণ করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করেন।[1]

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল প্রয়াগক্ষেত্রে পুণ্যসদন নামক অনেক কাশ্যপগোত্রীয় কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি দেবার্চ্চনকারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহার পত্নীর নাম শ্রীসুশীলাদেবী। শ্রীসুশীলাদেবী অধিক বয়সকাল পর্য্যন্ত কোন অপত্যাদি লাভ না করায় পুণ্যসদন নিজ সহধর্ম্মিণীর সহিত গঙ্গাতীরস্থ শ্রীরাম-মন্দিরে অর্চ্চনাদির দ্বারা ওপস্যানিরত হন। শ্রীরামচন্দ্র (অংশে) তাঁহাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ভক্তমালের টীকাকার ও শ্রীরামানন্দবিজয়-রচয়িতা প্রভৃতি লেখকগণের মতে বিক্রম সংবৎ

১০৫৯, শকাব্দা ১২২২, খৃষ্টাব্দ ১৩০০, কলাব্দ ৪৪০০ মাঘমাসে কৃষ্ণা সপ্তমীতে বৃহস্পতিবারে রামানন্দের প্রয়াগধামে আবির্ভাব হয়। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব-সম্বৎ সম্বন্ধে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়।

নাভাদাসকৃত ভক্তমালের টীকাকারের মতে শ্রীরামানন্দ স্বামীর পূর্ব্ব নাম 'রামদত্ত' ছিল। কিন্তু রামানন্দ-দিগ্বিজয়ের লেখক ত্রিবেণী শ্রীসম্প্রদায়ী ব্রহ্মচারী এই মতের পক্ষপাতী নহেন। শ্রীরামানন্দ তাঁহার ৮ বৎসর বয়সে (কাহারও মতে ৬ বৎসর বয়সে) প্রয়াগে বিদ্যারম্ভ করেন। তথায় ৪ বৎসরকাল অধ্যয়ন করিয়া অমানুষী প্রতিভাবলে এত বড় পণ্ডিত হন যে, তাঁহাকে পড়াইবার উপযোগী কোন পণ্ডিত প্রয়াগে না থাকায় তিনি অধ্যয়নার্থ কাশীতে গমন করেন। তিনি তথায় অনেক গুরুর সমীপে ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত হইয়া বেদাদি বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে থাকেন। সেই সময় কাশীতে "স্বামী রাঘবানন্দ" নামক রামসীতার উপাসক এক রামানুজীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী বাস করিতেন। তিনি স্বামী হরিয়ানন্দের শিষ্য। হরিয়ানন্দ শ্রীরামানুজাচার্য্য হইতে পঞ্চদশ অবস্তন।

একদিবস শ্রীরামদত্ত বা রামানন্দ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীরাঘবানন্দের নিকট গমন করিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হন। শ্রীরাঘবানন্দ তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিবলে রামদত্তকে দেখিয়াই 'তাঁহার (রামদত্তের) পরমায়ু পূর্ণ হইয়াছে, অতএব বৃথা পাণ্ডিত্যাদি অর্জ্জনে সময়ক্ষেপ না করিয়া তাঁহার এই মুহূর্ত্তেই শ্রীরামচন্দ্রের শরণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য',—এই কথা বলেন।

শ্রীরামদত্ত ঐ বাক্য তাঁহার বেদান্তাধ্যাপকের নিকট আসিয়া ব্যক্ত করেন। বেদান্তাধ্যাপক রামদত্তকে বলেন,—"শ্রীরাঘবানন্দস্বামী যথার্থ বাক্যই বলিয়াছেন, কিন্তু আমি ইহার প্রতিকারে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তুমি সেই মহাপুরুষ রাঘবানন্দস্বামীর শরণাগত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে পার।" শ্রীরামদত্ত স্বীয় বেদান্তাধ্যাপক গুরুর এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাঘবানন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া বলিলেন,—"প্রভো! আমি আজ আমার শরীর ও আত্মা আপনাকে অর্পণ করিলাম, আপনি ইহলোক ও পরলোক উভয়ে আমাকে রক্ষা করুন।" শ্রীরাঘবানন্দ শ্রীরামদত্তকে 'রামানন্দ' নামে অভিহিত করিয়া পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত করিলেন। পঞ্চসংস্কারের অন্যতম তৃতীয় সংস্কার স্বরূপে রামদত্তের নাম 'রামানন্দ' হইল। শ্রীরামানন্দ স্বীয় গুরু শ্রীরাঘবানন্দের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক গুরুসেবা ও ভজনে নিযুক্ত থাকিলেন।

কিছুকাল পরে শ্রীরাঘবানন্দ শ্রীরামানন্দকে সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থ হইবার আজ্ঞা প্রদান করিলে রামানন্দের মাতাপিতা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং বিবাহ করিবার জন্য পুত্রকে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীরামানন্দ কিছুতেই গৃহস্থ হইতে অভিলাষ করিলেন না। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভগবৎসেবায় অধিক উৎসুক হইলেন। এদিকে রামানন্দের মাতাপিতা আকাশবাণীমুখে শ্রীরামানন্দের ভাবী প্রতিষ্ঠার কথা শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন। শ্রীরামানন্দ শ্রীরাঘবানন্দের নিকট হইতে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। শ্রীরাঘবানন্দ শ্রীরামানন্দকে পরিব্রাজকাচার্য্যরূপে সর্ব্বত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম ও রামভক্তির কথা প্রচারার্থ আজ্ঞা করিলেন। শ্রীরামানন্দের সম্বন্ধে তৎসম্প্রদায়ের অধস্তনগণ অনেক প্রকার যোগৈশ্বর্য্য ও অলৌকিকতার অবতারণা করিয়াছেন। রামানন্দ যখন ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যোগসাধনা আরম্ভ করেন, তখন এক কুটীল যোগী যোগবল রামানন্দের নিকট একটী বিষধর সর্প নিক্ষেপ করেন। শ্রীরামানন্দ যোগৈশ্বর্য্যবলে সেই বিষধর সর্পকে সুপনালে পরিণত করেন। ঐ যোগী অগ্নি, অগ্নি-বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা রামানন্দকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রামানন্দের যোগৈশ্বর্য্য প্রভাবে সেই কুযোগীই সেই অগ্নি দ্বারা বিনষ্ট হন। কুযোগীর অনুচরগণ শোক করিতে থাকিলে আকাশবাণীশ্রবণে শ্রীরামানন্দের নিকট প্রণত হয়। শ্রীরামানন্দ স্বামী আসিয়া শ্রীরামানন্দের নিকট পঞ্চসংস্কার দীক্ষা গ্রহণ করেন। গঙ্গাযোগপড়ের রাজা পীপাজী আকাশবাণীশ্রবণে কাশীস্থ শ্রীরামানন্দের চরণ গ্রহণে আবিষ্ট হইয়া নিজস্থানে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে এবং তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন। ক্রমে অন্যান্য শিষ্যগণও আসিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীরামানন্দ গঙ্গাযোগপড়ে বাস করেন। পরিশেষে কোন খল ব্যক্তি শ্রীরামানন্দকে নিগ্রহ করিতে উদ্যত হইলে ঐ ব্যক্তি ভগবৎপ্রভাবে পরাভূত হয়। শ্রীরামানন্দ গঙ্গাযোগপড়ে অবস্থিত হইলে রাজা পীপাজীর কর্ত্তৃক

বিশেষভাবে অভিনন্দিত ও আচার্য্য সম্মানে সম্মানিত হন। শ্রীরামানন্দ পীপাজীকে বহু সাম্প্রদায়িক উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীরামানন্দ স্বামী গাগরোণগড় পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে পীপাজীও তৎসহ গমনের অনুমতি প্রার্থনা করেন। রামানন্দ পীপাজীকে গৃহে থাকিয়া শ্রীরামচন্দ্রের ভজন করিবার আজ্ঞা প্রদান করেন। কিন্তু পীপাজীর একান্ত আগ্রহ দর্শনে পরে তৎসঙ্গে গমন করিবার অনুমতি দান করেন। পীপাজী নিজ ভ্রাতাকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া বিরক্তবেশে শ্রীরামানন্দের সহিত রাজ্য হইতে প্রস্থান করেন।

তৎপরে সশিষ্য রামানন্দ রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিয়া কোন জৈন তাপসের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং জৈনমত নিরাস করেন। অতঃপর দ্বারবতী, সোমনাথ, দ্বারকা, আবুপর্ব্বত, কোঙ্কাস্ত্রি, কাশ্মীর, পুষ্কর, জয়পুর, গল্‌তা, রাজবহল, অনন্তত প্রভৃতি স্থান দর্শন ও পরিভ্রমণ করিয়া অযোধ্যায় আগমন পূর্ব্বক দরযূতটে বাস করেন। তদনন্তর জন্মভূমি প্রয়াগ দর্শনান্তে কাশীতে স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন। কাশীতে 'কর্মিঠ' নামক এক যোগীর উপদ্রব দমন এবং 'মহাসেন' নামক এক শৈবকে বিচারে পরাস্ত করেন। 'অঘোর' নামক এক তান্ত্রিক যোগী উৎকল ও দাক্ষিণাত্য বিজয় করিয়া শ্রীরামানন্দ ও তাঁহার অনেক শিষ্যকে যোগৈশ্বর্য্যবলে অধীনস্থ করিবার প্রয়াস করিলে শ্রীরামানন্দের যোগৈশ্বর্য্যবলে স্বয়ংই পরাভব স্বীকার করেন এবং শ্রীরামানন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া 'পয়হারী' নামে পরিচিত হন। মন্ত্রদেশবাসী সত্যমূর্ত্তির সহিত রামানন্দের অনেক দার্শনিক বিচার হয়। সত্যমূর্ত্তি যুক্তিতে পরাভূত হইয়া শ্রীরামানন্দের অনুমতিক্রমে স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

শ্রীরামানুজ (১১৩০ খৃষ্টাব্দে) দিল্লীর বাদশাহ সেকেন্দর লোদীর শিষ্যপীড়া-নোটীশের ন্যায় ; শ্রুতি করিলে বাদশাহের জনৈক তুর্কী এই সংবাদে রামানন্দের প্রতি অশ্রদ্ধান্বিত হন। তুর্কী কাশীতে আগমন করিয়া শ্রীরামানন্দকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান পূর্ব্বক "ভগবান্ সবিশেষ বিগ্রহবান্ হইলে তাঁহার নিরবয়বত্ব প্রাকৃতত্ব প্রমাণিত হয়",—ইহা স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। শ্রীরামানন্দ কেবল যুক্তিবলে তুর্কীর ঐ মত নিরাস করেন। তুর্কী রামানন্দের যুক্তিতে পরাভূত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বাদশাহ তুর্কীর মুখে স্বামিজীর প্রভাব শ্রবণ করিয়া ও নিজ শিরঃপীড়া-শান্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীরামানন্দের নিকট বিবিধ উপঢৌকন প্রেরণ করেন।

শ্রীরামানন্দ মহারাষ্ট্রদেশে সিদ্ধসেনগণি নামে এক জৈন সন্ন্যাসীর নাস্তিক্যবাদ নিরাস করেন। মহীশূরে সুরেশ্বরাচার্য্যের সহিত রামানন্দের বিচার হয়, তৎফলে বহু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবধর্ম্ম স্বীকার করেন। শ্রীরামানন্দ মহীশূর প্রদেশ হইতে জনকপুর ও কাশীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। শ্রীরামানন্দ শিষ্যগণ সহ অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক বৈষ্ণব-মঠ স্থাপন এবং যবনত্ব প্রাপ্ত হিন্দুগণকে যবন সমাজ ও তাহাদের আচার, ব্যবহার ও সংসর্গ হইতে পরিমুক্ত করিয়া বৈষ্ণবী দীক্ষা-প্রভাবে সংস্কৃত ও একান্ত রামভজনে নিযুক্ত করেন।

শ্রীরামানন্দ শিষ্যগণ সহ পুনরায় কাশীতে প্রত্যাগমন করেন। হিন্দী ভক্তমালের টীকা বার্ত্তিকপ্রকাশ ও রামানন্দদিগ্বিজয়ের মতে শ্রীরামানন্দ পৃথিবীতে ১৪৮ বৎসর প্রকট ছিলেন। খৃষ্টাব্দ ১৪৪৮ সম্বৎ ১৫০৫ বৈশাখী শুক্লা-তৃতীয়ায় তাঁহার অযোধ্যাপ্রাপ্তি হয়। শ্রীরামানন্দ-জন্মোৎসবের লেখকের মতে খ্রীঃ ১৪১০ বা বিক্রম সম্বৎ ১৪৬৭ চৈত্র-শুক্ল-তৃতীয়ায় (অর্থাৎ বর্ত্তমান কাল হইতে ৫১৮ বৎসর পূর্ব্বে) শ্রীরামানন্দস্বামীর সাকেত-লোক প্রাপ্তি ঘটে। শ্রীরামানন্দস্বামীর তিরোভাব সম্বৎসম্বন্ধে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়; এমন কি, শ্রীরামানন্দসম্প্রদায়ের মধ্যেই অনেক মতানৈক্য রহিয়াছে। ফর্কুহর সাহেব কতিপয় বিচারের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, শ্রীরামানন্দ-স্বামীর আচার্য্য-কাল ১৪২৫ অথবা ১৪৩০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতেই তাঁহার প্রকটকাল সম্বন্ধে সকলের মত।

শ্রীরামানন্দ বহু শিষ্য করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার বিশিষ্ট ও চিহ্নিত শিষ্য বারজন। এই বারজন শিষ্য শ্রীরামানন্দসম্প্রদায়ের লেখকগণের মতে বিভিন্ন দেবতা ও দিব্যমূর্ত্তির অবতার। (১) অযোধ্যার নিকট সরযূতীরস্থ মহেশপুর গ্রামে বিশ্বনাথ ত্রিপাঠীর গৃহে ব্রহ্মার অংশ আবির্ভূত হইয়া 'অনন্তানন্দ' নামে খ্যাত হন। (২) নক্ষোতে সুরেশ্বর শর্ম্মার পুত্ররূপে শ্রীনারদাংশ জন্মগ্রহণ করিয়া 'সুরানন্দ' নামে খ্যাত হন।

(৩) উজ্জয়িনী সমীপে কিরীটপুর গ্রামে ত্রিপুরারি নামক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে শঙ্করাংশে উদ্ভূত হইয়া 'সুখানন্দ' নামে পরিচিত হন। (৪) সুখানন্দমুনি নবদ্বীপে অদ্বৈতের নামক ব্রাহ্মণের গৃহে সনৎকুমারাংশে 'নরহরি' নামে প্রাদুর্ভূত হন। (৫) শিউপুর ক্ষেত্রে মণিশঙ্কর শর্ম্মার গৃহে কপিল-মুনির অংশ 'যোগানন্দ' নামে অবতীর্ণ হন। (৬) গঙ্গারোপগড় নগরে আদি রাজা মনুর অংশ 'পীপা' নামে আবির্ভূত হন। (৭) কোন দেবতার বীর্য্য কোন সরোবরস্থ কমলমধ্যে পতিত হওয়ায় তথা হইতে কাশীতে প্রহ্লাদের অংশ 'কবীর' নামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামানন্দীগণের সাম্প্রদায়িক কিংবদন্তী এই যে 'কে'—জলে, 'বেত্তি'—গর্ভস্থ স্বীকার করেন,—এই অর্থে 'কবীর' নাম হইয়াছে। কবীর অকাশবাণীতে নিজ কর্ত্তব্য শুনিয়া একদা উষাকালে কাশীর গঙ্গাঘাটে শয়ন করিয়া থাকেন। শ্রীরামানন্দ ঐ স্থানে স্নান করিতে আসেন এবং উষার অন্ধকারে কবীরের গাত্রে রামানন্দের পাদস্পর্শ হওয়ায় তিনি 'রাম' 'রাম' উচ্চারণ করেন। কবীর রামানন্দের মুখে ঐ রামনাম শ্রবণ পূর্ব্বক গৃহে আসিয়া আপনাকে রামানন্দের শিষ্যজ্ঞানে রামনাম জপ করিতে থাকেন। (৮) বিহিলাতে বহুর্হদগ্রামে শ্রীরঘুনাথ মিশ্রের গৃহে জনকরাজের অংশ 'ভবানন্দ' নামে জন্মগ্রহণ করেন, (৯) ভাইয়ের অংশ 'সেনভক্ত' এবং (১০) বলীর অংশ 'ধনা' নামে জাত হন। (১১) শুকমুনির অংশ 'পালব' এবং (১২) বরুণের অংশ 'রয়াদাস' বা রৈদাস নামে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীরামানন্দ তাঁহার নির্য্যাণকালে শিষ্যগণের প্রতি উপদেশ প্রদান করেন এবং বিভিন্ন শিষ্যকে বিভিন্ন দিক বিভাগ করিয়া দেন। তিনি অনন্তানন্দকে কাশী, সুখানন্দকে বঙ্গদেশ, সুরানন্দকে পাঞ্জাব, ভবানন্দকে দক্ষিণদেশ, নরহর্য্যানন্দকে উৎকল, পালবানন্দকে কাশ্মীর, পীপাজী ও যোগানন্দকে গুর্জ্জরদেশ প্রচার নিযুক্ত করেন।

শ্রীরামানন্দসম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী অনুচরগণের এক দল শ্রীরামানন্দকে রামচন্দ্রের অবতার কল্পনা করিয়া শ্রীরামানন্দ-সম্প্রদায়কে একটী পৃথক্ সম্প্রদায়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। আবার অপর এক পক্ষ শ্রীরামানন্দকে রামাংশ-অবতার বলিলেও শ্রীরামানুজাচার্য্যের অন্যতম আচার্য্যরূপে শ্রীরামানন্দের আম্নায়পরম্পরা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হিন্দি-ভক্তমাল-গ্রন্থকার নাভাদাস ও বার্ত্তিকপ্রকাশকার সেবোক্ত মতের পক্ষপাতী। 'বার্ত্তিক-প্রকাশে শ্রীরামানুজ হইতে শ্রীরামানন্দ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ক্রমে গুরুপরম্পরা প্রদর্শিত হইয়াছে।

(১) শ্রীরামানুজাচার্য্য, (২) শ্রীগোবিন্দ, (৩) ক্ষুরেশ, (৪) পরাশর, (৫) বিষ্ণুমাস্তবাগী, (৬) লোকাচার্য্য, (৭) দেবাধিপাচার্য্য (৮) শৈলেশ, (৯) যজ্ঞযজ্ঞমুনি, (১০) পুরুষোত্তম, (১১) গঙ্গাধর, (১২) গদাচার্য্য, (১৩) রামেশ্বর, (১৪) ঘারানন্দ, (১৫) দেবানন্দ, (১৬) শ্যামানন্দ, (১৭) জ্ঞানানন্দ, (১৮) নিত্যানন্দ, (১৯) পূর্ণানন্দ, (২০) শ্রীরানন্দ, (২১) হরিয়ানন্দ, (২২) রাঘবানন্দ ও (২৩) রামানন্দ।

বার্ত্তিকপ্রকাশকার বলেন, বুদ্ধিকুদসীরামজী, প্রতাপ-সিংহজী এবং ডাঃ এইচ, এইচ উইলসন্ প্রভৃতি লেখকগণ শ্রীরামানন্দকে শ্রীরামানুজ হইতে যে 'পঞ্চম' বলিয়াছেন, [(১) শ্রীরামানুজাচার্য্য, (২) শ্রীদেবাচার্য্য, (৩) শ্রীহরিয়ানন্দ, (৪) শ্রীরাঘবানন্দ এবং (৫) শ্রীরামানন্দস্বামী] তাহাতে মধ্যবর্ত্তী আচার্য্যগণের নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে। ইহার কারণ, উক্ত লেখকগণ কেবল শ্রীভক্তমালের মূল দোঁহার উপর নির্ভর করিয়াই ঐরূপ গুরুপরম্পরা লিখিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-লিপিপরম্পরা দর্শন করেন নাই।

'রামানন্দ-ধর্ম্মপ্রকাশ' নামক গুরুমুখী ভাষায় লিখিত একটী রামানন্দের চরিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা পাঠে জানা যায়, শ্রীরামানন্দ কাশীতে 'শিবিলানন্দ' নামক এক শিবমার্গী সন্ন্যাসীর নিকট গমন করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সন্ন্যাস-সংস্কার লাভ করিয়া "রামতারকী" নামে প্রসিদ্ধ হন। ঐ গ্রন্থে আরও দৃষ্ট হয়, যখন শ্রীরামানন্দ স্বীয় জামাতৃ অর্থাৎ শিষ্যবর্গ সহ দক্ষিণ-দেশে প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন, সেইকালে রাজিস্থানবাসী রামানুজীয় সম্প্রদায়ের তদানীন্তন আচার্য্যগণ শ্রীরামানন্দকে পরিচয় পাঞ্চালী অর্থাৎ শ্রীরামানুজাচার্য্যের মত হইতে স্বতন্ত্র বিচার করিয়া রামসম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। শ্রীরামানন্দজী শিষ্যের এই ঘটনার কথা শুনিতে পাইয়া বিশেষ দুঃখিত হন এবং শ্রীরামানন্দকে তাঁহার নিজস্বের স্বতন্ত্র সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন

করিতে বলেন। তখন হইতেই শ্রীরামানন্দের নামানুসারে 'শ্রীরামানন্দ সম্প্রদায়' প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু শ্রীরামানন্দীয় অবধূতগণ এরূপ কথা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, শ্রীরামানন্দ—শ্রীরামাবতার, সুতরাং তিনি উত্তম আচার্য্যের অধীনতা স্বীকার না করিয়াই স্বতন্ত্র সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। কিন্তু এই মতে শাস্ত্রোক্ত চারিটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অবৈষ্ণবতা স্বীকার না করায় এবং আচার্য্যানুগতা অস্বীকার করিয়া স্বতন্ত্র মত অবলম্বন করায় শাস্ত্র ও মহাজন-পন্থা লঙ্ঘনরূপ মহাদোষ আচার্য্যের স্কন্ধে আরোপিত হইয়া পড়ে।

অনেকে বলেন, শ্রীরামানন্দ সম্প্রদায়ের অবধূতগণ যে, ভবিষ্যপুরাণের প্রমাণবলে শ্রীরামানন্দ স্বামিপাদকে সাক্ষাৎ রামাবতার বলিয়া স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা কিন্তু উক্ত প্রমাণের দ্বারা আদৌ সমর্থিত হয় নাই। ভবিষ্যপুরাণের শ্লোকে শ্রীরামানন্দকে সূর্য্যাংশে আবির্ভূত শ্রীরামভক্ত বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে, সাক্ষাৎ রামাবতার বলা হয় নাই। শ্রীরামানন্দ-সম্প্রদায়ের ধৃত ভবিষ্যপুরাণের সেই শ্লোক গুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

ইতি শ্রুত্বা সুরেশাখ্যাং বৈশাখ্যাং দেবরাট্ স্বয়ম্।
প্রত্যক্ষং তাস্করং দেবং ধর্ম্ম সহিতঃ সুরৈঃ॥
ভক্তিমন্তান্ সমান্ দৃষ্ট্বা ভগবাংস্তিমিরাপহঃ।
উবাচ বচনং রম্যং দৈবকার্য্যপরং শুভম্।
মমাংশাত্তনয়ো ভূমৌ ভবিষ্যতি সুরোত্তমঃ॥

শ্রীসূত উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা স্বস্য বিম্বস্য তেজোরাশিং সমুদ্ধরন্।
সমুৎপাদ্য ক্ষণাৎ রামানন্দস্তত্রোদ্ভবৎ॥
দেবলস্য চ বিপ্রস্য ভাস্বকুলজস্য বৈ সুতঃ।
বাল্যাৎ প্রভৃতি য জ্ঞানী রামনামপরায়ণঃ॥
পিত্রা মাত্রা যদা ত্যক্তো রাঘবং শরণং গতঃ।
তদা তু ভগবান্ সাক্ষাৎ চতুর্দ্দশকলো হরিঃ॥
সীতাপতিস্তদুদরে নিবাসং কৃতবান্ মুদা।
ইতি তে কথিতং বিপ্র দ্বিজদেবাধিপেতিহ
রামানন্দস্য বলবান্ হরিভক্তস্য সাম্প্রতম্॥

অনুবাদ—ভবিষ্যপুরাণে প্রতিসর্গ-পর্ব্বে ৪র্থ খণ্ডোত্তম অধ্যায়ে রামানন্দচরিত-বিষয়ে এই শ্লোক গুলি আছে।

দেবরাজ স্বয়ং বৈশাখীযুক্ত সূর্য্যের সপ্তমী তিথি করিয়া দেবগণের সহিত ভাস্করদেবকে প্রত্যক্ষ করিলেন। ভগবান্ তিমিরনাশক দেবগণকে ভক্তিমন্ত দেখিয়া দৈবকার্য্যার্থ মনোরম বাক্য বলিতে লাগিলেন ;—'হে সুরোত্তম, মদীয়াংশ হইতে পৃথিবীতে তনয় জন্মগ্রহণ করিবে।' সূত বলিলেন,—সূর্য্য ইহা বলিয়া নিজবিম্বের তেজোরাশি উৎপাদন করিলেন। তাহা হইতে কাশীতে রামানন্দের উদ্ভব হইল। তিনি কান্যকুব্জবাসী দেবল বিপ্রের পুত্ররূপে জাত হন। তিনি বাল্যাবধি জ্ঞানবান্ ও রামনামপরায়ণ ছিলেন। পিতামাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রাঘবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে ভগবান্ চতুর্দ্দশ কলাযুক্ত সীতাপতি শ্রীহরি তাঁহার হৃদয়ে নিবাস করিলেন। হে বিপ্র, মিত্রদেবের (সূর্য্যের) অংশে যে প্রকারে বলবান্ রামানন্দ আবির্ভূত এবং যে প্রকারে হরিভক্তির প্রকাশ হইল, তাহা বলিলাম।

শ্রীরামানন্দ ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন, শ্রীরামানন্দ সম্প্রদায়ের অবধূতগণের মধ্যে যখন জটাজুট ধারণ ও গল্লিকাদি সেবনের বিশেষ প্রচলন দেখা যায়, তখন উহা শ্রীরামানন্দই প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু 'শ্রীরামানন্দ-দিগ্বিজয়ে'র লেখক বলেন, শ্রীরামানন্দ স্বয়ং জটাজুট ধারণ করেন নাই বা শিষ্যগণকেও জটাধারণের উপদেশ দেন নাই। বিষ্ণুসেন-সংহিতায় লিখিত আছে,—

"ন ধারয়েজ্জটাভারং ভস্ম চৈব ন ধারয়েৎ।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব কখনই জটা বা ভস্ম ধারণ করিবেন না। বিষ্ণুবিরোধী শৈব ও শূদ্রগণই জটাদি ধারণ ও গাত্রে ভস্ম লেপন করিয়া থাকে।

শ্রীরামানন্দ গল্লিকাদিসেবনকে ভজনাঙ্গ বলা দূরে থাকুক, ঐসকলকে সর্ব্বথা বৈষ্ণবতার প্রতিকূল বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন। শ্রীরামানন্দের উপদেশমধ্যে উহা বিবৃত হইবে।

ঐতিহাসিকগণের অনেকে বলেন,—শ্রীরামানন্দ কোন প্রকার গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন নাই। কিন্তু শ্রীরামানন্দীয়-গণের অনেকে এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া রামানন্দ স্বামীকে ভাষ্যকার ও দার্শনিক গ্রন্থপ্রণেতৃরূপে প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। রামানন্দীয়গণ বলেন, শ্রীরামানন্দস্বামী 'আনন্দভাষ্য' নামে ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। ঐ ভাষ্য বহুপূর্ব্বে অপ্রকাশিত থাকিলেও কিছুকাল পূর্ব্বে কাটদহ পুঁথি হইতে মুদ্রিত

হইয়াছে। শ্রীরামানন্দ "বৈষ্ণবমতাব্জ-ভাস্কর" নামক আর একটী দার্শনিক গ্রন্থ লেখেন। উহা প্রায় ৪২ বৎসর পূর্ব্বে কাশীর লিথো প্রেসে ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু এখন ঐ গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। রামানন্দিগণ বলেন, এই গ্রন্থে শ্রীরামানন্দ বিশিষ্টাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। রামানন্দীয়গণের মতে শ্রীরামানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারও একটী ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেকে বলেন, শ্রীরামানন্দ যদি ঐ সকল ভাষ্য রচনা করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে তৎ-প্রবর্ত্তিত বৈরাট সম্প্রদায়ে এতদিনে ঐ সকল গ্রন্থের বহু পঠন-পাঠন, আলোচনা এবং ভাষ্য-অনুভাষ্যাদি রচিত হইত। পরবর্ত্তিকালে অপর কোন রামানন্দ ঐ সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন। এই জন্যই মূল শ্রীরামানন্দ স্বামিপাদের নামে আরোপিত গ্রন্থগুলির বহুল প্রচার হয় নাই।

শ্রীরামানন্দীয়গণের কেহ কেহ শ্রীরামানন্দ স্বামীকে বিশিষ্টাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রচারক বলিতে চাহেন; কিন্তু শ্রীরামানন্দ সম্প্রদায়ের অবস্তনগণের বিচার অনুধাবন করিলে তাঁহাদিগকে জ্ঞাননিষ্ঠা ভক্তির বাধক, চরমে অদ্বৈতবাদী বলিয়াই মনে হয়। তাঁহারা মোক্ষকেই প্রয়োজন জ্ঞান করেন। অপরোক্ষানুভূতি প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যের লিখিত বলিয়া প্রচারিত হইলেও ঐগুলি শ্রীরামানন্দিসম্প্রদায়ের গ্রহণে গ্রহণ করিতে কোন দ্বিধাই পশ্চাৎপদ হন না। "শ্রীরামানন্দ রসাবলী", "শ্রীরামানন্দ জন্মোৎসব" প্রভৃতি রামানন্দ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ পাঠে শ্রীরামানন্দকে চতুর্ব্বর্গ বা মোক্ষমার্গ-প্রকাশক আচার্য্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, যথা শ্রীরামানন্দ প্রণামে,—

"নব আচার্য্যবর্য্যায় রামানন্দায় ধীমতে।
মোক্ষমার্গপ্রকাশায় চতুর্ব্বর্গপ্রদায় চ॥"

(নাভাদাসকৃত ভক্তমালে)

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ১০ম পরিচ্ছেদে শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত নীলাচলে লব্ধপ্রতিষ্ঠ 'রামদাস' নামক এক রামানন্দী বৈষ্ণবের কথায় জানিতে পারি যে, রামদাস তৎকালে সাধারণের নিকট 'মহা বৈষ্ণব, সর্ব্ব-শাস্ত্র-প্রবীণ, রঘুনাথোপাস্য' ও শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাননাশ-কারক ভক্ত' বলিয়া পরিচিত থাকিলেও মহাপ্রভু রামানন্দীয়গণের অন্তরে মুমুক্ষাপ্রবৃত্তি দেখিয়া রামদাসের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন,—

"রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা॥
অন্তরে মুমুক্ষু জেহো, বিদ্যাগর্ব্ববান্।
সর্ব্বজ্ঞ-জ্ঞাতা গণে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০ম ১০৯-১০)

রামানন্দীয়গণের গ্রন্থে শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা প্রভৃতি ভক্তির কথা থাকিলেও নিরুপাধিকা প্রীতিময়ী ভক্তির বিশেষ আলোচনা নাই। শ্রীরামানন্দ সম্প্রদায়ে শ্রীরামচন্দ্র মুক্তিদাতৃরূপেই পূজিত হন। শ্রীরামানন্দের শিষ্য কবীরের মতে নির্ব্বিশেষই চরম লক্ষ্য। এইজন্য আধুনিক রামানন্দীয়গণ দুইজন কবীর স্থাপন করিয়া নির্ব্বিশেষবাদী কবীরকে কবীরপন্থিদলের প্রবর্ত্তক এবং পূর্ব্ববর্ত্তী মূল কবীর বা 'শ্রীরামকবীরের' প্রচারিত মতের বিকৃত মত-প্রচারক বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন,—শ্রীরামকবীরই রামানন্দীয় বৈষ্ণব। পরন্তু নিরাকারবাদী কবীরপন্থিদলের প্রবর্ত্তক কবীর অন্য এক ব্যক্তি। সেই কবীরপন্থীদের সহিত রামকবীরের অবস্তন রামানন্দীয়গণের কোন সম্বন্ধ নাই।

শ্রীরামানন্দীয়গণ শ্রীরামানন্দস্বামীকে বিশিষ্টাদ্বৈত মতের উপদেষ্টা আচার্য্য বলিয়া স্থাপন করিতে চাহিলেও স্পষ্টভাবে শ্রীরামানন্দের লেখনী বা তৎসম্প্রদায়ের প্রচলিত মত হইতে শ্রীরামানন্দকে কতদূর বিশিষ্টাদ্বৈতমতপ্রচারক বলিয়া স্থাপন করিতে পারিবেন, তাহা সন্দেহের স্থল। অনেকে শ্রীরামানন্দকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলিবার পরিবর্ত্তে প্রচ্ছন্ন অদ্বৈতবাদী বলিবারই পক্ষপাতী। ফুকুহরলাদের প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরও এই মত। নাভাদাসের ভক্তমাল প্রভৃতি লেখকগণের মতে শ্রীরামানন্দ শ্রীরাঘবানুজের অবস্তনই হউন, আর রাঘবানন্দ-বিধিদত্তাদি লেখকগণের মতে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকই হউন, শ্রীরামানন্দে আরোপিত বর্ত্তমান মতে শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ, উপাসনা-প্রণালী এবং আচার বিচার হইতে পার্থক্য লক্ষিত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীরামা-নন্দীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকরূপে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনাই প্রচলিত। কিন্তু শ্রীরামানন্দী 'খাকীচ্রং' বা 'রামাৎ' সম্প্রদায়ে শ্রীসীতারামের উপাসনাই প্রবলরূপে প্রচলিত আছে।

শ্রীরামানন্দ শিষ্যগণের প্রতি যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীরামানন্দে আরোপিত হইয়াছে, তাহা হইতে নিম্নলিখিত আচার ও ভিক্ষাপ্রকরণগুলি সংগ্রহ করা যায় ;—

"শ্রীরামচন্দ্রই একমাত্র সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদির কর্ত্তা, তিনি ভক্তির দ্বারাই উপাস্য। সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবার্চ্চন নিষিদ্ধ। শ্রীগুরুর নিকট শ্রীরামমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া উহা জপ এবং গুরুসেবাই মোক্ষলাভের উপায়। নিজের অর্থ বা অপরের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির অথবা মঠ প্রতিষ্ঠা, অতিথির আগমনে সপ্রেম পূজা, তুলসীমালা ধারণ, তীর্থ-মৃত্তিকা দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনামধ্যে রক্তশ্রী ধারণ, নিত্য বাল্মীকি রামায়ণ পাঠ ও বেদানুগ শাস্ত্রাধ্যয়ন, গঙ্গা-যমুনা-কাশী-প্রয়াগ-মথুরা-চিত্রকূটাদি তীর্থ ভ্রমণ এবং বিরক্ত বৈষ্ণবের স্ত্রী ও ধনাদি পরিহার করা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবের পক্ষে মৃগয়া, দ্যূত, আসব, তাসপাশা খেলা, যে কোন প্রকারের দ্যূতক্রীড়া, গাঁজা, তামাক, চরসাদি মাদক দ্রব্য সেবন সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ ;—

আক্ষোদনং বিবিধচৌর্য্যমথাপি লোপ্ত্র-
বস্তুগ্রহো দ্রুহণং চ সমাহরন্ত।
মদ্যাদিসেবনমথাপি চ ধূম্রপানং
ত্যাজ্যানি বৈষ্ণবজনৈর্নিয়মানি নিত্যম্॥

বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির দর্শনে সাদরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, গুরু ও ভগবানে তীব্র ভক্তি, অন্যের সহিত নম্র ব্যবহার, বৈষ্ণবের নিকট জ্ঞানলাভ, প্রভাতে রামচন্দ্র ও গুরুর স্মরণ, গুরুর সহিত একাসনে উপবেশন নিষেধ, কিন্তু নৌকা, রথ, হস্তী, প্রস্তর ও কাষ্ঠাসনে দোষ নাই। আচার্য্য ভগবৎস্বরূপ, তাঁহার প্রসন্নতা একান্ত আবশ্যক। অনিবেদিত বস্তু অগ্রাহ্য, পাষণ্ডসঙ্গ পরিত্যাগ, বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবাপর ব্রাহ্মণের বিরোধী ব্যক্তি নারকী, তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ, অন্য দেব ও কৃত প্রেতাদির উপাসনা গর্হণীয়। বৈরাগীর স্ত্রীসম্ভাষণ বা স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত বস্ত্র স্পর্শ নিষেধ, স্নানশৌচাদি দ্বারা বাহ্যেন্দ্রিয়ের শুদ্ধি ও সবিচার দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধি করা কর্ত্তব্য। বিষ্ণুভক্তের দর্শনে ঘৃণা না করিলে প্রভূত-ধন প্রাপ্তি ঘটে। মাদক ত্যাগ, নাম, তুলসী ও হরিনাম প্রভৃতি দ্বারা পূত সংস্কারে সংস্কৃত হইতে হইবে। স্বর্ণ, রজত, কাংস্য, লৌহময় ষট্‌কোণ, ত্রিবলয়, ষোড়শার চক্র (ষোড়শ শলাকাযুক্ত চক্র-বিশেষ) তপ্ত করিয়া দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করা কর্ত্তব্য। শ্বেত মৃত্তিকা দ্বারা মস্তকে ভগবচ্চরণাকৃতি অঙ্কন, মধ্যে হরিদ্রা চূর্ণ, তন্মধ্যে রক্ত শ্রী ধারণ করিলে কলিদোষজনিত পীড়া হইতে মুক্তি লাভ হয়। বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, বিরক্ত ও ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট শ্রীরামমন্ত্রে দীক্ষা ও উপদেশ লাভ করা কর্ত্তব্য। শ্রীরামমন্ত্র ধারণ ও শ্রীরামবিগ্রহ অর্চ্চনের দ্বারা সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। বিষয়াসক্তগণ বিদ্বান্ হইলেও মহাবিপত্তিকালেও ত্যাজ্য। ভক্তিতে সর্ব্ববর্ণের অধিকার। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিলে নরক লাভ হয়।

সাধারণের ধারণা এই যে, শ্রীরামানন্দ স্বামী বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিলেন ; সেই জন্যই তিনি চামার রইদাস, নাপিত সেনজী, জোলা কবীর এবং বহু নীচজাতিকে নিজ শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মবিধ সঙ্গ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীরামানন্দ বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিলেন না বা তৎসম্প্রদায়ের বিচার বর্ণাশ্রমের অতীত উন্নত রাজ্যেও ব্যাপ্ত হয় নাই। যেহেতু শ্রীরামানন্দ মোক্ষ পর্য্যন্ত সাধনগতি স্বীকার করিয়াছেন, মোক্ষাতীত নিরুপাধিকা প্রীতি শ্রীরামানন্দের প্রচারে দৃষ্ট হয় না। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু রায়-রামানন্দের দ্বারা যে নিরুপাধিক প্রেমের কথা প্রচার করিয়াছেন, একমাত্র তাহাতেই বর্ণাশ্রম-বিধিকে 'এহো বাহ্য' বলিয়া স্বরূপতঃ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাগ-ভজনের সাধ্য-নির্ণয় দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামানন্দ স্বামী আপাত-দৃষ্টিতে তথাকথিত বর্ণাশ্রমের বিরোধী বলিয়া প্রতীত হইতে পারেন, কিন্তু তিনি বলেন, ভক্তি জাতিবাধিকা নহে, তাহাতে সকলেরই সম অধিকার। বৈষ্ণবকে জাতি-সামান্যে দর্শন ঘোরতর অপরাধ। এখনও রাঘবেৎগণের মধ্যে বৈষ্ণবী-দীক্ষাপ্রভাবে দ্বিজত্ব প্রাপ্তির উদাহরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীরামানন্দ বলেন, বৈষ্ণবী-দীক্ষা-প্রভাবে দ্বিজত্ব-সংস্কার-প্রাপ্ত বৈষ্ণবই আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন। যে দীক্ষিত হয় নাই, তাহার আচার্য্যের কার্য্যে অধিকার নাই।

শ্রীরামানন্দ নিজ শিষ্যগণকে 'বিরক্ত-বৈষ্ণবাশ্রম' উপদেশ করিয়াছেন। বিরক্তসন্ন্যাসিগণ আপনাদিগকে

বর্ণাশ্রমী এবং বিরক্ত বৈষ্ণবগণ 'পঞ্চম' বলিয়া অভিমান করেন। ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ ভক্ত বস্ত্র পরিধান করেন, কিন্তু বিরক্ত বৈষ্ণবগণ শ্বেত কৌপীন বহির্ব্বাসাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। উভয়েই শিখা-সূত্র রক্ষা করেন। "শ্রীরামানন্দ-অভ্যুৎসব" নামক রামানন্দীয়গণের গ্রন্থে বিরক্ত বৈষ্ণবাশ্রমের কথা এইরূপে উক্ত হইয়াছে,—

অথ পঞ্চমো বিরক্তবৈষ্ণবাশ্রমঃ।

তদুক্তং নারদ-পঞ্চরাত্রে,—

ব্রহ্মচারী-গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
চত্বারো হ্যাশ্রমা এতে পঞ্চমো নাস্ত্যাশ্রমঃ ॥১॥

বর্ণাশ্রমাভিমানেন শ্রুতিস্যাপো ভবেন্নরঃ।
বর্ণাশ্রমবিহীনাশ্চ তিষ্ঠন্তি শ্রুতিমূর্দ্ধনি ॥ ২ ॥

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং যতি—ইঁহারা চতুরাশ্রমী, কিন্তু একমাত্র আমাতে শরণাগত পুরুষই 'পঞ্চম।' বর্ণাশ্রমী অভিমানে পুরুষ বেদের বিধিনিষেধের কিঙ্কর। কিন্তু যাঁহারা বর্ণাশ্রমাতীত অভিমান করেন, তাঁহারা বেদোক্ত বিধিনিষেধের শিরোভাগে অবস্থান করেন অর্থাৎ তাঁহারা বর্ণাশ্রমের অতীত।

শ্রীরামানন্দ স্বামী ও তৎসম্প্রদায়ের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হইল। রামানন্দ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্য সময়ান্তরে পরিশিষ্টরূপে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ধুবড়ীতে প্রভুপাদ

গত, ১৩ই কার্ত্তিক (১৩৩৫), ৩০শে অক্টোবর (১৯২৮) বুধবার দিবস প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ সিঙ্গিমির স্বাধীন রাজা শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুরের ধুবড়ীস্থ আরাম নিবাসে উপবিষ্ট থাকিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। কটক রেভেন্‌স কলেজের ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ ভক্তিসুধাকর, ময়মনসিংহ কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল, সোনাতলাড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস অধিকারী বি, এল্‌, বি, টি, আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভৃতি কতিপয় ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-বিগলিত হরিকথা শ্রবণ করিতেছিলেন, এমন সময় পণ্ডিত শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী বি, এল, মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদকে ভূমিষ্ঠ-প্রণাম করিয়া আসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে পূর্ব্বাশ্রমীয়গণের সহিত কুশল জিজ্ঞাসা করিবার পর নিম্নলিখিত কথোপকথন হইল,—

প্রভুপাদ—আপনি ত' শ্রীমদ্ভাগবত যথেষ্ট আলোচনা ক'রেছেন।

শাস্ত্রী—আমি কি ভাগবত আলোচনা ক'র্‌ব? উপরি উপরি শ্লোক দেখেছি মাত্র।

প্রভুপাদ—আপনি গয়াতে যখন ছিলেন, তখন নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর অনেক কথা আলোচনা ক'রেছেন।

শাস্ত্রী—আমি চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি আলোচনা করি।

প্রভুপাদ—আপনাদের ন্যায় পণ্ডিতের কাছে আমার কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র।

শাস্ত্রী—বিলক্ষণ, আপনি পরম পণ্ডিত, মহাভাগবত। আমাকে উপদেশ দিন, আমার তা'তে যথেষ্ট মঙ্গল হ'বে, আমি এ সকল বিষয় কিছুই জানি না। তাই আপনার কাছে আনতে এসেছি।

প্রভুপাদ—আমরা গুরুপদপদ্মের কথা আপনাদের নিকট নিবেদনরূপে পরিবেশন করতে পারি মাত্র। এ ছাড়া আমাদের আরকোন যোগ্যতা নেই। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ 'অধোক্ষজ' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন,—'অধঃকৃতঃ অক্ষজং ইন্দ্রিয়জ্ঞানং যেন।'

অধোক্ষজ বস্তু কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্মীর ভূমিকার বস্তু ন'ন,—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ন'ন। যদি তাই হন, তা'হোলে তিনি ভোগ্যবস্তুর অন্তর্গত হ'য়ে যান। তিনি Centre of All Love, আমি Part and P[illegible] of Indefinite All Loved.

শাস্ত্রী—আমি Part & Parcel কি ভাবে?

প্রভুপাদ—যেমন সূর্য্য ও Particular ray (কোন বিশেষ কিরণকণ)। Particular ray (বিশেষ কিরণকণটী) Sun (সূর্য্য) নহে—পূর্ণ সূর্য্য নহে, আবার সূর্য্য ছাড়া ইতর বস্তুও নহে, inseparable counterpart of the sun (সূর্য্যের অবিচ্ছেদ্য দ্বিতীয় তনু)। সূর্য্য eclipsed (রাহুগ্রস্ত) হ'য়েছে। রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করতে পারে না, তবে আমাদের চক্ষুকে আবরণ করতে পারে। পরমেশ্বর-সূর্য্য আমাদের নিকট আবৃত হ'য়েছেন. জড়ের molecules (ক্ষুদ্র অণু) আমাদের দর্শনে বাধা দিচ্ছে; তাই আমরা সেই জিনিষের সঙ্গে detached (বিচ্যুত) হ'য়ে গিয়েছি। মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় আমাদিগকে আবৃত ও পরমেশ্বর হ'তে বিক্ষিপ্ত ক'রেছে।

শাস্ত্রী—তা'হলে আগে আবরণ, পরে বিক্ষেপ?

প্রভুপাদ—আগে আবরণ, পরে বিক্ষেপ—এরূপ কোন কথা নয়। আবরণ ও বিক্ষেপ যুগপৎ হ'য়েছে।

শাস্ত্রী—বিক্ষিপ্ত অবস্থার একটা কারণ ত' আগে থাকবে?

প্রভুপাদ—জগতের দিক্ হ'তে সাধারণ ক্রম বিচারে দেখতে গেলে আগে বিক্ষেপ, তারপর আবরণ। যেমন দুটো বস্তু যদি in close touch এ (অর্থাৎ খুব ঘন-সন্নিবিষ্ট) থাকে, যা'তে ক'রে তা'দের উভয়ের মধ্যে এক চুলও space (অবকাশ) থাকতে পারে না, সেখানে আর আবরণ কি ক'রে পড়বে? একটী যবনিকা পতিত হবার একটুকু space ত' থাকা চাই? যেখানে space মোটে নেই, সেখায় পরস্পর-গাঢ়-আলিঙ্গিত, সেখানে আবরণ কি ক'রে আসতে পারে? একটুকু সেবা-বিক্ষেপরূপ space of devi[illegible]ion (বিচ্ছিন্নতার অবকাশ) পেলেই সেখানে আবরণটী আসতে পারে। "কমল-পত্রশতভেদে"-ন্যায়ে সূচিকা দ্বারা একশতটী পাতা যুগপৎ বিদ্ধ হ'য়েছে মনে হ'লেও এক একটী পাতা একটী অনতিক্রান্ত অল্প সময়ে পৃথক্ পৃথক্‌ই বিদ্ধ হ'য়েছে। আবরণ ও বিক্ষেপ যুগপৎ হ'লেও আগে বিক্ষেপের অবকাশ, পরে সেই অবকাশে আবরণের সংস্থান ব'লে মনে হয়। আবার আর এক বিচারে আবরণ স্বয়ংই বিক্ষেপাবকাশ-রূপ তা'র একটা স্থান ক'রে নিতে পারে। যেমন, দু'টী বস্তু একত্র সংযুক্ত থাকলেও কোন কীলক সেখানে প্রবিষ্ট হ'য়ে উভয়কে বিক্ষিপ্ত বা ভিন্ন ক'রে দিয়ে উভয়ের মধ্যে আবরণ এনে দিতে পারে, সেইরূপ মায়ার আবরণাত্মিকা বৃত্তিরূপ কীলক জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর সংযুক্ত-অবস্থার মধ্যে স্বয়ংই প্রবিষ্ট হ'য়ে জীবকে ঈশ্বর-সেবা-সংযুক্তাবস্থা হ'তে বিক্ষিপ্ত ক'রে দিতে পারে।

শাস্ত্রী—তা হ'লে বিক্ষেপ বা আবরণের একটা পূর্ব্ব কারণ আছে?

প্রভুপাদ—হাঁ, কোন 'অস্তিত্ব' না হ'লে পরস্পর সম্মিলিত বস্তুর সঙ্গে ভেদ ঘটান যায় না। যেমন দুটো এঁড়ে গরু বাধান কিম্বা রাস্তা দিয়ে একটা ভাল মানুষ চলছে, আর একজন নাচতে নাচতে গিয়ে তা'র গায় পড়ল, অমনি একটা পরস্পর বিবাদ বেধে গেল।

শাস্ত্রী—এরূপ বিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণটা কি?

প্রভুপাদ—আমাদের স্বভাবেই এইরূপ বিক্ষিপ্ত হবার কারণ অনুস্যূত আছে।

শাস্ত্রী—আমাদের এরূপ স্বভাবের কারণ কি?

প্রভুপাদ—আমাদের স্বতন্ত্রতাই কারণ।

শাস্ত্রী—পরতন্ত্র জীবের এরূপ স্বতন্ত্রতা কোথা থেকে আসল?

প্রভুপাদ—যেহেতু আমরা সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের অণু-চিদংশ, সেই হেতু পূর্ণ বস্তুর গুণ অণু-অংশে আছে। কৃষ্ণে পূর্ণ স্বতন্ত্রতা আছে, আর জীবে পরিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্রতা আছে।

শাস্ত্রী—কোন্ সময় জীবের আবরণ ও বিক্ষেপ আসে?

প্রভুপাদ—জীব সেবায় নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করলেই আবরণ ও বিক্ষেপ-সম্ভব-কাল উপস্থিত হয়।

শাস্ত্রী—নিরপেক্ষতাটা কি?

প্রভুপাদ—শান্তভাবকে 'নিরপেক্ষতা' বলা যায়। শান্ত ভাবটী মানুষকে দুই দিকেই টেনে নিয়ে যেতে পারে। সেবার দিকেও নিতে পারে, বিমুখতার দিকেও নিতে পারে। ওটা তটস্থ-ভাব। জড় বিষয় eliminate ক'রবার পর শান্ত ভাব আসে, সেটা "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন

শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু'—এই অবস্থা। তখন যদি পর-ভক্তির দিকে গতি না হয়, তাহ'লে বিমুখতা এসে যায়। বিমুখতাটা দু' রকম হ'তে পারে—একটা ভোগোন্মুখী, আর একটা ত্যাগোন্মুখী। একটা জড়-বিলাস-রাজ্যের পথ, আর একটা চিন্নিলাসরাজ্যের পথ। সুতরাং সাধু বা নিরপেক্ষ অবস্থাটা বড় বিপদের কাল। ওটার অবস্থায় জীব দাঁড়াতে পারে না। হয় যাবার দিকে, না হয় দেবার দিকে চ'লে যায়।

শাস্ত্রী—তা' হ'লে কি ক'রে আবরণ ও বিক্ষেপ না না আস্‌তে পারে?

প্রভুপাদ—সতত যুক্ত হ'য়ে প্রীতি পূর্ব্বক ভজনা করতে থাকলে আর আবরণ ও বিক্ষেপ আস্‌তে পারে না। ভজনটী সতত হওয়া চাই। নৈরন্তর্য্যের একটুকু অভাব হ'লেই সেই ছিদ্র বা অবকাশ পেয়ে মায়ার আবরণাত্মিকা-বৃত্তি আমাদিগকে আবরণ ক'রে ফেলে।

শাস্ত্রী—'ভজন' বলতে কি উদ্দেশ করছেন?

প্রভুপাদ—'ভজন'-জিনিসটী the of love between All Lover and All Loved.

শাস্ত্রী—সেইটাই' ত' বাঞ্ছ?

প্রভুপাদ—হাঁ। লোকবোধের জন্য 'বাঞ্ছ' বলা হচ্ছে। 'বাঞ্ছ' উত্তরোত্তর উন্নত হ'য়ে 'মধু', 'বাৎসল্য' ও 'মধুর রস' নামে পরিচিত। অন্যাভিলাষ কর্ম্ম, জ্ঞান যোগ, তপঃ, ব্রত প্রভৃতি আবরণরহিত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনই—ভজন। হঠযোগ, রাজযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞান-যোগ, ব্রত-তপস্যা-যোগ প্রভৃতি অভক্তিযোগ—ইহারা 'ভজন'-পদবাচ্য নহে।

শাস্ত্রী—যোগসিদ্ধার্থে মন নিয়মিত হয়, কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি হয়, জ্ঞান সাধনায়ও চিত্তের প্রশান্ত ভাব আসে।

প্রভুপাদ—যোগপন্থায় ক্রমিকরূপে কখনই মন স্থায়িভাবে নিয়মিত হ'তে পারে না,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥

(ভাঃ ১।৬।৩৩)

মুকুন্দসেবা দ্বারা অনুরূপ কামাদি-লিঙ্গশরীরস্থ অশান্ত মন যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ অবলম্বন ক'রে তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

মুক্তানামপ্যসৌ ভক্তিঃ প্রাপণায়োপকল্পতে।
অস্বীকরণমেবাস্য রাজন্ দুষ্কৃতে পুনর্যথা॥

(ভাঃ ১০।৪১।৩৩)

যোগিগণ প্রাণায়ামাদি ক'রে চিত্তকে নিরোধ ক'রে থাকেন, কিন্তু তা' দ্বারা তাঁদের চিত্ত বিষয়মলমুক্ত হয় না ব'লে চিত্ত আবার বিষয়াভিমুখী হ'য়ে পড়ে।

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিনীবর্ত্তাসমাধানাদমনোনিগ্রহকর্ষিতাঃ॥

(ভাঃ ১১।২৯।২)

প্রায়ই দেখা যায়, যে সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করবার চেষ্টা করেন, তাঁরা মনোনিগ্রহ-বিষয়ে ব্যাকুল হ'য়ে ক্লেশ পেয়ে থাকেন, কারণ তা' দ্বারা তাঁদের মনোনিগ্রহ হয় না।

কর্ম্মের দ্বারা কখনই আত্যন্তিক চিত্তশুদ্ধি হ'তে পারে না। আপনি ত ভাগবতে এ সমস্ত কথা বিশেষ-ভাবে আলোচনা ক'রেছেন—

কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্॥*

(ভাঃ ৬।১।১১)

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ॥†

(ভাঃ ৬।১।১৮)

---

* বেদব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিলেন,—হে রাজন্, পাপক্ষয় সমূহ—কর্ম্ম; আবার চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত সমূহও —কর্ম্ম। অতএব কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের সমূলে উচ্ছেদ করা যায় না; কারণ ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মের অধিকারিগণ সকলেই অবিদ্বান্ পুরুষ। তাহাদের অবিদ্যা বিনাশ না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা একবার পাপক্ষয় হইলেও সংস্কারবশতঃ পুনঃ পুনঃ পাপাচারেই অনুরোধ হইয়া থাকে, (হে রাজন্ আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত' কি? তবে বলিতেছি, শ্রবণ করুন,—অবিদ্যানিবর্ত্তক-হেতু) তখনই জানিই—একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

† হে রাজেন্দ্র, মদ্যকুম্ভ জলে ধুইলে যেরূপ পবিত্র হয় না, তদ্রূপ নারায়ণপরাঙ্মুখ হইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি আচরণ করিলে পবিত্র হওয়া যায় না (অর্থাৎ মদ্যকুম্ভকে অপবিত্র বলিয়া উহার প্রতি বিদ্বান ব্যক্তির ঘৃণা করিয়া যে পবিত্র কর্ম্মকুম্ভের ফলপ্রসবিতা আছেইহা হইতে পারেনা—এই বিষয়ের উদাহরণে অপরাধই কৃত হয়)।

উপনিষদেও পাওয়া যায়,—

"অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎকর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥১৪"
(মুণ্ডক ১।২।৭-৯)

চরিতামৃতে মহাপ্রভুর কথা আপনি ত' শুনেছেন; মহাপ্রভু বলেছেন,—

"কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কভু নহে ॥"

হরিকথা শ্রবণ ব্যতীত কখনও কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ, ব্রতাদি দ্বারা আত্যন্তিক চিত্তশুদ্ধি হ'তে পারে না।

"সুহৃৎ প্রক্ষয়া নিত্যং যুক্তশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥১৯
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্থ যথা শরৎ ॥২০
ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা ॥২১

জ্ঞানলাভের চিত্তপ্রসাদি বা আত্মারামতা লাভ হ'লেও হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনানুশীলন ব্যতীত ঐরূপ আত্মারামতা অকস্মাৎ হনেরই কারণ হ'য়ে থাকে।

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥১১
জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যত্তচ্চিত্তমঘাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥২৪
জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসার-বাসনাম্।
যোগিনো ন বিলিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ ॥৩৭
জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥৪৪

---

(১) অজ্ঞব্যক্তিগণ বহির্বিষয় অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়াই, "আমরা কৃতার্থ হইয়াছি"—এইরূপ মনে করে; বেহেতু তাহারা কর্ম্মী, অর্থে অনুরাগবশতঃ প্রকৃত তত্ত্বে অনভিজ্ঞ। এই জন্যই তাহারা অজ্ঞান আবৃত হইয়া কর্ম্মফলে যে স্বর্গাদিলোক লাভ করে, পুণ্যক্ষয় হইলে সেই স্থান হইতে চ্যুত হয়।

(২) যিনি শ্রীহরির স্বয়ংরূপ কথা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অচিরকাল মধ্যেই সেই ভক্তের স্বপ্রকাশ ব্যতীতও স্বয়ং সেই ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া প্রবিষ্ট (উদিত) হন।

(৩) শ্রীহরি ভক্তকৃত দান দয়াদি ভাবরূপ কমলাসনে কৃপাবশে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বজীবের কামক্রোধাদি মলিনতাকে সর্ব্বতোভাবে এবং কিছুমাত্রও অবশেষ না রাখিয়া বিদূরিত করিয়া থাকেন; যেমন শরৎ ঋতুর আগমনে যাবতীয় নদীতড়াগাদির জলের মলিনতা সম্পূর্ণভাবে বিগত হইয়া যায়।

(৪) কৃষ্ণ হইতে অন্যত্র কৃষ্ণসাধ্য শ্রবণ-সংস্পর্শে যাঁহার অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি আর কৃষ্ণসাধন পরিত্যাগ করেন না। যেমন, যদি কোনও পথিক বনাদি উপবর্ত্তনের ক্লেশ হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রবাস হইতে নিজগৃহে আগমন করেন, তখন তাঁহার সর্ব্ব আশা বিমুক্ত হওয়াতে তিনি আর নিজ গৃহসান্নিধ্য ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করেন না।

(১) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কংস-কারাগারস্থিতা দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ পরমভোজ নামক প্রসিদ্ধ স্তবে ভগবানকে স্তব করিয়াছিলেন,—"হে পদ্মলোচন, আপনার ভক্ত ব্যতীত অন্যে যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা পদ-কণাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্র-সাধনের ফলে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও আত্মাবমাননা আপনার পাদপদ্মকে অবজ্ঞা করিয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।"

(২) অতিশয় মহাপরিশ্রমসাধ্য শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের কর্ম্মবাধ্য পূর্ব্বাবস্থা যখনই প্রাপ্ত হন।

(৩) জীবন্মুক্তগণ কোন কোন সময় সংসার-বাসনা প্রাপ্ত হন, কিন্তু ভগবান্‌কে একান্ত বিশ্বাসসম্পন্ন যোগিগণ কখনও কর্ম্মবাসনায় বিলিপ্ত হন না।

(৪) দেবগণ প্রার্থনান্তে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মার গর্ব্ব চূর্ণ হইলে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের একান্ত শরণাপন্ন হইয়া স্তব করিতেছেন,—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু লাভের চেষ্টা বা—আরোহবাদ বা অদ্বৈত পন্থা; জ্ঞান লাভের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়াও যাঁহারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থান পূর্ব্বক সাধুমুখে উদ্গারিত আপনার কথা শ্রবণ ও কায়-মনোবাক্যে উহার সেবার অর্থাৎ অনুমোদনাদি করিয়া জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা অন্য কোন কর্ম্ম না করিলেও তাঁহাদের দ্বারাই, আপনি অখিল লোকে অজিত হইয়াও, জিত অর্থাৎ বশীভূত হইয়া থাকেন।

স্বমুখনিসৃতচেষ্টাতদ্বদাপন্নভাবো-
হপালিতকবিলীলাকৈশোরতীরম্।

যাতমুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ।৩ (ক্রমশঃ)

৩ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ব্রহ্মজ্ঞানাম্বেষে রত হইয়া অন্তরাল ঘুরে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহিনী লীলায় আকৃষ্ট হইয়া ভক্তিভরে তাঁহার সেই ব্রহ্মচিন্তা চিন্তেরও বৈধ্যুতি ঘটিল এবং তিনি কৃপাপরবশ হইয়া এই পরমার্থপ্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বিতরণ করিয়াছিলেন। সেই ভাগবতপ্রকাশক অখিল পাপবিনাশক ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে আমি নমস্কার করি। ইহাতে ভাগবতকার শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও কৃষ্ণলীলায় আসক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান অপেক্ষা কৃষ্ণপ্রেমালাভের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

নীলাচলে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ

শ্রীরায় রামানন্দ-সংবাদ-আস্বাদন

(৩)

ফলভোগকর্ম্মিসম্প্রদায় বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া যেরূপ ভগবৎসত্তীতিকে কর্ম্মফলের বিধাতৃরূপে নির্দ্দেশ করেন, সেইরূপ নিরূপণে প্রতিষ্ঠিত ভগবত্তা নূনাধিক ভোগপর্য্যায়ে বিজড়িত। ভগবদ্বহির্মুখ বদ্ধজীব তাহার স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা যে সকল সুখদুঃখ-ফল লাভ করে, সেই ফলের দাতৃত্বসূত্রে যে ভগবত্তা কল্পন, তাহা জীবের ভুক্তিতর্পণের সহযোগকারী মাত্র।

অভিধেয়-নির্ণয়-প্রসঙ্গে সাধারণ ধর্ম্ম ও তদনুগত বিধিপালনপর ব্যক্তিদিগের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীরামানন্দ বলিলেন,—কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে বিষ্ণু-আরাধনা প্রয়োজনীয় তত্ত্বান্তর্গত হয় এবং সেই বিষ্ণু-আরাধনা বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত জনগণের আনুষ্ঠানিক কৃত্য।

বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রমধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালিত না হইলে জগতে পাপতার বৃদ্ধি হয়। যাঁহারা শ্রেণীবিভাগ না মানিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার বশবর্ত্তী হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে নিয়মিত করিবার জন্যই বর্ণাশ্রমের বিধি। বর্ণাশ্রম বিধান উল্লঙ্ঘিত হইলে জগতে অন্যায় ও অবিধির প্রাবল্যতা বিস্তৃতি লাভ করিবে। বিষ্ণুকে জগৎপরিচালনা ও সামাজিক সুষ্ঠুব্যবিধানের নিয়ামকরূপে নিযুক্ত করিতে যাঁহারা প্রস্তুত হন না, তাঁহাদের বিষ্ণুবারণায় স্বীয় অপস্বার্থ প্রবেশ করায় বাস্তব-সত্য-বিগ্রহ বিষ্ণুদর্শনে প্রাপঞ্চিক অপেক্ষাযুক্ত ধর্ম্ম বিঘ্নিত হয়।

বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের অধিষ্ঠানের ঔপকারিতা নীতিপুষ্ট-সমাজ সকলেই বিদিত আছেন। বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম-বিপর্য্যয়ে যে সকল সম্প্রদায় উত্থিত হইয়া সাংসারিক কর্ম্মফল পদ্ধতির বৈপরীত্য সাধন করিয়াছে, তন্মূলে আমরা দেখিতে পাই যে, শঙ্কর ভ্রান্তি জ্ঞানবিধানাবলম্বনে তপস্যানিরত হইয়াও ঋষিকুলের বিচার নূনাধিক উল্লঙ্ঘন করিয়াছে। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড কোনস্থলে নৈষ্কর্ম্ম্য জড়বাদ, কোথায়ও সাংখ্যবিচার অবলম্বন করিয়া নীলাচল মহাযানাদির পথোদ্ঘাটন করিয়াছে। বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম কোথায়ও বা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া সমাজে বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করিয়াছে। যে কালে বিষ্ণুর পরতত্ত্ব আগন্তুক অল্পকালস্থায়ী বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মে সংশ্লিষ্ট, সেইকালে সৎকর্ম্মসংজ্ঞা কুকর্ম্ম বিকর্ম্মাদির অপেক্ষা করায় তাহার প্রতিকারের জন্য স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হইতে পারে,—এই বিচার উত্থাপন করা হইয়াছে।

সর্ব্ব-ধর্ম্ম-পরিপালক শ্রীগৌরসুন্দর এই প্রকার লৌকিক প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য স্বধর্ম্মাচরণের মধ্যে ভগবদ্ভজনকে মিশ্রধর্ম্মে অবস্থিত করাইবার পক্ষপাতী হন নাই। তখন শ্রীরামানন্দ ভগবৎপক্ষের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ভগবানে জীবের লৌকিক চেষ্টা বিহিত করিবার প্রণালী উল্লেখ করিলেন।

প্রাপঞ্চিক বিচার-প্রবাহে বিষ্ণুর সহিত আলৌকিক সম্বন্ধ রাখিয়া সাংসারিক নিজ নিজ অপস্বার্থ পরিপোষণ করা এবং তাহাকে নির্ম্মলা বিষ্ণুভক্তি বলিয়া প্রচার করা তারতম্য-বিচারে আদর লাভ করিতে পারে না। মানবের যাবতীয় কৃত্য, যাবতীয় ভোগ, যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান, যাবতীয় দান, যাবতীয় সাধন সকলগুলিই ব্যক্তিগত নিজ নিজ

স্বার্থ সোধনকল্পে উদ্বিগ্ন না হইয়া বিষ্ণুসেবা-প্রাপ্যান্তে তত্তদ্বিষয়ে বিরাগবিশিষ্ট হওয়া কর্ম্মফল ত্যাগোদ্দিষ্টা কর্ম্মমিশ্রা সেবার অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে নশ্বর জগতের বাহ্য বিচার সংশ্লিষ্ট থাকায় ঐকান্তিকী বিষ্ণুভক্তির কথা স্থান পায় নাই,—এরূপ কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু দেখাইয়া দিলে মানবের লৌকিক নিজ ধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক কেবল ভগবানের সেবা কর্ম্মার্পণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও নিবৃত্ত কর্ম্মবিচারে ন্যূনাধিক প্রাপঞ্চিক অপস্বার্থসম্বন্ধযুক্ত স্বধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত দেখা যায়। 'স্বধর্ম্মত্যাগ'—এই ভাষার মূলে ভগবৎসম্বন্ধরহিত নিত্যাভিমানের প্রাবল্য হেতু তাহা হইতে বিরাগপ্রদানক্রমে যে স্বধর্ম্ম-ত্যাগের কথা উল্লেখমুখে ভগবৎসেবা করিবার বিধান দেখা যায়, তাহাতেও অন্তরিন্দ্রিয়-বিধি অবস্থিত থাকায় কেবলা ভক্তির সন্ধান ন্যূনাধিক বিলুপ্ত হইয়াছে। যেকাল পর্য্যন্ত না নৈষ্কর্ম্ম্য ধারণার প্রাপঞ্চিক সম্বন্ধগন্ধশূন্য স্বরূপোপলব্ধি হয়, সেকাল পর্য্যন্ত বিরূপ-সংসর্গ-বশতঃ মিশ্রভাবের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ ঘটে না। ভোগময় জগতের কর্ত্তৃত্বাভিমানে প্রতিষ্ঠিত জনগণ নিজ নিত্যস্বরূপের উপলব্ধি-বঞ্চিত হওয়ায় কালাধীনতাক্রমে অন্বয়জ্ঞানাভাবে নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপের অভিমুখ হইতে অসমর্থ হন। কর্ম্মের সহিত সংযোগক্রমে তিন প্রকার আন্তর্গণিক বিস্তার-যুক্ত জগৎকে 'কর্ম্মমিশ্রা' ভক্তি বলিয়া অভিহিত করায় উহা ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি-পরিচালিত জাগতিক ক্ষণভঙ্গুর অনুষ্ঠান প্রেয়োমণ্ডিত নহে। স্বধর্ম্মাচরণ, যাবতীয় কর্ম্মার্পণ এবং স্বধর্ম্মত্যাগমুখে যে সাধন-পর্য্যায় কথিত হয়, তাহা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির উত্তরোত্তর উন্নত প্রকারভেদ।

যেকালে মানবের তাৎকালিক ধর্ম্ম সমূহের অপেক্ষায় বা তৎপরিহারাপেক্ষায় ভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত হইবার ইচ্ছা, উহাতেও পাপপুণ্য প্রকৃতি পরস্পর-বৈষম্যযুক্ত ভাবসমূহ প্রবল থাকে। পাপপুণ্যের বিচার কর্ম্মাগ্রহিতায় আবদ্ধ। পাপ পরিহার পূর্ব্বক পুণ্যে অবস্থান এবং পুণ্য-লক্ষ্য-মানস-বিমুখতা, উভয়ই অপস্বার্থ সোধনকল্পে নিযুক্ত।

বদ্ধজীব নিজ ক্লেশের, অমঙ্গলের, অসুবিধার, পাপের, অবৈধ, মোহের হস্ত হইতে পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী হইয়া যে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম পরিহার করিবার ইচ্ছা করেন এবং তদনন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য শরণাগত হইবার উপদেশ লাভ করেন, তাদৃশ শরণোপদেশে কর্ম্মগন্ধ একেবারে বিদূরিত হয় না। এজন্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার বিচারমুখে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিকে অহৈতুকীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত দেখাইয়া উহাতে কেবল কৃষ্ণসম্বন্ধ নাই, বলিতে বাধ্য হইলেন। আগন্তুক বৈষম্য সমূহ কেবলজ্ঞান দ্বারা নিরাকৃত হইয়া যে প্রাপঞ্চিক সমতা উদয় করায়, তাহা প্রাপঞ্চিক সংকীর্ত্তনতা হইতে বিমুক্ত হইলেও কেবলাভক্তি লাভ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহাতে যে জ্ঞানমিশ্রা সেবার আবাহন লক্ষিত হয়, তাহাও আপাক্ষিক জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট।

মুমুক্ষু জীবের বদ্ধতা-পরিহার-বাসনায় যে প্রাপঞ্চিক অবিদ্যা অবস্থিত, সেই অবিদ্যাবশে মুক্ত হইবার অভিধানে স্বরূপবোধের অভাব আছে। জীবের স্বরূপ—নিত্য; সুতরাং প্রপঞ্চাবদ্ধ বিচারপ্রণালীতে যে কেবলজ্ঞানের উন্মেষণ তাহাতেও আপেক্ষিক খণ্ডিত জ্ঞান-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান থাকায় পূর্ণতার উদ্দেশে প্রপঞ্চরাহিত্য বিচার আংশিক জ্ঞানগন্ধশূন্য বলা যাইতে পারে না।

নির্ব্বৈরব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক জ্ঞানরাহিত্য ব্যতীত শুদ্ধা-ভক্তির স্বরূপ-জ্ঞান-লাভে ওড়নির্ব্বিশেষবাদী চিদচিৎসমন্বয়-বাদী নির্ব্বৈরব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর মঙ্গল উৎপাদন করিতে পারে না। বাহ্যজ্ঞানের অতীতস্তরে অবস্থিত হইয়া যে অনুষ্ঠুক-স্বরূপে মুক্তি কল্পনা, তাহা কখনই বিষ্ণুভক্তির সন্ধান দিতে পারে না।

কেবলজ্ঞানশূন্য সেবাপ্রবৃত্তির দ্বারাই জীবের স্বরূপো-দ্বোধন সম্ভবপর হয়, সেইকালে কর্ম্মোত্থ ও নৈষ্কর্ম্ম্য-জ্ঞানোত্থ অনর্থ হইতে মুক্ত হইয়া জীব স্বরূপে অবস্থানের যোগ্যতা লাভ করেন। কেবলাভক্তিকে একমাত্র সাধন ও সাধ্যরূপে বর্ণন করাই বহিঃপ্রজ্ঞাযুক্ত জীবের শ্রেয়োলাভের কারণ। সাধুসঙ্গে ভগবৎকথা শ্রবণ করিতে করিতে জীবের মায়াবাধের উৎকর্ষ ও ভোগবাদের মহিমা ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়ে। তিনি কর্ম্মবীরত্ব অথবা জাগতিক প্রতিষ্ঠাশা হইতে মুক্ত হইয়া নির্ব্বিশিষ্ট ভাবের আবাহন প্রবৃত্তি অমঙ্গলজনক কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিয়া চিন্ময় কল্যাণকর নিত্য-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উন্মেষণক্রমে নিত্যবার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক প্রাপঞ্চিক সম্বন্ধযুক্ত ইন্দ্রিয় সমূহকে ভগবৎসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তখন তিনি বহিঃপ্রজ্ঞার অধিষ্ঠিত ত্রিলোকবিচরণকারী অস্মিতায় আপনাকে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া স্বরূপে অবস্থান

পূর্ব্বক কেবলাভক্তি আশ্রয় করেন এবং ইহজগতে মহা-ভাগবতরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান করেন। তাহাই তাঁহার প্রেমভক্তি-ভূমিকার অবস্থান। সেখানে প্রাপঞ্চিক বিচারের বাধ্যবাধকতা, যোগ, সাঙ্খ্য, পাঞ্চরাত্রভাব, বৌদ্ধবিচার, প্রাকৃত সাহজিক বিচার প্রভৃতি নিরস্ত হয়। তিনি যখন ত্রিভুবনে ত্রিভেত্রিশ হইয়া সর্ব্ববিদ্যা-পারঙ্গত হন, তখন প্রাপঞ্চিক মহত্ত্ব তাঁহাকে আশ্রয় করিতে না পারিয়া বিষয়বন্ধনে দুর্বল জীবসমূহের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক উহাদিগকে অভক্তি পর্য্যায়ে উত্তেজিত করেন।

শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমভক্তি প্রচারকল্পে শ্রীরামানন্দমুখে যে সকল তাৎপর্য্য ও বৈশিষ্ট্যনির্দ্দেশক কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা ভিন্ন, নিরপেক্ষ ভগবদ্ভক্তিলব্ধ সকামিত-শক্তি জনগণের পক্ষে উপযোগী এবং তাদৃশ উপযোগিতা সৌভাগ্যক্রমে প্রপঞ্চে বিচরণকারী জীবের অবশ্যপ্রাপ্য। কেহ তাদৃশ সৌভাগ্যকে দুষ্প্রাপ্যজ্ঞানে বঞ্চিত হইলে, তাহা হইলে স্বীয় কল্যাণলাভের পথে কণ্টক আরোপণ বা দুর্গম পথ রুদ্ধ করিবেন মাত্র।

জীবের হৃদয় প্রাপঞ্চিক বাসনা-নির্ম্মুক্ত হইলেই সেখানে প্রেমভক্তির প্রাকট্য দর্শন করিতে পারা যায়। কেবলাভক্তির অনবদ্য সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিলে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত বুদ্ধজগতের মহিমা খর্ব্ব হয় এবং সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তির উদয়ে হৃদয় প্রেমাপ্লুত হয়, কিন্তু সেরূপ ভূমিকার উপযোগিতা ভগবদ্বিষয়ে কৌতূহলের উপরই নির্ভর করে। সেই সর্ব্বমঙ্গলবিধায়িনী চেষ্টা কোটি-জন্মের সৌভাগ্যপরতা দ্বারাও লব্ধ হয় না। কৃতিপ্রভাবে উৎকট আগ্রহই নির্ম্মলা ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি লাভের উপায়।

(ক্রমশঃ)

বোল্‌শেভিক পার্লামেণ্ট

আদিম ইতিহাস

[২০শে বৈশাখ সোমবার, ১৩৩১ 'দৈনিক নবীন-প্রকাশ' হইতে উদ্ধৃত]

যেহেতু বর্ত্তমান 'বোল্‌শেভ'-নামধারী সমাজের উন্নতিকল্পে প্রকৃত প্রস্তাবে চেষ্টা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, সেইহেতু আমরা আইন বা উহাদি তের প্রকার অপদস্থপ্রায় একত্র মিলিত হইয়া আমাদের একটী পার্লামেণ্ট গঠন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। আমাদিগের বোল্‌শেভ সমাজের অন্তর্গত নানা শাখার উপশাখায় অবস্থিত বোল্‌শেভগণের নির্ব্বাচন-প্রথার সকল কথা এই পার্লামেণ্টে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। এই পার্লামেণ্টের গঠনপ্রণালী কিরূপভাবে হইবে, তাহা আমরা একত্র মিলিত হইয়া স্থির করিব। ভোট লইয়াই সকল কার্য্য হইবে। যেহেতু ঐ কথাগুলির সহিত আমরা সকলেই সংশ্লিষ্ট। শাস্ত্র, গুরুবাক্য প্রভৃতির একাধিপত্য আমরা চাই না। আমাদের মূল উদ্দেশ্য—ভক্তভক্তি, ঐকান্তিকতা, প্রণতি প্রভৃতির বিশেষরূপ প্রচার নষ্ট করিবার যাহাদের উৎকণ্ঠা আছে, তাহাদিগকে সভাপক্ষে বরণ করিয়া আমাদের পার্লামেণ্ট সংগঠন করা। যাহাতে অযোক্ষজসেবা একেবারে উঠিয়া যায় এবং যাহাতে আমরা ভাল করিয়া সংসার ভোগ করিতে পারি, সে বিষয়ে আমাদের উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত। যাহাতে কেহ আমাদের কেশ স্পর্শ করিতে না পারে, তজ্জন্য দুর্গের দুর্গ নির্ম্মাণ এবং যাহাতে আমরা সেই দুর্গে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারি, তজ্জন্য লোকরঞ্জনপর নানাপ্রকার হাবভাবরূপ আসুব ও রোগচালনরূপ বল যোগাড় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। দ্যূত, পান, স্ত্রী, পশুবধ, চাকা প্রভৃতি যাহাতে ৬৯ প্রকার ভক্তের অধিকার করিতে পারে এবং ঐ ভক্তগণ গুলি যাহাতে অচিরেই পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়, সে বিষয়েও আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আপাততঃ ছয় প্রকার দলের এক এক দলের সভ্য নির্ব্বাচন হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক দল হইতে ১০০ করিয়া সভ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে। আমরা উক্ত ১০ প্রকার দলের প্রত্যেক দল হইতে সভ্যমুখী হইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলে ভগবদ্ভক্ত

ক্ষেত্র-শুদ্ধিচায় রাশি রাশি কূ-মল সংস্থাপিত করিতে পারিবে। তাহা হইলে আর সেখানে শ্রীজগন্নাথদেবের আসন রচিত হইতে পারিবে না। তিনি শুদ্ধিচাষার হইতেই ফিরিয়া যাইবেন।

যে যে উপায় অবলম্বিত হইবে, তত্তদ্বিষয়ের আলোচনার ফলে আমাদের সম্মেলন চেষ্টা দ্বারা অচিরেই পার্থিব ভোগ-ভূমিকা হইতে বৈকুণ্ঠ-ভূতগণকে অপসারিত করিবার সুযোগ হইবে। যাবতীয় জনক, দ্রবিণ ও অলঙ্কার, সকলই আমাদের দিকে। আমাদের নিকট সকলেই ইন্দ্রিয়-তর্পণ-প্রয়াসী আছেন। প্রকৃত সাধু বৈষ্ণবগণ যে প্রতিষ্ঠাকে শূকরী-বিষ্ঠা জ্ঞান করেন, তাহাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয় তত্ত্ব; সুতরাং আমরা রাজর্ষি জনক, কনকের জনক, প্রতিষ্ঠার জনক, কামিনী-কান্ত প্রভৃতি ভাবমণ্ডিত ঘরপাগলা সম্প্রদায় হইয়া আমাদের বোষ্টম পার্লামেন্ট বেশ জাঁকাইয়া বসিতে পারিব। আমরা অভিবিস্তারে, অতিবৃদ্ধিতে, অহঙ্কারে, পৈশুন্যে, খলতায় সর্বোত্তমতা লাভ করিয়াছি। আসমুদ্র-হিমাচল কেহই আমাদের তুল্য হইতে পারে না। আমরা সকলে মিলিয়া ভোট দিয়া সীতাহরণের প্রস্তাব, শুক্রাচার্য্য, দক্ষ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির পক্ষ সমর্থন করিব। অঘ, বক, পূতনা প্রভৃতি অষ্টাদশ অসুরের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদিগকেও আমাদের মহাসভায় অবতরণ করাইব। কাজেই আমাদের অনতিবিলম্বে একটী বোষ্টম পার্লামেন্ট হওয়া আবশ্যক। দক্ষিণনী বা নিগমনন্দিনী প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া বোষ্টম পার্লামেন্টের একটী পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র সংস্করণ অগ্রদূতরূপে কলির রাজত্বে কিছুদিন হইল কলির বহুলোকের ভোট সংগ্রহ করিবার canvass করিতে আরম্ভ করিলেও বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রতিষ্ঠায় ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং সেই শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অবৈধ প্রতিযোগী একটী বোষ্টম পার্লামেন্ট সৃষ্টি না করিতে পারিলে কলির রাজত্ব হইতে বোষ্টমের ১৩ প্রকার দল ও তাহাদের অসংখ্য শাখা উপশাখা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, আশঙ্কা হইতেছে।

দ্বিতীয় ইস্তাহার

আমাদের বোষ্টম পার্লামেন্টের প্রথম ইস্তাহার বোষ্টম জনসাধারণ সকলেই সাদরচিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন' এবং তাহার অনুমোদনকল্পে স্থানে স্থানে নির্ব্বাচন-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এখন আমাদের পক্ষ সমর্থনে যাহারা বিশিষ্ট অধিকারী, এইরূপ ভাল ভাল লোক নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক। আদিম ইস্তাহার-পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, কিছিদ্দিন শত বর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় একটী পক্ষীয় দল ছিল, তাহাতে কে কত মুদ্র পান করিতে পারে, তাহার প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হইত। যিনি ১০০ ছিলিম উৎকট তামাকুট-সেবায় নিপুণ ছিলেন, তাহাকে 'গরুড়'-আখ্যায় বিভূষিত করা হইত। আর যিনি মাত্র তিন ছিলিম ইস্রাসন টানিতে পারিতেন, তাহাকে 'চড়াইপাখী' নাম দেওয়া হইত। এখনও বোধ হয় কলিকাতায় খুঁজিলে এই দলের অবশেষ পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইদলের অবশেষ হইতেও আমাদের পার্লামেন্টে অবশ্যই সভ্য গ্রহণ করা উচিত।

কানাইখোঁড়া বা কর্ত্তাভজাদলের অবশেষগণের মধ্য হইতেও আমাদের পার্লামেন্টে সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক। অন্ধকার ঘরে স্ত্রীপুরুষে একত্র চোখ বুজিয়া মিষ্টান্ন খাইবার পক্ষপাতি-সম্প্রদায় হইতেও আমাদের পার্লামেন্টে সভ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে। "কাঁধে বাড়ী বলরাম, তুমি রাধা আমি শ্যাম" সম্প্রদায়ের অবশেষগণকেও আমাদের পার্লামেন্টে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা আবশ্যক। টিকিকাটা-দলের অবশেষগণও এই পার্লামেন্টে সভ্যপদে নিযুক্ত হইলে আমাদের আনন্দের বিষয় হয়। তদ্ভিন্ন যাহারা কামক্রোধাদি বৃত্তির সহিত সমজাতীয় জ্ঞান করেন, সেই বর্ণব্যাখ্যাকুলের অবশেষ-গণও এই পার্লামেন্টের সভ্য হইতে পারিবেন। কমলাকর, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্তগণের দ্বারায় দুই ব্যক্তিচারের অবশেষগণও এই পার্লামেন্টে যোগদান করিতে পারিবেন। মোটের উপর, যাহারা শুদ্ধভক্তির আদর না করিয়া বিদ্ধভক্তি মিশ্রভক্তি, লোক-দেখান-ভক্তিতে উন্মত্ত হইবার অভিনয়

করিতে পারিবেন, এইরূপ 'গোলে-হরিবোল দেওয়া' সকলকেই আমরা বিশেষ আদরের সহিত সভ্যপদে বরণ করিব। নূতন নূতন অবতার সৃষ্টি করিবার পক্ষপাতী, সংখ্যাবাদী, ছড়াপ্রস্তুতকারী, গুরুপৌরহিত্যের দ্বারা ভক্তি-বৃত্তি আবদ্ধ করিবার পক্ষপাতী, কপটতার সহিত আঁচু-পাঁচু কদাচরণীয়ার প্রবীণ, গা' কোঁকি ও নাকমুখ দিয়া পোটা ও ফেন বাহিরকারী, মাইকাসুর রূপধারে ভগবদ্ব্যভিচারী সম্প্রদায় হইতেও আমাদের এই পার্লামেন্টে সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। যাহারা কৌপীন লইয়া গোপনে ব্যভিচারে সিদ্ধ হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধগণ হইতেও মোটা সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ওকালতীর প্যাঁচ লইয়া ব্যভিচারকে 'সিদ্ধি', ধরপাকড়ামিকে 'প্রেমোন্মত্ততা', শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিরোধী-তন্ত্রকে 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যতন্ত্র', নরকধামকে 'শ্রীধাম' বলিয়া স্থাপনপূর্ব্বক পেট-পূজা ও ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত করিতে পারেন, এইরূপ আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণকেও এই পার্লা-মেন্টের সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিতে পারিলে আমাদের অনেক কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারিবে।

কূটচক্রী, একতন্ত্রে শুদ্ধ ভক্তগণ যেন একটী লোকও না পান, তজ্জন্য আমাদের পার্লামেন্ট ভালভাবে করা আবশ্যক। প্রকৃত বৈষ্ণবগণ যাহাতে তাঁহাদের গন্তব্য স্থান বৈকুণ্ঠে চলিয়া যান এবং আমাদিগকে সর্ব্বদা জ্বালাতন না করেন, সেইরূপভাবে এই দেবীধামকে নিষ্কণ্টক করিবার জন্য বোষ্টম-পার্লামেন্টে প্রস্তাব উত্থাপন করা আবশ্যক। এক সময়ে পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিষ্ক্ষত্রিয় করা সত্ত্বেও বিষ্ণু চন্দ্রবংশের সেব্য ছিলেন।

যাদবপাণ্ডবকুল যদুবংশকে অভিভাবক জানিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবগণের সহিত যে সমরানল প্রজ্বালিত করেন, তাহাই মহাভারতের যুদ্ধ। ইন্দ্রপ্রস্থে বৈষ্ণবসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার ব্যাঘাতকারী তন্ত্রশীলাশ্রিত সম্প্রদায় ভাগবতের বিরোধ করা সত্ত্বেও আজও ভাগবতের ক্ষীণধারা শুদ্ধভক্ত-গণের মধ্যে প্রবাহিত রহিয়াছে। কিন্তু উহা সেই পূর্ব্বতন বিচারানুসারে বর্ত্তমানে ধ্বংস করাই আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়। সেই সময়ে শরীরের পলদেশে মৃত সর্প আরোপ করিতে গিয়া শ্রীভাগবত-প্রচার মাত্র সাতদিনের জন্য আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, অধিক দিন প্রচার হইতে পারে নাই। কিন্তু হে বিষ্ণুভক্ত ভ্রাতৃগণ, তোমাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই, সেই ভাগবত-ব্যাখ্যা আর 'গৌড়ীয়' সাত বৎসরকাল চালাইয়াছে এবং ইহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে ও করিতেছে। সুতরাং সকলে দলবদ্ধ হইয়া শ্রীচৈতন্যবিদ্বেষকারী সম্প্রদায়ের সহিত সহানুভূতি জানাও এবং তাহাদিগকে লইয়া যত্নপ্রকারে পার শুদ্ধভক্তিকে আক্রমণ করিবার মতলব আঁট। অকাট্য ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের উপর যে শ্রীধামমায়াপুর প্রতিষ্ঠিত, কপটতাপ্রসূত সেই শ্রীধামের বিরুদ্ধে আমাদের ভাবী পার্লামেন্টের সভ্যগণের কয়েকজন পূর্ব্ব হইতেই সাধ্য করিতেছেন। অতএব তাহাদের কিছু গ্রেট্‌মেন্ট বৃদ্ধি করাইতে পারিলে মাইকাসুর গান জোরে চালাইতে পারিব। সুরেন্দ্রের বাঁশ, রাঁদা, ছুমুখো কড়াত প্রভৃতির সাহায্য লওয়ার ও আমাদের আবশ্যক হইবে। যাহাতে ঐকান্তিক সেবার কথা জগতে কাহারও কাণে প্রবেশ না করে, তজ্জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যদি সনাতন ধর্ম্ম প্রবলতা লাভ করে, তাহা হইলে লোকে আমাদের মনগড়া বোষ্টম ধর্ম্মে খাদ আছে জানিতে পারিবে এবং আমাদের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লাভাশারূপ বোষ্টম ধর্ম্মের প্রলোভন ঘুচাইয়া যাইবে, লোকে আমাদের অপস্বার্থসমূহ ধরিয়া ফেলিবে। আমরা যাঁহাদের সাহায্যে বাংলা ও অন্যান্য দেশে এই সকল কার্য্য করিয়া আসিতেছি, তাঁহারা যেন আমাদের ১৩০০ সংখ্যার পুরণের জন্য পশ্চাৎ-পদ না হন। একদিন বীরভদ্র প্রভুর সময়ে ১২০০ নেড়া ও ১৩০০ নেড়ী বৈষ্ণবধর্ম্মের পোষাকে সনাতন ধর্ম্ম উৎসাদিত করিয়াছিল। আমরাও এখন তের সম্প্রদায় হইতে ১০০ করিয়া লভ্য এই বোষ্টম পার্লামেন্টে যোগদান করিলে আমাদের ১৩০০ নেড়া ও ১২০০ নেড়ী পাওয়া যাইবে, আমরাও একটী শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সভ্য আবরণ করিতে পারিব। সুতরাং হে ভাইভগিনি সকল, তোমরা সকলে সম্মিলিত হইয়া গুনিয়াদারীতে অগ্রসর হও, যাহাতে আমাদের এই বোষ্টম পার্লামেন্টের অধিবেশনটী সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়া

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৮ই আষাঢ়, ১৩৩৬ ২২শে জুন, ১৯২৯ | ৪৪শ সংখ্যা

শ্রীস্নানযাত্রা

জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-জগন্নাথের স্নানযাত্রা-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র, শ্রীসুভদ্রা দেবী স্নানবেদীতে 'পহাণ্ডি'-বিজয় করেন। রত্নবেদীতে সুদর্শন-সহিত শ্রীবিগ্রহত্রয়ের অষ্টোত্তরশত সুবর্ণকুম্ভপূর্ণ শীতলসলিলে মহাস্নান হইয়া থাকে। স্নানানন্তর ভগবান্ রত্নবেদীতে গণেশরূপ ধারণ করেন।

যেস্থানে নীলাম্বুধির কল্লোলমালা অবিশ্রান্ত "জয়-জগন্নাথ" বলিয়া উদ্গান গাহিয়া নৃত্য করিতেছে, যেস্থান নব নব তৃণরাজির হরিদ্বর্ণে সুরঞ্জিত, যেস্থান দক্ষিণানিল-সংস্পর্শে সুশীতল, যেস্থান বিচিত্র তরুরাজির শোভায় বিভূষিত, সেইরূপ সুপরিষ্কৃত প্রদেশে শ্রীজগন্নাথের স্নানপীঠ রচিত হইয়াছে। সমুদয় ব্রহ্মর্ষি, সমুদয় দেবতা জগন্নাথকে মহাস্নান করাইবার জন্য পারিজাত-সুবাসিত সুরতরঙ্গিণীর পূত সলিল শিরে বহন করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন করেন এবং ব্রহ্মার আনুগত্যে সকলে ভগবানকে স্তুতি ও 'জয়'-শব্দপূর্ণ বিচিত্র স্তুতিবাদ দ্বারা বন্দনা করিয়া থাকেন।

দেবতাগণ যাহাতে স্বচ্ছন্দে বিরাজিত হইয়া ভগবানের শ্রীস্নানযাত্রা দর্শন করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে স্নানযাত্রা-কালে মহোৎসবত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্নানবেদীর পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহ চন্দ্রাতপশোভিত ও মহামরকতমণিখচিত সুবিস্তৃত আবরণ-বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেন। ঐ স্নানবেদী জীর্ণ হইয়া যাইবার পর মহারাজ অনঙ্গভীম বর্ত্তমান স্নানবেদী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

শ্রীস্নানযাত্রা-দিবসে শ্রীজগন্নাথের স্নানকে নানাবিধ ঘৃত, দুগ্ধ, মালা, চামর, পতাকা ও তোরণাদির দ্বারা বিমণ্ডিত, চন্দন-সংমিশ্র সুগন্ধ ও সুশীতল পবিত্র জলধারা সংসিক্ত এবং সুগন্ধি ধূপগন্ধ দ্বারা সুরভিত করা হয়। তৎপরে জগন্নাথের সেবকগণ দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী কূপ হইতে স্নানীয় জল উত্তোলন পূর্ব্বক সেই জল সুগন্ধ দ্রব্যে সুবাসিত করিয়া 'পাবমানী' মন্ত্রের কীর্ত্তন করিতে করিতে সুবর্ণ কলসসমূহ পরিপূর্ণ করেন এবং শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে মন্ত্রিগ্রাভ্যন্তরে ভগবানের অধিবাস করিয়া থাকেন। অনন্তর হোলি দান পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথকে বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনের সহিত স্নানমঞ্চে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হন।

রাজার নিকট সম্মান ও সমাদরপ্রাপ্ত সেবকগণ চামর ও তালবৃন্তের দ্বারা ভগবানের পদ্মাস্তিকালে বীজন করিতে থাকেন। শ্রীজগন্নাথের স্নানবেদীতে গমনকালে যখন রত্নখচিত ছত্র-নিচয় উত্তোলিত, কালাগুরু-গন্ধে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত, নানাবিধ গম্ভীর বাদ্যধ্বনিতে স্বর্গমর্ত্ত্যের মধ্যবিবর পরিপূরিত এবং দীপ-মালিকার আলোকে অন্ধকার বিদূরিত হয়, যখন শ্রীজগন্নাথের চতুর্দ্দিকে চামর ব্যজন ও মধুর নৃত্যগীতাদি হইতে থাকে, সেই সময় কোন্ সেবোন্মুখের না আনন্দ-মহোৎসব সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে? শ্রীজগন্নাথকে যিনি বিশুদ্ধ চিত্তের রত্নবেদীতে

নিত্যস্নান করাইতে পারেন, তিনিই বসুদেব। সেই বসুদেবের রত্নবেদীতে নিত্য স্নানযাত্রা-মহোৎসব হয়। যাঁহারা সেই ভাবে বিভাবিত অর্থাৎ বসুদেবরূপের আনুগত্যে শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান্।

শ্রীজগদীশকে স্নানমঞ্চে বিজয় করাইবার কালে, অনবধানতাবশতঃ পাছে কোন প্রকার দোষ ঘটে,—এই আশঙ্কায় সেবকগণ সুন্দর পট্টবস্ত্রাদি দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে দূরবর্ত্তী স্নানমঞ্চে লইয়া যান। তৎকালে অখিল-জগৎ-পূজনীয় শ্রীজগদীশকে দূরগমন-নিমিত্ত উত্তানাস্য করিয়া লইয়া যাইতে হয় বলিয়া স্বর্গস্থিত দেবগণ মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন, "শ্রীজগদীশ বোধ হয় স্বর্গধামে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন"—এই বিবেচনা করিয়া দেবতাগণ শ্রীমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক "হে রাম, হে কৃষ্ণ, আপনাদিগের জয় হউক! জয় হউক!" বলিতে থাকেন। এইরূপ লীলা সহকারে ভগবানের জন্ম-জ্যৈষ্ঠীতে রত্নবেদীতে বিজয় অভিষেক হইয়া থাকে।

ভগবান্ শ্রীজগদীশ বলিয়াছেন, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর সত্যাদি চতুর্যুগান্বিত দ্বিতীয় অংশে এবং সত্যযুগের ভগবদ্দর্শনপ্রদ এই প্রথমাংশে স্বায়ম্ভুব মনু যজ্ঞপ্রভাবেই তাঁহার আবির্ভাব। তিনি জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইজন্য ঐদিবসই শ্রীজগদীশের পূর্ণা জন্মতিথি। তাঁহারই আজ্ঞামতে ঐদিবস জগদীশকে অধিবাস পূর্ব্বক মহাস্নান বিধানানুসারে মহাসমারোহে রত্নবেদীর উপর তাঁহার স্নান-যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

মহাভাগবত ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ এইরূপ বিধানে জগদীশ-জন্মতিথি জ্যৈষ্ঠীপূর্ণিমায় স্নানযাত্রা-মহোৎসব করিতেন। শ্রীজগদীশ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিয়াছিলেন, নিম্বমূলে যে অক্ষয় বট আছে, তাহারই উত্তরে সর্ব্বতীর্থময় এক কূপ বিরাজিত রহিয়াছে। কিন্তু উহা এক্ষণে বালুকা-রাশির দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছে। স্নানার্থ পূর্ব্বে উহা নির্ম্মাণ করাইয়া পরে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। অতএব সেই কূপ আবিষ্কার করা কর্ত্তব্য। রক্ষক ক্ষেত্রপাল ও দিক্‌পালগণের উদ্দেশে যথাবিধানে বলি প্রদান পূর্ব্বক শঙ্খ, কাহাল, মুরজাদি বাদ্যযন্ত্র বাদিত করিয়া চতুর্দ্দিকে ঐ কূপের সংস্কার করিতে হইবে। দ্বিজগণ স্বর্ণকুম্ভ দ্বারা সেই সর্ব্বতীর্থময় কূপ হইতে পূত জল উত্তোলন করিবেন এবং সেই জল দ্বারা জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার প্রাতঃকালে ব্রহ্মার সহিত শ্রীজগদীশ, বলভদ্র ও সুভদ্রার স্নান-সেবা করিতে হইবে। মহাভাগবত ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি সাক্ষাৎ ভগবানের এই আদেশানুসরণে আজিও শ্রীপুরুষোত্তমে এইরূপভাবে শ্রীযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

স্নানযাত্রা-মহোৎসবের ফলশ্রুতি শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়। ফলশ্রুতি পাঠকালে আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা শ্রীজগদীশের স্নানযাত্রা নিরীক্ষণ করেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় জননীর গর্ভাশয়কে স্নান করিতে হয় না। ঔৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীভগবানের জ্যৈষ্ঠ-স্নান সন্দর্শন করিলে জীবগণকে কখনই ভবসাগরের বিষবারিতে অবগাহন-স্নান করিতে হয় না। যাঁহারা প্রেমোন্মুখচিত্তে স্নানযাত্রা দর্শন করেন, যাঁহারা হৃদয়-স্নানমঞ্চে শ্রীজগদীশের স্নান-সেবা করান, তাঁহারা নিশ্চয়ই জীবন্মুক্ত। মহাভাগবত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি শ্রীজগদীশের আদেশ ছিল যে, এই মহাস্নান করাইয়া পঞ্চদশ দিবস আমাকে অঙ্গরাগবিহীন বিরূপাবস্থায় কদাচ দর্শন করিবে না ;—

"ততঃ পঞ্চদশাহানি স্থাপয়িত্বা তু মাং নৃপ।
অচিত্রমবিরূপং বা ন পশ্যেত কদাচন॥"

শ্রীজগদীশের আজ্ঞানুসারে এই পঞ্চদশ দিবসকাল শ্রীমন্দিরের পট বন্ধ থাকে। এই সময় শ্রীভগবানের দর্শন হয় না বলিয়া ইহাকে "অনবসর কাল" বলা হয়। এই অনবসরকালে বিপ্রলম্ভরসাশ্রিত গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীভক্তগৌরাঙ্গের লীলানুসরণে শ্রীআলালনাথ দর্শনার্থ গমন করেন। **শ্রীআলালনাথ ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে এই সময় সঙ্কীর্ত্তন মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, অদ্য শ্রীপুরুষোত্তমদেবের স্নানযাত্রা ও তদুপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে কীর্ত্তন মহামহোৎসব ও নগর-সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীস্নান-যাত্রা দর্শনোৎসব। আগামী কল্য হইতে শ্রীআলাল-নাথ-ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে উৎসব আরম্ভ হইবে।**

নবদ্বীপ-প্রসঙ্গ

নদীয়ার একমাত্র নিরপেক্ষ মুখপত্র বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ, দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের 'সাময়িক প্রসঙ্গ'-শীর্ষক প্রবন্ধত্রয়ে কুমিল্লা নবদ্বীপ সহরের শ্রীবাস-অঙ্গনের সভার (১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬) সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সর্ব্বসাধারণ ও বৈষ্ণবানুগত মহোদয়গণের প্রতি প্রশ্নপঞ্চকের মর্ম্ম বীথিকা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম।

———

আমরা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি এবং সময়ে সময়ে অযাচিতভাবে যে সকল কাগজপত্র পাইয়াছি, তাহাতেও লক্ষ্য করিয়াছি যে, কুমিল্লার বাবু রাধাগোবিন্দ নাথের বৈষ্ণবনিন্দাকারিণী সাধনা নাম্নী পত্রিকার প্রতি সত্যানুরাগিজনমাত্রেই বিশেষ অসন্তুষ্ট আছেন। এমন কি, উক্ত সাধনা-সম্প্রদায়ের পরস্পরের ভিতরেই এতদূর বাদ-বিসংবাদ, গুরু-শিষ্যের ভিতরে মতের অনৈক্য, অন্তরঙ্গ সভার সহিত নানাভাবে বিচ্ছেদ ও মনোমালিন্য ঐ পত্রিকার একটী বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছে, যাহাতে এইরূপ বাদ-বিতণ্ডাময় অপস্বার্থবিজড়িত সংবাদপত্র কোন সত্যাশ্রিত ব্যক্তিই আদর করেন না, ইহা আমরা জানি।

———

সাধনা-পত্রিকার সাধনা কেবলমাত্র বৈষ্ণবনিন্দা বলিয়াই মনে হয়। ঐ সাধনায় বৈষ্ণব সদ্গুরু এবং বৈষ্ণবের সেবা-সাধনার বাস্তবতা স্বীকৃত হয় না। ব্যবসায়ী গুরু, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাবদ্ধ গুরুক্রবগণের প্রতি ছলভক্তি যেখানে সাধনা বলিয়া গৃহীত হয়, সেই সাধনার ফল-স্বরূপে গুরু ও শিষ্যের মতভেদ, গুরুক্রবের কল্পিত নিয়ামকত্ব স্বীকারও অগ্রাহ্য করিয়া স্ব স্ব প্রতিষ্ঠাদি অপস্বার্থ সাধনায় রুচি দেখা যায়। সুতরাং ঐরূপ সাধনার প্রতি বাস্তবসত্যের উপাসক নির্ম্মৎসর সাধুগণের কোন সহানুভূতিই থাকিতে পারে না। তাঁহারা ঐরূপ সাধনাকে 'ছুসঙ্গ' বলিয়া দূরে রাখেন।

———

অসত্যকে 'সত্য' বলিয়া সজ্ঞিত করিবার প্রয়াসই যাহাদের সাধনা,ব্যভিচারে সিদ্ধজনের গুণপনাই যাহাদের বিচারে সিদ্ধি, সেইরূপ সিদ্ধের অসত্য পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করাই যাহাদের সাধনা, সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ মহাজনগণের নির্দ্দিষ্ট বিচারের বিরোধ করাই যাহাদের সাধনা, আর অসত্যে, অন্যায়ে, ঘোষিৎসঙ্গাদিতে কলিজনোচিত কল্পনাকে অপস্বার্থ-মূলে স্থাপন করিবার অসচ্চেষ্টাই যাহাদের সাধনা, সেরূপ সাধনার প্রতি কোন সত্যাসাধকের বা নিত্যসিদ্ধের আদর থাকিতে পারে না। যে সাধনায় প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম্ম সিদ্ধ হয়, সেইরূপ সাধনা নরকজালের সাধনা মাত্র।

———

কুমিল্লার নাথ মহাশয়ের সাধনা-পত্রিকায় সাধনাই বৈষ্ণবনিন্দা ও বৈষ্ণবদ্বেষ পূর্ণ। তৎফলে উক্ত সাধনা-পত্রিকার সম্পাদককে এক সময় রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়া নিজ কার্য্যের অবৈধতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। শুনা যায়, বর্ত্তমানে সেই সাধনা-পত্রিকার সম্পাদক ও নিয়ামকের ব্যবহারে নবদ্বীপের বৈষ্ণবসমাজ এবং নবদ্বীপ সহরের মহাপ্রভুর বাড়ী ও শ্রীবাস অঙ্গনের গোস্বামিগণ সকলেই বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ঐরূপ কার্য্যের তীব্র প্রতি-বাদ করিয়া সর্ব্বসাধারণ বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবানুগত মহোদয়-গণের সমীপে প্রশ্নপঞ্চক স্থাপন করিয়াছেন। সেই প্রশ্ন-পঞ্চকের মর্ম্ম এইরূপ ;—

১। কুমিল্লার বৈষ্ণবনিন্দাকারিণী 'সাধনা'পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের বৈষ্ণব-নিন্দা অপরাধের কোন প্রতীকার আছে কি না ?

২। উক্ত নাথ মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী ও নবদ্বীপ-বুড়াশিবতলার শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামীর প্রতি বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবানুগত ব্যক্তি-গণের কোনরূপ সম্বন্ধ রাখা উচিত কি না ?

৩। শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয় শ্রীমন্নিত্যা-নন্দ বংশোদ্ভূত কিনা, এ বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ। তিনি এই সন্দেহের নিবৃত্তি করিবেন কি না ?

৪। প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী শ্রীমন্মহা-প্রভুর মন্ত্রাদি স্বীকার করেন না। ইহা সত্য কি না ?

৫। উক্ত গোস্বামী মহাশয় মুসলমানকে শিষ্যত্বে স্বীকার করায় সদাচার-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন কি না?

আমরা নদীয়ার মুখপত্র 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে' এই সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা পাইয়াছি। নদীয়াপ্রকাশ লিখিয়াছেন,—সহর নবদ্বীপের শ্রীবাস অঙ্গনে ১০ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৩৮) ২৪শে মে (১৯২১) শুক্রবার দিবস সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় যে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, সেই সভায় সভাপতি মহাশয় ছদ্ম-বৈষ্ণবে ভক্তির কথা অবতারণা করিয়াছিলেন। সভাপতির উক্তি হইতে জানা যায়, 'ভজনকুটী'র বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস গোস্বামী মহারাজ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজী মহারাজ, চড়ার শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি যখন আদর্শ বৈষ্ণব বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মতে গৃহীত হন, তখন তাঁহাদের বৈষ্ণব-আদর্শকে 'বৈষ্ণবতা' না বলিয়া অন্যপ্রকার চিন্তা এবং বৈষ্ণবতাকে খর্ব্ব করা কোন মতেই সমীচীন নহে।

'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' আরও লিখিয়াছেন,—বৈষ্ণবের নিন্দাকারী জনগণ স্বাভাবিক কুরুচিসম্পন্ন এবং অন্যকে সত্য ও শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানকারী। বৈষ্ণবের পরমহংস-বেশে শিখা-সূত্র ও বৈধ দৈনন্দিন কার্য্যাদির আদর না থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের নিন্দা করিতে যাওয়া কোন মতেই সঙ্গত নহে। 'যোগীর সাধনা'র জন্য যদি সিদ্ধ পুরুষগণেরই মর্য্যাদা না থাকিল, তাহা হইলে সেইরূপ সাধনার সহিত বৈষ্ণবগণের কেন সম্ভব থাকিবে?

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ কুলিয়া নবদ্বীপের সভার বিবরণ-প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন, সভাপতি গোস্বামী মহাশয়ের কতকগুলি বাক্য সভাস্থিত ভক্তগণের বিশেষ আদরের বিষয় হইয়াছিল। সভাপতি সকল উদাসীন বৈষ্ণবদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—"উঠ উঠ আজি বৈষ্ণব গোসাঁই, এসেছে সুদিন তোদের আজ।" সভাপতি নিজের বৈষ্ণ জ্ঞাপন করিয়া বলেন, তাঁহারা গৃহস্থ; ভ্রম, প্রমাদ, করণা-পাটব ও বিপ্রলিপ্সাই তাঁহাদের বর্ত্তমানের বদ্ধমূল স্বভাব, কিন্তু বৈষ্ণবদিগকে আক্রমণ করা নিতান্ত কুরুচির পরিচয়।

এস্থানে নদীয়া প্রকাশ লিখিয়াছেন,—আমরা শাস্ত্র-বাক্য হইতে প্রমাণ করি যে, বৈষ্ণবনিন্দাকারী ব্যক্তির অধঃপতন ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গল নাই। শৈবযোগী কখনই কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগী বৈষ্ণবের মহিমা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। সুতরাং তাই বৈষ্ণব নিন্দা করিয়া বসেন। ঐরূপ নিন্দাবাদকে উদাসীনগণ সর্ব্বতোভাবে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন সত্য, কিন্তু তাহাতে সম্প্রদায়ের বিশেষ ক্ষতি হয়। শাস্ত্র বলেন, যাহারা বৈষ্ণবের নিন্দা করে, তাহারা সমস্ত পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত গৌরব-নরকে পতিত হয়। শৈবযোগী এ সকল কথা গোপন করিয়া যদি বৈষ্ণবের নিন্দা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কোনদিনই মঙ্গলের আশা নাই। শৈবযোগ-সাধনা ও ভক্তিযোগ-সাধনা এক নহে। শৈবযোগিগণের মনস্তুষ্টির জন্য নিরামক পণ্ডিত মহাশয় বৈষ্ণব-গোস্বামী-সভায় যে সকল বৈষ্ণব-নিন্দার প্রশ্রয় দেন, তাহাও আমরা ভাল বিবেচনা করি না। ভগবান্, সুদর্শন বা বৈষ্ণব কেহই বৈষ্ণবনিন্দা সহ্য করিতে পারেন না। এমন কি, মহাযোগী দুর্ব্বাসা ঋষি পর্য্যন্ত একদিন বৈষ্ণবের কোপানলে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু নিজ মাতার উদাহরণের অভিনয় দেখাইয়া অজ্ঞাতসারেও বৈষ্ণব-নিন্দা পরিত্যাগের আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। বৈষ্ণবনিন্দাকারিণী শৈবযোগ-সাধনার সহিত কখনই ভক্তিযোগ-সাধকগণ সঙ্গ করিবেন না।

'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' সভার বিবরণ উল্লেখ করিয়া আরও লিখিয়াছেন,—নবদ্বীপ সহরের উক্ত সভায় স্থির হইয়াছে যে, শাঙ্কর যোগিগণের পৃষ্ঠপোষক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী ও বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী বৈষ্ণব-নিন্দায় সহায়তা করায় তাঁহাদের সহিত বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবানুগত ব্যক্তিগণের কোনই সহানুভূতি রাখা উচিত নহে। এই মর্ম্মে অশীতি সংখ্যার অধিক বৈরাগী, মহান্ত, পূজারী, শাস্ত্রবিৎ, ব্রাহ্মণ, বাবাজী প্রভৃতি স্ব স্ব নাম স্বাক্ষরিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নকর্ত্তকের উত্তরমুখে একটী ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিয়াছেন।

নবদ্বীপ হইতে সভার বিবরণদাতৃগণ আরও জানাইয়াছেন, আনন্দ কিশোর দাস নামক এক বক্তা নবদ্বীপের উক্ত প্রকাশ্য সভায় বলেন যে, শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী যে সময়ে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোপীনাথবাগে সম্পত্তি ক্রয় করেন, সেই সময় দলিলে পণ্ডিত প্রাণগোপাল পিতার নামের শেষে 'দেবশর্ম্মা' উপাধি লিখিয়াছিলেন। তাহাতে দলিললেখক পণ্ডিত প্রাণগোপালকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি নিজের নামের পশ্চাতে 'গোস্বামী'-উপাধি লেখেন, কিন্তু আপনার পিতৃদেবের নামের পরে 'দেবশর্ম্মা'-উপাধি লিখিত হইল কেন? তদুত্তরে পণ্ডিত প্রাণগোপাল বলেন, আমার পিতৃদেব 'দেবশর্ম্মা'ই লিখিতেন। শ্রীযুক্ত আনন্দ কিশোর দাস নবদ্বীপের সভায় এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট জানান যে, যদি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রাণগোপালের পিতার নামের শেষে দেবশর্ম্মা উপাধিই থাকে, তাহা হইলে পণ্ডিত প্রাণগোপাল কিরূপে দেবশর্ম্মার পুত্র (জাতি)-গোস্বামী হইলেন? যদি আনন্দ কিশোর দাসের এই উক্তি যথার্থ হয়, তাহা হইলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয় তাঁহার জাতি-গোস্বামিত্বের কি কি সমর্থন সংগ্রহ করিয়াছেন? 'আচার ও আচার্য্য' গ্রন্থে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয় প্রশ্নের উত্তর দিতে উদ্যত হইয়া যেরূপ গোঁজামিল ও নিজ পক্ষের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়াছেন, সেরূপ দুর্ব্বলতা তাঁহার জাতি-গোস্বামিত্ব সমর্থনে প্রকাশিত হইয়া পড়িলে প্রাকৃত সাহজিক সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইয়া পড়িবে।

'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' নবদ্বীপ-সভার চতুর্থ প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর প্রদানমুখে বলিতেছেন";—সহর নবদ্বীপের শ্রীবাস অঙ্গনের ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের সভায় প্রশ্নকর্ত্তকের মধ্যে ৪র্থ প্রশ্নের আলোচনা-মধ্যে দেখা যায়, যে কতিপয় গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্র স্বীকার করেন না, সেই সকল গোস্বামী সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় বলিয়া তাঁহাদের সহিত-বৈষ্ণবানুগত সম্প্রদায় অভিবাদনাদি পরিত্যাগ করিবেন। সেই গৌরমন্ত্রবিরোধী গোস্বামিগণের অন্যতম না কি পণ্ডিত প্রাণগোপাল গোস্বামী। আমরা জানি না, পণ্ডিত প্রাণগোপাল কোন পক্ষে অবস্থিত। তবে প্রশ্নকর্ত্তকের উত্তরদাতৃ-বৈষ্ণবসম্প্রদায় উক্ত পণ্ডিত মহাশয়কে তাঁহার স্বীকারোক্তি না পাওয়া পর্য্যন্ত মন্ত্রবিরোধি-পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়াছেন। অবশ্য গৌরমন্ত্রবিরোধ করিলে তাঁহাকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজ হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় দেওয়াই কর্ত্তব্য। কেন না, গৌরদেবতায় যাঁহার বিশ্বাস নাই, তিনিই গৌরমন্ত্র বিশ্বাস করিতে পারেন না।

'নদীয়া-প্রকাশ' এই প্রসঙ্গে আরও লিখিয়াছেন,—"যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে অনিত্য কর্ম্মফলসাধ্য সাধক কিম্বা প্রচারকমাত্র মনে করেন, অথবা যাঁহারা ডাক্তার দীনেশ বাবুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীগৌরমন্ত্রের বিরোধি-পক্ষ অবলম্বন করেন, শ্রীগৌরাঙ্গদেবে দেববুদ্ধি-রহিত সেই সকল ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে 'শ্রীচৈতন্যদেব' বলিতে কুণ্ঠিত হন। দেবমাত্রেরই মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্রের দ্বারা সেই দেবতার পূজা হয়। যাঁহারা আধ্যক্ষিক বিচারে স্বীয় মননানুষ্ঠানের প্রয়োগ করেন, তাঁহারাই গৌরমন্ত্র-বিমুখ। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী তাঁহাদিগকে দিতির গর্ভজাত সম্প্রদায় ও ঐ সম্প্রদায়ের স্থাপক বলিয়া বিচার করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ কেহই গৌরমন্ত্র-বিরোধ করিয়া দিতির গর্ভে প্রবিষ্ট কিংবা দিতির গর্ভজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইবার বাসনা পোষণ করেন না।"

এতৎপ্রসঙ্গে দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ আরও লিখিয়াছেন, —কয়েকবারই গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলে গৌরবিদ্বেষী ও গৌরভক্ত সমাজে গৌরমন্ত্র লইয়া নানাপ্রকার গোলমাল ও আলোচনা উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সকল বাগ্‌বিতণ্ডার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায়, কুকর্ম্মনিরত এবং সৎকর্ম্মনিরত স্বার্ত্তবিশ্বাসপোষণকারী কতিপয় গৌরবিমুখ ব্যক্তি প্রচ্ছন্ন গৌরবিদ্বেষ-বুদ্ধি হইতে কপটতা-ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দেবপর্য্যায় হইতে বিচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে এবং নিজ কুমতবাদ প্রচারের বাসনায় গৌর-মন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই। যাঁহারা গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত নহেন অর্থাৎ যাঁহাদিগের মনন-ক্রিয়া গৌরসেবার বিরোধিচেষ্টা-সম্পন্ন, সেইসকল ব্যক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের দেবত্ব, নিত্যত্ব, শ্রীগৌরমন্ত্রের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে কংস, জরাসন্ধ, অঘ, বক, পূতনা, প্রলম্বাদির

স্মার্তসম্প্রদায় জানিয়া আমরা তাঁহাদের আকস্মিক দর্শনে বৈষ্ণবচরণোদকে সকলে স্নান করিয়া পবিত্র হইব।

'নবীন-প্রকাশ' আরও লিখিয়াছেন,—শ্রীবামোদর-স্বরূপ শ্রীগৌড়ীয়গণের মূলপুরুষ আদি আচার্য্য। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয় স্বরূপ। সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণব তাঁহারই আশ্রিত। কেবল মায়াবাদী ও বৈষ্ণববিদ্বেষী স্মার্তসম্প্রদায় গৌরবিদ্বেষ সংরক্ষণে ব্যস্ত হওয়ায় তাঁহারা চরণে অপরাধী। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেই শ্রীবামোদর স্বরূপের বাক্য আশ্রয় করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে গৌড়ীয়গণের উপাস্য বস্তু শ্রীগৌরসুন্দরকে অখিল রসেন্দ্রনন্দন বলিয়া জানাইয়াছেন। সুতরাং যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব শ্রীল দামোদর স্বরূপ ও তদনুগ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের বিরোধী হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর অবতার মাত্র বলিবেন, তাঁহাদের বুদ্ধি পরিমিত জানিতে হইবে। যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরকে 'আচার্য্য' ও 'গুরু' মাত্র বলিবেন, তাঁহারা মায়াবদ্ধ জীব। তাঁহাদের মায়াবদ্ধাবস্থা বিদূরিত না করিয়া কখনও শ্রীগুরুদেব তাঁহাদিগকে গৌরমন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন না। যাঁহারা শুদ্ধ গৌড়ীয়বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিত না হইয়া মায়াকিঙ্কর স্মার্তগোপালকে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই শ্রীগৌরমন্ত্রে আস্থা নাই। সুতরাং তাঁহাদের গৌরমন্ত্রের বিরোধ করিবার কুতর্কের অভাব হইবে না। কিন্তু গৌরমন্ত্রবিরোধী, গৌরোপাসনারহিত অনভিজ্ঞকে কখনও "গৌড়ীয়" বলা সাজে না। যদি তাঁহারা গৌরমন্ত্রে অদীক্ষিত থাকিয়া আপনাদিগকে বলপূর্ব্বক 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' বলিবার অভিনয় করেন, তবে তাঁহাদিগকে নির্ব্বিশেষবাদ-মন্ত্রে দীক্ষিত বিকায়ী বিষ্ণু বা সূর্য্য, শক্তি, গণেশ ও রুদ্রের উপাসকেরই অন্যতম জানা যাইবে।

'নবীন প্রকাশ' আরও লিখিয়াছেন,—শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়াছিলেন শ্রীল রামানন্দ রায়। তিনি তাঁহার রাধা-কৃষ্ণমিলিততনু দর্শন করিয়াছিলেন। যদি তাঁহার কৃষ্ণমন্ত্রে পূজা হয়, তাহা হইলে শ্রীরাধামন্ত্রে উপাসনার অভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের পূজায় অসরলতা প্রবেশ করিয়াছে জানিতে হইবে। আর রাধাকৃষ্ণ যুগলমন্ত্রে তাঁহার উপাসনা করিলেও যথাকালে ঐ পদ্মলোচনত্বের কৃষ্ণ ও চম্পকাভ-বর্ণপ্রাপ্তির অপত্তি উৎপাদন করিবে। শ্রীল রূপ-গোস্বামিকথিত চতুর্থ্যন্ত পদ ও নমঃ-শব্দের যোগে গৌর-মহামন্ত্র আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই। শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন ও জগন্নাথসুন্দরকে চতুর্থ্যন্ত পদ ও নমঃ-শব্দের যোগে প্রণাম করিয়া ভাগবতের প্রারম্ভেই গৌরমন্ত্রের কীর্ত্তন করিয়াছেন। যেখানে সেই মন্ত্র প্রণবপুটিত নাই, তাহাই কীর্ত্তনীয়। আর যেখানে প্রণব বা বীজপুটিত আছে, তাহাই জপ্য মন্ত্র। শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায়ে চিরদিনই এই মহামন্ত্রের কীর্ত্তন হইয়া থাকে। ওঁকার বা বীজসম্পুটিত এই মহামন্ত্র সর্ব্বত্র জপ্য, ইহাতে অধিকার বিচার নাই। যেখানে অধিকার বিচার হয়, সেখানে শ্রীগুরুমন্ত্রের উপযোগিতার বিচার আছে। কিন্তু শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নামে আমরা এ জাতীয় বিচার করিতে উপদিষ্ট হই নাই।

গৌরদেবতার শক্তি বিচারে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত অন্যতম। তচ্ছিষ্য শ্রীগোপাল গুরু এবং তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র। শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের পরম্পরা-রীতিতে গৌরমন্ত্রে গৌরোপাসনার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণবই ধ্যানচন্দ্রের পদ্ধতি স্বীকার করিতে বাধ্য। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ গৌরমন্ত্রের দ্বারা গৌরপূজার বিধি শ্রীল গোপীনাথ পূজারীকে উপদেশ দিয়াছেন। তদনুসারে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীগোপীনাথ পূজারীর বংশে আজও গৌর-মন্ত্রের বিশেষ আদর দৃষ্ট হয়। তবে গৌরনাগরী প্রভৃতি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন তোপিসম্প্রদায়ের যে গৌরমন্ত্রাদির পক্ষপাত প্রবণ, উহা কেবল তাহাদের ভজনরাহিত্যের আনুষঙ্গিক অজীর্ণোপসর্গ মাত্র। তজ্জন্যই তাঁহারা অপৌরুষেয়পরাধীন ব্যক্তিমাত্রকে গৌরবিরোধী না জানিয়া গৌরভক্ত বলিয়া সম্বন্ধ করিতে বাসনা করেন। উহারা সাধন সম্প্রদায়বিহীন, সুতরাং গৌরমন্ত্রের যথার্থ স্বরূপ ও রহস্য অগত নহেন।

নবদ্বীপ-সহরের পূর্ব্বোক্ত সভায় যে এক প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর প্রাচীন নবদ্বীপের শ্রৌত-বার্ত্তাবহ দৈনিক নবীন-প্রকাশে এইরূপভাবে বাহির হইয়াছে ;—পণ্ডিত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয় জনৈক

মুসলমানকে শিষ্যত্বে স্বীকার করায় নবদ্বীপের গোস্বামী, পণ্ডিত, বৈরাগী, মহান্ত প্রভৃতির ব্যবস্থাপত্রে উক্ত পণ্ডিতের ঐরূপ কার্য্যকে সম্পূর্ণ সদাচারবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে নদীয়া-প্রকাশ লিখিয়াছেন,—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল গোস্বামী মহাশয় যদি কাহাকেও মুসলমান ধর্ম্মে অবস্থান করাইয়াই গুরুর কার্য্য করিয়া থাকেন এবং ঐ ব্যক্তিকে বিষ্ণুভক্তির উদ্দেশে উন্মুখ করিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে গোস্বামী মহাশয়ের কার্য্য সম্পূর্ণ সদাচারবিরুদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। যদি কেহ বৈষ্ণববিরোধী ব্রাহ্মণনামধারীর বৈষ্ণববিরোধ-প্রবৃত্তি বিদূরিত করিয়া শিষ্য করিতে না পারেন এবং তাহাকে বৈষ্ণবার্চ্চন শিক্ষা না দিতে পারেন, তাহা হইলে সেইরূপ গুরু ও শিষ্য উভয়েই বৈষ্ণব-নামের যোগ্য হইতে পারেন না। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। তখন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে সবিশেষ নারায়ণ-উপাসনার প্রবৃত্তির উদয় হয়। ইহাকেই শ্রীহরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণবতা বলেন।

দিব্যজ্ঞানের উদয় না হইলে শৌক্র-জন্মগত দোষ অপসারিত হয় না, তিনি কখনও বৈষ্ণব হইতে পারেন না। যাঁহারা পুণ্যময় ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব, পাপময় শূদ্রত্ব এবং অন্ত্যজত্বকে বৈষ্ণবতা বলেন, সেইরূপ পাপী ও পুণ্যাভিমানী কোনদিনই বৈষ্ণব হইতে পারেন না। পুণ্যময় ব্রাহ্মদোষ, ক্ষাত্রদোষ, বৈশ্যদোষ, পাপময় শূদ্রদোষ এবং অন্ত্যজদোষ পরিমার্জ্জিত না হইলে বৈষ্ণবতার সম্ভাবনা নাই। আবার যেখানে শাস্ত্রবর্ণিত পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণতাকে বৈষ্ণবতা হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে, সেখানেও বৈষ্ণবাভিধানের কোন মূল্য নাই।

'নদীয়া-প্রকাশ' আরও লিখিয়াছেন, নিম্নিখিত-শ্রেণীর ৩৬ জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সমাজের লোক যদি তাঁহাদের নিজ নিজ সামাজিক বিধানকে 'বৈষ্ণবতা' মনে করেন, তাহা হইলে উঁহাদিগকে কেহই বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিবেন না। শাস্ত্রে যোগিগণের পক্ষের নিয়ামক মহাশয় যদি শাস্ত্রে যোগীদিগকে তাহাদের সমাজে বাস করাইয়া ঐরূপ কার্য্যকে বৈষ্ণবতা বলিয়া প্রচার করেন, তাহা হইলে তাঁহার মতে মুসলমানকে মুসলমান রাখিয়াও দীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ঐরূপ অবৈধ কার্য্যকে বৈষ্ণবগণ সদাচারবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় মাষ্টার কৃষ্ণদাস মহান্ত সংযোগী বৈষ্ণবসমাজ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহাতে তিনি তাঁহার সহযোগিগণের সহিত অভিমত প্রকাশ করেন যে, তিলি, মালী, তামুলি, গোপ, নাপিত, ধোপা, কামার, কুমার, শেউনী এই নবশাখ জাতির সামাজিক বৃত্তি যখন বৈষ্ণবতা নহে, তখন যাঁহারা শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদের সৎক্রিয়াসারদীপিকার পদ্ধতি অনুসারে একান্তভাবে সমাজ গঠন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত নবশাখদিগকে 'বৈষ্ণব' বলা যাইবে না। এমন কি, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ বর্ণগণকেও একান্তভাবে হরিভক্তি প্রচার করিতে হইলে বৈষ্ণবস্মৃতির অনুগমন করিতে হইবে এবং তাঁহারা বৈষ্ণবদিগকে অসম্মান করিতে পারিবেন না।

যাঁহারা বিষ্ণুভক্তির কোন সন্ধানই রাখেন না, সেইরূপ ব্যক্তিগণ পূর্ব্বপুরুষের দোহাই দিয়া যে বৈষ্ণবাভিমান করেন, উহার মূল্য অতি অল্পই। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে দীক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুপূজারত হন, তাঁহাদের পারমার্থিক বিচার কখনই বৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তের বিচারের অধীন হওয়া উচিত নহে। তাঁহারা সর্ব্বথাই বৈষ্ণবস্মৃতি শিরে ধারণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন; নতুবা দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় তাঁহাদের বৈষ্ণবতার সজ্জা বলিয়া পড়িবে।

যাহার যে জাতি, সেই জাতির বাহাদুরীকে বিষ্ণুভক্তি বলিয়া প্রচার করিতে উদ্যত হইয়া মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় জন্ম বা বর্ণের নিত্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক শার্ঙ্গধরপদ্ধতি-প্রভৃতি আধিকিকী বিদ্যায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। জাতির নিত্যত্ব স্বীকার করিলে একরাম খাঁরও ব্রাহ্মণতার নিত্যত্ব প্রমাণিত হয়। তর্করত্ন মহাশয়ের জাতি-নিত্যত্বের বিচারে খাঁ মহাশয়গণের জাত্যন্তর হয় নাই জানিতে হইবে, রেভারেণ্ড কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বর্ণান্তরিত হন নাই বিচারিত

হইবে। মহাপ্রভুর বিরোধী মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের বৈষ্ণববর্ম্ম বিরোধের অনুসরণে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী যখন ইহজন্মেই "দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্", "সংস্কারনিমিত্তত্বেনৈব বর্ণেন বিনিশ্চিতের নতু জাতিনিমিত্তম্" প্রভৃতি অসদ্‌গুরু বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বাক্য স্বীকার করেন না, তখন তিনি জাতির নিত্যত্ব বিচারে শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরকে সুবর্ণবণিক্ কুলোদ্ভূত বেতারেও লালবিহারী দে মহাশয়ের পণ্ডিত সমজ্ঞান করিতে যাইবেন। কারণ, যেরূপ উদ্ধারণ ঠাকুরের বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণে নিত্যজাতি পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তদ্রূপ বেতারেও লালবিহারী দে মহাশয়ের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণে তাঁহার নিত্য-জাতিত্বের ব্যাঘাত ঘটে নাই; সুতরাং উভয়েই সুবর্ণ-বণিক্ রহিয়া গিয়াছেন। এরূপ বিচার শ্রীঅদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মহাপ্রভু বা তদনুগত গোস্বামিগণের বিচার নহে। ইহার প্রমাণ তাঁহাদের চরিত্রে ভূরি ভূরি দৃষ্ট হইবে। বৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তের তোষামোদ করিতে গিয়া যে-সকল বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি বিপথগামী হন, তাঁহাদিগের অধিক বহিয়া গান করিতে না পারিয়াই আজ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় আক্রমণের পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন।

বাবাঠাকুরের সন্তানসন্ততিগণও হিতবাদের নামে 'কায়স্থী-বৈষ্ণবতা' প্রচারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। মা-গোসাঞি বাড়ীর শিক্ষাগুরুর বিদ্যাভূষণ ঘোষ মহাশয়ও যে বৈষ্ণব-পরিচয় আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, তাহাতেও 'কায়স্থী-বৈষ্ণবতা' আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। জামনঘাটের কবিরাজ সুরেন্দ্র গোস্বামীর অনুজনগণ যে বৈষ্ণবতার অভিমান করিতেছেন, তাহাতেও 'বহ্নি-বৈষ্ণবতা'র প্রচার হইতেছে। এই সকল জাতীয় বাহাদুরী বৈষ্ণবতা নহে, দেহাভিমানজনিত অনর্থমাত্র। বৈষ্ণব হইতে হইলে সদাচারী হইতেই হইবে। ব্রাহ্মণের সদাচার ও বৈষ্ণবের সদাচারের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; তবে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ কর্ম্মনিষ্ঠা-প্রাবল্যে ব্রাহ্মণতা সংরক্ষণে অযোগ্য হইয়া পড়েন। তখন তিনি আপনাকে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মমর্য্যাদা স্থাপনে ব্যস্ত হন। বিষ্ণুভক্তই ব্রাহ্মণ, আর বিষ্ণুর অভক্তদেবাধিকারের পূজক সম্প্রদায় বিকারী বস্তুর পূজা করায় নির্ব্বিকার ব্রহ্মণ্য হইতে পার্থক্য লাভ করেন, ইহাই বিষ্ণুভক্তিরহিত ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্য।

'নদীয়া প্রকাশ' আরও লিখিয়াছেন, বিষ্ণুভক্তি থাকা কালে বৈষ্ণবকে স্মার্ত্তবিধানে পতিত করিয়া উদ্ধার করা পতিত পাবন গোস্বামিগণের কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা না করিতে পারিয়া তাঁহারা যদি স্মার্ত্তবিধানে পতিত হন এবং আপনাদিগকে বর্ণ-ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর অন্তর্গত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পতিতপাবনের পরিবর্ত্তে নিজেরাই পতিত থাকিয়া গেলেন। বৈদ্য, ক্ষত্র, যোগী বা অন্যান্যের 'ব্রাহ্মণ থাকিবার অভিমান পতিত ব্রাহ্মণা-ভিমান মাত্র।

পতিত জীবের পাণ্ডিত্যনিরসন করিতে যত্নবিশিষ্ট হইলে ব্রাহ্মণও সঙ্গে সঙ্গে পতিত হন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার অধস্তনগণকে পাণ্ডিত্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে পতিতপাবনলীলার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পতিতোদ্ধারণ-কার্য্যই দ্রষ্টব্য বিষয়। আর কর্ণের কুহকে পড়িয়া পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দের অধস্তন-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী কর্ণকড়ঙ্কার্ত্তনসমাজে ক্রিয়াকলাপ চালাইবার জন্য যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন, উহা দ্বারাই তাহাদিগকে পাঞ্চেমবতগামী ব্রাহ্মণগণ হীনদৃষ্টিতে দর্শন করিবার সুযোগ পাইতেছেন। তাঁহারা যদি নিজ আত্মমর্য্যাদা দর্শন করিয়া কোনদিন স্মার্ত্তের কবল হইতে উন্মুক্ত হইতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের সমাজ শ্রীবাঘনাব্রাহ্মণ বা শ্রীরামাইয়ের ব্রাহ্মণসমাজের ন্যায় একদিন উন্নত হইতে পারিবে—বর্ণ-ব্রাহ্মণতার গ্লানি বিদূরিত হইবে।

'নদীয়া-প্রকাশ' উপসংহারে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন,—আমরা নবদ্বীপ-সভার সভাপতি গোস্বামী মহাশয়ের বৈষ্ণবের পক্ষ গ্রহণ এবং নির্ভীকভাবে বৈষ্ণবের পক্ষ সমর্থন করিতে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। বৈষ্ণবানুগত মহোদয়গণ হুংসঙ্গ-পরিবর্জ্জন বাসনায় তাঁহাদিগের পূজ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোপাল গোস্বামী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ

পরিত্যাগ করিতে যেরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহাতে সাম্প্রদায়িক কলঙ্ক বিদূরিত হইবার আশায় উষা আমরা লক্ষ্য করিতেছি। এই আশা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রাতাত্তিক বালার্কিরণ যেদিন গৌড়মণ্ডলবাসীর প্রত্যেকের নয়ন-পথের পথিক হইবে, সেইদিনই জানিব যে, গৌড়ীয়গণ পরমার্থ-পথে অগ্রসর হইবার জন্য নিজ নিজ অধিকার বুঝিয়াছেন। নতুবা কেবল নামে 'গৌড়ীয়' হইলে চলিবে না। যে শুভদিনে গৌড়ীয়গণের আচার জগতের 'পরমপূত সদাচার' বলিয়া প্রচারিত হইবে, সেই শুভদিনের জন্য আমরা সোৎসাহে প্রতীক্ষা করিতেছি।

গৌড়ীয়মাত্রেই উপলব্ধি করেন, 'নদীয়া-প্রকাশ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্রিতজনগণের একমাত্র পরমবন্ধু। 'নদীয়া-প্রকাশ' অদ্বৈতবংশেরও হেয়কারী। 'নদীয়াপ্রকাশ'-প্রভাকরের কিরণ মাধ্যাহ্নিক গগনে আলোক প্রদান করিলে জীবের তমিস্র অপসারিত হইবে, যক্ষ রক্ষ-পিশাচগণের বৈকবনিন্দারূপ তাণ্ডব নৃত্যের আদর কমিয়া যাইবে। তখন প্রচ্ছন্ন শাঙ্করযোগি-সম্প্রদায়ের কথা ভাগবতের কথা বলিয়া আর লোকবঞ্চনা করিতে পারিবে না। তখন কৃষ্ণসম্বন্ধ শাঙ্করযোগপ্রভাব পরিমুক্ত হইয়া শ্রীমদ্ভক্তের ভক্তগণের আনন্দ বিধান করিতে থাকিবে।

ধুবড়ীতে প্রভুপাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৩ সংখ্যার পর)

শাস্ত্রী—হাঁ, ভক্তিই কলিযুগের সহজ ধর্ম।

প্রভুপাদ—ভক্তি কলিযুগে কেন, সার্ব্বকালিক, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্মই—'ভক্তি'। কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি নৈমিত্তিক প্রস্তাবিত ধর্ম্ম মাত্র। তাহা জীবের সহজ বৃত্তি নয়। ভক্তি মুক্তপুরুষগণের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম। আর বদ্ধজীব তা'দের বদ্ধাবস্থায় অনর্থগ্রস্ত হ'য়ে যে সকল ধর্ম্মের প্রস্তাব করে, তাহাই কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ ও ব্রত। আপনি ত' ভাগবতে জেনেছেন,—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥" *
ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥ †

'যা যা'='যাহা নহে'='মায়া'। আর 'যাহা হয়' = তাহা ভগবান্, Positive Something, ভগবদ্বহির্ভূতা বা Negative Idea='মায়া'। Positive, Personal God এর সঙ্গে মায়ার ধারণা-সংযোগেই অহংগ্রহোপাসনা। আমি যে সময় ভগবানের সেবক ব'লে বুঝ্‌তে পারি,

---

* ব্রহ্মানন্দ-সমষ্টি এবং ব্রহ্মচিন্তায় মুনিগণ শ্রোত্রাদ্যুক্ত হইয়াও অমিত বিক্রম শ্রীহরির কলাভিনিবেশরহিত বিজয় ঘোষণা করিয়া থাকেন, কেননা ভগবান শ্রীহরি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন যে, তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

† ভক্তিযোগপ্রভাবে অমল মন সমাধিরূপে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব দেখিলেন, অংশ ও স্বরূপ শক্তিসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিতভাবে আশ্রিতা মায়াকে দর্শন করিলেন। সেই মায়ার যাহা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জীব সম্বন্ধে এই ত্রিগুণাত্মক জড়াতীত হইয়াও আপনাকে জড়দেহ ও মনোবুদ্ধি জ্ঞান করে, তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিধানজাত কর্ত্তৃত্বাভিমুখে সংসার-বাসনা লাভ করে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সংসার-ভোগ-দুঃখ নিবৃত্ত হয়, দর্শন করিলেন। এই সমুদয় দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত নামক পারমহংসীসংহিতা রচনা করিলেন। যে পারমহংসীসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয়।

তখনই মায়ার সেবায় আকৃষ্ট হই না। আর যতক্ষণ ভগবৎসেবকাভিমানে প্রতিষ্ঠিত না হই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা না আসে, ততক্ষণ বোধাভাসে জগৎ দেখি, তখন আর 'ঈশাবাস্য' জগৎ দর্শন হয় না। তখন প্রভুত্ব ব'লে একটা মেজাজ মাথায় ঢুকে পড়ে। পরস্পরোপজীবী হ'য়ে ছাগল, বুরগী, মাছ মানুষে যাই অথবা নদীর জল, গাছের ফল, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে থাকি। যখন বিজ্ঞান উপস্থিত হবে, তখনই বুঝতে পারবো, ইন্দ্রিয়গুলি Delegated power (প্রতিনিধি অধিকারে প্রাপ্তশক্তি) মাত্র। আমার ভোগের প্রবৃত্তি—দুর্বুদ্ধি কেটে যেতে পারে একমাত্র দিব্যজ্ঞানের দ্বারা। কাম-ক্রোধ-মোহ-লোভ-মদ-মাৎসর্য্যে পণ্ডিত professor class (প্রচারক শ্রেণী) এর নিকট যাব না। তা' হ'লে কখনই দিব্যজ্ঞান লাভ করতে পারবো না। আমার যে nature (স্বভাব), তাহা এই বিকৃত প্রতিফলিত জগতে এসে ভুলে গিয়েছি।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥*

শাস্ত্রী—হাঁ, আমাদের ভগবৎস্মৃতিই সর্ব্বদা দরকার। "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।"

প্রভুপাদ—ভগবানকে যে মুহূর্ত্তে ভুলে যাবো, সেই মুহূর্ত্তেই I am an acquisitionist. I plunge myself to acquire land, knowledge, money and so on (অর্থাৎ আমি একজন অভাবগ্রস্তবাদী বা সংগ্রহকারী হ'য়ে পড়ি। আমি তখন ভূমি, বিদ্যা, অর্থ প্রভৃতি অসদ্ব্যবহারপূর্ব্বক প্রাকৃত দ্রব্য সংগ্রহের জন্য আমার মনঃ, প্রাণ ঢেলে দি)। তা'হলে improper use হবে এবং আমার নিজ চেতনধর্ম্মে indiscretion এসে যাবে (অর্থাৎ আমার চেতনধর্ম্মের অসদ্ব্যবহার এবং তাহাতে অবিচার এসে যাবে); তখন আমি অধিরোহবাদী হ'য়ে জগতের বস্তু সংগ্রহে ব্যস্ত হব।

শাস্ত্রী—'অধিরোহবাদ' বলতে কি লক্ষ্য করেন?

প্রভুপাদ—'অধিরোহবাদ' বলতে রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধবার নীতি। সেইরূপ uphill work is the most puzzling task. শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ uphill work বা রাবণের 'স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধা' নীতি পরিত্যাগ করতে বলছেন।

শ্রেয়ঃস্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাম্ ॥*
যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥†

একটা হচ্ছে নঠন যোগাড় ক'রে গায়ের জোরে রাত্রিরে সূর্য্য দেখতে যাওয়ার চেষ্টা, আর একটা হচ্ছে অরুণোদয়ের সাধনা ক'রে সূর্য্যরশ্মিতে সূর্য্য দেখা। শ্রেয়ঃকামী হ'লেই আমাদের আরোহবাদী হ'তে হবে, জ্ঞানের প্রয়াস, যোগের প্রয়াস, কর্ম্মের প্রয়াস করতে হবে। আরোহবাদের চেষ্টাটা সর্ব্বদাই অসম্পূর্ণ থাকবে। বিশ বছরের সভ্যতা বা অভিজ্ঞতা একশো বছরের সভ্যতা-অভিজ্ঞতার কাছে ক্ষুদ্র মনে হবে। আবার দু'শো বছরের সভ্যতা-অভিজ্ঞতার কাছে আরও অসম্পূর্ণ ও ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ প্রমাণিত হবে, হাজার বছরের সভ্যতা-অভিজ্ঞতার কাছে দু'শো বছরের সভ্যতা-অভিজ্ঞতা একেবারে বাতিল হ'তে পারে। কাজেই আরোহবাদের রাস্তা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অনুসরণ করেন না। (ক্রমশঃ)

* শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি তাঁহার দাসত্বের অভাব অর্থাৎ অসদ্ভাব বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ স্মরণে অভক্তোচিত শুচি এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত শ্রেষ্ঠভক্তি লাভ হয়।

* যে বিভো। ভয়নিবারণস্বরূপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ জলাশয় হইতে নির্ম্মল সলিল প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি হইতেই মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি হইলে জ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া থাকে, তাহার জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল ধান্যতাদি তুষ (খোসড়া) হইতে তণ্ডুল পাইবার জন্য তাহাতেই আঘাত করে, তাহাদের যেমন কেবল কষ্টই সার হয়, তদ্রূপ ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবলজ্ঞান লাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্রই সার হইয়া থাকে।

† হে পদ্মলোচন। আপনার ভক্ত ব্যতীত অন্য যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা সমধিক অত্যন্ত দুষ্কর-সাধনের ফলে জীবন্মুক্ত বোধ করিলেও আমাদিগকে আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অবিদ্যার জীবাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

আমি ভাবি না

প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রাচীন রাজধানীর রাজপথে বৃদ্ধা ভাগীরথীর উপকূলে এক মহাসংকীর্ত্তনমণ্ডলীর অগ্রণীরূপে এক জ্যোধপরিমণ্ডলতনু অরুণবসন ত্রিদণ্ডধৃক্ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে মহাগাম্ভীর্য্যাদ্যুতির সহিত নগর ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলাম। সেই মহাপুরুষের সহিত এই আমার প্রথম বা দ্বিতীয় দর্শন। সংখ্যাবিচারে প্রথম ও দ্বিতীয়—দুইটী পরস্পর পৃথক্। তবে প্রথমের বিরুদ্ধে 'দ্বিতীয়' বলিবার কারণ এই যে সেই মহাপুরুষের তদানীন্তন দর্শনে হৃদয়ে একটী প্রাক্তনী স্মৃতির উদয় করাইয়াছিল। মহাপুরুষকে দর্শন করিবামাত্র মনে হইল, ইঁহাকেই যেন আরও কয়েকবৎসর পূর্ব্বে নীলাচলে নীলাম্বুধির কূলে সাতাসন ও ঠাকুর হরিদাসের সমাধির নিকট সংকীর্ত্তন-মণ্ডলীমধ্যে দর্শন করিয়াছি। নীলাম্বুধির কূলে দর্শনকে 'প্রথম দর্শন' বিচার করিলে বৃদ্ধা ভাগীরথীর কূলে দর্শনকে 'দ্বিতীয় দর্শন' বলা যাইতে পারে।'

উক্ত দর্শনদ্বয় সংকীর্ত্তন-মণ্ডলীর মধ্যে হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম দর্শনে সেই মহাপুরুষের সহিত কোন বাক্যালাপ হয় নাই। বাক্যালাপ না হইলেও সেইমুহূর্ত্তে হৃদয়ে যেন একটা ভাবী মহাভাগ্যগঠনের উদ্বোধন-শ্রুতি করুণ সুরে বাজিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানীতে সংকীর্ত্তন-মণ্ডলীর মধ্যে যখন সেই অভিনব্য প্রভাববর্ষণকারী মহাপুরুষকে দর্শন করিলাম, তখন সেই সংকীর্ত্তনে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার অনুগমন এবং শ্রীনামসংকীর্ত্তনের অনুক্রমী-রোলে উন্মত্ত হইয়া রাজধানীর প্রসিদ্ধ জনপল্লীগুলি পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। শ্রীনগর-সংকীর্ত্তন সমগ্র জনপদগুলিকে কীর্ত্তন-বন্যায় প্লাবিত করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে 'নবাবপুর' নামক একটী রাজপথের সম্মুখস্থিত বৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই অট্টালিকাটীতে পূর্ব্বে ছাত্রাবাস ছিল, সেই সময় শূন্য পড়িয়াছিল। সংকীর্ত্তনমণ্ডলী সেই অট্টালিকার ত্রিতলে প্রশস্ত উন্মুক্ত স্থানে উপস্থিত হইলেন। সংকীর্ত্তন পূর্ণ হইল। আমাদের দৃষ্টি তখন সেই অমিততেজস্বী মহা-পুরুষের পাদপদ্মে নিবদ্ধ। তাঁহার শ্রীমুখ-বাণী শ্রবণের জন্য চিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত; কিন্তু আমাদের কোন প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বেই সেই কৃপাবৃত্তি মহাপুরুষই একটী শ্লোক উচ্চারণ করিলেন, যে শ্লোকটী শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিবার সময় পূর্ব্বে কোনও দিন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। সেই শ্লোকটী এই;—

"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

(ভাঃ ১১।৯।২৯)

তখন আমরা সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ করিয়াছি। হৃদয়ে অনেক নবাঙ্কুরিত আশা ভরসা দুনিয়ার দ্বার আমাদের কাছে তখন উন্মুক্ত। আমরা যে কোন দ্বারে প্রবেশ করিয়া পুরজনের পুরীষ্য প্রভু হইব,—এই আশায় অরুণোদয়ে তখন আমাদের চিত্ত অনুরঞ্জিত। সেই সময়ে ঐ শ্লোকটী সর্ব্বপ্রথম আমাদের শ্রুতিগোচর হইল এবং হৃদয়ে এক মহা-আবর্ত্তের সূচনা করিল।

হৃদয়ে যে আলোড়নের অঙ্কুর উদ্গম হইল, তাহা স্থির থাকিতে দিল না। তৎপরদিবসই পুনরায় সেই অদৃষ্টরীতি মহাপুরুষের দর্শনার্থ চিত্ত ব্যাকুল হইল। প্রাতঃকালে তৎসমীপে উপনীত হইয়া শুনিতে পাইলাম, তিনি তাঁহার নিজ শ্রীমন্ত্র লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—"এই দেহ ক্ষণভঙ্গুর, আমরা শীঘ্রই এই জগৎ হইতে চলিয়া যাইব; সুতরাং অনিশ্চিত যে কয়েক মুহূর্ত্ত আছে, তাহা একমাত্র মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইলেই আমাদের অনন্তকালের জীবন-বীমা করিবার সুবুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইবে।"

তখন ভাবিয়াছিলাম, ঐরূপ উক্তির বক্তা তাঁহার নিজ দেহসৌখ্যের অভাবনিবন্ধনই ঐরূপ বলিতেছেন। কিন্তু আমরা ত সেরূপ নহি, আমরা নবীন যুবক, আমাদের সম্মুখে নবীন জগৎ—আমাদের হৃদয়ে নবীন আশা—প্রাণভরা নবীন পিপাসা। পরবর্ত্তিকালে সেই মহাপুরুষের বাণীতে শুনিয়াছিলাম, হরিগুরুবৈষ্ণবের দেহসৌখ্যের অভাব নাই। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের অবিরুদ্ধরূপেই অন্ত আমরা—আমাদের দেহের—আশার—পিপাসার—অভিমানের—অহঙ্কারের ক্ষণ-ভঙ্গুরতা, অকিঞ্চিৎ-

ভক্তা প্রচারের জন্যই হরিগুরুবৈষ্ণবের ব্যবহারিক দুঃখের অভিনয়। পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যভাগবতের পাতা অনেকবার উল্টাইয়াছিলাম এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভাষা অতীব সরল মনে করিয়া 'তাহার সমস্ত অর্থ বুঝিয়া ফেলিয়াছি ও বুঝিতে পারি',—এই অভিমানে প্রমত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতের অর্থ সেইদিনই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, যেদিন শ্রীচৈতন্যসরস্বতী শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের কথা জ্বালাময়ী ভাষায় বলিয়াছিলেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ॥
বিষয়ান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা, কুল, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥"

আজ দেখিতে দেখিতে নয় বৎসরকাল অতীত হইয়াছে। কাল তাহার বিকট দেখাইয়া জগতে অনেক পরিবর্ত্তনতা-পংক্তির মালিকা রচনা করিয়াছে। অনেক দিন-যামিনী, অনেক সায়ং-প্রাতঃ, অনেক শিশির-বসন্ত কালচক্রের নেমির উপর ছিন্নবাজী খেলা খেলিয়াছে। কত লোক আসিল, কত লোক চলিয়া গেল, কত ইষ্ট-বন্ধু-স্বজন, কত যোগী-তপস্বী-ঋষি, কত সাধক-সিদ্ধি-সাধনা, কত ভাব-বিভাব-ভাবনার পরিবর্ত্তন, উত্থান, পতন হইল। কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্ত্তনতার প্লাবনের মধ্যে নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়, অচল, অটল, হিমাচলের ন্যায় সুদৃঢ়, সাবন্ধ, সাপ্রতিষ্ঠিত দেখিলাম একজনকে, যিনি নিজের এক অপরিবর্ত্তনীয় রাগিনীতে সেই পরিবর্ত্তনতার গীতি গাহিতেছেন,—

"তূর্ণং যতেত ন পতেদয়মুত্তমা যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

নয় বৎসর পূর্ব্বে এই কথাটী তত গুরুতরভাবে ভাবি নাই। কিন্তু এত রাশি রাশি কৃপা-কণামৃত সম্পাতের পরও যদি সেই কথাটী না ভাবি, তাহা হইলে আর ভাবিব কবে?

নয় বৎসর পূর্ব্বে হরিকথায়, হরিসেবায় যে নবীন অনুরাগটুকুর আভাস ছিল, আজ নয় বৎসর পরে যেন তাহা নূতনত্বের রঙ্ হারাইয়া বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। শুনিয়াছি, চেতনের অনুশীলনে অনুরাগ নবনবায়মানভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, জড়ের অনুশীলন হইলে নবীনত্বের আপাত-সৌন্দর্য্য ও তজ্জাত উত্তেজনা শীঘ্রই শিথিল হইয়া পড়ে। আমি শ্রীগুরুদেবের চৈতন্যানুশীলনের উপদেশ সরল প্রাণে ভাবি নাই, তাই নয় বৎসর পরেও দুর্দ্দশার কথা ভাবিবার পরিবর্ত্তে কেন আমি নয় বৎসর ধরিয়া আমাকে ভোগাগ্নির ইন্ধন করিতে পারিলাম না, কেন বিগত নয় বৎসর কাল দুনিয়ার 'দিল্লীর লাড্ডু' খাইয়া পস্তাইতে পারিলাম না, সেই চিন্তাস্রোতের প্রাবল্যই আমার হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। এমন প্রভুর নয় বৎসর কৃপাপ্লাবনময়ী প্রকটলীলায় কেন চৈতন্যানুশীলনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলাম না,—এই ভাবনার পরিবর্ত্তে নয় বৎসর পূর্ব্বের নবানুরাগাভাসটুকু পর্য্যন্ত বিমর্দ্দিত করিয়া দুনিয়ার 'দিল্লীর লাড্ডু' ভোজনের অতৃপ্ত লালসা আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে কেন?

আমি সকল ভাবনা ভাবি, সকল সাধনা করি; কিন্তু ভাবিনা আমার প্রকৃত নিজ মঙ্গল, চাই না সে সাধনা, যে সাধনায় আমার প্রকৃত মঙ্গলের নিদান নিহিত। আমি লোকের কাছে গাহিয়া বেড়াই বটে, সভোপদেশে পাণ্ডিত্য দেখাই বটে, বক্তৃতাকে হাততালি কুড়াইয়া লইবার সাধ রাখি বটে, প্রবন্ধ লিখিয়া আত্মপ্রশংসার অভিলাষ পোষণ করি বটে, কিন্তু ভাবি না সেই জ্বালাময়ী চৈতন্য-বাণী, যাহা নয় বৎসর পূর্ব্বে কর্ণে ধ্বনিত হইয়াছিল,—

"তূর্ণং যতেত ন পতেদয়মুত্তমা যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

আমি ভাবি না, কে আমাকে আর এমনটী করিয়া আমার প্রকৃত মঙ্গলের কথা বলিয়া দিবেন। আমি ভাবি না, আর এমন বান্ধব কে আছেন, যিনি আমাকে ভুল পরিষাণ পথভ্রষ্ট দেখিতে পাইলে কেশে ধরিয়া আমাকে পুনরায় সুপথে লইয়া আসিবেন। আমি ভাবি না, জগতে আর এমন বান্ধব কোথায় পাইব, যিনি আমাকে এমন করিয়া অনায়ায় শাসন করিবেন, স্নেহ-শাসন-সঞ্জীবনী-কৃপাধারা বর্ষণ করিয়া আমার হৃদয়কে সেবার উৎসাহে উৎসাহান্বিত করিয়া দিবেন। আমি ভাবি না, এমন গুণানুধ্যায়ী আর কে হইয়াছেন, কে হইবেন, যিনি আমাকে কোন প্রকারে দোষমাত্র বলনা না করিয়া সরল শাসনে সদুপদেশ বাক্যে আমার অনর্থগুলি ধরাইয়া দিবেন।

আমি ভাবি না, বস্তুতই আমার হৃদয় দোষমাত্র দুর্ব্বল

হয়, যখনই আমার কোন ছিদ্র পাইয়া মায়া আমাকে কিঞ্চিন্মাত্রও বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, সদা সদা তখনই এমন চৈতন্যকথামৃতহরদায়ন অনন্তশেষ আমার কর্ণে জোর করিয়া ঢালিয়া দিবেন আর কে? এমন দয়বৈদ্যরাজ বান্ধব আর কি কেহ কোন কালে পাইয়াছে, না পাইবে? আমার দৌভাগ্য আমি নিরন্তর ভাবিনা বলিয়াই আমার এত দুর্ভাগ্য।

আমি ভাবি না,—জগতে আর এমন কে আছেন, যিনি আমাকে সকল সম্পদ্-বিপদ্, সকল ঘাত-প্রতিঘাত, সকল ঝঞ্ঝাবাত, সকল পাপপুণ্য, সকল দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে আমার ন্যায় অর্ব্বাচীন শিশুবালককে এত স্নেহ করিয়া তাঁহার অতিমর্ত্ত্য পক্ষপুট দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। আমি দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝিলাম না। সময় থাকিতে ভাবনা ভাবিলাম না।

আমি স্ত্রীর গোলাম, পুত্রের গোলাম, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার গোলাম, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের গোলাম হইয়া উহাদের গোলামীর ভাবনা ভাবি, সেই ভাবনাতে আনন্দ পাই, সেই ভাবনাতে উৎসাহ দেখাই, কিন্তু আমার বলিতে যাহারা, তাহাদের সকলের, আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের, আমার কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদার সম্পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করিতে যিনি চান, এমন আমার জন্য সর্ব্বদা-ভাবনাকারীর দয়ার ভাবনা আমি একবারও ভাবি না। যিনি আমার জন্য সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বত্র, সর্ব্বপাত্রে ভাবনা করিয়া থাকেন, আমি তাঁহার করুণার ভাবনা ভাবি না।

বাল্যকালে নীতি-পুস্তকে পড়িয়াছিলাম—'সূর্য্যের উত্তাপ থাকিতে থাকিতে ঘাসগুলি শুকাইয়া লও', 'লৌহ উত্তপ্ত থাকিতে থাকিতে উহাতে আঘাত কর'। আরও পড়িয়াছিলাম,—'সময় ও স্রোত কাহারও জন্য অপেক্ষা করেনা'; কিন্তু আজ সেই সাধারণ নীতিগুলিও ভুলিয়া বসিয়াছি। আমি একবারও ভাবি না গুরুদেবের প্রকট বিহার, গুরুদেবের প্রসাদ-প্রাচুর্য্য-কিরণ থাকিতে থাকিতে যদি হরিভজন না করিয়া লই, প্রভুপাদের প্রসাদ-প্লাবন যদি হেলায় হারাই, প্রভুপাদের অনুক্ষণ চেতন-কথা-সঞ্জীবনী-স্রোতে যদি অভিষিক্ত না হই, প্রভুপাদের প্রকটলীলা থাকিতে থাকিতে যদি সিদ্ধি লাভ করিয়া না লইতে পারি, তাহা হইলে কোটিকল্পেও আমার সিদ্ধির আশা নাই, নিশ্চয়।

আমি ভাবি না, শ্রীগুরুদেবের এরূপ অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণ-কার্য্য থাকিতে থাকিতে যদি আমার সিদ্ধি লাভ না হয়, অনুক্ষণ এত হরিকথার মধ্যে, অনুক্ষণ এত চেতন-সঞ্জীবন-সঙ্গ-মধ্যে, অনুক্ষণ এত স্নেহসিন্ধু-প্লাবন-মধ্যে, নিরন্তর এত সাবধানতা, সতর্কতা, সুশাসন, সুযোগের মধ্যে থাকিয়াও যদি আমার অন্তর্নিহিত বিদূরিত না হয়, তাহা হইলে পরে কোথায় আর এমন বান্ধব পাইব, যিনি আমাকে বিপথ-গমন হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন? এমন গুরুদেবের স্নেহসঞ্জীবনী শিক্ষা, এমন গুরুদেবের চৈতন্য-মন্ত্র-দীক্ষা, এমন গুরুদেবের প্রচুর কৃপারাশি যখন পাষণ্ডতা করিয়া পায়ে ঠেলিয়া ফেলিলাম, তখন পরে আর কাহার কথা শুনিব, কাহার শাসন মানিব? আমি ভাবি না, এত সুরক্ষিত বৈকুণ্ঠ-দুর্গের মধ্যে নিরন্তর থাকিয়াও, শ্রীগুরুদেবের উৎসাহবাণী অনুক্ষণ শ্রবণ করিয়াও যদি ইন্দ্রিয়দূতে জয়ী হইতে না পারিলাম, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমার জন্য কোটি কোটি বিপদের পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। যদি শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটলীলার রিপুর দাস হইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলাম, অনর্থ-বিচারগর্ত্ত হইতে উত্থিত না হইলাম, তাহা হইলে আর কে কোটি কুপথ-বিপথ হইতে আমাকে রক্ষা করিবে?

আমি ভাবি না, যদি এখন প্রাণ ভরিয়া প্রভুপাদের সেবায় সিদ্ধিলাভ না করিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমাকে কে কোটিপ্রকার মায়ার সেবা হইতে রক্ষা করিবে? কে আমাকে প্রাকৃত-সহজিয়া, কে আমাকে আউল-বাউল-কর্ত্তাভজা-নেড়া-দরবেশ-সাঁই, কে আমাকে সহজিয়া-সখিভেকী-স্মার্ত্ত-জাত-গোসাঞি হইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করিবে? আমি ভাবি না, যদি আমি একমাত্র জগদ্গুরুর সেবায় এখনই সিদ্ধিলাভ না করিতে পারি, তাঁহার আদর্শের অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারি, তাহা হইলে মায়াদেবী আমাকে নিশ্চয়ই প্রাকৃত সহজিয়া করিয়া দিবে,—নিশ্চয়ই আমাকে আউল-বাউল-কর্ত্তাভজা করিয়া ছাড়িবে,—নিশ্চয়ই নেড়া-দরবেশ-সহজিয়ার পন্থায় চালিত করিবে,—নিশ্চয়ই গৌরনাগরী, অতিবাড়ি, চূড়াধারী, গোপীছাড়ি কত কি অনর্থের ভূত করিয়া দিবে।

আমি ভাবি না, আউল-বাউল-কর্ত্তাভজাদের নিন্দা করি কেন? আমি 'অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।

স্ত্রী-সঙ্গী—এক অদ্বিতীয়, কৃষ্ণাতরু আর"—এই মহাজন বাক্যটী মুখে উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছি বলিয়া মনে করি, আমাতে অসৎসঙ্গ নাই, আমি স্ত্রীসঙ্গি নহি, আমি কৃষ্ণাতরু নহি। আচার্য্যের শিক্ষা, আচার্য্যের বাণী নিজ জীবনে অনুসরণ না করিয়া যদি কেবল অনুকরণই করি, যদি নিজের আচরণটী আচার্য্যের অনুসরণে এখন হইতেই আদর্শ করিয়া না তুলি, যদি এখনই আচার্য্যের সেবায় সিদ্ধি লাভ করিয়া অসৎসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গ ও কৃষ্ণাতরুসঙ্গ হইতে পরিমুক্ত না হই, তাহা হইলে পরবর্ত্তিকালে আমাকেও যে সমধিক স্ত্রীসঙ্গী, কৃষ্ণাতরু করিয়া দিবে, তাহা আমি একবারও ভাবি না। তখন কি আর আমার বড়াই করিবার মুখ থাকিবে? মুখ উঁচু করিয়া কথা বলিবার দিন থাকিবে? যদি সময় থাকিতে আচার্য্যের কৃপা বরিয়া না লই, আচার্য্যের সেবায় সিদ্ধি লাভ না করি, তবে শেষে আমার দশা কি হইবে?

আমি ভাবি না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের দৃষ্টান্ত স্মরণ করি না, যাঁহারা আচার্য্যের প্রকটকালের মধ্যে আপনাদের মঙ্গল করিয়া লন, তাঁহারাই চিরকাল আচার্য্যের প্রকৃত বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। শ্রীরূপসনাতনাদি গৌড়জনগণ নিত্যসিদ্ধ হইয়াও মহাপ্রভুর প্রকট-কালে আপনাদিগের পূর্ণমাত্রায় আত্মমঙ্গল করেন, পূর্ণমাত্রায় গৌরভক্তের সেবা-সিদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আচার্য্যের প্রকটলীলায় যাহারা নিজ মঙ্গল সিদ্ধি লাভ না করিতে পারে, আচার্য্যের বিচারে সংপ্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে, তাহারাই পরবর্ত্তিকালে ১২০০ নেড়া ও ১৩০০ নেড়ীর দলে পতিত হয়,—তাহারাই অতিবাড়ী হইয়া যায়,—তাহারাই আউল-বাউল-সম্প্রদায় সূচনা করে,—তাহারাই স্বতন্ত্র বিচার অবলম্বন-পূর্ব্বক অদ্বৈতসন্তানবর্গের ন্যায় কুলপুত্তলিকা সূচনা করিয়া অদ্বৈতপ্রভুকে প্রেত কল্পনা করিতে বাধ্য হয়!

আমি ভাবি না, যাহারা আচার্য্যের প্রকটকালে হরি-ভজন না করে, তাহারাই নানাভাবে কিরূপ বিপথগামী হয়, আচার্য্যের মতের কদর্থ করিয়া কিরূপ স্বতন্ত্র স্বমত কল্পনা করিতে বাধ্য হয়, তাহারাই পরস্পর অন্যের উচ্চাবচ অভিধানে অভিমানী হইয়া গলাগলি, গালাগালি, মারামারি করিতে প্রস্তুত হয়, তাহারাই বুদবিদ্বুদ বুদ্ধিতে স্থির না হইয়া যেদনিম্বক, পাষণ্ডধর্ম্মাশ্রিত বৌদ্ধ হইয়া যায়। আমি পারমার্থিক ইতিহাসের এই সকল ভূরি ভূরি পূর্ব্ব উদাহরণ একবারও ভাবি না,—বিচার করি না,—বিচার করিয়া সময় থাকিতে সাবধান হই না,—সতর্ক হইবার সৌভাগ্যময়ী সুযোগ ইচ্ছা করিয়া শোষণ করি না,—সেই সম্বন্ধে সংপ্রতিষ্ঠিত হইতে চাহি না।

আমি ভাবি না, আমার এই উদাসীনতার ফল ভোগ করিবে কে? আমি মনে করি, চালাকী দ্বারা আমি আমার দোষগুলি ঢাকিয়া ফেলিতে পারিব,—চালাকী দ্বারা ধর্ম্মজগতে উঠিয়া পড়িতে পারিব,—চালাকী দ্বারা কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-গুরুদেবকে ভয় করিতে পারিব; কিন্তু অজ্ঞানচতুরতম অজিত গুরুদেব, অজ্ঞানচতুর অজিত বৈষ্ণব, চতুরশিরোমণি অজিত কৃষ্ণ আমার ন্যায় জগতের সকল চালাকের সমষ্টির অপেক্ষাও বড় চালাক বলিয়াই তাঁহারা প্রভুতত্ত্ব, তাঁহারা সনাতনেরও সনাতন,—আমা হইতে সর্ব্বথাই বহু বহুগুণ বড়। চালাকী করিলে চালাকীতে পড়িব আমি, ঠকিব আমি, বঞ্চিত হইব আমি। হরিগুরুবৈষ্ণব আমার চালাকীতে অন্তর্ভূত হইবেন না। আপাততঃ মনে হইতে পারে, চালাকী দ্বারা আমি তাঁহাদের উপরে উঠিয়াছি, তাঁহাদিগকে জয় করিয়াছি। কৃষ্ণ, রামচন্দ্র, নৃসিংহ আপাততঃ শিশুপাল-দন্তবক্রের, রাবণের, হিরণ্যকশিপুর বল স্বীকার করেন, উহাদের দ্বারা রণমধ্যে কোন কোন স্থলে অন্তর্ভূত হইবার অভিনয় দেখান, তাহা অসুরের দুষ্ট উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া তাহাদের চরম বাহাদুরীগুলিকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য। হরিগুরুবৈষ্ণব আমার সেইরূপ চালাকী দ্বারা অন্তর্ভূত হইবার আপাত অভিনয় দেখাইলেও আমি কখনও চালাকী দ্বারা মায়াধীশ মায়ামুক্তগণকে অন্তর্ভূক্ত করিতে পারিব না, তাঁহাদের উপরে উঠিয়া ভগবান্ হইতে আমার চালাকীকে—আমাকে বড় করিয়া তুলিতে পারিব না। ইহা আমি ভাবি না বলিয়াই চালাকীকে আমার সম্বল মনে করিয়াছি। আর সরল, নিষ্কপট, সেবোন্মুখ শুদ্ধসেবকগণ বোকা, তাঁহারা আমার চালাকী বুঝিতে না পারিয়া অন্ধগর্ত্তে পড়িয়া মরিবে, নানা অসুবিধায় পতিত হইবে বিবেচনা করিয়াছি, কিন্তু নিষ্কপটের পক্ষে, সেবোন্মুখবর্গের পক্ষে সর্ব্বথাই আছেন হরিগুরু-ভাগবত ও ভাগবত ধর্ম্ম। কারণ সরলতা, নিষ্কপটতাই—ভাগবতত্ত্ব। নিষ্কপটতায়—

সরলতায় সিদ্ধিই প্রকৃত সিদ্ধি। আর চালাকীতে সিদ্ধি—মায়ার বিড়ম্বনায় পড়িয়া মরা মাত্র।

আমি মনে করি, যাঁহারা সংসারে বড় বা ছোট হইবার সকল আশা-ভরসা ছাড়িয়া গুরুসেবায় আত্মাহুতী দিয়াছেন—যাঁহারা সত্য সত্য হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাকে বাস্তবতা অপেক্ষাও পরম বাস্তবতা বিচার করিয়া জগতের প্রত্যক্ষ আশা-ভরসার সাময়িক বাস্তবতা পরিত্যাগ করিয়াছেন—যাঁহারা প্রাণের আকুল পিপাসা লইয়া—প্রাণের অনুরাগ-অনলে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সত্য সত্য হরিভজন করিতে আসিয়াছেন—সত্য সত্য নিষ্কপট হইতে আসিয়াছেন—সত্য সত্য সরল হইতে আসিয়াছেন—সত্য সত্য কৃষ্ণের দ্বারা আত্মসাৎকৃত হইতে আসিয়াছেন—যাঁহারা সত্য সত্য সকল আশা ভরসা ছাড়িয়া কৃষ্ণকে 'তোমার হও' বলিবার জন্য সতত ব্যাকুল আছেন, তাঁহারা বুঝি বোকা। আমি বিচার করি, তাঁহারা বোকামি করেন, করুন, আমি কিন্তু "সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে" মুখে বলিয়া নিজের একটী পৃথক তহবিল রাখিব, নিজের পৃথক্ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক খুলিব, নিজের পৃথক্ সঞ্চয়-বিকল্পে খুরিয়া বেড়াইব, অথচ চালাকী দ্বারা সকল সেবা-জীবাতু, সকল আশা-ভরসা-ত্যাগকারী, কৃষ্ণৈকাশ বোকাগুলির উপরে উঠিয়া পড়িব, বোকাগুলির অপেক্ষা অধিক নাম-পূজা-প্রতিষ্ঠা, অধিক কনক-কামিনী, অধিক সুখ-সুবিধা আদায় করিব। আমার এই বিচার আমারই বঞ্চনার হেতু। ইহা আমার নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিবার বুদ্ধিহীনতা বা চতুরতা। আমার বিচারে যাঁহারা বোকা, সেই বোকাগুলির দিকে হরিগুরুবৈষ্ণবের অকপট নিত্য স্নেহ থাকিবে, আর আমার চালাকীর দিকে হরিগুরুবৈষ্ণবের যে সকপট স্নেহ আছে, তাহা আমাকে গুরুবৈষ্ণবের নিষ্কপট-সেবাকারী সরলগুলির পরিত্যক্ত বিষ-বিষ্ঠায় নিমজ্জিত করিয়া আমাকে জন্মমৃত্যুর ভবের হাটে 'দিল্লীর লাড্ডু' ভক্ষণ করাইবে ও কর্ম্মের নাগরদোলায় আরোহণ করাইয়া আমার মস্তক-ঘূর্ণন-পীড়ার বৃদ্ধি করাইবে। আমি এতদূর অপরাধ-কঠিন যে, এ সকল কথা মোটেই ভাবি না। আমি অপরের দোষ প্রদর্শনে সকলুষ, কিন্তু নিজের মঙ্গল চিন্তায় সম্পূর্ণ বিমুখ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ নির্ম্মাণ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ নির্ম্মাণের কথা 'শ্রীগৌড়ীয়'-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। মঠগৃহ-নির্ম্মাণ কতদূর অগ্রসর হইল,—এ বিষয় অবগত হইবার জন্য সহৃদয় সজ্জন ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের গুভানুধ্যায়িগণ সকলেই উৎকণ্ঠিত আছেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে যে, পরম ভাগবত শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীপাদ ভক্তিবন্ধু বন অধিকারী ভক্তিরঞ্জন মহোদয় বিপুল উদ্যম ও উৎসাহের সহিত শ্রীমঠগৃহ-নির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কিরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির সুদৃঢ়, সুরম্য ও সুদৃশ্য হইবে, নাটমন্দির কত উচ্চ রাখিলে সুশোভনীয় ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, অনুক্ষণ এই চিন্তায়ই তিনি ব্যাপৃত। ভক্তিরঞ্জন প্রভু অনেক সময় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজমিস্ত্রীগণের নিকট কার্য্য পরিচালনাতে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহার প্রবল ইচ্ছা এই যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের মাসাধিকব্যাপী বিরাট মহামহোৎসব শ্রীগৌড়ীয় মঠের নূতন গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। তজ্জন্য তিনি অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য উপেক্ষা করিয়া এই কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

আমরা তাঁহার সেবাচেষ্টা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেন তাঁহার হৃদয়ে প্রেরণা দিয়াই শ্রীমঠগৃহ-নির্ম্মাণ করাইতেছেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ তাঁহার মনোভীষ্ট পূর্ণ করুন, তিনি নূতন মন্দিরে নিজ প্রভু-পাদপদ্ম স্থাপন ও সেবা করিয়া ধন্য হউন,—ইহাই আমাদের শ্রীভগবচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীরামকেলি মহোৎসব

(শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাসী গোস্বামী মহাশয়প্রেরিত তারের অনুবাদ)

শ্রীরামকেলি-মালদহ-সংস্কার-সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাসী গোস্বামী মহোদয় তারযোগে জানাইতেছেন যে,—শ্রীরামকেলিতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ প্রিয়পার্ষদ শ্রীল রূপ-সনাতন গোস্বামিদ্বয় মিলনোপলক্ষে বার্ষিক মহোৎসব শ্রীরামকেলি-সংস্কার-সমিতির তত্ত্বাবধানে বিশেষ সমারোহের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সমিতির বর্ত্তমান বর্ষের অধিবেশনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। শান্তিনিকেতনের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ও উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে সুপ্রসিদ্ধ বক্তা আচার্য্যপ্রবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়া মালদহ টাউন এবং রামকেলিতে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে মর্ম্মস্পর্শিনী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমদনমোহন-পূজা, শ্রীরামকেলি পরিক্রমা, নগরসংকীর্ত্তন ও প্রসাদ-বিতরণাদি উৎসবাঙ্গ নির্ব্বিঘ্নে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। মালদহের সদাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শ্রীরূপসাগরের পশ্চিমঘাটের পুনঃসংস্কারের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। শান্তিরক্ষক পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ বিশেষ কৃতিত্বের সহিত মেলায় শান্তি সংস্থাপন করিয়াছেন।

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মেদিনীপুর সহরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন দ্বারা শ্রোতৃগণের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় করাইতেছেন।

শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি ও শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজদ্বয় গয়াধামে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি দ্বারা জীবমাত্রের নিত্যধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ হুগলী জেলাগর্ভত গ্রামবাসীর নামক স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় গত বুধবার ৪ই আষাঢ় (১৩৩৬) শ্যামবাজারনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গৌরকারুণ্যকটাক্ষবৈভব মহোদয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠের অন্তে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত সংকীর্ত্তন শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

গত বৃহস্পতিবার ৯ই আষাঢ় শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ের রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন করিয়াছেন।

দিল্লীতে শ্রীগৌড়ীয় মঠ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি,এ মহোদয়ের সেবাচেষ্টার ফলে দিল্লীতে (১০।১মং হনুমান রোড, নিউদিল্লীতে) শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠ স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়াব্দ ৬ষ্ঠ, শনিবার, ১৭ই আষাঢ়, ১৩৩৬, ২৯শে জুন, ১৯২৯ | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্র

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অভিলাষানুসারে শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকবৃন্দ পঞ্জাবমিলার ইছাপুরম্ ও বাঙ্গালা রাজ্যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া গত ৮ই জুন (১৯২৯) চিকাকোলে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচারার্থ অবতরণ করিয়াছিলেন। ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু হরিবংশ পাণ্ডে শ্রীধাম মায়াপুরের প্রচারকবৃন্দকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। প্রচারকগণ ডাক্ বাংলোয় অবস্থান পূর্ব্বক সহরের সর্ব্বত্র হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। ডাক্ বাংলোয় মিঃ এড্ওয়ার্ড ব্রিটো, ম্যাসিষ্টেণ্ট একসাইজ্ কমিশনার সাহেব অতীব কৌতূহল-সহকারে শ্রীচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীন প্রেম-ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়াছেন।

চিকাকোল একটী প্রসিদ্ধ নগর। স্থানীয় অধিবাসিগণ অতিথিবৎসল ও অমায়িক। তথায় শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের অনুগত ব্যক্তির সংখ্যা খুব কম। অধিকাংশব্যক্তিই শ্রীমধ্ব ও শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের অনুগত। এখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুগ পরিচয়কোক্ত মাত্র তিনজন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

চিকাকোল নগর বেজওয়াড়া ষ্টেসন হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। একটী পার্ব্বত্যনদী এই নগরের পরিখা-রূপে বিরাজিত রহিয়াছে। শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্র চিকাকোল নগর হইতে ৯ মাইল। ঐ স্থান সমুদ্রোপকূলের ১ মাইল অন্তরে অবস্থিত। চিকাকোল নগর হইতে সর্ব্বদাই শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে মোটরবাস্ যাতায়াত করিয়া থাকে।

গত ৯ই জুন (১৯২৯) রবিবার চিকাকোল টাউন্ হলে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-বিজয় সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের জনৈক বৈষ্ণব, সংস্কৃত শাস্ত্রকুশল ও স্থানীয় সম্ভ্রান্ত নাগরিক উক্ত সাধারণ সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় ইংরাজী-শিক্ষিত প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মিঃ ব্রিটো সাহেবও পরমকৌতূহল এবং মনোযোগের সহিত মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন।

স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় বিশেষ উদ্যোগী হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আজ্ঞাবাহী প্রচারকগণকে শ্রীকূর্ম্মাচলে লইয়া যান। প্রচারকগণ ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের সহিত বেলা ১০-০০ মিনিটের সময় চিকাকোল হইতে রওনা হইয়া ১১-১০ মিনিটে বৈদ্যুতিক-যান-যোগে কূর্ম্মাচলে উপস্থিত হন। শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণের আগমন-সংবাদ পাইয়া

মুহূর্ত্তের মধ্যেই সেই গ্রামের অধিবাসিবৃন্দ শ্রীকূর্ম্মমন্দিরের নিকট সমবেত হন এবং বহুক্ষণ যাবৎ প্রচারকগণের মুখে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করেন।

শ্রীকূর্ম্ম-দেবের শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটী সুরম্য দীর্ঘিকা 'চক্রতীর্থ' নামে খ্যাত। সেই তীর্থের জল শিরোদেশে ধারণ বা তাহাতে অবগাহন-স্নান করিয়া শ্রীকূর্ম্ম-মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। দক্ষিণ-দ্বারের মধ্য দিয়া প্রবেশ-কালে দক্ষিণদিকে শ্রীরুক্মিণীদেবীর দর্শন হয়। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মূল-মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। সেইস্থানে পাণ্ডাগণ কূর্ম্মদেবের অর্চ্চন-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এখানে শ্রীকূর্ম্মদেব পশ্চিমাভিমুখী হইয়া শ্রীমন্দিরের একপার্শ্বে বিরাজমান। শ্রীমন্দির পূর্ব্বাভিমুখী, কিন্তু মন্দিরস্থ দেবতা পশ্চিমাভিমুখী। কিংবদন্তী, যে কালে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর শ্রীকূর্ম্মদেবের দর্শনার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময় তিনি (ঠাকুর বিল্বমঙ্গল) প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান না হইয়া আপনাকে প্রভুর কৃত্যাকৃত্য অভিমানে অতীব দৈন্য-সহকারে প্রভুর পশ্চাদ্দেশে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তকে পশ্চাতে দণ্ডায়মান দেখিয়া নিজেই বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহার নয়নোৎসব বিধান করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্দিরে শ্রীকূর্ম্মদেব পার্শ্বে একপার্শ্বে শ্রীজানকী দেবী, শ্রীরাম ও শ্রীলক্ষ্মণদেব বিরাজিত রহিয়াছেন এবং অপরদিকে শ্রীদেবী ও ভূদেবীর সহিত দ্বিভুজ-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেব বিরাজমান। শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মের নিম্নে দ্বিভুজই আলোচ্য এবং তাঁহা আলোচ্যের সহিত শ্রীরামানুজাচার্য্য অবস্থিত রহিয়াছেন। শ্রীচক্রনারায়ণদেব শ্রী ও ভূ শক্তির সহিত শ্রীমন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীমন্দিরের বহির্ভাগে পশ্চিমদিকে শ্রীবিল্বমঙ্গলের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি অবস্থিত। স্থানীয় পাণ্ডাগণ বলেন, এই স্থানেই শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সমাধি। এই স্থানে রামানুজীয়গণের প্রভাব অধিক বলিয়া শ্রীবিল্বমঙ্গলকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে স্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু গৌড়ীয়গণের বিচারে কৃষ্ণকর্ণামৃতের লেখক বিল্বমঙ্গল অন্যতর। আধুনিক পুষ্টিমার্গের প্রবর্ত্তক বল্লভাচার্য্যের অনুচরগণ, যাঁহারা বিল্বমঙ্গলকে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের মহাজন এবং পুষ্টিমার্গীয়গণের আম্নায়-পরম্পরায় পূর্ব্বগুরু বলিয়া বিচার করেন, তাঁহারাও বিল্বমঙ্গলকে চতুর্ভুজরূপে দর্শন করেন না—তাঁহাকে যমুনাতটে ব্রজভূমে নিত্যনিবাসী দেখিয়া থাকেন।

মন্দির-প্রাকারের দ্বারদেশে দ্বিতল অট্টালিকা ও বিশ্রামাগার আছে। সেইস্থান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অতি পরিষ্কাররূপে সমুদ্র নয়ন-পথে পতিত হয়। সাগরের মুখীভূত সমীরণ অনুক্ষণ প্রবাহিত থাকিয়া শ্রীকূর্ম্মদেবের শ্রীমন্দিরের নীরাজন-সেবা করিতেছে। স্থানটী বড়ই রমণীয় ও বিভূতাব-বিমণ্ডিত। এই স্থানে বাসযোগ্য গৃহাদিও বেশ পাওয়া যায়। কূর্ম্মস্থান ও জিয়ড়-নৃসিংহ উভয়ই ভিজিয়ানা-গ্রামের মহারাজের ভূ-সম্পত্তি।

একাদশ শক-শতাব্দীতে শ্রীরামানুজ যেকালে শ্রীজগন্নাথদেব কর্ত্তৃক শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রোপকূল হইতে (বর্ত্তমান রামানুজ কোট) কূর্ম্মাচলে নিক্ষিপ্ত হন, তখন তিনি কূর্ম্মমূর্ত্তিকে 'শিবমূর্ত্তি' মনে করিয়া অনশনে থাকিতে ইচ্ছা করেন, পরে তাঁহাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি জানিয়া কূর্ম্মদেবের সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রপন্নামৃত ৩৬শ অধ্যায়ে এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে,—

তদ্বৃত্তান্তমেব যোগীন্দ্রং শ্রাপয়ামাস সত্বরম্।
শ্রীকূর্ম্মে লক্ষ্মণাচার্য্যং শ্রীহরির্যোগমায়য়া॥
প্রভাতায়াং তু শর্ব্বর্য্যাং তস্যাং লক্ষ্মণদেশিকঃ।
উত্থায় সহসা ধীমান্ হরিহ'রিতিভীরয়ন্॥
দৃষ্ট্বা যমধিপঃ সদ্যঃ চিন্তাব্যাকুলমানসঃ।
শ্রীকূর্ম্মমিতি তৎক্ষেত্রং জ্ঞাত্বা বিষ্ণুমাগতঃ॥
শ্রীকূর্ম্মনায়কং মত্বা শিবলিঙ্গমিতীরিতম্।
উপবাসেন তত্রৈকং বাসঞ্চ স্থিতবান্ গুরুঃ॥

• • •

স্বপ্নে প্রসন্নো ভগবান্ তত্র শ্রীকূর্ম্মনায়কঃ।
ব্যাজহার ততঃ বাক্যং কৃপয়া ঘতিভূপতিম্॥
যতীন্দ্রাজ্ঞানদোষেণ শিবলিঙ্গং জনা ইতি।
মাং বদন্তি মুধা সর্ব্বে মায়াকীকৃতলোচনাঃ॥
বৎস্যামত্র স্বরূপেণ শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ।
লক্ষ্মণার্য্যাদুনা শীঘ্রং যাং মাং সমাগ্ বিলোকয়॥

• • •

অত্রৈব পূজয়ন্ মাং ত্বং দিনানি কতিচিদ্বসঃ॥
ততঃ স্বপ্নাৎ সমুত্থায় সন্তুষ্টো বিস্ময়ান্বিতঃ।
তথা বিধায় যোগীন্দ্রস্তেনোক্তেনৈব বর্ত্মনা॥

কূর্ম্মনাথং সমারাধ্য চক্রিবেদিতভোজনম্।
বিধায় গুরু পাদাগ্রে সুখং স্থত্বাবসদ্ধরা॥
তদা প্রভৃতি সর্ব্বত্র বতীন্দ্রাগম-বৈভবাৎ।
বিষ্ণুস্থলমিতি খ্যাতং শ্রীকূর্ম্মং বিদিতং মহৎ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীহরি যোগমায়াবলে সেই রাত্রিতে যোগিবর লক্ষ্মণাচার্য্যকে সত্বর শ্রীকূর্ম্মাচলে স্থাপন করাইলেন। সেই রাত্রি প্রভাত হইলে ধীমান্ লক্ষ্মণযোগিক হঠাৎ 'হরি' 'হরি' উচ্চারণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন এবং চতুর্দ্দিক অবলোকন পূর্ব্বক চিন্তায় ব্যগ্র-চিত্ত হইয়া সেই ক্ষেত্রকে 'কূর্ম্ম' নামক স্থান জানিয়া বিস্মিত হইলেন, শ্রীকূর্ম্মের অধিপতিকে লোক-প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ বিবেচনা পূর্ব্বক সেই লোকগুরু উপবাস করিয়া তথায় এক রাত্রি বাস করিলেন। শ্রীকূর্ম্মপতি ভগবান্ স্বপ্নে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কৃপা পূর্ব্বক যতিরাজকে এইরূপ মঙ্গলময় বাক্য বলিতে লাগিলেন,—"হে যতীন্দ্র! অত্রস্থ লোকসকল মায়ায় অন্ধ হইয়া অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত আমাকে 'শিবলিঙ্গ' বলিয়া থাকে। আমি এস্থানে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ পূর্ব্বক বাস করিতেছি। হে লক্ষ্মণাচার্য্য! তুমি শীঘ্রই আমাকে সম্যক্ প্রকারে অবলোকন কর। তুমি আমার অর্চ্চনা করিয়া কিয়দ্দিন এস্থানে বাস কর।" অনন্তর যোগীন্দ্র জাগরিত হইয়া সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইলেন এবং কূর্ম্মদেবের উপদিষ্ট উপায়ে কূর্ম্মনাথের আরাধনা সম্পাদন করিলেন। নিবেদিত প্রসাদ ভোজনপূর্ব্বক সুখে কূর্ম্মদেবের চরণাগ্র-সমীপে বাস করিতে লাগিলেন। সেইদিন হইতে ঐস্থান যতিরাজের আগমন প্রভাবে 'শ্রীকূর্ম্ম' নামক মহাবিষ্ণু স্থল বলিয়া সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত রহিয়াছে।

৩য়ে এই মন্দির শ্রীমাধ্বমঠের তত্ত্বাবধানে বিজয়-নগর রাজ্যের অধিকারে ছিল, ১২০৩ শকীয় শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়-গুরু শ্রীনরহরি তীর্থের কথোপেথে যে নব-শ্লোক-পরম্পরা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার বঙ্গানুবাদ এই,—

১ম শ্লোক। পুণ্যশ্লোক যতি পুরুষোত্তম বিষ্ণুর উপদেষ্টা-স্বরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিষ্ণুর অতি প্রিয় ছিলেন।

২য় শ্লোক। তাঁহার বাক্যাবলী জগতে সর্ব্বতোভাবে গৃহীত হইয়াছিল। কুতর্ক-বিধ্বংসনের ন্যায় বিবাদিগণের যুক্তি সমূহ পরাভূত হইয়াছিল।

৩য় শ্লোক। আনন্দ তীর্থ তাঁহার নিকট সংস্কার লাভ করেন। তিনি ব্যাসের বিশ্বগামী গ্রন্থাদিকে নিজ-গৃহীত সন্ন্যাস-দণ্ড দ্বারা সুপথে আনয়ন করেন।

৪র্থ শ্লোক। তাঁহার কথাবলী বিষ্ণুর বিশেষ প্রিয় এবং বৈকুণ্ঠ-সিদ্ধি প্রদানে সমর্থ।

৫ম শ্লোক। তাঁহার ভক্তি-শিক্ষা-সমূহ মানবকে হরি-পাদপদ্ম দানে সমর্থ।

৬ষ্ঠ শ্লোক। নরহরি তীর্থ তাঁহারই নিকট দীক্ষিত হন এবং কলিযুগ প্রবেশে রাজ্য করেন।

৭ম শ্লোক। নরহরি তীর্থ শবরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া শ্রীকূর্ম্ম মন্দির রক্ষা করিয়াছিলেন।

৮ম শ্লোক। নরহরি তীর্থের অসীম সাহস ছিল।

৯ম শ্লোক। শুভ ১২০৩ শকাব্দে বৈশাখমাসে শুক্লপক্ষে একাদশী-তিথিতে বুধবারে কামদেবের সম্মুখে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক অশেষ কল্যাণ-দাতা যোগানন্দ নৃসিংহদেবের উদ্দেশে দানরূপে উৎসর্গীকৃত হইল। ইতি (অধ্যাপক বিন্‌হের্ণ বলেন) ১২৮১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চ শনিবার।

১৪০২ শকাব্দার মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে মহাপ্রভু সন্ন্যাস-নীলাদ্রিনয় প্রদর্শন করিয়া ফাল্গুন মাসে নীলাচলে আগমন করেন। তৎপরে বৈশাখ মাসে দক্ষিণ যাত্রা করিয়াছিলেন। আলালনাথ হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বত্র বিষ্ণু-ভক্তের গোষ্ঠী বর্দ্ধন করিতে করিতে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ক্রমে কূর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে আগমন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমন্দিরে শ্রীকূর্ম্মদেবকে দর্শন করেন। প্রভুর অদ্ভুত নৃত্য-গীত দর্শনে স্থানীয় সর্ব্বলোক মহা-আশ্চর্য্যান্বিত হন। মহা-প্রভুর দর্শন-মাত্রে লোকসকল ঊর্দ্ধবাহু হইয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন। সেইসকল লোকের মুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া আবার অন্যান্য গ্রামের বহু বহুলোক শ্রীকৃষ্ণনামে দীক্ষিত হন। এইরূপে পরম্পরায় সমস্তদেশ বৈষ্ণবতা লাভ করিতে থাকেন। মহাপ্রভুর কৃপায় সমগ্রদেশ কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় প্লাবিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীকূর্ম্মদেবের সম্মুখে মহাপ্রভু স্তব ও প্রণামলীলা প্রদর্শন করেন। কূর্ম্ম-শ্রীবিগ্রহ দর্শনে প্রভুর বিপ্রলম্ভভাব-সিন্ধু কোটিগুণে উদ্বেলিত হইলে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে অদ্ভুতভাব-

কলহ প্রস্তুটিত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে প্রভু বাহ্য দশা প্রকাশ করিলেন। শ্রীকূর্মদেবের সেবক মহাপ্রভুকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বহু সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

সেই কূর্মক্ষেত্রে 'কূর্ম' নামক এক বৈদিক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি মহাপ্রভুর দর্শন-প্রাপ্তিমাত্রেই প্রভুর পাদপদ্মে বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত মহাপ্রভুকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করেন। কূর্ম মহাপ্রভুকে অকৃত্রিম প্রেমপ্রভাবে নিজ গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক মহাপ্রভুর পাদপ্রক্ষালন-সেবা করিয়াছিলেন এবং সবংশে মহাপ্রভুর শ্রীচরণামৃত পান করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ কূর্ম মহাপ্রভুকে অতীব প্রীতির সহিত চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত বিচিত্র ভোজ্য সামগ্রী ভিক্ষা করাইয়াছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদান্ন সবংশে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্ম-শিবাদি-দেবদুর্ল্লভ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সেই কূর্ম বৈষ্ণব মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইয়া প্রভুকে স্তবাদি দ্বারা বন্দনা করিয়াছিলেন এবং প্রভুর বিরহে তিনি কিছুতেই গৃহে বাস করিতে পারিবেন না, জানাইয়া প্রভুর অনুগমন করিবার আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সেই কূর্ম দ্বিজের গৃহবাস হরিসেবার প্রতিকূল নহে জানিয়া এবং তাঁহাকে অকৃত্রিম স্বাভাবিক বৈষ্ণব দেখিতে পাইয়া গৃহে থাকিয়াই কৃষ্ণনাম গ্রহণের উপদেশ এবং আচার্য্য-রূপে সকলের নিকট হরিকথা প্রচার করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞা পাইয়া কূর্ম বলিয়াছিলেন,—সকলকে হরিকথার উপদেশ প্রদান করিলে তাঁহার গুরু-অভিমানরূপ প্রতিষ্ঠা আসিয়া তাঁহাকে ন হইতে পাতিত করিতে এবং বিষয়-তরঙ্গে ভাসাইয়াও লইয়া যাইতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রভু কূর্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"নিষ্কপট হরিকথা কীর্ত্তনকারীকে কো-দিনই বিষয়-তরঙ্গ আক্রমণ করিতে পারে না। আচার্য্যাভিমানই—বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা; ইহাই স্বরূপের পরিচয়। 'আমি কৃষ্ণপ্রিয়তম গুরুদেবের দাসানুদাস'—এই বুদ্ধিতে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য গুরুদেবের মনোভীষ্ট কৃষ্ণবাণী প্রচার জীবকে কৃষ্ণ ও গুরুদেবের নিরন্তর প্রীতিই সদাই প্রদান করিয়া থাকে। আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া সকল লোককে কৃষ্ণকথা উপদেশ কর।" মহাপ্রভু কূর্মের গৃহে সেই রাত্রি যাপন করিয়া তৎপরদিবস প্রাতঃকালে স্নানাদি কৃত্য সমাপন পূর্ব্বক পুনরায় যাত্রা করিলেন। কূর্ম মহাপ্রভুর অনুব্রজ্যা করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বিরহব্যথিত কূর্মকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া গৃহে পাঠাইয়াছিলেন।

বাসুদেব নামক এক কুষ্ঠরোগী ব্রাহ্মণ পূর্ব্বদিবস রাত্রিকালে মহাপ্রভুর আগমনের কথা শুনিতে পাইয়া প্রাতঃকাল হইতে না হইতেই কূর্মগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ, তাহাতে অসংখ্য কৃমি স্বচ্ছন্দে বিচার করিতেছিল। ব্রাহ্মণের কুষ্ঠক্ষত অঙ্গ হইতে এক একটী কৃমি নির্গত হইয়া ভূতলে পতিত হইবামাত্র ব্রাহ্মণ আবার সেই কৃমিকে উঠাইয়া কুষ্ঠস্থানে স্থাপন করিতেছিলেন। বাসুদেব যখন কূর্মের মুখে শুনিতে পাইলেন, মহাপ্রভু অচিরেই সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবেন, তখন বাসুদেব নিরাশায় অতীব মুহ্যমান হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন এবং অনেক প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু বাসুদেবের মর্ম্ম-আর্ত্তিময় বিলাপ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন; প্রভুর স্পর্শ মাত্র বাসুদেবের যাবতীয় দুঃখ এবং কুষ্ঠ রোগ বিদূরিত হইল,—তাঁহার অঙ্গে সৌন্দর্য্য-দ্যুতি ফুটিয়া উঠিল। মহাপ্রভুর কৃপা-দর্শনে বিস্মিত হইয়া বাসুদেব মহাপ্রভুর পদ বন্দনপূর্ব্বক শ্রীভাগবতের শ্লোক উচ্চারণ-মুখে প্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন :—

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্বকৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥

কোথায় আমি অতি পাপিষ্ঠ দরিদ্র, আর কোথায় শ্রীনিকেতন কৃষ্ণ! অযোগ্য ব্রাহ্মণ-সন্তান জানিয়াও তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিলেন,—ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়।

বাসুদেব বিপ্র মহাপ্রভুর পাদপদ্ম ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো, আমি এতদিন আমার কর্ম্মফলের মতন মতন কুষ্ঠব্যাধিতে ভুগিতেছিলাম, তাহা বরং ভালই ছিল। কারণ, তাহাতে আমার অভিমান বৃদ্ধির অবসর ছিল না। এখন সুন্দর দেহ লাভ হওয়ায় আমার হৃদয়ে আভিজাত্য ও সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার প্রবল হইয়া উঠিবে।"

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"বাসুদেব, তুমি তোমার আভিজাত্য ও সৌন্দর্য্যকে হরিকীর্ত্তন-সেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলে ঐসকল তোমার অহঙ্কারের জনক না হইয়া তোমার ভগবৎসেবারই বিশেষ আনুকূল্য করিবে, তুমি নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ এবং সকল জীবের নিকট কৃষ্ণ-কথা কীর্ত্তন করিতে থাক, তাহা হইলে তোমার হৃদয়ে কখনও অহঙ্কার আসিতে পারিবে না। নামিকৃষ্ণ তোমাকে অচিরেই অঙ্গীকার করিবেন।" মহাপ্রভু কূর্ম্ম-ক্ষেত্রে বাসুদেবকে গলৎকুষ্ঠরোগ হইতে মোচন পূর্ব্বক তাঁহাকে আচার্য্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কূর্ম্মস্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

মহাপ্রভু কূর্ম্মক্ষেত্রে এই লীলা প্রকট করিয়া জানাইলেন, আচার্য্য বা ভগবদ্ভক্তগণের পরোপকার কেবলমাত্র সাময়িক দৈহিক উপকার নহে, তাহা অমন্দোদয়-দয়ার প্রকট উদাহরণ এবং যথার্থ পরোপকার। ভগবদ্ভক্তগণের মুখ্য উদ্দেশ্য জীবের ভবরোগরূপ অনর্থ বিদূরিত করিয়া জীবকে কৃষ্ণ-সেবায় উদ্বুদ্ধ করা। তাঁহারা কখনও ক্ষণিক ন্যায় কেবল আপাত দেহ-রোগ বিদূরিত করিবার সঙ্কীর্ণা চেষ্টাকে 'পরোপকার' বলেন না। যদি জীবকুলকে হরিভজনের জন্য বাঁচাইতে পারেন, যদি হরিসেবার জন্য কাহারও গলৎকুষ্ঠরোগ বিদূরিত করিতে পারেন, তাহা হইলেই ভগবদ্ভক্তগণ—আচার্য্যগণ সেরূপ কার্য্যে অগ্রসর হন। সেইরূপ অনন্ত ঐশ্বর্য্য অতি নগণ্যভাবে ভগবদ্ভক্তগণের পদনখে বিরাজিত রহিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যদি কেহ 'ব্যাধাম ভাল করা' সাধুবিশেষ বিচার করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিচার নিতান্ত বদ্ধজীবের বিচার মাত্র। মহাপ্রভু 'ব্যাধাম ভাল করা' সাধু নহেন। মহাপ্রভু মুহূর্ত্তমাত্রে জীবকে কৃষ্ণপ্রেম-সম্পদে মহাধনী করিতে পারেন। মোক্ষ পর্য্যন্ত বিকারী কৃষ্ণপ্রেমের নিকট দেহরোগ-নিরাময়াদি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং ত্যাজ্যবস্তুর ন্যায় নগণ্য। মহাপ্রভু তাই বাসুদেবকে কৃষ্ণপ্রেম-প্রচারের দেহ আচার্য্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই লীলায় মহাপ্রভুর নাম 'বাসুদেবামৃত প্রদ' হইল। বাসুদেবকে মহাপ্রভু কেবল দু'দিনের জন্য বাঁচাইলেন না, পরন্তু তাঁহাকে অমর করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু সেই কূর্ম্মস্থান পরিত্যাগ করিলে প্রভুর ভগবদ্ভক্ত কূর্ম্ম ও বাসুদেব বিপ্রের প্রভুর বিরহে উত্তরে উত্তরের গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে থাকিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এসকল কথা যেরূপ সরীহ ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন, তাহা উদ্ধার করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না,—

এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্ম-স্থানে।
কূর্ম্ম দেখি' কৈল তাঁরে স্তবন-প্রণামে।
প্রেমাবেশে হাসি' কান্দি' বহুত নাচিল।
দেখি' সর্ব্বলোকের চিত্ত চমৎকার হৈল।
আশ্চর্য্য শুনিয়া লোক আইল দেখিবারে।
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হৈল চমৎকারে।
বর্ণনে 'বৈষ্ণব' হৈল, বলে 'কৃষ্ণ' 'হরি'।
প্রেমাবেশে নাচে লোক হুঙ্কার করি'।
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি' অবিরাম।
সেই লোক 'বৈষ্ণব' হৈল অন্য সব গ্রাম।
এইমত পরম্পরায় দেশ 'বৈষ্ণব' হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল।
কতক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা।
কূর্ম্মের সেবক দ্বিজ সম্মান করিলা।
সেই গ্রামে রহে তাঁহা এই ব্যবহার।
এক ঠাঞি রহিব, না করিব আরবার।
'কূর্ম্ম' নামে সেই গ্রামে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
বহু শ্রদ্ধা-ভক্তি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
ঘরে আনি' প্রভুর কৈল পাদপ্রক্ষালন।
সেই জল সবংশে করিল ভক্ষণ।
অনেক প্রকার সেবা নিজগণ করাইল।
সোসাঙ্গিয়ে প্রভুপায় সবংশে পড়িল।
'যেই পাদজল তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে।
সেই পাদজল সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে।
মোর জন্মের সীমা না যায় কথন।
আজি মোর ধন্য হৈল জন্ম-কুল-ধন।
কৃপা কর, প্রভু, মোরে যাও মোর সঙ্গে।
নহিতে নারিবু তোমার বিরহ-তরঙ্গে।'
প্রভু কহে—"ঈহে যাও, কভু না ভরিবা।
গৃহে রহি' কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা।
যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ।"
এইমত বাঁর ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।
সেই ঈহে কহে, তাঁরে করায় এই শিক্ষা।

পথে যাইতে যেখানকার হয় যেই গ্রাম।
তাঁর ঘরে ভিক্ষা করে, সেই মহাজন॥
কূর্ম দেখে গীতি, স্তুতে কৈল নর্ত্তন গীতি।
নীলাচলে পুনঃ যাবে না আইল গোসাঞি॥
অতএব ইহা কহিলাঙ করিয়া বিস্তার।
এইমত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার॥
এইমত সেই রাত্রি তাঁহাই রহিলা।
প্রাতঃকালে প্রভু স্নান করিয়া চলিলা॥
প্রভুর অনুব্রজি' কূর্ম বহুদূর আইল।
প্রভু তাঁরে বর দিয়া ঘরে পাঠাইল॥
'বাসুদেব-নাম এক দ্বিজ মহাশয়।
সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ, তা'তে কীড়াময়॥
মক্ষি হইতে যেই কীড়া পড়য়ে পড়য়।
উঠাঞা সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঞি॥
রাত্রিতে শুনিলা তিঁহো গোসাঞির আগমন।
দেখিবারে আইলা প্রভাতে কূর্মের ভবন॥
প্রভুর চরণ কূর্ম-মুখেতে শুনিয়া।
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্ছিত হঞা॥
অনেক প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলা।
সেইক্ষণে আসি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিলা॥
প্রভু স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে দুই দূরে গেল।
আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল॥
প্রভুর কৃপা দেখি' তাঁর বিস্ময় হৈল মন।
শ্লোক পড়ি', পায়ে ধরি' করেন স্তবন॥
"কায়ঃ দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ন কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মারং মাহত্যাং পরিবর্জিতঃ॥"
যত স্তুতি করি' তাঁর, সব, ব্যর্থময়।
জীবে এই গুণ নাহি, তোমাতে এই হয়॥
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
যেন-মোরে স্পর্শ তুমি,—অতন্ত্র ঈশ্বর॥
কিন্তু আছিলাঙ আমি অধম দুর্জ্জন।
এবে আজ্ঞা মোর জন্মিবে আসিয়া॥
প্রভু কহে,—কভু তোমা না ছাড়িবাঙ।
নিরন্তর হৃদয় তুমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' গাও॥
কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার॥
এতেক কহিয়া প্রভু কৈলা অন্তর্ধানে।
দুই বিপ্র মিলাপনি কান্দে প্রভুর গুণে॥
'বাসুদেবামৃত' এই কহিল আখ্যান।
'বাসুদেবামৃতপ্রদ' হৈল প্রভুর নাম॥
এইত কহিল প্রভুর প্রথম আগমন।
কূর্ম ব্রহ্মণ, বাসুদেব বিমোচন॥
শ্রদ্ধা করি' এই লীলা যে করে শ্রবণ।
অচিরাতে মিলয়ে তারে চৈতন্যচরণ॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোভীষ্টানুসারে এই গৌর-পদাঙ্কিত মহাতীর্থ কূর্মক্ষেত্রে শ্রীশ্রীচৈতন্য-পাদপীঠার্চ্চা স্থাপিত হইবেন। সেই সেবা উপলক্ষেই প্রভুপাদের আজ্ঞায় শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে কতিপয় প্রচারক ও ব্রহ্মচারী কূর্মগ্রামে উপনীত হইয়াছিলেন। স্থানীয় অধিবাসিগণের এ বিষয়ে সহানুভূতি আছে। আশা করা যায়, অতি সত্বরেই এই স্থানে শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন স্থাপিত হইয়া এ প্রদেশের অধিবাসী, আগন্তুক ও তীর্থযাত্রিগণের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম-স্মৃতি নিত্য জাগরূক করিয়া দিবেন।

রাজমহেন্দ্রি হইতে তিন মাইল দূরেই 'ধবলেশ্বরী ঘাট' নামক একটী স্থান রহিয়াছে। গঞ্জামের ডিঃ ইঞ্জিনীয়ার গুস্তুতির মতে ঐ স্থানেই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ গোদাবরী-স্নান-কালে পরস্পর মিলিত হইয়াছিলেন। হাণ্টার সাহেবের ঘাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে বিদ্যানগর সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ঐ গ্রন্থ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের পর আর মুদ্রিত হয় নাই। শ্রীল প্রভুপাদ বিদ্যানগরের প্রকৃত স্থানটী উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছেন। আশা করা যায়, সেই স্থানেও শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়-মঠ স্থাপিত হইয়া রায় রামানন্দের অদ্ভুত চরিত্র শ্রীচৈতন্য-চরিতের সহিত সৌভাগ্যবন্ত পুরুষগণের আলোচনার বিষয় হইবে।

"শান্তি-জিজ্ঞাসা"

ধর্ম-জগতে প্রবেশের মুখে আমাদের প্রায় সকলেরই প্রথম জিজ্ঞাসা,—"মনে শান্তি পাই কিরূপে?" এই অশান্তি বোধটুকু না থাকিলে জগতে অধিকাংশ লোকেরই যেন ধর্মজগতের অস্তিত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা স্বীকারেরও আবশ্যকতা-বোধ পর্য্যন্ত থাকিত না; কিন্তু আমাদের অভিনবনীয়া এই শান্তির প্রাপক কে? আমরা বলিব, আমাদের 'মন'—প্রাপক, আমাদের "অহং"—প্রাপক বা আর একটুকু অগ্রসর হইয়া না হয় বলিব, আমাদের 'আত্মা'—প্রাপক।

তাহা হইলে—দাঁড়াইল, শান্তির ভোক্তা আমি, শান্তি আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের (?) খাতায় জমা হওয়া চাই, শান্তি আমার জন্য। এখানে পরমেশ্বরের কোন স্বার্থের কথা নাই, পরমেশ্বরের খাতায় "শান্তি" জমা হউক, পরমেশ্বর শান্তির ভোক্তা হউন, এইরূপ কোন অভিলাষ লইয়া আমি শান্তির অনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত নাই, এই শান্তির জিজ্ঞাসা—আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের জিজ্ঞাসা,—ক্ষুদ্রের স্বার্থের জিজ্ঞাসা, স্বার্থপতি বিভুর জিজ্ঞাসা নহে—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' নহে।

আমার—ক্ষুদ্রের দেহ-মনের এই শান্তির জিজ্ঞাসাটাকে একটুকু নিঃস্বার্থপরতার রঙে ছোপাইবার জন্য আমি আমাকেই 'ব্রহ্ম', ক্ষুদ্রকেই 'বৃহৎ' বলিয়া গোঁজামিল দিতে চাই। অজ্ঞাভিলাষ আমার মস্তিষ্কে এরূপ একটা কপটতার প্যাঁচ আঁটিয়া দেয়, যাহাতে 'ক্ষুদ্র আমি' যে 'বৃহৎ আমি', 'অণু আমি' যে 'পরম আমি' নহি, তাহা কিছুতেই বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না।

আমাদের অজ্ঞাভিলাষ-ব্যাধি অশেষ প্রকার, আমরা যতই কেননা শান্তির অনুসন্ধান করি, আমাদের শান্তি-খোঁজা ও শান্তি-পাওয়া আত্মনাস্তারের দিবাস্বপ্নের ন্যায়। অজ্ঞাভিলাষই—অশান্তি, আর অজ্ঞাভিলাষনির্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধানই—শান্তি,—একথা কৃপানুগবর আচার্য্য ছাড়া আর কেহ বলিয়া দিতে পারেন না।

'পরমেশ্বর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্‌ভাবে 'ক্ষুদ্রে'র শান্তি হইতে পারে না। সর্ব্বস্বার্থগতি পরমের স্বার্থানুসন্ধান হইতে পৃথক্ থাকিয়া বা কপটতা করিয়া ক্ষুদ্র আমাদের শান্তিরূপ অপস্বার্থানুসন্ধান আমাদিগকে শাশ্বতী শান্তির রাজ্যরাজ্যে আনয়ন করিতে পারে না।

আমরা শান্তির জন্য উৎসুকচিত্ত হইয়া অনেক সময় যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে অগত্যা ঈশ্বরের সম্পর্ক স্বীকার করিতে বাধ্য হই। এইরূপ 'অগত্যায় ঈশ্বর স্বীকার' পতঞ্জলীর 'ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা' অর্থাৎ বিকল্পে ঈশ্বর-স্বীকারের নৈতিকতার ন্যায় আমাদের কাপট্য-নাট্য মাত্র। পরমেশ্বরের সঙ্গে আমাদের ততটা দরকার নাই, যতটা শান্তির সঙ্গে দরকার; আর সেই শান্তির প্রাপক আমরা—শান্তির একচ্ছত্র ভোগদখলকারী আমি। পাছে ঈশ্বর আমার শান্তির অংশীদার বলিয়া দাবী করেন, এইজন্য আমি ঈশ্বরকে সমস্ত ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে 'নিরাকার', 'নির্ব্বিশেষ' কখনও বা একেবারে 'শূন্য' করিয়া দিতে চাহি। পাছে ঈশ্বর শান্তির বাধা করেন, এইজন্য তাঁহার বাক্‌শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহি না, পাছে তিনি হস্ত প্রসারণ করিয়া আমার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রের শান্তি-কল্পনারূপা ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছাটী কাড়িয়া লন, এই কল্পিত আশঙ্কার মাৎসর্য্যদুষ্ট মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে ঈশ্বরকে হস্তবিহীন করিতে চাহি; কখনও বা বলিয়া থাকি, পুথ; ঈশ্বরের দরকার কি? আমিই—শান্তির ভোক্তা ঈশ্বর।

আমরা এইরূপ শান্তির অনুসন্ধিৎসা লইয়া অনেকেই ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করি এবং দুই চারিদিনের মধ্যেই 'বড় ধার্ম্মিক', 'সাধু', 'মহারাজ', 'স্বামিজী', 'মহাত্মা', 'ভক্ত', বৈষ্ণব' প্রভৃতি নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ি। প্রচলিত ধর্ম-সাধনার বেচাকেনার হাটে সকল দলেই এইরূপ অজ্ঞাভিলাষ বা হৈতুক মনোধর্ম্ম 'ঈশ্বর-ভক্তি', 'সেবাধর্ম্ম', 'সাধনভজন' বলিয়া বিকাইলেও কৃপানুগবর গুরুবরের নিকট ইহা আদৌ 'ভক্তি বা 'সেবা' বলিয়া বিবেচিত হয় না; কারণ শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর দ্বারা জগতে যে পরমাশান্তির বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা এই,—

"অজ্ঞাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯)

অনুকূলভাবে কৃষ্ণ-বিষয়ের অনুশীলনই—উত্তমা ভক্তি; তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই; তাহা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান বা অষ্টাঙ্গ যোগাদিদ্বারা আবৃত নহে।

আমি চাই—অন্যাভিলাষ; আর সেই অন্যাভিলাষ-প্রাপ্তি হইতে আমার বহির্মুখতায় যে একটুকু তৃপ্তি হয়েছে, তাহাকেই 'শান্তি' বলিয়া মনে করি। জগতের শতকরা শতজন লোকই এইরূপ অন্যাভিলাষের তৃপ্তি-তাৎপর্যময়ী শান্তির পিপাসু। অন্যাভিলাষের চাকচিক্যময় মনোহারী দ্রব্যের পসরা লইয়া এই জগতের হাটে দোকান পাতিবার পূর্ব্বেই, হাটে আসিতে আসিতে পথ হইতেই জিনিসগুলি আদরের সহিত বিক্রীত হইয়া যায়। আর দোকান খুলিলে ত' কথাই নাই। সে দোকানের কাছে কেহ কোথায়।

কালে ভদ্রে যদি কোন পরাশান্তির রাজ্যের দূত শ্রীরূপের অন্যাভিলাষিতা-শূন্যা, জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতা, অনুকূল, কৃষ্ণানুশীলনময়ী শান্তির পসরা লইয়া এই ভবের হাটে প্রবর্শনী খুলিতে চাহেন, তাহা হইলে সেই শান্তির ক্রেতা মোটেই পাওয়া যায় না।

আধুনিক গোলোকমিল-দেওয়া-সমন্বয়-ধর্ম্মের ক্রেতা শতকরা প্রায় শতজন লোকই কেন? আর শ্রীচৈতন্যদেবের যাচিতসমন্বয়ের ধর্ম—শ্রীরূপের পসরায় পরাশান্তির ধর্ম্মের অকৃত্রিম গ্রাহক এই ভবের হাটে একটীও পাওয়া যায় না কেন? শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—এই অন্যাভিলাষরহিত ধর্ম্ম সর্ব্বজীবের চরম পরম শান্তির একমাত্র নিদান হইলেও এই কৃষ্ণানুশীলনময়ী বাস্তব শান্তির গ্রাহক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আপাত কৃত্রিম শান্তি বা অন্যাভিলাষের অনুসন্ধিৎসু অনন্তকোটী জীবের মধ্যে কালে ভদ্রে একটীও পাওয়া যাইবে কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে,—

'কোটি-মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।'

খাঁটি নিত্যশান্তি দুর্ল্লভা বলিয়া সুলভা মেকী শান্তি গ্রহণ করিব, এরূপ সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি কখনই প্রশংসনীয় নহে। সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি কোন দুর্ল্লভ বস্তুর গ্রাহক হইতে পারেন, তিনিই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা ও সুখশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। সাধারণ বস্তুর গ্রাহক কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণের বিষয় হননা ব নিজেও প্রচুর আনন্দিত হইতে পারেন না।

আধুনিক তথাকথিত সমন্বয়-ধর্ম্মের গ্রাহক জগদ্গুরু কলেই অথবা অধিকাংশই হইবার কারণ এই, তাহাতে সকল প্রকার অন্যাভিলাষের প্রশ্রয় পাওয়া যায়। সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া ঠাকুর-ঘরে যাওয়া যায়, আর পায়খানার দরজা দিয়াও প্রবেশ করিয়া ঠাকুর-ঘরে যাওয়া যায়"—এইরূপ উক্তি অন্যাভিলাষময়ী কল্পিতা শান্তির অনুসন্ধিৎসুগণের দিক হইতে খুবই ঠিক। কারণ, ঠাকুরবাড়ীতে প্রবেশ যেখানে ঠাকুরের শান্তির জন্য নহে, কাহারও ব্যক্তিগত অন্যাভিলাষের জন্য; যেমন, ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া শালগ্রামের পৈতা চুরি কিম্বা শালগ্রামের দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিবার অভিলাষের জন্য, সে স্থানে কপট ভদ্রলোকের সজ্জায় কেহ সদর দরজা দিয়াই প্রবিষ্ট হউক, আর ধৃত হইবার ভয়ে পায়খানার দরজা দিয়াই প্রবেশ করুক, উভয়েই সমান। কারণ উভয়স্থলেই ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া ঠাকুরের স্বার্থহানি ও নিজ অপস্বার্থ পূরণ করাই উদ্দেশ্য, সর্ব্ব-স্বার্থপতি ঠাকুরের স্বার্থ উদ্দেশ্য নহে। যদি ঠাকুরের স্বার্থই উদ্দিষ্ট হইত, তাহা হইলে ঠাকুর যেরূপ-ভাবে তাঁহার স্বার্থপূরণের জন্য প্রবিষ্ট হইতে বলেন, যেরূপ কালে প্রবিষ্ট হইতে বলেন—যেরূপ পাত্রকে প্রবিষ্ট হইতে বলেন, সেইরূপ স্থান, সেইরূপ কাল ও সেইরূপ পাত্রের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া ঠাকুরের ঘরে প্রবিষ্ট হইবার অভিলাষ থাকিত। ঠাকুরের প্রীতি—ঠাকুরের শান্তিই যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাহারা কখনও ঠাকুরের শান্তিভঙ্গ করেন না। পায়খানার দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে মলযুক্ত পাত্রের দুর্গন্ধে যদি ঠাকুরের শান্তি ভঙ্গ হয় কিংবা কপট ভদ্রলোকের সজ্জায় সদর দরজা দিয়া ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক ঠাকুরের সেবার নামে ঠাকুরের পৈতা চুরি করিলে যদি ঠাকুরের শান্তিভঙ্গ হয়, তাহা হইলে ঐরূপ পাত্রের জোরের অপস্বার্থময়ী শান্তি, শ্রীরূপানুগবর গুরুদেবের নিকট যাঁহারা পরাশান্তির উপদেশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই কামনা করেন না। চৌর, অপস্বার্থপর, অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞান-যোগভপোব্রতাদি দ্বারা আবৃত কপট ব্যক্তিগণ সদর দরজা দিয়া ঠাকুর ঘরে প্রবিষ্ট হউন, অথবা পায়খানার দ্বার দিয়াই প্রবিষ্ট হউন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য নিজের অপস্বার্থময়ী শান্তি পোষণ করিয়া ঠাকুরের শান্তি

ভক্ত করা। দুঃখের বিষয়, আজ এইরূপ অকৃত্রিমাভিলাষময়ী কপট শান্তির দুর্দ্দমনীয়া পিপাসা, যাহাকে অপর ভাষায় প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা' বলা যাইতে পারে, সেইরূপ নাস্তিকতার অদ্ভুত পিপাসাই 'শান্তির পিপাসা' নামে প্রচলিত হইয়া ধর্ম্মজগতের সকল মতেই ন্যূনাধিক প্রবেশ করিয়াছে।

শান্তি চায় না কে? মানবেতর পশুগুলির গাত্রে কণ্ডূয়ন করিয়া দিলে ঐ পশুও উহাতে শান্তি পায়। মানুষ কণ্ডূয়া রোগে পীড়িত হইলে আপাত কণ্ডূয়ন-সুখকে 'শান্তি' মনে করে, রোগী বিষম ব্যাধির যন্ত্রণাতেও একটুকু কোঁকাইয়া শান্তি বোধ করে, আবার বৌদ্ধগণ নির্ব্বাণ-পরিনির্ব্বাণকে 'শান্তি' মনে করে, সংসারের জ্বালাযন্ত্রণাময় ভারবহ জীবন আত্মহত্যার দ্বারা অবসান পূর্ব্বক শান্তি-পিপাসু ব্যক্তির ন্যায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ ত্রিপুটী বিনাশরূপ আত্মহত্যাকেই শান্তি মনে করেন। কিন্তু এইসকল শান্তির প্রস্তাব বা কল্পিত শান্তি কখনই শাশ্বতী শান্তি প্রদান করিতে পারে না। ঐসকল শান্তির প্রস্তাব ছলনাময়, কুহকময়, পরিণামে অশান্তিময়।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, এইরূপ হিংসাময়ী ছলনাময়ী শান্তির আপাত উত্তেজনা যিনি এই বঞ্চনাকামী জগতে প্রদান করিতে না পারিবেন, অকৃত্রিমাভিলাষের এইরূপ মনোহারী দোকান যিনি সাজাইয়া রাখিতে না পারিবেন, তাঁহার কথা, তাঁহার দোকান এই জগতের হাটে বেশী দিন চলিবে না। তাঁহাকে অদ্বৈত প্রভুর ন্যায় 'হাটে না বিকায় চাউল' বলিয়া কয়েকদিনের মধ্যেই তল্পিতল্পা গুটাইতে হইবে।

যখন কেহ শান্তির জিজ্ঞাসা লইয়া উপস্থিত হন, তখন এই ভবের হাটের অসংখ্য মনোহারী বিপণির দালাল সেই ব্যক্তিকে তাহাদের নিজ নিজ অধিক দালালী প্রাপ্তির দোকানে টানিয়া লইয়া যায় এবং মানুষের বহির্ম্মুখ অন্তর, যোগায় রুচি, যাহা যাহা চায়, সেইসকল অকৃত্রিমাভিলাষের মনোহারী জিনিষগুলি দেখাইয়া শান্তির সেই খোঁজা প্রাণগুলির বুদ্ধি ও প্রকৃত সদসদ্বিচার-ক্ষমতা লোপ করিয়া দেয় এবং আপাত রুচিকর অথবা ছলনাময় রুচিকর বস্তুগুলিকে গ্রহণ করাইয়া তাহাদিগকে শান্তির ছলনায় পাতিত করে। সেইসকল ব্যক্তি তাহাদের রুচির অনুকূল সেই ছলনাময় পণ্যদ্রব্যগুলি কিনিয়া একটা ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তি লাভ করে এবং ঐরূপ অকৃত্রিমাভিলাষময় ক্ষণস্থায়িকেই 'শান্তি' মনে করিয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি অদ্বৈতের বিশ্বে শান্তিসেবনতার সঞ্চার করেন, শ্রীচৈতন্যের নিজজন কৃপানুগবর আচার্য্য, যিনি অদ্বৈতের বিশ্বের অদ্বৈতের অভিলাষ বা আপাত-প্রেয়ের সর্ব্বনাশকারী জীবশিক্ষক না হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অনর্পিতচরী শান্তির বিতরণকারী অকৃত্রিমবরপিদ্ধ, তাঁহারা বলেন,—

"কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥"

ভোগকামী, মোক্ষকামী, সিদ্ধিকামী, নির্ব্বাণ-পরিনির্ব্বাণকামী, ত্রিপুটী বিনাশরূপ আত্মহত্যাকামী, ত্রিতাপ-পরিহারকামী, বিভূতিলাভকামী, বিভূতি-ত্যাগকামী, ইষ্ট-দেবতা-ভোগকামী, স্বর্গকামী, সালোক্যকামী, সারূপ্যকামী, সার্ষ্টিকামী, সামীপ্যকামী, সাযুজ্যকামী,—সকলেই ন্যূনাধিক অকৃত্রিমাভিলাষযুক্ত। সুতরাং তাঁহাদের শাশ্বতী শান্তি নাই। তাঁহাদের সকলেরই ব্যক্তিগত সেভিংস্ ব্যাঙ্কের হিসাব খোলা আছে, তাঁহাদের সকলেরই ব্যক্তিগত কিছু চাই। তাঁহারা কৃষ্ণের কিছু চান না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীরূপানুগবর গুরুদেব বলেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্য পূর্ণতম মাত্রায় না চাওয়া পর্য্যন্ত পূর্ণতমা শান্তি কিছুতেই পাওয়া যাইবে না।

ভুক্তিকামী, মুক্তিকামী, সিদ্ধিকামী, সালোক্য-সারূপ্য-কামী প্রভৃতি জগতের সর্ব্ববিধ শান্তিকামি-সম্প্রদায়ই কৃষ্ণের সুখতাৎপর্য্যময়ী শান্তি কামনা করেন না। কৃষ্ণের সুখের অভিলাষ, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ-মহামহোৎসব ইঁহাদের কাহারও কাম্য নহে, তাই তাঁহারা শান্তি পান না। প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত কখনও নিজের শান্তি চাহেন না, অশান্ত রাজ্য হইতে মুক্ত হইতে চাহেন না; তাঁহারা স্বাভাবিক শান্ত; তাঁহারা কৃষ্ণনিষ্ঠ। কৃষ্ণের শান্তি, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের সুখ, কৃষ্ণের শান্তির জন্য কোটী কোটী অশান্তি বরণই তাঁহাদের কাম্যবস্তু, তাই কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অখিল শান্তি-সম্পত্তির অধিকারী করেন।

যাঁহারা শান্তির কামনা করিয়া জগতের বস্তু ভোগ করিবার জন্য ধাবিত হন, তাঁহারা যেমন শান্তি পান না, যাঁহারা ভোগ ত্যাগের অভিনয় করিয়া শান্তির আশায়

মুক্তি বা সিদ্ধিকামী হইয়া পড়েন, ত্রিপুটী-বিনাশকল্পে আত্মহত্যা দ্বারা শান্তি লাভ করিবার বাসনা করেন, তাঁহারাও তেমনি অথবা ততোধিক অশান্তির রাজ্যে পতিত হন। তাই উপনিষৎ, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে ঐরূপ শান্তিপ্রয়াসিগণকে ধিক্কার করিয়াছেন ;—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥"

(ঈশোপনিষৎ ৯)

যিনি অবিদ্যার সেবা করেন, তিনি অন্ধতমিস্র স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি নির্ব্বিশেষজ্ঞানরূপা বিদ্যাতে রত হন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"

(গীঃ ১২।৫)

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ ভোগ হইয়া থাকে, কেননা দেহাভিমানী জীবের বাক্য ও মনের অগোচর অব্যক্ত-তত্ত্বে যে নিষ্ঠা, তাহাতে দুঃখ মাত্রই লাভ হয়।

"শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"

(ভাঃ ১০।১৪।৪)

হে বিভো, চরম-কল্যাণস্বরূপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। যেরূপ জলাশয় হইতে নির্ঝর সমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভক্তি হইতেই মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়, ভক্তি হইলে জ্ঞান আপনা হইতেই হইয়া থাকে ; তাহার জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূল ধান্যাভাস তুষ (খোসড়া) হইতে তণ্ডুল পাইবার জন্য তাহাতেই আঘাত করে, তাহাদের যেমন কেবল কষ্টই সার হয়, তেমনি বস্তু পরিত্যাগ করিয়া কেবল-জ্ঞান লাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্রই ফল হইয়া থাকে।

তবে শান্তি কাহাদের হস্তামলক হয় ? কাহারা শান্তির অধিকারী ? শ্রুতি বলেন, যে সকল নিত্যযুক্ত চেতন অনুক্ষণ কামদেবের সেবা কামনা করেন, তাঁহারাই শান্তি লাভ করিতে পারেন, অপরে কখনই শান্তি পায় না।

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

(কঠ ২।২।১৩)

যিনি নিত্য বা বাস্তব বস্তু সমূহের মধ্যে পরম নিত্য ও পরম বাস্তব বস্তু, যিনি চেতনজীব সমূহের মধ্যে চেতন, যিনি এক হইয়াও বহু আশ্রিততত্ত্বের কামনা পরিপূরণ করেন, যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের অনুগত হইয়া সেই হৃদয়স্থ কামদেবকে সেবা করেন, তাঁহারাই নিত্যশান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না।

উপনিষৎ শান্তির পথের কথা আরও বলিয়াছেন ;—

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥"

(মুণ্ডক ৩।১।২, শ্বেতাশ্ব ৪।৭)

কর্ম্মফলের ভোক্তা জীব একই আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি-জন্য শোক করেন। যখন আপনা হইতে ভিন্ন সেব্য পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, তখন সমস্ত শোকনির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও মহিমার অনুশীলন করিয়া থাকেন।

শান্তি-জিজ্ঞাসার সহিত কল্যাণরূপ একটী হেতু বিজড়িত। ঐরূপ হেতু-মূলেই শান্তির অনুসন্ধিৎসা উপস্থিত হয়। অশান্ত ব্যক্তিই শান্তি চাহেন, শান্ত ব্যক্তির সেইরূপ কোন অভিলাষের প্রয়োজন নাই। ঐরূপ হেতুমূলা জিজ্ঞাসা সম্বন্ধজ্ঞানাশ্রয় হইতেই উদ্ভূত হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তির ঐরূপ জিজ্ঞাসার অবকাশ নাই। যতক্ষণ ঐরূপ জিজ্ঞাসার বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে, ততক্ষণ আমরা কৃষ্ণের শান্তি অনুসন্ধান হইতে অনাগমন্ত অর্থাৎ আমরা ততক্ষণ অন্যাভিলাষী, এই প্রকার শান্তির অভিলাষরূপ অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার প্রয়াস হইতেই জগতে সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্বমীমাংসা, বেদান্তের অপব্যাখ্যা স্বরূপ নির্ব্বিশেষ-

বাদ, সন্দেহবাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, শূন্যবাদ, অনন্তবাদ, অদ্বিতীয়বাদ, অদ্বৈতবাদ, কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ, ব্রত প্রভৃতি অসংখ্য মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

"গৃহবাস—অশান্তিপূর্ণ, পুত্র-পরিবার—অশান্তির কারণ, সুতরাং 'দূর ছাই' ঐ সকলকে ত্যাগ করিয়া আমি শান্তির অনুসন্ধান করিব"—এইরূপ হেতুমূলে যে সকল ত্যাগবৈরাগ্যের অভিনয়, সে সকলই অন্যাভিলাষ, এইরূপ অভিলাষে প্রমত্ত থাকা কাল পর্য্যন্ত আমরা কৃষ্ণের শান্তি চাহি না, আত্মেন্দ্রিয়-সুখই চাই।

অশান্তি কিরূপে বিদূরিত হইতে পারে অর্থাৎ কিরূপে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি লাভ হইতে পারে, উহার নানাবিধ উপায় কল্পনা করিতে গিয়া কেহ বিচার করেন, যখন বিচিত্রতাই অশান্তির কারণ, তখন বিচিত্রতার বিরোধী হইলেই শান্তি পাইতে পারিব, এইরূপ শান্তি-কামী অচিদ্‌বিচিত্রতার অভিজ্ঞতাবাদ চিদ্‌বিচিত্রতার রাজ্যে অতিব্যাপ্ত করিয়া চিদ্বিলাসের বিরোধী অর্থাৎ কৃষ্ণের শান্তি ভঙ্গ করিবার জন্য রাবণ, কুম্ভকর্ণ, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্রাদি অসুরের পদাঙ্ক অনুসরণে উহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগণ্য সংস্করণস্বরূপ তপস্বী, যোগী, জ্ঞানী হইয়া পড়েন। এইরূপ হেতুমূলে শান্তির অনুসন্ধান করিতে যাইয়া কেহ বিচার করেন, যখন আসক্তিই অশান্তির জননী, তখন জড়াসক্তির বিচার চিদ্‌রাজ্যে অতিব্যাপ্ত করিয়া কৃষ্ণাসক্তির বিরোধী হইলেই শান্তি পাওয়া যাইবে, এইরূপ বিচারে তাঁহারা কৃষ্ণের সেবা-শান্তির বিরোধ করিয়া কখনও নির্ব্বিশেষবাদী, কখনও বা শূন্যবাদী হইয়া পড়িতেছেন, সুতরাং এইরূপ হেতুমূলা শান্তি-জিজ্ঞাসা বা 'অব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' হইতেই—নানাপ্রকার মনোধর্ম্মযুক্ত সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। কৃষ্ণের—পরমের বৃহত্তের—পূর্ণের সেবাশান্তি-জিজ্ঞাসাই—'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' বা বেদান্তের ধর্ম্ম, তাহাই অধোক্ষজ সেবা বা ভাগবত-ধর্ম্ম।

শান্তি-জিজ্ঞাসার হৈতুক চক্ষু লইয়া বা অন্যাভিলাষের পরচক্ষু পরিধান করিয়া যাঁহারা শাস্ত্রবাক্য—শ্রুতিবাক্য—বেদান্তবাক্য—ভাগবতবাক্য—গীতাবাক্য প্রভৃতি দর্শন করেন, শাস্ত্র-বাক্য সমূহ তাঁহাদের নিকট সেইরূপ অন্যাভিলাষ বা হেতুর রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া প্রতিভাত হয়, তাই শাস্ত্র-বাক্যগুলিকে ঐ সকল মনোধর্ম্মসৃষ্ট হৈতুক সম্প্রদায় তাঁহাদের স্ব স্ব হৈতুক-মত-সমর্থক বলিয়াই মনে করিয়া লন, আবার কৃষ্ণসেবাভিলাষের সহজ সাদা স্বাভাবিক উন্মুক্ত চক্ষু দ্বারা যাঁহারা শাস্ত্র দর্শন করেন, শাস্ত্র তাঁহাদের নিকট সেইরূপ অনাবৃতস্বরূপে প্রকাশিত হন। কাজেই নানা প্রকার অন্যাভিলাষের—হৈতুকী শান্তি জিজ্ঞাসার নানারঙ্গের পরচক্ষুর সাহায্যে দৃষ্ট শাস্ত্র-বাক্য, আর সহজ উন্মুক্ত চক্ষু দ্বারা যথার্থদৃষ্ট শাস্ত্র-বাক্যের সমন্বয় করিবার মূঢ় উঠাইয়া যাঁহারা মনোধর্ম্ম ও আত্ম-ধর্ম্মের—চিৎ ও জড়ের মধ্যে একাকার করিতে চাহেন—যাঁহারা বহুরূপ অন্যাভিলাষ ও একায়ন কৃষ্ণসেবাভিলাষের সমন্বয় করিতে চাহেন, তাঁহাদের ঐ পরামর্শ অনাবৃত নির্ম্মল-চক্ষু একায়নপন্থী কখনই গ্রহণ করিতে পারেন না। সকল অন্যাভিলাষের মধ্যে একটা আপাত সমন্বয় হইতে পারে, কেননা তাহাদের মধ্যে পরস্পর যতই বিরোধ থাকুক না কেন, বস্তু-বিচারে সে সকলই এক অর্থাৎ অন্যাভিলাষ। কিন্তু কৃষ্ণ-সেবাভিলাষের সহিত অন্যাভিলাষ কখনই এক হইতে পারে না। প্রথম স্থানে ভোক্তা—কৃষ্ণ, আর দ্বিতীয় স্থানে ভোক্তা-ভিমানী কৃষ্ণেতর বস্তু। সুতরাং কৃষ্ণ-সেবা-রহিত হইয়া শান্তিজিজ্ঞাসা নাস্তিকতারই প্রকারভেদ। কিন্তু ধর্ম্ম-জগতে প্রায় সর্ব্বত্রই এই নাস্তিকতাই আস্তিকতা বলিয়া প্রচলিত।

যাঁহারা কৃষ্ণের সেবা কামনা করেন, তাঁহারা জ্ঞানী-যোগী-তপস্বিগণের পরম মূল্য আত্মারামতা-রূপ শান্তি পর্য্যন্ত অভিলাষ করেন না,—উহাকে নরকের ন্যায় গর্হণ করেন। কৃষ্ণভক্ত অশেষ অশান্তির নিকেতন নরক পর্য্যন্ত বাঞ্ছা করেন, তথাপি কর্ম্মিগণের কাম্য শান্তিনিকেতন স্বরপুরী কিম্বা আত্মারামতা-রূপ শান্তির কামনা স্বপ্নক্রমেও করেন না;—

"নরক বাঞ্ছয়ে তবু লাঘব না লয়।"

অনুক্ষণ কৃষ্ণের সুখ-শান্তির অনুসন্ধানই পর-প্রেমের লক্ষণ—তৃপ্তির অভাবই পরপ্রেমের লক্ষণ। আত্মারামত্ব সমাগত হইলে পরিপূর্ণ তৃপ্তি উপস্থিত হয়, ঐ তৃপ্তি পরপ্রেম অর্থাৎ কৃষ্ণের নিরন্তর সুখ-শান্তি অনুসন্ধানের বিরোধী। পরপ্রেমে তৃপ্তি নাই। উহা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, তৃপ্তিস্বরূপ ও তৃপ্তাভাবস্বরূপ, এতদুভয়ের মধ্যে নিত্যসিদ্ধ বিরোধ। ভক্তির অবান্তর

ফল সমূহের মধ্যে আত্মারামতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদ। তাই শ্রীশুকদেব, শ্রীনবযোগেন্দ্র, শ্রীশৌনকাদি মুনি আত্মারামত্ব-রূপ শান্তি লাভ করিয়াও সেই শান্তিকে দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবা-লৌল্যে অস্থির হইয়াছেন।

জগতে অহৈতুক পরশান্তিদাতৃ-বিতরণকারী আচার্য্যের লীলাভিনয়কারী কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর জীব-কুলকে কৃষ্ণসেবার অতৃপ্তলালসাময়ী অহৈতুকী শান্তি জিজ্ঞাসার শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। একদিন শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদকে স্বকীয় শিষ্যবর রামচন্দ্রপুরী মধ্যাহ্নাদের জন্য আকুল ক্রন্দন করিতে দেখিয়া, লোকে পাছে তাঁহার গুরুকে ব্রহ্মানন্দে অনভিজ্ঞ অশান্ত মনে করিয়া রামচন্দ্রপুরীর প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব করে, এই আশঙ্কায় মাধবেন্দ্রপুরীপাদকে বলিয়াছিলেন,—"আপনি ব্রহ্মবিদের ন্যায় শান্ত না হইয়া কেন অশান্তভাবে ক্রন্দন করিতেছেন? আপনার ইহা শোভা পায় না। আপনি এই অশান্ত ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দে তৃপ্ত হউন।" রামচন্দ্রপুরীর এই দুর্বুদ্ধি অনুকূল প্রগাঢ়কৃষ্ণসেবানুসন্ধানলীলা-প্রদর্শনকারী অতিমর্ত্য গুরুদেবের পাদপদ্মশোভার দর্শন-বিমুখতা ও নির্ব্বিশেষজ্ঞানী-যোগী-ভক্তাভিমানী গুরুদ্রুবের কপট শান্তভাব রূপ কৃষ্ণবিমুখতা রূপ দর্শনের ঔদ্ধত্য হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ তৎক্ষণাৎ রামচন্দ্র-পুরীকে ভগবদ্বিদ্বেষী জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শান্তির বার্ত্তা জানাইয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণসেবার অতৃপ্ত লালসাই শান্তির ঘনসন্নিবেশরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যেন সেই কৃষ্ণসুখানুসন্ধানের অতৃপ্ত-লালসার পূর্ণতম মূর্ত্তবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ। বিপ্রলম্ভই—শান্তির সাম্রাবস্থা। 'কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ, বৃন্দাবন'—এই ভাবই শান্তি-প্রাচুর্য্য-পরাকাষ্ঠা। আত্মা-রামগণের হৈতুক শান্তভাবের পরিবর্ত্তে মহাপ্রভুর আদর্শে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ' সম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন॥
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন॥
হর্ষ, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, প্রৌঢ়ি, বিনয়।
এত ভাব এক ঠাঞি করিল উদয়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ শান্তিজিজ্ঞাসাময়ী আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাকে সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার পরাকাষ্ঠাতেই পরমা শান্তির চরমা কাষ্ঠা বলিয়া জানাইয়াছেন,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

শান্তির আশ্রয় একমাত্র কোটি-চন্দ্র-সুশীতল নিত্যানন্দ পাদপদ্মের ছায়া,—

নিতাইপদকমল কোটিচন্দ্র সুশীতল
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।

জগতের অধিল লোক যতদিন পর্য্যন্ত ঐ নিত্যানন্দের কোটিচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্ম-ছত্রের আশ্রয়ে না আসিবে, ততদিন শান্তির আশা—মরীচিকায় পিপাসা-শান্তির লালসার ন্যায়। বিশ্ব-শান্তির আকর—শ্রী নিত্যানন্দ পাদপদ্মই। বর্ত্তমান জগৎ বিশ্ব-শান্তির যতই প্রস্তাব, যতই উপায় স্থির করুন না কেন, তদ্দ্বারা কোন কালে শান্তি লাভ ত' হইবেই না, অধিকন্তু বিশ্বকে দিন দিন আরও অশান্তির পথে অগ্রসর করাইয়া চির অশান্তির রাজ্যে ধাবমান করাইবে। বিশ্ব-শান্তির অমোঘ উপায় ঠাকুর মহাশয় তাঁহার গীতিতে গাহিয়াছেন;—

নিতাইপদকমল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥

"আমি ভাবি না"

(২)

আমি কেবল অপরের ছিদ্র অন্বেষণ করি, কিন্তু নিজের ছিদ্র আদৌ দেখিতে চাহি না, একথারও সেজন্য ভাবি না। নিজে দেখা দূরে থাকুক, ভাবা দূরে থাকুক, গুরুদেব দেখাইয়া দিলেও তাঁহাদিগকে হয় আমার হিংসাকারী মনে করি, না হয় নানা যুক্তিতর্কের দ্বারা আমার অনর্থকে 'অর্থ', আমার দোষগুলিকে 'গুণ', বলিয়া স্থাপন করিতে ব্যস্ত হই। আমার রোগ নিরাময়ের জন্য কিছুতেই ভিক্ত ঔষধ সেবন করিতে চাহি না। যখন বক্তৃতা দেই বা পাঠ করি, তখন অপরকে আক্রমণ করিয়া থাকি। কিন্তু নিজের যে-যে-স্থানে আক্রান্ত হইবার কথাগুলি আছে, সেগুলি চাকিয়া যাই বা নিজেকে নির্খুঁত কল্পনা করিয়া, আমি কাহারও আক্রমণযোগ্য হইতে পারি,—এ কথা আদৌ মনে স্থান দিতে পারি না। যখন শ্রীগুরুদেব হরিকথা কীর্ত্তন-কালে আমার মনর্থগুলি দেখাইয়া দেন, তখন মনে করি, উহা আমার প্রতি গুরুদেবের শিক্ষা নহে, অপর ব্যক্তির প্রতি উহাই শাসন। আমি গুরুদেবের শাসনকে কৃপা মনে করি না বলিয়াই যে কৃপাটী শ্রীগুরুদেব আমাকেই করিতে চাহেন, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই কৃপাটীকে ঠেলিয়া অপরের মস্তকে দিতে চাই। ইহাতে আমিই বঞ্চিত হই। আচার্য্য নিজে সকল ছিদ্রহীন; তিনি নিত্য-সিদ্ধ লোকশিক্ষক, তিনি আমাকে সর্ব্বপ্রকারে অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করাইবার জন্য কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার অসংখ্য বিচিত্র ছিদ্র প্রদর্শন করিয়া আমাকেই সেই সকল হইতে সাবধান করিয়া দেন, আমি তাহা না জানিয়া আচার্য্যের অবৈধ অনুকরণে কেবল 'অপরের-ছিদ্র-দেখা-প্রবৃত্তি'টীকে আস্কারা দিয়া নিজের শত ছিদ্রের প্রতি অন্ধমনস্ক হইয়া পড়ি। আমি নিজের ভাবনা একবারও ভাবি না।

আমি ভাবি না, এমন করুণাসিন্ধু, এমন অমন্দোদয় দয়ার অবতার আর কি কোথারও হইয়াছে, না হইবে? এই দয়াধারা প্রবাহিত থাকিতে থাকিতে আমার মঙ্গল করিয়া লইতে না পারিলে কোনকালেও কি আমার মঙ্গল হইবে? মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের প্রথম অপরাধেই তাঁহার দ্বার মানা করিয়াছিলেন, কালাকৃষ্ণদাস একবার ভট্টথারির প্রলোভনে পতিত হইবার ফলেই মহাপ্রভুর পাদপদ্মের নিকট হইতে অন্তর প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কতবার ছোট হরিদাসের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছি—কতবার কালাকৃষ্ণদাসের আদর্শ বরণ করিয়াছি—কতবার রামচন্দ্রপুরীর বৃদ্ধি পোষণ করিয়াছি, তথাপি অমন্দোদয়-দয়ানিধি আচার্য্যদেব আবার আমাকে তাঁহার বাক্যামৃতধারার স্নান করাইয়া, কৃপা-হিল্লোলে অভিষিক্ত করিয়া আমাকে তাঁহার পাদপদ্ম-সন্নিধানে টানিয়া লইয়াছেন,—আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন,—আমাকে পুনরায় "আর নারে বাপ" প্রতিজ্ঞা করাইয়া সংশোধিত হইবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়াছেন। এ অহৈতুকী দয়ার প্রাবন আর কি কখন কোথারও পাইব?

আমি ভাল মন্দ খাই, পরি, চিন্তাহীন হইয়া বেড়াই, নীলাম্বুধির কূলে কৃষ্ণানুসন্ধান করিবার পরিবর্ত্তে দেশের সুখ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াই, জগতের চিড়িয়াখানা, দুনিয়ার দেশ, গ্রাম, প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া দিন কাটাইয়া দেই, যেন ভালমন্দ খাইবার জন্যই, দু'দিন অন্যমনস্ক হইয়া চিন্তাহীন থাকিবার জন্যই, জগতের চিড়িয়াখানা দেশ-গ্রামগুলি দেখিবার জন্যই জগতে আসিয়াছি। আমি ভাবি না, আমার গুণা-দিন এক একটী করিয়া কমিতেছে বই বাড়িতেছে না। আরও ভাবি না, সর্ব্বপ্রধান ভাবনার বিষয় যেটী, এই ভূতলে বৈকুণ্ঠ-প্রদর্শনী, তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠ-প্রিয়দর্শন মহাজন বেশীদিন থাকেন না।

আমি একবারও ভাবি না, আমি কৃপানুগবরের কৃপা গ্রহণ করিলাম না। আমি বাহ্যরূপে, আত্মরূপের রূপে, প্রতিষ্ঠার রূপে, প্রকৃতি-রূপসীর রূপের ফাঁদে বিজড়িত হইয়া পড়িলাম। অপ্রাকৃত রূপের পরমেশ্বর সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইলাম না!

আমি ভাবি না, আমার ভবিষ্যতের দিন ত' এত চিন্তা-হীনতায়, এত সুখসুবিধায় যাইবে না। মাতাপিতার বর্ত্তমানে পুত্রের দিন যেরূপ সুখে যায়, যেরূপ চিন্তা-

হীনতায় কাল কাটে, মাতাপিতার অবর্ত্তমানে যেরূপ চিন্তাহীনতায় কাল কাটে না। তাই পিতামাতা পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য পুত্রকে সকল দর্শন দিয়া বিদ্বান, অর্থবান্ করিয়া যান। অকৃত্রিম স্নেহ-বাৎসল্যে মাতৃকোটি, আমার মঙ্গলচিন্তায় পিতৃকোটি প্রভুপাদ আমাকে পরবিদ্যায় বিদ্বান্, পরমার্থে ধনবান্ করিবার জন্য অনুক্ষণ কতই না চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আমি যদি এখন পরবিদ্যা সংগ্রহ করিয়া না রাখি, পরমার্থ-সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া দরকারী কাগজ (Promisary Note) কিনিয়া না রাখি, তাহা হইলে আমাকে অনন্ত ভবিষ্যতে অনির্ব্বচনীয় দুঃখে পতিত হইতে হইবে।

আমি ভাবি না, পরে আমার বিদ্যালাভের জন্য আর কে এত অর্থ ব্যয় করিবেন? আমি ভবিষ্যতে যাহাতে মানুষ হইতে পারি, এইজন্য আর কে এত অর্থ, বহু পরিশ্রম, স্নেহ বিলাইবেন? আমি যাহাতে পরম ধনী হইতে পারি, তজ্জন্য কে আমাকে এত করিয়া শিক্ষা দিবেন? আমাকে কে প্রতি পদে বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিবেন? আমাকে কে অনুক্ষণ চোখে চোখে রাখিতে চাহিবেন? আর কে মুহূর্ত্তমাত্র আমার অদর্শনে আমার অন্বিষ্ট আশঙ্কা করিয়া তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু-হৃদয়ের পরিচয় দিবেন। আমাকে আর কে সকল জঞ্জাল হইতে দূরে রাখিয়া নিজ পাদপদ্মের কোটিচন্দ্রসুশীতল-ছায়ায় সযত্নে আশ্রয় দিবেন?

আমি ভাবি না, জগতে আমার বোঝাবোঝ করিবার অনেক লোক পাইব, কিন্তু অকপট স্নেহভাবিত মর্ম্মান্তিক বাক্যে আমার হৃদয়গ্রন্থি স্নেহন করিয়া দিবেন, এমন অদ্বিতীয় বান্ধব আমার আচার্য্যদেব ব্যতীত চতুর্দ্দশ ভুবনে আর কোথায় পাইব? আমি যখন নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিতে যাই, তখন কুঠারটী আমার হাতে তুলিয়া দিবার মত লোক দুনিয়ার দক্ষিণে, বামে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে, নেবতারূপে, ঊর্দ্ধভাগে, অধোদেশে সর্ব্বত্রই পাইব। কিন্তু আমার হাতের কুঠারখানি ছিনাইয়া লইবার আগাত নিষ্ঠুরতা দেখাইয়াও আমাকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক আমাকে অমৃতের রাজ্যে লইয়া যাইবেন, এমন বান্ধব আর কোথায় পাইব? আমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক্, পাণি, পায়, পাদু, উপস্থ ও মন সপত্নীগণের ন্যায় যখন আমাকে বিভিন্নদিকে আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন সেই সপত্নীগণের নিকট আমাকে বিলাইয়া দিবার পরামর্শদাতা দুনিয়ার চতুর্দ্দিকে বালুকণার জীবাণুরাশির ন্যায় অসংখ্য দেখিতে পাই, কিন্তু আমাকে সেই দুর্দ্দশার কবল হইতে রক্ষা করিয়া আমার সমগ্রতাকে পূর্ণসচ্চিদানন্দের পাদপদ্মে বন্ধন করিয়া দিবার বান্ধব ত' আমার জগদ্গুরুদেব ব্যতীত কোথায়ও নাই।

আমি ভাবি না—আমার জীবন মুহূর্ত্ত। এই মুহূর্ত্ত জীবন না হয় আরও কোটী কোটী যোনি ভ্রমণ করিবার পরেও পাইতে পারিব, সেইরূপ কোটী কোটী মনুষ্য জীবনে না হয় অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসীর দেখাও পাইব, যাঁহারা আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন প্রদানকেই আমার নিকট সাধুতা বা ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন, কিন্তু আমার প্রকৃত শ্রেয়ঃ, আমার সত্য সত্য হিত, হাতে হাতে সুকল্যাণসম্পদ আমায় প্রদান করেন, এমন বান্ধব কি আর কোটী কোটী মুহূর্ত্ত জীবনেও পাইতে পারিব?

আমি ভাবি, বহু মঠ মন্দির নির্ম্মিত হইবে, উহাদের কোনটীর মহান্ত হইয়া আমি গদী অধিকার করিব, মোহান্ত হইয়া লোকের পূজা-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিব। কিন্তু ভাবি না, আমি যদি একমাত্র জগদ্গুরু আচার্য্যবর্য্যের হাতে ধরা জীবন্ত শ্রীচৈতন্য মঠ না হইতে পারি, জীবন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত না হইতে পারি, তাহা হইলে আমার বিপুলেবরায় অচৈতন্য-মন্দির ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের একটুকু ভূমিকম্পেই আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইবে, পুস্তকস্থ পাণ্ডিত্য ইন্দ্রিয় লালসার একটুকু ঝটকা বাতাসেই আমাকে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবে, আমি তখন চৈতন্য মঠের, চৈতন্য বাণীর, চৈতন্যভাগবতের আনুগত্যে চৈতন্য বিস্তার করিবার পরিবর্ত্তে জগতে কেবল কুলাঙ্গাররূপে অচৈতন্য বিস্তারে দক্ষ হইয়া পড়িব, না হয় নির্ব্বিশেষবাদিগণের সহিত বন্ধুতা করিয়া অচৈতন্য বিস্তারে রত হইব।

আমি ভাবি না, প্রভুপাদের প্রকৃত স্নেহটী কি? আমি মনে করি, প্রভুপাদের বকুনিই বুঝি স্নেহ। কখনও বা প্রভুপাদের স্নেহের অযৌক্তিক সুযোগ ও আশ্রয় লইয়া আমি প্রভুপাদের সাক্ষাৎ শাসনরূপ পরম স্নেহধারা হইতে দূরে সরিয়া যাইতে চাই, আমি আপনাকে প্রভুর পরমস্নেহভাজন মনে করিয়া আমাকে

তাঁহার শাসনের অতীত, কখনও বা প্রভুপাদ এই রকম শাসন করিয়াই থাকেন, সুতরাং উহাতে মনোযোগ দিবার আবশ্যকতা কি? এইরূপ মনে করিয়া প্রভুপাদের শিক্ষার অন্যমনস্ক হইয়া পড়ি, প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তনকালে আকারে প্রকারে নানাদিক ইঙ্গিতে কত প্রকারেই না আমাকে প্রকৃত হরিভজনের দিকে অগ্রসর হইবার উপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু আমি আপনাকে প্রভুপাদের বিশ্বস্ত স্নেহভাজন মনে করিয়া, প্রভুপাদের কথা অমান্য করিয়াও প্রভুপাদের স্নেহভাজন থাকিতে পারি, মনে করিয়া আমার কুবিষয়-প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া চলি।

আমি একবারও আন্তরিকতার সহিত ভাবি না, আমি দুনিয়ার সকল আশা ভরসা ছাড়িয়া, সকল অনুরাগ-অনুষ্ঠানের অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া গুরুগৃহে বেড়াইতে আসি নাই, বায়ু সেবন করিতে আসি নাই, অন্যাভিলাষের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে আসি নাই, আমার ব্যক্তিগত অপস্বার্থের জমার খাতার অপস্বার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে আসি নাই, স্বার্থগতি কৃষ্ণের স্বার্থ হইতে আমার অপস্বার্থ পৃথক্ করিয়া বাড়াইয়া তুলিতে আসি নাই; আমি কাম ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের আজ্ঞানুযায়ী কৃষ্ণভজন করিতে আসিয়াছি। বৈষয়িক বিচারে যাহারা আত্মীয়স্বজন—জগতের নৈতিক বিচারে যাহাদের সেবা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত, সেইসকল কর্ত্তব্যে উদাসীন হইয়া যদি আমি পরমার্থনীতিতেও উদাসীন হইয়া পড়ি, তাহা হইলে আমি 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ' হইলাম। আমি ভাবি না, আমি যদি প্রতিপদবিক্ষেপে, প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাসে, প্রতি চিন্তাধারায়, প্রতি কার্য্যকলাপে, প্রতি চেষ্টায় পূর্ণতম হরিভজন না করি, তাহা হইলে আমার পূর্ব্ব ইতিহাস আমার হৃদয়ে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া আমাকে প্রেতের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে, আমাকে বাতাশী করিয়া ছাড়িবে।

এমন নির্হেতুক কৃপাসিন্ধু আচার্য্যের নিকট আসিবার অভিনয় করিয়া—এমন আচার্য্যের চেতনময়ী বাণী শ্রবণ করিবার অভিনয় করিয়াও আমি বহির্ম্মুখ স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকিলাম, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবা ব্যতীত আর অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই, কৃত্য নাই, পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াও আমি ইতর কর্ত্তব্য পালনের স্পৃহা, ইতর কৃত্যে রুচি ছাড়িতে পারিলাম না। আমি ভাবি না, আমার বহির্ম্মুখ স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের ভরণপোষণ, ইতর কৃত্য যাজন, ইতর কর্ত্তব্য পালন কিম্বা মর্কটবৈরাগ্যের অভিনয় প্রদর্শন করিয়া লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠার কিঙ্কর-সূত্রে সময় বৃথা ব্যয়ের জন্য আচার্য্যের এই মহা-মহাবদান্যময়ী শুভদৃষ্টি প্রকটলীলা বসিয়া থাকিবে না। প্রসাদ-প্রাবন যে মুহূর্ত্তে উপস্থিত হয়, সেই মুহূর্ত্তে অভিষিক্ত হইতে না পারিলে আমার আকাশকুসুম-কল্পনার সুযোগানুযায়ী সময় পর্য্যন্ত প্রসাদ-প্রাচুর্য্য কখনই স্থায়ী হইবে না।

আমি কখনও আমার চাকরী করি, ব্যবসা বাণিজ্য করি, কখনও বা ঐ সমস্ত পরিত্যাগের অভিনয় করিয়া মঠ বাসের অভিনয়ে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার কৈতবী-বণিগ্-বৃত্তি করিয়া থাকি; আচার্য্যদেব আমার দুর্দ্দৈববশতঃ আমাকে সাক্ষাদ্ভাবে ঐ সকল বিষয়ে বাধা প্রদান করেন না দেখিয়া আমি মনে করি, আমার চাকরী, আমার ব্যবসা-বাণিজ্য, আমার স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ, কখনও মঠবাসের অভিনয়, আমার ইতর অভিলাষ পরিপূরণের চেষ্টা প্রভৃতি বুঝি আচার্য্যের অনুমোদিত, আমার অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, কপটতা, আমার ইতর অভিলাষ পূরণের দুর্দ্দমনীয় পিপাসা দেখিয়া আচার্য্যদেব আমার স্বতন্ত্রতায় বাধা দেন না, কিন্তু পরোক্ষভাবে তিনি নিরন্তর অশেষ শাস্ত্রোপদেশ কীর্ত্তন করিয়া আমার স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিবার সার্থকতা আমাকে হৃদয়ঙ্গম করাইতে চাহেন। আমি কিন্তু বিপরীত বুঝিয়া ভাবিয়া থাকি, আমার সামর্থ্য অধিক, তাই আমাকে আচার্য্যদেব ঐ সকল কার্য্যে বাধা প্রদান করেন না; আমি অনাসক্ত, তাই তিনি আমাকে জগতের বিষয় গ্রহণে কোন বাধা দেন না। কিন্তু যাহাদের সামর্থ্য কম, যাহারা অত্যন্ত আসক্ত তাহাদিগকেই সাক্ষাদ্ভাবে বিষয় গ্রহণে বাধা দিয়া থাকেন, এইরূপ মনে করিয়া আমি আমার বিষয়-গ্রহণ কার্য্যকে গর্হণ করি না—তজ্জন্য অনুতপ্ত হই না—কৃষ্ণবিমুখের জন্য আমার আর্ত্তি প্রবলা হইতে প্রবলতরা হয় না। আমি ভাবি না, ঐরূপ বিচার আমার আত্ম-বঞ্চনার প্রশস্ত পথ। প্রভুপাদের অনুমোদিত—একমাত্র নিরন্তর হরিসেবা—সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবৎকার্য্যে আন্তরিক প্রবল অনুরাগ। তাহা হইতে একচুল তফাৎ অন্য কিছু কোনকালেই প্রভুপাদের অনু-

মোহিত নহে। ইহা না ভাবিয়া আমি যে মুহূর্ত্তে অন্যরূপ ভাবিয়াছি বা আমার বিষয়গ্রহণই গুরুসেবা, গুরুর অনুমোদিত কার্য্য ভাবিয়া ফেলিয়াছি সেই মুহূর্ত্তেই আমি প্রভুপাদের পাদপদ্ম হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত। মৌখিক আদর বা নিষ্পেক্ষতা দেখিয়া আমার বিষয়গ্রহণ-চেষ্টাকে প্রভুপাদের অনুমোদিত মনে করা আমার মহা-দুর্দ্দৈবজনিত আত্মবঞ্চনা-কামনা মাত্র।

প্রভুপাদের প্রচারের বৈশিষ্ট্য—আমার প্রভু প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারের বৈশিষ্ট্য—"**আচরণশীল চেতনময় জীবন।**" প্রভুপাদের অতৈব অনুকরণে আমি লম্বাচৌড়া কথার বিগ্‌গজ হইতে পারিলেই আমি প্রভুপাদের কথা বুঝিয়াছি,—মহাপ্রভুর কথা বুঝিয়া ফেলিয়াছি—তাঁহাদের কথা প্রচার করিতে পারি,—আমার বাগ্‌বৈখরী প্রভাবে বহু লোককে চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করাইতে পারি ইত্যাদি ভাবিলেই আমার মায়া-জয় হইবে না,—প্রভুপাদের প্রচারের একবিন্দুও বুঝিতে পারিব না। মহাপ্রভু ও আমার প্রভুর প্রচার একরূপ নহে। ইহা জাতিগোস্বামিগণের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাময়, অনর্থময় কুমত মাত্র। আচরণশীল হইতে না পারিলে আমার নিজের মঙ্গল হইবে না, অপরেরও কস্মিনকালে মঙ্গল হইবে না। আমার জীবন যদি আচার্য্যদেবের পদানুসরণে চেতনময় না হইল—আমার আদর্শ জীবন চরিত্রই যদি স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত প্রচারক হইয়া কথা বলিতে না পারিল—কীর্ত্তন করিতে না পারিল, তাহা হইলে আমার গলাবাজি, আমার লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য কীর্ত্তনে অনুরাগের অভিনয় কেবল আমার মহা-অনর্থ-পীড়ার অভ্যর্থোদ্গার মাত্র। আমি ইহা না ভাবিয়া মনে করি, লম্বাচৌড়া কথা বলিতে পারিলেই, সভা মাতাইতে পারিলেই আমি 'ধন্য' হইয়া গেলাম, কিন্তু রামদাসের মূর্ত্তিমান-বিগ্রহ অঞ্জনাসুত হনুমান কেবল কথায় আস্ফালনকারী নহেন, তাঁহার জীবন গুরুপাদপদ্ম, ভগবদ্পাদপদ্ম, তাঁহার সমস্ত জীবনই হরিকথার প্রচারক।

আমি একবারও ভাবি না, প্রভুপাদের এত চীৎকার, এত হরিকথা কীর্ত্তন, এত শত শত গ্যালন চিদ্‌রক্ত ব্যয় কি কেবল বাতাসে উড়াইয়া দিবার জন্য, না গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিবার জন্য? তাঁহার ঐসকল বৈকুণ্ঠবাণী, তাঁহার ঐসকল চেতনময়ী বাণী কি আমার জীবন্মৃত জীবনে বিজলী সঞ্চার করিয়া আমাকে চেতনময় করিয়া দিবে না? বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে আমার চরিত্র কি গুরুপাদের বাণীর, চৈতন্যবাণীর সাক্ষ্য প্রদান করিবে না? আমি কি সেই চৈতন্যবাণীকে আমার অন্তর জীবনাদর্শ-প্রদর্শনীতে রক্ষা করিয়া সগৌরবে প্রদর্শন করিতে পারিব না? আমি ইহার প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত, আমার প্রভুর গৌরব করিবার বিরহ বেদী—বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা বেদী—আমার স্বরূপের অভিমান বেদী, সেই আচার্য্য পদাঙ্কানুসরণেই আমি বিমুখ।

আমি ভাবি না, এখন গুরুর গৃহে বাস করিবার ফল যদি গৃহাকৃষ্ট-বাদের ধার্ষ্টিকতাই পর্য্যবসিত হয়, অথবা এমন গুরুর নিকট, দিব্যজ্ঞান লাভের পূর্ণতম সুযোগ থাকিতেও কেবল দীক্ষাগ্রহণের অভিনয় দেখাইয়া যদি গাগ্‌লামিঁয়া গৃহব্রতপিশিতেই পরিণত হয়, তাহা হইলে আমি 'যে তিমিরে, সে তিমিরেই' পড়িয়া রহিলাম। হীরক-খনির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াও আমি সেখান হইতে হীরকের পরিবর্ত্তে খনিজ অঙ্গার-কণিকা আহরণ করিলাম।

আমি এখনও ভাবি না,—যে মুহূর্ত্তে সতর্কতার ঘণ্টা, যে মুহূর্ত্তে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে, তখনও আমার কুবিষয় ভোগ প্রবৃত্তি, তখনও আমার অন্যাভিলাষ, তখনও আমার ব্যক্তিগত অপস্বার্থ, তখনও আমার গুরুবৈষ্ণবানুগত্য ছাড়িয়া যোড়শী করিবার বাসনা, তখনও আমার ভেষনীতি, তখনও আমার গুরুসেবকগণের প্রতি ঈর্ষ্যা, অপ্রীতির ভাব, কপটতা সমূলে বিনষ্ট হইল না; সমূলে বিনষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, আমি সেই সকল কুপ্রবৃত্তির অঙ্কুরগুলিকে আরও সযত্নে কনকুপ-দুগ্ধোত্থিত সমাধপ্রণাধ বিরাট বিষবৃক্ষে পুষ্ট করিয়া তুলিতেছি। এখন আর সময় নষ্ট করিবার সময় নাই। এখন ভাবা উচিত—প্রতি মুহূর্ত্তে ভাবনা করা উচিত—আমি ভজন করিতে আসিয়াছি, আমি আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন করিতে আসিয়াছি। যাবতীয় অন্যাভিলাষ, যাবতীয় কপটতা, যাবতীয় অপ্রীতি-ভাব, যাবতীয় কু-প্রবৃত্তি আমি অদ্য হইতে নিশ্চয়ই গুরু-কৃপা বলে, গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালনবলে শতমুখী ধারা দূরে নিক্ষেপ করিব এবং শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভুর বেদোদ্ভিত্তিবেদ্য, বিদ্যা, সাম্যোজ্জ্বল বিবাহ, বদান্য, চিত্তাপিতোন্মাদ, পরভক্তি-বিনোদ, সরস, রসদ, অমন্দোদয়-দয়া, যাহা শ্রীবজ্রনাভপ্রপৌত্রগুরুদেব বিলাইতে আসিয়াছেন, তাহা শ্রীগুরুদেবের নিকট আমার স্বরূপ ও স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বলিয়া লইব, তখনই আমি কৃপানুগ্রহাগ্রহ হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিব।

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২২শে আষাঢ়, ১৩৩৬, ৬ই জুলাই, ১৯২৯

৭মখণ্ড | ৪৬শ সংখ্যা

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদশকম্

অমন্দকারুণ্যগুণাকরশ্রী-
চৈতন্যদেবস্য দয়াবতারঃ।
স গৌরশক্তির্ভবিতা পুনঃ কিং
পদং দৃশোর্ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ১ ॥

যিনি পরমকারুণ্যগুণাকর শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার অবতার-স্বরূপ, সেই গৌরশক্তি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব পুনরায় আমাদের নয়নগোচর হইবেন কি ? ১ ॥

শ্রীমজ্জগন্নাথপ্রভুপ্রিয়ো য
একান্তকো গৌরকিশোরকেন।
শ্রীগৌরকারুণ্যময়ো ভবেৎ কিং
নিত্যং স্মৃতৌ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥২॥

যিনি শ্রীজগন্নাথ প্রভুর পরমপ্রিয় অনুগত এবং শ্রীমদ্গৌরকিশোরদেবের অভিন্নাত্মস্বরূপ, সেই শ্রীগৌর-করুণাশক্তি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব নিত্যকাল আমাদের, স্মৃতিগোচর হইবেন কি ? ২ ॥

শ্রীনামচিন্তামণি-সম্প্রচারৈ-
রাদর্শমাচারবিধৌ দধৌ যঃ।
স জাগরূকঃ স্মৃতিমন্দিরে কিং
নিত্যং ভবেদ্ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৩॥

যিনি শ্রীনামচিন্তামণির প্রচারমুখে আচার-বিধির আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব নিত্যকাল আমাদের স্মৃতিমন্দিরে জাগরূক থাকিবেন কি ? ৩ ॥

নামাপরাধৈ রহিতস্য নাম্নো
মাহাত্ম্যজাতং প্রকটং বিধায়।
জীবে দয়ালুর্ভবিতা স্মৃতৌ কিং
কৃতাসনো ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৪॥

যিনি নামাপরাধরহিত শ্রীনামের মাহাত্ম্য-সমূহ প্রকাশ পূর্ব্বক পরমজীবদয়ালুত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের স্মৃতিসিংহাসনে সমাসীন থাকিবেন কি ? ৪ ॥

গৌরস্য গূঢ়প্রকটাবতারস্য
সতোঽসতো হর্ষকুনাট্যয়োশ্চ।
প্রকাশকো গৌরজনো ভবেৎ কিং
স্মৃত্যাস্পদং ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৫॥

যিনি গৌরাবতারের গূঢ় আবির্ভাবক্ষেত্র প্রকাশ করিয়া সজ্জনগণের হর্ষ এবং দুর্জ্জনগণের কুনাট্যভাব যুগপৎ জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই গৌরজন শ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদদেব আমাদের স্মৃতিবিষয়ীভূত হইবেন কি ? ৫ ॥

নিরস্য বিঘ্নানিহ ভক্তিগঙ্গা-
প্রবাহনেনোদ্ধৃতসর্ব্বলোকঃ।
ভগীরথো নিত্যধিয়াং পদং কিং
ভবেদসৌ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৬॥

যিনি ভক্তিপথের কণ্টক সমূহের নিরাসপূর্ব্বক ভক্তি-গঙ্গাপ্রবাহদ্বারা নিখিললোকের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন,

সেই ভক্তি-ভাগীরথীর ভগীরথস্বরূপ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের নিত্যধারণার বিষয় হইবেন কি ? ৬ ॥

বিশ্বেষু চৈতন্যকথাপ্রচারী
মাহাত্ম্যসংসী গুরুবৈষ্ণবানাম্ ।
নামগ্রহাদর্শ ইহ স্মৃতঃ কিং
চিত্তে ভবেদ্ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৭॥

যিনি জগতে সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যকথা প্রচার, গুরুবৈষ্ণব-মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং নামগ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের হৃদয়ে স্মৃত হইবেন কি ? ৭ ॥

প্রয়োজনং সম্ভক্তিদেয়ভক্তি-
সিদ্ধান্তবাণ্যা সমমত্র গৌর-
কিশোরসঙ্গক্রমুতো ভবেৎ কিং
চিত্তং গতো ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৮॥

যিনি স্বয়ং প্রয়োজনতত্ত্বস্বরূপ, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব, শ্রীগৌরকিশোরস্বরূপ সম্ভক্তত্বের সহিত মিলিত হইয়া অভিধেয়তত্ত্ব শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সহিত আমাদের চিত্তে উদিত হইবেন কি ? ৮ ॥

শিক্ষামৃতং সজ্জনতোষণীঞ্চ
চিন্তামণিঞ্চাত্র সজৈবধর্ম্মম্ ।
প্রকাশ্য চৈতন্যপ্রথো ভবেৎ কিং
চিত্তে হৃতো ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৯॥

যিনি শিক্ষামৃত, সজ্জনতোষণী, চিন্তামণি ও জৈব-ধর্ম্মের প্রকাশ দ্বারা জীবগণের মধ্যে চৈতন্য বিতরণ করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের হৃদয়ে হৃত হইবেন কি ? ৯ ॥

আষাঢ়ধর্ম্মেঽহনি গৌরশক্তি-
গদাধরাভিন্নতনুর্জহৌ যঃ ।
প্রপঞ্চলীলামিহ নো ভবেৎ কিং
দৃশ্যঃ পুনর্ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥১০॥

যিনি আষাঢ়ী অমাবস্যা তিথিতে গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর অভিন্নবিগ্রহরূপে প্রপঞ্চ-লীলা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব পুনরায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবেন কি ? ১০ ॥

সুমেধা-তিথি

অধোক্ষজ পরতত্ত্বের অনবদ্যকারিণী করুণার প্রকাশ-মূর্ত্তি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আর অপ্রকট-তিথি। এই তিথিতে পরতত্ত্ব অন্বয়জ্ঞান-গৌরসুন্দরের আর একটী করুণা-প্রকাশমূর্ত্তি—শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুও অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। সুমেধাসকল গৌর-বিহিত সঙ্কীর্ত্তনবহুল যজ্ঞের দ্বারা এই তিথির আরাধনা করেন বলিয়া এই তিথির নাম সুমেধ-তিথি অর্থাৎ এই তিথি সকল সুমেধারই বরণীয়া—স্মরণীয়া—বন্দনীয়া।

গৌরশক্তি গদাধর ও গৌরশক্তি দামোদর যেরূপ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ, সেইরূপ গৌরশক্তি গৌরকিশোর ও গৌরশক্তি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—অভিন্নতনু। কেননা, গৌরসুন্দর—অন্বয়-জ্ঞান, গৌরশক্তি-সমূহ—অভিন্ন। যাহারা মুখে সবিশেষবাদ স্বীকার করিয়াও কেবল একগুরুবাদের পক্ষাবলম্বী, তাহারা কার্য্যতঃ অন্বয়জ্ঞানবিলাস বা বিচিত্রতার বিরোধী। এক-জগদ্গুরুবাদে যে অসম্পূর্ণতা ও ভ্রম প্রবেশ করিয়াছিল, জগদ্গুরু-লীলাভিনয়কারী পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সেই অজ্ঞান-তিমির তাঁহার শিক্ষাগুরু-পরম্পরায় বিদূরিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অসংখ্য নিজজনকে মহান্ত-গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং যুগে যুগে যুগ-প্রয়োজনানু-সারে তাঁহাদিগকে অবতীর্ণ করাইয়া কেবল একগুরুবাদি-গণের ভগবৎকরুণা-ধারা ধারণে অসমর্থতা জানাইয়াছেন।

একজগদ্গুরুলীলাভিনয়কারী অন্বয়জ্ঞান গৌরসুন্দরেরই প্রকাশবিশেষ করুণাবতার মহান্তগুরুরূপে জগতের মঙ্গল বিধান করেন। মহান্তগুরুও—জগদ্গুরু। তাঁহারা—"ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।" সকল মহান্ত-গুরুই চিত্তবৃত্তি ঐকান্তানময় বলিয়া সকলেই অভিন্ন।

যেখানে মহান্তগুরুর পূজার অবকাশ নাই, সেরূপ অনেক স্থলেই চৈত্যগুরু ও জগদীশ-জগদ্গুরু বা গুরুতত্ত্বের সন্ধান-প্রদানে পূর্ণ করুণা প্রকাশ করেন না। অধোক্ষজ ভগবদ্-বিষয়বস্তুর আশ্রয়াধারে যে জগদ্গুরুত্ব নিহিত, তাঁহারই করুণা গোলোক হইতে ভূলোকরূপ স্থানে, কালের অন্তরে, পাত্ররাজরূপে, আনন্দময় মূর্ত্তিতে অবতরণ করেন। সেই

করুণা-মূর্ত্তি বহির্জগতে তাঁহার সেবা অর্চ্চাবতার প্রদর্শন করিয়া তাঁহাতেই অন্তর্যামী, তাঁহাতেই বৈভব, তাঁহাতেই ব্যূহ এবং তাঁহাতেই পরতত্ত্বের অবস্থিতি প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবগণের কালগত বৈষম্য, অন্বয়জ্ঞানাভাব ও নিরঞ্জনের আনন্দের বিঘ্ন বিদূরিত করেন। আবার তিনিই অধিকতর দয়াপরবশ হইয়া শব্দব্রহ্মের দ্বারা জীবের বদ্ধভাবে পরিদৃষ্ট যে স্থূল-সূক্ষ্মাদি পরিচয়, তাহা সম্মার্জ্জিত করাইয়া শুদ্ধ চেতন-বৃত্তি উন্মেষণ করান এবং পরতত্ত্ব-বিবর্ত্তকালে সেবা-বৃত্তির স্থূলজড়তা ও সূক্ষ্মনৈপুণ্য অপসারণ করিয়া সুষ্ঠুভাবে স্বরূপধর্ম্ম দেখাইয়া দেন; স্থূলগতি প্রভাবে সেবোর ভজন অথবা সূক্ষ্মরতিবশে উপাস্য-সেবার মর্য্যাদা-নিয়ম অতিক্রম করাইয়া কেবলা-সেবার উৎকর্ষ প্রদর্শন করেন।

প্রেম ও গোপীনাথ-তত্ত্বে রসোৎকর্ষের তারতম্য বর্ত্তমান। শুদ্ধ সেবকের উপাসনার মধ্যেও তাদৃশ রস-তারতম্য অবস্থিত। মধুর রসবিরহে বাৎসল্য-রসাধিষ্ঠান, বাৎসল্যরসবিরহে সখ্যরসাধিষ্ঠান, সখ্যরসবিরহে দাস্যরসাধিষ্ঠান, দাস্যরসবিরহে শান্তরসাধিষ্ঠান এবং শান্তরসবিরহে 'অশান্তি' নামক বিরুদ্ধ রস বা বিরসভাব প্রকাশিত। চিৎসম্ভোগ ও চিদ্‌বিরহ একপক্ষে অবস্থিত হইলে পক্ষান্তরে অচিৎসম্ভোগ ও অচিদ্‌বিরোগের প্রবল প্রতীতি তদুৎস্থান অধিকার করে। আশ্রয়ের পূজার অভাবে, গুরুপূজা-বিরহে জীবের যে সম্ভোগের ক্রীড়া-পুত্তলিরূপে আত্ম-পরিণতি, তাহা কোনদিনই সুফল প্রসব করে না।

ভগবানের করুণাশক্তি অমন্দোদয়দয়ারূপে প্রপন্ন জনগণে প্রকাশিত। তাদৃশ প্রপন্নগণের সর্ব্বোত্তম অহৈতুকী করুণার প্রকাশকারী মহাভাই গুরুদেবের কার্য্য করিয়া স্বীয় ধরার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহার বন্ধু, বান্ধব ও লীলার সহচরগণ 'বিষ্ণুভক্ত' বা 'প্রপন্ন' নামে প্রসিদ্ধ।

ভগবান্ ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্য আশ্রয়-গণের অবতারণ করাইয়া কোন কোন সময় বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হন। যেকালে আশ্রয়-ভেদাংশ ভগবৎসেবাকল্পে নাম-মন্ত্রের পৌরোহিত্য করিবার জন্য এ জগতে আগমন করেন, সেইকালেই বৈষ্ণবসমাজ সমূহ গঠিত হয়। বিভিন্ন বৈষ্ণব-সমাজে বিভিন্ন আশ্রয়বিগ্রহ প্রকাশ-সমূহ অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞানকর্ম্মপর জনগণের সমাজকে উন্নতির পথে চালিত করেন। মহাশুরু লীলা-প্রবেশদ্বারে অধিষ্ঠিত হইয়া অন্তর্হিতলক্ষ্য, জ্ঞানকর্ম্মপর জনগণকে দিব্যজ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া জীবগণের হরিসেবায় রুচি প্রদান করেন। বিষ্ণুভক্তির সর্ব্বোত্তমা লীলাগ্রহণে উপযোগিতার কাল উপস্থিত হইলে জীব শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শনে সমর্থ হন এবং বিষ্ণুভক্তিপর জনগণের সমাজে আশ্রিত হইয়া থাকেন। সামাজিকপর শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে বৈষ্ণবসমাজে তুলিয়া লইয়া বিষ্ণুভক্তির আনুষ্ঠানিক সমাজে নিয়োগ করেন। তখন জীব নিজের অভীষ্ট সমাজ লাভ করিয়া ক্রমশঃ অনর্থ বিদূরিত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। তখন আর অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের সমাজের সামাজিক হওয়া প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন না। একস্থান হইতে অন্যস্থানে অভিযানের মধ্যবর্ত্তী স্থানকেই 'পথ' বলে। 'ত্যাগ' বা 'ভোগ'-রাজ্য হইতে নিত্যসেবাধিষ্ঠের সেবা লাভের জন্য মায়িক রাজ্য হইতে বৈকুণ্ঠ রাজ্যে গমনের যে মধ্যবর্ত্তী স্থান, তাহাই সাধনভক্তি-পথ। বিবাদময় কলি-যুগের বিষম-কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া ধামের অর্চ্চন-পথ, ক্ষেত্রার যজ্ঞ-বিধি ও সত্যের ধ্যানে অবস্থিত হইবার একমাত্র পাথেয়—কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি। সেই সকল পথের সুষ্ঠু বিবরণ পরিজ্ঞাত করাইয়া যিনি সার্ব্বজনীন সহজ রাজকীয়-পথ বিশুদ্ধ কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তিপথে আমাদিগকে পরিচালনা করিয়াছেন, সেই গৌরজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের

বিরহলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর

করুণা-কল্পতরুর প্রপক্ক ফল আমাদিগের উপর বর্ষিত হউক।

ভগবদাশ্রয়-বিগ্রহ মহাবদান্যরূপে উদিত হইয়া যিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শিক্ষায় আমাদিগকে দীক্ষিত করিয়াছেন; সেই গৌরজনের কোনদিনই প্রাকট্যের অবসান নাই। কিন্তু আমরা ভাগ্যহীন প্রপঞ্চ-অবস্থিত জন, প্রকটাপ্রকট-ভেদ-বিচার বর্ত্তমানকালে আমাদের হৃদয়ে প্রবল। অপ্রকটে বিপ্রলম্ভ ও প্রাকট্যে অভিন্নির স্ফূর্তি বর্ত্তমান বলিয়া মহাস্থ-ভক্তের অপ্রকট-লীলা-স্মৃতিবিধান তাঁহারই প্রকট-লীলার ন্যায় বিধান করে, জড়বিষয়-মকরন্দ ভীষণ অভিধাবৃত্তি আশ্রয় পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠবস্তুর সম্বন্ধে প্রয়োজনবাদ করিবার ইহা একটী সদ্যৌষধ ওষোগ অর্থাৎ ইহাই ভক্তিযোগ-পথিকের মন্ত্র।

যোগেন্দ্র-পদান্ধ-দ্বয়ে মুগ্ধ চিত্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি-মন্দির

আমরা এইরূপ মন্ত্রের অনুগমন করিয়া প্রপঞ্চ হইতে ব্রজের পথে চলিত থাকিব। মহাজনের অনুসরণ-কার্য্যেই আমাদের একমাত্র বৃত্তি। আমরা স্বল্পপথ অতিক্রম করিয়া স্বরূপাবস্থানে ভগবৎসেবায়ই নিযুক্ত থাকিব। ভগবৎ-সেবাময়ী কৃপা লাভ করিতে পারিলে পাঞ্চভৌতিক রাজ্যের চিরবিস্মৃতির দিনে আমাদের বাস্তবসিদ্ধি শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট সেবায় পরিণত করিবে।

মহাজন যে পথে গিয়াছেন; সেই পথই ভক্তির পথ। সেই পথে মহাজনের পদানুসরণই—ভক্তি, আর উহার অবৈধ অনুকরণ—অভক্তি। মহাজন প্রাপঞ্চিক-বিষয়মুক্ত, জড়ভোগতৃপ্ত, কর্ম্মফলাধীন ব্যক্তিবিশেষ নহেন বলিয়াই তিনি 'মহাজন'। যিনি অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফলভোগ, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান প্রভৃতি প্রত্যবায় সাধনার অকিঞ্চিৎকরতা প্রমাণিত করিতে না পারেন, তিনি গুরুজন, অনুজন, মহাধনবিরোধী লোপী বা ত্যাগী। এই সকল জনের সঙ্গ ও সঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করিয়া ভগবদ্ভজনরত জনগণের সঙ্গই জীবের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করে। এই সকল কথার উপদেশক একদিন অজ্ঞজীবের অজ্ঞতা বিদূরিত করিবার জন্য 'ব্রহ্ম' হইবার দুরাশার বিরুদ্ধে 'অকিঞ্চন' বা 'তৃণাদপি সুনীচ-স্বভাব'সম্পন্ন হইবার শিক্ষা দিয়াছেন। জীবের পরমকল্যাণপর তত্ত্বীয়-বুদ্ধি-রহিত 'সোঽহং'-জ্ঞান মূর্ত্তিমান অনর্থের প্রকাশক এবং জড়ের আত্মস্তরিতার 'তৃণাদপি সুনীচ'-জ্ঞানই পরম মুক্তপুরুষের লক্ষণ বলিয়া যে শ্রীচৈতন্যদেব প্রচার করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেবের পরমপোষক তৃণাদপি সুনীচতা, সহিষ্ণুতার সীমা, অমানী ও মানদ-ধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া নিত্য হরি কীর্ত্তনের প্রণালী-চিন্তার মণি বিতরণ করিয়াছেন, সেই শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি জয়যুক্ত হউন। সেই চিন্তামণির কিরণে নিষ্কাত হইলেই জীবমাত্রেই মানব জীবনের চরম তাৎপর্য্য লাভ করিবেন।

চিন্তামণিদাতা জগতে যে হরিনাম বিতরণ করিয়াছেন, তাহা দশাপরাধযুক্ত জনগণের অধিগম্য বস্তু নহে, নামাভাসপর মুমুক্ষুগণের স্পর্শযোগ্য নহে; কিন্তু নামাভাসোৎকণ্ঠ নামাভাসপর জনগণের নামগ্রহণলালসার সিদ্ধি। সুতরাং সেই চিন্তামণিই মূর্ত্তিরূপে শ্রীহরিনাম-স্বরূপ আশ্রয় করাইয়া শ্রীনামদাতা গুরুতত্ত্বের প্রকৃষ্ট পূজা বিধান করে। আমরা সেই নামাভাস ও নামাপরাধাতীত শুদ্ধ নামপ্রচারের বর্ত্তমান যুগীয় মূলপুরুষ গৌর-করুণাশক্তি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুসরণে প্রবল অন্য কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণীয় বিষয়াশ্রয়ের বিবেকবিশিষ্ট হইয়া

উচ্চস্বরে শুদ্ধ নামাশ্রয় করিতেছি। আজ শুদ্ধ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে বিশ্ববৈষ্ণব-সুমেধা, ভক্তিবিনোদানুগ সুমেধা, শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত বিভিন্ন মঠের সেবক-সুমেধা-সম্প্রদায় সকলেই প্রচার-আচার-আদর্শ ভক্তিবিনোদ প্রভুর স্মৃতি-তিথির আরাধনা করুন।

[শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৪ই আষাঢ় ১৩৩৬]

স্নানযাত্রা ও অনবসরে প্রভুপাদ

জ্যৈষ্ঠী-পূর্ণিমা-তিথি ভূলোকে পুণ্যতমা বলিয়া প্রসিদ্ধা। কেন না, ঐ দিন বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-জগন্নাথ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ঐ দিবস শ্রীজগন্নাথের মহাস্নান-বিধানানুসারে মহাসমারোহে স্নানযাত্রা-উৎসব সম্পাদিত হয়।

শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে উত্তরপার্শ্বে যে শীতলা দেবীর স্থান রহিয়াছে, উহারই সম্মুখে একটী সর্ব্বতীর্থময় কূপ বিরাজিত। ঐ কূপ এক বৎসরকাল আবৃত ও বন্ধ থাকে। কেবলমাত্র জ্যৈষ্ঠী শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে অর্থাৎ স্নানযাত্রার পূর্ব্বদিবস ঐ কূপ আবরণ-মুক্ত করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানে সংস্কৃত করা হয় এবং ঐ দিবস রাত্রে সেই কূপের জল দ্বারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অধিবাসোৎসব সম্পন্ন হয়। তৎপরদিবস প্রাতঃকালে 'মঙ্গলার্পণ' অনুষ্ঠানের পর শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার স্নান বেদিকায় 'পহাণ্ডি'-(বিজয়) হয়।

গত ৩০শে ত্রিবিক্রম (গৌরাব্দ ৪৪৩), ৮ই আষাঢ় (১৩৩৬) শনিবার সেই ভুবনমঙ্গলময়ী জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা-তিথির আগমনী-শ্রুতির লহরী অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীবিনোদমাধবজীউর আরাত্রিকের সহিত ভক্তগণের হৃদয়ে হৃদয়ে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্নানাদি-কৃত্য সমাপন পূর্ব্বক ভক্তগণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি দ্বারা স্বাঙ্গে শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দির অঙ্কিত করিলেন এবং ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে মৃদঙ্গ, করতাল, কাহাল, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, মুরজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সহিত শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠের নামাঙ্কিত, কুঙ্কুমরাগ-রঞ্জিত পট্ট ও কৌম-বসন-বিনির্ম্মিত বিচিত্র বর্ণের বৈজয়ন্তীশ্রেণী হস্তে ধারণ পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের মণ্ডলী রচনা করিলেন। সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে মণ্ডলীর মধ্যস্থ করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-জগন্নাথের জয়ধ্বনি পূর্ব্বক বন্দনা-শ্রুতি গান করিলেন। তৎপরে ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদকে অগ্রণী করিয়া শ্রীগুরুগৌর-লীলানুসরণে শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা দর্শনার্থ নীলাদ্রির কূলে কূলে রাজপথের মধ্য দিয়া শ্রীমন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
অদ্বৈত-গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥"
"পুনরপি নীলাচলে গমন করিল।
ভক্তগণে মেলিয়া স্নানযাত্রা দেখিল॥
রাজারে প্রবোধিয়া ভট্ট গেলা নিজালয়।
স্নানযাত্রা দিনে প্রভুর আনন্দ হৃদয়॥"

—প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনে শ্রীপুরুষোত্তমের রাজপথ মুখরিত হইল। সাগর-সমীরণ তড়িদ্বার্ত্তাবহ-বাহীর ন্যায় সেই সঙ্গীত-ধ্বনি অযাচিতভাবে নিখিল জীবের কর্ণাঞ্জলীতে উপহার প্রদান করিতে লাগিল। সেই তড়িদ্বার্ত্তা প্রাপ্ত হইবামাত্র বিদেশী জনগণও কিয়ৎকালের জন্য স্ব-স্ব বিলাস-ব্যসন পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে রাজপথের দুই পার্শ্বে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়াছিলেন। বহু লোক পথের বিভিন্ন স্থানে সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলীর সহিত যোগদান করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুপাদ প্রেম-বিহ্বল চিত্তে সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলীর মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীমন্দিরের শ্রীচক্র দর্শন করিলেন। চক্রদর্শনে প্রভুর প্রেম-বিহ্বলতা আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে প্রভুপাদ সিংহদ্বারের নিকট উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং শ্রীমানমকের উপরে জগন্নাথের সহিত সুভদ্রা ও বলভদ্রকে দর্শন পূর্ব্বক পুনরায় ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সঙ্কীর্ত্তন মণ্ডলীর ভক্তবৃন্দ সকলেই আচার্য্যবর্য্যের অনুগমনে ভূপতিত হইয়া শ্রীজগন্নাথকে প্রণতি করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দকে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করাইতে লাগিলেন। সমবেত বহু দর্শনার্থী শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলীর সহিত যোগদান

করিয়া 'বেড়ানৃত্য' আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন-কোলাহল, 'জয় জয় জগন্নাথ'-রব বাদ্যযন্ত্রের উচ্চতান-ধ্বনির সহিত একত্র হইয়া গগন পূরক আকাশে উত্থিত হইল এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথের মহোচ্চ রত্নবেদিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জগন্নাথের পাদপদ্ম নীরাজন করিতে লাগিল।

প্রথ"—এই চরিতামৃতোক্ত পদ পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা অনুসরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীজগন্নাথের স্নানজল কয়েকটী মৃদ্‌ভাণ্ডে সংগ্রহ করিয়া ভক্তগণ সেই জল শ্রীল প্রহ্লাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। শ্রীল প্রহ্লাদ সেই জল মস্তকে ধারণ ও পান

শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার স্নান-বেদিকায় 'মহাভিষেক' পরে অবকাশপূজা

এই সময় শ্রীজগন্নাথের দন্তধাবনাদি অবকাশ-পূজা হইতেছিল। উৎকল ভাষায় যাহাকে 'কুন্তাটুয়া বৃক্ষ' বলে, সেই বৃক্ষের শাখাই শ্রীজগন্নাথের দন্তকাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। শ্রীজগন্নাথ চন্দনাক্তসমুক্ষিত বিচিত্রবর্ণের চন্দ্রাতপশোভিত সুসজ্জিত স্নান-বেদিকার মধ্যে উপবিষ্ট, সেবকগণ চামর-ব্যজনাদি করিতেছেন। অবকাশ-পূজার (দন্তধাবনাদির) পর ষোড়শোপচার পূজার যাত্রা স্নানজল সংযুক্ত হইল। সর্ব্বতীর্থময় কূপের পূতবারি পরিপূর্ণ ত্রিশতাধিক অষ্টোত্তরশত তাম্রঘটে চন্দনাদি পবিত্র সুগন্ধ প্রক্ষিপ্ত হইল। ঘটমুখের উপরে সুন্দর নারিকেল শোভা পাইতে লাগিল। সেবকগণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রা—প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের উপর অষ্টোত্তরশত তাম্রঘটপূর্ণ চন্দন-সিক্ত সুশীতলবারি অবিশ্রান্ত ধারায় বর্ষণ করিয়া স্নান করাইতে লাগিলেন। জগন্নাথের স্নানকালে চতুর্দ্দিক হইতে মহা-আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল। শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সঙ্কীর্ত্তনদণ্ডলী শ্রীল প্রহ্লাদের অনুগতো শ্রীশ্রীজগন্নাথের স্নান দর্শনকালে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সানন্দে "হে কৃষ্ণ, হে জগন্নাথ, হে জগদীশ, হে রাম, অয়ি সুভদ্রে, আপনাদের জয় হউক, জয় হউক" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তি জানাইতে লাগিলেন, আর সমস্বরে "স্নানযাত্রা দেখি" প্রভুর হইল বড়

করিলে ভক্তগণ তদনুবর্ত্তী হইয়া সেই স্নান-জলের সেবা করিতে লাগিলেন।

এই স্নানজল পবিত্রতম। এই স্নানজল অপ্রাকৃত বুদ্ধির সহিত গ্রহণ করিলে জীবের আর কখনও বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে স্নান করিতে হয় না। অপ্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন ভক্তদেবে পরাভক্তিযুক্ত পুরুষ জগন্নাথের স্নানজলে অভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বানর্থমুক্ত হন এবং জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া নিত্যকাল জগন্নাথের সেবায় প্রবিষ্ট থাকেন। ফলকামিগণ ধর্ম্মার্থ কামাদি লাভের জন্য প্রাকৃত বুদ্ধিতে স্নানজল গ্রহণ করিয়া অবান্তর ফললাভ পূর্ব্বক বঞ্চিত হন। কিন্তু অপ্রাকৃত-বুদ্ধিসম্পন্ন হরিগুরু-বৈষ্ণব-ধামে নিযুক্ত ভগবৎ-সেবকগণ শ্রীজগন্নাথের স্নানজলে অভিষিক্ত হইয়া পরমা-ভক্তিপদবী লাভ করেন। ভগবান্ বলিয়াছেন, সুরতরঙ্গিনীর পবিত্র সলিল অপেক্ষাও ভগবানের স্নানাবশেষ জল পবিত্রতর। আবার জগন্নাথের স্নানজল অপেক্ষা জগন্নাথের মহাভাগবত ভক্তের, শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের পদনখ-বিধৌতজল সমধিক পবিত্রতর। ইহা হইতে পবিত্রতম বস্তু আর কোথাও নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের তিরোভাবস্থল শ্রীপাদপদ্মস্পৃষ্ট একটী জলবিন্দু ব্রাহ্মণোত্তমগণ তাঁহাদের মুকুট-মৌলির মহামূল্য

মৌক্তিকরূপে শিরে ধারণ করিয়া ধন্যতম হন। যাঁহারা ঐকান্তিক জগন্নীশ-ভক্তগণের পাদপদ্মরজে অভিষিক্ত, ভগবদ্ভক্তগণের স্নানাবশেষ-জলে যাঁহাদের নিত্য স্নান-কেলি, তাঁহারাই জগতে সর্ব্বোত্তম বরণীয়। শ্রীল প্রভুপাদ এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "বন্যাদ্যবুদ্ধিঃ কুনপে" প্রভৃতি শ্লোক কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা করিলেন।

স্নানের পর শ্রীজগন্নীশ ভক্তজন-মনোভিরাম শ্রীগণেশ-বেশ ধারণ করিলেন। এই গণেশ-বেশ পরম সিদ্ধিপ্রদ। অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে এই গণেশ-বেশ দর্শন করিলে জীবের ভক্তিসিদ্ধি হয়। গণেশ-বেশের পর শ্রীজগন্নীশকে রাজভোগে খেচরান্ন নানাবিধ পিঠাপানা ও বিচিত্র মিষ্টান্ন-ভোগ প্রদান করা হইল। ভোগান্তে আরাত্রিক, তৎপরে 'সাহাণ মেলা' অর্থাৎ যাত্রিগণের ভগবদ্দর্শন-সুযোগ প্রদান করা হয়। রাত্রি ৭।৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত এই 'সাহাণ-মেলা' অর্থাৎ যাত্রিগণের ভগবদ্দর্শনাবসর থাকে। তৎপরে 'মঙ্গলার্পণ' হইয়া পুনরায় প্রভুর 'পহাণ্ডি' হয় এবং শ্রীজগন্নীশ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রা শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায় শ্রীস্নানযাত্রা-মহোৎসবাদি দর্শন করিয়া পুনরায় উচ্চকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথাদি শ্রবণ পূর্ব্বক কীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

—:০:—

অনবসর

শ্রীস্নানযাত্রা উৎসব সমাপ্ত হইবার পর 'অনবসর'-কাল আরম্ভ হয়। শ্রীজগন্নীশের আজ্ঞানুসারে স্নানযাত্রার পর পক্ষদশ দিবসকাল প্রভুর দর্শন হয় না।

"ততঃ পক্ষদশাহানি স্নাপয়িত্বা তু মাং নৃপ।
অচিত্রমবিরূপং বা ন দর্শেত্ত কদাচন॥"

এই অনবসরকালে কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলাকারী বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথের দর্শন না পাইয়া কৃষ্ণবিরহে আলালনাথ গমন করেন।

অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন॥
ভক্তসঙ্গে দিন কত তাহাঞি রহিল।
গৌড়ের ভক্ত আইসে সমাচার পাইল॥
নিত্যানন্দ সার্ব্বভৌম আগ্রহ করিঞা।
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইঞা॥
বিরহে বিহ্বল প্রভু গোঞার রাত্রিদিনে।
হেনকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণে॥
• • • •
স্নানযাত্রা দেখি প্রভুর হৈল বড় সুখ।
ঈশ্বরের 'অনবসরে' পাইল বড় দুঃখ॥
গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া॥
পাছে প্রভুর নিকট আইলা ভক্তগণ।
গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে,—কৈল নিবেদন॥
সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা।
প্রভু আইলা,—রাজা-ঠাঞি কহিলেন গিয়া॥

বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ গৌর-সুন্দরের বিপ্রলম্ভ-রসের পরি-পোষ্টা অকৃত্রিম গৌরজন ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অন্তাভিলাষ ও ইতরচেষ্টার স্রোতে প্রবহমান অনন্ত জীবকুলের নিকট শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা প্রচারাচারমুখে প্রচার দ্বারা একাধারে শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্ট পূরণরূপ আত্মভজন-লীলা এবং জীব-কুলকে গৌরকৃষ্ণ-লীলায় প্রবেশের সহজ রাজকীয় পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে অতি সহজে ইতর ক্রিয়া হইতে বিমুক্তি প্রদান করিয়া স্বীয় মহাকারুণ্যময়ী লীলা প্রকাশ করিতেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরপদাঙ্কিত মহাতীর্থ সমূহে নানা প্রকারে জীব-হৃদয়ে লুপ্ত-গৌর-লীলা-মালার পুনঃ প্রকাশ করিয়া—

"অপ্রকাশিত সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"
"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"
"অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাহা তাহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥"
"ভারত ভূমেতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক কর করি' পর-উপকার॥"

—প্রভৃতি বাণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্যস্বরূপ হইয়াছেন। কুরুক্ষেত্রে সমন্তপঞ্চকে নীলাচল-লীলার যে পূর্ব্বার্দ্ধ প্রকটিত হইয়াছিল, শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর দিব্যোন্মাদে বিভা-

বিত হইয়া রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত-তনু গৌরসুন্দর খানেশ্বরী জগন্নাথ-ভবনে যে মহাবিপ্রলম্ভভাবময়ী কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, আজ গৌরসুন্দরের সেই লীলার কথা জগতে কে প্রকাশ করিতেন? আজ কে ইষদ্ব্যবধানকালে মহাপ্রভুর লীলানুসরণে স্বজনগণকের পূর্ব্বার্দ্ধের উত্তরার্দ্ধ-লীলা সুষ্ঠুরূপে পুনঃ-প্রকাশিত করিয়াছেন? আজ কে মহাপ্রভুর লীলানুসারে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-মার্জ্জন-লীলা প্রচারমুখে আচরণ করিয়া অজ্ঞাতসারে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপো-ব্রতাদি-নিষ্পৃক্ত রূপানুগ শুদ্ধভক্তির কথা জগতে পুনঃপ্রকাশ করিয়াছেন? আজ কে অনবসরকালে ব্যাঘ্র-শিবাদি-সঙ্কুলিত দুর্গম কান্তারমধ্যে অবস্থিত গৌর-পরিকৃত মহাতীর্থ আলালনাথে ইতরকার্য্যে প্রবৃত্ত, ভোগ-বিলাস-ব্যসনরত জগতের জন্য ঐশ্বর্য্য-ক্রত-শ্রীমদে প্রমত্ত সহস্র সহস্র আবাল বৃদ্ধ-বনিতাকে উপনীত করাইয়া গৌর-সুন্দরের কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলার কথা জানাইতেছেন? 'শ্রীমন্মহাপ্রভু কেন শ্রীসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি-দর্শনে ব্যস্ত হইয়াছিলেন',—বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জাত বুদ্ধিতে রাইকানুর প্রেমালিঙ্গিত শ্রীমূর্ত্তিকে মুখে বহুমানন পূর্ব্বক যখন ভাগবতোক্ত গোপন-বুদ্ধির পরিচয় প্রদান এবং প্রাকৃত-সাহজিক অনর্থময় বিচার পরিপোষণ করিতেছিল, তখন চতুর্ভুজ দর্শন গৌণীর পক্ষে কিরূপে মহাবিপ্রলম্ভ, আলালনাথ কিরূপে মহাপ্রভুর বিশ্লেষিত বিপ্রলম্ভ-লীলাক্ষেত্র,—এই সকল কৃষ্ণতত্ত্বের গূঢ়কথা অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় কৃষ্ণসেবাধ্যানে-অনুক্ষণ-সমাহিত গৌরজন প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরই জগতে বিবৃত করিলেন।

শুদ্ধ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী প্রাকৃত সহজিয়াগণ গৌরসুন্দরের অপ্রাকৃতলীলা কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া মহাপ্রভুর অবৈধ অনুকরণে কৃত্রিমতা দ্বারা যে সকল চেষ্টা প্রদর্শন করেন, প্রভুপাদ তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন পূর্ব্বক মহাপ্রভুর কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা স্বীয় অকৃত্রিম আচরণের দ্বারা যথাবিহিত অকৃত্রিম প্রণালীতে জীব-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত।

অনবসরকালে মহাপ্রভু আলালনাথে যে শুদ্ধ-বিরহ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই লীলার পুনঃ প্রকটন মানসে ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীআলালনাথদেবের সেবক-সম্প্রদায়কে গৌরসুন্দরের প্রকটকালীয় নৈমিত্তিক-লীলার কথা জানাইয়া অনবসরকালে মহাপ্রভুকে মহাসমারোহে আলালনাথে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে গত স্নানযাত্রার পর-দিবস ১লা আষাঢ় রবিবার রাত্রিকালে ব্রহ্মগিরি ও তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন নগর গ্রাম হইতে শ্রীআলালনাথদেবের বহু সেবক, শ্রীআলাল-নাথের রাজ্যের প্রজাবৃন্দ, শ্রীআলালনাথের সৈন্য-সামন্ত, মৃদঙ্গ, করতাল, পটহ, কাংশ, শৃঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র এবং বিমান, বিমান গরুড় প্রভৃতির সহিত মহা-সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী সুগঠন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে আলালনাথে লইয়া যাইবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আগমন করিলেন। আলালনাথ-গোষ্ঠী গৌড়দেশীয় রাগিণীতে কীর্ত্তন ধরিলেন,—

"গোরাকে নিতে এসেছি মোরা মোদের ঘরে" ইত্যাদি।

সেই দিবস রাত্রিকালে আলালনাথ-গোষ্ঠী ও নীলাচলস্থ গৌর-গোষ্ঠী একত্র সম্মিলিত হইয়া মহাসঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীগৌর-সুন্দরের আলালনাথ-বিজয়ের অধিবাস-মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। অধিবাসের পর শ্রীগৌরসুন্দরের রাজভোগ হইল। রাজভোগের বিচিত্র প্রসাদ বিপুল আলালনাথ-গোষ্ঠীকে বিতরণ করা হইল। তাঁহারা সানন্দে গৌরসুন্দরের জয়ধ্বনি করিতে করিতে মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

তৎপরদিবস প্রাতঃকালে শ্রীগৌরসুন্দরের মঙ্গল-আরাত্রিকের পর আলালনাথের ভক্তগণ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বিস্তৃত নাট্যমন্দিরে তাঁহাদের আনীত সপ্ত বাদন ও অষ্টাবিংশতিযুগ্ম বৃহৎ বাঁকর সংযোগে গৌড়দেশীয় রাগিণীতে কীর্ত্তন করিলেন,—

"গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর॥" ইত্যাদি।

আবার গাহিলেন,—

"গৌরাঙ্গের দুটী পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতিরস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥" ইত্যাদি।

আরও গাহিলেন,—

"গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু।
প্রেমরতনধন হেলায় হারাইনু॥" ইত্যাদি।

শত শত উৎকলদেশীয় সরলপ্রাণ আলালনাথগোষ্ঠীর মুখে এই সকল গীতি বড়ই মধুর ও আর্তিপূর্ণ বোধ হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ সরল হৃদয় আলালনাথ-গোষ্ঠীর মুখে এই সকল মহাজনানুমোদিত গৌরগুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইতেছিলেন। জগতের সমগ্র জীবকে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণ করাই যাঁহার অখিল চেষ্টা, সেই গৌরজন প্রভুপাদ শ্রীগৌরসুন্দরের কথায় জীবকুলের শ্রদ্ধা দেখিয়া কত যে আন্তরিক আনন্দ অনুভব করেন, তাহা তিনিই জানেন; ইতরকার্য্যে অভিনিবিষ্ট আমরা তাহা কি করিয়া উপলব্ধি করিব?

দ্বিপ্রহরে ভোগারতির পর আলালনাথগোষ্ঠী নানারস-সম্বলিত গৌরোচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন। গৌর-গোষ্ঠীর প্রসাদ-সেবা সমাপন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদ-পদ্মে উপনীত হইলেন। এদিকে শ্রীল প্রভুপাদ গৌর-গোষ্ঠীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলানুস্মরণে কোথায় কিরূপ পদ কীর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং সেই সকল পদের প্রাণাবৃত্তি করিতে বলিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন,—'মহাপ্রভু যখন অনবসর-কালে জগন্নাথের দর্শন না পাইয়া অত্যন্ত বিরহব্যাকুল হইয়া পড়েন, তখন আলালনাথের সেবক-সম্প্রদায় মহা-প্রভুকে আলালনাথে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইতে আসেন। তাঁহারা বিরহকাতর মহাপ্রভুকে বলেন,—'চলুন, আপনাকে আমরা আপনার অভীষ্ট ঠাকুর দেখাইব।' মহাপ্রভু সিংহ-দ্বারে উপনীত হইয়া যখন শুনিলেন, 'জগন্নাথের দর্শন হইবে না', তখন তিনি যেভাবে কৃষ্ণবিরহে বিলাপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবানুযায়ী পদ গৌরসুন্দরের পক্ষ হইতে গৌর-গোষ্ঠীর সিংহদ্বারে কীর্ত্তন করিতে হইবে। তৎপরে আলাল-নাথের পথে পথে মহাপ্রভু যেরূপ কীর্ত্তনদর্শনলালসায় কৃষ্ণানু-সন্ধান করিতে করিতে চলিয়াছিলেন, মহাপ্রভুকে লইয়া আলালনাথ যাইবার কালে সেই ভাবের অনুযায়ী পদ গৌর-পক্ষীয়গণ কীর্ত্তন করিবেন। আবার আলালনাথে উপনীত হইয়া আলালনাথ দর্শনে মহাপ্রভুর যেরূপ বিপ্রলম্ভস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, চতুর্ভুজ দর্শনে বিপ্রলম্ভবহ্নি যেরূপ আরও কোটী-গুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, মহাপ্রভুর সেই লীলানুযায়ী পদ গৌরসুন্দরের পক্ষ হইতে গান করিতে হইবে। আবার গৌড়ীয়ভক্তগণের অনুরোধে আলালনাথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন জগন্নাথ দর্শনকালে মহাপ্রভুর যেরূপ সম্ভোগে বিপ্রলম্ভ-স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, তখনকার কালে সেইরূপ ভাবানুযায়ী পদাবলী কীর্ত্তন করিতে হইবে।" শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণকে এইরূপ জানাইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ পদগুলি কীর্ত্তন করিতে হইবে, তাহা দেখাইয়া দিলেন। কীর্ত্তনকারী ভক্তগণ শ্রীচরিতামৃত হইতে সেইসকল পদ লিখিয়া লইলেন এবং প্রভুপাদের পাদপদ্মসমীপে উপবিষ্ট হইয়া প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের নাটমন্দিরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মৃদঙ্গ করতালের সহিত সমবেতকণ্ঠে কীর্ত্তনকারিগণ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন,—

কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাহাঁ করোঁ, কাহাঁ পাও ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
কারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥
এইমত বিলাপ করে বিহ্বল অন্তর।
রায়ের নাটক শ্লোক পড়ে নিরন্তর॥

ভগবদ্রূপ-রস-গুণ-লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্যের শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে অতি গম্ভীর মহাভাব প্রভুপাদের চিত্ত সর্ব্বতোভাবে প্রণীভূত হইলেও বহিরঙ্গ ব্যক্তি এবং কৃত্রিমতার পক্ষপাতী জড়প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, অনর্থযুক্ত আনুকরণিক প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাবধানতা ও শিক্ষার জন্য প্রভুপাদ বাহ্যে অশ্রু-পুলকাদি প্রদর্শন না করিয়া সর্ব্বদাই যথাসাধ্য ভাব সংবরণ করিতে চেষ্টা করেন,—ইহা যাঁহারা শ্রীল প্রভু-পাদের সহিত নিরন্তর অবস্থান করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

সেইদিনও কীর্ত্তন শ্রবণে প্রভুপাদের অতিগম্ভীর মহাভাব হৃদয় অনির্ব্বচনীয়রূপে বিগলিত হইয়াছিল। যখন "কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন। কাহাঁ করোঁ কাহাঁ পাও ব্রজেন্দ্রনন্দন"—এই পদটী গীত হইতেছিল, তখন প্রভুপাদের নয়নযুগলে প্রেমাশ্রুধারা, শ্রীঅঙ্গে পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার সমূহ ভক্তগণ লক্ষ্য করিলেন। প্রভুপাদ কখনও কখনও বাহ্যদশা লাভ করিয়া অতি প্রযত্নে সেই সকল ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ভক্তগণ আবার কীর্ত্তন করিলেন,—

প্রকটিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখপুর,
কৃষ্ণ ভাগ নাহি ছাড়ে পান।
বাহিরে নাগরবাজ, ভিতরে শঠের কাজ,
পরনারী বধে সাবধান॥
সখি হে, না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখলাগি কৈনু প্রীতি, হৈল বিপরীত গতি,
এবে যায় না রহে পরাণ॥
কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান,
তাহেতে নারে বিচারিতে।
ক্রূর শঠের গুণভারে হাতে গলে বান্ধি' মোরে
রাখিয়াছে নারি উবারিতে॥

কীর্ত্তন শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুপাদের শ্রীবদনমণ্ডল এক অদ্ভুতপূর্ব্ব রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, নেত্রযুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকিল। ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন,—

যে মদন তনুহীন, পরব্রহ্মে পরবীণ,
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার শরীরে, বিন্ধি' কৈল জরজরে,
দুঃখ দেয় না মরে জীবন॥
অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্যে তাহা নাহি জানে,
সতা এই শাস্ত্রের বিচার।
অন্য জন কাহাঁ নিধি, না জানয়ে প্রাণসখী,
যাতে কহে ধৈর্য্য ধরিবার॥
'কৃষ্ণ-কৃপা-পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার',
সখি তোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল
তত্তদিন জীবে কোন্ জন॥
শত বৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত,
এই বাক্য কহ না বিচারি'।
নারীর যৌবন ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন—দিন দুই চারি॥
অগ্নি যৈছে নিজ-ধাম, দেখাইয়া অবিরাম,
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে॥
এতেক বিলাপ করি', বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
উঘারিয়া দুঃখের কপাট।
ভাবের তরঙ্গবলে, নানারূপ মন চলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ॥

প্রাকৃত সহজিয়াগণের কৃত্রিম চেষ্টা এবং এঁচড়ে পাকা বহানর্থযুক্ত অবৈধ আনুকরণিকগণের কাজ লাভি প্রসঙ্গ-প্রাপ্ত না হয়, এই বিচারেই বোধ হয় লোকশিক্ষক আচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ নিজ অতিমর্ত্ত্য অকৃত্রিম ভাব সম্বরণের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সূর্য্যপ্রভা যেরূপ হস্তের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখা যায় না, কস্তুরীগন্ধ যেরূপ বস্ত্রের দ্বারা নিবারণ করা যায় না, সেইরূপ মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভলীলার রসপরিপোষী প্রভুপাদও নিজ অকৃত্রিম ভাবকদম্ব সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া রাখিতে পারিলেন না। ভক্তগণ আবার কীর্ত্তন করিলেন,—

বংশীগানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ।
সখি হে, শুন মোর দুঃখ বিধিবল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিনী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণচরিত,
সুধাসার স্বাদু বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেকজিহ্বা সম॥
নবযৌবন-নীলোৎপল বিলসে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব-মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ,— যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লোহসম জানি॥

এ দিকে আলালনাথ-গোষ্ঠী শ্রীগৌরবিজয়বিগ্রহকে বিনানোপরি পতাকা করাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন এবং কাঁসর, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, কাহাল ও করতালের রবে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ আসন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে গমন পূর্ব্বক তথা হইতে মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তথায় দণ্ডায়মান থাকিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লইয়া যাইবার জন্য শ্রীআলালনাথদেবের যে সকল ব্রাহ্মণ পাণ্ডা ও পূজারি-সম্প্রদায় আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই অন্যতম শ্রীদীনবন্ধু মহাসোয়ার স্নানাদি দ্বারা পবিত্র হইয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রসাদিচন্দন লেপন ও তিলকাদি অঙ্কন করিলেন এবং নব কৌমবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শ্রীগৌরবিজয়বিগ্রহকে বিমানে আরোহণ করাইবার জন্য লইয়া চলিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম মঠের ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে চামর ও তাল-বৃন্তের দ্বারা সেবা করিতে থাকিলেন। চতুর্দ্দিক 'জয় জয়'-ধ্বনিতে পরিপ্লুত হইল। শ্রীল প্রভুপাদ কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের অনুব্রজ্যা করিলেন। মাল্য, পুষ্প, পতাকা, চন্দ্রাতপ, মণিরত্নমালা প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত বিমানের রত্নবেদিকায় শ্রীশ্রীগৌর বিজয়-বিগ্রহকে সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে স্থাপিত করা হইল। কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র মিলিত হইয়া এক মহা-ঐক্যতানের সৃষ্টি করিল। আলালনাথগোষ্ঠীর সুদীর্ঘ বিচিত্র বৈজয়ন্তীপুঞ্জ, গৌরগোষ্ঠীর বিচিত্র বর্ণের পতাকামালার দোদুল্যমান সমীরণের সঙ্গিত্বে আকাশে অদ্ভুত নৃত্য আরম্ভ করিল। 'জয় জয়'-ধ্বনিতে আকাশ-পাতাল ভেদ করিয়া অষ্টসংখ্যক বিমান-গরুড় মহাপ্রভুর রত্নময় বিমান স্কন্ধে ধারণ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বিপুল গৌরগোষ্ঠীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"আপনারা মহাপ্রভুর পক্ষ, মহাপ্রভুর পক্ষের বিপ্রলম্ভ গীতিগুলি কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপ্রভুর অনুব্রজ্যা করুন। আলালনাথগোষ্ঠী মহাপ্রভুকে তাঁহাদের স্থানে লইয়া যাইতেছেন, সুতরাং তাঁহারাই মহাপ্রভুর সম্মুখস্থ হইয়া অগ্রে অগ্রে মহাপ্রভুকে পথ দেখাইতে দেখাইতে চলুন।" প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে

(১) আলালনাথ যাত্রাকালে বীমানে বীজবিগ্রহ গৌরসুন্দর, বিমে সংকীর্ত্তনমণ্ডলীর মধ্যে প্রভুপাদ

আলালনাথগোষ্ঠী সর্ব্বাঙ্গে মহাপ্রভুর প্রসাদী চন্দন লেপন করিয়া বিভিন্ন কীর্ত্তন-সম্প্রদায় রচনা করিলেন। কীর্ত্তন-সম্প্রদায় মহাপ্রভুর প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া যেন অধিকতর কীর্ত্তনোন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। গৌর-গোষ্ঠী ও আলালনাথ-গোষ্ঠীর সম্মিলনে চৌদ্দমাদল, ছাপ্পান্নঘুঙ্গ করতাল ও কাঁসর তৎসহিত আলালদেশীয় গঙ্গ, উৎকলদেশীয় মুরজ, পটহ, মৃঙ্গ, বিরাট সংকীর্ত্তনসঙ্ঘ সেইরূপভাবেই সজ্জিত হইলেন। দীনবন্ধু মহাসোয়ার, ভিখারী মহাসোয়ার, জগন্নাথ মহাসোয়ার, বাহানিধি মহাসোয়ার, হরিবল্লভ মহাসোয়ার, মুণী মহাসোয়ার, সুবর্শন মহাসোয়ার, সত্যবন মহাসোয়ার, ভরত মহাসোয়ার, বামন প্রতিহারী, গঙ্গাধর পূজারী, হরিহর পূজারী, অগাধু পূজারী, অর্জ্জুন পূজারী, অগাধু মহাসোয়ার,

(১) বিশেষ দ্রষ্টব্য—আলোক চিত্রগুলি শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দের দ্বারা সংগৃহীত এবং উহাদের সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

যোগী মহাদেবাচার্য প্রভৃতি আলালনাথের ব্রাহ্মণ-পাণ্ডাগণ মহাপ্রভুর অগ্রে অগ্রে আলালনাথের বিরাট সংকীর্তন-সম্প্রদায়ের মধ্যে আনন্দ-নৃত্যকীর্তন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মগিরি, আমৃবরপুর, নহরপণা, জগন্নাথপুর, আলিবাগুট, নওগাঁ, গোপ প্রভৃতি স্থানের শত শত অধিবাসী এক একটী বিভিন্ন কীর্তনসম্প্রদায় রচনা করিয়া রাগিণী রাগিনীতে কীর্তন করিতে করিতে মহাপ্রভুর অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। বাউরীবন্ধ প্রধান, বাহু, সাউ, গোপী, হলাই, কানাই মহারাণা, মধু প্রধান, হরি মুরুড়ী প্রভৃতি এক একটী গ্রামের প্রধান ব্যক্তি এক একটী দলের দলপতি হইয়া সংকীর্তন পরিচালনা করিতে লাগিলেন। বিমান-গরুড়গণ যেন বৈকুণ্ঠ গরুড়ের ন্যায় পরমোৎসাহে মহাপ্রভুর বিমান বহন করিয়া নীলাদ্রির কূলে কূলে কীর্তনের তালে তালে পদবিক্ষেপ করিয়া চলিতে লাগিলেন। এদিকে মহাপ্রভুর বিমান-সম্মুখে অবস্থিত হইয়া আলালনাথদেবের কতিপয় পাণ্ডা ও পূজারী মহাপ্রভুকে চামর ও তালবৃন্ত ব্যজন করিতে করিতে চলিলেন। মহাপ্রভুর পশ্চাতে গৌরগোষ্ঠীর অগ্রণী-রূপে শ্রীল প্রভুপাদ কৃতাঞ্জলি হইয়া ভাবগদ্গদচিত্তে চলিতে লাগিলেন। প্রভুপাদের আদেশানুসারে গৌরগোষ্ঠী আবার কীর্তন ধরিলেন,—

কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাঁহা করোঁ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥

প্রভুপাদের পশ্চাতে শত শত শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, উচ্চপদস্থ, আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তি, কত পণ্ডিত, জ্ঞানী, ধনী, মানী, অধ্যাপক, রাজপুরুষ আজ তাঁহাদের গুরুর অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া, সকল ভুলিয়া পরম উল্লাসভরে সহিত গুরু-গৌরাঙ্গের অনুগমন করিতে লাগিলেন। আজ কাহারও অভিমানের লেশমাত্র নাই, সকলের অঙ্গেই সুশোভন হরিমন্দির, আজ সকলের সর্বাঙ্গ জগদীশ ক্ষেত্রের ধূলায় ধূসরিত,—মহাজনের পদরজে অভিষিক্ত। কাহারও হস্তে পতাকা, কাহারও হস্তে করতাল, কাহারও হস্তে বা কাঁসর, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাহারও হস্তে সঙ্গীত-পত্র শোভা পাইতেছিল, রাজপথের দুইপার্শ্ব হইতে বহু বহু লোক এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া দেবচরিত্র মুহুর্মুহু সফল করিতেছিলেন। কত লোক ছিন্নকদলীর ন্যায় রাজপথে পতিত হইয়া মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছিলেন, কেহ বা বিরজবিপ্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, কেহ বা প্রভুপাদকে দেখাইয়া দেই অতিমর্ত্য গৌরজনের প্রভাব-প্রশস্তি কীর্তন করিতেছিলেন। সঙ্কীর্তন-সঙ্ঘ ক্রমে সিংহদ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুপাদ বলিলেন,—"মহাপ্রভু এস্থানে জগন্নাথ-দর্শন না পাইয়া বিরহোন্মাদে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়াছেন,—এইস্থানে এইরূপ ভাবের উপযোগী কীর্তন করিতে হইবে।" গৌরগোষ্ঠী কীর্তন ধরিলেন,—

"সখি হে কোথা কৃষ্ণ করাহ দরশন।
অনেক দিনের বুক না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাহ না রহে জীবন॥"

গৌরগোষ্ঠী এই ধুয়াটী পুনঃ পুনঃ গাহিতে লাগিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তভাবে বিভাবিত হইয়া অকৃত্রিম অশ্রু পুলক-কদম্বে বিভূষিত হইলেও মহানুভব মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠোচিত মহাগাম্ভীর্য্যজ্যোতি রক্ষা করিলেন। গৌরভক্তগণ আবার ধরিলেন,—

'হাহা কৃষ্ণ প্রাণধন, হাহা পদ্মলোচন,
হাহা দিব্যসদ্গুণসাগর।
হাহা শ্যামসুন্দর, হাহা পীতাম্বরধর,
হাহা রাসবিলাসনাগর॥
কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ—তাঁহা যাই,
এত কহি' চলিলা ধাঞা।
স্বরূপ উঠি' কোলে করি', প্রভুরে আনিল ধরি',
নিজস্থানে বসাইল নিয়া॥

এদিকে সিংহদ্বারে যখন এইরূপ আর্ত্তি কীর্তনের অন্তর্ভেদী উচ্চরোল উঠিয়াছিল, তখন প্রকৃতি সুন্দরীও যেন প্রাকৃতভাব পরিহার করিয়া গৌরভক্তগণের ভাবে অনুভাবিত হইলেন এবং আকাশে কাদম্বিনী সঞ্চার পূর্ব্বক কৃষ্ণ-বিরহ-ব্যথিত গৌরভক্তগণের সহিত বিপ্রলম্ভবিভাবিত হইয়া বারিবিন্দু বর্ষণচ্ছলে প্রেমাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। আলালনাথগোষ্ঠী বলিয়া উঠিলেন,—"গৌর-সুন্দরের আলালনাথ-বিরহ-দর্শনে দেবতাগণ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন।" গৌরগোষ্ঠী মহাপ্রভুকে

লইয়া কিছু সময়ের জন্য শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং জগন্নাথ-দর্শন না পাইয়া মহাপ্রভু দীনার্তস্বরে কৃষ্ণ-বিরহ রীতি গান করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আলালনাথগোষ্ঠী 'মহাপ্রভুকে অচিরেই কৃষ্ণ দেখাইবেন'—এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া গৌর-গোষ্ঠীকে আলালনাথের পথ ধরিবার জন্য প্রয়োচনা করিলেন। আলালনাথগোষ্ঠী মহাপ্রভুকে লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে আগে আগে চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা উৎকল ভাষায় কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহাদের কীর্ত্তনের মর্ম্ম এই ;—তাঁহারা মহাপ্রভুকে বলিতেছেন,—"গৌরসুন্দর, তুমি শীঘ্র শীঘ্র আমাদের দেশে চল, সেখানে তোমাকে নিশ্চয়ই জগন্নাথ ঠাকুর দেখাইব। আমাদের দেশে বৃন্দাবনের বনের ন্যায় শ্যামল তরুরাজি, গোবর্দ্ধন গিরি-রাজের ন্যায় শৈল, কালিন্দীর ন্যায় স্রোতস্বিনী, গোধন, মৃগ, মযূর সকলই আছে। আবার এক কল্পতরু-তলে রত্নমন্দিরের সিংহাসনোপরি শ্যামবর্ণ ঠাকুরও আছেন।"

গৌরগোষ্ঠী আলালনাথগোষ্ঠীকে অগ্রণী করিয়া মহাপ্রভুকে লইয়া মঙ্গলাঘাটবাট ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। পথে যাইতে যাইতে কোথায়ও আম্র, পনস, পিয়াল, জম্বু প্রভৃতি ফলভারাক্রান্ত হরিদ্বর্ণ বিটপিশ্রেণী, কোথায়ও বা তুলসী মালতী, মল্লিকা, যূথি, কেতকী—কত কি বনপুষ্পগুচ্ছশোভিত তরুমঞ্জরী, 'কোথায়ও বা শ্যামল শষ্পোপরি স্বচ্ছন্দবিহারী মৃগকুল দেখিতে পাইলেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে গৌরগোষ্ঠী কৃষ্ণবিরহোদ্দী-পনায় উদ্দীপ্ত বিপ্রলম্ভতনু মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভরস পরিপোষণ করিয়া গাহিতে লাগিলেন,—

"আম্র, পনস, পিয়াল, জম্বু, কোবিদার,
তীর্থবাসী সবে কর পর-উপকার।
কৃষ্ণ তোমার ইহাঁ আইলা পাইলা দরশন ?
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি' রাখহ জীবন।
উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান।
এসব—পুরুষ জাতি, কৃষ্ণের সখার সমান।
এ কেন কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায় ?
এ—স্ত্রীজাতি-লতা, আমার সখীপ্রায়।
অবশ্য কহিবে,—পাঞাছে কৃষ্ণের দর্শনে।
এত অনুমানি' পুছে তুলসীমালিগণে।

"তুলসি, মালতি, যূথি, মাধবি, মল্লিকে।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে ?
তুমি সব—আমার সখীর সমান।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি' সবে রাখহ পরাণ।"
উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে।
'এহ কৃষ্ণদাসী, ভয়ে না কহে আমারে।'
আগে মৃগগণ দেখি' কৃষ্ণমৃগগন্ধ পাঞা।
তার মুখ দেখি' পুছেন নির্ণয় করিয়া।
"কহ মৃগি, রাধাসহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা।
তোমায় সুখ দিতে আইলা ? না কহ অন্যথা।"
আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্পফলভরে।
শাখা বড় পড়িয়াছে পৃথিবী উপরে।
কৃষ্ণে দেখি' এই সব করেন নমস্কার।
কৃষ্ণ যমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার।
কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত।
কিবা উত্তর দিবে, ইহার নাহিক সম্বিত।

আলালনাথগোষ্ঠীর সহিত গৌরগোষ্ঠী মহাপ্রভুকে লইয়া ক্রমে আলালনাথের পথে নওগাঁ নামক জনপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নওগাঁর আবালবৃদ্ধবনিতা মহাপ্রভু-দর্শনে উপস্থিত হইয়া আলালনাথগোষ্ঠীর সহিত মহাপ্রভুর নামগুণলীলা-সংকীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। দিগন্তভেদী উচ্চকীর্ত্তনের রোল উঠাইয়া মহাপ্রভুর বিমানের চতুর্দ্দিকে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ হইল। নওগাঁ হইতে সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ কীর্ত্তন করিতে করিতে রত্নগিরির নিকটবর্ত্তী হইলেন। যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই গুরুগৌরাঙ্গপ্রাণ গৌরগোষ্ঠীর আর্ত্তি আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে গৌরপক্ষ হইয়া গাহিতে লাগিলেন,—

"হাহা সখি, কি করি উপায় ?
কাঁ করোঁ, কাহাঁ যাঙ কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায়।"

এদিকে আলালনাথগোষ্ঠীরও আনন্দের সীমা থাকিল না। তাঁহারা নিজগৃহে আসিয়া পড়িয়াছেন। বিশেষতঃ, আজ গৌররায়কে তাঁহাদের গৃহে আনয়ন করিয়াছেন; তাঁহাদের আনন্দের অবধি নাই। রত্নগিরি গ্রামের সমস্ত

দেখে মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য শ্রীরঙ্গগৌড়ীয় মঠের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শ্রীরঙ্গগৌড়ীয় মঠের সেবকগণও সঙ্গ-

শ্রীআলালনাথ শ্রীরঙ্গগৌড়ীয়-মঠের একটি কুটীর

শ্রীমহাপ্রভুর সহিত সংকীর্তন-সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। তখন রাত্রি প্রায় ৮।৯ ঘটিকা

শ্রীআলালনাথ শ্রীমন্দির, এই স্থানেই শ্রীমন্মহাপ্রভু শুভবিজয় করিতেন

হইবে। বাণীর আলোকমালা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমানের সম্মুখে শোভা পাইতেছিল। ব্রহ্মগিরির অধিবাসিগণ শ্রীগৌরসুন্দর-দর্শনে "ধন্যোঽস্মি ধন্যোঽস্মি" উচ্চারণ করিতে করিতে ছিন্ন-কদলীর ন্যায় মহাপ্রভুর বিমান-সম্মুখে পতিত হইলেন। আলালনাথগোষ্ঠী মহাপ্রভুর সহিত গৌর-গোষ্ঠীকে আলালনাথের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গনে লইয়া গেলেন। আলালনাথদেবের কতিপয় পূজক মহাপ্রভুকে বিমান হইতে উঠাইয়া জগমোহনে লইয়া গেলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে কতিপয় ভক্ত জগমোহনে প্রবিষ্ট হইলেন।

শ্রীমন্দিরে শ্রীআলালনাথদেব সর্বসপীঠোপরি বিরাজমান। তিনি চতুর্ভুজ শ্রীজনার্দন মূর্ত্তি। তাঁহার দক্ষিণদিকের নিম্নস্থ হস্তে পদ্ম। ঊর্দ্ধস্থ হস্তে চক্র, বামদিকের ঊর্দ্ধস্থ হস্তে শঙ্খ এবং নিম্নস্থ হস্তে গদা সুশোভিত। তাঁহার বিপুল নিতম্ব প্রদেশে কৌষ-পীতবাস, তদুপরি কটিভূষণ শোভা পাইতেছে। বক্ষঃস্থলে বনমালা মধুলুব্ধ অলিকুলের গুঞ্জন রচনা করিয়াছে। মণিবন্ধে মণিখচিত বলয় শোভিত রহিয়াছে। প্রভুর গণ্ডস্থল সৌদামিনীর শোভাবিজয়ী মকরাকৃতি কুণ্ডলে ভূষিত। প্রভুর বদন উন্নত নাসাযুক্ত এবং মস্তক মণিময় কিরীটে সুশোভিত। বাহু-চতুষ্টয়ের মধ্যস্থিত বক্ষঃস্থল মনোহর লম্বমান স্বর্ণমালিকায় এবং কণ্ঠদেশ কৌস্তুভ-মণিতে শোভমান। নীল পঙ্কজের কেশরের ন্যায় প্রভুর বদনমণ্ডলে অরুণবর্ণ মনোহর অধর ও বিকসিত কুন্দকুসুমের

স্থায় হাস্য বিলসমান রহিয়াছে। প্রভুর অরুণবর্ণ মণিনূপুর নখরাভিশোভিত শ্রীচরণযুগ্ম ভক্তনেত্রোৎসব বিধান করিতেছে। তিনি লক্ষ্মী, সরস্বতী, রুক্মিণী ও সত্যভামা-দেবীর সহিত বিরাজিত। শুনা যায়, সেখানে ললিতা-বিশাখা দেবীও বিরাজিতা আছেন। আলালনাথের পদতলে অঞ্জলিবদ্ধ পক্ষীরাজ উপবিষ্ট।

শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে গৌরপক্ষীগণ মহাপ্রভুর সময়োপযোগী ভাবানুসারে কীর্ত্তন ধরিলেন,—

"চতুর্ভুজ মূর্ত্তি করি' আছেন বসিয়া।
কৃষ্ণ দেখি' গোপী করে নিকটে আসিয়া॥
ইহোঁ কৃষ্ণ নহে, ইহঁ নারায়ণ-মূর্ত্তি।
এত বলি' সবে তাঁরে করে নতি-স্তুতি॥
'নমো নারায়ণ', দেহ, করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণসঙ্গ দেহ মোরে, ঘুচাহ বিষাদ॥
এত বলি' নমস্করি' গেলা গোপীগণ।
হেনকালে রাধা আসি' দিলা দরশন॥
রাধা দেখি' কৃষ্ণ তাঁরে হাস্য করিতে।
সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি চাহেন রাখিতে॥
লুকাইল চতুর্ভুজ রাধার অগ্রেতে।
যহ যত্ন কৈল কৃষ্ণ নারিলা রাখিতে॥
রাধার বিশুদ্ধ ভাবের অচিন্ত্য প্রভাব।
যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজ-স্বভাব॥"

প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে ভক্তগণ আবার গাহিলেন,—

যেকালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে,
সেইকালে আইলা দুই বৈরী।
'আনন্দ' আর 'মদন', হরি' নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইনু নেত্র ভরি'॥
পুনঃ যদি কোন ক্ষণ, করায় কৃষ্ণ দরশন,
তবে সেই ঘটী-ক্ষণ-পল।
দিয়া মাল্য-চন্দন, নানা রত্ন-আভরণ,
অলঙ্কার করিনু সকল॥
ক্ষণে যায় দৈল মন, আগে দেখে দুইজন,
তাঁরে পুছে,—না আমি চৈতন্য?
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু, কিবা আমি প্রলাপিনু,
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য?

বিজয়বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমন্দিরের জগমোহনে শ্রীআলালনাথদেবের বিজয়বিগ্রহ শ্রীল মদনমোহনের সহিত স্থাপিত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অভিষেক ও আরাত্রিকাদি হইল। গৌরগোষ্ঠী শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠের প্রাঙ্গণে আগমন করিয়া প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে মহাপ্রভুর পক্ষ হইয়া আবার কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ;—

তাহা হৈতে ঘরে আসি' মাটীর উপরে বসি'
নখে করে পৃথিবী লিখন।
হা-হা কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা গোপেন্দ্রনন্দন
কাঁহা সেই বংশীবদন॥
কাঁহা সেই ত্রিভঙ্গঠাম, কাঁহা সেই বেণুগান,
কাঁহা সেই যমুনা-পুলিন।
কাঁহা সে রাসবিলাস, কাঁহা নৃত্যগীত-হাস,
কাঁহা প্রভু মদনমোহন॥
উঠিল নানা ভাবোদ্বেগ, মনে হৈল উদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।
প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে,
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে॥
তোমার দর্শন বিনে, অধন্য এ রাত্রিদিনে
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি' দেহ দরশন॥ ইত্যাদি

রাত্রিকালে যথাসময়ে শ্রীআলালনাথ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পৃথক্ পৃথক্ রাজভোগ হইল। আলালনাথগোষ্ঠী আজ গৌরসুন্দরকে তাঁহাদের গৃহে আনিয়াছেন, সুতরাং আলাল-নাথের মহাসোয়ার ও পূজারিগণই মহাপ্রভুর জন্য বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া মহাপ্রভুকে ভোগ দিলেন। আলালনাথ-গোষ্ঠী, গৌরগোষ্ঠী এবং পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন গ্রামের বহু বহু লোক সমবেত হইয়া জয়-গৌরাঙ্গ ও আলালনাথের জয়ধ্বনি করিতে করিতে বিস্তৃত শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

মহাপ্রসাদ সম্মানের পর গৌরগোষ্ঠীর মধ্যে ইষ্টগোষ্ঠী হইল। তাঁহারা আজিকার শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অভূতপূর্ব্বা অভিমর্ত্ত্য লীলারই পুনরালোচনা ও বিচার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন,—"আমরা অনর্থযুক্ত জীব, আমরা নিরন্তর কাম-ক্রোধের দাস হইয়

উহাদেরই লাথি ঝাঁটা খাইতেছি, আমাদের লজ্জাবোধ নাই। আমরা কখনও ভোগ্যা স্ত্রী-পুত্রের বিরহে, কখনও দেহ-লক্ষ্মীর মাতা-পিতার বিরহে, কখনও ভাই-বন্ধুর বিরহে, কখনও নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণের বিরহে ব্যথিত ও জর্জ্জরিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছি। কৃষ্ণ-বিরহ-স্মৃতি আমাদের বিকৃত স্বভাবের নিকট অস্বাভাবিক কথা। আমাদের অন্তর ভোগ-বিরহে আকুল; কিন্তু গৌরজন প্রভুপাদের অন্তর গৌরলীলানুসরণে নিরন্তর কৃষ্ণ বিরহে বিভাবিত। তিনি বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ রস-পরিপোষ্টা। আজ তিনি আমাদের ন্যায় ইতর চেষ্টায় ধাবিত জীবকুলের দ্বারা তাঁহার নিজ অভিমর্ত্য, নিত্যসিদ্ধ-ভাবের উদ্দীপনার কথঞ্চিৎ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া নিজ সঙ্কোচন-ভজন-লীলায় ইঙ্গিত প্রকাশ করিলেও আমরা তাঁহার দুরবগাহ ভজন-লীলায় প্রবেশ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। প্রভুপাদ—ভজনচতুরতম, তাই আমাদের ন্যায় অন্ধকপর্দ্দক দিয়াও তিনি তাঁহার খেলা খেলিতে পারেন। ইহা তাঁহারই মহত্ত্ব; কিন্তু আমরা সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য। আমরা তাঁহার আদেশমাত্র প্রতিপালন করিয়া তাঁহার আনুগত্য ও অনুসরণ করিতে পারি মাত্র; কিন্তু যদি কখনও স্বতন্ত্রভাবে নিত্য অনর্থ-পরিমুক্ত প্রভুপাদের অকৃত্রিম ভজন-লীলা-চেষ্টার অবৈধ অনুকরণ করিতে যাই,—অনর্থ বুকাবরায় আমাদিগকে 'অনর্থমুক্ত' ভাবিয়া ঐ সকল অপ্রাকৃত ভজন-চেষ্টার ওঁচড়ে পাকামী দেখাইতে যাই কিম্বা প্রভুপাদের দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে বিগর্হিত প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ন্যায় অনর্থমুক্তাবস্থায় কৃত্রিমতা অভ্যাস করিতে করিতে অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন যোগাইতে যোগাইতে ক্রমে অকৃত্রিমতা, অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিতে পারিব বিচার করি, তাহা হইলে আমরা শ্রীগৌর-জন ও শ্রীগৌরসুন্দরের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া পতন-পথাবলম্বী হইয়া পড়িলাম। তাহা কখনই প্রভুপাদের অনুমোদিত নহে। আমরা প্রভুপাদের মনোভীষ্ট পূরণের নামে যেন আত্মবঞ্চনা না করি।" এইরূপ অনেক ইষ্ট-গোষ্ঠীর পর সকলে বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে মঙ্গলারাত্রিকের বাদ্যধ্বনিতে ব্রহ্মগিরি মুখরিত হইয়া উঠিল। পুনরায় গৌরগোষ্ঠী ও আলালনাথ-গোষ্ঠী একত্র সম্মিলিত হইয়া গৌরকৃষ্ণের মঙ্গল-আরতি কীর্ত্তন করিতে করিতে আরাত্রিক দর্শন করিলেন। প্রভু-পাদের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমন্দিরে আবার গৌরবিহিত কীর্ত্তন হইল। ব্রহ্মগিরি গ্রাম বাতীত পার্শ্ববর্ত্তি আরও বহু গ্রামের লোক সেইদিন মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য পূর্ব্বেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে শত সহস্র উৎকলবাসী আবাল-বৃদ্ধ বনিতা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিলেন। আলালনাথের শ্রীমন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইল। সকলেই মহাপ্রভুর দর্শন ও পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। তৎপরে সকলে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠের পার্শ্বস্থ শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিয়া স্বাদশ অঙ্গে হরি-মন্দির অঙ্কিত করিলেন এবং আহ্নিকাদি ক্রিয়া সমাপন-পূর্ব্বক পুনরায় কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আবার সঙ্কীর্ত্তন চলিতে থাকিল। দ্বিপ্রহরে শ্রীগৌর-সুন্দর ও আলালনাথকে পৃথক্ পৃথক্ রাজভোগ প্রদত্ত হইল। ভক্তগণ সকলে সমবেতকণ্ঠে ভোগ-আরতি কীর্ত্তন করিলেন। ভোগ-আরতির পর শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ শ্রীল প্রভুপাদের পূর্ব্বনির্দ্দেশানুসারে শত সহস্র সমাগত ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করিলেন। মহাপ্রভু ও আলালনাথ আর চতুর্ব্বিধ-রস-সমন্বিত উৎকৃষ্ট দ্রব্য সমূহ গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ আলালনাথের বালিকা ও পায়সান্ন-প্রসাদ চিরপ্রসিদ্ধ। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে সকলকে অকাতরে সেই সকল মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাত্রিকাল পর্য্যন্ত এই মহামহোৎসব চলিয়াছিল।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ঐকান্তিক অভিলাষানুসারে বহু ব্যয়ে ও প্রযত্নে শ্রীআলালনাথদেবের শ্রীমন্দির-সংস্কার-সেবা ইতঃপূর্ব্বেই আরব্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্রীমন্দির সংস্কার-কার্য্যের আবশ্যকীয় ভার শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দির-সংস্কার-সেবা সন্দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীপুরীধামস্থ সুপ্রসিদ্ধ এমার মঠের বর্ত্তমান সুযোগ্য মহান্ত শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজদাস মহারাজের পরাৎপরগুরু

পরলোকগত মহান্ত শ্রীসুদর্শন রামানুজদাস মহারাজ • আলালনাথের শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বার ও প্রাকার নির্ম্মাণের কার্য্য আংশিকভাবে আরম্ভ করিয়া দেহরক্ষা করেন। তদবধি শ্রীআলালনাথের সিংহদ্বার ও প্রাকার অসম্পূর্ণ অবস্থায়ই রহিয়াছে।

মঙ্গল পরমকরুণাবতার অর্চ্চা-বিগ্রহরূপে বিশ্বজীবের মঙ্গলের জন্য সেবা-গ্রহণের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, সর্ব্বজীবহিতকাঙ্ক্ষী শ্রীল প্রভুপাদ সেই সেবা-সুযোগে সাধারণকে আহ্বান করিয়া আলালনাথদেবের কৃপা-বিতরণ-চ্ছলে সকলের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের মহাবদান্যলীলা-

"শ্রীআলালনাথের সিংহদ্বার"
এবার মঠের পূর্ব্ব মহান্ত শ্রীসুদর্শনরামানুজদাস মহারাজের দ্বারা অসম্পূর্ণভাবে নির্ম্মিত—
শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ হইতেছে

সিংহদ্বার ও প্রাকার উভয়ের অভাবে কান্তারমধ্যস্থিত শ্রীমন্দির প্রাঙ্গন গো-শিবাদির স্বচ্ছন্দ-বিচরণ-ভূমিকারূপে দৃষ্ট হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের হৃদয়ব্যথা উৎপাদন করিয়াছে। শ্রীআলালনাথদেব সর্ব্বসম্পদের অধীশ্বর হইয়াও ভুবন-প্রকাশার্থ শ্রীআলালনাথ-শ্রীমন্দিরাদি সংস্কার সেবায় তৎপর হইয়াছেন।

গত মানবাব্দাধিবস সন্ধ্যাকালে এবার মঠের মহান্ত মহারাজ শ্রীল পরাবর রামানুজ দাস শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বদান্যবর মহান্ত মহারাজ তাঁহার পূর্ব্ব গুরুর আরব্ধ সিংহদ্বার নির্ম্মাণ-সেবাটী সম্পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের হস্তে ২১১১৲ টাকা প্রদানে স্বীকারোক্তিসূচক স্বাক্ষরপত্র

• বর্ত্তমান এবার মঠের মোহান্ত মহান্ত মহারাজের নাম—শ্রীযুক্ত পরাবর রামানুজ দাস, তাঁহার গুরু মহান্ত শ্রীযুক্ত রঘুবরন রামানুজ দাস, তাঁহার গুরু মহান্ত শ্রীযুক্ত মোহন রামানুজ দাস, তাঁহার গুরু মহান্ত শ্রীসুদর্শন রামানুজ দাস।

প্রদান করিয়া দিয়াছেন। নির্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

সহিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠের গৌড়ীয় ভক্তগণ পুনরায় আলালনাথে গমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীভক্তিসাধার্জন ও

শ্রীআলালনাথের তীর্থ শ্রীমন্দির শ্রীল প্রভুপাদের অভিলাষানুসারে সংস্কৃত হইতেছে, রাজমিস্ত্রীগণ কাজ করিতেছে।

শ্রীচৈতন্যমঠের বিগ্রহবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীআলালনাথধামের শ্রীমন্দিরে শ্রীমদনমোহনদেবের সহিত বিরাজমান রহিয়াছেন। গৌরগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই শ্রীপুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্টানুসারে মহাপ্রভুর গৌড়ীয় ভক্তগণের প্রাক্তনী লীলার অনুনবযৌবনোৎসবের পূর্ব্বেই শ্রীপুরুষোত্তমে আনয়ন করিবেন। গৌড়ীয় ভক্তগণ আলালনাথের ভক্ত সম্প্রদায়, পুরুষোত্তমের ভক্ত সম্প্রদায় এবং বিশ্ববৈষ্ণবের সহিত গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-অন্তর্ধানোৎসব-সেবায় যোগদান করিবেন।

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাভিক্ষু
অকিঞ্চন দীন-সম্পাদক
শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ কর্ত্তৃক
শুদ্ধভক্তি পরিত্রাজক আচার্য্য ১০৮ শ্রীমদ্ভক্তি
শ্রীরূপ-সিদ্ধান্তী মহারাজ
'বিশ্ব' বলিয়া আদৌ কিছু নাই।

৭ম খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ২৯শে আষাঢ়, ১৩৩৬, ১৩ই জুলাই, ১৯২৯ | ৪৭শ সংখ্যা

সাময়িক-সন্দেশ

ভক্তিবিনোদ-বিরহ-উৎসব

গত ৩০শে জুন (১৯২৯) তারিখে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বর্ত্তমান পাত্রাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের বিভিন্ন শাখামঠের মঠরক্ষক এবং শ্রাবকগণ ভক্তিবিনোদানুগ তথা বিশ্ববৈষ্ণবের প্রতি তড়িদ্-বার্ত্তা ও আজ্ঞাপত্রসমূহ দ্বারা প্রতি শুদ্ধমঠ, প্রতি শুদ্ধভক্তির প্রতিষ্ঠানসমূহে সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে সুদেহ-তিথি পালনের আদেশবাণী প্রচার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজন-লীলাস্থলী "ভক্তিকুটী" হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। শ্রীপুরুষোত্তম মঠে যথাবিধি শ্রীল ঠাকুরের অপ্রকট-তিথি পালিত হইলেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বর্ত্তমান সেবাধ্যক্ষকে তড়িদ্-বার্ত্তাযোগে "শ্রীভক্তিকুটীতে" ভক্তমণ্ডলীর সহিত পৃথক্-ভাবে সঙ্কীর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠানের আদেশ প্রদান করিয়া-ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন মঠে শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে ও আনুগত্যে ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন মঠের উৎসবের বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে।

কটক-বার্ষিক উৎসব

গত কল্য ২৮শে আষাঢ় ১২ই জুলাই শুক্রবার দিবস হইতে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এই কটকনগর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহারই কারুণ্যশক্ত্যবতার ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লীলাক্ষেত্র। এই উৎসব এই শ্রাবণ ২১শে জুলাই পর্য্যন্ত মহাসঙ্কীর্ত্তন-সংযোগে অনুষ্ঠিত হইবে। কটক হইতে তড়িদ্বার্ত্তাযোগে যে সংবাদ আসিতেছে, তাহা হইতে জানা যায়, শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে প্রত্যহই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, দ্বারে দ্বারে হরিকথা প্রচার, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী ও মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের উৎসবে স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি যোগদান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তির কথা পরমোৎকণ্ঠার সহিত শ্রবণ করিতেছেন। কটক রেভেন্সকলেজের ইতিহাসশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক পরমভাগবত ভক্তিসুধাকর শ্রীযুক্ত নিবিকার নাগাল এম, এ, মহাশয় শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের উৎসব সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বিপুল উৎসাহের সহিত সেবা করিতেছেন। কটকস্থ ভক্তমণ্ডলীও এই সেবায় বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। উৎসবের বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

রামকেলি-সংবাদ

গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীগৌড়ীয় মঠের কয়েকজন প্রচারক রামকেলি-সংস্কার-সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস

গোস্বামী এম, এ, বি, এল মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে ও বিশেষ আহ্বানে শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া মালদহে উপস্থিত হন। কর্ম্মোৎসাহী কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী গোস্বামী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে বিশেষ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। রামকেলি-উৎসবের নির্ব্বাচিত সভাপতিপ্রবর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয়ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগতজনীকে বিশেষ সাদর-সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় মহোদয় তাঁহার ভক্তিযুত প্রণাম ও প্রচার-বিষয়ে আন্তরিক সহানুভূতি শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে জ্ঞাপন করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবরের সৌজন্য ও দীনতা সমগ্র আর্য্য সমাজের আদর্শ শিক্ষা-স্থানীয়। মালদহ 'গান্ধী-ধর্ম্মশালায়' গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই সভায় সভাপতি ছিলেন—মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয়। সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের বক্তা বলেন,—"শ্রীরামকেলি ভগবৎপার্ষদ শ্রীরূপসনাতনের সম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট ও তাঁহাদের পদাঙ্ক বক্ষে ধারণ করিয়া সমস্ত তীর্থের মস্তকোপরি নৃত্য করিতেছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপের বিহারক্ষেত্রে উৎপন্ন অনর্থকণ্টকাদি-ছেদন যেমন প্রয়োজনীয় ধামসেবা, শ্রীরূপের প্রচারিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মে কালক্রমে নানা উপধর্ম্মের কল্পিত কলিবনে যে নিবিড় অরণ্য ও কণ্টক সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ছেদন করা—সংস্কার করা তদপেক্ষা কোটীগুণে অধিক প্রয়োজনীয় সেবা। আজ যদি নৈসর্গিক কোন বিপ্লবে শ্রীরামকেলিধাম লোক-লোচনের নিকট সংগুপ্তও হইয়া যান, কিন্তু শ্রীরামকেলিধাম যাঁহার পূতপদাঙ্ক বিভূষণে বিভূষিত হইয়া আজ 'রামকেলিধাম' বলিয়া গৌরবান্বিত, সমগ্র বৈষ্ণব-কুল-অধিনায়ক সেই শ্রীরূপ প্রভুর প্রচারিত বিমল ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী যদি আজ জগতে অনাবৃতভাবে প্রকাশিত থাকেন, তাহা হইলেই রামকেলিধাম বিশ্বের সর্ব্বত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্মান-সিংহাসনে সমারূঢ় থাকিয়া সমগ্র সভ্য-সমাজের অর্ঘ্য-মাল্যের দ্বারা সম্পূজিত হইতে থাকিবেন। আজ শ্রীরূপের রামকেলিধাম অর্থাৎ রাধিকারমণ শ্রীকৃষ্ণের কেলি বা ইন্দ্রিয়তর্পণোৎসবের ধাম বা স্থানে অর্থাৎ বিমল ভক্তি-পথে কোটী কলিকণ্টক প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল কণ্টক সংহার করাই বাস্তবিক শ্রীরূপের অভিমত সেবা। শ্রীরূপানুগ আচার্য্যপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আজ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু মঠ, ভক্তিবিদ্যাপীঠ, পারমার্থিক পত্র-প্রচার ও নিজ অনুগত আচারবন্ত প্রচারকগণকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রেরণ করিয়া শ্রীরূপানুগ-পথের কণ্টক সমূহ লোকলক্ষে জানাইয়া দিয়া অনাবৃত বিমল ভক্তিপথ প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার আনুগত্যে শ্রীরামকেলি-সংস্কারসেবা সাধিত হইলেই তাহা বিশ্বে কল্যাণবন্তুরূপে প্রকাশিত হইবে।"

সভাপতি মঃ মঃ তর্কভূষণের বক্তৃতা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের বক্তৃতার পর সভাপতি মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয় বলেন,—"শ্রীরূপ গোস্বামীই শ্রীচৈতন্যাভীষ্ট-প্রচারক। যুগাবতার অবতারী শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়পার্ষদ শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীজীবাদি আচার্য্য-গোস্বামিগণের জীবের প্রতি যেরূপ অহৈতুকী দয়া, এরূপ দয়া জগতে আর কুত্রাপি দেখা যায় না। তাঁহারা একটুকু ক্ষুদ্র অভাব মোচন করিয়া দয়া প্রকাশ করেন না, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার দুঃখ, সর্ব্বপ্রকার অভাব নিত্য-কালের জন্য মোচন করিয়া নিত্যানন্দের আশ্রয় দান করিয়া থাকেন। তখন স্বরাজ, স্বাধীনতা, ইন্দ্রত্বাদি মুক্তি, সালোক্যাদি মুক্তি প্রভৃতি কিছুরই অভাব থাকে না,—

"মুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

—শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে এই শ্লোক উদ্ধার করিয়া তর্কভূষণ মহাশয় ব্যাখ্যা করেন যে, রাজ্য-ধনাদি লাভরূপ ভোগবাসনা ও অধীনতা অপনোদন চেষ্টারূপ মুক্তি-কামনা মানবকে শান্তি ও সুখ দিতে পারে না, পরন্তু যাবৎ ঐরূপ চিন্তা মানবহৃদয় অধিকার করিয়া থাকে, তাবৎ মানব পিশাচবৎ কঠিনহৃদয় থাকে। ঐ প্রকার চিন্তারূপা পিশাচী হৃদয় হইতে অন্তর্হিত না হওয়া পর্য্যন্ত নিত্যানন্দপ্রদা সুকোমলা সেবাবৃত্তি বা ভক্তি প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। শ্রীরূপের এই সুদুর্ভক্তিবিজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত মানব প্রকৃত চরম প্রয়োজন লাভে বঞ্চিত থাকে।"

এতৎপ্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আচার্য্যবর্য্যের প্রচার-প্রণালীর বর্ত্তমানকালে বিশেষ উপযোগিতার কথা বলিয়াছিলেন।

বিশ্বসমস্যায় গৌড়ীয় মঠ ও তর্কভূষণ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের সহিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তর্কভূষণ মহাশয়ের বর্ত্তমান যুগের চরমকল্যাণ-লাভের প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা হইয়াছিল। তাহাতে মহামহোপাধ্যায় সুধী তর্কভূষণ মহাশয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অভিমর্ত্ত্য শক্তি ও প্রভাবের প্রণতি-কীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্য-দেবের সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের দ্বারাই জগতের সকল সমস্যার সমাধান হইবে, স্বীকার করেন।

শ্রীরূপ ও গৌড়ীয় মঠ সম্বন্ধে তর্কভূষণ

গত ৩১শে পৌষ শ্রীরামকেলি-সংস্কার সমিতির বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন-সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ সভাপতি পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিলাষানুসারে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ঐ দিবস সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীগৌড়ীয়মঠের বক্তার মুখে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া ঐ বিষয়ে আরও শ্রবণ করিবার কৌতূহল প্রকাশ করেন; সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের নির্দ্দিষ্ট দিন অপেক্ষা আরও একদিন অধিক মালদহ সহরে অবস্থান পূর্ব্বক প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা বহু বহু বিদ্বজ্জনের সেবা করিবার সুযোগ হইয়াছিল। সকলেই একবাক্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রণালী ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের বিশেষ পারদর্শিতার কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। সভাপতি পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বক্তৃতামুখে শ্রীরূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধবের কাব্যরসেও অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব কিরূপ মধুরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা করেন। তিনি আরও বলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম প্রচারক শ্রীরূপ গোস্বামী ও তদনুগ—শ্রীজীব ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ। ইঁহারাই অর্থনীতি ও পরমার্থ-নীতিবিশারদ। শ্রীরূপের উপদেশে একাধারে রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্ম্মনীতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। পাণ্ডিত্যের ভিতর দিয়া দেখিতে গেলেও শ্রীরূপ ও শ্রীজীবের চিন্তাস্রোত পণ্ডিত সমাজে এক অপূর্ব্ব অদ্ভুত বান। অধুনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রবর্ত্তক এই শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রচারিত কথাই বিশেষভাবে জগতে প্রচার করিতেছেন।"

মেদিনীপুরে প্রচার

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদেশ-বাণী শিরে ধারণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ মেদিনীপুরে মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। মেদিনীপুরের এডিসনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্ বানার্জ্জী এম, এ, (ক্যান্টাব), আই, সি, এস মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিপ্রচারক ত্রিদণ্ডি-অগ্রণী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এবং গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দ সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্পাদককে এইরূপ জানাইয়াছেন,—

Tridandi Swami Bhakti Pradip Tirtha of the Gaudiya Math, Calcutta recently paid a visit to this place with about eight fellow-workers and disciples of the above Math and gave very interesting lectures on the true Vaishnaba religion as distinguished from the popular idea of it in Bengal. Kumar Debendra Lal Khan, M. L. C. of Narajol, was at first rather doubtful about the suitability of the preaching of the religion of Vaishnavism in the country at the present time. Evidently he had some idea that the true religion of the Vaishnavas is one of pure passivism; but Swamiji succeeded in convincing him that this was not so by means of relevant quotations from the Srimad Bhagabatam and the Geeta. Lectures and readings from the Scriptures were held at the houses of many of the cultured and responsible gentlemen of the place and they were really appreciated by the audience inspite of the fact that embraced many so-called rationalists and free thinkers and even followers of other religions like Islam or Chistianity. The holy singing of the Lord's name was also very much appreciated. On behalf of my humble self and that of the people of this Town, I beg to convey to the Swamiji and his friends including our Circle officer Babu

Jaladhar Ghosh B. A. for what they have done for us.

Yours Faithfully
Sd/- S Banerjee.
M. A. (Cantab), I. C. S.
Additional District Magistrate.
Midnapore
the 27th. june, 1929.

মর্ম্মার্থ এই,—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রায় ৮ জন সহসেবক এবং উক্ত মঠের অন্যান্যগণের সহিত সম্প্রতি মেদিনীপুরে শুভাগমন পূর্ব্বক বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের জনপ্রিয়-ধারণা হইতে বিশিষ্ট, প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। নাড়াজোলের কুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খাঁ এম, এল, সি মহাশয় বর্ত্তমান সময়ে এই প্রদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রথমে অনেকটা সন্দেহান্বিত ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, বৈষ্ণবগণের প্রকৃত ধর্ম্ম শুষ্কনৈষ্কর্ম্ম-বাদ মাত্র অর্থাৎ উহাতে কোন প্রকার জনহিতকারিণী চেষ্টা নাই, কিন্তু স্বামিজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতার বিভিন্ন প্রমাণ উল্লেখ দ্বারা উক্ত এম, এল, সি মহাশয়ের ধারণা পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি করাইয়াছিলেন যে, প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম বা বিশুদ্ধ নৈষ্কর্ম্ম-সিদ্ধান্তেরই সকল কালে, সকল দেশে ও সকল পাত্রে পরম উপযোগিতা রহিয়াছে। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মই সকল দেশের, সকল কালের, সকল পাত্রের সর্ব্ববিধ নিত্যমঙ্গল সাধন করিতে পারে। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারই সর্ব্বোত্তমা জনহিতকারিণী-সেবা; কেন না, তাহা জীবের সর্ব্ববিধ অসুবিধার মূলীভূত কারণ বিদূরিত করিয়া দেয়। জীবন্মুক্ত বৈষ্ণবগণ সর্ব্বজীবের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট; তাঁহারাই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা অকৃত্রিম পরমবান্ধব। কর্ম্মের দ্বারা আপাতপ্রেয়ঃ সাধিত হইলেও তাহাতে পরিণামে প্রেয়ঃ উৎপাদন করে না, কাজেই কর্ম্মচেষ্টা—বঞ্চনামাত্র; আর বৈষ্ণবগণ যে ভগবৎসেবার্থ অখিল কর্ম্মের আবাহন করেন, তাহাতে কর্ম্মফল নাই, তাহাতে সর্ব্বোত্তমা পরার্থপরতা, নিঃস্বার্থপরতা ও স্বার্থপরতার মূলসহ অপূর্ব্ব সম্মিলন হয়। স্বামিজী বহু শিক্ষিত এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের ভবনে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদি প্রদান করিয়াছিলেন এবং সেই সকল ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গের দ্বারা বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছিল। স্বামিজীর প্রচারিত ভক্তিসিদ্ধান্ত অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমতকে শ্রেষ্ঠীভূত করিয়াছিল। স্বামিজী দেখাইয়াছিলেন যে, যাবতীয় ধর্ম্ম-মতই বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত বা মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের সোপান বা বিকৃতি। সোপানস্থলে সেই সেই মত তদনুপাতে আদরণীয়। মহাপ্রভুর নাম-গুণের পূর্ণ-সঙ্কীর্ত্তনও শ্রোতৃবর্গের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। এডিশনাল ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় তাঁহার নিজের পক্ষ ও মেদিনী-পুরের অধিবাসীর পক্ষ হইতে স্বামিজী মহারাজ এবং তাঁহার সতীর্থগণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত বাবু জলধর ঘোষ বি, এ, সার্কেল অফিসার—যিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের সুযোগ করিয়া দিয়া মেদিনীপুরবাসীর এতদূর উপকার সাধন করিয়াছেন, তাঁহাকেও ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর-ডাকঘর

শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘরের কার্য্য সুচারুভাবে চলিতেছে। বর্ত্তমানে 'নদীয়াপ্রকাশ' শ্রীধাম মায়াপুর হইতে প্রকাশিত হইয়া শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘরেই পৌঁছ হইতেছে। শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টার মহাশয় বিশেষ সজ্জন, সুধী ও সেবাপ্রাণ ব্যক্তি; তিনি শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘরের উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীধাম মায়াপুর হইতে যেরূপ নদীয়াপ্রকাশের ভারতব্যাপী বহুল প্রচার ক্রমশঃই বিবৃদ্ধি লাভ করিতেছে এবং নদীয়াপ্রকাশ যন্ত্রালয় হইতে যেরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহ প্রকাশ হইতেছে, এতদ্ব্যতীত শ্রীধাম মায়াপুরের পরিচালনীয় কার্য্য যেরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে শ্রীধাম মায়াপুর ডাকঘর ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, সন্দেহ নাই। শুনা যাইতেছে, নদীয়াপ্রকাশের একটী ব্যাহিক সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

মহাভারতের বৈষ্ণব-টীকা

শুনা যাইতেছে, শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের মনোভীষ্টানুসারে নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে সানুবাদ সমগ্র

শ্রীমন্মহাভারত বাদিরাজ স্বামীর লক্ষাতরণ টীকা এবং নীলকণ্ঠের টীকার সহিত প্রকাশিত হইবেন। এ পর্য্যন্ত মহাভারতের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসম্মত টীকা কোথায়ও প্রকাশিত হয় নাই, এমন কি, বৈষ্ণব জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মহাভারতের বৈষ্ণবসিদ্ধান্তসম্মত কোন টীকার অস্তিত্ব আছে কি না,—এ বিষয়টী পর্য্যন্ত বহু লোকই জানেন না। কিন্তু ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পূর্ব্বগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রধান স্থান শ্রীগৌর-পাদপদ্মরজোরঞ্জিত উড়ুপীক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে বাদিরাজস্বামীর লিখিত মহাভারতের বিস্তৃত টীকা সুপ্রাচীন তালপত্র পুঁথি হইতে বহু যত্নে, বহু পরিশ্রমে এবং বহু বহু অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করিয়াছেন। উক্ত টীকা এবং শৈব নীলকণ্ঠের টীকার সহিত সানুবাদ সমগ্র মহাভারত-প্রকাশ-কার্য্য অচিরেই আরম্ভ হইবে, শুনা যাইতেছে।

শ্রীরাধাকুণ্ড-ঘাট-নির্ম্মাণ

শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীরাধাকুণ্ডের ঘাট-নির্ম্মাণকার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠে উপনীত হইয়া ঐ ঘাট-নির্ম্মাণকার্য্য পরিদর্শন এবং তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। যাহাতে শ্রীরাধা-কুণ্ডের ঘাট-নির্ম্মাণ সেবা অপসার্থ বুদ্ধি অর্থাৎ নিজ অপস্বার্থানুসন্ধান হইতে বিরত হইয়া কেবলমাত্র কৃষ্ণস্বার্থানু-সন্ধানতৎপরতার সহিত আমরা করিতে পারি, তজ্জন্য প্রভুপাদ আমাদিগকে অনেক উপদেশ করিয়াছিলেন। আমাদের এমন ভাগ্য কবে হইবে, যেদিন আমরা গুরু-গৌরাঙ্গের নিষ্কপট সেবা করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যমঠ আশ্রয় পূর্ব্বক তৃণাদপিসুনীচ রাধাকুণ্ডতটবাসী হইতে পারিব? ঐ রাধাকুণ্ডতট-লাভই জীবের যাবতীয় কামনার শিরোমণি। লেশমাত্র অন্য কামনা বা প্রাকৃত চিন্তাস্রোত থাকিতে রাধাকুণ্ডতটবাসী হওয়া যায় না।

শ্রীধামমায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ

এবার শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ হইতে ৫টী ছাত্র ব্যাকরণের আদ্য এবং ১টী কাব্যের আদ্য পরীক্ষা দিয়া-ছিলেন। উক্ত ৬টী ছাত্রই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ব্যাকরণের ছাত্রের মধ্যে ৩টী ছাত্র শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, ১টী ছাত্র পাণিনি ও আর একটী মুগ্ধবোধের পরীক্ষা দিয়াছিলেন। শুনা যাইতেছে, তন্মধ্যে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের ১টী ছাত্র নবীনাকেন্দ্রে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ঐ ছাত্রটী উৎকলদেশীয় 'মিশ্র' উপাধিধারী ব্রাহ্মণবটু ও শ্রীমায়াপুর চৈতন্যমঠাশ্রিত সেবক। অধ্যাপনা-বিষয়ে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীগৌরদাস ব্যাকরণ-তীর্থ উপদেশক মহাশয়ের কৃতিত্ব বিশেষ প্রশংসনীয়।

ইন্দ্রনারায়ণ-ধর্ম্মশালা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠ শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে নির্মাচীনিবাসী পরমভাগবত বদান্যবর শ্রীযুক্ত ইন্দ্র নারায়ণ চন্দ্র মহাশয়ের যে একটী সুবৃহৎ ধর্ম্মশালার ভিত্তি শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের শ্রীহস্তে সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই ধর্ম্মশালার কার্য্য বহু অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে। পরম ভাগবত ইন্দ্র বাবু তাঁহার সেবাকার্য্যটী শীঘ্র শীঘ্র সমাপ্ত করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। আশা করা যায়, ভগবদিচ্ছায় তাঁহার মনোভীষ্ট অচিরেই পূর্ণ হইবে। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ এককালে ভারতের বহু স্থানে সেবাকার্য্য আরম্ভ করায় এক বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিতে পারিতেছেন না। সেইজন্য কিছু বিলম্ব হইলেও শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহোদয়ের উৎসাহ-বৃদ্ধিতে ধর্ম্মশালার কার্য্য বেশ অগ্রসর হইতেছে। ভগবৎসেবা পরিপূরণের জন্য আশাবন্ধও পরম মঙ্গলকর; সুতরাং পরমভাগবত ইন্দ্র বাবুর আদর্শ প্রশংসনীয়।

হরিপ্রসাদ-ধর্ম্মশালা, আশ্রমকুটীর ও ভক্তিবিজয়-ভবন

শ্রীগৌরকুণ্ডের অপর তটে 'শ্রীহরিপ্রসাদ ধর্ম্মশালা'র কার্য্যও আরম্ভ হইয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-মঠের শ্রীআশ্রম-কুটীরের কার্য্যও শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। কলিকাতানিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয় মহাশয় শ্রীচৈতন্যমঠে যে সুবৃহৎ ভক্তিবিজয়-ভবন ও ভক্তিবিজয়-তোরণ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং শ্রীগৌরজন্মবাসরে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীহস্তে যাহার ভিত্তি সংপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সকল কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ করাইবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষকের সহিত

ভক্তিবিজ্ঞান মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুরে গমন করিয়াছিলেন। উক্ত কার্য্যও শ্রীভক্তিবিজ্ঞান মহাশয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছানুসারে শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

বাগবাজার-শ্রীগৌড়ীয় মঠ

কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ-নির্ম্মাণকার্য্যও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীমন্দির ও নাটমন্দির দর্শনে একটী অপূর্ব্ব দর্শনীয় বস্তু হইবে। মন্দিরটী সম্পূর্ণ নূতন ধরণে নির্ম্মিত হইতেছে। শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস অধিকারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয় শ্রীনাটমন্দিরটী খুব প্রশস্ত করিবার মনস্থ করিতেছেন। কারণ তাঁহার ইচ্ছা, শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিরাট উৎসবকালে এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন অধিবেশনে বহুলোক একত্র সমবেত হইয়া যাহাতে ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে পারেন এবং তাঁহাদের কোনপ্রকার স্থানাভাব না হয়। তিনি সর্ব্বদা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রবল উৎসাহের সহিত শ্রীমন্দির ও নাটমন্দিরের কার্য্য করাইতেছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মন্দির নির্ম্মাণাদি-কার্য্যের জন্য তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণ-সমূহ সংগ্রহ করাইয়াছেন এবং অপরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া নিজেই সকল কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহাশয় বলেন,—"আমার প্রভুর কার্য্যে—আমার গুরুদেবের কার্য্যে—ভগবৎসেবায় ভেজাল বা কৃত্রিম বস্তু প্রদান করিলে কাহারকে ঠকাইতে বাকি রাখিবার ভার আমি নিজেই ঠকিব। শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ ভগবৎসেবায় ভেজালের সম্পূর্ণ বিরোধী,—ইহাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য। সেই গৌড়ীয়মঠ-নির্ম্মাণকার্য্যে যদি আমি কোনপ্রকার ভেজাল উপকরণ বা কোনপ্রকারে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে অবশ্য গুরুগৌরাঙ্গ আমায় সেই সেবা কখনই গ্রহণ করিবেন না।" আচার্য্যা-ধিক প্রভুর সদ্‌প্রভাবে শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের যে সুবুদ্ধি উদিত হইয়াছে, ইহা আমাদের প্রত্যেকের আদর্শ-স্থানীয় হওয়া উচিত। গুরুগৌরাঙ্গসেবায় যেন কখনও ধোঁকাবাজি বা ভেজাল উপকরণ প্রদান করিবার ইচ্ছা অভিলাষ ও চেষ্টা আমাদের বিন্দুমাত্রও উদিত না হয়। আমরা যেন নিরন্তর নিষ্কপটে, পরমোৎসাহে আমাদের সর্ব্বস্ব উপকরণ দ্বারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারি। শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের ঐকান্তিকী ইচ্ছা ও পরমোৎসাহ-ফলে শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব যাহাতে বাগবাজারের নূতন শ্রীমন্দিরে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য বহুলোক আশান্বিত হইয়া আছেন।

আলালনাথ সংস্কার-সমিতি

শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দিরের বাহিরের দিকের সংস্কার-কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে; এখন শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরের সংস্কার-কার্য্য চলিতেছে। সিংহদ্বারের কার্য্য আরম্ভ হইলেও পাথরের অভাবে আশানুযায়ী অগ্রসর হইতেছে না। এমারমঠের সুযোগ্য মহান্ত শ্রীল গদাধর রামানুজদাস সিংহদ্বার নির্ম্মাণের প্রতিশ্রুত আনুকূল্যের মধ্যে বর্ত্তমানে আংশিকভাবে কয়েক শত টাকা প্রদান করিয়াছেন। উৎকলের অন্যান্য মঠের মহান্ত ও জনসাধারণ শ্রীআলালনাথ সংস্কার-সেবাকার্য্যে আনুকূল্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। শ্রীআলালনাথ সংস্কার-সমিতির নির্দ্দিষ্ট তালিকানুসারে জানা যায়, শ্রীআলালনাথ মন্দিরের চতুর্দ্দিকের প্রস্তর-প্রাকারটী নির্ম্মাণ করিতে ৭০০০ ঘনফুট প্রস্তরের কার্য্যে আনুমানিক ৪০০০৲ টাকা ব্যয় লাগিবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীআলালনাথের ভোগরন্ধনশালার জন্য ২০০০৲ টাকা, প্রাঙ্গণসংস্কারে ১০০০৲ টাকা এবং চন্দনপুষ্করিণীর সংস্কারে ৭০০০৲ টাকার আবশ্যক। ইহা ছাড়া শ্রীপুরী হইতে আলাল-নাথ যাইবার পথ-প্রস্তুতকার্য্যে বহু অর্থের প্রয়োজন। পুরী হইতে আলালনাথ গমনের ভাল রাস্তা না-থাকায় অনেকেই আলবরূপের প্রতিষ্ঠিত শ্রীআলালনাথ দর্শনে ও শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত মহাতীর্থধামে গমন করিতে অসমর্থ হন। এই সেবাকার্য্য সর্ব্বসাধারণের। সুতরাং এই মহৎকার্য্যে সকলেরই যথাসাধ্য সহানুভূতি ও আনুকূল্য করিবার চেষ্টা থাকা আবশ্যক। সকলে এই সুপ্রাচীন মহাপুণ্যতীর্থের সংস্কারকার্য্যে যথাযথ সহায়তা করিয়া মানবজীবন ও অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করুন। শাস্ত্রে একস্থলেও শুনা যায়,—

"মৃন্ময়াদ্‌ভবনাৎ পুণ্যাৎ দীর্ঘমিষ্টকারতো ভবেৎ।"

অর্থাৎ মৃন্ময়ভবনের নির্ম্মাণ অপেক্ষা দীর্ঘমিষ্টির দ্বারা অধিক সুকৃতি লব্ধ হয়।

শ্রীআলালনাথ—সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিগণের একটী অতি প্রাচীন কীর্ত্তিগৌরব-স্তম্ভ। বিশেষতঃ এই স্থান চতুর্দ্দশভুবন-পতি, গোলোকপতি গৌরসুন্দর স্বীয় পাদপদ্ম-পরাগে পবিত্রতম করিয়া এই স্থানে জীবের প্রয়োজন পরাকাষ্ঠা আচারমুখে প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং এ স্থানের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিশ্ববাসী সকলেরই ইঁহার সেবায় যোগদান করা উচিত। সকলপ্রকার আনুকূল্যই সাদরে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে। ৫০০৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ আনুকূল্যদাতৃগণের নাম শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে মর্ম্মর প্রস্তরখণ্ডে খোদিত থাকিয়া চিরদিন তাঁহাদের সেবা-মহা-প্রাণতার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। এই বিষয়ে যিনি যে আনুকূল্য করিবেন, তাহার রীতিমত প্রাপ্তিস্বীকারপত্র বা রসিদ প্রদত্ত হইবে। আনুকূল্য-প্রেরয়িতৃগণ স্বীয় নাম, ধাম এবং আলালনাথ-সংস্কার-সেবায় আনুকূল্যের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা অথবা তাহার অন্যতম শ্রীআলালনাথ-সংস্কার-সমিতি, শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পোঃ পুরী, পুরী—এই ঠিকানায় অর্থাদি প্রেরণ করিবেন। কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্যও পত্র করিয়া এই ঠিকানায়ই পত্রাদি লিখিবেন।

———

শ্রীরূপসাগর-তীরে শ্রীচৈতন্যমঠের স্থান

শ্রীরামকেলির জমিদার সজ্জনবর, ধর্ম্মপ্রাণ, বদান্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ খোকদার মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীরাম-কেলিগ্রামে শ্রীরূপসাগরের পূর্ব্বপারে সম্প্রতি শ্রীগৌর-লীলাপুষ্ট শ্রীচৈতন্যমঠের একটী স্থান হইয়াছে। উক্ত বদান্যবর জমিদার মহাশয় স্বেচ্ছা ও বিপুল আগ্রহের সহিত শ্রীরূপ-সাগরের পূর্ব্বপারে শ্রীচৈতন্যমঠের ট্রাষ্টীগণের নামে ১৷৷ বিঘা ভূখণ্ড রেজিষ্টারী দলিলপত্র করিয়া দিয়াছেন। ডুমুরকোলা-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রমানাথ সেবাপরা রায়, কেচুনিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এই সেবা-কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এই বিষয়ে শ্রীরামকেলি-সংস্কার-সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদী গোস্বামী এম, এ, বি, এল মহাশয়েরও বিশেষ সহানুভূতি ও আগ্রহ লক্ষিত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, পরমভাগবত বদান্যবর শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ভক্তিবিনয় মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে অচিরেই শ্রীরামকেলিগ্রামে শ্রীগৌরপাদপীঠার্চ্চার শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইবে। শ্রীরামকেলিধামে যাহাতে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণ শ্রীরূপ সনাতনের প্রচারিত শুদ্ধভক্তির কথা পুনঃপ্রচার করেন, তজ্জন্য সজ্জনবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ খোকদার, জমিদার মহাশয় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে-ছেন। এই মর্ম্মে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদী গোস্বামী মহাশয়ও শ্রীল প্রভু-পাদের নিকট ইতঃপূর্ব্বে একটী পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপঃ, ব্রতাদি আবরণ-নির্ম্মুক্ত আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনময় বিশুদ্ধ শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীরূপ-সরোবরের তীর হইতে প্রচারিত হইলেই যথার্থ শ্রীরাম-কেলি সংস্কার-সেবা সম্পাদিত হইবে। এক্ষণে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রমানাথ বাবুর সেবা-চেষ্টায় যাহাতে শ্রীরামকেলিতে শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণকার্য্য অচিরেই আরম্ভ হয়, তজ্জন্য আমরা সকলেই বিশেষ আগ্রহান্বিত আছি। আশা করি, শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টী, শ্রীগৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক আচার্য্যবিক প্রভু শ্রীরূপসরোবরের তীরে শ্রীরূপানুগগণের কৃপা প্রকাশ করিয়া রূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট অচিরেই পরিপূরণ করিবেন। শ্রীকুর্ম্মক্ষেত্রে এবং শিবড়ানৃসিংহে শ্রীল প্রভুপাদের অভীষ্টানুযায়ে শ্রীগৌরপীঠ স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে। এ সকল বিষয়ে স্থানীয়-প্রবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় ভক্তিওপাকর প্রভুর উৎসাহও আমাদের আশাতীত।

———

রথযাত্রায় শ্রীপুরুষোত্তমমঠ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে নিম্নস্থ সংবাদদাতা জানাইতে-ছেন,—অদ্য ২৩শে আষাঢ় (১৩৩১) শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকবৃন্দ বেলা ১৷৷ ঘটিকার সময় বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনীসহ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের লীলাপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে সুন্দরাচলে লইয়া যাইবার জন্য বহির্গত হন। সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায় মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রায় ২ ঘটিকার সময় রথাগ্রে উপস্থিত হন এবং তথায় প্রায় ১ ঘণ্টা কাল সঙ্কীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীবলদেব বিচিত্রবস্ত্র-বিমণ্ডিত অতি মনোহর রথের উপরে আরোহণ করেন। তাহার প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে শ্রীশ্রীসুভদ্রাদেবী সুদৃশ্য রথোপরি আরোহণ করিলেন এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীশ্রীজগদীশ স্বীয় সুরম্যরথে আরোহণ করিয়া জগজ্জনের চিত্ত-বিত্ত হরণ করিতে থাকেন। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীবলদেবের রথ,

তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ সুভদ্রা দেবীর রথ ত্রিতাল্লিযুগে অবস্থান করেন। তাঁহারই পরে শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে অদ্ভুত নৃত্য রচনা করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে মহাপ্রভুর লীলানুকরণে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত গীতিসমূহ কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে সুন্দরাচলে লইয়া যান।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(১)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
কলিকাতা
১১ কেশব, গৌরাব্দ ৪৪০

পণ্ডিতবর

শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ

রাধারমণ-ঘেরা, শ্রীধাম বৃন্দাবন

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যোচিতসম্ভাষণপূর্ব্বেতৎ—

মহাশয়, গতকল্য আমি ও কতিপয় ভক্ত ভারত-ভ্রমণান্তে শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পর্য্যটনের ক্লান্তি বিগত হইতে কিছু সময়সাপেক্ষ।

আপনার সহিত সাক্ষাতের পর আমরা শ্রীমন্দরপুরে শ্রীগোবিন্দ দর্শন করিয়া আজমীর, চিতোর, মৌলি হইয়া নাথদ্বারে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও তথাকার বল্লভ-সম্প্রদায়ের আচার্য্যের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ করিয়া খাণ্ডোয়া, নাসিক হইয়া বোম্বাই নগরে বল্লভকুলাচার্য্যের সহিত বহু শাস্ত্রীয় আলাপের পর শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু বিশ্বরূপ শঙ্করারণ্য ভক্তিরাজের সমাধিক্ষেত্র পাণ্ডুরঙ্গপুরম্ ও ভীমা নদী দর্শনানন্তর সোলাপুর, পণ্ডা, তঙ্গী, গোকর্ণ, নবগয়া হইয়া শ্রীমাধ্বক্ষেত্র উড়ুপী দর্শন করিলাম। আপনার ইচ্ছামত শ্রীমধ্বমুনির একখানি চিত্র এবং শ্রীউড়ুপীক্ষেত্রের একখানি চিত্র এই পত্রের সহিত পাঠাইতেছি। অষ্টমঠাধিপতি একদণ্ডী যতিগণ অনেকেই গোপীবেশে ভজন করিয়া থাকেন, তাহার একখানি চিত্রও সংগ্রহ করিয়াছি। তদ্বিষয়ে যে সকল উল্লেখ স্থানে স্থানে আছে,* তাহার নকল এই পত্রের সহিত দিলাম, দয়া করিয়া পাঠ করিবেন।

আধুনিক যে সন্ন্যাসি-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেইরূপ কল্পিতপন্থা অষ্টমঠাধিপগণ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের হস্তে একদণ্ড বর্ত্তমান এবং তাঁহারা কৌপীন-বহির্ব্বাসযুক্ত। কৃষ্ণপুর মঠাধিপতি বর্ত্তমান সময়ে মন্থন-দণ্ডযুক্ত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সেবকরূপে বর্ত্তমান। তাঁহার সহিত সংস্কৃত ভাষায় আমার কিছু আলাপ হইল। তাঁহারা সন্ন্যাসী হইলেও কর্ম্মকাণ্ড-বিধিবশেই উপাসনা করিয়া থাকেন, প্রত্যহ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করান, স্বহস্তে ষোড়শ গো-সেবা করেন। উড়ুপী-নগরের একটী চিত্রও আনিয়াছি। পূর্ব্বরাত্র শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে গিয়াছিলাম, তথায় আলোয়ার-গণের এবং আচার্য্যগণের অষ্টাদশটী শ্রীমূর্ত্তি শিবিকার উপরে শোভাযাত্রা করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সহিত শ্রীমন্দির হইতে শ্রীমণ্ডপে যাইতে দেখিলাম। কতিপয় ত্রিদণ্ডী যতির সহিত সাক্ষাৎ হইল। • • •

বিষয়ের ধর্ম্ম সেবা-প্রবৃত্তি বুঝিতে দেয় না, সেবাকে 'বিষয়' জ্ঞান করায়; ইহাই অবৈষ্ণব-ভোগীর স্বভাব।

---

* It was indeed a happy idea of Sri Madhwa's, to ordain 8 sanctics, put them each in charge of a separate Math and make them jointly and severally responsible for the poojas and festivals of Sri Krishna's temple. • • • The monks who take charge of Sri Krishna by rotation, are so many Gopees of Brindaban, who moved with and loved Sri Krishna with an indescribable intensity of feeling and are taking re-births now for the privilege of worshipping Him. These monks conduct themselves as if they are living and moving with Sri Krishna Himself. •• Sri Krishna presiding here being a boy, they fed him in the forenoon with choice offerings. [Life and Teachings of Sree Madhwacharya by C. M. Padmanavachar, chapter XIII P. 145 and 146].

ভক্তগণ সম্ভোগবাদের প্রতিপক্ষ। যাহাতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের ভক্তগণ নির্ব্বিঘ্নে ভজনাদি করিতে পারেন, আপনি তৎপক্ষে একটু কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীচৈতন্যাশ্রিত শুদ্ধভক্তমণ্ডলীর একমাত্র কেন্দ্র। ইহা শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত শাখাবিশেষের স্থান নহে। যেখানে শ্রীচৈতন্যাশ্রিতগণে ভক্তিবিরোধী ব্যবহার ও কুসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইতেছে, তাহার পরিমার্জ্জন-কার্য্য প্রত্যেক স্বরূপাশ্রিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য; তজ্জন্যই শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শুদ্ধভক্তগণ প্রকৃত গৌরসেবার উদ্দেশে শ্রীচৈতন্যমঠের পৃষ্ঠপোষক। শ্রীচৈতন্যাশ্রিত ভক্তগণ সম্প্রতি সংখ্যায় তিনকোটী ভারতবাসী; কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যের শুদ্ধভক্ত নহেন, বিশুদ্ধ হইলেও তাঁহারা সকলেই গৌরদাস।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন অধিকারী মহাশয় আমার নিকট তাঁহার রচিত 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ইতিহাস' নামক একখানি সামাজিক ঐতিহ্য পাঠাইয়াছেন। সময় মত আমার তাহা দেখিবার ইচ্ছা থাকিল।

আমাদের শ্রীধাম বৃন্দাবনে অন্তর্দ্ধানকালে আপনি যে কৃপাদৃষ্টি সিঞ্চন করিয়া অস্মদীয় গুরুবর্গকে সাদর-সম্ভাষণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

পতিতপাবনদাসস্য অকিঞ্চনস্য,
তাবৎকস্য
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বত্যভিধস্য

---

(২)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর,
ইং ১০।১২।২৮

স্নেহবিগ্রহেষু

আপনার পত্রে শাস্ত্রসারসংগ্রহ দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। এই সকল কথা চিত্তে ভাল করিয়া আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবেন যে, আলস্য হইতে জাত এঁড়েদহপাকা-বুদ্ধি প্রকৃত প্রস্তাবে ফলপ্রদানে অসমর্থ হয়। আমরা ক্ষুদ্র জীব, বিধিপথের পথিক, তবে রাগের বিরোধী নহি। রাগের কথা বড়, তবে আমাদের মুখে উহা শোভা পায় না। ছোট মুখে বড় কথা শুনিলে ভজনাসুরাগিগণ হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিবেন। কৃষ্ণ কি বস্তু, তাহা যাঁহার উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহার অনুরাগ-পথে উন্নতাধিকার-প্রাপ্তির চেষ্টা—আলস্য-জ্ঞাপক;—ইহাই মহাজনগণ পদে পদে বলিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপ ও ভগবান্ একই বস্তু। যাহাদের নিজের বস্তুবিচারে নামনামীতে ভেদবুদ্ধি আছে, তাহাদের অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য ভজনকুশল জনের সেবা করা নিতান্ত আবশ্যক, ইহা দেখাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদ-ভক্তগণ তাহা বর্ণন করেন। তোতাপাখীর ন্যায় আমরা যদি উহা আওড়াইতে যাই, তাহা হইলে লোকে আমাদিগকে 'প্রাকৃত-সহজিয়া' বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আমাদের আত্মম্ভরিতা কমাইয়া দিবে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ এইরূপ দুর্গতিপঙ্কে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া সেই সকল "পঙ্কে গৌরিব পীদতি" দলকে রাধাগুণা ভক্তির মহিমা প্রদর্শন করিতে হইলে স্বয়ং ভজনচতুর হইয়া অপরের মঙ্গল বিধান করিতে হয়। সুতরাং লিখিত কথাগুলি আপনি ভাল করিয়া বুঝিবার যত্ন করিবেন। ভজন বাহিরের যা লোক দেখাইবার বস্তু নহে। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিবেন, তাহা হইলে আলস্যরূপ রোগ আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারিবে না।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

---

(৩)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী
১লা মে, ১৯২৯

স্নেহবিগ্রহেষু

কএকদিবস পূর্ব্বে আপনার একখানি কৃপালিপি পাইয়াছিলাম; কিন্তু কার্য্যগতিকে সময় মত উত্তর লিখিতে পারি নাই। সম্প্রতি আপনার ১৩।১।৩৯ তারিখের পত্র পাইলাম। ভগবৎকৃপায় আমি ভাল আছি। কএকদিবস শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন করিয়া শারীরিক কোন অসুবিধাই হয় নাই। ইচ্ছা আছে, জ্যৈষ্ঠ-স্নান পর্য্যন্ত এখানেই থাকিব।

প্রাণায়ামদ্বারা অর্জ্জন করিবার ইচ্ছা থাকিলে অর্জ্জন

করিবেন, নতুবা প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় দ্বাদশবার মন্ত্র ও গায়ত্রী-সমূহ জপ করিতে পারেন। জপাদি করিবার কালে বৈকল্য উপস্থিত না হইলে জপাদি সুষ্ঠু হইতেছে, জানিতে হইবে।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ও শ্রীবাণলিঙ্গ পূজার ব্যবস্থা করিয়া যখন আপনি বান্ধব • • মহাশয়ের বাড়ীতে ঠাকুর রাখিয়াছেন এবং তথায় পূজাদি হইতেছে, তখন আর আপনার সে বিষয়ে অধিক চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। যখন ঐসকল মূর্ত্তি পুনর্গ্রহণ করিবেন, তখন যথাবিধি তাঁহাদের পূজা বিহিত হইবে। ঐ সকল বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ পত্র মধ্যে লেখা সম্ভবপর নহে। তবে জানিবেন, মহাদেবের নিকট পূর্ব্ব আচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এইরূপ বিজ্ঞপ্তি জানাইয়াছেন—

"বৃন্দাবনাবনিপতে তব সোম-সোম-
সৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রি-পদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥"

রুদ্র দেবতাকে বিষ্ণু হইতে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাঁহাকে বৈষ্ণবরূপে দর্শন করিতে হয়; বিষ্ণুর গুণাবতাররূপে দর্শন করিলে আধিকারিক দেবতা মাত্র জ্ঞান হয়। বিষ্ণু-কলেবরে বিকারের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু শাম্ভবলীলায় প্রকৃতি-গুণের সহিত সম্বন্ধ আছে। কাজেই বিষ্ণু হইতে ভেদ-দর্শন আসিয়া পড়ে।

ব্রহ্ম গায়ত্রী, শ্রীগুরু-গায়ত্রী, শ্রীগৌর-গায়ত্রী ও কাম-গায়ত্রী গান করিবার উদ্দেশ্যে জপ করিতে হইবে। সংখ্যানাম ক্রমশঃ লক্ষ সংখ্যা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিবেন। লক্ষ নামের কম হইয়া গেলে তাহাকে 'পতিত' বলা হয়। সুতরাং পতিত নাম করিবারই যত্ন করিবেন। অর্চ্চনকালে জল, তুলসী, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ—সকলই হরিসেবার জন্য ব্যবহৃত করিবেন। কার্ত্তিক-মাস পর্য্যন্ত আপনি তথাকার কার্য্যে আবদ্ধ থাকিবেন, জানিলাম। ভগবৎকৃপা হইলে তাহার পূর্ব্বেও আপনার অবসর হইতে পারে। আপনার যে স্থানে থাকিয়া হরিসেবা করিবার অভিপ্রায় হয়, সেইরূপই করিতে পারিবেন। এসম্বন্ধে ক্রমশঃ আলোচনা হইতে পারিবে। আপনার সুদৃঢ় ভগবদনুরাগ দর্শন করিয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ হইতেছে। তাহাতেই জানিয়াছি, ভগবানের কৃপা আপনার উপর অত্যন্ত অধিক, নতুবা কুসংস্কার কেহ এত শীঘ্র ছাড়িতে পারে না। • • •

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

---

(৪)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম মায়াপুর, পোঃ আঃ, নদীয়া

ইং ৫।৭।২১

সম্মানভাজনেষু

আপনার ১৫ই আষাঢ় তারিখের পত্র পাইয়া আপনার বৈষয়িক বিপত্তির সম্বন্ধে অবগত হইলাম। কর্ম্মপথে ভ্রমণ করিতে গেলে কখনও দুঃখ, কখনও সুখ আসিয়া আমাদিগকে বিপন্ন করে। সাংসারিক অসুবিধা হইলেই ভগবান্ সেই সময় আশ্রয়রূপ হইয়া নিজের সেবার অধিকার দেন। গীতায় লিখিত আছে,—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥"

সুতরাং ভগবৎসেবায় আশ্রয় গ্রহণ করাই আমার বিচারে একমাত্র কর্ত্তব্য।

ভগবান্ আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য এবং আমাদিগের মঙ্গল বিধানের জন্য নানাপ্রকার অসুবিধা এই প্রপঞ্চে স্থাপন করিয়াছেন। ঐগুলিই আমাদিগের মঙ্গলের কারণ জানিয়া আমরা তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই ধন্য। সকল অসুবিধার মধ্যে ভগবৎকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত আমার অন্য কোনই নিবেদন নাই।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন

১। "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

—এই প্রমাণবলে যদি ভাগবতী দীক্ষাবিধানে চণ্ডাল দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে নীচবর্ণলোক দীক্ষাবিধানে বৈষ্ণব হইলে তাঁহার সহিত উচ্চবর্ণোদ্ভূত যাঁহারা বৈষ্ণব হইয়াছেন, তাঁহারা একত্রে ভোজনাদি করেন না কেন?

২। কোন উচ্চবর্ণের ভদ্রমহিলা নীচবর্ণের পুরুষের সহিত অবৈধ ব্যবহার-দোষে দোষী হইলে দীক্ষাবিধানে দীক্ষিত হইলে, ভাগবত-শ্রবণ ইত্যাদি করিলে সমাজ তাঁহার সহিত চলিতে পারেন কিনা?

৩। দীক্ষাবিধানের দ্বারা দোষমুক্ত হইতে পারেন কিনা? যদি দোষমুক্ত হন, তবে পূর্ব্বাহ-কৃত্য কি? বা তাঁহার দীক্ষা কিরূপভাবে গ্রহণ করা উচিত?

৪। যদি হরিনাম সংকীর্ত্তন দ্বারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাতে মুক্ত হইতে পারেন কিনা? যদি পারেন, তাঁহার কিরূপভাবে নামগ্রহণ করা আবশ্যক?

৫। যদি চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক? অথবা স্ত্রীলোকের মুণ্ডনাদি কিরূপে করা আবশ্যক?

শ্রী————কুরপাই, মেদিনীপুর।

উত্তর

এই শ্রেণীর প্রশ্নের উত্তর শ্রীপত্রে নানাবিধ আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং পুনঃপুনঃ ঐ সকল কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন হইবে। আপনি মনোযোগপূর্ব্বক ঐ সকল পূর্ব্ব প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন, তবে সংক্ষেপে উত্তর নিম্নে লিখিত হইল;—

১। দীক্ষা-বিধানের দ্বারা মানব মাত্রেরই দ্বিজত্ব লাভ ঘটে,—এই শাস্ত্রীয় অনুশাসন যাঁহারা পালন করেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নবর্ণোদ্ভূত দীক্ষিত বৈষ্ণব উচ্চবর্ণান্বিত দীক্ষিত বৈষ্ণবের সহিত যথাপ্রয়োজনাদি গ্রহণে পরাঙ্মুখতা প্রদর্শন করেন না। যেখানে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য যথাবিহিত পালিত হয় না, সেখানে ইহার বিপর্য্যয় দেখা যায়। দীক্ষাবিধানের অন্তর্গত বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সংস্কার হইবার পর পূর্ব্ব বিচার কখনই থাকিতে পারে না। যেখানে সে বিচার নাই, সেখানেই জানিতে হইবে যে, দীক্ষাবিধান গৃহীত হয় নাই। দীক্ষার ন্যায় আংশিক অভিনয় হইয়া থাকিলে ফললাভকালে উহার বৈষম্য দৃষ্ট হয়।

২। উচ্চবর্ণই হউক আর নীচবর্ণই হউক, যে কেহ অবৈধ ব্যবহার-দোষে দোষী হইলে সেইরূপ ব্যভিচার-রত থাকাকালে তাহাদের দীক্ষা হইবার আদৌ সম্ভাবনা নাই। ঐ প্রকার অবৈধ ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া হরিসেবায় নিষ্কপটে আত্মনিয়োজিত হইলে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ভাগবত শ্রবণ করিলে তাঁহাদের যে উচ্চতা দৃষ্ট হয়, তাহা ভোগরত সমাজ অপেক্ষা অনেক উন্নত বলিয়া সাধারণ অনভিজ্ঞ সমাজ তাহা শ্রবণ করিতে পশ্চাৎপদ হন, কিন্তু সাময়িক সঙ্কীর্ণতা অপসারিত হইয়া যেকালে যোগ্যতার আদর বিবেচিত হয়, সেইকালে নীতিপুষ্ট সমাজ উন্নত নীতিতে উন্নীত হন। যিনি দীক্ষা লাভ করেন, তাঁহার ব্যবহার সামাজিকগণের ব্যবহার অপেক্ষা বস্তুতঃ উন্নত। কালপ্রভাবে দীক্ষার তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইলে সেই সমাজের অসম্পূর্ণতা ও অনভিজ্ঞতা বিদূরিত এবং সমাজের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

৩। উচ্চ বা নীচ বর্ণের স্ত্রীলোক নীচ বা উচ্চ বর্ণের পুরুষের সহিত অবৈধ ব্যবহার দোষে-দোষমুক্ত বা কোনও প্রকারে ব্যভিচাররত থাকিলে দীক্ষার অভিনয় কোন মতেই হওয়া উচিত নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের কপট চেষ্টা কিছু প্রকৃত গুরুপাদপদ্মাশ্রয় নহে। যিনি ভগবান্ চৈতন্য-গুরুর আদেশক্রমে পাপসংস্পর্শ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্রয় গ্রহণের দৃঢ়তা করিয়াছেন, তিনি দীক্ষাবিধানের পূর্ব্বেই স্বীয় যোগ্যতার পরিচয় দিবেন। হরিভক্তিবিলাসে গুরু ও শিষ্য-লক্ষণবর্ণনে যোগ্যতার বিচার লিখিত আছে। দোষমুক্ত হইলে এবং দোষমুক্ত থাকাকালে ও নিরপরাধে নাম-গ্রহণই একমাত্র পূর্ব্বাহ-কৃত্য। নামাপরাধ সংগ্রহের আগ্রহ হইতেই জীব পাপ বা পুণ্যে প্রবেশ করে। শ্রীনাম গ্রহণ

করিলেই নামাপরাধের কুফল নষ্ট হয়। "শ্রদ্ধাঃ শ্রবণমঙ্গঃ-করণতদ্ব্যর্থনাপেক্ষ্যম্"—অর্থাৎ ভগবন্নাম ও নামী অভিন্ন হওয়ায় নামের শ্রবণ হইতেই যাবতীয় অমঙ্গল বিদূরিত হয়। বেশাপোলের পাপজীবনবিশিষ্টা নারীর প্রসঙ্গ হইতেই জানা যায়, তিনিও প্রকৃত হরিজনের কৃপায় ভাগবত-জীবন লাভ করিয়াছিলেন। জগদানন্দ, মাধবানন্দ নামক পাপিষ্ঠরাও নাম-শ্রবণফলে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু গুরুপাদাশ্রয়ের পর আর তাঁহারা অসৎপথে ধাবিত হন নাই। শ্রীগুরুদেব তাঁহাদিগকে পুনরায় অসৎপথে ধাবিত হইবার প্রশ্রয় দেন নাই। যিনি দীক্ষা প্রদান করিবেন এবং যিনি দীক্ষা গ্রহণ করিবেন, উভয়ের যোগ্যতা-কাল উপস্থিত হইলেই তাদৃশ অনুষ্ঠান সংঘটিত হইবে। নাম-গ্রহণে রুচি হইলেই পূর্ণাহুতির যাবতীয় পাপ প্রবৃত্তি বীজ সহিত বিনষ্ট হইয়া যায়। তখনই তাঁহার দীক্ষালাভের প্রবৃত্তি আসে। যাঁহার সেইরূপ প্রবৃত্তি আসে। তাঁহার পক্ষেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। যিনি আশ্রয় করিবেন এবং যিনি আশ্রয় দিবেন, তাঁহারা নিজ নিজ যোগ্যতার পরিচয় দিতে বাধ্য।

৪। দশ নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া শ্রীসদ্‌গুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিলে তিনিই কীর্ত্তন করিতে পারেন। শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন দ্বারাই জীব এই প্রপঞ্চের বিচার হইতে মুক্ত হইতে পারেন। হরিনামসংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই পাপ-পুণ্যরত জীবের মুক্তির সম্ভাবনা নাই। "পুনরায় কখনও পাপ করিব না"—এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাসহকারে নামে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া নামযাজী শ্রীগুরু-পাদপদ্মে অচলা শ্রদ্ধা রাখিলেই নামযজ্ঞের ফলোদয় হয়।

৫। চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা মুক্তির সম্ভাবনা নাই। উহাতে বৈধভাবে ভোগের প্রবৃত্তি দেখা যায়। এতৎ-প্রসঙ্গে মুরারি রায়, জগাইমাধাই, বেনাপোলের পতিতা নারীর দৃষ্টান্ত আলোচ্য। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান—ভগবদ্ভক্তির অন্তরায়। ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনও পথেই মুক্তির সম্ভাবনা নাই। নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে পাপসংসর্গ পরিহার করিয়া ভগবানের শরণাগত হইলেই সকল দিক্ সুপ্রসন্ন হইবে। ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্যাভিলাষ বা অন্যপ্রকার সাধনের দ্বারা কোন দিনই কাহারও মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

সুমেধ-তিথি-পালনোৎসব

গোদ্রুম-সমাধিকূলে

গত ২২শে আষাঢ় (১৩৩৬) শনিবার বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-প্রবাহের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট-তিথি-উপলক্ষে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোভীষ্টানুসারে ভারতের সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তির প্রতিষ্ঠানসমূহে উক্ত বিরহ-তিথি পালিত হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপের অন্যতম কীর্ত্তনীয় গোদ্রুম দ্বীপে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভজনস্থলী ও সমাধিকূলে বিরহ-তিথির পূর্ব্বদিবসই শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণনগর একায়নমঠ হইতে ভক্তমণ্ডলীর সহিত গোদ্রুম-দ্বীপে শুভবিজয় করেন। কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে অপরাহ্ণের গাড়ীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক মহোদয়ের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনুগত ব্রহ্মচারী ও ভক্তপ্রবর এবং সাউরী গ্রামাশ্রম হইতে প্রায় ১০ জন ভক্ত উপনীত হইলে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত তাঁহাদের কৃষ্ণনগরে সাক্ষাৎ হয়। শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে তাঁহারা সকলেই সমাধিকূলে উপস্থিত হন। রাত্রিকালে শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে সমাধিমন্দিরের চত্বরে ভক্তমণ্ডলী যথাবিহিত অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব ও মহামহোৎসব সম্পন্ন করেন। তৎপর-দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইতে না হইতেই প্রভাতি-কীর্ত্তনের ধ্বনি ভক্তগণের হৃদয়ে সেবানন্দ-লহরীর সহিত ভক্তিবিনোদ-বিরহ-স্মৃতি উদ্দীপনা করিয়া শ্রীসমাধি-মন্দিরের প্রাঙ্গণে শ্রীগৌর-গদাধরের মঙ্গলারাত্রিক দর্শনার্থ সকলকে আকৃষ্ট করিয়া লইয়া আসে। সেদিন শ্রীগদাধরেরও অপ্রকট-তিথি। শ্রীগৌর-গদাধরের সহিত শ্রীভক্তিবিনোদ-মূর্ত্তি দর্শনে ভক্তগণের বিরহ-উৎকণ্ঠা বিবর্দ্ধিত হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিলাপ-কুসুমাঞ্জলীতে সুমেধস্-তিথির আরতি হইতে থাকে।

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বহু ব্রহ্মচারী, ভক্ত, পরমবিদ্যাপীঠের ছাত্রমণ্ডলী এবং খুলনা, বনগ্রাম, মশোহর, নবদ্বীপ, মোদ্রুমদ্বীপ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের ভক্ত-সম্প্রদায় দলে দলে আসিতে থাকেন। দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের সম্পাদক প্রেমবিদ্যালঙ্কার মহোদয় তাঁহার স্বভাবসুলভ সুমধুর করুণ-স্বরে ওঙ্কারিক ও গুরুপরম্পরা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে সাউথী প্রপন্নাশ্রমের ভক্তসম্প্রদায় বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের আজানুসারে নদীয়াপ্রকাশের সম্পাদক মহোদয় পুনরায় তাঁহার স্বরচিত একটী গীতি প্রভাতী রাগিণীতে কীর্ত্তন পূর্ব্বক সকলের হৃদয়ে ভক্তিবিনোদ-স্মৃতির বিশেষ উদ্দীপনা করিয়া দেন। সাউথী প্রপন্নাশ্রমের শ্রীযুক্ত ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের মধ্যমাগ্রজ শ্রীমান্ প্রমোদ গোপাল দাস মহাপাত্র এবং শ্রীচৈতন্যমঠস্থ একটী আসামী ভক্ত বিশেষ নিপুণতার সহিত মৃদঙ্গ বাদন করেন। ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীমান্ বিনোদ গোপাল ও কনিষ্ঠ শ্রীমান্ ললিত গোপাল এবং ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের অনুগত ভক্তসম্প্রদায় তথা শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ সকলেই মূল গায়ন প্রেমবিদ্যালঙ্কার মহোদয়ের কীর্ত্তিত সঙ্গীতের অনুসঙ্কীর্ত্তন করেন। নিম্নে কীর্ত্তনটী প্রদত্ত হইল,—

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশ বার্ষিক

'সুবেদ-তিথি' উপলক্ষে

"বিরহ-গীতিকা"

গৌরপ্রিয়বর আচার্য্য ঠাকুর
শ্রীচরণে তব দেহ মোরে স্থান।
অমন্দ উদয়া প্রভু তব দয়া,
তব সেবা দিয়া কর মোরে ত্রাণ।
জয় জয় জয় ভক্তিবিনোদ,
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-মোদ,
জয় 'সুবেদ্য-তিথি' গো শুভদ,
অযাচায় কর কৃপাবিন্দু দান।
জয় জগন্নাথ-প্রিয় প্রভুবর,
অভিন্ন-সুহৃদ-শ্রীগৌরকিশোর,
(জয়) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ মনোহর,
কীর্ত্তন-প্রমোদ যাঁ'র ধন-প্রাণ।

কালে আচ্ছাদিত হ'লে ভক্তিতত্ত্ব,
উদিলে জগতে তুমি গুরুসত্ত্ব,
প্রচারিলে গূঢ় ভক্তির মহত্ত্ব,
অন্য-অভিলাষ-শূন্য-কর্ম্ম-জ্ঞান।

মহাযোগপীঠ মায়াপুর ধাম,
কে জানিত যদি না জানাতে নাম,
শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট তব কাম,
প্রচারি' করিলে জীবের কল্যাণ।

শ্রদ্ধাবান্ জনে জাকিয়া জাকিয়া,
শ্রীনাম-মহিমা শিখায়ে গাহিয়া,
তোমার কৃপায়-প্রেমেতে মাতিয়া,
শতমুখে করে নাম-গুণ গান।

ভক্তির বিরোধী যত ধর্ম্মাধর্ম্ম,
খণ্ডিয়া প্রকাশিলে গূঢ় শাস্ত্র-মর্ম্ম,
কৃষ্ণ-নিত্যদাস—এই জীব ধর্ম্ম-
শিক্ষামৃত জীবে করাইলে পান।

সর্ব্ব মহাগুণে গুণী মহাজন,
কে গাহিবে প্রভো তব গুণগণ,
কর কৃপা যারে সেই ত সুজন,
কীর্ত্তন করিয়া হয় ভাগ্যবান্।

কৃপা-ঘন-বিদ্যা-অপোষক্ত জন,
না চিনি তোমারে লভে প্রবঞ্চন,
তুমি কৃপা তবু কর বিতরণ,
শ্রীচৈতন্য-কৃপা-শক্তি মূর্ত্তিমান্।

বহু অপরাধে অপরাধী আমি,
নাহি দেখি গতি, বিনা প্রভু তুমি,
অধোক্ষজবশী, সব দোষ ক্ষমি',
নামে রুচি দিয়া কর সাবধান।

উক্ত বিরহ-গীতিকা কীর্ত্তনের পর শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞায় প্রেমবিদ্যালঙ্কার মহোদয় পরমভাগবত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয়ের বিরচিত "ভক্তিগীতি-কুসুমাঞ্জলি" কীর্ত্তন করেন। উক্ত গীতিটী দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের ভক্তিবিনোদ সংখ্যায় (২২শে আষাঢ় ১৩৩৬) প্রকাশিত হইয়াছে।

"ভক্তিকুসুমাঞ্জলি-গীতি" কীর্ত্তনের পর সমবেত কণ্ঠে সমস্ত ভক্ত মিলিয়া করযোড়ে শ্রীল ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে 'শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-দশকম্' (গৌড়ীয়া গৌড়ীয় দ্রষ্টব্য) স্তোত্রটী পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে গৌড়ীয়পত্রের অন্যতম সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রচার বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে সমবেত ভক্তসম্প্রদায়ের নিকট কিছু নিবেদন করেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম এই,—"গৌরকরুণাশক্তি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—প্রচারাচার-আদর্শ, আর তাঁহারই অভিন্ন হৃদয় শ্রীল গৌরকিশোর আচার-প্রচার-আদর্শ অর্থাৎ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রচারমুখে আচার করিয়াছেন,আর শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ এই সমাধিকুঞ্জেই একদিন আচারমুখে প্রচার করিয়াছেন। আর সেই দুই অভিন্ন-মূর্ত্ত আদর্শের অপূর্ব্ব অচিন্ত্য সন্মিলন আমরা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদে দেখিতে পাই। তিনি ঐ উভয় অভিন্নমূর্ত্ত আদর্শের পক্ষপাতী অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদ প্রচার-আচারমুখে আচার-প্রচারকারী।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদয়ানিধি হইতে সমুদ্ভূত এক মহা অমূল্য নিধি। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবিনোদা অমন্দোদয়া শক্তি—যে কারুণ্য-শক্তির কথা একদিন গৌরসুন্দরের কৃষ্ণাবেশ-লীলাক্ষেত্রে শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়স্বরূপ স্বরূপদামোদর কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের কারুণ্যশক্তি ভক্তিবিনোদ আমাদের নিকট শ্রীচৈতন্যের করুণা-পরাকাষ্ঠার সর্ব্বোত্তম আদর্শরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। গৌর-পার্ষদগণের মধ্যে বড় ছোট ভেদ-বুদ্ধি করা অন্যায়; তবে আমরা ইহা বলিতে পারি, আমাদের ন্যায় অত্যন্ত কলিহত, দুরাচারী, ভক্তবুদ্ধি, অন্যাভিলাষী, অনাচারাদি ব্যক্তিগণের জন্য শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার নিজজনকে যে মূর্ত্তিতে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভক্তিবিনোদ-কারুণ্যশক্ত্যবতার আমাদের যোগ্যতায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করুণাময়রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ—শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের পিতা। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনামকেই একমাত্র 'সাধন' ও 'সাধ্যশিরোমণি' বলিয়া সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের এই মহাদান ও মহাবদান্যতার কথা গোস্বামিগণ, শ্রীল নরোত্তম, শ্রীনিবাস, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভৃতি আচার্য্যগণ, শ্রীল চক্রবর্ত্তী, বিদ্যাভূষণাদি মহাজনগণ সকলেই কীর্ত্তন করিয়াছেন। শাস্ত্রেও শ্রীনাম-মাহাত্ম্য এবং শ্রীনামোদয়ের বাধক অপরাধাদির কথা কীর্ত্তিত আছে। আজ শ্রীগৌরসুন্দরের ঐ মহাদান জগতে বিতরিত থাকিলেও কলিহত জীব সেই অকৃত্রিম মহামণি লাভে বঞ্চিতই থাকিত। জগতে যদি মাত্র একটী অকৃত্রিম কোহিনূরের অস্তিত্ব থাকিত। কোহিনূর-রত্ন সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান—এই কথা প্রচারিত থাকে, আর বহু দোকানদার কৃত্রিম-কোহিনূর সৃষ্টি করিয়া এক একটী দোকান সাজাইয়া বসে, তাহা হইলে অধিকাংশ লোকেরই বঞ্চিত হইবার ভাগ্য হয়। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনাম-মহামণি জগতে বিতরণ করিলেও লোকে নামাপরাধকেই 'নাম' বলিয়া যখন বিবর্ত্ত-গ্রস্ত হইতেছিল—যখন নামাপরাধ, নামাভাস ও শ্রীনামের পার্থক্য সম্বন্ধে অবিদ্যবুদ্ধিতে বিষয়ভিনিবিষ্ট জগতের লোকের বুঝিবার কোন সামর্থ্য ছিল না, তখন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরসুন্দরের বিতরিত অকৃত্রিম শ্রীনাম-চিন্তামণিটী চিনাইয়া দিবার জন্য—নামাপরাধরূপ কৃত্রিম কাচমণিগুলি নাম-চিন্তামণি নহে, ইহা পুনঃ পুনঃ জানাইয়া দিবার জন্য যে শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি-গ্রন্থ প্রচারমুখে আচার করিয়াছিলেন, আজ শ্রীগৌরসুন্দরের সেই করুণা যদি ভক্তিবিনোদ-দয়ারূপে বর্ষিত না হইত, তাহা হইলে শ্রীনাম-রত্ন জগতে দুই একটী বিরল মহামুক্তের ভজন-সম্পুটে সংগুপ্ত থাকিলেও আমাদের মত কলিহত জীব সেই চিন্তামণির প্রভা কোনকালেই দর্শন করিতে পারিত না। এজন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের করুণা আমাদের যোগ্যতায় আমাদের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রীচৈতন্য-কৃপা।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রচার-কৌতুহল অদ্ভুত ছিল; তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন,—'এমন দিন কবে হইবে,—যেদিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে রুশিয়ায়, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় যেখানকার ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান-ডঙ্কা-ঘোল-করতাল লইয়া মুহুর্মুহু নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক হরিনাম-তরঙ্গ উঠাইবেন। সেদিন কবে হইবে, যেদিন বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষ সকল একদিক হইতে "জয় শ্রীশচীনন্দনকি জয়"—এইরূপ ধ্বনি করিতে করিতে প্রধাবিত হইয়া অন্যদিকে ভারতীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গন পূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিবেন। সেদিন কবে হইবে, যেদিন তাঁহারা বলিবেন, আমরা

প্রেম-সমুদ্র চৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আশিসন দাও। সেদিন কবে হইবে, যেদিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণব-প্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে ও সমুদ্রে নদ-নদীগণের ক্রোড়ীকৃত হইবার ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম মহোদার অনন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে।'

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সুস্পষ্টভাবে এক মহাচিৎসমন্বয়ের বাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন,—'জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সে সমস্তই পরিণতাবস্থায় এক নামসঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মরূপে পরিণত হইয়া পড়িবে—ইহা নিশ্চয় সত্য।

এইরূপ প্রচার কৌতূহলী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রচারের পরিবর্ত্তে—কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম নির্জ্জন ভজনের পক্ষপাতী ছিলেন, ইহা কখনই হইতে পারে না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জীবন-ভাগবত শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করিয়া চেতনময়ী ভাষায় গাহিয়া গিয়াছেন,—"কীর্ত্তনপ্রভাবেই প্রকৃত প্রণালীতে স্মরণ হয়। কীর্ত্তনে কখনও জড়প্রতিষ্ঠা-সম্ভাবনা হয় না।" আমরা নির্জ্জন-ভজনের পরিবর্ত্তে কীর্ত্তন করিতে গেলে যে দুইটী বিপদ আশঙ্কা করি এবং নির্জ্জন-ভজনে যে দুইটী বিপদ নাই বিচার করি, সেই দুইটী বিপদ অংশই নির্জ্জন-ভজনেই রহিয়াছে, পরন্তু কীর্ত্তনে নাই—ইহাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রকৃষ্ট প্রতিধ্বনিরূপ স্বীয় প্রচারময় জীবন-ভাগবতের প্রতিছত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন,—

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

আমরা মনে করি, নির্জ্জন ভজনে বহুলোকের সমাগমে বিষয়-তরঙ্গ উপস্থিত হইতে পারে না, আর সর্ব্বদা স্মরণ-যোগে প্রভুর সঙ্গ হইয়া থাকে। কিন্তু মহাপ্রভুর শিক্ষা দ্বারা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন যে, কীর্ত্তন ব্যতীত স্মরণ করিয়া স্মরণ হয় না। কীর্ত্তনকারী সাধক যখন গুরুর আজ্ঞায় কীর্ত্তন বা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার নিজের আচরণের দিকে দৃষ্টি পড়ে এবং বহু লোকের সমালোচনার পাত্র হওয়ায় তিনি সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য হৃদয়ে ঐক্য করিয়া বাস্তব-সত্যপথে অগ্রসর হন। কাজেই তাঁহার বিষয়-তরঙ্গে নিমজ্জিত হইবার পরিবর্ত্তে সতর্কতা প্রত্যেকেরই প্রতি পদে পদে সুযোগ উপস্থিত হয়। নির্জ্জন-ভজন করিতে গেলে নির্জ্জনতার সুযোগে ও প্রচারের অভাবে স্বীয় আচরণের প্রতি দৃষ্টি পড়ে না। নিজের আচরণ নিজের কাছে ভাল বলিয়াই মনে হয়। নিজের দোষ নিজে ধরিবার প্রবৃত্তি প্রায়ই হয় না। বিশেষতঃ অপর সমালোচকগণের নিকট আমাদের প্রচারময় জীবন উপস্থিত না হওয়ায় আমরা নির্জ্জনে আমাদের কতিপয় স্তাবকের দ্বারা স্তুত হইয়া নিজেদের দোষযুক্ত আচারকেই 'সদাচার' বলিয়া মনে করি। আর নির্জ্জনে থাকায় 'আমার দোষ কেহ দেখিবার নাই'—এইরূপ আলস্যময় উদাসীনতা আসায় আমরা আমাদের দুর্ব্বলতাকে কপটতার প্রকৃতিরূপে বর্দ্ধন করিবার সুযোগ পাই, সুতরাং বিষয়-তরঙ্গ কৃত্রিম-নির্জ্জন-ভজনের ছলে উপস্থিত হয়। আর স্মরণের ছলে দোষবস্তুর সঙ্গ না হইয়া অনর্থযুক্ত চিত্তে আলস্যরূপ পাপ প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ইতর বিষয়ের সঙ্গ করাইয়া দেয়। আমরা যে নাম-পূজা-প্রতিষ্ঠার ভয় করিয়া কীর্ত্তন ছাড়িয়াছিলাম, সেই নাম-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাই কৌটীল্যে বর্দ্ধিত হইয়া প্রচ্ছন্নবেশে আমাদিগকে এরূপভাবে গ্রাস করে যে, পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় আমরা নিজের দুর্দ্দশা বুঝিতে পারি না। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ প্রভুর করুণা,ভক্তিবিনোদ প্রভুর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী আমাদিগকে এই সকল বিপদ হইতে সাবধান করিয়া-ছেন। আমরা সময় জীবকুলের প্রভু শ্রীজীব প্রভুর বাণী—যাহা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীরূপে ভক্তিবিনোদ প্রভু প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই কীর্ত্তন-সরস্বতীর "বক্তব্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তথা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তিসংযোগেনৈব"—এই বাণীর বন্দনা করিয়া কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুম-কাননে আজ ভক্তিবিনোদ-চরণে বিলাপকুসুমাঞ্জলিপ্রদানে যেন যোগ্য হইতে পারি।"

বক্তৃতার পর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর" এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর; এদাসে করুণা করি। দিয়া পদছায়া, সোধরে আমারে, তোমার চরণে ধরি॥" প্রভৃতি কীর্ত্তন শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণ অন্যান্য সমবেত ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া কীর্ত্তন করিলেন।

অতঃপর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুরের ভজন-মন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া উপস্থিত বহু শ্রোতার নিকট প্রায় ২॥০ ঘণ্টাব্যাপী হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম, এ, ভক্তিভূষণ রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র পাল চৌধুরী, নদীয়া জিলার কএকটী বিশিষ্ট রাজকীয় কর্ম্মচারী, পাউরী প্রেমাশ্রমের শ্রীযুক্ত ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের আত্মরক্ষা এবং তাঁহার অনুগতবর্গণী, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার ভক্ত্যাশ্রম, বনগ্রামের ভক্তসম্প্রদায়, কলিকাতার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ভক্তিবিনোদ, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন, শ্রীগৌড়ীয় মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী জ্যোতির্ভূষণ প্রভৃতি বহু ভক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং মনোযোগ সহকারে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

বক্তৃতার পর সমবেত ভক্তমণ্ডলী, আগন্তুক, অভ্যাগত ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও শত শত ধামবাসী ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয় মঠরক্ষক মহোদয়ের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণই প্রসাদ বিতরণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রসাদ বিতরণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছিলেন। দ্বিপ্রহর হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রিকাল পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠে ঠাকুরের বিরহ-সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠান করাইবার জন্য কতিপয় ভক্তের সহিত শ্রীধাম মায়াপুরে গমন করেন। সায়াহ্নে সন্ধ্যারাত্রিক হইতে আরম্ভ করিয়া অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যমঠে সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব সম্পাদিত হয়।

শ্রীপুরুষোত্তমে

[পুরী হইতে নিজস্ব সংবাদ দাতার তড়িদ্বার্ত্তা]

To :—GAUDIYA CALCUTTA.

7th July 1969

Through the grace of His Divine Holiness Srila Prabhupad Fifteenth Anniversary of Thakur Bhaktivinode's disappearance Mahotsab most successfully celebrated yesterday at Bhaktikuti and Purushottam Math. A grand meeting presided over by his Holiness Bhakti Pradeep Tirtha Maharaj held in the palatial building of Sri Purusottam Math and opened with Bhaktivinode Dasakam by Bharati Maharaj. Large number of elites of Puri and Pilgrims from all parts of India attended and all treated to Jagannath Mahaprasad. The Presidential inspiring address touched everybody's heart lectures were delivered by Goswami Bhaktisaranga, Pandit Gour Govinda Vidyabhusan and Ban Maharaj. The whole function was a grand success under the able management of His Holiness Bharati Maharaj.

মর্ম্মানুবাদ—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর পঞ্চদশ বার্ষিক অপ্রকট-মহামহোৎসব গতকল্য শ্রীল ঠাকুরের ভজনস্থলী "ভক্তিকুটী" ও শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহা সাফল্যের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ "শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-দশকম্" স্তোত্রটী পাঠ করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। পুরীর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং ভারতের সমস্ত প্রদেশ হইতে সমবেত তীর্থযাত্রিগণ উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং সকলেই শ্রীশ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবমণ্ডলীও শ্রীপুরুষোত্তমমঠে উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। সভাপতির আবেগময় অভিভাষণ শ্রোতৃমাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ এবং বনমহারাজ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র এবং আচার ও প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের সুদক্ষ পরিচালন-ক্ষমতায় সমস্ত উৎসবটী বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৩৬, ২০শে জুলাই, ১৯২৯

৭ম বর্ষ | ৪৮শ সংখ্যা

সাময়িক সংবাদ

কুরুক্ষেত্রে মন্দির

কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠের শ্রীগৌরবিনোদরামের যে নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে, তাহার কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র হইতে নিজস্ব সংবাদ-দাতা জানাইতেছেন,—"এই সুদূর পাঞ্জাব প্রদেশে—যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম প্রায় অজ্ঞাত, সেখানে আমাদের নবনির্ম্মিত উচ্চ-শিক্ষিত ধনী দয়ালু লালা বাবুরাম গুপ্ত (বি, এ, এল, এল, বি,) উকিল মহোদয় ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন মহা-যজ্ঞের মহা-আহ্বানে সাড়া দিয়া শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরাম জীউর মন্দিরের নির্ম্মাণ করাইতেছেন। কুরুক্ষেত্রতীর্থের উচ্চ পাহাড়ের উপর ঐ দেবগৃহের অবস্থান, দক্ষিণে ক্রোশব্যাপী বিশাল হ্রদ এবং হ্রদ ও মন্দিরের মধ্যে উচ্চ নিম্নভূমিশ্রেণী। পশ্চাতে রাজপ্রাসাদ-তুল্য শ্রীগীতাভবন। কর্ম্মনির্ম্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হইতে চলিল। আশাকরি, এই দৃশ্যে ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন এবং অভক্তগণের চিত্তও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ-সরোজে আকৃষ্ট করিবে।" শ্রীকুরুক্ষেত্র শ্রীমহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের লীলাস্থলী, বিশেষতঃ বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর এই স্থানে স্থানেশ্বরী বিপ্রের গৃহে ভক্তগণকে যে ভাগবতী-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা গৌরজন শ্রীল প্রভুপাদ জগতে পুনঃপ্রচার করিয়া সন্তোষবাদ ও নির্ব্বিশেষবাদরত বঞ্চিত জীবগণের ভাগ্য-গগন সুপ্রসন্ন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র হইতেই সমগ্র ভারতে—সমগ্র বিশ্বে ভাগবত-তাৎপর্য্য প্রচারিত হইবে এবং ভক্তিবিনোদ-গৌড়ীয়কণ্ঠের পরমেশ্বরের প্রচারিত সেবা-পরাকাষ্ঠার বার্ত্তা বিঘোষিত হইবে।

ভিজিয়ানাগ্রামের দেওয়ান সাহেবের পত্র

গত ১৩ই জুলাই ১৯২৯ তারিখের এক পত্রে ভিজিয়ানা-গ্রাম রাজ্যের দেওয়ান সাহেব মিঃ ওয়াই নরসিংহম্ এম, এ, মহোদয় জানাইতেছেন,—"আমি অত্যন্ত সন্তোষের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীকূর্ম্ম ও সিংহাচলম্‌এ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্ক স্থাপনের জন্য আপনারা গত মাসের ২৩শে তারিখের এক আবেদন পত্রে যে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্বীয় সানন্দ-সম্মতি জানাইয়াছেন। আপনারা শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রে ও সিংহাচলে শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপীঠার্চ্চা ও বিবরণ-খচিত প্রস্তরফলক স্থাপন করিতে পারেন।" শ্রীল প্রভুপাদ অচিরেই এই উত্তর স্থানে শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ এবং তেলেগু, ইংরেজী ও দেবনাগর অক্ষরে তত্তৎস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভবিজয়ের তারিখ ও সংক্ষিপ্ত-বিবরণ-সম্বলিত প্রস্তরফলক স্থাপনের জন্য কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও তৎসহ কয়েকজন

সহকারী সেবককে শ্রীপুরুষোত্তম ও সিংহদুয়ারে প্রেরণ করিয়াছেন।

———

কটকের উৎসব

কটক হইতে অধ্যাপক সান্যাল মহোদয় গৌড়ীয়-কার্য্যালয়ে গত ১৪ই জুলাই (১৯২৯) যে তার প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব-মহাসমারোহে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়া অগ্রসর হইতেছে। গত দিবস মধ্যাহ্নে প্রভুপাদের প্রচার-বৈজয়ন্তী-বাহী বিরাট-অগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের পরিচালনায় শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে বহির্গত এক মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন প্রধান প্রধান রাজপথগুলির মধ্যে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়-ডঙ্কা ঘোষণা করিতে করিতে গৌরপার্ষদগণাঙ্কিত কটকনগরী পরিক্রমা করিয়াছিলেন। বিরাট-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় কটকের সম্ভ্রান্ত-সভ্য যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অগ্রণীরূপে ছিলেন—রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকী নাথ বসু। সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা উজ্জ্বল আলোকমালায় শোভিত হইয়াছিল এবং সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘের মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে নগর-পরিভ্রমণকালে স্থানীয় বহু সঙ্কীর্ত্তনের দল শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের শুদ্ধভক্ত-সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের সহিত যোগদান করিয়া মহাসমারোহে নগর পরিক্রমা করিয়াছিলেন। কটকের ইতিহাসে এরূপ শোভার একটী অদ্বিতীয় ঘটনা। সমস্ত লোককেই প্রচুর পরিমাণে শ্রীবিনোদবিহারীজীউর মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। গত-কল্যের উৎসব সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

—:০:—

রায়সাহেব-বয়

এবারকার নববর্ষের বিতরিত সাময়িকীর উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন—শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার অন্যতম সভ্য বরিশালনিবাসী পরমভাগবত রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার গুপ্ত মহোদয়। রায়সাহেব শ্রীমায়াপুরধামের মহত্ত্ব অলৌকিকভাবে উপলব্ধি করায় তাঁহার শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা শ্রীধাম-বিরোধী কোন ব্যক্তিই বিন্দুমাত্রও টলাইতে পারে নাই। জগতে অনেক রায়সাহেব আছেন, যাঁহাদের বিষয় প্রায়ঃ আলোচিত হইলেও পারমার্থিক-পক্ষে কখনও আলোচনার বিষয় হয় না; কিন্তু আমাদের প্রশংসিত এই রায়সাহেবের সৌজন্য ও দীনতার মূর্ত্তি। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি তাঁহার অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা। তিনি রায়সাহেব হইয়াও বৈষ্ণবোচিত ভদ্রবেশ, কণ্ঠে শ্রীতুলসীমালা। ধারণমুখে শ্রীহরিনামগ্রহণে কখনও সঙ্কোচ বোধ করেন না। সুতরাং তাঁহার 'রায়সাহেব'-উপাধি পরমার্থের ভূষণস্বরূপ না হইয়া ভূষণ-স্বরূপই হইয়াছে।

কটকের অবসর-প্রাপ্ত বর্ষীয়ান্ গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার রায়সাহেব শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ সেন মহাশয়ও শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীহরিনাম গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের ভক্তগণের সংসঙ্গে তাঁহার শেষজীবন অতিবাহিত করিতেছেন। তিনিও বিশেষ বিনয়ী ও সজ্জন।

———

বনিয়াদি বৈষ্ণব রায়সাহেব

দিনাজপুরের রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত মহোদয়ও বৈষ্ণবতাগুণে বিভূষিত ও বিনয়ের খনি। ইঁহার সত্যানুসন্ধিৎসা ও সত্যানুরাগ, বিশেষতঃ বাস্তবসত্যের প্রচারক শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের চরণে গভীর ভক্তি এবং জমৈশ্বর্য্য-প্রসূত-শ্রীযুক্ত হইয়াও হরিকীর্ত্তনে রতি—আদর্শস্থানীয়। সুতরাং এই রায়সাহেব-বংশ্য হরিজনন-বিমুখ না হইয়া হরিজনোন্মুখ। ইঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিলে অনেকেই লাভবান হইতে পারিবেন।

———

সিমলা-প্রচারে রায়সাহেব রায় মহাশয়

দিল্লী গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয় হইতে তথাকার সেবা-পরিচালক শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধেশ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ মহোদয় জানাইতেছেন,—শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-মঠের দিল্লি-কার্য্যালয়ের সিমলাপ্রবাসী সভ্যগণের আগ্রহে আমরা এবার জুলাসের প্রারম্ভে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণরেণু শিরে ধারণ করিয়া সিমলা পাহাড়ে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী বিঘোষিত করিবার জন্য গমন করিয়াছিলাম। সেখানে আমরা বহু পূর্ব্ব হইতে আহূত হইয়া রায়সাহেব শ্রীযুক্ত

তারাপদ মৈত্রবর্ম্মা রায় মহাশয়ের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত তারাপদ বাবু এবারে 'রায়সাহেব'-উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অমায়িকতা, নিরপেক্ষতা, উদারতা, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি এবং সর্ব্বোপরি শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি অশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা আদর্শস্থানীয়। ইঁহার সহধর্ম্মিণীও অত্যন্ত সরলা, সেবাকুশলা ও ভক্তিমতী। পতি-পত্নী উভয়েই অমায়িক ও নিরভিমানী। ইঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্যের প্রতি পরমশ্রদ্ধাবিশিষ্ট এবং জৈবধর্ম্ম প্রভৃতি গ্রন্থ সর্ব্বদাই আলোচনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা প্রত্যহই শ্রীচৈতন্য-মঠের প্রচারকগণের শ্রীমুখে শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তির কথা অতীব আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন। রায়সাহেব মহোদয়ের সত্যধর্ম্ম-সেবানিষ্ঠা দর্শন করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি।

—:০:—

মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্নের প্রতিবাদ

গত অগ্রহায়ণ (১৩৩৪) মাসের 'ভক্তি'-নাম্নী পত্রিকা লিখিয়াছেন,—"বঙ্গবাসী সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট বেভাবে তাঁহাকে হীন করাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহার প্রতিবাদ একমাত্র 'গৌড়ীয়' ভিন্ন যে কয়েকখানি বৈষ্ণব পত্রিকা আছে, তাহার কোনখানিতে হইয়াছে কি? শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ৺ ৺ ৺ কৈ কাহারও ত কোন সাড়া শব্দ নাই। ঘরে ঘরে বিবাদ বাধাইয়া কার্য্য পণ্ড করিতে অনেক সময় লোকের অভাব হয় না, কিন্তু বাহিরের লোকে আসিয়া যখন বুকের উপর চড়িয়া নিজের আরাধ্য দেবতাকে অকথ্য, অশ্রাব্য, হৃদয়-বিদারক ভাষায় গালাগালি দেয়, তখন কেহ প্রকাশ হন না কেন, বুঝি না। প্রতিবাদ যদি না করিতে পারেন, তবে লেখকের মস্তে বিষাদ স্থাপন করিয়া তাঁহার দল পুষ্ট করিবার অবসর দিয়া নিজেদের সমাজ হাল্কা করিয়া দিন, ইহাও আবার কেহ কেহ বলিতেছেন।"

'ভক্তি'-নাম্নী পত্রিকা এতদিন পরে এই কথাগুলি কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছেন দেখিয়া আমরা কিঞ্চিৎ আশান্বিত হইলাম; কিন্তু এই অভিজ্ঞতা তাঁহারা কত মুহূর্ত্ত রাখিতে পারিবেন, জানি না। একমাত্র 'গৌড়ীয়' পত্র ভিন্ন কোন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষীরই মঃ মঃ তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিবার সৎসাহস বা সামর্থ্য নাই—একথা একদিন পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় 'শ্রীগৌড়ীয়মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট বড়ই আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিলেন। মঃ মঃ তর্করত্ন মহাশয়ের গৌরবিরোধ ও বৈষ্ণববিরোধপূর্ণ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, বাঙ্গালী কয়েক পণ্ডিত শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয় তর্করত্ন মহাশয়ের মতের পোষকতা করিয়াছিলেন—একটুকু কৌশলে মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের বিরুদ্ধে 'বঙ্গবাসী' পত্রে 'বুঝিলাম না'-শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়া। কিছুদিন পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে' মঃ মঃ শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর বিরুদ্ধে যে সকল অবৈধ আলোচনা করিয়াছিলেন, একমাত্র 'গৌড়ীয়' ব্যতীত তাহারও প্রতিবাদ করিবার কেহ ছিল না, বরং সেই আচার্য্য-বিরোধী পণ্ডিত তর্কাচার্য্য মহাশয়কে স্বীয় আচার্য্যপদে বরণ করিয়া পণ্ডিত রাধাবিনোদ গোস্বামী তাঁহার শিষ্যত্ব করিয়াছিলেন; শুনা যায়, এখনও নাকি করিতেছেন। এখন সজ্জন-সমাজ বলুন, এই শ্রেণীর লোক আচার্য্য-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া কি গৌর-বিরোধী, বৈষ্ণববিরোধী মার্ত্তের ঘৃণ্য-বহনকারী, না গৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত ও গোস্বামিবর্গের পদাঙ্কানুসরণকারী? ইঁহাদের কাম্য কি লোক-প্রিয়তারূপ জড়প্রতিষ্ঠা, না সত্যপ্রিয়তা-রূপ গৌর-পাদপদ্মানুসরণ? সজ্জনবর্গ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সমস্ত প্রবন্ধগুলির শাস্ত্রযুক্তিমূলে পুঙ্খানুপুঙ্খ-প্রতিবাদ একটী পৃথক্ পুস্তকাকারে কিছুকালের মধ্যেই প্রকাশিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিভিন্ন ভাষায় বহুলভাবে বিতরিত হইবে।

—:০:—

নবদ্বীপ-প্রসঙ্গ

সহর নবদ্বীপের সেদিনকার সভায় যে সাধারণ বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবানুগত মহোদয়গণের সমীপে ভাগবতব্যবসায়ী

শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী এবং ওল্ডিয়া ভূমিলার নাথ মহাশয়ের সম্বন্ধে প্রশ্নপত্রক উত্থাপিত হইয়াছিল, সেই প্রশ্ন-পত্রকের উত্তর শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী যেরূপভাবে দিয়াছেন, তাহাতে শুনা যায়, অনেকেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ঐ প্রশ্নের উত্তরগুলিতে নাকি কেবল গোঁজামিল দিয়া নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টামাত্র হইয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে প্রশ্নের কোন উত্তর হয় নাই। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ বঙ্গগোপাল ও জামাতার বালবুদ্ধির তাবাগত বৈষ্ণবের ছল উঠাইয়া যে নিজেকে নির্দোষ সাব্যস্ত করিতে যত্ন করিয়াছেন, তাহাতে নাকি শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী পর্য্যন্ত বলিয়াছেন,—"প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের বৈষ্ণবোচিত সৎসাহস থাকিলে তাঁহাকে বারম্বার এরূপভাবে লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত না। নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যাহারা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী বৈরাগীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া আত্মপ্রবঞ্চনার পরাকাষ্ঠা দেখাইবেন, তাঁহারা যিনিই হউন, সজ্জন ও শিক্ষিত জনসাধারণের তাঁহারা যে সর্ব্বতোভাবে বিদ্রূপ-ভাজন হইবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।" রাজর্ষি রায় বনমালি রায় বাহাদুর মহাশয়ের নিষেধাজ্ঞার দোহাই দিয়া শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী "শ্রীগৌরমন্ত্রের পক্ষ ও বিপক্ষ কোন পক্ষাশ্রয় করিতেই ভালবাসেন না, মহাপ্রভুর উপাসনা অনুরাগেই করিতে হইবে, লেখালেখি বা দলাদলির দ্বারা উপাসনা হইতে পারে না" প্রভৃতি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা অনেকে তাঁহাকে পূর্ব্বাচার্য্যগণের বিচারের বিরোধী মনে করিতেছেন। সুধীগণ বলিতেছেন, একদিকে অনুরাগের দোহাই, আর একদিকে নিরপেক্ষতার তান—এই দুইটী পরস্পর বিরোধিভাবের সামঞ্জস্য করিতে গেলে নিরপেক্ষতার আবরণে বিরোধিভাবের প্রাবল্য সুধীসমাজের সুতীক্ষ্ণ-দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না। "প্রতিস্মৃতি পুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥"—এই শাস্ত্রীয় বচনানুসারে অনুরাগে মহাপ্রভুর উপাসনার ছল উঠাইয়া মহাজন ও শাস্ত্রানুশাসনসম্মত শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপাসনার বিরুদ্ধে যাওয়া উৎপাত বা মহাপ্রভুর বিরোধ-চেষ্টামাত্র। শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয় "মায়ার কাঁধে ব্রহ্ম কাঁধে (!!)" প্রভৃতি মায়াবাদীর ছড়া তাঁহার উত্তর মধ্যে লিখিতে গিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীর বিচারে নিজেকে একজন মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরোধী, বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-বিরোধকারী বলিয়া স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ব্রহ্ম কখনও মায়ার কাঁধে পতিত হন না বা মায়ার কাঁধে পড়িয়া ক্রন্দনও করেন না; ঐ সকল কেবল মায়াবাদিগণের তত্ত্ববিরোধী কল্পিত ছড়া মাত্র। ব্রহ্ম বা বৃহত্তত্ত্ব—মায়াধীশ। মায়াধীশ কখনও মায়াকবলিত হন না। অণুচৈতন্য বা যে-কোন অণুচৈতন্য জীবই নিত্য-কৃষ্ণ-দাস্য-বিস্মৃতি-ফলে মায়ার কাঁধে পড়িয়া ত্রিতাপের জ্বালায় ক্রন্দন করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,

"এতন্নীলনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥"

—:০:—

কাঙ্গাল বাবাজীর ভ্রান্তি

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-পত্রের গত জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যায় 'কাঙ্গাল বাবাজী' নাম দিয়া যে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয়, উক্ত বাবাজী গৌড়ীয় পাঠ করিয়া তাহার কোন অর্থই বুঝিতে পারেন নাই। এই কাঙ্গাল বাবাজী কে? ইনি কি নবদ্বীপের কোন বেষাশ্রয়ী বাবাজী অথবা পুরুকন্যাপেষ্টিত গৃহসেবী কোন ব্যক্তি? গৃহসেবী হইয়া কোন ব্যক্তি যদি 'কাঙ্গাল' অর্থাৎ 'নিষ্কিঞ্চন বাবাজী' নামে আত্মপরিচয় প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহা শাস্ত্রের বিচারে একটী অবৈধ ব্যাপার। শ্রীমদ্ভাগবত ঐরূপ অবৈধ বোধিৎসঙ্গীর নিন্দা করিয়াছেন।

কাঙ্গাল বাবাজীর উক্তি অনুসারে 'গৌড়ীয়' চিরদিনই শুদ্ধবৈষ্ণবের পরিপোষক এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী, নেড়া-নেড়ী, সৌরনাগরী প্রভৃতি দলের ঘোরতর বিরোধী—একথা খুবই ঠিক। 'গৌড়ীয়' কোনদিনই অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী, বকটবৈরাগী বা সৌরনাগরীদলের পক্ষ সমর্থন করেন নাই। গত ৪৪শ সংখ্যা গৌড়ীয়ের 'নবদ্বীপ-প্রসঙ্গ'-শীর্ষক সম্বর্ভে নবদ্বীপের সভার বিবরণ মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছিল।

দৈনিক বসুমতী-প্রকাশ নবদ্বীপের শ্রীবাস অঙ্গনের ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের সভার সভাপতির উক্তি উল্লেখ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই নিম্নলিখিত ভাষায় গৌড়ীয় উদ্ধার করিয়াছিলেন,—"ভজনকুটীর বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল

জগন্নাথ দাস গোস্বামী মহারাজ, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগৌর-কিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজী মহারাজ, নূতন চড়ার শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি যখন আদর্শ বৈষ্ণব বলিয়া সর্ব্বাদিসম্মতে গৃহীত হন, তখন তাঁহাদের বৈষ্ণব-আদর্শকে 'বৈষ্ণবতা' না বলিয়া অন্য প্রকার চিন্তা এবং বৈষ্ণবতাকে খর্ব্ব করা কোন মতেই সমীচীন নহে। এইরূপ উক্তির সমর্থন কি স্ত্রীসঙ্গী মর্কট-বৈরাগীদের পক্ষ সমর্থন? সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল চৈতন্য দাস, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ—সকলেই স্ত্রীসঙ্গী মর্কট-বৈরাগীদের পরম শাসক ছিলেন। 'তাঁহাদের বৈষ্ণবাদর্শকে বা বৈষ্ণবতাকে খর্ব্ব করা সমীচীন নহে' বলায় স্ত্রীসঙ্গী মর্কট-বৈরাগীদের পক্ষ-সমর্থন হয় নাই।

শুনা যায়, সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি আদর্শ বৈষ্ণবসম্রাট্‌গণের বৈষ্ণবতার অনুসরণ করিবার পরিবর্ত্তে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াগৌরাঙ্গের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয় তাঁহার পত্রিকাতে অনেক সময় ঐ সকল বৈষ্ণব মহাত্মাগণের প্রচারিত শ্রীনাম, শ্রীনাম প্রভৃতির চরণে অপরাধী বোষিৎসঙ্গী মর্কট-বৈরাগী প্রভৃতিকে 'সিদ্ধ' প্রভৃতি বলিয়া অবৈধ যোষিৎসঙ্গী-মর্কটবৈরাগীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। 'গৌড়ীয়' এইরূপ মতিগতির সিদ্ধ মর্কট-বৈরাগিগণের কোন দিনই কোন প্রকার পক্ষ সমর্থন করেন না, ইহাই গৌড়ীয়ের বৈশিষ্ট্য। 'গৌড়ীয়' ঐ সকল মর্কট-বৈরাগী, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, গৌরনাগরী প্রভৃতি অবৈধ আচার জগতে প্রকাশ করিয়া দিতেছেন বলিয়াই প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের নিকট গৌড়ীয়কে 'পরনিন্দক' 'পরচর্চ্চক' প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত হইয়াও সমাজের হিতার্থ কঠোর সত্য প্রচার করিতে হইতেছে।

"গৌড়ীয়" 'নবদ্বীপ-প্রসঙ্গে' নবদ্বীপের সত্তার বিবরণের উক্তিদ্বয় যথাযথ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে কাহার বাবাজী গৌড়ীয়ের শব্দার্থ আদৌ বুঝিতে না পারিয়া গৌড়ীয়কে কিরূপে কোন পক্ষবিশেষের সমর্থক জ্ঞান করিলেন, ইহা কিন্তু কোন শব্দার্থজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তিই বুঝিতে পারিতেছেন না। আচার্য্যলীলাভিনয়কারী লোকশিক্ষক গৌরসুন্দর, যিনি শ্রীল ব্যাসাবতারের আখ্যায়—"সবে স্ত্রী-মাত্রানা ছোঁয়েন তুলীবোলে। 'স্ত্রী' ছোঁয়া নাম প্রভু এই অবতারে। প্রবোধেও না করিলা বিদিত সংসারে॥"—সেই গৌরসুন্দরকে যে গৌরনাগরমতবাদিগণ অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী বা নাগররূপে দাজাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদের তাদৃশ অবৈধী স্পৃহা ও অপরাধ—ভয়াবহ।

গম্ভীরার গোপীভাবে-প্রমত্ত বিপ্রলম্ভবিগ্রহ সন্ন্যাস-লীলাভিনয়কারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিকট বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া গিয়া বিষয়ে নারীর চাতুরী প্রকাশ করাইবার বাসনা নিজ অবৈধ যোষিৎসঙ্গ-স্পৃহা কি সন্ন্যাসলীলাভিনয়কারী গৌর-সুন্দরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার চেষ্টা নহে? যে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—"সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সম্ভাষ করিয়া। নিজ স্থানে রহে কৃষ্ণ নাম লঞা॥"—যে মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে মরণ-দণ্ডে দণ্ডিত করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন—যে শ্রীচৈতন্যদেব "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য" শ্লোক গাহিয়াছিলেন যে মহাপ্রভু, কোন স্ত্রীলোকে চরণ স্পর্শ করায় সচেল গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন—যে শ্রীচৈতন্যদেব গোবিন্দকে বলিয়াছিলেন,—"ও গোবিন্দ আজ রাখিলা জীবন। স্ত্রী-পরশ হইলে আমার হইত মরণ॥" সেই মহাপ্রভুর প্রচারিত লীলাদর্শকে খর্ব্ব করিয়া উচ্চরবে ভীষণ অপরাধ ও অপজ্ঞানাদকর অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের স্রোত জগতে প্রচার দিবার জন্য যে আধুনিক গৌরনাগরী-মতবাদ প্রকাশিত হইতেছে, সেই অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের প্রচারকারিগণের পক্ষ অবলম্বন কোন-দিনই গৌড়ীয় করিবেন না। যাঁহারা এই সত্যপ্রচারকে বৈষ্ণবনিন্দা বলেন, তাঁহাদের বৈষ্ণবতার আদর্শ—অবৈধ যোষিৎসঙ্গীর পক্ষসমর্থন মাত্র। সেই অবৈধ যোষিৎসঙ্গ, মর্কট-বৈরাগী, নেড়া-নেড়ী প্রভৃতিসম্প্রদায়ে স্থূলভাবে এবং গৌর-নাগরী দলে সূক্ষ্মভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছে। স্থূল যোষিৎসঙ্গ হইতে সূক্ষ্ম যোষিৎসঙ্গ আরও ভয়ঙ্কর এবং বিপজ্জনক প্রচ্ছন্ন শত্রু।

যাঁহারা বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল গৌর-কিশোর, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতির আদর্শ উপেক্ষা করিয়া ধামাপরাধী যোষিৎসঙ্গী মর্কটবৈরাগী প্রভৃতিকে 'সিদ্ধবাবাজী' প্রভৃতি বলিলেন, তাঁহারা অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' বলায় মহা-বৈষ্ণব-নিন্দক এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী মর্কট-বৈরাগীর পক্ষ-সমর্থনকারী। শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজকে 'গৌরনাগরী' সাজাইবার চেষ্টারূপ অপরাধ মহা-বৈষ্ণবনিন্দা, মহা-বৈষ্ণবাপরাধ এবং অবৈধ যোষিৎসঙ্গের

পক্ষাবলম্বন। গৌড়ীয় এইরূপ অবৈধ যোষিৎ-সঙ্গের পক্ষ কখনও সমর্থন করিবেন না। ইহাকে যদি 'কাচাল বাবাজী' বৈষ্ণব-নিন্দা বলেন, তাহা হইলে তাঁহারই কংসজননী পুতনাবতীর ন্যায় কৃষ্ণস্বরূপ-ভ্রান্তি ঘটিবে মাত্র।

"গৌড়ীয়"-সম্বন্ধে

গত ৩রা মে (১৯২৯) বাঁকুড়া হইতে শ্রীযুক্ত গৌর-কিশোর দত্ত মহাশয় লিখিতেছেন,—"মহাশয়, বহুদিন হইতে কতকগুলি সহৃদিয়ার প্রলোভনে পড়িয়া অন্ধ-রাত্রায় বেড়াইতেছিলাম; শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের প্রচারিত সাপ্তাহিক গৌড়ীয়পত্র ও দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশের মহাবাণী পাঠ করিয়া বুঝিতেছি, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কদাচার দূরীভূত হইয়া খাঁটিভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইলে দেশের ও দশের অনেক কল্যাণ হইবে। উপস্থিত মহাপ্রভুর কৃপায় প্রত্যেক হিন্দুমাত্রেরই "গৌড়ীয়"-পত্র-পাঠে অনুরাগ জন্মিলে নিশ্চয়ই দেশ হইতে ব্যভিচার ও নানাপ্রকার সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত হইয়া জগতে প্রেমের রাজ্য বিস্তৃত হইবে। হায়! দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থায় এমন সুপথ ও শুদ্ধ খাঁটি বৈষ্ণবধর্ম্মের পথ এবং অজ্ঞান-রোগ বিনাশের মহৌষধি গৌড়ীয় প্রকাশিত থাকিতেও দেশ কেবল অনাবশ্যক হৈ-চৈ-ব্যাপার লইয়া লিপ্ত রহিয়াছে! যতদিন না দেশে শ্রীমহাপ্রভুর নাম ও গৌড়ীয়ের প্রচারিত শুদ্ধভক্তিবাণী প্রসারিত হইবে, ততদিন দেশের কোন ক্লেশই যাইবে না—ভিত্তিহীন বাহ্যাড়ম্বরে দেশের কোনই কাজ হইবে না। আমি প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে অনুরোধ করি, তাঁহারা প্রত্যেকে তাঁহাদের গৃহে গৃহ-লক্ষ্মীর ন্যায় "গৌড়ীয়" রাখিয়া জীবনসংগ্রামে সর্ব্বদা গৌড়ীয়ের আশ্রয় গ্রহণ করুন, তাহা হইলে দেশে অচিরেই মহা-শান্তির রাজ্য স্থাপিত হইবে। আমি ইতঃপূর্ব্বে "নদীয়া-প্রকাশ" ও "গৌড়ীয়ে" বর্ত্তমান তথাকথিত বৈষ্ণবধর্ম্মের অসদাচারের বিরুদ্ধে লিখিয়াছিলাম এবং তাহা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে নবদ্বীপের ধর্ম্ম-ব্যবসায়ের, কপট ব্যভিচারি-দল আমাকে নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া ও শাসাইয়া এইরূপ এক পত্র লিখিয়াছেন যে, আমার নামে তাঁহারা মামলা রুজু করিবেন। আমি নির্ভীকভাবে তাঁহাদের পত্রের উত্তর দিয়াছি। ধর্ম্মের নামে গাঁজার দম, কণ্ঠী-বৈরাগীদের সেবা-দাসী-রাখা-প্রথা এবং জাতি-গোস্বামিগণের অবৈধ ব্যবসার প্রবৃত্তির কথা একমাত্র "গৌড়ীয়" জানাইয়া দিয়া দেশের ও দশের মহা-উপকার সাধন করিতেছেন দেখিয়া ঐ অসৎ-দলের ভীষণ গাত্র-দাহ উপস্থিত হইয়াছে। "গৌড়ীয়" কিছুকাল পাঠ করিলেই প্রত্যেক জীবের চক্ষু ফুটিতে পারে।

সমাজের রুচি ও পরিণাম

'উত্তরা' নাম্নী একটী প্রাদ্যবার্ত্তাপূর্ণ পত্রিকায় নাকি পাণ্ডবেশ্বরী হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি 'বস্ত্রহরণ' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়া স্বীয় কুরুচির পরিচয় প্রদানে উন্মুখ হইয়াছেন। আমরা উহার সমালোচনার্থ বহু লোকের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াছি। অনুরোধকারিগণের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীচ বিষয়ের সমালোচনা করিয়া একমাত্র পারমার্থিক-পত্র গৌড়ীয়ের শুভ কলঙ্কিত করিবার আমাদের আদৌ প্রবৃত্তি হয় না। বর্ত্তমান সমাজ যে স্রোতে গা' ঢালিয়া দিয়াছেন এবং যেরূপ আপাত উত্তেজনার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া রসাতলের দিকে চলিতেছেন, তাহাতে সমাজের ভাবী পরিণামের ভীষণতা তাঁহাদের লক্ষ্য করিবার আদৌ সময় নাই। এখনও গ্রাম্য পত্রিকাগুলি প্রাকৃত নগ্ন-নারীর চিত্র সমূহ অঙ্কিত করিয়া সমাজের শেষ পরিণাম সম্বর ডাকিয়া আনিতে পারেন নাই; তাই মনে হয়, রাবণের ন্যায় সীতাহরণ-প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিয়া অতি শীঘ্র শীঘ্র বিনাশ-প্রাপ্তির জন্য অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-যোষিৎ ব্রজবধূগণের বিক্রীড়া লইয়া ছিনিমিনি খেলিবার স্পৃহারূপ কালসর্প ধরিতে যাইতেছে। ইহাতে মিসমেয়ো প্রভৃতি বিদেশীয়া সামান্যা লেখিকাগণের ভারতীয় সমাজ-চিত্র অঙ্কন করিবার বিকৃত উপকরণ সমূহ যোগাইয়া দিবার কার্য্য হইতে পারিবে। যে সকল ব্যাপারে ভাণ্ডারকার, রামমোহন রায় প্রভৃতি মনীষিগণও ব্রহ্ম-পথে চালিত হইয়াছেন, সেরূপ ব্যাপার লইয়া সাধারণ অল্পমস্তিষ্ক সাহিত্যিকের ছিনিমিনি খেলিতে যাওয়া সমাজ-ধ্বংসের অরিষ্টপাত ছাড়া আর কি? গ্রাম্য সাহিত্যামোদীর এই সকল ইন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টা দ্বারা শুধু ব্যক্তিগত সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা নহে; ইহা দ্বারা বর্ত্তমান ও ভাবি-সমাজের সমূহ-সর্ব্বনাশ এবং অতীত ও বর্ত্তমান

সমাজকে বিশ্ব-সমাজের নিকট ঘৃণ্য, হেয়, নীচ, কুরুচিপূর্ণ, বর্ব্বর, অসভ্য, নীতিহীন প্রভৃতি বলিয়া স্থাপন করিবে। যাহারা যে রাজ্যের লোক নহে, তাহাদিগের সে বিষয়ে নীরব থাকাই ভাল। ইন্দ্রিয়তর্পণের আপাত উত্তেজনায় বিমূঢ় হইয়া শ্রীল গুরুদেব গোস্বামী প্রভুর নিম্নলিখিত উপদেশটী ভুলিয়া যাওয়াই যাবতীয় অনর্থজাল উপস্থিত হইয়াছে,—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥"

—সামর্থ্যহীন অনধিকারী ব্যক্তি মনের দ্বারাও কখনো অপ্রাকৃত ব্রজবধূগণের বিলীলার আচরণ করিবেন না। রুদ্র সমুদ্রজাত বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মূঢ়তা-প্রযুক্ত যদি কেহ সেরূপ আচরণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন।

অলৌকিক ভক্তচরিত্র

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা' নাম্নী একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। আমরা সেই পুস্তিকার উপসংহার-অংশ পাঠ করিতেছিলাম। উহা আমাদের সকল সময় ধ্রুবতারারূপে হৃদয়-গগনে উদিত থাকিয়া উত্তরা-পথ নির্দ্দেশ করিবে। আমরা যখন ভব-সমুদ্রে অর্ণব-পোতে দিগ্‌বিদিগ্‌-হীন হইয়া চলিতে থাকি, তখন ধ্রুবতারাই আমাদিগের দিঙ্‌-নির্ণয়ে সাহায্য করে। কম্পাস-নামক যন্ত্র সর্ব্বদা উত্তর দিক্ প্রদর্শন করে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন,—

"প্রেমভক্ত পুরুষগণ সর্ব্বদাই কৃষ্ণসেবাপর। তাঁহাদের অলৌকিক চরিত্র লোকাবগতি করিবার প্রয়াস করিতে গেলে আমরা নিজেরাই বিপন্ন হই। এজন্য গীতায় 'অপি চেৎ সুদুরাচারো' শ্লোকের উক্তি।" ঠাকুর ভক্তিবিনোদের লিখিত উপসংহার-বিচার আমরা যদি কোন দিন অসম্মান করি, তাহা হইলে আমরা গুরুপাদপদ্ম হইতে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইব। তখন আমরা বুঝিব না যে, শ্রীরূপপাদ "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" কেন লিখিলেন? গুরু-পাদপদ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে "যত যেযে পরা ভক্তিঃ" শ্রুতিমন্ত্র বেদার্থ-গ্রহণে পরাঙ্মুখ করাইবে।

"প্রেমভক্ত পুরুষগণের চরিত্র-সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক সম্ভব"—এই কথাটী যদি আমরা আলোচনা না করি, তাহা হইলে শ্রীরূপ-কথিত বাক্যের মধ্যে আমরা প্রবিষ্ট হইতে পারিব না বা "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারিব না।

যেহেতু আমরা ঈশবিমুখ, তজ্জন্য বিতর্কই আমাদের সম্ভব। যখন আমরা প্রেমভক্তের চরিত্র আলোচনা করি, তখন তাঁহাকে মর্ত্য বা প্রাকৃত বিচারের মধ্যে আনিয়া তাঁহার চরিত্রও বিতর্কের মধ্যে উপস্থাপিত করি। কিন্তু এই বিতর্কই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ। যখনই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা আমরা প্রেমভক্ত পুরুষগণকে দর্শন করিয়া তাঁহা-দিগকে আমাদের সহিত সমচরিত্রবিশিষ্ট মনে করি, তখনই আমাদের জানিতে হইবে, আমাদের অনর্থ নিবৃত্ত হয় নাই। আমরা অন্যাভিলাষ পুরুষকে 'প্রেমভক্ত' জানিয়া প্রেমভক্ত পুরুষকে অন্যাভিলাষ অভক্ত লোকের সহিত সমস্তরে স্থাপন করি। ইহাই কর্ম্ম-গগনে অবস্থান। সেবা-বুদ্ধিরহিত হইলেই আমাদের এইরূপ ভাগ্যহীনতা দেখা যায়। ভাগ্যহীনের mental speculation বা বিতর্কই একমাত্র উপায়।

আমাদের হৃদয়ে যে-মুহূর্ত্তে প্রেমের স্বরূপ বিকাশ প্রকাশ করিবে, তন্মুহূর্ত্তেই ভক্তভক্তগণ আমাদিগকে তাঁহাদের সমাজে পরিগৃহীত করিবেন। আমার প্রীতির অভাব থাকিলে আমি প্রেমভক্তের সমাজ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া ভীমভট্ট হইয়া পড়িব।

ভীমভট্ট, অনিরুদ্ধভট্ট, হলায়ুধ প্রভৃতি স্মার্ত্তকুল আমাকে কর্ম্মবীর করাইয়া প্রেমের বিরোধী করিয়া তুলিবে। যে মুহূর্ত্তে আমি প্রেমের বিদ্যুৎস্বরূপ হইতে বঞ্চিত হইয়া তিমিরকে আদর করিতে শিখিব, তন্মুহূর্ত্তেই আমি প্রেমের বিরোধী হইব। অদ্বয়জ্ঞানের স্থাবক-সূত্রে যেরূপ বিদ্বান্তের প্রতি বিরোধ, সম্ভোগের দাস হইয়া বিপ্রলম্ভের স্বরূপনির্ণয়ে যেরূপ বিতৃষ্ণা, আমরাও প্রেমভক্তির অভাবে প্রেমভক্তির প্রতি নিন্দা গোপন করিতে গিয়া, 'প্রেমভক্ত বিধির বাধ্য নহেন'—বুঝিতে পারিব না। সুতরাং পুরুষ প্রেমভক্ত হউন বা না হউন, অভক্ত তাঁহার সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থাপিত করিবেনই।

জগতে মনোধর্ম্মিগণের দ্বারা প্রেমভক্তি উৎসাদিত হয়। জাগতিক বিচার প্রকাশে প্রবল হইয়া অনর্থযুক্ত-অবস্থা আনয়ন করায়, তৎকালেই আমরা গুরুকে 'লঘু' জ্ঞান করি—গুরুকে আমা অপেক্ষা ন্যূন ভক্ত মনে করি; তৎকালেই আমাদের সংকল্প উপস্থিত হয়। যে প্রেমভক্তের কীর্ত্তিত অনুষ্ঠিত আদর্শ-চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া আমরা তাঁহার সেবা করিবার জন্য অগ্রসর বা প্রস্তুত হইয়াছি, সেই প্রেমবন্ধু ছেদন করিয়া কর্ম্মরাজ্যে প্রবিষ্ট হইবার জন্য আমাদের যে প্রয়াস, তাহাতে বিতর্ক-ঝঞ্ঝাই আমাদের প্রেমজীবন বিনাশ করে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই উপসংহারে বলিতেছেন,—"বাস্তবিক প্রেমভক্ত পুরুষগণের চরিত্র অত্যন্ত নির্ম্মল হইলেও নিতান্ত স্বাধীন।" অনর্থযুক্ত জীব—প্রেমভক্তির সন্ধান-রহিত জীব আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে গিয়া ভক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া আমাদের ভোগপর কর্ম্মকেই ভক্তির অন্তরঙ্গ-জ্ঞানে প্রেমভক্তের চরিত্রের নির্ম্মলতা দেখিতে পাই না। আমরা মনে করি,—গুরুর অত্যন্ত বিশুদ্ধ সেবকেও মলিনতা প্রবেশ করিয়াছে, শুদ্ধ-সেবক বিমল নহেন; কিন্তু প্রকৃত স্থানে প্রেমভক্ত যাহা ব্যবস্থা করেন, তাহাই সম্যগ্ ব্যবস্থা',—গীতা-পাঠে আমরা ইহাই জানি।

প্রেমভক্তের ব্যবস্থায় বিধি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে দেখিতে পাইলেই আমরা বিপথগামী হইয়া পড়ি, কিন্তু প্রেমভক্ত অত্যন্ত নির্ম্মল-চরিত্র হওয়ায় তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ বিধির অনুগত নহে মনে করিয়া আমাদের যে বিপৎপাত উপস্থিত হয়, তাহা নিম্নস্তরে ফলভোগ সম্বন্ধে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ "আমি কর্ম্মী, কর্ম্মফলভোগই আমার আরাধ্য, জগতের সকল লোকই কর্ম্মফলাধীন, সুতরাং বিধি হইতে স্বাধীনতা লাভ করিয়া কোন প্রেমভক্তই নির্ম্মলচরিত্র হইতে পারেন না"—এইরূপ বিশ্বাসই আমাকে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়—কাঁচপোকা-গ্রস্ত তৈলপায়িকার ন্যায় আতঙ্কিত করে। কিন্তু প্রেমভক্তের অনুগ্রহই আমাদের দুর্দ্দৈব অপসারিত করিয়া প্রেমভক্তের চরিত্রগত নির্ম্মলতা এবং স্বাধীনতা দেখাইয়া দেয়।

যাঁহারা শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার "আত্মিবা বা পাদরজাঃ" শ্লোকের শ্রীকবিরাজ-কৃত অনুবাদটী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, পতিব্রতা রমণী স্বীয় ভর্ত্তার সেবা সৌকর্য্যার্থ সেবার সেবা করিবার জন্য উৎসুকা। সুতরাং স্বাধীন প্রেমভক্ত—নির্ম্মলচরিত্র প্রেমবর্জ্জিত সৎকর্ম্মীর দৃষ্টিতে আক্রমণযোগ্য। বিতর্ক-প্রিয় কর্ম্মী বা অশান্ত চিত্তে প্রেমভক্তের চরিত্রের নির্ম্মলতা বা স্বাধীনতা ধরিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহারা ভক্তগণের চরণে অপরাধ করিয়া বসেন।

ভগবদ্ভক্তের সেবা করিবার জন্য যাঁহাদের চিত্ত প্রতিষ্ঠাশা-বর্জ্জিত বা কনক-কামিনী-ভোগ-রহিত হইয়া সেবোন্মুখ হইয়াছে, তাঁহাদের চরিত্রে কোন দিনই মলিনতা প্রবেশ করিতে পারে না—এই বিচারই ভক্তগণের হৃদয়ে বেদীস্থানীয়। প্রেমভক্তগণ—কৃষ্ণানুরাগে বা কার্ষ্ণানুরাগে সর্ব্বদাই স্বাধীন। অধীনতায় অকল্যাণ, মলিনতায় হেয়তা কখনও প্রেমভক্ত-পুরুষে স্থান পায় না। তিনি প্রেম-চেষ্টায় উন্মত্ত হইয়া যে সকল অনুষ্ঠান করিয়া ফেলেন, তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধি কেবল-নৈতিক মানবের বিধায়ীন নহে। কিন্তু যদি আমরা আহার ব্যাপারী হইয়া তাঁহাদের ঘরের সমালোচনা করি, তাহা হইলে কোন তত্ত্ববিৎই আমাদের অধিকারের প্রশংসা করিবেন না।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন,—"বিধি বা যুক্তি কখনই প্রেমভক্ত পুরুষগণের চরিত্রের নির্ম্মলতা বা স্বাধীনতার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না।" যাঁহারা অবরুদ্ধজন নহেন, তাঁহাদের জন্যই বৈধীভক্তির অবতারণা; রাগানুগভক্তির যুক্তি বৈধগণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। যেকাল পর্য্যন্ত অনর্থযুক্ত মানব বৈধভক্তের বিচারে আবদ্ধ থাকেন, তৎকালাবধি তাঁহার মনোধর্ম্ম-বিচার প্রবল থাকায় তিনি সঙ্কীর্ণতার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন নাই জানিতে হইবে।

উপদিষ্ট শিষ্যের মঙ্গলের জন্য গুরুপুরুষের যে সকল শাসনবাক্য, সেই সকলই বিধি। পরমমুক্ত প্রেমভক্তের জন্যও সেই সকল বিধি, প্রেমভক্তকেও সর্ব্বদা ঐ সকল বিধিরই অনুগত থাকিতে হইবে, ইহা কখনও যুক্তিযুক্ত নহে। তজ্জন্য অনর্থযুক্ত জীবের বিধি ও যুক্তি প্রেমভক্তের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে না। বিধি ও যুক্তি নির্ম্মল ও স্বাধীন-চরিত্র প্রেমভক্তগণের উপর প্রভুত্ব করা দূরে থাকুক, নিত্যকাল দাস্য করিতে পারিলেই কৃতার্থ ও সার্থকম্মন্য।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন,—"প্রেমভক্ত পুরুষগণের চরিত্র সম্বন্ধে বিতর্ক করিতে গিয়া তাঁহাদিগকে শাস্ত্রের বা সম্প্রদায়-প্রণালীর বশীভূত করিবার চেষ্টা—নিতান্ত কষ্ট। তাঁহারা শাস্ত্রের বা সম্প্রদায়-প্রণালীর বশীভূত নহেন।" শাস্ত্র অনর্থযুক্ত জীবের শিক্ষার জন্য -সম্প্রদায়াবদ্ধ ঈশবিমুখ-জীবের শাসনের জন্য। প্রেমভক্ত মুক্তপুরুষগণ শাস্ত্র বা সম্প্রদায়-প্রণালীর অধীন নহেন। শাস্ত্র বা সম্প্রদায়-প্রণালী বিধি বা যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অবৈধ অভক্তগণের উপরই প্রভুত্ব করিতে উদিত। অভক্তগণ কখনই প্রেমভক্ত পুরুষের চরিত্র সম্বন্ধে বিতর্ক করিবার যোগ্যতা লাভ বা তৎসম্বন্ধে কোন উপদেশ প্রদান করিতে পারেন না।

মহাবুক্তিরোধি গোপীশ্রেষ্ঠা রাসস্থলী হইতে সমাগতা গোপাগণের প্রণয়বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেলে গোপীগণ যে বিধি বা যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অনর্থময় বিচারের বিধি বা যুক্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাই সর্ব্বতোভাবে আলোচ্য। কৃষ্ণের স্বতন্ত্রতা, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের স্বাধীনতা, তাঁহাদের চরিত্রের নির্ম্মলতা ও স্বাধীনতা আলোচনা করিবার বুদ্ধিতে প্রেমাভাস থাকিলে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণগণ উহা অনুমোদন করেন না।

ঈশবিমুখ ভক্তা-জীবের জন্যই পৃথিবী ও পার্থিব বিচার, শাস্ত্র ও সম্প্রদায়-বিধি; নিত্য-সেবক প্রেমভক্তগণের জন্য নহে। শাস্ত্র ও সম্প্রদায়ের নিগড়বিভিন্নমুখ তাঁহাদিগকে কখনই শৃঙ্খলিত করিতে পারে না। প্রেমভক্তজনগণ যখন দেখেন, বৈধ-বিচারপর ও শাস্ত্রানুগ-ভক্তগণ শাস্ত্রের তাৎপর্য্যাহী হইয়া অবলম্বনে নিজ নিজ ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতেছেন, তখন প্রেমভক্তগণ তাৎপর্য্যাহি-সম্প্রদায়ের শিক্ষা এবং তাহাদের বিধি-বাধ্যতার অতিব্যাপ্তি দোষকে উপহাস করিবার জন্য যে বঞ্চনা বা বিপ্রলিপ্সার অভিনয় করেন, উহা দ্বারা তাৎপর্য্যাহিগণেরই পরীক্ষা হয়—তাৎপর্য্যাহি-প্রেমভক্তের নিজের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।

ওঁ বিষ্ণুপাদ গুরুবর কুলিয়া-প্রবাসী প্রেমভক্তবৃন্দ একদিন তাঁহার অনুগতজনগণকে বলিয়াছিলেন যে, প্রাকৃত সাহজিকগণের সর্ব্বতোভাবে প্রণাম করাই আমাদের কর্ত্তব্য। তবে গুরুবর্গ প্রাকৃত সহজিয়াগণের মঙ্গলের জন্য যে বিধান করেন, সেই বিধান অবলম্বন করিয়া যদি অপ্রাকৃত-সহজ ভক্তিমান জনগণ প্রাকৃত সহজিয়াগণের সঙ্গিত কলহ করেন, তাহা হইলে কখনই মঙ্গল হয় না। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই প্রাকৃত-সাহজিক-ধর্ম্মবিশিষ্ট জনগণকে তাগের শ্রৌতবিচার দ্বারা প্রবঞ্চনা করিবেন। ঐরূপ প্রবঞ্চনা প্রাকৃত সহজিয়াগণের দুর্বুদ্ধি অপসারণ করিবার অমোঘ ঔষধতুল্য। কিন্তু তাই বলিয়া অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মযাজী প্রেমভক্তগণ আপনাদিগকে প্রাকৃত সাহজিক-শ্রেণীতে কোনক্রমেই স্থাপন করিবেন না।

প্রেমভক্তের এতাদৃশী উক্তি শাস্ত্রের বা প্রচারিত সম্প্রদায় প্রণালীর অনুমোদিত নহে বলিয়া প্রেমভক্ত প্রাকৃত সাহজিকগণকে বঞ্চনা করিতে পারিবেন না, এরূপ নহে। প্রেমভক্ত—কৃষ্ণপ্রেমের বাধ্য, অনর্থযুক্ত জীবের বিধির বা যুক্তির বাধ্য নহেন। তাই বলিয়া অনর্থযুক্ত জীবগণ শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহাদের উন্নত অধিকার হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, শাস্ত্র ও সম্প্রদায়-প্রণালী অনর্থযুক্ত জীবের জন্য; বিদ্যালয়—বিদ্যার্থীরই জন্য, বিদ্যাপারঙ্গত পণ্ডিতগণের জন্য নহে। বিদ্যাপারঙ্গত জন তথায় শিক্ষা দিতে পারিবেন। বিদ্যার্থিগণের যে অবস্থা, সেই অবস্থার অধীন বিচার থাকা-কালে তাঁহাদের গুরুগিরি করা বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে, জানিতে পারিবেন। এই জন্য "অর্চ্যে সদ্গুরবাচার্য্যে" শ্লোকের বা "ন প্রাকৃতত্বমিহ" শ্লোকের আবাহন এবং প্রচার।

রাগানুগা ভক্তির প্রকৃতিই—বিধির উল্লঙ্ঘন; কিন্তু তাদৃশী বিধির উল্লঙ্ঘন—হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার জন্যই। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সকল কথা বিচার করিয়া প্রেমভক্ত পুরুষগণের সম্বন্ধে বলেন,—"তাঁহাদের কর্ম্ম দ্বারা হইতে নিঃসৃত হয় এবং জ্ঞান স্বভাবতঃ নির্ম্মল।" ভগবৎপার্ষদ শুদ্ধ কৃষ্ণসেবকগণ জীবকুলের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীতে অবতরণ পূর্ব্বক জীবকুলের প্রতি দয়া করিবার উদ্দেশে জীবকে কর্ম্মাগ্রহ বা ফলভোগ-পিপাসা হইতে নিবৃত্ত করেন এবং নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান হইতে নিবৃত্ত করাইয়া নির্ম্মল-সেবায় সুযোগ প্রদান করেন। তখনই তাঁহারা নির্ম্মলস্বরূপে অবস্থিত হইয়া প্রেমভক্তের দয়া উপলব্ধি করেন।

নির্ভয়-অন্বেষিগণই, নির্ভয়-কর্ম্মী বা নির্ভয়জ্ঞানীর

বিচারে যে ধরার পরিচয় দেখা যায়, উহা তারতম্য-বিচারে পরীক্ষিত হইলে প্রেমভক্ত পুরুষের দয়ার নির্ম্মলতা ও স্বাধীনতা পারমার্থিকের বিচার, বিধি বা স্বতন্ত্রতার বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দেয়। আপেক্ষিক দয়াকে "মর্কোধর-দয়া" বলিয়াই শ্রীরামানন্দস্বরূপ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবের একজন নায়ক, তাঁহার নিকট হইতে দয়ার স্বরূপ জানিতে হইবে। দয়ার স্বরূপ জানিলেই প্রেমভক্ত পুরুষগণের চরিত্র বিষয়ে বিতর্কের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের প্রতি অনুসন্ধান-রত করাইবে। তখন বিতর্কের পরিবর্ত্তে শ্রৌত-পন্থাই আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে আকর্ষণ করিবে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন,—"প্রেমভক্তপুরুষগণ পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্বাতীত। জড়দেহে আবদ্ধ থাকিয়াও তাঁহারা আত্মসত্তায় সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন।" ভগবদ্ভক্তের জড়দেহে অবস্থান-লীলা—জীবে দয়ার জন্য। তাঁহারা নিজেরা ফলভোগী হইবেন বলিয়া কোন অনুষ্ঠানই করেন না। তাঁহারা পাপ ও পুণ্য প্রকৃতি ভূতদেহাশ্রিত ভূমিকাদ্বয়ে আবদ্ধ নহেন। পার্থিব ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রভৃতি বিচারের কলহ ও বিবদমা। ভাবসমূহ তাঁহাদিগকে পরাভূত করিতে পারে না। তজ্জন্য তাঁহারাই দ্বন্দ্বাতীত।

প্রেমভক্তগণ "নাহং বসে পদ্মকলালয়োর্দ্ধমন্দরেভ্যো:" শ্লোকের তাৎপর্য্য স্বীয় চরিত্রে প্রকাশ করেন। প্রকৃতিস্থ হইয়াও তাঁহারা সর্ব্বদাই কৃষ্ণসেবোন্মুখ,—বুভুক্ষু কর্ম্মফল-ভোগবাদীর ন্যায় বা মুমুক্ষু অপবার্গপর মূঢ় নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানবাদীর ন্যায় একান্তিমানে প্রবৃত্ত নহেন। বৈকুণ্ঠ-প্রতীতিতে অবস্থিত হইয়া তাঁহারা মহাভাগবতের প্রতি কোনরূপ দোষ আরোপ করেন না বা অনর্থময় অবস্থায় আপনাদিগকে 'মুক্ত' বলিয়া জানেন না।

কেবলাদ্বৈতবাদিগণ সর্ব্বদাই আত্মনাশিগকে মুক্তাভিমান বশতঃ আত্মবঞ্চনা করেন। তজ্জন্য তাঁহারা স্ব স্ব বিচারের অপকর্ষতা-সমূহে নিমগ্ন হইয়া প্রেমভক্তগণের চরিত্রে নানা বিতর্ক উপস্থাপিত করেন—প্রেমভক্তগণের চরিত্রের নির্ম্মলতা ও স্বাধীনতায় তাঁহারা সর্ব্বদা সন্দিগ্ধচিত্ত-ভক্ত বিধি ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে ব্যস্ত—ভক্তগণকে শাস্ত্র ও সম্প্রদায়-প্রণালীর অধীন করিতে সচেষ্ট—স্বয়ং অজ্ঞানবদ্ধ হইয়া প্রেমভক্তের জ্ঞানের মলিনতা ও নির্দ্দয়তা লক্ষ্য করেন—পাপপুণ্যকেই 'সাধন' বলিয়া জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে মুক্তি বাসনা করেন—ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে তাঁহারা উদ্বেলিত চিত্ত—ভূতদেহে আবদ্ধ থাকিয়া ত্রিগুণাত্মক কর্ম্মের ভোক্তৃরূপে নিত্য মায়াবন্ধনে ওতপ্রোতভাবে আপনাদিগকে সৃঙ্খলিত জানিয়া বৈকুণ্ঠবাণীর শ্রবণ-বিষয়ে স্বীয় বাধিরতা পোষণ করেন।

[২৬শে আষাঢ়, ১৩৩৬, শ্রীএকায়ন মঠ কৃষ্ণনগর

নীলাচলে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ

(রায় রামানন্দ-সংবাদ-আস্বাদন)

(৩)

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কেবলাভক্তিতে অবস্থিত প্রেমতাৎপর্য্যপর সেবাপ্রবৃত্তিকে বিরূপচেষ্টা-পরিত্যক্ত সাধন-সাধ্য বিচার করেন। নতুবা সাধ্যের সাধনে অবান্তর উদ্দেশ্যের গন্ধ পরিলক্ষিত হওয়া পর্য্যন্ত লৌল্যময়ী অবিমিশ্রা প্রেমভক্তির সম্ভাবনা নাই। প্রেমভক্তিপ্রাবিত হৃদয়েই ভগবদ্ধামের কথা ঐকান্তিকতায় পর্য্যবসিত হয়। সেই প্রেমভক্তি-পর্য্যায়ের ভগবদ্ধামে কেবলা প্রীতি সাধ্য-বিচারে গণনীয় হয়।

ভগবদ্ধাম যাঁহাদিগের প্রীতির অন্তরঙ্গতা লাভ করিয়াছে, তাঁহাদিগের প্রাপঞ্চিক মলিনতা না থাকায় সকল পবিত্র বস্তুর একমাত্র আরাধ্য ভগবৎবৈকুণ্ঠ ব্যতীত অপর লোভনীয় বস্তু কিছুই থাকিতে পারে না।

ধামপ্রেম সাধন অবিকৃত ভক্তির সোপান হইলেও তারতম্য বিচারে সর্ব্বপ্রেম সাধ্যপর্য্যায়ে গণ্য। এইরূপ প্রীতি মুক্তপুরুষে দেখা গেলে তাঁহাদিগের সৌভাগ্য মর্য্যাদা-পথের দাস বা সখাগণের প্রীতিপর্য্যায়ে বিশ্রব্ধ আনয়ন করে।

বিশ্রম্ভসখ্য যে প্রীতির দ্বারা ভগবানের সহিত ভক্তের নৈকট্য স্থাপন করে তাহা "উত্তম" হইলেও তাহার উচ্চতর স্তরে সাধ্য বিচারে বাৎসল্যে কৃষ্ণের প্রীতি-সংগ্রহ উত্তম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সে স্থলে বিশ্রম্ভাতিশয্যে কেবল মাত্র পূজ্যবুদ্ধির শৈথিল্য পরমবান্ধব সত্তাসম্বন্ধ ঘনীভূত দেখা ও আপনাকে সেবকগণের উত্তম প্রতীতিতে ভগবৎপ্রীতির উন্নয় দেখা যায়, তাহা বিশ্রম্ভসখ্য-প্রীতি অপেক্ষা উচ্চতর স্তরে স্থাপিত।

বাৎসল্য-প্রীতি অত্যুত্তম হইলেও সর্বোত্তমতা মধুর-প্রীতিরসে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। প্রেমভক্তির চরমপরীতে কান্তভাবের প্রাকট্য। তাহা বিষয়জাতীয় বস্তুর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি উৎপন্ন করে বলিয়া উহারই সর্বশ্রেষ্ঠতা মাধুর্য্য-পর্য্যায়ে পরিগণিত।

বিভিন্ন সাধনের সাধ্য-পর্য্যায় বহুবিধ। প্রত্যেক স্থানেই উপাস্তবিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দনের অবস্থিতি থাকিলেও উৎকর্ষাদি বিচারে মধুর রতিতে অপরাপর শ্রেণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি হয়। কিন্তু আশ্রয়ের অনুগতজনগণ অন্যাপেক্ষা নিজ নিজ ভাবে শ্রেষ্ঠতা সর্বদাই পোষণ করেন। তাহা হইলেও রস বিশেষে প্রবিষ্ট না হইয়া নিরপেক্ষভাবে উহাদিগের তারতম্য নির্দেশ করিতে গেলে উত্তরোত্তর-ভাব সমৃদ্ধ হইয়া কান্তভাবের সর্বশ্রেষ্ঠতাই স্থাপন করে।

উপাদেয় নিত্য সদ্গুণবিচারেও কৃষ্ণপ্রাপ্তি-বিষয়ে কান্ত-ভাবে পরিপূর্ণতা সিদ্ধ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত এই অদ্বৈতচর পরমদুর্লভ তারতম্য বিচারের সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে পুরুষোত্তম কৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি সেবা বিধান করে। যদিও মুক্তপুরুষের অস্তিত্বের-বিচারে শান্তের পরবর্তী দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য উত্তরোত্তর বিভিন্ন প্রকার নিত্য সদ্গুণ প্রকাশ করিয়া বরণীয় হইয়াছে এবং তাহাতেও কৃষ্ণের প্রীতিমূলে কৃষ্ণবশ্যতা দেদীপ্যমান আছে, তথাপি উচ্চতর রস উহাদিগকে হীনপ্রভ বলিয়া নির্দেশ করিতে সমর্থ হয়। ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তি-বিষয়ে দাস্যাদি বাৎসল্যান্ত প্রেম সমূহে কৃষ্ণ-প্রীতি আকর্ষণ করিবার প্রকারভেদে অবস্থিত, কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রচুর বিশ্রম্ভ ও অত্যন্ত ঘনসম্বন্ধের কান্ত-রসে যেরূপ দীপ্তির প্রোজ্জ্বলতা সাধন করে, সেরূপ অন্যত্র নাই।

সাধ্যবিষয়ক তারতম্য নির্দেশে কান্ত-ভাবের মহিমা সর্বোচ্চ স্থিরীকৃত হইলেও ঐ কান্ত-প্রীতির আন্তর্গণিক বিচার-দ্বারা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর পরিচয় দেয়। উহাই সাধ্যশিরোমণি বা মধুর রত্যাশ্রিত ভগবদ্ভক্তির কলেবরের সর্বভাব-সমন্বিত প্রতিষ্ঠা।

মধুর রতির আশ্রিত-তত্ত্ব-বিচারে আলম্বনের আনুষঙ্গিক উদ্দীপন-বিচারে কৃষ্ণ-প্রীতির ঘনপর্য্যায়ে হ্লাদিনীসার-সমবেত মহাভাবস্বরূপিনীর প্রাধান্য যাঁহার স্কন্ধে অধিকার করে, তিনিই বস্তুতত্ত্ব। মধুর রসাশ্রিতা শতকোটী আশ্রিত-তত্ত্বের মধ্যে যিনি মাধুর্য্য-বিগ্রহ নন্দ-নন্দনের অত্যধিক অসমোর্দ্ধ প্রীতি সংগ্রহ করিবার লীলা প্রকট করিয়াছেন, তাঁহার অসমোর্দ্ধ সেবায় যাঁহার চিত্তের আকৃষ্টির অভাব লক্ষিত হয়, তাহার ন্যায় ভাগ্যহীন কে জগতে বিরল। সেই কান্ত-ভাবের পর্য্যালোচনানুকূল পাত্রই আশ্রিত-তত্ত্ব বৃষভানুনন্দিনীর কৌটীল্য ও বাম্য-ধর্ম-বিচারে সেবা-প্রবৃত্তির সর্বোত্তমতা লক্ষ্য করিতে সমর্থ হন। অত্যুৎকট ভজন-চেষ্টায় যাবতীয় সেবা-প্রার্থনা মধুর রসাশ্রিত তত্ত্ব-সমূহের একমাত্র বাঞ্ছিতপথ। রাধাদাস্যবৃত্তিই সেবা-পরাকাষ্ঠা যাঁহাদিগের ধারণা, তাঁহারাই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তির পথ অনুসরণ করিতে যোগ্য। সেইরূপ প্রতীতিতেই জীবের নির্মল স্বরূপোদ্বোধনে স্বীয় ঈশ্বরীর স্বরূপোপলব্ধি ঘটে। নিত্য স্বরূপের সেবা-সৌন্দর্য্যে স্বীয় ঈশ্বরীয় দাস্যভাবে অবস্থিতিই জীবের মুক্তিপর্য্যায়ের চরম সীমা, উহা কেবল প্রাপঞ্চিক দুঃখরাহিত্য মাত্র নহে, পরন্তু কৃষ্ণপ্রীত্যুৎপাদিকা বৃত্তির সুষ্ঠু নৃত্যোল্লাস।

প্রাকৃত দুষ্কৃতির ফলে শ্রীরাধাস্বরূপের উপলব্ধির অভাবে অনেকে ভক্তিরাজ্যে প্রবিষ্টাভিমানেও নায়কীলতা অহংগ্রহোপাসনা করিয়া বসে। তাহারা ভাগ্যহীন ও কৃষ্ণ-সেবা-বঞ্চিত। সাধ্য-সাধন আলোচনায় যদি বর্ণাশ্রম-ধর্মের ব্যাকুলতা কোন জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বানুষ্ঠিত ধর্মের বিপর্য্যয় সাধন করে, তাহা হইলে তাহার নিকট প্রেমভক্তির দ্বার রুদ্ধ থাকে। যাহাদের দূষিত প্রাপঞ্চিক ধারণা প্রবল, তাহারা মুখে ন্যূনাধিক বর্ণাশ্রমাধিকারের কথা বলিলেও সেই রস অপসারিত করিতে অসমর্থ হন। তাহারা যে সকল প্রলাপিত বাক্যের উচ্চারণ-মুখে বর্ণাশ্রম পরিত্যাগের অভিনয় প্রদর্শন করেন,

তাহাতেও তাহাদের কোন মঙ্গলের উদয় হয় না। যদি প্রাকৃত বর্ণ বিচার বা প্রাকৃত আশ্রম বিচার করিতে গিয়া কেহ নিরন্তর-ভজনকারী পঞ্চমচতুর বক্তাকে তাহার আশ্রয় ও বর্ণের প্রাপঞ্চিকতার দর্শন করেন, তাহা হইলে ঐরূপ দর্শনকারীর কোনদিনই তোষমঞ্চী ধারণা হইতে উন্নত স্তরে অভিগমন সম্ভবপর নহে।

বৌদ্ধ-প্রাকৃত-সাহজিকবাদ অনেক সময় বাহ্যবস্তুকে প্রাধান্য দেওয়ায় তাহাতে পরমহংস অবধূতগণের আচরণ ধরা যায় না। বাল-চাপল্য প্রকাশ করিয়া যদি কেহ শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকে গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসী মাত্র জ্ঞানে বা ব্রাহ্মণমাত্র বিচারে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শ্রীরূপ-সনাতনকে বিচারবহির্ভূত বর্ণাশ্রমে অবস্থিত জ্ঞান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বহিঃপ্রজ্ঞা তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে, জানিতে হইবে। তাঁহারা কৃষ্ণভক্তি-রসভাবিতা-মতি শ্রীরামানন্দ রায়ের শ্লোকটির তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছেন।

কৃষ্ণপ্রীতির উত্তাল তরঙ্গ যে হৃদয় রস-সমুদ্রে বিক্রম প্রকাশ করে, তাহাতে প্রাপঞ্চিক বিচার কার্য্য করিতে অসমর্থ,—একথা বুঝিয়া গেলেই প্রাকৃত-সহজিকগণের আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা দিবার প্রয়াস উপস্থিত হয়। উহা প্রেমভক্তি গ্রহণে মুষ্টিক আনয়ন করে। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর অনুগত সম্প্রদায়ের নানাপ্রকার বাহ্য বেশভূষার মধ্যেই বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত বিচার আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ঐরূপ বিচার কোনদিনই মঙ্গল আনয়ন করিতে পারে না। প্রচ্ছন্ন-লীলাবিস্তারকারীর বাহিরের দর্শনে যাঁহারা বিমূঢ়, তাঁহারা বিপ্রলম্ভ সেবার অধিকার না পাওয়ায় তাঁহাদের বিচার অনেক স্থলেই কুপথে অগ্রসর হয়।

নিজ মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত কৌতূহলবিশিষ্ট ও পরম বিচক্ষণ না হইলে জীবের কৃষ্ণসেবা-লোলুপতার সম্ভাবনা নাই। বাহ্যিক কৃষ্ণসেবা-লোলুপতারহিত তাবাত্মক কৃষ্ণের কৃপানুভূতি-রহিত হইয়া কুযোগিগণকে অথবা সংসক্ত-নামধারী কূট-ধর্ম্মাশ্রিত সেবকাভিমানিজনগণকে স্ব স্ব আরাধ্যাসনে স্থাপন পূর্ব্বক আত্ম অবগুণ সঞ্চয় করেন। যেখানে শ্রৌতপথ ভঙ্গ হয়, সেখানেই মানসিক চাঞ্চল্য প্রপঞ্চের উন্নত জন-গণকে গুরুত্বে স্থাপন করে এবং তাহার ফলে চিত্তবৃত্তি দিন দিন কলুষিত হইয়া অন্তর্বিপ্লবে প্রমত্ত হয়। তাৎকালিক ফল-লাভ আশা বা ফলত্যাগ আশা-মুখে কল্পনা-রাজ্যে জীব যে ধৃষ্টিমুখতা প্রকাশ করে, তাহা কোনদিনই প্রেম-ভক্তির সন্ধান দিতে পারে না। শিষ্ট-প্রতারণাকারী কর্ম্ম-ফলের লম্ফক সমূহ বদ্ধজীবকে মুগ্ধ করাইয়া কৃষ্ণভক্তি হইতে বিতাড়িত করে, কখনও বা নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানের আত্মঘাতীময় বিচারসমূহ প্রবলতা লাভ করিয়া সুকোমল সেবাবৃত্তিকে অতল জলধিতে নিমগ্ন করায় এবং কৃষ্ণভক্ত-সাধুর অবজ্ঞা করাইয়া কৃষ্ণেতর সেবাপর অমঙ্গলকারিজনগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করাইয়া দেয়।

ভক্তপ্রসাদন ও কৃষ্ণপ্রসাদন সাধনাভিনিবেশ হেতু মাত্র জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। যাঁহারা তাহার বিপরীত-দিগে দ্রুতগমনশীল, তাঁহারাই কর্ম্মফলবাধী ও নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু হইয়া নিজ ভাগ্যহীনতার পরিচয় দেন। ভগবানের কৃপা গ্রহণ করিতে না পারিলেই জীবের নানা-প্রকার ইতর চেষ্টা তাহাকে পথভ্রষ্ট করিয়া চতুরশীতি লক্ষ-যোনি লাভে সমর্থ করায়। মুক্ত হইবার বাসনা মুখে থাকিলেও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-কৃপা-বঞ্চিত হইয়া তিনি অমঙ্গলকেই বরণ করেন এবং অভক্ত নামে পরিচিত হওয়াকেই নিজের সৌভাগ্য-প্রখ্যাপনের বৃত্তি বলিয়া সেবাবিমুখ হন।

এই সকল কথা একদিন ওঁ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীভজনকুটীরে শ্রীরায়-রামানন্দ-সংবাদ-আস্বাদন-মুখে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

সুমেধ-তিথি-পালনোৎসব

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদেশানুসারে ভারতের সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি গুরুভক্ত সভায়ামে, প্রতি প্রচার-প্রতিষ্ঠানে, প্রতি সেবাকেন্দ্রে, প্রতি প্রপন্নাশ্রমে, ভক্তিবিনোদানুগ প্রতি গুরুভক্তের ভবনে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-তিরোভাব-তিথি শ্রীল প্রভুপাদের

আজ্ঞায় সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে পালিত হইয়াছে। ঠাকুরের ভজনস্থলী গোদ্রুম-কাননস্থ সমাধি-কূলে ও শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ঠাকুরের বিরহ-তিথি পালনের বিবরণ গত সপ্তাহের গৌড়ীয়ে প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা নিজস্ব সংবাদ-বাহকগণের পত্রাবলী হইতে অন্যান্য মঠ ও প্রচারকেন্দ্রে সুমেধ-তিথি পালনের যে সকল বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহারই সংক্ষেপ-সার নিম্নে প্রদত্ত হইল ;

নদীয়া শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে

গোদ্রুম-সমাধিকূলে ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব পরিচালনা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বহু ভক্তের সহিত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে সুমেধ-তিথি-পালনোৎসব অনুষ্ঠান করাইবার জন্য তথায় শুভবিজয় করেন। অপরাহ্ণে শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবনে সঙ্কীর্ত্তনোৎসব হয় এবং সায়াহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীবিনোদ-প্রাণ-গৌরসুন্দরের সান্ধ্যারাত্রিক হইতে আরম্ভ করিয়া অধিষ্ঠারণ-নাট্যমন্দিরে ভক্তগণ সম্মিলিত হন এবং তথায় ঠাকুরের বিরহগাথা কীর্ত্তিত হয়। শ্রীচৈতন্যমঠের প্রাঙ্গণে শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ সকলের হৃদয়ে ঠাকুরের অহির্নিশ জীবন প্রসঙ্গ অঙ্কিত করিয়া সকলকে ঠাকুরের কৃপানুসরণে শক্তিসঞ্চার করেন। রাত্রে ভক্তমণ্ডলী ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্মৃতি হৃদয়ে বহন করিয়া ঠাকুরের গুণগান করিতে করিতে মহামহোৎসবানুষ্ঠান করেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠে

শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভক্তিবিনোদ আসনে ঠাকুরের বিরহ-তিথি পালিত হইয়াছিল। ভক্তমণ্ডলী তর্জ্জনিক ও গুরুপরম্পরা গান করিবার পর 'শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-দশকম্' স্তোত্রটী সমস্বরে পাঠ করেন। শ্রীশ্রীবিনোদানন্দ গৌরসুন্দরের সান্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবক শ্রীপাদ রামগোবিন্দ বেদান্তভূষণ প্রভু 'গৌড়ীয়' হইতে 'সুমেধ-তিথি'-প্রবন্ধ পাঠ এবং ভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন স্থান হইতে ঠাকুরের প্রচার-বৈশিষ্ট্য-সমূহ পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করেন। কলিকাতা-বাসী অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি বিরহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তনোৎসবের পর সকলকে শ্রীশ্রীবিনোদানন্দ জীউর মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

পুরুষোত্তম ভক্তিকুটীতে

পূর্ব্ব দিবসেই শ্রীল প্রভুপাদের প্রেরিত তদ্বিদ্বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম মঠের ভক্তমণ্ডলী ঠাকুরের অপ্রকটোৎসব-বাসরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে বিনোদ-মাধব গৌরসুন্দরের মঙ্গলারাত্রিকের পর এক মহানগর সংকীর্ত্তনসঙ্ঘ রচনা করিয়া সমুদ্রের কূলে কূলে উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারে উপনীত হন। তথায় অনবসরে শ্রীজগন্নাথের দর্শন না পাইয়া ভক্তমণ্ডলী গুরুগৌরাঙ্গের লীলানুসরণে অধিকতর কৃষ্ণানুসন্ধানাকুলিত হৃদয়ে সঙ্কীর্ত্তন সহ পুনরায় সমুদ্রতীরাভিমুখে গমন করেন এবং রত্নাকরের তীরে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের সমাধির অনতিদূরে শ্রীশ্রীবাস রঘুনাথ ও শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামীর ভজনস্থলীর সংলগ্ন স্থানে 'নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী "ভক্তিকুটী"র দ্বারে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ-কার্পাণ্যানুসন্ধানময় প্রগাঢ় বিরহব্যথিত-হৃদয়ে আবেগভরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অতঃপর শ্রীভক্তিকুটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ দেবতাবায় "শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-দশকম্" স্তোত্র পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের প্রেরিত 'সুমেধ-তিথি' প্রবন্ধ পাঠ এবং "ভক্তিবিনোদ-দশকম্"এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। সকলেই বিরহ-স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া ঠাকুরের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম এবং 'ভক্তিকুটী'র পবিত্র রজঃ সর্ব্বাঙ্গে ব্রহ্মণ পূর্ব্বক মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রের তীরে তীরে বেলা প্রায় নয় ঘটিকার সময় শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তথায় বিরাট সভায় অধিবেশনে ঠাকুরের আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন-মুখে বিরহ-মহামহোৎসব সম্পন্ন করেন।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে

শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব মহাসমারোহে সমাপ্ত হইয়াছে। এই সর্ব্বসজ্জন-সম্মানিত পুণ্যতিথিতে দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত 'সুমেধ তিথি'-প্রবন্ধ হইতে বিরহ-গীতিকা পর্য্যন্ত উপস্থিত সজ্জন ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে কীর্ত্তন করা হয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুরের আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই বিরহ-মহামহোৎসবে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী শ্রীযুক্ত

শ্রীরামচন্দ্র বসু; উকিল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ; পি, ডব্লিউ, ডির এক্সাইন্টেন্ট শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার ও শ্রীযুক্ত সত্যচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি বহু সুশিক্ষিত গণ্যমান্য ভদ্রলোক এবং বহু ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। সকলকেই শ্রীশ্রীগৌরবিনোদবয়ন জীউর চতুর্বিধ রস-সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

পুরী আলবরুলাথ শ্রীব্রজগৌড়ীয়মঠে

গত ৬ই জুলাই শনিবার আলালনাথ শ্রীব্রজগৌড়ীয়-মঠে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে যথারীতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পাঠ-কীর্ত্তনান্তে ২৫।২৬ জন পাণ্ডা ও স্থানীয় ৪০।৫০ জন লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে

গত ৮।৭।২৯ শনিবার ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে ৭টা পর্য্যন্ত উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন, পরে ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, অতঃপর বেলা ১০টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সমাগত ভদ্রমণ্ডলী এবং দীনদুঃখী অন্যূন ৫০০ শত লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সমাগত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে জজকোর্টের উকিল, মুনসেফ, মোক্তার, ইঞ্জিনীয়ার এবং স্থানীয় জমিদার ও ব্যবসাদার বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক অপরাহ্ণ বেলা ৪টা হইতে আসিতে থাকেন, পরে সন্ধ্যা ৭টার পর আরাত্রিকান্তে সমাগত ভদ্রলোকদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঢাকার ওয় মুনসেফ, জজকোর্টের বিজ্ঞ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র সাহা, শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর দে, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দাস; মোক্তার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেন গুপ্ত; শ্রীযুক্ত রসিকলাল বসাক, শ্রীযুক্ত রমানাথ বসাক এবং শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। উৎসবোপলক্ষে মনোমোহন প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবুর আন্তরিক চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম বিশেষ প্রশংসনীয়।

ঢাকা বালিয়াটী গদাই-গৌরাঙ্গ মঠে

বালিয়াটী হইতে স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুধাকান্তি মিত্র বি, এ, মহাশয় লিখিতেছেন,—"ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহোৎসবের দিবস প্রাতে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল। বৈকালি ৫টার সময় মঠবাসি-ভক্তগণ এবং স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় সমাগত ভক্তগণের সহিত সুললিত নামকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীল গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-স্মৃতির আরতি করিয়াছিলেন। মঠাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী মহাশয় বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিতের জীবনী অতি সরল ও সুললিত ভাষায় উপস্থিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে একঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা দ্বারা সুষ্ঠুরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। গ্রাম-বাসী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ স্বামী, সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু অমূল্য চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়, স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী এবং কলিকাতা চেৎলা হাইস্কুল ও মধুরা-পুর হাই স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু অযোধ্যানাথ কর্ম্মকার মহাশয় ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীমঠ মুখরিত করিয়াছিলেন। সমাগত ভক্তবৃন্দ এবং নিমন্ত্রিত প্রায় দুইশতাধিক উপর সম্ভ্রান্ত জন-মণ্ডলীকে প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব ঠাকুরের জীবনী আলোচনামুখে মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বেলা ৯টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত মহাকীর্ত্তন-সম্মিলন হয়, তৎপরে প্রায় ১০০ ব্রজবাসী বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, গোস্বামী, বাবাজী, স্ত্রী, পুরুষ ও বালককে কীর্ত্তনমুখে পরিতোষ-সহকারে শাক, শুক্তা, ডাল্না, ছানার ডালনা, অন্ন, বিচুড়ি, পুরি, মালপোয়া, ঘৃত, রামচন্দ্র, লাড্ডু, রসগোল্লা প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত মহা প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

বর্দ্ধমান আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমে

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী সার্ব্বভৌম মহারাজ, তাঁহারই একান্ত প্রিয়জন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়রক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরম-

হংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান পরমর্ষী গোস্বামী ঠাকুরের পাদ-পদ্মাঙ্কিত আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশবার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব বিরাট-নাম-সংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমলাজোড়া এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বহু লোক মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান চম্পকহট্ট শ্রীশ্রীগৌরগদাধর মঠে

গত ২২শে আষাঢ় শনিবার দিবস গৌরপার্ষদ বিরহশ্রী-বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের মন্দিরে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব শ্রীপ্রসাদি পাঠ, নাম-সংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শতাধিক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ও কাঙ্গালী ঠাকুরের গুণগান করিতে করিতে পরম প্রীতির সহিত বিভিন্ন মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ঠাকুরের অলৌকিক জীবন-কাহিনী কীর্ত্তনমুখে তাঁহার আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য বিশেষরূপে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর পরমানন্দ বর্দ্ধন করেন। স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার শ্রীরাধাচরণ চক্র, ডাক্তার শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ভক্তগণ মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠে

শ্রীশ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংস মঠে গত ২২শে আষাঢ় শনিবার শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-মহোৎসব সু-সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দজী সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন ও তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীগৌরবিনোদবিলাসজীউর মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। শ্রীভাগবত পাঠশালার বালকগণের মুখে "শ্রীভক্তিবিনোদ-দশকম্" স্তোত্র-পাঠ শ্রবণে ও তাহাদের সেবা-চেষ্টা দর্শনে সমবেত সজ্জনমণ্ডলী বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে

শ্রীকাশীধামস্থ শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীমৎসচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত শ্রীগ্রন্থ-পাঠকীর্ত্তন ও নানাবিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে সু-সম্পন্ন হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ভবতারণ রায় চৌধুরী কবিরাজ, প্রিয়নাথ দে, ব্রজহরি দে চৌধুরী, হরিপদ মল্লিক, দুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সুধাকুমার নিয়োগী, যোগেন্দ্রনাথ হালদার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় সুধীর কুমার মৈত্র, ভূপতীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্র কুমার দে, সত্যরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণকান্ত চক্রবর্ত্তী, অজিত কুমার দাস প্রভৃতি কাশীবাসী বিশিষ্টজনগণের নাম উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার আগন্তুক ২৪লোক, ও জন, এতদ্ভিন্ন ভদ্র-মহিলা ২৪।৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

হাবড়া ব্রাহ্মণপাড়া-প্রপন্নাশ্রমে

শ্রীপ্রপন্নাশ্রমে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশবার্ষিক বিরহ-মহোৎসব শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন, ঠাকুরের গুণাবলী-কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বহুদূর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও বিচিত্র মহাপ্রসাদ-সেবনে সকলেই পরমানন্দ লাভ করেন।

মানভূম শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে

ঠাকুরের বিরহ মহোৎসব পরম ভাগবত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভুর বিশেষ তত্ত্বাবধানে বিপুল সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ধানবাদের রেলওয়ে ইন্সপেক্টার, ধানবাদের এ এস, এম শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল গোস্বামী, শ্রীপটলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালুবাথানের এ, এস, এম, তত্রত্য স্কুলের হেড মাষ্টার ও হেড পণ্ডিত, চিরকুণ্ডা হাইস্কুলের হেড মাষ্টার ও শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চক্র মহোদয় প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক উৎসবে সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভু বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল পুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তি-বিনোদের প্রচার মুখে আচার-বৈশিষ্ট্য তথা সুমেধ-ভিধি মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে সমবেত প্রায় ৪।৫ শত ব্যক্তি মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মেদিনীপুর চিকুলিয়া শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে

স্থানীয় লোকের উৎসাহে ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী ও বিষ্ণু-পাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনী আলোচনা করেন। প্রায় ৪০০ শত লোক মহাপ্রসাদ সম্মানকরিয়াছেন।

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়ে

ঠাকুরের অপ্রকটোৎসব উপলক্ষে বহু সাধু বিতরণ, শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি সদনুষ্ঠান সমূহ সম্পাদিত হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে

শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোভাব-বাসরে স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দকে শ্রীমদ্গৌরবিনোদবাণীর বিচিত্র প্রসাদ সুচু পরিমাণে বিতরণ এবং ঠাকুরের জীবনী ও শিক্ষা আলোচিত হইয়াছে।

তড়িদ্-বার্ত্তা

(কটক হইতে)

Invited by Professors, Students of Ravenshaw College, Cuttack last evening His Holiness Ban Maharaj of Gaudiya Math, Calcutta, delivered highly interesting appreciated speech presided over by Principal Mr. Orgill. Lecture began with singing of Lord's Name. Large number of students & Professors heard with rapt attention. President spoke and thanked Swamiji's eloquent, lucid, highly philosophical speech and thanked Swamiji, wishing to hear more. 17 July 1929.

—:•:—

আলবার্ট হলে

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বক্তৃতা

আগামী ১২ই শ্রাবণ, ২৮শে জুলাই ; ১৯শে শ্রাবণ ৪ঠা আগষ্ট এবং ২৬শে শ্রাবণ ১১ই আগষ্ট রবিবারত্রয় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ "আলবার্ট-হলে" শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য ও প্রচারকগণের বক্তৃতা হইবে। বক্তৃতার বিষয় যথাক্রমে ১ম দিবস "গৌড়ীয়-গৌরব," ২য় দিবস "গৌড়ীয়-সাহিত্য" এবং ৩য় দিবস "গৌড়ীয়-দর্শন"। অন্যান্য বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

এ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

৭ম বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১১ই শ্রাবণ, ১৩৩৬, ২ শে জুলাই, ১৯২৯ | ৪৯শ সংখ্যা

সাময়িক সংবাদ

আলবার্টহলে বক্তৃতা

আগামী কল্য ১২ই শ্রাবণ, ২৮শে জুলাই রবিবার, অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় কলিকাতা কলেজস্কোয়ারস্থ সুপ্রসিদ্ধ আলবার্টহলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ফাইন্স্ চ্যান্সেলার স্যার শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ডরিয়র এম, এ, এল এল, ডি, কেটি, সি, আই, ই মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, গৌড়ীয়ের অন্যতম সম্পাদক মহোদয় "গৌড়ীয় গৌরব"-শীর্ষক অভিভাষণ প্রদান করিবেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ও শ্রীপাদ অমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিরঞ্জন গোস্বামী প্রভু সর্ব্বসাধারণকে এই মহতী সভায় যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য এবং অন্যান্য বক্তা আগামী ১৯শে শ্রাবণ ৪ঠা আগষ্ট এবং ২৬শে শ্রাবণ ১১ই আগষ্ট রবিবার "গৌড়ীয়-সাহিত্য" এবং "গৌড়ীয় দর্শন" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবেন। সজ্জনবৃন্দকে তদুদ্দিবসে আলবার্টহলে উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণের পরমানন্দের বিষয় হয়। আশা করি, এইসকল শ্রৌত গবেষণাময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অনেকেই বিশেষ পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন।

—:০:—

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোহভীষ্টানুসারে শ্রীপ্রয়াগধামের আগামী পূর্ণকুম্ভমেলায় রূপশিক্ষাক্ষেত্র উক্ত গৌরপার্ষদস্থাপিত মহাতীর্থে শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের উদ্বোধন হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্টসেবাতৎপর আদর্শ-বৈষ্ণব-গৃহস্থ অযোধ্যা-প্রবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ দাস অধিকারী মহোদয়ের দ্বারা শ্রীপ্রয়াগ ধামে গঙ্গার উপকূলে দারাগঞ্জ নামক পল্লীতে ভক্তসঙ্ঘারামের জন্য একটী স্থান সংগৃহীত হইয়াছে। আশা করি, কুম্ভমেলার সময় শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞাবাহী প্রচারকবৃন্দ প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণে ও অনুগমনে শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ হইতে ভক্তিবিনোদানুভূতিসিদ্ধ লহরীমালায় বিভিন্ন মতবাদ-মায়াময় প্লাবিত করিয়া শ্রীচৈতন্য-বাণী বিশ্বাবিষ্ট অন্যাভিলাষিতাশূন্যা, জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃতা আনুকূল্যে-কৃষ্ণানুশীলনময়ী শ্রীরূপানুগা উত্তমাভক্তি পুনরায় ভক্তিভাগিরথীর ভগীরথ ভক্তিবিনোদ প্রভুর কৃপায় বিশ্বের সর্ব্বত্র বিতরণ করিবেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ দাস অধিকারী মহোদয়ের অন্য শ্রীকাশীধামে শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ, শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীপরমহংস মঠ, শ্রীকুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের সেবার সৌষ্ঠববিধান হইয়াছে ও হইতেছে। তাঁহারই বলে, বৈষ্ণবজগতের বুলপুরুষ

শ্রীগুরুদেবের নিকাশনীতে যদি শ্রীরূপানুগবর গৌরজনের মনোভীষ্ট বাসিত হয়, তাহা হইলে রূপানুগ-গণের এবং সর্বত্র সজ্জন সমাজের যে কতদূর আনন্দের বিষয় হইবে, তাহা প্রকাশ করিতে আমাদের ভাষা বা লেখনী অসমর্থ।

—:০:—

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও প্রীতিসন্দর্ভ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কোটিসূর্য-ইন্দ্রিয়ে সদা কৃষ্ণসেবা-লোলুপতার নিদর্শনস্বরূপ অসংখ্য মনোভীষ্টের অন্যতম একটী প্রধান মনোভীষ্ট—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভের বঙ্গানুবাদ এবং তাৎপর্য্যসহ দুইটী উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করা। আমরা শুনিতে পাইলাম, শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর রচিত প্রীতিসন্দর্ভের বঙ্গানুবাদকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে এবং শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সানুবাদও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীরূপপাদের ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুটী ভক্তিমহাবিজ্ঞানের অতিতীব্র ও অভিনব গ্রন্থ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর তীরে যাইতে না পারিলে ভক্তির বিষয়ে লেখমাত্রও জ্ঞান হইতে পারে না। 'প্রীতিসন্দর্ভ'-গ্রন্থ-রাজিও প্রয়োজন-বিচারের কৌস্তুভরত্ন। কোন মহা-হৃদয় সুকৃতিশালী কি এই গ্রন্থদ্বয়ের অথবা যে কোন একটীর প্রকাশ-কার্য্যে আনুকূল্য বিধান করিয়া বিশ্ববৈষ্ণবের বিপুল কৃপারাশি বরিয়া লইতে পারেন না? ঢাকা মনোমোহন প্রেসের সত্বাধিকারী অযাচক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন যে মহাশয় আর একটী অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারই আনুকূল্যে 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদকতায় শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর টীকা, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বঙ্গানুবাদ ও রমণীয় রূপানুগ ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরিপুষ্টিত তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যার সহিত মুদ্রিত হইতেছে। আমরা শুনিতে পাইলাম, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের অন্বয়, শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীচৈতন্যদাস গোস্বামী প্রভুর বিরচিত বালবোধিনী টীকা, তথা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সারঙ্গরঙ্গদা টীকা ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর বঙ্গানুবাদ সহিত পাণ্ডুলিপি প্রভুপাদের সম্পাদকতায় প্রস্তুত আছে। ভগবানন্দী অনর্থযুক্ত রূপানুগ বৈষ্ণবগণ ঐ গ্রন্থখানির আদর করিতে পারিবেন এবং শুদ্ধবৈষ্ণবসেবোন্মুখ সাধারণেও সেই গ্রন্থ পাঠের যোগ্যতার সৌভাগ্য লাভের জন্য লোলুপ প্রকাশ করিয়া ভগবচ্চরণে আর্ত্তি জানাইতে পারিবেন।

—:০:—

বেজবরুয়ার "শঙ্করদেব"

আসামের শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বেজবরুয়া যে আসামী ভাষায় 'শঙ্করদেব' নামক নিজরচিত এক পুস্তকে অপ্রাসঙ্গিক ও অবৈষ্ণবভাবে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের অযথা নিন্দাবাদ করিয়া নিজ পরলোকের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন এবং সেই পথে কোমলমতি যুবকগণের চিত্ত আকৃষ্ট করাইবার জন্য ঐ পুস্তকখানিকে নাকি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা আসামী ভাষার ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পাঠ্য তালিকাভুক্ত করাইয়াছেন, তদ্বিরুদ্ধে যে ধারাবাহিক প্রতিবাদ এবং গৌড়ীয়-গৌরব—বিশ্ব-গৌরব মহাপ্রভুর নিন্দাপরিপূর্ণ অশ্লীল পুস্তকটীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা হইতে খারিজ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আবেদন জানাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের শুদ্ধভক্তি প্রচারের পক্ষপাতী আসামদেশীয় প্রবীণ শিক্ষক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিবারণ দাস অধিকারী বি, এল্, বি, টি মহোদয় কি করিলেন? আশা করি, তিনি প্রবীণ শিক্ষকসূত্রে ছাত্রগণের ভাবী মঙ্গলের দিকে তাকাইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা শিরে ধারণ পূর্ব্বক ঐরূপ নীচতার অঙ্কুর যাহাতে ছাত্রগণের মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিবেন।

—:০:—

বৃন্দাবনে বানরবংশোচ্ছেদাশঙ্কায় আন্দোলন

'বৃন্দাবন-মিউনিসিপালিটী' বৃন্দাবনে বানরবংশোচ্ছেদের ব্যবস্থা করিয়াছেন,—ইহা নানা সাময়িকপত্রে ও শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে পশুবধনিবারণী সভার সমর্থ কএকটী করুণ হৃদয় মহোদয়ের পত্রাদি হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি। পশুবধ বা ভাগবতের ভাষায় 'হনা' হিংসূপর্য এবং ভক্তিধর্ম-বিগর্হিত-কার্য্য সন্দেহ নাই। মহাপ্রভুরও আদেশ,—"প্রাণী-মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।" মহাপ্রভু একদিন শ্রীনবদ্বীপে চাঁদকাজীকে গোবধ-নিবারণ-বিষয়ে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং কাজী মহাপ্রভুর আদেশ

শিরোধার্য্য করিয়া মহাপ্রভুর ঐকান্তিক ভক্তে পরিণত হইয়াছিলেন,—ইহার বিবরণ আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ১৭শ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই। কেন পশুবধই যুক্তিযুক্ত নহে,—একথা চিন্তু কেন, হৃদয়বান্ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। মনুষ্যের মত অন্যান্য ইতর জীবের আত্মা নাই এবং উহারা মনুষ্যের ন্যায় তত প্রয়োজনীয় নহে,—এরূপ কপোলকল্পিত বিচার করিয়া মনুষ্যজাতিনিষ্ঠ সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ অপস্বার্থপর মতবাদের বশীভূত হইয়া যাহারা পশুহত্যা দ্বারা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে চাহেন, সেইসকল মতবাদী নিয়তির ব্যবস্থিত পর্য্যায়ক্রমে সেইরূপ ইতরযোনি লাভ করিয়া আবার অন্য অপস্বার্থপর মনুষ্যের দ্বারা ঐরূপ বিচারেই হত হইয়া থাকে। শাস্ত্রবিশ্বাসরহিত হইয়া এই নিয়তি পাশের ফেরে মুখে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেও কার্য্যকালে ঐরূপ দুর্ভোগ এড়াইবার উপায় নাই। আবার অন্যদিকে পশুদিগের দৈহিক গুরুত্বের প্রতি কেবল করুণা সাধারণ মনঃসঙ্গ দেখিতে সৌন্দর্য্যপূর্ণ হইলেও যদি আমরা ভগবদ্ভক্তির হত হই, তাহা হইলে আমাদের বানরের দুঃখ ভাবিতে ভাবিতে বানরত্ব, হরিণশিশুর দুঃখ ভাবিতে ভাবিতে হরিণই লাভ হইবে; উহা দ্বারা পশুর বা আমাদের কাহারও প্রকৃত উপকার হইবে না। প্রাকৃতসাহজিক-বিচারে আবার মনোধর্ম্মপর কল্পিত হরিভক্তির রঙে রঞ্জিত করিয়া আধুনিক মর্কটগুলিকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলার পরিকর, গোস্বামী-প্রদ্যোক্ত বৃন্দাবনের গোপস্বরূপ, শ্রীরূপের 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের বর্ণিত শ্রীরাধারাণীর কৃষ্ণ-প্রবর্ত্ত হার-আহরণশীল অপ্রাকৃত নিত্য বানর, "শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতোক্ত" কণ্ডূতী নাম্নী বানরী প্রকৃতির বংশধর কল্পনায় যে সকল ভক্তিপ্রতিকূল মতের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিতে গেলে হয় ত' প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় ঐরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ-মতনির্দ্দেশকারিগণকে পশুবধে সমর্থনকারী বা শ্রীবৃন্দাবনীয় লীলার বিরোধী বলিবারই অবৈধ, অযৌক্তিক দৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে পারেন। কিন্তু অনেক সময় অনেক মহাত্মা বৈষ্ণবের নিকট শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে, ব্রহ্মের তৃণ-গুল্ম-লতা-পশু-পক্ষী-কীট-জন্তু পরমকাম্য বটে, তবে ঐরূপ শ্রীধাম বৃন্দাবন এবং তথাকার কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষী প্রভৃতি আমাদের এইরূপ ভোগোন্মুখ বুদ্ধির ভোগ্যবস্তু নহে। তাঁহারা অপ্রাকৃত, নির্দ্দোষ, নিত্যমুক্ত-কৃষ্ণসেবোন্মুখ। প্রকৃত ব্রহ্মবাদী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ বলিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি ব্রহ্মবাদের ছলনায়, কৌলীন ও বেষ গ্রহণের ছলনায় ছোট হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভুর শিক্ষার আদর্শ লঙ্ঘন করিয়া যোষিৎসঙ্গী ও মর্কটবৈরাগী হইয়া পড়ে এবং কপটতার দ্বারা ঐরূপ অবৈধ কার্য্যের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত যে ছোট হরিদাসের আত্মোচিত প্রাণদণ্ড, তাহার হাত এড়াইয়া 'ভজনানন্দী' প্রভৃতি নামে প্রচারিত থাকিবার বাসনায় লোক-বঞ্চনা করে, তাহারাই পরবর্ত্তী জন্মে ভোগ-দর্শনে লক্ষিত বৃন্দাবনের নিকট হইয়া পূর্ব্বজন্মের প্রাপ্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ রাজকীয় প্রাণদণ্ড লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং এমতাবস্থায় প্রাকৃত সাহজিক-বিচার অবলম্বনে অথবা হৃদয়ে প্রকৃত ব্যথা অনুভব করিবার পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠাশার দ্বারা চালিত হইয়া গতানুগতিক বিচারের সমর্থন পূর্ব্বক বর্ত্তমান ভোগোন্মুখ বানর-গুলিকে কৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃত বানর বা রাবণলীলার অপ্রাকৃত বানরের বংশধর বিচার করিয়া বানরের মধ্যে আবার নরের ন্যায় জাতিশোষণবাদ, জাতিবৈকবাদ, জাতি-মহত্ত্ববাদ, জাতি পার্থিবাদ, জাতিলীলাশক্তিকরণবাদ প্রভৃতি চালাইতে যাওয়া ভোগদৃষ্ট বৃন্দাবনের মধ্যে দ্বিতীয় উৎপাতের উৎপাত। এইরূপ উৎপাতেরও উচ্ছেদ হওয়া আবশ্যক। ভোগোন্মুখতা ব্রহ্মবাদ নহে, আর ভোগানেত্রে দর্শনীয় বস্তুও শ্রীধাম বৃন্দাবন বা শ্রীধামের উপকরণ নহে। অবশ্য এইরূপ সূক্ষ্ম অপ্রাকৃত বিচার সাধারণের বস্তিকে প্রবেশ করা জন্ম-জন্মান্তরের অপেক্ষা করে।

দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না করিলে সৎসঙ্গের সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য সাধুগণ জীবের দুঃসঙ্গ নির্দ্ধারণ করেন। গোপালের ন্যায় বানরদিগকে কোন একটী বৃহৎ স্থানে আবদ্ধ করিয়া ভগবৎপ্রসাদাদি দিলে তাহারাও জন্মজন্মান্তরে মনুষ্য হইয়া হরিসেবার প্রবৃত্তি লাভ করিতে পারিবে, অনর্থক বানর বধ করিতে হইবে না। সঙ্গপ্রভাবে জীবের সামাজিক উন্নতি ঘটে বা সঙ্গদোষে সভ্য মানবও পশু-বৃত্তিকে সর্ব্বোত্তম মনে করে। বোড়াের সহিস-কোচম্যান-গুলিও ন্যূনাধিক ঘোটকস্বভাব লাভ করে, শিক্ষকগণও অনেকস্থলে বানরভাব লাভ করে, ব্যাঘ্রবিধ্বংসী ন্যায়কান্ত বাবুও ব্যাঘ্র-সিংহের স্বভাবে আপনাকে 'সোহংবাদী' বলিয়া পরিচয় দিতেন। সঙ্গই—সংসৃতি ও মুক্তির হেতু। জৈনগণ

মানবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র অবর জীবের রক্ত-প্রভাবে মানব-শোনিত দ্বারা ছাগ বা ঘাটবলের তৃপ্তিসাধন করেন। পশুবলে সঙ্কীর্ণতা-উপপাতকগ্রস্ত হইতে হয়।

—:০:—

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

গত ৩১শে আষাঢ় ১৫ই জুলাই সোমবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় 'আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ' গ্রন্থের লেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্বের ও মধ্বসম্প্রদায়-বৈভবের বিভিন্ন তথ্যোপকরণ সংগ্রহের জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র বাবু সময় সময় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নানা-প্রকার তথ্য সংগ্রহের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ যখন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণে গমন করেন, তখন রাজেন্দ্র বাবুও শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরামানুজাচার্য্যের সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন, তাহা রাজেন্দ্র বাবু সেইকালে ও পরবর্ত্তী সময়ে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন বঙ্গদেশে শ্রীরামানুজাচার্য্য সম্বন্ধে কোন আলোচনা বা গ্রন্থাদি আদৌ ছিল না, তখন শ্রীল প্রভুপাদ রামানুজাচার্য্যের সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য সম্বন্ধে আধুনিক যে দুই তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারও বহু পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত সজ্জনতোষণী পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে শ্রীরামানুজাচার্য্যের চরিত্র আলোচনা করেন।

ইতঃপূর্ব্বে রাজেন্দ্র বাবু তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে নিবদ্ধ করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে বেদান্ত সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজেন্দ্র বাবুর 'আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ' নামক পুস্তকে রামানুজ ও শঙ্করের যে দুইটী কোষ্ঠী সন্নিবেশ হইয়াছে, সেই কোষ্ঠীদ্বয়ের গণনা-কার্য্যও শ্রীল প্রভুপাদের ইঙ্গিতক্রমে সম্পাদিত,—ইহা রাজেন্দ্রবাবু তাঁহার 'শঙ্কর ও রামানুজে'র প্রথম সংস্করণে স্বীকার করিয়াছেন। গত শনিবার দিবস তিনি ব্রহ্ম-মধ্ব-আম্নায়-পরম্পরা, মধ্বসম্প্রদায়ের বিভিন্ন মঠাম্নায়, মধ্বের জীবনী সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য, মধ্বের সমস্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রভৃতি বহু বিষয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে জানিয়া লিখিয়া লইয়া গিয়াছেন। রাজেন্দ্র-বাবু বর্ত্তমানে "নৈষ্কর্ম্ম-সিদ্ধি"র যে একটী ভূমিকা লিখিতেছেন, তাহা তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পড়িয়া শুনাইলে তাঁহারাচার্য্যের পাত্রত্ব নিরূপণ, অনুমানকাল এবং শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীধর, শ্রীমন্মধাপ্রভু, শ্রীজীব, শ্রীবলদেব প্রভৃতি 'বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত'কে অবৈধভাবে খর্ব্ব করিবার চেষ্টার প্রভুপাদ তাঁহার অযৌক্তিক কল্পনায় অনুমোদন করেন নাই। রাজেন্দ্র বাবু শঙ্কর সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাসক্ত মনে হয়। তিনি ঐ প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ ও নাস্তিক্যবাদের যুক্তিযুক্ত খণ্ডনগুলিকে তত নিরপেক্ষতার দৃষ্টিতে দেখেন না। যাহা হউক, রাজেন্দ্র বাবুর অধ্যবসায় প্রশংসনীয়; তবে শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, পরম সত্যের প্রতি অধ্যবসায় থাকিলেই উহার সার্থকতা। সেদিন পণ্ডিত রাজেন্দ্র বাবুও বৈষ্ণবের শ্রেতশ্রাদ্ধাদি নাই, শ্রেতশ্রাদ্ধ দ্বারা পূর্ব্বপুরুষের কেবল অধমলোকান্তর শ্রবণ হয়—এই কথা প্রভুপাদের নিকট হইতে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং যেহেতু ইহা বৈষ্ণবশাস্ত্রের ব্যবস্থা এবং মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের পরমোপাদেয় আত্মনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, সুতরাং ইহা সাম্প্রদায়িকতা, আর যেহেতু বৈষ্ণবসর্ব্বস্ববাদনিষ্ঠ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের শ্রেতশ্রাদ্ধাদি জগতের বৈষ্ণবসর্ব্বস্ববাদি-কর্ম্মসঙ্গি-গণগড্ডলিকার দ্বারা অনুসৃত, সেই হেতু তাহাই সমীচীন মত,—পণ্ডিত মহোদয়ের মুখে ইহা শুনিয়া আমাদের কেবল মহাপ্রভুর অনুবাদের-দয়াই স্মরণ হইতেছিল।

রাজেন্দ্র বাবু শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ৩য় ও ৪র্থ সংস্করণ দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, এইরূপ সংস্করণ সম্পাদনে প্রভুপাদের নিশ্চয়ই বিপুল পরিশ্রম হইয়াছে। ইহা বাস্তবিকই একটী পরমোৎকৃষ্ট সংস্করণ। এইরূপ বিপুল পরিশ্রমের সহিত সূচীপত্রাদি এবং অনুভাষ্যমধ্যে এত তথ্য সংগৃহীত থাকায় সমগ্র গ্রন্থটী যেন বৈষ্ণব-বিশ্বকোষে পরিণত হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবু 'গৌড়ীয়'-সম্পাদককে বলিলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ যে বৈষ্ণব-শাস্ত্র ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ত্তমানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিকবরের স্থান অধিকার

করিয়াছেন, ইহা বিরোধিব্যক্তিগণও একবাক্যে স্বীকার করেন। রাজেন্দ্র বাবু জানাইলেন, 'হিতবাদী'র শ্রীসতীশ-কুমার বসু রাজেন্দ্রবাবুকে অনেকদিনই বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে বৈষ্ণবশাস্ত্রের যদি কাহারও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য থাকে, তাহা হইলে উহা একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যের। তাঁহারা আরও বলেন, প্রভুপাদ যেরূপভাবে অসংখ্য বাধা-বিঘ্নের পর্ব্বত অগ্রাহ্য করিয়া একনিষ্ঠার সহিত আপন পথে চলিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে একজন অলৌকিকী-মহীয়সী-শক্তিসম্পন্ন পুরুষ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই কথা শুনিয়া 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক বলিলেন, যাহারা মনোধর্ম্মপরায়ণ—যাহাদের প্রাকৃত সত্যে বিবর্ত্ত বুদ্ধি, তাহাদের কথিত জ্ঞান-মন্দ নিন্দা, প্রশংসা সকলই মহাপ্রভুর বাক্যানুসারে 'মনোধর্ম্ম' মাত্র। একান্ত সত্যনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণ তাহাদের কথিত জ্ঞান বা মন্দের মতামত লইয়া জ্ঞান বা মন্দ হইয়া পড়েন না। তাঁহারা সর্ব্বদা অধিচলিত সত্য-ভূমিকা আশ্রয় করিয়াই ভগবৎ-সেবায় অধিষ্ঠিত আছেন। পণ্ডিত রাজেন্দ্র বাবু বলিলেন, তাহাদের মতামত লইয়া চলাফেরার আবশ্যক নাই সত্য, তবে বিরুদ্ধবাদীর মুখেও যদি কোন প্রশংসা শুনা যায়, তবে সেইরূপ প্রশংসার মূল্য অনেক বেশী। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় রাজেন্দ্র বাবুর সেই কথা অনুমোদন করিলেন। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, গোস্বামিপাদ-গণ অনেক সময়ে তাঁহাদের গ্রন্থের মধ্যে ভক্তিবিরোধী জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্করসম্প্রদায় প্রভৃতিরও প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। একবার শ্রীমধ্বাচার্য্যের শিষ্য শ্রীনরতীর্থ-পাদকে একজন পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্রীমধ্বাচার্য্য শঙ্করসম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করিয়াছেন, ভক্তিবিরোধী বৈশেষিকাদির কর্ণকাণ্ডীয় মত নিরাস করিয়াছেন, তথাপি শ্রীমধ্বাচার্য্য এবং মধ্বসম্প্রদায়ের আপনারা সেই সকল বিরোধিশাস্ত্র এবং বিরোধিসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের লেখনী হইতে আপনাদের সিদ্ধান্তসমর্থকতার প্রমাণস্বরূপে বাক্য উদ্ধার করেন কেন? ইহাতে কি আপনাদের গৌরব খর্ব্ব হয় না? তদুত্তরে শ্রীনরতীর্থপাদ বলিয়াছিলেন,—"আমাদের মত সাধু শাস্ত্র এবং সৎসম্প্রদায় ত' স্বীকার করেনই, অধিকন্তু যাঁহারা আমাদের মতের বিরোধী, তাঁহারাও এই মতগুলি স্বীকার করিয়া থাকেন,—ইহা প্রচার করিবার জন্যই আমরা বিরোধিসম্প্রদায়ের বাক্য উদ্ধার করিয়া থাকি। বিরোধিসম্প্রদায় ঈর্ষাপরায়ণ বা অজ্ঞানান্ধ হইয়া যে সকল সত্যকথা বুঝিতে পারেন নাই, সেইসকল অজ্ঞতা আমরা প্রমাণরূপে উল্লেখ না করিলেও তাহাদের ঈর্ষান্বিত চক্ষুও যে মহামহত্ত্বের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারে নাই, তাহা প্রদর্শন করিয়া অল্পমতি সাধারণের নিকট সত্যের গৌরব স্থাপনের জন্যই আমরা বিরুদ্ধ-পক্ষের বাক্যকে আমাদের অনুকূল প্রমাণরূপে গ্রহণ করি।" সত্যের বিরোধিব্যক্তিগণের মৎসর চক্ষুও যে বর্ত্তমানযুগের গৌড়ীয়সম্প্রদায়বৈভবসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্যের মহামহীয়সী অতি-মর্ত্ত্যা শক্তি ও অলৌকিক সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞান-বেদনের অপ্রাকৃত প্রতিভা-পরাকাষ্ঠার প্রবল প্রভা দর্শনে তাঁহারই কৃপায় একান্ত অন্ধ হইয়া থাকিতে পারে নাই, ইহা তাহাদের বাক্য হইতে আমরা অনুকূলভাবে সংগ্রহ করিয়া গৌরসুন্দরের চরণে তাহাদের বিবর্ত্তবুদ্ধি অপনোদনের জন্য প্রার্থনা জানাইতে পারি।

বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ

কটক র‍্যাভেন্‌স কলেজের ইতিহাস শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান ইতিহাস-পরীক্ষক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ মহাশয়ের জননী ঠাকুরাণীর স্বধাম প্রাপ্তির একাদশাহে পরমভাগবত ভক্তিসুধাকর সান্যাল মহাশয় আচার্য্যের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শুদ্ধ বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ব্যবস্থানুসারে মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য দ্বারা জননীর বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ-কৃত্য সমাপন করিয়াছেন। অধ্যাপক পরমভাগবত সান্যাল মহোদয় প্রাক্তন পরিচয়ে বিশেষ আভিজাত্যসম্পন্ন বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজের একটী বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং মাতাপিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। স্মার্ত্ত সমাজের প্রস্তাবিত প্রেতশ্রাদ্ধাদি ভক্তিমার্গী বর্ণাশ্রমী বৈষ্ণবের ভক্তির অনুকূল নহে—ইহা সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য হইতে হৃদয়ে ঐক্য করিয়া অধ্যাপক সান্যাল মহোদয় সার্ব্বভৌম্যাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুপাদের আদিষ্ট শাস্ত্রীয় বিধানকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও সনাতন শাস্ত্রের শাসনরূপে অবনত শিরে গ্রহণ করিয়াছেন। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে তিনি মহাপ্রসাদ দ্বারা যথাশাস্ত্র

পিণ্ডাদি প্রদান-কার্য্য এবং বৈষ্ণবসভ্যমধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা, শ্রীচরিতামৃত প্রভৃতি শ্রীগ্রন্থ পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন মহামহোৎসব সংযোগে জননী ঠাকুরাণীর স্বধামগত আত্মার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধোপলক্ষে পরমভাগবত অধ্যাপক মহোদয় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠেও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবানুগতো বিরাট নামসঙ্কীর্ত্তন মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করাইয়াছেন। গত ৪ঠা শ্রাবণ শনি ১ম দিবস কটক শ্রীনন্দিদানন্দ মঠে এবং কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে উক্ত বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিপুল নামসঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠে গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক, বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচার-সংস্থাপক আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় ঐ দিবস অপরাহ্ণে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ-লীলা এবং সর্ব্বশেষ মহাপ্রভু দ্বারা ঠাকুর হরিদাসের অপ্রকট মহামহোৎসবানুষ্ঠান-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল। এতৎপ্রসঙ্গে বৈষ্ণব শ্রাদ্ধের দ্বারাই যে প্রকৃত প্রস্তাবে পিতৃপুরুষগণের প্রতি অনাবিল ও অসামান্য শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয় এবং পিতৃপুরুষগণের আত্মা পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে, তাহা নানাপ্রকার শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছিল। পূজনীয় পিতৃপুরুষগণকে "কৃষ্ণদাস আত্মা" চিন্তা করিবার পরিবর্ত্তে প্রেতাদি কল্পনা করিলে পিতৃপুরুষগণের প্রতি অসম্মানই প্রদর্শন করা হয়। পিতা, মাতা; পিতামহ, মাতামহ বা তদূর্দ্ধ পুরুষগণকে তাঁহাদের উপযুক্ত বংশধর কিছুতেই 'প্রেত' সাজাইতে চাহেন না; কল্পনায়ও সেইরূপ কোন কথা চিন্তা করিলে পিতৃপুরুষগণকে অশ্রদ্ধাই করা হয়। জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ পরমাত্মার বিভিন্নাংশে জীবাত্মা বা কৃষ্ণদাস। সেই কৃষ্ণদাসস্বরূপ পূর্ব্বপুরুষগণের আবৃত-আত্মার কর্ম্মদোষে নিকৃষ্টলোক-প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলেও তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ প্রদান করিলে তাঁহাদের ঊর্দ্ধগমন হইয়া থাকে এবং মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া আত্মা আনন্দে নৃত্য এবং শ্রাদ্ধকারী অধস্তনকে 'ধন্য' 'ধন্য' করিয়া থাকেন। এই বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধবিধান—সনাতন শাসন। আসুর-বর্ণাশ্রমিগণ দেহৈক-সর্ব্বস্ববাদে প্রমত্ত হইয়া প্রেত-শ্রাদ্ধাদিতে রুচি প্রদর্শন করিলেও আবহমানকাল হইতে শুদ্ধসনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী বৈষ্ণবর্ণাশ্রমাচার্য্যগণের মধ্যে ভক্তির অনুকূল বৈষ্ণববিধানানুযায়ী শ্রাদ্ধাদিরই ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে। সত্যযুগে মহারাজ ঔপরিচরবসু বৈষ্ণব-বিধানানুসারেই পূর্ব্বপুরুষ-গণের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবলীলা প্রকটনের পূর্ব্বেও ভক্তির অধিষ্ঠাতৃ আচার্য্য প্রাগ্বাধিক বিরোমণি শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু স্বয়ং সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ কর্ম্মবন্ধনমুক্ত ঈশ্বরবস্তু হইয়াও জগতে দৈব-বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণ-গৃহস্থের আদর্শ স্থাপনের জন্য বৈষ্ণব-বিধানানুসারেই পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান-লীলা আচরণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলের, ব্রাহ্মণসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াও এবং শান্তিপুরের ন্যায় নিষ্ঠাগত—স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণ-প্রধান-সমাজের মধ্যে বাস করিয়াও জগতে বৈষ্ণবের অসামান্য সৎসাহস, ন্যায়পরতা এবং পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা বা সম্মানের আদর্শ-পরাকাষ্ঠা স্থাপনের জন্য তিনি বৈষ্ণব বিধানে শ্রাদ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধপাত্র অর্পণ করিয়া-ছিলেন—বাহ্য বিচারে বর্ণাশ্রমের বহির্ভূত, ম্লেচ্ছের কুলে আবির্ভূত সদগ্র-ব্রহ্মকুলবন্দিতচরণ ঠাকুর হরিদাসকে। আচার্য্যের এই কার্য্য দ্বারা সাধারণ সমাজে অশান্তির সৃষ্টি হইবে এবং সাধারণ কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সমাজের লোক আচার্য্যের এই কার্য্যকে অশাস্ত্রীয় বলিবে, সুতরাং আচার্য্যের ঐরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়াই ভাল—ঠাকুর হরিদাস যখন দৈন্যভরে এইরূপ যুক্তি আচার্য্যের প্রতি বলিতে গিয়াছিলেন, তখন অদ্বৈতাচার্য্য নির্ভীকতার সহিত গুরুগম্ভীর নিনাদে ঠাকুর হরিদাসকে বলিয়াছিলেন,—

> "তুমি না করিহ ভয়।
> সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়॥
> তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।
> এত বলি' শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥"

শান্তিপুরের কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সমাজের কুপরামর্শে অদ্বৈতা-চার্য্যের এই আদর্শ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর যে সকল স্মার্তানুগ সন্তানস্তব গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া স্বতন্ত্র মত কল্পনা ও মহাপ্রভুর বিরোধ করিয়াছিলেন, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু সেই সকল স্বতন্ত্রমতকল্পনাকারিকে কোনমতেই আদর করেন নাই, শ্রীচরিতামৃতে ইহার ইঙ্গিত আছে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, বৈষ্ণববিধানানুসারে শ্রাদ্ধ

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণেরই জন্য, বর্ণাশ্রমী গৃহস্থের জন্য নহে; কিন্তু মহাপ্রভু সেইরূপ কল্পিত-ভোগোন্মুখতা শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদ ও পূর্ব্বাচার্য্যগণের দৃষ্টান্ত দ্বারা নিরাস করাইয়াছেন। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদ বিষ্ণুরহস্যের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—ঐকান্তিক সর্ব্বত্যাগী বৈষ্ণবগণের শ্রাদ্ধাদি কোন কৃত্যেরই আবশ্যক নাই, তাঁহারা পরম প্রীতিযুক্তচিত্তে শ্রীহরি কীর্ত্তন ও স্মরণনিষ্ঠ. এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কৃত্যেই তাঁহাদের স্বাভাবিকী রুচি নাই,—

এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কৃৎস্নতাঃ পরম প্রীত্যা কৃতানন্যায় রোচতে॥
(হঃ ভঃ বিঃ ২০৭ বিঃ)

অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণকে বঞ্চনা ও কর্ম্মবাসীর শ্রাদ্ধের নিরর্থকতা সম্পাদনের জন্য মহাপ্রভু যে গয়াধামে প্রেত-শ্রাদ্ধ করিবার অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই আদর্শের বল উঠাইয়া অনেকে প্রেতশ্রাদ্ধের পক্ষপাতিত্ব পোষণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই আদর্শের দ্বারা বৈষ্ণব জগতে কএকটী শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। মহাপ্রভু জানাইয়াছেন,—যতদিন জীব বৈষ্ণব সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ না পায়, বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত না হয়, ততদিনই তাহার অজ্ঞান-কর্ম্মসঙ্গিতা ও অজ্ঞতাক্রমে কর্ম্মজড়স্মার্ত্তসমাজের আচারের প্রতি নিষ্ঠা থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীপাদের সহিত সাক্ষাৎকার ও তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র-দীক্ষা-প্রাপ্তি-লীলার পূর্ব্বেই প্রেতশ্রাদ্ধ করিবার অভিনয় করিয়াছিলেন। পরে যখন মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীপাদের সহিত সাক্ষাৎকার-লীলা আবিষ্কার করিলেন, তখন ঐরূপ শ্রাদ্ধের অকর্ম্মণ্যতা জানাইয়া ঈশ্বরপুরীপাদকে বলিয়াছিলেন,—

"তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ হয় বিমোচন॥"

জগদ্‌গুরু মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে দীক্ষাপ্রাপ্তির অভিনয় করিবার আদর্শ প্রদর্শনের পর আর কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-বিধানানুযায়ী শ্রাদ্ধাদির আবশ্যকতা প্রচার করেন নাই। তিনি তখন শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের দ্বারা জানাইয়াছিলেন,—

"কিং ঘটৈর্ব্বহুভিঃ পিণ্ডৈর্গয়াশ্রাদ্ধাদিভির্মুনে।
যৈরর্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিত্রার্থঃ কিং দিনে দিনে॥"
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯১ সংখ্যাধৃত স্কান্দবাক্য)

যে স্থলে, যে সকল ব্যক্তি প্রতিদিন পিতৃগণের উদ্দেশে ভক্তিসহকারে শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, গয়াশ্রাদ্ধাদি বা বহু বহু পিণ্ডদানে তাঁহাদের কি প্রয়োজন? অর্থাৎ তাঁহাদের গয়া-শ্রাদ্ধাদির কোনই আবশ্যক নাই।

"সঙ্কল্পঃ চ তথা দানং পিতৃসেবার্চ্চনাদিকম্॥
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টেন্দ্রবৃথাং কুশধারণম্॥"
(স্কান্দে রেবাখণ্ডে)

যদি কোন ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রে উপদিষ্ট (দীক্ষিত) হন, তবে তিনি সঙ্কল্প, দান, পিতৃসেবাদির অর্চ্চন প্রভৃতি এবং কুশ ধারণ করিবেন না।

"প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগগ্রং ভগবতেঽর্চ্চয়েৎ।
তদ্ভোজয়েদ্বৈষ্ণবান্ বা শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥"
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৮৪ সংখ্যাধৃত কূর্ম্মপুরাণবাক্য)

ভগবদ্ভক্তিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রাদ্ধ দিনেও প্রথমতঃ ভগবানকে অন্ন প্রদান পূর্ব্বক সেই নিবেদিত অন্নের শেষভাগ দ্বারাই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন।

"যস্য বিজ্ঞাবিনির্ম্মুক্তং মূর্খং মত্বা তু বৈষ্ণবম্।
বেদবিদ্যোদ্যতো বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং তস্যাক্ষয়ং ভবেৎ॥"
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯১ সংখ্যাধৃত স্কন্দ পুঃ বাক্য)

বৈষ্ণবকে 'বিদ্যাহীন মূর্খ' মনে করিয়া বেদবিদ্‌গণকে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে বিপ্রকৃত সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

গয়া-শ্রাদ্ধ-লীলার দ্বারা মহাপ্রভুর দ্বিতীয় শিক্ষা এই যে, কোন সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র, অলৌকিক-চরিত্র মহাপুরুষবরের লোকবঞ্চনা কখনই সাধারণের অনুকরণীয় নহে এবং বিধি বা যুক্তি কখনই সেইরূপ অলৌকিক প্রেমভক্ত পুরুষবিশেষের চরিত্রের নির্ম্মলতা বা স্বাধীনতার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। সেইরূপ পুরুষবিশেষের চরিত্র অত্যন্ত নির্ম্মল হইলেও নিতান্ত স্বাধীন। তাঁহার অলৌকিক-চরিত্র লোকাবর্ত্তগত করিবার প্রয়াস করিতে গেলে বিপত্তি ঘটিয়া থাকে। শাস্ত্র ও সম্প্রদায়ের ব্যবস্থিত নিগড়-বিধি-সমূহ অলৌকিক পুরুষবিশেষকে কখনই শৃঙ্খলিত করিতে পারে না। ঐরূপ অলৌকিক পুরুষ ভারতাদি-সম্প্রদায়ের শিক্ষা এবং তাঁহাদের বিধি-ব্যবস্থার অতিব্যাপ্তি-দোষকে উপহাস করিবার জন্য যে বঞ্চনা করেন, তাহা দ্বারা ভারতাদিগণেরই পরীক্ষা হয়

অর্থাৎ উহাতে অনেক অনুরাগ মোহিত হয়, আর প্রকৃত দেবকগণ অলৌকিক পুরুষবরের চরিত্রের সৌন্দর্য্য দেখিতে পান। এই লীলা দ্বারা মহাপ্রভু আরও জানাইলেন,—বিদ্যালয়—বিদ্যার্থীরই জন্য, বিদ্যা-পারদর্শী মহামহোপাধ্যায়ের শিক্ষার জন্য নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আচরণ যে সাধারণের অনুকরণীয় নহে, তাহা তিনি শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের দ্বারাই বিধি-ব্যবস্থা স্থাপনা করিয়া নিরাস করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর স্বয়ং নিজ হস্তে শ্রীপুরুষোত্তমে মহাপ্রসাদ দ্বারা ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ-মহামহোৎসব সমাপন, সেই মহোৎসবে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদির ন্যায় আর্ত্তশিরোমণি ব্রাহ্মণগণ, পুরী, ভারতী প্রভৃতি মহা-আভিজাত্য ও গৌরব-সম্পন্ন সন্ন্যাসিগণ, শ্রীস্বরূপদামোদরাদি ভক্তিসিদ্ধান্তবিদ্‌গণের যোগদান প্রকৃতির আদর্শে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, মহাপ্রসাদাদি দ্বারা শুদ্ধবৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে সংকীর্ত্তন সহযোগেই শুদ্ধশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠেয়।

অধ্যাপক পরমভাগবত ভক্তিসুধাকর সান্যাল মহোদয়ের জননী ঠাকুরাণীর বৈষ্ণব-বিধানানুযায়ী শ্রাদ্ধে অধ্যাপক মহাশয়ের পূর্ব্বপরিচিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধববর্গও অনেকে যোগদান করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। সপরিবার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবন্ধু ভাদুড়ী, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী রায় প্রভৃতি মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতানিবাসী ও প্রবাসী সতীর্থ ভাতৃগণ, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণ সকলেই এই বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ-সংকীর্ত্তন মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীক্ষেত্রস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে, শ্রীআলালনাথ ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে, শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যমঠে, শ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে, শ্রীকুরুক্ষেত্র শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে, শ্রীনৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠে এবং শ্রীকাশীধাম শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠেও সঙ্কীর্ত্তনমুখে এই মহোৎসব অনুষ্ঠানের অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব-পুত্রই মাতাপিতার প্রকৃত শ্রদ্ধা জানেন। অবৈষ্ণব পুত্র শ্রাদ্ধাদির ছলে যে দেহাসক্তি বা ভোগপরতা প্রদর্শন করে, বৈষ্ণবদৃষ্টিতে তাহা দ্বারা শ্রাদ্ধার লাঘবই হয়। ভগবৎসেবকই যথার্থ মাতৃভক্তগণের শিরোমণি। পরম-ভাগবত অধ্যাপক সান্যাল মহোদয়ের এই আদর্শই বৈষ্ণবর্ণাশ্রমিগণের অনুসরণীয়।

ঘুবড়ীতে প্রভুপাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৪শ সংখ্যার পর)

শাস্ত্রী—আরোহবাদ কি একেবারে ছাড়া যায়?

প্রভুপাদ—যতদিন আমাদের নিজের শক্তির উপর—নিজের আত্মস্বরিতার উপর—নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করবার বুদ্ধি থাকে, ততদিন মানুষ ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হ'তে পারে না। প্রপত্তি বা শরণাগতি-বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত আমরা আরোহবাদকেই বহুমানন ক'রে থাকি। যখন নিজের ধার-করা-শক্তির ক্ষুদ্রতা—নিজের আত্মস্বরিতার অকিঞ্চিৎকরতা—নিজের চেষ্টার ব্যর্থতা বুঝতে পারি, তখনই আমরা শরণাগত হ'য়ে অবরোহবাদ স্বীকার করি। আপনি শ্রীমদ্ভাগবতে গজেন্দ্রের উপাখ্যান পাঠ ক'রেছেন। ঐ গজেন্দ্র পূর্ব্বে মদমত্ত হ'য়ে কতকগুলি উদ্যানের সরোবরে হস্তিনীগণের সঙ্গে যখন ক্রীড়াতে উন্মত্ত হয়েছিল, তখন সকল জলচর জীবের জীবনসঙ্কট উপস্থিত হ'য়েছিল। তা'র ভয়ে অন্যান্য প্রাণীরা তিষ্ঠান্যে দায় হয়েছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দৈবাৎ একটা মহা-বলবান কুম্ভীর এসে ঐ মদমত্ত গজেন্দ্রের পা কামড়ে ধরলে। হাতীতে ও কুমীরে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো, এমন যুদ্ধ হ'তে থাকল যে, একহাজার বছর কেটে গেল, তথাপি যুদ্ধ শেষ হয় না, দু'জনেই দু'জনের শক্তির বাহাদুরী দেখা'তে লাগ্‌ল। এদিকে গজেন্দ্রের বল ক্রমশঃই কমে আসতে

থাকুন, বল হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে মদমত্ততা, নিজ শক্তির বড়াই, বাহাদুরী সবই কমে যেতে লাগ্‌ল। গজেন্দ্র কুম্ভীরের গ্রাসে প'ড়ে আর কোন উপায় দেখ্‌তে না পেয়ে, একমাত্র ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করাই সব চেয়ে মঙ্গল স্থির করল। যতক্ষণ জীব ঐ মদমত্ত গজের ন্যায় নিজের ক্ষুদ্র অহমিকাকে বড় মনে করে—তা'ই উপর অহমিকা থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত সে আরোহবাদকে বহুমানন করে, আর যখন তা'র চিত্তে ভগবদাশ্রয়ের মহিমা উদিত হয়, তখন প্রপত্তি বা অবরোহবাদে তার চিত্ত ধাবিত হয়। সাধুগণ প্রপত্তির কথাই ব'লে থাকেন। তাঁ'রা অধিরোহবাদের উপদেশ দেন না। যিনি যত বড়ই হউন না কেন, অধিরোহবাদকে মঙ্গলের পথ মনে কর্‌লে তাঁর পতন অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়, অন্যাশ্রয়বুদ্ধি কখনও আমাদিগকে রক্ষা কর্‌তে পারে না,—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মগণেরই—কর্ম্মকাণ্ডীয়বুদ্ধি, তা'রা অন্যাশ্রয়বাদী—তা'রাই আরোহবাদী, আর মোক্ষবাদী জ্ঞানিযোগিগণ নিজের চেষ্টায় উঁচু হ'তে চান। "জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।" জ্ঞানী ব্রহ্ম হ'তে চান। ক্ষুদ্রের বড় হওয়ার পিপাসার নামই—আরোহবাদ। যোগী দু'চার-পাঁচ হাত উঁচু হতে চান,—বিভূতি বা কৈবল্য লাভ কর্‌তে চান—এ সকলই আরোহচেষ্টা। এতে জীব—

"আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

আমরা যে যেখানে আছি, সেখান থেকে আরোহবাদী জ্ঞানী হওয়ার দরকার না ক'রে—আরোহবাদী কর্ম্মী-যোগী হওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি না ক'রে—বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা দ্বারা তাড়িত হ'য়ে সাধুর কথা শ্রবণ করি, তা'হলেই অচিরে আমাদের কাছে ভিড় হ'বেন। যতটা পণ্ডিত আছি বা মূর্খ আছি—যে যেখানে আছি, সেখানে থাকা কালেই সাধুদিগের মুখ-দ্বারে অবতীর্ণ বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে আমরা পরিচ্ছিন্ন ভূমিকায় অর্থাৎ কুণ্ঠরাজ্যে বাস কর্‌ছি, আমরা যদি এখানে আমাদের mental speculation নিয়ে শাস্ত্র বিচার কর্‌তে আরম্ভ করি, তা'হলে আমরা বঞ্চিত হ'ব। 'বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার দ্বারা তাড়িত হ'য়ে শাস্ত্র আলোচনা করা' মানে—শাস্ত্রকে আমাদের অধীন ক'রে ফেল্‌তে চাওয়া, কিন্তু শাস্ত্র—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—কৃষ্ণের অবতার। তিনি বল্‌ছেন,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

মায়ার প্রভু হওয়ার জন্য যে চেষ্টা, সেটা—কর্ম্মকাণ্ড। প্রভুমদমত্ত হয়ে যে উপদেশ দান কর্‌বার অভিনয় করি, তাতে আমরা বঞ্চিত হই, শাস্ত্র আমাদের কাছে প্রকাশিত হন না। শাস্ত্র শরণাগতের কাছেই প্রকাশিত হন,—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

যাঁর ভগবানে উত্তমাভক্তি, পরাভক্তি অর্থাৎ কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদিশূন্য অহৈতুকী ভক্তি আছে, আবার যেমন ভগবানে তেমনি শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, তাঁর কাছেই শ্রুতির তাৎপর্য্য প্রকাশ পেয়ে থাকে। মহাপ্রভুর উপদেশ—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

যে সময় 'তৃণাদপি সুনীচ' থাকা যাবে, সেই সময়ই হরিকীর্ত্তন হ'বে; একটুকু উঁচু হতে চাইলেই কীর্ত্তন হতে ছুট দেতে হবে।

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষ্বপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

যখন অন্বয়জ্ঞান উপস্থিত হয়, তখন Rupture (সংঘর্ষ) ব'লে কোন কথা এসে উপস্থিত হয় না।

শাস্ত্রী—"মায়াঞ্চ ভগবদাশ্রয়াম্" এই স্থানে 'চ' শব্দের দ্বারা 'ভগবান্' ও 'মায়া' দুইটী পৃথক্ তত্ত্ব লক্ষিত হচ্ছে?

প্রভুপাদ—'চ' শব্দের প্রয়োগ দেখে কেউ কেউ মনে কর্‌তে পারেন,—ভগবান্ একটী, আর মায়া আর একটী, এই দুটো জিনিষ; কিন্তু তা' নয়। 'চ' শব্দের প্রয়োগের তাৎপর্য্য—মায়া কৃষ্ণেরই শক্তি, কৃষ্ণকে নির্দ্দেশ ক'রে 'মায়া' বলা যায় না অথচ 'মায়া' কৃষ্ণ ছাড়া বস্তু নয়। চতুঃশ্লোকীতে এই কথাটী এইরূপভাবে বলা হ'য়েছে,—

"যত্তেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।"

মায়া ভগবানের বাইরের অঙ্গের একটা শক্তি। শ্রীধর-

স্বামী টীকায় বলছেন,—'তদপাশ্রয়াং ঈশ্বরাশ্রয়াং তদধীনাং মায়াকার্য্যপরং'। জীব পূর্ণপুরুষের শক্তি—স্বয়ং পূর্ণপুরুষ নহে। পূর্ণপুরুষ কখনও মায়ার দ্বারা অভিভূত হন না; যেহেতু পূর্ণপুরুষের অধীনা—'মায়া'—

"মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

যারা দরিদ্রতাকেই 'নারায়ণত্ব' বলে, তা'রা নারায়ণের মায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে কর্ম্মকাণ্ডী হ'য়ে পড়ে—ভগবৎসেবা হ'তে বিচ্যুত হয়। নারায়ণ কখনও মায়া-বশীভূত হন না—লক্ষ্মীপতি নারায়ণ কখনও 'দরিদ্র' হন না—ব্রহ্ম কখনও মায়ার কাঁধে প'ড়ে কাঁদেন না; এসকল কথা শ্রীচৈতন্যদেব খুব ভাল ক'রে জানিয়েছেন। ক্ষুদ্র জীবই কৃষ্ণ-বিস্মৃতি-ফলে আপনাকে কখনও দরিদ্র, কখনও ধনী, কখনও রাজা, কখনও প্রজা, কখনও বুভুক্ষু, কখনও মুমুক্ষু, কখনও যোগী, তপস্বী মনে করে; অণুচিৎ জীবেরই মায়া-দ্বারা অভিভূত হবার যোগ্যতা। নারায়ণ দরিদ্র হন, ব্রহ্ম মায়ার কাঁধে প'ড়ে কাঁদেন—এই সকল কল্পিত দুষ্টমত নিরাস করবার জন্যই শ্রীভাগবত ব'লছেন,—তা' নয়, ঐ পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণের বিস্মৃতি-ফলে জীব মায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে, "আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্ পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।" জীব 'পর' হয়েও অনর্থকে বহুমানন করে। 'আমি দরিদ্র,' 'আমি ধনী' ইত্যাদি জ্ঞানই অনর্থ বা স্বরূপ-বিস্মৃতি। 'পর' অর্থে—ভগবানের বাতিরিক্ত অর্থাৎ তটস্থ হ'য়েও মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা-বৃত্তি দ্বারা আবদ্ধ হ'য়ে জীব আপনাকে দরিদ্রাদি বিচার করে; সুতরাং এটা নারায়ণের দরিদ্রতা-প্রাপ্তি নয়, জীবের কৃষ্ণ-বিস্মৃতিফলস্বরূপ মায়া-কবলিত হ'য়ে অনর্থের বহুমানন। যা'রা নারায়ণের দরিদ্রত্ব কল্পনা করে, তা'রা অনর্থগ্রস্ত জীব। তাই ভাগবত বলছেন,—এই অনর্থ-ব্যাধি উপশমের মহৌষধি—অধোক্ষজে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগ :—

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।"

অক্ষজ-বস্তুর সেবায় প্রবৃত্ত হওয়া কৈতবমাত্র। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি বুভুক্ষা ও মুমুক্ষারূপ কৈতবধর্ম্মের আশ্রিত হ'য়ে কখনও ভগবানের সেবা লাভ করা যায় না। কর্ম্মাবৃত, জ্ঞানাবৃত, যোগাবৃত, তপস্যাবৃত বিদ্ধভক্তি সাক্ষাদ্ভক্তিযোগ নহে; সুতরাং উহা অধোক্ষজের পাদপদ্ম স্পর্শ করতে পারে না। কাজেই অধোক্ষজে সাক্ষাদ্ভক্তি-যোগ না হওয়া পর্য্যন্ত অনর্থেরও উপশম হয় না, অনর্থের উপশম না হওয়ায় ফলে অনর্থগ্রস্ত জীব নানা প্রলাপ ব'কে থাকে—নারায়ণের দরিদ্রত্ব দর্শন করে। কেবলাভক্তি বা সেবোন্মুখবৃত্তির দ্বারা—approaching tendency নিয়ে কাণ দু'টোকে সর্ব্বদা সাধুর কাছে খাড়া ক'রে রাখলে একমাত্র সে জগতের বস্তুর খবর পাওয়া যায়। বিষ্ণু-পর-তত্ত্বকে ইতরদেবতাসমান কল্পনা করা অনর্থ-ব্যাধিরই একটী স্বভাব, তাই সুচিকিৎসক ব্যাসদেব তাঁর নিদান-গ্রন্থে সাবধান ক'রেছেন,—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কলুষবিনাশী বিষ্ণু-নাম-মন্ত্রে শব্দসামান্য-বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সমবুদ্ধি করে, সে—নারকী।

এসব কথা বল্লেই যাঁদের বাস্তবসত্যে মুহূর্ত্ত আদর নেই, তাঁ'রা বলবেন,—বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিষ্ণুকে বড় ক'রে তুলেছেন, শৈবশাস্ত্রে শিবকেই বড় ক'রে বলা হয়েছে, শাক্তগণ শক্তিকেই সব চেয়ে বড় ব'লেছেন, গাণপত্যগণ গণপতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লেছেন, সৌরগণ সূর্য্যকে শ্রেষ্ঠ বলছেন, সুতরাং সবই সমান। যে যার দেবতাকে বড় ক'রে সাজিয়েছে। বেদশাস্ত্রে অগ্নি, বায়ু, বরুণ, বিষ্ণু—সকলেরই যখন কথা আছে, তখন বিষ্ণু ইতর দেবতাগণেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত,—এরূপ কথা বাস্তব-সত্যে বা অন্বয়জ্ঞানে বিশ্বাসের অভাব হ'তেই অনর্থযুক্ত ব্যক্তির বিচার এসে উপস্থিত হয়; এটা একটা Sophistry বা একপ্রকার Scepticism (সন্দেহবাদ) Sophistগণ ব'লে থাকেন,—"The (individual) man is the measure of all things." Different men judge differently and one man's opinion is as good as another. "So many men, so many minds" 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।' এঁকে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ 'relativism' বলে, কারণ It makes our opinions about things to be

relative to our mental constitutions. এরা empericism (অভিজ্ঞতাবাদ) হ'তে প্রসূত Scepticism (সন্দেহবাদ) অথবা agnosticism (অজ্ঞেয়তাবাদ) এর প্রকারভেদ। এতে Absolute Truth বা বাস্তব সত্যের প্রতি আদর নেই—মুখে আদর দেখালেও কার্য্যতঃ নেই। এরকম নাস্তিকতার প্রকারভেদ, যাঁরা বাস্তব-সত্তাশ্রয়িগণ—নির্ভেদর, তাঁরা বলেন,—

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

কৃষ্ণই—অখিল রসামৃতসিন্ধু। পাঁচ প্রকার রসে তত্তন্নিত্য-মুক্তিকভক্তগণের অনুগত হ'য়ে তাঁর সেবা করতে হবে।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং

রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।

শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

এ সকল উপলব্ধি যিনি করিয়ে দেন, তিনিই দিব্য-জ্ঞানপ্রদাতা গুরুদেব; সেই গুরুদেবের নিকটই উপনীত হ'তে হবে,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।

শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"

হরিকথা বা ভাগবত এইরূপ গুরু-বৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করতে হবে। কেবল অনুস্বার-বিসর্গওয়ালা বাক্তির নিকট নহে—পত্রোপদেশে পণ্ডিতের নিকট নহে, আচরণ-শীল ভাগবতের নিকট,—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।

এতদর্থ আজ্ঞা কৈল চৈতন্য-চরণে॥

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।

তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র তরঙ্গ॥"

অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন করতে হ'বে। মহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন,—'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। 'সদা' শব্দে কালের কোন ব্যবধান নেই, থাকা যাচ্ছে। মানুষের মুহূর্ত্ত মাত্রও অন্য কোন কাজ নেই—কর্ত্তব্য নেই, হরিকীর্ত্তন ছাড়া। এমন কি, পশু-পক্ষীর কাছেও হরিকথা কীর্ত্তন করতে হবে। অনভিজ্ঞ লোকে আমাদিগকে উন্মত্ত বলুক, অন্ধ বলুক, ক্ষতি নাই—

পরিবদতু জনো যথা তথা বা

নহু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।

হরিরসমদিরামদাতিমত্তাঃ

ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ॥

আপনাকে অনেক কষ্ট দিলুম। আপনি যখন ভাগবত আলোচনা করেন, তখন আপনি এ সকল অনেক কথাই শুনে থাকবেন।

শাস্ত্রী—যদি আপনার ন্যায় গুরু পাই, তবেই ভাগবত আলোচনার সম্ভব। আপনি আমাকে যথেষ্ট কৃপা করলেন। ভক্তির স্বরূপটী জানাইয়া দিন।

প্রভুপাদ—কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে যখন অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ও বিবর্ত্তবাদ বিচার এবং চিদ্বিলাস-সিদ্ধান্তের কথামাত্র উল্লেখ ক'রেছিলাম, তখন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কিছু চিদ্বিলাসের কথা শুনতে চেয়েছিলেন।

শাস্ত্রী—মহামহোপাধ্যায় প্রমথ নাথ তর্কভূষণ আমার বৈবাহিক।

প্রভুপাদ—এবার কুরুক্ষেত্রে সমবেতগণকে সূর্য্যোপরাগ-ছলে পূর্ব্বকালে যে রাধাগোবিন্দের মিলন হ'য়েছিল, সেই অভিনয়ের সেবা করবার জন্য, সেই লীলার উদ্দীপনার জন্য বাংলাদেশ হ'তে আমরা বহুলোক তথায় যাচ্ছি। এবার সূর্য্যগ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে সেই ভাগবতী লীলার অভিনয় হবে। আপনার অতিরিক্ত সময় হ'য়ে যাচ্ছে, আপনাকে আর আমি কষ্ট দিতে চাই না। আমাদের অন্য কাজকর্ম্ম নেই, আমরা এ সকল কথা নিয়েই দিনরাত্রি কাটাতে পারি।

শাস্ত্রী—এতে আমার কোনই কষ্ট হচ্ছে না, বরং আপনার উপদেশ লাভ ক'রে আমি আজ ধন্য হ'লাম।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই কথা বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং যাইবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে 'হারমনিষ্ট-সঙ্কলনত্রোষধি,' 'গৌড়ীয়' এবং 'নদীয়া-প্রকাশ'—এই পার-মার্থিক পত্রগুলি উপহারস্বরূপ প্রদান করিলেন। 'দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশ' দর্শনে শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—আপনাদের দৈনিক কাগজও আছে! পরমার্থবিষয়ের দৈনিক কাগজ! বিশেষতঃ বাংলার মত স্থানে সম্পূর্ণ নূতন ও অভিনব!

প্রভুপাদ—মহাপ্রভুর আদেশ,—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" লোকে রোজ রোজ হরিকথা শুনুক। জগতের লোক প্রত্যহ গ্রাম্যকথা শুনবার জন্য গ্রাম্যবার্ত্তাবহ পাঠ ক'রে থাকে, পরস্পর দেখা-শুনা হ'লে গ্রাম্য আলাপ ক'রে থাকে, গ্রাম্যবার্ত্তার আবহাওয়া তাহাদিগকে সব সময়ই ঘিরে রেখেছে। আমরা বলছি,—রোজ রোজ চৈতন্য-কথা শ্রবণ করুক, পরস্পর দেখা-শুনা হ'লে চৈতন্য-কথা আলাপ-প্রলাপ করুক, অনুক্ষণ চৈতন্য কথার আবহাওয়ার ভিতরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করুক, জগতে যেন চৈতন্য-কথা ছাড়া আর অচৈতন্য-কথা না থাকে। চৈতন্যানুশীলন অনুক্ষণ সঞ্জীবিত রাখতে হ'লে আমাদিগকে অনুক্ষণ চৈতন্যের কথার ভিতরে থাকতে হবে। আজ অচৈতন্যবাদী বহু লোকের বাধা এবং বহু লোকের পরিশ্রম, অর্থব্যয় স্বীকার ক'রে প্রত্যহ—অনুক্ষণ হরিকথা-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হচ্ছে। অচৈতন্য বিশ্ব এখন অনর্থ-রোগে প্রপীড়িত হ'য়ে রয়েছে—এখন অচৈতন্যতার নেশায় আচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে যে, তার মঙ্গলের উপদেশ গ্রহণ করবে না, আর যাহাকী সব করবে, চৈতন্য-কথা কিছুতেই শুনতে চাইবে না। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি—সব খরচ ক'রে অচৈতন্য কথা শুনবে—নিজের অমঙ্গল নিজে ডেকে আনবে—কুপথ্য খেয়ে খেয়ে রোগ আরো বৃদ্ধি করবে—শেষে নরকে চলে যাবে, তথাপি রোজ রোজ একটুকু ক'রে চৈতন্যের কথা শুনলে কত মঙ্গল হ'তে পারে—কত সুবিধা হ'তে পারে, সেই মঙ্গল—সেই সুবিধা কিছুতেই নেবে না। কিছুতেই মঙ্গল নেব না—এটা যেন প্রতিজ্ঞা ক'রে তারা বসে রয়েছে। তথাপি অচৈতন্য জগতের সমস্ত বাধা-বিপত্তির পাহাড় যেন উপড়ে ঠেলে ফেলে চৈতন্য ভক্তগণ রোজ রোজ চৈতন্যের বার্ত্তাবহ নদীয়াপ্রকাশকে জগতে প্রকাশ করছেন।

শাস্ত্রী—পারমার্থিক বৈনিকপত্র বাস্তবিকই বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা!

শাস্ত্রী মহাশয় এই কথা বলিয়া পুনরায় প্রভুপাদকে প্রণতি-সম্ভাষণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয় পুনরায় সিদ্‌লী স্বাধীনরাজের বাংলায় (যে স্থানে প্রভুপাদ খুরকীতে থাকা-কালে অবস্থান করিতেছিলেন) আগমন করিয়া গৌড়ীয়-সম্পাদকের নিকট শাস্ত্রী মহাশয়ের অনূদিত ও ব্যাখ্যাত 'নারদীয় ভক্তিসূত্র' গ্রন্থখানি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীকর-কমলে অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করিবার জন্য দিয়া গেলেন।

পরিশিষ্ট

[শ্রীব্যাসপূজা-গৌড়ীয় সংখ্যায় (২৯শ ও ৩০শ) কয়েকটী সংস্কৃত প্রশস্তিপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা দেবভাষায় লিখিত বলিয়া অনেকে সহজে ঐসকল প্রশস্তিপত্রের অর্থ ও অলঙ্কার-মাধুরী উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সপ্তম বর্ষ সমাপ্ত-প্রায় হওয়ায় পূর্ব্ব-প্রকাশিত বিষয়গুলির অবশিষ্টাংশ সমূহ পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল]

(১)

(শ্রীধাম-মায়াপুর পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রশস্তিপত্রের অনুবাদ)

হে দেব, অহো আধি-ব্যাধি-প্রতাপ-প্রপীড়িত, পাপানলসন্তপ্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত এই ভূমণ্ডল আপনার দ্বারা বিভূষিত হওয়ার জন্য হইয়াছে। হে বৈকুণ্ঠমহাজন, প্রভুবর, আপনি স্বেচ্ছাক্রমে প্রপঞ্চে উদিত হইলে আপনাকে ধারণ করিয়াই এই পৃথিবীর 'বসুন্ধরা'-নাম সার্থক হইয়াছে এবং তাহার পরম সমৃদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে। ১।

হে ভগবন্, অদ্য প্রস্ফুটিত আম্রমুকুলের সৌরভযুক্তা বসন্তলক্ষ্মী কোকিল-নিনাদচ্ছলে আপনার স্বাগত সম্ভাষণ, ভ্রমরগণের গুঞ্জনচ্ছলে আপনার শুভ বিজয় গান এবং মলয় কাশ-পুষ্পসমূহের প্রকাশচ্ছলে নিজ হৃদয়ের পরমহর্ষনিনাদ প্রকাশ পূর্ব্বক মলয়ানিল-সঞ্চালনে আপনার সেবা-কার্য্য করিতেছে। ২।

হে দেব, আপনি জগদ্বন্দিত পরমহংস (অপর অর্থ—পরম-শ্রেষ্ঠ, হংস-সূর্য্য) এবং দ্বিজেশ্বর (অপর অর্থ—চন্দ্র) আপনি অপার করুণাবশতঃ অন্ধ কৃষ্ণপক্ষে (অপর অর্থ—বৈষ্ণবগণের সঙ্কটস্থিতরূপে) গৌড়গগনে উদিত হইলে আপনার বিশুদ্ধ যশঃপ্রভায় নিখিল বিশ্বের বাহ্য অন্ধকার ও পরবিদ্যাপ্রভাবে আভ্যন্তরীণ অন্ধকার চিরকালের জন্য বিদূরিত হওয়ায় সূর্য্যচন্দ্রের আর কোন আবশ্যকতা না থাকায় বিধাতা তাহাদের চতুর্দ্দিকে পরিধি-রচনাচ্ছলে তাহাদের ব্যর্থতা জ্ঞাপন করিতেছেন ॥ ৩ ॥

(এই শ্লোকটিতে একপক্ষে শ্রীল প্রভুপাদকে এবং অন্যপক্ষে পক্ষিরাজ গরুড়কে স্তুতি করা হইয়াছে। নিম্নে উভয় পক্ষেরই ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল) :—

প্রভুপাদপক্ষে

হে কৃষ্ণাসক্ত, মহাবল, (প্রভুপাদ,) আপনার চিত্ত সর্ব্বদাই বিনতজনগণের আনন্দ প্রদানে নিযুক্ত, সুতরাং আপনি সপত্নগণকর্ত্তৃক (অর্থাৎ বিদ্বেষিগণ কর্ত্তৃক অথবা সপত্নী মহামায়া কর্ত্তৃক) তাঁহাদের ভক্তিমার্গে আক্রমণ দর্শন করিয়া তদপনোদনের জন্য কৃষ্ণনামরূপ অমৃত আনয়ন করিলে অন্ধ দ্বিজগণ (ভক্ত ব্রাহ্মণগণ) সানন্দে আপনার পদারবিন্দযুগলের বন্দনা করিতেছেন এবং আপনি তাঁহাদের প্রভুরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া দ্বিজগ অর্থাৎ কুটিলমতিজনগণকে শাস্তি প্রদান করিতেছেন।

গরুড়পক্ষে

হে কৃষ্ণাসক্ত, মহাবল, (গরুড়,) আপনার চিত্ত সর্ব্বদা বিনতার আনন্দ প্রদানে নিযুক্ত থাকায় সপত্নী কর্ত্তৃক মাতার (বিনতার) পরাভব দর্শনে তদপনোদনের জন্য আপনি ভক্তিবশতঃ স্বর্গ হইতে অমৃত আনয়ন করিলে অন্ধ দ্বিজগণ (পক্ষিগণ) সানন্দে আপনার পদারবিন্দযুগলের বন্দনা করিতেছে এবং আপনি তাহাদের প্রভুরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া দ্বিজগ অর্থাৎ সর্পগণকে শাস্তি প্রদান করিতেছেন। ॥ ৪ ॥

হে দেব, দেবব্রতোৎপাদিকা অর্থাৎ ভীষ্মজননী, সুবিমলা, রসযুক্তা (মধুররসান্বিতা), ত্রিলোকবন্দিতা, বিষ্ণুপদপ্রসূতা দিব্যা গঙ্গাদেবী যেরূপ ব্রহ্ম-শঙ্করাদি কর্ত্তৃক সম্মানিতা হইয়া জীবগণের দুষ্কৃতি বিনাশের জন্য কৃপা সহকারে ক্রমশঃ মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণা হইয়া সমপ্রার্থিজনগণের চিরমঙ্গল প্রদান করিতেছেন, সেইরূপ দেবব্রতোৎপাদিকা (কৃষ্ণসেবাজননী), সুবিমলা, দিব্যা, ত্রিলোকবন্দিতা, রসযুক্তা (ভক্তিরসান্বিতা), বিষ্ণুপদোদ্ভবা অর্থাৎ বিষ্ণুবিষয়ক পদ সমুদ্ঘটিতা আপনার এই বাণী ও প্রথমে ব্রহ্মমহেশ্বরাদি-কর্ত্তৃক সম্মানিতা হইয়া জীবগণের দুষ্কৃতি বিনাশনের জন্য ক্রমপন্থাবলম্বনে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া সমপ্রার্থিজনগণের চিরমঙ্গল প্রদান করিতেছেন ॥ ৫ ॥

হে দেব, শ্রীনবগৌরকিশোর-বাণীরূপ সুরধুনীধারা-সংবর্দ্ধিতা এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-দিব্যবাণীরূপ যমুনাপ্রবাহ-সম্মিলিতা আপনার পরমা বিদ্যা ভক্তগণের নিকট প্রকাশিতা এবং অভক্তগণের নিকট অপ্রকাশিতা হইয়া স্থানবিশেষে প্রকাশিতা এবং স্থানবিশেষে অপ্রকাশিতা পরমপুণ্যা সরস্বতী নদীর ন্যায় বিরাজমানা রহিয়াছেন ॥ ৬ ॥

হে দেব, অনন্তকরুণাসিন্ধু আপনি এই শ্রীমায়াপুর-ধামে পরবিদ্যাপীঠ স্থাপন পূর্ব্বক কেবলমাত্র কৃপাবশতঃই আমাদিগকে অক্ষরজ্ঞান (ভগবজ্ জ্ঞান, অপর অর্থ—বর্ণপরিচয়) লাভের জন্য এই বিদ্যালয়ের সেবাধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাদৃশ আমরা নিতান্ত বাল অর্থাৎ অজ্ঞ এবং সাধারণ পদসমূহের বিন্যাসেই অভিজ্ঞ ; সুতরাং আপনার ন্যায় মহাপুরুষের স্তুতিক্রম অতিশয় দুরূহ বলিয়া অন্ধ অর্থ পদস্খালনে অভিজ্ঞ বালকগণ যেরূপ দুর্গম মার্গে ভ্রমণকালে প্রতি পদক্ষেপেই পতিত হয়, সেইরূপ আপনার তাদৃশ স্তোত্রবিষয়ক প্রত্যেক পদপ্রয়োগে আমাদেরও পতন-সম্ভাবনা রহিয়াছে ; সুতরাং আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সর্ব্বদা তাহা ক্ষমা করিবেন ॥ ৭ ॥

হে দেব, আপনি মাহাত্ম্যের অগাধতা-বিষয়ে প্রশান্ত সমুদ্র, ভূতলে নিত্যভক্তিযুক্ত জনগণের নিকট যাহা কল্পতরু, প্রণতিজনগণের প্রতি প্রেমরত্ন-প্রদানে সুমেরু, ত্যাগবিষয়ে মহেশ্বর এবং শ্রৌতমার্গপ্রদর্শনে ব্যাসদেব-স্বরূপ। আমরা নিতান্ত দৈন্যযুক্ত, সুতরাং আপনার প্রকট-শুভ-তিথিতে কেবলমাত্র আপনার অনুগ্রহই প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৮ ॥

---

(২)

(শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠস্থ ছাত্রবৃন্দের পূর্ব্ব-প্রকাশিত 'ভক্তিকুসুমাঞ্জলী'র অনুবাদ)

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীস্বরূপ যে চন্দ্রদেব বৈকুণ্ঠলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে উদিত হইয়া জীবগণের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করিতেছেন, সেই গুরুবরের বন্দনা করিতেছি ॥ ১ ॥

যিনি অশেষ কল্যাণগুণগণের আকরস্বরূপ, যিনি নিরন্তর শ্রীহরির অনুগত এবং দীন জীবগণের প্রতি পরমদয়ার্দ্রচিত্ত, সেই ভক্তিরূপপ্রিয় গুরুবরের বন্দনা করিতেছি ॥ ২ ॥

জীবগণের পরম পবিত্র নিত্য আত্মধর্ম্ম সুধর্ম্মপথে নিমজ্জমান হইলে যিনি তাহার উদ্ধারার্থে গৌড়মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই গুরুবরের বন্দনা করিতেছি ॥ ৩ ॥

যিনি আমাদের হৃদয়মন্দিরে পরবিদ্যাপ্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পাদপদ্ম প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই গুরুবরের বন্দনা করিতেছি ॥ ৪ ॥

যিনি স্বয়ং সত্যাগ্রহের আচরণ পূর্ব্বক নিখিল ভারতবর্ষে তাহার প্রচার করিয়া বহু উপধর্ম্ম সমূহ বিনাশ করিতেছেন, সেই গুরুবরের বন্দনা করিতেছি ॥ ৫ ॥

যে রূপপ্রিয়-ভাস্করের প্রভাবে অল্প অবিদ্যারাশি বিনষ্ট এবং বিশ্বহৃদয়ে ভক্তিপদ্ম প্রস্ফুটিত হইতেছে, সেই গুরুবরের বন্দনা করিতেছি ॥ ৬ ॥

যিনি কৃপাপূর্ব্বক বর্ত্তমান কালে জনগণের অজ্ঞাত শুদ্ধভক্তি এবং হরিগুরুবৈষ্ণববিধির প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুরুবরের বন্দনা করিতেছি ॥ ৭ ॥

যিনি বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ পত্র-সমূহ এবং ভক্তিশাস্ত্ররাশির কীর্ত্তন দ্বারা ভূমণ্ডলে সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ পরমধর্ম্মের প্রচার করিতেছেন, সেই গুরুবরের বন্দনা করিতেছি ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণানুগত অর্জ্জুনের ন্যায় যাঁহার অনুগত ভক্তবীরগণ প্রবল প্রতাপ বিস্তার পূর্ব্বক শাস্ত্ররূপ গাণ্ডীব-সমূহ দ্বারা বিপক্ষগণকে নিরস্ত করিয়া বিজয়লক্ষ্মী লাভ করিয়া থাকেন, সেই গুরুবরের বন্দনা করিতেছি ॥ ৯ ॥

হে দেব, পুরাকালে বিন্ধ্যাচল কর্ত্তৃক রবিমার্গ আক্রান্ত হইলে সুরগণপূজিত মহর্ষি অগস্ত্যের প্রতাপে তাহা যেরূপ পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইরূপ সুরগণপূজিত আপনার প্রতাপেও অন্যাভিলাষিতাশূন্য ভক্তিমার্গ প্রকাশিত হইতেছে ॥ ১০ ॥

হে দেব, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। অদ্য আপনার শুভ প্রকট দিবসে এই পরিজনগণ ভক্তি-সহকারে ভবদীয় শ্রীচরণারবিন্দে এই পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিজগুণে তাহা গ্রহণ করুন ॥ ১১ ॥

---

(৩)

(শ্রীধাম-মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠস্থ অধ্যাপকবৃন্দের পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রশস্তিপত্রের অনুবাদ)

যিনি নিখিল জীবগণের হৃদয়রমণ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়িনী শ্রীরাধিকার ন্যায় নিরন্তর পরম প্রেমরঙ্গে নিমগ্ন রহিয়াছেন, যিনি রূপানুগবিগ্রহ, পরমভক্তপ্রাণ এবং ভক্তগণের পবিত্র আশ্রয়স্বরূপ, সেই 'শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী'-সংজ্ঞক জগদ্বন্দিত গুরুবরের বন্দনা করিতেছি ॥ ১ ॥

যিনি কৃপাসহকারে বৈকুণ্ঠ লোক হইতে ধরণিতলে অবতীর্ণ হইয়া শাস্ত্র ও সন্ন্যাসিগণ দ্বারা ত্রিতাপবিনাশন বিমল বৈকুণ্ঠ বাক্যামৃত বিতরণ পূর্ব্বক অবিরত মানবগণের মঙ্গল বিস্তার করিতেছেন, সেই কৃষ্ণসেবাব্রতী 'শ্রীসিদ্ধান্ত-সরস্বতী'-সংজ্ঞক জগদ্বন্দিত গুরুবরের বন্দনা করিতেছি ॥ ২ ॥

যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পরমপুরুষ শ্রীহরিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন এবং ভক্তগণ যাঁহাকে পাষণ্ডবিধ্বংসক নিত্যানন্দরূপে অবগত হইয়া থাকেন, যিনি কৃষ্ণপ্রিয়-জনরূপে অনাথ, দীন ও পতিতগণের উদ্ধারার্থ কৃপাবপুধারণ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই 'শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী' সংজ্ঞক জগদ্বন্দিত গুরুবরের বন্দনা করিতেছি ॥ ৩ ॥

যিনি বিদ্যাবল্লির স্থাপন, শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন, শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীধাম পরিক্রমাদি বিবিধ দিব্য মহোৎসব সমূহের অনুষ্ঠান দ্বারা মর্ত্যলোকে মানবগণকে নিরন্তর হরি-সেবার অবসর প্রদান করিতেছেন, সেই 'শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী'-সংজ্ঞক জগদ্বন্দিত গুরুবরের বন্দনা করিতেছি ॥ ৪ ॥

যাঁহার অনুগ্রহবলে মানবগণ এই ভবমহাসিন্ধুকে গোষ্পদের ন্যায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া শাশ্বত পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন, যিনি মাধ্বমতের অগাধ মহাসমুদ্র এবং পরমৈদার্য্য-বিগ্রহস্বরূপ, সেই 'শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী'-সংজ্ঞক জগদ্বন্দিত গুরুবরের বন্দনা করিতেছি ॥ ৫ ॥

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ৩১শে শ্রাবণ ১৬ই আগষ্ট শুক্রবার হইতে ২রা আশ্বিন ১৮ই সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বার্ষিকব্যাপী ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-মহোৎসব হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া উৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিম্নে উৎসবের তালিকা সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি—

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

শ্রীসুন্দরচন্দ্র সেবসর্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ)

শ্রীনিশিকান্ত সেবসর্মা (সান্যাল, ভক্তিসুধাকর)

শ্রীবৃন্দবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন, আচার্য্যত্রিক)

(শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকগণ)

উৎসব তালিকা

শুক্রবার ৩১শে শ্রাবণ ১৬ই আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা।
শনিবার ১লা ভাদ্র ১৭ই „ শ্রীরূপগোস্বামীর তিরোভাব।
মঙ্গলবার ৪ঠা „ ২০শে „ শ্রীবলদেব জন্মোৎসব।
বুধবার ১২ই „ ২৮শে „ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব।
বৃহস্পতি ১৩ই „ ২৯শে „ শ্রীনন্দোৎসব।
রবিবার ২০শে „ ৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।
মঙ্গলবার ২২শে „ ১০ই „ শ্রীললিতা-সপ্তমী।
বুধবার ২৩শে „ ১১ই „ শ্রীরাধিকা ও শ্রীরঘুনাথ-দাসগোস্বামীর আবির্ভাব।
রবিবার ৩০শে „ ১৫ই „ শ্রীজীবগোস্বামীর জন্মোৎসব।
সোমবার ৩১শে „ ১৬ই „ শ্রীভক্তিবিনোদ প্রকটোৎসব।

(সাধারণ মহোৎসব)

মঙ্গলবার ১লা আশ্বিন ১৭ই „ অনন্ত-চতুর্দ্দশী।
বুধবার ২রা „ ১৮ই „ শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব।

দৈনন্দিন অনুষ্ঠান

উষায়—মঙ্গলগীত-কীর্ত্তন।
প্রাতে—শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ব্যাখ্যা, হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী।
পূর্ব্বাহ্নে—নগরকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদ-সম্মান।
অপরাহ্নে—হরিকথা ও সদাচার-শিক্ষা।
সন্ধ্যায়—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ব্যাখ্যা।
প্রদোষে—হরিসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

☞ বৈধাসুরোধে ও উপবাস-দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে মহোৎসব

তড়িৎ বার্ত্তা

(কটক হইতে)

The Anniversary Mahotsab of Sri Satchidananda Math, the Cuttack branch of Sri Chaitanya Math of Sridham Mayapur was celebrated most successfully on the 21st inst. with sankirtan, religious discourses and lectures, Srimad Swamijis Bharati Maharaj and Giri Maharaj delivered lectures in the evening before an immense gathering who beheld Aratric of Sri Benode-Rachanji and listened to Sankirtan and lectures with rapt attention. All honoured Mahaprasad. Many stood for hours in rain to see the functions to a grand success under the able management of Srimad Swamiji Bharati Maharaj.

[22nd July.

—:o:—

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে বিরাট সভা

গত ১৩ই জুলাই সন্ধ্যায় কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ভিখারী চরণ মহান্তি, শ্রীযুক্ত পদ্মের মহান্তি, শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন সাহেতপ্ত উকীল, এডুকেশনাল অফিসার, ব্যবসায়ী, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, কলেজের অধ্যাপক, বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং অন্যান্য বহু ভদ্রলোক উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা সম্বন্ধে ৩ ঘণ্টার অধিক কাল ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী নিস্তব্ধ নিস্পন্দভাবে স্বামিজীদ্বয়ের বক্তৃতা শ্রবণে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন।

—:০:—

আলবার্ট হলে

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বক্তৃতা

আগামী ১২ই শ্রাবণ ২৮শে জুলাই, ১৯শে শ্রাবণ ৪ঠা আগষ্ট এবং ২৬শে শ্রাবণ ১১ই আগষ্ট রবিবারত্রয় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ "আলবার্ট-হলে" শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য ও প্রচারকগণের বক্তৃতা হইবে। বক্তৃতার বিষয় যথাক্রমে ১ম দিবস "গৌড়ীয়-গৌরব", ২য় দিবস "গৌড়ীয়-সাহিত্য" এবং ৩য় দিবস "গৌড়ীয়-দর্শন"। ১ম দিবসের সভাপতি স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সুরিরত্ন কে, টি, সি, আই, ই, এল, এল, ডি। ২য় দিবসের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ভাগবত কুমার গোস্বামী এম, এ, পি, এইচ, ডি।

সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

প্রাণপ্রতিষ্ঠা মূর্ত্তা যারস্বতবিগ্রহঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে
শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় যারা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া তাদে হয় ভুল।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত।

৭ম বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৩৬, ৩রা আগষ্ট, ১৯২৯ | ৫০শ সংখ্যা

বর্ষ শেষে নিবেদন

'গৌড়ীয়' আজ সপ্তবর্ষ পূর্ণ করিলেন। গৌড়দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে 'গৌড়ীয়' সপ্তবর্ষ ধরিয়া 'গৌড়ীয়-গৌরব,' 'গৌড়ীয়-সাহিত্য,' 'গৌড়ীয়-দর্শনের কথা বিঘোষিত করিয়াছেন, ইহা গৌড়ীয়ের পক্ষে যেরূপ গৌরবের কথা, গৌড়দেশবাসিগণের পক্ষেও সেইরূপ গৌরবের বিষয়। সেদিন নদীয়ার মুখপত্র 'সৈনিক-নদীয়া-প্রকাশে' 'বোম্বে-পার্লামেন্ট'-শীর্ষক প্রবন্ধের দ্বিতীয় ইস্তাহারে দৃষ্ট হইয়াছিল,—"ইন্দ্রপ্রস্থে বৈষ্ণবসাম্রাজ্য—সত্যের স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার ব্যাঘাতকারী তক্ষশিলা-সম্প্রদায় ভাগবতের বিরোধ করা সত্ত্বেও আজও ভাগবতের ক্ষীণধারা শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে প্রবাহিত রহিয়াছে। সেই সময়ে শমীকের গলদেশে মৃতসর্প আরোপ করিতে গিয়া শ্রীভাগবতপ্রচার মাত্র সাতদিনের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, অধিক দিন প্রচার হইতে পারে নাই; কিন্তু সেই ভাগবত-ব্যাখ্যা 'গৌড়ীয়' আজ সাত বৎসর কাল চালাইয়াছেন।"

যে কালে সত্য একপাদ মাত্রও আছে কি নাই, সেই ছুপে 'গৌড়ীয়' সত্যের স্বরাজ সাধনার সারস্বত-যজ্ঞ সাত বৎসর কাল কত প্রকার অর্গল ভেদ করিয়া গৌড়দেশবাসী সুকৃতিমন্তগণের কর্ণাঞ্জলিতে কতভাবে প্রদান করিয়াছেন, তাহার একটা ইতিহাস সপ্তবর্ষের সপ্তম গৌড়ীয়ের মধ্যে সজীবভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে। ভক্তি-ভাগীরথীর ভগীরথ ভক্তিবিনোদ একদিন শ্রীভক্তিমার্গকে কোটিকল্পকল্প দেখিয়া "কেশব ধৃত জগত বিচিত্র" বলিয়া যে সজ্জনতোষণী-বিলাপ-গীতি গাহিয়াছিলেন, সেই গীতির সত্যসার, 'সজ্জন-তোষিণী'-সেবক গৌড়ীয়ের সপ্তবর্ষব্যাপী প্রচারময় জীবনে কিরূপভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে—সেই প্রতিফলনে সত্য ও অসত্যের কত প্রকার চিত্র—সত্য-সেবা ও সত্য-বিমুখতার কত প্রকার গতি ও প্রবাহ অঙ্কিত হইয়াছে—কত সত্য-স্বরাজ-সাধকের জীবন কতভাবে লিখিত, পরিপন্থ, পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে—সত্য-স্বরাজ-সাধনার সংগ্রামে কতপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাত, কত সহিষ্ণুতা, কত ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, নিষ্ঠা, সেবোন্মুখ পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহার ধারাবাহিক ঐতিহ্যের আলেখ্যস্বরূপ— অর্চ্চাস্বরূপ— নিত্যপ্রাণপ্রতিষ্ঠিত-প্রতিমাস্বরূপ— আদর্শস্বরূপ এই বর্ষসপ্তকের 'গৌড়ীয়'।

আমরা আমাদের জীবনকে 'গৌড়ীয়ের' সহিত সমপর্য্যায়ে—'গৌড়ীয়'-শব্দসাহিত্যের সহিত জীবন-সাহিত্যকে সমস্বরে সাধিবার জন্য—বাঁধিবার জন্য বর্ষসপ্তকের 'গৌড়ীয়ের' প্রচার-প্রাণময় জীবনের একটা পুনরাবৃত্তি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। এই সপ্ত বৎসরের 'গৌড়ীয়ের' প্রচারে বিশ্বজগতে যে শব্দযুগান্তর, যন্ত্র-যুগান্তর, চিন্তা-যুগান্তর, জ্ঞানবৈরাগ্য-ভক্তি-যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমরা একটুকু বিশ্লেষণ সহকারে নিম্নে দেখাইবার প্রয়াস করিয়াছি।

এ দেশে অনেক সময় এরূপ বিশ্লেষণ-প্রণালীকে বিশেষ বহুমানন করা হয় না। অনেকে পুস্তক পাঠকালে পুস্তকের ভূমিকা, সূচি ও পরিশিষ্ট প্রভৃতিকে পুস্তকের অপ্রয়োজনীয় অংশ মনে করিয়া ঐ সকল বাদ দিয়াই গ্রন্থ পাঠ করিবার পক্ষপাতী হন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভূমিকা ও সূচীই সমগ্র গ্রন্থের ভিত্তি এবং সারসঙ্কলনীত স্বরূপ। বহু-বিষয়ব্যাপী বহু গৌড়ীয়ের সমবেতসেবার ফলস্বরূপ বর্ষপূর্তির 'গৌড়ীয়ের' একটী পুনরাবৃত্তি নিম্নে বিশ্লেষণ-প্রণালীমুখে প্রদত্ত হইল। যাঁহারা 'গৌড়ীয়'কে তাঁহাদের জীবনের যথার্থ-সাধনার নিদান-গ্রন্থ বলিয়া মনোযোগ প্রদান করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা এই বিশ্লেষণ-প্রণালী ও বহু প্রবন্ধের সূচীপত্রাবলীর মূল্য বুঝিতে পারিয়া 'গৌড়ীয়' পাঠে নিশ্চয়ই লাভবান্ হইবেন।

বিভিন্ন মতবাদ খণ্ডন

[নিম্নে বামপার্শ্বে প্রবন্ধের নাম এবং দক্ষিণে যথাক্রমে বর্ষ, সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক নির্দ্দিষ্ট হইল]

অদ্বৈত মতবাদ খণ্ডন

ধর্ম্ম ২।৪১।১২
জগৎ ৪।৪।৫
আস্তিকতা ৩৪।৬, ৬।১২
ব্রাহ্মত্ব ৩।২৪।২
বিকারীর বিষ-সুধা ৩৪৯।৬

আত্মাত্মবিরোধ মতবাদ খণ্ডন:

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ ২,১৬।৮
সার্ব্বজনীন ২।৩২।১
লৌহবাটি ৪।৫৪।৯
কুণাদ্বাদ-ব্যাকুলতাহর ৪।২২।২,২৩।৮,৩১।৮

কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ খণ্ডন

স্মার্ত্তের কাণ্ড ১।৭।১
সামাজিক ভেদ ১।১১।১
বংশপ্রণালী ১।২৪।১
শ্রীবিগ্রহ ২।১৭।১
স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব ২।২০।১
প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ ২।৩২।১২, ৩৩।১৩, ৩৪।১২, ৩৫।১১, ৩৬।১০, ৩৭।১৩; ৩।১৯।১, ১১।১, ১৯।১০, ৩১।৭, ৩২।৯, ৩৩।১১; ৪।১২।৭, ১৩।১২, ৬।১৮।১৩, ১১।৬, ২৩।৯, ২৭।১৩,৪৪।৫ ৪৫।৯, ৪৬।৭, ৪৮।১০, ৪৯।১২, ৫০।৯
পরমার্থ ও জাতি ১।৪৩।১
ঢাকা মহোৎসব ২।১৪।৪
হরিকথা ২।৩৯।১
প্রায়শ্চিত্ত ২।৪০।৪
ব্রাহ্মত্ব ৩।১৫।২
প্রচারের ভাবেরী ৩।১৭, ৩৪২।৮
বৈষ্ণব কি অব্রাহ্মণ ৩৪৩।৫
সর্ব্ববৈকাবাদ ৩।৪৪।৬
পাঠের অধিকারী ৩৪৬।৫
সমাজের ব্যাধি ৩,৪৯।৭, ৫০।৪
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বিপন্ন ৪।১৮।১৭
স্মার্ত্ত (পদ্য) ৪।২৩।৩
শ্রীবেদ ৪।৩৯।৫
গঙ্গা ৩৪৮।১৩, ৪৬।১৩, ৩৭।১, ৭।৮
তর্কমূলক ও বিতণ্ডার্ত্তমতবাদ ৩৪২।৯
প্রাকৃতসহ (কিঞ্চিৎকটাক্ষ বিদ্রূপাত্মক) ৭।৯।৯
বুদ্ধিবাদ ও বুদ্ধিনাশ (রাধাবিনোদ গোস্বামীর মতবাদ নিরাস) ৭।৩৭।১
মালসা ভোগ ৭।৩৭।১৪

কর্ম্মবাদ খণ্ডন

কর্ম্ম ও ভক্তি ১।১১।১৭
এ কেমন পাগল ১।১৩।১৯
জীবে দয়া ১।১৮।৫
বিশ্বাসী ভৃত্য কে ১।২১।৮
পরলোক ১।৫০।১
হরি কথা ২।৫৯।১
কর্ম্মচক্র ৩।৫৩,১৩
কর্ম্মবীর (পদ্য) ৪।৫।৩
চরম শ্রেয়োলাভ ৪।৮।১০
ভরত ও রন্তিদেব ৪।৯।৬
জগৎ চায় কি ৪।২৬।৫
ভাবিবার কথা ৪।৩৭।২
বাউলিয়া বিশ্বাস ৪।২।১০
পরোপকার ৪।১১।৩
জীবহিংসা ও জীবেদয়া ৭।৯।১২

গুরুত্রুবমবাদ খণ্ডন

গুরুর আচরণ ১।৪।১৩
কে চোর ১।১১।১০
বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব ১।১৪।১
প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ ১।১৭।১৬, ১৮।৮; ২।১৩।১৪, ১৭।১০, ১৮।১০, ৩২।১২, ৩৩।১৩, ৫৪।১২, ৩৫।১১, ৩৬।১০, ৩৭।১৩; ৫।৩৯।১৪
অযোগ্য সন্তান ১।২৩।১
ঠাকুর মশাই ১।২৫।৩
এ কেমন পাগল ১।২৮।৩, ২৯।৭

গুরুদ্রুম ২।৪।৫
বংশ ও পরিবার ২।৯।৫
আত্মীয় কে ২।৪৮।১০
গৃহস্থ ৩।১।৫
সাময়িক প্রসঙ্গ ৩।১১।৩
কণ (গল্প) ৩।২২।৮
গুরুদ্রুম ৩।৪০।৩
চরম তেরোদাস ৪।৫।১৭
বঙ্কু গোস্বামী ৪।১০।৬
ধর্ম্মনা সেবা ৪।১৫।৩
মঙ্গলাচরণ ৫।১।২
পরমহংস ঠাকুরের উপদেশ ৫।২।৭
স্নানযান ও হানি ৬।৯।৩

গৌড়ীয়-বিরোধি-মতবাদ খণ্ডন

এইনে গৌড়ীয় কথা ১।৪।১৯
নীতিভেদ ১।৩।১
আবার কেন ১।১।১
ভবদুরের উক্তি ১।৩।২০, ১।৪।১১, ১।৬।২৩, ১।৯।১৩, ১।১০।১৭, ১।১৩।১৩
রুচিভেদ ১।৪।১
গৌড়ীয়ের প্রীতি ১।৫।১
মস্তকে লেচন ১।৯।২০
গৌড়ীয়ের ধর্ম্ম ১।৩৮।১
গৌড়ীয় ভজনপ্রণালী ২।১৫।৯
গৌড়ীয়ের বেশ ২।২৬।১৩
গৌড়ীয় ছদ্মবেশ কেন ৪।২৪।২
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ৫।২৪।২
গৌড়ীয় ও গৌড়ীয়ব্রুব ৫।২৯।২
সাধু সাবধান ৪।৭।৪
গৌড়ীয় বুবিনা কেন ৫।৭।৪
বর্ণাশ্রম-প্রাপ্তি ৫।৩৮।২
ব্যাপিয়াটীর পত্রের উত্তর ৫।৩৮।১০
ফাকুয়ামি কেন ৫।৩৯।২
নগণ্যাকের পত্র ৫।৪৯।৩
অসমঞ্জস উক্তি নহে ৫।৫১।৩

গৌড়ীয়-মতবাদ খণ্ডন

ব্রাহ্মণবোকার স্বরূপ ৫।৩৭।১০
অনধিকার-চর্চ্চা ৫।৫০।১১
বৈষ্ণবাচার্য্যের সমালোচক ৬।১৮।১০
দর্শন ও সমালোচন ৬।২১।৮
লোকপ্রিয়তা ও সত্যানুসন্ধান ৬,৩৯।১, ৪০।৩
সাময়িক প্রসঙ্গ (কাঙ্গাল বাবাজীর স্বতন্ত্র প্রতিবাদ) ৭।৬৮।৪

গৌরনাগরী-মতবাদ খণ্ডন

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ ২,২,৬
নাগরী ভাষা (গল্প) ৪।১৬।১০
গৌরনাগরীর গৌড়ীয়িকতা ৪।৩৯।৭
পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতা ৫,১।১
গৌরবিকৃপ্রিয়াতত্ত্ব ৫।৯।২
গৌরনাগরী গৌড়ীয়িক কেন ? ৫।১৮।২
গৌরনাগরী গৌরভোগী কেন ? ৫।১৯।২
গৌরনাগরী ভেদবাদী কেন ? ৫।২০।২
গৌরনাগরী নীলাবিলাসিনী কেন ৫।২১।২
গৌরনাগরী গুর্ব্বপরাধী কেন ? ৫।২৩।২
গৌরনাগরী রসতত্ত্বাজ্ঞ কেন ? ৫।২৪।২
সাময়িক প্রসঙ্গ ৫।৩৫।২, ৭।১৭।১

গৌরবিরোধিমতবাদ খণ্ডন

শ্রীগৌর ভজন ১।২৬।১
আজ্ঞে অধিকার ১।৩৩।১
কুৎসিৎ ভজন ১।৪৯।৬
শ্রীগৌরবিগ্রহ ১।১৭।৪
প্রকৃতত্ত্ব স্তম্ভ ২।২।৬
তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তনীয় কিনা ২।১৯।৬
সার্ব্বজনীন ২।৩২।১
সাময়িক প্রসঙ্গ ৩।২।৫
শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম ৪।১৮।৭
নাগরী-ভাষা (গল্প) ৪।৩৬।১০
গৌরনাগরীর গৌড়লিকতা ৪।৩৯।৭
গৌরবিকৃপ্রিয়া-তত্ত্ব ৪।৯।২
অমানীতর্ত্তা ৫।১৯।২
গৌরনাগরী গৌড়লিক কেন ৫।১৮।২
গৌরনাগরী গৌরভোগী কেন ৫।১৯।২
গৌরনাগরী ভেদবাদী কেন ৫।২০।২
গৌরনাগরী নীলাবিলাসিনী কেন ৫।২১।২
গৌরনাগরী গুর্ব্বপরাধী কেন ৫।২৩।২
গৌরনাগরী রসতত্ত্বাজ্ঞ কেন ৫।২৪।২
ছঃসঙ্গ বর্জ্জনীয় ৫।২৬।৩
বিপ্রলিপ্সায় ধর্ম্মহানি ৫।৩৫।৬
আত্মরক্ষা ৬।৭।১২, ৮।১৪
ধারণাদ ভ্রান্তি ৬।৯।১৩
বর্ত্তমান সাহিত্যের গতি ৬।৫০।৮
অনধিকার চর্চ্চা ৭।৩১, ৪।১০, ৫।৪, ৮।৮, ১০।১৩, ১৩।১৪, ২২।১, ২৩।১১, ৭৯।৩, ৩৫।১৩, ৩৬।৭, ৩৭।৮
প্রাপ্ত পত্র (কিকির চাঁদ বিদ্যানিধি বাঙ্গী) ৭।৯।৩
সাময়িক প্রসঙ্গ ৭।১৭।১
মেঠোবৈরাগীর বৈরাগ্য ৭।৩৭।১৪
প্রতিবাদ (ভক্তিরক্ষক পত্র কর্ত্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ সেবের প্রতিবাদ) ৭।৩৮।১৩, ৩৯।৮
সেনবাহাদুর ও নীলাকাশ ৭।৪২।১১

চিজ্জড় সমন্বয়বাদ খণ্ডন

সমন্বয় ২।১১।১
হরিকথা ২।৩১।১
দর্শন ২।৪২।১৯
সাময়িকপ্রসঙ্গ ২।৪৪।৪
প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ ৩।১৯।১, ১৭।১
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বিপন্ন ৪।১৮।১৭
অব্যবস্থায় অনর্থ ৪।৩৫।৫
সমালোচনা ৫।১৭।১৩

জড়বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন

অপ্রাকৃত দর্শন ও অধোক্ষজ জ্ঞান ১।৭।২১
এ কেমন পাগল ১।১৩।৯, ১৯।৫
প্রাকৃত জ্ঞান বিচার ৩।১৬।৬

জাতিগোস্বামিবাদ খণ্ডন

ভবদুরের উক্তি ১।১১।২১ ১১ ২২।১৬
গোস্বামী ৩।৮।২৯

ক্রীতদাস প্রথা ১।২০।৫৫
অযোগ্য সন্তান ১।২৩।১
গোস্বামিপাদ ২।১৩।১
প্রচার প্রসঙ্গ ২।১৩।৮
সাময়িক প্রসঙ্গ ৪।১৩।২
গোস্বামী (পদ্য) ৪।১৮।৬
জাতিগোস্বামিবাদ ৪।৪২।৩
গোস্বামী ও জাতিগোস্বামী ৪।৪৪।৭

দেহৈকসর্ব্বস্ববাদ খণ্ডন

নশ্বর জগৎ ১।২।১৫
ভবঘুরের উক্তি ১।২।২০
চুনিয়ার মৌড় ১।৪।১৭
শারদীয় আবাহন ১।৬।১
আত্মবুদ্ধি ১।৬।২
জড়ে সুখ নাই (পদ্য) ১।৬।৪
ট্রেণে গৌড়ীয় কথা ১।৭।১৯
স্বরূপ-ভ্রম ১।৮।১৮
গৌড়ীয়ের দু'টী কথা ১।১৮।১
মজার ভুল ১।১৯।১৭
অনাত্মজ্ঞান ১।২৪।৪
বিপাদ পঙ্ক ১।৩১
বঙ্গীয় সংসার ১।৩৫।৮
কূপের চক্ষু ১।৩৮।১০
কামিনীর স্বপ্ন ২।০২।১১
স্বপ্ন না জাগরণ ২।০৪।৯
কে গা ? ২।০৬।৭
ব্রহ্মচর্য্য ২।৫।১।১
বোকা তুমি যাবে কি ? ২।৪৭।১৪, ৪৯।৬
আত্মীয় কে ? ২।৪৮।১০
কলুষ বলদ ২।৪৯।৮
ট্রামে ভূত ৩।২।১১
অভিমান ৩।৪।৮
প্রভুর প্রচার ৩।৪।১২
গৃহব্রত ৩।৭।৬
অকের কারাবরণ ৩।১৩।৯
মাপকাঠী (পদ্য) ৩।৩১।১২
আমার বান্ধব কে ? ৩।৩৪।৬
আনুগত্য ৩।৩৪।১৬, ৩৪।১৪
দক্ষ ও শিব ৩।৫২।৯
সংসার বন্ধন ৩।৫৩।১১
চরম শ্রেয়োলাভ ৪।১।১৩, ৬।৮
আমার প্রভুর কথা ৪।২।১০
ভজনের শত্রু কে ৪।৫।২
বেঁচে মরা ৪।৬।১৭
স্বসত্ত্ব ৪।৮।১৬
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ ৪।১৩।২১
জগৎ চায় কি ৪।২৪।৫
আমি ব্রাহ্ম ৪।৩০।৫
চিরনূতন ৪।৩৫।২
অব্যবস্থার অনর্থ ৪।৩৫।৫
আত্মরক্ষা ৪।৩৬।২
ভক্ত ৪।৩৮।১৪
বৈষ্ণব গৃহিণী ৫।৩।১৮
গৌড়ীয় পাঠে ৫।৭।৮, ১১।৭
বিজয়ার সম্ভাষণ ৫।১০।২
পত্রোপকার ৫।১১।৩
গৌড়ীয় পাঠে ৫।১১।৭
ভবানীভর্ত্তা ৫।১৭।২
জাগ্রদাদি অবস্থাচতুষ্টয় ৫।৩৯।১১
প্রেম ৫।৫০।৯
প্রীতি ৬।২৪।১
কৃষ্ণের চাকরী ও মায়ার চাকরী ৭।২৫।৬
শান্তি জিজ্ঞাসা ৭।৪৫।১০

দৈববর্ণাশ্রমবিরোধি-মতবাদ খণ্ডন

প্রচার প্রসঙ্গ ১।১৩।৩
ভবঘুরের উক্তি ১।১৪।৫
বর্ণাশ্রম ১।১৯।১
ভগবানের দুষ্কৃতি ১।২৩।৫
নিজ পরিচয় ১।২৪।৭
তৃতীয় জন্ম ১।২৮।৬
বৈজ ব্রাহ্মণ ১।২৯।৩
এ কেমন পাগল ১।৩১।৪, ৩৩।৬, ৩৪।১০, ৩৬।৪
ব্রাহ্মণক্রব ১।৪১।৭
একজাতি ১।৪৭।১
ব্রহ্মণ্যদেব ২।১।৩
বর্ণাভিমান ২।২।১
বর্ণাশ্রম ২।৬।৫
দৈব বর্ণাশ্রম ২।৭।৬
প্রেরিত প্রতিবাদ পত্র ২।১৩।৬
প্রতিবাদ ২।১৫।৭
ভবাদা কথা ২।১৯।৮
সামাজিক অহিত ২।২০।১১
প্রতিবাদ ২।৩৭।৭
সূত্রবিদ্বেষ ২।৩৮।১
আশ্রমধর্ম্ম ২।৪২।৭
গৃহস্থ ৩।১।৫
বানপ্রস্থ ৩।৩।১০
সংক্রিয়ার আর একটী চিত্র ৪।১৪।৪
নব্যমত ৪।১৭।২
আমি ঘোলাই থাকিব ৪।৪৫।২
পঞ্চলন ও সমালোচন ৬।২৪।৭
হংসজাতির ইতিহাস ৭।২।১০
প্রশ্নোত্তর তত্ত্ব ৭।১৭।১৫
গোঁজামিল ৭।১৮।৯
ব্যবসাদারের কপটতা ৭।২১।১০
সাময়িক প্রসঙ্গ ৭।৩৪।১
বুঝিয়াও বুঝিবনা (রাধাবিনোদ গোস্বামীর স্মার্ত্তমতের প্রতিবাদ) ৭।৩৫।১

ধর্ম্মব্যবসাবাদ খণ্ডন

ভবঘুরের উক্তি ১।৪।১১
প্রতিবাদ ২।২৯।১২
নদীয়ার আলোচনা ২।৩২।৬
উৎকৃষ্ট ব্যবসায় ৪।২৯।৮
বাউলিয়া বিবাদ ৫।২।১০
নারীনির্য্যাতন ৫।৩১।১৫

ধামবিরোধিমতবাদ খণ্ডন

ভাই কুতার্কিক ৬।৫।১১
বঙ্গের গৌরব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (আলবার্টহলে রাজা মণীন্দ্র নন্দীর সাক্ষাৎে ধামবিরোধ-চেষ্টার বিনাশ) ৫।০৪।৫, ৩৪।৪
কৃষ্ণভক্ত নির্ব্বোধ নহেন ৬।৩৮।১১
প্রাচীন কুলিয়ার সহর নবদ্বীপ ৬।০৮।১৩
কপটতা দরিদ্রতার মূল ৬।০৮।১৫
একচক্রা ৫।০৯।১১
গৌড়ীয় পরম ৬।০৯।১৭
উদ্দেশ্য বদ্ধা পরিয়াছে ৬।০৯।১৪
প্রাপ্তপত্র (সিন্ধুভূষণদাসী) ৬।১।১৪, ৪৬।১৫
অপরার্থ ৭।২৬।১৪
শ্রীধামবিচার ৭।২৯।১১

নবকলিঙ্গছড়াসেতবাদ খণ্ডন

পূজনার্থে ভেরাল ১।১।১৩
সংসর্গে ১।১৩।৭
সাময়িক প্রসঙ্গ ৪।১৩।২
সাময়িক পত্রিকার উদ্দেশ্য ৪।১৫।২
প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ ৫।১৯।১৩, ৭।১৭।২, ১৮।১৫, ৩৯।১১
কুরাজ্যস্থ খাদ্য-ভাণ্ডার ৫।২০।১৯

নিত্যধর্ম্মবিরোধিমতবাদ খণ্ডন

সনাতন ধর্ম্ম ১।৯।১১
এ কৈমন পাগল ১।৭।১৭, ৮।১০, ১।২১, ১১।১২, ১৪।১০
নাস্তিকের উক্তি ১।৯।১
জীবের অবস্থাভেদ ১।৯।১০
ভক্তের ভিক্ষা কি ১।১০।১১
ধর্ম্মসংস্থাপন ১।২১।১
বিশ্বাসী ভৃত্য কে ১।২১।৮
নাস্তিক ১।৪২।৩
ইহলোক ১।৪৯।১
গুরুস্তুতি ২।৪।৮
অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ ২।৯।১০
সিদ্ধান্ত ২।১০।১
বিরোধিভঞ্জন ২।১১।৪
নমস্কার ২।১২।১
তত্ত্বজ্ঞান ২।১৬।২, ১৭।৩
প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ ২।১০।৮
অনৌপর্ম্য ২।১৮।১
লৌকিক ও অপ্রাকৃতধর্ম্ম ২।২০।১২
হরিসংকীর্ত্তনের আবশ্যকতা ২।২৭।১০
সার্ব্বজনীন ২।৩৭।৬
দর্শন ২।৩১।১২, ৪২।৯
জীবের নিত্যধর্ম্ম ২।৪৫।৭
গৌড়ীয় ইসপাতাল ৩।৩।৩
হরিকথা প্রসঙ্গ ৩।৪।২
প্রভুর প্রচার ৩।৪।১২
আস্তিকতা ৩।৬।১২
শিক্ষা ৩।১০।৫
সমালোচনা ৩।১২।৫
কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি ৩।১৪।১, ১৪।১৪, ১৭।৪
অস্তিত্বের বিচার ৩।১৭।১১
মুক্তি পিশাচী কেন? ৩।১৮।৭
ওঙ্কারদর্শন ৩।১৯।১২
আনুগত্য ৩।৩৪।১৬, ৩৫।১৪
ত্রিবিধ চক্ষু ৩।৩৭।৫
ব্রহ্ম ৩।৩৮।৬
হেয়োপী হিহ্ বানী ৩।৩৮।১০
রাগরহস্য ৩।৩৮।১৫, ৩৯।১৫, ৪০।১৪
প্রচারের ডায়েরী ৩।৪১।৭, ৪২।৮
ব্রহ্ম ও শিব ৩।৪২।১
বিচার কার কর? ৩।৪৩।৮
মায়ার বন্ধন ৩।৪৩।১৯
কর্ম্মচক্র ৩।৪৩।১৩
কৃষ্ণ প্রেমে ৩।৪৪।৮
সর্ব্বদেবৈক্যবাদ ৩।৪৫।৬
স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম ৩।৪৭।৮
নম্রমস্ত ৪।১৭।২
বর্ত্তমান যুগ ও গৌড়ীয় ৪।২০।২
পরোপকার ৫।১১।৩
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবেদ্য ভগবান্ ৯।১১।৮
ভাই কুতার্কিক ৯।০৪।১
বর্ত্তমান যুগে ভাবিবার কথা ৯।০৮।১
লোকশিক্ষকতা ও সত্যানুসন্ধান ৯।৩৯।১, ৪০।৩
আমি এই নই আমি সেই ৯।১১।১১
জীবসেবা ও জীবে দয়া ৭।১৬।১২
ভোগ ও ভক্তি ৭।২০।৯
শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ৭।৯২, ২১।৫
সময়ানুচিত ভাবং ৭।২৩।১
সুনীতি ও দুর্নীতি ৭।২৭।৪

নিরীশ্বরসাঙ্খ্যমত খণ্ডন

সাঙ্খ্য দর্শন ৩।১৯।৭
কৈবল্যের অনভিজ্ঞতা ৪।৯।২৩
ভগবানীতর্ত্তা ৪।১৭।২
অনিদ্ধান্ত সমাপ্তি ৪।২৫।৬

নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডন

কূপ ও ঠ ১।৮।১৬
বিশ্বাসী ভৃত্য কে ১।২১।৮
পরলোক ১।৫০।১
প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ ২।১৯।৮
ব্রহ্ম-পরমাত্ম-বিচার ৩।৩৯।১২

পঞ্চরাত্রবিরোধিমতবাদ খণ্ডন

বর্ণাশ্রম ১।১৯।১
প্রচারপ্রসঙ্গ ১।১৩।৪, ১।১৬।৭
দীক্ষাবিধান ১।১৪।৭
শঙ্করাচার্য্য স্মৃতি ১।১৬।১
কাশীতে সন্ন্যাস ২।২৯।৩
বৈষ্ণবাচার ২।৩৯।১৪
আমি তোমাই থাকিব ৪।৪৫।২
বংশজাতির ইতিহাস ৭।২।১৩
সাময়িক প্রসঙ্গ ৭।১৪।১
প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ ৭।১৯।১৩
বাঙ্গালাদেরের কপটতা ৭।২১।১৮, ২৪।১৩

একায়ন ৭।২৩।১৪
একায়ন শ্রুতি ও তদ্বিধান ৭।২৮।১৩
বুদ্ধিয়া ও বুদ্ধিবাদ ৭।৩৪।১

পরমাণুবাদ খণ্ডন
এ কেমন পাগল ১।১৩।১৯
কীর্ত্তনে বিজ্ঞান ২।৪।১৯

পৌত্তলিক মতবাদ খণ্ডন
বিজয়ার সম্ভাষণ ৪।৭।২
সমালোচনা ৩।১২।১২

প্রাকৃত সহজিয়াবাদ খণ্ডন
গুরু তত্ত্ব ২,৩২।১২, ৩৩।১৩, ৩৭।১২, ৫৪।১১, ৩৯।১০, ৩৭।১৩, ৩৩।১৭, ৩২।১৯, ৫২।১১, ৪।১২।৭, ৪।১৩,১২, ৪।১৬।১৩
প্রাকৃত সহজিয়া ৪।১৩।৯
বিবর্ত্ত-বিলাস ৪।১৪।২
সহজিয়ার ঘরে একটী চিত্র ৪।১৪।৪
সহজিয়ার অন্বেষণে ৪।১৫।৫
প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ৪।১৭।১২
গুরুতত্ত্ব ৪।১৮।২
অদ্ভুত দীপো বহ্নিস্তত্ত্ব গীতম্ ৪।৪৯।২
বৈষ্ণবস্মৃতিণী ৫।৩।১৮
ভাই সহজিয়া ৫।৩২।১৩
গুরুদেব মূল প্রতিগ্রহক কি ? ৫।৪৮।৪

বহির্ম্মুখ সামাজিকবাদ খণ্ডন
সমাজ ও ধর্ম্ম ১।৪১।৬
সমালোচনা ২।২০।১২
হরিকথা-প্রসঙ্গ ৩।৪।২
সমাজের ব্যাধি ৩।৪৯।৭, ৫০।৪
লোকপ্রিয়তা ও সত্যানুসন্ধান ৯০৯।১, ৪০।৩

বৈষ্ণব-বিরোধি-মতবাদ-খণ্ডন
আমার চলবা ১।৩।১৭
বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব ১।১৪।১
আসুরিক প্রবৃত্তি ১।১৪।১৩
পরিচয়ের প্রশ্ন ১।১৫।১
সাধুর পরিচয় ১।১৬।৬
চাকা মহোৎসব ২।১৪।৪
ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ২।২৪।১
জাতিবুদ্ধি ২।২৪।১২, ২,২৬।৯
প্রশ্নোত্তর তত্ত্ব ১।১৭।১৬, ১৮।৮, ২,২৮, ১৯।৮, ৩১।১২, ৩৩।১৩, ৩৪।১২, ৩৫।১১, ৩৬।১০, ৩৭।১৩, ৩৯।৭।১, ১২।১, ১২।১০, ৩৯।১২; ৫।১২,৪।১২, ২।১৪, ১২।৭, ১৩।১২, ১৩।১৩
সুদর্শন ২।৩৪।১
সাময়িক প্রসঙ্গ ৩২।৫
পেয়াদার আগার যৈ ! ৩।৯৭
সাময়িক প্রসঙ্গ ৩।১১।৩
সমালোচনা ৩।১২।৫
কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি ৩।১৪।৯, ১৪।৩৪ ,১৭।৩
প্রাদ্ধ তত্ত্ব ৩,১৬।২
ব্রাহ্ম (পদ্য) ৩।৩৪।৮
কুসঙ্গের পরিণাম ৩।৩২।৯, ৩৩।১১
বিচার কার কত ? ৩৩।১৭, ৪।১৪
গুরুক্রম ৩৪।৩০
প্রেমের ডায়েরী ৩৪।১৭, ৩৪।১৮
শক্তি ও শিব ৩৪।১৯
বৈষ্ণব কি অস্পৃশ্য ৩৪।২৫
শাস্ত্রবাক্যের ব্যভিচার ৩৪।৪৩
সর্ব্বধর্ম্মবৈষ্ণবাদ ৩।৩৫।৮
সম্প্রেক্ষক-বেণ ৩৫।৩৫
পদ্মের অধিকারী ৩৫।৪৮
নিষ্কপট কীর্ত্তনানুরাগী ৩৫।৪৯
বিচার-ভেদ ৪।২।১৯
ষড়গোস্বামী ৪।৪।৩৬
বৈষ্ণব কি হিন্দু ৪।১২।৪
সাপ্তাহিক পত্রিকার উদ্দেশ্য ৪।১৪।২
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বিপন্ন ৪।১৪।১৩
পিপীলিকা পদ্ধতি বিচার ৪।১৫।৬
সমাজের কর্ত্তব্য ৪।১৭।৬
চলবাম ৪।১৮।২
বুদ্ধি সাধনের ৪।২।১৬
সাধক সম্প্রদায় ৪।২।১
বৈষ্ণব ধর্ম্ম ৪।৩।১
মানদান ও হানি ৪।৪।৩
ধারণার ভ্রান্তি ৪।৪।১৩
প্রশ্নোত্তর ও প্রতিবাদ-প্রবন্ধ ৪।১০।১০
বৈষ্ণবাচারের সমালোচক ৪।১৮।১০
বৈষ্ণবাচারে ভ্রান্তিবুদ্ধি ৪।২০।১২, ২২।১২
সর্ব্বপ্রধান নিবেদনের বিষয় ৪।৩৭।৪
বিরক্ত জগত নহে ৫।১।৩
ব্যবসাদারের কপটতা ৫।২।৭, ৪।৭, ৫।১১, ১২।১৩, ২১।১০
বোম্বে পার্লামেণ্ট ৫।৪৩।১৪
শ্রীধাম বিচার ৫।২।১১

বৈষ্ণবী-দীক্ষাবিরোধিমতবাদ-খণ্ডন
লেখকের নাম ১।৭।১৩
দীক্ষাবিধান ১।১৪।৭
অপূর্ব্ব-দীক্ষা ১।২৩।২
পূজাধিকার ১।২৪।১
এ কেমন পাগল ১।৪৭।৪
কুলগুরু ১।৪৩।৭
গুরুকরণের আবশ্যকতা ৭।১২।৩
প্রশ্নোত্তর তত্ত্ব ২।৩৫।১২, ৩৩।১১, ৩৪।১২, ৩৪।১১, ৭।১৯।১৩
দীক্ষা ও দীক্ষিত ৩।২৩।১২
ষড়্ গোস্বামী ৪।১০।৯
দীক্ষা বা বিবাহজ্ঞান ৪।১২।২
গুরুকরণ ৪।৩।৭
সাময়িক প্রসঙ্গ ৭।১৪।১
মন্ত্রসংস্কার ৭।১৯।৩
মৌজাদিল ৭।১৮।১

গুরুনবিরোধিমতবাদ খণ্ডন
পরমার্থে ভেজাল ১।১।১৭
পরমার্থ ১।৭।৯
প্রাকৃতা ভক্তি ? ১।৭।৯

গুরুদেবের উক্তি ১।২।৫০, ৭।২৫০, ৮।৪৯, ৪।৫৯
গৌরভজন ১।২৯।১
গৌরার গৌর রায় ১।৪।১৪
গুরুকের অবস্থা ১।৪।১৭
বৈরাগ্য বিলাস ১।৪।১১
গ্রন্থিকে বাঁচান ১।৭।১৭
গৌকাল ও একাল ১।৭।১০
কলির আত্মকাহিনী ১।৮।১
জীবমঙ্গল (পদ্য) ১।৯।৩
বৃত্তির দৌড় ১।৯।১১
ব্রজে বানর ১।১০।১৬
স্বয়ংআচার্য্য ১।১০।১৮
পূতনা ১।১০।২৩
সৌভাগ্য ১।১১।৯
এ কেবল পাগল ১।১১।১২, ১৩।১২, ৩।১৩
দেবানন্দের কথা ১।১১।১৪
কর্ম্ম ও ভক্তি ১।১১।১৭
নগরকীর্ত্তন ১।১১।২০
তৃণাবর্ত্ত ১।১৪।৪
শকটভঙ্গ ১।১৫।৬
যমলার্জ্জুন ১।১৬,১১.
বৎসাসুর ১।১৭।৩
সাধুনিন্দা ১।১৯।৭
সাধ্য ও সিদ্ধতত্ত্ব ১।২৯।১৯
বসন্ত গান ১।২২।৪
ধাম ও ধামী ১।২৮।১
অবৈধ সাধন ১।২৯।১
বকাসুর ১।২৯।১০
মৎসরতা ১।৩৫।১১
বেশ ও বৃত্তি (পদ্য) ১।৩৬।৩
বাঁধাঘাট ১।৩৬।১০
বকাসুর ১।৩৭।৬
কপটতা ১।৪০।৩
অঘাসুর ১।৪০।৭
প্রয়াগ ১।৪৩।১০
প্রকৃতি ১।৪৭।৬
নিরপরাধ ১।৪৭।৪
জীবহিংসা ১।৪৯।১
কলি ১।৫০।১
বৈরাগী ১।৫৩।৮
প্রেমধর্ম্ম ১।৫৪।৮
ব্রহ্মমোহন ১।৫৫।১
বৈষ্ণবাপরাধ ১।৫০।৫
দৈন্য ১।৫০।৬
কাম ২।১।৬
দেবচক্ষুঃ ২।৭।৮
গৃহস্থ-ভক্ত ও বৈরাগী ২।৭।১২
ক্রোধ ২।৯।৬
কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি ২।১৪।১
লোভ ২।১৪।২
দর্শন ২।৪।১।২, ২।৪২।৯
অঘাসুর ২।৪৭।১১
মনোধর্ম্ম ২।৫০।৫
মঠে গৃহব্রত ৩।৩৪
হরিকথা প্রসঙ্গ ৩।৪।২
অভিমান ৩।৪।৮
সাময়িক প্রসঙ্গ ৩।৭।১, ১১।৩
মোহ ৩।৭।৪
গৃহব্রত ৩,৭।৬
স্বপ্ন ৩।৭।৯
অভিমান ৩।৭।১২
অবতার ৩।৭।১৪
জিহ্বাবেগ ৩।৯।৪
ভেকধারী ৩।১১।৩০
স্বাধীনতা ৩।১১।৩৩, ১২।১৪
সমালোচনা ৩।১২।৩
অচিৎপ্রতীতি ৩।১৩।৩
চতুঃসন বর্ণন ৩।১৪।৩
কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি ৩।১৪।৯,
১৪।১৪, ১৭।৪
প্রাকৃতত্ব ৩।১৫।২
প্রাকৃত জ্ঞান বিচার ৩।১৬।৬
বৈষ্ণবদাস ৩।১৭।৯
নিরয়াগ্রহ ১৪।৩৪
জীবলিপ্সা ১ ৪৩।৪
কলি ৩৪।১৯
বৈরাগী ১।৪৩।৮
প্রেমধর্ম্ম ১,৪৩।৮
বৈষ্ণবাপরাধ ১।৪০।৩
দৈন্য ১।৪০।৬
কাম ২।১।৬
গৃহস্থ-ভক্ত ও বৈরাগী ২।৭।১২
ক্রোধ ২।৯।৬
কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি ২।১৪।১
লোভ ২।১৪।২
দর্শন ২।৪।১।২, ২।৪২।৯
অঘাসুর ২।৪৭।১১
মনোধর্ম্ম ২।৫০।৫
মঠে গৃহব্রত ৩।৩৪
হরিকথা প্রসঙ্গ ৩।৪।২
অভিমান ৩।৪।৮
সাময়িক প্রসঙ্গ ৩।৭।১, ১১।৩
মোহ ৩।৭।৪
গৃহব্রত ৩,৭।৬
স্বপ্ন ৩।৭।৯
অভিমান ৩।৭।১২
অবতার ৩।৭।১৪
জিহ্বাবেগ ৩।৯।৪
ভেকধারী ৩।১১।৩০
স্বাধীনতা ৩।১১।৩৩, ১২।১৪
সমালোচনা ৩।১২।৩
অচিৎপ্রতীতি ৩।১৩।৩
চতুঃসন বর্ণন ৩।১৪।৩
কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি ৩।১৪।৯,
১৪।১৪, ১৭।৪
প্রাকৃতত্ব ৩।১৫।২
প্রাকৃত জ্ঞান বিচার ৩।১৬।৬
বৈষ্ণবদাস ৩।১৭।৯
মাচাঙ্গের গান ৩।১৭।১
যুক্তি শিখাচ্ছে কেন ? ৩।১৮।৭
ভক্তই সুখী ৩।১৯।৮
প্রেমবন্যা ৩।২১।৩
বৃন্দাবনের চিঠি ৩।২৩।২
ভগবৎমহিমা ৩।২৩।৭
পরিক্রমা কাহাকে বলে ? ৩।২৩।১৪
ভোগ, ত্যাগ ও যোগ ৩।২৪।১২
ব্রহ্মচারীর আশ্রম ৩।২৭।৪
বন্ধুর কথা ৩।২৭।৮
প্রেরিত পত্র ৩।২৭।১৩
"বৈরাগী" ৩।২৯।৪
তাঁবাক ৩।২৯।৬
শ্রীনামকীর্ত্তন ৩।৩১।১
বাসনাত্যাগ (পদ্য) ৩।৩১।২
আমার বান্ধব কে ৩।৩৪।৬
ত্রিবিধ চক্ষু ৩।৩৭।৪
শাস্ত্রবাক্যের ব্যভিচার ৩।৪৬।৩
ছুটী ভোগ ৩।৪৪।৮
দৈবেক্ষণ বেশ ৩,৪৬।৪
নিষ্কপট কীর্ত্তনাকুলালী ৩।৪৮।১
বঞ্চক ও বঞ্চিত ৩।৪৯
ভজনের সঙ্গ কে ৪।৩।৩
প্রাকৃত সহজিয়া ৪।১০।৯
আমার নির্জ্জন ভজন ৪।১৭।১৮
গুরুভক্তি ৪।১৮।২
সাধারণ ভুল ৪।১৯।২
ষড়ভোগ মন্দির ৪।২৯।৭
ভ্রমনিরাসবটিকা ৪।২৯।১১, ২৩।৩
শ্রীধাম দর্শন ৪।৩০।৪
অদ্ভুত ঘটনা বহিরঙ্গ গীতম্ ৪।৪৯।২
বাউলিয়া বিষাদ ৪।৫।১০
বেষভূষিণী ৪।৩,১৮
সঙ্গ ও কুসঙ্গ ৪।১৯।৭
পরা ও অপরাবিদ্যা ৪।২২।১
শ্রীনবদ্বীপ পূজা ৪।২৪।৬

ভগবদ্ দর্শন ৪।৩৭।২
আমার দুর্বুদ্ধি ৫।৪৪।২
ভজনের মূল প্রতিবন্ধক কি ? ৫।৪৮।৪
আমি চাই শুধু কেন ৯।১১, ৭।৮
অভ্যাসের ৯।৪।১৪
নীতি ও ভক্তি ৯।২০।১০
পরমার্থ ৯।২৯।২৭
বর্ত্তমান যুগে ভাবিবার কথা ৯।৩৯।১
লোকপ্রিয়তা ও সত্যানুসন্ধান ৯।৩৯।১, ৪০।৩
বৃন্দাবনে পত্নীপূজা ৯।৪০।১৩
আমার দুর্দৈব দেখবদল কাম ৭।১৯।১৫
কৃপা কি চাই ৭।১৮।৬
অভক্ত সমাজে বৃন্দাবন ৭।২০।১
ভোগ ও ভক্তি ৭।২০।৯
আমার দুর্দৈব—প্রয়াস ৭।২৯।৮
অর্থ ৭।২৪।৪
দুর্দৈবের কথা শুনতে চাই না ৭।২৭।১৪
অভ্যভিনিবেশ আসে কেন ৭।৩৮।৪, ৪১।১১
আমি ভাবি না ৭।৪৪।১১, ৪৫।৭
শান্তি জিজ্ঞাসা ৭।৪৫।৭

ভাগবত বিরোধিমত খণ্ডন

বেদান্ত পূর্ণাভাব ১।৪।১৪
দেবানন্দের কথা ১।১১।১৫
সংস্কৃতে কথা ১।১৪।১১
ভাগবত শ্রবণ ১।৩।।৭
অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ ২।৯।১০
সাময়িক প্রসঙ্গ ৪।১৩।২
ভাগবত ধর্ম্ম বিপন্ন ৪।২০।২
শ্রীমদ্ভাগবতনিন্দা গর্হণ ৯।১১।১৩, ১৩।১১

মনোধর্ম্ম-মত খণ্ডন

বর্ত্তমান যুগ ও গৌড়ীয় ৪।২৯৩
ভাবিবার কথা ৪।৩৭।৩
ধ্যান ও সঙ্কীর্ত্তন ৫।৪।২
লোকপ্রিয়তা ও সত্যানুসন্ধান ৯।৩৯।১; ৪০।৩

মায়াবাদ খণ্ডন

বেদান্ত পূর্ণাভাব ১।৪।১৪
এ কেমন সাধন ১।৪।১৫
নাস্তিক ১।৪২।৩
কাশীতে বক্তৃতা ২।৮।৪
জীব ও ব্রহ্ম ২।১৪।৬
সাময়িক প্রসঙ্গ ২।৪৪।৪
অন্বয়ের ৩।৭।১৪
সমালোচনা ৩।২।১৮
ব্রহ্ম-পরমাত্ম-বিচার ৩।৩৯।১২
সর্ব্বেশ্বরেশ্বরবাদ ৩।৪৪।৬
শ্রীনবাতনগৌড়ীয় মঠ ৪।৪১।২

রসবিরোধিমত খণ্ডন

পথে বেধা ২।৩৪।৩
স্বকীয় ও পরকীয় ৪।৪৫।২

শাক্তের মতবাদ খণ্ডন

বৈষ্ণব কি শাক্ত ১।৩.১৪
দুর্গাপূজা ১.৪।৯
শারদীয় পূজা ২।১১।১
দুর্গা ২।১১।৭
মহামায়া ৩।১১।৭
শারদোৎসব ৪।৩।২
বিজয়ার সম্ভাষণ ৪।১০।২
গৌড়ীয় পাঠে ৪।১১।৭
শ্রীসরস্বতী পূজা ৪।২৪।৯

শাস্ত্রবিরোধিমতবাদ খণ্ডন

বিচার-বিরোধ ২।২৪।১০, ৪০।১২
প্রশ্নোত্তর স্বত্ব ৩।১৩।১, ১৭।১
সাময়িক প্রসঙ্গ ৩।১৮।১
কলিবৈরি ৪।২০।১৯, ২১।১২, ২৩।১১, ২৪।১৭, ২৭।১৩
কুতর্ক কেদিকা ৪।২১।৯, ২২।২১
অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী ৪।২২।১৩, ২৪।১৩
প্রেরিত সমালোচনা ৪।৪২।১০, ৪৪।১৩
শাস্ত্রীয় মীমাংসা ৪।৪৩।২, ৪৪।১৪, ৪৬।৭, ৫০।৮
পরা ও অপরা বিদ্যা ৪।২৭।৯

শাস্ত্র ব্যবসায়মতবাদ খণ্ডন

পরমার্থে ব্যবসা ১।১।১৩
ভণ্ডক পাঠক ১।৭।১৪
কেন চৌর ১।১ ।১০
দেবানন্দের কথা ১।১।১২
কলির সন্তান ১।১১।২৩
ভবদূতের উক্তি ১।১২।১৮
ভণ্ডক শ্রোতা ১।১৩।১
সংস্কৃতে কথা ১।১৭।১১
অসত্যের আদর ১।২৭।১
ভক্তই পণ্ডিত ৪।১৪।৭
উৎকৃষ্ট ব্যবসায় ৪।২৯।৮

শুদ্ধনামবিরোধিমতবাদ খণ্ডন

দেবাপর নাম ১।৭।১৩
সংসংসর্গ ১।১৩।৭
নামাপরাধ ১।১৬।১৭, ৪৭।৪
সাধুনিন্দা ১।১৭।৫
বিষ্ণুনিন্দা ১।২১।৭
গুরুনিন্দা ১।২৬।১২
শ্রীনাম ১।৪৪।১
তাব ২।১৯।১
হরিবাসর গুরুগৃহে ২।৩৯।১, ৪০।৯
সাময়িক প্রসঙ্গ ৩।৭।১, ৪।৪২।৯
শ্রীনামকীর্ত্তন ৯০।১৯
অভক্ত যৌনো বধিরস্ত গীতম্ ৪।৪৯।২
মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় ৫।৯।১২
নামবলে পাপপ্রবৃত্তি ৯২।১।১

শ্রীধাম মায়াপুর বিরোধবাদ খণ্ডন

শ্রীনবদ্বীপ ধাম ১।২২।৫
ধাম সেবা ১।৩০।১৯
প্রচার প্রসঙ্গ ১।১৬।৬
যোগপীঠ ও ভক্ত ২।৩৮
সাময়িক প্রসঙ্গ ৩।১১।৫
গৌড়ীয় ও গৌড়ীয়ত্ব ৪।২৭।২

চরণদাস ৪।৬৮।২
হাস্যরস ৬।৪।৬
প্রেমের পুষ্টি ৬।৫।৭
প্রতিবাদ ৯৭।১২

মায়াপুরের অনুকূল মত

প্রচার প্রসঙ্গ ১।১৩।৬, ৪।২৯।১৪
নিবেদন ২।৯।১২, ১৭।৭, ২৪।৮, ১২।১০
প্রতিবাদ ২।২৯।১২
প্রেরিতপত্র ২।৪২।৯, ৩।২৯।১৪, ৪।৪২।১৮
মায়াপুরে আহ্বান (পদ্য) ৩।২০।১৯
মেলা (পদ্য) ৩।২৯।১৪
মায়াপুরের মঠ ৪।১৭।১২
প্রাপ্ত পত্রাবলী ৪।৩৮।৭
প্রতিবাদ পত্র ৪।৪০।১৩
শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শন ৬।৩১।১১
শ্রীগৌর-জন্মস্থান ৬।৩৩।২
আমরা ও তাঁহারা ৬।৩৩।৩
মায়াপুর দর্শন (কাশীপুরনিবাসী পত্রিকাতে

শ্রীকেবলানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়) ৬।৩১।৯
মহাপ্রভুর জন্মতিথির উৎসব (টিট্টাগাই পত্রিকা) ৬।৩৯।১
শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান (শ্রীযদুনাথ রায়, নবদ্বীপ) ৭।৩১।১৬
শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান (বৈদিক বসুমতী ২৭শে চৈত্র, ১৩১৭) ৭।৩৪।৬
Birth place of Sri Chaitanya (Forward & Basumati ৭-৪-১৭) ৭।৩৪।৯
শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রমাণ ৭।৩৯।১৪, ৫৮।১৪
অপবাদ-ভঞ্জনপাট কুলিয়া ৭।৩৭।১০
শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান (বাংলার কথায় শ্রীরাধাপদ মুখোপাধ্যায় লিখিত) ৭।৩৯।১৩
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম জগন্নাথ প্রসঙ্গে ৭।৪৩।৯

সখীভেকী-মত খণ্ডন

পরমার্থে গোঁজামিল ১।১১।৩
ভণ্ডামির উক্তি ১,৪৪।১১

ভাই সহজিয়া ৫।৩২।১৩
প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ ৬।১৭।৫

সদাচারবিরোধিমতবাদ খণ্ডন

জীবহিংসা ১।৪৪।৪
শ্রাদ্ধতত্ত্ব ৩।১৪।২
তামাক ৩।২৯।৮
প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ ৩।৩০।১১
সদাচার ৪।২৩।৬
সাধুবেশে কলির চর ৪।৩৪।৮

স্বতন্ত্র-দেবতাকল্পনা-মতবাদ খণ্ডন

দুর্গাপূজা ১।৪।৯
বহুদেব ১।১৪।১৯
প্রতীক প্রসঙ্গ ২।৯।১০
প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ ২।১৯।৮
উপাসনা ৩।১০।১৩
মুসিকার মনাহুতি ৪।২৯।৭
শ্রীসরস্বতী পূজা ৪।২৪।৬

বিভিন্ন বিষয়

অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ

আউল বাদ ৫।৪৬।১
বাউল মত ৫।১।৯, ৬।১১।৭
কর্ত্তাভজা ৫।১৭।৯,১৮।১১,৩।১১
নেড়া, দরবেশ ও সাঁই ৬।৩।১২
সহজিয়া ৫।১।১৯,৬।১৬।৫
সখিভেকী ৬।১৭।৫
স্মার্ত্ত ৬।১৮।৩,২১।৯,২৯।২,৪৪।৫ ৪৪।৯
৫৬।১, ৪৮।১০,৪৯।১২,৫০।৯
গৌরনাগরী ৫।১।৯

ঐতিহ্য

পারমার্থিক গৌড় ৫।১।১০, ২।১৫, ৩।১৯, ৪।১৩, ১৬।১৫, ৩৭।১০, ৩৮।৪, ৫৯।৬, ৪০।৪, ৪৩।১৩
পৌড়পুর ১।৩৯।১
হংসদূতির ইতিহাস ৭।২।১৩, ৫।১
তীর্থ পাণ্ডবপুর ৭।৪০।৬
ব্রহ্মগিরি ৭।৪১।১
পিছলদা ৭।৪২।৯
শ্রীকুরুক্ষেত্র ৭।৪৫।১

গুরুতত্ত্ব

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ ১।১৭।১৬, ১৮।৮, ২।১৯।১৫, ১৭।১০, ১৮।১০, ৩।২৬।১০
এ কেমন সাধন ১।২০।৭, ২১।৩, ২৯।৭, ৪৪।৯
আচার্য্য ২।৯।১
আচার্য্যত্ব ২।৭।৪
সাময়িক-প্রসঙ্গ ৩।১১।৩

গুরুতত্ত্ব (পদ্য) ৩।২৬।১৯
গুরুক্রম ৩।৪০।৩
চরম শ্লোকোদ্ধার ৪।৪।১৭
বিষয়ের সদ্ব্যবহার ৪।৭।২
পরম গুরুষ্টকম্ ৪।১০।১
মহাগুরুতত্ত্ব ৭।৪২।৭

গৌড়ীয়-অনুকূল মত

বড়দিন ২।২০।৭
প্রেরিত পত্র ২।২১।১০
খ্রীষ্টের কথা ৩।১৭।১৪
আক্ষেপ-পত্র (পদ্য) ৩।২৯।১৫
গৌড়ীয় মঠ ৩।৩৫।১০
মুসল্ল মহারাজ বাহাদুরের পত্র ৩।৩৫।১০
প্রেরিত পত্র ৪।১৩।১৩

প্রাপ্ত প্রবন্ধ ৪।৩১।৪
গৌড়ীয় মঠ ৪।৩৪।৩
৪নং পত্র ৪।৩৮।১৪
প্রেরিত পত্রাবলী ৪।৪৫।৭
শুদ্ধিপত্র ৪।২৬।১৪
সঙ্কলন ও সমালোচন ৪।২৪।১০
শ্রীচৈতন্যামৃত-সুধাদর্শনে ৪।৫৪।১১
চন্দ্রনিকা ৪।২৪।১৩
সূত্রের নিবেদন ৪।১৩।১৫
গৌড়ীয় প্রণতি (পদ্য) ৭।১।৩
প্রাপ্তপত্র (দেওয়ালীবাহ, কুরুক্ষেত্র) ৭।২৩।১৫

গৌড়ীয়ের বৈশিষ্ট্য

গৌড়ীয় (প্রাপ্ত পত্র) ১।৩৭।১১
গৌড়ীয়ের ধর্ম্ম ১।৩৮।১
বর্ষ প্রবেশ ২।১।১
পথিকের উপলব্ধি ২।১।৯
সাধুর উপলব্ধি (পদ্য) ২।৩।১১
ভগবদ্বস্তুতি ২।৪।৮
মঠে উৎসব ২।৭।১
বৈষ্ণবের ভাষা ২।৪৮।৯
বর্ষপ্রবেশ (পদ্য) ৩।১।১
গৌড়ীয় প্রসঙ্গ ৩।১।২
'বিরহ' পাঠে অনুভূতি ৩।২।৯
প্রেরিত পত্র ৩।১০।১৮
সনাতন ধর্ম্ম প্রচার ৩।২২।৪
কাঁথির ভক্ত সুধীসমাজে নিবেদন ৩।২৩।১৩
স্বাগত (পদ্য) ৩।১।১
প্রচার প্রসঙ্গ ৪।১।৩১
গৌড়ীয়ের কথা ৪।২।২
আমার পরিচয় ৪।১৪।১৪
বিবর্ত্ত নিরাস ৪।১৬।৯
পাঠকগণের প্রতি ৪।২২।২
চন্দ্রবিপ্র ৪।২২।৪
বর্ষ উপসংহার ৪।১৪।২
ফল ফলিতেছে ৪।১৮।২
সাময়িক প্রসঙ্গ ৪।৪৭।২
বর্ষশেষে ৪।৫০।২
গৌড় ও মঠ কি করেন ? ৪।৭।১৭
গৌড়ীয় বৃত্তি না কেন ? ৪।৭।৪
বর্ষশেষে নিবেদন ৪।৫০।৩, ৪।৫০।১
গৌড়ীয়ের ভিক্ষা কি ৪।৫০।৪
নববর্ষ ৭।১।১
বর্ষাভিশেষে বিজ্ঞপ্তি ৭।১৪।১

গৌর-তত্ত্ব

শ্রীগৌর জন্মোৎসব ১।২৭।১
শ্রীগৌর-জন্ম ২।৩০।১
শুদ্ধিতত্ত্ব মার্জ্জন ২।৪৬।৫
পুরী দর্শন ২।৪৭।৪
বর্ষাগ্রে নৃত্য ২।৪৭।৮
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গশতক (পদ্য) ৩।৪।১১, ৪।১৬, ৭।১৬
হরিস্মরণ (পদ্য) ৩।২২।৬
প্রেমবন্যা ৩।২১।৩
শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন (পদ্য) ৫।৩৯।১০
প্রশ্নোত্তর তত্ত্ব ৩।১১।৭, ৩২।৯, ৩৩।১১, ৪।৩।২২
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৪।১।২৪, ২।২৮, ৩।১৪ ৫।১১, ৬।১৯, ৮।১০, ৯।১৩, ১১।৯, ১৩।১৫, ১৪।১৬, ১৬।১০, ১৭।১১, ১৮।১০, ১৯।২৩, ২০।২২, ২২।৯, ২৩।৯, ২৪।২১, ২৯।৫, ৩২।৫, ৩৪।৭, ৩৫।১১ ৩৬।৮, ৩৭।১২, ৩৯।১৩, ৪০।১৬, ৪১।১৬, ৪৩।৯, ৪৮।১০
দুই ভিখারী ৪।১১।৪
আলালনাথ ৫।৫।১৭
শ্রীগৌরনিত্যানন্দের দয়া ৫।১৫।১৩
ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বিজয়রাম ৫।৩০।২
চরিতামৃত শিক্ষা ৫।৩০।১১
প্রার্থনাষ্টকম্ ৫।৩১।১৩

জীব-তত্ত্ব

প্রশ্নোত্তর তত্ত্ব ১।৩২।৩
শোক-শাতন ১।৪৩।১০
ব্রহ্মণ্যদেব ২।১।৩
পরমাণু বিচার ২।১২।৬
কে আমি ২।২০।৪, ২।২১।৫, ২।৪৪।১৩
জন্মমৃত্যুরহস্য ২।৪৫।১২, ৪৭।১৫, ৪৯।৭
ট্রাম্বে ভূত ৩২।১১
অচিৎপ্রতীতি ৩।১৩,৩
বিজয়ার সম্ভাষণ ৪।৭।২
ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ ৭।১৫।১৪

ভক্তপবৈভব

এ কেমন পাগল ১।১৫।৩, ১৯।৩
চিন্ময় স্বরূপ ১।৩২।৮
হরিশরণ শুক্লগৃহে ২।২৭।৪, ৩৫।৫
শ্রীধাম দর্শন ২।২৯।১
শ্রীগৌরধামের স্বরূপ ২।৩০।১১
আত্মিকতা ৩৪।৮
শ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীনবদ্বীপধাম ৩।১৮।১৪
গৌড়মণ্ডল ৩২৩।১৫
ভক্তপবৈভব কি ? ৩।২৩।১৫
শ্রীগৌড়মণ্ডল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন ? ৩।২৪।৩
শ্রীমায়াপুর ৩২৭।১৫
চরণ রেণোলাভ ৪।১।১৩, ২।২১, ৩।২৩, ৪।১৫

বৈষ্ণবপ্রকাশ ৪।২।১৪, ৩।২০, ৪।২, ৬।৬
ধাম দর্শন ৪।৩৬।৯, ১১.৭, ৪০।৬
শ্রীক্ষেত্র ৪।৪৬.৫
শ্রীধাম পরিক্রমার শিক্ষা ৫।৩৩।২
শ্রীপাট কুলিয়া ৬।৭৭।১০
শ্রীপদ্মিদর্শন ৭।৩১।২, ৩২।৬

তীর্থ

গঙ্গা ৩।৪৪।১৫, ৪৬।১৬ ; ৬।৬।১, ৭।৬
কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগ ৭।১২।১
কুরুক্ষেত্র সূর্য্যোপরাগে প্রভুপাদ ৭।১৪।৮, ১৫।১০, ১৭।৯, ১৮।১, ১৯।১, ২০।৪
তীর্থ পাণ্ডরপুর ৭।৪০।৬
ব্রহ্মগিরি ৭।৪১।১
শ্রীকুরুক্ষেত্র ৭।৪৫।১

দীক্ষাতত্ত্ব

প্রশ্নের উত্তর প্রভু ১।১৭।১৯, ১৮।৮, ২,৩২।১২, ৩৯।১০, ৩৪।১২, ৩৫।১১
এ কেমন পাগল ১।২৫।৪, ৩১।১০
ভগবদ্ জ্ঞান ২।২।৪
দীক্ষিত ২।৮।১
অর্চ্চনাধিকার ২।৩৫।১
দীক্ষা ও দীক্ষিত ৩।২০।১২
দীক্ষা দিনে ৪৪৪।১৩
মন্ত্রসংস্কার ৭।১৬।৩

ধর্ম্ম-ব্যবসাদারের মৎসরতা

নবদ্বীপে নৈশাচিক কাণ্ড ৩।৩০।১২
নবদ্বীপে বৈষ্ণবের উপর অত্যাচার ৩।৩০।১২
প্রেরিত পত্র ৩।৩২।৯, ৩৩।৪
নবদ্বীপসহরে পাশবিক অত্যাচার ৩।৩৩।১৩
নবদ্বীপে প্রচারে অত্যাচার ৩।৩৩।১৪
কুলিয়া নবদ্বীপের সৌরাত্ম্য ৩।৩৫।৪
প্রেরিত পত্র ২।১৬।৬, ৩।২৯।১১, ৩।১৩।৪, ৩২।৬, ৩৩।৪, ৫, ৬, ১৬, ৩৪।৫; ৩৪।৫
গৌড়ীয় মঠ ৪।৩৫।৩
নারী নির্য্যাতন ৫।৩১।১৫
ব্যবসাদারের কপটতা ৭।২.৭, ৪।৭, ৫।১১, ১২।১৩, ২১।১০

ধাম পরিক্রমা

নবদ্বীপ পরিক্রমা ১।২৩।৭
ধামপরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসব ১।২৮।১৩
হনুমানের উক্তি ১।৩০।৬
পরিক্রমাবিবরণ ১।৩০।৯
পরিক্রমায় আমন্ত্রণ ২।২৮।১৪
শ্রীধাম পরিক্রমা ২।৩১।১
পরিক্রমার আবাহন (পদ্য) ২২।৩
পরিক্রমার আহ্বান (পদ্য) ৩।২৩।১
শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা ধারা (পদ্য) ৩২।৫।২
শ্রীধাম প্রচারিণী সভা ৩।৩২।৩
বিবরণী ৪।২৮।২, ৯, ২৯।২
শ্রীধামদর্শন ৪।৩৫।৭
পরিক্রমা, জন্মোৎসব ও অভিষেক মহামহোৎসব ৫।৩১।১২
অধিবেশন বিবরণী ৫।৩১।৭, ৬.৩২।১
প্রশস্তি-কলম্ ৫।৩১।১৪
পরিক্রমা ও মহামহোৎসব ৬।৩১।১
অধিবেশন বিবরণী (আনন্দবাজার ১লা চৈত্র, ১৩৩৪) ৬।৩৭।১১
শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মোৎসব (বিবি 'বিশ্বমিত্র' ১৬ই মার্চ্চ ১৯২৮) ৬।৩৭।১২
শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মোৎসব (বিবি 'বঙ্গবাসী' ১৭ই মার্চ্চ ১৯২৮) ৬৩৭।১৩
Sri Chaitanya Anniversary at Sri Mayapur (Forward 15-3-28) ৬৩৭।১৩
শ্রীধাম পরিক্রমায় আবাহন ৭।৩১।১
দীপ নির্ব্বাপন ৭।৩১।২, ৩২।৬
পরিক্রমা ও মহামহোৎসব ৭।৩৩।১
অধিবেশন বিবরণী ৭।৩৩।৬, ৩৪।৫, ৩৪।৫

নামতত্ত্ব

সেবাপরনাম ১।৭।১৩
প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ১।৩৯।৩
কীর্ত্তনে ঔদাসীন্য ১।৪৪।৩
নাম ও নামী ১।৪৪।১
নামাভাস ১।৪৯।৩
কীর্ত্তনে বিঘ্ন ২।৫।৯
কাশীতে বন্যা ২।৮।৫
হরিদাস গুরুগৃহে ২।১০।৬, ১৮।৩, ২২।৫, ৩৫।১
হরিসংকীর্ত্তনের আবশ্যকতা ২।২৭।১৩
শ্রীনামকীর্ত্তন ৩।৩১।৯
নামকীর্ত্তন ৪।৪।৩
হরিসংকীর্ত্তন ৪।১।৫
স্নান ও সংকীর্ত্তন ৪।৫।২
শ্রীধামে নামযজ্ঞ ৫।২৩।১৩

নিত্যানন্দ-চরিত্র

শ্রীনাম প্রকাশ (পদ্য) ৩।১৯।১০
শ্রীনিত্যানন্দ চরিত্র ৪।১২।৮
পর উপকারী কে ৫।১৫।৯
শ্রীপ্রভুর আবির্ভাব ৪।২৯।২

পরবিদ্যাপীঠ

পরবিদ্যাপীঠ ৫।৪২।২
শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ ৬।১২।০
শ্রীগৌড়পুর শাশ্বত-তীর্থ ৬।২৩।৬
আনন্দ সংবাদ (শ্রীগৌরবাস ব্রহ্মচারীর উপাধি-পরীক্ষায় কৃতিত্ব) ৬।৫১।১৪
ভাগবত পাঠশালা ৭।৪০।১৫
সাময়িক প্রসঙ্গ (ছাত্রগণের কৃতিত্ব) ৭।৪৭।৪

পরলোকগত মহাত্মগণের নাম

(১) শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী বেহাড়া, বশোহর ৩২শে শ্রাবণ ১৩২৯ ১।২।১৯
(২) শ্রীনলিনাপ্রিয় দাস (উদাসীন ভক্ত) ৬ই ভাদ্র ১৩২৯ ১।২।১৯

(৩) রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর ৮ই ডিসেম্বর ১৯২২ ১।১৭।২২

(৪) শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় (চণ্ডীদাসের পদাবলীর সংগ্রহকর্ত্তা) ১৪ই মাঘ ১৩২৯ ১।২৩।১৪

(৫) শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ব্রহ্মচারী ৫ই মাঘ ১৩০০ ৪।২৩।১১

(৬) শ্রীশ্রীনিবাস দাস অধিকারী, শ্রীকদমতলা, খুলনা ৮ই আগষ্ট ১৯২৪ ৩।২।১৩

(৭) শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত ২৫শে অক্টোবর ১৯২৪ ৩।১১।১২

(৮) শ্রীপাদ দুখনেশ্বর দাস অধিকারী ১৮ পৌষ ১৩৩১ ৩।১৮।১৩

(৯) মেদিনীপুর জেলার ব্রাহ্মণ জমিদার শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহিড়ী ২৪শে ফাল্গুন ১৩৩১ ৩।৩০।১৪

(১০) শ্রীহরদাস ব্রহ্মচারী ৩।৩০।১৪ ৩০শে ফাল্গুন ১৩৩১

(১১) শ্রীযুক্ত উমা প্রসাদ মিশ্র ৩।৩২।১৬ ৩রা চৈত্র ১৩৩১

(১২) শ্রীশশীভূষণ পাত্র ২১শে চৈত্র ১৩৩১ ৩।৩৩।৪

(১৩) শ্রীনেপালচন্দ্র দত্ত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ ৩।৪৪।২

(১৪)শ্রীপাদ শ্যামসুন্দর দাস অধিকারী ৪।৮।২১ ভাটীজলকর, মৈমনসিংহ ১৮ আশ্বিন ১৩৩২

(১৫) শ্রীপাদ জয় গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রকট বাসরে ৪।২৩,১৫

(১৬) রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী ভক্তিভূষণ এম, এ, বি, এল জমিদার টাকী ২৪শে চৈত্র ১৩৩২ ৪।৩৪।১৪

(১৭) শ্রীপাদ রামরাজেন্দ্র প্রভু ২৪শে বৈশাখ ১৩৩৩ ৪।৩৭।১

(১৮) শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী চাঁপাবাটী, শ্রীগৌরাঙ্গাশ্রম মঠ ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ ৪।৪৩।১৬

(১৯) পরম ভাগবত শ্রীহরবিহারী পাইন ১৭ই কার্ত্তিক ১৩৩৩ ৪।১৪।১৫

(২০) শ্রীপাদ রামবিনোদ ব্রহ্মচারী ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ ৪।১৫।১৬

(২১) শ্রীযুক্ত মণিলাল মিত্র ভক্তিসুন্দর কোড়াবাগান, কলিকাতা ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ ৪।১৭।১৪

(২২) শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ দাস মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কৃষ্ণাবতী ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ ৪।১৮।১৫

(২৩) শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুর —১২ই মাঘ ১৩৩৩ ৪।২৪।১১

(২৪) শ্রীপাদ নিত্যপ্রকাশ ব্রহ্মচারী ১৭ই ফাল্গুন ১৩৩৩ ৪।২৯।১৬

(২৫) শ্রীমদ্ দুর্গেশনাথ মিত্র জোড়াবাগান কলিকাতা ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ ৪।৪১।১৬

(২৬) শ্রীযুক্তা কৃষ্ণকামিনী দেবী পাইক পাড়ার রাজকুমিতা ২৮শে শ্রাবণ ১৩৩৪ ৪।২।১৬

(২৭) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত ২৯শে শ্রাবণ ১৩৩৪ ৪,২।১৬

(২৮) শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ২৭শে শ্রাবণ ১৩৩৪ ৪।২।১৬

(২৯) শ্রীযুক্ত বটুবিলাস চট্টোপাধ্যায় ২২শে মাঘ ১৩৩৪ ধানবাদ ৪।২৪।১২

(৩০) শ্রীপাদ সনাতন দাস ব্রহ্মচারী ২৯শে ফাল্গুন ১৩৩৪ ৪।৩০।১৫

(৩১) শ্রীভূষণচন্দ্র দাস শান্তিপুর ৭ই শ্রাবণ ১৩৩৫ ৪।৫০।১২

(৩২) শ্রীপাদ হৃদয়কৃষ্ণ দাস অধিকারী ৩০শে অক্টোবর ১৯২৮ ৭।১৫ ১৬

(৩৩) শ্রীত্রিবিক্রম পুরুষোত্তম দাস অধিকারী মথুরী, মেদিনীপুর ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ ৭।১৭।১৬

(৩৪) সিদ্ধগুরাধী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস — পরম মহারাজ চাকা, জগন্নাথপুর, শ্রীগোপালজী মঠ ইং ৯ই জানুয়ারী ১৯২৯ ৭,২২।১৬

(৩৫) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র গড়াই গোবিন্দপুর, মানভূম ইং ৮ই জানুয়ারী ১৯২৯ ৭,২৩।১৬

৩৬) শ্রীযুক্ত মোহন রায় চৌধুরী বালিয়াটী, ঢাকা ইং ১৩ই জানুয়ারী ১৯২৯ ৭।২৪।১৬

(৩৭) শ্রীযুক্ত উমানাথ ভট্টাচার্য্য ৮৬।২ বলরাম দেবের ষ্ট্রীট কলিকাতা ২২শে মাঘ ১৩৩৫ ৭,২৬।১৬

(৩৮) শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিভূষণ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ১০ই চৈত্র ১৩৩৫ ৭।৩৩,,৬

(৩৯) শ্রীগৌরগোপাল দাস শ্রীগোপালজী মঠ, কদমতলা, ঢাকা ২৪শে চৈত্র ১৩৩৫ ৭।৩৪।১৬

(৪০) শ্রীযুক্ত অনিলমোহন দাস অধিকারী নবদ্বীপ ৮ই বৈশাখ ১৩৩৬, ৭।৫৮।১৬

(৪১) আচার্য্যত্রিক প্রভুর জননী ঠাকুরাণী ১৭ই বৈশাখ ১৩৩৬ ৭।৫৮।১৬

(৪২) শ্রীপাদ হরিচরণ দাস বাবাজী শ্রীধাম মায়াপুর ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ ৭।৪০।১৬

(৪৩) শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয়ের জননী ঠাকুরাণী ৭।৪৯।৪

প্রচার-প্রতিষ্ঠান

মঠ কি ?	১।৩২।১
মঠের উৎসব	২।৭।১
হরিসভা	২।৩৩।১
মঠে গৃহস্থ	৩।৩.৪
চরম শ্রেয়োলাভ	৩।৩৮
মায়াগৌড়ীয় মঠাষ্টকম্	৪।১১.১

শ্রীনবাতন গৌড়ীয় মঠ ৪।৪১।২
শ্রীক্ষেত্র ৪·৪৫।৫
শ্রীগজিনানন্দ মঠ ৪·৪৮।১৩
শ্রীগোপীনাথ ৫।৪।১৭
গৌড়ের চৈতন্য ৪।৭।৭
শ্রীগুরুমহারাজ মঠ ৫।২০।১২
বৈষ্ণবধর্ম্ম ৬৯।১
শ্রীগুরুর পদে ৬।১০।১৫,১১।১৫, ১৩।১৩
শ্রীচৈতন্য-চরণচিহ্ন ৬।৪৪।১
সেবাসমর্পণ (বাগ্‌বাটী মঠ) ৭।৭।১৫
শ্রীগৌড়ীয় মঠের চিত্রিপ্রদর্শন ৭।৮।১৩
ধাম-মঠে স্বাগত ৭।৯।১২
ভক্তিবিনোদাবির্ভাব-মহোৎসব ৭।৯।১৪
বিভিন্ন মঠে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-নাম ৭।১৭।৫
শ্রীকোলান মঠ ৭।৩৩।১৬
দিল্লীতে শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৭·৩৪।১৫
ব্রহ্মবনপাড়া প্রণামাশ্রম ৯·৩৪।১৫
একচাকা মঠ ৭।৩৪।১৬,৫৩।১১
শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ ৭।৩৪।১৬
শ্রীগৌড়ীয় মঠ (নির্ম্মাণ কার্য্যারম্ভ) ৭।৩৬।১৬

প্রাকৃত সহজিয়ার স্বরূপ

প্রাকৃত সহজিয়া ৪।১৩।৯
পরমহংসঠাকুরের বক্তৃতা ৪।১৫।১৩
সহজিয়ার আর একটী চিত্র ৪।১৪।৪
সাধুর বেশে কলির চর ৪।১৪।৮
প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ ৭।১৬।৫

বর্ণাশ্রম

বর্ণাশ্রম ১।১০।১
চাতুর্ব্বর্ণ্য ১।১২।১
ভূতক প্রেতা ১।১৩।১
বর্ণান্তর ১।১৯।১
ব্রাহ্মণত্ব ১।৪১।৯
একজাতি ১।৪২।১
ব্রহ্মণ্যদেব ২।১৯।৩
বেদে বর্ণবিধান ২৮।১
প্রতিবাদ ২।১৪।৭
চাতুর্ব্বর্ণ্য ২।১৮।৯, ১৯।৪
ব্রহ্মবর্চ্চ্য ২।৪১।১
ক্ষাত্রধর্ম্ম ২।৪৯।৭
সেবা সার ২।৫০।২
বৃহদ্ব ৩।১।৪
বানপ্রস্থ ৩।৩।১০
চতুর্থাশ্রম ৩।৪।৭
বৈষ্ণবর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ৩।১০।১২
সমাজ-সংস্কার রহস্য ৩।১৯।১৫
বর্ণবিচার ৩।৪৭।৪

বিষ্ণু-বৈষ্ণবের বিরোধ

নির্য্যাণ ৪।১৬।২
সুসিদ্ধান্ত সমাহৃতি ৪।১৭।৮, ১৮।৮, ২১।১১
ভগবত্তত্ত্ব ৭।৪১।১২

বৈষ্ণব-চরিত্র

সার্ব্বভৌমের ভিক্ষা ৩।২১।৭, ২৩।১০
রাঘবের ঝালি ৩।২২।৭
তৈরাণী ৩।২৯।৪
দণ্ডমহোৎসব ৩।৩০।১৬, ৩১।১৫, ৩৪।১০
বৈষ্ণব বন্দনা (পদ্য) ৩।২২।৭
একাদশবার্ষিক বিরহোৎসবে (পদ্য) ৩.৪৩৩
অবিচার প্রবোধিনী ৪।১।১৮
রঘুনাথের নিষ্ক্রমন (পদ্য) ৩।৪৩।৪
বঞ্চক বৈষ্ণব ৪।১১।৭
শ্রীজীব ৪,৬।৩
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বৈষ্ণব পণ্ডিত ৪।৮।৪
বিরহ-স্মৃতি ৪।১৩।২
সেবাদর্শ ৪।১৬।১০
আচার্য্যের অসমোর্দ্ধ গৌরব ৬।২।৪
সর্ব্বপ্রধান বিবেচনার বিষয় ৬।০৪।৫
অলৌকিক ভক্ত-চরিত্র ৭।৪৮।৭

বৈষ্ণব-তত্ত্ব

কপিলা ১।০৭।২
প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ ১।৩৯।৩
সাধুং মতসব ১।৫৮।৬
নির্ম্মৎসর ১।৩৯।১
ভাগবত-সূর্য্য ৩।৩।১৪
প্রভুর প্রচার ৩।৪।১২
চতুর্থাশ্রম ৩।৪।৭
বৈষ্ণবের লক্ষণ ৩।৯।১৫, ৭।১৪।১৫
অবতার ৩ ৬.১৪

বৈষ্ণবাচার

যুক্তি-বৈষ্ণবাচার ২।৪৫।১০
বিরক্ত সন্ন্যাস ৪।৯।১৪
বিরক্ত ৪।১০।১৩
প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ ৪।৩৭।১৩, ৪।৭।১৩
বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ ৪।২৪।১৩

বৈষ্ণবের বৈশিষ্ট্য

সজ্জন ৪।৯।২
ভক্তই সুখী ৩,১৯।৮
সার্ব্বভৌমের ভিক্ষা ৩।২১।৭, ২৩।১০
রাঘবের ঝালি ৩।২২।৭
সেবা ও কৃপা ৩।২২।১৩
কর্ম্মী ও ভক্তের তীর্থদর্শনে পার্থক্য ৩।২৪।৭
নামদর্শনের অধিকারী কে ? ৩।২৪।৭
ভক্তের সেবা (পদ্য) ৩।২৪।৮
বিলাসপ্রিয়াদ্যুক্তি ৩।৩৩।৫
গীত (পদ্য) ৩।৩৪।৬
দেবত্ব (পদ্য) ৩।৩৮।৫
সেবাই সোপান ৩,৩৯।৩
লক্ষ্মী ও তুলসী (পদ্য) ৩।৩২।৯
দক্ষ ও শিব ৩।৪২।৯
একাদশ বার্ষিক বিরহোৎসব (পদ্য) ৩।৪৩।৩
বৈষ্ণব কি অব্রাহ্মণ ? ৩।৪৩।৫
বিচার কার কর ? ৩।৪৩।৮, ৪৪।১৪
পাঠের অধিকারী ৩।৪৬।৮
বিকার বিষ-সুধা ৩।৪৩।১

ব্রত

একাদশী ব্রত ১।৮.২২, ১।১৫
এ কেমন পালন (একাদশী ব্রত) ১।২০।৭
অষ্ট মহাদ্বাদশী ২।৩৮।৪
চাতুর্মাস্য ব্রত ৪।৬৮।১০, ৬।৪৬।১
শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য ৬।৪৭।১

ভক্তি অনুকূল মত

অহংবুদ্ধি ১।১২।২, ১।১৩.৭
কুমাত্রাধিকার ১।১২।৯
এ কেমন পালন ১।১২।১১, ১।১৯.৫,
১।২৬।৮, ১।৪৮।৬
শ্রবণ ১।১৪।১৯
কীর্তন ১।১৫।১৭
আমাদের কর্তব্য ১।১৬।৯
হরিনাম গ্রহণ ১।১৭।১৭, ১।১৯।৯
বিষ্ণুস্মরণ ১।৩৩।১১
সেবা ১।৩৪।১
সাধুকৃপা ১.৩৫।৩
দৈন্য ১।৩৫।৬
পাদসেবন ১।৩৭।৩
শক্তিসঞ্চার ১।৪০।১
বর্ণশ্রেষ্ঠতা ১।৪১।১
ভক্তিযোগ ১।৪১।৩
অর্চন ১।৪৫।১০
বন্দন ৪।৪৬।৪
শরণাগতি ১।৪৭।১
চক্ষুদান বিশ্বাস ১।৪৭।৭
দাস্য ১।৪৮।৪
সখ্য ১।৪৯।১১
আত্মনিবেদন ১।৫০।৭
রাগ ও বিধি ২।১।৭
তৃণাদপি সুনীচ ২।৪।৫
প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ ২।৫।১
গৃহস্থভক্ত ও বৈরাগী ২।৭।১২
আত্মদর্পণ ২।৯।১

পরমায়ু বিচার ২।১২।৬
ধর্মহত্যা ২।১৩।২
শ্রীবর্ণশঙ্কর ২।১৫।১, ২।১৬.১
ভাব ২।১৯।১
গুরুসেবা ২।২৩.১
কৃষ্ণই ভোক্তা কে ২।২৬।১
হরিসংকীর্তনের আবশ্যকতা ২।২৭।১০
শ্রীধাম দর্শন ২।২৯।১
প্রেমস্বরূপ ২।৩০।৪
সুদর্শন ২।৩৪।১
বৈষ্ণবাচার ২।৩৬।১৪
তৃণাদপি শ্লোক ২।৩৭।১
হরিকথা ২।৩৯।১
দর্শন ২।৪১।১২, ১।৪২।৯
প্রহ্লাদের উপদেশ ২।৪৩.১১, ২।৪৫।১৪
শুদ্ধিচা মার্জন ২।৪৬।৪
প্রশ্নোত্তর তত্ত্ব ২।১৬।৮
বৈরাগ্য ২।৪৬।১০
বিগ্রহ ২.৪৮।৪
ট্রামে ভূত ৩।২।১১
দাক্ষিণাত্য-পথে ৩।২।১০, ৩.৩।৬,
আস্তিকতা ৩।৪।৬
মোহ ৩।৭।৪
হরিভজন ৩.৮।৬
ছবিটবী ৩।৯।৬, ৩।১০।১০
শিক্ষা ৩।১০।৪
মেওয়ালী ৩।১১।১০
সমালোচনা ৩।১২।৫
দুঃসঙ্গ বর্জন ৩।১৪।১
ধর্মে ব্যভিচার ৩।১৪।৭
ধর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি ৩।১৪.৯, ৩.১৫
১৪, ৩।১৭।৪
শ্রাদ্ধতত্ত্ব ৩।১৫।২
চতুঃশ্লোকী বর্ণাত্মক উপদেশ (পদ্য) ৩।১৮।১১
সনাতন বা ভাগবতধর্ম ৩।১৯।৬
কেন ভজন হয় না ৪।১।৯, ৪।২।৭

আত্মকথা ৩।২।৫
একটু সুখ্যাতি ৩।২।৫
সগোষ্ঠী পরমহংস ঠাকুর ৩।৩।২৩
হরিভজন চলো না ৩।৩।১৭
সময় নাই ৩।৩।৪
পূজা ও সেবা ৩।৩।২
গোবর্দ্ধন পূজা ৩।১০।২
ভীষণ দুর্ভিক্ষ ৩।১২।২
চরম শ্রেয়োলাভ ৩।১২।১৪
ত্রিবিধি গাথা ৩।১৩।১৬
সাধারণ ভুল ৩।১৯।২
মতের মতই মরা ৩।২১।১১
শ্রৌতধর্ম ৩।৩৫।৯, ৩।৩৭।১, ৩।৩৯।১
আত্মপ্রশংসা ৩।৩৬।২
ভাবিবার কথা ৩।৩৭।২
আমার দুর্দৈবের কথা ৩।৪০।২
প্রেরিত পত্র ৩.৪৭।১৪
প্রাত্যহিক জীবন ৩।৫১।১
ভজনীয় তত্ত্বানুসন্ধান ৩।৪৬।২
আনুগত্য ৩।৪৮।১
তত্ত্বদর্শন ৩.১৯।১৪
প্রশ্নোত্তর তত্ত্ব ৩।২০।১৫, ৩।২১।১১
সেবা ও কৃপা ৩।২২।১৩
পরিক্রমা কাহাকে বলে ? ৩।২৩।১৫
শ্রীধামপরিক্রমার আবশ্যকতা কি ? ৩।২৫।১৬
আঘাত (পদ্য) ৩।২৬।৮
মজরে, সে চরণে (পদ্য) ৩।২৬।৮
স্বাগত ৩।৩১।৪
প্রেরিত পত্র ৩।৩৩।১৬
ফিরে আয় ঘরে (পদ্য) ৩।৩৪।১২
আনুগত্য ৩।৩৪।১৬, ৩।৩৫।১৪
শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা ৩।৪৩।১৬
বেনামী পত্রের উত্তর ৩।৪৭।১৩
বিচার কার কর ? ৩.৪৬।১৪
মানস পূজা ৪।২।২
প্রশ্নোত্তর তত্ত্ব ৪।৭।১৩

প্রার্থনা বিবৃতি ৪।১৩।৫, ৪।১৪।৮, ৪।১৫।৫
ধানবান ও ধানি ৬।১।৩
অত্যাহার ৬।১৫।১৪
জ্ঞান ৬।১৯।১০
প্রীতি ৬।২৪।১
প্রকৃত সেবা কে ৬।২৪।৪
একখানি পত্র ৬।৫৪।১৪
শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য ৬।৪৭।১
কৃপা কি চাই ৭।১৮।৬
ধর্মবিষয়ক শিক্ষা ৭।১৯।৮
একখানি পত্র ৭।২২।৬
কৃষ্ণের চাকরী ও মায়ার চাকরী ৭।২৪।৬

ভক্তিগ্রন্থ

দুষ্প্রাপ্য ভক্তিগ্রন্থ বিবরণ ৪।৪।২৩
কণ্ঠহার (গল্প) ৪।৭।১৬
কৃষ্ণনির্ণয় (আনন্দতীর্থ বিরচিত) ৪।১৪।১০
শ্রীভক্তিবিনোদ গ্রন্থাবলী ৬।৫।৬
বৈষ্ণব স্মৃতি ৭।৪।১২

ভগবত্তত্ত্ব

ঐ কেমন পাগল ১।২।২, ৭
রস ১।২০।১৩
সামঞ্জস্য ২।৬।৮
শ্রীবিগ্রহ ২।১১।১
প্রকৃত ভোক্তা কে ? ২।২৬।১
ধর্মহারী ভগবান্ ২।৩১।১১
অন্বয়জ্ঞান ২।৩৮।৫, ৩৯।১
ভগবত্তত্ত্ব ২।৪০।১, ৪১।৮
পরতত্ত্ব ২।৫০।৭.
তত্ত্বজ্ঞান (গল্প) ৩২।১০, ২৯।১০
আস্তিকতা ৩।৪।৬
তত্ত্ববিজ্ঞান (পদ্য) ৩।৩৪।৮
ব্রহ্ম-পরমাত্ম-বিচার ৩।৩৯।১২
বিকার-বিষ সুধা ৩।৫০।৬
নির্ব্বেদাষ্টকম্ ৪।৫।৮
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামশতকম্ ৪।৬।৫
দুই ভিখারী ৪।১১।৪
অবিচার প্রবোধিনী ৪।১১।৮
দেবকীনন্দন ও যশোদানন্দন ৪।১২।৮
বৈষ্ণব প্রকাশ ৪।৩।২০
নৃসিংহ ৪।৯।১০
প্রশ্নোত্তরচ্ছল ৪।৪১।৬ ৪।৩।২২
শ্রীবলদেব ৪।২।১
জন্মাষ্টমী ৪।৩।১
শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ৭।৩।২, ২১।৫, ২৮।৯

ভাগবত-তত্ত্ব

শ্রীমদ্ভাগবত ১।২৪।৮
শ্রীভাগবত মণিমালা (পদ্য) ১।৩০।৮
ভাগবত শ্রবণ ১।৩১।১
ভাগবত-সূর্য্য ৩।৩।১৪
অবতার ৩।৭।১৪
ভাগবত-বিবৃতি ৩।১০।১
অমৃতপুরুষ আবির্ভাব ৪।১।৭
শ্রীমদ্ভাগবতোৎসব ৭।৩।১

মহাপ্রসাদ

এ কেমন পাগল ১।৯।২১
ভগবৎ প্রসাদ ২।৩।১
পুরীবর্ণন ২।৪৭।৫
প্রশ্নোত্তর গুচ্ছ ৩।৪।১৫
মহোৎসব ৪।১।৪

মহোৎসব প্রসঙ্গ

চাকায় বিরাট মহোৎসব ৩,১৪।২
আচার্য্য প্রকট মহোৎসব ৩।২৭।১৬
শ্রীপুরুষোত্তম উৎসব ৩।৩৪।৪
শ্রীপুরুষোত্তম উৎসবে আবাহন (পদ্য) ৩।৪২।৪
বিরহ মহামহোৎসব ৩।৪৪।১২
উৎসবে আহ্বান (পদ্য) ৩।৪৯।২
কাঙ্গালী ভোজন কবে হবে ৪।১।৩
নববর্ষে ৪।১।৪
মহোৎসব ৪।১।৪, ৪।৪।১, ৪।৫।১
সাধারণ প্রসঙ্গ ৪।২।২
প্রচার প্রসঙ্গ ৪।৪।১৪
ঢাকা মহামহোৎসব ৪।১২।২৩
শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব ৪।১৪।২২
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া জন্মোৎসব ৪।২২।১৮
শ্রীনিত্যানন্দ জন্মোৎসব ও শ্রীশ্রীনামযজ্ঞ ৪।২২।১৯
বিরহ মহোৎসব ৪।৩৩।৯
শ্রীপুরুষোত্তম মহোৎসব ৪।৪৭।১১
শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহোৎসব ৫।৪।১৯
মহামহোৎসব ৫।৭।১৩
বালিঘাটি শ্রীগৌরগদাধর প্রতিষ্ঠানমহোৎসব ৫।১২।১২
পরিক্রমা, জন্মোৎসব ও অভিষেক মহা-মহোৎসব ৫।১১।২
নীলাচলমহামহোৎসবে আহ্বান ৫।৪।১৮
শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবে আহ্বান ৫।৪৯।৬
শ্রীবলদেব প্রকটোৎসবে নিবেদন ৬।১।২১
কাশীতে গৌরপ্রকট মহোৎসব ৬।৮।৬
শ্রীকুরুক্ষেত্র ও নৈমিষারণ্যে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-কীর্ত্তন-মহোৎসব ৬।১৭।১০
নীলাচল মহোৎসবে আহ্বান ৬।৪১।১০
বিরহ মহোৎসব ৬।৪৪।১৪
শ্রীমহাপ্রভোৎসব ৭।৩।১
মহোৎসব প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়মঠে) ৭।৫।১৫
ঐ ৭,৯।১৩
সনাতন গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব ৭।১২।১৬
শ্রীবিনোদকান্তজী শ্রীমূর্ত্তির প্রকট মহোৎসব ৭।১৭।১৫
শ্রীনীলাচল প্রসঙ্গ ৭।৩৮।১
স্নানযাত্রা ৭।৪৪।১

রাধা-চরিত্র

পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতা ৩।৪।১২
সেবাই শোভা ৩।৩৯।৩
শ্রীরাধাষ্টমী ৬।৫।১
পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতা ৪।৪।১০, ৫।১১

লৌকিক উদাহরণ

হরির ভুল। (বিবর্ত্তবাদ) ১।১৯।১৬
শ্রীধরস্বামী প্রথম (গোস্বামী বংশীবাদন নিয়ম) ১।২০।৫
বিশ্বাসী ভুত কে ? (ভুক্তি, মুক্তি ও সেবা) ১।২১।৮
ধাম ও শ্যামা ১।২৮।১
আমাতে চপলা ১।৩।১৭
দেখায় দে হরি ১।৪।১৫
কে চোর ? ১।১১।১১
কলুর বলদ ২।৩১।১৩, ২।৪৬।৯, ২।৪২।৮
কাদিনীর স্বপ্ন ২।১০২।১১
কে গ. ? ২।৫৬।৭
সাময়িক প্রসঙ্গ (গৌড়ীয়ের ঐ) ২।৪৪।১
পুরী দর্শন ২।৪৫।৪, ২।৪৭।৫
গৌড়ীয় ইতিহাস ৩.৩।৩
দাক্ষিণাত্য-পথে ৩.৫।৫, ৩।৬।১
সেবার কি আর দৈ ? ৩।৮।৭
স্বদেশ ৩.৭।১
মাতালের গান ৩।১৭।৯
বৃন্দাবনের চিঠি ৩।২৩।২
"নিরাকার চরণ" (খাঁচায় খাঁচা) ৩,২৩৫
ব্রহ্মচারীর আলাপ ৩।২১।৫
বন্ধুর কৃচ্ছ ৩।২৭।৮
পাপদমন ৩।৪৮।১৪
চরম প্রেমোলাস ৪।১।১৩, ৪।২।২১
উপলব্ধি ৪।২।১৬
এ কেমন ধর্ম ৪।৩।১৫
বেঁচে মরা ৪।৬।১৭
ভীষণ দুর্ভিক্ষ ৪।১২।২
চরম প্রেমোলাস (ষষ্ঠ কুসুমী প্রায়) ৪।১২।১৪
জগৎ চায় কি ? ৪।২৪।৫
উৎকৃষ্ট ব্যবসায় ৪।২৯।৮
শ্রীনাম দর্শন ৪।৩৫।৭, ৪।৩৮।৯, ৪।৩৭।৭, ৪।৪০।৬
দর্শনে ভ্রান্তি ৪.৩৮।২
আমি তোমারই থাকিব ৪।৪৪।২
ন্যাকাযোকার স্বরূপ ৪.৪৭।১০
অর্থ ৭।২৪।৭
বোষ্টম পার্লামেণ্ট ৭।৪৩।১৪

শক্তি-বিচার

শক্তিসঞ্চার ১।৪০।১
বিষ্ণু-মায়া ২।২৭।৭, ২।২৯।৫
শক্তি-তত্ত্ব ২।৩৪।১১, ২।৩৭।৮
মায়াবাদ ৩।১১।৭
বুদ্ধ তত্ত্ব ৩।.৪।৩
তত্ত্ববিজ্ঞান (গল্প) ৩।৩৪।৮

শাস্ত্র ও দর্শন

সনাতন স্মৃতি ১।১৬।১
পঞ্চরাত্র ১।১৭।১
নিন্দা ও অপরাধ ১।১৭।৪
বৈষ্ণব দর্শন ১।১৮।১২
শাস্ত্র ২।৩.৫
গীতার ভূমিকা ২।২৬।৪,২।২৭।১,২।৩০।৯
সুদর্শন ২।৩৪।১
অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ ৩।৪৮।৪
বৈষ্ণব ঐক্য দর্শন ৩,৪৭।১১
সাত্বত দর্শন ৩,৪৮।১৬,৩,৫০।৩
বেদান্তাচার্য্যের সিদ্ধান্ত ৫ ৪।২
বৈষ্ণবদর্শন ৭।১।১৩
পঞ্চরাত্র ৭।৩০।৩১
তন্ত্রশাস্ত্র ৭।৩২।১৪

হরিজনের বৈশিষ্ট্য

শান্তি (গল্প) ১।৩৯।১৪
প্রচার ১।৪৮।৩,২।৪৩।১৫,২।৪২।৫
প্রেমস্বরূপ ২।৩০।৪
ভগবানের ভোগ্য কি ? ২।৩৯।১০
প্রায়শ্চিত্ত ২।৪০।৩
বৈষ্ণবের ভাষা ২।৪৮।৯
সাময়িক-প্রসঙ্গ ৩।২।১
হরিকথা-প্রসঙ্গ ৩।৪।২
আস্তিকতা ৩।৪।৬,৩।৬।১২
অভিমান ৩।৪।৮
প্রভুর প্রচার ৩।৪।১২
বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ ৩।৪।১৪
বোধ ৩,৭।৪
গৃহব্রত ৩,৭।৬
স্বদেশ ৩.৭।৯
অভিমান ৩।৭।১২
হরিজন ৩।৮।৪
বুদ্ধধর্ম্ম ৩।৯।৯
ভক্তের ভয় ৩।৯।১৩
উপাসনা ৩।১০।১৩
স্বাধীনতা ৩।১১।১৩
সমালোচনা ৩।১২।৫
অচিৎ-প্রতীতি ৩।১৩।৩
ভক্তের ভারাবরণ ৩।১৩।৯
বুদ্ধিতত্ত্ব ৩।১৭।৩
কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি ৩।১৪.৯, ১৪।১৪, ১৭।৪
ভ্রান্তিতত্ত্ব ৩।১৫।২
প্রাকৃতজ্ঞান বিচার ৩।১৭।৮
অভিধেয় বিচার ৩।১৭।১১
চতুষ্টিসৎ বর্ণাশ্রম ও দেশ (গল্প) ৩।১৮।১১
তত্ত্বদর্শন ৩,১৯।১২
প্রেমবন্যা ৩।২।১৩
সংকীর্ত্তনের ভিক্ষা ৩।২।১, ৩।২৩।৩
শ্রবণ-রহস্য ৩।২।৭
শ্রীগৌড়মণ্ডল দর্শনের কেন ? ৩।২৪।৩
যোগ, ভোগ ও রোগ ৩।২৫।১২
ফিরে যাব ঘরে (গল্প) ৩।২৪।১২
ব্রহ্ম-পরমাত্ম-বিচার ৩।৩৬।১২
ত্রিবিধ চক্ষু ৩।৩৭।৫
এ কেমন ভুল (গল্প) ৩।৩৭।১৪,
মধ ৩।৩৮।৬
ভগবানই একমাত্র ভজনীয় বস্তু ৩।৩৯।১২
রাগ-রহস্য ৩।৩৮।১৪, ৩.৩৯।১৫, ৩।৪০।১৪
প্রচারের ডাকেন ৩।৪১।৭, ৩.৪২।৮
বিচার কার কয় ? ৩।৪২।৬
কর্ম্মচক্র ৩।৪৩।১৩
সর্ব্বদেবৈক্যবাদ ৩।৪৫।৯
স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম ৩।৪৭.৮
অভক্তের গতি ৩।৪৯।৩
সাধ্য ও সাধন ৪।২।১২
বিচারভেদ ৪।৩।১৯
রক্ষক ও রক্ষিত ৪ ৪।৮
গোবর্দ্ধন পূজা ৪।১০।২
হরিজন পণ্ডিত ৪।১৪।৭
সাহিত্য ও ভগবদ্ভক্তি ৪।১৫।৮
ভয় ৪।১৬।১৫
কল কলিয়েছে ৪।১৬।২
নয়নাচরণ ৪।১।২
যুক্তি ও ভক্তি ৪।৫।৬
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বৈষ্ণব পণ্ডিত ৪।৮।৯
প্রাপ্ত প্রবন্ধ ৪।১২।৩
শ্রীধাম পরিক্রমার শিক্ষা ৪।১৩।২
সুখ কি ? ৪।১৩।৬
রূপ দর্শন ৪,৩৭।২
বন্ধুচন্দ্রের কে (গল্প) ৬।১১।৫
প্রকৃত সেবা কে ? ৮।২৪।৪

প্রশ্নোত্তর-গ্রন্থের সূচী

পতিতাকে পতিতা জানিয়া মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক তাহার কোন দ্রব্য গ্রহণ করিলে গুরুদেবের পতিতই হয় কি না? পতিতার সহিত নির্জ্জনে বাক্যালাপে ক্ষতি হওয়ার সম্ভব কি না? দীক্ষা-গ্রহণের পরেও পতিতার কুপ্রবৃত্তি দূর না হইলে তাহা কিরূপ 'দীক্ষা'? গুরু নিজ ঐহিক প্রয়োজনের জন্য শিষ্যের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিতে পারেন কি না? 'যদপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ী যায়'—এই কথার অর্থ কি? ১।১৭।১৬; ১৮৮

জীবের প্রতি দয়া কিরূপ? নাম কাহাকে বলে? বৈষ্ণব কে? বৈষ্ণব-সেবা কিরূপ? 'নামে রুচি' বলিতে কি বুঝায়? ১।৩৯।৩

গৌরনাগরীবাদ স্বীকার্য্য কি না? শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন গৌরাঙ্গকে 'নাগর' ভাবিতে দোষ কি? নরহরি সরকার ও বাসুঘোষের বর্ত্তমান প্রচলিত পদাবলী কাল,—ইহার প্রধান দোষ কোথায়? ২।২।৬

গুণ-কর্ম্মানুসারে বর্ণ-বিভাগ এবং বর্ণ-চতুষ্টয়ের উৎপত্তির তাৎপর্য্য কি? জীব নিত্যকাল তটস্থ অবস্থাতে বর্ত্তমান থাকিলেও ভগবান্ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি-শক্তি দিলেন কেন? অন্য দেবতার অর্চ্চন নিষেধ কেন? "মৎস্য খায়, মাংস খায়, কেবল সন্ন্যাসী" উক্তির অর্থ কি? পরমহংসের লক্ষণ কিরূপ? ঠাকুরের ভোগে বার্ত্তাকু ও মূলক দেয় কেন? "মাছের ঝোল, কামিনীর কোল, হরি হরি বোল"—কোন্ শাস্ত্র-বাক্য? দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা ব্যতীত যদি এক কৃষ্ণনামে আচণ্ডালের উদ্ধার হয়, তবে দীক্ষা-গ্রহণের আবশ্যকতা কি? সনাতন গোস্বামী দীক্ষা-গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না? ২।১৪।১০

অর্থ ও পরমার্থ কি? 'প্রণব' মন্ত্র জপ কীর্ত্তনে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তি হয় কি না? প্রণব-সাধনাকারী বা ব্রহ্ম-ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণে পরমার্থ লাভ হয় কি না? পঞ্চোপাসকগণের আরাধ্য দেবতার মন্ত্র আমার পারম্পর্য্যক্রমে আগত নয় কেন? মোক্ষকামী জীবন্মুক্ত পুরুষগণের গুরু-পারম্পর্য্য আছে কি না? কোন পঞ্চোপাসক বিষ্ণুর অর্চ্চন বা নাম-কীর্ত্তনাদি করিলে বৈষ্ণবগণ তাঁহার সঙ্গ করিবেন কি? সূর্য্যাদি অবলম্বনে বিষ্ণু-উপাসনা করিলে সফল উপলব্ধি হইবে কি না? শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী গোস্বামিগণ কি 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতেন? শিব-দুর্গাকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ জ্ঞানে আরাধনায় প্রেমভক্তি লাভ হইবে কি না? অদীক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রদত্ত কোন বস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন কিনা? ২।১৬।৮

কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কেবলমাত্র গুরুদেবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি বিধান করিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় কি না? 'গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান কভু না করিবে' পদ্যের প্রকৃত অর্থ কি? গুরুকে স্বয়ং কৃষ্ণজ্ঞানে তুলসী দ্বারা অর্চ্চন বা আত্মা নিবেদন করা যায় কি না? ২।১৭।১৪; ১৭।১০; ১৮।১০

'অস্থিবাড়ী' নামের কারণ কি? সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস পুরাণ কি কি? গৌরাঙ্গগণ-স্মরণের শ্রীহরির অষ্টাক্ষর নাম ব্যতীত কেবল মহামন্ত্র ধরা কেন? অন্য নাম জপকারীর প্রত্যবায় হয় কি না? ২।৩১।১০

উপনয়ন-সংস্কার ব্যতীত দীক্ষাগ্রহণ ও সেবাধিকার লাভ হয় কি না? যদি না হয়, তবে যবনী কালিদাস-প্রদত্ত অন্ন শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ দেওয়ায় তাহা শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিলেন কিরূপে? হরিদাস ঠাকুর ও রূপ-সনাতন দীক্ষা-গ্রহণ-কালে উপনয়ন গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ না হইয়া শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশের বাধা ঘটাইলেন কেন? উপবীত-সংস্কার প্রদান ও গ্রহণ না করিলে গুরু ও শিষ্য নরকগামী হইবেন কি? উপবীত অভাবে শূদ্রগণের কৃষ্ণসেবাদিকার না হইলে স্ত্রীগণের শালগ্রাম-সেবাধিকার কিরূপে হয়? কৃষ্ণনাম-মন্ত্র-ভক্তি-প্রেম অহৈতুকী কি না? ২।২২।১২; ৩৯।১০; ৩৪।১২; ৩৫।১১; ৩৯।১০; ৩৭।১৩

শ্রীহরিবাসরে মহাপ্রসাদ সম্মান করা উচিত কি না? ৩৯।১৫

আউল-বাউলাদি-সম্প্রদায়কে অসৎ বলিয়া পরিহার করা কর্ত্তব্য কিনা? কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সকলই সমান নয় কি? বিভিন্ন রুচির কার্য্যকে 'পাষণ্ডতা' বলা কি মহতের কার্য্য? শ্রীমদ্ভাগবতের 'নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো' শ্লোকাবলির, শ্রীচৈতন্যভাগবতের "শুন বাপ...ঈশ্বর। ০ ০ গওয়াইছে...

তেন", "শ্রীনাথে...পরমাত্মনি", "যার যেই...সর্ব্বোত্তম" এবং "যে যথা মাং...তথৈবভজাম্যহম্" প্রভৃতি বাক্যগুলি কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সারত্ব প্রমাণ করিতেছে কি না? ৩১৬।১ ; ১৭।১

পণ্ডিত, মূর্খ, বন্ধু ও স্বাধীন কে? পথ, উৎপথ, স্বর্গ, নরক ও গৃহ কি? ৩।১৮।১৬

কর্ম্মকর্ত্তা ব্রাহ্মণ ব্যতীত নিম্নে কিম্বা স্ববর্ণের কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে স্বকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারেন কি না? কোন শাস্ত্রজ্ঞানহীন পুরোহিত-দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্য্যাদি শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ কি না? পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষে দেবদেবীর কুৎসাজনক অশ্লীল গানাদি ধর্ম্মের গ্লানিকর কি না? ৩।১৯।১০

সমাধিস্থ বৈষ্ণব-দেহ উত্তোলন পূর্ব্বক তাহার দাহাদি ক্রিয়া সম্পাদনে দণ্ড অধিষ্ঠও পুনঃ সমাধিস্থ করা ন্যায়সঙ্গত কি না? বৈষ্ণবের সমাধি কিরূপভাবে করিতে হয়? গৃহী-বৈষ্ণবের দেহান্তে সৎকারাদি ক্রিয়া কিরূপে সম্পন্ন হওয়া উচিত? বহির্ম্মুখ স্বজন কিরূপে তাঁহার সৎকার ও পারমার্থিক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিবে? গৃহী বৈষ্ণবের অশৌচ-বিধি কিরূপ? বৈষ্ণবের সম্পত্তির অধিকারী কে? মৃতকের অশৌচ শ্রাদ্ধাদি কিরূপ? বৈষ্ণবের জন্মাবধি সংস্কার ক্রিয়াকলাপ কি? ৩২০।১৫ ; ২১।১১

শ্রীগুরুদেব কি তত্ত্ব? ৩২৬।১০

মঠের বৈষ্ণবগণ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ ও গৈরিক-বসনাদি ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণের বিরুদ্ধাচরণ করেন কেন? ৩৩১।৭ ; ৩২।৯ ; ৩৩।১১

কেহ যদি কাহাকেও হত্যা করে, তবে পূর্ব্ব জন্মের হত ব্যক্তি পরজন্মে হন্তাকে বধ করিবে, যদি তাহাই হয়, তবে হত ব্যক্তি হন্তাকে বধ করিয়া পুনরায় রাজদ্বারে দণ্ডিত হয় কেন? ৫।৩৪।১৪

গঙ্গাজল দিয়া বিষ্ণুপূজা হয় কেন? জল যখন নারায়ণ, তখন কূপোদক বা পুষ্করিণীর জলে বিষ্ণুকে স্নান করান কি প্রশস্ত নহে? ৩।৩৬।১২ ; ৪৪।১১ ; ৪৬।১৬

মাছ দিয়া মহোৎসব করা ও মাছ খাওয়া উচিত কি না? বৈষ্ণবের পক্ষে মৎস্যাহার নিষিদ্ধ কি না? শাস্ত্রে কি নিরামিষ ব্যবস্থা নাই? ৩৩৯।১১

রাসাদিলীলা কি অপ্রকট-লীলাতেও আছে, না ঔদ্ধ-

প্রকৃতিক? মূল সঙ্কর্ষণ ও মহাসঙ্কর্ষণে পার্থক্য কি? লীলাবতারের অবতারী কে? ৩।৪১।৬

সন্ন্যাস-গ্রহণানন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৃন্দাবনযাত্রা বর্ণনায় শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে পার্থক্য এবং মহাপ্রভুর শান্তিপুর হইতে নীলাচল-যাত্রার সঙ্গিগণের মধ্যেও ঐ উভয়গ্রন্থে মতভেদ দেখা যায় কেন? 'চৈতন্য-মঙ্গল' ও 'গোবিন্দদাসের কড়চা' প্রভৃতি গ্রন্থে পরস্পর অসামঞ্জস্যের কারণ কি? 'হরিভক্তিবিলাস' কাহার কৃত? জগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীলা দিবসে না রাত্রিকালে? ৪।৩৮।১৪

'শ্রীবিগ্রহের' অর্থ কি? অপ্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিকেও 'শ্রীবিগ্রহ' বলা যায় কি না? শ্রীমূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার তাৎপর্য্য কি? ইহা দ্বারা কি বিগ্রহের দেহ-দেহীতে ভেদ জ্ঞান হয় না? শ্রীবিগ্রহের অন্যত্র হানি ঘটিলে জলে নিক্ষেপের ব্যবস্থা কেন? চণ্ডীদাস ও রামী, বিদ্যাপতি ও লছিমার সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য কি? শাস্ত্রে গৌরমন্ত্র আছে কি না? একমাত্র কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা গৌরের উপাসনা হয় কি না? ৪।৩।২২

শুদ্ধবৈষ্ণবের পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য কি না? গৃহিগণের মনের সাধনার বিধান কি? গৃহিগণের গৃহী-বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষাগ্রহণ কর্ত্তব্য কিনা? গৃহত্যাগী বৈষ্ণব গৃহীর গুরু হইতে পারেন কি না? নামাপরাধ ও সেবাপরাধ কি? "যস্য নারায়ণঃ" শ্লোক শাস্ত্রসম্মত কি না? "গুরুরগ্নিঃ দেবতাকে ভেদয়ন্" বাক্যের মীমাংসা কি? গৌড়ীয় শুদ্ধভক্তগণ 'বৈদিকী', না 'তান্ত্রিকী' উপাসক? 'অমেধ্য' বলিতে কি বুঝায়? 'পঞ্চসাধন' ও 'মনোধর্ম্মী' শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ এবং "পঞ্চত্বাপন্নকং কৃষ্ণ" শ্লোকের শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা কি? ৫।৭।১৩

সদাচার পালন কর্ত্তব্য কি না? আমিষ বস্তু ভগবানের নৈবেদ্যোপযোগী বা বৈষ্ণবের আহার্য্য কি না? গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনীয় এবং ধর্ম্ম-অর্থাদি চতুর্ব্বর্গ প্রয়োজনীয় কি না? বেদ ও বেদানুগশাস্ত্রাদি কি প্রামাণিক? বিষ্ণুই কি জীবের উপাস্য? কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই রাগানুগা-ভজনের বা শুদ্ধাভক্তির অধিকারী কি না? ৫।৮।১২ ; ৯।১৪

'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিতে নাই' বাক্যের তাৎপর্য্য কি? মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও জাতিভেদ কি

পরিমাণ রক্ষিত হইয়াছে? বৈষ্ণবের সংজ্ঞা কি? আত্ম-ধর্ম্ম ওটস্থাশক্তিতে স্থিত না হইলে বৈষ্ণবত্ব হয় কি না? ওড্রদেশীয় গোস্বামিগণ-কর্ত্তৃক দীক্ষিত মৃগিগণ কোন্ শ্রেণীর বৈষ্ণব? বৈষ্ণবের পক্ষায় ব্রাহ্মণের প্রণীয় কি না? বর্ণনির্ব্বিশেষে এক পংক্তিতে বসিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা কি শাস্ত্রানুমোদিত? ভেকপ্রথার সৃষ্টি কখন হইয়াছে এবং ভেকধারী বৈষ্ণবগণ কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত? ভেকধারিগণের মধ্যে বাস্তিচারকাল নির্ণীত আছে কি না? সেবাদাসী রাখা কি শাস্ত্রানুমোদিত? ভেকধারীর জন্মগ্রহণ, তাঁহাদের সঙ্গ, কোন মহোৎসবে নিমন্ত্রণ, তাঁহা-দিগকে সেবার কার্য্যে নিযুক্ত বা তাঁহাদের প্রসাদ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না? ৫।১২।৭ ; ১৩।১২

শ্রীগৌরনিত্যাইএর সহিত শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলবিগ্রহ একই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অর্চ্চিত হইতে পারেন কি না? শ্রীমতী রাধারাণী, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীগদাধর, শ্রীবাস এবং শ্রীগুরুদেবের চরণে তুলসী দিয়া পূজা করা যাইতে পারে কি না? তিরোহিত উক্ত তত্ত্বগণের দ্বারা ভোগ হয় কি না? ৫।১৩।১৩

মনুষ্যের কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার ও তৎফল এই পৃথিবীতেই, না অন্য কোন স্থানে হইয়া থাকে? মৃত্যুর পরে জীবের গন্তব্য স্থান কোথায়? এবং কিরূপে জন্মনীজটরে প্রবেশ হয়? জন্মান্তর ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যুক্তি কি? চৈতন্যবস্তু কিরূপে খণ্ডিত হইয়া 'জীব' আখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং 'নিত্যবদ্ধ' ও 'নিত্যমুক্ত' সংজ্ঞা লাভ করে?

৫।১৯।১০ ; ২১।১৪

ভগবৎপূজাপেক্ষা গুরুপূজা শ্রেষ্ঠ কেন? ৫।১৪।১৪

দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর মধ্যে প্রভেদ কি? মৎস্যভোজী ও স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তি 'গুরু' পদবাচ্য কি না? 'শিক্ষাগুরু' আছে কি? সদ্‌গুরুপ্রাপ্তির উপায় কি? ৫।১৯।১৪

মৎস্যাদি ভোজনে পাপ হয় কি না? ৫।৪০।১৯

'বৈষ্ণব'-নামধারী পূর্ব্বাশ্রমী ব্যক্তির মাতৃবিয়োগে অশৌচ-শ্রাদ্ধাদি পালনীয় কি না? ৫।৪০।১৪ ; ৪১।১১

কামিনী-কাঞ্চনরত বহুজীবের মুখে শুদ্ধনাম বা নামাভাস উচ্চারিত হয় কি? ব্যবসায়ী কুলগুরু ত্যাগে অপরাধ এবং ভণ্ডক পাঠকের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণে জীবের কল্যাণ হয় কি না? ৫।৫১।১৩ ; ৫২।১৩

ভোতারাম বাবাজী কে? তাঁহার কথিত আউল-বাউলাদি তেরটী সম্প্রদায়ের পরিচয় কি? ৫।৪৬।১১

'নগরকীর্ত্তন'—শাস্ত্রানুমোদিত কি না? ৫।৪৮।১১

বাউল মত কি? ৬।১।১৭

কর্ত্তাভজা সম্প্রদায় কি? ৬।২ ১৫ ; ৩।১১

প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে পঞ্চতত্ত্বের অবস্থান কিরূপ? ৬।৩।৯

নেড়া, বয়রেগ ও সাঁইবাদ কি? ৬।৩।১২

গায়ত্রীর সিদ্ধান্ত কি? ৬।৬।১২ ; ৭।১০

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রূপ-সনাতন কেবল ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের মুখে ভিক্ষা করিলেন কেন? সনাতন কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করিলেন কেন? শ্রীরাধা-চরণে তুলসী অর্পণে তুলসীর সেবা হয় কি না? কৃষ্ণোপাসকগণের তিলকাদিধারণ ধ্যানমূর্ত্তি ধ্যানের আবশ্যকতা কি? একই সাধকের পক্ষে এত বিষ্ণুমূর্ত্তি-ধ্যান সম্ভব কি? মুক্তজীব অঙ্গে বিষ্ণুমূর্ত্তি চিহ্ন করিবেন কেন? ৬।১২।৫

'সহজিয়া' কি? ৬।১৬।৫

'সখীভেকি' কি? ৬।১৭।৫

স্মার্ত্তবাদের বিচার কিরূপ ৬।১৮।৩ ; ২১।৯ ; ২৩।৯ ; ২৪।৫ ; ৪৪।৯ ; ৪৫।৭ ; ৪৮।১০ ; ৪৯।১২ ; ৫০।৯

শ্রীমন্মহাপ্রভু কি প্রকারে অপ্রকট হইয়াছিলেন? ৬৪৯।১৪

'সত্যদনাত্মনধর্ম্ম' নামক মনোধর্ম্মের প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি? ৬৪৩।১২

"সাধককণ্ঠমণির" ৭২ পৃষ্ঠায় 'আশ্রয়' শব্দে কাহার আশ্রয় ও কি উপায়ে লাভ করা যায়? ঐ গ্রন্থের ১৪১ পৃষ্ঠায় 'বিশুদ্ধ' শব্দের অর্থ কি? কি দিয়া ভগবানের সেবা হয়? অসৎসঙ্গত্যাগের উপায় এবং অবৈষ্ণবের নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণের প্রতীকার কি? শ্রাদ্ধে বা হরিবাসরে 'মাসদাভোগ' প্রদান শাস্ত্রানুমোদিত কি না? শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভোগ দিবার প্রকার কিরূপ এবং তৎপ্রদানে অধিকারী কে? বৈষ্ণব-অপরাধ খণ্ডনের উপায় কি? ৬।৪৪।৮

পরমার্থীর পক্ষে ঔষধ সেবনীয় কি না? মৎস্যাদি জলজ প্রাণীর জীবাত্মা আছে কি? পথ্যার্থে অমেধ্য-সেবনে কি দোষ? ৬।৪৪।১২

'নাম' সাধন ও সাধ্য কিরূপে? নামীকে পাইবার পর নাম করিবার সার্থকতা আছে কি? বৈষ্ণবের স্মার্ত্তমতে

শ্রাদ্ধ ও পূজায় ধড়া ধারণ পূর্ব্বক পাঠ করা কর্ত্তব্য কি না? ৬।৪৯।১০

জীবের ধর্ম্ম কি? সংসারে কি সুখ আছে? ইহাতে ভোগ্য বস্তু কি এবং ইহা বিনষ্ট হয় কেন? ৬।৪৮।১০

হরির লুট-প্রথা শাস্ত্রানুমোদিত কি না? কলত-মধ্যে বাতাসা প্রভৃতি নিক্ষেপপূর্ব্বক হরিলুট দেওয়া সঙ্গত কি না? ৬।৫০।১১

যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শনের কারণ কি? ৭।৪।১৫

রূপ ও কীর্ত্তনে প্রভেদ কি? মহামন্ত্র জপ্য, কি কীর্ত্তনীয়? গৃহী বৈষ্ণবের পক্ষে অসংখ্যাত কীর্ত্তনে বাধা কি? 'অন্ন'-শব্দের অর্থ কি? হরিবাসরে অন্নভোজে কোন্ কোন্ বস্তু পরিত্যাজ্য? কৃষ্ণনাম ও নিতাই-চৈতন্য নাম গ্রহণ-সম্বন্ধে অপরাধের বিচার কিরূপ? ৭।৫।৭

"জয় নিতাই.....হরে রাম" ছড়াকীর্ত্তনে দোষ কি? মন্ত্রান্তর্গত 'স্বাহা'-শব্দের স্থলে 'নমঃ'-শব্দ ব্যবহার অপরাধীয় কিনা? শূদ্র বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিলে বেদপাঠ ও প্রণব দ্বারা উচ্চারণের অধিকারী হয় কি না? তুলসীপুষ্প ও বিল্বপত্র বিষ্ণুপূজায় ব্যবহৃত হইতে পারে কি না? ৭।১৭।১২; ১৮।১৪

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি ভাগবত পাঠ এবং স্বাহা, স্বধা ও প্রণবোচ্চারণে অধিকারী কিনা? ৭।১৯।১৩; ২০।১৩

বেদকে অপৌরুষেয় বলে কেন? পৌরুষেয় হইলে দোষ কি? বেদের নিত্যতা সম্বন্ধে কি যুক্তি? "যেন অস্যাবস্থ"—এই শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা বেদের প্রামাণ্য বুঝায় কি না? একই বেদ চারি নামে অভিহিত কেন? শ্রুতিতে তিন বেদ বলিয়া উক্তির কারণ কি? ভগবানের মধুকৈটভ-বধান্তে ব্রহ্মাকে বেদ অর্পণের তাৎপর্য্য কি? বেদ কেন, কখন ও কাহার দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়? শ্রুতি ও উপনিষদ কাহার উক্তি? মহর্ষিকোদিতে বিবাহাদি কিরূপে হয়? ব্যাসদেব বেদোক্ত করেন কেন? ৭।২০।১৪

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা কিরূপ? বৈষ্ণবের বিবাহ, পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধাদির বিধি এবং 'ন ভাবতে বৈষ্ণবস্য' শ্লোকের তাৎপর্য্য কি? 'কৃষ্ণসংসার' কাহাকে বলে? হরিবাসরে মহাপ্রসাদ সেবনীয় কি না? ৭।২৪।১৩

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতের চরণে তুলসী অর্পণ করা বিধি কি না? অনর্পিতাবস্থায় শ্রীমূর্ত্তির স্নানাদি বা তৎসমীপে নিদ্রাদি নিষেধন সম্ভব কি? গৌরমন্ত্র শাস্ত্রে আছে কি না? মহাপ্রভুর প্রকটের পূর্ব্বে বা পরে গৌরমন্ত্রের প্রচলন ছিল কি না? কোন্ কোন্ আচার্য্য গৌরমন্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন? উপনয়ন সংস্কারাদি দীক্ষাবিধি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল কি না? উপনয়ন-সংস্কার প্রদানের প্রমাণ কোথায়? ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না? ৭।২৭।৮

ব্রাহ্মণেতর গৃহী বৈষ্ণবের পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ আমার দ্বারা হইতে পারে কি না? বৈষ্ণবের লক্ষ্মী প্রভৃতি শক্তির আরাধনায় ও তৎপ্রসাদ গ্রহণে দোষ কি? ব্রাহ্মণেতর গৃহী বৈষ্ণব অতপতণ্ডুলাদি বা পাষণ্ড-পক্কান্ন দ্বারা শালগ্রামের ভোগ দিতে পারেন কি না? বিষ্ণুর নিকট দোষ করিতে পারা যায় কি না? বিষ্ণুমন্ত্রের দীক্ষিত ব্রাহ্মণ দ্বারা বিষ্ণুপূজা সম্পন্ন হয় কি না? ভাগবত-পাঠী ও শ্রবণেচ্ছুর মধ্যে দক্ষিণা আদান-প্রদানে দোষ কি? প্রসাদ ও মহাপ্রসাদ কি এবং জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ বৈষ্ণবগণের সেব্য কি না? মহাপ্রসাদ জাতিনির্ব্বিশেষে একত্র সেবনীয় কি না? ৭।৩৭।৯

মহাভারতাদি শাস্ত্রে রাধার নাম নাই কেন? "জয় "নিতাই.....রাম"—শাস্ত্রানুমোদিত কি না? ৭।৩৯।১১

বৈষ্ণবদীক্ষাপ্রাপ্ত কোন নীচবর্ণোদ্ভূত ব্যক্তির সহিত উচ্চবর্ণোদ্ভূত বৈষ্ণবগণ একত্র ভোজনাদি করেন না কেন? উচ্চবর্ণোদ্ভূত কোন মহিলা নীচবর্ণোদ্ভূত কোন পুরুষের সহিত অবৈধ ব্যবহারে দোষী হইয়া দীক্ষাগ্রহণানন্তর ভাগবত প্রবণাদি করিলে সমাজে গ্রহণীয় হইতে পারে কি না? দীক্ষা গ্রহণ বা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে ঐ দোষ নির্ম্মুক্ত হয় কি না? কিরূপে দীক্ষা গ্রহণ বা নামযজ্ঞ করা উচিত? দোষ-নির্ম্মুক্তির জন্য চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের বিধি কি? ৭।৪৭।১১

প্রাপ্ত-পত্রের সূচী

(১) চাকা হাইস্কুলের জনৈক ছাত্র (বর্ত্তমানে শুদ্ধব্রহ্ম-গণের আচরণ) ১।১৭।১৫

(২) শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ১।১৭।১০

(৩) মহিষাদল হইতে চারিটী প্রশ্ন ১।৪।৬

(৪) শ্রীদুখহরণ বিশ্বাস (মানবের কর্ত্তব্য, শ্রীনামগ্রহণের বিধি) ২।৬।৭

(৫) শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব সত্তা ও শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব স্থান) ২।১০।১

(৬) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত (কুলিয়া নগরে ভেট-সংগ্রহ ও রাসযাত্রা উপলক্ষে তত্রত্য যাত্রিগণের প্রতি আচরণ) ২।১৬।৬

(৭) শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী ("শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসী ভিন্ন ভারতবর্ষে অন্য কোন সন্ন্যাদি-সম্প্রদায় ছিল না" এই অভ্রমতের নিরাস ২।১২।১২

(৮) শ্রীকেদারনাথ পাল (শ্রীমদ্ভাগবত ও সাধুসঙ্গ) ২।২১।১০

(৯) শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী ('গৌড়ীয়' পাঠে সদ্গুরু পাওয়েচ্ছা) ৩।১০।১৬

(১০) শ্রীহরিপদ দত্ত (নির্য্যাস-সংবাদ) ৩।১১।১২

(১১) শ্রীকৃষ্ণদাসী গোস্বামী (লুপ্ততীর্থ উদ্ধার) ৩।১৬।১৫

(১২) শ্রীরামাপ্রসন্ন সোম (আধুনিক হিন্দুসমাজ প্রচলিত বিবাহ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্বন্ধে প্রশ্ন) ৩।১৯।১১

(১৩) শ্রীরাধা মনোহর দাস মিত্র (বৈষ্ণবস্তব) ৩।২৭।১৩

(১৪) শ্রীসতীশচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বর্ত্তমান সহরনবদ্বীপ দর্শনে) ৩।২৯।১১

(১৫) শ্রীহরিদাস গোস্বামী (গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা) ৩।২৯।১৫

(১৬) শ্রীনিমানন্দদাস অধিকারী (কুলিয়াবাসীদের ব্যবহার) ৩।৩১।৩

(১৭) শ্রীগৌর ইন্দু দাস অধিকারী (কুলিয়াবাসীদের পাষণ্ড-গণের অত্যাচার) ৩।৩১।৪

(১৮) শ্রীকৃষ্ণদাসী গোস্বামী (নবদ্বীপধাম পরিক্রমার ঘটনা) ৩।৩১।৪

(১৯) শ্রীধর্ম্মচারী দাস (বৈষ্ণবের দারুণের তাৎপর্য্য ও প্রকৃত উদ্দেশ্য) ৩।৩১।৭

(২০) শ্রীরাধা মনোহর দাস (শ্রীনাম কীর্ত্তন) ৩।৩১।৯

(২১) শ্রীকেশবকৃষ্ণ দাস অধিকারী (শ্রীনামকে "সাইন-বোর্ড" বলিয়া দারুণ) ৩।৩১।১১

(২২) শ্রীরামশরণ সিংহ (কুলিয়া নবদ্বীপের দুর্ঘটনা) ৩।৩২।৬

(২৩) শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী (কুলিয়াস্থে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের অত্যাচার) ৩।৩২।৬

(২৪) শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (কুলিয়ার ব্যাপার) ৩।৩৩।৪

(২৫) শ্রীনটবর মুখোপাধ্যায় (কুলিয়ার ইষ্টকবৃষ্টি) ৩।৩৩।৫

(২৬) শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (নবদ্বীপে বৈশাখিকাণ্ড) ৩।৩৩।৬

(২৭) শ্রীকৃষ্ণদাস পাল ("গৃহস্থ বৈষ্ণবের কৃত দশকর্ম্মের সুবিস্তৃত আলোচনা" প্রার্থনা) ৩।৩৩।১৬

(২৮) শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী (নবদ্বীপে অনানুষ্ঠিককাণ্ড) ৩।৩৪।৫

(২৯) শ্রীরাসবিহারী দাস (মৌন মহোৎসব) ৩।৩৯।১১

(৩০) শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার (বৌদ্ধধর্ম্ম) ৩।৪০।১১

(৩১) শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য (পুঁড়া সদাশিব সভার ইতিবৃত্ত) ৩।৪০।১২

(৩২) শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী (বৈষ্ণবসঙ্গিনী পত্রিকার সমালোচনা) ৪।৭।৮, ৪।৮।৭

(৩৩) শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী (নব্যগ্রন্থের সংস্র ভ্রম-প্রদর্শনী) ৪।১০।১৬

(৩৪) শ্রীনিতাইচাঁদ গোস্বামী (শ্রীগৌড়ীয় পত্রে সাহিত্য সাধনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন) ৪ ১৩।২৩

(৩৫) শ্রীরামনারায়ণ কর (বৈষ্ণব চরণে কৃতাপরাধের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা) ৪।১৪।২২

(৩৬) শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ ('শ্রীগৌড়ীয়' পত্রিকার সহিত 'শ্রীসোনার গৌরাঙ্গ' পত্রিকার বিনিময় ইচ্ছা প্রকাশ) ৪।২০।৯

(৩৭) শ্রীনরেন্দ্রকুমার রায় ('গৌড়ীয়' পত্রিকায়

"প্রাকৃত, অপ্রাকৃত" ও "বৈষ্ণব কবিতা" নামক প্রবন্ধের সমালোচনায় সহানুভূতি। ৪।২০।২৩

(৫৮) শ্রীবুদ্ধদেব কুমার মিত্র (ভারতী মহারাজের শুভবিজয়) ৪।২০।২৪

(৫৯) শ্রীবৈকুণ্ঠচরণ দাস (কুলিয়া নবদ্বীপে মহাপ্রভুর বাড়ীর ভেট-নীতি) ৪।২৪।১১

(৬০) শ্রীবীরেশচন্দ্র বিশ্বাস বর্ম্মা (তথা কথিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়) ৪।২৪।১০

(৬১) শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (গ্রাম্যকথাজ্ঞ ব্যক্তিগণের ও প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিচার) ৪।২৭।৮

(৬২) শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী (শ্রীমায়াপুর মঠ) ৪।২৭।১২

(৬৩) শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র (শ্রীমন্ত্রাপ্রবন্ধ)

(৬৪) শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী (নবদ্বীপের স্থানগুলির নামের কারণ জানিয়া আনন্দ প্রকাশ) ৪।৩০।৮

(৬৫) শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায় (শ্রীবীরেশ দেবের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ মার্জ্জনা নিরাস করিয়া সকলের কল্যাণ সাধন করিবার প্রার্থনা) ৪।৩০।৮

(৬৬) শ্রীভুবীকেশ সিংহ ও শ্রীগোপেন্দ্রলাল দত্ত (তীর্থ-মহারাজের মুখে হরিকথা শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ) ৪।৩১।১৬

(৬৭) রাজা সুখুনন্দনপ্রসাদ সিংহ (তীর্থ মহারাজের "বৈষ্ণব ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ) ৪।৩১।১৬

(৬৮) শ্রীহেমেন্দ্র বসু (তীর্থমহারাজের "ভক্তি" সম্বন্ধে বক্তৃতা শ্রবণে অভিনন্দ) ৪।৩১।১৬

(৬৯) শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায় (আনন্দবাজার পত্রিকায় "বৈষ্ণবকবির দশকথা" নামক প্রবন্ধ পাঠে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাকে প্রাকৃতপর্য্যায়ভুক্ত দেখিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য প্রার্থনা) ৪।৩২।৮

(৭০) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দেব গোস্বামী ('গৌড়ীয়' পাঠে আনন্দ জ্ঞাপন) ৪।৩৫।১৪

(৭১) শ্রীকেদারনাথ গুহ (তীর্থমহারাজের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারে প্রোতৃবর্গের আনন্দ জ্ঞাপন) ৪।৩৪।১২

(৭২) শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষাল (বনমহারাজ প্রকৃতির বক্তৃতা শ্রবণে ভদ্রমহোদয়গণের হরিকথাশ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ) ৪।৩৪।১২

(৭৩) শ্রীনরেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী (আশ্রম মহারাজের নিকট হরিকথাশ্রবণে শ্রোতৃবর্গের পূর্ব্বের কুসংস্কার লোপ) ৪।৩৪।১৩

(৭৪) শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায় ('বৈষ্ণবকবির দশকথা' প্রবন্ধের সমালোচনা সম্বন্ধে) ৪।৩৪।১৩

(৭৫) শ্রীঅক্ষয়কুমার গুপ্ত (ভারতীমহারাজের পাঠ-শ্রবণে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আগ্রহ) ৪।৩৪।১৪

(৭৬) শ্রীবতীন্দ্রনাথ সেন (তীর্থমহারাজের নিকট ভাগবত শ্রবণে স্থানীয়লোকের আনন্দ) ৪।৩৫।১৫

(৭৭) শ্রীনরেশ রায় ("শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকাব্যম্" ও 'সাত্ত্বিকা দর্শনম্' নামক পুস্তকদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ ও সংস্কৃতভাষ্য প্রণয়নে আগ্রহ প্রার্থনা) ৪।৩৬।১৩

(৭৮) শ্রীনবী-চন্দ্র পাল (শ্রীধাম মায়াপুর ও রামচন্দ্রপুর সম্বন্ধে) ৪।৩৮।৭

(৭৯) শ্রীঅমূল্যকুমার সরকার (শ্রীকালীভূষণ তর্ক-বাগীশের সাহিত্য দর্শনের অন্তিত্বাদন পাঠে সন্দেহ নিরাস করে প্রার্থনা) ৪।৩৮।৯

(৮০) শ্রীঅঘোর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য (বনমহারাজ প্রকৃতি প্রচারকগণের বক্তৃতাশ্রবণে বিদ্বেষ নিরাস, বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিপরিব্রাজকগণের গোযান বাহন শাস্ত্র বিগর্হিত কিনা?) ৪.৩৮।১১

(৮১) শ্রীহরিপদ দাস (গৌড়ীয় মঠের প্রচার ও নবদ্বীপধামপরিক্রমা সম্বন্ধে অভিমত। ৪।৩৯।১৪

(৮২) রাধাচরণ দাস গোস্বামী (ভারতীমহারাজের বক্তৃতা শ্রবণে আনন্দ) ৪।৩৮।১৬

(৮৩) শ্রীললিতমোহন হালদার (তীর্থমহারাজের বক্তৃতা শ্রবণে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আকৃষ্ট) ৪।৩৯।১৬

(৮৪) Mr. P. S. S. Iyer (বনমহারাজের "সনাতন ও বৈষ্ণবধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা) ৪।৩৯।১৬

(৮৫) শ্রীকবিভূষণ বসু (দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি দার্শনিক পরিভাষার অর্থ ও অন্যান্য প্রশ্নের সমাধান প্রার্থনা) ৪।৪০।৯

(৮৬) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ('যুগবাণী' পত্রিকায় "মায়াপুর" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ) ৪।৪০।১০

(৮৭) শ্রীরাইমোহন সোম (ভারতীমহারাজের ও ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতা শ্রবণে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আকৃষ্ট) ৪।৪১।১০

৬৮। শ্রীবটীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস (রামচন্দ্রপুর কাকড়ের মাঠ সম্বন্ধে) ৪।৪২।১১

৬৯। শ্রীনন্দন দ রায় (পর্ব্বত মহারাজ ও ভারতীমহারাজ-দ্বয়ের সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা) ৪।৪৪।১৫

৭০। শ্রীকৃষ্ণচরণ দে ('সোনার গৌরাঙ্গ' পত্রিকায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যের বিরুদ্ধে অভিমতের প্রতিবাদ) ৪।৪৫।৭

৭১। শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস (শ্রীগৌড়ীয়মঠ সম্বন্ধে "পল্লীবাসী" পত্রিকায় অভিমতের প্রতিবাদ) ৪।৪৫।১২

৭২। শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ("পল্লীবাসী" পত্রিকায় গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবতের সমালোচনার প্রতিবাদ) ৪।৪৭।১৩

৭৩। শ্রীগোপেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (গৌর-মন্ত্র ও গৌরাঙ্গ-তত্ত্ব) ৪।৪৫।১৫

৭৪। শ্রীনরেন্দ্র কুমার রায় (গোবিন্দ দাসের কড়চা) ৪।৪৪।১৫

৭৫। শ্রীনবীনচন্দ্র পাল ("শ্রীনবীন চন্দ্র পাল উকীল প্রভৃতি" এই শব্দের প্রতিবাদ) ৪।৪৪।১৬

৭৬। Mr. R. M. Roy. (আশ্রম মহারাজের স্বাধী-তন্ত্রতার সম্বন্ধে বক্তৃতা) ৪।৪৫।১৬

৭৭। শ্রীরাধিকা প্রসন্ন সিংহ (ভারতী মহারাজের আত্মধর্ম্ম ও সাধন ধর্ম্মের গ্লানি বিষয়ে আলোচনা) ৪।৪৬।১২

৭৮। শ্রীবিরূপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (চৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ঐতিহাসিক বর্ণনা সম্বন্ধে প্রশ্ন) ৪।৪৮।১৪

৭৯। শ্রীকণিভূষণ বসু (শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনাম সম্বন্ধে প্রশ্ন) ৪।৫১২২

৮০। শ্রীবিরূপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ("হরনাথ চরিতামৃত" নামক পুস্তকের সমালোচনার জন্য অনুরোধ) ৪।৪।১৫

৮১। শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় ('গৌড়ীয়' পাঠে আনন্দ প্রকাশ) ৪।৪।২৩

৮২। শ্রীরাজকুমার ভট্টাচার্য্য (প্রশ্নের মীমাংসা) ৪।৭।২৩

৮৩। শ্রীপতিকৃষ্ণ বাগ (অরণ্যমহারাজের প্রচার) ৪।৭।১৬

৮৪। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ বর্ম্মণ (তথাকথিত বৈষ্ণব সভায় উপস্থাপিত প্রশ্নের মীমাংসা প্রার্থনা) ৪।৮।১২

৮৫। শ্রীবরদা কান্ত শর্ম্মণঃ (শ্রীগুরুপাদুকা পূজার ব্যবস্থা আছে কিনা ?) ৪।১১।১৩

৮৬। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র দেব গোস্বামী (গৌড়ীয় পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ প্রেরণ) ৪।১২।৩

৮৭। শ্রীসুরেন্দ্র কিশোর কর (প্রশ্নের সমাধান) ৪।১২।৭

৮৮। শ্রীকালীনাথ দাস গুপ্ত (অরণ্যমহারাজের "সঙ্গ, অভিধেয় ও প্রয়োজন" বিষয়ে কীর্ত্তন) ৪।১৪।১২

৮৯। শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ (শ্রীল প্রভু-পাদের বহু শাস্ত্রযুক্তি ও গবেষণা পূর্ণ আলোচনা) ৪।১৪।১২

৯০। শ্রীমনোমোহন রায় (প্রশ্নের মীমাংসা প্রার্থনা) ৪।১৬।১৩

৯১। শ্রীবিপদ চৌধুরী ("গৌড়ীয়" পাঠে গ্রাহক হইবার প্রার্থনা) ৪।১৭।১১

৯২। শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য (আর্ষ্টিলিপি) ৪।১৮।১০

৯৩। জনৈক গৌড়ীয়-গ্রাহক (অরণ্য মহারাজের "প্রচার ও সনাতনধর্ম্ম" সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা ও হরিকথা কীর্ত্তন) ৪।১৮।১৪

৯৪। শ্রীপ্রেমচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রশ্নের মীমাংসা) ৪।১৯।১০

৯৫। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশ্র (তথাকথিত বৈষ্ণবসভার আচারহীনতা) ৪।১৯।১৭

৯৬। Mr. P. L. Windsor (Vaishnavism Real and Apparent) ৪।১৯।১৫

৯৭। Mr. John D. Maulis (Vaishnavism Real and Apparent and Nawadwipa Panjika) ৪।১৯।১৫

৯৮। Mr. J. M. Smith (Vaishnavism Real and Apparent

৯৯। Mr. L. A, Kalbach (Vvaishnavism) ৪।১৯।১৫

১০০। Mr. M. P. Raney (Vaisnavism Real and Apparent and Nawadwipa Panjika) ৪।১৯।১৫

১০১। Mr. L. Finot (Vaishnavism) ৪।১৯।১৬

১০২। Mr. W. Caland (Vaishnavism Real and Apparent) ৪।১৯।১৬

১০৩। Mr. Madhusudan Kaul (Wishing Success of the Mission) ৪।২২।১৪

১০৪। Adwait charan Das Esq. (Lectures delivered by Giri Maharaj) ৫।২২।১৫

১০৫। শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী (ভারতীমহারাজের শুভবিজয় ও সনাতনধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা) ৫।২২।১৫

১০৬। শ্রীকালাচাঁদ দে (গিরিমহারাজের পাঠ ও কীর্ত্তন) ৫।২৩।১৫

১০৭। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে (সাগরমহারাজের বক্তৃতা) ৫।২৩।১৬

১০৮। শ্রীকেকড়ি সিংহ রায় (কল্পিত ছড়া গান সম্বন্ধে প্রশ্ন) ৫।২৪।১৩

১০৯। শ্রীমদনচন্দ্র অধিকারী (সাগরমহারাজের প্রচার) ৫।২৪।১৫

১১০। শ্রীকান্তিচন্দ্র দে (সাগরমহারাজের কর্ম্মকাণ্ডের হেয়তা প্রতিপাদন) ৫।২৪।১৫

১১১। শ্রীসকানন মুখোপাধ্যায় (সাগরমহারাজের "মনুষ্যজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা) ৫।২৪।১৫

১১২। শ্রীভবতোষ রায় (ভারতীমহারাজের বক্তৃতায় হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলের চিত্তাকর্ষণ) ৫।২৮।১৪

১১৩। শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী (ভারতীমহারাজের বক্তৃতা ও পাঠকীর্ত্তনাদি শ্রবণে শ্রোতৃবর্গের আনন্দ ৫।২৮।১৫)

১১৪। শ্রীঅনঙ্গমোহন সরকার (নবদ্বীপ সহরে মহাপ্রভুর মন্দিরে নারী নির্য্যাতন) ৫।৩১।১৫

১১৫। শ্রীজগদীশচন্দ্র বিশ্বাস (ভারতীমহারাজের হরিকথা কীর্ত্তন শ্রবণে দীনতা প্রকাশ) ৫।৩৬।১৪

১১৬। শ্রীপদাধর মণ্ডল (গৌড়ীয়মঠের প্রচারক মুখে সদ্‌গুরু ও গৌরসুন্দরের কথা সম্বন্ধে বক্তৃতা শ্রবণে পরমানন্দ লাভ) ৫।৩৮।১৬

১১৭। শ্রীশ্যামলাল পাল (দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু মধ্যে প্রভেদ কি ?) ৫।৩ ।১৪

১১৮। শ্রীবতীন্দ্রনাথ পরামাণিক (গৌড়ীয় পত্রিকা পাঠে আনন্দ লাভ ও গ্রাহক হইবার আবেদন) ৫।৩৯।১৫

১১৯। শ্রীহরচরণ দাস (সিদ্ধান্ত-বিরোধ মীমাংসার জন্য অনুরোধ) ৫।৪০।৮

১২০। শ্রীযোগেন্দ্র মোহন দাস (মৎস্য ভোজন সম্বন্ধে প্রশ্ন) ৫।৪০।১৯

১২১। শ্রীবলহরি দাস (বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ কি প্রকার) ৫।৪০।১৪

১২২। শ্রীহরিদাস সাহা (বাসিয়াড়ীর পত্রের উত্তর সম্বন্ধে প্রবন্ধ) ৫।৪১।৯

১২৩। ললিত মোহন পাল চৌধুরী (শ্রীনাথ, ব্যবসায়ী-গুরু ও ভণ্ডক পাঠক সম্বন্ধে প্রশ্ন) ৫।৪১।১৩

১২৪। শ্রীসরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জগন্নাথ দাস বাবাজী দ্বারা মহাপ্রভুর জন্মস্থান উদ্ধার) ৫।৪২।৭

১২৫। শ্রীমোহিনী মোহন রায় চৌধুরী (পুরীমহারাজের শুভবিজয়) ৫।৪২।১৫

১২৬। শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, সম্পাদক পাণ্ডা প্রভৃতি (প্রেমের মীমাংসা প্রার্থনা) ৫।৪৩।২

১২৭। শ্রীকেদারেশ্বর ভাদুড়ী (ভারতীমহারাজের সনাতনধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা) ৫।৪৩।১৫

১২৮। শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় (চাল্‌তাবাগানের প্রদর্শনী ও ব্যবসায়ীর কথকতা) ৫।৪৫।১৪

১২৯। শ্রীরামচন্দ্র দত্ত (অপসম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রশ্ন) ৫।৪৬।১২

১৩০। শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী (হিতবাদী সম্পাদকের কুমতের প্রতিবাদ) ৫।৪৭।২

১৩১। শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (হিতবাদী সম্পাদকের অশিষ্টাচারে প্রতিবাদ) ৫।৪৭।২

১৩২। শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী (হিতবাদীর অনধিকারচর্চ্চার প্রতিবাদ) ৫।৪৭।২

১৩৩। শ্রীনিশিকান্ত মৌলিক (হিতবাদী সম্পাদকের প্রতিবাদ) ৫।৪৭।৭

১৩৪। শ্রীকাশীশ্বর দত্ত (নগর সংকীর্ত্তন সম্বন্ধে প্রমাণ প্রার্থনা) ৫।৪৮।১১

১৩৫। শ্রীনরেন্দ্র কুমার রায় (চণ্ডীদাসের পদাবলী ও রামী) ৬।১।২২

১৩৬। শ্রীরাধামোহন পট্টনায়ক (সচ্চিদানন্দমঠে উৎসব) ৬।১।২৪

১৩৭। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস (বৈষ্ণবতত্ত্ব) ৬।৩।৯

১৩৮। শ্রীমধুসূদন অধিকারী (বৈদিক নামতত্ত্বসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব) ৬।৩।১৩

১৩৯। শ্রীনিবারণচন্দ্র মিত্র (হিতবাদীর "মায়াপুর না শিক্ষাপুর" প্রবন্ধের প্রতিবাদ) ৬।৪।১৪

১৩০। শ্রীহরদাতার শর্মা (গায়ত্রী পীঠ হইতেন কি না ?)　　৮।৬।১৫

১৩১। শ্রীগতীন্দ্রন অধিকারী (দ্বিতবাদীর গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ইতিহাস গ্রন্থের সমালোচনার প্রতিবাদ)　　৮।১০।১০

১৩২। শ্রীঅবিকৃষ্ণ বসু (সংশয়ের মীমাংসা প্রার্থনা)　　৮।১২।৫

১৩৩। শ্রীহুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় (বঙ্গদেশের কোথায় কোন্ মঠ স্থাপিত আছে ?)　　৮।১৩।১১

১৩৪। শ্রীউমেশ সিং (পরমহংসমঠে মহাপ্রভু ও বিনোদবিলাসগৌড়ীয় বিগ্রহ স্থাপন ও নগর কীর্ত্তন)　　৮।১৪।১৬

১৩৫। শ্রীহরিদাস সাহা (তীর্থমহারাজের শুদ্ধ-ভক্তি ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাশ্রবণে সকল সম্প্রদায়ের শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ)　　৮।১৫।১৬

১৩৬। শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী (গৌড়ীয়ে মহদ্বিরাবাদ পাঠে অভিমত)　　৮।১৮।৭

১৩৭। শ্রীশ্রীশচন্দ্র বসু (গৌড়ীয়পাঠে আনন্দ জ্ঞাপন)　　৮।১৮।৯

১৩৮। শ্রীমতীন্দ্র কুমার ঘোষ (বৈষ্ণবাচার্য্যের সমা-লোচক)　　৮।১৮।১০

১৩৯। শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সূচি আদি দর্শনে অভিমত)　　৮।২৪।১১

১৪০। শ্রীসরোজাক্ষ মুখোপাধ্যায় (শ্রীচৈতন্যলোক সম্মিলনীর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠান)　　৮।২৫।১২

১৪১। শ্রীকুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ (গুপ্তপ্রেস পত্রিকায় চৈতন্যাব্দের বিচার)　　৮।২৯।২৯

১৪২। শ্রীচৈতন্যসেবক সম্মিলনী—(শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাববাসরে উৎসব)　　৮।৩২।১৫

১৪৩। শ্রীমতিলাল ধর (মহাপ্রভুর জন্মলীলা উৎসব অনুষ্ঠান)　　৮।৩।১৫

১৪৪। শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় (মহাপ্রভুর জন্ম-তিথির উৎসব)　　৮।৩৩।১০

১৪৫। শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী (মায়াপুর-অবস্থান সম্বন্ধে)　　৮।৩৪।১৬

১৪৬। শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন (মায়াপুর অবস্থান নির্ণয় সম্বন্ধে)　　৮।৩৪।১৬

১৪৭। শ্রীমদনমোহন বর্মণ (প্রবন্ধে আনন্দপ্রকাশ)　　৮।৩৭।১৬

১৪৮। শ্রীমহেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী (মহাপ্রভুর জন্মস্থান সম্বন্ধে)　　৮।৩৮।১৬

১৪৯। শ্রীউমাচরণ ভট্টাচার্য্য (তীর্থমহারাজের বক্তৃতা)　　৮।৩৯।১৬

১৫০। শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী ('গৌড়ীয় পদম' প্রবন্ধ পাঠে আনন্দ জ্ঞাপন)　　৮।৪১।১৪

১৫১। শ্রীমতীন্দ্র নাথ ঘোষ (মহাপ্রভুর অপ্রকট সম্বন্ধে)　　৮।৪২।১৪

১৫২। শ্রীহেমেন্দ্র লাল চৌধুরী (শ্রীমদ্ভাগবতের 'সত্য সনাতন ধর্ম' সম্বন্ধে সমালোচনা প্রার্থনা)　　৮।৪৩।১২

১৫৩। শ্রীউত্তম চন্দ্র কাব্যতীর্থ (ভাগবতমহারাজের 'জীবের নিত্য কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা)　　৮।৪৩।১৬

১৫৪। শ্রীপঞ্চানন মহান্ত (বৃন্দাবনঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব)　　৮।৪৩।১৬

১৫৫। শ্রীবটকৃষ্ণ দাস (প্রশ্নের সমাধান প্রার্থনা)　　৮।৪৪।৮

১৫৬। শ্রীমহেশ চন্দ্র ঘোষাল (প্রশ্নের সমাধান প্রার্থনা)　　৮।৪৪।১২

১৫৭। জনৈক চৈতন্যমঠ সেবকের (ভাষণ অনুকূলমত)　　৮।৪৪।১৪

১৫৮। নিঃ গাণ্ডিকোটা সন্তানারায়ণ মূর্ত্তি (বন-মহারাজের দর্শন ও মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা)　　৮।৪৫।১৬

১৫৯। শ্রীনিত্যেশ্বর বসু (শ্রীনাম—সাধন কিন্তু সাধ্য কিরূপে ?)　　৮।৪৬।১০

১৬০। শ্রীহরে কৃষ্ণ দাস বাবাজী (স্মার্তবিধানানুযায়ী শ্রাদ্ধ বৈষ্ণবের পক্ষে কৃত্য কিনা ?)　　৮।৪৬।১৩

১৬১। শ্রীমতী কুমারী উষারাণী বেই (প্রশ্নের সমাধান প্রার্থনা)　　৮।৪৮।১৩

১৬২। শ্রীবটকৃষ্ণ দাস (হরির লুটের শাস্ত্রীয় মূর্ত্তি ও বিধি প্রার্থনা)　　৮।৪০।১১

১৬৩। শ্রীকৃষ্ণমণী গোস্বামী (গ্রামকেলী ও রূপ-সাগর সংস্কার)　　৮।২।১১

১৭৪। শ্রীনরবিন্দু নারায়ণ রায় (তর্কতীর্থমহাশয়ের প্রতিবাদ প্রার্থনা) ৭।৩৭

১৭৫। শ্রীমতীন্দ্রিয় ভক্তিওঙ্কার (চৈতন্য-চরণ-চিহ্ন-স্থাপন ও মন্দির নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে) ৭।৩।১৬

১৭৬। শ্রীপতিতপাবন অধিকারী (প্রশ্ন) ৭।৪।১৪

১৭৭। শ্রীসারদাচরণ শর্ম্মা (প্রশ্নের মীমাংসা) ৭।৪।৭

১৭৮। শ্রীবাবুলাল রায় (ভক্তদাসের চরিত্র ও আদর্শ) ৭।৯।১১

১৭৯। শ্রীচন্দ্রভূষণ দত্ত (প্রশ্নের সমাধান প্রার্থনা) ৭।১৭।১২, ১৯।১৩

১৮০। শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী (প্রশ্নের সমাধান প্রার্থনা) ৭।২০।১৫

১৮১। শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু (নৈমিষারণ্যে গৌড়ীয়মঠ) ৭।২০।১৬

১৮২। শ্রীলালা দেবালী রায় (গৌড়ীয়মঠের প্রতি প্রীতি-নিদর্শন পত্র) ৭। ৩।১৫

১৮৩। শ্রীহরীন্দ্র নাথ চন্দ্র (মীমাংসা প্রার্থনা) ৭।২৪।১৩

১৮৪। শ্রীকপি ভূষণ বসু (মীমাংসা প্রার্থনা) ৭।২৭।৮

১৮৫। শ্রীঅতুল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (শ্রীপাদ কৃষ্ণবিলাসী বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিকট পত্র) ৭।৩৩।২১

১৮৬। শ্রীনরবিন্দু নারায়ণ রায় (পদবরণ পত্র প্রাপ্তে) ৭।৩৪।১৭

১৮৭। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রায় (প্রশ্নের মীমাংসা) ৭।৩৭।১৯

১৮৮। শ্রীঅরুণ দত্ত (দীনেশচন্দ্র সেনের 'গৌরাঙ্গের দীলাবসান' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ) ৭।৩৮।১০

১৮৯। শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত (প্রশ্নের মীমাংসা) ৭।৩৯।১১

১৯০। শ্রীদয়াপ্রসন্ন মজুমদার (প্রচারকের প্রশংসা) ৭।৪২।১৬

১৯১। মিঃ এস্, গাঙ্গী (প্রচারকের প্রশংসা) ৭।৪৭।৩

১৯২। জনৈক জিজ্ঞাসু (প্রশ্নের সমাধান) ৪।৪৭।১১

১৯৩। মিঃ ওয়াই নরসিংহম (শ্রীকূর্ম্মম্ ও সিংহাচলমে চৈতন্যদেবের পদাঙ্ক স্থাপনে সানন্দ-সম্মতি) ৭।৪৮।১

১৯৪। শ্রীনিবিকান্ত সান্যাল (সচ্চিদানন্দ মঠে বার্ষিক উৎসব) ৭।৪ ।২

১৯৫। শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত (নবদ্বীপের ধর্ম্ম ব্যবসাদারগণের সম্বন্ধে) ৭।৪৮।৬

—:০:—

সমালোচনার সূচী

প্রচারে ভ্রান্তি ("গৌরাঙ্গমণ্ডলের মুখপত্রে") ১।৩০।১

মহিষাদল হইতে প্রকাশিত চন্দ্রচূড়ের ১।৪১।৬

কুৎসিৎ ভজন (প্রকৃতি লইয়া ভজন) ১।৪৯।৬

প্রচার প্রসঙ্গ (ভক্তসেবক সমিতি, কলিকাতা) ২।৬।১০

"ঠাকুর হরিদাস" (প্রশ্ন) ২।১৯।১০

সামাজিক অহিত ("বর্ণের বাণিজ্য" শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে) ২।২০।১১

অবান্তর সমালোচনা (বর্ণাশ্রম বিচার) ২।২১।১

"লৌকিক ও অপবর্গ্য ধর্ম্ম" পিতামাতা ও ভার্য্যার মনে কষ্ট দিয়া সংসার ত্যাগ করিলে প্রত্যবায় হয় কি না ? ২।২২।১১, ২।২৩।৯, ২।২৪।৪, ২।২৫।৪

বিচার-বিরোধ (শ্রীহরিভক্তিবিলাস-রমোল্লেখন মধুসূদন গোস্বামীর সিদ্ধান্ত) ২।২৪।১০

প্রতিবাদ (মায়াপুরের অনুকূলবত্ত ও নবদ্বীপের ভেট) ২।২৯।১২

প্রচার-প্রসঙ্গ (শ্রীহরিদাস গোস্বামীর অভিবাদ) ২।৩০।৬

সুরবিদ্বেষ (ভারতবর্ষ-পত্রের-বিরোধিমত) ২।৫৮।১

কীর্ত্তন-বিরোধ (শ্রীবলাই গোস্বামীর 'গোস্বামী' উপাধি ও কীর্ত্তনে বিরুদ্ধমত) ২।৩৮।৮

প্রতিবাদ (জয়মাধব গোস্বামীর "বিচারবিরোধ" শীর্ষক প্রবন্ধে-বর্ণাশ্রমবিরোধিমত) ২।৪০।১২

রাঁচির "আশ্রম" সম্বন্ধে সমালোচনা ২।৪০।১৫

সাময়িক প্রসঙ্গ (উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ প্রণীত "গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম" গ্রন্থের সমালোচনা) ২।৪৫।১

প্রেরিত পত্র (শ্রীবনবিহারী ব্রহ্মচারীর "প্রতিবাদ" নামক প্রবন্ধে গৌরবিচার) ২।৪৩।৫, ২ ৪৯।১০
সমালোচনা (স্বামী নির্গুণানন্দের রামমোহন লাইব্রেরীর হলে 'নবদ্বীপ' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' ও 'শ্রীমদ্ভাগবত' সম্বন্ধীয় মন্তব্য) ৩।২।১
সমালোচনা ("আনন্দবাজার" পত্রিকায় ক্ষিতীশচন্দ্র বসু লিখিত 'সেবাধর্ম ও বৈষ্ণব-মিশন' শীর্ষক প্রবন্ধ) ৩।১২।৫
সাময়িক-প্রসঙ্গ (পঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক লিখিত 'ভুল' শীর্ষক প্রবন্ধ) ৩।১৮।১
সমালোচনা ('ভক্তিপীঠ' নামক সাময়িক পত্র) ৩।১৮।৬
কাঁথির ভক্তমুখীসমাজে নিবেদন ('গৌরাঙ্গ' পত্রিকায় লিখিত 'সর্বচোরা আম' শীর্ষক প্রবন্ধ) ৩।২২।৪
প্রেরিত পত্র (কুলিয়া সম্বন্ধে) ৩।২৯।১১
সমালোচনা (জ্ঞানদাস গোস্বামি-লিখিত 'পরলোক রহস্যের' ভূমিকা) ৩।২৯।১৫
উত্তর প্রাচীর পত্র (সন্ন্যাসাশ্রম ও বৈষ্ণবিক-বেশ) ৩।৩১।৯
সমালোচনা ('শ্রীনবদ্বীপ দর্পণ' ২য় খণ্ড শ্রীগোপীনাথ চৌধুরী কৃত) ৩।৩৪।১৩
গ্রন্থ-সমালোচনা (শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামিকৃত 'শ্রীরাধাকেলী ও শ্রীরূপসনাতন' গ্রন্থ) ৩।৪৫।১২
অধিকার-প্রবোধিনী ৪।১।১৮
অনধিকার-চর্চা (ভারতবর্ষে কলীভূষণ তর্কবাগীশের 'জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ' প্রবন্ধ) ৪।৫।৫
সচিত্র-ভ্রম-প্রদর্শনী (বৈষ্ণবসঙ্গিনী ও বৈ-বিগ্রহদর্শনী) ৪।৭।৮, ৪।৮।৭, ৪।৯।১৬, ৪।১০।১৬, ৪।১২।২১, ৪।১৫।১৮
সম্পাদিত পত্রের আলোচনা (বৈষ্ণবসঙ্গিনীর সম্পাদক) ৪।৯।১৮
কোষলিপিতে বিদ্বতারোপ ("বিশ্বকোষ") ৪।৯।২০
সমালোচনা (কেনেডী) ৪।১১।১৭, ৪।১২।১৭
সাময়িক প্রসঙ্গ (বৈষ্ণবের উপাধি ও হরিদাস গোস্বামী) ৪।১৩।২
সাময়িক পত্রিকার উদ্দেশ্য (পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়ের সমালোচনা) ৪।১৪।২
সহজিয়ার অসচ্চেষ্টা (দীক্ষিত, সন্ন্যাসী বা পরমহংসের পূর্ব নাম উল্লেখ) ৪।১৫।৫
সাহিত্য ও ভগবদ্ভক্তি (পদ্য ও অপদ্য বিদ্যা এবং বঙ্গসাহিত্য সারস্বত-মঙ্গল নামক সাহিত্য-সভা) ৪।১৫।১৮
প্রেরিত পত্র (সহস্রভ্রম প্রদর্শনী) ৪।১৪।১৮
সমালোচনা (বৈষ্ণবসঙ্গিনী পত্রিকায় লিখিত বলদেব বিদ্যাভূষণকে আভিধানিক বিচার) ৪।১৪।২০
বিপ্রধান্য (ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব সম্বন্ধে) ৪।১৬।২
বিবর্তবিবাদ ("মিলন স্থান"কে গৌড়ীয় ৬ষ্ঠ বার্ষিকী ৪।১৬।৯
সমালোচনা (মেদিনীপুর হিতৈষী পত্রে "শ্রীমদ্ভাগবতে শঙ্করাচার্য" শীর্ষক প্রবন্ধ) ৪।১৭।২২, ৪।১৮।১৪
সহস্র সংখ্যক ভ্রম প্রদর্শনী ৪।১৯।১৪
দুঃসঙ্গে অসদ্ব্যবহার (রাধাগোবিন্দনাথের প্র) ৪।২০।৯
("নবীনা ধর্মসভা") ৪।২০।১০
কলিবৈরী (সর্বসম্বাদিনী ও রসিক বিদ্যাভূষণ) ৪।২০।১৯, ৪।২১।২২, ৪।২৩।১১, ৪।২৪।১৭, ৪।২৭।১৩
কুতর্কভেরিকা (ভক্তিপদার্থ সম্বন্ধে বিশ্বনাথের উপাখ্যানের সমালোচনা) ৪।২১।৯, ৪।২২।২১
গ্রন্থ-সমালোচনা (গিরিনাথ চৌধুরী প্রণীত রঘুনাথ দাস গোস্বামী") চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "শ্রীকৃষ্ণকুতুহলিনী বরদাকান্ত শর্মা বিরচিত "শ্রীবৃন্দাবনমঙ্গল ত্রিবিনাম" এবং জ্যোতিন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত "শ্রীশ্রীজগদীশ পণ্ডিত কর্তৃক শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা ও তৎসহ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাকাহিনী) ৪।২৯।১২
প্রেরিত পত্র ও সম্পাদকীয় মন্তব্য (দীনেশ বাবুর) ৪।৩০।৯
আমাদের বক্তব্য ("প্রাপ্ত প্রবন্ধ") ৪।৩১।৪, ৪।৩।৭
প্রেরিত পত্র ও সম্পাদকীয় বক্তব্য (দীনেশ বাবুর 'বৈষ্ণব কবির ধর্মকথা') ৪।৩২।৮
প্রতিবাদ (রাধাপ্রসন্ন চৌধুরী বাহাদুর' কর্তৃক ভারতবর্ষে "শ্রীগৌরাঙ্গ সারস্বলোক" শীর্ষক প্রবন্ধ) ৪।৩৩।২
অনর্থ ভ্রমপূর্ণ নবগ্রন্থের ভ্রমপ্রদর্শনী (বৈ-বিগ্রহদর্শনী) ৪।৩৪।৩, ৪।৪৯।১২
সম্পাদকীয় বক্তব্য (স্বর্গীয় শেষর বিদ্যারত্নের অর্থ বিনিময়ে উপাধিব্যাধি বিস্তার) ৪।৩৪।১১
সমালোচনা ('গৌরাঙ্গলীলারহস্য' নামক পুস্তক) ৪।৩৮।১১
অশ্রৌতদর্শন ও সম্পাদকের উক্তি (অচিন্ত্য-ভেদাভেদ) ৪।৩৯।১০
বক্তব্য (গোবানবাহন) ৪।৩৯।১২
সাময়িক প্রসঙ্গ (সোনার গৌরাঙ্গ ও শ্রীহট্টবাসী উকীল নবীন চন্দ্র পাল) ৪।৪২।৩

প্রেরিত সমালোচনা (ঘটনাকর্ত্ত) ৪।৫২।১৩
সমালোচনা ("বৈষ্ণব ও বিষ্ণুপূজক") ৪।৪৪।১২
সমালোচনা (গৌড়ীয়-ধর্ম্মবিকৃতমত) ৩।৫৯।১১
সমালোচনা (বীরভদ্র প্রভুর সম্বন্ধে সত্যচরণ সেন) ৪।৪।১৬
ঐ সম্পাদকীয় মন্তব্য ৪।৪।১৭
সমালোচনা (বৈদ্যনাথের অনভিজ্ঞতা "আর্য্যাবর্ত্ত" পত্রিকার সম্পাদক) ৪।৬।২৩, ৪।৮।১০
সুসিদ্ধান্ত-সমালোচনী (ভগবদ্ধবসার) ৪।১৭।৭
সমালোচনা (গৌড়ীয় ৪।১১ সংখ্যাপাঠে জনৈক ব্যক্তির প্রতিবাদ) ৪।১৭।১৪, ৪।১৮।১৫, ৪।১৯।১৬, ৪।২০।১৪, ৪।২৩।১৩
কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-ভাস্কর (শ্রীযাদবেন্দ্র বসুর প্রেরিত পত্রে নবকলিত ছত্র প্রভৃতির সমালোচনা) ৪।২০।২, ৪।২২।১, ৪।২৩।৮, ৪।৩৩।৮, ৪।৩৪।১০
সালিশালীর পত্রের উত্তর (জনৈক বেনামী পত্রলেখক) ৪।৩৮।১০
সত্যের অপলাপ (বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ বৈশাখ সংখ্যায় প্রাণকৃষ্ণ ওঝার "অপসিদ্ধান্ত" শীর্ষক প্রবন্ধ) ৪।৪১।২
মীমাংসা প্রার্থনা ও শাস্ত্রীয় মীমাংসা (শ্রীভাগবত জনানন্দ মঠের ভাব-পত্রের মীমাংসা) ৪।৪৩।২, ৪।৪৪।১৩, ৪।৪৬।৭, ৪।৪৮।৮
মধ্বমতের ভক্তি নহে (অতুল চক্রবর্ত্তীর বিরোধিমতবাদ প্রচারকারী পত্রিকা) ৪।৪৫।৪
প্রতিবাদ (বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-পত্রে রাধামোহন গোস্বামী সম্বন্ধে) ৪।৪৪।১১
কল্যাণ-কামনা (হিতবাদীর সম্পাদক সম্বন্ধে) ৪।৪৭।২
আলোচকের আলোচনা (হিতবাদী সম্বন্ধে) ৪।৪৭।৯
ভাকাবোকার স্বরূপ (ঐ) ৪।৪৭।১০
প্রতিবাদ পত্র (হিতবাদীর "অদ্ভুতপ্রশ্ন") ৪।৪৭।১৩
আজগুবি কল্পনা (ব্রজমোহন দাসের কল্পিত নির্য্যাতন) ৪।৫।৪
সমালোচনা (হিতবাদীর "শুদ্ধবৈষ্ণব" ধর্ম্মে ঈর্ষ্যা) ৪।৫।১৩
ধাসাবস (কীর্ত্তনের মঠ) ৪।৪।৬
প্রতিবাদ (যাদবপুর সম্বন্ধে হিতবাদী) ৪।৪।১৫
'সত্য' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট ৪।৭।৬
আত্মরক্ষা (গৌরনাগরীমতবাদ সম্বন্ধে 'গৌরাঙ্গ' বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার প্রতিবাদ) ৪।৭।১২, ৪।৮।১৪
ধারণার ভ্রান্তি ('গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রে ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে গৌরনাগরীমতের সমর্থক বলিয়া ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ) ৪।৯।১৩
'বিলাস ও বিরাগ'—এই দুইটী শব্দের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতে পার্থক্য ৪।১০।৭
প্রাপ্তপত্র ও প্রতিবাদ প্রবন্ধ (হিতবাদীতে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ইতিহাস' গ্রন্থের সমালোচনার প্রতিবাদ) ৪।১০।১৩
প্রবন্ধ সমালোচনা (গৌড়ীয় ৪।১১।৮ সংখ্যা ধৃত 'প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবেদ্য ভগবান্'-শীর্ষকপ্রবন্ধের সমালোচনা) ৪।১৩।১৩
ভক্তং কোথায় (ভাগবতব্যবসায়ী ও বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণের মধ্যে পার্থক্য কি, তদ্বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীহরিপদ লাহার সমালোচনা) ৪।১৫।১১
দুইটা কেন (মহাপ্রভু, ঠাকুর বৃন্দাবন এবং কবিরাজ গোস্বামীর প্রতি কটাক্ষকারী ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতিবাদ) ৪।১৪।১৬
বৈষ্ণবাচার্য্যের সমালোচক (শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষ ও সত্যেন্দ্র বসুর কথোপকথন) ৪।১৮।১৪
ঐ সমালোচনা ৪।১৯।১২
বৈষ্ণবাচার্য্যে জাতিবুদ্ধি (মধুভাষিণী ২৮, ২৯ ও ৩০ সংখ্যা ধৃত "সন্দর্শনসপ্তকম্" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত) ৪।২০।১২
সঙ্কলন ও সমালোচন ('চারুমিহির' পত্রে প্রচারের বিরুদ্ধ মতের প্রতিবাদ) ৪।২২।৮
গ্রন্থ সমালোচনা ("গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব" হেমেন্দ্র সরকার প্রণীত) ৪।২২।১৪
সঙ্কলন ও সমালোচন (বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচার-বিরোধিমত খণ্ডন) ৪।২৪।৭
সম্পাদকীয় মন্তব্য (শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে শান্তিপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস মহাশয়ের প্রবন্ধের সমালোচনা) ৪।২৯।১৩
মাতৃমন্দির ('নানাকথা' শীর্ষক প্রবন্ধ পরিষ্কার পীঠ নারী-জাতির স্থান নাই—এই কথার সমালোচনা) ৪।৩০।১৪
প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা (রায় রাধাগোবিন্দ রায়ের জীবনী) ৭।৪।১৪
প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত (উভয় বস্তুর বিচার) ৭।৪১।১৩
সেনরাজত্বের ও লীলাকাল (ধীরেশ সেনের প্রতিবাদ) ৭।৪২।১১
নবদ্বীপপ্রবন্ধ (প্রাণগোপাল গোস্বামীর নিকট প্রশ্ন প্রশ্নকর্ত্তা) ৭।৪৪।৩

প্রভুপাদ সম্বন্ধীয়

প্রভুপাদের অভিনন্দন

শ্রীগুরু প্রণতি ২।২৮।১
ভক্ত্যর্ঘম্ ২।২৮।২
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি ২।২৮।৩,৫
ভক্তি প্রসূন ২।২৮।৬
অভিনন্দন পত্র ২।২৮।৭
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি ২।২৮।১২
ঠাকুরের প্রতি নিবেদন ৪।৪।২
ভাগবতেন্দ্রবিন্দ ৪।২০।২
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি ৪।২৬।২
সভ্যগণ ৪।২৬।৮
ভক্ত্যর্ঘ্য ৪।২৬।৯
গুরুপ্রণতি ৪।২৬।১১
শ্রীব্যাসপূজায় অভিভাষণ ৪।২৬।১২
প্রণতিপঞ্চকম্ ৪।৩১১
ভক্তিকুসুমাঞ্জলিপঞ্চকম্ ৪।২৭।১
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি ৪।২৭।২
প্রণতি প্রসূনাঞ্জলি ৪।২৭।৩
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিপঞ্চকম্ ৪।২৭।১৪
প্রভাঞ্জলি ৪।২৭।১৬
শ্রীগুরু প্রণতি ৫।২৮।১
ভক্ত্যর্ঘ্য ৫।২৮।২
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি ৫।২৮।২
My Divine Master ৫।২৮।৩
গুরুপ্রণতি ৫।২৮।৪
কুসুমাঞ্জলি ৫.০৩।১০
প্রণতিপঞ্চকম্ ৫।৩১।১৪
ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি ৫।৪১।৯
প্রভাঞ্জলি ৬।২৬।১
উপায়ন ৬।২৬।৩
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি ৬।২৬।২৭
দীনের অর্ঘ্য ৬।২৭।২৮
নীলাচল কুসুমস্তবক ৬।২৭।৫০
ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি ৬।২৭।৩১

আগামীয়া অভ্যর্থ ৬।২৮।১
কীর্তনানন্দাত্মিক (হিন্দী) ৬।২৮।৩
নৈমিষকুসুমস্তবক (ঐ) ৬।২৮।৬
প্রকটোৎসবকী ধূমধাম (উর্দু) ৬।২৮।৯
ভক্তপ্রবরাভিনন্দনপুষ্পাঞ্জলিসমর্পণম্ ৬।২৮।১১
গুরুদেববাঙ্ময়াভিনন্দনম্ ৬।২৯।১০
সার্ষ্টিনিবেদনম্ ৬।২৯।৩১
শুভবিজয় (ডুমুরকোন্দায়) ৬.৩০।৬
অভিনন্দন পত্র (খুরদা) ৭।১৩।৬
প্রণতিপঞ্চমি-ম্ ৭।২৯।১
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি ৭।২৯।২
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিপঞ্চকম্ ৭।২৯।৩
বনকুসুমাঞ্জলি ৭।২৯।৩
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি ৭।২৯।৫
আচার্য্য আরতি ৭।২৯।৮
আসামীয়া অভিনন্দন ৭।৩০।২৪
বিজয়ি ৭।৩০।২৯
গোয়ালপাড়ায় প্রভুপাদ ৭।৩১।১
খুরদাতে প্রভুপাদ ৭।৪২।৪

প্রভুপাদের কথোপকথন

আচার্য্যানুগমনে (শ্রীলপ্রভুপাদের সহিত কুশলনিংজী ও রামকৃষ্ণদাসজীর) ৬।১৪।৬
আচার্য্যানুগমনে শ্রীলপ্রভুপাদ ও কুশলনিংজী) ৬।১৫।৪,৬।১৬।১
শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদ ও পণ্ডিত শ্রীরামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ৬।৩৭।১,৬।৩৮।১
শ্রীলপ্রভুপাদ ও অধ্যাপক ঘোষাল্ ৬।৪১ ১,৬।৪২।২,৬।৪৩।৩
আসামপ্রবেশে শ্রীল প্রভুপাদ (শ্রীলপ্রভুপাদ ও বরদৈ) ৭।১৩।১
কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগে প্রভুপাদ (শ্রীল প্রভুপাদের সহিত ডাঃ অগ্রোয়া ও মিঃ কৃপালনীর) ৭।১৪।১২
আসামপ্রবেশে শ্রীল প্রভুপাদ (শ্রীল প্রভুপাদ ও কুমার পরবিমু বারুয়া) ৭।১৫।৫,৭।১৬।১,৭।১৮।১২
কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগে প্রভুপাদ (শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীপট্টাভিরামের উত্তরপার্শ্বস্থের মহান্ মহাত্মাদের সভাপতিত্ব) ৭।১৪।১০
কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগে প্রভুপাদ (শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীযুক্ত আত্মারাম শাস্ত্রী) ৭।১৭।৬
শ্রীল প্রভুপাদ ও ফ্রান্সঃ তর্কভূষণ ৭।২৬।৪, ৭।৩০।১২
শিলং শৈলে শ্রীল প্রভুপাদ (শ্রীল প্রভুপাদের এবং কুমার পরবিমু নারায়ণ রায়, মিঃ বি, কে, সেন; যোগেন বাবু ও অক্ষয় বাবু) ৭।৩৬।১
খুরদাতে প্রভুপাদ (শ্রীল প্রভুপাদ ও পণ্ডিত শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী) ৭।৪৩।৮, ৭।৪৪।৯,৭।৪৯।৮

প্রভুপাদের জীবনীর উপকরণ

বৃন্দাবন-বর্ণন ১।১০।৪
প্রচার-প্রসঙ্গ (চাকায় প্রভুপাদ) ১।১১।৬
প্রচার-প্রসঙ্গ (দীক্ষিতাদি পরমপাত্রগণ সহ মোহুড়ীগ্রামে প্রভুপাদ) ১।২৩।৯
ভক্তিতীর্থ (সাউরী গ্রামাশ্রমে প্রভুপাদ) ১।২৬।৮
প্রচার-প্রসঙ্গ (উত্তরপাড়ায় প্রভুপাদ) ১।৬১।৯
প্রচার-প্রসঙ্গ (পুরীতে শ্রীলপ্রভুপাদ) ১।৬৫।১৩
বিরাট নগরসংকীর্ত্তনে (প্রভুপাদ) ২.৬।১২
পথিকের উপলব্ধি ২।৯।৯
প্রচার-প্রসঙ্গ (বানরীপাড়ায় শ্রীলপ্রভুপাদ) ২।১০।১৩
প্রচার-প্রসঙ্গ (হরিদাস গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রভুপাদের মাহাত্ম্য বর্ণন) ২।১০।১৭

দেহত্ব ৩।২৮।৯,৩৭।১৩
আমার প্রভু: কথা ৪।২।১১
চরম শ্রেয়োলাভ ৪,৮।১০,১১।১০,১২।১৪
ভাগবতধর্ম্মবিস্তার ৪।২০।২
পরমহংসঠাকুরের উপদেশ ৪।২।২৩
প্রভুপাদপদ্মকল্প ৪।৩।১১
প্রভুপাদের পত্রাবলী (ভ্রমণ বৃত্তান্ত) ৪।১৪।৫, ১২।৯, ২০।৭, ২১।৮, ২৭।৭, ২৯।১২,৩৪।১২,৩৬।৯, ৩৭।১৩, ৪৬।১০, ৬।১০।৭
আচার্য্যাগমনে (বারানসী, অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ, গৌড়মণ্ডল পরিক্রমার তারিখ) ৩।২১।১৩, ২৩।১০, ২৪।৯, ৩।২৬।৪, ৩।৩।২, ৩।২৮।১১, ৩।২৯।৮, ৩৭।১৫, ৩৮।১৪, ৪০।১০, ৪৪।১৩, ৩।৪৭।১৫, ৪।৪।১৯, ৬।১৬, ৮।১৪, ১১।১৪, ১৪।১৮, ২১।২১, ৩.৭.৫, ৪৫।৬, ৪৬।১০, ৪৭।৬, ৪৯।৯, ৫০।৪
রূপানুগের উড়ুপী দর্শন ৬৮।১
আচার্য্যাগমনে (বারীতে, কাশীপুরে, জয়পুরে, পলতায়) ৬।১৩।১, ১৪।৬, ১৫।১, ১৬।১
সদিমাবাদে প্রভুপাদ ৬।১৭।১
পুষ্করে প্রভুপাদ ৬।১৮।১
আজমীরে প্রভুপাদ ৬।১৯।১, ২০।১
দ্বারকার পথে প্রভুপাদ ৪।২২।১
দ্বারকায় প্রভুপাদ ৬।৩৬।১
সুধামাপুরীতে প্রভুপাদ ৬।৩৯।৬
জুনাগড়-গির্ণার পথে প্রভুপাদ ৬,৪০।১, ৪৭।৬
অবন্তীনগরীতে প্রভুপাদ ৭।১০ ৪, ১১।১০
আসাম প্রদেশে প্রভুপাদ ৭ ১৩।১, ১৪ ১, ১৫।৫, ১৬।৭, ১৮।১২,
আসামপ্রদেশে প্রভুপাদ (কামাখ্যাপর্ব্বতে) ৭।১৪।১
আসামপ্রদেশে প্রভুপাদ (বশিষ্ঠাশ্রমে, শিলংশৈলে) ৭।১৫।৫, ১৬।৭, ১৮।১২
কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগে প্রভুপাদ ৭।১৪।৮, ১৫।১০, ১৭।৬, ১৮।১, ১২।১, ২০।৪
অযোধ্যায় প্রভুপাদ ৭।২২।১
ইক্ষুমতী, কুরুক্ষেত্র ও ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রভুপাদ ৭।২৫।১১
শিলংশৈলে প্রভুপাদ ৭।২৬।১২, ৩৮।১
গোয়ালপাড়ায় প্রভুপাদ ৭।৩৭।১, ৪০।৮
ধুবড়ীতে প্রভুপাদ ৭।৪২।৩, ৪৪।৯, ৪৯।৮

প্রভুপাদের পত্রাবলী

১। ভক্তি বৃদ্ধির উপায় ৫,৪।২৩
২—১১। ভ্রমণ বৃত্তান্ত ৫।১৪।৫, ১৯।৯, ২০।৯, ২২।৯, ২৬।১২, ৩৪।১২, ৩৬।৯, ৩৭।১৩, ৪৬।১০ ৯
১২। বৃন্দাবন মঠের দলিল ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত ৪।২১।৮
১৩। শ্রীগৌড়ীয় ও বল্লভী সম্প্রদায়ের পার্থক্য ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত ৫।২৩।১৩
১৪। নাম-মাহাত্ম্য ও নামগ্রহণ উপায় ৫।২৮।১৩
১৫—১৭। সাধুসঙ্গ ও ভজনোপায় ৫।২৮ ১৪,
১৭ ২০। সাধুসঙ্গ ও উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ৫।৩২।১৪
২১। ভজনের সহিষ্ণুতা ৫।৩৫।১৩
২২। গৃহে অনাসক্তভাবে অবস্থান পূর্ব্বক কৃষ্ণানুশীলন ৫।৩৫।১৪
২৩। পুত্রশোকে সান্ত্বনাচ্ছলে ভক্তকথা ৫।৪১।৭
২৫—২৬। পবিত্র, অপবিত্র ও উপবাস কালাকাল বিচার, ভক্ত ও অভক্তের ক্রোধ এবং বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ ৬.১।১৪
২৭। নবদ্বীপ ধাম, সাধু ও শাস্ত্রসঙ্গ-মহিমা ৬।২১।১৫
২৮। নামাপরাধ বর্জ্জনোপায় ও যুক্ত-বৈরাগ্য ৬।৩৯.১০
২৯—৩০। সূর্য্যোপরাগ-মহিমা ৭।১২।১২
৩১। অর্থ ও অনর্থ; শক্তিবিচার, জীব-তত্ত্ব ও বিষ্ণুতত্ত্বে পার্থক্য, মহাবাক্য ও যোগমায়া, "হরেরাম" শব্দের অর্থ, দীক্ষা, গৌড়ীয়মঠের আচার ও প্রচার ৭।১৩।১০
৩২। পারমার্থিক দীক্ষাবিরোধিমত খণ্ডন ও দীক্ষার আবশ্যকতা ৭।১৬।৬
৩৩। ভক্ত ও অভক্তের পার্থক্য, মায়া অষ্টষষ্ঠাধিপতি ব্যক্তিগণের বিবরণ এবং গৌরধাম ৭।১৭।৮
৩৪। ভজন বিরোধিমত খণ্ডন, নাম কীর্ত্তনের নিয়ম এবং প্রাকৃত সহজিয়াবাদ খণ্ডন ৭।১৭।১
৩৫। অর্চ্চন ও জপ ৭।১৭।১
৩৬। সহিষ্ণুতা ও হরিভজনে দৃঢ়তা ৭।১৭।১১

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

(১) কাশীধর্ম্ম ২।৩২।৩
(স্থান—চন্দ্রাপট্টি ৪ই চৈত্র ১৩৩০)
(২) অভিভাষণ ২।৩২।৮
শ্রীধাম মায়াপুর, ২৩শে চৈত্র ১৩৩০
(৩) কৃষ্ণাবির্ভাব ও নন্দোৎসব ৩।৩.৮
(স্থান—গৌড়ীয় মঠ, ৭ই ভাদ্র ১৩৩১)
(৪) বৃষভানুনন্দিনীর জন্মোৎসব ৩।৪।১২
স্থান—গৌড়ীয় মঠ, ২১শে ভাদ্র, ১৩৩১
(৫) মন্বমুনির আবির্ভাবোৎসব ৩।১০।৩
মায়াগৌড়ীয় মঠ, ২১শে আশ্বিন ১৩৩১
(৬) পঞ্চোপাসনা ৩।১৪।১৩, ১৫।১২
শ্রীমায়াগৌড়ীয় মঠ ২১শে আশ্বিন ১৩৩১
(৭) ধর্ম্মজগতে বৈষ্ণবধর্ম্মনের স্থান ৩।২০।১
(স্থান—বারানসী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় ১লা পৌষ ১৩৩১)
(৮) শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর ৩।২৬.৪
উদ্ধারণ ঠাকুরের পাট, ১৮ই মাঘ ১৩৩১

(শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা)

(৯) শ্রীনাথ ঈশ্বরপুরী ৩।২৭।২
স্থান—কুমারহট্ট (শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা)
১৯শে মাঘ ১৩৩১
(১০) বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম ৩।৩১।১৪
স্থান—মেদিনীপুর (শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা) ২৭শে মাঘ ১৩৩১
(১১) ব্রাহ্মধর্ম্ম ৩।৩৭।৯
স্থান—গৌড়ীয়মঠ, ২৬শে বৈশাখ ১৩৩২
(১২) বৌদ্ধধর্ম্ম ৩,৩৭।১০
স্থান—গৌড়ীয়মঠ, ২৬শে বৈশাখ ১৩৩২
(১৩) বলদেব বিদ্যাভূষণ ৩,১৭ ১৫, ৩।৩৮।১৪
স্থান—শ্রীগোপীবল্লভপুর (শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা) ২৯শে মাঘ ১৩৩১
(১৪) অধোক্ষজবস্তুর সেবা ৩।৩৮।৮, ৩।৪০।৮
স্থান—বসিরহাট ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২
(১৫) শ্রীগৌরসেবা ৩।৪০।১০
স্থান—গৌড়ীয়মঠ, ১লা ফাল্গুন ১৩৩১
(১৬) আত্মার নিত্যবৃত্তি ৪।২।৭
স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ৬ই ভাদ্র ১৩৩২
(১৭) বৃষভানুনন্দিনীর জন্মোৎসব ৪।৪।১০ ৪।৪।১১
স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ ১১ই ভাদ্র ১৩৩২
(১৮) সর্ব্বপ্রাণীমধ্যে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায় ? ৪।৬।১১ ; ৭।২১
স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৭ই ভাদ্র ১৩৩২
(১৯) শ্রীরূপ-সনাতন ৪।৬।১৮, ৭।২১
স্থান—পুরাতন মালদহস্থ (শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা) ৬ই ফাল্গুন ১৩৩১
(২০) শ্রীধাম মায়াপুরে হরিজনের সুযোগ ও শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের কৃপা ৪।৭।৫
স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ৫ই আশ্বিন ১৩৩২
(২১) কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলার নিত্য-বৈশিষ্ট্য ৪।৮,৪
স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৫ই আশ্বিন ১৩৩২
(২২) ইন্দ্রিয়তর্পণ ও ভগবদ্ জ্ঞান ৪।১১।১৫
স্থান—পুরাতন মালদহ (শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা) ৬ই ফাল্গুন ১৩৩১
(২৩) শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের কথা ৪।১২।১১
কলিকাতা বাগবাজার ১০ই কার্ত্তিক ১৩৩২
(২৪) শ্রীগৌরসুন্দরের করুণা, পাষণ্ড সহজিয়াকে ? ৪।১৩।১৩
কলিকাতা বিডন ২২শে কার্ত্তিক ১৩৩২
(২৫) শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই জীবের একমাত্র কৃত্য ৪।১৪।১৩ ; ১৬।৭ ; ২১।২
স্থান—গৌড়ীয়মঠ ১২ই অগ্রহায়ণ ১৩৩২
(২৬) বর্ণাশ্রম ও দীক্ষা ৪।২১।২১
স্থান—মালদহ শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা ৭ই ফাল্গুন ১৩৩১
(২৭) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব ও নামযজ্ঞ ৪।২৪।৫ ; ৫।৩২।১৫
স্থান—মায়াপুর যোগপীঠ ১২ই মাঘ ১৩৩২
(২৮) মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নাম ও বৈষ্ণব ৪।৩৯।৫ ; ৪২।১৫
স্থান—শ্রীভাগবতভজনানন্দ মঠ, ২রা ও ৩রা এপ্রিল ১৯২৬
(২৯) আত্মধর্ম্ম মনোধর্ম্ম ৪।৪৬।১১
স্থান—মহেশপুর শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা ১০ই ফাল্গুন ১৩৩১
(৩০) শ্রীচৈতন্যদেব, ভুক্তি ও মুক্তি ৪,৪৮।৭
স্থান—শ্রীপাট উলা (শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা) ১১ই ফাল্গুন ১৩৩১
(৩১) বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া ও গৌরনাগরী বাদ ৫।১।৯
মায়াপুর চৈতন্যমঠ, ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৩১
(৩২) শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ ৫।২।৭
স্থান—পুরী শ্রীনরেন্দ্রসরোবর-তীর ২২শে আষাঢ় ১৩৩৩
(৩৩) অধোক্ষজসেবা ৫।৩।৯
বাঘবাবাদ, মেদিনীপুর ৬ই এপ্রিল ১৯২৬
(৩৪) বলদেব জন্মোৎসব ৫।৪।৭ ; ৫।১১
স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ ৫ই ভাদ্র ১৩৩৩
(৩৫) কৃষ্ণাবির্ভাব কৃষ্ণসেবা, কাফসেবা ও নাম সংকীর্ত্তন ৫।৭।২
স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ ১২ই ভাদ্র ১৩৩৩
(৩৬) বিষ্ণু ও বৈষ্ণবসেবা ৫।৮।৩
স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৬
(৩৭) শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব ৫।১০।৩
স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ ২৬শে ভাদ্র ১৩৩৩
(৩৮) জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ভক্তি ৫ ১১।২
স্থান—নৈমিষারণ্য, সূতগোস্বামীর গদি ১৯শে অক্টোবর ১৯২৬
(৩৯) স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই পরতত্ত্ব বস্তু ৫।১৫।৩
স্থান—শ্রীরাধাবনধাম, শ্রীজানাহ্নব কিউর মন্দির ২২শে কার্ত্তিক ১৩৩৩
(৪০) ব্যাসপূজার প্রতাভিভাষ। ৫।২৮।৫
স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ৮ই ফাল্গুন ১৩৩৩
(৪১) শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন, সাধু সঙ্গ ৫।৩৪।২ ৫।৩৫।৩
স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ, আমী শুক্লা ত্রয়োদশী ৪৪০ গৌরাব্দ
(৪২) প্রপিত্তাহ, পবিত্রপ্র ৫।৪৮।২
স্থান—সচ্চিদানন্দমঠ, ২৪শে আষাঢ় ১৩৩৪
(৪৩) পৌত্তলিকতা ৬'১।১২
সচ্চিদানন্দমঠ, ২৪শে আষাঢ় ১৩৩৪
(৪৪) শ্রীসনাতনধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান ৬।১১।৩
শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ ২রা অক্টোবর ১৯২৭
(৪৫) শ্রীচৈতন্যদেব ৬।১৪।১
স্থান—নূতন দিল্লী তালকটোরা, ১৯শে কার্ত্তিক ১৩৩৪
(৪৬) শ্রীচৈতন্যদেব ৬।১৯।১
শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, ২৪শে আষাঢ় ১৩৩
(৪৭) শ্রীব্যাস পূজোপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ ৬।২৮।১
স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ২৮শে মাঘ ১৩৩৪

(৪৮) ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব ৩।৩৮।১
স্থান—নীলিমা, পুরী, ৩রা আষাঢ় ১৩৩৫
(৪৯) পরিক্রমার কি প্রয়োজন ? ৭।২।১
স্থান—গৌরপার্ষদের মঠ, ১৮ই ফাল্গুন ১৩৩৪
(৫০) প্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ ৭।৫।১ ; ৭।৯।৪
স্থান নির্দ্দেশ নাই, মানভূম ২রা মার্চ্চ ১৯২৮
(৫১) রূপগোস্বামীর অন্তর্দ্ধান ৭।২১।১
স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১২ই ভাদ্র ১৩৩৫
(৫২) সঙ্গ, অভিধের প্রয়োজন ৭।২৩।৪ ; ৭।২৪।২
স্থান—শিলং, এভ্রিল ৩য় কার্ত্তিক ১৩৩৫
(৫৩) বৈষ্ণব ও শাক্ত ৭।২৬।৮
স্থান—শিলংশৈলোপরি দুর্গাহওপ ৫ই কার্ত্তিক ১৩৩৫

প্রভুপাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

দাক্ষিণাত্যপথে ৩।১।১৮, ৩।২।১০, ৩।৪।৫, ৩।৬।৯, ৩।৯।৮
আচার্য্যানুগমনে (বারাণসী, অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ, 'গৌড়মণ্ডল' পরিক্রমার ডায়েরী) ৩।২১।১৩, ৩।২৩।১০, ৩।২৫।৯, ৩।২৬।৪, ৩।২৭।২, ৩।২৮।১১, ৩।২৯।৮, ৩।৩০।৭, ৩।৩১।১৩, ৩।৩৩।৬, ৩।৩৪।১০, ৩।৩৭।১৫, ৩।৩৮।১৪, ৩।৪০।১০, ৩।৪৩।১৩, ৩।৪৭।১৫, ৪।১।১৯, ৪।৩।১৯, ৪।৮।১৪, ৪।১১।১৫, ৪।১৪।১৮, ৪।২১।২১, ৪।৩৭।৪, ৪।৪৫।৬, ৪।৪৯।১০, ৪।৫৭।৪, ৪।৫৯।৯, ৪।৫০।৪
প্রভুপাদের উড়ুপী দর্শন ৬।৮।১
আচার্য্যানুগমনে (কাশীতে, কানপুরে, জয়পুরে, পলতায়) ৬।১৩।১, ৬।১৪।৬, ৬।১৫।১, ৬।১৬।১
দলিমাবাদে প্রভুপাদ ৬।১৭।১
সুন্দরে প্রভুপাদ ৬।১৮।১
আজমীরে প্রভুপাদ ৬।২৯।১, ৬।২০।১
যাত্রাকার পথে প্রভুপাদ ৬।২২।১
যাত্রাকায় প্রভুপাদ ৬।৩৬।১
সুধামাপুরীতে প্রভুপাদ ৬।৩৯।৬
জুনাগড়-গির্ণার পথে প্রভুপাদ ৬।৪০।১, ৬।৪৭।৬
অবন্তী নগরীতে প্রভুপাদ ৭।১০।৪, ৭।১১।১০
আসাম প্রদেশে প্রভুপাদ ৭।১৭।১, আসাম প্রদেশে প্রভুপাদ (কামাখ্যা পর্ব্বতে) ৭।১৪।১
কুরুক্ষেত্র সূর্য্যোপরাগে প্রভুপাদ ৭।১৩।৮, ৭।১৪।১০, ৭।১৭।৬, ৭।১৮।১, ৭।১৯।১, ৭।২০।৪
আসাম প্রদেশে প্রভুপাদ (বশিষ্ঠাশ্রমে, শিলং শৈলে) ৭।১৪।৪, ৭।১৬।৭, ৭।১৮।১২
অযোধ্যায় প্রভুপাদ ৭।২২।১
চিত্রকূট, কুরুক্ষেত্র ও হরিদ্বারে প্রভুপাদ ৭।২৪।১১
শিলং শৈলে প্রভুপাদ ৭।২৬।১২, ৭।৩৬।১
গোয়াল পাড়ায় প্রভুপাদ ৭।৩৭।১, ৭।৪০।৮
ধুবড়ীতে প্রভুপাদ ৭।৪২।৩, ৭।৪৪।৯, ৭।৪৯।৮

বৈষ্ণব-জীবনী

অদ্বৈতাচার্য্য ৪।২।১৮, ৭।২৮।৬
অবধূত গীতা ৬।১।৮
অমোঘ ২।৩৮।১০
অম্বরীষ ১।১৩।১৫
বরদেব ২।৪২।৩
কপিল ১।৪৫।৪, ৪।৩৭।৯, ৩৮।৪
কমলাকান্ত বিশ্বাস ৫।২।১০
করমেতি বাই ১।৩৬।৯, ৩।৩৯।৭, ৪।১৪
কুমার ৪।২৪।৯, ২৫।৪, ৩৬।৭
কুলশেখর ৩।১১।৬
গোপী ৫।১।১৪
গোপাল চাপাল ৪।৮।১৭
গোপাল ভট্ট ৩।১।৭, ৩।১২, ৪।১০
গৌরকিশোর বাবাজী ১।১০।৯, ৪।১১।৭, ৪।১৩।২
চৈতন্য দাস (পত্ত) ৫।২।৬
জগদানন্দ পণ্ডিত ৩।১৩।১২, ১৫।১৫
জগবন্ধু দত্ত ৭।৬।৫
জগন্নাথ সার্ব্বভৌম ৪।১।২৫, ৬।৪৩।৯
জনকরাজ ৫।৫।৯
জয়ানন্দ কথা ১।১১।৮, ২।১।১
জীবগোস্বামী ১।৪।৯, ৫।৬।৩
চন্দ্রবিপ্র ৪ ২২।৪
ত্রিবক্রতিক্কুল-গাথা ৪।১৭।১৬
ত্রিবক্রতিক্কুল গীতি ১।৮।৯
দক্ষ ও শিব ৩।৪২।৯
দেবানন্দের কথা ১।১১।১৫
ধ্রুব ১।৩৯।৯
নারদ ১।৩৭।৫, ৪।১৮।১৩, ১৯।৯
নিত্যপ্রকাশ ৪।৩০।১৪
নিত্যানন্দ ২।৫০।৮, ৪।১২।৮
নিম্বাদিত্য ৬।৪।১১
পদ্মাবতী ৫।৪।১০
পরীক্ষিৎ ১।১৭।১৭
পুণ্ডরিকা ৩।৩৯।১২
পৃথু মহারাজ ১।৩।১৪
প্রহ্লাদ ৪।৪১।৮, ৪৩।১০, ৪৭।১২, ৪৮।১২
বলদেব বিদ্যাভূষণ ১।১৪।১
বল্লভ্র ভট্টাচার্য্য ৪।৩।২
বলি ২।৪৭।১৪, ৪৯।৬
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ১।১৮।৬
বিষ্ণুস্বামী ৩।২।১১
বীর হাম্বির (পত্ত) ৪।৩৪।২
ভক্তিতীর্থ ১।২।৪
ভক্তিবিলাস ঠাকুর ৫।২৫।১১

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১৩।১, ৩।৫।১, ৬৪, ৪।৩২।৩, ৫।৬।৭, ৬৪।৭, ৬৪।৬, ৪৩।১, ৬৪।১, ৭।৭।৬, ৯।১৪, ৪০।১, ৪১।২, ৪৩।১২, ৪৮।১০ ৪৬২
ভগবানাচার্য্য ৫।৫।১৩
ভরত ও রন্তিদেব ৪।৯।৬
ভীষ্ম ৫ ৯।১৬, ১০।১৫, ১২ ১৫,১৪।১৫ ১৫।৬, ৩৬।১৭, ৩৭।১৫, ৪২।১০, ৪৩।১৪, ৪৪।১৫, ৪৮।১৪
মধ্বাচার্য্য ১।৯।১, ৬।১১।১, ১২।২, ১৩।৮, ১৪।১৩, ১৫।৯, ২৩।১, ২৫।১, ৩০।১০, ৩৭।৪
মধুসূদন গোস্বামী ৬.৩২।১৫
মনু ৪।৪০।১৪
মাধবিকা ভাস্কর ৭।৪০।১১
মতিলাল রায় ৪।৩৫।১৫
রঘুনাথ দাস গোস্বামী ৭।৭।১, ৮।৪, ৯।৮, ১০।৮, ১১।৪, ১৩।৭, ১৪।৬
রামানন্দ স্বামী ৭.৪৩।১
রাধাকৃষ্ণ ৬৭।১, ৮।১০, ৯।৮, ১০।১, ১১।১
রূপসনাতন ১।২০।৩
লক্ষ্মণদেব (আসামীয়) ৭।১১।১২, ২২।১২
লক্ষ্মী ৪।২৩।১৭
শ্রীধর (খোলাবেচা) ২।৪৩।৭, ২।৪৪।৭
শ্রীধরস্বামী ১.৩৫।১
ষড় গোস্বামী ৪।১০।৮
ষাঠীর মাতা ৪।৫।১৯
সার্ব্বভৌম ৩।২১।৭, ২৩।১০
সীতা (অদ্বৈতপত্নী) ৪।৬.২
সুদামা বিপ্র ৬।৩৯।৬
সুরভু ৪।১৭।৭
হরিদাস পাগল ১।৮।১৩, ১৫।৭
হরিদাস (ছোট) ৪।২।৩১
হিরণ্য ঠাকুর (অসম্পূর্ণ নাটক) ৩৬।১১, ১।১৩, ৭।৩।১৯, ৪।১।১২, ২।২৭, ৩।৩০, ৪।১৩, ৯।১৩, ৮।১৩, ১১।১২, ১৩।৭, ১৪।১১, ১৬।৭, ১৭।১৪

বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ

১। খেয়াড়া নিবাসী শ্রীসংসীধর ধালাদি-কারীর ৫।১।৯
২। শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের পিতৃদেব ৩১।৯
৩। শ্রীকলতলা নিবাসী শ্রীশ্রীনিবাস দাস অধিকারীর ৩২।১৩
৪। শ্রীঅদ্বৈত দাস অধিকারীর সহধর্ম্মিণীর ৫।২১।৯
৫। ঠাকুরবাড়ীক নিবাসী শ্রীপঞ্চভূষণ পাঁজার ৩।৫৩।৪
৬। চিকলিয়া নিবাসী শ্রীভবানীচরণ পাহাড়ির ৪।৩৬।১৩
৭। ফরিদপুর, পলিতা নিবাসী শ্রীমতিলাল বিহারী অধিকারী মহাশয়ের জননীর ৪।১৯।১৬
৮। বৃন্দাবনবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বলহরি দাস মহাশয়ের সহধর্ম্মিনীর ৪।২৪।১৫
৯। ২৪ পরগণা পুঁড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কুলভির জননী ৭।১০।১৬
১০। মেদিনীপুর মধুরী নিবাসী শ্রীত্রিবিক্রম পুরুষোত্তম দাস অধিকারীর ৭।১৮।১৬
১১। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন মহোদয়ের সহধর্ম্মিনীর ৭.৩৪।১৬
১২। যশোহর মাধবপুর ঠাকুরবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত আচার্য্য দাস দেবশর্ম্মা পঞ্চরাত্রাচার্য্যের পত্নীর ৭।৩৬।১৬
১৩। নদিয়া নবদ্বীপবাসী শ্রীললিতমোহন দাসের ৭।৫৮।১৬
১৪। কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (সাধারণ) ভক্তিসুধাকর মহোদয়ের জননী ঠাকুরাণীর ৭।৪২।৫

ব্যাস পূজা

শ্রীগুরুপ্রণতি ২।২৮।১
ভক্তার্ঘম্ ২।২৮।২
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি ২।২৮।৩, ৫
ভক্তিপ্রসূন ২।২৮।৬
অভিনন্দন পত্র ২।২৮।৭
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি ২।২৮।১২
প্রতিষ্ঠাপন ২।২৮।১৩
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি ৪।২৬।২
সভাপতি ৪।২৬।৮
ভক্তার্ঘ্য ৪।২৬।৯
গুরুপ্রণতি ৪।২৬।১১
শ্রীব্যাস পূজার অভিভাষণ ৪।২৬।১২
ব্যাসপূজা ৪।২৯।১৫
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি পঞ্চকম্ ৪।২৭।১
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি ৪।২৭।২
প্রণতিপ্রসূনাঞ্জলি ৪।২৭।৩
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি পঞ্চক ৪।২৭।১৫
শ্রদ্ধাঞ্জলি ৪।২৭।১৬
শ্রীগুরুপ্রণতি ৪।২৮।১
ভক্তার্ঘ্য ৪।২৮।২
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি ৪।২৮।২
To the holy feet of most affectionate divine master ৪।২৮।৩
গুরুপ্রণতি ৪।২৮।৪
প্রভুপাদের প্রস্থাভিভাষণ বা শ্রীব্যাসদেবের পুনরাবৃত্তি ৪।২৮।৫
শ্রীব্যাস পূজা মহামহোৎসব ৪।২৮।১১
প্রণতাঞ্জলি ৬।২৬।১
উপায়ন ৬।২৬।৩
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি ৬।২৬।২৭
বীনের অর্ঘ্য ৬।২৭।২৮
নীলাচল-কুসুমস্তবক ৬।২৭।৩০
সুভক্তি প্রসূনাঞ্জলি ৬।২৭।৩১

শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ কমলেষু (আসামী) ৬।২৮।১
কীর্ত্তনাত্মিকা (হিন্দী) ৬।২৮।৩
নৈমিষ কুসুমস্তবক ৬।২৮।৪
প্রকটোৎসবকী খুশীমেঁ (উর্দ্দু) ৬।২৮।৯
ভক্তবর্গাভিনন্দন মুক্তাবলীর্পণম্ ৬।২৮।১১
প্রতিনিবেদন ৬।২৮।১৩
শ্রীগুরুবৈষ্ণবাভিনন্দনম্ ৬।২৯।৩০
আর্ত্তিনিবেদনম্ ২। ৯।৩১
প্রণতিপত্রমিদম্ ৭।২৯।১
ভক্তিকুসুমাঞ্জলি ৭।২৯।২
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি ৭।২৯।৩
বনকুসুমাঞ্জলি ৭।২৯।৬
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি ৭।২৯।৪
আরোর্ত্তিক আরতি ৭।২৯।৮
আরামীয়া অভিনন্দন ৭।৩০।২৪
বিজ্ঞপ্তি ৭।৩০।২৯

শ্যামবর্ণনা

অম্বিকা কালনা ৪।৫০।৪
অযোধ্যা ৩।১১।১৪, ৭।২২।১
আরমীর ৬।১৯।১, ৬।২০।১
আটপুর (তেড়া) ৩।৩০।৭
আলালনাথ ৪।৪।১৭, ৭।৪১।১
উচ্চহট্ট (হাটডাঙ্গা) ৪।২৮।৪
উজ্জয়িনী ৭।১০।৬, ৭।১১।১০
উড়ুপী ৬।৮।১
উদ্ধারণপুর ৩।২৪।৮
উলা ৩।২৪।৮
একচক্রা ৩।৪৪।১৩
এড়েদহ ৩।২৪।৯
কমলপুর ৬।৪৩।৬
কাঁকড়ের মাঠ ২।২৪।৮
কাঁচরাপাড়া ৩।২৮।১২
কাশপুর ৬।১৩।১
কুমারহট্ট ৩।২৭।২
কুরুক্ষেত্র ৭।১২।১, ৭।১৯।১
কুলিয়া ৩।৩০।১, ৪.২৮।৪, ৬।৩৭।১৩, ৬।৩৮।১২, ৭।৩২।৬
কূর্ম্মক্ষেত্র ৭.৪৪।১
কোলদ্বীপ ৭।৩২।৬
খড়দহ ৩.২৪।১১
খানাকুল কৃষ্ণনগর ৩।৩০।৯
খেতরী ৪।৫।১৯
গড়্গা ৬।১৩।৭
গান্ধীলা ৩।২৪।১, ৩।৪৭।১৪
গিরিবর পর্ব্বত ৬।৫৭।৬
গোক্রমদ্বীপ (গাদীগাছা) ৪।২৮।৪
গোপীনাথপুর ৩।২৪।৯, ৩।৩৩।৭, ৩।৩৪।১০
গৌড় ৫।১।১০
গৌড়দেশ ৩।২৩।১৪
গৌড়পুর ৬।৩৩।১
গৌড়মণ্ডল ৩।২৩।১৫
গৌচাটী ৭।১১।১, ৭।১৩।১
চম্পকহট্ট ২।৩১।৪, ৪।২৮।৬, ৭।৩২।৭
চর্খন্ডি ৩।২৪।৯
চাতরা ৩।২৪।১০, ৩।২৪।১২
চাঁদুড় ৩।২৯।৯
ছত্রভোগ ৩।২৪।১০
জয়পুর ৬।১৩।৪
জহ্নুদ্বীপ (জাহ্নগর) ৪।২৮।৭, ৭।৩২।৯
জুনাগড় ৬।৪০।২
ঝাঁঝাইপুর ৩।২৪।১০
তাড়া আঁটপুর ৩।২৪।১১
তালখড়ি ৩।২৪।১১
তেলিয়া বুধরী ৩।২৪।১২
দেমুড় ৩।২৪।১২
দেবপল্লী (দেপাড়া) ৪।২৮।৪
দেবরুক্ ৩।২৩।১০
দোগাছিয়া ৩।২৪।১৩
দ্বারকা ৬।৩৬।১
নদীয়া ২।৩২।৬
নবদ্বীপ ১।২২।৫, ৪।২৮।২, ৭।৩১।২
নীলাচল ৬।৪১।৬
নৃসিংহক্ষেত্র ২।৩১।৩
নৈমিষারণ্য ৩।২১।১৬, ৩।২৩।১০, ৪।২০।১২
পাণিহাটি ৩।২৪।১০
পাণ্ডবপুর ৭।৪০।৬
পালপাড়া ৩।২৯।৮
পিঙ্গলা ৭।৪২।৯
পুষ্কর ৬।১৮।২
প্রভাসতীর্থ ৬।৩৯।১
প্রয়াগ ৩।২৩।১০
প্রেমতলী ৪।৫।১৯
বরাহনগর ৩।২৪।১০
বল্লভপুর ৩।২৮।৭
বারানসী ৩।২১।১৩
বিদ্যানগর ২।৩১।৪, ৪।২৮।১, ৭।৩২।৯
বীরচন্দ্রপুর ৩।৪৪।১৩
বীরনগর ৪।৪৭।৪
বুচন ৩।২৪।১৩
বুধইপাড়া ৩।২৪।১৩
বেনাপোল ৩।২৪।১৩
বোধখানা ৩।২৪।১৩, ৪।৩৭।৪
বোরাকুলী ৩।২৪।১৩
ব্রহ্মগিরি আলালনাথ) ৭।৪১।১
ব্রাহ্মণপুকুর (বামনপুরা) ৪।২৮।৪
ভজনটুলী ৪।৫।২০
ভুবনেশ্বর ৬।৪২।১
মধ্যদ্বীপ (মাজিদা) ৪।২৮।৪
মন্দার পর্ব্বত ৭।৩১।৩
মহেশপুর ৪.৪৫।৭
মাউন্ট আবু ৬।২২।১
মায়াপুর (গৌড়ের নৈমিষ) ৫।৭।৭
মায়াপুর—৩।২৬।২, ৩।২৭।১৪ ; ৩।৩০।২ ; ৪।৩২।৬, ৬।৩৩।১৪ ; ৬।৩৬।১ ; ৬।৩৪।১৪ ; ৬।৩৫।৫ ; ৬।৩৬।১৪, ৬।৩৬।১৪, ৬।৩৯।১৩ ; ৭।৩১।৪ ;
মালঞ্চ ৪।৪।১৭
মাহেশ ৩।২৬।৭
যোগদ্যদ্বীপ (মামগাছি) ২।৩১।৪, ৪।২৮।৭, ৭।৩২।৭
যশড়া ৩।২৮।১২
রামকেলী ৩।৩১।৪, ৪।১৪।১৮
রুদ্রদ্বীপ ৪।২৮।৭, ৭।৩২।.৪
শান্তিপুর ৩।২৪।১৪, ৪।৪১।৪
শালিগ্রাম ৩।২৪।১৫
শিলং ৭।১৫।১
শ্রীরঙ্গপুর ৩।২৬।৬
শ্রীক্ষেত্র ৪,৪৬।৪
সপ্তগ্রাম ৩।২৬।৪
সমুদ্রগড় ৪।২৮।৬, ৭।৩২।৮
সালিমাবাদ ৬।১৭।৪
সীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া) ৪।২৮।৩
সুদামাপুরী ৬।৩৯।৬
সুবর্ণবিহার ২।৩১।৩, ৪।২৮।৪
সৈদাবাদ ৩।২৪।১৬
স্বরূপগঞ্জ ৪।২৮।৪
হরিহরক্ষেত্র ৪।২৮।৪

বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়ীয়ের পাঠকবর্গ গত ৪১ শ সংখ্যা "গৌড়ীয়ে" 'সাময়িক-সংবাদ'-শীর্ষক প্রবন্ধে নব নির্ম্মীয়মান শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বিশ্ব-বিশ্রুত-প্রচার-প্রতিষ্ঠান গৌড়ীয়মঠের সংবাদ জানিবার জন্য অনেকেই বিশেষ কৌতূহলী আছেন, তাহা আমরা বহু প্রাপ্ত পত্রাদি হইতেই জানিতে পারিতেছি। শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিক-কালব্যাপী মহামহোৎসব সমাগত প্রায়। অনেকেই এবারকার উৎসব কোথায় হইবে জানিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছেন। গৌড়ীয়মঠের সন্দেশ-কৌতূহলী পাঠকগণের জন্য আমরা জানাইতেছি যে, পরমভাগবত শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীজগবন্ধু দাস অধিকারী ভক্তিরঞ্জন মহোদয় বিপুল পরিশ্রম, যত্ন ও সেবা-প্রাণতার সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের নির্ম্মাণ-কার্য্য অগ্রসর করাইতেছেন। শ্রীমন্দিরের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, বৈষ্ণব-খণ্ডের কড়ি-খামার পর্য্যন্ত কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, সুবিস্তৃত ও সুদীর্ঘ নাটমন্দির অতীব পারিপাট্যের সহিত নির্ম্মিত হইতেছে। নিম্নে আমরা বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠের কার্য্যের নিদর্শনস্বরূপ একটী চিত্র সন্নিবেশ করিলাম। এই চিত্র প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বের কৃত কার্য্যের নিদর্শনী; এক সপ্তাহের ভিতরে কার্য্য আরও অগ্রসর হইয়াছে।

এই নব-নির্ম্মীয়মান শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূমি, শ্রীমন্দির, নাটমন্দির, বৈষ্ণব-খণ্ড প্রভৃতি মহানুভব দানবীর শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীজগবন্ধু দাস অধিকারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের গৌরব-দুন্দুভি ঘোষণা করিতেছে। ভক্ত জড়-প্রতিষ্ঠাকে পরিত্যাগ করিলেও বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠাকে পরিত্যাগ করেন না; রাম-রামানন্দ-সংবাদে এই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার মাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

"কীর্ত্তি মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ?
'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি ॥"

বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠার লিপ্সুক নহেন, তাই প্রতিষ্ঠা তাঁহাকে পাইবার জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার অনুগমন করে,—

"প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না চাহে, তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত ॥"

শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধু দাস অধিকারী মহাশয়ের সেবা-বৃত্তি দর্শন করিলে গৌড়ীয়ের অধিদেব গোবিন্দজীর মন্দিরের নির্ম্মাণানুকূল্য বদনকারী মহারাজ শ্রীমানসিংহদেব, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী পাদের শ্রীগোপালের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণকারী মথুরার শ্রেষ্ঠীবর, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর শিষ্যার

—যিনি ভট্ট-গোস্বামিপাদের আদেশে গোবিন্দের মন্দির এবং বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই গুরুসেবা-প্রাণ বৈষ্ণবের, শ্রীসনাতন গোস্বামীর মদনমোহনের মন্দির নির্ম্মাণকারী শ্রেষ্ঠীবর মহাভূধর শ্রীগুণানন্দের, গোপী-নাথজীর মন্দির নির্ম্মাণকারী রাজা রাঘবসিংহ মহোদয়ের কিম্বা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর গুরুভক্ত শিষ্য বীর হাম্বির, বা রসিকানন্দ মুরারি প্রভুর অনুগত শ্রীবৈদ্যনাথ ভঞ্জদেব বাহাদুর প্রভৃতির কথা স্বতঃই স্মৃতিপথে উদিত হয়, অথবা শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সেবা-বৃত্তি বর্ত্তমান নৈরৈকসর্ব্বস্ববাদের যুগে আরও চমৎকারিতা উৎপাদন করে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অনেক রাজন্য-সম্প্রদায়, শ্রেষ্ঠী-সম্প্রদায়, ধনী-সম্প্রদায় মঠ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ, অতিথিশালা স্থাপন, কুটেনন এবং সৎকার্য্যার্থে বহু বহু দান করিতেন; ইহা যেন তাঁহাদের অভ্যাসগত বা পরম্পরাগত প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সেই যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন একদিকে যেমন ধর্ম্মের নামে জগতে কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠার সাম্রাজ্য স্থাপিত হইতেছে, অপরদিকে আবার ধনি-সম্প্রদায়েরও নানা প্রকার কুরুচি ও বিলাসিতার মাত্রা বাড়িতেছে। তারপর কর্ম্মরাজ্যে ফলভোগ-আশায় অনেক সময় অনেক দাতার দান-প্রবৃত্তি উদিত হয়, কিন্তু একান্ত পরমার্থ যেখানে ষোল আনা ভোক্তা হন, সেখানে দান অর্থাৎ আত্মভোগত্যাগের স্পৃহা নৃলোকে বড়ই দুর্লভ। কিন্তু শ্রেষ্ঠার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয় এরূপ একযুগে যে মহতী সেবার আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি সাধারণ জন নহেন, ভগবৎকৃপায় পূর্ণাভিরিক্ত কোন মহাত্মা চৈতন্য-মনোভীষ্ট প্রচারকল্পের সহায়তা করিবার জন্য প্রচ্ছন্ন-মূর্ত্তিতে ভূতলে আগমন করিয়াছেন।

এবারকার শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব সম্পূর্ণভাবে বাগবাজারে অনুষ্ঠিত হইতে না পারিলেও উৎসবের কোন বিশেষ বিশেষ অধিবেশন সেই নব-নির্ম্মীয়মান নাট্যমন্দিরে হইতে পারিবে। আমরা ক্রমশঃ নব নির্ম্মীয়মান মঠের অগ্রসর-বার্ত্তা পাঠকগণকে মধ্যে মধ্যে উপহার প্রদান করিব।

আলবার্ট হলে

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বক্তৃতা

আগামী ২৬শে শ্রাবণ ১১ই আগষ্ট রবিবার কলিকাতার "আলবার্টহলে" শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ "গৌড়ীয়-দর্শন"-শীর্ষক অভিভাষণ প্রদান করিবেন।

সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।